সচিত্র সানুবাদ ও সটীক

শ্রীমদ্ভাগবতসংহিতা।

মহাপুরাণ। প্রথমস্কন্ধ।

(শ্রুতি, মীমাংসা, ন্যায়, বেদান্ত ও সংহিতাদির মতে
সাধারণ ও আধ্যাত্মিক-ব্যাখ্যাসংযুক্ত।)



…নমোহনমূর্ত্তি।

…ক্তিতীর্থ কর্ত্তৃক সঙ্কলিত।

…স্করণ।

…হইতে প্রকাশিত।

…ত।

আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যাসম্বলিত

সটীক ও সচিত্র

শ্রীমদ্ভাগবতসংহিতা।

উপক্রমণিকা।

এই ভাগবতগ্রন্থ আর্য্যঋষিবুদ্ধিপ্রসূত অমূল্য রত্নরাশির মধ্যে একটি মহারত্ন হইতেছে। মহাপুরাণসমূহের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। ব্রহ্মানুমানিগণের আদরের ধন এবং ব্রহ্মোপাসিগণের পক্ষে অমৃতস্বরূপ হইতেছে। এই কারণে ইহা কি ঋষিসমাজে, কি অবধূতসমাজে, কি পরমহংসসমাজে, কি সাংসারিক্ ভক্তসমাজে, সর্ব্বত্রই পবিত্রভাবে আলোচিত হইয়া থাকে। ভগবান ব্যাস মানবগণের হিতার্থ ব্রহ্ম ও সংসারপরিজ্ঞানের কারণ ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত বেদশাখাসমূহকে একত্রিত করিয়াছিলেন। বেদার্থ অতিশয় কঠিন থাকায়, লোকের পক্ষে সহজে ব্রহ্মবোধ হইবার কারণ, তিনি বেদান্তের সৃষ্টি করিয়া, তাহাতে ব্রহ্মমীমাংসার স্বরূপ বিজ্ঞানের শ্রেষ্ঠচিহ্ন বা উত্তরমীমাংসা দর্শন প্রকাশ করিলেন। তাহাতে জ্ঞানীকুলের উপকার হইল। কিন্তু সংসারী মায়াজালে আবদ্ধ থাকিয়া, কি প্রকারে সেই ব্রহ্মতত্ত্ব শিক্ষা করিবে? ইহা স্থির করিবার জন্য এবং সংসারকে অনিত্য ও কর্ম্মক্ষেত্রে ধর্ম্মাধর্ম্মরূপ কর্ম্মফল অবশ্য ভোক্তব্য, তাহা বুঝাইবার জন্য, মহাভারত ও সপ্তদশপুরাণ অগ্রে প্রণয়ন করিলেন। তাহা প্রণয়নান্তে সংসারী ও বৈরাগী সকলকেই সেই ব্রহ্মে সংলগ্নচিত্ত করাইবার জন্য, নি[illegible]র ও বেদাদির চূড়ান্ত নিদর্শনস্বরূপ এই শ্রীমদ্ভাগবত নামক কল্পবৃক্ষকে রোপণ করিয়া, ব্যাসপুত্র শ্রীশুকদেবের হস্তে তাহার রক্ষণাবেক্ষণের ভার দিলেন। এই ভাগবতবৃক্ষের মূল সংযোজিত ভূমি মানবের হৃদয়; কাণ্ড—বেদান্তাদির সূত্র; শাখা—প্রশাখা ঈশ্বরনিরূপক বিজ্ঞান এবং দক্ষাদি প্রজাপতি প্রভৃতি কল্পিত নায়কের উপদেশ; পত্রাদি যোগোপায়; মুকুল—ভক্তি; ফল—প্রেম ও মুক্তি হইতেছে। শ্রীশুকদেব ও অপরাপর প্রেমিকগণ শাখায় উপবিষ্ট কোকিলাদি বিহঙ্গমগণ হয়েন। এমন সর্ব্বোৎকৃষ্ট সাধনশাস্ত্র জগতে আর দ্বিতীয় নাই। ইহা জানিয়া শ্রীধরস্বামী ও অপরাপর সাধুগণ ইহার বোধার্থ টীকা করিয়াছেন। টীকাদ্বারা অর্থোপলব্ধি হয় মাত্র; অর্থের প্রধান উদ্দেশ্য লাভ হয় না। কারণ মীমাংসা, সাংখ্য, বেদান্তাদি ও উপনিষদাদি পাঠের পর শ্রীভাগবত পাঠ করিলে,

করিবে, এমন যে বস্তু, তিনিই ব্রহ্ম হইতেছেন। এই বেদবাক্য তিনি উত্তরমীমাংসার দ্বিতীয়সূত্রে প্রমাণ করিবার কারণ, প্রয়োগ করিয়াছেন এবং তথায়ও ঠিক এই "জন্মাদ্যস্য" মূলবাক্য প্রযুক্ত হইয়াছে।

মহর্ষি ব্যাস ন্যায়শাস্ত্রের অন্বয় ও ব্যতিরেক ন্যায়দ্বারা এই ব্রহ্মবস্তুর সত্ত্বকে নিশ্চয় করিয়া প্রথমে স্তব করিলেন। প্রকৃত সত্ত্বার স্থির করাকে অন্বয় বা অনুবৃত্তি ন্যায় কহে। যেমন মৃত্তিকা ও স্বর্ণ। তাহা হইতে প্রস্তুত উপাধির নিশ্চয়কে ব্যতিরেক বা ব্যাবৃত্তি ন্যায় কহে। যথা ঘট ও কুণ্ডল। সেই ব্রহ্ম এই বিশ্বের মূল কারণ ও জীববৃক্ষ গ্রহনক্ষত্রাদি বেষ্টিত উপাধি কারণ হইয়া, এই জগতের সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয়াদি করিতেছেন এবং অভিজ্ঞ অর্থাৎ সর্ব্বজ্ঞ হইয়া আছেন। তিনি একমাত্র পুরুষভাবে স্বীয় চৈতন্যবলে সেই সমস্ত কারণকে চৈতন্যমণ্ডিত করিয়া প্রত্যেকের সত্ত্বরূপে আপনিই অবস্থিতি করিতেছেন। ঐ কারণসমূহও সেই ব্রহ্মের শক্তিরূপী, ব্রহ্মাতীত বা সেই পুরুষাতীত কিছুই নাই। যেমন আপনা হইতে উদ্ভূত ডিম্বকে পক্ষী তেজঃ প্রদান না করিলে, তাহার জীবনীক্ষমতা লাভ হয় না, তেমনি কারণসমূহও ব্রহ্মচৈতন্যবিশিষ্ট না হইলে, কখনই কার্য্যক্ষম হইতে পারে না। মৃতমনুষ্য কোন্ কালে কথা কহে? যাহা হইতে জগৎরূপী কার্য্যাদি প্রকাশিত হয়, সেই অবচ্ছিন্ন পদার্থকে কারণ কহে। ঈশ্বরচৈতন্যে সৃষ্টিশক্তিসমূহ চৈতন্যপ্রাপ্ত হয় বলিয়া, ঈশ্বরকে কারণসমূহের বা সর্ব্বশক্তির সত্তা বলা হইল।

এইজন্য শ্রীব্যাস বলিলেন: যিনি স্বরাট্ অর্থাৎ আপনার চৈতন্যে আপনি বিরাজিত আছেন। ঈশ্বরকে সর্ব্বশ্রেষ্ঠত্ব দিতে হইলে কোন্ বুদ্ধিমান্ তাঁহাকে আপনার চৈতন্যে চৈতন্যময় না বলিবেন? এইহেতু তাঁহাকে স্বপ্রকাশ না বলিলে স্বাভাবিক্ ও প্রাকৃতিক্ ক্রিয়া স্থির হওয়া দুরূহ হইত। সেই ব্রহ্মবস্তু কেবল জগতের স্থূল উপাদানের কর্ত্তা নহেন, তিনি জ্ঞানেরও কর্ত্তা হইতেছেন, তাহা বুঝাইতে হিরণ্যগর্ভ ব্রহ্মার মানসে তিনি বেদজ্ঞান প্রদান করিয়াছিলেন। এই বেদতত্ত্ব সৃষ্টির ঘটনা দেখিয়া প্রকাশ হয় নাই, ইহা নিত্য। তাহা বুঝাইতেই ঋষিদেবগণের জ্ঞানের অতীত অর্থাৎ সাধনাবল ব্যতীত তাহার অর্থ লাভ হয় না, ইহা বুঝান হইল। সমস্ত জগৎপ্রপঞ্চ মিথ্যা কেবল ব্রহ্মই সত্য, ইহা বুঝাইতেই বলা হইল যে, দেবতা, ভূত ও ইন্দ্রিয়াদি সৃষ্টিকারণের মধ্যে যাঁহার চৈতন্য আছে বলিয়া, মরীচিকা ও কাচাদিকে ভ্রমে জলের ন্যায় অনুভব করার সমান [illegible] বিশ্বকার্য্যকে সত্য বলিয়া অনুমান হয় মাত্র; বাস্তবিক্ সৃষ্টপদার্থ সত্য [illegible] ব্রহ্মকে দেখা যায় না, অথচ তিনিই সত্য এবং সৃষ্টিকে দেখা যায় কিন্তু তাহা অসত্য। কিরূপ বুঝা যায়! তাহা বুঝাইতে বলা হইল, যতক্ষণ তত্ত্ববোধ না হয়, ততক্ষণ [illegible] বালুকারাশিস্থিত তেজঃপ্রবাহকে ও দূরে স্থিত কাচকে জল বলিয়া ভ্রম হয়। তত্রাপি ভূত, ইন্দ্রিয় ও দেবতা অর্থাৎ স্থূলকারণ ও ইন্দ্রিয়শক্তিসমূহের কর্ত্তা ব্রহ্মকে না বুঝিলে, উহাদের সত্তা বা কার্য্যকারী বলা যায়। বাস্তবিক্ উহারা জড় ও মিথ্যা হইতেছে। সেই ভগবান্ কারণসমূহে আবিষ্ট হইয়া, স্বীয় তেজোদ্বারা আত্মারূপে এই জগৎকে সৃজন করিতেছেন। সৃজনান্তে কারণসমূহের চৈতন্যদাতা ও সত্তারূপে আপনিই রহিয়াছেন। এইরূপে যে ব্রহ্মতত্ত্ব

নিশ্চয় করা যায়, তিনিই সত্য হইতেছেন। এমন যে সত্যস্বরূপ ব্রহ্ম, তাঁহাকে শিষ্যমণ্ডলীর সহিত শ্রীব্যাস ধ্যান করিলেন বলিয়া, মায়াশূন্য, নিষ্কাম, অথচ পূর্ণব্রহ্মকে আমরা সকলে ধ্যান করি। ইহা শ্রীব্যাসদেব বলিলেন।

ইতি ব্যাসকৃতমঙ্গলাচরণ সমাপ্ত।

শ্রীধরস্বামিকৃত মঙ্গলাচরণ

শ্রীধরস্বামী মঙ্গলাচরণ আরম্ভ করিয়া বলিলেন :—

ওঁ এই প্রণবের সহিত পরহংসগণের আস্বাদিত, তাঁহাদের চিত্তমকরন্দসংযুক্ত, ভক্তজনের মানসপূজিত কমলচরণান্বিত ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে আমি প্রণাম করি।

স্বামী শ্রীকৃষ্ণপ্রণামান্তে শ্রীকৃষ্ণের বিভূতি ও ব্যাসদেবকৃত ভাগবত পুস্তকের বিভূতি বর্ণনচ্ছলে স্বীয় টীকার মঙ্গলকামনার্থ বলিলেন :—

যাঁহার বদনে বাক্যের ঈশ্বরী, যাঁহার বক্ষে ধনের ঈশ্বরী, যাঁহার হৃদয়ে পরমারাধ্য জ্ঞানের দেবতা রহিয়াছেন; এমন নৃসিংহরূপী গুরুদেবকে আমি ভজনা করি। ১।

সর্গবিসর্গাদি নবলক্ষণসংযুক্ত এই বিশ্বভাণ্ডার যে শ্রীকৃষ্ণে লক্ষিত হয়, সেই জগদ্ধাম বা কৈবল্যধামস্বরূপ শ্রীকৃষ্ণকে আমি প্রণাম করি। ২।

ভগবান মাধব ও শিবদুর্গার যুগল মূর্ত্তি, যাঁহারা ঈশ্বররূপে সকল মঙ্গলের কারণস্বরূপ, বিশেষতঃ যে রাধাকৃষ্ণাদি পরস্পরে পরস্পরের আত্মা ও অতি প্রিয়বস্তু স্বরূপ হইতেছেন, আমি তাঁহাদিগকে হৃদয়ের সহিত বন্দনা করি। ৩।

সম্প্রদায়িগণের (জ্ঞানী ও প্রেমিকগণের) অনুরোধে ও পূর্ব্ব পূর্ব্ব ঋষিগণের মত অনুসরণ (বিবেচনা) করিয়া, শ্রীমদ্ভাগবত শাস্ত্রের এই ভাবার্থদীপিকানাম্নি টীকা আমি প্রণয়ন করিতে আরম্ভ করিলাম। ৪।

কোথায় আমি মন্দমতি! আর কোথায় ভাগবতরূপী ক্ষীর সমুদ্র!! ইহা মন্থন কি আমার সম্ভব!! যে সমুদ্রে মন্দর পর্ব্বত মগ্ন হয়, তথায় আমি সামান্য পরমাণুর ন্যায় হইতেছি! ৫।

(কিন্তু কি সাহসে আমি এই কার্য্য করিতেছি?) যাঁহার কৃপায় বাক্শক্তিহীন ব্যক্তি কথা কহে, পঙ্গু গিরিকে উল্লঙ্ঘন করে; সেই পরমানন্দস্বরূপ মাধবের শ্রীচরণকে আমি বন্দনা করি। ৬।

এই শ্রীভাগবত গ্রন্থ কল্পবৃক্ষস্বরূপ হইতেছে, প্রণবই ইহার অঙ্কুর এবং সাধুগণ ইহার দ্বাদশটি স্কন্ধরূপে ব্যাপ্ত হইতেছেন। আর অনন্ত ভক্তিতত্ত্বই ইহার প্রধান শাখা সমূহ হইতেছে। তিনশত দ্বাত্রিংশতি অধ্যায়ই ইহার পক্ষে প্রশাখাবিস্তার হইতেছে। অষ্টাদশ সহস্র শ্লোকই ইহার পত্ররূপে সকলকে শান্তিছায়া দিবার জন্য সর্ব্বোপরি বিস্তৃত আছে। ৭।

ইতি স্বামিকৃত-মঙ্গলাচরণ সমাপ্ত।

শ্রীভাগবত শাস্ত্রের প্রতিজ্ঞা।

এই ভাগবত গ্রন্থ কোন্ সময় প্রণীত হয়, তাহার স্থিরতা নাই। এবিষয়ে আর্য্যশাস্ত্র-কারেরা কহেন, এই বিশ্বের যাহা কিছু সম্পদ্ অর্থাৎ জ্ঞান, বুদ্ধি, বিদ্যা, চিরদিনই প্রলয়ান্তে সমভাবে যে যুগে যাহা প্রয়োজন, তাহা প্রকাশ হইয়া থাকে। বর্ত্তমান যুগে সত্বাদি গুণময় জীবের যেরূপ জ্ঞান, যেরূপ ভাষা আছে; প্রলয়ান্তেও সেই গুণময় মানবশ্রেণীর সেই সমস্ত ভাব প্রকাশ হইয়া থাকে। কারণ প্রলয়টি নিরোধভাব মাত্র। তাহাতে ভাষার শ্লোক, বর্ণবিন্যাস এক হইতে না পারে, কিন্তু ভাবের বিশেষ হয় না। শ্রীব্যাস শব্দটি উপাধি। প্রতি প্রলয়ে ভগবান মানবমূর্ত্তিতে জ্ঞানবুদ্ধি ও শাস্ত্রের অর্থ মানবের বুদ্ধি-বোধ্যে করিবার জন্য যে প্রতিভাতে আত্মকরুণা প্রকাশ করেন, তিনিই ব্যাস নামেঅভিহিত হয়েন। এইজন্য নারদাদি ঋষিগণের উপাধি এবং বেদ, শাস্ত্র ও পুরাণের প্রকৃত তাৎপর্য্য অনাদি বলিয়া স্বীকার করা যায়। অস্মিন্ যুগের প্রাচীনকালে শাস্ত্র প্রচারের নিয়ম বাচনিক্ উপদেশের মধ্যেই গ্রথিত ছিল। প্রত্যেক শাস্ত্র সংকলিত হইবার পরে, তাহা সাধুসমাজে ও যজ্ঞাদিতে উপদিষ্ট হইত। উপদেষ্টার মুখ হইতে শ্রোতাগণ শ্রবণ করিয়া, স্মৃতিবদ্ধ বা লিপিবদ্ধ করিয়া রাখিতেন। শ্রোতাগণ আবার উপদেষ্টারূপে অন্যত্র উপদেশ দিতেন। উপদেশ প্রদানের কালে তাঁহারা শাস্ত্রমধ্যে আপনার মতও প্রকাশ করিতেন। তাহাতেই শাস্ত্রসমূহ অতিশয় বৃহৎ ও প্রমাণসিদ্ধ হইয়াছে। "ভাগবত" শব্দের অর্থ ভগবানের গুণ কীর্ত্তন সংযুক্ত আধার। পৌরাণিক অনুমানে প্রথমে ভগবান বিষ্ণু ব্রহ্মাকে এই ভাগবত উপদেশ দিয়াছিলেন। ব্রহ্মা নারদকে এবং নারদ ব্যাসদেবকে উপদেশ দিয়াছিলেন। শ্রীব্যাস শুকদেবকে এবং শুকদেবের মুখ হইতে পরীক্ষিতসভায় সূতগোস্বামী শিক্ষা করেন। সূতগোস্বামী শৌনকের যজ্ঞে ইহা প্রকাশ করেন। এই শৌনকযজ্ঞে সূত অনেক পুরাণ প্রকাশ করেন। সেই সময়ে কোন্ ঋষি এই বর্ত্তমান ভাগবত সংগ্রহ করেন, তাহা প্রকাশ নাই। তবে সর্ব্বত্র এই কথা প্রচলিত আছে যে, বহুকাল পরে মহারাজ বিক্রমাদিত্য মহাপণ্ডিতগণকে নিজ রাজধানীতে আনিয়া, আপনার সভায় বেদ, দর্শন ও পুরাণ শ্রবণ করেন ও সংগ্রহ করিয়া [illegible] শাস্ত্রসমূহকে লিপিবদ্ধ করিয়া, নিজ প্রাসাদে রক্ষা করেন। সেই লিপি [illegible] সমস্ত শাস্ত্র অদ্যাপি প্রচারিত আছে। সূতমুখপ্রোক্ত ভাগবতই জগতে প্রচারিত [illegible] ইহারই শ্লোক সংখ্যা ১৮০০০ সহস্র হইতেছে। সূতের উক্তি ত্যাগ করিলে ও শুক [illegible] ত্যাগ করিলে, ভাগবতের যে অংশ অবশিষ্ট থাকে, তাহাই মহর্ষি ব্যাসপ্রণীত বুঝিতে হইবে। সূতমুখে শৌনকযজ্ঞে যে ঋষি ভাগবতকে সংগ্রহ কারন, তিনিই ভাগবত শাস্ত্রের উদ্দেশ্যকে বা প্রতিজ্ঞাকে নিম্নলিখিতভাবে প্রকাশ করিতে বলিলেন:—

হে শ্রোতাগণ! মহামুনি শ্রীব্যাসদেব এই ভাগবত শাস্ত্রের মধ্যে কেবল নির্ম্মৎসর ও সৎগুণাধার মানবগণের মোক্ষার্থ শঠতা এবং কাম্যকর্ম্মধর্ম্মহীন নিবৃত্তি নামক পরমধর্ম্মের

উপদেশই প্রকাশ করিয়াছেন। সেই উপদেশ হইতে বাস্তব পদার্থ অর্থাৎ জীব ও মায়া প্রভৃতি কি এবং বস্তু অর্থাৎ ব্রহ্ম কি, জানা যায়। বিশেষতঃ সেই উপদেশসমূহ যথার্থ তাপত্রয়োন্মূলনকারী এবং মঙ্গলকারী হইতেছে। মহামুনিরূপে স্বয়ং ভগবান নারায়ণ এই শ্রীমদ্ভাগবত প্রথমে প্রকাশ করেন। যাঁহার সুকৃতিসম্পন্ন ও শুশ্রূষু হয়েন, তাঁহারা অতি শীঘ্র এই প্রধান শাস্ত্রসাহায্যে ঈশ্বরকে হৃদয়ে ধারণা করিতে পারেন। ১। ২।

হে শ্রোতাগণ! নিগমরূপী কল্পবৃক্ষের অতি অমৃতরসসংযুক্ত সুপক্ব ফলরূপী এই ভাগবত শাস্ত্রটি শুকমুখ হইতে সংসারে পতিত হইয়াছে। হে সংসারবাসী ভাবুক ও রসিক বৃন্দ! তোমরা সংসারভোগাবস্থা হইতে মুক্তিকালপর্য্যন্ত এই ভাগবতরস মুহুর্মুহুঃ পান কর। ১। ৩।

ব্যাখ্যা। এই শ্লোকটিতে শ্রীব্যাস রূপকালঙ্কার সংযোজিত করিয়াছেন। একটি বস্তুকে সমানভাবে অপর বস্তুর সাদৃশ্যে প্রকাশ করণের নাম রূপক। নিগম শব্দের অর্থ বেদ। যাহা হইতে ইচ্ছামত ফল পাওয়া যায়, তাহাকে কল্পবৃক্ষ কহে। শ্রীশুক নামক পক্ষীর মুখদ্বারা আস্বাদিত ফলমাত্রই সুরস ও সুপক্ব বুঝাইয়া থাকে। কারণ লোকে শুকমুখ হইতে পতিত ফলকে সুরস বলিয়া আদরের সহিত ভক্ষণ করে। ইহার এক অর্থ অনুবাদিত হইয়াছে। ইহার পরমার্থ এক্ষণে বলিতেছি যথা:—বেদকে কল্পবৃক্ষ, ভাগবত শাস্ত্রকে তাহার অমৃতরসপূর্ণ সুপক্ব ফল বলা হইল। কল্পবৃক্ষে ধর্ম্মার্থকাম ও মোক্ষ এই চতুর্ব্বিধ ফল থাকে। কিন্তু ভাগবতকে কেবল সুরস বলিয়া পঞ্চম ফল বলা হইতেছে। তাহাতে লোকের ভাগবত পক্ষে সুফল ও সুরস বোধ হইবে কেন? শ্রীশুকের মুখ হইতে আস্বাদিত হইয়া পতিত হইয়াছে বলিয়া। সেই ফল খাইবে কে? রসিকবৃন্দ! তত্ত্বরসজ্ঞানহীন জন তাহাকে বুঝিতে পারিবে না। অর্থাৎ:—বেদে যেমন চতুর্ব্বর্গ ফল প্রাপ্তিরূপ শ্রুতিমন্ত্র নিহিত আছে; তাহা আর কুত্রাপি নাই। তাহা সহজে বুঝিতে পারা দুঃসাধ্য। যেমন একটি বৃক্ষে সহস্র ফল সত্ত্বে, কোন্‌টি সুপক্ব তাহা ফলের অবস্থাজ্ঞাত ব্যক্তি ব্যতীত আর কেহ জানে না। তেমনি বেদের মন্ত্রসমূহের অর্থ অণিমা, ঈশিতা প্রভৃতি অষ্টসিদ্ধিযুক্ত ও তত্ত্বজ্ঞব্যক্তি ভিন্ন সহজে জ্ঞাত হইতে পারেন না। কঠিন বেদার্থকে জ্ঞাত করাইবার নিমিত্ত ও সেই সকল মন্ত্রার্থকে সহজে অবগতি করাইবার কারণ, মহর্ষি ব্যাস এই কার্য্য করিলেন। সেই বেদরূপ বৃক্ষ হইতে শ্রীশুক কর্ত্তৃক আস্বাদিত সুপক্ব পঞ্চম ফলের রস বিন্দু বিন্দু সংসারে ফেলিয়া দিলেন। তাহা কেন ফেলিয়া দিলেন? কেবল এই সংসারবাসী রসিকগণের ও ভাবুকগণের জন্য। যাঁহারা এই জগৎ দেখিয়া ইহাকে [illegible] প্রেম করেন, ইহা বুঝিয়া মুগ্ধ হন, তাঁহাদিগকে রসিক বলা যায়। যাঁহারা ঈশ্বরকার্য্য ভাবিতে থাকেন, তাঁহাদিগকে ভাবুক বলা যায়। বেদবৃক্ষজাতফল হইতে শুকের আস্বাদনে পতিত এই পঞ্চম ফল, যাহাতে ত্বক্ ও অষ্টিরূপী কর্ম্ম ও জ্ঞানতত্ত্ব নাই; এমন ভাগবতরূপী ফলকে শ্রীব্যাস সংসারে ফেলিলেন অর্থাৎ শ্রীব্যাসদেব প্রকাশ করিলেন। [illegible]ক ও ভাবুকগণ সেই ভাগবতের রস যে সুস্বাদু তাহা জানিবেন কেমন ক[illegible]না করিয়া, সহস্র[illegible]নার কারণ, তিনি তাহাতে শুকমুখাস্বাদন সংযুক্ত করিয়া দিলেন। [illegible]য়, কিম্বা যাঁহাদের মনের [illegible] খাইতে খাইতে রস ভূমিতে ফেলিয়া দেয়, তাহা সুস্বাদু ও [illegible] মহাপরমহংসরূপী পুত্র শ্রীশুকদেব হইতেছেন। পরম-

হংসেরা অষ্টসিদ্ধি লাভ করেন বলিয়া, সংসারবাসিগণের উচিত যে তাঁহাদের নিকট হইতে ব্রহ্মজ্ঞানযুক্ত বেদাদির তাৎপর্য্য শিক্ষা করা। এবংবিধ গুণযুক্ত স্বীয় পুত্র শুকের হৃদয়ে সংসারবাসিগণের কারণ ভাগবতকে মহর্ষি ব্যাস প্রদান করিলেন। শুকদেব তাহা প্রেমরসরূপে স্বীয় মুখ হইতে নিঃসৃত করিয়া, এই জগতে রসিকগণের নিকট প্রকাশ করিলেন। রসিক ও ভাবুকগণ মোক্ষকাল পর্য্যন্ত ইহা পান করিয়া আনন্দিত হইবেন। এইজন্য ইহসংসারে বদ্ধ, মুমুক্ষু ও মুক্ত জীবসকলই ভাগবত আস্বাদন করিবার অধিকারী হইতেছেন, ইহা বুঝাইতেই, সংসারী ভাবুক ও রসিকগণ বলা হইল।

অথ শ্রীমদ্ভাগবতারম্ভ।



প্রথম অধ্যায়।



একদা নৈমিষারণ্য নামক অনিমিষক্ষেত্রে শৌনকাদি ঋষিগণ বৈকুণ্ঠলোক কামনা করিয়া সহস্রবর্ষব্যাপী সত্রনামক মহাযজ্ঞ করিয়াছিলেন। ১।১।১।

ব্যাখ্যা। ব্রহ্মাকর্তৃক প্রণীত মন নামক চক্র অর্থাৎ নেমি যথায় কুণ্ঠিত হয়, তাহাকে নেমিশ কহে। সেই নেমিশ শব্দকে কোন কোন স্থানে নৈমিষও বলে। ইহার প্রমাণ বায়ুপুরাণে আছে যথা—"বিধাতা বলিলেন, এই যে মনোময়-চক্র, আমার সৃষ্টির—মধ্যে আমি ত্যাগ করিলাম, এই মনোময় চক্র ঘূর্ণিত হইতে হইতে যেস্থানে স্থিরভাব ধারণ করিবে, সেই স্থানই তপস্যার উপযুক্ত হইবে। বিধাতা এই কথা বলিয়া সেই সূর্য্যের ন্যায় ঘূর্ণায়মান্ ও তেজোশীল মনোময় চক্রকে দেবদেব মহাদেবের অভ্যর্থনাপূর্ব্বক পরিত্যাগ করিলেন। তপস্যায় ইচ্ছুক বিপ্রগণ সেই মনোময় চক্র কোথায় স্থির হইবে, তাহা দেখিবার কারণ জগতের প্রভু বিধাতাকে প্রণাম করিয়া, চক্রের পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিলেন। সেই বিধাতৃবিক্ষিপ্ত চক্র যেস্থানে আসিয়া স্থির হইল, সেই বনই মুনিজনপূজিত নৈমিষ নামে বিখ্যাত হইল"। এখন মনোরূপ চক্র কি? আর ব্রহ্মার সৃষ্টি কি? এই সংসারক্ষেত্রে যে তেজের ক্ষমতায় জীবসমূহ সুখদুঃখাদি অনুভব করিয়া জীবনযাপন [illegible] তাহাকে মন কহে। ব্রহ্মা তাহাকে চক্রের ন্যায় কল্পনা করিলেন কেন? চক্র যেমন ঘুরাইয়া দিলে ঘুরিতে থাকে, তেমনি জীব মন পাইয়া আশা ও দুরাশা বলে এই জগতে ঘুরিতেছে। সেই মন চারি অংশে নির্ম্মিত; ১ম মন, ২য় চিত্ত, ৩য় বুদ্ধি, ৪র্থ [illegible]। মনের পরিচয় পূর্ব্বে প্রদত্ত হইয়াছে। যে শক্তিদ্বারা স্মৃতিক্রিয়া সংসাধিত হয় [illegible]কে চিত্ত কহে। এই চিত্তের আবার বিক্ষিপ্ত, ক্ষিপ্ত, মূঢ়, স্তম্ভিত প্র

যে শক্তিদ্বারা সদসদ্বিবেচনা স্থির হয়, তাহাকে বুদ্ধি

পঁহুছিবার দ্বার হইতেছে।

যে শক্তির দ্বারা আমরা ও তোমরা—এই সমস্ত বোধ হয়, তাহাকে অহঙ্কার কহে। ঐ চারিটি ক্ষমতা লইয়া মন এই সংসারের মধ্যে প্রতি জীবাত্মাকে মুগ্ধ করিয়া রাখিয়াছে।

যতক্ষণ ঐ সমস্ত ক্ষমতা হইতে জীব স্থির না হইবে, ততক্ষণ তাহার জ্ঞান সন্দর্শন হইবে না; এবং জ্ঞান সন্দর্শন না হইলে তপস্যাও হইবে না। যোগক্রিয়ায় প্রাণায়াম, কুম্ভক এবং রেচকাদির দ্বারা দেহস্থ হৃদয়পদ্মে মন স্থির হয়. ইহা যোগশাস্ত্রে লিখিত আছে। যোগিগণ যোগসাধনার দ্বারা তপস্যা করিতে আরম্ভ করিলে, প্রথমে সেই অনাহতচক্র নামক হৃদয়পদ্মে মনকে স্থির করিয়া, বীজমন্ত্রকে ধারণা করেন। ভগবান ব্যাস সকলে ভক্তির আকর্ষণ করিবার জন্য সমস্ত বেদার্থকে রূপকে সাজাইয়া যে, পুরাণাদি প্রণয়ন করিয়াছেন, তাহা বোধ হয় জ্ঞানিমাত্রেই জানেন। এক্ষণে রূপককে চ্যুত করিয়া বায়ুপুরাণস্থ বিধাতার উক্তিতে বেশ জানা গেল যে, অধ্যাত্মতত্ত্বে নৈমিষ একটি পার্থিব অরণ্য নহে। ইহাই সাধনতত্ত্বে হৃদয়ের অনাহত পদ্ম হইতেছে।

তৎপরে মহর্ষি ব্যাস নৈমিষারণ্যকে অনিমিষক্ষেত্র বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। অনিমিষ শব্দের অর্থ অলুপ্তদৃষ্টি বা নিমেষশূন্য। অভিধান ও শ্রীধরস্বামীর টীকার মতে অনিমিষ শব্দের অর্থ বিষ্ণু। বেদমতে—ঈশ্বর যখন চাহিয়া থাকেন, তখনি জগতের ক্রিয়া হয়। তিনি চক্ষু মুদিলে মহাপ্রলয় হয়। এই জগৎ যখন সমান ভাবে ক্রিয়াবান্ হইতেছে, তখন ঐ বেদবচনমতে ঈশ্বরকে নিমেষহীন বলা যাইতে পারে। বিশেষতঃ অনিমিষ শব্দ পঙ্কজাদি শব্দের ন্যায় যোগরূঢ় ভাবে বিষ্ণুতেই আরোপিত হয়।

ক্ষেত্র শব্দে শস্যজনন স্থান। অনিমিষক্ষেত্র শব্দে মন্ত্রবীজ হইতে বিষ্ণুর আবির্ভূত হওন স্থান। যোগিগণ যোগে আত্মার সন্দর্শন পাইলে, কিরণের সাহায্যে যেমন কিরণের আকরস্বরূপ সূর্য্যকে দেখা যায়, তদ্রূপ সেই আত্মার সাহায্যে পরমাত্মার সন্দর্শন তাঁহারা অনুভব করেন। ইহা যোগশাস্ত্রের বচন। ধ্রুব যোগসিদ্ধ হইলে, বিষ্ণু তাঁহাকে কোথায় দেখা দিয়াছিলেন? যৎকালে মহাত্মা ধ্রুব আত্মার সাক্ষাৎ পাইয়া তৎসাহায্যে "পরমাত্মন্ বিষ্ণো! পরমাত্মন্ বিষ্ণো!" বলিয়া চীৎকার করিয়া প্রেমনীরে ভাসিয়াছিলেন, তখন ঈশ্বর বলিলেন:—"বৎস ধ্রুব! তুমি দেবের অসাধ্য কার্য্য করিলে, আর ক্রন্দন করিও না। চক্ষের নীর সম্বরণ কর, অন্তরদৃষ্টিতে হৃদয়ে দেখ, আমি উপস্থিত আছি।" তখন ধ্রুব হৃদয়ে শঙ্খ, চক্র, গদাপদ্মধারী মুকুন্দকে অনাহত পদ্মে আসীন দেখিয়াছিলেন। সেই কারণে হৃদয়স্থ অনাহতপদ্মকে যোগশাস্ত্রমতে হরির উদয়স্থান বলা যায়।

মহর্ষি ব্যাস ঐ কথাকে সাধারণ বুদ্ধির গোচর করাইবার কারণ রূপকালঙ্কার সাহায্যে কহিলেন নৈমিষ নামক অনিমিষ ক্ষেত্র। তাহার গূঢ়ভাব শ্রীহরির আবির্ভাবস্থানরূপী হৃদয়ের অনাহত পদ্ম। এমন স্থানে শৌনকাদি ঋষিগণ বৈকুণ্ঠ কামনা করিয়া, সহস্র বৎসর যজ্ঞ করিয়াছিলেন। যাঁহাদের রিপুগণের শক্তি খর্ব্ব হয়, কিম্বা যাঁহাদের মনের গতি মুক্তির দিকে ধাবিত হয়, তাহাদিগকে ঋষি বলে।

অর্থাৎ সংসারবাসনা হইতে মুক্তজন। স্বর্গীয়লোক কাহাকে বলে? স্ব—শব্দে আত্মা। আত্মতত্ত্ব যথায় দিবানিশি গান করিলে আর মায়ায় মুগ্ধ হইতে হয় না, তাহাকে স্বর্গীয়লোক বা বৈকুণ্ঠ কহে। কিম্বা স্বর্গে অমর হইয়াও যাঁহার মহিমা গান করা যায়, তিনি স্বর্গীয় অর্থাৎ বিষ্ণু, তাঁহার লোককে বৈকুণ্ঠ কহে। ঐরূপ গুণযুক্ত বৈকুণ্ঠ স্থান কোথায়? পঞ্চভূত থাকিতে ও মায়া থাকিতে জন্মাওন, পালন, মরণাদি ক্রিয়াও থাকিবে। ভূত, মহত্তত্ত্ব এবং মায়া যথায় আছে, তথায়ই জাগতিক্ ক্রিয়া আছে এবং তাহাকেই সংসার কহে। যথায় ভূতাদি নাই তাহা স্থান বা স্থূল লোকশব্দের বাচ্য হইতে পারে না। কারণ ভূতাবিষ্ট না হইলে দৃষ্টির অগোচর হইল। মহত্তত্ত্ব বা মায়া যাহাতে রহিল, তাহার অনুভব বা স্পর্শন ও সহবাস সহজে লাভ হইয়া থাকে। এই সকল গুণবিশিষ্ট যাহা নহে তাহা স্থান নহে। তবে তাহা কি? পরমাত্মা শ্রীহরি! এইজন্য বৈকুণ্ঠলাভদ্বারা যোগিগণ আত্মাকে পরমাত্মময় করিতে পারিলে আর তাঁহাদিগকে মায়ায় মুগ্ধ বা জন্মমরণাধীন হইতে হয় না। আমি মঙ্গলাচরণের টীকায় কারণসমূহ হইতে যেপ্রকারে জগৎপ্রকাশ হইয়াছে, তাহা প্রকাশ করিয়াছি? যোগশাস্ত্রের নিয়মমতে মৃত্যুকালীন্ বাসনাভেদে জীবের জন্ম হয়। বাসনাই আত্মাকে গ্রহণ করে। বাসনার অনুরূপ ভূতাদি সমবেষ্টিত হইয়া, এই সংসারে ভিন্ন ভিন্ন গঠনে জীবের জন্ম হইয়া থাকে। যেমন বীজ সরস থাকিলে তাহা হইতে অঙ্কুর উৎপন্ন হয়, যদি নীরস হয় তবে অঙ্কুরিত হয় না। তদ্রূপ বাসনাই সংসারের ও মায়ার রস। আত্মা যদি বাসনা হইতে মুক্ত হয়েন, তবে পরমাত্মা প্রাপ্ত হইতে পারেন। সেই কারণে যোগিগণ মন হইতেই বাসনার উৎপত্তি বলিয়া, মনকে করিতে স্থির করিয়া, বাসনাহীন হওতঃ পরমাত্মময় হইবার চেষ্টা করেন। অধ্যাত্মভাবে পরমাত্মার স্বরূপ চৈতন্যের রূপক নামই বৈকুণ্ঠ হইতেছে।

সহস্রশব্দের ভাবার্থ অগণ্য। বর্ষশব্দের ভাবার্থ সময়। তপস্যাদি হইতে সমস্ত কামনাযুক্ত কার্য্যকেই যজ্ঞ কহে। এমন কি রন্ধনাদিকেও যজ্ঞ কহে।

রূপক ত্যাগ করিলে মহর্ষি ব্যাস ইহাতে যে গূঢ় অর্থ যোজনা করিয়াছেন, তাহা এই:—জিতরিপু ও জিতেন্দ্রিয় শৌনকাদি ঋষিগণ স্বীয় স্বীয় আত্মাকে বৈকুণ্ঠে অর্থাৎ পরমাত্মাতে মিলাইবার কারণ শ্রীহরির অধিষ্ঠানস্থানরূপী হৃদয়নামক অনাহত পদ্মে যোগারম্ভ করিয়াছিলেন।

সেই শৌনকাদি ঋষিগণ এক দিবস যজ্ঞকুণ্ডে প্রাতঃকালীন্ আহবনীয় অগ্নিতে আহুতি প্রদান করিয়া, নবসমাগত ও সম্মুখোপবিষ্ট সূতগোস্বামীকে দেখিয়া, তাঁহাকে আদরের সহিত ইহা জিজ্ঞাসা করিলেন। ১। ১। ২।

ব্যাখ্যা। মনকে স্থির করা বড় সহজ কার্য্য নহে। বিশ্বাস ভিন্ন মনকে স্থির করিতে আর কেহই পারে না। সেই বিশ্বাস কি ভাবে আনয়ন করা যায়। তাহার বিভিন্ন

উপায় আছে। প্রথমে উপদেশ হইতে রতি লাভ হয়। রতি হইতে বিশ্বাস, বিশ্বাস হইতে শ্রদ্ধা, শ্রদ্ধা হইতে ভক্তি, ভক্তি স্থির হইলে অনুভব আগমন করে। এই অনুভবের পরে প্রেমের সাক্ষাৎ হয়।

শৌনকাদি ঋষিগণ শ্রীহরিতে বিশ্বাস আকর্ষণের কারণ প্রথমে যোগাসনে বসিয়া জ্ঞানময় উপদেশদ্বারা যাহাতে মন নিবিষ্ট হয়, তাহা করিলেন। যে বিদ্যাদ্বারা ঈশ্বর ও আত্মার সংযোগে কিভাবে জগৎসংসার ঘটিতেছে তাহা জানা যায়, তাহাকে জ্ঞান কহে। সেই জ্ঞানলাভ করিতে হইলে প্রথমে কর্ম্ম, দ্বিতীয়ে উপাসনা। সেই উপাসনাবশে জ্ঞানলাভ হয়।

যোগিগণকে সাধনাদ্বারা পরমাত্মময় হইতে হইলে, তাঁহাদের দুইটি উপায় সাধন করায় প্রয়োজন হয়। তাহার একটির নাম প্রেম, অপরটির নাম জ্ঞান।

প্রেম ও জ্ঞানের উৎপাদন যে প্রকারে হয়, তাহা পূর্ব্বে বলিয়াছি। শৌনকাদি ঋষিগণও সেই দুইটি উপায় সাধন করিবার কারণ, জ্ঞানার্থে ঈশ্বরসম্বন্ধে যোগরূপ কর্ম্ম আরম্ভ করিয়াছেন এবং প্রেমার্থ ধর্ম্মোপদেশে এক্ষণে রতি আরম্ভ করিলেন।

মহর্ষি ব্যাস কেবল ঈশ্বরতত্ত্বোপদেশ প্রকাশ করিবার কারণ, এই ভাগবত পুরাণ প্রকাশ করিয়াছিলেন বলিয়া, তাহাই এই শৌনকযজ্ঞে সূতকর্ত্তৃক প্রকাশ হইল। সাধু কর্ম্মের আভাস প্রদান করিবার কারণ ভাগবতসংগ্রহকর্ত্তা পূর্ব্বশ্লোকে প্রাতঃকালীন হোমের কথাও নির্দ্দেশ করিলেন। অর্থাৎ হোমাদি কর্ম্মে তাঁহাদের মন ভগবন্নিষ্ঠ হইয়াছে, এক্ষণে তাঁহারা তত্ত্ববোধের বিশেষ অধিকারী হইয়াছেন। এইজন্য শ্রীভাগবত শ্রবণ করিবেন।

ঋষিগণ কহিলেন:—হে নিষ্পাপ সূত! তুমি বহু ইতিহাস, পুরাণ ও ধর্ম্মশাস্ত্র পাঠ এবং শিষ্যগণের প্রতি আখ্যান করিয়াছ। বেদবিদ্গণের শ্রেষ্ঠ ভগবান বাদরায়ণ ব্যাসদেব যাহা প্রকাশ করিয়াছেন এবং সগুণনির্গুণবিৎ ব্রহ্মোপাসী অপরাপর মুনিগণ যাহা প্রকাশ করিয়াছেন, সে সমস্তের প্রকৃত অর্থ তাঁহাদেরই কৃপাবশে তুমি জ্ঞাত হইয়াছ। সেই সকল জ্ঞানাধার গুরুগণ হইতে তুমি যে সমস্ত ব্রহ্মবিষয়ক গুপ্ত উপদেশ পাইয়াছ, হে সৌম্য! অনুগ্রহপূর্ব্বক তাহা আমাদের নিকটে বল। কারণ গুরুগণ স্নিগ্ধ এবং তোমার ন্যায় উপযুক্ত শিষ্যগণের নিকটেই শাস্ত্রসমূহের গূঢ় অর্থ প্রকাশ করেন। ১।১।৩।৪।৫।

হে সৌম্য! হে আয়ুষ্মন্! শিক্ষিত শাস্ত্রসমূহ হইতে তুমি স্বয়ং যে সকল উপদেশকে সকল পুরুষের পক্ষে শ্রেয়স্কর ভাবিয়াছ, তাহা অতি ত্বরায় আমাদিগকে বল। ১।১।৬।

পূর্ব্বযুগের কথা দূরে থাকুক, এক্ষণে কলিযুগ বর্ত্তমান হইয়াছে। হে সভ্য! এই যুগে সকল লোক অল্পায়ুঃ, অলস স্বভাবাপন্ন, মন্দমতিমান্, মন্দভাগ্যযুক্ত এবং রোগাদিতে পীড়িত হইবে। অতএব কলিযুগজাত মানব, ভূরি আয়াসসাধ্য যজ্ঞাদি সাধনা ও বহু উপদেশ শ্রবণ এবং বহু শাস্ত্রালোচনার দ্বারা জ্ঞানলাভে অসমর্থ হইবে। সেই হেতু হে সাধো! তুমি সেই সকল বহুশাস্ত্র হইতে নিজ বুদ্ধিদ্বারা যাহাকে উপযুক্ত বলিয়া বোধ করিয়াছ; যাহাতে কলিযুগজাত মানব সকলের আত্মা সহজে প্রসন্নতা লাভ করিতে পারে এমন সারগর্ভ জ্ঞানোপদেশ এক্ষণে প্রদান কর। ১।১।৭।৮।

শ্রীসূতকে পূর্ব্বকথিত উপদেশাদি আখ্যান করিতে অনুরোধ করিয়া, ঋষিগণ পুনরায় বলিলেন :—হে সূত! তোমার মঙ্গল হউক! তোমাকে এক কথা জিজ্ঞাসা করি। সেই ভক্তগণের অধিপতি ভগবান শ্রীকৃষ্ণ যেভাবে ভক্তহিতসাধনেচ্ছায় বসুদেব ও দেবকীর অন্তরে আবির্ভূত হইয়াছিলেন, বোধ হয় তুমি, তাহা জ্ঞাত আছ, এক্ষণে তাহাও বল। ১। ১। ৯।

হে অঙ্গ! জগতের ভূত অর্থাৎ প্রাণিগণের পালন ও মঙ্গলের কারণ সেই ভগবান কত প্রকার ভিন্ন ভিন্ন রূপে জগতে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন? সেই কৃষ্ণনামের মহিমা অতুল, কারণ সে নামের ভয়ে যখন স্বয়ং ভয়ই ভীত হয়, তখন সংসারভয়ভীত প্রাণিগণ সেই নাম মৃত্যুকালে উচ্চারণ করিলে যে, কতই আনন্দ ও শান্তিলাভ করিবে, তাহা বর্ণনাতীত। হে সূত! সেই শ্রীকৃষ্ণচরণযুগলের মহিমার কথাই বা কি বলিব! প্রশান্তচেতা মহা মহা মুনিগণ যাঁহার চরণ বন্দনা করিয়া পুণ্যলোক প্রাপ্ত হইয়াছেন। সংসারে সেই চরণজাত গঙ্গার পবিত্র বারি যেমন ত্রিভুবন পবিত্র করে। তদ্রূপ ঐ ভক্ত মুনিগণ সকলকে পবিত্র করিয়া থাকেন। (কারণ গঙ্গায় স্নান বা গঙ্গাবারি উদরস্থ করিলে যেমন শান্তি পাওয়া যায়, তদ্রূপ শ্রীকৃষ্ণের চরণ হৃদয়ে ধ্যানযোগে বন্দনাকারী মুনিগণের সেবা করিলেও মুক্তিধন পাওয়া যায়।) এমন গুণসংযুক্ত সেই পুণ্যশ্লোক ভগবানের কথা কে এমন ব্যক্তি আছে যে, শ্রবণে ইচ্ছা না করিবে!! কারণ যাহা শুদ্ধমনে শ্রবণ করিলে, কলি হইতে উদ্ভাবিত সমস্ত পাপমলিনতা বিনষ্ট হইয়া থাকে। (আমরা সেই সকল কথা শ্রবণ করিতে ইচ্ছা করিয়াছি, আমাদের প্রতি কৃপা করিয়া তাহা বর্ণনা কর।) ১। ১। ১০। ১১। ১২। ১৩। হে সূত! উহার পরে মহাবিষ্ণু যে ভাবে এই জগদাদি প্রণয়নরূপী লীলাকরণচ্ছলে ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও রুদ্রাদি নামধেয় কলামূর্ত্তি ধারণ করিয়া থাকেন; যাহা নারদাদি দেবর্ষিগণ সর্ব্বত্র গান করিয়া থাকেন, ভগবানের সেই উদারকর্ম্মতত্ত্বাদি শ্রদ্ধাবান্ আমাদিগকে বল। ১। ১। ১৪। হে ধীমন্! সেই ঈশ্বর আপন ইচ্ছায়, যেভাবে জগতের হিতসাধনার্থ নিজ মায়াসাহায্যে অবতাররূপে এই জগতে অবতীর্ণ হইয়া মৎস্য, কূর্ম্ম, বরাহাদি নাম ধারণপূর্ব্বক নানা প্রকার লীলা করিয়াছিলেন, সেই সমস্ত পুণ্যকথাও আমাদিগকে বল। ১। ১। ৫।

আমরা সেই উত্তমঃশ্লোকনামধারী ঈশ্বরের এই মায়ার বিক্রম যত বুঝি, ততই তৃপ্ত হইতে পারি না। রসজ্ঞব্যক্তি যতই সে রস পান করেন, ততই পদে পদে স্বাদু বলিয়া বোধ হয়। অতএব শ্রবণাকাঙ্ক্ষারও বৃদ্ধি হইয়া থাকে। ১। ১। ১৬।

যিনি লীলাকালে পূর্ণ জ্ঞান, পূর্ণ বল, পূর্ণ ঐশ্বর্য্য, পূর্ণ শক্তি ও পূর্ণ তেজোময় হইয়াও ভক্ত মানবের গুপ্তস্থলে এবং অবিশ্বাসীর নিকট কপট বা আবৃতভাবে, প্রকাশ হইয়া থাকেন; সেই কেশব আপনার সর্ব্বলোকরমণকারী রামশক্তির সাহায্যে যে সকল অমরভাবীয় লীলা করিয়াছিলেন; সেই সকল লীলাকথাও আমাদিগকে বল। ১। ১। ১৭।

হে সূত! শাস্ত্রপ্রমাণে শ্রীহরিকে জানিবার জন্য জ্ঞানসাধন করিতে হইলে অধ্যয়নাদি ও তপস্যাদি করিতে হয়। (সেই অধ্যয়নাদিতে বহু সময়ের প্রয়োজন হয়।) ঐ দেখ, কলি সমাগতপ্রায়, এক্ষণে এমন সময় নাই যে, কলিদ্বারা আক্রান্ত হইতে না হইতে শাস্ত্রা-

ভ্যাস বা সাধনা করি। সেই কারণেই আমরা এই বিষ্ণুক্ষেত্রে উপবিষ্ট হইয়া, এই (হরিকথা শ্রবণরূপ) মহাযজ্ঞ আরম্ভ করিয়াছি। এমন সময়ে তুমি আমাদের উদ্ধার করিতে বোধ হয় বিধাতাকর্ত্তৃক এস্থানে প্রেরিত হইয়াছ। মনুষ্যের পাপোদ্ভবকারী, ঈশ্বরদর্শনের শক্তি-হরণকারী, কলিরূপ মহাসমুদ্রে তুমিই একমাত্র আমাদের কর্ণধার হইলে। এক্ষণে যাহা জিজ্ঞাসা করিলাম, তাহা বলিয়া আমাদিগকে পবিত্র কর। ১। ১। ১৮। ১৯।

দেখ সূত! তোমাকে আমরা একে একে পাঁচটি প্রশ্ন করিলাম, কিন্তু আর একটি প্রশ্ন এক্ষণে করিতেছি:—

যখন যোগেশ্বর ও ধর্ম্মরক্ষকস্বরূপ ব্রহ্মণ্যদেব শ্রীকৃষ্ণ সংসারত্যাগ করিয়া, আপনার স্বরূপধামে রূপান্তরিত হইলেন, তখন ধর্ম্ম কাহার আশ্রয় লইলেন? (কারণ ঈশ্বরই নিজতত্ত্ব বুঝাইবার জন্য ধর্ম্মকে প্রকাশ করেন।) ১। ১। ২০।

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে প্রথমস্কন্ধে প্রথমাধ্যায়ে
উপেন্দ্রকৃতানুবাদ সমাপ্ত।



ব্যাখ্যা। শৌনকাদি ঋষিগণ যোগসাধনে প্রেমসংগ্রহ করিবার কারণ এবং মনকে উপদেশে নিবিষ্ট করিবার জন্য, সূতকে পূর্ব্বোক্ত ছয়টি প্রশ্ন করিলেন। ঐ প্রশ্নগুলিতে প্রায় গূঢ়ভাব প্রকাশিত রহিয়াছে, সেই কারণে আর ব্যাখ্যাকরণ উপযুক্ত ভাবিলাম না। এই ছয়টি প্রশ্নই ভাগবতশাস্ত্রে একে একে মীমাংসিত হইতে চলিল।

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে প্রথমস্কন্ধে প্রথমাধ্যায়ে
উপেন্দ্রকৃতাধ্যাত্মব্যাখ্যা সমাপ্ত।

অথ তৃতীয় অধ্যায়



রোমহর্ষণপুত্র উগ্রশ্রবা সূত, ঋষিগণের প্রশ্ন শ্রবণ করিয়া, মনে মনে আনন্দিত হইলেন এবং তাঁহাদের যথোচিত পূজা করিয়া বক্ষ্যমান্ বচন সমুদায় বলিতে আরম্ভ করিলেন। ১। ২। ১।

শ্রীসূত বলিলেন, যিনি উপনীত হইবার পূর্ব্বে স্বভাবতঃ জ্ঞানলাভ করিয়া, সংসারকে পরিত্যাগ পূর্ব্বক প্রব্রজ্যা অর্থাৎ দেশদেশান্তরে ঈশ্বরের কীর্ত্তিসন্দর্শনার্থ পরমহংসব্রত অবলম্বন করিয়াছিলেন। বৃদ্ধ মহর্ষি ব্যাস যাঁহার স্নেহে মুগ্ধ হইয়া, পুত্রবিরহজনিত কষ্টের ভয়ে,

যাঁহাকে বারম্বার প্রব্রজ্যা হইতে ফিরাইতে চেষ্টা করিলেও যিনি ফিরেন নাই। বরং হে বৎস! হে পুত্র! এইরূপ স্নেহসম্বোধন করিবার কালে পিতার মায়ামুগ্ধ বিরহকে নাশ করিতে, যিনি যোগবলে বৃক্ষের স্বভাবাপন্ন হইয়া, তাঁহাকে তত্ত্ব উপদেশ দিয়াছিলেন। যিনি যোগবলে সকল প্রাণীর হৃদয় অবগত হয়েন, সেই মুনিবরকে আমি প্রণাম করি। ১। ২। ২।

যিনি সংসারিগণের হিতেচ্ছায় ও তাঁহাদের প্রতি করুণা করিয়া, আপন হৃদয়ানুভাবিত শ্রুতিসকলের সারস্বরূপ একমাত্র এবং অধ্যাত্মদীপরূপী ভাগবতশাস্ত্রকে মহামায়ার অন্ধকার মোচন করিবার জন্য প্রকাশ করেন, সেই পুরাণসমূহের গুহ্যভাবপূর্ণ ভাগবত শাস্ত্রের প্রকাশকর্ত্তা ও সকল মুনিগণের গুরুরূপী মহর্ষি ব্যাসপুত্র শ্রীশুকদেবকে আমি হৃদয়ের সহিত প্রণাম করি। ১। ২। ৩।

ব্যাখ্যা। পুরাণ শিক্ষার রীতি নীতি না জানিলে, পুরাণ পাঠকালে প্রায় প্রতি-বর্ণনায় বিষম বোধ হয়। পুরাকালে ঋষিগণ শিষ্যপ্রশিষ্যগণকে পুরাণ শিক্ষা দিতেন। সেই শিক্ষাকালে মূল উদ্দেশ্যের সহিত আপনাদের মতও যোজনা করিতেন। এই ভাগবত শাস্ত্র প্রথমে বিষ্ণু—ব্রহ্মাকে শিক্ষা দেন, ব্রহ্মা নারদকে শিক্ষা দেন, নারদ মহর্ষি ব্যাসকে শিক্ষা দেন, ব্যাস স্বীয় পুত্র শুকদেবকে শিক্ষা দেন, পরমহংসপ্রবর শুকদেবের মুখে শ্রবণ করিয়া সূতগোস্বামী শিক্ষা করেন। মহাত্মা সূত শৌনকাদির নিকট তাহাই প্রকাশ করেন। তাহার পরে কোন্ ঋষি কাহাকে শিখান, তাহা জানা যায় না। সূতগোস্বামী শৌনকাদিকে শুনাইবার পরে বোধ হয় সেই ঋষিসভায় উপবিষ্ট কোন ঋষি ইহাকে লিপি-বদ্ধ করেন। সেই সংগ্রহকার ঋষির উক্তিতেই যে ভাবে এই ভাগবত শাস্ত্র প্রকাশ পায়, তাহাই প্রথম অধ্যায়ে লিখিত হইয়াছে। দ্বিতীয় অধ্যায়ের প্রথমে সূতগোস্বামী যে ভাবে শৌনকাদির প্রশ্নের উত্তর করিবেন, তাহার অবতারণা করিবার পূর্ব্বে, কোন্ শাস্ত্র বলি-বেন এবং তাহা কোথায় পাইয়াছেন, তাহা বলিবার কারণ, তিনি আপনার শ্রুতিগুরু শ্রীশুকদেবের গুণমাহাত্ম্য প্রথমে প্রকাশ করিলেন।

কোন একটি বস্তুর প্রতি বিশ্বাস করিতে হইলে, তাহার কর্ত্তাকে জানা আবশ্যক এবং সেই কর্ত্তা কেমন স্বভাবাপন্ন তাহাও বিশেষরূপে জানা আবশ্যক। এই যুক্তি প্রমাণ করি-বার কারণ, সূতগোস্বামী শৌনকাদিকে উদ্দেশ করিয়া বলিলেন যে, আপনাদের প্রশ্নের উত্তর আমি এমন শাস্ত্রের সাহায্যে বলিব, যাহার প্রচারকর্ত্তা স্বয়ং শ্রীশুকদেব। সেই শুক-দেবের জ্ঞানমহিমার পরিচয় দিবার কারণ বলিলেন :—

যিনি উপনীত হইবার পূর্ব্বে সংসারকে ত্যাগ করিয়া প্রব্রজ্যা অবলম্বন করিয়াছি-লেন। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য বর্ণত্রয়ের উপনয়নবিধি আছে। উপনয়নক্রিয়া সমাপ্তি হইলে লোকে বিদ্যাভ্যাস করিতে আরম্ভ করে। উপনয়নের পরদিবস হইতে মনু আদি স্মৃতিকারগণের মতে কেহ এক হইতে তিন বৎসর, কেহ দ্বাদশ বৎসর, কেহ ত্রিংশৎ বৎসর বেদাদি শাস্ত্রাধ্যয়ন পূর্ব্বক জ্ঞানলাভ করিয়া, শাস্ত্রজ্ঞ শব্দে বাচ্য হয়েন। শ্রীশুকদেব সে

অবস্থায় উপস্থিত হইতে না হইতে প্রব্রজ্যা অবলম্বন কেন করিলেন? জ্ঞান কোথায় পাইলেন? সংসারের মায়া কিসে পরিত্যাগ করিলেন? তাহার উত্তর এই হইতেছে।

জীবগণ এই সংসারে চারি অবস্থায় জন্মগ্রহণ করে। সে সমস্তই জন্মান্তরীয় পূর্ব্বোক্ত বীজ-মাদি কারণমূলক হয়। সেই চারি অবস্থার নাম যথা:—উত্তম, মধ্যম, অধম, অধমাধম। জ্ঞান কাহাকে বলে পূর্ব্বে বলিয়াছি। যে প্রাণী জন্মাবধি সেই জ্ঞানশক্তিতে আবদ্ধ থাকে, তাহাকে উত্তমাবস্থার লোক কহে। ধ্রুব ও শ্রীচৈতন্ত প্রভৃতির জীবন পাঠে কতক বুঝা যাইতে পারে। শিক্ষার সাহায্যে যিনি জ্ঞান উপার্জ্জন করিতে পারেন, এমন অব-স্থার লোককে মধ্যমাবস্থার লোক কহে। ইহা শ্রীব্যাস, ভরত প্রভৃতির জীবন পাঠ করিলে বুঝিতে পারা যায়। যাহারা কর্ম্ম হইতে উপাসনা, উপাসনা হইতে জ্ঞানলাভ করিতে পারে, তাহাদিগকে অধমাবস্থার লোক কহে। যাহারা পূর্ব্বোক্ত তিনটির কোন পথের পথিক না হইয়া, তীর্থভ্রমণে ও সাধুসঙ্গে মনকে মায়া হইতে বিরক্ত করিয়া, কর্ম্মে অভি-নিবেশ পূর্ব্বক, পরে উপাসনার দ্বারা জ্ঞানলাভ করে, তাহাদিগকে অধমাধম অবস্থার লোক কহে। শেষোক্ত দুই অবস্থার লোক সংসারের অধিকাংশে বর্ত্তমান আছে।

সেই উত্তম অবস্থাসংযুক্ত ছিলেন বলিয়া শ্রীশুকদেব শাস্ত্রাদি পাঠ না করিয়া, বাল্যা-বস্থাতেই সন্ন্যাস অবলম্বন করিয়াছিলেন; অর্থাৎ তিনি সংসারকে স্বীয় জন্মাবধি তুচ্ছ ভাবিয়া ঈশ্বরের প্রতি তন্ময়চিত্ত হইয়াছিলেন। এমন আত্মজ্ঞানবান্ মহাত্মা শুকদেব যে শাস্ত্র প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা যে প্রেম ও জ্ঞানের চূড়ান্ত দৃষ্টান্তস্থল হইবে, তাহাতে আর সন্দেহ কি?

আর শ্রীশুকদেবের মায়াবশীকরণরূপ কি লক্ষণ ছিল, তাহা দেখাইবার কারণ শ্রীসূত বলিলেন:—অল্পবয়সে প্রব্রজ্যার কালে বৃদ্ধ পিতা:—হে বৎস, হে বৎস শব্দে, বিরহে কাতর হইলে, তাঁহাকে বৃক্ষরূপ ধারণ করিয়া তিনি প্রবোধ দিয়াছিলেন।

বৃক্ষের গুণ কি? বৃক্ষ উপযুক্ত সময়ে নবশাখা, নব ফলপুষ্প ধারণ করিতেছে। আবার উপযুক্ত সময়ে তাহাদের ত্যাগ করিয়া, আপনি বর্ত্তমান থাকিয়া, আনন্দ উপভোগ করিতেছে। শুকদেব এই প্রকার গুণকে ধারণ করিয়া, অর্থাৎ পিতাকে প্রবোধ দিবার কারণ আপনাকে বৃক্ষরূপে আরোপ করিয়া, সংসারকে ফলাদিরূপী করিয়া; এই জাগতিক স্নেহা-দিতে আবদ্ধ জীবের পক্ষে পুত্র ও আত্মীয়াদির মমকার মায়াবচন মিথ্যা এবং সময়ের বলে ও প্রকৃতিবলে ফলপুষ্পের ন্যায় সমস্তই উদ্ভূত হয়, আবার কালে নাশ পায়, ইহা না বুঝিয়া লোকসমূহ মুগ্ধ হইয়া ঈশ্বরচরণ বিস্মৃত হয়। তিনি এই প্রবোধবাক্য পিতাকে শুনাইলেন। ইহাতে শুকদেব যে মায়া হইতে বিচ্ছিন্ন ও আত্মজ্ঞানদ্বারা পরিপূর্ণ ছিলেন, তাহা শ্রীব্যাস-দেবের ন্যায় জ্ঞানী পিতাকেও তিনি বুঝাইলেন। এই কথা প্রকাশিত হইল।

সেই শুকদেব যাহা বলিলেন তাহা সকলের উপকারী কেন হইবে? তাহা জানাই-বার কারণ সূতগোস্বামী শৌনকাদিকে বলিলেন:—তিনি যোগবলে সকলের হৃদয় অবগত ছিলেন।

অণিমা এবং লঘিমা প্রভৃতি অষ্টসিদ্ধি লাভ করিলে, আত্মজ্ঞান লাভ হয়। সিদ্ধযোগী

সেই জ্ঞানজ্যোতির বলে সকলের হৃদয় জানিতে পারেন। শ্রীশুকদেব আজন্ম আত্মজ্ঞানসম্পন্ন, সুতরাং সিদ্ধিগুণসমুদায় তাঁহাতে ছিল। তিনি সেই কারণে সকলের হৃদয়তত্ত্ব বুঝিতে পারিতেন। তাহা বলা হইল। তিনি হৃদয়তত্ত্ব যখন বুঝিলেন, তখন জগতে কোন্ শাস্ত্রের বিশেষ প্রয়োজন তাহাও জানিতেন। সেই কারণে সূত পূর্ব্বোক্ত গুণাদি আরোপ করিয়া কহিলেন, তিনি যে অধ্যাত্মশাস্ত্র প্রকাশ করিয়াছিলেন, তাহা শ্রুতিসকলের সারমাত্র হইতেছে।

বেদবাক্য না হইলে জ্ঞানবাক্য বলিয়া কখনই গ্রাহ্য হইতে পারে না। কারণ বেদাদির মন্ত্র সমস্ত পূর্ব্বোক্তলক্ষণসম্পন্ন আত্মজ্ঞানীর হৃদয় হইতে ঈশ্বর কর্ত্তৃক আপনা আপনি প্রকাশিত হইয়াছে বলিয়া, উহাদিগকে ব্রহ্মবাক্য কহে। শ্রীশুকদেব শ্রুতিবিরোধী জ্ঞানতত্ত্ব প্রকাশ করিয়াছেন কি না, তাহা বুঝাইবার কারণ শুকোপদেশরূপী ভাগবতশাস্ত্রকে শ্রুতিসকলের সার, ইহাই কহিলেন।

সেই শাস্ত্র কি প্রকার? অধ্যাত্মপ্রদীপস্বরূপ হইতেছে। সংসারের মায়াযুক্ত অন্ধকারে জীব আবদ্ধ থাকিয়া ঈশ্বরানুভব করিতে পারে না। চিরমোহান্ধকারে আবদ্ধ ব্যক্তি কোন্ কালে বিজ্ঞানসূর্য্যানুভব করিতে পারে? যেমন প্রদীপসহযোগে গৃহান্ধকার দূরীভূত হয়, তদ্রূপ শ্রীশুকদেব যে শাস্ত্র প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা আধ্যাত্মজ্ঞানদীপরূপ। তাহাদ্বারা মোহান্ধকার বিনাশে ঈশ্বরানুভবালোক প্রকাশ হয়।

তিনি কেন প্রকাশ করিয়াছেন? সেই কারণে সূত গোস্বামী বলিলেন:—সংসারিগণের প্রতি করুণা করিয়া। দয়া কোথায় উদয় হয়? পরের কষ্টে হৃদয় কম্পিত হইলে। যদি কোন স্বাধীন ব্যক্তি পথের ধারে পতিত অধীনতাকষ্টান্বিত ব্যক্তিকে দেখেন; তাহার কষ্টে সেই স্বাধীন সাধু অবশ্য কাতর হয়েন। তিনি কাতর হইয়া সেই দাসের প্রতি যে উপায়ে তাহার দাসত্ব বিনাশের যুক্তি বিধান করেন, তাহাকেই প্রকৃত করুণা কহে। যোগিগণ সংসারীকে পিঞ্জরাবদ্ধ পশুর ন্যায় অধীন ভাবিয়া, তাহাদিগকে মায়াস্বাধীন করিবার কারণ নানাশাস্ত্র প্রভৃতিতে ব্রহ্ম উপদেশ দিয়াছেন। ইহা কখন মিথ্যা হইবার নহে। এইরূপে শ্রীভাগবতের প্রকাশকর্ত্তার ও ভাগবতশাস্ত্রের পরিচয় দিয়া, সূতদেব ঋষিগণের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিলেন, বুঝিতে হইবে।

নারায়ণ, নরোত্তম নর শ্রীকৃষ্ণ, বাগধিষ্ঠাত্রী দেবী সরস্বতী এবং শাস্ত্রকর্ত্তা মহর্ষি ব্যাসদেবকে প্রণাম করিয়া, এই শাস্ত্রের মঙ্গলকামনায় জয় উচ্চারণ করা উচিত। ১। ২। ৪।

হে মুনিগণ! আপনারা অত্যন্ত সাধু প্রশ্ন করিয়াছেন, ইহা জগতের মঙ্গলকারক বটে। আর শ্রীকৃষ্ণের লীলা বিষয়ে যাহা জিজ্ঞাসিত হইয়াছে, তাহাদ্বারা যথার্থই জগদ্বাসিগণের আত্মা সুপ্রসন্ন হইবে। ১। ২। ৫।

পুরুষগণের পক্ষে সেই ধর্ম্মই পরম ধর্ম্ম, যাহারা দ্বারা ফলকামনা রহিত ও নানাবিধ আসক্তি বিনাশিত হইয়া, অধোক্ষজ ভগবানে ভক্তি আকর্ষিত হইয়া থাকে। সেই অপ্রতিহতা ও অহৈতুকী ভক্তি বলেই আত্মা সুপ্রসন্ন হয়েন। ১। ২। ৬।

ব্যাখ্যা। ধর্ম্ম দ্বিবিধলক্ষণসম্পন্ন। ঐ উভয় লক্ষণের নাম প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তি। যে ধর্ম্মলক্ষণে ঈশ্বরে ভক্তি হয় তাহাকেই পরধর্ম্ম বা নিবৃত্তিধর্ম্ম কহে। আর ফলকামনা করিয়া শ্রেয়ঃ লাভ করিতে যে ধর্ম্ম উপদিষ্ট হয়, তাহাকে প্রবৃত্তি বা অপরধর্ম্ম কহে। ইহাতে প্রবৃত্তিলক্ষণ লক্ষিত হয়। সেই কারণে সূত বলিলেন আপনারা যে প্রশ্ন করিলেন, তাহার উত্তরে পরধর্ম্মই প্রকাশ পাইবে। তাহাতে জগতের উপকারই হইবে।

হে ঋষিগণ। বাসুদেবে ভক্তি প্রদর্শন করিলে তাহা হইতে অতি ত্বরায় বৈরাগ্যের উদয় হয়। বৈরাগ্যের সাহায্যে জ্ঞানের উদয় হয় এবং তাহাতে অহৈতুকী মায়াময় সংসার দূরে যায়. ১।২।৭।

ব্যাখ্যা। যজ্ঞ, দান, তপস্যার দ্বারা জ্ঞানোপার্জ্জন করিতে হয়, ইহা বেদাদিতে লেখা আছে। কোন কার্য্যেই শ্রদ্ধা না হইলে, কখন কেহ কিছুতে প্রবৃত্ত হইতে পারে না। পূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে, জ্ঞান ও প্রেম একত্র সম্মিলিত হইলে, তবে ব্রহ্ম-প্রাপ্তি হয়। ঐ উভয় উপার্জ্জন করিতেই ভক্তির প্রয়োজন। ভক্তিতে কার্য্য আরম্ভ করিলে, তাহা হইতে সুফলরূপ উপাসনা বোধ হয়। উপাসনায় জ্ঞান হয়। এই জ্ঞান সমষ্টিবোধক শব্দ। ইহার চারিটি ক্রিয়া রহিয়াছে; জ্ঞান, বৈরাগ্য, বিবেক, বিজ্ঞান। যে জ্ঞানের সহিত প্রেম মিলিলে ব্রহ্মলাভ হয়, তাহাকেই জ্ঞানের বিজ্ঞানক্রিয়া বা তুরীয় অবস্থা কহে।

এক্ষণে সূত কহিলেন যে, হে ঋষিগণ! আপনারা যে একেবারে বাসুদেবে ভক্তি করিয়াছেন, সে ভাল; কারণ আপনাদের আশা স্বর্গ বা ব্রহ্মপ্রাপ্তি হইতেছে। তাহা ভক্তি হইতেই উৎপন্ন হয়।

ভক্তি হইতে কর্ম্ম, কর্ম্ম হইতে উপানা, উপাসনা হইতে জ্ঞান, জ্ঞান হইতে বৈরা[illegible], বৈরাগ্য হইতে বিবেক, বিবেক হইতে ব্রহ্মসম্মিলনোপায়রূপ বিজ্ঞান ও প্রেম লাভ হয়। সেই বিজ্ঞান লাভ হইলে মনের ক্রিয়ারূপী অহঙ্কার বুদ্ধিতে প্রবেশ করে। বুদ্ধি চিত্তে প্রবেশ করে। চিত্ত মনে প্রবেশ করে। তাহাতে মন রিপুপ্রাবল্যহীন হইয়া জ্ঞানেন্দ্রিয় প্রভৃতিদ্বারা অন্তরদৃষ্টি লাভ করে। সেই দৃষ্টিবলে সংসারী রিপুমান্ ব্যক্তিগণ কত কষ্ট ভোগ করিতেছে, তাহা জানিতে পারে। এই বিজ্ঞানযোগটি অভ্যাসদ্বারাই স্পষ্ট অনুমিত হয়, নচেৎ উপদেশদ্বারা বহু চিন্তার পরে আভাসমাত্র পাওয়া যায়।

হে ঋষিগণ! বিশেষরূপে ধর্ম্মানুষ্ঠানের সহিত বিষক্সেনের (শ্রীকৃষ্ণের) কথায় যে সকল পুরুষের রতি উৎপন্ন না হয়, তাহাদের ধর্ম্মসাধন ও শাস্ত্রশ্রবণ পরিশ্রমমাত্র

হয়। কেহ বলেন, ধর্ম্মানুষ্ঠান করিলে, তাহার ফলে অর্থলাভ হয়। অর্থের কামনায় কাম লাভ হয়। কামকামনায় ইন্দ্রিয়চরিতার্থতারূপ ফল লাভ হয়। জ্ঞানীর বিবেচনায় তাহা কল্পনামাত্র এবং অনিত্য। পূর্ব্বোক্ত অর্থ ও কামাদি নামধেয় যে সকল ফল লোকে ভোগ করে, তাহা জীবিতকালমাত্র; কিন্তু তাহারা মুক্তিসাধক নহে। অতএব ধর্ম্ম, অর্থ ও কামাদির একমাত্র শ্রেষ্ঠ ফল "তত্ত্বজিজ্ঞাসা"। ইহাই মুক্তির কারণ। ইহা-পেক্ষা ফল আর নাই। কেহ সেই ধর্ম্ম-তত্ত্বজিজ্ঞাসাকে দ্বৈতহীন ব্রহ্মজ্ঞান, কেহবা সেই তত্ত্বকে ব্রহ্ম, পরমাত্মা ও ভগবান কহে। শাস্ত্রমাঝে তত্ত্বকে এই প্রকার নানা শব্দে বর্ণনা করা হইয়াছে। ১। ২। ৮। ৯। ১০। ১১।

ব্যাখ্যা। ধর্ম্ম কাহাকে বলে? যে উপায়দ্বারা সংসারে থাকিয়া সাংসারিক ক্রিয়াবশে আত্মাকে নিজ স্বভাবে মুক্ত বা সুস্থ রাখা যায় তাহাকে ধর্ম্ম কহে। ধর্ম্ম দুই লক্ষণযুক্ত, পরধর্ম্ম ও অপরধর্ম্ম। পরধর্ম্মে আত্মাকে সুস্থ করিয়া পরমাত্মায় মিলাইতে পারা যায়। অপরধর্ম্মে সংসারে মুক্ত হইয়া সাংসারিক নিয়মে বাধ্য থাকিয়া আত্মাকে ঐহিক সুখে রাখা যায়। ইহার আর একটি নাম প্রবৃত্তি। পরধর্ম্মে এই অর্থ আত্মজ্ঞান বা যোগরূপে রূপান্তরিত হয়। অপরধর্ম্মের ঐ অর্থ আচারাদিতে পরিণত হয়। ঐ উভয় প্রকার অনুষ্ঠিত অর্থফল হইতে কামের উদ্ভব হয়। আত্মজ্ঞানরূপী অর্থ হইতে উৎপন্ন কামই (অর্থাৎ ভোগকামনা) ক্রমে ঈশ্বরপ্রেমসম্ভোগকামনা প্রকাশ করে। সদাচারাদি হইতে উদ্ভূত কামনা দেহার্থ ইন্দ্রিয়গণের চরিতার্থতা লাভ করিতে ইচ্ছা করে। ঐ উভয়বিধ সম্ভোগ হইতে ইন্দ্রিয়ে সুফল উৎপন্ন হয়। ঈশ্বরপ্রেমসম্ভোগকামনা হইতে যোগী যে ভাবে ইন্দ্রিয় সুখ পাইয়া থাকেন, তাহা এই :—যখন হৃদয়পদ্মে মন স্থির হয়, তখন বহির্দৃষ্টি অন্তরে যাইয়া পরমাত্মার আবির্ভাবে অপূর্ব্ব জ্যোতিঃসম্পন্ন পরমাত্মাকে দেখিয়া থাকে। সেই প্রেমে নয়নের অপর ক্রিয়ার সহিত নয়ন প্রেমাশ্রু বিসর্জ্জন করে। যে বিধাতা কবচণাদি প্রস্তুত করিয়া জীবরূপে এই দেহলীলা করিতেছেন, তাঁহাকে অনুভব করিয়া সকল ইন্দ্রিয়ই স্থির হয়। সেই সময়ে সহস্রদলপদ্মরূপী চক্র হইতে অমৃত নিঃসৃত হইতে থাকে। তখন যোগী প্রাণায়ামেই থাকুন বা প্রেমেই থাকুন, অমৃতপানে মুক্ত হয়েন। তখন যে সকল ইন্দ্রিয় লইয়া সাধক বুদ্ধির সাহায্যে এই দেহযাত্রা করিতেছিলেন, তাহা হইতে চরিতার্থ হইলেন।

ঐহিক দেহার্থ হইতে উদ্ভূত কামাভিলাষ হইতে বিষয়ভোগ ও মৈথুনাদিদ্বারা ইন্দ্রিয়চরিতার্থতা লাভ হয়। এস্থলে অনেক জিজ্ঞাসা করিতে পারেন যে, সন্তানোৎপাদন কি ঈশ্বরের প্রিয়সাধন নয়? কিন্তু এ শাস্ত্রে তাহার মীমাংসার প্রয়োজন নাই। যেমন তৃষ্ণায় পীড়িত জনের পক্ষে মিষ্টান্ন প্রদান নিষেধ নহে, তদ্রূপ মুক্তির উপদেশ যথায় দেওয়া হয়, তথায় সংসারের উপদেশ দেওয়া কর্ত্তব্য নহে। তবে আমি এই পর্য্যন্ত বলিতে পারি, ক্রমশ [illegible] বুঝিয়া রোপণপূর্ব্বক তাহা হইতে সুফল গ্রহণ করে [illegible] করিতেছেন। মনু প্রভৃতির

মতে, যত দিন মনে বৈরাগ্যের উদয় না হয়, ততদিন সংসারে থাকিয়া সাংসারিক্ ক্রিয়ার সহিত মুক্তির পথ দেখিবে। বৈরাগ্য না হইতে হইতে এই দেহের ভোগকালে মৃত্যু হইতে পারে। ইহা বুঝিয়া শতবৎসরের পূর্ব্বে দেহকে রোগ ও বিপদাধীন বুঝিতে হইবে। রোগাদি হইতে শান্তি লাভ করিবার কারণ লোক যোগপথের পথিক হয়। যোগে পীড়া বা দৈবের ভয় থাকে না। তাহাতে জীবের উদ্দেশ্য সাধন হইয়া থাকে। যদি নিয়তিবলে মৃত্যু ঘটে, তাহা হইলে সেই যোগাবলম্বী ব্যক্তির পরলোকে উৎকৃষ্ট বা সাধুজন্ম হইয়া থাকে। তখন জন্মাবধি জ্ঞানভক্তি ম্লান হয় না।

পূর্ব্বে সূত বলিলেন:—ধর্ম্মাদি সমস্তই ঈশ্বরপক্ষে অনুষ্ঠান করিলে তাহার একমাত্র ফলই তত্ত্বজিজ্ঞাসা। আর সেই তত্ত্বকেই ব্রহ্ম, পরমাত্মা এবং ভগবান বলা যায়। এই বিষয় অতি স্পষ্ট রহিয়াছে, ব্যাখ্যা বাহুল্য মাত্র।

তথাপি কিঞ্চিৎমাত্র আভাষ প্রদান করিতেছি। এই স্থানে সূত গোস্বামী যে "তত্ত্ব জিজ্ঞাসা" শব্দ প্রয়োগ করিলেন ইহার অন্তরে মহান্ ভাব রহিয়াছে। সেটি কি? পদার্থের শেষকারণের নামই "তত্ত্ব"। এই মায়াতে যে একবার মুগ্ধ হইয়াছে, আর সে যে কোন প্রকারে সহজ উপায়ে নিজ ইচ্ছামাত্রে পরমবস্তুর স্বরূপ বোধ করিতে পারিবে! তাহা অসম্ভব। যেমন রৌদ্রপক্ক ফলের আস্বাদন কখনই স্বভাবগত পরিপক্ক ফলের সমান হইতে পারে না, তেমনি মায়িক ব্যক্তি কখনই নির্ম্মায়ী পুরুষের ন্যায় স্বরূপ-দর্শন লাভ করিতে পারে না। এই জীবাত্মা, ইন্দ্রিয় ও রিপুগণদ্বারা পরিবৃত এবং মন নামক কর্ত্তার অধীন। মন যদি মায়ায় মুগ্ধ হইল, তবে আর "তত্ত্ব" জিজ্ঞাসা কে করিবে? মনের একটি মন্ত্রী আছে; তাহাই জীবাত্মার সহচরী, তাহার নাম বাসনা। ঐ মায়িক্ ব্যক্তি বুদ্ধিবলে বৈরাগ্য উৎপাদন করিয়া, বাসনায় পরমতত্ত্বের কথা প্রবেশ করাইতে পারিলে; ঐ বাসনাই মনকে সুমন্ত্রণাবলে পরমতত্ত্বের অধীন করিয়া, তাহার দ্বারাই "তত্ত্ব" কথার আবিষ্কার করিতে পারে। যেমন তৃষ্ণা না হইলে হরিণী নদীর তীরে আইসে না, তেমনি বাসনাবলে তত্ত্বকথায় মন মুগ্ধ না হইলে, সাধকের তত্ত্বস্মৃতি সমুদিত হয় না। মন যদি তত্ত্বকথায় মুগ্ধ হইল, তবে আর রিপুকে প্রবল করে কে; রিপুগণ অবশ্যই মনের দাস হইবে। রিপুবিলয়ে মন স্বাধীন হইয়া বৈরাগ্যভরে মগ্ন হইবে। সেই তত্ত্ব হইতেই আশাবলে মন ব্রহ্মের স্বরূপ পাইবে। এইরূপ তত্ত্বকেই বেদাদি "ব্রহ্ম" বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

হে ঋষিগণ! সেই তত্ত্বশব্দ জানিবার কারণই মুনিগণ শ্রদ্ধাপূর্ব্বক মোক্ষশাস্ত্র শ্রবণ করেন, তাহাতেই তাঁহাদের জ্ঞানের উদয়, জ্ঞানের সাহায্যে বৈরাগ্যের উদয় হয়। বৈরাগ্য ও অপরাপর ক্রিয়াসাহায্যে আত্মার সন্দর্শন লাভ হয়। আত্মার সাহায্যে পরমাত্মাকে অনুভব করিতে পারা যায়। ১। ২। ১২।

হে দ্বিজশ্রেষ্ঠগণ! এ ভবে যেকোন বর্ণ বা আশ্রমের যেকোন পুরুষই হউন, আপনার

আপনার অনুষ্ঠিত ধর্ম্মদ্বারা শ্রীহরিতোষণ লাভ করিতে পারিলেই, তাঁহাদের সকল প্রকার সিদ্ধিলাভ হইল, জানিবেন। ১। ২। ১৩।

হে সাধুগণ! সেই কারণে সেই ভক্তগণের পতি ভগবানের বিষয়, একমনে শ্রবণ করা প্রত্যহই উচিত হয়। ১। ২। ১৪।

ব্যাখ্যা। সাধক বিবেচনায় ভগবানের আরাধনা পাঁচপ্রকার বিধিতে আবদ্ধ। ১ম শ্রবণাসক্তি, ২য় কীর্ত্তন, ৩য় ধ্যান, ৪র্থ পূজন, ৫ম নিদিধ্যাসন।

পূর্ব্বে বলা হইয়াছে, ভক্তি না হইলে, ঈশ্বরপথে কেহই পঁহুছিতে পারিবে না। অজ্ঞানী জনগণকে ঈশ্বরপথে লইতে হইলে, প্রথমে তাহাদের ভক্তি সংগ্রহ করা আবশ্যক। সেই ভক্তি ঈশ্বরের মহিমাশ্রবণে উপস্থিত হয়। মহিমাশ্রবণে ভক্তি উপস্থিত হইলে, কর্ম্মের প্রয়োজন হয়। ঈশ্বরবিষয়ের আস্বাদনহেতু কীর্ত্তনরূপ কর্ম্ম করা উচিত। ঈশ্বরগুণকীর্ত্তন কর্ম্মদ্বারা উপাসনার উপায় হয় অর্থাৎ ঈশ্বরকে হৃদয়ে ধারণা করিবার ক্ষমতা হয়। সেই ক্ষমতা সাধ্যায়ত্ব করিবার জন্ত ধ্যান ও পূজন আবশ্যক। যাহাতে ঈশ্বরের প্রভাব বুঝা যায়, এমন সাকার মূর্ত্তি প্রস্তুত করিয়া তাহাকে চিত্তে ধারণা করিয়া ধ্যান করিতে করিতে হৃদয় স্থির করিতে পারা যায়। নচেৎ সংসারমুগ্ধ মন অতি চঞ্চল, অন্তোপায়ে অভিষ্ট সিদ্ধ হয় না। ঈশ্বরের সাকার উপাসনার্থ মূর্ত্তিমধ্যে শ্রীকৃষ্ণ ও দুর্গাদি দেবদেবীমূর্ত্তি সংসারে ব্যক্ত রহিয়াছে। আধুনিক লোকেরা অজ্ঞবুদ্ধিতে অপর লোকের দ্বারা সেই পূজনক্রিয়া করিতেছেন। ইহাপেক্ষা মূর্খতা আর নাই। সেই সাকার মূর্ত্তি মনস্থৈর্য্যের সহিত হৃদয়ে ধৃত হইলে নিদিধ্যাসন নামক পঞ্চমোপায় উপস্থিত হয়। তাহাতে আত্মার দর্শন হয়। আত্মার বলে পরমাত্মার দর্শন হয়। ইহাকেই জীবন্মুক্তি কহে।

শ্রীসূত এস্থলে যে প্রত্যহ শব্দ ব্যবহার করিয়াছেন তাহার অর্থ কর্ত্তব্য ব্যতীত আর কিছুই নহে। কারণ যোগে বা মুক্তিপথের পথিক হইলে, আজ এই অবধি উপাসনা করিয়া রাখিলাম, কাল আবার বন্ধুগণের সহিত আমোদান্তে উপাসনা করিব, এরূপ করিলে হয় না। এমন কি! যোগীর জীবনধারণীয় আহারের সময়ও সংক্ষিপ্ত।

হে মহর্ষিগণ! সেই হরিকে যদি অনুধ্যান করা যায়, তাহা হইলে তাহাতে যে ফললাভ হয়, সেই ফলরূপী অসির সাহায্যে অধিক আর কি সুখ লাভ হইবে? তদ্দ্বারা সমস্ত কর্ম্মগ্রন্থিরূপী সাংসারিক্ মায়াবন্ধন ছেদন করা যায়। এমন যাঁহার ধ্যানরূপী অসির গুণ, তেমন শ্রীহরির গুণকথায় কে না স্থিরভাবে কর্ণপাত করিবে! ১। ২। ১৫।

ব্যাখ্যা। ভক্তি ভিন্ন ঐশ্বরীয় কোন কার্য্যে শ্রেয়োলাভ হয় না, তাহা জ্ঞানিমাত্রেই অবগত আছেন। আর আমিও বারংবার বলিয়াছি। সেই ভক্তি দুই প্রকার। অন্তরপ্রকাশ্য ও অনুধ্যানপ্রকাশ্য। কোন বস্তুর প্রতি ভক্তি হইলে লোক বহু কারণ বশতঃ

অন্তরে অন্তরে ভক্তি করিয়া থাকে। আন্তরিক্ ভক্তি যদিও বিশুদ্ধভাবসম্পন্ন বটে, কিন্তু তাহাতে বহিরিন্দ্রিয়সংযোগ না হইলে, তাহা ক্ষণিকের কারণ হয়। জ্ঞানেন্দ্রিয় ও কর্ম্মেন্দ্রিয় এই উভয় ইন্দ্রিয় একত্র হইয়া যে কার্য্য না করে, তাহা ক্ষণিকের কারণ হয়। ইহা মায়ার স্বধর্ম্ম। সেই কারণে যোগিগণ বহিরিন্দ্রিয়কে হঠযোগে আবদ্ধ করেন, আর অন্তরেন্দ্রিয়কে জ্ঞানযোগে আবদ্ধ করেন, পরে মনকে স্থির করিয়া ব্রহ্মজ্ঞানে পূর্ণ হয়েন। সেই অন্তর ও বহিরিন্দ্রিয়ের একত্রমিলনে মন হইতে যে প্রসাদগুণপরিপূর্ণ ভক্তিচিহ্ন প্রকাশিত হয়, তাহাকে অনুধ্যানপ্রকাশ্য ভক্তি কহে। গৌরীর তপস্যা, মহাদেবের রুদ্রযোগ, ধ্রুবের তপস্যা প্রভৃতি আলোচনা করিলে বুঝিতে পারা যায়। এইহেতু সূতগোস্বামী বলিলেন, অনুধ্যানে যুক্ত হইয়া, যদি হরিকে জানিতে ইচ্ছা করা হয়, তাহা হইতে জ্ঞানলাভ হইলে সংসারগ্রন্থিতে আবদ্ধ জীব স্বাধীনতা লাভ করিতে পারে। তাহা হইতে মায়াভ্রান্তি নষ্ট হয়।

হে মুনিগণ! যদি আপনারা বলেন, সেই বাসুদেবের কথায় রুচি না হইলে ভক্তি হইবে না, এখন সংসারিগণ মায়াময় হইয়া কোন্ উপায়ে সেই রুচি পাইবে? তাহা শ্রবণ করুন:—

মুগ্ধ ব্যক্তি পুণ্যতীর্থে বাস করিয়া মহাজনের সেবা করিলে এবং তাঁহার নিকট হইতে উপদিষ্ট হইলে, সেই উপদেশের ক্ষমতায় গুরুপ্রতি শ্রদ্ধা উপস্থিত হইবে। উপদেষ্টার উপর শ্রদ্ধা হইলে তাঁহার কথায় রুচি হইবে। সেই রুচিই বাসুদেবকথার প্রতিরুচির কারণ হইবে। ১। ২। ১৬।

ব্যাখ্যা। সংসারজলের তীরে স্থাপিত স্থানকে তীর্থ কহে। যথায় মায়াবাক্যের লেশমাত্রও নাই, সর্ব্বদা তত্রবাসিগণ মুক্তির ইচ্ছায় অশনে, শয়নে, সকল সময়ে কেবল ঈশ্বর শব্দ ভিন্ন অন্য শব্দ উচ্চারণ করে না। তাহাকে তীর্থ কহে। আমি পূর্ব্বে অধমাধম অবস্থা বর্ণনকালে বলিয়াছি যে, এই অবস্থার লোক সত্যত্রেতাদ্বাপর হইতে সংসারে রহিয়াছে। এই অবস্থার লোকগণকে ব্রহ্মশিক্ষা দিবার কারণ পুণ্যতীর্থস্থানসমূহ ব্রহ্মবিদ্যালয়রূপে পুরাকাল হইতে স্থাপিত রহিয়াছে। তথায় মহর্ষিজন শিক্ষকরূপে বিরাজ করেন। মোক্ষেচ্ছু সংসারবাসী সংসারসুখে বিরত হইয়া জ্ঞানোপার্জ্জনে ব্রহ্মলাভ করিবার কারণ প্রথমে কিসে সেই হরির প্রতি রুচি হয়, তাহা জানিতে তীর্থে সাধুজনের নিকট গমন করে। যাহার গুণ ও পরিচয় বিশেষ জানা যায়, তাহার প্রতি রুচি উপস্থিত হইয়া থাকে, ইহা স্বাভাবিক্ নিয়ম। মুগ্ধ ব্যক্তি মহাজনের কথা শ্রদ্ধাপূর্ব্বক শুনিলে তাহাতে মনের শান্তি পাইয়া সাংসারিক্ চিন্তা ও ঐশিক্ চিন্তা যে কত বিভিন্ন তাহা বুঝিয়া, ঈশ্বরপ্রতি আপনার রুচি সঞ্চয় করে। সেই রুচি হইতে ভক্তি হয়। ভক্তি হইতে এক দিকে কর্ম্মসাহায্যে বিজ্ঞানে পঁহুছিতে পারা

যায়, আর এক দিকে প্রেমে পঁহুছিতে পারা যায়। উভয়েতে পঁহুছিলে, উভয়ের মিলনে ভক্তের ব্রহ্মসাযুজ্য বা সালোক্য বা নিজ নিজ বাসনানুযায়িক্ মুক্তিফল ভক্ত প্রাপ্ত হয়। ইহা সাধন স্বভাবের নিয়ম।

অতএব হে ঋষিগণ! পুণ্যজনক শ্রবণ ও কীর্ত্তনের উপযুক্ত সেই শ্রীকৃষ্ণকথা শ্রবণ কর। যে কথার ভাব হৃদয়ের মধ্যে প্রবেশ করিলে, হৃদয়ের সকল প্রকার মলিনতা ও ইন্দ্রিয়চেষ্টা বিনাশপ্রাপ্ত হইয়া থাকে। বিশেষতঃ সেই কথা সাধুগণের পক্ষে হিতকারীও বটে। ১। ২। ১৭।

প্রত্যহ ভগবানের গুণকীর্ত্তন করিলে, অথবা যে শাস্ত্রে সেই গুণ লিখিত আছে, সেই ভাগবতশাস্ত্র শ্রবণ করিলে, ক্রমে হৃদয় হইতে ভেদভাব দূর হয় এবং সেই উত্তমঃশ্লোক ভগবানে অচলা ভক্তি হয়। বিশেষতঃ হৃদয়ে যে সমস্ত সাংসারিক্ লোভাদি রিপু-সমূহ অবস্থান করে, তাহারাও ঐ ভক্তিরূপ সাধনবিষে বিনাশ প্রাপ্ত হয়। কেবল চিত্তে একমাত্র শুদ্ধসত্ত্বগুণ অবস্থান করিয়া, ভক্তকে শান্তি প্রদান করে। এইরূপে ভক্তিরূপ মহাযোগের সাহায্যে ভগবানের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া প্রশান্তমন হইলে, ভক্ত ভগবানের যে তত্ত্ব জানিতে পারেন, তাহাকেই বিজ্ঞানতত্ত্ব কহে। যখন সাধক তাহা জানিতে পারেন; তখন সেই তত্ত্ববলে তিনি সংশয় হইতে মুক্তি প্রাপ্ত হয়েন। ১। ২। ১৮। ১৯। ২০।

ব্যাখ্যা। যে উপায়দ্বারা ঈশ্বরকে অনুভব করিতে করিতে তাঁহার কার্য্য ও মায়া বিচার করিয়া স্থির করা যায়, তাহাকে ঐশ্বরিক্ বিজ্ঞানযোগ কহে। ঈশ্বরকে হৃদয়ে অনুভব করিতে পারিলে, আত্মাকে ঈশ্বরময় করা যায়। আত্মা পরমাত্মময় হইলে মহামুক্তি লাভ হয়। যেমন কোন একটী গৃহের চতুর্দ্দিকের জানালা আবদ্ধ ছিল। তাহার মধ্যে একটী মনুষ উলঙ্গশরীরে শীতের যাতনা সহ্য করিতেছিল। সে কিন্তু জানালা কাহাকে বলে তাহা জানে না এবং জানালা খুলিলে কি হইবে, তাহাও জানে না। কিন্তু এই মাত্র জানে যে, রৌদ্রের উত্তাপে শীতকষ্ট বিনাশিত হয়। হঠাৎ কোন ব্যক্তি তাহাকে শীতার্ত্ত দেখিয়া রৌদ্রের জন্যই জানালা গৃহমাঝে আছে, একথা জানাইয়া তাহা খুলিতে উপদেশ দিল। উলঙ্গ ব্যক্তি তাহার উপদেশ ভক্তিপূর্ব্বক শ্রবণ করিয়া জানালা খুলিল। খুলিবামাত্রই সূর্য্যের উত্তপ্তরশ্মি তাহার অঙ্গে পতিত হইলেই সে উষ্ণবোধ করিল। অধিক উষ্ণতায় তাহার শৈত্য নাশ হইবে এই বিবেচনায় তখন সে গৃহের সমস্ত জানালা খুলিয়া রৌদ্রের দ্বারা গৃহপরিপূর্ণ করিয়া, শীতের হস্ত হইতে নিস্তার পাইল। তখন সে কিরণের উত্তাপগুণ জানিয়া কিরণের আকরে যে বহু উত্তাপ আছে তাহা জানিতে সহজেই চেষ্টা করিল। পরে প্রকাশ্য স্থলে আসিয়া কিরণের সাহায্যে সূর্য্যকে দেখিয়া অঙ্গকে একেবারে শীতের হস্ত হইতে

উদ্ধার করিল। তদ্রূপ এই জগৎ—গৃহ। মায়া শীত। সংসারবাসী জীব—শীতার্ত্ত মনুষ্য। গুরু—আগন্তুক ব্যক্তি। জানালা খোলার কথা—উপদেশ। উদ্ঘাটন কার্য্য-করণ—ধর্ম্মানুষ্ঠান। কিরণ—আত্মা, সূর্য্য—ঈশ্বর। স্বভাবের ক্ষমতায় কেহ প্রবল স্রোতে ভাসিলে যেমন তাহাকে কেহই ফিরাইতে পারে না, তেমনি ভগবানে ভক্তি করিয়া যদি কেহ তাঁহার লাভ বুঝিতে পারে এবং যোগবলে যখন আত্মার দর্শন হয় তখন আত্মার সাহায্যে পরমাত্মা জানিয়া জীব মুক্ত হইলে, আর জন্মাদি হয় না।

হে ঋষিগণ! আত্মাকে জ্ঞানের ক্ষমতায় জগদীশ্বরে মিলিত করিলে, তাহাতে এই ফল দেখা যায় যে :—হৃদয় যে সকল সাংসারিক গ্রন্থিতে আবদ্ধ ছিল, তাহা ভিন্ন হইয়াছে; যে সকল সংশয়ে মন সমাচ্ছন্ন ছিল, তাহা ছিন্ন হইয়াছে; যে সকল অনিত্য কর্ম্মে রতি ছিল তাহা বিনাশপ্রাপ্ত হইয়াছে। ১। ২। ২১।

ব্যাখ্যা। জীবের আত্মা ঈশ্বরে মিলিলে পরমাত্মময় হইবে, তাহাতে লাভ কি? এবং তাহার লক্ষণ কি? ইহা বুঝাইবার কারণ শ্রীসূত পূর্ব্বোক্ত কথা বলিলেন:—ভক্ত জ্ঞান ও প্রেমভরে মগ্ন হইয়া আত্মার সাক্ষাৎ পাইলে, তাহার দ্বারাই ঈশ্বর প্রত্যক্ষ করিবার উপায় পায়। সেই উপায় স্বাভাবিক এবং অন্তরস্থ। তাহা বাক্যে প্রকাশ বা ক্রিয়ায় প্রমাণ করিবার উপায় নাই। তবে কয়েকটি লক্ষণে বুঝা যায়। সেই লক্ষণ সমূহের মধ্যে একটি এই যে—হৃদয় যে সমস্ত সাংসারিক গ্রন্থিতে আবদ্ধ, তাহা হইতে ছিন্ন হওয়া। শ্রীধরস্বামী যোগশাস্ত্রমতে কহিলেন যে, কতকগুলি গ্রন্থিদ্বারা হৃদয় অর্থাৎ মনের আবাস আবদ্ধ আছে, তাহাকে চিত্তের জড়তারূপী বন্ধন বা অহঙ্কার কহে। যোগশাস্ত্রমতে চিত্ত যখন জড়ভাবালম্বন করে, তখন মায়াতে মনটি একেবারে উন্মত্ত হয়। চিত্তের শাসনেই অহঙ্কার (অর্থাৎ আমার ও তোমার ইত্যাকার জ্ঞান) শাসিত থাকে। চিত্তকে জড়ভাবে থাকিতে দেখিলে, অহঙ্কার প্রবল ক্ষমতা প্রকাশ করে। চিত্তের জড়তা ও অহঙ্কার একত্র হইলে, কাহারও স্নেহাধিক্য হয়, কাহারও আমি বড় এই বিবেচনা হয়, কাহারও বুদ্ধি অস্থির হয়। হৃদয় যদি এইরূপে সাংসারগ্রন্থিতে আবদ্ধ থাকে, তাহা হইতেই পুত্রাদি মরিলে লোক স্নেহবিরহে উন্মত্ত হয় এবং অর্থাদিহীন হইলে, কেহ ছোট বলিলে, লোকের জীবনত্যাগ পর্য্যন্ত অভিমান হয়। অনিত্য প্রেম, অনিত্য বিশ্বাস প্রভৃতি অস্থির বুদ্ধিতে উৎপাদিত হইয়া, ব্যক্তিকে নানাবিপদাপন্ন করে। হৃদয় অর্থাৎ মনই দেহের কর্ত্তা। সেই কর্ত্তা যদি পূর্ব্বোক্ত অনিত্য গুণসমূহরূপ গ্রন্থিতে আবদ্ধ থাকে, তাহা হইলে ব্রহ্ম ও সংসারকে কিরূপে বোধ হইবে? সেই কারণে সূত বলিলেন,—যাঁহারা আত্মাতে ঈশ্বরানুভব করেন, তাঁহাদের লক্ষণ জানিতে হইলে, প্রথমে তাঁহাদের হৃদয়ের পূর্ব্বোক্ত সাংসারিক গ্রন্থিভেদ হইয়াছে কিনা দেখিবেন।

মনের আর একটি বন্ধন সংশয়। ইহার দ্বারা বুদ্ধিকে নিশ্চয় করা যায় না। বুদ্ধি নিশ্চিত হইলে কেহ কোন কালে পাপরূপ মায়ার আবদ্ধ থাকে না। কেবল সংশয়ই সেই জ্ঞানপথ প্রদর্শিনী বুদ্ধিকে এমন পীড়াময় সংসারে মুগ্ধ করিয়া রাখে। আত্ম-জ্ঞানী—বিশ্বাসী। বিশ্বাসী ব্যক্তির সংশয় সম্ভবে না। অনেকে ধর্ম্মসাধনদ্বারা ফলকামনা করিয়া যজ্ঞাদি কর্ম্ম করিয়া থাকে। ফলকামনা করা হউক বা না হউক, যে কোন কর্ম্ম করা যায়, সেই কর্ম্মকারীকে কখনই আত্মজ্ঞানী বলা যায় না। কর্ম্মদ্বারা বিজ্ঞান লাভ না হইলে কখনই আত্মপ্রত্যক্ষ হয় না। সেই কারণে সূত বলিলেন:—যাহারা ঈশ্বরলাভ অভ্যাস করিতেছে, তাহাদের পক্ষেই কর্ম্মাদি যজ্ঞানুষ্ঠান বিধেয়। যাহারা ঈশ্বরলাভ করিয়াছে তাহাদের পক্ষে নহে। অতএব আত্মজ্ঞানী হইলে কর্ম্মক্ষয়ই তাহার প্রধান লক্ষণ। উচ্চশৃঙ্গে যে উঠে, সে পার্শ্বস্থ নগর গ্রামাদিকে সামান্য দেখে, মস্তকোপরি শৃঙ্গকেই মহান দেখে।

হে ঋষিগণ! ভগবান বাসুদেবে নিত্যভক্তি করিলে, তাহা হইতে আত্মা যে প্রসন্নতা লাভ করেন, তাহার আর সন্দেহ নাই। অর্থাৎ সর্ব্বদাই যে ব্যক্তি হরিকথা লইয়া অন্তঃকরণকে হরিকথাময় করে; হরিনামামৃত ভক্তির সহিত পান করে; তাহার পাপচেষ্টা আসে না। পাপচেষ্টা না আসিলে সংসারপীড়ক পাপে তাহার মন আবিষ্ট হয় না। ক্রমে তাহা পরিশুদ্ধ হইয়া থাকে। ১। ২। ২২।

(এক্ষণে কি উপায়ে সেই ঈশ্বরের স্বরূপ লাভ হয় অর্থাৎ ঈশ্বরকে সাধন সাহায্যে অনুভব করা যায়, শ্রীসূতগোস্বামী তাহা বলিতেছেন।)

হে মহর্ষিগণ! সেই পরমেশ্বর এক ও অদ্বিতীয় বটেন। কিন্তু এক হইয়া তিনি সৃজন, পালন এবং হরণাদি এই বিশ্বকার্য্য করিবার নিমিত্ত সত্ত্ব, রজঃ ও তমো গুণযুক্ত হইয়াছেন। ঐ তিনটি গুণ তৎকৃত মায়ায় ছিল। সেই মায়াপ্রকৃতি হইতে তিনি ঐ গুণসমূহ গ্রহণপূর্ব্বক আপনি ঐ তিনগুণমণ্ডিত হইয়া হরি, বিরিঞ্চি ও হর এই তিন নাম ধারণ করিয়াছেন। এই সগুণমূর্ত্তি ঈশ্বরত্রয়ের মধ্যে যিনি সত্ত্বতনুধারী (হরি) তাঁহা হইতেই মনুষ্যের প্রকৃষ্ট সুখ ও শ্রেয়োলাভ হইয়া থাকে। ১। ২। ২৩।

ব্যাখ্যা। জগৎ বুঝাইতে হইলে, ঈশ্বরকে অগ্রে বুঝা উচিত। ঈশ্বর কি প্রকার, তাহা কেহ কখন স্থির করিয়া অন্তর হইতে প্রকাশ করিতে পারেন নাই। ঈশ্বর সে ক্ষমতা মনুষ্যবুদ্ধিতে প্রদান করেন নাই। তবে ন্যায়মতে কার্য্যদ্বারা কর্ত্তাকে নিশ্চয় করিতে হইলে, ক্রিয়া দেখিয়া কর্ত্তাকে ক্রিয়াবান্ বলিয়া বুঝিতে হয়। এই কারণে বেদাদিতে যে স্থানে জগৎপ্রকাশবর্ণনা আছে, সেই স্থানের ভাব শ্রীভাগবতের এইস্থানে সূতদেব প্রকাশ করিলেন। সৃজনাদি স্থানে দার্শনিকেরা ভগবানকে সগুণ বলিয়াছেন। মনুষ্য সাকার পদার্থ। সাকার পদার্থ বিচারকালে সাকার ভাব ভিন্ন বিচার হয় না। ইহা বিজ্ঞান ও ন্যায়ের চূড়ান্ত দৃষ্টান্ত। সেই কারণে সাকার বুদ্ধিতে এই সাকারজগৎ-প্রণেতাকে বুঝিতে হইলে, প্রথমে তাঁহার সাকার শক্তি বোধ করিতে হয়, পরে তাঁহাকেও

সংকোরস্থ অর্পণ করিতে হয়, নহিলে মীমাংসা হয় না। স্বয়ং মায়া ঈশ্বরের চৈতন্যে চৈতন্যবান্ কারণসমূহকে লইয়া সৃষ্টিক্রিয়া করেন, ইহা পূর্ব্বে প্রমাণিত হইয়াছে। মায়া প্রকাশ হইলে তাহাতে কালশক্তি (ইহাকে রুদ্রশক্তিও বলে) প্রবেশ করিলে, মায়া ও কাল ত্রিগুণময় হইয়া থাকে। সেই কারণে মায়া ও কালের অধীন যাবতীয় জীব ও ভূত ত্রিগুণময় হইয়া থাকে। ঈশ্বর আপনার রূপকে সংপূর্ণরূপে মায়াতে না রাখিয়া, ঐ তিন গুণ লইয়া মায়াতে আবৃত ভাবে থাকেন, তাহাতে তাঁহার প্রকৃত মূর্ত্তি রূপান্তরিত হয় এবং ঐ তিন গুণ এক হরিতে বর্ত্তমান থাকিলেও তিন ভাগে বিভক্ত দেখায়। প্রকৃতির পালনকারী সত্ত্বগুণ হইতে বিষ্ণুমূর্ত্তি; সৃজনকারী রজোগুণ হইতে বিরিঞ্চি ও হরণকারী তমোগুণ হইতে হরমূর্ত্তি প্রকাশিত হইয়া থাকে। ঐ তিনটি রূপ, বাহ্যেন্দ্রিয়গোচরীয় নহে। জগদ্বিচারের কারণ ঈশ্বরকে রূপান্তর করা হইল মাত্র। উহাদের অন্তরে অনুভব হয়।

নির্গুণ ব্রহ্ম সগুণভাবের মধ্যে যে রূপে ঈশ্বর এই নাম ধারণ করিলেন, তাহাতে শ্রেয়োলাভ হইয়া থাকে অর্থাৎ তাঁহাকে বুঝিলে ব্রহ্ম বুঝা যায়। ব্রহ্মা ও হরকে বুঝিলে কেবল দর্শন ও প্রাকৃতিক্ বিজ্ঞান লাভ মাত্র হইয়া থাকে, এইজন্য ঈশ্বরত্ব বা সত্ত্বমূর্ত্তি বুঝিতে বা উপাসনা করিতে শাস্ত্র উপদেশ দিয়াছেন।

হে মহর্ষিগণ! সেই গুণত্রয়ের ক্রিয়া বর্ণনা করি শ্রবণ করুন। যেমন শুষ্ক পার্থিব কাষ্ঠ ঘর্ষণে প্রথমে ধূম নির্গত হয় এবং সেই ধূম হইতে অগ্নি প্রকাশ হয়, পরের সেই অগ্নিই আবার বেদময় হয়। তাহার দ্বারা সমস্ত বৈদিক্ কর্ম্ম সম্পাদিত হইয়া থাকে। তদ্রূপ তমোগুণ হইতে রজোগুণের প্রকাশ হয়, রজঃ হইতে সত্ত্বের আবির্ভাব হয় এবং সেই সত্ত্ব হইতে ব্রহ্মদর্শন হইয়া থাকে। ১। ২। ২৪।

ব্যাখ্যা। একটি সামান্য তেজোপিণ্ড যে সূর্য্য তাহাকেই সহজে চাহিয়া দেখা যায় না। তবে তেজের আধারস্বরূপ সেই যে ভগবান তাঁহাকে অনুভব করা কার সাধ্য হইতে পারে! যেমন লোক ক্রমে ক্রমে গিরিশৃঙ্গোপরি আরোহণ করে, তদ্রূপ ঈশ্বরপথে অজ্ঞানীকে লইবার কারণ ঈশ্বরনিদর্শনসূচক প্রাকৃতিক্ বিজ্ঞানাদিদ্বারা সাধককে উচ্চে লইয়া যাইতে হয়। তাহা কিরূপ, তাহাই শ্রীসূতদেব বলিতেছেন :—

প্রকৃতিযুক্ত কালের রজোগুণ হইতে সকলই উৎপন্ন হইয়া, তমোগুণের ক্ষমতায় জীবমাত্রেই মূর্ত্তিমান্ হয়। বিজ্ঞানের সূক্ষ্ম দর্শনদ্বারা দর্শনশাস্ত্র পাঠ করিলেই পাঠক বিশেষরূপে ইহা বুঝিবেন। কিন্তু এখানে আমি তাহার কিঞ্চিৎ আভাস দিতেছি।

এই দেহ দুই স্বভাবাপন্ন। একটি কালস্বভাবাপন্ন, অপরটি প্রকৃতিস্বভাবাপন্ন। প্রকৃতিতে ভূতসমষ্টি থাকা সত্বে, তাহা হইতে দেহের উপযোগী বস্তু সংগৃহীত হইয়া থাকে। যে তেজোদ্বারা ভূতমিলনে দেহ সৃজিত হয়; তাহাকে প্রকৃতির রজোগুণ কহে। এই দেহে আয়ুস্থির ও তাহার বর্দ্ধনাদি ক্ষমতা যে তেজোদ্বারা উৎপন্ন হয়, তাহাকে কালস্বভাবের

রজোগুণ কহে। উভয় রজোগুণে দেহ সৃষ্ট হইলে স্থূলাকার প্রকাশ করে কে? উভয়ের তমোগুণ। ইহার বিস্তারিত প্রমাণ দিতে হইলে জগৎ বুঝাইতে হয় এবং দর্শনশাস্ত্র সমস্তই বলিতে হয়। পুস্তকের বাহুল্যভয়ে আমি তাহা করিলাম না। পূর্ব্বোক্ত কারণে প্রথমাবস্থায় দেহীমাত্রেই দেহস্বধর্ম্মে (জ্ঞানস্বধর্ম্মে নহে, কারণ তমোগুণী) কি বৃক্ষ, কি প্রস্তর, কি মনুষ্য, সকলেই তমোগুণী; যেমন কাষ্ঠ ঘর্ষণ করিলে তাহা হইতে ধূম নির্গত হয়, পরে সেই ধূম হইতে অগ্নি প্রকাশ হইয়া থাকে। কিন্তু প্রকাশের পূর্ব্বে ঐ কাষ্ঠে—অগ্নি ও অগ্নিপ্রকাশক ধূম অস্ফুট ভাবে থাকে; চেষ্টা না করিলে প্রকাশ হয় না, তদ্রূপ এই মানবদেহ মধ্যে রজঃ ও সত্ত্বগুণ আছে। বুদ্ধিদ্বারা বিবেচনা করিলে মনোসাহায্যে ক্রমে সত্ত্বগুণের সাক্ষাৎ হইলে, মায়ার বিকার সমস্ত বুঝা যায়। মায়া বুঝিলে এবং সাধনার বলে তাহা হইতে মনকে স্বাধীন করিতে পারিলেই ব্রহ্মদর্শন হয়। ইহা যোগশাস্ত্রানুমোদিত সত্য কথা হইতেছে।

ভগবানকে ভক্তি করা উচিত কেন তাহা দর্শাইবার কারণ শ্রীসূত কহিলেন:—হে ঋষিগণ! ভগবান বিশুদ্ধ, তাঁহাতে রজঃ ও তমোগুণের সম্পর্ক নাই, তিনি কেবল সত্ত্বরূপী, সেই কারণেই পূর্ব্বতন ঋষিগণ অধোক্ষজ ভগবানকে ভজনা করিতেন। ক্রমে সেই ঋষিগণের শিক্ষাক্রমে যাঁহারা সেই ভগবানে বর্ত্তমানেও ভক্তি করিবেন, তাঁহারাও মুক্ত হইতে পারিবেন। ১। ২। ২৫।

যাঁহারা মুক্তিপথের পথিক হইতে ইচ্ছা করেন, তাঁহারা কেবল সেই বাসুদেবে ভক্তি করিয়া থাকেন। বাসুদেব ভিন্ন মুমুক্ষুগণের মুক্তিদাতা আর কেহ নাই। আর যাঁহারা সাংসারিক্ সুখভোগের কামনা করেন, তাঁহারা ভূতপতি প্রভৃতি নারায়ণের কলাংশসম্ভূত দেবগণের ভজনা করিয়া থাকেন। ১। ২। ২৬।

ব্যাখ্যা। পূর্ব্বে ধর্ম্ম যে ভাবে দুই অংশে বিভক্ত তাহা বলিয়াছি। প্রবৃত্তিলক্ষণে সংসার সুখ এবং নিবৃত্তিলক্ষণে ঈশ্বরানুভব করা যায়, তাহাও বলিয়াছি। এস্থলে শ্রীসূত তাহাই প্রমাণ করিলেন; বুঝিতে হইবে।

যাঁহারা নিবৃত্তিলক্ষণাক্রান্ত হয়েন, তাঁহাদের একমাত্র বাসুদেবে ভক্তি করা উচিত। কারণ সত্ত্বগুণ না হইলে মুক্তিলাভ হয় না। যেমন স্বর্ণের সহিত অপর ধাতু রাখিয়া তেজোদ্বারা তাহাকে স্বর্ণময় করা যায়; সেইরূপ সত্ত্বগুণরূপী হরির প্রেমাস্বাদনে হরিনাম কীর্ত্তনে এই কলুষিত মন সত্ত্বগুণভাব ধারণ করিতে পারে। বিশুদ্ধ সত্ত্বগুণ প্রাপ্ত হইলে অষ্টসিদ্ধিলাভ হয়। অষ্টসিদ্ধি লাভে আত্মার প্রত্যক্ষ হয়। আত্মার সাহায্যে পরমাত্মা অনুভব করিতে পারিলে, জীব মুক্তি প্রাপ্ত হইয়া থাকে। পুনরায় সূত বলিলেন, যাঁহারা নারায়ণের কলাংশস্বরূপ ভূতপতি ও প্রজাপতি, তাঁহারা রজঃ ও তমোগুণান্বিত হয়েন। তাঁহাদের ভজনা করিলে ভোগে প্রবৃত্তি অর্থাৎ সংসারধর্ম্ম পালন করা হয়। ব্রহ্মা ও

হরের উৎপত্তির কথা পূর্ব্বে বলিয়াছি। ঈশ্বরের রজোগুণকে (সৃষ্টির ইচ্ছাকে) ব্রহ্মা কহা যায়। ঈশ্বরের হরণ ইচ্ছাকে অর্থাৎ তমোগুণকে ভূতপতি বা হর কহা যায়।

ঈশ্বর আপনাতে আপনি থাকিয়া স্বীয় চৈতন্যদ্বারা মায়া হইতে ঐ তিন গুণকে গ্রহণপূর্ব্বক নিজ চৈতন্যে যখন আরোপ করিলেন, তখন তাহা হইতেই সেই একই চৈতন্য ত্রিবিধগুণ-ধারী দেবতারূপে বর্ত্তমান হইয়া থাকেন। সেই কারণে ব্রহ্মাদিকে কলাংশ কহে।

যেমন একজন রাজার ইচ্ছা ও নিয়োগমতে কেহ কোষাধ্যক্ষ, কেহ মন্ত্রী, কেহ সেনাপতি হইয়া থাকে। কোষাধ্যক্ষও মনুষ্য,—মন্ত্রীও মনুষ্য এবং সেনাপতিও মনুষ্য। তবে উঁহারা বিভিন্নক্ষমতাধারী কেন হইল? যে ক্ষমতায় তাহারা ঐ প্রকারে ভিন্ন ক্ষমতাবান্ হইল, তাহা রাজার ভিন্ন আর কাহারো নহে। সেই কারণে তাহারা রাজার অনুচর বটে কিন্তু রাজা নহে। সেইরূপ ঈশ্বর স্বীয় চৈতন্যকে ত্রিগুণময় করিয়া ত্রিদেব কল্পনা করিলেন বলিয়া, তাঁহারা পূর্ণ ঈশ্বর নহেন, কিন্তু ঈশ্বরের কলাংশ বটেন। ঈশ্বরের ক্ষমতা তাঁহারা প্রকাশ করেন মাত্র। পাঠকবর্গ! চলিতমতে চতুর্মুখ ব্রহ্মা, বৃষভ-বাহন ভিখারী ভাঙ্গোন্মত্ত মহাদেবের কল্পনা দর্শনাদি তত্ত্বশাস্ত্রে নাই। সেভাব ভাগবত পাঠ-কালে আপনারা পরিত্যাগ করিবেন। তাহা হইলেই সহজে বুঝিতে পারিবেন। প্রকৃতির উৎপাদক তেজঃকে ব্রহ্মা কহে। কালশক্তির উৎপাদক তেজঃকে ভূতনাথ কহে। প্রকৃতি জগৎ উৎপন্ন করে বলিয়া, তাহার তেজঃকে ব্রহ্মা বা প্রজাপতি কহে। আর কাল দ্বারা সমস্ত বিনাশ হয়, বলিয়া তাহার তেজঃকে হর বা ভূতপতি কহে। এখানে ভূত শব্দের অর্থ যাহা জন্মাইয়া অতীত বা গত হয় অর্থাৎ প্রাণী সমূহ। এই প্রমাণে সূত-দেবের কথা বুঝা গেল। যেমন রাজদর্শনের আশা করিয়া রাজবাটির দ্বারবানের পদ পূজা করিলে, প্রহরীর প্রসন্নতা লাভ হয় মাত্র, তদ্রূপ ব্রহ্মা বা ভূতনাথকে পূজা করিলে তাঁহাদের ক্ষমতা জানা যায়। তাঁহাদের ক্ষমতা সংসারের উপর বিন্যস্ত। অতএব তৎপূজাকারী—পরমতত্ত্ব না পাইয়া সৃষ্ট্যাদি কার্য্য ভাল বুঝিতে পারে। পঞ্চবিংশতি শ্লোকে ব্রহ্মাবস্থাকে ভগবান ও অধোক্ষজ শব্দে বিশিষ্ট করা হইয়াছে। ভগবান বলিতে সৃজন, পালন ও হরণ কার্য্যে বিশ্বে যে সকল অচিন্ত্যশক্তির প্রয়োজন, সেই সকল শক্তি-ময় যিনি হয়েন। ভগ বলিতে ঈশ্বরতত্ত্ব অর্থাৎ সকল শক্তিকে আপনাপন কার্য্যে নিয়োগ করিবার ক্ষমতা। উহাকে ছয়ভাগে শাস্ত্রকর্ত্তারা নির্দ্দেশ করেন। ১ম জ্ঞান। ২য় বল। ৩য় বীর্য্য। ৪র্থ ঐশ্বর্য্য। ৫ম শক্তি। ৬ষ্ঠ তেজঃ। এই কয়টি পূর্ণমাত্রায় কার্য্যকালে সগুণ ভাবের ঈশ্বরে থাকে। পরে হরিকে অধোক্ষজ বলা হইল। অধোক্ষজ শব্দের প্রকৃত অর্থ:—অক্ষ শব্দে ইন্দ্রিয়, ইন্দ্রিয় গুলি সাধকের হৃদয় হইতে যখন বিষয়চেষ্টা হইতে অধোমুখী অর্থাৎ বিরত হয়, তখনই ঈশ্বর তাঁহাদের পবিত্র হৃদয়ে আত্মমূর্ত্তি প্রকাশ করেন। এইজন্য হরি ভোগবিরত ইন্দ্রিয়ধারী সাধকের হৃদয়জাত হইতেছেন।

হে ঋষিগণ! সংসারে যাহারা ঐশ্বর্য্য, পুত্র ও রূপাদি কামনা করে তাহারাই রজঃ ও তমোগুণাবলম্বী প্রকৃতিভূত ভূতনাথাদি দেবগণকে পূজা করিয়া থাকে। (সংসার

পালন করিবার নানা উপায় মাত্র বাসুদেব করিয়াছেন বটে; কিন্তু স্বয়ং মোক্ষের কারণ হইয়া রহিলেন। তাহা জানাইবার জন্য শ্রীসূত পরে কহিলেন।) হে ঋষিগণ! বাসুদেবসেবা যে সর্ব্বাপেক্ষা প্রধান, তাহার আর অপর কথা কি বলিব! সকল শ্রুতির তাৎপর্য্যই একমাত্র সেই বাসুদেব হয়েন। কর্ম্মে রতি হইবার কারণ যজ্ঞার্থে যে শ্রুতি সমস্ত প্রকাশিত আছে, তাহাদেরও আরাধ্য মন্ত্র সেই বাসুদেব হইতেছেন। যোগশাস্ত্রের সকল প্রকার যোগাঙ্গ ও সমাধি প্রভৃতির একমাত্র অন্বেষণীয় বস্তুই সেই বাসুদেব হইতেছেন। সমাধি সাধন করিবার জন্য যে সমস্ত বীজমন্ত্রধারণাদির ক্রিয়া আছে, তাহারও তাৎপর্য্য সেই বাসুদেব হইতেছেন। সকল জ্ঞানশাস্ত্রের, সকল তপস্যার, সকল প্রকার ধর্ম্মের এবং সকল প্রকার গতির একমাত্র প্রধান উদ্দেশ্য সেই বাসুদেব ভিন্ন আর কিছুই নাই। ১। ২। ২৭। ২৮। ২৯।

হে ঋষিগণ! এমন যে সর্ব্বারাধ্য বাসুদেব, তিনি বিশ্বসংহার ও সৃষ্টির ইচ্ছায় কর্ম্ম ও কারণরূপে;—সত্ত্ব, রজঃ ও তমোগুণময়ী মায়াশক্তিকে অবলম্বন করেন। তিনি আপনি স্বভাবতঃ নির্গুণ থাকেন, কেবল বিশ্বসৃষ্টি করিবার কারণ সত্ত্বাদিগুণযুক্ত হয়েন। তাঁহারই বিরচিত এই মায়া ও গুণময় জগৎ, পদার্থরূপে প্রতীয়মান্। অথচ তিনি স্বীয় তেজেঃ সকলের অন্তরে প্রবিষ্ট আছেন বলিয়া, তাঁহাকে গুণবান্ বলিয়া বোধ হইতেছে। বস্তুতঃ তিনি নির্গুণ, কিছুতেই লিপ্ত নহেন, আপনাতে আপনি বিজ্ঞানরূপেই বর্ত্তমান আছেন। ১। ২। ৩০। ৩১।

ব্যাখ্যা। ঈশ্বর যে ব্রহ্মাবস্থায় সগুণ নহেন, তাহা প্রমাণ করিবার জন্য সূতগোস্বামী পূর্ব্বোক্ত কথা বলিলেন। উহার ভাব এই। এই জগৎ যে ভাবে মহত্তত্ত্বসংযোগে উদ্ভূত ও ভূতাদিসংযোগে প্রকাশ্য হইয়া পদার্থরূপে বিরাজিত, তাহা পূর্ব্বে বলিয়াছি। যখন জগৎ ছিল না, তখন জগতের সূক্ষ্মানুসূক্ষ্ম কারণসমূহ চৈতন্যবান্ ছিল মাত্র। পরে তাহারা ঈশ্বরের চৈতন্য লাভ করিয়া, কার্য্য প্রকাশদ্বারা মায়ানামে ক্রমে অভিহিত হইল। মায়া সৃষ্টিরস্বভাবকে বলে। মায়াতে ঈশ্বর কালশক্তি প্রদান করিলে তাহা হইতে মহত্তত্ত্ব প্রকাশ হইল। মহত্তত্ত্ব হইতে ভূতাদি প্রকাশিত হইল। ভূতাদিতে পুনরায় ঈশ্বর স্বরূপচৈতন্য প্রদান করিলে, তাহার কার্য্যক্ষেত্ররূপে এই জগৎ প্রকাশিত হইল। ইহাই মৈত্রেয়মীমাংসা। ঈশ্বর আপনাতে আপনি আছেন, কিন্তু তাঁহার চৈতন্য সমস্ত সৃষ্টিক্রিয়া করিতেছে। যেমন রাজার আজ্ঞাতে সৈন্যেরা সমর করিতে যায়, লোকে বলে রাজা সমর করিতেছেন; তদ্রূপই লোক ঈশ্বরকে ক্রিয়াবান্ কহে। তিনি না হইলে কিছুই চলিতেছে না, আবার তিনি কিছুতেই লিপ্ত নহেন। এইরূপ তত্ত্বই বিচারদ্বারা বুঝিতে হইবে।

হে ঋষিগণ! সেই ঈশ্বরের আশ্চর্য্যলীলার কথা কি বলিব!! যেমন অগ্নি এক হইয়া নিজের প্রকাশ্যযোনিস্বরূপ কাষ্ঠসমূহে প্রবিষ্ট থাকে? প্রকাশকালে ক্রমে আপনাকে নানারূপ দেখাইতে থাকে। তদ্রূপ সেই বিশ্বের আত্মারূপী ভগবান প্রতি ভূতের

অন্তরে প্রবিষ্ট আছেন, কিন্তু ভূতক্রিয়া দর্শনে লোকসমূহ ভ্রমদ্বারা তাঁহাকে অদ্বিতীয় না বলিয়া, বহু বলিয়া থাকে। ১। ২। ৩২।

ব্যাখ্যা। সেই ঈশ্বর যে অদ্বিতীয় এবং তাঁহার স্বরূপ আত্মাও যে এক, তাহা প্রমাণ করিবার কারণ সূতদেব পূর্ব্বোক্ত মীমাংসা করিলেন। বিজ্ঞানমতে ভূতশক্তি সমস্তই এক ভিন্ন দুই নহে, ইহা মীমাংসিত আছে। সেই মতানুসারে তেজঃও এক। তেজঃক্রিয়াকেই অগ্নি কহে। প্রতি কাষ্ঠ বা প্রতি প্রস্তর আঘাতে বা ঘর্ষণে অগ্নি প্রকাশ পাইয়া থাকে। সকলের অন্তরে সমান ভাবে অগ্নি আছে। ভূত হইতে উৎপন্ন বলিয়া ভূতক্ষমতা তাহাতে নিহিত আছে জানিবে। আত্মাও ঈশ্বরের স্বরূপ, কিন্তু তাহা বেদাদির মতে এক। তোমাতে আত্মা, আমাতে আত্মা; ব্যাঘ্রে, উদ্ভিজ্জে সমস্তেই আত্মা আছেন। তাহা তাহাদের দেহস্থ জীবনীশক্তি দেখিলেই প্রমাণ করা যায়। অতএব তুমি আমি, ব্যাঘ্র, বৃক্ষ সকলই সকল হইতে ভিন্ন বটে, কিন্তু আত্মা তবে ভিন্ন নহে কেন? যেমন প্রতি বস্তুতে অগ্নি থাকিলেও অগ্নি এক ব্যতীত দুই নহে; তদ্রূপ আত্মা প্রতি প্রাণীতে থাকিলেও তাহা এক ভিন্ন দুই নহে। কেবল মায়াসৃষ্ট জীবদেহই পৃথক্ হইতেছে। অল্প বিজ্ঞানবুদ্ধিতে বুঝিলেই বুঝা যাইতে পারে। ইহা বিজ্ঞান মীমাংসা হইতেছে।

হে ঋষিগণ! আমি মনুষ্য, এই গো, ঐ বৃক্ষ, এপ্রকার বিভিন্ন সৃষ্টি এবং প্রতি সৃষ্টির—বিভিন্ন ক্রিয়া কেন? তাহা শ্রবণ কর। একমাত্র স্বীয় স্বরূপরূপী আত্মানামধারী তেজোদ্বারা সেই হরি, আপনার শক্তিরূপী সূক্ষ্মভূতাদি, ইন্দ্রিয়াদি এবং বুদ্ধিবৃত্তি প্রভৃতি গুণময় পদার্থদ্বারা সমস্ত প্রাণীতে অবস্থিত হইয়া যথাযোগ্য নিজ নির্ম্মিত মায়ার ভোগ নিজেই করিতেছেন। আমরা সকলেই তাঁহার ভোগগৃহরূপী দেহধারী ভিন্ন আর কিছুই নহি। (এই ভোগদেহপার্থক্যে আত্মার পার্থক্য বোধ হয় মাত্র)। ১। ২। ৩৩।

ব্যাখ্যা। এই যে সৃষ্টি—ইহা প্রস্তুত করিয়া, ঈশ্বরের কি প্রয়োজন পূর্ণ হইল, তাহা বুঝাইবার কারণ সূত পূর্ব্বোক্ত কথা বলিলেন।

লোকগণ অহঙ্কারে উন্মত্ত হইয়া, ঈশ্বরকে ভুলিয়া, মায়াবলে স্বচ্ছন্দে বলে আমি মনুষ্য, ইহা গরু, উহা বৃক্ষ। কিন্তু এই মনুষ্যদেহের কোন্‌টি মনুষ্য, তাহা অদ্যাপি তাহারা নির্ণয় করিতে পারে নাই। হস্ত, পদ, চর্ম্ম, প্রাণাদির মধ্যে কোনটী যে আমি মনুষ্য তাহা খুঁজিয়া পাওয়া যায় না! সমস্তই ঈশ্বরের লীলাখেলার স্থল। পঞ্চভূত, ইন্দ্রিয় ও বুদ্ধির দ্বারা নির্ম্মিত দেহধারীমাত্রকেই প্রাণী বলা যায়। বিজ্ঞানমতে প্রাণী চারিপ্রকার;—জরায়ুজ, স্বেদজ, অণ্ডজ, উদ্ভিজ্জ। যাহারা জরায়ুঃ হইতে জন্ম লয় তাহারা জরায়ুজ। যাহারা স্বেদ (পচারস) হইতে জন্মে তাহাদিগকে স্বেদজ কহে। যাহারা ডিম্ব হইতে জন্মে তাহাদিগকে অণ্ডজ কহে। যাহারা ভূমিকে ভেদ করিয়া বীজ হইতে জন্মে, তাহাদের নাম উদ্ভিজ্জ হইতেছে।

ঐ সকলকেই আত্মার গৃহরূপে বর্ণনা করা হইয়াছে। উদ্যানকর্ত্তা যেমন উদ্যানরক্ষক

প্রভৃতিদ্বারা উদ্যানকে সাজাইয়া তদ্দর্শনে সুখ লাভ করেন; তদ্রূপ সেই পরমাত্মা তাঁহার মায়া উপভোগস্থলরূপী জগৎকে প্রস্তুত করিয়া,আত্মারূপে চারিপ্রাণীদেহরূপী গৃহমধ্যে থাকিয়া, সমস্ত বিষয় উপভোগ করিতেছেন। স্বয়ং ঈশ্বর কেন উপভোগ করিলেন না, তাহাও অনেকে মনে করিতে পারেন। যেমন এক রাজার পালন, শাসন, গ্রহণ প্রভৃতি বিবিধ কার্য্য থাকে। রাজা তাহা ক্ষমতাদ্বারাই সাধন করেন। তদ্রূপ স্বয়ং ঈশ্বর উপভোগে উন্মত্ত হইলে আর আর ক্ষমতা কে প্রদান করিবে? এই কারণে ঈশ্বর কাহাতেও সংলিপ্ত না হইয়া আত্মাদ্বারা উপভোগ করিবার কারণ এই জগৎ প্রস্তুত করিয়াছেন। কিন্তু তিনি নির্গুণরূপী হইয়া একেই একে বিরাজ করিতেছেন। আমরা মায়াদ্বারা তুমি—আমি ভাবি। কিন্তু মায়াকে ত্যাগ করিলে কেহই কিছুই নহে, সকলি সেই এক হরির লীলাখেলা বলিয়া বোধ হয়। আমরা সকলই তাঁহার ক্রীড়ার উপায় বলিয়া বিজ্ঞানে স্থির হইয়া থাকে।

হে মহর্ষিগণ! সেই হরি সত্ত্বগুণদ্বারাই কাহারো প্রতি হিংসা না করিয়া, সকলের প্রতি সমভাবে দর্শন করিতে করিতে এই তিনলোক সৃজনপালনাদি করিতেছেন বলিয়া, লোকগণ তাহাকে লোকভাবন কহে। এই দেব, তীর্য্যক্ ও মনুষ্যাদি যোনিতে তিনি লীলাখেলায় অবতীর্ণ হইয়া আত্মারূপে বিরাজ করেন, ইহাই তাঁহার কার্য্য হইতেছে। ১। ২। ৩৪।

ইতি শ্রীভাগবতে প্রথমস্কন্ধে দ্বিতীয়াধ্যায়ে উপেন্দ্রকৃতানুবাদ সমাপ্ত।

ব্যাখ্যা। কি মনুষ্য, কি পশ্বাদি জন্তু, কি বৃক্ষাদি উদ্ভিদ, সমস্তই শ্রীহরির লীলাস্থলস্বরূপ হয়। কারণ তাহাদের আত্মাই প্রধান কর্ত্তা ও ভোক্তা; কিন্তু সেই আত্মাই ঈশ্বরের স্বরূপ। সেই ঈশ্বর আপনার অবতাররূপে আত্মাকে সংযুক্ত করেন এবং তীর্য্যগাদির দেহে আত্মারূপে অবস্থান করেন। সকল সৃষ্টিই তাঁহার উপভোগস্থল বলিয়া সত্ত্বগুণ ধারণপূর্ব্বক অর্থাৎ সকলের প্রতি সমদৃষ্টি হইয়া সকলের আবাসস্থানরূপী তিন লোককে সৃজন করিয়া থাকেন। যোগিগণ এই প্রকার উপদেশ লাভ করিয়া, এই উপদেশের ভাবার্থ গ্রহণপূর্ব্বক সমাধি অবস্থায় ভাবিলে, অহঙ্কার বুদ্ধিতে প্রবেশ করে। অহঙ্কার বিনাশে ভক্তির উদয় হয়। পরে বুদ্ধি (বিবেচনাশক্তি) চিত্তে প্রবেশ করে। ইহাতে মন স্থির হয়। (চিত্ত—ধারণাস্থল) বুদ্ধি ও চিত্তের মিলনে কর্ম্মদ্বারা উপাসনামন্ত্রকে ধারণা করিতে যোগী শিক্ষা করে। তাহাতে বিশ্বাসকে দৃঢ়ীভূত করা যায়। পরে সেই চিত্ত ধারণার সহিত হৃদয়াধাররূপী মনে যাইলে, আমি কে খুঁজিয়া পাওয়া যায়। তখন আমি কে আত্মা তাহা জ্ঞানদ্বারা বুঝা যায়। তদ্দর্শনে ঈশ্বরে প্রেম হয়। পরে বিজ্ঞানদ্বারা সেই প্রেম মিশিয়া আত্মাকে ঈশ্বরের স্বরূপ বোধ করায়। এই কারণে শৌনকাদি ঋষিগণ সূতমুখে প্রথমে ভগবানের গুণবর্ণনদ্বারা আত্মতত্ত্ব শুনিলেন। আত্মাই দেহভোগ করেন; ইহা শুনিয়া হয়ত অনেক সন্দেহী ইহা মনে করিতে পারেন যে, তবে পাপ ও পুণ্য কি? তদুত্তর এই:—ঈশ্বরের ভোগ ও জীবের ভোগ ভিন্ন। ঈশ্বরচৈতন্যে সকলে জীবিত থাকে এবং যে কর্ম্মবীজের যে স্বভাব সে তাহা চৈতন্যযোগে প্রাপ্ত হয়। সকলেই নিয়মিত উপায়ে জন্মমৃত্যু প্রাপ্ত হয়। ইহাই সমদর্শী

ঈশ্বরের বিধি। জীব এই দেহরাজ্যে কার্য্য করিবার জন্য সংসারভোগ করিতে করিতে গুণস্বভাববলে যে সকল কার্য্য করে, তাহা হইতে যে সকল শুভাশুভ ফল জ্ঞান ও অজ্ঞান জন্য ভোগ হয়, তাহাই পাপ ও পুণ্য হইতেছে। উহাতে শান্তি ও অশান্তির প্রকাশ হয় মাত্র। উহাতে ঐশীক্রিয়ারূপী আত্মার সুখ দুঃখ হয় না। ইহার বিচার পরে হইবে।

ইতি শ্রীভাগবতে প্রথমস্কন্ধে দ্বিতীয় অধ্যায়ে উপেন্দ্রকৃত অধ্যাত্মব্যাখ্যা সমাপ্ত।

অথ তৃতীয় অধ্যায়।

শ্রীসূত কহিলেন ;—হে ঋষিগণ! আপনারা যে আমাকে ভগবানের স্বরূপ অবতারগণের লীলা বর্ণনা করিতে বলিয়াছেন, এক্ষণে তাহা বলিতেছি শ্রবণ করুন।

প্রথমে সেই ঈশ্বরকে যে ভাবে সাকার বুঝিতে হইবে, তাহার মধ্যে বিরাটরূপই সর্ব্বপ্রধান। সেই রূপই এই লোকাদি সৃজন করিবার জন্য সর্ব্বপ্রথমে মহদাদি পঞ্চতন্মাত্রার সহিত ভূত ও যে ড়শকলার মিশ্রণে পুরুষরূপ ধারণ করিয়াছিলেন। ১। ৩। ১।

যিনি পুরুষরূপ ধারণ করিয়াছিলেন, সেই ভগবানই পূর্ব্বকল্পে যখন সমস্ত একার্ণব ছিল, তখন যোগনিদ্রায় জলোপরি শায়িত ছিলেন। তাঁহার সৃষ্টি করিতে ইচ্ছা হইলে, তিনি আপনার নাভিরূপ হ্রদ হইতে একটি পদ্ম প্রকাশ করিয়া, সেই পদ্মকোষে আপনিই প্রবিষ্ট হইয়া ব্রহ্মারূপে প্রকাশিত হয়েন। সেই ব্রহ্মাই ভগবানের প্রকাশস্বরূপ হইয়া, এই বিশ্বসৃজনের পতি হয়েন। ১। ৩। ২।

তাঁহার রূপ যদি কেহ জানিতে ইচ্ছা করেন, তবে এইমাত্র বুঝিবেন যে, সেই ভগবানের অঙ্গসংস্থাপন হইতেই এই বিশ্বের লোকসমূহ প্রকাশিত রহিয়াছে। তদ্ভিন্ন ভগবানের সত্ত্বমূর্ত্তিজাত রূপ আর কিছু নাই। ১। ৩। ৩।

ব্যাখ্যা। পূর্ব্বে শৌনকাদি ঋষিগণ সূতকে ভগবানের অবতার বর্ণন করিতে যে প্রশ্ন করেন, সূত তাহাই এই অধ্যায়ে উত্তরচ্ছলে বর্ণনা করিতেছেন। সূত ইতিপূর্ব্বে উপাসনার নিয়মে বলিলেন :—ঈশ্বরকে সাকার ভাবে ধারণা করিয়া তাঁহাকে নিদিধ্যাসনদ্বারা অবয়বশূন্য ধারণা করিতে পারিলে, যোগসিদ্ধি সহজেই হয়। কি প্রকারে সেই জগৎপতিকে সাকারভাবে ধারণা করা যায়, তাহা প্রকাশ করিবার কারণ সূত বলিলেন :—প্রথমে ঈশ্বরকে বিরাটপুরুষভাবে ধারণা করিতে হয়।

সেই বিরাটমূর্ত্তি কি? তাহা মহদাদি, ভূতাদি ও ষোড়শ কলাংশাদিদ্বারা জগৎসৃজনের কারণরূপে প্রস্তুত হইয়াছে। বুদ্ধি, অহঙ্কার ও শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস, গন্ধ প্রভৃতির মিশ্রিতাবস্থাকে মহদাদি কহে। পঞ্চভূতকে ভূতাদি কহে। আর একাদশ ইন্দ্রিয় ও ঐ পঞ্চভূত মিশিলে ষোড়শকলা হয়। এই সমস্তদ্বারা যে আকার প্রস্তুত হয়, তাহাই ভগবানের বিরাটদেহ। জগৎপ্রকাশিকা প্রকৃতিকে অর্থাৎ সমস্ত শক্তিময় অবস্থাকে ঈশ্বরের বিরাটদেহ কহে। অতএব যে উপায়ে জগদীয় আমি, তুমি, জন্তু এবং বৃক্ষাদি সৃজিত হইল, তাহার

তত্ত্বভাবনাকে বিরাটপূজা কহে। বিরাট শব্দের অর্থ বিশেষরূপে রাজিত বা শোভিত। এই জগতে প্রতি জীবদেহ যে সকল পদার্থ লইয়া বিশেষরূপে শোভিত রহিয়াছে, তাহাই ভগবানের বিরাটদেহ। তাহার তেজঃকে বিরাটপুরুষ কহে।

পরে সূত সেই ভগবানের পরিচয় দিবার কারণ কহিলেন:—যখন সমস্ত পৃথিবী প্রলয়-বারিতে মগ্ন ছিল, তখন ভগবান যোগনিদ্রার আশ্রয়ে তদুপরি শয়ন করিয়াছিলেন। নিশ্চেষ্ট ভাবে থাকিয়া ইন্দ্রিয়াদিকে বিশ্রাম করিতে দেওয়ার নাম শয়ন। অন্তরে ইচ্ছা বা ধারণাকে রক্ষা করিয়া অন্তরদৃষ্টিকে মনে প্রদান করিলে তাহাকে যোগনিদ্রা কহে।

ভগবান এই জগৎকে এককালে প্রলয়দ্বারা বিনাশিত করিয়া, আপনার লীলাজাত পরিশ্রমের শান্তিলাভ করিয়া থাকেন। ইহাই বেদাদির মত। ইহা প্রলয়বিজ্ঞানেও প্রমাণ হইয়া থাকে। প্রলয় তিন প্রকার। নিত্য প্রলয় খণ্ড বা নৈমিত্তিক্‌প্রলয় ও মহাপ্রলয়। নিদ্রিত আত্মাকে নিত্যপ্রলয় কহে। মৃত্যু বা দেশের কিয়দংশ দুর্ভিক্ষে, ভুকম্পনে, বৃষ্টি হইলে কিম্বা সমুদ্রনদ্যাদির বারিতে বিনাশিত হইলে তাহাকে নৈমিত্তিক্ বা খণ্ডপ্রলয় কহে। সমস্ত পৃথিবী উত্তাপে গলিয়া জলময় হইলে তাহাকে মহাপ্রলয় কহে। এই প্রলয় প্রতি চারিযুগান্তে হইয়া থাকে। সিদ্ধান্তের মতে প্রলয় এই রূপ যথা। চন্দ্রের আকর্ষণে ও সূর্য্যের আকর্ষণে পৃথিবী সৌরক্ষেত্রে আপনার পথে সমান ভাবে ঘুরিতেছে। চন্দ্রে ক্রমে তেজঃ কমিলে চন্দ্রটি মৃতগ্রহ হয়। সেই সময়ে তাহার আকর্ষণীশক্তির হ্রাস হয়। সূর্য্যের আকর্ষণশক্তি অধিক থাকাতে পৃথিবী ও চন্দ্র উভয়েই স্বীয় স্বীয় পথ হইতে স্খলিত হইয়া, সূর্য্যের নিকটে গমন করে। যত সন্নিহিত হয়, ততই তেজোবলে সমস্ত পৃথিব্যাংশ বিকারীকৃত হয়। ভূতাংশ তেজোবলে রসে পরিপূর্ণ হইলে সমুদ্রের জল বর্দ্ধিত হইয়া পৃথিবীর সর্ব্বত্রই আপ্লুত করিয়া থাকে। ইহাকেই মহাপ্রলয় কহে। এই অবস্থাটিকে রূপকে মহাকবি ব্যাস সাজাইয়া কহিলেন, যখন মহাপ্রলয়ে এই বিশ্ব সর্ব্বতোভাবে জলে মগ্ন হইয়াছিল, তখন সেই জলের উপরে শ্রীহরি যোগ-নিদ্রায় শয়ন করিয়াছিলেন। বেদার্থব্যুৎপন্ন বৈজ্ঞানিকেরা কহেন, ঈশ্বর চারিযুগান্তে আপন চৈতন্যশক্তি, মায়াশক্তি, কালশক্তি ও কারণসমূহকে নিশ্চেষ্টভাবে বিশ্রাম করাইবার কারণ মহাপ্রলয় করেন। পৃথিবীর গতি স্বীয় পথ অতিক্রম করিলে, অপরাপর গ্রহগণও আপন আপন পথ হইতে স্খলিত হইয়া, সূর্য্যোপরি পতিত হয়। অগ্নিতে যেমন মাখম গলিয়া ঘৃতে পরিণত হইয়া থাকে; তদ্রূপ সমস্ত গ্রহপিণ্ড সূর্য্যতেজেঃ গলিয়া যায়। তেজোনামা ভূতও বায়ুতে গমন করে, বায়ুও শূন্যে প্রবেশ করে। এক প্রকৃতির বিলোপে সমস্ত বিলুপ্ত হইয়া একমাত্র শূন্য অবস্থান করে। সেই মহাপ্রলয়ে ঈশ্বর স্বীয় চিৎশক্তিকে গ্রহণপূর্ব্বক সকল কারণ, মায়া ও কালশক্তিকে আপনার গর্ভে রাখিয়া, আপনি সেই প্রলয়বারিতে নিশ্চেষ্ট ভাবে শয়ন করেন অর্থাৎ বৃক্ষ যেমন বীজে পরিণত হইলে বৃক্ষত্ব তাহাতে নিহিত থাকে এবং উদ্ভব শক্তিও তাহাতে অন্তর্নিহিত থাকে; তদ্রূপ হরি প্রলয়াবস্থায় নিদ্রিত অবস্থা ধারণ করেন। পরে যখন তিনি

প্রবুদ্ধ হইয়া সৃষ্টির ইচ্ছা করেন, তখন তিনি কালশক্তির দ্বারা কারণসমূহকে চৈতন্য-বান্ করিয়া স্বীয় নাভি হইতে একটী পদ্ম প্রকাশ করেন। ঐ পদ্মকে ত্রিলোকের কোষ কহে। স্বর্গ, মর্ত্ত্য, পাতাল এই তিন লোক প্রকাশিত হইলে তাহাদের আধারস্থানকে পদ্ম কহে। উহাকে রূপকে পদ্ম বলা হইল, কারণ—জলে পদ্ম কখন মগ্ন হয় না। সেই কারণে প্রলয়ের পরে জগতের আধারস্থানকে পদ্ম বলিয়া অলঙ্কারশব্দ দেওয়া হইল। সেই পদ্ম হইতে আপনিই ভগবান পুরাকালে ব্রহ্মারূপে প্রকাশ হইয়াছিলেন। প্রকৃতির তেজকে ব্রহ্মা কহে, পূর্ব্বে বলা হইয়াছে। পুনর্ব্বার জগৎ সৃষ্টি করিবার কারণ তিনি জগতের আধারে অগ্রে প্রকৃতির তেজ অর্থাৎ ব্রহ্মারূপে প্রকাশিত হইলেন। ইহা ভগবানের আর এক অবতার স্বরূপ। সেই কারণে সূত কহিলেন, যে যোগী জগদুৎপত্তি ধারণা করিবে, সে জগদীশ্বরের এই ব্রহ্মার স্বরূপ লইয়া ধারণা করিলে, পরে নিদিধ্যাসনে ঈশ্বরের নিরাকাররূপ বুঝিতে পারিবে।

সেই ভগবানের যে বিরাটরূপ পূর্ব্বে বলা হইয়াছে, তাহার কর্ত্তাস্বরূপ ভগবানের অঙ্গসংস্থানাদি ধারণা করিতে হয়। তাহা হইলে এই মাত্র বুঝিতে হইবে যে, এই স্বর্গাদি লোকসমূহ সেই ঈশ্বরের অঙ্গের উপরে সজ্জিত রহিয়াছে। তাঁহার রূপের তুলনা আর কিছুই নাই। এইমাত্র বুঝিলেই যথেষ্ট হইবে যে, তিনি বিশুদ্ধ এবং সত্ত্বরূপধারী। তাঁহার নিকট সমস্তই সমভাবে দর্শনীয়।

হে ঋষিগণ! যোগিগণ জ্ঞানচক্ষু দ্বারা সেই ভগবানকে সহস্রপদযুক্ত, সহস্র উরুযুক্ত, সহস্র আননযুক্ত, সহস্র শ্রবণযুক্ত, সহস্র মস্তকযুক্ত, সহস্র নাসাযুক্ত, সহস্র মৌলীযুক্ত ও সহস্র বস্ত্রকুণ্ডলে শোভিত দর্শন করেন। এমন ভগবানই নানা অবতার-গণের নিদানস্বরূপ, অব্যয় এবং সকলের বীজস্বরূপ। তাঁহার অংশের অংশে দেব, তীর্য্যক্, মনুষ্যাদি সৃষ্ট হইয়া থাকে। ১ম। ৩। ৪। ৫।

ব্যাখ্যা। শিবসংহিতা প্রভৃতিতে মহাদেব কর্ত্তৃক সিদ্ধযোগিগণের যে প্রকার লক্ষণ স্থির হইয়াছে, তাহাতে বেশ জানা যায় যে, যোগিগণ অষ্টসিদ্ধি লাভ করিলে তাঁহাদের জ্ঞানেন্দ্রিয় প্রবল হইয়া জ্ঞানদৃষ্টিকে প্রবল করে।

এই দেহে মন কর্ত্তা। তাহার মতে জ্ঞানেন্দ্রিয় ও কর্ম্মেন্দ্রিয় কর্ম্ম করিয়া এই দেহের সুখদুঃখ উৎপাদন করিতেছে। বহিরিন্দ্রিয় অর্থাৎ কর্ম্মেন্দ্রিয় যদি জ্ঞানেন্দ্রিয়ের সহিত মিলিত হইয়া মনের আজ্ঞায় কার্য্য করে, তাহা হইলে সুখ হয়। আর কর্ম্মে-ন্দ্রিয় এবং জ্ঞানেন্দ্রিয় উভয়ে রিপুগণ দ্বারা আক্রান্ত হইয়া মনকে পরাজয় করত মনের দ্বারা কার্য্য করিলে, তাহাতে পদে পদে বিপদ হয়।

(বাক্য, পাণি, পাদ, পায়ু ও উপস্থ—এই পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয়) এবং (কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ, মাৎসর্য্য—এই ছয় রিপু) সংসারিগণের এই ইন্দ্রিয় ও রিপুগণের

হস্ত হইতে নিস্তার পাওয়া বড় সহজ নহে। এই কারণে জ্ঞানময় চিত্ত হইবার কারণ যোগপথের সৃষ্টি হইয়াছে। অহঙ্কার যখন বুদ্ধিতে এবং বুদ্ধি যখন চিত্তে স্থির হয়, তখন জ্ঞানদৃষ্টি হয় এবং পুরুষের গম্ভীরভাব প্রকাশ হয়। সেই গম্ভীর হৃদয়েই জ্ঞান-দ্বারা প্রথমে সাকার ঈশ্বর ধারণা করিবার কারণ ঈশ্বরকে সহস্রমস্তক, সহস্রবাহু প্রভৃতি অসীম কল্পনায় ধারণা করিতে হয়। পরে জ্ঞানের উৎকর্ষের সহিত ঐ সহস্র শব্দের অর্থ বহু ভাবিয়া ঈশ্বরকে অনন্তক্ষমতাবান্, অনন্তসীমাবান্, অনন্ত-পরিমাণী, পুরুষ বলিয়া নিদিধ্যাসনে অনুমিত হয়।

সূত গোস্বামী শৌনকাদির ধারণার কারণ ঐরূপ কল্পনা করিয়া বলিলেন। তাহাতেও যদি কেহ ধারণা করিতে না পারে, সেই কারণে তাহার ক্রিয়া বলিতে আরম্ভ করিলেন।

সেই যে আদিদেবস্বরূপ ঈশ্বরের প্রতিমূর্ত্তি, তিনিই সর্ব্বপ্রথমে এই বিশ্ব সৃষ্টি করিবার কারণ, কৌমার স্বর্গে থাকিয়া ব্রহ্মারূপে অখণ্ডিত ব্রহ্মচর্য্য ব্রত পালন করিয়াছিলেন। ১ম। তৃ। ৬।

ব্যাখ্যা। ঈশ্বরই স্বীয় বুদ্ধি দ্বারা জীবকে বুদ্ধি প্রদান করিয়া থাকেন। কারণ আত্মা ও তিনি এক। ঈশ্বর আপন রূপে ক্রিয়াবান্ বা উপদেষ্টা হইলে তাঁহাকে পক্ষপাতিত্ব দোষে দূষিত করিতে হয়। এই কারণে বৈদিক বৈজ্ঞানিকেরা তাঁহাকে শ্রেষ্ঠ রাখিয়া তাঁহার চৈতন্যকে লইয়া জগৎ সৃজন করিবার নিমিত্ত বলিলেন:— ঈশ্বর আপনিই ব্রহ্মারূপে আবির্ভূত হইয়া দুষ্কর ব্রহ্মচর্য্য আচরণ করিয়াছিলেন।

যে ব্রতসহযোগে ঈশ্বরানুভব সাধনদ্বারা সমদৃষ্টি নামে জ্ঞানলাভ করা যায়, তাহাকে ব্রহ্মচর্য্য কহে। যাঁহাকে ব্রহ্মা কহে, তাহা পূর্ব্বে বলিয়াছি। সেই ঐশ্বরিক ক্ষমতার দ্বারাই জগৎ প্রস্তুত হইতেছে, অতএব তাঁহাকে সমদৃষ্টি ও সমজ্ঞানবান্ বলিয়া সাকারভাবে বিবেচনা করিবার জন্য ব্রহ্মচর্য্য ব্রতের উল্লেখ হইল। ব্রহ্মাতীত নহেন বলিয়া ব্রহ্মচর্য্য।

স্বর্গ অনেক আছে, যথা—কুমার স্বর্গ, মানব-স্বর্গ প্রভৃতি। যথায় সনৎ-কুমারাদি তপস্যা করিয়া সমদৃষ্টি ও ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করিয়া ব্রহ্মে মিলিত হইয়াছিলেন, তাহাকে কৌমারস্বর্গ কহে। এস্থলে জিজ্ঞাস্য হইতে পারে যে, ব্রহ্মার পরে সনৎকুমারাদির উৎপত্তি, তবে স্বর্গের ঐ নাম অগ্রে হইল কেন? তাহার কারণ আর কিছুই নহে। বক্তা বা নির্দ্দেশকর্ত্তা পরবর্ত্তী হইলে তৎকালের লোককে বুঝাইবার কারণ পরকল্পিত নাম দ্বারা পূর্ব্বকল্পিত বস্তুকে পরিচয় প্রদান করিতে পারেন। ব্রহ্মাই নারায়ণের প্রধান অবতার।

হে ঋষিগণ! ভগবান দ্বিতীয়বার অবতরণকালে রসাতলগত পৃথিবীকে উদ্ধারের জন্য শূকররূপ ধারণ করিয়াছিলেন। ১ম। তৃ। ৭।

ব্যাখ্যা। আমি এই ব্যাখ্যাটী আমার গুরু মাধব চৈতন্য গোস্বামীর মুখে যেরূপ শুনিয়াছিলাম, তাহা লিখিতেছি। কারণ এই শ্লোকের অধ্যাত্মভাবের আভাস কোন টীকাকার'বা শাস্ত্রকার অদ্যাপি দেন নাই। ভাগবতের তৃতীয়স্কন্ধে ইহাকে যজ্ঞের রূপকাবস্থা কহে।

শূকর শব্দটী ও রসাতল শব্দটী এই স্থানে রূপক করিয়া লেখা হইয়াছে। ইহার বিবরণ এই;—এক সময়ে ব্রহ্মা এই বিশ্ব সৃষ্টি করিয়া, ইহার মনোহর শোভা নিরীক্ষণ করিয়া আত্মগরিমা আপনিই অনুভব করিতেছেন, এমন সময়ে পাতালপুরবাসী লবণনামক (হিরণ্যাক্ষ) এক অসুর অসীম ধনধান্যে পূর্ণ ও প্রজাদি সমন্বিত পৃথিবীকে হরণ করিয়া রসাতলে লইয়া গমন করিল। ব্রহ্মা সেই বিপদে নারায়ণের স্তব করিতে লাগিলেন। নারায়ণ তাহাতে প্রবুদ্ধ হইয়া ভীষণ দংষ্ট্রাধারী শূকরমূর্ত্তি ধারণ-পূর্ব্বক ভূমিতল ভেদ করিয়া রসাতলে গমন করিলেন এবং তথায় (হিরণ্যাক্ষ) লবণাসুরকে সমরে পরাজয় করিয়া দন্তাগ্রে পৃথিবীকে ধারণ করিয়া পুনরায় ব্রহ্মাকে প্রদান করিলেন।

গুরুদেব সেই পক্ষে ইহার ভাবার্থ এই বলিয়াছিলেন; যথা:—

মহীশব্দে মহাব্রহ্মাণ্ড নহে, ক্ষুদ্র ব্রহ্মাণ্ড; শূকর শব্দে শ্বাসসাধন বা কর্ম্মসাধন বল; রসাতল শব্দে রিপুগণের অধিকৃত স্থান; (হিরণ্যাক্ষ) লবণাসুর কামরিপু।

হে ঋষিগণ! তৃতীয়ে সেই ভগবান নারদ নামে অবতীর্ণ হইয়া সংসারী সকলকে বৈরাগী করিবার কারণ বৈষ্ণব শাস্ত্র প্রণয়ন করেন। সেই শাস্ত্র নিষ্কাম কর্ম্ম আচরিত হইলে মোক্ষফল প্রদান করে। তিনি দেবর্ষিলোক উপেক্ষা করিয়া ঋষিগণের কারণ ঋষিস্বর্গ প্রকাশ করেন। ১ম। তৃ। ৮।

ব্যাখ্যা। নারদই ঋষিধর্ম্ম প্রচার করেন। যে উপায়ে কর্ম্ম সকলকে নিষ্কাম-ভাবে আচরণ করিয়া রিপুগণকে ইন্দ্রিয়গণের সহিত হৃদয়ে লোপ করা যায়, তাহাকে ঋষিধর্ম্ম কহা যায়। সংসারী, জ্ঞানবলে ঐ ধর্ম্ম প্রাপ্ত হইয়া আত্মজ্ঞানী হওত পরমানন্দময় প্রেমিক অবস্থা প্রাপ্ত হয়।

আদিকালে আত্মোদ্ভূত জ্ঞানীমাত্রকেই অবতাররূপে বর্ণনা করা হইয়াছে। নারদ যোগাদি না করিয়া কেবল শ্রবণ ও কীর্ত্তন দ্বারা নিদিধ্যাসন অবস্থা প্রাপ্ত হইয়া

আত্মজ্ঞান লাভ করত পরমাত্মময় হইয়াছিলেন। এ প্রথা নারদের পূর্ব্বে ছিল না। তিনিই প্রকাশ করেন এবং সাধনার সুগমের কারণ স্বপ্রণীত নারদপঞ্চরাত্র শাস্ত্র প্রণয়ন করেন। সেই শাস্ত্র পাঠ পূর্ব্বক তল্লিখিত উপায়াদি আচরণ করিলে লোকে ঋষিত্ব প্রাপ্ত হইতে পারে। মুক্তির ফলকে স্বর্গ কহে। ঋষিরূপে পরমাত্মময় হইলে তাহাকে ঋষিস্বর্গ কহা যায়।

চতুর্থে সেই ঈশ্বর নরনারায়ণ অবতার হইয়াছিলেন। এই অবতারে ভগবান নররূপে ধর্ম্মকে স্বীয় আত্মার অর্দ্ধাংশ ভার্য্যারূপে গ্রহণ করিয়া দুস্কর তপস্যা করিয়াছিলেন। (কেহ কেহ এই অবতারকে অর্দ্ধনারীশ্বর অবতার কহেন।) ১ম। তৃ। ৯।

ব্যাখ্যা। আত্মা নারায়ণ নামে নরশরীর ধারণ করিয়া তপস্যার প্রসঙ্গ প্রকাশ করিয়াছিলেন। যে উপায়ে প্রবৃত্তিধর্ম্মকে বিনাশ করিয়া নিবৃত্তি ধর্ম্মকে শরীরের অর্দ্ধাঙ্গ স্বরূপ করত বিশ্বাস আহরণ করিয়া, বীজমন্ত্র ধারণা করা যায়; তাহাকে তপস্যা কহে। এই নিয়ম নরনারায়ণের পূর্ব্বে জগতে প্রকাশ ছিল না। নর-নারায়ণই ঐ আত্মজ্ঞানের উপায় প্রকাশ করেন। যেমন সংসারীর পক্ষে ভার্য্যা আত্মার অর্দ্ধাংশ বলিয়া বেদে কীর্ত্তিত আছে, তদ্রূপ তপস্যার কারণ ধর্ম্মকে স্ত্রীরূপে লইতে হয়। আনন্দ, সুভাষ, মৈথুন সমস্তই তপস্বীরা ধর্ম্মের সহিত করেন। জ্ঞানসন্দর্শনই তাঁহাদের আনন্দ। ঈশ্বরসম্মিলনোপায় করাই তাঁহাদের সুভাষ। আর কর্ম্ম ও প্রেমসংযোগে যে আত্মাসন্দর্শন সুখ হয়, তাহাই তাঁহাদের মৈথুন। এই কারণে তপস্বিগণের ধর্ম্মই স্ত্রী।

পঞ্চমে ভগবান কপিলরূপে অবতীর্ণ হয়েন। সিদ্ধগণশ্রেষ্ঠ কপিল কালনির্ণয় নাশ করিয়া আসুরি আচার্য্যকে তত্ত্ব গ্রামনির্ণায়ক সাংখ্যশাস্ত্র আখ্যান করেন। ১ম। তৃ। ১০।

ব্যাখ্যা। যে শাস্ত্রে কালশক্তির ক্ষমতা না মানিয়া সমস্তই প্রকৃতি হইতে উৎপন্ন এই তত্ত্ব প্রকাশিত আছে, তাহাকেই সাংখ্যশাস্ত্র কহে। বৈদিকেরা কালশক্তি ও প্রকৃতিশক্তি উভয় সম্মিলনে ব্রহ্মমায়াদ্বারা জগৎ প্রস্তুত হইতেছে বলেন। কিন্তু কপিলদেব অষ্টসিদ্ধি লাভ করিয়া বিজ্ঞানদৃষ্টিলাভপূর্ব্বক বৈদিক-গণের নির্ব্বাচিত কালশক্তির পার্থক্য ত্যাগ করিয়া সহজে এক স্বভাব হইতেই সৃষ্টি প্রকাশ প্রমাণ করিয়াছেন। এপ্রকার মায়াতত্ত্ব ইহার পূর্ব্বে প্রকাশ হয় নাই। আত্মা কপিল নামে আখ্যাত হইয়া ঐ শাস্ত্র প্রকাশ করেন বলিয়া উহাকে কপি-লাবতার কহে।

ভগবান ষষ্ঠে মহর্ষি অত্রির কামনামতে তাঁহার পুত্রত্ব লাভ করিয়া দত্তাত্রেয় নাম ধারণ পূর্ব্বক প্রহ্লাদ ও অলর্কাদিকে আত্মজ্ঞানপূর্ণ আন্বিক্ষিকী শাস্ত্র অর্থাৎ তর্কশাস্ত্র প্রদান করেন। ১ম। তৃ। ১১।

ব্যাখ্যা। একদা অত্রি ভগবানকে পুত্ররূপে কামনা করেন। ভগবান তাঁহাকে "আমি তোমার পুত্র হইব" এই বর দেন। তাহাতে অত্রির নাম দত্তাত্রি হয়। পরে তাঁহার ঔরসে তিনি পুত্ররূপে উৎপন্ন হইয়া দত্তাত্রেয় নাম ধারণ করেন। ইহা অলঙ্কার মাত্র। অত্রি ঈশ্বরের ন্যায় আত্মজ্ঞানপূর্ণ পুত্র কামনা করিয়া পত্নী সহবাস করেন। গর্ভাধান কালে বেদমন্ত্রে স্ত্রীযোনিতে রেত প্রদান করিবার সময়ে "বিষ্ণুর ন্যায় পুত্র" কামনা করণ বিধি যজুর্ব্বেদে আছে। বিশেষ প্রয়োজন হইলে পাঠকে গর্ভাধান মন্ত্র দেখিবেন। তাহার কারণ আর কিছুই নহে, বৈদিক বিজ্ঞানে কহে—পিতা ঈশ্বরন্যস্তচিত্ত হইয়া, সুখে ও আনন্দের সহিত ঋতুমতী ভার্য্যাতে রেত প্রদান করিলে, পিতার কামনানুযায়িক বলিষ্ঠ ও জ্ঞানী পুত্র হইয়া থাকে। এই নিয়মে অত্রি দত্তাত্রেয় নামে পরমহংসশ্রেষ্ঠ পুত্র প্রাপ্ত হন। সেই দত্তাত্রেয় এমন আত্মজ্ঞানী ছিলেন যে, অলর্ক ও প্রহ্লাদ প্রভৃতি দ্বৈতবাদিগণকে অদ্বৈতবাদ তর্কে বিশ্বাস করাইয়া ঐ সমস্ত যুক্তিতে অদ্বৈতজ্ঞানমণ্ডিত তর্কশাস্ত্র প্রথম রচনা করেন। ইহাই আত্মার দত্তাত্রেয় নামে ষষ্ঠ অবতার।

তদনন্তর সেই ভগবান সপ্তমবার অবতরণকালে যজ্ঞ নাম ধারণ করেন। ঐ যজ্ঞদেব আকুতির গর্ভে ও রুচিদেবের ঔরসে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি যজ্ঞ নামে ক্রিয়া করিয়া যামাদি দেবগণের সহিত স্বায়ম্ভুব মন্বন্তর রক্ষণ করেন। (অর্থাৎ স্বায়ম্ভুব মন্বন্তরে যাহাতে যজ্ঞদ্বারা আত্মার ঈশ্বর সন্দর্শন হয় তাহা প্রকাশ করেন।) যাম নামক স্বপুত্র অর্থাৎ প্রজাগণের সহিত যজ্ঞাদির দ্বারা মন্বন্তর কাল সুখে অতিবাহিত করেন। ১ম। তৃ। ১২।

অষ্টমবারে সেই ভগবান উরুক্রম ঋষভ নামে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি মেরুদেবী ও নাভিরাজের পুত্র ছিলেন। তিনি সকল মনস্বিগণের এবং সকল আশ্রমিগণের নমস্কৃত পথ প্রকাশ করিয়া যান। ১ম। তৃ। ১৩।

ব্যাখ্যা। ঋষভদেবই পরমহংসপথ আবিষ্কার করেন। যাঁহারা ইন্দ্রিয়চেষ্টা রিপুচেষ্টা সমস্তই জ্ঞানাগ্নিতে ভস্মীভূত করিয়া এই বিশ্বকে এবং আপনাকে ঈশ্বরময় বোধ করেন তাঁহারাই পরমহংসব্রতে ব্রতী। ব্রহ্মচর্য্য, বানপ্রস্থ, অবধূত, সন্ন্যাস, ব্রহ্মদণ্ড্য, পরমহংস, অঘোরপন্থ প্রভৃতি আত্মজ্ঞানীর ব্রতশ্রেণী আছে। তন্মধ্যে পরমহংসাবস্থাকে

তুরীয় অবস্থা কহে। ইহার উপরে অঘোরপন্থ ব্যতীত আর কিছুই শ্রেষ্ঠ অবস্থা নাই। আনন্দে ও প্রেমে পরমহংসই সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। আত্মা ঋষভদেবরূপে অবতীর্ণ হইয়া ঐ পন্থা প্রকাশ করেন। ইহাকেই আত্মার ঋষভাবতার কহে।

নবমে সেই ভগবান পৃথুরাজ নামে অবতীর্ণ হয়েন। ঐ পুরুষ, ঋষিগণের কামনাক্রমে জন্ম লইয়া পৃথিবী হইতে ঔষধি ও রত্নাদি দোহন করিয়াছিলেন। ১ম। তৃ। ১৪।

ব্যাখ্যা। পুরাণমাত্রই রূপক। জ্ঞানীমাত্রেই রূপক ত্যাগ করিলে বুঝিবেন যে, সত্য যুগে রাজ্য শাসনে অক্ষম হইয়া বেণরাজা বহুকাল রাজ্য করত গতায়ু হইলে তৎপুত্র পৃথু প্রজাগণের কিসে শান্তি হয়, তাহা বর্ত্তমান সৃষ্টির প্রথমে স্থির করিয়াছিলেন। অর্থাৎ পৃথিবীতে কৃষি, বাণিজ্য প্রজাবৃদ্ধি করণ, শান্তি স্থাপন পৃথুর পূর্ব্বে নিয়মিত প্রচার হয় নাই। তিনিই আত্মবুদ্ধিতে প্রথমে ইহা করিয়া সকলের উপদেশস্থল হইয়াছেন। এই কারণে সকলে তাঁহাকে অবতার রূপে বর্ণনা করেন। বেণ ও পৃথু বিষয়ক গল্প অতি সুবিস্তার; তাহা সমস্ত পাঠ করিলে আরো বুঝা যায়। আমি কেবল তাহার আভাষমাত্র দিলাম। আমি যে ভাবার্থ দিলাম, আমার পূর্ব্ববর্ত্তী অধ্যাত্মভাবকার নন্দকুমার কবিরত্ন মহাশয়ও স্বপ্রণীত নিত্যধর্ম্মানুরঞ্জিকা গ্রন্থে ইহাপেক্ষা পৃথুপাখ্যান বর্ণন করিয়াছেন।

হে ঋষিগণ! সেই হরি দশম অবতারে মৎস্যরূপ ধারণ করেন। যখন চাক্ষুষ মন্বন্তরে জলপ্লাবনে এই পৃথিবী জলমগ্ন হয়, তখন পৃথিবীময়ী নৌকাতে বৈবস্বত মনুকে আরোহণ করাইয়া স্বয়ং মৎস্যরূপে সেই নৌকা ধারণ পূর্ব্বক হরি জলে সন্তরণ দিয়াছিলেন। ১ম। তৃ। ১৫।

ব্যাখ্যা। বৈবস্বত, চাক্ষুষ, স্বারোচিষ, প্রভৃতি বিবিধ মন্বন্তর আছে। প্রতি চারি যুগের অন্তরে একবার করিয়া মন্বন্তর হইয়া থাকে। বৈবস্বত মন্বন্তরে ভগবান, বেদ সহিত মনুকে পার্থিব কারণ সমূহের সহিত রক্ষা করিয়াছিলেন। ভগবান মৎস্যরূপ ধারণ করিলেন কেন? কোন রূপ ধারণ না করিয়া কি তিনি বেদ ও মনুকে কারণ সমূহের সহিত পৃথিবীরূপী নৌকায় রাখিয়া রক্ষা করিতে পারিতেন না? অবশ্য পারিতেন এবং করিয়াওছিলেন।

মনু আদিপুরুষ। যাঁহা হইতে প্রতিপ্রলয়ান্তে প্রজাগণ স্ত্রী ও পুরুষ ভেদে সৃজিত, তাঁহা কর্ত্তৃক রক্ষিত কারণ সমুহ হইতে আর তিন জাতি প্রজা সৃজিত হইয়া থাকে। এই মনু কে? 'আত্মা'। আত্মাকে রূপকে আদিপুরুষ মনু কহে।

মৎস্য শব্দের অর্থ সমভাবে জীবনীক্রিয়া। মহানির্ব্বাণতন্ত্রে মহাদেব গৌরীকে তন্ত্র আখ্যান কালে কহিয়াছিলেন :—

"গুণভেদে দ্রব্যের নাম হইয়াছে ; দ্রব্যাই যে শব্দের অর্থ তাহা নহে। দ্রব্য শব্দের প্রমাণমাত্র। আমি যে মন্ত্র কহিলাম, তাহার অর্থ বলিতেছি শ্রবণ কর। যে তেজঃদ্বারা সমতন্বিত হইয়া মানব বাহ্যবিকারশূন্য হয়, তাহাকে মদ্য অর্থাৎ আত্মজ্ঞান কহে ; যে জ্ঞানে কর্ম্মফল আমাকে অর্থাৎ পরমাত্মাকে দেওয়া হয়, তাহাকে মাংস জ্ঞান ; যে ক্ষমতাদ্বারা আপনার সমান জীবন ও জীবে সমদর্শন লাভ হয়, তাহাকে মৎস্যজ্ঞান কহে।" ইত্যাদি।

এইরূপে মহাদেব পূর্ব্বোক্ত শব্দ সমূহের অর্থ করিয়া গৌরীকে বুঝাইয়াছিলেন। আমরা চলিত মতে যে প্রকার শব্দার্থ গ্রহণ করি, তাহা শব্দার্থই নহে, প্রমাণ মাত্র।

বিষ্ণু সমদর্শিতার দ্বারা আত্মা ও কারণ সমূহকে বেদের (জ্ঞানের) সহিত লইয়া প্লাবনে রক্ষা করত পুনরায় তাহার সাহায্যে জীবসৃষ্টি করিয়া থাকেন। এই প্রকার ভাব সাধনা করিতে হইলে যোগিগণকে মৎস্যভাব ধারণা করিতে হয়। সেই কারণেই সূত শৌনকাদিকে পূর্ব্বাবস্থায় ঈশ্বর মৎস্যরূপধারী হইয়াছিলেন বলিলেন।

হে ঋষিগণ! সেই হরি একাদশ অবতারে কূর্ম্মরূপ ধারণ করিয়াছিলেন। যখন সুরাসুরগণ সুধার কারণ মন্দর পর্ব্বত লইয়া সমুদ্র মন্থন করিয়াছিলেন, তখন হরি সেই মন্দরের নিম্নে কমঠরূপে অবস্থান করিয়াছিলেন। ১ম। তৃ। ১৬।

ব্যাখ্যা। এই অবতারের মর্ম্মার্থটী অতি গূঢ়। আমার গুরু মাধবচৈতন্যস্বামী যে ভাবে আমাকে শিক্ষা দেন, আমি তাহার যথাযথ বলিতেছি।

এক্ষণে জানা উচিত যে, সুর ও অসুর কাহারা? এই ভাগবতে যথায় বিশ্বসৃষ্টি বর্ণনা হইয়াছে, তথায় ইন্দ্রিয়ের অধিপতিগণকে দেবতা ও রিপুর অধিপতিগণকে অসুর বলিয়া নির্দ্দিষ্ট করা হইয়াছে।

সুধা শব্দের অর্থ অমৃত। যাহা আস্বাদন করিলে মৃত্যুর হস্ত হইতে নিস্তার পাইয়া মুক্ত হইতে পারা যায়। শিবসংহিতায় যে স্থানে মহাদেব যোগোপদেশ দিয়াছেন, সেই স্থানে সিদ্ধযোগীর লক্ষণ বুঝাইতে বুঝাইতে বলিয়াছেন যে, যোগীর বুদ্ধি যখন জ্ঞানপথ দ্বারা সহস্রদল কমলে অর্থাৎ ব্রহ্মতালুতে গমন করিবে, তখন যোগী সিদ্ধ হইয়া আত্মজ্ঞান লাভ করত সেই কমলগলিত অমৃত পান করিতে পারিবে। সেই অমৃতপানে উন্মত্ত হইলে ব্রহ্মসাক্ষাৎ লাভ হইবে।

সেই অমৃতই এই স্থানে সুধা। সমুদ্র কাহাকে বলে? সমুদ্র শব্দের ভাবার্থ এই যে, যাহার গর্ভে কত প্রকার রত্ন আছে, তাহার নির্দ্দেশ নাই এবং যাহা অসীমভাবে এই সংসারে বিরাজ করিতেছে, যাহাতে চেষ্টা করিলেই রত্নলাভ হইয়া থাকে। ঐ সমুদ্রের ভাবার্থ—সাধনা। মন্দর পর্ব্বত এস্থলে কি? মনকে বিদীর্ণ করে এমন অচল বস্তুই মন্দর পর্ব্বত। তাহাই বিশ্বাস। মন বিদীর্ণ হইয়া প্রেমে আবদ্ধ না হইলে স্থিরধারণারূপী বিশ্বাসের প্রকাশ হয় না, ইহা যোগ শাস্ত্রের নিয়ম।

কূর্ম্ম কি? যে জীব আপনার দেহ আপনাতে প্রকাশ দেখাইয়া, অপনার দেহেই আত্মগোপন করিতে পারে। তাহাই কূর্ম্ম, এস্থলে ঈশ্বর মায়াবলে অপনার স্বরূপে জগৎ প্রস্তুত করিয়া আবার প্রলয়কালে অপনাতেই তাহা বিলোপ করেন!

ইহাতে সম্পূর্ণ ভাব এই যে, যখন যোগী আত্মজ্ঞান লাভ করিবার নিমিত্ত যোগ সাধনা অরম্ভ করেন, তখন ইন্দ্রিয় ও রিপুবর্গ উভয়ে একত্র হইয়া, যথায় মনকে নিরোধ করিবার কারণ হৃদয়ে সাধনা হইতেছে, তথায় গমন করে। ইন্দ্রিয় ও রিপুবর্গ একত্র মিশিলে, ভক্তি স্থির হইয়া অনন্তরূপী ভক্তিরজ্জুতে বিশ্বাসরূপী মন্দর পর্ব্বত আবদ্ধ করত হৃদয়স্থ সাধনার মন্থন আরম্ভ করে। মন হৃদয়ে আবদ্ধ হইলে জ্ঞানের প্রকাশ হয়। সেই জ্ঞানই অমৃত। সেই অমৃতবলে বিশ্বাসের নিম্নে কি দেখা যায়—না—ঈশ্বরানুভবকারী বিজ্ঞান অর্থাৎ যে মায়াতে ঈশ্বর জগৎ সৃজন করিয়া আবার জগৎকে আপনাতে লয় করিতেছেন, সেই ভাবনারূপই কূর্ম্মরূপ। বাহুল্যভাব মহাভারতে আছে।

দ্বাদশে সেই হরি ধন্বন্তরিরূপ ধারণ করিয়াছিলেন। ত্রয়োদশে সেই হরি মোহিনীমূর্ত্তি ধারণ করিয়া সুরাসুরগণকে অমৃত বণ্টন করিয়া মুগ্ধ করিয়াছিলেন। ১ম। ত়ৃ। ১৭।

ব্যাখ্যা। যিনি সর্ব্ব প্রথমে পীড়াবিনাশক উপায় স্থির করিয়া ঔষধ শাস্ত্র প্রকাশ করেন, সেই আত্মজ্ঞানোদ্ভূত জনকে শ্রীহরির দ্বাদশ অবতার বলা যায়। আর ত্রয়োদশে শ্রীহরি মোহিনীমূর্ত্তি ধারণ করিয়াছিলেন।

মহাভারতে লেখা আছে যে, সুরাসুরে মন্থন করিয়া সমুদ্র হইতে অমৃত লাভ করিয়া তাহা বণ্টন করিবার কারণ বিষ্ণুর হস্তে প্রদান করে। বিষ্ণু অসুরগণকে অমৃত না দিয়া মোহিনীমূর্ত্তি ধারণপূর্ব্বক অমৃত হরণ করিয়া দেবগণকে দিয়াছিলেন।

ইন্দ্রিয়ের যে সমস্ত ক্রিয়া মায়ার দ্বারা মুগ্ধ হইয়া জগতে প্রকাশ পায়, তাহাকে রিপু কহে।

ইন্দ্রিয়বলে যোগী আত্মজ্ঞান লাভ করিয়া রিপুকে কি প্রকারে মুগ্ধ করে, তাহা দেখাইবার কারণ এই মোহিনীমূর্ত্তির অবতারণা আছে। মায়াকে বিষ্ণুর মোহিনীমূর্ত্তি কহে; অর্থাৎ যে মূর্ত্তি দেখিয়া সংসারবাসী রিপুবশে বশীভূত হইয়া সংসারদুঃখানুভব করিতে অক্ষম হইয়া থাকে। রিপুমান্ ব্যক্তিকেই অসুর কহে। আত্মজ্ঞানী ব্যক্তিকে সুর কহে। কারণ রিপুহীন ইন্দ্রিয়ের বাসনা হয় না। বাসনাহীন হইলে যোগী সিদ্ধ হয়। সিদ্ধ যোগীগণকে দেবতারূপে বর্ণনা করা যায়।

আত্মজ্ঞানকে অমৃত কহে মায়া ঐ অমৃত যোগীগণকে প্রদান করিলেন। অসুরগণকে কেবল আপনার রূপ অর্থাৎ মায়াময় ভাব দেখাইয়া ভুলাইয়া রাখিলেন। ইহাই বিষ্ণুর মোহিনী-মূর্ত্তি ধারণ। ধন্বন্তরী শব্দে ভৈষজ্য চৈতন্যও হইতে পারে।

চতুর্দ্দশ অবতারে সেই হরি নরসিংহরূপে অবতীর্ণ হইয়া দৈত্যপতি হিরণ্যকশিপুকে স্বীয় উরুতে রাখিয়া, উভয় হস্তের নখরদ্বারা যেমন তৃণকে দ্বিখণ্ড করা যায়, তদ্রূপ বিদীর্ণ করিয়াছিলেন। ১ম। তৃ। ১৮।

ব্যাখ্যা। বৃহস্পতি প্রভৃতি, শিষ্য প্রশিষ্যের সহিত শ্রীহরির প্রতি অনুকূল প্রেম শিক্ষা দিতেন। আর শুক্রাচার্য্য প্রভৃতি বিজ্ঞান সাহায্যে শিষ্যগণকে প্রতিকূল প্রেম শিক্ষা দিতেন। প্রতিকূলবাদিগণকে দৈত্য ও রাক্ষস বলা যায়। হিরণ্যকশিপুবধের ইতিহাস প্রায় সকলেই জানেন। প্রহ্লাদ ও অলর্কাদি বৃহস্পতির জ্ঞানশিষ্য দত্তাত্রেয় ও নারদের নিকট অনুকূলপ্রেম শিক্ষা করাতে, প্রহ্লাদ দ্বারা সেই অনুকূল প্রেমের কি ফল, ইহা পরিক্ষীত হইবার কারণ হিরণ্যকশিপুকর্ত্তৃক পুত্র প্রহ্লাদের বিশ্বাসের পরীক্ষার্থ উৎপীড়ন হয়। প্রহ্লাদ নারদের উপদেশ মতে বালকাবস্থাতেই এতদূর হরির প্রতি বিশ্বাস করিয়া যোগী হইয়াছিলেন যে, পিতা তাঁহার জীবন বধ করিতে নানা উপায় অবধারণ করিলেও তিনি সেই বিশ্বাস হইতে বিমুখ হয়েন নাই। হিরণ্য তদ্দর্শনে পুত্রের প্রতি অতিশয় নিষ্ঠুর ও রুষ্টভাব প্রকাশ করিয়া প্রহ্লাদকে সর্ব্বত্র শ্রীহরি দেখাইতে বলিলেন। প্রহ্লাদ বলিলেন, হৃদয়ে বিশ্বাস নিরোধ করিলে শ্রীহরির সাক্ষাৎলাভ হইয়া থাকে। ইহাকেই রূপকে স্তম্ভ কহিয়াছেন। হিরণ্য বিশ্বাসরূপ বজ্রমুষ্টির দ্বারা স্বীয় হৃদয়স্তম্ভে আঘাত করিলেন; তাহাতে হৃদয়ভেদ করিয়া আত্মজ্ঞান প্রকাশ হওত কশিপুর দ্বৈত-চিন্তা বিনাশ করিল।

পঞ্চদশে সেই হরি বামনরূপ ধারণ করিয়া দাতা বলিরাজের নিকট তিনপদ ভূমি ভিক্ষা করিবার ছলে তিনলোক অধিকার করিয়াছিলেন। ১ম। তৃ। ১৯।

ব্যাখ্যা। শ্রীধরস্বামীর টীকায় ও অপরাপর শাস্ত্রের ভাবানুসারে বামন শব্দের অর্থ এই; যথা—(দুষ্টানাং মদং বাময়তীতি বামনকং রূপম্) দুষ্টগণের অহঙ্কার বিনাশ করেন বলিয়া ভগবানকে বামন কহে।

বুদ্ধিকে অহঙ্কারে প্রদান করিয়া অহঙ্কারের মতে কার্য্য করিলে তাহাকে রিপুমান্ কহে। রিপুমান্ মাত্রকেই রাক্ষস ও দৈত্য কহে। দৈত্যগণ প্রকৃতির উপাসক; কর্ম্মবলে নির্ব্বাণ প্রাপ্ত হইতে অভিলাষ করে।

বলিরাজ শুক্রাচার্য্যের মতে দানক্রিয়া দ্বারা নির্ব্বাণ লাভ করিতে ইচ্ছা করিয়া পাতালপুরে থাকিয়া অকাতরে দান করিয়াছিলেন। তাঁহার সেই দানপ্রদানীর অহঙ্কার বিনাশ করিবার কারণ অহঙ্কারবিনাশীর বেশে শ্রীহরি তাঁহার সাক্ষাৎলাভ করিয়া তিনপদ ভূমি ভিক্ষা চান। বলি না বুঝিয়া তাহাই স্বীকার করেন। পরে জ্ঞানদৃষ্টিতে দেখিলেন, ঐ তিন পদে লোকত্রয় অধিকৃত হইল। তদ্দর্শনে বলি আশ্চর্য্য হইয়া দ্বৈতজ্ঞানবিহীন হইয়া হরিপদ পূজা করিলেন।

এই বামনাবতারটী সমস্তই রূপক। যাহার দানে সকলে পরাজয় হয়, তাহাকে বলি কহে। অহঙ্কারই দেহের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা বলবান্। ঐ অহঙ্কারের বলে বুদ্ধিতে ব্রহ্ম সাক্ষাৎ হয় এবং উহা দ্বারাও লোকে মায়াময় ও বশীভূত হইয়া তুমি, আমিরূপ স্নেহে মণ্ডিত হওত জাগতিক পীড়া সহ্য করে।

ঐ অহঙ্কার হইতে সকাম ক্রিয়া হইয়া থাকে। দান, তপস্যা প্রভৃতি ক্রিয়া যদি নিষ্কাম হয়, তাহা হইলে মুক্তিলাভ হইয়া থাকে।

শুক্রাচার্য্যমতে বদান্যশ্রেষ্ঠ বলি, (রিপুগণের রাজা) পাতালতলে বসিয়া নিষ্কাম দানক্রিয়া আচরণপূর্ব্বক বামনের সাক্ষাৎ পাইলেন। অর্থাৎ দান, যজ্ঞ, তপস্যাদিতে ভক্তি উৎপাদিত হইয়া থাকে, ভক্তির উৎপাদনে সকল ক্রিয়া সিদ্ধ হইয়া থাকে। শুক্রাচার্য্য দ্বৈতবাদী। দ্বৈতবাদিগণ কর্ম্মদ্বারা নির্ব্বাণ প্রাপ্ত হইতে ইচ্ছা করে। অহঙ্কার দ্বারাই সকল কর্ম্ম সাধন হইয়া থাকে; ইহা ধর্ম্মশাস্ত্রের মত। দ্বৈতবাদীই হউক আর অদ্বৈতবাদীই হউক, যদি কাহারো অহঙ্কার হইতে জ্ঞানোৎপত্তি হইয়া থাকে, সেই জ্ঞানই আত্মজ্ঞান। ইহাই বামনাবতাররূপে গণ্য। বামনের ত্রিপাদ ভূমি—(তত্ত্বমসি) মহাবাক্য। তৎ, ত্বং, অসি ঐ মহা শ্রুতিবাক্যের অর্থ ঈশ্বর ও আত্মা একই হয়। আত্মজ্ঞানে অহঙ্কার নাশ হইলে লোকে আত্মাকে যে পরমাত্মাময় দেখে তাহাই স্বর্গ, মর্ত্ত্য, পাতাল অর্থাৎ জ্ঞাননিবাস, ইন্দ্রিয়যোগনিবাস ও রিপু-যোগনিবাস। সংসারকে রিপুযোগনিবাস কহে। তপস্যাকে ইন্দ্রিয়যোগনিবাস কহে। আত্মজ্ঞানপূর্ণ শক্ত্যাবস্থাকে জ্ঞাননিবাস কহে। ইহাদেরই রূপান্তরে স্বর্গ, মর্ত্ত্য ও পাতাল কহে। ঐ বেদবাক্যের দুই অর্থ। অদ্বৈতবাদী উহাতে "তুমিই সেই হও" অর্থ করে এবং দ্বৈতবাদীরা "তাহা হইতে তুমি নির্ম্মিত" বলিয়া ভিন্ন অর্থ

করে। আত্মজ্ঞানরূপ বামন দ্বৈতবাদীগণের এই অর্থ ভিক্ষা লইয়া, বলির মস্তকে যে পদ প্রদান করিলেন, তাহাতেই আত্মা যে পরমাত্মা সেই জ্ঞান প্রদান করা হইল। বলি দানাদি অহঙ্কার হইতে মুক্ত হইলেন।

এ স্থলে সূত যাহা বলিলেন, তাহার সম্পূর্ণ অর্থ এই যথা :—

"যদি কেহ দ্বৈতবাদী হইয়াও স্বীয় অহঙ্কার দ্বারা বিশ্বাসক্রিয়া করে, ঈশ্বর তাহার হৃদয়ে বামনরূপে (দুষ্টাহঙ্কার-দমনকরণরূপে) দেখা দিয়া বেদার্থের বিপরীত জ্ঞান হরণপূর্ব্বক আপনার পদ অর্থাৎ বেদের যথার্থ জ্ঞান প্রদান করিয়া থকেন। ইহাই বলি ও বামনচ্ছলাবতারের ভাবার্থ।

হে ঋষিগণ! সেই হরি ষোড়শ বারের অবতারে পরশুরাম রূপেতে অবতীর্ণ হইয়া, ক্ষত্রিয় রাজগণকে ব্রহ্মদ্রোহী (বেদদ্রোহী) দর্শন করিয়া এই পৃথিবীকে একবিংশতিবার নিক্ষত্রিয় করিয়াছিলেন। ১ম। তৃ। ২০।

ব্যাখ্যা। আমি সংস্কৃত হইতে এই শ্লোকের অবিকল অনুবাদ করিলাম। অনুবাদে যে ব্রহ্মদ্রোহী শব্দ আছে, তাহার অর্থ অনেকে "ব্রাহ্মণদ্রোহী" করেন। ব্রাহ্মণ শব্দে যদি তাঁহারা সেই ঈশ্বরারোপ করেন, তাহা হইলে মূলের ভাবার্থের সহিত মিলে; তাহা না করিয়া অনেকে ব্রাহ্মণ বর্ণ বলিয়া অর্থ করেন। তাহাতে শ্রীধরস্বামীর এবং শ্রুতিসিদ্ধ অর্থদ্বারা পরশুরামের ব্রহ্মারোপ হয় না। যৎকালে রাজগণ ধন ও সুখমদে উন্মত্ত হইয়া ব্রহ্মদ্রোহী হয়েন, অর্থাৎ ঈশ্বরজ্ঞান ভুলিয়াছিলেন, তখন তাঁহাদের জ্ঞানের কারণ ভগবান্ পরশুরামরূপে অবতীর্ণ হইয়া পৃথিবীকে একবিংশতিবার নিক্ষত্রিয় করিয়াছিলেন।

ইহার ভাবার্থ এই। ধন ও সুখমদোন্মত্ত প্রজাপালক ক্ষত্রিয়কে রাজা কহা যায়। তীক্ষ্ণধার লৌহাস্ত্রবিশেষকে পরশু কহে, পরশু শব্দের ভাবার্থ—যাহার আঘাতে পরধাম দেখা যায়। পরধাম অর্থাৎ বৈকুণ্ঠ। তাহা হইলে এস্থলে বৈকুণ্ঠলোক প্রদর্শক অস্ত্রকে জ্ঞান কহে। রামনামধারী আত্মা জ্ঞানরূপী পরশু হস্তে ব্রহ্মদ্রোহী নৃপগণকে একবিংশতিবার বিনাশ করেন।

যদি খড়্গ জ্ঞানরূপী হইল, তাহা হইতে বিনাশ কি প্রকারে সম্ভব হয়? অজ্ঞানবিনাশকেও এক প্রকার বিনাশ কহে। অজ্ঞানেতেই ধনগর্ব্বে লোকে গর্ব্বিত হইয়া ঈশ্বরকে ভুলিয়া আমি তুমি এই অহঙ্কারে ঈশ্বরদ্রোহী হইয়া থাকে। একবিংশতি তত্ত্ব বুঝিলে অজ্ঞানবিনাশে জ্ঞানের উদয় হয়। সাঙ্খ্যমতে চতুর্ব্বিংশতি তত্ত্ব, কিন্তু প্রধান একবিংশতি হয়, (মহত্তত্ত্ব, পঞ্চকর্ম্মেন্দ্রিয়, পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয়, পঞ্চভূত; আর পঞ্চ শব্দাদি তন্মাত্রা)।

ভৃগুপুত্র রাম জ্ঞানরূপ অসিবলে ঐ একবিংশতি তত্ত্ববোধ দ্বারা ধনমদোন্মত্ত অজ্ঞানী ঈশ্বরবিদ্বেষী নৃপগণের অজ্ঞান বিনাশ করিয়াছিলেন। ইহার তাৎপর্য্য।

অনন্তর ভগবান্ লোকগণকে অল্পমেধাবী অবলোকন করিয়া সত্যবতীর গর্ব্ভে পরাশরের ঔরসে সপ্তদশ অবতারে ব্যাস নামে জন্মগ্রহণ করিয়া বেদরূপী তরুর শাখা প্রকাশ করিয়াছিলেন। ১ম। তৃ। ২১।

হে ঋষিগণ ! সেই ভগবান্ অষ্টাদশ অবতারে দেবগণের কার্য্য সাধন করিবার জন্য রামরূপে অবতীর্ণ হইয়া সমুদ্রবন্ধনাদি ক্রিয়া করিয়াছিলেন। (অধ্যাত্মরামায়ণে ও যোগবাশিষ্ঠে রামাবতারের অধ্যাত্মভাব আছে। ১ম। তৃ। ২২।

ব্যাখ্যা। বিশেষ করিয়া বুঝাইবার কারণ বেদান্তসারের টীকাকার মহামহোপাধ্যায় শ্রীশ্রীকৃষ্ণ তীর্থের শিষ্য শ্রীশ্রীরাম তীর্থ স্বামী পরমহংসপ্রবর স্বীয় টীকাব মঙ্গলের কারণ ঈশ্বরকে মায়ারূপী রামরূপে যে ভাবে আরাধনা করিয়াছিলেন, তাহা লিখিতেছি। ইহা পাঠ করিলেই সকলে রামাবতাবের ভাব বুঝিতে পারিবেন।

"সংসাররূপ গহনে আত্মারাম. বুদ্ধি সৌমিত্রিকে মিত্র করিয়া মহাবিদ্যারূপিণী সীতার বিয়োগজনিত দুঃখে, শোকে ও মোহে আপ্লুত হইয়া শাস্ত্ররূপী সুগ্রীবকে সখা করিয়াছিলেন; এবং দৈন্যরূপী বালিকে সংহারপূর্ব্বক কামনারূপী সাগবকে পাব হইবার কারণ ধৈর্য্যরূপ সেতু নির্ম্মাণানন্তর অবোধরূপী রক্ষকুল বিনাশ করিয়া চিন্ময়ী জানকীকে লইয়াছিলেন। এমন রামকে বন্দনা করিয়া আমি রামতীর্থ বেদান্তসারেব টীকা করিতেছি।"

এই অর্থকে যে মহারূপকে রাখিয়া বাল্মীকি রামায়ণ সঙ্কলন করিয়াছেন, তাহা এই অর্থে প্রকাশিত হইল।

মহাবিদ্যা—অর্থাৎ মায়ারূপিণী বিদ্যা। যে বিদ্যাদ্বারা অজ্ঞানকে বিনাশ করে, তাহাকে মহাবিদ্যা কহে। আমাদের তন্ত্রে মহাদেব ঐ মহাবিদ্যাকে নানারূপে কল্পনা করিয়াছেন। ঐ মহাবিদ্যাই—সীতা। আত্মাই—রাম। আত্মা যে তেজের সহিত সংসারে থাকেন, তাহাকে মিত্র কহে। লক্ষ্মণ তাহারই রূপক। যাহার সাহায্যে জ্ঞান বুঝা যায়—আত্মার স্বরূপ বোধ হয়, তাহাকে শাস্ত্র কহে। তাহাই রামায়ণে সুগ্রীবরূপে কল্পিত। সুখ, দুঃখরূপ সংসারিক দৈন্যিকে (দেহক্ষয়কারিণী মায়াকে) রামায়ণে বালি বলা হইয়াছে। রিপুপরবশে বশীভূত মনকে অজ্ঞান বা অবোধ কহে। তাহাই রাবণাদিরূপে কল্পিত। কামনাকে মদন কহে। তাহাই সমুদ্র। ধৈর্য্যই তাহার সেতু। চিত্তস্থিরতাকে সীতোদ্ধার কহে। এই প্রকার ঈশ্বর ভাবনায় রামায়ণ কল্পিত।

পরে সেই ভগবান্ একোনবিংশতি ও বিংশতি অবতারে রাম ও কৃষ্ণ নামে বৃষ্ণিবংশে অবতীর্ণ হইয়া ভুবনের ভার হরণ করিয়াছিলেন। (শ্রীকৃষ্ণের অধ্যাত্মভাব ভাগবতের স্থানান্তরে লেখা হইবে; কারণ কৃষ্ণের জীবনচরিত ভাগবতে প্রকাশিত আছে। ১ম। তৃ। ২৩।

হে ঋষিগণ! পরে কলি আরম্ভ হইলে ঈশ্বরদ্বেষী জনগণের চিত্ত মোহিত করিবার কারণ ভগবান্ একবিংশ অবতারে কীটকদেশে অঞ্জনাপুত্র-বুদ্ধনামে অবতীর্ণ হইবেন। ১ম। তৃ। ২৪।

তদনন্তর সেই ভগবান্ যুগের সন্ধ্যাকালে অর্থাৎ কলির শেষে, রাজাগণ দস্যু-বৃত্তি অবলম্বন করিলে, দ্বাবিংশ অবতারে কল্কিনাম ধারণপূর্ব্বক বিষ্ণুযশা গৃহীর গৃহে জন্মগ্রহণ করিবেন। (কল্কি ও বুদ্ধকে ভবিষ্যৎ অবতাররূপে বলা হইল)। ১ম। তৃ। ২৫।

হে ঋষিগণ! যেমন সবসী হইতে সহস্রকুল্যা, অর্থাৎ সামান্য লহরী নিচয় নির্গত হইয়া ভূমিকে সরস করে; তদ্রূপ সেই হরি হইতেই অসংখ্য অবতার অবতীর্ণ হইয়া পৃথিবীর মঙ্গল সাধন করিতেছেন। ১ম। তৃ। ২৬।

সেই মনু প্রভৃতি, ঋষিগণ, দেবগণ, মহাবলী মানবগণ ও প্রজাপতিগণ সকলেই সেই শ্রীহরির কলারূপে এই জগতে অবতীর্ণ হইয়াছেন। (এক ভাগের ষোড়শ অংশকে কলা কহে।) ১ম। তৃ। ২৭।

হে ঋষিগণ! পূর্ব্বে যে সমস্ত অবতারের কথা বলা হইল, তাহাদের মধ্যে কেহ শ্রীহরির অংশ (একাংশের চতুর্থ ভাগ) কেহ বা কলা (একাংশের ষোড়শাংশ) রূপে প্রকাশিত। তন্মধ্যে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ পূর্ণভাবে ছিলেন। শ্রীহরি এই প্রকার অবতাররূপে অবতীর্ণ হইয়া ইন্দ্রশত্রুগণ দ্বারা ব্যাকুল জনগণকে যুগে যুগে রক্ষা করেন। ১ম। তৃ। ২৮।

ব্যাখ্যা: সূত কহিলেন, হে ঋষিগণ! এই যে দ্বাবিংশতি অবতারগণের গুণ-কীর্ত্তন করা হইল, তাহার মধ্যে কেহ ব্রহ্মের অংশ অর্থাৎ চতুর্থ ভাগস্বরূপ; কেহ তাঁহার কলা অর্থাৎ ষোড়শাংশ স্বরূপ। ঐ দুই কথা বলিবার তাৎপর্য্য এই যে, একেকে সমভাবে চারি ভাগ করিলে যেমন আপনি একই চারি ভাগে বিভক্ত হয়; সেই ভাবে ঈশ্বর স্বয়ং রূপকে যে সমস্ত অবতারে আরোপিত হইয়াছেন, তাহাকে অংশ কহা হইল। আর যেমন একেকে ষোড়শাংশ করিতে হইলে তাহাকে অতি সূক্ষ্মাংশ করিতে হয়, অর্থাৎ সংখ্যাকে পূর্ণ এক বলিয়া না রাখিয়া কড়া কি গণ্ডায় পরিণত করিতে হয়; সেই ভাবে ঈশ্বর আত্মাতে পরিণত হইয়া যে সমস্ত আবতারিক ক্রিয়া করেন, তাহাকে কলাবতার কহে। মৎস্যাদি রূপকাবতারকে অংশাবতার

কহে; কারণ তাঁহাদের দ্বারা কেবল জ্ঞান ও ক্রিয়াশক্তির আবিষ্কার হইয়াছে। সনৎকুমার ও নারদাদিকে অংশ ও কলা উভয়ভাবসংযুক্ত অবতার কহা যায়; কারণ তাঁহারা আত্মজ্ঞানবান্। আর পৃথু প্রভৃতিকে শুদ্ধ কলাবতার কহা যায়; কারণ তাঁহারা আত্মজ্ঞানবান্ হইয়া ও প্রতিভাশক্তিবিশিষ্ট।

কেবল শ্রীকৃষ্ণই সাক্ষাৎ ভগবান ছিলেন; কারণ তিনি ভিন্ন আর কেহই নারায়ণের ন্যায় সর্ব্বশক্তিমত্তা প্রকাশ করেন নাই। তিনি ব্রজে ঈশ্বরসন্দর্শনোপায়স্বরূপ প্রেমভক্তি প্রকাশ করিয়াছিলেন; দৈত্যগণকে বধ করিয়া ব্যাকুলান্তঃকরণ লোকগণকে সুস্থ করিয়াছিলেন; ধর্ম্মাধর্ম্মবিচারের কারণ অর্জ্জুনের সারথি হইয়াছিলেন; এবং ব্রহ্মোপদেশ দিবার কারণ উদ্ধব, মৈত্রেয় এবং যুধিষ্ঠিরের গুরু হইয়াছিলেন। পূর্ব্ব কথিত অবতার সকলের গূঢ় ভাব উপাখ্যান স্থলে প্রকাশ হইবে।

হে ঋষিগণ! যে মানব শান্তচিত্তে পবিত্র হইয়া এই সকল ভগবানের জন্মরহস্য দুই সন্ধ্যা পাঠ করে, সে দুঃখসমূহ হইতে বিমুক্ত হইয়া থাকে; কারণ এই যে চিন্ময় আত্মা ইনি অরূপ বটেন, কিন্তু এই যে প্রকাশ্য স্থূলরূপী শরীর যাহা তাঁহাতে দেখা যাইতেছে, ইহা কেবল মাত্র সেই ভগবানের মায়া হইতে সৃষ্ট মহত্তাদি তত্ত্বসমূহ দ্বারা প্রণীত ব্যতীত আর কিছুই নহে। যেমন পার্থিব জলরেণুসমূহ আকাশোপরি উঠিয়া মেঘে পরিণত হয় এবং রেণুগুণে ধূষরবর্ণ দেখায়; এবং সেই ধূষরত্ব যে পার্থিব রেণুর দ্বারা বায়ুতে ঘটিয়া থাকে, তাহা অজ্ঞে না জানিয়া মেঘেই ধূষরত্ব আরোপ করে; তদ্রূপ এই দেহ অজ্ঞানী কর্ত্তৃক আত্মার স্বরূপ বলিয়া কথিত হইয়াছে মাত্র। আত্মজ্ঞানিগণ কহেন, কল্পিত দেহের আর একটী রূপ আছে, তাহা সূক্ষ্ম ও অব্যক্ত, তাহা ইন্দ্রিয়াদি মায়া-গুণাধার নহে। তাহা চক্ষে কেহ দেখিতে পায় না; তাহার ক্রিয়া কেহ শুনিতে পায় না এবং তাহা অবস্তুর মধ্যে গণ্য হইয়া থাকে। তাহাকেই জীব কহে। তাহা অনুভবে জানা যায়, কারণ জীব না থাকিলে এই দেহের পুনর্জ্জন্মাদি হয় না। এই দেহধারী জীব যখন, পূর্ব্বোক্ত স্থূল ও সূক্ষ্মরূপ যেভাবে প্রতিসিদ্ধ হইল, অর্থাৎ আত্মাতে কল্পিত হইল, ইহা জানিতে পারিবে এবং অবিদ্যাবলেই যে ঐ ভাবের উদয় হয়, ইহা বোধ করিতে পারিবে, তখন জীবের ব্রহ্মদর্শন অর্থাৎ মোক্ষসাধন হইবে। (জীবের কি সাধ্য যে, এই মায়া ত্যাগ করিয়া সেই ক্রিয়া করিতে পারে, তাহা বুঝাইবার কারণ সূত বলিলেন।) যখন সেই ঈশ্বরের সাংসারিক শক্তি নাম্নি মায়া—জীবের সাধনমতে আপনার মতিতে অর্থাৎ বিদ্যারূপে অনুভাবিত হয়েন; তত্ত্বজ্ঞানীরা কহেন, তখনই জীব ব্রহ্মসন্দর্শন লাভ করে। সেই ব্রহ্মসন্দর্শনসম্পদে জীব আপনাকেই ব্রহ্মময় দেখে। ১ম। তৃ। ২৯। ৩০। ৩১। ৩২ ৩৩।

ব্যাখ্যা। পূর্ব্বোক্ত পাঁচটী উপায়ে যে ভাবে ব্রহ্মময় হওয়া যায়, তাহা সূত উপদেশ দিলেন। পূর্ব্বে বলা হইল যে, যে ব্যক্তি প্রাতঃসন্ধ্যাকালে একান্তে এই অবতার সকলের জন্মগুহ্যবৃত্তান্ত পাঠ করে, সে সকল দুঃখ হইতে বিমুক্ত হয়। এই দেহ ধারণ করিয়া সংসারবাসী সকলকেই সুখদুঃখ ভোগ করিতে হইবে। দুঃখ দূর হওয়া অসম্ভব। যতক্ষণ জীবের—আত্মার সহিত দেহসম্বন্ধ বোধ না হইবে, ততক্ষণ তাহার দুঃখ দূর হওয়া অসম্ভব। সেই কারণে সূত বলিলেন যে, আত্মজ্ঞানীর দুঃখ নাই। তবে সেই আত্মজ্ঞান যে প্রকারে লাভ করা যায়, তাহার উপায় এই. যথা—আত্মা দুইটী রূপে কল্পিত আছেন। একটী স্থূলদেহ, অপরটী সূক্ষ্মদেহ। ইন্দ্রিয়াদি বিশিষ্ট দেহকে স্থূলদেহ কহে। ইহা মায়ার দ্বারা সৃষ্টি, এই কারণে কালশক্তির পূর্ণতা হইলে বিনষ্ট হয়। এ ভাব ত্যাগ করিলে ইহার মধ্যবর্ত্তী আত্মা দেখা যায়। আত্মাকে দেহধারী বলিয়া অনুভব হয় কেন? তাহার উপমা স্বরূপ সূত বলিলেন, যেমন পার্থিব পরমাণু বায়ুতে মিলিত হইলে বায়ুতে স্থিত মেঘকে ধূষরবর্ণ দেখা যায়; তদ্রূপ মায়াতে নির্ম্মিত এই মহদাদি-ত্রয়োবিংশতি-তত্ত্বনির্ম্মিত দেহকে অজ্ঞানীরা আত্মার রূপ কহে। হা ব্যতীত আত্মার আর একটী সূক্ষ্মরূপ আছে। তাহার করচরণাদি ইন্দ্রিয় নাই, তাহা চক্ষে দেখা যায় না, তাহার ক্রিয়া শুনা যায়, তাহার নামই জীব। যে ক্ষমতার দ্বারা দেহাদির পুনর্জ্জন্ম হইয়া থাকে, সেই ভাবনা অনুভব প্রমাণ করিলে জীবশক্তি বুঝা যায়।

যেমন এক ব্যক্তির সম্মুখ ও পশ্চাৎ দেখিলে, সে কোন্ ব্যক্তি, তাহা জানা সম্ভব; তদ্রূপ আত্মার পূর্ব্বোক্ত স্থূল ও সূক্ষ্মরূপ ত্যাগ করিয়া ঐ দুইরূপ যে ক্ষমতাবলে কার্য্য করিতেছে, সেই ক্ষমতাই আত্মার স্বরূপ জানিতে হইবে। তাহা জানিতে পারিলেই আত্মার সাক্ষাৎ অনুভব হয়। আত্মার সাক্ষাৎ পাইলেই জীবন্মুক্ত বা আপনাকে ব্রহ্মময় বলা যায়। মহর্ষি ব্যাস স্বপ্রণীত বেদান্তপ্রধান উত্তরমীমাংসার শারীরক সূত্রের মধ্যে আত্মাতে যেভাবে স্থূল ও সূক্ষ্ম দেহের অধ্যাস তাহা বিশেষরূপে বর্ণনা করিয়াছেন। এক বস্তুতে অন্যবস্তুজ্ঞানের নাম অধ্যাস। সেই মীমাংসামতেই সূত গোস্বামী এই স্থানে শ্রুতির সহিত মিলাইয়া আত্মার স্বরূপ প্রদান করিলেন। এই শরীর মায়াতে নির্ম্মিত ও মায়ার দ্বারা পুষ্ট। যেমন কোন একটী জীব, উচ্চ বা নিম্নজীবের সহবাসে থাকিলে, তাহার স্বভাবাপন্ন হয়; তদ্রূপ এই মায়ার সহবাসে স্থিত জীব কি প্রকারে মায়া ত্যাগ করিবে? তাহা জানাইবার কারণ, সূত বলিলেন:—তত্ত্বজ্ঞানীরা কহেন, এই মায়ার দুই নাম, বিদ্যা আর অবিদ্যা। এই মায়াদেবী যে ক্ষমতা বলে সংসার সৃজন করিয়া তাহাতে ক্রীড়া করেন, তাহাকে অবিদ্যা কহে; এবং যে ক্ষমতায় ব্রহ্মের সহিত মিলন করান, তাহাকে বিদ্যা কহে। যেমন কোন ব্যক্তি সমুদ্রে পতিত হইয়া রত্নান্বেষণপূর্ব্বক রত্ন আহরণ করে, আর

কোন ব্যক্তি তাহার লবণাক্ত বারি আস্বাদন করিয়া তরঙ্গে জীবন প্রদান করে; তদ্রূপ জীবে ঐ বিদ্যা ও অবিদ্যা-স্বভাবাপন্ন মায়াতে পুষ্ট হইয়া যদি মায়াস্থিত বিদ্যা-স্বভাবের অনুকরণ করে, তাহা হইলে তাহার দ্বারা মহাজ্ঞানোদয় হয়, এবং সেই জ্ঞানবলে সে আপনাকে জীবোপাধিবিশিষ্ট বোধ না করিয়া আপনাকে ব্রহ্মময় বোধ করে। যেমন কাচে যদ্যপি পারদ না লগ্ন করা যায়, তাহাতে তাহার স্বচ্ছগুণে কেবল মূর্ত্তির অনুভব হয় মাত্র, কিন্তু তাহাতে পারদ প্রদান করিলে স্পষ্টভাবে মূর্ত্তি দেখা গিয়া থাকে; তদ্রূপ এই জীবদেহ হইতেই পরমানন্দময় তুরীয় অবস্থায় পৌঁছাইবার সমস্ত বস্তুই আছে; কেবল অবিদ্যা-স্বভাবে চিত্তের ভ্রম হয়, ভ্রমে মিথ্যাকে সত্যজ্ঞান করিয়া প্রবঞ্চনা শিক্ষা করা যায়। জ্ঞানের তীক্ষ্ণদৃষ্টি, মেঘাবৃত সূর্য্যের ন্যায় তেজবিহীনে আলোকরূপে প্রকাশ থাকে। সেই অবিদ্যাতেই এই জগতের সুখ ও দুঃখ ভোগ করা যায়। যদি স্বভাবের এমন বেশধারিণী অবিদ্যাকে ত্যাগ করিয়া বিদ্যার আশ্রয় লওয়া যায়, তাহা হইলে সংসারিক কোন প্রকার গুণ জ্ঞানকে আচ্ছন্ন করিতে পারে না। সেই জ্ঞান ক্ষমতা বলে সর্ব্বজ্ঞতা ও পরমানন্দত্ব জীবে ভোগ করিয়া আপনাকে ব্রহ্মময় কহে।

হে ঋষিগণ! জীব অজন্মা ও অকর্ত্তা বটেন; কিন্তু পণ্ডিতগণ যেভাবে জীবের জন্মকর্ম্মাদি প্রকাশ করিয়াছেন; অন্তর্যামী ভগবানেরও তদ্রূপ জানিবেন। জীব অপেক্ষা সেই ভগবান বহুক্ষমতাশালী, কারণ তিনি এই জগৎ সৃজন করিতেছেন, আবার সংহারও করিতেছেন। বিশেষতঃ তিনি মায়াতে জীবগণের ন্যায় ভূতগণের মধ্যে থাকিয়াও কোন ক্রমে ষাড়্‌বর্গিক ইন্দ্রিয়াদিতে আসক্ত না হইয়া, নাসিকা যেমন কোন বিষয়ে আসক্ত না হইয়া গন্ধ আঘ্রাণ করে, তদ্রূপ দ্রষ্টাভাবে রহিয়াছেন। ১ম। তৃ। ৩৪।৩৫।৩৬।

ব্যাখ্যা। এই স্থানে সূত গোস্বামী জীবে ও ঈশ্বরে প্রভেদ কি, তাহাই বলিতেছেন; কারণ নানা স্থানে জীবকে ঈশ্বরের স্বরূপ বলা হইয়াছে। স্বরূপ বলিতে যথার্থ ঈশ্বররূপ নহে? তবে কি প্রকার প্রভেদ—তাহা বলিতেছেন।

ঈশ্বর যেমন জন্মরহিত, কর্ম্মরহিত; জীবও তাঁহার চৈতন্য, সেই কারণে জীবও জন্মকর্ম্মাদি রহিত। কিন্তু এই জাগতিক ক্রিয়ায় জীবকে যেভাবে জন্মমরণাদি ক্রিয়ার কর্ম্মী বলিয়া পণ্ডিতগণ স্থির করিয়াছেন; ঈশ্বরও ঠিক সেই ভাবে কর্ম্মী হয়েন, কারণ মায়াতে জীব শরীর গ্রহণ, পালন ও পরিত্যাগ করিয়া থাকেন; মায়াবলেই ঈশ্বর জগৎ প্রণয়ন, পালন ও হরণ করিয়া থাকেন।

তবে ঈশ্বরে ও জীবে ভেদ কি ? মায়ার স্বভাবাপন্ন হইয়া জীবকে জন্মাদি কার্য্য করিতে হয়; ঈশ্বরকে তাহা করিতে হয় না। জীব ইন্দ্রিয়াদিতে লিপ্ত হইয়া তাহাদের বশীভূত হয়েন; ঈশ্বর তাহাতে লিপ্ত হয়েন না। জীব যেমন ভূতে অবস্থান করে; ঈশ্বরও ভূত মধ্যে অবস্থান করেন, কিন্তু মায়াতে আবদ্ধ নহেন; কারণ মায়া তাঁহারই সাহায্যে ক্রিয়া করিতেছে। যেমন সূর্য্য না প্রকাশ থাকিলে কিরণের কার্য্য হয় না; তদ্রূপ ঈশ্বর অবস্থিত না হইলে, মায়া কার্য্য করিতে পারে না। যেমন নাসিকা নানা গন্ধ আঘ্রাণ লইতেছে, কিন্তু কিছুতেই আসক্ত নহে; তদ্রূপ ঈশ্বর সমস্তই উপভোগ করিতেছেন, কিন্তু কিছুতেই আসক্ত নহেন; কিন্তু জীব সর্ব্বতোভাবে আসক্ত।

জীবের স্বরূপ বর্ণনা সকল বেদান্তেই আছে। তন্মধ্যে পরমহংসপ্রবর সদানন্দ যোগীন্দ্র স্বামী স্বপ্রণীত বেদান্তসার শাস্ত্রে, সূক্ষ্মশরীরকে যে জীব কহে, তাহার বিশেষ বিবরণ এইরূপে করিয়াছেন; যথা—"সপ্তদশ অবয়ব বিশিষ্ট লিঙ্গশরীরকে সূক্ষ্ম শরীর কহে; তাহাই জীব।" পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয়, পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয়, পঞ্চবায়ু, বুদ্ধি ও মন ইহারাই সপ্তদশ অবয়ব। ইন্দ্রিয় বলিতে প্রকাশ্যে হস্ত পদ বা নয়নাদি নহে; উহাদের সত্বাংশ, অর্থাৎ যে তেজ দ্বারা উহারা প্রকাশিত হইতেছে তাহাই।

হে ঋষিগণ। যেমন অজ্ঞজন নটের নাট্যকৌশল অনেক তর্কেও বুঝিতে পারে না, তদ্রূপ এই বিধাতার বিশ্বসৃষ্টিরূপী অভিনয়লীলা কুবুদ্ধি মানবে অর্থ করিয়া বুঝিতে পারে না। যাঁহারা ভক্তির সহিত তাঁহার নাম ও রূপ;—মন এবং বাক্যের দ্বারা প্রকাশ করিতে পারেন; তাঁহারাই ঈশ্বরের লীলা বুঝিতে পারেন। যিনি মায়া আবরণ পরিত্যাগ করিয়া সেই ভগবানের পাদপদ্মের গন্ধ গ্রহণ করেন, তিনিই ভগবানের পরমপদ ও অনন্ত বীর্য্যের বিষয় জানিতে পারেন। হে ঋষিগণ। আপনারা ধন্য। কারণ আপনারা সেই অখিললোকনাথ বাসুদেবে সর্ব্বতোভাবে আত্মভাব এরূপ কামনায় প্রদান করিয়াছেন যে, যাহাতে আর জন্ম মরণাদিরূপ পরিবর্ত্তনাদিতে পীড়িত হইতে হইবে না। এই ভাগবত সর্ব্ব বেদের তুল্য হইতেছে। ঋষি ব্যাস ইহাতে মনুষ্যাদির হিতের কারণে ভগবানের চরিত্র বর্ণনা করিয়াছেন; সেই কারণে তিনি আমাদের পক্ষে ধন্য ও স্বস্ত্যয়ন স্বরূপ হইতেছেন। বেদ সমস্তের ও ইতিহাস সমস্তের সার লইয়া এই ভাগবত বিরচিত করিয়া মহর্ষি ব্যাস ইহাকে প্রথমে আপন পুত্র আত্মজ্ঞানী শুকদেবকে অধ্যয়ন করান। ১ম। তৃ।৩৭।৩৮।৩৯।৪০।৪১।

সেই শুকদেব;—অনশনব্রতী, ঋষিগণপরিবেষ্টিত, মুক্তির ইচ্ছায় ইচ্ছুক, ধর্ম্মজ্ঞানী, গঙ্গাতীরোপবিষ্ট মহারাজ পরীক্ষিৎকে এই ভাগবত শ্রবণ করান।

কলিযুগ সমাগত দেখিয়া শ্রীকৃষ্ণ ধর্ম্মজ্ঞানাদির সহিত বৈকুণ্ঠে গমন করিলে, পরে

কলিকর্ত্তৃক জ্ঞানদৃষ্টিবিহীন জনগণের পক্ষে এই পুরাণ সূর্য্য তুল্য হইয়াছে। ইহাতে অজ্ঞানান্ধকার বিনষ্ট হইয়া থাকে। ১ম। তৃ। ৪২।

হে মহর্ষিগণ! সেই পরীক্ষিৎ-সভায় বিপ্রর্ষি শুকদেব যেভাবে এই ভাগবত কীর্ত্তন করিয়াছিলেন, আমি তাহা অবগত আছি; এক্ষণে অপনাদিগকে তাহাই বিস্তার করিয়া শ্রবণ করাইব। ১ম। তৃ। ৪৩।

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে প্রথম স্কন্ধে নৈমিশোপাখ্যানে
তৃতীয় অধ্যায়ে উপেন্দ্রকৃত অনুবাদ
সমাপ্ত।

পূর্ব্বোক্ত কয়েকটী শ্লোকের ভাব স্পষ্ট রহিয়াছে দেখিয়া ব্যাখ্যা বাহুল্য বিবেচনা করিলাম।

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে তৃতীয় অধ্যায়ে উপেন্দ্রকৃতাধ্যাত্মব্যাখ্যা
সমাপ্ত।

অথ চতুর্থ অধ্যায়।

সূতের এবম্বিধ বাক্য শ্রবণান্তর সেই দীর্ঘসত্র যাজ্ঞিকগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ, বৃদ্ধ, কুলপতি এবং ঋগ্বেদী শৌনক ঋষি তাঁহাকে কহিলেন; হে সূত! সেই ভাগবতী কথা যাহা শুকদেব বলিয়াছিলেন, তাহা আমাদিগকে বল, এবং ঐ ভাগবত কোন্ যুগে প্রণীত হয়? কোথায় এবং কি কারণে পঠিত হয়? এবং ভগবান্ কৃষ্ণদ্বৈপায়ন কাহার আদেশেই বা সেই ভাগবতসংহিতা প্রস্তুত করেন? ১ম। চতু। ১। ২। ৩।

হে সূত! তুমি যে শুকদেবের কথা কহিলে, সেই শুক দ্বৈপায়নের পুত্র ছিলেন। তিনি মহাযোগী, অদ্বিতীয়ব্রহ্মদ্রষ্টা বাহ্যজ্ঞানরহিত ও মায়ানিদ্রাবর্জ্জিত ছিলেন। তাঁহার হৃদয় এক প্রকার সকলেরই অগোচর এবং তিনি সাধারণের নিকটে সেই কারণে জড়বৎ বলিয়া প্রতীয়মান হইতেন। ১ম। চতু। ৪।

হে সূত! আমি যে সেই শুকদেবকে বাহ্যজ্ঞানশূন্য বলিলাম, তাহার প্রমাণ বলি. শ্রবণ কর। যৎকালে শুকদেব গৃহ ত্যাগ করিয়া প্রব্রজ্যা অবলম্বন করিলেন, সেই সময়ে তাঁহার পিতা স্নেহে আকুল হইয়া পুত্রকে মায়াপ্রবোধে প্রবুদ্ধ করিতে চেষ্টা পাইয়া পুত্রের পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করেন। পথিমধ্যে একটী সরোবরে কতকগুলি স্বর্গলোকবাসিনী অপ্সরা উলঙ্গা হইয়া জলক্রীড়া করিতেছিলেন। তাঁহারা শুক-

দেবকে দেখিয়া লজ্জা না করিয়া পরে ব্যাসদেবকে দেখিয়া বস্ত্র পরিধান করিলেন। মহর্ষি, এতদ্দর্শনে বিস্ময়ান্বিত হইয়া, অপ্সরাগণকে তাহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। তাহাতে অপ্সরাগণ বলিলেন :—"হে ঋষে! আপনার স্ত্রী ও পুরুষ ভেদদৃষ্টি আছে, কিন্তু আপনার পুত্রের সে ভাব নাই; তাঁহার দৃষ্টি পবিত্র হইয়াছে।" ১। চতু। ৫।

হে সূত! এমন শুকদেবকে পুরবাসিগণ কি প্রকারে জানিতে পারিল? আর তিনি কোন্ প্রয়োজনেই বা কুরুজাঙ্গল ভ্রমণ করিয়া হস্তিনাপুরে আসিয়া জড়ের ও উন্মত্তের ন্যায় বিচরণ করিয়াছিলেন? ১ম। চতু। ৬।

ব্যাখ্যা। যাহাদিগের বাহ্যিক ক্রিয়াশক্তি নাই, তাহদিগকে জড় কহে। যে মনুষ্যেরা সংসারিক কার্য্য হইতে ভিন্ন, তাহাদিগকে ক্রিয়াহীন হইতে হয়, এই কারণে তাহাদিগকে জড় কহে। মদ্যপানে বাহ্যজ্ঞানশূন্য হইলে তাহাকে উন্মত্ত বা জড় কহে। তন্ত্রমতে মদ্যশব্দের অর্থ ঈশ্বরপ্রেম। যাহারা ঈশ্বরপ্রেম অর্থাৎ আত্মজ্ঞান লাভ করে, তাহাদিগকে উন্মত্ত কহে। এস্থানে শুকদেব যে, কোন প্রকারেই সংসারে লিপ্ত ছিলেন না, তাহা দেখাইবার কারণ, শৌনক গোস্বামী কহিলেন যে, শুক জড় ও উন্মত্তভাবে থাকাতে সাংসারিকে তাঁহাকে জড় ও উন্মত্ত বা বাতুল কহিত। কিন্তু তাহারা শুকদেবকে বাতুল না বলিয়া কি প্রকারে পরমহংস বলিয়া জানিল; তাহাই জানিবার কারণ শৌনক পূর্ব্বোক্ত প্রশ্ন করিলেন।

হে সূত! সেই পাণ্ডবকুমার পরীক্ষিতের, রাজর্ষি ও মহর্ষিগণের সহিত কেনই বা শাস্ত্র সংবাদ হইয়াছিল? কেনই বা তথায় এই সত্ত্বগুণবিশিষ্ট শ্রুতিরূপ ভাগবত, প্রকাশ হইয়াছিল। একটী গো-দোহন করিতে যত সময় অতিবাহিত হয়, যাঁহারা সেই পরিমাণ কাল গৃহীর আশ্রমে থাকিলে তাহা তীর্থের ন্যায় পবিত্র হয়; তদ্ভাবাপন্ন ব্যক্তিস্বরূপ শুকদেব কি প্রকারে বহুকাল থাকিয়া ভাগবত বলিয়াছিলেন। ১ম। চতু। ৭। ৮।

হে সূত! ঋষিগণ সেই অভিমন্যুপুত্র পরীক্ষিৎকে পরম ভাগবত বলিয়া থাকেন। আহা! তাঁহার জন্ম ও কর্ম্ম যে আশ্চর্য্যে হইবে, তাহার আর বিচিত্রতা কি! তাহা তুমি অনুগ্রহ করিয়া বর্ণনা কর। কোন্ কারণে সেই পাণ্ডবগণের সম্মানবর্দ্ধনকারী সম্রাট্, অধিরাজ্যলক্ষ্মীকে অনাদর করিয়া গঙ্গাতীরে প্রায়োপবেশন করিয়াছিলেন, তাহাও বল। ১ম। চতু। ৯। ১০।

হে সূত! সেই সম্রাটের এত প্রভাব ছিল যে, শত্রুগণ স্বীয় স্বীয় মঙ্গলের হেতু অর্থ ও কর লইয়া আত্মার সহিত তাঁহার চরণতলে পতিত হইত। এমন সুশাসিত দুস্ত্যজ্য রাজ্যলক্ষ্মী এবং যৌবনের কামনা প্রভৃতি ত্যাগ করিয়া কেন তিনি প্রাণত্যাগ করিতে সঙ্কল্প করিয়াছিলেন? যাঁহারা ভগবান নারায়ণের ভক্ত হয়েন, তাঁহারা কেবল লোকগণের মঙ্গলসাধন, সমৃদ্ধি সংস্থাপন ও ঐশ্বর্য্য আহরণের কারণ জীবিত থাকেন;

আপনাদের সুখের কারণ নহে। তবে কেন মহারাজ পরীক্ষিৎ ভক্ত হইয়াও সংসারে বিমুক্ত হইয়া জীবন ত্যাগ করিলেন? ১ম। চতু। ১১। ১২।

হে সূত! আমরা যাহা জিজ্ঞাসা করিলাম, এ সমস্ত প্রকৃত কথা; এ বিষয়ে তুমি অতি পারদর্শী বলিয়া জানি। এই প্রশ্নের মধ্যে বৈদিক ভাবের লেশও নাই। অতএব এক্ষণে বিবেচনা করিয়া আমাদিগকে বল? ১ম। চতু। ১৩।

এই সমস্ত প্রশ্ন শ্রবণানন্তর সূত গোস্বামী কহিলেন, হে মহর্ষিগণ! শ্রবণ করুন :—

যৎকালে দ্বাপরযুগ পরিবর্ত্তন হয়, সেই সময়ে মহর্ষি পরাশরের ঔরসে বাসবীর গর্ব্ভে হরির কলাভাগে মহর্ষি ব্যাস জন্মগ্রহণ করেন। ১ম। চতু। ১৪।

ব্যাখ্যা। উপরিচর প্রভৃতি যে অষ্টবসুর নাম আছে, তন্মধ্যে উপরিচর বসুর বীর্য্যে সত্যবতী জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন বলিয়া তাঁহাকে বাসবী কহিয়া থাকে। পূর্ব্বে সমাজমধ্যে আধুনিক বেশ্যাবৃত্তি ছিল না; স্বেচ্ছাবিবাহ ছিল। স্বেচ্ছাবিবাহকে গান্ধর্ব্ববিবাহ কহে, তজ্জাত পুত্র কখনই দূষিতজন্মা হইতে পারে না। পরাশর সেই নিয়মে সত্যবতীর গর্ব্ভে ব্যাসকে উৎপাদন করেন।

একদা সেই মহর্ষি ব্যাস প্রাতঃকালে পূর্ব্বদিকে রক্তবর্ণ তপনের উদয় দর্শন করিয়া সরস্বতীর পবিত্র বারিতে স্নান পূর্ব্বক পরিশুদ্ধ হওত নির্জ্জন প্রদেশে বদ্ধাসনে বসিয়াছিলেন। (টীকার মতে এই নির্জ্জন স্থানকে বদরিকাশ্রম কহে।) ১ম। চতু। ১৫।

সেই পরাবরজ্ঞ ঋষি ধ্যানবলে যুগধর্ম্মের ব্যতিক্রমে কালের অব্যক্ত গতির হ্রাস বিবেচনা করিয়া, মনুষ্যগণের মঙ্গল কামনার কারণ ভাবিতে লাগিলেন। ১ম। চতু। ১৬।

ব্যাখ্যা। পরাবরজ্ঞ শব্দের অর্থ ভূত ও ভবিষ্যৎবেত্তা। বৈজ্ঞানিকগণের মতে সিদ্ধ মাত্রেই ভূত ও ভবিষ্যৎবেত্তা হইতে পারে। কালধর্ম্ম ও প্রকৃতিধর্ম্মে এই জগৎ সৃষ্ট হইতেছে। তাহার ভাব যাহারা আলোচনায় জানিতে পারে, তাহার কালবেত্তা হয়, এবং কালবেত্তা হইলে উদ্ভূত বস্তুর পরিণামে কি হইবে বলিতে পারে। কারণ বর্দ্ধন ও হরণ সমস্তই কালধর্ম্মের ক্ষমতায় হয়। বৈদিকবিজ্ঞানবিৎমাত্রেই অগ্রে যোগবলে কালধর্ম্ম অবগত হইতেন। তদ্দ্বারা মহর্ষি ব্যাস কালধর্ম্মের অব্যক্ত গতির হ্রাস বোধ করিলেন। প্রতি যুগান্তেই কারণ সমূহের ক্ষমতার হ্রাস হয়, এই হেতু জীবনের, বলের ও ক্রিয়ার হ্রাস হইয়া থাকে। সেই নিয়মে আগামী কলিযুগে মনুষ্যের বুদ্ধি, জীবন ও কার্য্যাদির একেবারে হ্রাস হইবার বিজ্ঞানমতে সম্ভাবনা দেখিয়া, তাহাদের মঙ্গলের কারণ অর্থাৎ যাহাতে তাহারা দুশ্চরিত্র না হইয়া সেই ক্ষীণায়ুঃ পাইয়াই শ্রীহরিতে মনোনিবেশ করিতে পারে, সেই চিন্তা শ্রীব্যাস করিতে লাগিলেন।

সেই যুগধর্ম্মের বিপর্য্যয়ে ভৌতিক কারণ সমূহের ক্ষমতার হ্রাস হইবে। এই হেতু প্রজাগণের দেহ হ্রাস প্রাপ্ত হইবে ; দেহ হ্রাসে তাহাদের ধৈর্য্য বিনষ্ট হইবে ; ধৈর্য্য-নাশে সকলে মন্দমতিমান্ হইবে ; মন্দক্রিয়ায় জীবনী শক্তির হ্রাস হইবে। এই প্রকার প্রজাগণকে সেই মুনি দিব্যচক্ষে ভাগ্যহীন হইতে দেখিয়া সকলবর্ণাশ্রমের যাহাতে কল্যাণ হয়, তাহার চিন্তা করিতে লাগিলেন। ১ম। চতু। ১৭। ১৮।

ব্যাখ্যা। ভৌতিক কারণ লইয়া যেভাবে দেহ প্রস্তুত হয় তাহা পূর্ব্বে বর্ণিত হইয়াছে। কালশক্তির হ্রাস হইলে তাহাদের ক্ষমতা হ্রাস হইয়া থাকে। যেমন একটী বীজ উত্তম ফল হইতে গ্রহণ করিয়া প্রথম বার রোপণ করিলে উত্তম ফল হয়। পুনর্ব্বার সেই স্থানে সেই বীজ রোপণ করিলে তদপেক্ষা ক্ষুদ্র ও হীনতেজী ফল হয়। ক্রমে ক্রমে তাহার বৃক্ষ ও ফল ক্ষুদ্র হইয়া আসে। তদ্রূপ এই জগতের বীজরূপী কারণ সমূহ কালধর্ম্মে রোপিত হইয়া প্রথমে প্রথমযুগে যেভাবে ক্ষমতাবান হয়, দ্বিতীয়ে তদপেক্ষা হীন, তৃতীয়ে তদপেক্ষা হীন, চতুর্থে একেবারে হীনশক্তি হইয়া আসে। তাহাতেই দেহের খর্ব্বতা উপস্থিত হয়। দেহহ্রাসে ধৈর্য্যচ্যুতি হয়, ইহা বিজ্ঞানসিদ্ধ। একটী ক্ষীণদেহী যত ক্রোধী, পুষ্টদেহী তদ্রূপ নহে। ধৈর্য্য বিনাশে নানা প্রকার কুমতি উপস্থিত হয়। কুমতিতে রিপুবশীভূত হইয়া প্রজাগণের শ্বাসধর্ম্মের বৈলক্ষণ্যে পীড়ায় আয়ুহীন হইয়া থাকে। ইতিপূর্ব্বে শ্বাসধর্ম্মের উল্লেখ করা হইয়াছে।

যাহাতে চাতুর্হোত্র প্রভৃতি বৈদিক ও প্রজামঙ্গলকারক ক্রিয়াদি বর্ত্তমান থাকে, সেই কারণে সেই সর্ব্বজ্ঞানসম্পন্ন ঋষি, প্রথমে এক বেদকে চারি ভাগে বিভক্ত করিলেন। ১ম। চতু। ১৯।

ব্যাখ্যা। চারিজন ঋত্বিক কর্ত্তৃক অনুষ্ঠিত কর্ম্মকে চাতুর্হোত্র কহে। কর্ম্ম, ভক্তি, উপাসনা, বিজ্ঞান এই চারি ক্রিয়াই বেদে বর্ণিত আছে। পূর্ব্বে উহারা এক বেদে ছিল। অল্পবুদ্ধি মানবের পক্ষে তাহা অনুষ্ঠান করা দুরূহ বিবেচনায় মহর্ষি ঐ চারি বিধিকে বিভিন্ন করিয়া যজুর্ব্বেদে কর্ম্ম, অথর্ব্ববেদে ভক্তি ও সাধনোপায়, সামবেদে উপাসনা এবং ঋগ্বেদে বিজ্ঞান স্থাপন করিয়া চারিভাগে প্রকাশ করিলেন।

হে ঋষিগণ! সেই মুনি এক বেদ হইতে ঋক, যজুঃ, সাম ও অথর্ব্ব নামক চারিবেদ উদ্ধৃত করিলেন। পরে তিনিই ইতিহাস ও পুরাণাদিকে প্রণয়ন করেন, এই কারণে উহাদিগকে পঞ্চম বেদ বলা হইয়া থাকে। ১ম। চতু। ২০।

সেই মহর্ষি স্বীয় শিষ্য পৈলকে ঋগ্বেদ, জৈমিনীকে সামবেদ, পারঙ্গত ও পবিত্র বৈশম্পায়নকে যজুর্ব্বেদ শিক্ষা দেন। ১ম। চতু। ২১।

পরে অঙ্গীরা মুনির পুত্র সুমন্ত অতি দারুণ অর্থাৎ কঠোর সাধক ছিলেন। তিনিই

অথর্ব্ববেদ অভ্যাস করেন। ব্যাসকৃত ইতিহাস পুরাণাদি আমার পিতা রোমহর্ষণই শিক্ষা করেন। ১ম। চতু। ২২।

পরে পূর্ব্বোক্ত ঋষিগণ স্ব স্ব শিক্ষিত বেদ শিষ্যদিগকে শিক্ষা দেন; এবং শিষ্য প্রশিষ্যাদির শিক্ষায় ক্রমে ঐ বেদ সকলের অনেক শাখা হইয়াছে। ১ম। চতু। ২৩।

ঐ সমস্ত বেদে পূর্ব্বস্থিত মন্ত্রাদি যথার্থই সন্নিবিষ্ট আছে। কেবল পূর্ব্বাপেক্ষা আধুনিকেরা অল্পমেধাবান্ হওয়াতে ধারণায় অক্ষম বিবেচনায় তাহাদের প্রতি কৃপালু হইয়া মহর্ষি সহজরূপে বেদ বিভাগ করিয়াছেন। ১ম। চতু। ২৪।

হে ঋষিগণ! স্ত্রী জাতি, শূদ্রগণ ও ধর্ম্মপতিত ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য প্রভৃতি দ্বিজগণের পক্ষেও বেদ শ্রবণ করান অকর্ত্তব্য বিবেচনায় তাহাদের শ্রেয়োলাভের কারণ ধর্ম্মাধর্ম্ম আখ্যান স্বরূপ মহর্ষি ভারত প্রণয়ন করেন; কারণ উহারা প্রায়ই কর্ম্মহীন ও মূঢ় হইয়া থাকে। ১ম। চতু। ২৫।

হে দ্বিজগণ! প্রজাগণের এবম্বিধ হিত সাধন করিয়াও সেই মহর্ষি ব্যাসের সন্তুষ্টি না হওয়াতে তিনি মনে মনে অসন্তুষ্ট ছিলেন। সেই অসন্তোষ দূর করিবার কারণ সেই ধর্ম্মবিৎ ঋষি সরস্বতীর বারিতে শুদ্ধ হইয়া নদীতটের নির্জ্জন স্থানে বসিয়া চিন্তা করিতে লাগিলেন। ১ম। চতু। ২৬। ২৭।

হে ঋষিগণ! সেই মহর্ষি চিন্তা করিতে করিতে এই ভাবিয়াছিলেন, যথা:— "আমি ধৃতব্রত, ব্রহ্মচারী হইয়াও বেদ, গুরু ও অগ্নির উপাসনা করিতে ত্রুটি করি নাই, এবং স্থিরচিত্তে বেদ, গুরু ও অগ্নির পক্ষে উপদিষ্ট কর্ম্মসমূহও পালন করিয়াছি। বিশেষতঃ স্ত্রী শূদ্রগণের হিতার্থে ধর্ম্ম প্রদর্শন করিবার কারণ বেদার্থমূলক ভারত প্রণয়ন করিয়াছি। তবে কেন আমার মন তুষ্ট হইতেছে না? ১ম। চতু। ২৮।

আমি বেদাধ্যয়ন ও অধ্যাপনার তেজে সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বই হীন নহি, তবে কেন আমার আত্মা—হৃদয়ে অসম্পন্নের ন্যায় প্রকাশ পাইতেছে? বোধ হয়, আমি ভগবান্ বিষয়ক ধর্ম্ম সম্যক্রূপে প্রকাশ করিতে পারি নাই। কারণ যে ধর্ম্ম পরমহংসগণের প্রিয় তাহাই বিষ্ণুর প্রিয় হইয়া থাকে।" ১ম। চতু। ২৯। ৩০।

হে ঋষিগণ! সেই মহর্ষি সরস্বতীতীরে বসিয়া এই প্রকার আপনার আত্মার প্রতি আপনি দুঃখিত হইতেছেন, এমন সময়ে মহর্ষি নারদ সেই আশ্রমের সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

সেই মহর্ষি ব্যাস, সুরগণ কর্ত্তৃক পূজিত দেবর্ষি নারদের আগমন জানিতে পারিয়া সত্বরে চিন্তা ত্যাগ পূর্ব্বক গাত্রোত্থান করিয়া, তাঁহাকে বিধিমত পূজা করিলেন।

শ্রীভাগবত মহাপুরাণের প্রথমস্কন্ধে চতুর্থ অধ্যায়ে

উপেন্দ্র কৃতানুবাদ সমাপ্ত।

ব্যাখ্যা। কোন মাননীয় ঋষি আসিলে তাঁহাকে আশ্রমী ঋষির দেবতার ন্যায় পূজা করা উচিত; তাহাই ব্যাস করিলেন। পৌরাণিক অলঙ্কারমতে শাস্ত্র পাঠ করিয়া নারদাদি সপ্তর্ষি ও দক্ষাদি প্রজাপতিকে মানবরূপী ঋষি বা শ্রেষ্ঠজন বলিয়া বিবেচনা হয়। সেটী আমাদের মহাভ্রম। পুরাণ প্রণয়ন করিবার কালেই ভগবান ব্যাস প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন যে, অজ্ঞানী মানব অতি ভীষণ। যাহাদের জ্ঞান নাই, তাহাদের বিশ্বাস নাই। যাহাদের বিশ্বাস নাই, তাহাদের ঈশ্বরে ভক্তি নাই। ঈশ্বরের ভয় হৃদয়ে না থাকিলে মানব ও পশুতে কিঞ্চিন্মাত্র প্রভেদ নাই। অতএব আশ্রমী জ্ঞানীগণের উচিত যে, এই অরণ্যবিহারী পশুগণের ন্যায় জড়মতি অজ্ঞানী মানবগণকে সত্য ও ঈশ্বরানুস্তচিত্ত করিয়া ধার্ম্মিক করেন। যে মানবের জ্ঞান প্রবল না হয়, তাহার দ্বারা যে কত অহিতাচরণ কৃত হয়, তাহা বলা বহুল্য। যেমন পশুদিগকে বশীভূত করিতে হইলে প্রথমে তাহাকে আবদ্ধ করিয়া নানা প্রকার ভবিষ্যৎহিতকারী নিয়ম করিতে হয়। তদ্রূপ অজ্ঞানীকে ভবিষ্যৎহিতরূপী জ্ঞানোপদেশ দিবার জন্য আপাততঃ মনোহর ও অলঙ্কারে আরোপিত কাল্পনিক রচনার যে সকল শাস্ত্র রচিত হইয়াছে, তাহারাই পুরাণ ও উপাখ্যান নামে জগতে প্রকাশিত। বেদাদির জ্ঞানতত্ত্বে যে সকল বিজ্ঞান আলোচনা আছে, পুরাণে সেই উপায় সমূহই নায়ক নায়িকাদিতে পরিকল্পিত বুঝিতে হইবে। এই নারদই অধ্যাত্মমতে আত্মজ্ঞান। একথা তৃতীয়স্কন্ধে বিশদরূপে প্রকাশিত হইবে।

ইতি শ্রীভাগবতে চতুর্থাধ্যায়ে উপেন্দ্রকৃতাধ্যাত্মব্যাখ্যা সমাপ্ত।

পঞ্চম অধ্যায়

সূত কহিলেন, হে ঋষিগণ! তদনন্তর সেই পার্শ্বস্থিত সুখোপবিষ্ট বিপ্রর্ষি ব্যাসকে, দেবর্ষি বীণাপাণি, বৃহচ্ছ্রবা (নারদ) ঈষৎ হাস্যের সহিত এই কথা বলিলেন। ১। ৫। ১।

ব্যাখ্যা। কোন বন্ধু অলক্ষ্য থাকিয়া কোন ভাবিত বন্ধুর আন্তরিক ভাব জ্ঞাত হইলে, সেই ভাব নিবারণ করিবার নিমিত্ত ভাবিত বন্ধুর সম্মুখে ঈষৎ হাস্যে প্রকাশিত হইয়া থাকে, ইহা প্রাকৃতিক নিয়ম; সেইরূপ দেবর্ষি নারদ স্বীয় জ্ঞানে ব্যাসের মনোভাব জানিয়াছিলেন বলিয়া ঈষৎ হাস্যে তাঁহার সম্মুখে প্রকাশিত হই-

লেন্। বিজ্ঞানে মুখশ্রী দেখিলেই ভাবনা স্থির করিবার উপায় আছে। তাহা সিদ্ধমাত্রেই অবগত ছিলেন এবং হইতে পারেন।

নারদ কহিলেন, হে পরাশরপুত্র! হে মহাভাগ! তুমি কি শরীরাভিমানী আত্মা লইয়া শরীরের প্রতি তুষ্ট হইতে পার? না—মানসিক আত্মা লইয়া মনের প্রতি তুষ্ট থাকিতে পার? হে ঋষি! তুমি যে ধর্ম্মার্থসমূহপরিপূর্ণ ভারত প্রণয়ন করিয়াছ, তাহাতে তোমার মন যে প্রশ্ন জানিতে ইচ্ছা করিতেছে, বোধ হয়, তুমি তাহা জানিয়াছ। হে প্রভো! তুমি সেই সনাতন ব্রহ্মের বিষয় বিচার করিতে ইচ্ছুক আছ, কিন্তু আমার বোধ হয়, তুমি সেই ব্রহ্মকে প্রাপ্ত হইয়াছ, তবে কেন বৃথা শোক করিতেছ? ১।৫।২।৩।৪

দেবর্ষি নারদের এইপ্রকার বাক্য শ্রবণ করিয়া মহর্ষি ব্যাস কহিলেন, হে নারদ! আপনি যাহা যাহা বলিলেন, সে সমস্ত যথার্থই বুঝিয়াছি, তবে কেন আমার আত্মা পরিতুষ্ট হইতেছে না? (বোধ হয় ব্রহ্মের বিষয় জানিতে এক্ষণেও অক্ষম আছি।) সেই কারণে আপনাকে অগাধবুদ্ধি ও ব্রহ্মার পুত্র জানিয়া সেই মূলকারণ-স্বরূপ ব্রহ্মের নিগূঢ় তত্ত্ব জিজ্ঞাসা করিতেছি। ১।৫।৫

সেই পুরাণ পুরুষের সমস্ত গুহ্য বৃত্তান্ত আপনি জ্ঞাত আছেন, কারণ আপনি তাঁহাকে উপাসনা দ্বারা জানিয়াছেন। হে ঋষে! সেই ঈশ্বর কি প্রকারে সংকল্প মাত্রে গুণসকলের সাহায্যে এই বিশ্ব সৃজন ও হরণ করিয়া অসঙ্গতভাবে অবস্থান করিতেছেন, তাহা বলুন। আপনি সূর্য্যের ন্যায় মহাতেজে এই ত্রিলোকে ভ্রমণ করিয়া থাকেন, এবং অন্তশ্চারী বায়ুর ন্যায় সকলের অন্তঃকরণের ভাব জ্ঞাত আছেন। হে ঋষে! যোগবলে ব্রহ্মে মগ্ন থাকিয়াও এবং বেদাদি অধ্যয়ন দ্বারা অবরব্রহ্মে অর্থাৎ জীবাত্মায় মগ্ন থাকিয়াও যখন বিচারপূর্ব্বক আত্মাকে অসম্পন্ন বোধ করিতেছি, তখন অবশ্য কোন অংশে বিচারে অক্ষম হইয়াছি; অতএব তাহা পূরণ করুন। ১।৫।৬।৭

ব্যাসের এবংবিধ বাক্য শ্রবণ করিয়া নারদ কহিলেন, হে মহাভাগ! আমার বিবেচনায়, বোধ হয়, তুমি ভগবানের যশঃকীর্ত্তন উত্তমরূপে করিতে পার নাই; কারণ যে যশোগানে আপনার আত্মার পরিতোষণ হইল না, তাহা অসম্পূর্ণ ভিন্ন আর কি হইতে পারে? ১।৫।৮।

ব্যাখ্যা। এই স্থানে মহর্ষি নারদ একটী মহান্ উপদেশ প্রদান করিলেন। যেমন অল্প ভক্ষ্যদ্রব্য আহার করিলে ক্ষুধিত ব্যক্তির তৃপ্তি হয় না, তেমনি বিশ্বাসের সর্ব্বক্রিয়া সাধন না হইলে বিশ্বাসকারীর সন্দেহ মিটে না। বিশ্বাস দ্বারা আকৃষ্ট হইয়া প্রেমে মগ্ন হইলে আত্মার মঙ্গলামঙ্গলের ভার ঈশ্বরের উপর একেবারে অর্পণ করা যায়। তাহাতেই পরমানন্দ উপস্থিত হইয়া থাকে। লোকে সেই আনন্দ

প্রকাশকেই যশঃকীর্ত্তন কহে। সেই প্রমাণে নারদ কহিলেন—"তোমার বিশ্বাস যদি সেই ভগবানে স্থির করিয়া, তুমি তাঁহার প্রেমে মগ্ন হইতে পারিতে, তাহা হইলে তোমার হৃদয় শান্তিলাভ করিতে পারিত; এখনো তাহা করিতে পার নাই, সেই কারণে তোমার আত্মা সন্তুষ্ট নহেন।"

হে মুনিবর! তুমি যে প্রকারে অর্থাদির সহিত ধর্ম্মসমূহ কীর্ত্তন করিয়াছ, তাহাতে ধর্ম্মকীর্ত্তনই পর্য্যাপ্ত হইয়াছে। বাসুদেবের মহিমা কীর্ত্তন ত তাহাতে সম্যক্‌পরিমাণে বর্ণিত হয় নাই? যদি কোন রচনা অতি মাধুরীসম্পন্ন হয় এবং তাহাতে জগৎপবিত্রকারিণী হরিগুণবর্ণনা না থাকে, তাহা হইলে তাহা কাকতীর্থের ন্যায় পরিগণিত হইয়া থাকে; কারণ তাহাতে ব্রহ্মপুরবাসী মানসহংসেরা ক্রীড়া করেন না। ১। ৫। ৯। ১০।

ব্যাখ্যা। এইটীও রূপক। কাকশব্দের অর্থ কামী। তীর্থ শব্দে স্থান। কাক-তীর্থ শব্দে কামিগণের রতিস্থান। সত্ত্বপ্রধান মনে যাঁহারা বর্ত্তমান থাকেন, সেই যোগিগণকে মানসহংস কহে। ব্রহ্মপুরবাসী অর্থাৎ ব্রহ্মতন্ময়চিত্ত যোগিগণ যে রচনায় হরিগুণ বর্ণন হয় নাই, তাহা অতি মধুর হইলেও তাহাকে কামিগণের রতিস্থান অর্থাৎ আদিরসাশ্রিত বলিয়া বর্ণনা করেন।

যদি কোন রচনায় পদচাতুরী না থাকে, কিন্তু তাহার প্রতি শ্লোকেই যদি হরির কথা বর্ণিত হয়, তাহা হইলেও সেই রচনা সাধুগণের শ্রবণযোগ্য, কীর্ত্তনীয় ও ভজনীয় হইয়া থাকে। ১। ৫। ১১।

যদি কোন জ্ঞানবাক্য উপাধিবিহীন কর্ম্মসম্বন্ধবর্জ্জিত উপদেশ মণ্ডিত হয় এবং তাহাতে যদি সেই নারায়ণের ভাব না থাকে, তাহা কখন শোভাজনক হয় না। হে ব্যাস! সাধন ও ফল লাভাদি কর্ম্মসমূহের দুঃখস্বরূপ কামনা যদি সেই ঈশ্বরেই অর্পিত না হইল, তবে তাহার অনুষ্ঠানে কি শোভা হইবে? ১। ৫। ১২।

ব্যাখ্যা। মনকে স্থির করিবার নিমিত্ত যে সাধন ও ফললাভ-জ্ঞাপক যজ্ঞাদি করা হয়, তাহা যদি ঈশ্বরে অর্পিত না হয়, তবে মোক্ষ হয় না।

হে ব্যাস! তুমি যখন যথার্থদর্শনকারী, পবিত্রকীর্ত্তি, সত্যরত এবং ধর্ম্মানুষ্ঠানে সততই ব্রতী রহিয়াছ, তখন স্বীয় আত্মাকে সন্তুষ্ট করিবার জন্য যে ভাবে এই নিখিল-বন্ধন হইতে মুক্ত হইতে পারা যায়, তাহা জানিতে সেই শ্রীহরিকে সমাধি দ্বারা স্মরণ কর। ১। ৫। ১৩।

ব্যাখ্যা। বিজ্ঞানমতে জ্ঞান পরের দ্বারা শিক্ষা হয় না; পরে উপায় শিখাইতে পারে; কিন্তু সেই উপায়ের অনুসরণ করিয়া আপনাকে জ্ঞান আহরণ করিতে হয়। জ্ঞা—ধাতুর অর্থ জানা। জ্ঞানশব্দের অর্থ জানিবার ক্ষমতা। ঈশ্বর বাসনার নিয়মানুসারে এই জীবদেহ প্রদান করিবার কালে ইহাতে সমস্ত প্রয়োজনীয় বস্তু প্রদান করেন। অনুভবশক্তিই জ্ঞানের ক্রিয়াপ্রকাশক। চক্ষু, কর্ণ, নাসা প্রভৃতি জ্ঞানেন্দ্রিয় সকল তাহার ক্রিয়া করিয়া থাকে। যেমন একটী বীজের মধ্যে বৃক্ষের সর্ব্বাঙ্গ ও সর্ব্ব ক্রিয়া অস্ফুটভাবে অবস্থান করে, পরে অঙ্কুরে প্রকাশ পায়, তদ্রূপ শিশুর দেহে জ্ঞানাদিও অস্ফুটভাবে থাকে। সেই জ্ঞান পরিচালনা না করিলে আত্মজ্ঞান উপস্থিত হয় না। আত্মজ্ঞান উপস্থিত না হইলে জ্ঞানের ক্ষমতা প্রকাশ পায় না। যেমন মেঘ দূরীভূত হইলে আকাশে সূর্য্যকে দেখিতে পাওয়া যায়, তদ্রূপ ইন্দ্রিয় ও রিপুগণকে বশীভূত করিতে সমাধি বা যোগের প্রয়োজন হইয়া থাকে; এবং সমাধি বা যোগকরণের পূর্ব্বে হৃদয়কে অনুষ্ঠিত কর্ম্মের প্রতি বিশ্বাস ও প্রেম স্থাপন করিবার নিমিত্ত সূক্ষ্মদর্শী, নিষ্কলুষিতমনা, সত্যধর্ম্মরত ও সর্ব্বদাই ধৃতব্রত হইতে হয়।

এই কারণে মহর্ষি নারদ ব্যাসকে বলিলেন :—"হে ব্যাস! তোমার আত্মজ্ঞান উপস্থিত হয় নাই, আত্মজ্ঞানে আত্মা কখন ক্ষুব্ধ হয় না। আত্মজ্ঞান উপার্জ্জন করিতে যে সমস্ত আয়োজন করিতে হয়, তাহা তুমি অনুষ্ঠান করিয়াছ; এক্ষণে সমাধি দ্বারা সেই শ্রীহরিকে চিন্তা কর, তাহা হইলেই, তাঁহার লীলা বুঝিতে পারিয়া সুখী হইবে।"

হে ব্যাস! শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপ বর্ণনা ভিন্ন কেহ যদি আর কিছু বর্ণনা করিতে ইচ্ছা করে, তাহা অতিরিক্ত হইয়া উঠে। পৃথক্‌দৃষ্টির নিমিত্ত সে ব্যক্তি যে প্রকারে শ্রীহরির রূপ ও নাম প্রকাশ করিবে, তাহাতে কখনই অনবস্থিত মতি স্থির হইবে না। যেমন বাতাহত নৌকা সমুদ্রে স্থির হইতে পারে না, মতিও তদ্রূপ হইয়া থাকে। ১।৫।১৪।

ব্যাখ্যা। আত্মজ্ঞানী ভিন্ন শ্রীহরির স্বরূপ বুঝিতে কেহ পারে না। যেমন জ্যোতির্ব্বিৎ ভিন্ন সৌরচক্রের ভাবপ্রকাশকরণ দুরূহ হয়, তেমনি আত্মজ্ঞানী ভিন্ন ঈশ্বরানুভব করিতে কেহ পারে না। আত্মজ্ঞানী না হইলে ঈশ্বরে স্থিরদৃষ্টি হয় না। একথা স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ গীতায় অর্জ্জুনকে বলিয়াছেন :—"হে কুরুনন্দন! আত্মজ্ঞানব্যবসায়িকা বুদ্ধি এক হয়—অনাত্মজ্ঞানব্যবসায়িকা বুদ্ধি বহুশাখাবতী হইয়া থাকে।" সন্দেহ থাকিতে বুদ্ধি স্থির করিবার যো নাই। যদি একজন মানুষের প্রতি আমার বিশ্বাস বা ভক্তিই না হইল, তবে সেই মানুষের যথার্থ গুণ কি প্রকারে প্রকাশ করিতে পারি? এই ন্যায়ে বুঝা যায়, আত্মজ্ঞানী না হইলে হৃদয় স্থির হয় না। হৃদয় স্থির না হইলে শ্রীহরিকে ধারণা করা যায় না; ধারণায় অক্ষম হইলে ভিন্নদৃষ্টি অর্থাৎ ঈশ্বরের স্বরূপানুভব স্ফুরিতে পারা যায় না। নারদ ইহা বুঝাইয়া ব্যাসকে নিরুদ্ধ-

চিত্ত হইতে উপদেশ দিলেন এবং শ্রীহরিকে জানিয়া তাঁহার লীলা প্রকাশ করিতে বলিলেন; আরো বিশেষ করিয়া এই বুঝাইলেন যে "হে ব্যাস! তুমি যে আমাকে ঈশ্বরানুভবের স্বরূপ কহিতে বলিয়াছিলে, তাহা প্রকাশ করিবার যো নাই; তাহা সাধনসাধ্য। তুমি সাধন দ্বারা শ্রীহরিকে প্রত্যক্ষ করত তাঁহার লীলা বর্ণনা করিয়া আত্মাকে শুদ্ধ কর।"

হে ব্যাস! মানবগণ স্বভাবতঃ কাম্য কর্ম্মে রত ছিল, পরে তোমা দ্বারা যে প্রকারে ধর্ম্মের অনুশাসনে শাসিত হইয়াছে, তাহাতেই তাহাদের মহা ব্যতিক্রম উপস্থিত হইয়াছে। পূর্ব্বে তাহারা কাম্য ধর্ম্মকেই ধর্ম্ম বলিয়া জানিত, এক্ষণে সেই সকল অজ্ঞ লোকেরা তোমা কর্ত্তৃক উপদেশ ভিন্ন অন্য নিবারণ মানিবে না। ১। ৫। ১৫।

ব্যাখ্যা। মহাভারতাদির পূর্ব্বে কাম্য কর্ম্মের বৈদিক উপদেশশাস্ত্র ছিল না। কামিগণকে বেদার্থসংযুক্ত উপদেশ দিবার জন্য মহর্ষি ব্যাস ভারত-শাস্ত্র প্রণয়ন করিয়াছিলেন। তাহা সংসারিগণের ধর্ম্মোপদেশমাত্র। পূর্ব্বে সংসারিগণ কাম্য কর্ম্মে রত থাকিয়া, তাহা হইতেই নিবৃত্তি পাইবে, এমন ভাবিত না; সেই কারণে এই বৈষ্ণবী নিবৃত্তি ধর্ম্মকে শ্রেষ্ঠ জানিত; কিন্তু ব্যাস তাহা স্থির রাখিয়াও কাম্য কর্ম্মের ফলাফল দেখাইবার নিমিত্ত যেভাবে কর্ম্মাচরণ করিলে মুক্তি পাওয়া যায়, তাহা ভারতশাস্ত্রে দেখাইলেন বলিয়া, সকলে তাহাতে অনুরত হইয়া নিবৃত্তিধর্ম্মের কঠোর ভাবে আর কেহ আসিতে চাহিল না।

ইহাতে বিশেষ জানা গেল যে, ব্যাস কামুকগণের হিতার্থে ভারত দ্বারা উপদেশ দিয়াছেন, মোক্ষের জন্য নহে।

হে ব্যাস! যথার্থই নিবৃত্তিধর্ম্ম বুঝিয়া ক্রিয়াগুলিকে বিসর্জ্জন দিয়া, অনন্তপার বিভুর স্বরূপানুভব করে, এমন বিচক্ষণ ব্যক্তি অতি বিরল। তথাপি হে বিভো! যিনি গুণসমূহ দ্বারা সর্ব্বসমক্ষে দেহাভিমানী দেখাইতেছেন, তুমি সেই ভগবানের ক্রিয়াগুলি, সকলকে বিদিত কর। ১। ৫। ১৬।

ব্যাখ্যা। প্রবৃত্তিধর্ম্মরূপী ভারত যে একেবারে নিন্দনীয় নহে, তাহা জানাইবার নিমিত্ত নারদ বলিলেন:—"হে ব্যাস! সংসার পরিত্যাগ করিয়া নিবৃত্তিধর্ম্মমতে সেই হরিতে মগ্ন হয়, এমন বিচক্ষণ ব্যক্তি অতি বিরল। তাহা ভাবিয়াই সংসারিগণকে পাপভাগী না করিবার নিমিত্ত ভারত উপদেশ দিয়াছ, তাহাতে সংসারিগণ, যেভাবে পুণ্যসঞ্চয়ে জীবাত্মার উন্নতি ও পাপে তাহার অধোগতি হইবে, তাহা বুঝিতে পারিবে। তথাপি জ্ঞানীর কৃপণতা করা উচিত নয়; তুমি সর্ব্বসমক্ষে সেই শ্রীহরির

তত্ত্ব উপদেশ প্রদান কর, তাহাই মুক্তির দ্বারস্বরূপ হইবে। যে ব্যক্তি মুক্তির ইচ্ছুক হইবে, সে অবারিত নিবৃত্তিপথের পথিক হইবে।"

হে ব্যাস! সেই হরিচরণাম্বুজসাধনরূপ ভক্তিরস ত্যাগ করিয়া স্বধর্ম্মানুষ্ঠানে রত হইয়া যদি কেহ অনুষ্ঠানের অসম্পূর্ণাবস্থায় পতিত বা মৃত হয়, তাহা হইলেই বা তাহার কি ফল লাভ হইবে? এবং স্বধর্ম্মসাধনে জয়ী হইলেই বা তাহা হইতে কি লাভ হইয়া থাকে? কিন্তু ভক্তিরসে কি ভদ্র কি অভদ্র সকলেই মুক্ত হয়। ১। ৫। ১৭।

ব্যাখ্যা। জন্মকুলানুসারে নিত্যনৈমিত্তিক ক্রিয়ানুষ্ঠানকে স্বধর্ম্মানুষ্ঠান কহে। শ্রুতিমতে স্বধর্ম্মে জয়লাভ করিলে তাহার ফলস্বরূপ পিতৃলোক প্রাপ্ত হওয়া যায়। পিতৃলোক বলিতে এস্থলে কোন নৈসর্গিক স্থান না বুঝিয়া পিতৃপিতামহাদির জ্ঞান-ধর্ম্মাদি দ্বারা অর্জ্জিত পুণ্য কীর্ত্তি প্রভৃতি বুঝিতে হইবে।

সংসারিগণের স্বধর্ম্মে নিরত থাকা উচিত; তাহাকেই প্রবৃত্তিধর্ম্ম কহে। ভারতে তাহারই উপদেশ বিবৃত আছে। নারদ তাহার দোষ দেখাইতেছেন:—"হে ব্যাস! শ্রুতির নিয়মানুসারে তুমি যে ভারতমধ্যে কামিগণের হিতার্থে স্বধর্ম্মের উপদেশ দিয়াছ; তাহাতে লাভ কি? যদি কেহ স্বধর্ম্ম অনুষ্ঠান সমাপন করিতে পারে, তাহা হইলে, সে তাহার ফলস্বরূপ পিতৃলোক বেদমতে পাবে। আর কেহ অনুষ্ঠানে পতিত বা অনুষ্ঠান সমাপ্ত হইতে না হইতে মৃত হইলে তাহার কোনই ফল লাভ হইবে না। সেই কারণে স্বধর্ম্ম অপেক্ষা পরধর্ম্ম আশ্রয় করা সর্ব্বথা শ্রেয়ঃ। শ্রীহরির প্রতি প্রেমরসে আসক্ত হইয়া সংসার ত্যাগকে পরধর্ম্মাশ্রয় কহে। কারণ সংসারে থাকিলে বাসনা, রিপু ও ইন্দ্রিয়াদির বশীভূত হইতে হয়। বর্ণবিভেদে নিত্যনৈমিত্তিক ক্রিয়ার নিয়ম আছে; তদ্দ্বারা স্বধর্ম্মাশ্রয় করিতে হয়। শ্রীহরির প্রেমের নিকটে নীচোচ্চযোনিভেদ বা বর্ণভেদ নাই। যে কেহ হরিপ্রেমে মত্ত হইবে, সেইই পরিত্রাণ পাইবে। অতএব তুমি শ্রীহরির ভক্তিতত্ত্ব প্রকাশ কর।"

প্রেমরসে যে সুখোদয় হয়, বিচক্ষণ ব্যক্তি তাহা ব্রহ্মলোক ও স্থাবরাদি অধস্তন লোকসমূহে ভ্রমণ করিয়াও পাইবেন না। তবে জীবে যে সুখভোগ করে, তাহা পূর্ব্বসঞ্চিত কর্ম্মানুসারে উপস্থিত হয়, তাহাকে বিষয়সুখ কহে। বিষয়ে ব্যাপ্ত থাকিলে, কালে মহদ্দুঃখ আসিয়া উপস্থিত হইতে পারে। ১। ৫। ১৮।

ব্যাখ্যা। স্বধর্ম্মানুষ্ঠানপ্রাপ্ত ফল পিতৃলোকলাভমাত্র। তাহাও অকিঞ্চিৎকর, ইহা নারদ পূর্ব্বে বলিয়াছেন। এক্ষণে তাহা কেন অকিঞ্চিৎকর তাহা বুঝাইতেছেন:— "হে ব্যাস! লোক স্বধর্ম্মে থাকিলে পুণ্যদ্বারা বিষয়সুখ লাভ করিতে পারে এবং কর্ম্মফলে ব্রহ্মলোক হইতে স্থাবর লোক অবধিও লাভ করিতে পারে; কিন্তু স্বধর্ম্মী

ত মুক্ত হয় না। জন্ম হয়ই !! জন্ম হইলেই পুনরায় পূর্ব্বকর্ম্মানুসারে কালের পীড়নে দুঃখভোগ করিতে হয়। তবে যে কিছু কর্ম্মফলে সুখভোগ করা যায়, তাহাকে বিষয়সুখ কহে, ক্ষণিকের কারণ। কিন্তু হরিপ্রেমে যে কত সুখ ও সেই সুখের আস্বাদন কি, তাহা বিদ্বান ব্যক্তি অর্থাৎ বিজ্ঞানবেত্তা ব্রহ্মলোক হইতে স্থাবর-লোকাবধি বিবেচনায় ভ্রমণ করিলে কোথাও পাইবেন না। ঐ সুখ কল্পান্তস্থায়ী; হরিতে ভন্মিত হইয়া হরিময় হইলে, মায়া দ্বারা আর তাহার পীড়ন হয় না। অগ্নি-তপ্ত বীজের ন্যায় জ্ঞানদগ্ধ হইয়া তাহার আর মায়া দর্শন হয় না। ইহাপেক্ষা সুখ আর কোথায় আছে ?” যদি কেহ মুক্ত হইতে ইচ্ছা করেন, তিনি নারদের কথামতে নিবৃত্তিধর্ম্মাবলম্বন করিবেন।

হে ব্যাস ! মুকুন্দসেবাপরায়ণ ব্যক্তি যদি সিদ্ধিলাভ না করিতে করিতে মরিয়া নীচ যোনিতেও জন্মগ্রহণ করে, তাহা হইলে, সে ব্যক্তি কখন অন্যের ন্যায় মায়াতে আবদ্ধ হয় না। কারণ যে একবার মুকুন্দের চরণালিঙ্গনের রস পাইয়াছে, সে কি কখন পুনরায় তাহাকে ত্যাগ করিতে পারে ? । ১ । ৫ । ১৯ ।

ব্যাখ্যা। যদি ভক্তিসাধনায় কেহ সিদ্ধিলাভ করিতে না করিতে মৃত হয়, তাহার কি লাভ হইবে, তাহা জানাইতে নারদ ব্যাসকে বলিলেন :—“হে ব্যাস ! অপর সংসারিগণ যেমন স্বধর্ম্মানুষ্ঠানে পতিত হইলে আত্মাকে অধোগামী করিয়া নরকাদিতে গমন করত সংসারে আবদ্ধ হইয়া পুনরায় পাপপুণ্যাদি কর্ম্ম আহরণ করিতে থাকে ; হরিপ্রেমিকগণের সে অবস্থায় পতিত হইতে হয় না। যদি কোন প্রেমিক সিদ্ধ হইতে না হইতে কালপ্রাপ্ত হয়েন, তাহা হইলে, তাঁহাকে বাসনামতে নীচ যোনিতে জন্ম লইতে হইলেও পতিত স্বধর্মানুষ্ঠাতৃগণের ন্যায় মায়ায় আবদ্ধ হইতে হয় না। কারণ সে ব্যক্তি পূর্ব্বজন্মে হরিপ্রেমাস্বাদন করিয়াছিল বলিয়া, সে সুখ ভুলিতে পারে না। বরং সে ব্যক্তি এজন্মে সহজে মুক্ত হইতে পারে।”

হে ব্যাস ! এই বিশ্বই ভগবান্ এবং সেই ভগবানই এই বিশ্বের সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয় করিতেন বলিয়া বিশ্ব তাঁহাতে লিপ্ত, কিন্তু তিনি বিশ্ব হইতে পৃথক্‌ভাবে অবস্থিত আছেন। এইরূপ ভাবনাকে তুমি জ্ঞাত আছ ; তথাপি বিশেষরূপে জানাইতে, উপদেশমাত্র প্রদান করিলাম। ১ । ৫ । ২০ ।

ব্যাখ্যা। পূর্ব্বে মহর্ষি ব্যাস নারদকে, ঈশ্বরের স্বরূপাখ্যান করিতে অনুরোধ করিয়াছিলেন, তাহা পূরণ করিবার নিমিত্ত নারদ বলিলেন :—

হে ব্যাস ! আমি যাহা বলিব, তাহা তুমিও জ্ঞাত আছ, তবে যদি ভ্রমবিক্ষিপ্ত চিত্তপ্রভাবে বুঝিতে না পারিয়া থাক, তাহা বুঝাইবার জন্য সামান্যভাবে সেই

ভগবানের স্বরূপ ও লীলা বলিতেছি, শ্রবণ কর। এই যে বিশ্বসংসার ইহাই ভগবানের স্বরূপ জানিবে, অর্থাৎ যে কারণসমূহে এই জগৎ বিসৃষ্ট হইয়াছে, তাহারা ঈশ্বর চৈতন্যলাভ ঈশ্বরময় হইয়াছে; সেই প্রমাণে ঈশ্বর জগতের কারণস্বরূপ হইলেন এবং জগৎ তাঁহার কার্য্যস্বরূপ হইল। কার্য্য ও কারণে যেরূপ অভেদভাব বর্ত্তমান হয়, ঈশ্বরে ও জগতে ঠিক্ সেইরূপ অভেদভাব প্রতীয়মান হইবে। আর এই যে সৃজন, পালন ও হরণাদি কার্য্য দেখিতেছ, ইহাই সেই ভগবানের লীলা বলিয়া জানিও। এই ভাবনায় শ্রীহরিকে অনুভব করিতে পারিলে সিদ্ধ হইতে পারিবে।

হে ব্যাস! হে অমোঘদ্রষ্টা! তুমি আপনার আত্মায় আপনি জন্মহীন হইতেছ; কারণ তুমি শ্রীহরির অংশভূত কলা হইতে অবতীর্ণ হইয়াছ। বিশেষতঃ তুমি জগতের মঙ্গলের কারণ জন্ম লইয়াছ; এক্ষণে যাহাতে সেই পরমাত্মা শ্রীহরির পরাক্রম বিশেষরূপে বর্ণিত হয় তাহার চেষ্টা কর। ১। ৫। ২১।

ব্যাখ্যা। নারদ এই স্থানে ব্যাসকে শ্রীহরির অবতার স্বরূপ গণ্য করিয়া বলিলেন;—"হে ব্যাস! তুমি যে আমাকে ব্রহ্মনিরূপণ উপদেশ দিতে বলিয়াছিলে, তাহার যৎকিঞ্চিৎ আভাস দিলাম। আর তোমাকে বিশেষরূপে উপদেশ দেওয়া আর শোভা পায় না; কারণ তুমি জগতের হিতের জন্য জন্মগ্রহণ করিয়াছ, এই হেতু বেদার্থ সহযোগে ভারত প্রণয়ন করিয়া কামী সংসারিগণকে পুণ্যপথে আনয়ন করিয়া জগতের মঙ্গল সাধন করিয়াছ। তুমি আত্মজ্ঞানসম্পন্ন থাকিয়াও ভ্রমে অসন্তুষ্ট হইয়াছ মাত্র। এক্ষণে সেই ভ্রম দূরীকরণ করিয়া দিবার কারণ এবং তুমি যে কে? ইহা জানিবার কারণ যাহা কিছু বলিলাম, তাহাই যথেষ্ট হইল। তুমি অধুনা যাহাতে হরিগুণবর্ণনা সহজে হয় তাহার উপায় কর। তাহা হইলে জগতের মঙ্গল সাধন করা হইবে। অর্থাৎ আত্মজ্ঞানীর যথার্থ ক্রিয়া সমস্ত হইবে।"

ভ্রম নিরাকরণ করাইয়া ব্যাস যে স্বয়ং আত্মজ্ঞানী তাহা জানাইবার কারণ বলিলেন:—"হে ব্যাস! তুমি যে শ্রীহরির অবতার স্বরূপ; তুমি আপনিই আপনার গুরু, তোমাকে আবার কার ক্ষমতা শিক্ষা প্রদান করে; কারণ তুমিই বেদ সমস্তকে বিভক্ত করিয়া সকলের গুরু হইয়াছ।"

মনুষ্য ভ্রমে পতিত হইলেই তাহাকে নিজের স্বরূপভাব উদ্দীপন করাইয়া দিতে হয়। যেমন, অর্জ্জুন যখন কুরুক্ষেত্রের রণস্থলে প্রবেশপূর্ব্বক আত্মীয়গণকে দেখিয়া মুগ্ধ হইয়া কৃষ্ণের সম্মুখে ধনুর্ব্বাণ ত্যাগ করিয়াছিলেন, তখন শ্রীকৃষ্ণ গীতারূপ মহাজ্ঞান শাস্ত্র দ্বারা অর্জ্জুনের স্বরূপভাব উদ্দীপন করিয়াছিলেন; তদ্রূপ এই স্থানে নারদ ব্যাসকে আত্মস্বরূপ বুঝাইয়া পূর্ব্বোক্ত বাক্য সমূহ বলিলেন।

হে ব্যাস! পুরুষেরা তপস্যার বলে, শ্রবণশক্তির বলে, এবং বুদ্ধিদত্ত—স্বভাব-

সিদ্ধ কামনা ও বাক্যের বলে, যে ফল লাভ করিয়া থাকে, তাহা কেবল উত্তমশ্লোকের গুণানুবর্ণন ভিন্ন আর কিছুই নহে, ইহা পণ্ডিতগণ নিরূপণ করিয়াছেন। ১। ৫। ২২।

ব্যাখ্যা। শাস্ত্রমতে তপস্যাদিতে যে ফল লাভ করিলে তপস্যাদি সফল হয়, তাহা জানাইবার কারণ নারদ কহিলেন:—"হে ব্যাস! সেই হরিগুণবর্ণনে যে কত লাভ, তাহা কে বর্ণনা করিতে পারে? তবে পণ্ডিতগণ স্বীয় স্বীয় শাস্ত্রে যাহা বর্ণনা করিয়াছেন, তাহা বলি শুন:—ঋষিগণের—তপস্যা দ্বারা সেই হরিগুণানুকীর্ত্তন, প্রেমিকের—হরিগুণশ্রবণে মতিস্থিরীকরণ এবং মুক্ত ব্যক্তির—স্বভাবগত বুদ্ধিতে বাক্য দ্বারাই হউক বা মনের দ্বারাই হউক, হরিনামোচ্চারণ ও হরিপদকামনা ভিন্ন আর কোন ফল লাভের ইচ্ছা হয় না। অতএব তপস্যায়, শ্রবণে, বুদ্ধিগত স্বাভাবিক বাক্যে ও কামনাতে যখন একমাত্র হরিগুণবর্ণন ভিন্ন ফল নাই; তখন তুমি যে এত তপস্যাদি করিয়াছ, এই বারে হরিগুণ বর্ণনা করিলেই সে সকল সফল হইতে পারিবে।"

হে ব্যাস! আমি পূর্ব্বজন্মে এক দাসীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করি। ঐ দাসী কোন বেদবাদী ঋষির দাসীত্ব করিতেন। একদা চাতুর্ম্মাস্যব্রতোপযুক্ত সময়ে বর্ষা সমাগত হইলে অনেক যোগী তথায় উপস্থিত হন। যোগিগণ আমাকে বালক দেখিয়া তাঁহাদের শুশ্রূষায় নিযুক্ত করেন। আমি তৎকালেই বালকস্বভাবানুরোধে চাপল্যবর্জ্জিত, শান্ত এবং ক্রীড়াজ্ঞানহীন ছিলাম বলিয়া সেই সমদর্শী যোগিগণ আমার প্রতি অধিক কৃপা করিতেন। আমিও মিতভাষী হইয়া তাঁহাদের আজ্ঞানুবর্ত্তী হইয়া থাকিতাম। সেই দ্বিজগণ, আহার করিলে পর তাঁহাদের উচ্ছিষ্টপাত্রস্থ অবশিষ্টান্ন থাকিলে, তাঁহারা আমাকে তাহাই আহার করিতে বলিতেন। আমি তাহাই আহার করিতাম। তাহাতেই আমি পাপহীন হইলাম। এইরূপ বিশুদ্ধচিত্তে তাঁহাদের শুশ্রূষাপ্রবৃত্ত থাকিয়া, তাঁহাদের ধর্ম্মের উপরে আমার আন্তরিক রুচি জন্মিল। হে ব্যাস! সেই ঋষিগণ প্রত্যহই মনোহর কৃষ্ণকথা গান করিতেন। আমি একমনে সেই সমস্ত শ্রবণ করিতাম। তাহা শ্রবণ করিতে করিতে সেই শ্রবণপ্রিয় ভগবানে আমার রতি আকৃষ্ট হইয়া আসিল। ১। ৫। ২৩। ২৪। ২৫। ২৬।

ব্যাখ্যা। নারদ পূর্ব্বে শাস্ত্রপ্রমাণে হরিশ্রবণানুবর্ণন ভিন্ন অন্য কামনাজাত ফল শ্রেষ্ঠ নহে, তাহা বলিয়াছিলেন। সেই শাস্ত্রবাক্যও যে কখন মিথ্যা নহে, তাহা প্রমাণ করিবার কারণ আপনার পূর্ব্ববৃত্তান্ত ব্যাসের সমীপে বর্ণনা করিবার জন্য বলিলেন, "হে ব্যাস! সেই হরিগুণকীর্ত্তনে যে কত ফল, তাহা তুমি আমার জন্মকথা শুনিলেই বুঝিতে পারিবে। আমি কর্ম্মকৃত পাপে পূর্ব্বজন্মে কোন এক দাসীর

গর্ভে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলাম। সেই দাসী কোন একটী বেদবিৎ ঋষির নিকটে দাসীত্ব করিতেন। যৎকালে বর্ষাকাল উপস্থিত হইত, সেই সময় নানা স্থল হইতে যোগিগণ তাঁহার আশ্রমে আসিয়া চাতুর্ম্মাস্যব্রত সমাপন করিতেন। আমি যখন বালক ছিলাম, সেই সময়ে ঐ ঋষিরা তথায় আসিলে, তাঁহারা আমাকে শান্ত এবং চপলতা ও ক্রীড়াহীন দেখিয়া তাঁহাদের শুশ্রূষায় নিযুক্ত করিতেন। আমি তাঁহাদের কৃপায় পরিতুষ্ট হইয়া, তাঁহাদের নিকটে সত্য কথা কহিয়া সমস্ত আজ্ঞা পালন করিতাম। হে ব্যাস! তোমাকে যে আমি সৎসঙ্গে থাকিলেও হরিনামশ্রবণে হরিচরণালিঙ্গন করিতে পাওয়া যায়, বলিয়াছিলাম, তাহা কি প্রকারে লাভ করিলাম, শ্রবণ কর। প্রথমতঃ আমি ঋষিগণের উচ্ছিষ্ট খাইয়া এবং তাঁহাদের সহবাস লাভ করিয়া তৎপূর্ব্বজন্মকৃত পাপনাশ করিলাম। কারণ আমি পাপী না হইলে ভোগবিবর্জ্জিত দাসীর গর্ভে কেন জন্মিব? সেই ঋষিগণ প্রত্যহ হরিনাম কীর্ত্তন করিতেন। তাহা শ্রবণ করিয়া সেই হরির প্রতি আমার শ্রদ্ধা হইল। ক্রমে শ্রদ্ধা হইলে সেই হরিতে বিশ্বাস উপস্থিত হওয়াতে আমি সেই ঋষিগণের ধর্ম্মাক্রান্ত হইলাম। অর্থাৎ সেই হরিকে দেখিবার বাসনায় তাঁহাদের ন্যায় বৈরাগ্য ধারণ করিলাম।"

নারদ যে পূর্ব্বজন্মের কথা কেমন করিয়া এ জন্মে স্মরণ করিয়া বলিলেন, এ প্রশ্নের উত্তর পরে ভাগবতে পাওয়া যাইবে। পরে নারদ সিদ্ধ হইবার পূর্ব্বলক্ষণ দেখাইবার কারণ আপনার স্বভাব দেখাইলেন। যে ব্যক্তি সর্ব্বদা সত্য অথচ প্রিয়ভাষী, বিনীত, শান্ত ও চপলতাবর্জ্জিত হয়, তাহার স্বভাব শীঘ্রই উন্নতিপথে ধাবিত হইয়া থাকে। ইহা বিজ্ঞানসিদ্ধ। সেই প্রমাণে নারদ যোগের উপযুক্ত পাত্র হইলেন। পরে তিনি দাসীর গর্ভে জন্মিয়াছিলেন বলিয়া, পাপী ছিলেন। শাস্ত্রমতে কাম্যকর্ম্ম দ্বারা সংসারে কালযাপন করিতে করিতে যদি পুণ্য দ্বারা আত্মার উন্নতি না করা যায়, তাহা হইলে তাহার আত্মার অধোগতি অর্থাৎ তাহার কামনা অধোগতি লাভ করে। যেমন এক জন মদ্যপায়ী ও বেশ্যাভক্ত যখন মদ্যে ও বেশ্যায় নিতান্ত উন্মত্ত হয়, তখন তাহার সর্ব্বস্বনাশ হইলেও সে পূর্ব্বোক্ত রতি পরিত্যাগ করিয়া গুরুজনের উপদেশ গ্রাহ্য করে না, বরং সে সমাজদূষিত কার্য্য করিয়াও ঐরূপ দুষ্প্রবৃত্তি করিয়া থাকে। তাহাতে এই বুঝা যায় যে, কামনা নীচ হইলে, সে কামনা সাধনা ভিন্ন উন্নতির পথে ধাবিত হয় না। বাসনা হইতে কামনার জন্ম। বাসনার দ্বারা জীবাত্মা দেহ ধারণ করিয়া থাকে। পূর্ব্বজন্মকর্ম্মের বাসনা মতে জীবে পরজন্মে দেহ ধারণ করত উচ্চ নীচ গর্ভজাত হইয়া ভোগাদি ভোগ করে। পাপী—পাপিনীর গর্ভে ও ভোগহীন সংসারে জন্মগ্রহণ করিয়া থাকে। সেই প্রমাণে নারদ যে ভোগহীনা দাসীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহা অবশ্যই পূর্ব্বকৃত পাপে বলিতে হইবে। সাধনায় কামনা উন্নতিপথে ধাবিত হয়, পূর্ব্বে বলিয়াছি। সেই প্রমাণে নারদ ঋষি-

সঙ্গে থাকিয়া, এমন কি, ঋষিগণের উচ্ছিষ্ট ভক্তিসহকারে আহার করিয়া আপনার কামনার উন্নতি করিলেন। তাহাতে তাঁহার ঋষি হইতে ইচ্ছা হইল। ঋষি হইতে ইচ্ছা হইলে মন সেই ঋষিশাস্ত্রে সংলগ্ন করিয়া, যাহাতে কৃষ্ণে রতি হয়, এই কারণে তিনি কৃষ্ণগুণানুবাদ শ্রবণ করিতে লাগিলেন। শ্রবণে শ্রদ্ধা হইল। শ্রদ্ধা হইতে বিশ্বাস হইল। হরিতে বিশ্বাস হইলে, হরি কে—তাহা আত্মজ্ঞান দ্বারা জানিতে নারদ চেষ্টা করিলেন। এই হেতু শ্রবণ, কীর্ত্তন প্রভৃতির শ্রেষ্ঠ ফলই সেই হরিচরণ সেবন ভিন্ন আর কিছুই নহে।

হে মহামতে! আমার সেই শ্রবণপ্রিয় শ্রীহরিতে রুচি ও মতি লগ্ন হইলে আমি এই জ্ঞান লাভ করিয়াছিলাম যে—"সেই—আমি—যাহাকে ইতিপূর্ব্বে পদার্থপ্রপঞ্চ বলিয়া ভাবিতেছিলাম, তাহা মায়া হইতে অতীত পরব্রহ্ম স্বরূপ; আর এই দেহ কেবল স্থূল ও সূক্ষ্মভেদে বিভক্ত—বাস্তবিক নহে"। ১। ৫। ২৭।

ব্যাখ্যা। পরে নারদ জ্ঞানবলে আত্মবিজ্ঞান লাভ করিলেন। আত্মজ্ঞানিদের জ্ঞানদৃষ্টিতে কি দেখা যায়, তিনি তাহা বলিতেছেন। হে বৎস! সেই হরিতে রুচি ও মতি লগ্ন হইলে আমার আর অন্য চেষ্টা রহিল না, আমি অন্য চেষ্টাবিরহিত হইয়া শ্রীহরিতে বিশ্বাস করাতে বিজ্ঞানদৃষ্টি লাভ করিলাম। তাহাতে আমি যে ইতিপূর্ব্বে দেহের উপাধি 'আমি' শব্দকে জীব বলিয়া অর্থাৎ পদার্থপ্রপঞ্চ বলিয়া জানিতাম, তাহা নষ্ট হইল। তাহাতে সেই--আমি হইতে পরমাত্মা মহাব্রহ্ম অভিন্ন ইহা দর্শন করিলাম। যখন আমি শ্রীহরির অনুভব করিতে পারিলাম, তখন আর আমার কি লাভ না হইল?

জীব কাহাকে বলে পূর্ব্বে প্রমাণ করিয়াছি, তাহা প্রকৃতিজাত ভূতপ্রপঞ্চ মাত্র। কিন্তু ভূতগত প্রপঞ্চের ক্রিয়াশক্তিদাতা ঈশ্বরচৈতন্য। সেই ঈশ্বরচৈতন্যই ঈশ্বরের স্বরূপ। কারণ চৈতন্যই ঈশ্বরের প্রকাশক। যেমন কিরণই সূর্য্যের প্রকাশক এবং কিরণ সূর্য্য হইতে ভিন্ন নহে; তদ্রূপ চৈতন্যরূপী আত্মা ঈশ্বরপ্রকাশক, ঈশ্বর হইতে ভিন্ন নহে।

হে ব্যাস! সেই শরৎ ও বর্ষাকালের মধ্যে যত দিন সেই ঋষিগণ সেই স্থানে থাকিতেন, তাঁহাদিগের নিকটে হরিগুণ শ্রবণ করিয়া আমার ভক্তি ক্রমে প্রবৃত্তির সহিত রজঃ ও তমোগুণহীন হইয়া আসিল। ১। ৫। ২৮।

ব্যাখ্যা। রজঃ ও তমোগুণে রিপু ও ইন্দ্রিয়গণের দ্বারা আক্রান্ত হইলে সাংসারিক মায়ায় মুগ্ধ হইতে হয়। নারদ যে সাংসারিক মায়ায় একেবারে মুগ্ধ হয়েন নাই, তাহা

জানাইবার কারণ বলিলেন :—"হে ব্যাস! শরৎ ও বর্ষা এই দুই ঋতুতে চারি মাস হয়। ঐ চারিমাস ঋষিগণ চাতুর্মাস্যব্রতের কারণ তথায় আসিয়াছিলেন। ঐ চারিমাসই তাঁহারা হরিসংকীর্ত্তন করিতেন। ঐ চারি মাস হরিগুণানুবাদ শ্রবণ করিয়া আমার একেবারে সংসারকামনার উদ্রেককারী—রজঃ ও তমোগুণযুক্ত প্রবৃত্তি বিনষ্ট হইল। আমি একেবারে সত্ত্বগুণধারী হইলাম।

হে ব্যাস! আমি এইরূপ সেই ঋষিগণের প্রতি অনুরক্ত, বিনীত ও শ্রদ্ধালু হইলে আমার পাপ বিনষ্ট হইল। পরে সেই ঋষিগণ, আমাকে শান্ত ও অনুচারী বালক দেখিয়া আমাকে সমভিব্যাহারী করিলেন। পরে সেই দীনবৎসল ঋষিগণ আমার প্রতি কৃপা করিয়া তাঁহাদের বৈকুণ্ঠগমনকালে আমাকে অতি গুহ্য ভাগবত শাস্ত্ররূপ জ্ঞান প্রদান করেন। তাঁহাদের সেই ভাগবতজ্ঞানবলে আমি তৎক্ষণাৎ বাসুদেবের লীলা জানিতে পারিলাম। অর্থাৎ সেই শ্রীহরির বৈকুণ্ঠলোকে যে উপায়ে সাধুগণ গমন করিয়া থাকেন, আমি তাহা সুন্দররূপে হৃদয়ে দেখিলাম।১।৫।২৯।৩০।৩১।

সেই ভাগবত নামক জ্ঞানশাস্ত্রে এপ্রকার বাক্যসমূহ সংযোজিত আছে যে, তদ্দ্বারা ঈশ্বরকে কর্ম্মসমূহ অর্পণ করিলে, সেই কর্ম্মসমূহ হইতে মানবের তাপত্রয় বিনাশকারী ফলরূপ ভেষজ উৎপন্ন হইয়া থাকে।" ১। ৫। ৩২।

ব্যাখ্যা। সেই ভাগবতশাস্ত্রে এমন উপদেশ আছে, যদ্দ্বারা সাধন করিলে, লোকের ত্রিতাপ নাশ হইয়া থাকে। অধিভূত, অধিদৈব, আর অধ্যাত্ম এই তিনটী দুঃখসংযুক্ত মানসিক ভাবকে তিনটী তাপ অর্থাৎ পীড়া কহে। মনকে নিরুদ্ধ করিয়া কোন একটী কামনায় ইন্দ্রিয়সংযোজনা করাকে সাধন কহে। ঐ সাধন চারি প্রকার:—নিত্যানিত্যবস্তুবিবেক; ইহ-পরজন্মীন-ফলভোগবিরাগ; শমদমাদিসাধন-সম্পত্তি আর মুমুক্ষুত্ব।

ব্রহ্ম ভিন্ন সমস্তই অনিত্য; এমন সাধনকে নিত্যানিত্যবস্তুবিবেক কহে। ইহ জন্মে উপার্জ্জিত ধনরত্ন ও মাল্যাদি দ্বারা শোভন যেমন ক্ষণিকের কারণ, তদ্রূপ কর্ম্ম-দ্বারা পরলোকে স্বর্গাদিভোগবিষয়ক ফল লাভও অচিরস্থায়ী; এমন ভাব সাধনের নাম ইহ ও পরজন্মীন-ফলভোগবিরাগ। শম, দম, উপরতি, তিতিক্ষা, শ্রদ্ধা ও সমাধানকে শমদমাদিসাধনসম্পত্তি কহে। ঈশ্বরবিষয়ক শ্রবণ, মনন এবং নিদিধ্যাসন ব্যতিরেকে অপর বিষয়ে অন্তরস্থ ইন্দ্রিয়কে আসক্ত হইতে না দেওয়াকে শম কহে। ঈশ্বরগুণানুকীর্ত্তন শ্রবণ ও কথন ভিন্ন অপর বিষয়ক কথা শ্রবণ ও কর্ম্ম হইতে বাহ্যেন্দ্রিয়কে নিবারণ করাকে দম কহে। বিধিপূর্ব্বক যজ্ঞাদি কর্ম্ম ত্যাগ ও সংসার হইতে ইন্দ্রিয়কে দমনের নাম উপরতি কহে। শীতোষ্ণাদি সহিষ্ণুতাকে তিতিক্ষা কহে।

ঈশ্বর বিষয়ে মনের একাগ্রতাকে সমাধান কহে। গুরুবাক্য ও বেদান্তবচনে বিশ্বাসকে শ্রদ্ধা কহে। মোক্ষের ইচ্ছাকে মুমুক্ষুত্ব কহে।

এই প্রকার চারিটী সাধন দ্বারা ঈশ্বরকে কর্ম্ম অর্পণ করিলে অর্থাৎ মনোগত সমস্ত বাসনা ঈশ্বরের পবিত্র পদে অর্পণ করিলে, ভূতগত, ইন্দ্রিয়গত, অর্থাৎ মায়াগত এবং আত্মার পীড়া সমস্ত নাশ হইয়া থাকে। দেহের চিন্তা, সাংসারিক সুখ দুঃখাদির চিন্তা এবং আত্মার উন্নতির সমস্ত যদি সেই ঈশ্বরে অর্পিত করিয়া কেহ বিশ্বাসে অবস্থান করে, তবে তাহাপেক্ষা শান্তি আর কে লাভ করিতে পারে? ঈশ্বরে অর্পণ করার ভীষণ ভাব আছে। অর্থাৎ ঈশ্বর যে সমস্ত উন্নতির উপায় এই পৃথিবীতে প্রকাশ করিয়াছেন, তাহাই আচরণ করাকে কর্ম্মার্পণ কহে। যোগিগণ ফলমূলাহারকে আহার কহেন না, ঈশ্বরের নামামৃতপানকে আহার কহেন। কর্ণে শব্দ শ্রবণকে যোগীরা শ্রবণক্রিয়া কহেন না, ঈশ্বরের নাম শ্রবণক্রিয়া কহেন। যোগীরা হস্তপদে গ্রহণ গমনকে ক্রিয়া বলেন না; ঈশ্বর চরণ গ্রহণ ও তৎসমীপে গমনকে গ্রহ: ও গমন ক্রিয়া কহেন। সমস্ত ইন্দ্রিয়ই কর্ম্মকারী। তাহারা যাহা করিবে তাহাই কর্ম্ম। যোগকর্ম্মই ঈশ্বরে অর্পিত হইয়া থাকে; তাহাতেই সিদ্ধ হওয়া যায়। পদে বদ্ধাসন, হস্তে হৃদয় স্থির, কর্ণে অন্তর শ্রবণ, চক্ষে অন্তর দৃষ্টি, রসনায় নামোচ্চারণ, মনে অনুভব গ্রহণ, এই সমস্ত ক্রিয়াকে ঈশ্বরার্পিত কর্ম্ম কহে।

উপাসনার মতে যাগযজ্ঞাদিও ঈশ্বরে অর্পিত কর্ম্ম; তাহা শিক্ষার্থীর পক্ষে বটে; নিবৃত্তিবাচক নহে।

হে ব্যাস! হে সুব্রত! যে সকল বস্তুর দোষে জীবগণের পীড়া উপস্থিত হইয়া থাকে, আবার সেই সকল বস্তু অপর বস্তু দ্বারা শুদ্ধ হইয়া তজ্জাত রোগের ঔষধ স্বরূপ হইয়া থাকে। ১। ৫। ৩৩।

ব্যাখ্যা। এইটী রূপক। সংসারী হইলেই কর্ম্ম করিতে হয়। সেই কর্ম্মে, প্রবৃত্তিধর্ম্মের উপার্জ্জনই হইয়া থাকে। তাহা হইতে নিবৃত্তি কি প্রকারে হইবে? তাহা জানাইবার কারণ নারদ কহিলেন। যে বস্তু হইতে রোগের উৎপত্তি হয়, আবার সেই বস্তুই সংস্কৃত হইলে তজ্জাতরোগনাশকরী ঔষধরূপে পরিণত হইয়া থাকে। অর্থাৎ এই যে সাংসারিক ক্রিয়া ইহজন্মমাত্রেই লোকে করিয়া থাকে, তাহাকে ঈশ্বরে অর্পণ করিতে যজ্ঞাদিকর্ম্মের যে আয়োজন করিতে হয়, অর্পণ না করিতেও তদ্রূপ করিতে হইয়া থাকে; তবে কর্ম্ম যদি করিতেই হইল; তবে কর্ম্মজাত ফলও পাইব, তাহা হইতেই উত্তম ফল কি প্রকারে লাভ হইবে। ঈশ্বরে অর্পণক্রিয়া দ্বারা কর্ম্ম পরিশুদ্ধ হইলে যদি কেহ কোন ব্রতে অভিষিক্ত হয়, সেই ব্রতক্রিয়া করিতে যদি তাহার ঈশ্বর ভাবনা না থাকে, তবে তাহার কর্ম্মফল লাভ হয় মাত্র। ব্রতোপদেশমতে

উপাসনা শিক্ষা হয়। তাহাতে ঈশ্বরভাবনায় সিদ্ধ হয়। সেই কারণে নারদ বলিলেন, কর্ম্মেতেই লোকে অধিভূত, অধিদৈব ও অধ্যাত্মচিন্তায় পীড়িত হয়, আবার সেই কর্ম্ম দ্বারাই তাহা বিনাশ করিতে পারে।

হে ব্যাস! মনুষ্যগণের ক্রিয়া সমস্তই সংসাররোগ অর্থাৎ মায়াজনক, কিন্তু ঐ ক্রিয়া সমস্ত যদি পরব্রহ্মে অর্পিত হয়, তাহা হইলে, তাহারা আপনার নাশ আপনারাই ঘটাইয়া থাকে। ১। ৫। ৩৪।

ব্যাখ্যা। এই ভাবটী বোধ করা বড় দুরূহ। তবে যথাসাধ্য দেখাইতেছি। সাংসারিকগণকে ঈশ্বরে নিবিষ্টচিত্ত করিয়া মুক্ত বা পুণ্য পথগামী করিবার কারণ ঋষিগণ নানা শাস্ত্র প্রণয়ন করিয়াছেন। তন্মধ্যে যজুর্ব্বেদে যজ্ঞাদির আলোচনা আছে। সেই যজ্ঞাদিকে নানা মতে লইয়া নানা তন্ত্রের অবতারণা করা হইয়াছে। সেই তন্ত্রমতে আধুনিক দুর্গোৎসবাদি হইয়া থাকে। দুর্গাপূজা একটী মহাযজ্ঞ। তন্ত্রের দুই পথ, সাত্ত্বিক ও তামসিক। সাত্ত্বিক পথে আত্মজ্ঞান লাভ হয়; তামসিক পথে সামান্য সাধন ও স্বল্প পাপ আহরণ করা যায়। ঐ দুর্গার তামসিক ভাবে আধুনিক পূজা হইয়া থাকে, তাহা আর বুঝাইতে হইবে না। তাহাতে মনের উন্নতিমাত্রে কর্ম্ম ফলের উন্নতি ও অধোগতি লাভ আত্মাতে হইয়া থাকে। সে প্রমাণ তন্ত্রে দ্রষ্টব্য; কারণ পূজার নিয়ম ও অঙ্গ প্রকাশ করিতে হইলে ভাগবতের ন্যায় দ্বিতীয় পুস্তক হইয়া থাকে। সাত্ত্বিক পূজার কিছু বলিতেছি।

সাত্ত্বিকমতে সাধক গুরু ব্রাহ্মণের নিয়মানুসারে বা শাস্ত্রানুসারে স্বয়ং দেবীপূজা করিতে বসিয়া প্রথমে সঙ্কল্প করিবে। সঙ্কল্প ও বিকল্প মনের অবস্থা। সঙ্কল্প দ্বারা আমি যে পরমাত্মাস্বরূপ এই ভাবনা উপস্থিত হয়; আর বিকল্পে আমি জীব ও ঈশ্বর হইতে ভিন্ন বোধ হয়। ঘটশব্দে হৃদয়; সপ্ততীর্থবারি সপ্তপ্রকৃতিস্থিত মন। শাখাপল্লবাদি ইন্দ্রিয় সমূহ। ঘটোপরিস্থ অন্নাধার মায়া। তদুপরিস্থ অম্বুগর্ত্ত নারিকেল, জগৎ গর্ত্তধারী ঈশ্বর। ঘটের উপরে চিত্রিত মূর্ত্তি আত্মা। তাহা ঈশ্বর প্রকাশক তেজ। ইহাই সঙ্কল্পে জানিবে। পরে সাধক যোগসাধনাদি করিয়া তমোগুণী জীবাত্মাকে বাসনাদির সহিত বলি অর্থাৎ ঈশ্বরে অর্পিত করিয়া আত্মজ্ঞানরূপ হোমাগ্নি প্রজ্বলিত করিবে। সেই জ্ঞানাগ্নিতে প্রকৃত ঈশ্বরানুভব করিয়া যজ্ঞত্যাগে ঈশ্বরময় হইতে পারা যায়।

এই একই কর্ম্ম তামসিকে আচরণ করিলে কি লাভ, আর সাত্ত্বিকে আচরণ করিলে কি লাভ হইয়া থাকে, তাহা প্রকাশ হইল। সেই কারণে নারদ কহিলেন, মনুষ্য কর্ম্ম ভিন্ন মুক্ত হইতে পারে না; কিন্তু কর্ম্ম দ্বারাই কর্ম্মকে নাশ করিয়া ব্রহ্মলীন

হইতে হয়। এমন উপদেশ ভাগবতে আছে। অতএব হে ব্যাস! তুমি সেই শাস্ত্র প্রণয়ন কর। পূর্ব্বোক্ত প্রমাণ ব্যতীত প্রেমমার্গেও কর্ম্মাচরণ করিতে হয়। প্রথম সেবা, সেবায় ধর্ম্মশ্রদ্ধা, ধর্ম্ম শ্রদ্ধায় শাস্ত্রশ্রবণাশক্তি; তাহা হইতে রতি; রতি হইতে ক্রমে আত্মজ্ঞান। আত্মজ্ঞানে দৃঢ়ভক্তি দ্বারা বিশ্বাস হইলে ব্রহ্মময় হওয়া যায়। সাধন বিনা কিছুই লাভ হয় না।

হে ব্যাস! ভগবানকে পরিতুষ্ট করিবার কারণ, যে সমস্ত কর্ম্ম ভক্তিযোগ সহকারে করা হইয়া থাকে, জ্ঞান তাহারই অধীন হইতেছে। ১। ৫। ৩৫।

ব্যাখ্যা। নারদ ব্যাসকে কর্ম্ম হইতে নিবারণ না করিয়া, কর্ম্ম দ্বারা জ্ঞানলাভ করিবার উপায় দেখাইয়া দিলেন। কেন দেখাইলেন, তাহা তিনি বুঝাইবার কারণ এক্ষণে বলিলেন:—"হে ব্যাস! সংসারীকে সেই বিষ্ণুময় হইতে হইলে, আত্মজ্ঞানের আবশ্যকতা হইয়া থাকে। কিন্তু সেই আবার উপাসনার অধীন, এবং উপাসনা কর্ম্মের অধীন হইতেছে। অতএব ঈশ্বরপরিতোষণকারী কর্ম্ম করিলে তাহা হইতে জ্ঞান লাভ হইয়া থাকে। নিষ্কাম কর্ম্ম করা উচিত। কর্ম্ম সর্ব্বতোভাবে পরিত্যাজ্য নহে।"

হে ব্যাস ভগবানকে কর্ম্ম সমর্পণ করিতে হইলে এইরূপ ভাবিতে হয় যে:— তাঁহার শিক্ষা মতেই আমরা এই সমস্ত কর্ম্ম করিতেছি। এই সকল ক্রিয়ার দ্বারা তাঁহার গুণ ও নামাদি কীর্ত্তিত হইতেছে। ১। ৫। ৩৬।

ব্যাখ্যা। ভগবানকে কর্ম্ম সমর্পণ কিরূপে করিতে হয়, তাহা জানাইবার কারণ নারদ বলিলেন:—"হে ব্যাস! ঈশ্বরই এই মায়াশক্তি দ্বারা আমাদিগকে ইন্দ্রিয়-গুণ স্বভাব প্রদান করিয়াছেন; এবং তিনিও চৈতন্যরূপে অন্তরে রহিয়াছেন; চৈতন্য-সংযুক্ত স্বভাব ভিন্ন যখন কোন ক্রিয়া হইবার উপায় নাই, তখন সমস্ত ক্রিয়াই তৎ-কৃত বলিয়া ভাবিতে হইবে। সেই ভাবিয়া হৃদয়স্থ ভাবনামতে ভক্তিযোগ সহকারে কর্ম্ম করিলে তাহাতে তমোগুণের উৎপত্তি হয় না। কারণ ঈশ্বরদ্রষ্টা মায়াতে মুগ্ধ নহে; সে যে কার্য্য ঈশ্বরের পরিতোষণার্থ নিষ্কামভাবে আলোচনা করিবে, তাহাই ভগবানে অর্পিত বলিয়া বিবেচনা করিও।"

এই উপদেশ স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ গীতায় অর্জ্জুনকে বলিয়াছেন; যথা:—"হে কৌন্তেয়! যে কিছু কার্য্য করিবে, যাহা কিছু আহার করিবে, এবং যাহা কিছু তপস্যা করিবে, সমস্তই আমাকে অর্পণ করিও।"

আমি শব্দে পরমাত্মা; অর্থাৎ যে জ্ঞানী আমাকে জানিতে ইচ্ছা করিবে, সে নিজকৃত কর্ম্ম তপস্যাদি আমাকে অর্পণ করিলে বা আমার অনুমতিতে করিতেছে,

এমন ভাবনায় সাধন করিলে, সে কর্ম্মের দ্বারা মায়া উপস্থিত হয় না; সেই হেতু তাহাতে কর্ত্তার আত্মার উন্নতি ভিন্ন অধোগতি সাধনও হয় না।

হে ব্যাস! "ওঁ" এই প্রণব অগ্রে স্থাপন করিয়া যে ব্যক্তি "ভগবন্ তোমাকে নমস্কার, তোমার বাসুদেব মূর্ত্তিকে নমস্কার, তোমার প্রদ্যুম্ন মূর্ত্তিকে নমস্কার, তোমার অনিরুদ্ধ মূর্ত্তিকে নমস্কার, তোমার সঙ্কর্ষণ মূর্ত্তিকে নমস্কার; এই মন্ত্র তাঁহার মূর্ত্তির সহিত ধ্যান করে বা যজ্ঞ করে; সে শীঘ্র সম্যগ্দর্শনরূপ আত্মজ্ঞানী হইয়া থাকে। ১। ৫। ৩৭। ৩৮।

ব্যাখ্যা। এই মন্ত্রই শ্রীকৃষ্ণ উপাসনার বীজ মন্ত্র। জ্ঞানময়ী মূর্ত্তিকে ভগবন্মূর্ত্তি কহে। বুদ্ধি, চিত্ত, অহঙ্কার ও মনকে প্রদ্যুম্ন, অনিরুদ্ধ, সঙ্কর্ষণ ও বাসুদেব কহে। অতএব এস্থলে প্রকাশ বাহুল্য। যে ব্যক্তি সাধনার দ্বারা আত্মজ্ঞান লাভ করিতে চেষ্টা করে, তাহাকে প্রথমে বীজমন্ত্র ও মূর্ত্তির ধারণা করিতে হয়। মন, চিত্ত, বুদ্ধি, অহঙ্কারে মিশ্রিত হইলে তবে জ্ঞান প্রকাশক হইয়া থাকে। সেই কারণে যোগী পূর্ব্বোক্ত মূর্ত্তি ও মন্ত্র ধারণা করিয়া সিদ্ধ হইলে তৎক্ষণাৎ তাহার আত্মজ্ঞান উপস্থিত হইয়া থাকে।

হে বিভো! আমি এই প্রকার অনুষ্ঠান করাতে সেই শ্রীকৃষ্ণ আমার প্রতি করুণা করিয়া অপনার নিগম, জ্ঞান এবং ঐশ্বর্য্য প্রদান করিয়াছেন। অতএব হে ব্যাস! তুমিও এইরূপ নির্ম্মল যশঃ বর্ণনা কর। সেই যশঃ শ্রবণে সাধুগণ সর্ব্বদাই ইচ্ছা করেন, এবং হরিগুণ কীর্ত্তন ভিন্ন সংসারীর আর দুঃখের শান্তি নাই, ইহা তাঁহারাই কহেন। ১। ৫। ৩৯। ৪০।

ইতি প্রথমস্কন্ধে পঞ্চম অধ্যায়ে ব্যাসনারদ-
সংবাদে উপেন্দ্রকৃতানুবাদ
সমাপ্ত।

ব্যাখ্যা। নারদ কহিলেন, পূর্ব্বোক্ত মন্ত্রের ধারণা করিয়া আমার আত্মজ্ঞান লাভ হইয়াছিল; সেই আত্মজ্ঞানবলে আমি কেশবকে অনুভব করিতে পারিয়াছিলাম; এবং তাঁহার স্বরূপ, লীলা ও তন্ময় হইবার পথ আমি এই উপাসনা হইতেই জানিয়াছি। অতএব হে ব্যাস! হরিগুণ কীর্ত্তন কর।

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে প্রথমস্কন্ধে পঞ্চম অধ্যায়ে
উপেন্দ্রকৃতাধ্যাত্মব্যাখ্যা সমাপ্ত।

অথ ষষ্ঠ অধ্যায়



অনন্তর সূত শৌনককে কহিলেন :—"হে ব্রহ্মন্! দেবর্ষি নারদের এবম্প্রকার জন্ম বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া সত্যবতীকুমার ব্যাস তাঁহাকে পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন, হে মহামুনে! যখন আপনি আপনার জ্ঞানদাতা ভিক্ষুক ঋষিগণের সহিত প্রবাসিত হইলেন; তখন আপনার প্রথম বয়সে প্রথমে কি করিয়াছিলেন?" ১।৬।১।২।

হে স্বায়ম্ভুব! আপনি কি প্রকারেই বা আপনার শেষ বয়ঃক্রম অতিবাহিত করিলেন; এবং কালপ্রাপ্তে আপনার দাসীগর্ভজ শরীরই বা কি প্রকারে নাশ পাইল? । ১। ৬। ৩।

হে মুনিসত্তম! পূর্ব্বকল্পের কথা আপনার মন হইতে নষ্ট না হইয়া কি প্রকারেই বা স্মৃতিপথে রহিয়াছে? এতাদৃশ জন্ম ব্যবধানকালে সকল স্মৃতিই বিনাশ প্রাপ্ত হইয়া থাকে। ১। ৬। ৪।

ব্যাসের এই সকল প্রশ্ন শ্রবণ করিয়া নারদ কহিলেন :—"হে ব্যাস! শ্রবণ কর। সেই জ্ঞানদাতা ভিক্ষুকগণের সহিত আমি প্রবাসিত হইয়া আমার বর্ত্তমান বয়সের পূর্ব্বে আমি এইরূপ আচরণ করিয়াছিলাম। আমার জননীর আমি ভিন্ন আর পুত্র ছিল না। স্ত্রী-জাতীয়স্বভাব বশতঃ তিনি মূঢ়া ছিলেন, এবং ভাগ্যদোষে কিঙ্করী ছিলেন; বিশেষতঃ তাঁহার আমা ভিন্ন অন্যগতি না থাকাতে তিনি আমাকে অত্যন্ত স্নেহ করিতেন"। ১। ৬। ৫। ৬।

ব্যাখ্যা। নারদ এই স্থানে মাতৃস্নেহকে তাঁহার উদ্দেশ্যসিদ্ধির পক্ষে নষ্টকারী বুঝিয়া নিন্দা করিলেন। সন্ন্যাসাবলম্বনকারিদিগের পক্ষে জননীস্নেহ বিপদের স্থান হইয়া থাকে।

জননী আমার উন্নতির চেষ্টা করিতেন, কিন্তু সাধ্যমত পারিতেন না, কারণ তিনি স্বাধীনা ছিলেন না। আত্মার উন্নতি ঈশ্বরের অধীন থাকাতে তিনি চেষ্টা করিয়াও কিছু করিতে পারেন নাই; কাষ্ঠপুত্তলিকাবৎ ছিলেন; আমি যখন পঞ্চম বৎসরের বালক মাত্র ছিলাম; দিক্, দেশ, কাল প্রভৃতি তখন আমার বোধ ছিল না; কেবল মাত্র সেই ব্রাহ্মণগণের সহিত বাস করিতাম। কিন্তু জননী আমার প্রত্যাগমনের অপেক্ষায় থাকিতেন; কখন্ আমি ভিক্ষুকগণের নিকট হইতে ফিরিয়া তাঁহার সম্মুখে আসিব, এই প্রতীক্ষা করিতেন। এইরূপে কিছু কাল গত হইলে, একদা নিশা-

কালে তাঁহার প্রভুর জন্য গো দোহন করিতে জননী পথের বাহির হইয়াছিলেন। সেই পথে কালকর্ত্তৃক প্রেরিত হইয়া একটী সর্প তাঁহার পদে আঘাত করিল। তাহাতেই তাঁহার মৃত্যু হইল। জননীর মৃত্যু শ্রবণ করিয়া আমি দুঃখিত না হইয়া, বরং ঈশ্বর আমার প্রতি, আমাকে ভক্ত জানিয়া কল্যাণ করিলেন ভাবিলাম; এবং সেই সময়ে আমি উত্তরপ্রস্থে গমন করিলাম। যাইবার কালে আমি কত শত রাজপুরী দর্শন করিলাম; কত শত গ্রাম, ব্রজ, বন, উপবনাদি দেখিতে লাগিলাম; কত শত আকার কৃষিস্থান, পর্ব্বতের অধিত্যকা-ভূমি দেখিতে লাগিলাম। ১। ৬। ৭। ৮। ৯। ১০। ১১।

নানা বর্ণের ধাতুসমূহ কর্ত্তৃক বিচিত্রিত পর্ব্বতসমূহের উপরে নানাগতিতে নদী সকল তর তর শব্দে নিম্নে আগমন করিতেছে, তাহার জলমধ্যে বৃহৎ বৃক্ষগণের শাখা সমূহ মগ্ন হইয়া রহিয়াছে, তাহাও দেখিলাম। পুনরায় শত শত সরসী দেখিলাম। তাহার জলের উপরে পদ্ম সকল প্রস্ফুটিত হইয়াছিল; ভ্রমরগণ পদ্মের চারিদিকে গুণ গুণ ধ্বনিতে ভ্রমণ করিয়া তাহার শোভা বর্দ্ধন করিতেছিল, এবং বিবিধ পক্ষিকুল ইতস্ততঃ সঙ্গীত করিতেছিল তাহাও দেখিলাম। অতি ভীষণ ভীষণ অরণ্য-সমূহে নল, বেণু, শর প্রভৃতি একত্রিত হইয়া আবদ্ধ রহিয়াছে এবং কুশাদি অতি ঘন-রূপে থাকিয়া অরণ্যকে অত্যন্ত দুর্গম করিয়াছে। ঐ সমস্ত বনরাজির মধ্যস্থলে গুপ্ত-গর্ত্তস্থানসমূহ ছিল। তাহারা অতি ভয়ঙ্কর ব্যাঘ্র শৃগালাদি বন্যজন্তুগণের ক্রীড়াস্থল-রূপে ছিল। এই সকল ঘোরতর স্থান দেখিতে দেখিতে আমি বহুদূর গমন করিয়া যখন ক্ষুৎপিপাসায় আক্রান্ত ও পরিশ্রান্ত হইতাম, তখনি ইন্দ্রিয় ও আত্মাকে স্নিগ্ধ করিবার কারণ কোন নদীর তীরে বা হ্রদের তীরে যাইয়া তাহার বারিতে স্নান করিয়া দেহকে সুস্থ এবং বারি পান করিয়া প্রাণকে শীতল করিতাম। ১। ৬। ১২। ১৩। ১৪।

হে ব্যাস! এক দিবস ঐরূপ একটী অরণ্যমধ্যে যাইয়া ঐরূপে বিগতশ্রম হইলাম। সেই অরণ্যটীকে একেবারে জনসঞ্চারশূন্য দেখিয়া তন্মধ্যস্থ একটী অশ্বত্থমূলে উপবেশন করিয়া হৃদয়মধ্যে আপনা আপনি আত্মার স্বরূপ চিন্তা করিতে থাকিলাম। ১। ৬। ১৫।

হে ব্যাস! এক মনে সেই শ্রীহরির চরণপদ্মকে হৃদয়পদ্মে ধ্যান করিতে করিতে আমার হৃদয়ে এমন দৃঢ়ভাবের উদয় হইল যে, আমি প্রেমময় হইয়া শ্রীহরিকে দেখিবার কারণ উৎকণ্ঠিত নয়নে কিছু কিছু প্রেমাশ্রু বিসর্জ্জন করিতে লাগিলাম। এমন সময়ে শ্রীহরি ত্বরায় আমার হৃদয়ে দেখা দিলেন। আহা! সেই শ্রীহরির মূর্ত্তি হৃদয়ে দেখিয়া আমি এত দূর প্রেমে মগ্ন হইলাম ও পরমানন্দে পুলকিত হইলাম যে, আনন্দ-তরঙ্গে ভাসিতে লাগিলাম; আর আপনাকে অর্থাৎ আত্মাকে ও জগৎকে দেখিতে পাইলাম না। ১। ৬। ১৬। ১৭।

আহা! সেই ভগবানের রূপের মনোহর ও সর্ব্বশোকতাপহারী কান্তি দেখিয়া সহসা অন্যমনস্ক ব্যক্তি যেমন এক স্থান হইতে উত্থান করে, তদ্রূপ আমি মোহ অর্থাৎ সংসারমায়া হইতে উত্থান করিলাম। মন ও হৃদয়কে এক করিয়া প্রণিধান-পূর্ব্বক পুনর্ব্বার তাঁহাকে দর্শন করিতে ইচ্ছা করিলাম। তখন তাঁহা আর্ত্তুর ব্যক্তির আশার ন্যায় হইল। আর সেই ভগবানকে দেখিতে পাইলাম না। ১। ৬। ১৮। ১৯।

হে ব্যাস! আমি সেই বিজনবনে পুনর্ব্বার সেই রূপ দেখিব বলিয়া, কত চেষ্টা করিলাম, কিন্তু কিছুতেই তাঁহার সাক্ষাৎলাভ করিতে পারিলাম না; কিন্তু তিনি আমার প্রতি প্রসন্ন হইয়া শান্তিকর গভীরবাক্যে আমাকে যাহা বলিলেন, তাহা আমার বাক্যের অগোচর; অর্থাৎ আমার বাক্‌শক্তি তাহা পূর্ব্বে অভ্যাস করে নাই:—সেই ভগবান বলিলেন, "হে নারদ! তুমি এজন্মে আর আমার দেখা পাইবে না। আমি অসিদ্ধ যোগিগণের দুরদর্শী হই। তুমি যে একবার আমার দর্শনলাভ করিয়াছ, তাহা কেবল আমার প্রতি তোমার অনুরাগ থাকিবে বলিয়া। আমাতে অনুরাগী হইলে সাধুগণ হৃদয় হইতে সকল কামনা ত্যাগ করিয়া থাকেন। হে নারদ! তোমার অদীর্ঘকাল সাধুসেবায় আমার প্রতি ভক্তি দৃঢ় হইয়া মতি স্থির হইয়াছে। সেই হেতু তুমি ইহলোক পরিত্যাগ করিলে, আমার বিষ্ণুলোকে আসিয়া আমার পারিষদশরীর প্রাপ্ত হইবে। বিশেষতঃ হে নারদ! আমার প্রতি তোমার দৃঢ় মতি রহিয়াছে বলিয়া, তুমি কোন বিপদে পতিত হইবে না এবং প্রজাগণের বিনাশসাধনের কারণ প্রলয় হইলেও তোমার স্মৃতিনাশ হইবে না। ১। ৬। ২০। ২১। ২২। ২৩। ২৪।

সর্ব্বভূতের আশ্রয় স্বরূপ; শূন্যলিঙ্গ এবং লিঙ্গমূর্ত্তিধারী সেই ঈশ্বর আমাকে এই প্রকার বলিয়া নিস্তব্ধ হইলেন। আমিও তাঁহার কৃপা শ্রবণ পূর্ব্বক মস্তক দ্বারা বারম্বার তাহার উদ্দেশে প্রণাম করিলাম। ১। ৬। ২৫।

হে ব্যাস! অনন্তর আমি তথা হইতে গাত্রোত্থান করিয়া সেই অনন্তনামধারী ঈশ্বরের নাম কীর্ত্তন এবং তাঁহার গুহ্য লীলা সমূহ স্মরণ করিতে করিতে লজ্জা, স্পৃহা ও মাৎসর্য্যশূন্য হইয়া, কত দিনে এই দেহ কাল কর্ত্তৃক গ্রাসিত হইবে, ইহা ভাবিতে ভাবিতে সন্তুষ্টমনে পৃথিবী পর্য্যটন করিতে লাগিলাম। ১। ৬। ২৬।

হে ব্রহ্মন্! এইরূপে নির্ম্মলাত্মা হইয়াও শ্রীকৃষ্ণে মতি রাখিয়া ভ্রমণ করিতে করিতে সৌদামিনী যেমন হঠাৎ প্রকাশ হয়, তদ্রূপ কাল আমাকে গ্রাস করিবার কারণ প্রকাশিত হইল। আমিও ভগবানের প্রতিজ্ঞা স্মরণ করিয়া ভগবানের শরীরে আমার দেহ প্রদান করিলাম। তাহাতে আমার আরব্ধ কর্ম্মের সহিত পাঞ্চভৌতিক দেহের নির্ব্বাণ হইল।" ১। ৬। ২৭। ২৮।

ব্যাখ্যা। যোগিগণের মৃত্যু আধুনিক পীড়াজাত মৃত্যুর ন্যায় নহে। এই কারণে নারদ কহিলেন যে, কাল পূর্ণ হইলে আমি ভগবানের শরীরে দেহ ত্যাগ করিলাম।

পাতঞ্জল ও মহাদেব প্রণীত শিবসংহিতা নামক যোগশাস্ত্রে যোগিগণের মৃত্যুর বিশেষ বিবরণ আছে, এবং এই ভাগবতেরও স্থানে স্থানে দেখা যাইবে।

প্রাণাদি পঞ্চ বায়ুকে নিরোধ করিতে পারিলে দেহ হইতে জীবাত্মা বিচ্ছিন্ন হইয়া আত্মায় গমন করে। তাহাও সাধনসাধ্য। কুম্ভক অর্থাৎ নিশ্বাসবায়ু লইয়া অন্তরে ধারণ ক্রিয়ার দ্বারা হৃদয়স্থ প্রাণবায়ুকে একেবারে অপানের স্বাধিষ্ঠানপদ্মে নিরোধ করিতে হয়। সেই বায়ুর সহিত অপানবায়ু মিশিলে তাহাকে উর্দ্ধগতি করিয়া নাভিতে আনিতে হয়। (ইহাকে গুহ্যশ্বাস ও নাভিশ্বাস কহে)। নাভিস্থ সমান বায়ু প্রাণে মিলিলে তাহাকে পুনরায় হৃদয়ে অনাহতপদ্মে আনিতে হয়। (ইহাকে বক্ষঃশ্বাস কহে)। বক্ষঃস্থল হইতে সেই বায়ু কণ্ঠে নিরোধ করিতে হয়। (পীড়িত ব্যক্তিরা ইহাতেই বিনষ্ট হয়, ইহাকে কণ্ঠশ্বাস কহে)। যোগিগণ কণ্ঠ হইতে সেই বায়ুকে তালুতে লইয়া যান। তালু হইতে সেই বায়ুকে আজ্ঞাচক্রে প্রবেশ করাইয়া শ্বাসপ্রশ্বাস ক্রিয়া একেবারে নিরোধপূর্ব্বক জিহ্বাকে তালুছিদ্রে প্রবেশ করণানন্তর প্রাণায়াম অবলম্বনপূর্ব্বক ঈশ্বরচিন্তা করিতে থাকেন। প্রাণায়ামীদের ক্ষুধা তৃষ্ণা থাকে না; কারণ প্রাণাদি বায়ুগণের ক্রিয়াতেই ক্ষুধাদি হইত, তাহা নিরুদ্ধ হইলে আর ক্ষুধাদি ক্রিয়া কি প্রকারে হইবে।

প্রাণায়ামাবলম্বন করিয়া যোগী জীবিত থাকিতে ইচ্ছা করিলে অনন্তকাল জীবিত থাকিতে পারেন। জীবন ত্যাগ করিলে ঐ বায়ুকে সুষুম্না নাড়ীতে প্রবেশ করাইয়া জ্ঞানপদ্মরূপ সহস্রদলপদ্মে ঈশ্বরচিন্তা করিতে করিতে তাহা ভেদ করিয়া ব্রহ্মতালু দ্বিধা করিয়া বাহির করিয়া দেন।

ইহাকে ইচ্ছামৃত্যু কহে; ইহাতে স্মৃতির নাশ হয় না, জ্ঞানের নাশ হয় না; তাহা প্রমাণাসাধ্য। ঋষিগণের মতানুসারে বলিলাম। ইহাকেই ঈশ্বরে জীবনপ্রদান কহে। নারদ এই প্রকারে দেহ ত্যাগ করিয়া পরজন্মে একেবারে জ্ঞানবান্ ও ত্রিকালজ্ঞ হয়েন।

হে বিভু! যৎকালে কল্পান্ত উপস্থিত হইল। তখন ভগবান যেরূপে বিশ্বসংহার করিয়া অনন্তবারি শয়নে শয়ন করিলেন। আমিও তাঁহার অঙ্গে প্রাণবায়ুতে মিশিয়া প্রবেশ করিলাম। ১। ৬। ২৯।

ব্যাখ্যা। ইহার প্রমাণ পূর্ব্বে বলা হইয়াছে। ভগবান্ বিশ্বসংহার করিলে, কারণ, কালশক্তি, মায়াশক্তি ও প্রাণাদিকে উদরে করিয়া নিশ্চেষ্টভাবে অবস্থান করেন। সেই কালে প্রাণবায়ু গমনের নিয়মে নারদের প্রাণবায়ুও তাঁহাতে গিয়াছিল। তাহা নারদ আপনার আত্মায় আরোপ করিয়া পূর্ব্বোক্ত কথা বলিলেন।

পরে একসহস্র যুগ অতীত হইলে, ভগবান্ সৃষ্টি করিতে ইচ্ছা করিয়া যখন কারণবারি হইতে উত্থানপূর্ব্বক মরীচি প্রভৃতি ঋষিগণের সৃষ্টি করিলেন, তখন আমাকেও তাঁহাদের সহিত সৃষ্টি করিলেন। ১। ৬। ৩০।

সেই অবধি আমি মহাবিষ্ণুর অনুগ্রহ লাভ করিয়া সকল লোকের অন্তরে ও বাহিরে অখণ্ডিত ব্রত আচরণপূর্ব্বক অবাধে ভ্রমণ করিয়া বেড়াইতেছি। ১। ৬। ৩১।

ব্যাখ্যা। এই স্থানে নারদ পূর্ব্বোক্ত কথা বলিতে বলিতে উহার অন্তরে আর একটী ভাব রাখিলেন; তাহা এই:—যথা, কর্ম্ম দ্বারা সুকৃতি লাভ করিলে লোকে—বাহিরে, বা তপঃ, জন, সত্যলোক পর্য্যন্ত গমন করিতে পারে; কিন্তু অন্তরে প্রবেশ করিতে কখনই পারে না। আমার মতে আত্মজ্ঞানীরা ঈশ্বরানুগ্রহে অখণ্ডিত ব্রহ্মচর্য্য ব্রত প্রভাবে ঐ সকল লোকের বাহিরের কথা দূরে থাকুক, প্রতি জীবের অন্তরেও প্রবেশ করিতে পারেন।

অষ্টসিদ্ধিবান্ ব্যক্তির ঐ প্রকার অবস্থা যথার্থই উৎপন্ন হইয়া থাকে। ইহা যোগশাস্ত্রের নিয়ম।

হে ব্যাস! এই দেবদত্ত ও ব্রহ্মস্বরমিশ্রিত বীণা হস্তে করিয়া ইহাকে বাজাইয়া হরিকথা গান করিতে, আমি সুখে ত্রিলোক ভ্রমণ করিতেছি। হে ব্যাস! কেন গান করিয়া ভ্রমণ করিতেছি, তাহা শ্রবণ কর। আমি এই বীণাযন্ত্র সহকারে একমনে সেই ঈশ্বরের নাম গান করিলে, আহূত ব্যক্তি যেমন আহ্বানকারীকে দর্শন দেয়, তদ্রূপ সেই ঈশ্বরও আমার চিত্তে আবির্ভূত হয়েন। ১। ৬। ৩২। ৩৩।

সেই কারণে হে ব্যাস! আমি এই বলিতেছি যে:—বিষয়গতচিত্ত সংসারিগণের ভবসিন্ধু হইতে পার করিবার উত্তম নৌকাস্বরূপ একমাত্র ভাগবত হইতেছে। হে ব্যাস! মুকুন্দ সেবা করিলে যে প্রকার হৃদয় শান্তিলাভ করিয়া থাকে, কখনই যমাদি-আচরিত যোগিগণ প্রাপ্ত হইতে পারেন না। ১। ৬। ৩৪। ৩৫।

হে অনঘ! তুমি আমাকে যেভাবে পূর্ব্বে প্রশ্ন করিয়াছিলে, আমি একে একে আমার জন্মবৃত্তান্ত এবং ভগবানের পরিতোষণ কথা বলিলাম। ১। ৬। ৩৬।

এইপ্রকার হরিনামে আপনার উন্নতি দেখাইয়া নারদ কহিলেন, "হে ব্যাস! হরি-নামকীর্ত্তনরূপী ভাগবত ভিন্ন অজ্ঞান সংসারিগণের পরিত্রাণের উপায় আর নাই। কারণ ইহাতে যেপ্রকার শান্তিলাভ হয়, যোগিগণ যম অর্থাৎ ইন্দ্রিয়াদিনিরোধ, নিয়ম অর্থাৎ মন্ত্রধারণ এবং আসন অর্থাৎ উপবেশনকৌশল প্রভৃতির দ্বারা সেরূপ শান্তিপ্রাপ্ত হইতে পারেন না।"

এবম্প্রকার কথাবসানে শ্রীসূত কহিলেনঃ—"হে শৌনক! সেই ভগবান নারদ এই প্রকার বাসবীপুত্র ব্যাসদেবকে সম্ভাষণ করিয়া যথেচ্ছা গমন করিলেন। তিনি গমন করিবার কালে বীণার মধুর বাদ্যের সহিত হরিনামকীর্ত্তন করিতে লাগিলেন। আহা! সেই মহর্ষি নারদই ধন্য! তিনি বিষ্ণুর সমস্ত কীর্ত্তি একমাত্র বীণায় গান করিয়া আপনিও আনন্দিত হইয়াছেন। এবং অতুল জগৎকেও আনন্দিত করিয়াছেন"। ১। ৬। ৩৭। ৩৮।

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে প্রথমস্কন্ধে ষষ্ঠ অধ্যায়ে ব্যাস নারদসংবাদে
উপেন্দ্রকৃতানুবাদ সমাপ্ত।

ব্যাখ্যা। শৌনকাদিকে প্রশংসা করিবার কারণ সূত বলিলেনঃ—"হে ঋষিগণ! আপনারা যে হরির স্বরূপ লাভের কারণ এই যজ্ঞ করিয়াছেন, ইহা অতীব প্রশংসনীয়; দেখুন, মহর্ষি নারদ সেই হরিপ্রেমে উন্মত্ত হইয়া কিরূপ আচরণ করিয়াছিলেন। অতএব শ্রীহরির অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ও চিন্তনীয় আর কেহ নাই।"

ইতি প্রথমস্কন্ধে ষষ্ঠাধ্যায়ে উপেন্দ্রকৃতাধ্যাত্মব্যাখ্যা সমাপ্ত।

অথ সপ্তম অধ্যায়।

মহর্ষি শৌনক সূতমুখে ব্যাস ও নারদের সংবাদাদির কথা শ্রবণ করিয়া কহিলেনঃ—"হে সূত! মহর্ষি নারদ প্রস্থান করিলে ভগবান্ বাদরায়ণ বিভু, নারদের অভিপ্রায় বুঝিয়া কি আচরণ করিয়াছিলেন? এতচ্ছ্রবণে সূতগোস্বামী কহিলেন—হে মহর্ষিগণ! শ্রবণ করুন। দেবর্ষি নারদ প্রস্থান করিলে ভগবান্ ব্যাস ইহাই করিয়াছিলেন। সেই ব্রহ্মনদী সরস্বতীর পশ্চিমে, ঋষিগণের যজ্ঞবর্দ্ধনকারী শম্যাপ্রাস নামে এক আশ্রম ছিল। তাহার চতুর্দ্দিকে বদরীবৃক্ষসমূহ ফলফুলভরে বিরাজিত ছিল। তন্মধ্যে দেবর্ষি নারদের উপদেশে ব্যাসদেব যাইয়া আপনাপনি মনঃসংযম করিয়া সমাধিতে উপবেশন করিলেন। ১। ৭। ১। ২। ৩।

ব্যাখ্যা। অধুনা লোকে প্রমাণদ্বারা কোন কার্য্য করিয়া জনসমাজে যশস্বী হইয়া থাকে, কিন্তু পূর্ব্বতন ঋষিগণ তাহা করিতেন না। তাঁহারা ক্রিয়ার দ্বারা আপনাতে কার্য্য প্রত্যক্ষ করিয়া কার্য্য প্রকাশ করিতেন। ব্যাস ইতিপূর্ব্বে প্রবৃত্তধর্ম্মই সংসার

হিতকর বুঝিয়া ভারতাদি প্রণয়ন করেন; কিন্তু তাহারা মুক্তিদায়ী নহে বলিয়া, নারদের নিকট হইতে নিবৃত্তি ধর্ম্মের উপদেশস্বরূপ ভাগবত শ্রবণ করিয়া আপনাতে প্রত্যক্ষ করিবার কারণ সমাধি অবলম্বন করিলেন।

মহর্ষি ব্যাস সমাধিদ্বারা পূর্ব্বপ্রকার উপবেশনে ও নির্ম্মল ভক্তিযোগে, নির্ম্মলান্তঃকরণ হইয়া পূর্ণপুরুষস্বরূপ ঈশ্বরকে দেখিতে পাইলেন; এবং তৎক্ষণাৎ ঈশ্বরাশ্রিত মায়াদেবীকেও দেখিতে পাইলেন। ১। ৭। ৪।

আহা! সেই মায়ার কার্য্যে যেভাবে জীবসমূহ ত্রিগুণাত্মক আবরণে আবৃত হইয়া আপনাদিকে অভিমানী করিয়া সুখ দুঃখ বোধ করে তাহাও দেখিলেন। ১। ৭। ৫।

ব্যাখ্যা। যে জীব মায়াতে মোহিত হইয়া আপনার উপরে অভিমানী হয়, তাহাই দুঃখ ও শোক উপস্থিত হইয়া থাকে। মান্যে, ঐশ্বর্য্যে, শোকে, বিপদে, সম্পদে—দুঃখ ও সুখানুভব হইয়া থাকে। অভিমানীকে কর্ত্তা কহে। যেমন কোন ব্যক্তি আপনার সম্পদের উপরে অভিমানী হইয়া "আমি মহাধনী" যদি এইরূপ অভিমান করে; তবে সে তাহাপেক্ষা ধনবান্ দেখিয়া অবশ্যই কাতর হইবেই হইবে। তবে সম্পদ থাকিলেই বা অভিমানীর সুখ কোথা হইল? কেহ কাহারো প্রতি নীচ ভাবিয়া আপনাকে উচ্চ জানিয়া অভিমান করিলে, যদি সেই নীচ নিরূপিত ব্যক্তি তাহাকে মান্য না করে, তবে অভিমানী ব্যক্তি রিপুপরবশে ক্রোধ ও হিংসারূপ দুঃখে দগ্ধ হইতে থাকে। যদি কেহ আত্মীয়ের উপরে অভিমানী হয়, অর্থাৎ "আমার পুত্র আমার কন্যা, আমার স্ত্রী, আমার মাতা" ইত্যাদি ভাবে—অভিমানীকে তাহাতে আত্মীয়গণের বিনাশে মহাশোকরূপী দুঃখ ভোগ করিতে হয়। সকলই মায়ার খেলা। যে সকল ব্যক্তি সকলের মধ্যে থাকিয়া অসঙ্গভাবে অবস্থান করে, তাহাদের দুঃখসুখ ভোগ করিতে হয় না।

ভগবান্ অধোক্ষজে একবার ভক্তিযোগ অর্পণ করিলে লোকসমূহের অনর্থ প্রতীতি হইয়া থাকে। বিদ্বান্ ব্যাস সেই ক্রিয়ার দ্বারা মানবের দুঃখ বিনাশ করণার্থে এই সাত্বতসংহিতা অর্থাৎ ভাগবত রচনা করিয়াছেন। ১। ৭। ৬।

হে মুনিগণ! যাঁহারা একবার সেই মহাপুরুষস্বরূপ শ্রীকৃষ্ণের গুণকীর্ত্তন শ্রবণ করে, সেই পুরুষগণের তৎক্ষণাৎ শোক, মোহ, ভয় প্রভৃতি বিনাশকারিণী ভক্তির প্রকাশ হইয়া থাকে। ১। ৭। ৭।

মহামুনি ব্যাস এতাদৃশগুণসম্পন্ন ভাগবত রচনা করিয়া নিবৃত্তিধর্ম্মনিরত আপনার পুত্র শুকদেবকে তাহা আস্বাদন করাইয়াছিলেন। ১। ৭। ৮।

এতচ্ছ্রবণে শৌনক ঋষি সূতকে কহিলেন :—"হে সূত! তুমি যে শুকের কথা কহিলে, তিনি নিবৃত্তিধর্ম্মরত, সমস্ত উপেক্ষাকারী, আত্মারাম অর্থাৎ মুক্তপুরুষ ছিলেন ; তিনি এবম্বিধ বৃহৎসংহিতা কি জন্যই বা অভ্যাস করিয়াছিলেন" ? ১। ৭। ৯।

শৌনক ঋষির প্রশ্ন শ্রবণান্তে সূত কহিলেন :—"হে মুনে! আত্মারাম অর্থাৎ মুক্ত পুরুষগণ সংসারগ্রন্থি একেবারে ছেদন করিয়াছেন, আর তাঁহাদের কোন আশাই নাই ;—যখন কামনা-বর্জ্জিত, তখন শ্রীহরিতে ভক্তিই বা তাঁহাদের কি প্রয়োজন? কিন্তু শ্রীহরি এমনি গুণসম্পন্ন বস্তু যে, মুক্তপুরুষদেরও তাঁহাতে অহৈতুকী ভক্তি করিতে হয়। এই কারণেই সেই বিষ্ণুজনপ্রিয়, হরিগুণাবিচলিতমতি, ভগবান্ বাদরায়ণি নিত্যই ভাগবত অধ্যয়ন ও আখ্যান করিতেন"। ১। ৭। ১০। ১১।

হে শৌনকপ্রমুখ ঋষিগণ! এক্ষণে আমি রাজর্ষি পরীক্ষিতের জন্ম, কর্ম্ম ও মৃত্যুর আখ্যান এবং যাহাতে কৃষ্ণকথার উদয় হয়, তাহার আখ্যান ও পাণ্ডবগণের স্বর্গারোহণ আখ্যান করিব, আপনারা শ্রবণ করুন। ১। ৭। ১২।

যৎকালে মহাকুরুক্ষেত্রসমরে কৌরব ও পাণ্ডবপক্ষীয় বীরগণ বীরগতি প্রাপ্ত হইলেন, যৎকালে বৃকোদর ভীমসেনকর্তৃক গদাযুদ্ধে ধৃতরাষ্ট্রপুত্র দুর্য্যোধন পরাজয় স্বীকার করিয়া ভগ্নোরু হইলেন ; সেই সময়ে দ্রোণপুত্র অশ্বত্থামা, প্রভু দুর্য্যোধনের প্রিয় সাধন করিবার মানসে শিবিরশায়ী দ্রৌপদীর পঞ্চপুত্রের শিরশ্ছেদন করত, তাঁহার সম্মুখে আনিয়া দিলেন। তাহাতে তাঁহার প্রভুর পক্ষে অপ্রিয় সাধন ও লোকসমাজে নিন্দাগ্রহণ ব্যতীত আর কিছুই হইল না। ১। ৭। ১৩। ১৪।

এই প্রকারে পঞ্চকুমার হত্যা হইলে, দ্রৌপদী সেই সংবাদ শ্রবণমাত্রেই পুত্রশোকে কাতরা হইয়া বাষ্পাকুলিতলোচনে ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। দ্রৌপদীকে ক্রন্দনান্বিতা দেখিয়া কিরীটমালী মহাবীর অর্জ্জুন তাঁহাকে শান্ত্বনা করিয়া কহিলেন :—"হে দ্রৌপদি! তুমি পুত্রশোকে কাতরা হইয়া অন্তরে দগ্ধ হইতেছে, এবং নয়ননীরে বক্ষঃস্থল ভাসাইতেছ। ইহা দেখিয়া আমি এই প্রতিজ্ঞা করিলাম যে, সেই শস্ত্রধারী ও আততায়ী গুরুপুত্রের মস্তক, এই ত্রিলোকপরিকম্পনকারী গাণ্ডীবে তীক্ষ্ণধার শর যোজনা করিয়া, দ্বিধা করত তোমার সমক্ষে আনিয়া, তোমার চক্ষের জল মুছাইয়া দিব। আর পুত্রগণের সৎকারের পরে তোমাকে যে অশৌচে স্নান করিতে হইবে; সেই শত্রু-মুণ্ডোপরি উপবেশনপূর্ব্বক স্নান করিয়া আপনার পুত্রশোকদগ্ধ হৃদয় শান্ত করিও। ১। ৭। ১৫। ১৬।

অচ্যুতসারথি ও অচ্যুতবন্ধু মহাবীর অর্জ্জুন প্রিয়াকে এবম্বিধ বাক্যে শান্ত্বনা করিয়া বীরনাদে কপিধ্বজ রথে আরোহণ করিয়া গুরুপুত্রের সম্মুখবর্ত্তী হইতে তদভিমুখে রথ চালাইলেন। ১। ৭। ১৭।

মহাবীর অর্জ্জুনকে সম্মুখে আগমন করিতে দেখিয়া সেই শিশুহন্তারক উদ্বিগ্নমনে প্রাণভয়ে পলায়ন করিতে লাগিলেন। পুরাকালে ব্রহ্মা যেমন রুদ্রের ভয়ে প্রস্থান করিয়াছিলেন, অশ্বত্থামা তদ্রূপ আকুল হইয়া পলায়ন করিতে লাগিলেন। ১। ৭। ১৮।

ব্যাখ্যা। মূলে যে (কঃ) শব্দ আছে; তাহা না থাকিয়া পাঠান্তরে (যথার্কঃ) শব্দ প্রয়োগ দেখিতে পাওয়া যায়। উহাতে অর্থের বিপরীত ভাব হয় না। অর্ক শব্দে সূর্য্য। তাহা হইলে পূর্ব্বপাঠের ভাব এই হইবে:—"পুরাকালে অর্ক যেমন রুদ্রভয়ে পলায়ন করিয়াছিলেন।" (কঃ) শব্দে ব্রহ্মা, পূর্ব্বে ইহার অর্থ প্রকাশিত আছে।

এইরূপে অর্জ্জুনভয়ে অশ্বত্থামা বহুদূর পলায়ন করিয়া যখন ঘোটককে ক্লান্ত অবোলোকন করিলেন; তখন আপনাকে রক্ষা করিবার কারণ হিতাহিত বিবেচনা-শূন্য হইয়া অর্জ্জুনের প্রতি ব্রহ্মাস্ত্র নিক্ষেপ করিতে উদ্যত হইলেন। তিনি সেই ভীষণ ব্রহ্মাস্ত্র ত্যাগ করিতে জানিতেন মাত্র, তাহা সংহার করিতে জানিতেন না; কিন্তু প্রাণের আশায় মন্ত্রপূত ও ধ্যানদ্বারা সমাধিস্থিত হইয়া ব্রহ্মাস্ত্র ত্যাগ করিলেন। সেই ব্রহ্মাস্ত্র প্রকাশিত হইয়া প্রচণ্ড তেজঃ প্রকাশ করিল। সেই তেজে ভূমণ্ডল তেজোময় হইয়া উঠিল। তদ্দর্শনে মহাবীর অর্জ্জুন সেই ভীষণ বিপদ হইতে রক্ষা পাইবার কারণ বিষ্ণুকে এই ভাবে স্মরণ করিলেন:—"হে কৃষ্ণ! হে কেশব! হে মহাবাহো! হে ভক্তবৃন্দের অভয় প্রদানকারী! তুমিই একা সংসারানলদগ্ধ ব্যক্তিগণের সাক্ষাৎ ফলদাতা! তুমিই আদি পুরুষ। তুমিই প্রকৃতি হইতে শ্রেষ্ঠ,—সাক্ষাৎ ঈশ্বর। তুমি আপন চিৎশক্তির দ্বারা মায়াকে দূরীভূত করিয়া আত্মস্বরূপেই বিরাজ করিতেছ!" ১। ৭। ১৯। ২০। ২১। ২২। ২৩।

হে কৃষ্ণ! যিনি মায়ায় অভিভূত সংসারিগণকে ধর্ম্মাদি লক্ষণ দেখিয়া, ত্রিবর্গ ফল প্রদান করিয়া থাকেন; তুমিই সেই ব্যক্তি হইতেছ। হে প্রভো! তুমি ভুবনের ভারহরণের কারণ জ্ঞাতিগণের হিতসাধন ও ভক্তগণের মনোবাঞ্ছাপূরণ করিতে এই মায়ামূর্ত্তি ধারণ করিয়াছ। হে দেবাদিদেব! ঐ যে জ্বলন্ত অনল উহা কি? এবং উহা কোথা হইতে আমার সম্মুখে পরম দারুণ তেজে আসিতেছে? তাহা আমি বুঝিতে পারিতেছি না। ১। ৭। ২৪। ২৫। ২৬।

শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনের এবম্বিধ বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিলেন—"হে অর্জ্জুন! উহা ব্রহ্মাস্ত্র। দ্রোণপুত্র অশ্বত্থামা তোমাকে বধ করিতে উহা প্রয়োগ করিয়াছেন, প্রাণভয়ে ত্যাগ করিয়াছেন মাত্র। তিনি উহার সংহার জানেন না। ১। ৭। ২৭।

ঐ ব্রহ্মাস্ত্র নিবারণ করিবার অন্য অস্ত্র নাই। হে অর্জ্জুন! তুমিত অস্ত্রবিশারদ, অতএব শীঘ্র ব্রহ্মাস্ত্র ক্ষেপণ করিয়া ঐ তেজ সংহরণ কর"। ১। ৭। ২৮।

সূত কহিলেন, হে শৌনকমুনে! সেই মহাবীর শত্রুঞ্জয় অর্জ্জুন ভগবানের পূর্ব্বোক্ত বাক্য শ্রবণ করিয়া জলস্পর্শে শুচি হইয়া ব্রহ্মাস্ত্র ক্ষেপণ করিলেন। ১। ৭। ২৯।

উভয় ব্রহ্মাস্ত্র একত্রিত হইয়া ভীষণ তেজ ধারণ করিল। সেই তেজ—পৃথিবী, স্বর্গ ও অন্তরীক্ষ সর্ব্বত্রই প্রলয়কালীন অগ্নির ন্যায় প্রকাশিত হইয়া বর্দ্ধিত হইতে লাগিল। সেই ভীষণ অগ্নি প্রকাশে ত্রিলোকবাসী প্রজাগণ সেই অগ্নিতে ত্রিলোক দগ্ধ হইতেছে ইহাই বুঝিয়া মহাপ্রলয়াগ্নি মনে করিল। সেই ব্রহ্মাগ্নিতে লোকসমূহ দগ্ধ ও প্রজাগণ দগ্ধ হইতেছে দেখিয়া বাসুদেবের অভিপ্রায়মতে অর্জ্জুন উভয় ব্রহ্মাস্ত্র সংহার করিলেন। ১। ৭। ৩০। ৩১। ৩২।

তদনন্তর অর্জ্জুন রোষকষায়িতলোচনে গৌতমবংশজ কৃপীর পুত্র অশ্বত্থামাকে যজ্ঞস্থলে বলি দিবার কারণ যাজ্ঞিক যেমন রজ্জুদ্বারা পশুকে আবদ্ধ করে, তদ্রূপ বন্ধন করিলেন। যৎকালে অর্জ্জুন বলপূর্ব্বক শত্রুকে বদ্ধ করিয়া শিবিরে আনিতে লাগিলেন, সেই সময়ে পদ্মলোচন শ্রীকৃষ্ণ অশ্বত্থামার প্রতি কুপিত হইয়া অর্জ্জুনকে বলিলেন, হে পার্থ! "তুমি এই পাপিষ্ঠ ব্রহ্মদ্রোহীকে কখনই ক্ষমা করিও না। (যথার্থ এ ব্যক্তি ব্রাহ্মণ বা গুরুপুত্র হইলেও বধের যোগ্য।) কারণ নিশাকালে শিবিরসুপ্ত নিরপরাধী শিশুগণকে এই ব্যক্তি বধ করিয়াছে।" ১। ৭। ৩৩। ৩৪। ৩৫।

দেখ অর্জ্জুন, ধার্ম্মিক যুদ্ধবিৎ, কখন রোগে উন্মত্ত, যুদ্ধে ক্রোধবশে হিতাহিতজ্ঞান শূন্য, উন্মত্ত, সুপ্ত, স্ত্রীলোক, জড়, বালক, বিপদাপন্ন, ভীত ও বিরথ শত্রুগণকে বিনাশ করিবে না। হে পার্থ! অশ্বত্থামা এই নিয়মের বিপরীতাচরণ করিয়াছে বলিয়া পাপী হইয়াছে; বিশেষতঃ যে নিঘৃণ খল ঐ সকল ধর্ম্মনিয়ম জানিয়া তাহা পালন না করে এবং আপন প্রাণ—পরপ্রাণ দ্বারা তুষ্ট করে; তাহার হননই শ্রেয়ঃ; কারণ তাহা না হইলে ঐ সকল ব্যক্তির প্রায়শ্চিত্ত হয় না; বরং অধোগতি হইয়া থাকে। ১। ৬। ৩৬। ৩৭।

ব্যাখ্যা। স্মৃতির মত এই—যে সকল লোক সংসারে ধর্ম্ম উল্লঙ্ঘন বা কোন ক্রিয়ার দ্বারা পাপী হইয়া থাকে, তাহারা রাজা কর্ত্তৃক দণ্ডিত হইলে সুকৃতির দ্বারা যেমন স্বর্গলাভ হয়, তেমনি তাহারাও কৃতপাপহীন হইয়া থাকে। সেই নিয়মে শ্রীকৃষ্ণ অশ্বত্থামাকে বধ করিয়া উহার কর্ম্মজনিত পাপ নাশ করিয়া দিতে অর্জ্জুনকে বলিলেন; হিংসা করিয়া বধ করিতে বলেন নাই।

হে অর্জ্জুন! তোমার প্রতিজ্ঞা রক্ষা করিবার কারণও আমি বলিতেছি, তুমি ইতিপূর্ব্বে পাঞ্চালীর সাক্ষাতে প্রতিজ্ঞা করিয়া বলিয়াছিলে যে:—"হে মানিনি!

আমি তোমার জন্য সেই পুত্রঘাতী গুরুপুত্রের মস্তক আনিয়া দিব।" অতএব তাহা রক্ষা কর। বিশেষতঃ দেখ অর্জ্জুন! এই পাপিষ্ঠ, আত্মবন্ধুবিনাশকারী, শত্রুকে অবশ্য বধ করা কর্ত্তব্য। এই কুলপাংশুল, আমাদের অপ্রিয় সাধন করিয়া স্বীয় প্রভু দুর্য্যোধনের প্রিয়সাধন করিবে মনে করিয়াছিল, কিন্তু তাহাও সাধন করিতে পারে নাই। অর্জ্জুন ভগবান শ্রীকৃষ্ণ কর্ত্তৃক এবম্বিধ ধর্ম্মগত বধনিয়ম প্রাপ্ত হইয়া পুত্রঘাতী অশ্বথামাকে গুরুপুত্র জানিয়াই বধ করিতে ইচ্ছা করিলেন না। ১। ৭। ৩৭। ৩৮।

অনন্তর সারথি গোবিন্দের প্রিয় অর্জ্জুন, আপনার শিবিরে অশ্বথামাকে লইয়া প্রবেশ পূর্ব্বক, পুত্রনিধনজনিত-শোকাতুরা দ্রৌপদীর সম্মুখে তাঁহাকে আনয়ন করিলেন। কৃষ্ণা সেই পশুর ন্যায় পাশবদ্ধ, মন্দকর্ম্মের ভাবোদয়ে অধোমুখে অবস্থানকারী গুরুপুত্রকে দর্শন করিয়া স্ত্রীজাতিকোমলস্বভাবে করুণার্দ্র হইয়া অশ্বথামাকে প্রণাম করিলেন। সতী দ্রৌপদী গুরুপুত্রকে বন্ধনযাতনায় কাতর দেখিয়া; এবং ব্রাহ্মণকে অপর বর্ণের গুরু ভাবিয়া তাঁহাকে তৎক্ষণাৎ মুক্ত করিয়া দিতে বলিয়া, অর্জ্জুনকে বলিলেন :—"হে নাথ! আপনি যাঁহার অনুগ্রহে ধনুর্ব্বেদের রহস্যভাগ অবধি জানিয়াছেন; (ধনুর্ব্বেদের উপনিষৎভাগকে ধনুর্ব্বেদরহস্য কহে) এবং বিবিধ অস্ত্রবিদ্যায় পারদর্শী হইয়াছেন, সেই ভগবান্ গুরু দ্রোণ এক্ষণে পূর্ণভাবে পুত্ররূপে রহিয়াছেন; এবং তাঁহার স্ত্রী কৃপীতে তিনি অর্দ্ধাঙ্গভাবে অবস্থান করিতেছেন। এই বীরপুত্র প্রসব করিয়াছেন বলিয়া স্বামীর নিধনেও সতী কৃপী জীবিতা আছেন। ১। ৭। ৩৯। ৪০। ৪১। ৪২। ৪৩।

অতএব হে ধর্ম্মজ্ঞ! হে মহাভাগ! গুরুকে যেমন মান্য করা উচিত; এই অশ্বথামা সেই গুরুরূপে বর্ত্তমান যেন। অপনা কর্ত্তৃক এ ব্যক্তির কোন অবমাননা বা হানিসাধন না হয়; ইনি যেন পূজনীয় ও বন্দনীয় হয়েন। ১। ৭। ৪৪।

হে নাথ! পুত্রনাশে কত কষ্ট তাহা আমি জানিতে পারিতেছি, এবং এখনো অশ্রুমুখে পুত্রগণের কারণ ক্রন্দন করিতেছি। ইঁহার জননী গৌতমী যিনি পতিকে দেবতা বলিয়া মান্য করেন, তিনি পুত্রশোকে কাতরা হইয়া আমার ন্যায় যেন ক্রন্দন না করেন। হে নাথ! ক্ষত্রিয়জাতি চিরকালই ব্রাহ্মণগণের নিকটে পরাজিতাত্মা। তাঁহারা কুপিত হইলে আশুই ক্ষত্রিয়কুল নাশ করিতে পারেন এবং শোকেও মগ্ন করিতে পারেন; অতএব গুরুপুত্রকে আর অবমাননা করিবেন না, বন্ধন হইতে উন্মোচন করিয়া দিউন।" ১। ৭। ৪৫। ৪৬।

এবম্বিধ কথার পরে সূত শৌনকাদিকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন;—হে দ্বিজগণ! দ্রৌপদীর এবম্বিধ ন্যায় ও ধর্ম্মসঙ্গত কথা শ্রবণ করিয়া ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির অশ্বথামার বন্ধনোন্মোচনে অনুমোদন করিলেন। নকুল, সহদেব, সাত্যকী, অর্জ্জুন ভগবান কৃষ্ণ এবং অপর যাঁহারা তথায় উপস্থিত ছিলেন, সকলেই দ্রৌপদীর বাক্যে মুগ্ধ হইয়া

বন্ধন মোচন করিতে অনুমোদন করিলেন। তখন ভীম ক্রোধান্বিত হইয়া বলিলেন :—"আপনাদিগের এ অনুমোদন নিতান্ত অসঙ্গত হইল, কারণ যে ব্যক্তি সুপ্তশিশু বধ করিয়া আপনার কিম্বা প্রভুর কাহারো হিতসাধন করিতে পারে নাই; তাহাকে বধ করা শাস্ত্রমতে যুক্তিযুক্ত।" ভীমের এবম্বিধ বাক্য শ্রবণ করিয়া ভগবান চতুর্ভুজাবতার শ্রীকৃষ্ণ দ্রৌপদীকে ও ভীমকে লক্ষ্য করিয়া অর্জ্জুনের মুখের প্রতি চাহিয়া বলিলেন :—"হে অর্জ্জুন! আমি যে ইতিপূর্ব্বে তোমাকে "পতিতব্রাহ্মণ ও অবধ্য এবং সেই ব্রাহ্মণ শত্রু হইলে বধ্য" এই উপদেশ দিয়াছি, সেই উপদেশমতে তোমার প্রতিজ্ঞা রক্ষা কর। যাহাতে প্রিয় দ্রৌপদীর প্রিয়সাধন হয় এবং ভীমসেন ও পাঞ্চালগণের মনস্তুষ্টি হয় তাহা কর।" ১।৭।৪৭।৪৮।৪৯।৫০।৫১।৫২।

অনন্তর শৌনকাদিকে সম্বোধন করিয়া সূত কহিলেন :—শ্রীকৃষ্ণের কথা শ্রবণ করিয়া অর্জ্জন তাঁহার অভিপ্রায় জ্ঞাত হইয়া, সহসা অসি লইয়া গুরুপুত্রের শিরোজাত শিখামণি ছেদন করিলেন। পরে বন্ধন মোচন করিয়া সেই বালহত্যা ও মণিবিনাশে হততেজী অশ্বত্থামাকে শিবির হইতে বাহির করিয়া দিলেন। ব্রহ্মদ্রোহিগণের পক্ষে বপন, দ্রবিণাদান, বাসবিহীনকরণ প্রভৃতিই বধসাধনস্বরূপ হইতেছে, আর কোন বধনিয়ম বিধান নাই। অনন্তর পুত্রশোকাতুর পাণ্ডবগণ কৃষ্ণার সহিত মৃতপুত্রগণের সৎকারাদি করিলেন। ১। ৭। ৫৩। ৫৪। ৫৫। ৫৬।

ইতি শ্রীভাগবতে প্রথমস্কন্ধে সপ্তম অধ্যায়ে
উপেন্দ্রকৃতানুবাদ সমাপ্ত।

ব্যাখ্যা। বপন শব্দের অর্থ শিরোমুণ্ডন; দ্রবিণাদান শব্দের অর্থ সঞ্চিত ধন গ্রহণ। যে ব্রাহ্মণ ধর্ম্ম হইতে পতিত হইবে, তাহাকে নিষ্পাপ করিবার কারণ উক্ত দণ্ড বিধেয়। কিন্তু সে ব্যক্তি যদি শত্রু হয়, তাহা হইলে বধ করা উচিত। কিন্তু বধের নানা উপায় আছে; তন্মধ্যে পতিতব্রাহ্মণ শত্রু হইলে তাহাকে পূর্ব্বোক্ত মতে বধ অর্থাৎ মস্তক মুণ্ডন, সর্ব্বস্বগ্রহণ এবং বাসস্থানহীন করিয়া দেওয়া উচিত। এই নিয়মে শত্রু অথচ পতিত ব্রাহ্মণরূপী অশ্বত্থামার বধসাধন করিতে কৃষ্ণ অনুমতি করিলেন।

ইতি শ্রীভাগবতে প্রথমস্কন্ধে সপ্তমাধ্যায়ে
উপেন্দ্রকৃতাধ্যাত্মব্যাখ্যা সমাপ্ত।

অথ অষ্টম অধ্যায়

সূতগোস্বামী শৌনকাদিকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন :—হে মুনে! অতঃপর পাণ্ডবগণ মৃতপুত্রগণের তর্পণের কারণ পুরস্ত্রীগণকে অগ্রে লইয়া দ্রৌপদীর সহিত গঙ্গার তীরে গমন করিলেন। সেই গঙ্গার তীরে যাইয়া পুত্রগণের মুখচন্দ্রমা সকলের হৃদয়ে উদয় হওয়াতে সকলেই অতিমাত্র বিলাপ করিতে করিতে সেই হরির পাদ-পদ্মরজঃমিশ্রিত জলে স্নানপূর্ব্বক পুত্রগণের নামে তর্পণ করিলেন। তদন্তে পাণ্ডবশ্রেষ্ঠ যুধিষ্ঠির আপনার কনিষ্ঠভ্রাতাগণের সহিত রোদন করিতে লাগিলেন। সেই গঙ্গা-তীরে ধৃতরাষ্ট্র ও গান্ধারী প্রভৃতিও গিয়াছিলেন; তাঁহারাও রোদন করিতে লাগিলেন। কুন্তী প্রভৃতি অপরাপর স্ত্রীগণ সকলেই আপনাপন বন্ধু ও পুত্রগণের শোকে আকুল হইয়া রোদন করিতে লাগিলেন। এতদ্দর্শনে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ অপরাপর মুনি-গণের সহিত মিলিত হইয়া তাঁহাদিগকে শান্ত্বনা করিবার কারণ বলিলেন :—"আপ-নারা জ্ঞানবান হইয়া, কেন বৃথা শোক করেন; জীবগণের জন্ম মরণাদি সমস্তই কালের হস্তগত, তাহা কাহারো রোধ করিবার ক্ষমতা নাই, অতএব আপনারা শোক ত্যাগ করুন।" মাধব সকলকে এই প্রকার বুঝাইয়া পাণ্ডবগণকে ভাগ্যপথ দেখাইয়া বলিলেন :—"হে পাণ্ডবগণ! তোমরা শোক পরিত্যাগ কর; ভাগ্যের কথা বলা বড় দুরূহ; দেখ তোমরা পূর্ব্বে অজাতশত্রু ছিলে, অধুনা শত্রুমান্ হইয়াছ; এবং সেই ধূর্ত্তশত্রুগণ কর্ত্তৃক রাজ্যহীনও হইয়াছ; কিন্তু এক্ষণে সেই শত্রুগণ কোথায় রহিল? হে রাজন্! তোমরা সেই দ্রৌপদীর কেশধারণজনিত হীনায়ু রাজগণকে সমরে পরাজয় করিয়া এক্ষণে পূর্ব্বশত্রুহীন হইলে। তোমরা আপন রাজ্য অধিকার করিলে। ভাগ্যের গুপ্তরহস্য কার সাধ্য প্রকাশ করে। এক্ষণে শোক পরিত্যাগ কর। তোমরা অতি উত্তম কল্পে তিনটী অশ্বমেধ কর, তাহা হইলে পুনরায় ইন্দ্রের ন্যায় যশঃপ্রাপ্ত হইবে।" ১।৮।১।২।৩।৪।৫।৬।

অনন্তর মাধব পাণ্ডবগণকে গৃহে রাখিয়া, উক্ত প্রকারে শান্ত করিয়া, দ্বারকা গমনের ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। সেই সময়ে তাঁহার সম্মুখে ব্যাস প্রভৃতি ঋষিগণ আসিলেন। মাধব তাঁহাদিগের পূজা করিয়া সাত্যকী ও উদ্ধবের সহিত রথে আরো-হণ করিলেন। মহর্ষি ব্যাসাদি পূজিত হইয়া শ্রীকৃষ্ণকে প্রতিপূজা করিলেন। রথ গমনোদ্যত হইতেছে, এমন সময়ে বধু উত্তরা—ভয়ে বিহ্বলা হইয়া তাঁহার রথের সম্মুখে ধাবিতা হইলেন। উত্তরা শ্রীকৃষ্ণের সম্মুখে যাইয়া বলিলেন :—"হে মাধব! আমাকে রক্ষা করুন, আমাকে রক্ষা করুন। হে মহাযোগিন্। হে দেবদেব জগৎ-পতে! ইহলোকে সকলেই মৃত্যুকে ভয় করে; সেই মৃত্যুভয় নিবারণ করিতে আপনি

ভিন্ন আর কাহাকেও দেখি নাই। হে ঈশ্বর! ঐ দেখুন, আমাকে বধ করিবার কারণ একটী অগ্নিময় শর, আমার প্রতি ধাবিত হইতেছে। হে নাথ! দীনবন্ধো! ঐ শর আমাকে দগ্ধ করুক, তাহাতে আমি দুঃখিত নহি, কিন্তু আমার গর্ব্ভে যে সন্তান আছে, তাহাকে যেন নষ্ট না করে।" ১।৮।৭।৮।৯।

এই সকল বলিয়া শ্রীসূত কহিলেন:—হে শৌনক! সেই ভক্তবৎসল ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ উত্তরার এবম্বিধ বাক্য শ্রবণ করিয়া, অন্তরে বুঝিয়া দেখিলেন যে, ঐ শর ব্রহ্মাস্ত্র হইতেছে, এবং দ্রোণপুত্র বিশ্বকে পাণ্ডবহীন করিবার কারণ ঐ ব্রহ্মাস্ত্র ত্যাগ করিয়াছেন। ১।৮।১০।

অনন্তর পাণ্ডবগণ দূর হইতে রাশি রাশি অনলসমন্বিত বাণ সমাগতপ্রায় দেখিয়া আপনাদিগকে রক্ষা করিবার কারণ পঞ্চসায়ক বাণ ক্ষেপণ করিতে উদ্যত হইলেন। ১।৮।১১।

এইরূপ ভীষণ বিপদাক্রান্ত ও অনন্যভক্ত পাণ্ডবগণকে রক্ষা করিবার কারণ বিভু শ্রীকৃষ্ণ—আপনার সুদর্শনচক্র ক্ষেপণ করিয়া সেই অনলপতন নিবারণ করিলেন। ১।৮।১২।

এদিকে যোগেশ্বর হরি সর্ব্বভূতের অন্তর্যামী ও সর্ব্বভূতের আত্মাস্বরূপ হইতেছেন; তিনি আপনার মায়াদ্বারা, বিরাটকুমারীর গর্ব্ভস্থ কুরুসন্তানকে রক্ষা করিবার জন্য সেই গর্ব্ভকে আবৃত করিলেন। ১।৮।১৩।

হে ভৃগূদ্বহ ঋষিগণ! যদিও ব্রহ্মাস্ত্র অমোঘসন্ধান বটে, তথাপি বৈষ্ণবী তেজ তাহাতে মিশ্রিত হইয়া তাহাকে শান্ত করিল। ১।৮।১৪।

ব্যাখ্যা। উত্তরার গর্ব্ভরক্ষণকারী হরিশব্দ শ্রীকৃষ্ণে আরোপিত হইয়াছে, কেন আরোপিত হইয়াছে, পরেই প্রকাশ পাইবে। এইরূপ শব্দবোধের ভ্রমে অর্থাপত্তি হইয়া থাকে এবং বিশ্বাসও নাশ হয়। এস্থলে ব্রহ্মাস্ত্র বা সুদর্শনচক্র কোন বিশেষ অস্ত্রযন্ত্রাদি নহে। ব্রহ্মাস্ত্র ব্রহ্মশক্তি। সুদর্শন বিষ্ণুশক্তি। ব্রহ্মার শক্তি বা প্রাকৃতিক বল ও কৌশল হইতে যে ভগবানের সুদর্শন অর্থাৎ দৈবীমায়াবল শ্রেষ্ঠ, ইহাই দেখান হইল। তদ্ব্যতীত ভক্তের অমঙ্গল নাশ করিতে ভগবান যে উপায় অবলম্বন করেন, তাহা যে সর্ব্বাপেক্ষা অমোঘ ইহাও কটাক্ষ করা হইল।

হে শৌনকপ্রমুখ ঋষিগণ! উহাকে আশ্চর্য্য বিবেচনা করিবেন না। অচ্যুত ভগবানের ক্রিয়া কিছু আশ্চর্য্যের নহে; যিনি মায়াদ্বারা এই পৃথিবী প্রভৃতি লোকসমূহ সৃজন, পালন ও হরণ করিতেছেন; এবং যিনি অজ হইয়া আছেন। তাঁহার পক্ষে আর কি আশ্চর্য্য হইতে পারে। ১।৮।১৫।

অনন্তর ব্রহ্মতেজ হইতে সন্তানের রক্ষা দেখিয়া দ্রৌপদীর সহিত কুন্তী সতী দ্বারকা গমনাভিলাষী মাধবকে এই প্রকার বলিলেন:—"হে কৃষ্ণ! তোমাকে নমস্কার; তুমি

আমাপেক্ষা বয়সে কনিষ্ঠ হইলে কি হইবে; তুমি আদিপুরুষ; তুমি ঈশ্বর এবং তুমি প্রকৃতি হইতে শ্রেষ্ঠ; তুমি যে বস্তু—তাহা সর্ব্বজীবের অলক্ষ্যে অবস্থান করিতেছে। অথবা সর্ব্বভূতের অন্তরে ও বাহিরে অবস্থিত আছে। হে মাধব! মায়া তোমাকে মূঢ়-দৃষ্টিসম্পন্ন ব্যক্তির নয়ন হইতে আচ্ছাদন করিয়া রাখিয়াছে। আমি ভক্তিজ্ঞান-বিহীনা, তুমি অব্যয় ও জ্ঞানস্বরূপ, অতএব তোমাকে কি প্রকারে জানিব। তোমাকে নমস্কার করি। ১। ৮। ১৬। ১৭। ১৮।

হে মাধব! যাঁহারা রিপু ও ইন্দ্রিয়জিৎ হইয়া পরমহংসরূপ ধারণ করিয়াছেন, তাঁহারাই ভক্তিযোগে তোমাকে জানিতে পারিয়াছেন; আমরা জ্ঞানহীনা স্ত্রীলোক, তোমাকে কি প্রকারে জানিব। ১। ৮। ১৯।

হে কৃষ্ণ! আমাদের জ্ঞানভক্তি কিছুই নাই; কেবল হে মাধব, হে বাসুদেব, হে দেবকীনন্দন, হে নন্দগোপকুমার, হে গোবিন্দ—এই বলিয়া তোমার নাম করি। হে কৃষ্ণ! আমরা জ্ঞানভক্তিহীনা, কেবল যাঁহার নাভি হইতে পঙ্কজ প্রকাশ হইয়াছিল, তাঁহাকে নমস্কার, যিনি সর্ব্বদা পঙ্কজের মাল্য কণ্ঠে ধারণ করিয়া আছেন, তাঁহাকে নমস্কার; যাঁহার আঁখিযুগল পদ্মের ন্যায় বিকসিত, তাঁহাকে নমস্কার; যাঁহার পদ-যুগল পদ্মের ন্যায়, তাঁহাকে নমস্কার; এইরূপে তোমাকে নমস্কারমাত্র করিয়া থাকি। ১। ৮। ২০। ২১।

ব্যাখ্যা। কৃষ্ণ ঈশ্বরের পূর্ণাবতার স্বরূপ; এবং ঈশ্বর পূর্ণভাবে কৃষ্ণভাবে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন।

ঐ প্রমাণ দশমস্কন্ধে পাওয়া যাইবে। এক্ষণে ন্যায়মতে বুঝিতে হইবে, শ্রীকৃষ্ণ—কৃষ্ণ মূর্ত্তির আত্মার নাম। যেমন জগদীয় জীবের আত্মা—সূর্য্য ও কিরণের ন্যায় ঈশ্বরের সহিত ভিন্ন। শ্রীকৃষ্ণ তাহা নহে, কারণ শ্রীকৃষ্ণ পূর্ণ অবতাররূপে মঙ্গল সাধন করিয়া থাকেন। এক্ষণে কুন্তী সেই ঈশ্বরপদবী শ্রীকৃষ্ণে আরোপ করিয়া পূর্ব্বমত স্তব করিলেন। এই স্তবের পূর্ব্বভাব বিশেষ স্পষ্ট আছে। যে স্থানে তিনি নাম-কীর্ত্তন করিলেন, তথাকার ভাব গূঢ়। কৃষ্ণাদি শব্দকে ঈশ্বরারোপ করিতে হইলে; তাহার অর্থ এইরূপে করিতে হইবে। যিনি পাপিগণকে পুণ্যপথে আকর্ষণ করিবার কারণ ভবিষ্যৎ পথ প্রদর্শন করেন, তাঁহাকে কৃষ্ণ কহে। পঙ্কজ শব্দে ভুবনকমল অর্থাৎ ব্রহ্মাণ্ডকোষ। সেই নিয়মে বিষ্ণু—পঙ্কজনাভি প্রভৃতি পদে বাচ্য হয়েন।

হে হৃষিকেশ! তুমি যেমন পাপিষ্ঠ কর্ত্তৃক কারাগারাবদ্ধ শোকান্বিতা জননী দেবকীকে উদ্ধার করিয়া বিপন্মুক্তা করিয়াছিলে; হে বিষ্ণো! আমাকেও পুত্রগণের সহিত উদ্ধার করিয়া তদপেক্ষা বিপন্মুক্ত করিলেন। ১। ৮। ২২।

হে কৃষ্ণ! আমার পুত্রগণ কতই না দুঃখ সহ্য করিয়াছে, একবার বারণাবতের মহাগ্নি, একবার বিষপান, একবার রাক্ষসাদির হস্তে পতন, একবার অসৎসভায় অপমান, একবার বনবাস প্রভৃতি দুঃখ হইতে—হে হরি! কেবল তুমিই তাহাদিগকে রক্ষা করিয়াছ। আহা! কুরুক্ষেত্রসমরে শত শত মহারথী তোমার কৌশলে পরাজিত হইয়াছে; অবশেষে অশ্বত্থামার হস্ত হইতে উত্তরাকেও রক্ষা করিয়াছ। ১।৮।২৩।

হে জগদ্গুরো! তোমার যে মূর্ত্তি দেখিলে আর পুনরায় সংসারে জন্ম হয় না, প্রতি বিপদেই সেই মূর্ত্তি দেখিতে পাইয়াছি; অতএব ঐরূপ বিপদ যেন পুনঃ পুনঃ আমাদের হয়; আমরা যেন তোমায় দেখিতে পাই। ১।৮।২৪।

হে কৃষ্ণ! লোকের সম্পদ উপস্থিত হইলে তাহারা জন্মৈশ্বর্য্য ও ধনকীর্ত্তিমদে উন্মত্ত হইয়া তোমাকে বিস্মৃত হইয়া যায়। তুমি তাহাদের সাক্ষাতে না যাইয়া দুঃখীর ও বিপদের সম্মুখে গমন কর। ১।৮।২৫।

হে কৃষ্ণ! তোমাকে আর আমি কি বলিব; আমার অন্তরে যাহা ছিল, তাহা প্রকাশ করিলাম; এক্ষণে আর একবার প্রণাম করি। হে কৃষ্ণ! তুমি দুঃখী ভক্তের সর্ব্বস্বধন। তুমি ধর্ম্মার্থকামিগণের আত্মাস্বরূপ; এবং তুমি শান্তচিত্তগণের বৈকুণ্ঠস্বরূপ। তোমাকে প্রণাম করি। ১।৮।২৬।

হে কৃষ্ণ! তোমাকে আমি দেবকীপুত্র বলিয়া প্রণাম করিতেছি না। আমি তোমাকে মহাকালরূপে, নিয়ন্তারূপে, আদি ও অন্তহীন বিভুরূপে; সর্ব্বত্র সমভাবব্যাপী ঈশ্বররূপে, মায়াবশে কলহযুক্ত ভূতগণের শাস্তিপ্রদানকর্ত্তারূপে;—ভাবিয়া থাকি।" ১।৮।২৭।

ব্যাখ্যা। মায়াবশে জীবগণ অহঙ্কারে উন্মত্ত হইয়া ভীষণ কলহে আত্মবিনাশ সাধন করে। ঈশ্বর উভয় পক্ষের মধ্যে থাকিয়া কলহ সমান ভাবে সন্দর্শন করিয়া উভয়কেই পরকালে কর্ম্মফল প্রদর্শন করান। এই নিয়ম নিশ্চিত রাখিবার কারণ আপনি অর্জ্জুনের সারথি হইয়াছিলেন এবং যুধিষ্ঠিরাদির অগ্রে দুর্য্যোধনাদিকে স্বর্গে পাঠাইয়াছিলেন।

হে ভগবন্! ভগবানের নিকটে কৃপাবোধও নাই এবং দ্বেষভাবও নাই; ইহজগতে মনুষ্যগণের যে পক্ষান্তরমতি উপস্থিত হইয়া থাকে, ভগবানে তাহাও নাই। সেই হেতু তিনি সমদর্শী হইতেছেন। হে কৃষ্ণ! তুমিও সেই ভগবান; তবে যে তুমি নিয়ম দৃষ্টি ধারণ করিয়া যুদ্ধে পাণ্ডবপক্ষ অবলম্বন করিয়াছিলে, সে কেবল মানব স্বভাবের অনুকরণ মাত্র। ১।৮।২৮।

---

* ঈশ্বর সমদৃষ্টিবান হন। তাঁহার নিকটে দয়ার বা হিংসার পাত্র কেহ নাই। কৃষ্ণে ঈশ্বরত্ব আরোপ করিতে হইলে সেই সমস্ত গুণ তাঁহাতে দেখাইতে

হইবে। কুন্তী তাহা দেখাইবার কারণ পূর্ব্বে যুদ্ধের সাক্ষীর কারণ অর্জ্জুনের সারথ্য ধারণের কথা বলিলেন। এক্ষণে একপক্ষীয় ভ্রম ঘুচাইবার কারণ বলিলেন:— "এই মানব-দেহ মায়ার বশীভূত। হে কৃষ্ণ! তুমি দেহধারী হইয়াছ বলিয়া তোমাকেও মানব-স্বভাবের অনুকরণ করিতে হইতেছে। মানবেরা যেমন ধর্ম্মপক্ষ অবলম্বন আবশ্যক বিবেচনা করে; তুমিও সেই স্বভাববল অবলম্বন করিয়াছিলে; কৌরবগণের প্রতি হিংসা করিয়া পাণ্ডবপক্ষাবলম্বন কর নাই। প্রকৃত প্রস্তাবে কর্ম্মফল যথোপযুক্তই উভয়কে দিয়াছ।"

হে কৃষ্ণ! হে বিশ্বাত্মন্! তুমি স্বয়ং অজ হইয়া, অকর্ত্তা হইয়াও;* কোন সময়ে তির্য্যগাদি (বরাহাদি) রূপে, কখন মানবাদি (রামাদি) রূপে, কখন ঋষি আদি (নরনারায়ণাদি) রূপে, কখন যাদসাদি (মৎস্যাদি) রূপে জন্মিয়া কর্ম্ম করিয়া থাক। যখন আমি এইটী ভাবিতে চেষ্টা করি; তখন তাহা আমার পক্ষে বিড়ম্বনার ন্যায় প্রকাশ হইয়া থাকে। আমি ততদূর ধারণায় সক্ষম হই না। ১। ৮। ২৯।

হে কৃষ্ণ! তোমার লীলা স্মরণ করিয়া কেন আমি আপনাকেই বিড়ম্বিত ভাবি, তাহা শ্রবণ কর।

হে কৃষ্ণ! তুমি কে? আর তুমি বাল্যকালে যখন গোকুলে বাস করিতে, তখন একদা দধিভাণ্ড ভাঙ্গিয়া নবনীত অপহরণ করিয়া আহার করিয়াছিলে, সেই সময়ে তোমার জননী গোপী যশোদা তোমার দুর্দ্দশা করিবার কারণ তোমাকে রজ্জুতে বন্ধন করিতে গিয়াছিলেন। তখন তুমি সামান্য শিশুর ন্যায় বাষ্পাকুললোচনে ক্রন্দন করিয়াছিলে। তোমার চক্ষের অঞ্জন ক্রন্দনের অশ্রুতে ধুইয়া গিয়াছিল। ভাবনাতে তুমি মুখখানিকে অধোভাবে বিষণ্ণ রাখিয়াছিলে। এই শিশুভাব যখন আমার মনে হয়, তখনি আমি আশ্চর্য্য হই। তখন মনে মনে ভাবি, যাঁহার ভয়ে স্বয়ং ভয়ও ভীত হয়, তাঁহাকেও ক্রন্দন ও ভীতভাব ধারণ করিতে হইল। ১। ৮। ৩০।

হে কৃষ্ণ! কেহ কেহ বলেন যে, তুমি অজ হইয়া আমার পুত্র ধর্ম্মরাজ ও পুণ্য-শ্লোক যুধিষ্ঠিরের কীর্ত্তি প্রকাশের কারণ যদুকুলে জন্মগ্রহণ করিয়াছ। চন্দন যেখানেই জন্মগ্রহণ করুক না, সে মলয়পর্ব্বতের কীর্ত্তিই প্রকাশ করিয়া থাকে। ১। ৮। ৩১।

আবার কোন কোন মহাত্মা কহেন যে, তুমি অজ হইয়াও পৃথিবীর কল্যাণের কারণ এবং অসুরকুল ধ্বংস করিবার কারণ দেবকী ও বসুদেবের প্রার্থনামতে জন্ম গ্রহণ করিয়াছ। ১। ৮। ৩২।

কেহ কেহ বলেন যে, এই পৃথিবী সাগরমধ্যে ভারসংযুক্ত নৌকার ন্যায় মগ্নপ্রায় হইলে, পৃথিবীর ভার কমাইয়া তাহাকে লঘু করিবার কারণ, ব্রহ্মাকর্ত্তৃক যাচিত হইয়া এই কৃষ্ণরূপ ধারণ করিয়াছ। ১। ৮। ৩৩।

কেহ কেহ বলেন যে, অধুনা এই সংসারে প্রকৃতির অবিদ্যা মায়ার প্রভাবে সক-

সেই যজ্ঞাদি কর্ম্মসমূহ করিয়া, নানাপ্রকার সুখ ও দুঃখ ভোগ করিয়া ক্লান্ত হইয়াছে, তাহাদের নিবৃত্তিসূচক শ্রবণ, মননাদি সমন্বিত প্রেমপথের উপদেশ দিবার কারণ তুমি জন্মগ্রহণ করিয়াছ। ১। ৮। ৩৪।

হে কৃষ্ণ! হে মাধব! যাঁহারা তোমার নাম শ্রবণ, তোমার নাম কীর্ত্তন, তোমার নাম পদাবলীতে গাঁথিয়া গান, তোমাকে সর্ব্বদা স্মরণ, তোমার চরিত্র হৃদয়ে ধারণ করেন, তাঁহারাই তোমার সংসারভয় উপশমকারী পদাম্বুজের সাক্ষাৎ প্রাপ্ত হইয়া থাকে। হে কৃষ্ণ! আমরা তোমার অনুজীবী সুহৃৎ। আজ তুমি আমাদের হিতসাধন সমাপ্ত করিয়া কেন যাইতেছ? হে প্রভু! আমরা এখনো দুষ্ট রাজাগণ কর্ত্তৃক নানা কষ্টে পীড়িত আছি। আর আমাদের তোমার পাদপদ্ম ভিন্ন অন্যগতি নাই। ১। ৮। ৩৫।

হে মাধব! তুমি যদুগণের ও পাণ্ডবগণের জীবনস্বরূপ হইতেছ। জীবন থাকিলে যেমন দেহের রূপ ও নাম বর্ত্তমান থাকে এবং বিনাশে বিনাশ হয়; তদ্রূপ তোমার অদর্শনে পাণ্ডবের ও যাদবের কীর্ত্তিরূপ তেজ কিছুই থাকিবে না। ১। ৮। ৩৬। ৩৭।

হে গদাধর! এক্ষণে তোমার চরণপদ্মের লক্ষণসমূহসম্পন্ন অঙ্ক এই স্থানে রহিয়াছে বলিয়াই, এই রাজধানী এত শোভিত বোধ হইতেছে; কিন্তু তুমি না থাকিলেই ইহার শোভা নাশপ্রাপ্ত হইবে। ১। ৮। ৩৮।

হে কেশব! তোমার দৃষ্টি ইহার উপরে পতিত হইয়াছে বলিয়া, এই জনপদ সমৃদ্ধিমান্, ঔষধিসমূহ সুপক্ক এবং বনসরোবরপর্ব্বতাদি শোভা বর্দ্ধন করিতেছে। অতএব হে কৃষ্ণ! তোমাকে আর কি বলিব, তুমি বিশ্বের নিশ্চয় ঈশ্বর, তুমি বিশ্বের আত্মাস্বরূপ; তুমি বিশ্বের মূর্ত্তিস্বরূপ; তুমি আমাদের নিকট হইতে যাইলেও যেন এই পাণ্ডব ও বৃষ্ণিগণের নিকট হইতে স্নেহপাশ ছিন্ন করিয়া লইও না। বিশেষতঃ আমাকে এমন মতি প্রদান কর, যাহাতে তোমার প্রতি আমার স্নেহভাব দূর হয়। (অর্থাৎ পুত্ররূপে না ভাবিয়া তোমাকে ঈশ্বররূপে ভাবিতে পারি।) ১। ৮। ৩৯। ৪০

হে কেশব! তোমার নিকটে আমার আর একটী প্রর্থনা এই যে, তুমি আমাকে এমন মতি প্রদান কর, তাহা যেন, গঙ্গা যেমন কোন বাধা না মানিয়া আপনার প্রবাহকে সমুদ্রে লইয়া যায়, সেইরূপ আমার মতিও যেন কোন মায়ায় মুগ্ধ না হইয়া তোমাতেই রত হয়। ১। ৮। ৪১।

হে কৃষ্ণ! তোমাকে নমস্কার। তুমি অর্জ্জুনের সখারূপী, তোমাকে নমস্কার। তুমি বৃষ্ণিগণের শ্রেষ্ঠ, তোমাকে নমস্কার। তুমি অহঙ্কারোন্মত্ত, ভূমিহেতু কলহান্বিত, ক্ষত্রিয়বিনাশকারী, তোমাকে নমস্কার। তুমি মহাপ্রভাববান্, তোমাকে নমস্কার। তুমি গোবিন্দ অর্থাৎ কামধেন্বৈশ্বর্য্যবান্, তোমাকে নমস্কার! তুমি গোদ্বিজদেবগণ সম্ভূত দুঃখহারী অবতার, তোমাকে নমস্কার। তুমি যোগেশ্বর ও অখিলের গুরু, তোমাকে নমস্কার। ১। ৮। ৪২।

অনন্তর সূত কহিলেন :—সেই কুন্তী সতী এই প্রকার মধুর পদাবলীদ্বারা তাঁহাকে স্তব করিলে, সেই বৈকুণ্ঠ ঈষৎ হাস্য করিলেন। সেই হাস্য যেন তৎক্ষণে জগন্মোহনকারিণী মায়ারূপে প্রতিভাত হইল। ১। ৮। ৪৩।

অনন্তর কৃষ্ণ ঈষৎ হাস্য করিয়া, কুন্তীকে "তোমার অভীষ্ট সিদ্ধ হউক।" বলিয়া হস্তিনার অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলেন। পুরস্ত্রীগণের মধ্যে সুভদ্রাদিকে আশ্বাসিত করিয়া যেমন স্বস্থানে যাইবার কারণ বাহির হইবেন, অমনি রাজা যুধিষ্ঠির আসিয়া তাঁহাকে নিবারণ করিলেন। ১। ৮। ৪৪।

সেই সময়ে কৃষ্ণের গমন দর্শনে রাজা যুধিষ্ঠির স্নেহবশে এতদূর শোকসন্তপ্ত হইলেন যে, ঈশ্বরচেষ্টাভিজ্ঞ ব্যাসাদি ঋষিগণও তাঁহাকে প্রবুদ্ধ করিতে পারিলেন না; এবং স্বয়ং কৃষ্ণও নানাবিধ ইতিহাসাদির দ্বারা তাঁহাকে প্রবোধিত করিতে পারিলেন না। ১। ৮। ৪৫।

সেই সময়ে রাজা যুধিষ্ঠিরের মনে এতদূর আত্মীয় ও বন্ধুগণের শোক উদ্বেলিত হইয়া উঠিয়াছিল যে, তিনি কিছুতেই প্রবুদ্ধ না হইয়া সর্ব্বদাই উহা চিন্তা করিতে করিতে বলিতে লাগিলেন, "হে ঋষিগণ! হে সভ্যগণ! আপনারা আমার দুরাচারিতা ও অজ্ঞানক্রিয়া শ্রবণ করুন; হায়! আমি আমার এই শৃগাল কুক্কুরের আহারোপযুক্ত দেহের অভিমানে বহু শত অক্ষৌহিণী সেনা বিনাশ করিলাম; কত বালক, কত ব্রাহ্মণ, কত বন্ধু, কত সুহৃৎ, কত পিতৃভ্রাতৃগুরুস্থানীয়গণকে বধ করিয়াছি; উঃ! আমার এ পাপ হইতে অযুত অযুত বর্ষেও মুক্তি হইবে না।" ১।৮।৪৬।৪৭।৪৮।

হে ঋষিগণ! শাস্ত্রে লেখা আছে যে—"প্রজাহিতৈষী রাজার ধর্ম্মতঃ যুদ্ধে বধক্রিয়া সাধিত হইলে, তাহাতে পাপ হয় না।" একথা আমি জানি; কিন্তু তাহাতে আমার বিশ্বাস হইতেছে না। ১। ৮। ৪৯।

কারণ আমার দ্বারা নিহত হওয়াতে কত কত আত্মীয়স্ত্রীগণ, বিধবা ও পুত্রশূন্যা হইয়া বিপদে পতিত হইয়াছেন; সে পাপ হইতে আমি লক্ষ লক্ষ গৃহাশ্রম-বিহিত যজ্ঞ কর্ম্ম করিয়াও মুক্তি পাইব না। ১। ৮। ৫০।

হে ঋষিগণ! যেমন অঙ্গে পঙ্ক লাগিলে, সেই পঙ্ক ধৌত করিবার কারণ পুনর্ব্বার পঙ্ক লেপন করিলে তাহাকে ধৌত করা যায় না; এবং অল্প মদিরাযুক্ত বস্তুকে বহু মদিরা দিয়াও পবিত্র করা যায় না; সেইরূপ এই প্রাণিহত্যাজনিত পাপ, কখন অশ্বমেধাদি প্রাণিহত্যাজনক যজ্ঞদ্বারা নিস্তারপ্রাপ্ত হয় না। ১। ৮। ৫১।

ইতি শ্রীভাগবতে প্রথমস্কন্ধে অষ্টম অধ্যায়ে
উপেন্দ্রকৃতানুবাদ সমাপ্ত।

ব্যাখ্যা। যুধিষ্ঠির পূর্ব্ববাক্যে তামসিক কার্য্যকে ঘৃণা করিলেন। অশ্বমেধাদি সমস্ত যজ্ঞের ফল যজুর্ব্বেদের যে স্থানে উল্লেখ হইয়াছে, তথায় এই লেখা আছে যে:—"যদি কেহ ব্রহ্মহত্যা পাপেও লিপ্ত হয়; সে অশ্বমেধ যজ্ঞ করিলে পাপ হইতে পরিত্রাণ পায়।" প্রতি কর্ম্ম সাত্বিক ও তামসিকভাবে অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে; অশ্বমেধের সাত্বিক অনুষ্ঠানে অশ্বকে ইন্দ্রিয় বুঝিতে হইবে। ভক্তিবিহীন যজ্ঞকর্ম্মাদি কিছুই নহে, ইহার প্রকৃতার্থ।

ইতি শ্রীভাগবতে প্রথমস্কন্ধে অষ্টমাধ্যায়ে উপেন্দ্র-
কৃতাধ্যাত্মব্যাখ্যা সমাপ্ত।

অথ নবম অধ্যায়।

অনন্তর শৌনকাদিকে সম্বোধন করিয়া সূত কহিলেন:—মহারাজ যুধিষ্ঠির যুদ্ধে আত্মীয় ও প্রজাবিনাশকৃত পাপে শান্ত না হইয়া সকল ধর্ম্মতত্ব জানিতে ইচ্ছা করিয়া, সেই ভীষণ কুরুক্ষেত্ররণস্থলে শরশয্যায় পতিত দেবব্রত ভীষ্মের নিকটে গমন করিলেন। তাঁহার অপরাপর ভ্রাতাগণ, ব্যাস, ধৌম্য প্রভৃতি ঋষিগণের সহিত সদশ্বযুক্ত, স্বর্ণভূষণে ভূষিতারথে আরোহণ করিয়া তাঁহার অনুগমন করিলেন।

তদন্তে ভগবান কৃষ্ণ ধনঞ্জয়ের সহিত একরথে গমন করিলেন। ভ্রাতৃগণের ও শ্রীকৃষ্ণের মিলনে ধর্ম্মরাজ যেন গুহ্যকগণপরিবৃত কুবেরের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন।

অনন্তর তাঁহারা রণস্থলে যাইয়া স্বর্গচ্যুত কোন অমরবৎ পতিত ভীষ্মকে অবলোকন করিলেন, এবং অনুগামী ভ্রাতাগণ ও শ্রীকৃষ্ণের সহিত ধর্ম্মরাজ তাঁহাকে প্রণাম করিলেন। ১। ৯। ১। ২।

সেই শরশয্যাশায়িত ভীষ্মকে দেখিবার জন্য কত কত ব্রহ্মর্ষি, দেবর্ষি, রাজর্ষি প্রভৃতি আসিতে লাগিলেন। মহামুনি পর্ব্বত, দেবর্ষি নারদ, ধৌম্য, বাদরায়ণ, ব্যাস, বৃহদশ্ব, ভরদ্বাজ, শিষ্যগণের সহিত রেণুকাপুত্র পরশুরাম, বশিষ্ঠ, ইন্দ্রপ্রমাদ, গৃৎসমদ, অসিত, কাক্ষীবান, গৌতম, অত্রি, কৌশিক, সুদর্শন প্রভৃতি মহাত্মারা তথায় উপস্থিত হইলেন। হে শৌনক মুনে! কশ্যপ, আঙ্গীরস প্রভৃতি ঋষিগণও শিষ্যগণের সহিত ব্রহ্মরাৎ অর্থাৎ শুকদেবাদিও উপস্থিত হইলেন। ১। ৯। ৩। ৪। ৫।

সেই দেশকালবিভাগবিৎ বসুত্তম ভীষ্ম পূর্ব্বোক্ত ঋষিগণকে সমাগত দেখিয়া, তাঁহাদিগকে যথাসাধ্য পূজা করিলেন। ১। ৯। ৬।

অনন্তর ভীষ্ম শ্রীকৃষ্ণের প্রভাব জানিয়া সম্মুখে মায়ারূপধারী জগদীশ্বরকে দেখিয়া হৃদয়ে কায়মনে পূজা করিলেন। ১।৯।৭।

তদন্তে সেই কুরুবীর সমীপাগত, বিনীত, নম্র এবং স্নেহমণ্ডিত পাণ্ডবগণকে আন্তরিক অনুরাগবশতঃ অশ্রু জল অন্ধীভূত চক্ষে দেখিয়া করুণস্বরে ইহাই বলিতে লাগিলেন। ১।৯।৮।

হে পাণ্ডবগণ! তোমরা ব্রাহ্মণসেবাপরায়ণ এবং স্বয়ং ভগবানের আশ্রয়ে আশ্রিত, আর তোমাদের কষ্ট কি? ইহাতেও তোমরা কষ্ট বিবেচনা করিয়া জীবন ধারণ করিতে ইচ্ছা করিতেছ না, ইহা অত্যন্ত আশ্চর্য্যের বিষয় বলিতে হইবে। ১।৯।৯।

আহা! মহারাজ পাণ্ডু যখন গতায়ু হইলেন, তখন তোমরা অতি শিশু ছিলে। তোমাদিগকে শিশু অবস্থায় লইয়া বধূ কুন্তী কতই না কষ্ট মুহুর্মুহুঃ ভোগ করিয়াছেন। ১।৯।১০।

হে পাণ্ডবগণ! তোমাদের যে এই সকল বিপদ হইয়াছিল, ইহা কালকর্তৃক সঙ্ঘটিত হইয়াছিল জানিবে। বায়ু যেমন ঘনাবলীকে বহন করে, তেমনি লোকসমূহ কালদ্বারা পালিত হইয়া থাকে। সেই কালের ক্ষমতা দর্শন কর। যে স্থানে স্বয়ং ধর্ম্মপুত্র যুধিষ্ঠির রাজা; গদাধর ভীম যোদ্ধৃরূপে দণ্ডায়মান; অস্ত্রধারণকারী অর্জ্জুন বর্ত্তমান; ত্রিভুবনবিজয়ী গাণ্ডীবধনু সুশোভিত; এবং স্বয়ং ভগবান সুহৃৎ রূপে বিরাজিত; তথায়ও বিপদ ঘটিল। ১।৯।১১।১২।

হে ধর্ম্মরাজ! এই যে শ্রীকৃষ্ণ, ইনিই স্বয়ং চক্রী কালস্বরূপ। ইহাঁর চক্রগুলি তুমি কোন ক্রমেই বুঝিতে পারিবে না। কালবিৎ মহা মহা পণ্ডিতগণ ঐ সকল লীলা বহুকাল হইতে আলোচনা করিয়া অবশেষে বুঝিতে না পারিয়া আপনারাই মুগ্ধ হইয়াছিলেন। হে ভরতর্ষভ! ঐ সমস্ত ঘটনাই কালকৃত ও ঈশ্বরাধীন, ইহা নিশ্চয় জানিয়া তুমি অনাথগণের নাথ এবং প্রজাগণের প্রভু হইয়া, যথাবিহিত রাজ্য পালন কর। ১।৯।১৩।১৪।

হে ধর্ম্মরাজ! আমি যাহা বলিলাম, তাহা সাক্ষাৎ দর্শন কর। এই কৃষ্ণই ভগবান স্বরূপ হইতেছেন, ইনিই নারায়ণ এবং আদি পুরুষ হইতেছেন; তথাপি লোকসমূহকে মায়ায় মুগ্ধ করিয়া গুপ্তদেহ ধারণপূর্ব্বক বৃষ্ণিবংশে বিচরণ করিতেছেন। ১।৯।১৫।

হে মহারাজ! ইহাঁর গুহ্যতম প্রভাব কেবল একমাত্র শঙ্কর, দেবর্ষি নারদ এবং ভগবান কপিলই অনুভব করিতে পারিয়াছেন; এতদ্ভিন্ন অপর কেহ পারেন নাই। ১।৯।১৬।

হে ধর্ম্মরাজ! তুমি মোহবশে যাঁহাকে মাতুল বলিয়া, প্রিয়, মিত্র ও সুহৃৎ বলিয়া মন্ত্রী ও দূত বলিয়া এবং সারথী বলিয়া জ্ঞাত আছ, তিনিই ঈশ্বর। নচেৎ শ্রীকৃষ্ণ বৃষ্ণিশ্রেষ্ঠ হইয়া কখনই সারথির ন্যায় নীচ কর্ম্ম করিতেন না, এবং দৌত্য ও

মন্ত্রিত্বাদি কার্য্য করিতেন না। ইহাতে তাঁহাকে রাগাদিশূন্য, সমদৃষ্টিমান্, অহঙ্কারশূন্য দ্বৈতভাববিহীন এবং সকলের পক্ষেই আত্মস্বরূপ বলিয়া বুঝা গিয়াছে। ১। ৯। ১৭। ১৮।

হে রাজন্! যদিও ভগবান শ্রীকৃষ্ণ সমদৃষ্টিমান্, তথাপি ভক্তগণের প্রতি অধিক করুণা প্রদর্শন করিয়া থাকেন। তাহার প্রমাণ দেখ; যদি মাধব অন্তর্যামী জগদীশ্বরই না হইবেন, তবে কি প্রকারে আমাকে জীবনত্যাগোন্মুখ বুঝিয়া স্বয়ং আমার সম্মুখে আসিলেন। ১। ৯। ১৯।

হে মহারাজ! যোগিগণ কেবল শ্রীকৃষ্ণের নামই মনে ধ্যান ও বাক্যে কীর্ত্তন করিয়া, মায়া হইতে মুক্ত হইয়া কম্যকর্ম্ম হইতে নিস্তার পাইয়া, কলেবর পরিত্যাগ করিয়া থাকেন। ১। ৯। ২০।

হে দেবদেব ভগবান! অমি যতক্ষণ না এই কলেবর পরিত্যাগ করিতে পারি, ততক্ষণ আপনাকে প্রফুল্লহাস্যযুক্ত—অরুণলোচনশোভিত মুখপদ্মধারী এবং ধ্যানের ধারণীয় চতুর্ভুজমূর্ত্তিমান্ হইয়া আমার সম্মুখে থাকিতে হইবে। ১। ৯। ২১।

অনন্তর সূত কহিলেন, হে শৌনকপ্রমুখ মুনিগণ! ভরতশ্রেষ্ঠ ভীষ্মের এববিধ বাক্যাবসানে, ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির, সেই শরশয্যাশায়িত ভীষ্মদেবকে নানাবিধ ধর্ম্মবিষয়ক প্রশ্ন করিলেন। ঋষিগণ পশ্চাতে থাকিয়া তাহা শ্রবণ করিতে লাগিলেন। ১। ৯। ২২।

ধর্ম্মরাজ ভীষ্মকে—পুরুষস্বভাবসিদ্ধ ধর্ম্ম, বিভিন্নবর্ণ ধর্ম্ম, আশ্রম ধর্ম্ম, বৈরাগ্য ও অনুরাগলক্ষণসংযুক্ত উভয় ধর্ম্ম; দানধর্ম্ম, রাজধর্ম্ম, মোক্ষধর্ম্ম, স্ত্রীগণের ধর্ম্ম, পরমেশ্বর ভক্ত বিষয়ক ধর্ম্ম প্রভৃতি বিস্তার ও সঙ্ক্ষেপ করিয়া বলিতে বলিলেন। ১। ৯। ২৩।

অনন্তর সেই তত্ত্ববিদ্ ভীষ্মদেব ধর্ম্মরাজের প্রশ্নমতে ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ এই চতুর্ব্বিধফলযুক্ত ধর্ম্মসাধনের উপায়, ইতিহাসাখ্যানের সহিত তাঁহাকে শ্রবণ করাইলেন। ১। ৯। ২৪। ২৫।

এই প্রকার ধর্ম্ম প্রকাশ সমাপ্ত হইলে ভীষ্মদেবের প্রাণপরিত্যাগের উপযুক্ত সময় উত্তরায়ণ—যাহা যোগিগণের ইচ্ছামৃত্যুর উপযুক্ত বলিয়া শাস্ত্রে কথিত আছে, তাহা আসিয়া উপস্থিত হইল। ১। ৯ ২৬।

অনন্তর কাল সমাগত দেখিয়া সেই সহস্ররথরক্ষাকারী ভীষ্মদেব অপরাপর কথা সমূহ উপসংহার করিয়া বিমুক্তসঙ্গ হইলেন; নয়নযুগল নিমীলিত করিয়া, সেই আদিপুরুষ শ্রীকৃষ্ণের পীতবস্ত্রশোভিত, চতুর্ব্বাহুযুক্ত মূর্ত্তি অগ্রে স্থাপিত রহিয়াছে, এইরূপ মনে অবধারণ করিতে লাগিলেন। ১। ৯। ২৭।

ভীষ্মের ঐরূপ ধারণায় চিত্ত বিশুদ্ধ হইল; কারণ শ্রীকৃষ্ণের কৃপাদৃষ্টিতে তাঁহার সমরসময় বিদ্ধশরভেদযাতনা একেবারে শান্ত হইয়াছিল। অনন্তর তিনি অমঙ্গলশূন্য হইয়া, সকল ইন্দ্রিয়াদিকে বিষয়বাসনা হইতে নিবৃত্ত করিয়া, মায়াজাতভ্রমশূন্য হইয়া,

জন্যদেহকে ত্যাগ করিতে ইচ্ছা করিয়া, জনার্দ্দনকে পরিতুষ্ট করিবার কারণ ইহা বলিলেন :—১। ৯। ২৮।

যিনি প্রকৃতি কর্ত্তৃক প্রার্থিত হইয়া ক্রীড়া করিবার ও আত্মসুখানুভব করিবার কারণ দেহ ধারণ করেন; যাঁহা হইতে এই সংসারপ্রবাহ প্রবাহিত হইতেছে; যাঁহার এ সংসারে কোন প্রকার মহত্ব স্থাপনের অভিলাষ নাই; স্বয়ং পরমানন্দ-স্বরূপ; সেই সাত্বতশ্রেষ্ঠ ভগবান কৃষ্ণে আমার সংসারবিতৃষ্ণ মতি অর্পিত হউক। ১। ৯। ২৯।

ব্যাখ্যা। মহাবীর ভীষ্ম ঈশ্বরন্যস্তচিত্ত হইয়া আপনার জীবনত্যাগপূর্ব্বক মুক্ত হইতে ইচ্ছা করিয়া, প্রথমে মনকে ধ্যানলগ্ন করিলেন; পরে আপনার মতিকে বিশুদ্ধ করিলেন; সেই মতি ঈশ্বরে অর্পণ করিয়া ভক্তি উপস্থিত করিবার কারণ পূর্ব্বোক্ত প্রকাশিত ও অনুভাবিত ঈশ্বরের ক্রিয়া প্রকাশ করিলেন। কারণ রূপ-ধারী জীবমাত্রেই একেবারে অরূপ ধারণা করিতে পারে না। সেই নিমিত্ত পূজা, উপাসনা, মন্ত্রধারণা প্রভৃতি কৌশল প্রকাশিত হইয়াছে।

স্বপ্নে যেমন মনস্থির হয়, এমন আর কখন সংসারীর পক্ষে ঘটে না। স্বপ্নে যে বস্তু দেখা যায়, তাহা যেন স্পষ্ট ও তাহাতে মগ্ন আছি বলিয়া বোধ হয়। তদ্রূপ যোগিগণের সমাধিতে মনস্থির হইলে আপনাকে ঈশ্বরে মণ্ডিত দেখেন। এমন ঈশ্বর কি প্রকার? তাহার কথঞ্চিৎ অনুভবের কারণ তাঁহার গুণক্রিয়া স্মরণ করিবার জন্য ভীষ্ম পূর্ব্বে ঈশ্বরগুণ প্রকাশ করিলেন।

যে কৃষ্ণের ত্রিভুবনমোহনকারী শরীরে তমালের ন্যায় নীলবর্ণ, প্রাতঃকালীন উদিত সূর্য্যপ্রভার ন্যায় লৌহিত্যমিশ্রিত পীতবসন, দেহসরোবরোপরি কুঞ্চিত কেশ-দামাবৃত মুখপদ্ম শোভিত হইতেছে; যিনি বিপদ্‌কালের সখা; তাঁহার উপরে আমার ফলকামনারহিত রতি হউক। ১। ৯। ৩০।

ব্যাখ্যা। পূর্ব্বে ভীষ্ম মতি প্রকাশ করিয়া শেষে মতি হইতে ভক্তি অর্থাৎ রতির আবিষ্কার করিলেন। স্বপ্নদ্রষ্টার ন্যায় সমাধিতে ঈশ্বরে ঈশ্বরময় হইলে রতি-ভক্তির প্রয়োজন হয় না, এক্ষণে ভীষ্ম তাহা হইতে পারেন নাই; এইজন্য শ্রীকৃষ্ণের প্রতি ভীষ্ম ঈশ্বরের স্বরূপাবতারত্ব আরোপ করিয়া ভক্তি স্থির করিলেন।

হায় হায়! আমি যখন সমরে উপস্থিত হইয়া শ্রীকৃষ্ণের সহিত যুদ্ধ করিতে গিয়া-ছিলাম, তখন যুদ্ধে উন্মত্ত অশ্বগণের পদধূলিতে শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গ ধূসরিত হইয়াছিল, পরিশ্রমে অঙ্গ হইতে স্বেদ নির্গত হইয়াছিল, এবং সেই স্বেদ ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত কেশ-জালাগ্রে লগ্ন হইয়া বদনের চারিদিকে প্রকাশিত থাকিয়া বদনের বিষণ্ণতা দেখা-

ইয়া বরং শোভার বৃদ্ধি করিয়াছিল। মৎকর্ত্তৃক অগণ্য শাণিত শরক্ষেপণে যাঁহার কবচ ও অঙ্গ ক্ষতবিক্ষত হইলেও যিনি প্রসন্ন ছিলেন; সেই কৃষ্ণে যেন আমার আত্মা অনুরত হয়। ১।৯।৩১।

ব্যাখ্যা। ভীষ্ম ভক্তি স্থির করিয়াছিলেন, এইবার শ্রীকৃষ্ণে বিশ্বাস করিতেছেন। এ বিশ্বাস অপর বিশ্বাস নয়, জীবন প্রদান করিবার বিশ্বাস। ভীষ্ম কি পরীক্ষা লইয়া জীবন প্রদান করিতে ও কুণ্ঠিত না হইয়া শ্রীকৃষ্ণে বিশ্বাস করিলেন— তাহাই পূর্ব্বে বলিলেন। ঈশ্বরের নিকটে লোকে মায়ার বশীভূত হইয়া কত দোষ করিতেছে, ঈশ্বর কিন্তু ভক্তগণের কোন দোষকেই দোষ বলিয়া গণ্য করেন না; অতএব ঈশ্বরকে এমন প্রভাবসম্পন্ন জানিয়া বিশ্বাস করা উচিত; ভীষ্মোক্তিতে এই ভাবই প্রকাশ হইল।

সখা অর্জ্জুনের বাক্য শ্র ণ করিয়া, যদিও উভয়সেনামধ্যে রণস্থলে রথ রাখিয়া, তথায় অবস্থানপূর্ব্বক স্বীয় কালদৃষ্টি দ্বারা পরপক্ষীয় বীরগণের আয়ু হরণ করিয়াছিলেন। এমন অর্জ্জুনসখা শ্রীকৃষ্ণে আমার মতি হউক। সেই সমরাঙ্গণের মধ্যস্থলে রথ স্থাপিত হইলে, দূরস্থিত দুর্য্যোধনসেনাগণের সম্মুখভাগ অবলোকন করিয়া; তথায় আত্মীয়গণ উপস্থিত আছেন দর্শনে, তাঁহাদের বধ করিতে হইবে, এই মোহে অর্জ্জুন যখন মুগ্ধ হইয়াছিলেন, তখন যিনি অধ্যাত্মবিদ্যা প্রকাশ করিয়া অর্জ্জুনের অবিদ্যাজনিত মায়া দূর করিয়াছিলেন, সেই পরমধন শ্রীকৃষ্ণের চরণে আমার মতি হউক। ১।৯।৩২।৩৩।

ব্যাখ্যা। পূর্ব্বোক্ত স্তুতিতে ভীষ্ম শ্রীকৃষ্ণের পালনক্ষমতা প্রকাশ করিলেন। কৃষ্ণরূপী ঈশ্বর সমদর্শী। এই কারণেই রণের মধ্যস্থলে রথ লইয়া রথাগ্রে ছিলেন এবং তথায় থাকিয়া স্বীয় প্রকৃতিতে যেভাবে বিদ্যাপক্ষের জয় ও অবিদ্যাপক্ষের পরাজয় স্থির করিয়াছিলেন, তাহা প্রকাশ করিয়া অবিদ্যায় মুগ্ধ দুর্য্যোধনাদির সেনাপতি দ্রোণ কর্ণ প্রভৃতির আয়ু কালবশে হরণ করিয়া বিদ্যাসাধক অর্জ্জুনের জয়সাধন করিয়াছিলেন, সেই ভাবটাই যে নিশ্চয়, তাহা বুঝাইবার কারণ অর্জ্জুন যখন আত্মীয়গণকে বধ করিতে হইবে এই ভাবিয়া মুগ্ধ হইয়াছিলেন, তখন তিনি আত্মগুপ্তবিদ্যারূপ অধ্যাত্মবিদ্যা প্রকাশ করেন। কিন্তু পাণ্ডবপক্ষে থাকাতে ও কৌরবপক্ষে না থাকাতে কৃষ্ণের ঈশ্বরত্ব পক্ষে পক্ষপাতিত্ব উপস্থিত হইতে পারে। তিনি যে পক্ষপাতী নহেন, তাহা প্রকাশ করাইবার কারণ গীতা প্রকাশ করিয়াছিলেন।

ঈশ্বর জগতের মধ্যে সাক্ষিস্বরূপ আছেন; তাঁহার কৃত মায়া বিদ্যা ও অবিদ্যাবল পাইয়া এই জগৎ পালন করিতেছে। তাঁহার কৃত কালশক্তি ঐ মায়াভূত বিদ্যা ও অবিদ্যা-বলের সহিত মিশিয়া জগৎকে বর্দ্ধন, উৎপাদন এবং হরণ করিতেছে।

স্বভাবের যে ক্ষমতার দ্বারা লোকে মায়ায় মুগ্ধ হইয়া সংসারের অনুকরণে প্রবৃত্ত হয়, এবং দুঃখ সুখ ভোগ করিয়া কালের হস্তে কৃতকর্ম্মের ফলপ্রাপ্ত হয়, তাহাকে অবিদ্যা বলে, সংসারের যে ক্ষমতার দ্বারা লোকে সংসারে থাকিয়াও মায়ার মোহিনী শক্তিতে না ভুলিয়া, নাসা যেমন সকল গন্ধ আঘ্রাণ করে, কিন্তু কিছুতে অনুরত হয় না; তদ্রূপভাবে নিঃসঙ্গ থাকিয়া ঈশ্বরে মগ্ন হয়, তাহাকে বিদ্যা বলে।

অবিদ্যাবলে ক্রিয়া করিলে তাহার ফল কাল দ্বারা প্রাপ্ত হয়। বিদ্যার দ্বারা ক্রিয়া করিলে কালের বশীভূত হইয়াও কালের দ্বারা আরাধিত হয়।

যেমন অবিদ্যাস্বভাবে কেহ কোন বস্তু অপহরণ করিলে বিদ্যাপ্রভাবী ব্যক্তি তাহাকে দণ্ড দিবার কারণ বিচার করিতে বসিলে বিচারের নিয়মমতে অপহরণকারী আপনিই দণ্ড পায়; তেমনি বিদ্যামণ্ডিত ব্যক্তি অবিদ্যামণ্ডিত ব্যক্তিকে শাসন করিতে যাইলে ঈশ্বরকে সাক্ষী করিয়া থাকে। তাহাতে ঈশ্বরের শক্তিসমূহ কর্ম্ম-ফলের ভোগাভোগ তৎক্ষণাৎ প্রদান করে। মদিরা পান করিলে কালের স্বভাবে তাহাকে যেমন উন্মত্ত হইতেই হয়, তেমনি অবিদ্যাজনিত পাপী কালস্বভাবে আপনিই পাপের দণ্ড প্রাপ্ত হয়; কিন্তু ঈশ্বর কোন বিষয়ে লিপ্ত নহেন। তিনি সকলের সাক্ষি-স্বরূপ। তাঁহার নিকটে সমস্ত সমানভাবে দৃষ্ট হইয়া থাকে।

ইহাতেই কুরুক্ষেত্র সমরের মহারূপক ভাব ও মহাভারতের বেদার্থসঙ্গত অধ্যাত্ম নীতি সকলে হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিবেন। ভারত আর কিছুই নহে, কেবল এক-দিকে প্রবৃত্তিধর্ম্ম আর একদিকে তাহার ফলাফল, চতুর্দ্দিকে সংসার ও মায়া, মধ্য-স্থলে জীব। জীব কি উপায়ে সেই প্রবৃত্তিধর্ম্মে থাকিয়াও পুণ্যপথে ধাবিত হইবে, তাহারই উদ্ধারিত উপায়সমূহ বেদ হইতে সংগৃহীত হইয়া, আখ্যানে সংযোজিত হইয়া ভারত প্রস্তুত হইয়াছে। কুরুক্ষেত্রসমর, বিদ্যা ও মহাবিদ্যা সমর। শ্রীকৃষ্ণ ভগবানের ন্যায় সাক্ষী ছিলেন। উভয় দলের জয় পরাজয় কালশক্তি ও অবিদ্যা-দির প্রভাব মাত্র।

পূর্ব্বোক্ত গুণসমূহদ্বারা যে ভগবান জগৎ পালন করেন; এমন অপক্ষপাতী পথ-প্রদর্শনকারী ভগবানের স্বরূপ শ্রীকৃষ্ণের চরণে আমার রতি হউক। ইহাই ভীষ্মের ইচ্ছা। এই মহতীচ্ছা করিয়া ভীষ্ম রতি ও বিশ্বাসকে এক করিয়া প্রেমে মগ্ন হইবার কারণ প্রস্তুত হইলেন।

---

* যিনি ইতিপূর্ব্বে অস্ত্র না ধরিয়া, কেবল সাহায্যমাত্র করিবেন, এই প্রতিজ্ঞা করিয়া-ছিলেন; তাঁহাকে অস্ত্র ধারণ করাইব, এই প্রতিজ্ঞা যখন আমি করিলাম, তখন যিনি আমার প্রতি অনুগ্রহ করিয়া, আমার প্রতিজ্ঞা রক্ষা করিতে হস্তিবধকারী সিংহের ন্যায় রথ হইতে অবতরণ করিলেন, এবং রথচক্র এক হস্তে ধারণ করিয়া প্রতিপদক্ষেপে পৃথিবীকে কাঁপাইয়া আমার প্রতি ধাবিত হইয়াছিলেন; সেই সময়ে

তাঁহার উত্তরীয় বসন বিস্রস্ত হইয়া ভূমে লুষ্ঠিত হইতেছিল; এমন ভক্তিফলপ্রদানকারী ভগবানে আমার রতি হউক, যেন এই মুকুন্দই অন্তে আমার গতিস্বরূপ হয়েন। ১। ৯। ৩৪।

যিনি লৌকিকে ঐ প্রকার স্বভাব ধারণ করিয়া, অর্জ্জুনের পক্ষ ও আমার শত্রু হইয়া আমাকে অতিবেগের সহিত বধ করিতে অগ্রসর হইয়াছিলেন; এবং আমি যাঁহাকে শত্রুরূপে বাহ্যে দেখিয়া অন্তরের ভাব গোপন করত, শত শত অস্ত্রক্ষেপণে কবচ ভেদ করিয়া রুধিরাক্তকলেবর করিয়াছিলাম, তিনিই মুকুন্দ; সেই ভগবানই আমার অন্তিমগতি হউন। ১। ৯। ৩৫।

ব্যাখ্যা। মহর্ষি ব্যাস ভারতের যে যে স্থানে কৃষ্ণের গুপ্তভাব অপ্রকাশিত রাখিয়াছিলেন, সেই সমস্ত কৃতার্থ ভাগবতে প্রকাশ করিয়া, সাধারণকে কৃষ্ণের প্রতি অচলা ভক্তি সংলগ্ন করিতে শিখাইয়াছেন মাত্র। কুরুক্ষেত্রসমরে কৃষ্ণ কাহারও প্রতি অস্ত্রধারণও করেন নাই; কেবল ভীষ্মের প্রতি ধারণ করিয়াছিলেন। ধর্ম্মরক্ষা করিয়া তিনি ভক্তরূপী ভীষ্মের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করিয়াছিলেন। তিনি ভীষ্মকে বধ করেন নাই, তাহার প্রমাণ দেখাইবার কারণ ভীষ্ম বলিলেন :—"আমি যখন কৃষ্ণকে শরাঘাত করিয়া রুধিরাপ্লুত করিলাম, তখনও তিনি আমার অন্তর বুঝিয়া আমাকে বধ করিলেন না। অতএব এবম্ভূত যিনি অন্তর্যামী, সমদর্শী এবং ভক্তবৎসল; তিনি ঈশ্বর নহেন তো আর কি হইতে পারেন?" সুতরাং তিনি মুকুন্দ মুক্তিদানকর্ত্তা এতক্ষণে লীলাবোধে ভীষ্ম সেই মুকুন্দপ্রেমে মগ্ন হইলেন।

যিনি বিপদে পতিত বিজয়রথ অর্জ্জুনের আত্মীয় হইয়াছেন এবং যিনি তাঁহার সাহায্যার্থে স্বহস্তে অশ্বের রশ্মি ও প্রতোদ (চাবুক) ধারণ করিয়া শোভিত হইয়াছিলেন; সেই গোবিন্দকে দেখিতে দেখিতে আমি মরিতে ইচ্ছা করিতেছি। কারণ আমি দিব্যদৃষ্টির দ্বারা দেখিতেছি যে, গোবিন্দ যখন সারথি অবস্থায় ছিলেন, তখন তাঁহাকে দেখিতে কি স্বপক্ষীয় কি পরপক্ষীয় যাহারা মরিয়াছে, তাহারা সকলেই শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপলোক প্রাপ্ত হইয়াছে। ১। ৯। ৩৬।

ব্যাখ্যা। এতক্ষণে ভীষ্ম, শ্রীকৃষ্ণলীলা বুঝিয়া প্রেমে মগ্ন হইয়া কামনা প্রকাশ করিলেন। ঈশ্বর বিপদের বন্ধু হন। বিপদে একাগ্রচিত্ত হইয়া ঈশ্বরকে ডাকিলে বিশ্বাসী ভক্তের হৃদয়ে ঈশ্বর আবির্ভূত হইয়া থাকেন। ইহা যোগশাস্ত্রের নিয়ম; এবং প্রত্যেকের হৃদয়েই প্রমাণ্য। ভীষ্ম তাহার প্রমাণ দেখাইবার কারণ বলিলেন :—"সেই জন্যই গোবিন্দ হৃতরাজ্যধন বনবাসী অর্জ্জুনের সহিত স্বীয় ভগ্নীর বিবাহ দিয়া আত্মীয়তাস্থাপন পূর্ব্বক তাঁহার সারথ্য গ্রহণ করিয়াছিলেন। অধিকন্তু সেই সারথ্য

মূর্ত্তি ধারণেরও কারণ আছে। যে যে বীর সেনা শ্রীকৃষ্ণকে অশ্বরশ্মিধারী ও কষাহস্ত দেখিতে দেখিতে মরিয়াছিল, সেই ব্যক্তিই মৃত্যুর পরে শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপ প্রাপ্ত হইয়াছিল। এই প্রমাণ এখন আমি দিব্যচক্ষুলাভ করিয়া দেখিতেছি।

ঐ সারথি-মূর্ত্তির আর একটী যে গূঢ়ভাব গুরু বলিয়াছিলেন, তাহা আমি প্রকাশ করিতেছি; কিন্তু শাস্ত্রে কোথাও পাই নাই। সারূপ্যমুক্তিলাভেচ্ছুমাত্রেই যেন ঈশ্বরকে সারথি মূর্ত্তিময় ভাবেন। কারণ আত্মরূপী ঈশ্বর, ইন্দ্রিয়রূপী অশ্বকে বাসনারূপী রজ্জুদ্বারা আকর্ষিত করিয়া, মায়াজাত বিদ্যারূপী কষা সাহায্যে আত্মস্বরূপে আনয়ন করেন। ইহাই সারথ্যরূপ।

শ্রীকৃষ্ণের দয়ার কথা আর কি বলিব; পূর্ব্বে আমি যে, বীরগণের মৃত্যুকালে শ্রীকৃষ্ণ দর্শনে সারূপ্য মুক্তিলাভ হইয়াছে বলিলাম, তাহার আর বিচিত্র কি!! কারণ তাঁহারা স্বধর্ম্ম রক্ষা করিয়া হরিতে তন্মিত হইয়া প্রাণত্যাগ করিয়াছিলেন। কিন্তু ব্রজে গোপবধূগণ শ্রীকৃষ্ণের ললিতগতি, রাসাদিবিলাস প্রভৃতির অনুকরণ করিয়া, তাঁহার প্রেমদৃষ্টিপূর্ণ আঁখি ও প্রেমপূর্ণ ভাব সন্দর্শনে একেবারে উন্মত্ত হইয়া, তাঁহাতেই মগ্ন হইয়াছিলেন ও সারূপ্যমুক্তি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। ১। ৯। ৩৭।

আহা! প্রথম শ্রীকৃষ্ণ গোপগণের পূজিত হইয়াছিলেন। এক্ষণে তিনি জগতের পূজ্য হইয়াছেন। যখন ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরের রাজসভায় রাজসূয় যজ্ঞ হইয়াছিল, তখন পৃথিবীর সমস্ত নৃপতিগণই উপস্থিত ছিলেন, তাঁহারা সকলেই শ্রীকৃষ্ণকে পূজা করিয়াছিলেন। অতএব এমন মহাত্মা কৃষ্ণ আমার সম্মুখে উপস্থিত আছেন। ধন্য—আমিই ধন্য!! ১। ৯। ৩৮।

যাঁহারা প্রতি দেহেরই বিভিন্ন আত্মা এইরূপ অজ্ঞান ভাবনা ভাবেন, কিন্তু সূর্য্য যেমন এক হইয়া দেশভেদে অনেকরূপে প্রকাশ হয়েন, তদ্রূপ যিনি একস্বরূপ হইয়া সেই সকল বিভিন্নদর্শিগণের প্রতিহৃদয়ে অবস্থান করিতেছেন এবং যিনি অজ হইয়া আছেন। সেই অজ ও একস্বরূপ হরিতে আমি এক্ষণে মোহ ও ভেদদৃষ্টিশূন্য হইয়া মগ্ন হইয়াছি বলিয়া বোধ করিতেছি। ১। ৯। ৩৯।

ব্যাখ্যা। ভীষ্ম এতক্ষণে আত্মজ্ঞান লাভ করিলেন। আত্মজ্ঞান লাভ হইলে সংসারের মায়ামোহ নাশ হইয়া আত্মাকে প্রত্যক্ষ করা যায়। ভীষ্ম তাহা দেখিলেন কি না, তাহা জানাইবার কারণ বলিলেন :—

"অনাত্মজ্ঞানীরা ভিন্ন দেহের ভিন্ন আত্মা ভাবেন; কিন্তু আমি এখন দেখিতেছি যে, আত্মা এক ভিন্ন দুই নহে। সূর্য্য যেমন এক হইয়া দেশভেদে ভিন্ন ভিন্ন হইয়া দৃষ্টিগোচর হয়েন, তদ্রূপ অনাত্মজ্ঞানীর চক্ষে সেই আত্মা এক হইয়া ভিন্নরূপে অবস্থান করেন। বস্তুতঃ তিনি ভিন্ন নহেন। আমি ইহা দেখিয়া মোহ ও মায়াশূন্য হইলাম; এবং হরিতে মিশ্রিত হইয়াছি, বোধ করিলাম।"

আত্মজ্ঞান কি প্রকারে উপস্থিত হয়, তাহা পূর্ব্বে বলিয়াছি। হৃদয়ে মন স্থির হইলে বুদ্ধি জ্ঞানপথে যাইয়া আত্মজ্ঞান প্রকাশ করে। সে অবস্থা সাধক ভিন্ন প্রকাশ করিতে পারে না; তবে প্রমাণের কারণ এই বলিতেছি যে:—নিদ্রিত ব্যক্তির মন যথার্থই নিরুদ্ধ হয়। নিদ্রায় বাহ্যজগৎ হইতে বুদ্ধি নিবৃত্ত হইয়া অন্তর্জগতে ব্যাপ্ত থাকে। চক্ষু মুদিলে, ইন্দ্রিয়ক্রিয়া বাহ্যকর্ম্মশূন্য হইলে তাহাদের ক্রিয়া অন্তরে প্রবল হয়। জীব নিদ্রাতে সেই সুখভোগ ভোগ করিয়া থাকে। সেই কারণে স্বপ্নে যাহা দেখা যায়, তাহাতে জীব যে সংলিপ্ত, ইহা বেশ বোধ করে। সেইরূপ নিদ্রিতের ন্যায় সমাহিত আত্মজ্ঞানীর অন্তর ও বহির্দৃষ্টি সমান হয়। তাহাতে জীব যে পরমাত্মার সংলিপ্ত হইবে ইহার আর বিচিত্র কি?

অনন্তর সূতদেব কহিলেন, হে ঋষিগণ! সেই ভীষ্ম মনোবাক্যদৃষ্টিবৃত্তির দ্বারা ভগবান বাসুদেবকে আপনার আত্মায় আবিষ্ট করাইয়া অন্তঃশ্বাস অর্থাৎ মৃত্যুশ্বাস প্রশ্বাসিত করিলেন। ১। ৯। ৪০।

ব্যাখ্যা। মনেই অনুভব করা যায়; বাক্যে উচ্চারণ করা যায়; দৃষ্টিতে দেখা যায়। ভীষ্ম শ্রীকৃষ্ণকে দেখিতে দেখিতে, তাঁহার নাম উচ্চারণ করিতে করিতে, তাঁহাকে পরমাত্মারূপে অনুভব করিতে করিতে, আপনার আত্মায় হরিকে মিশাইয়া যোগিগণের যোগমৃত্যুর উপায়ে অন্তঃশ্বাস প্রশ্বাসিত করিলেন, অর্থাৎ জীবন ত্যাগ করিলেন। আত্মাতে শ্রীকৃষ্ণ অরোপ করণের তাৎপর্য্য এই যে, তাঁহার রূপে আত্মা মগ্ন হইলে তাঁহার স্বরূপ প্রাপ্ত হইল। অতএব তাঁহার সারূপ্যমুক্তি হইল।

পাণ্ডবগণ ও ঋষিগণ, মহাত্মা ভীষ্মদেবকে এই প্রকারে জীবন ত্যাগ করিয়া পরমব্রহ্মে মিলিত হইতে দেখিলেন। দিবাবসানে বায়সগণ যেমন নিরানন্দভাব অবলম্বন করে, এতদ্দর্শনে তদ্রূপ তাঁহারা মৌনী হইলেন। ১। ৯। ৪১।

ভীষ্মদেবের ব্রহ্মসম্মিলন দেখিয়া দেব ও মানবগণ দুন্দুভিধ্বনি করিতে লাগিলেন। সাধুগণ তাঁহার প্রশংসা করিতে লাগিলেন এবং আকাশ হইতে থরে থরে পুষ্পবৃষ্টি হইতে লাগিল। ১। ৯। ৪২।

হে শৌনকাদি মুনিগণ! অনন্তর মহারাজ যুধিষ্ঠির সেই মুক্তপুরুষ ভীষ্মের ভূতদেহের সংকার করিলেন। সংকারাদি করিয়া মুহূর্ত্তের কারণ মায়াবশে দুঃখিত হইলেন। অর্জ্জুন ছলনা করিয়া স্বহস্তে বাণাঘাত করিয়াছিলেন বলিয়া বিশেষ দুঃখিত হইলেন। তাঁহাকে মুনিগণ প্রবোধ প্রদান করিতে লাগিলেন। অনন্তর সেই কৃষ্ণহৃদয় ঋষিগণ আপনাপন আশ্রমে হর্ষের সহিত গমন করিলেন। মহারাজ যুধিষ্ঠির, কৃষ্ণ এবং অনুজগণের সহিত রাজধানীতে আসিয়া রোরুদ্যমান জ্যেষ্ঠতাত ধৃতরাষ্ট্রকে এবং রোদনকারিণী তপস্বিনী জ্যেষ্ঠমাতা গান্ধারীকে শান্ত্বনা প্রদান করিতে লাগিলেন। ১। ৯। ৪৩। ৪৪।

তদনন্তর মহারাজ যুধিষ্ঠির ধৃতরাষ্ট্রের ও শ্রীকৃষ্ণের অনুমতি লইয়া আপনার পিতৃ-পৈতামহরাজ্য ধর্ম্মতঃ পালন করিতে লাগিলেন। ১। ৯। ৪৫।

ইতি শ্রীভাগবতে প্রথমস্কন্ধে নবম অধ্যায়ে
উপেন্দ্রকৃতানুবাদ সমাপ্ত।

ব্যাখ্যা। মহারাজ যুধিষ্ঠির পূর্ব্বে আত্মীয়বিনাশে পাপী হইয়াছেন ভাবিয়া রাজ্য করিতে ইচ্ছা করেন নাই; এক্ষণে ভীষ্মের নিকটে নানা ধর্ম্মোপাখ্যানদ্বারা সে সংশয় দূর করিয়া সমস্তই কৃষ্ণলীলার মতে ঘটিয়াছে, বুঝিয়া সকলের অনুমতিতে রাজ্য করিতে আরম্ভ করিলেন। অর্থাৎ ধর্ম্মপ্রবৃত্তি নিবৃত্তিপথে অভ্রান্তিভাব উদ্দীপন ও শিক্ষা বিতরণ করিতে থাকিলেন।

ইতি শ্রীভাগবতে নবমাধ্যায়ে উপেন্দ্রকৃতাধ্যাত্ম
ব্যাখ্যা সমাপ্ত।

অথ দশম অধ্যায়।

এতচ্ছ্রবণে মহামুনি শৌনক কহিলেন:—হে সূত! তুমি ইতিপূর্ব্বে বলিয়াছিলে যে, ধার্ম্মিকশ্রেষ্ঠ যুধিষ্ঠির ধন ও রাজ্যাপহরণকারী আত্মীয় শত্রুগণকে বিনাশ করিয়া অনুজগণের সহিত রাজ্যভোগ অনিচ্ছা প্রকাশ করিয়াছিলেন; কিন্তু তিনি কি প্রকারে সেই রাজকার্য্য করিতে পুনরায় প্রবৃত্ত হইলেন? আর রাজা হইয়া তিনি কি করিলেন? ১। ১০। ১।

অনন্তর সূতগোস্বামী শৌনকের প্রশ্ন শ্রবণ করিয়া কহিলেন:—হে মুনে! দাবাগ্নিতে যেমন বংশবৃক্ষ অগ্রেই ভস্মীভূত হইয়া থাকে, তদ্রূপ ভগবান হরির মায়ায় কুরুবংশ ধ্বংস প্রাপ্ত হইলে, তিনি পুনরায় পরীক্ষিৎ সংরক্ষণরূপ বংশাঙ্কুর রোপণ করিয়া, রাজা যুধিষ্ঠিরকে তাঁহার রাজ্যে অভিষিক্ত করিলেন। তাহাতে তাঁহার আনন্দের পরিসীমা রহিল না। ১। ১০। ২।

অনন্তর ধর্ম্মরাজ, বিজ্ঞানবিৎ ভীষ্মের এবং কৃষ্ণের মুখে ধর্ম্মাধর্ম্মের উপদেশ শ্রবণ করিয়া একেবারে বিভ্রমহীন হইলেন এবং ইন্দ্র জীবের হিতার্থে যেমন ত্রিভুবন শাসন করেন, তদ্রূপ সন্তুষ্টমনে অনুজগণের সহিত নিস্বার্থে পৃথিবী পালন করিতে লাগিলেন। ১। ১০। ৩।

ধর্ম্মরাজ রাজ্য শাসন আরম্ভ করিলে মেঘসমূহ নিয়মিত বারি বর্ষণ করিতে লাগিল; পৃথিবী কামদুঘা হইয়া অত্যন্ত উর্ব্বরারূপিণী হইলেন; গোসমূহ দুগ্ধভারে স্তন্দেশকে স্ফীত করিয়া দুগ্ধদ্বারা গোষ্ঠসমূহকে সিক্তি করিতে লাগিল। ১। ১০। ৪।

নদীসমূহ সমানভাবে বহিতে লাগিল; সমুদ্র স্থিরভাব ধারণ করিল; পর্ব্বত অরণ্যাদি নানা প্রকার ঔষধি ও বৃক্ষরাজিতে মণ্ডিত হইল; এবং ঐ সমস্ত বৃক্ষগণ ঋতুমতে ফল ফুলোৎপাদন করিতে লাগিল। ১। ১০। ৫।

ধর্ম্মরাজের রাজত্বকালে প্রজাগণের কখন অধিভূত, অধিদৈব বা আত্মসম্বন্ধীয় পীড়া উপস্থিত হয় নাই। (আত্মসম্বন্ধীয় পীড়া—রিপুজনিত ও শোকমোহাদি দুঃখজনিত যন্ত্রণা)। ১। ১০। ৬।

অনন্তর হরি সুভদ্রার এবং পাণ্ডবসুহৃদগণের প্রিয়কামনায় ব্যস্ত হইয়া কয়েক মাস হস্তিনাপুরে রহিলেন। ১। ১০। ৭।

তথা হইতে দ্বারকাগমন করিতে ইচ্ছা করিয়া তিনি আপনার অভিলাষ ধর্ম্মরাজসমক্ষে প্রকাশ করিলেন; ধর্ম্মরাজ আর তাঁহাকে বাধা দিতে না পারিয়া আলিঙ্গনপূর্ব্বক অনুমতি করিলেন। অপরের মধ্যে কেহ বা তাঁহাকে অভিবাদন করিলেন; কেহ বা তাঁহাকে আলিঙ্গন করিলেন। এইরূপে শ্রীকৃষ্ণ বিদায় লইয়া রথে আরোহণ করিলেন। তাঁহাকে রথারোহণ করিতে দেখিয়া, ভীম, ধৃতরাষ্ট্র, নকুল, সহদেব, কৃপাচার্য্য, যুযুৎসু প্রভৃতি বীরগণ; ধৌম্য, ব্যাস প্রভৃতি ঋষিগণ এবং দ্রৌপদী, কুন্তী, সুভদ্রা, উত্তরা ও ব্যাসপত্নী প্রভৃতি স্ত্রীগণ একেবারে কৃষ্ণবিরহে আকুল হইয়া উঠিলেন। কৃষ্ণবিরহ সহ্য করিতে না পারিয়া সকলেই মুগ্ধ হইয়া পড়িলেন। ১। ১০। ৮। ৯। ১০।

তাঁহারা বিশেষ মনে করিলেন যে, সৎসঙ্গে মুক্তিলাভ ও অসৎসঙ্গে বিনাশলাভ হইয়া থাকে; অতএব পণ্ডিতগণ কখনই সৎসঙ্গ পরিত্যাগ সহ্য করিতে পারেন না। তদ্রূপ এই সৎস্বরূপ কৃষ্ণলাভ করা দূরে থাকুক্, যাঁহার নাম শ্রবণে মুক্তি হয়, যশঃকীর্ত্তনে মুক্তি হয়, সেই কৃষ্ণকে সম্মুখ হইতে পরিত্যাগ করা কি প্রকারে সহ্য হইতে পারে? ১। ১০। ১১।

আহা! যে পাণ্ডবগণ কৃষ্ণের মূর্ত্তি দর্শন, তাঁহাকে স্পর্শন, তাঁহার সহিত আলাপন ও তাঁহার সহিত একত্রে শয়ন ও ভোজন করিয়াছিলেন, তাঁহারা কি প্রকারে সেই কৃষ্ণের বিরহ সহ্য করিবেন? ১। ১০। ১২।

তাঁহার স্নেহে সকলেই আবদ্ধ ছিলেন, এই জন্য সকলেই একদৃষ্টে তাঁহার প্রতি অনুগতচিত্ত হইয়া বাহিরে আসিলেন; যতক্ষণ কৃষ্ণকে দেখিতে পাইলেন, ততক্ষণ সকলের নয়ন সেই দিকে ফিরিতে লাগিল। ১। ১০। ১৩।

দেবকীনন্দন অন্তর হইতে বাটীর বাহিরে আসিলে, পুরস্ত্রীগণ আর ক্রন্দন সম্বরণ করিতে পারিলেন না; কিন্তু চক্ষের জল ভূমে পতিত হইলে পাছে তাঁহার পথে কোন অশুভ ঘটে, ইহা ভাবিয়া তাঁহারা অন্তরে কাঁদিয়া চক্ষের জল চক্ষেই ধারণ করিতে লাগিলেন। ১। ১০। ১৪।

তিনি বাহিরে আসিলে চারিদিক হইতে মৃদঙ্গ, শঙ্খ, ভেরী, বীণা, পণব, গোমুখ-ঘণ্টা, আনক, দুন্দুভি প্রভৃতি মঙ্গলময় বাদ্যযন্ত্র সকল নাদিত ও বাদিত হইতে লাগিল। ১। ১০। ১৫।

প্রেম ও লজ্জায় আবৃতচক্ষু কুরুনারীগণ, শ্রীকৃষ্ণকে দেখিবার কারণ প্রাসাদ-শিখরে আরোহণ করিলেন, এবং তাঁহার সন্তোষার্থে থরে থরে পুষ্প বর্ষণ করিতে লাগিলেন। ১। ১০। ১৬।

শ্রীকৃষ্ণের অনুগামী হইয়া রথমধ্যে যে সিংহাসনে শ্রীকৃষ্ণ বসিয়াছিলেন, তাঁহার পার্শ্বে গুড়াকেশ (অর্জ্জুন) প্রিয়তমের পরিতোষণের কারণ মুক্তাদামবিভূষিত রত্নদণ্ড সংযুক্ত শ্বেতছত্র ধারণ করিলেন। ১। ১০। ১৭।

উদ্ধব ও সাত্যকী মধুপতির উভয় পার্শ্বে দণ্ডায়মান হইয়া তাঁহার শান্তির কারণ চামর ধারণ করিয়া বীজন আরম্ভ করিলেন। পথে রথ যত চলিতে লাগিল, ততই উপর হইতে নারীগণ তাঁহাকে পুষ্পদ্বারা অর্চ্চনা করিতে লাগিলেন; তাহাতে তিনি পুষ্পশোভাময় হইয়া উঠিলেন। ১। ১০। ১৮।

তিনি নির্গুণ হইয়াও বিশুদ্ধসত্ত্ব স্বরূপ দেহ ধারণ করিয়াছিলেন, এবং ক্ষত্রগৃহে আবির্ভাব হইয়াছিলেন বলিয়া, পথে ব্রাহ্মণগণ তাঁহাকে দেখিয়া আশীর্ব্বাদ করিতে লাগিলেন। তিনি সেই আশীর্ব্বাদ শিরোধার্য্য করিতে লাগিলেন। ১। ১০। ১৯।

ব্যাখ্যা। এ স্থলে ঈশ্বর আপনিই বেদপ্রণিহিত ধর্ম্ম মর্য্যাদা রক্ষা করিয়া জীবকে তদুপদেশ শিক্ষা দিলেন, ইহা বুঝাইলেই ব্রাহ্মণগণের আশীর্ব্বাদ গ্রহণ বলা হইল। ক্ষত্রগৃহ বলিতে সৌর্জ্জন্যহীন স্বধর্ম্মপূর্ণ জীবের হৃদয়গৃহ।

তিনি যতই অগ্রসর হইতে লাগিলেন, ততই পুরস্ত্রীগণ কর্তৃক তাঁহার জল্পিত গুণানুবাদ ও সর্ব্বশ্রুতিমনোহর লীলা কীর্ত্তন শ্রবণ করিতে পাইলেন। ১। ১০। ২০।

সেই পুরনারীগণের মধ্যে একজন তাঁহার লীলা বর্ণন করিলে, অপরে শুনিয়া সেই অমানুষী লীলা যে কৃষ্ণের পক্ষে আশ্চর্য্য নহে, তাহা বুঝাইবার কারণ বলিতে লাগিলেন—"সখি! তুমি যাহা বলিলে, তাহার আর বিচিত্র কি? যিনি আদিপুরুষ-স্বরূপ এবং এক আত্মারূপে বিরাজিত হইয়া গুণসমূহের সাহায্যে, এই জগৎ পালন, উৎপাদন ও হরণ করেন এবং প্রলয়কালে সকল কারণশক্তির সহিত যিনি নিমিলিত-নয়নে শয়ন করেন, তিনিই এই শ্রীকৃষ্ণ!! ১। ১০। ২১।

যিনি প্রলয়ের পরে সংসার সৃজন করিতে ইচ্ছা করিয়া আপনার বীর্য্য হইতে মায়ারূপিণী প্রকৃতিকে সৃজন ও গুণবতী করত আপনি অনামস্বরূপে তাহাতে প্রবেশ করেন; এবং সেই অনামস্বরূপ নিজতেজ হইতে নামসংযুক্ত ভিন্ন জীবদেহে পরিণত হয়েন; এইভাবে পণ্ডিতগণ বেদাদিতে যাঁহাকে নির্দেশ করিয়াছিলেন; সেই

তিনিই এই শ্রীকৃষ্ণ!! হে সখি! এই শ্রীকৃষ্ণের দর্শন অতি দুর্লভ!! সুরগণ যোগবলে প্রাণাদিকে বশীভূত করিয়া, ভক্তি দ্বারা আত্মাকে পরিশুদ্ধ করিয়া, যাঁহার চরণমাত্র দেখিতে বাঞ্ছা করেন, সেই সত্যস্বরূপ দেবতাই ইনি হইতেছেন। ইহাতে সত্যজ্ঞান স্থাপন করিলে, ইনি দূরগমন করিলেও আমাদিগকে ত্যাগ করিতে পারিবেন না। ১। ১০। ২২। ২৩।

হে সখি! দেখ, বেদাদিতে এবং অপরাপর গুহ্যরহস্যসংযুক্ত শাস্ত্রে—এক মাত্র ঈশ্বর ও যাঁহা হইতে তাঁহার লীলাস্বরূপ জগতের উৎপত্তি, স্থিতি ও লয়সাধন হইতেছে; এইরূপে কল্পিত করা হইয়াছে, তিনিই এই শ্রীকৃষ্ণ হইতেছেন!! ১।১০।২৪।

হে সখি! যিনি পৃথিবীর শাসনকর্ত্তাগণকে অধর্ম্মাবৃত দেখিলে যুগে যুগে ভবের মঙ্গলের কারণ জন্মগ্রহণ করিয়া ঐশ্বর্য্য, সত্য, উপদেশ, ভক্তকৃপা প্রভৃতি অদ্ভুতলীলা-সমূহ প্রকাশ করিয়া থাকেন, সেই তিনিই—এই শ্রীকৃষ্ণ হইতেছেন। ১। ১০। ২৫।

হে সখি! সেই যদুকুলই ধন্য; কারণ সে কুলে এই মহাত্মা জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। সেই মথুরাপুরীই ধন্য; কারণ তথায় এই মহাপুরুষ লীলা করিয়াছেন! আহা, যদুকুল আমাদের পক্ষে পুণ্যবংশ এবং মধুপুরী আমাদের পক্ষে তীর্থ-স্থানের ন্যায় পবিত্র বোধ হইতেছে! কারণ গোবিন্দ তথায় স্বামিরূপে বিরাজ করেন। ১। ১০। ২৬।

হে সখি! মধুবন ও যদুকুলের কথা তো বলিলাম, কিন্তু দ্বারকাপুরী যে কত পবিত্র তাহা আর কি বলিব! সেই দ্বারকার পবিত্রতায় ও শোভায় স্বর্গকে পরাভব করিয়াছে, এবং ভুবনের মধ্যে প্রধান যশঃপ্রদস্থান হইয়াছে! আহা, তথাকার প্রজাগণেরই বা কি পুণ্য। তাহারা প্রত্যহই প্রেমপরিপূর্ণচক্ষে এই হরিকে আপনা-দিগের প্রভু বলিয়া দেখিতেছে। ১। ১০। ২৭।

হে সখি! ব্রজকামিনীগণের ভাগ্যের কথা আর কি বলিব? তাঁহারা এই মহা-পুরুষ কর্ত্তৃক বিবাহিত হইয়া ইহাঁর অধরামৃত মুহুর্মুহু পান করিতেছেন, এবং ইহাঁকে সর্ব্বদা দেখিয়া মুগ্ধ হইতেছেন! বোধ হয়, তাঁহারা পূর্ব্বজন্মে উত্তমরূপে ব্রতস্নানে, হোম যজ্ঞাদিতে ঈশ্বরকে অর্চ্চনা করিয়াছিলেন, তাহাতেই এজন্মে এমন উত্তমভাগ্য লাভ করিয়াছেন। ১। ১০। ২৮।

সখি! চেদীরাজ প্রভৃতিকে পরাজয় করিয়া যাঁহাকে পত্নীত্বে বরণ করা হইয়াছে, তিনিই সমধিক ভাগ্যবতী (রুক্মিণী) এবং কৃষ্ণস্ত্রীগণ উত্তম ভাগ্য লাভ করিয়া কেবলই যে শ্রীহরিকে পতিত্বে পাইয়াছেন তাহা নহে; শ্রীকৃষ্ণ দ্বারা প্রদ্যুম্ন—শাম্ব ও আম্ব প্রভৃতি বলবান সুতগণও লাভ করিয়া বীরমাতা হইয়াছেন।

হে সখি! যাঁহারা ভৌমাদির বধান্তে কৃষ্ণদ্বারা পরিণীতা হয়েন, তাঁহারাও বিশেষ ভাগ্যবতী, কারণ তাঁহাদের সৌন্দর্য্য শ্রীকৃষ্ণকে মুগ্ধ করিয়াছিল। ১। ১০ ২৯।

হে সখি। সেই নারীগণ স্ব স্ব রূপে শ্রীকৃষ্ণকে এত মুগ্ধ করিয়াছিল যে, তাঁহাদের পবিত্রতা বা পরিশুদ্ধতা না থাকিলেও কৃষ্ণ তাঁহাদের উপর সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাদের মনোবাঞ্ছা পরিপূর্ণ করিবার কারণ অভিলষিত দুষ্প্রাপ্য দ্রব্যাদি (পারিজাত) আহরণ করিয়া দিয়া থাকেন।" ১। ১০। ৩০।

অনন্তর শ্রীহরি পুরস্ত্রীগণের মুখে এইভাবে তাঁহার লীলা ও গুণকীর্ত্তন শ্রবণ করিয়া প্রেমপূর্ণনয়নে সকলের প্রতি দৃষ্টিনিক্ষেপ দ্বারা সকলকে অভিনন্দন করিয়া গমন করিলেন। ১। ১০। ৩১।

পথিমধ্যে শ্রীকৃষ্ণের কোন অনিষ্ট না ঘটে, এই কারণে, হস্ত্যশ্বরথপদাতিযুক্ত একদল চতুরঙ্গিণী সেনা অর্জ্জুন সমভিব্যাহারে লইলেন। অনন্তর দূর হইতে পশ্চাৎ পশ্চাৎ আগত কৌরবগণকে শ্রীকৃষ্ণবিরহাতুর অবলোকন করিয়া, তিনি তাঁহাদিগকে প্রবুদ্ধ করত আপন আপন নগরে ফিরিতে অনুমতি করিয়া, উদ্ধব ও সাত্যকী প্রভৃতির সহিত অগ্রসর হইলেন। ১। ১০। ৩২। ৩৩।

ক্রমে কৃষ্ণের রথ কুরুজাঙ্গল, পাঞ্চাল, সুরসেন, যামুন প্রভৃতি ব্রহ্মাবর্ত্ত ও কুরুক্ষেত্রান্তর্গত দেশ অতিক্রম করিয়া মৎস্য ও সারস্বত দেশ অতিক্রম করিল। ১। ১০। ৩৪।

হে ভার্গব শৌনক! ক্রমে সেই বিভু কৃষ্ণ, মরুধন্ব, সৌবীর, আভীর প্রভৃতি দেশ পরিত্যাগ করিয়া আনর্ত্ত অর্থাৎ দ্বারকারাজ্য প্রাপ্ত হইলেন। ১। ১০। ৩৫।

হরি আনর্ত্তদেশে প্রবেশ করিলে, প্রত্যেক গ্রাম হইতে প্রজাগণ তাঁহাকে পূজা করিতে লাগিল; ক্রমে সন্ধ্যা হইল, সূর্য্যদেব পশ্চিম সমুদ্রে মগ্ন হইলে, তিনি রথ হইতে অবতরণ করিয়া সন্ধ্যাবন্দনাদি করিলেন। ১। ১০। ৩৬।

ইতি ভাগবতে প্রথমস্কন্ধে দশম অধ্যায়ে
উপেন্দ্রকৃতানুবাদ সমাপ্ত।

ব্যাখ্যা। এই যে কৃষ্ণের হস্তিনাপুরীত্যাগ ও দ্বারকাগমনের কথা বলা হইল। এটী কেবল রসান্তর দেখাইবার কারণ পৌরাণিক আখ্যায়িকা কৌশল মাত্র। প্রবৃত্তি সংসারের মধ্যে আত্মার লীলাকে পুরলীলা কহে। উহার মধ্যে প্রথমে মথুরাপুর লীলা। দ্বিতীয়ে কুরুপুরলীলা। তৃতীয়ে দ্বারকাপুর লীলা। প্রথমে অজ্ঞান নাশ হয়, দ্বিতীয়ে ধর্ম্মাধর্ম্মের পরীক্ষা হয়। তৃতীয়ে ভোগজন্য সংহার দর্শন হইয়া থাকে। তৃতীয় লীলা দেখাইতেই গমনাদির বর্ণনা হইয়াছে মাত্র। প্রকৃত কথা দশমস্কন্ধে ব্যাখ্যা হইবে।

ইতি ভাগবতে প্রথমস্কন্ধে দশমাধ্যায়ে
উপেন্দ্রকৃতাধ্যাত্ম ব্যাখ্যা সমাপ্ত।

অথ একাদশ অধ্যায়।

শৌনকাদিকে সম্বোধন করিয়া শ্রীসূত কহিলেন :—হে মুনিগণ! এতদন্তে শ্রীকৃষ্ণ দ্বারকাপুরীর মধ্যে প্রবেশ করিলেন। তিনি সেই সমৃদ্ধিসম্পন্ন স্বীয় রাজধানীর সমীপবর্ত্তী হইয়া প্রজাগণকে বিষাদিত দেখিলেন। তাহারা সকলেই প্রভু-বিহনে বিষাদিত হইয়াছে,—ইহা স্থির করিয়া তাহাদের বিষাদ অপনয়ন করিবার কারণ ভীমনাদে পাঞ্চজন্য শঙ্খ নাদিত করিলেন। ১। ১১। ১।

তিনি স্বহস্তে সেই শ্বেতবর্ণ শঙ্খ ধারণ করিয়া স্বীয় রক্তবর্ণ অধরোষ্ঠ তাহাতে সংযোজন করিয়া বাজাইলেন। তাহাতে এমন শোভা হইল যেন, কলহংস রক্তকমলের মধ্যস্থলে থাকিয়া কলরব করিতেছে বোধ হইল। ১। ১১। ২।

প্রজাগণ সেই জগতের ভয়কে ভয়প্রদানকারী শঙ্খধ্বনি শ্রবণ করিয়া তাহাদের প্রভু আসিয়াছেন এই ভাবিয়া সকলেই তাঁহার নিকটে আসিতে লাগিল। ১। ১১। ৩।

ব্যাখ্যা। যে পঞ্চীকরণশক্তিকে কালশক্তি কহে; তাহার দ্বারাই মৃত্যু ও মুক্তি উভয়ের সাক্ষাৎ হইয়া থাকে। অবিদ্যার সাহায্যে মৃত্যু আর বিদ্যার সাহায্যে মুক্তি ঐ কালশক্তি প্রদান করে। সংসারের ভয় মৃত্যু; তাহা অবিদ্যায় লাভ হয়। ঐ মৃত্যুর ভয় মুক্তি। এই কারণে জগতের ভয়ের ভয়স্থলই মুক্তি হইতেছে। ঐ মুক্তি নিনাদই পাঞ্চজন্য শঙ্খনিনাদ বা বিবেক বোধ।

এক্ষণে শ্রীকৃষ্ণকে নরদেহধারী করা হইয়াছে বলিয়া, সেই বিবেকশক্তিটীকে পাঞ্চজন্য শঙ্খরূপে রূপক করা হইয়াছে। কারণ মহাকবি ও মহর্ষি ব্যাস ঈশ্বরকে শ্রীকৃষ্ণে আরোপ করিয়া ঐশ্বরিক ক্রিয়াদিগকেও রূপকে প্রকাশ করিয়াছেন। সকলে ইহার বিশেষভাব দশমস্কন্ধে প্রাপ্ত হইবেন। শঙ্খ শব্দের ব্যুৎপত্তি—মঙ্গল যাহা দ্বারা প্রকাশিত হয়, তাহাকে শঙ্খ কহে। মুক্তিপথের ভাব হৃদয়ে উদ্দীপনকারিণী বিবেকশক্তি দেহীর মঙ্গল সাধন বা প্রকাশ করেন বলিয়া তাহাকে পাঞ্চজন্যশঙ্খে আরোপ করা হইল।

অনন্তর পুরনারীগণ মাধবের মঙ্গলকামনায় ও তাঁহার স্তবের আশায় আনন্দিত হইয়া সকলেরই উপঢৌকনের সহিত তাঁহার সমীপে গমন করিলেন এবং রবিকরে যেমন দীপ প্রদানে রবির কোন উপকার হয় না—তথাপি মনঃ যজ্ঞাদিতে লোকে দীপ প্রদান করিয়া থাকে; তদ্রূপ তাঁহারা মাধবকে উপঢৌকন প্রদান করিয়া তাঁহার নিকট আদৃত হইলেন। পুরনারীগণ আদৃত হইয়া পুত্র যেমন পিতাকে সমাগত দেখিয়া তাঁহাকে সুহৃৎ ও সর্ব্বোৎকৃষ্ট ভাবে, সেইরূপ তাঁহারা প্রফুল্লমনে গোবিন্দকে

স্তব ও স্তুতি করিতে করিতে, "তুমিই আত্মারাম, তুমিই আনন্দদায়ক, অতএব পূর্ণকাম এবং তুমিই আমাদের সর্ব্বোৎকৃষ্ট বস্তু" ইহা বলিতে লাগিলেন। ১।১১।৪।

পুনরায় কামিনীগণ করযোড়ে বলিলেন :—"হে নাথ! আপনার পাদপদ্ম আশায় ব্রহ্মা, তাঁহার পুত্রগণ সনকাদি, ইন্দ্রাদি সুরগণ সর্ব্বদাই বাসনা করেন; ব্রহ্মাদি সুরগণের অধিপতি যে মহাকাল তিনিও আপনার যে পাদপদ্মের অধীন, আমরা সকলে সেই চরণারবিন্দের স্মরণ লইলাম। ১।১১।৫।

হে বিশ্বভাবন! আপনি আমাদিগের জন্মপ্রদানকর্ত্তা, কারণ আপনি বিশ্বের জনক হয়েন; অতএব আপনিই আমাদের জনক, জননী ও পতি হইতেছেন। বিশেষতঃ আপনি আমাদের সদ্‌গুরু ও পরমদেবতাস্বরূপ হইতেছেন। আমরা আপনার অনুবর্ত্তিনী হইয়া আপনাদিগকে পূর্ণকাম বোধ করিতেছি।" ১।১১।৬।

ব্যাখ্যা। এই স্থানে প্রেমিকের কথা হইল। দ্বারকাপুরীর নারীগণ শ্রীকৃষ্ণপ্রেমে এতদূর মগ্ন হইয়াছিল যে, কেশব হস্তিনায় গমন করিলে তাঁহার বিরহে সকলে বিষাদিত ছিল। এক্ষণে মাধব দ্বারকা প্রবেশমাত্রেই যেমন শঙ্খনাদ শুনিল, অমনি তাহারা মঙ্গল উপঢৌকন অর্থাৎ পূর্ণকুম্ভবারি, আম্র ও কদলীশাখা এবং দধি প্রভৃতি লইয়া আসিল। তাহা মাধবের পক্ষে সূর্য্যকে প্রদীপ দেওয়ার ন্যায় হইল। অর্থাৎ যিনি পূর্ণমঙ্গলময় ঈশ্বর, তাঁহার আবার মঙ্গলের প্রয়োজন কি? কিন্তু নারীগণের পক্ষে আর একটী দৃষ্টান্ত দেখান হইল। তাহারা কেশবকে এতদূর সমদর্শনে প্রেমোন্মত্ত হইয়া মনে ভাবিত যে, তিনি যে ঈশ্বরস্বরূপ ইহা তাহাদের বোধ ছিল না। ইহা প্রেমতন্ময় অবস্থার ও সারূপ্যলাভের দৃষ্টান্ত। কামিনীগণ অপরাপর স্তব করিয়া শেষে বলিল :—"হে কেশব! তুমি যখন বিশ্বের প্রসবকারী হইতেছ, তখন আমাদেরও জনক হইলে এবং কেবল জনক নও, জননী ও স্বামী হইলে। পুনরায় জ্ঞান শিখাইয়া আমাদের পরমদেবতা ও গুরুস্থানীয় হইলে।" নারীগণ কেশবকে পিতা, মাতা ও স্বামী বলিল। ইহাতে তাহারা যে, আত্মজ্ঞান লাভ করিয়াছে, তাহার আর সন্দেহ নাই। কারণ এক আত্মাই সর্ব্বত্র পিতা, পুত্র, স্বামী ও গুরুরূপে প্রতীয়মান হয়েন।

হে নাথ! এতদিন পরে আপনাকে দেখিয়া সনাথা হইলাম। কারণ, যে প্রেমযুক্ত, ঈষৎহাস্য ও কোমলতাপূর্ণ দৃষ্টিযুক্ত মুখপদ্ম, যাহা দেবগণও বহুকষ্টে দেখিতে পায়েন, তাহা এবং আপনার যেরূপে সর্ব্বসৌভাগ্যচিহ্ন প্রকাশিত রহিয়াছে, সেইরূপ আমরা স্বচক্ষে দেখিতে পাইলাম। ১।১১।৭।

ব্যাখ্যা। বিশ্বাসান্তে কেশবের প্রতি যেভাবে নারীগণ মুগ্ধ হইয়াছিলেন, তাহা প্রকাশ করিতে গিয়া তাঁহারা পূর্ব্বোক্ত মুখপদ্মের ও রূপের কথা প্রকাশ করিলেন। যে ভাবে ঐ মুখশ্রী বর্ণিত হইল, তাহা যথার্থ। আধুনিক নারীকামুকগণের

রতিমতি সময়ে যে ভাবে মুখশ্রী প্রকাশ হয়, তাহার সহিত ঐক্য হয়। কিন্তু বুদ্ধিমানে একটু দর্শনশাস্ত্র বুঝিলেই বুঝিতে পারিবেন যে, যখন কামুক পুরুষ আপনার ইন্দ্রিয় চরিতার্থ করিবার কারণ মনোভাব প্রকাশ করে, তখন সে আপনার হৃদয়ের ভাব প্রকাশ করিয়া থাকে; তখন তাহার মনে আর কোন চিন্তা থাকে না, কেবল কামচিন্তাই সার হয়। কামচিন্তাই তাহার পক্ষে পরমানন্দ চিন্তা ও শুভচিন্তা। ইহাতে এই প্রকাশ হইল যে, হৃদয়ের মধ্যে চিত্তের সাহায্যে যখন পূর্ণানন্দ ও পূর্ণসদয় ভাব উদিত হয়, তখনই মুখশ্রী ঐরূপ ধারণ করে। সংসারী কামুক, তাহাদের কামপ্রসাধনকালে ঐ সদয়তা প্রকাশ হয় বলিয়া, কামাতুর কামিনী তাহাকে বিশ্বাস করিয়া নিকটে গমন করে। মুখের সদয় ভাব প্রকাশ না হইলে কখনই কেহ কাহাকে বিশ্বাস করিতে পারে না। ঈশ্বর সর্ব্বদাই সদয়, সর্ব্বদাই পরমানন্দময়, তাঁহাকে মানবরূপে কল্পিত করিতে হইলে, পূর্ব্বোক্ত মুখশ্রী প্রকাশ করিতে হইবে। কামিনীগণ সেই সদয়ভাব-প্রকাশিত মুখশ্রী অবলোকনে মাধবকে ঈশ্বর ভাবিয়া তাঁহাতে রতি মতি, সমস্তই প্রদান করিলেন।

হে অম্বুজাক্ষ! আপনি যখন আমাদিগকে ত্যাগ করিয়া আপনার সুহৃৎ কুরুগণ ও মথুরাপুরবাসিগণকে দেখিতে গমন করেন, আপনার সেই অনুপস্থিত কালের প্রতিক্ষণ আমাদের পক্ষে কোটী কোটী বৎসরের ন্যায় বোধ হয়। হে অচ্যুত! আপনাকে না দেখিয়া সূর্য্যবিহনে যেমন চক্ষু অন্ধকার দেখে, তদ্রূপ আমরাও দেখিয়া থাকি। ১। ১১। ৮।

শ্রীকৃষ্ণে বিশ্বাস করিয়া ঐ কামিনীগণ সতীত্ব অবলম্বন করিয়াছেন। অর্থাৎ তাহারা কৃষ্ণদর্শন, কৃষ্ণসেবা, কৃষ্ণনাম কীর্ত্তন করিয়াই সুখী হয়েন। এবং ঐরূপ করিয়া যখন তাঁহারা মায়ার পীড়ন হইতে বিচ্যুত হইয়াছেন, তখন তাঁহারা কৃষ্ণবিরহ কি প্রকারে সহ্য করিবেন? সেই কারণে প্রেমৌৎসুক্য প্রকাশ করিলেন। এই নিয়মেই প্রেমাশ্রিত বলিয়া ভক্তগণকে ঈশ্বরের পক্ষে নাড়ী বলিয়া কল্পনা করা হইয়াছে।

হে নাথ! আপনি প্রবাসিত হইলে, আপনার প্রসন্নদৃষ্টি ও অখিলের দুঃখবিনাশকারী সুন্দরহাস্যসংযুক্ত মনোহর বদন না দেখিয়া, আমরা কেমন করিয়া জীবিত থাকিতে পারি? নারীগণ এই প্রকার শ্রীকৃষ্ণস্তব করিয়া স্থির হইলেন। প্রজাবৎসল ভগবান কেশব এই প্রকারে নারীগণকর্ত্তৃক স্তুত ও অপরভাবে অন্যান্য ব্যক্তিগণ কর্ত্তৃক স্তুত হইয়া, তাঁহাদের প্রতি অনুগ্রহদৃষ্টি বিস্তার পূর্ব্বক পুরমধ্যে প্রবেশ করিলেন। সেই দ্বারকাপুরীর কি সৌভাগ্যই জগতে প্রকাশিত ছিল। নাগগণদ্বারা বেষ্টিত হইয়া, পাতালপুরী যেমন সুরক্ষিত হইয়াছে, তেমনি কেশবের সমবীর মধু,

ভোজ, দশার্হ, অন্ধক, বৃষ্ণি প্রভৃতিবংশীয় বীরগণের দ্বারা দ্বারকাও সুরক্ষিত হইতেছে। সেই দ্বারকায় প্রতি ঋতুমতে সকল প্রকার বিভবশালী হইয়া, বৃক্ষগণ ও লতাবলী ফলফুলোৎপাদন করিত; উদ্যান, উপবন, ক্রীড়োদ্যান পরম রমণীয়ভাবে থকিত; সরোবরসমূহ কমলমালায় সুশোভিত থাকিত। ১। ১১। ৯। ১০। ১১। ১২।

দ্বারকার পুরদ্বারে ও রাজপথে সর্ব্বদাই আনন্দকৌতুক হইত; এবং উৎসব নিবন্ধন তাহার তোরণে গরুড়াদি জয়চিহ্নযুক্ত ধ্বজ ও পতাকাসমূহ সজ্জিত হইয়া বায়ুতে উড্ডীন হইতেছিল। তাহাতে সূর্য্যের আতপ পুরমধ্যে প্রবেশ করিতে পাইত না। ১। ১১। ১৩।

কেশব দ্বারকায় প্রবেশ করিতেছেন, এই মহোৎসবে, সেই নগরীর প্রতি রাজমার্গ উত্তমরূপে মার্জ্জিত ও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পথগুলি উত্তমরূপে পরিস্কৃত করিয়া, সর্ব্বত্রই সুগন্ধি জল সিঞ্চন করা হইয়াছিল। পণ্যবীথিকাসমূহ ফলপুষ্প, অক্ষত ও অঙ্কুরাদির দ্বারা শোভিত করা হইয়াছিল। কেশবের মঙ্গলের কারণ দ্বারকাবাসিগণ প্রতিগৃহের দ্বারে পূর্ণকুম্ভ, অক্ষত, ফল, ইক্ষুদণ্ড, দধিভাণ্ড; পূজার কারণ মধু, ধূপ, দীপাদি স্থাপন করিয়াছিল। ১। ১১। ১৪। ১৫।

অনন্তর কেশবের আগমন সংবাদ প্রাপ্ত হইয়া, মহামনা বসুদেব, অক্রূর, উগ্রসেন, অদ্ভুত বিক্রমধারী বলরাম, প্রদ্যুম্ন, চারুদেষ্ণ ও জাম্ববতীসুত সাম্ব প্রভৃতি বীরগণ ও ভক্তগণ—শয়ন, আসন ও ভোজন ত্যাগ করিয়া, আনন্দের সহিত বেগে তাঁহাকে দেখিতে আসিলেন। অনন্তর শ্বেতহস্তীকে অগ্রে করিয়া, শঙ্খ ও তূরীনিনাদ করিতে করিতে বেদপাঠের সহিত কেশবের মঙ্গলের জন্য প্রণয়ী ও সম্ভ্রমশালী ব্রাহ্মণগণ কেশবকে অগ্রসর হইয়া আনিতে গেলেন। ১। ১১। ১৬। ১৭। ১৮।

কেশবকে আনন্দ প্রদান করিবার কারণ শত শত নটগণ নব নব রসাভিনয় করিতে, শত শত কুন্তল ও মনোহর কুন্তলগুচ্ছশোভিত বদনধারিণী নর্ত্তকীরা নৃত্য করিতে, সূতগণ রথ লইয়া সারথ্য করিতে, মাগধ ও বন্দিগণ স্তব পাঠ করিতে এবং গন্ধর্ব্বগণ সঙ্গীত করিতে তথায় আগমন করিল; এমন কি, নটাদি সকলেরই হৃদয়ে কৃষ্ণদর্শনোৎসুক্য জন্মিয়াছিল। বন্দিগণ মাধবের সম্মুখে যাইয়া সেই উত্তমশ্লোকের অদ্ভুত চরিত্রের বিষয় গান করিল। ১। ১১। ১৯। ১৯।

ভগবান কেশব অনুবর্ত্তী পৌরগণকে, বন্ধুগণকে, যথাবিধিপূজা ও সম্মান করিলেন। কাহাকেও শিরোনমন করিয়া, কাহাকেও বাক্য দ্বারা, কাহাকেও করস্পর্শ করিয়া, কাহাকেও প্রেমপূর্ণ ইঙ্গিত দ্বারা, কাহাকেও আশ্বাসিত করিয়া, কাহাকেও তাহার কামনার উপযুক্ত বর প্রদান করিয়া সন্তুষ্ট করিলেন। ১। ১১। ২০। ২১।

স্বয়ং কেশব, ব্রাহ্মণগণদ্বারা, গুরুগণদ্বারা, আত্মীয় বৃদ্ধগণদ্বারা আশীর্ব্বাদিত এবং বন্দিগণদ্বারা স্তুত হইয়া পুরীতে প্রবেশ করিলেন। ১। ১১। ২২।

বিপ্রগণদ্বারা উৎসবান্বিত হইয়া, কৃষ্ণ পুরে প্রবেশ করিতেছেন, ইহা শ্রবণ পূর্ব্বক দ্বারকাবাসিনী কুলবধূরা তাঁহাকে দেখিবার জন্য স্ব স্ব প্রাসাদের শিখরে আরোহণ করিলেন। ১। ১১। ২৩।

দ্বারকাবাসিগণ পূর্ব্বে নিত্যই কেশবকে দেখিতেন, তথাপি তাঁহার বৈকুণ্ঠ-শোভাসংযুক্ত অচ্যুতমূর্ত্তি দেখিয়া তাঁহারা পূর্ণতৃপ্ত হইতে পারিতেন না। সেই জন্যই আজ কেশবকে হস্তিনা হইতে সমাগত দেখিতে সকলের এত ঔৎসুক্য বৃদ্ধি হইল। ১। ১১। ২৪।

আহা! কেশবের অঙ্গের শোভা দ্বারকাবাসিগণ কি প্রকারে ভুলিবে। সেই কেশবের বক্ষে লক্ষ্মী নিবাস করেন। সেই কেশবের বদনে জগদীয় সকলের দৃষ্টি-সম্মোহনকারী অমৃত শোভিত রহিয়াছে। সেই কেশবের বাহুযুগল লোকপালগণের নিবাস স্বরূপ হইতেছে। সেই কেশবের পদ ভক্তগণের বাঞ্ছিত হইতেছে। এমন মাধবকে দেখিয়া দ্বারকাবাসিগণ কখনই একেবারে তৃপ্ত হইতে পারে না। ১।১১। ২৫।

আহা! সেই সময়ে কেশবের কি শোভাই হইল!! চতুর্দ্দিকে শ্বেতছত্র রৌদ্র নিবারণ করিতে প্রকাশিত হইল। চতুর্দ্দিকে শ্বেতচামরসমূহ ব্যজনার্থ প্রকাশিত হইল। প্রাসাদ সকলের উপর হইতে পুষ্প বর্ষিত হইতে লাগিল। কেশবের গলে বনমালা দুলিতে লাগিল। তাঁহার কটিতটে পীতবাস সমধিক শোভাকর হইল! মধ্যস্থলে শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং রহিলেন। তাহাতে কৃষ্ণরূপ মেঘে পীতাম্বররূপী বিদ্যুৎ প্রকাশ হইল। বনমালারূপী ইন্দ্রধনু শোভিত হইল। চামর সকল চন্দ্রের ন্যায়, শ্বেতছত্র-সমূহ সূর্য্যের ন্যায় এবং বর্ষিত পুষ্প সকল নক্ষত্রের ন্যায় সেই কৃষ্ণরূপী মেঘে শোভিত হইল। ১। ১১। ১৬।

অনন্তর কৃষ্ণ পুরপথ অতিক্রম করিয়া রাজান্তঃপুরে প্রবেশ করিলেন। তিনি প্রবেশ করিলে তাঁহার পিতামহী মাতামহীগণ তাঁহাকে আলিঙ্গন করিলেন। কিন্তু কেশব তাঁহাদের এবং দেবকী প্রভৃতি মাতৃগণকে শিরদ্বারা প্রণাম করিয়া বন্দনা করিলেন। বহুদিন পরে কৃষ্ণকে দেখিয়া সন্তানবৎসলা সেই সেই জননীগণের স্তনসমূহ দুগ্ধভারস্ফীত হইয়া উঠিল। তাঁহারা সকলে হর্ষবিহ্বলা হইয়া কেশবকে অঙ্কে ধারণ পূর্ব্বক আনন্দাশ্রু বিসর্জ্জন করিতে লাগিলেন। ১। ১১। ১৭।

কেশব মাতৃগণকে বন্দনা করিয়া যে গৃহে আপনার ষোড়শ সহস্র প্রিয়তমা পত্নীগণ থাকিতেন, সেই সর্ব্বোত্তম কামপ্রদানকারী গৃহে গমন করিলেন। তাঁহার সতী-নারীগণ, তিনি প্রবাসিত হইলে, এতদিন প্রোষিতভর্ত্তৃকাব্রত অবলম্বন করিয়াছিলেন; অর্থাৎ হাস্যত্যাগ, অপরের গৃহে গমন ত্যাগ, কোন উৎসবদর্শন ত্যাগ, ক্রীড়া ও বেশভূষাকরণ ত্যাগরূপ ব্রত ধারণ করিয়াছিলেন। বহুদিনের পর স্বামীকে অদূরে আসিতে দেখিয়া তাঁহারা মানসে মহানন্দসম্পন্না হইয়া দণ্ডায়মানা হইলেন এবং লজ্জায় অধোমুখী হইয়া রহিলেন। ১। ১১। ২৮। ২৯।

পূর্ব্ববৃত্তান্ত বর্ণনা করিতে করিতে সূতগোস্বামী শৌনকাদিকে বলিলেন:—"হে ভৃগুস্তব! অতি আশ্চর্য্যের কথা শ্রবণ করুন!! পূর্ব্বে যে স্ত্রীগণের কথা বলিলাম, তাঁহারা স্বামীকে সম্মুখে না আসিতে দেখিয়াও অন্তরে দেখিতে পাইতেন; কিন্তু এক্ষণে তিনি সম্মুখে আসিলে দর্শনেন্দ্রিয় দ্বারা দেখিতে পাইলেন। কেশবকে সন্নিহিত দেখিয়া তাঁহারা সেই পতিকে গূঢ়ভাবে পুত্রের ন্যায় আলিঙ্গন করিলেন; এবং সেই সময়ে লজ্জা ত্যাগ করিয়া নেত্র হইতে স্নেহবারি বিগলিত করিয়াছিলেন।" ১। ১১। ৩০।

ব্যাখ্যা। এই স্থানে আপনিই ব্যাস, ষোড়শ সহস্র কামিনীগণ কৃষ্ণের কি প্রকার পত্নী ছিলেন, তাহা প্রকাশ করিলেন। সেই পত্নীগণ স্বামীকে সম্মুখে না দেখিয়াও বুদ্ধি ও জ্ঞানের দ্বারা আত্মায় দেখিতেন, আর এক্ষণে তিনি নিকটে আসিলে স্নেহপূর্ণ ক্রন্দনের ন্যায় কাঁদিতে কাঁদিতে তাঁহারা তাঁহাকে পুত্রের ন্যায় আলিঙ্গন করিলেন। কিরূপে আলিঙ্গন করিলেন—না—লজ্জাহীনা হইয়া!! মায়ার আবরণের নাম লজ্জা। স্ত্রীগণ অধিক মুগ্ধ বলিয়া অধিক লজ্জাশালিনী হয়, মায়াকে আত্মজ্ঞানীতেই ত্যাগ করিয়া থাকে। মায়াবশেই সংসার; মায়াদৃষ্টিতে সংসারে আবদ্ধ হইলেই আত্মীয়গণের উপাধিতে পুত্র, পিতা, পতি স্থির হইয়া থাকে। যাহারা মায়াত্যাগ করিল, তাহাদের পক্ষে পতি-পুত্রভাব সমান হইয়া যায়। ঈশ্বরপ্রেমে যাহারা মগ্ন হয়, তাহাদের বাহ্যজ্ঞান থাকে না।

এ স্থলে নারীগণ কেশবকে সেই আত্মজ্ঞানবলে দেখিয়া, পুত্র বলিয়া আলিঙ্গন করিলেন। তাঁহাদের পুত্র বলিবার আরো কারণ ছিল। পুন্নামক নরক হইতে উদ্ধারকারীকে পুত্র কহে। ইহসংসারে কর্ম্মফলে রৌরব, পুং প্রভৃতি বিবিধ নরকপ্রাপ্তিরূপ সংসারিক ভয় শাস্ত্রে আছে। ভগবান যখন ভক্তকে সকল নরক-যন্ত্রণা হইতে উদ্ধার করিতে পারেন, তখন তিনি মুখ্যার্থে পুত্রপদবাচ্যও বটেন।

সেই নারীগণের নিকটে কৃষ্ণ পূর্ব্বে নিয়তই থাকিতেন। কামিনীগণ তাঁহার পদসেবা করিতে করিতে সেই চরণকে নিত্যই নূতন শোভাযুক্ত দেখিতেন। বিশেষতঃ লক্ষ্মী চঞ্চলাস্বভাবাপন্না হইয়াও যখন সেই পাদপদ্ম ত্যাগ করিতে পারেন নাই, তখন কামিনীগণ কি প্রকারে সেই চরণ ক্ষণেক ভুলিতে পারিবেন। ১। ১১। ৩১।

ব্যাখ্যা। লক্ষ্মী বলিতে চৈতন্য প্রকৃতি!! ঐ কৃষ্ণ যখন স্বরূপে অবস্থান করেন, তখন প্রকৃতি কালস্বভাবে চঞ্চলা হইয়াও তাঁহার পদত্যাগ করেন না, অর্থাৎ পুরুষ হইতে শক্তি ভিন্ন হইতে পারেন না। সেই বোধে কামিনীগণ তাঁহার চরণে অচলা-ভক্তি দিয়া উন্মত্তা হইয়াছিলেন।

হে ভৃগুবংশোদ্ভব শৌনক মুনে! শ্রীকৃষ্ণ যে ঈশ্বর ছিলেন, তাহার আর সন্দেহ নাই। দেখুন, বায়ু যেমন দুইটী শুষ্ক বংশবৃক্ষে লাগিয়া উভয়ের ঘর্ষণে অগ্নি প্রকাশ

করিয়া দেয়, পরে সেই দাবাগ্নি আপনিই ঐ উভয় বংশকে দগ্ধ করিয়া নিবৃত্ত হয়; তদ্রূপ অহঙ্কার সহযোগে ভীষণ তেজসম্পন্ন, ক্ষিতির ভারস্বরূপ, নৃপগণের অক্ষৌহিণী প্রমাণ সেনানিচয় নাশ করিবার কারণ শ্রীকৃষ্ণ আপনিই কালবায়ুরূপে আসিয়া নৃপগণের বৈরানল উদ্দীপন করত, সকলকে বিনাশ করিয়া হীনাস্ত্র ও হীনতেজ করিলেন। ১। ১১। ৩২।

সেই ঈশ্বর আপনার মায়ার দ্বারা নরলোকে অবতীর্ণ হইয়া প্রকৃত অবস্থায় যে ভাবে থাকেন, তাহার অনুরূপ দেখাইবার কারণ উত্তমোত্তম স্ত্রীগণের মধ্যে অবস্থান পূর্ব্বক লীলা করিতেছেন। ১। ১১। ৩৩।

কৃষ্ণ, নারীগণের মধ্যে সাংসারিক স্ত্রৈণগণের ন্যায় ছিলেন না। যিনি স্বয়ং স্ত্রী মূর্ত্তি হইয়া এমন মোহিনীরূপ ধারণ করিয়াছিলেন যে, স্বয়ং কামবিজয়ী মহাদেবও তাঁহার বক্রকটাক্ষপাত, লজ্জাসংযুক্তদৃষ্টি ও মৃদু মৃদু হাস্য দেখিয়া মুগ্ধ হইয়া করধৃত পিনাক পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। অতএব তাঁহাকে মুগ্ধ করিতে পারে, এমন কে আছে? নারীগণ তাঁহার ইন্দ্রিয়গণকে কখনই মুগ্ধ করিতে পারেন নাই। কিন্তু অজ্ঞ লোকেরা তাঁহার গূঢ়ভাব বুঝিতে না পারিয়া তাঁহাকে মনুষ্যের ন্যায় অবস্থিত দেখিয়া, তাঁহাকে মনুষ্য ভাবিয়া আপনাদিগের ন্যায় সংসারে মুগ্ধ ভাবিয়া থাকে। ১। ১১। ৩৪।

ব্যাখ্যা। এই স্থানে সূতগোস্বামী কৃষ্ণের চরিত্র সংক্ষেপে বর্ণন করিলেন। প্রথমে তাঁহার জন্মের প্রয়োজন দেখাইলেন। তাহার ভাব এই, শ্রীকৃষ্ণ যদি ঈশ্বর হইলেন, তবে তাঁহার নররূপ ধারণের প্রয়োজন কি? ভূভার হরণই যদি ঈশ্বরের বাঞ্ছনীয়, তবে কি তিনি মনে করিলেই প্রলয়দ্বারা হরণ করিতে পারিতেন না? ইহা বুঝাইবার কারণ সূত বলিলেন:—"যেমন বনে বহু বৃক্ষ সত্ত্বে দুইটী বংশবৃক্ষ যদি কালের দৃষ্টিতে পতিত হয়, তাহা হইলে তাহাদের বিনাশের জন্য বায়ু আপনি স্বীয় বেগদ্বারা উভয়কে ঘর্ষণ করে, সেই ঘর্ষণ হইতে অগ্নি প্রকাশিত হইয়া উভয়কে দগ্ধ করিয়া নিবৃত্ত হইয়া থাকে, তদ্রূপ এই কুরুকুল ও অন্যান্য রাজগণ, ভীষণ অধর্ম্মে আবৃত হইয়া পৃথিবীর অমঙ্গলকর হইয়া উঠিলে তাহাদের গর্ব্ব ও অজ্ঞান বিনাশ করিতে ঈশ্বর কালবায়ুরূপে অবতীর্ণ হইয়া পাণ্ডব ও কৌরব মধ্যে বৈরানল উদ্দীপন করত অধর্ম্মের বিনাশ সাধন করিলেন।"

ঈশ্বর পূর্ণ অবস্থায় সংহারকার্য্যে ব্যাপৃত হইলে মহাপ্রলয় ঘটিয়া থাকে, সে সময় তখনো উপস্থিত হয় নাই বলিয়া একাংশ স্বরূপ পাণ্ডবকৌরব-পক্ষীয় বীরগণকে বিনাশ করিবার জন্য স্বয়ং স্বরূপভাবে কৃষ্ণনামে নরকুলে অবতীর্ণ হইলেন। যেমন চুল্লির অগ্নিতে ও সূর্য্যের অগ্নিতে ভেদ নাই—কিন্তু চুল্লির অগ্নির দ্বারা রন্ধনক্রিয়া হয়, আর সূর্য্যাগ্নিতে পৃথিবীকে দগ্ধ করা যায়, তদ্রূপ সামান্য ভার গ্রহণের কারণ ঈশ্বর সামান্য নররূপ ধারণ করিলেন। শ্রীকৃষ্ণ ঈশ্বরত্বলাভ করিয়া যথার্থ হরণ

ক্রিয়া সাধন করিলেন; কিন্তু তিনি কি অবস্থায় অবস্থান করিলেন, তাহা বুঝাইতে সূত কহিলেন:—"তিনি আপনার মায়াতে নরলোকে অবতীর্ণ হইয়া, সুন্দরী নারীকদম্বের মধ্যবর্ত্তী হইয়াছিলেন।" কৃষ্ণ এভাবে কেন ছিলেন, তাঁহা বুঝাইতে সূত বলিলেন:—"ঈশ্বর প্রকৃতি অবস্থায় এই জগতে যে মায়া, কালশক্তি ও চৈতন্য-শক্তি প্রভৃতি প্রকৃতিগণের দ্বারা বেষ্টিত থাকেন, তদ্রূপ শ্রীকৃষ্ণ নারীগণে ব্যাপৃত ছিলেন।"

হে মহামুনে শৌনক! ভগবান্ নিঃসঙ্গভাবে কিরূপে অবস্থান করেন, তাহা শ্রবণ করুন। আত্মা যেমন পরমানন্দ ভোগ করেন, বুদ্ধি আত্মার আশ্রয়ে থাকিয়াও তদনুরূপ ভোগ করিতে না পারিয়া মনের সহিত মিলিয়া সুখ দুঃখ ভোগ করে। আত্মা কেবল সাক্ষী থাকিয়া বুদ্ধির সাহায্যে সুখ দুঃখ অনুভব মাত্র করেন, সেইরূপ ঈশ্বর প্রকৃতিগণের মধ্যে থাকেন, কিন্তু তাহাদের সহিত মিলিত হয়েন না। সেই ঈশ্বর স্বরূপ শ্রীকৃষ্ণকে নারীগণ ভর্ত্তারূপে লাভ করিয়া, মূঢ়তা বশতঃ তাঁহাকে স্ত্রৈণ বা একান্ত অনুব্রত বলিয়া ভাবিত; তাঁহার মহিমা কেহ বুঝিতে পারিত না। হে শৌনক! যাহার যেমন বুদ্ধি, সে তাঁহাকে তদ্রূপ দেখিত। ১। ১১। ৩৫। ৩৬। ৩৭।

ইতি শ্রীভাগবতে প্রথমস্কন্ধে একাদশ অধ্যায়ে
উপেন্দ্রকৃতানুবাদ সমাপ্ত।

ব্যাখ্যা। কৃষ্ণকে ঈশ্বরস্বভাবাপন্ন বুঝাইতে সূত গোস্বামী পুনরায় বলিলেন। প্রকৃতিগণের মধ্যে থাকিয়া ঈশ্বর যেমন প্রকৃতিতে মুগ্ধ নহেন, সেইরূপ কৃষ্ণও নারীগণের মধ্যে থাকিয়া তাহাদের মায়াতে মোহিত হইতেন না। যেমন বুদ্ধি কখন আত্মার স্বভাবাপন্ন হয় না, সেইরূপ কৃষ্ণও নিঃসঙ্গ ভাবাবলম্বন করিয়াছেন। কিন্তু অবলা ও মুগ্ধা নারীগণ বা ভক্তগণ তাঁহার মহিমা না বুঝিয়া স্বীয় স্বীয় বুদ্ধিবলে তাঁহাকে অনুরত ও স্ত্রৈণ ভাবিত।

ইতি ভাগবতে প্রথমস্কন্ধে একাদশাধ্যায়ে উপেন্দ্রকৃতাধ্যাত্ম
ব্যাখ্যা সমাপ্ত।

অথ দ্বাদশ অধ্যায়।

শৌনক সূতকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন:—"হে সূত! অশ্বত্থামা কর্ত্তৃক ব্রহ্মাস্ত্রের তেজে উত্তরার বিনাশপ্রায় গর্ভকে স্বয়ং ভগবান রক্ষা করিলেন; সেই গর্ভ হইতে যে পুরুষ জন্মগ্রহণ করেন, তাঁহার জন্ম, কর্ম্ম ও নিধনের ইতিহাস এবং তাঁহার পর-

লোক গমনকালে ভগবান শুক যে প্রকারে তাঁহাকে জ্ঞান উপদেশ দেন, তাহা আমরা শ্রবণ করিতে ইচ্ছা করিতেছি, অতএব তুমি দয়া করিয়া আমাদের সেই আখ্যান শ্রবণ করাও।" ১।১২।১।২।

তাঁহার প্রশ্ন শ্রবণে সূত গোস্বামী কহিলেন:—হে শৌনক, তবে শ্রবণ করুন। পিতা যেমন আপন পুত্রকে সযত্নে পালন করেন, সেইভাবে ধর্ম্মরাজ প্রজাগণকে পালন ও রাজ্য শাসন করিয়া শ্রীকৃষ্ণচরণ সেবার জন্য ক্রমে সকল বিষয়ভোগ ও কামনা হইতে নিবৃত্ত হইলেন। পরে তিনি স্বীয় মহিষী, ভ্রাতা, রাজ্য, জম্বুদ্বীপের আধিপত্য, ঐশ্বর্য্য, যশ সমস্ত হইতেই ক্রমে নিস্পৃহ হইলেন।১।১২।৩।৪।৫।

সেই মুকুন্দ-সেবাপরায়ণ যুধিষ্ঠিরের পক্ষে সেই দেবগণ-স্পৃহনীয় সম্পদ:—যেমন ক্ষুধাতুরের পক্ষে মাল্য ও চন্দন অনাদরণীয় হয়, সেইরূপ অনাদরের বস্তু হইয়াছিল।১।১২।৬।

এমন সময়ে সেই উত্তরার গর্ব্ভে যে পুরুষ জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, তিনি গর্ব্ভেতেই জ্ঞানলাভ করিয়া গর্ব্ভমধ্যে একটী সুন্দরমূর্ত্তি প্রত্যক্ষ করিতে লাগিলেন:—সেই মূর্ত্তির পরিমাণ অঙ্গুষ্ঠপ্রমাণ ছিল; গর্ব্ভজশিশু ব্রহ্মাস্ত্রের তেজে দগ্ধ হইতে হইতেই সেই মূর্ত্তি অবলোকন করিতে লাগিলেন:—সেই মলশূন্য মূর্ত্তির মস্তকে জ্যোতির্ম্ময় সুবর্ণ-মুকুট শোভিত ছিল; শরীরের কান্তি অতীব সুন্দর ছিল; একে তাঁহার শ্যামবর্ণ, তাহার উপরে আবার স্বয়ং অচ্যুতের ন্যায় বিদ্যুৎসম বস্ত্র পরিধৃত ছিল, তাহাতে যেন মেঘের কোলে সৌদামিনীর ন্যায় শোভা প্রকাশ হইয়াছিল। সেই মূর্ত্তি লক্ষ্মী-সংযুক্ত ছিল, তাঁহার অতি দীর্ঘ চারিটী বাহু ছিল। তাঁহার প্রেমদৃষ্টিপরিপূর্ণ ঈষৎ রক্তবর্ণ আঁখিযুগল ছিল; তিনি গদাপাণি হইয়া সেই গদাকে আপনার চতুর্দ্দিকে ঘুরাইতেছিলেন; তাহাতে সেই গদা যেন উল্কার ন্যায় বালকের সম্মুখে প্রতীত হইতেছিল। সূর্য্য যেমন আপনার তেজে হিম বিনাশ করেন; তদ্রূপ শিশুকে ব্রহ্মতেজে দগ্ধ করিতেছিল, সেই তেজকে ঐ প্রত্যক্ষীভূত পুরুষ গদাঘূর্ণনে নাশ করিতেছিলেন। সেই শিশু ঐ প্রকাণ্ডক্রিয়াযুক্ত ও লক্ষ্মীযুক্ত মূর্ত্তিকে সম্মুখে দেখিয়া, তিনি কে? ইহা মনে মনে বিতর্ক করিতে লাগিলেন।১।১২।৭।৮।৯।১০।

সেই ভগবান হরি স্বমূর্ত্তি প্রকাশ করিয়া দশমাস কাল যাবৎ শিশু গর্ব্ভে ছিলেন, তাবৎ কাল দর্শন দিয়াছিলেন, পরে গর্ব্ভ হইতে ভূমিষ্ঠ হইলে, তিনি সেই শিশুকে অনুকম্পিত করিয়া অন্তর্হিত হইলেন। অনন্তর অনুকূল শুভগ্রহ সমুদায় প্রকাশিত হইলে, পাণ্ডবগণের উত্তরকালের ফলপ্রদানকারী, ও তাঁহাদের ন্যায় তেজসম্পন্ন, পাণ্ডুবংশে পাণ্ডব পরীক্ষিৎ জন্মগ্রহণ করিলেন।১।১২।১১।১২।

অনন্তর পৌত্রের জন্মশ্রবণে মহারাজ যুধিষ্ঠির অতিমাত্র আনন্দিত হইয়া, ধৌম্য ও কৃপাচার্য্য প্রভৃতি পুরোহিতগণের দ্বারা সন্তানের মঙ্গলামঙ্গল জিজ্ঞাসা করিয়া জাতক্রিয়া সম্পন্ন করিলেন। সেই ধর্ম্মরাজ সন্তানের কল্যাণের জন্য প্রজাতীর্থজ্ঞ হইয়া

ব্রাহ্মণগণকে শোভন অন্ন, স্বর্ণধেনু, স্থান, গ্রাম, হস্তী, অশ্ব প্রভৃতি দান করিলেন। ১। ১২। ১৩। ১৪।

ব্যাখ্যা। এস্থলে তীর্থশব্দের প্রকৃত অর্থ নিষ্কামভাবে দান করিবার স্থান। প্রজাশব্দের অর্থ পুত্র। পুত্র জন্মগ্রহণ করিলে যে দানক্রিয়া দ্বারা পুত্রের কল্যাণ আহরণ করা হয়, তাহাকে প্রজাতীর্থ কহে। স্মৃতির মত এই যে, পুত্রের নাড়ীচ্ছেদন না করিলে পুত্রলাভ সাধন হয় না। সেই নাড়ীচ্ছেদকেই জাতমাত্রকর্ম্ম কহে। সেই ক্রিয়া সমাধান করিলে পুত্রলাভ হয়। এই আনন্দে উন্মত্ত হইয়া প্রজার হিতকামনায় শোভাযুক্ত অন্ন, আহার ও পূর্ব্বোক্ত বস্তু সমূহ দান করিতে হয়।

অনন্তর ব্রাহ্মণেরা আশামত ধর্ম্মরাজের নিকট হইতে দান পাইয়া মনে মনে সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে বলিলেন :—"হে কৌরবশ্রেষ্ঠ! আপনাদের যে বংশ একেবারে দৈব কর্তৃক বিনষ্ট হইয়াছিল, সেই বংশের প্রতি করুণা করিয়া স্বয়ং বিষ্ণু এই পুত্র প্রদান করিয়াছেন; সেই নিমিত্ত এই পুত্রের নাম ইহজগতে "বিষ্ণুরাৎ" (বিষ্ণুদত্তক) বলিয়া বিখ্যাত হইবে এবং এই শিশু যে অতি ভাগ্যবান ভগবদ্ভক্ত হইবে, তাহার আর সন্দেহ নাই।" ১। ১২। ১৫। ১৬। ১৭।

ব্রাহ্মণগণের এই প্রকার উক্তি শ্রবণ করিয়া ধর্ম্মরাজ কহিলেন :—"হে ব্রাহ্মণগণ! আমিও এই কামনা করি, যেন এই কুমার আমাদের এই পাণ্ডুবংশীয় রাজর্ষিগণের ও মহাত্মা পুণ্যশ্লোকগণের স্বভাবের অনুকরণ করিয়া যশলাভ করিতে পারে।" ১। ১৮।

এতচ্ছ্রবণে ব্রাহ্মণগণ কহিলেন :—"হে ধর্ম্মরাজ! এই সন্তান উত্তরকালে মনুর পুত্র ইক্ষ্বাকুর ন্যায় প্রজাপালন করিবেন। দশরথ-কুমার রামচন্দ্রের ন্যায় সত্যসন্ধ হইবেন ও ব্রহ্মধর্ম্ম রক্ষা করিবেন। উশীণরকুমার শিবির ন্যায় দাতা ও শরণ্যগণের পরিত্রাতা হইবেন। মহারাজ দুষ্মন্তকুমার ভরতের ন্যায় যজ্ঞদ্বারা ও আত্মীয় তোষণ দ্বারা যশ বিস্তার করিবেন। মহাবীর অর্জ্জুন ও কার্ত্তবীর্য্যার্জ্জুনের ন্যায় ধনুর্দ্ধর শ্রেষ্ঠ হইবেন। অগ্নির ন্যায় অমিততেজসম্পন্ন এবং সমুদ্রের ন্যায় অপরাজিত হইবেন। মৃগেন্দ্র সিংহের ন্যায় বিক্রমী ও হিমাচলের ন্যায় সাধু সেবায় নিরত হইবেন। বসুমতীর ন্যায় ক্ষমাবান্ এবং মাতাপিতার ন্যায় সুখদুঃখ সহকারী হইবেন। পিতামহ ব্রহ্মার ন্যায় সমগুণাবলম্বী ও গিরীশের ন্যায় প্রসাদগুণ বিশিষ্ট হইবেন। রমাশ্রয় হরি যেমন সর্ব্বভূতের আশ্রয়, সেইরূপ ইনিও প্রজাগণের আশ্রয়স্বরূপ হইবেন। শ্রীকৃষ্ণের ন্যায় উদারস্বভাবাপন্ন হইবেন। যযাতির ন্যায় ধার্ম্মিক হইবেন। বলির ন্যায় ধীর হইবেন। প্রহ্লাদ যেমন শ্রীকৃষ্ণেতে মতি দিয়াছিলেন, ইনিও সেইরূপ হরিতে মতি প্রদান করিবেন।" ১। ১২। ১৯। ২০। ২১। ২২। ২৩। ২৪। ২৫।

হে ধর্ম্মরাজ! বিশেষতঃ এই কুমার পুনরায় অশ্বমেধ যজ্ঞের আহরণকর্ত্তা হইবেন এবং বৃদ্ধগণের উপাসক হইবেন। এই কুমার উৎপথগামী রাজগণের শাসনকর্ত্তা

হইবেন। ইনি পৃথিবীর ধর্ম্মরক্ষার্থ কলির পীড়ন করিবেন; কিন্তু এই সম্পূর্ণ-লক্ষণাক্রান্ত কুমার—দ্বিজকুমার কর্ত্তৃক অভিশপ্ত হইয়া তক্ষকদংশনে মৃত্যুগ্রস্ত হইবেন। সেই শাপ শ্রবণে সমস্ত বিপদ হইতে নিরাপদ হইয়া, এই কুমার শ্রীহরিপদে রতি প্রদান করিবেন। যে গঙ্গার তীরে এই কুমার অন্তিমে অকুতোভয়ে হরিপদ সাধনে উপবেশন করিবেন, সেই স্থানে সেই সময়ে মহামুনি ব্যাসকুমার শুকদেব উপস্থিত হইলে, তিনি কুমার কর্ত্তৃক জিজ্ঞাসিত হইয়া যথার্থ আত্মজ্ঞানোপদেশ প্রদান করিবেন। কুমার তাহা শ্রবণ করিবেন।" ১। ২২। ২৬। ২৭। ২৮।

ব্রাহ্মণগণ বালকের জাতকর্ম্ম ও কল্যাণের নির্দ্দেশ করিয়া, ধর্ম্মরাজকে তাহা জানাইয়া হৃষ্টমনে স্ব স্ব স্থানে গমন করিলেন। হে মুনিগণ! সেই কুমার গর্ভাবস্থায় শ্রীহরিকে দেখিয়া জ্ঞানবলে তাঁহাকে পরীক্ষা করিতে ইচ্ছা করিয়াছিলেন বলিয়া, লোকে তাঁহাকে পরীক্ষিৎ বলিয়া আহ্বান করিল। নক্ষত্রপতি চন্দ্র যেমন শুক্লপক্ষে কলাসমূহে অবতীর্ণ হইয়া আপনি পূর্ণতা প্রাপ্ত হয়েন; সেইরূপ কুমার পরীক্ষিৎ যুধিষ্ঠিরাদি হইতে চতুঃষষ্টি কলা বিদ্যায় পূর্ণ হইয়া বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইতে লাগিলেন। ১। ১২। ২৯। ৩০। ৩১।

বালক ক্রমে ক্রমে ধর্ম্মাত্মা, কৃষ্ণভক্ত, সকলের প্রিয়, মহাভাগবত ও সাধু হইয়া উঠিলেন। ১। ১২। ৩২।

অনন্তর ধর্ম্মরাজ অশ্বমেধ যজ্ঞ করিতে ইচ্ছা করিলেন; সেই যজ্ঞে ব্যাপৃত হইলে তাঁহার জ্ঞাতিবধজনিত শোক নিবারিত হইবে ভাবিলেন। কিন্তু যজ্ঞ নির্ব্বাহ করিতে যে ধনের প্রয়োজন হইবে, তাহা প্রজাগণের করদণ্ডার্জ্জিত অর্থদ্বারা সম্পাদিত হইবে না, তিনি তাহাই চিন্তা করিতে লাগিলেন। ১। ১২। ৩২।

ধর্ম্মরাজকে এবম্বিধ চিন্তিত দেখিয়া তাঁহার ভ্রাতৃগণ কৃষ্ণের উপদেশক্রমে ধনাহরণের কারণ উত্তরপ্রস্থে গমন করিয়া তথা হইতে ভূরি ভূরি ধন আহরণ করিয়া আনিলেন। ঐ সকল ধনাদি মরুৎরাজার যজ্ঞে পরিত্যক্ত হইয়াছিল। ১। ১২। ৩৩।

ধর্ম্মরাজ ঐ সকল সম্পত্তি পাইয়া আপনাকে কৃতার্থ ভাবিয়া, তিনবার অশ্বমেধ যজ্ঞ করিয়া তিনবারই যজ্ঞেশ শ্রীহরিকে পূজা করিয়া জ্ঞাতিবধজনিত পাপ হইতে শান্তিলাভ করিলেন। ১। ১২। ৩৪।

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ যুধিষ্ঠিরকর্ত্তৃক আহূত হইয়া সেই যজ্ঞে অপরাপর দ্বিজনৃপগণের সহিত স্বীয় সুহৃদ পাণ্ডবগণের হিতসাধনের কারণ কতিপয় মাস হস্তিনাপুরে বাস করিলেন।১।১২।৩৫।

হস্তিনাপুর হইতে ভগবান্ স্বীয় পুরী দ্বারাবতীতে পুনরায় গমনে ইচ্ছা প্রকাশ করিলে, ধর্ম্মরাজ তাঁহাকে যাইতে আদেশ করিলেন। মাধব, আপনার বন্ধুগণ, সুহৃদ ও অর্জ্জুনে পরিবৃত হইয়া দ্বারকায় গমন করিলেন। ১। ১২। ৩৬।

ইতি শ্রীভাগবতে প্রথমস্কন্ধে দ্বাদশ অধ্যায়ে উপেন্দ্রকৃতানুবাদ সমাপ্ত।

ব্যাখ্যা। শ্রীকৃষ্ণ গমনকালে অর্জ্জুন, বন্ধুগণ এবং যাদবগণকে সমভিব্যাহারে করিয়া দ্বারকায় গমন করিলেন। কারণ তাঁহার লীলা এইবার সমাপ্ত হইল। তিনি এইবার মায়ারূপ ত্যাগ করিয়া স্বরূপে গমন করিবেন। সর্ব্বসমক্ষে সেই ক্রিয়া সম্পাদিত হইবে বলিয়া তিনি পূর্ব্বভাবে দ্বারকায় গমন করিলেন।

ইতি ভাগবতে প্রথমস্কন্ধে দ্বাদশাধ্যায়ে উপেন্দ্রকৃতাধ্যাত্ম-
ব্যাখ্যা সমাপ্ত।

অথ ত্রয়োদশ অধ্যায়।

সূত কহিলেন, এদিকে মহাত্মা বিদুর দুর্য্যোধনের দুর্ব্বাক্যে দুঃখিত হইয়া সংসার ত্যাগ করিয়া ইতস্ততঃ পর্য্যটন করিতেছিলেন। তিনি ইতস্ততঃ পর্য্যটনান্তে তীর্থাদি দর্শন করিয়া ভগবান্ মৈত্রেয়-ঋষিকে দেখিতে পাইয়া তাঁহার নিকটে আত্মগতি জানিতে ইচ্ছা করিলেন। মহাত্মা মৈত্রেয় "গোবিন্দ ভিন্ন মানবের গতি নাই।" এই উপদেশ প্রদান করিলে তিনি ত্বরায় গোবিন্দকে আত্মগতি জানিয়া হস্তিনাপুরে আগমন করিলেন। কারণ সেই সময়ে ধর্ম্মরাজের অশ্বমেধ যজ্ঞ সমাপ্ত হইয়াছিল। মহাত্মা বিদুর হরিকে জানিবার কারণ মৈত্রেয়কে বহু প্রশ্ন করেন। মহর্ষি মৈত্রেয়ও প্রতি প্রশ্নের যথার্থ উত্তর প্রদান করেন। সেই সকল উত্তর শ্রবণ করিয়া মহাত্মা বিদুব একেবারে গোবিন্দে একান্তভক্তি স্থির করিলেন, ভক্তি স্থির হইলে তিনি প্রশ্নকরণে নিবৃত্ত হইয়া হস্তিনায় পাণ্ডব দর্শনার্থ আগমন করিলেন। সেই পাণ্ডবগণের বন্ধুস্বরূপ বিদুর হস্তিনার রাজপ্রাসাদে প্রবেশ করিলে ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির আপনার কনিষ্ঠ ভ্রাতৃগণের সহিত তাঁহাকে বন্দনা করিলেন। ১। ১৩। ১। ২। ৩।

অনন্তর বিদুরকে সমাগত দেখিয়া অন্ধরাজ ধৃতরাষ্ট্র, যুযুৎসু, সঞ্জয়, কৃপাচার্য্য, দ্রৌপদী, গান্ধারী, সুভদ্রা, উত্তরা, কৃপী, প্রভৃতি পুরশ্রেষ্ঠগণ ও পুরনারীগণ মহানন্দিত হইলেন।

হে শৌনকাদি মহামুনে! সেই বিদুর সকলের এতদূর হিতকারী ছিলেন যে, পাণ্ডবগণের জ্ঞাতি-নারীগণও পুত্র সকলের সহিত বিদুরকে দেখিয়া আনন্দে মৃতদেহে প্রাণসঞ্চারের ন্যায় বোধ করিলেন। ১। ১১। ৪।

পাণ্ডবগণ সমবেত হইয়া বহুদিন হইতে অনুদ্দিষ্ট বিদুরের বিরহে কাতর ছিলেন; এক্ষণে তাঁহাকে সম্মুখে দেখিয়া সম্বন্ধানুসারে অভিবাদন করিয়া সম্মান

করিলেন। পরে সকলের মনেই দয়ার ও স্নেহের উদয় হওয়াতে, তাঁহার সম্মুখে সকলেই প্রেমাশ্রু বিসর্জ্জন করিতে লাগিলেন।

ধর্ম্মরাজ তাঁহাকে বিধিমতে পূজা করিয়া উপবেশনার্থ উত্তম আসন প্রদান করিলেন। তাঁহার শ্রান্তি দূর করিবার কারণ উত্তম আহারাদি আনাইয়া ভোজন করাইলেন। এইরূপে তাঁহার ক্লান্তি দূর হইলে যুধিষ্ঠির তাঁহাকে সুখাসনে উপবেশন করাইয়া অবনত মস্তকে বলিলেন:—"হে তাতঃ! শ্রবণ করুন।" তখন অপরাপর পাণ্ডবাদি চতুর্দ্দিকে বসিয়া যুধিষ্ঠির ও বিদুর সংবাদ শ্রবণ করিতে লাগিলেন। ১। ১৩। ৫।

ধর্ম্মরাজ বিদুরকে উদ্দেশ করিয়া অবনতমস্তকে কহিলেন, "হে ধর্ম্মাত্মন্! আমরা জননীর সহিত অপনার দ্বারা বহুপ্রকারে উপকৃত হইয়াছি। পক্ষী যেমন স্নেহ-বশতঃ শাবকগণকে বিপদ হইতে নিস্তার করিবার কারণ পক্ষ বিস্তার করে, সেইরূপ আপনিও দুর্য্যোধনাদির প্রতি পক্ষপাত করিয়া সেই পক্ষচ্ছায়ায় আমা-দিগকে সমাতৃক বিষদান, জতুগৃহে অগ্নি প্রদান, প্রভৃতি বিপদ হইতে উদ্ধার করিয়া-ছেন। তাহা কি আপনার স্মরণ নাই? হে দেব! আপনি সংসার ত্যাগ করিয়া কোন্ বৃত্তি (ধর্ম্ম) অবলম্বন করিয়া তীর্থসমূহ ভ্রমণ করিয়াছেন? এবং ক্ষিতিমণ্ডলে যে সকল পুণ্যক্ষেত্র ও পুণ্যতীর্থ আছে, তন্মধ্যে কোন্ কোন্ তীর্থ আপনি দর্শন করিয়াছেন, তাহা অনুগ্রহ করিয়া আমাকে বলুন। ১। ১৩। ৬। ৭।

হে আর্য্য! ভাগবত ব্যক্তিই স্বয়ং তীর্থ স্বরূপ। আপনি তীর্থ দর্শনে পুণ্য আহরণ করিতে যান নাই, বরং পাপীজন দ্বারা কলুষিত তীর্থ স্থানকে অন্তঃকরণস্থ জ্ঞানদ্বারা পবিত্র করিতেই গমন করিয়াছিলেন। ১। ১১। ৮।

ব্যাখ্যা। ধর্ম্মরাজ বিদুরের নিকট তীর্থতাৎপর্য্য জানিবার জন্য পূর্ব্বপ্রশ্ন করিলেন। ভগবন্মূর্ত্তি দর্শন, সাধুসেবা, সুখশান্তির অভাব ও বৈরাগ্যের উপ-দেশের জন্য তীর্থস্থান সমূহ গঠিত হইয়াছে। অধমাধম শ্রেণীর অতীব পাপ-রের মনে ভক্তিসঞ্চার ও একাগ্রতার সহিত বিশ্বাস উদয়ের জন্যই উহা কল্পিত হইয়াছে। ইহা কটাক্ষে এই স্থলে প্রকাশ হইবে।

হে তাত! আপনি ভ্রমণ করিতে করিতে বোধ হয় দ্বারকায় গমন করিয়াছিলেন। তথায় আমাদের কৃষ্ণপরায়ণ বান্ধব ও সুহৃদবৃন্দ কেমন আছেন? যাদবগণ আপনা-দের পুরীতে কি ভাবে অবস্থান করিতেছেন? তাহা আপনি যে ভাবে দেখিয়াছেন বা শুনিয়াছেন, আমাকে সকল বিবরণ অনুগ্রহ করিয়া বলুন। ১। ১৩। ৯।

মহাত্মা বিদুর ধর্ম্মরাজের এবম্বিধ কথা শ্রবণে অত্যন্ত হৃষ্ট হইয়া সমস্ত তীর্থ পর্য্যটনাদি ও দ্বারকার অন্যান্য কুশল সংবাদ কহিলেন; কেবল যদুকুল বিনাশের কথা বলিলেন না। তিনি পাণ্ডবগণকে ক্ষণমাত্র বিষাদিত দেখিতে পারি-

তেন না। পাণ্ডবগণ দুঃখিত হইলে তাঁহার অসহ্য বোধ হইত। সেই জন্যই এই দুর্ব্বিসহ শোকোদ্রেকরূপী যদুকুলনাশ সংযুক্ত অপ্রিয়বাক্য তিনি ধর্ম্মরাজের সমক্ষে গোপন করিলেন। ১। ১৩। ১১।

মহাত্মা বিদুর এইরূপে পাণ্ডবগণদ্বারা সংকৃত হইয়া কিছু সময় সুখে তাঁহাদের সহিত অবস্থান করিলেন। অনন্তর তিনি তাঁহার জ্যেষ্ঠভ্রাতা ধৃতরাষ্ট্রকে হিতোপদেশ প্রদান করিলেন। তাহাতে তাঁহার প্রতি সকলের প্রীতি আকর্ষিত হইল। ১। ১৩। ১২।

মহাত্মা বিদুর অভিশাপক্রমে যমরূপ ত্যাগ করিয়া শূদ্রত্ব প্রাপ্ত হইয়া বিদুর নামে খ্যাত ছিলেন। এই দিনে তাঁহার লীলাবসান হইল। তিনি স্বয়ং শূদ্রমূর্ত্তি ত্যাগ করিয়া যমমূর্ত্তি ধারণ করিলেন এবং অধমাধম বিচার করিয়া দণ্ড দিবার জন্য ধর্ম্মদণ্ড হস্তে করিলেন। ১। ১৩। ১৩।

এদিকে ধর্ম্মরাজ রাজ্যধনের সহিত বংশধর পুত্র লাভ করিয়া দিকৃপতিগণের ন্যায় প্রভাবসম্পন্ন ভ্রাতৃগণ সমভিব্যাহারে পরম সুখী হইলেন। এদিকে গৃহিগণকে সংসার-পীড়ায় আশক্ত ও উন্মত্ত দেখিয়া, পরম দুস্তর কাল, ক্রমে ক্রমে তাহাদের জীবন আক্রমণ করিতে অলক্ষ্যে আগমন করিতে লাগিলেন। ধর্ম্মের নিয়মিত শাসন স্থির হইলে, মহাত্মা বিদুর এই সমস্ত অবলোকন করিয়া, জ্যেষ্ঠভ্রাতা ধৃতরাষ্ট্র সমীপে ধর্ম্মরূপ ধারণ করিয়া গমন করিলেন; এবং কালের তত্ত্ব জানিয়া তাঁহাকে বলিলেন:—"হে রাজন্! আপনার জীবন সংহারকারী কাল উপস্থিতপ্রায়, অতএব শীঘ্র গৃহ ত্যাগ করুন্। হে প্রভো! যে কালের হস্ত হইতে রক্ষা পাইবার কারণ কোন যুগে, কোন স্থানে, কোন উপায় আবিষ্কৃত হয় নাই, সেই ভগবান কাল আমাদের সম্মুখে আগমন করিয়াছেন। হে রাজন্! এই কাল কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইলে সকলকেই সর্ব্বাপেক্ষা প্রিয়তম প্রাণকেও বিসর্জ্জন করিতে হয়; অতএব আপনি কেন ধনরত্নাদির মায়া করিতেছেন? কালের নিকটে সকল আশাই বিসর্জ্জিত হইবে। ১। ১৩। ১৪। ১৫। ১৬। ১৭। ১৮।

হে রাজন্! বিবেচনা করুন,—আপনার পিতা, স্নেহের আধার ভ্রাতা, পুত্র সকলেই বিনষ্ট হইয়াছে। আপনার হিতেচ্ছা করে এমন সুহৃদ্গণও পরলোকে গমন করিয়াছেন, আপনার আয়ুও শেষ হইয়া, সর্ব্বশরীর জরাগ্রস্ত হইয়াছে, এখনও আপনি ধনরত্নের মায়া করিয়া, পুরগৃহবাস ত্যাগ করিতেছেন না। ১। ১৩। ১৯।

হে রাজন্! একে আপনি জন্মাবধি অন্ধ, তাহাতে আবার বয়সধর্ম্মে এক্ষণে বধির হইয়াছেন। আপনার বুদ্ধি ক্রিয়াশূন্য হইয়াছে। আপনার দন্তসমূহ স্খলিত হইয়াছে। আপনার জঠরের অগ্নি হীনতেজ হইয়াছে। আপনার ক্রোধ বৃদ্ধি হইয়াছে। আপনার সর্ব্বশরীর কফে সমাচ্ছন্ন হইয়াছে। হে রাজন্! আহা, আপ-

নার পক্ষে ইহা কি আশ্চর্য্যের বিষয়! আপনি এখনো জীবনের আশাকে শ্রেষ্ঠ বলিয়া স্থির করিয়াছেন,—আশাকেই ধন্য! যে ভীম আপনার পুত্রকে স্বহস্তে বধ করিয়াছে, সেই ভীমের প্রদত্ত পিণ্ড গৃহপালিতের ন্যায় থাকিয়া, আহার করিতে-ছেন। ১। ১৩। ২০। ২১।

হে রাজন্! মনে করুন দেখি, পাণ্ডবগণের প্রতি আপনি কি প্রকার ব্যবহার করিয়াছেন। আহা! তাহাদিগকে কখনও অগ্নিতে দগ্ধ করিতে, কখন বিষভক্ষণ করাইতে, কখন তাহাদের স্ত্রীকে সভামধ্যে অবমানিত করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। এক্ষণে সেই পাণ্ডবগণ আপনার রাজ্যধন সমস্তই জয় করিয়াছে। অতএব সেই পাণ্ডবগণের অন্ন গ্রহণ করা আপনার পক্ষে কি উচিত? হে রাজন্! স্বয়ং এরূপ দীনভাবাপন্ন হইয়াও বাঁচিতে ইচ্ছা করিতেছেন। হে দেব! বাঁচিতে ইচ্ছা করিলে কি হইবে? বস্ত্র যেমন পরিধানে আপনিই জীর্ণ হয়, তেমনি কালবশে আপনার দেহ জরাজীর্ণ হইয়া নাশ পাইতেছে। ১। ১৩। ২২। ২৩।

হে রাজন্! ধর্ম্ম আপনার প্রতি সদয় ব্যবহারই করিতেছেন। যে ব্যক্তি স্বার্থ-হীন হইয়া সংসারে বিরক্ত এবং মায়াবন্ধন হইতে মুক্ত হইয়া, পরমগতি ও সংসার-গতি বুঝিতে পারিয়া, জীবন ত্যাগ করে, তাহাকেই ধীর কহে। আপনাতে সে সমস্ত লক্ষণ স্থির হইয়াছে। আপনি কি ছিলেন, পূর্ব্বাবস্থা কোথায় গেল, কিছুই আপনার স্থির নাই; তবে আর মায়া কেন? এখন মায়া বুঝিয়া পরমগতি স্থির করুন।১।১৩।২৪।

হে রাজন্! যে ব্যক্তি ইহসংসারে পরের জ্ঞানোপদেশক্রমে জ্ঞানলাভ করিয়া হৃদয়ে শ্রীহরিকে স্থাপন করিয়া, গৃহত্যাগ করত প্রব্রজ্যা অবলম্বনে বৈরাগ্যযুক্ত হয়েন, তাঁহাকে নরোত্তম কহে। হে মহারাজ! আপনি সেই পথ অবলম্বন করুন। অর্থাৎ এখনও আপনার সদ্গতি লাভ করিবার উপায় আছে, তাহা করুন। ১। ১৩। ২৫।

হে রাজন্! আপনি যে সকল ক্রিয়া করিয়াছেন, তাহার ফল জ্ঞাত হইয়াছেন; এবং ইহাও জানেন যে, আরও যত সময় গত হইবে, কালদেব ততই পুরুষের ধৈর্য্যাদি গুণসমূহ হরণ করিবেন; অতএব আর কেন, এই সময়েই উত্তর দিকে (হিমা-লয় প্রস্থে) গমন করুন। ১। ১৩। ২৬।

অনন্তর আজমীঢ় বংশোদ্ভব অন্ধরাজ ধৃতরাষ্ট্র, স্বীয় কনিষ্ঠ বিদুরের নিকট হইতে এই উপদেশ লাভ করিয়া, জ্ঞান লাভ করিলেন; এবং সেই জ্ঞানবলে সকল বিষয় হইতে স্নেহপাশ নাশ করিয়া দৃঢ়সংকল্পচিত্তে ভ্রাতা বিদুরের প্রদর্শিত মোক্ষমার্গে গমন করিলেন। ১। ১৩। ২৭।

সুবলতনয়া গান্ধারী—পতিকে হিমালয়প্রস্থে গমন করিতে দেখিয়া, পতির অনু-গমন করিলেন। কারণ তিনি সাধ্বী ও পতিব্রতা ছিলেন। বীরগণ যেমন যুদ্ধকষ্টকে আহ্লাদের বিষয় মনে করেন, তদ্রূপ দেবী গান্ধারী হিমালয়প্রস্থে সন্ন্যাসধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া আনন্দিতা হইলেন। ১। ১৩। ২৮।

এদিকে ধর্ম্মরাজ অজাতশত্রু যুধিষ্ঠির, প্রাতঃকালীন নিয়মে সন্ধ্যাবন্দনাদি, হোমাদি, ব্রাহ্মণ প্রণামাদি, তিল-গো-ভূমিদানাদি সমাপনান্তে গুরুজনকে বন্দনা করিবার কারণ ধৃতরাষ্ট্রের গৃহে প্রবেশ করিলেন; তথায় বিদুর, ধৃতরাষ্ট্র বা গান্ধারী কাহাকেও দেখিতে পাইলেন না। ১। ১৩। ২৯।

ধর্ম্মরাজ পিতা ও মাতাকে দেখিতে না পাইয়া আশ্চর্য্য হইলেন এবং সম্মুখে গাবল্‌গনি সঞ্জয়কে আসীন দেখিয়া উদ্বিগ্ন চিত্তে জিজ্ঞাসা করিলেন। "হে সঞ্জয়! আমার বৃদ্ধ নেত্রদ্বয়হীন জ্যেষ্ঠতাত কোথায়? আমার পুত্রবিনাশকাতরা জননী ও পিতৃব্য বিদুর কোথায় গমন করিয়াছেন? হে সঞ্জয়! তাঁহারা কি আমাকে বন্ধু ও পুত্রবিনাশকর্ত্তা মন্দমতি ভাবিয়া, আমার অপরাধে সংশয়িত হইয়া মহাদুঃখে জীবন বিসর্জ্জন দিয়াছেন? ১। ১৩। ৩০।

হে সঞ্জয়! বল বল! আমার পিতা স্বর্গে গমন করিলে, আমি ও অনুজেরা শিশু ছিলাম। তখন সেই পিতৃব্য ও জ্যেষ্ঠতাত আমাদের লালনপালন করিয়া কত বিপদ হইতে উদ্ধার করিয়াছিলেন। হায়! হায়! সেই জ্যেষ্ঠতাত ও পিতৃব্য কোথায় গিয়াছেন?" ১। ১৩। ৩১।

এতদ্বিবরণ কহিয়া শৌনকাদিকে সূত কহিলেনঃ—রাজা যুধিষ্ঠির ধৃতরাষ্ট্রের গৃহে প্রবেশ করিবার পূর্ব্বে সঞ্জয় তথায় প্রবেশ করিয়া অন্ধরাজকে না দেখিয়া অত্যন্ত দুঃখিত ও বিরহশোকান্বিত হইয়াছিলেন। তিনি ধর্ম্মরাজকে অত্যন্ত স্নেহ ও দয়া করিতেন, সেই নিমিত্ত তাঁহাকে দেখিয়াই মায়াবশে বিবশ হইয়া কোন উত্তর দিতে পারিলেন না। তাঁহার দুই নয়ন হইতে অশ্রু বিগলিত হইতে লাগিল। কতক্ষণে তিনি আপন প্রভু ধৃতরাষ্ট্রের চরণ স্মরণ করিয়া, উভয় হস্তে উভয় চক্ষু মার্জ্জিত করিয়া হৃদয়ে ধৈর্য্য ধারণ করিলেন। পরে অজাতশত্রু যুধিষ্ঠিরকে কহিলেনঃ—"হে মহাবাহো! হে কুরুনন্দন! আমি, আপনার জ্যেষ্ঠতাত, পিতৃব্য বা গান্ধারী কাহারো সংবাদ নিশ্চয় জানি না। আহা! আমি স্বয়ংই তাঁহাদের দর্শনলাভে বঞ্চিত হইয়াছি।" এই কথা বলিয়া সঞ্জয় ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। ধর্ম্মরাজও অধীর হইলেন। ১। ১৩। ৩২। ৩৩। ৩৪। ৩৫।

এদিকে ভগবান নারদ সেই সময়ে তুম্বুরু ঋষির সহিত যুধিষ্ঠিরের নিকটে আগমন করিলেন। ধর্ম্মরাজ অনুচরগণের সহিত দণ্ডায়মান হইয়া ঋষিদ্বয়কে মহামান্যের সহিত গ্রহণ ও পূজা করিয়া নারদকে কহিলেনঃ—"হে ভগবন্! আমার জ্যেষ্ঠমাতা, জ্যেষ্ঠতাত ও পিতৃব্য বিদুর কোথায় গিয়াছেন বা তাঁহারা কোন্ গতি লাভ করিয়াছেন তাহা আমি জানি না। আমার জননী গান্ধারী পুত্রবিনাশজনিত দুঃখে কাতরা হইয়া কি তপস্বিনীবেশ ধারণ করিয়াছেন? তিনি কোথায় গিয়াছেন? তাঁহাদিগকে না দেখিয়া আমি দারুণক্লেশ পাইতেছি। আপনি শোকসাগরের কর্ণধারও কূলদর্শক স্বরূপ। আমাকে তাঁহাদের গতি বলুন।" ১। ১৩। ৩৬। ৩৭। ৩৮।

ধর্ম্মরাজের মুখে পূর্ব্বোক্ত কথা সকল শ্রবণ করিয়া মুনিসত্তম ভগবান নারদ বলিলেন :—"হে রাজন্! শোক করিবেন না ; এই জগৎ ঈশ্বরাধীন জানিবেন। আর এই জগতে যত লোক ও লোকপাল রহিয়াছেন, ইহা কেবল তাঁহার উপহার বাহনস্বরূপ দেহ ধারণ করিয়াছে মাত্র। এই জগদীয় সমস্ত সৃষ্ট বস্তুই তাঁহার ক্রীড়ার বিষয় হইতেছে। তিনি ইচ্ছা করিলে সংযোগ করিতে পারেন, অর্থাৎ সৃষ্টি করিতে পারেন, আবার ইচ্ছা করিলে বিয়োগ করিতে পারেন। মানবগণও সেই প্রকার তাঁহার ইচ্ছার অধীন হইতেছে জানিবেন। ১। ১৩। ৩৯। ৪০।

হে রাজন্। যে শরীরকে আপনি ধ্রুব বলিয়া ভাবতেছেন, তাহা ধ্রুব নহে ; এবং যাহাকে "অধ্রুব বলিয়া ভাবিতেছেন, তাহা অধ্রুবও নহে। কিম্বা ধ্রুবাধ্রুব ভাব পরিত্যাগ করিয়া যাঁহাকে একেবারে ব্রহ্মরূপ ভাবিয়া আশ্চর্য্য হইতেছেন, তাহাও নহে। অতএব সর্ব্বদা মন হইতে ঐরূপ ভাবনা দূর করিয়া শোক পরিত্যাগ করুন ; কারণ অত্যন্ত স্নেহবলেই মোহ উপস্থিত হয়। হে রাজন্ আপনি ঐ স্নেহ ও মোহবশে ভাবিতেছেন যে, তাঁহারা আপনার আশ্রয় বিনা কিরূপে দিনপাত করিবেন। এই প্রকার অজ্ঞানকৃত ভাবনা দূর করুন ; তাহা ভাবিয়া আপনাকে বিবশ করিবেন না। দেখুন, এই মানবদেহ পঞ্চভূতে প্রস্তুত হইয়া কালধর্ম্মের তিন গুণের এবং কর্ম্মের অধীন হইতেছে। অতএব ইহার জন্য শোকের কারণ কি ? যদি কেহ সর্প দ্বারা গ্রাসিত হইতে থাকে, তাহাকে কে বাঁচাইতে পারে। ৪১। ৪২। ৪৩।

ব্যাখ্যা। লোকে বাল্যকালে শিশুকে ক্রীড়ার উপকরণ দেয় ; শিশু স্থিরমনে ক্ষণেকের জন্য ক্রীড়ার উপকরণ লইয়া আহ্লাদ প্রকাশ করে, আবার তাহা ভাঙ্গিয়া ফেলে। যদি তাহাতে শিশুর আসক্তি থাকিত, তাহা হইলে সে কখন ভাঙ্গিত না। সেইরূপ ঈশ্বর ক্রীড়া করিতে এই জগৎ প্রণয়ন করিতেছেন, ইহাতে আসক্ত নহেন, তাহার চিহ্নের স্বরূপ তিনি স্বয়ং ইহা বিনাশ করিতেছেন। অতএব মানবগণ তাঁহার জাগতিক বস্তুর মধ্যে গণ্য বলিয়া সেই ভাবাপন্ন হইয়াছে।

পুনরায় নারদ বলিলেন :—এই দেহ পঞ্চভূত, কাল, কর্ম্ম ও তিনগুণের অধীন। জগৎ সৃষ্টির কালে বলা হইয়াছে যে, মায়া-শক্তিকে ত্রিগুণান্বিত কহা যায়। ঐ ত্রিগুণকে কালশক্তি ক্ষোভ প্রদান করিলে (অণুপরমাণু—স্বভাব দ্বারা ও সত্ত্ব রজঃ তমঃ এই তিন গুণ দ্বারা সংযোজিত হইলে) সেই কালশক্তির দ্বারাই আয়ু ও ইন্দ্রিয় প্রকাশ হয়। পরে কর্ম্মমতে যে বাসনায় জীব পূর্ব্বজীবন ত্যাগ করে, সেই বাসনামতে যোনি প্রাপ্ত হয়। জাগতিক সকল দেহই পাঞ্চভৌতিক। দেহ বলিতে একটী বস্তু নহে, ইহা মায়াধর্ম্ম, কালধর্ম্ম, গুণধর্ম্ম ও কর্ম্মধর্ম্মে সংযোজিত থাকিয়া পঞ্চভূতরূপী জড়ে প্রস্তুত বস্তু। উহাদের অধীন বলিয়া দেহকে বা জীবাত্মাকে স্বাধীন করা যায় না। কেবল বাসনাকে স্বাধীন করিয়া ইচ্ছানুসারে ফল লাভ করা যায়। দেহের উপরেই মোহ, এমন দেহে মায়া করার প্রয়োজন কি ?

হে রাজন্! দেখুন, লোকের পরিপোষণ লোকে করিতে পারে না; সেই ঈশ্বরই পালন করেন। হস্তশূন্য জীব হস্তযুক্ত জীবের আহারীয় হইতে পারে। পদশূন্য জীব (তৃণাদি) চতুষ্পদ জীবের আহারীয় হইতে পারে। আহারীয়ই জীবনের মধ্যে গণ্য। এই প্রকারে সকলেই সকলের জীবন লইয়া জীবন ধারণ করিয়া থাকে। ইহাতেই পরিপালন, বর্দ্ধন ও মৃত্যুসাধন হইয়া থাকে। ১। ১৩। ৪৪।

হে রাজন্! আপনি মায়া দ্বারা জগৎকে এবং জীবকে সেই ঈশ্বর হইতে ভিন্ন দেখিতেছেন; তাহাতেই আপনার শোক ও মোহ উপস্থিত হইতেছে। ঈশ্বর এক; এই যে হস্তপদাদিযুক্ত ও হস্তপদাদিশূন্য জীবসঙ্কুল জগৎ বাহ্যদৃষ্টিতে দেখা যাইতেছে, ইহাও তিনি। আর ইহাদের অন্তরে আত্মারূপে যাহা বিরাজ করিতেছেন, তাহাও তিনি। ইহা ভাবিয়া স্বজাতীয় ও বিজাতীয়ভেদশূন্য হউন; সমস্তই ঈশ্বরময় ভাবুন। ১। ১৩। ৪৫। ৪৬।

ব্যাখ্যা। নারদ এই এই স্থানে ধর্ম্মরাজকে জীবন বুঝাইলেন। পূর্ব্বে দেহের স্বধর্ম্ম কহা হইয়াছে। এক্ষণে সেই দেহ কিরূপে জীবিত রহিয়াছে, তাহা বুঝাইতে নারদ বলিলেনঃ—সকলেই সকলের ভক্ষ্য এবং সেই সকলেতেই আত্মারূপে ঈশ্বর বিরাজিত। সকলেরই বাহ্যমূর্ত্তিতে ও অন্তরমূর্ত্তিতে সর্ব্বস্থানেই ঈশ্বর আত্মারূপে বিরাজিত আছেন।

পূর্ব্বে বলা হইয়াছে, প্রতিজীবদেহমাত্রই পঞ্চভূতে গঠিত; তন্মধ্যে কেহ তৃণ, কেহ গবাশ্ব, কেহ বৃক্ষপর্ব্বত, কেহ পশুমানব। ঐ জীবমাত্রই অপরকে আহার করিয়া থাকে, ইহা সকলেই জানেন। জীবাত্মা কাহাকে বলে, তাহা পূর্ব্বে প্রমাণ করিয়াছি। সেই জীবাত্মা হইতে যখন দেহের জন্ম ও ক্ষয়বৃদ্ধি হয়, তখন সমস্তই এক বই অন্য নহে। কারণ সকলের আত্মা এক নিয়মে পালিত, সকলের দেহও এক নিয়ম হইতে ঘটিত। বিভিন্ন আকার যাহা বাহ্যে দেখা যায়, তাহা অনিত্য। তবে অনিত্য ত্যাগ করিলে সকলই ভূতময়, কালময়, কর্ম্মময় ও গুণময় ব্যতীত আর কিছুই দেখা যায় না। অতএব সমস্তই যখন পৃথক্ পৃথক্ হইয়া ভিন্ন মূর্ত্তিতে প্রকাশিত হইল, তখন সকলেই এক জীবাত্মায় জীবিত বলিতে হইবে। জীবাত্মা যখন আত্মার তেজ, এবং আত্মা যখন ঈশ্বরের চৈতন্যশক্তি; তখন ঈশ্বর ভিন্ন অন্য কিছুই থাকিতে পারে না, ইহা প্রমাণিত হইল। যদি উৎস বিনাশ পায়, তবে স্রোতও বিনাশ পায়। উৎস থাকিলে স্রোত থাকে, কিন্তু উৎসও জল, স্রোতও জল, তবেই উভয়ে এক। তথাপি এই বুঝিতে হইবে যে, উৎস জলোৎপাদনকারী, জল তাহার কার্য্য বই আর কিছুই নহে। সেই নিয়মে উৎসে ও জলে প্রভেদ। মায়া ত্যাগ করিলে সমস্তই এক। যেমন মনুষ্য ও মনুষ্যের ছায়া। ছায়াটী মনুষ্য হইতে বিভিন্ন নহে। কিন্তু এক বস্তুও নহে। তদ্রূপ ঈশ্বর এই জগতের সহিত অন্বিত

আছেন। যেমন এক হইতে দশ পৃথক্ হইতে পারে না, তেমনি ঈশ্বর হইতে জগৎ পৃথক্ নহে।

হে রাজন্! সকলই অনিত্য বুঝাইলাম বলিয়া আপনি যেন এই মাত্রই বৈরাগ্য অবলম্বন না করেন। কারণ, সেই ভগবান কালরূপে দেবদ্বেষিগণকে সংহার করিতে দ্বারকায় অদ্যাপি অবস্থান করিতেছেন। তাঁহার প্রায় দেবকৃত সকল কার্য্যই শেষ হইয়াছে, কেবল যদুকুলক্ষয়মাত্র অবশিষ্ট আছে; তাহা শেষ হইলেই তিনি বৈকুণ্ঠে গমন করিবেন। আপনারাও তদবধি অপেক্ষা করিয়া তাঁহার গতি লাভ করিবেন। ১। ১৩। ৪৭।

হে রাজন্! আপনার জ্যেষ্ঠতাত ধৃতরাষ্ট্র, ভ্রাতা বিদুর ও ভার্য্যা গান্ধারীর সহিত হিমালয়ের দক্ষিণে ঋষিগণের আশ্রমে গমন করিয়াছেন। তাঁহারা যে স্থানে অবস্থান করিতেছেন, তাহাকে সপ্তস্রোতী তীর্থ কহে। সুরধনি গঙ্গা সেই স্থানে পতিত হইয়া সপ্তঋষিগণের প্রীতির কারণ সপ্তধা হইয়া সপ্তস্রোতে প্রবাহিত হইয়াছেন। ১। ১৩। ৪৮। ৪৯।

আহা! সেই স্থানে রাজা ধৃতরাষ্ট্র স্নান দ্বারা শরীর পবিত্র ও যথাবিধি হোমাদি করিয়া কর্ম্মদ্বারা উপাসনা শিক্ষা করিছেন। তিনি পুত্র ধনাদির মোহ ত্যাগ করিয়া শান্তি লাভ করিয়াছেন। তিনি যোগাসন জয় করিয়াছেন; শ্বাস জয় করিয়াছেন। ইন্দ্রিয়াদিকে বিষয় হইতে প্রত্যাহৃত করিয়াছেন। অবশেষে তিনি হরিকে অন্তরে ভাবনা করিয়া রজস্তম ও সত্ব প্রভৃতি গুণবশীভূত মলা ত্যাগ করিয়া পূর্ণাবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছেন। অবশেষে তিনি আমিরূপ অহঙ্কারাদি সম্পর্কীয় স্থূলদেহপ্রবৃত্তি হইতে বুদ্ধিকে, বিজ্ঞানসংযোজিত করিয়া, আত্মাকে পরমত্মায় সংযোজিত করিয়াছেন। তিনি ব্রহ্মরূপ আত্মাকে দেহাধারস্থিত মনে করিয়া ঘটস্থ আকাশ ও মহাকাশ যেমন এক তাহাই ভাবিতেছেন। ১। ১৩। ৫০। ৫১। ৫২।

ব্যাখ্যা। নারদ যুধিষ্ঠিরকে এই স্থানে ধৃতরাষ্ট্রের আচরিত অষ্টাঙ্গযোগের কথা বলিলেন। যম, নিয়ম, আসন, প্রাণায়াম, প্রাত্যাহার, ধারণা, ধ্যান ও সমাধি এই অষ্টাঙ্গযোগক্রিয়ায় যোগী সিদ্ধ হইয়া থাকে। স্নান ও হোমাদি ক্রিয়ার ধর্ম্মশিক্ষাকে নিয়ম কহে। মায়াত্যাগকে যম কহে। হটযোগে হস্তপদ বদ্ধ করিয়া উপবেশন বিধিকে আসন কহে। শ্বাস, রেচন, পূরণ ও স্তম্ভন করাকে প্রাণায়াম কহে। ইন্দ্রিয়গণকে মনের অধীনে আনিয়া তাহাদের জয় করাকে প্রত্যাহার কহে। ঈশ্বরভাবনাকে ধারণা কহে। ধারণাকে বিষয়রূপ হইতে গুণাতীত করাকে ধ্যান কহে। অর্থাৎ ধ্যানে আপনাকে ঈশ্বরময় ভাবিতে আরম্ভ করিতে হয়। সত্বরজস্তমোগুণী থাকিলে বিষয়াসক্ত হইতে হয়, তাহা ত্যাগ করিয়া জড়তাবলম্বন করিলে তাহাকে ধ্যানাবস্থা কহে। আত্মাকে পরমাত্মায় দেখিয়া দেহকে আধার স্বরূপ বুঝিলে তাহাকে সমাধি কহে। এই সমাধিতে ক্ষুধা, তৃষ্ণা কোন প্রকার বাহ্য জ্ঞান থাকে

না। বুদ্ধি অন্তরে আনন্দভোগ করিয়া অন্তরে বিলীন হইয়া থাকে। এই অবস্থায় বাক্য নির্গত হয় না, নয়নও উন্মীলিত হয় না, প্রাণবায়ু স্তম্ভিত হইয়া থাকে মাত্র।

হে ধর্ম্মরাজ! তাঁহার মায়াজাত গুণক্রিয়া নাশ হইয়াছে, মায়ার সহিত তাঁহার বাসনাও নষ্ট হইয়াছে। বাসনা যখন বিনাশ হইয়াছে, তখন তাঁহার মুক্তি অবশ্যই হইবে। তিনি সমস্ত কারণাদিকে নিরুদ্ধ করিয়াছেন, তাঁহার নয়ন নিমীলিত হইয়াছে, তাঁহার মনস্থিত আশা নিবর্ত্তিত হইয়াছে। তিনি আহারেচ্ছা ও ইন্দ্রিয়চেষ্টা বিহীন হইয়াছেন। এক্ষণে স্থাণুর ন্যায় নিশ্চল হইয়া আছেন। (এইটী ব্যুত্থান লক্ষণ। অর্থাৎ সমাধির শেষ অবস্থা।) ১। ১৩। ৫৩।

সেই অখিলকর্ম্মা পুরুষের সন্ন্যাসধর্ম্মের উচিত সমাধির যেন কোন প্রকার বিঘ্ন না হয়, ইহাই আমাদের অন্তরের ইচ্ছা।

ব্যাখ্যা। নারদ এই স্থানে সমাধির অন্তিম দোষ করিলেন। যোগী সমাধিবলে অবস্থান করিলে বিপরীতাচরণে তাঁহার বহু দোষ উপস্থিত হইয়া থাকে। তাহার মধ্যে নয়টী প্রধান :—ব্যাধি, স্ত্যান, সংশয়, প্রমাদ, আলস্য, অবিরতি, ভ্রান্তিদর্শন, অলব্ধ-ভূমিকতা, চঞ্চলতা পাতঞ্জলে ইহার বিশেষ বিবরণ পাওয়া যায়।

নারদ ধর্ম্মরাজকে বলিলেন যে, আপনি যেন তাঁহার সমাধি অবস্থায় তাঁহাকে গৃহে আনিতে যাইবেন না। কারণ, এ অবস্থায় ক্ষণেক অন্যমনস্ক বা অন্য কথা কহিলে পূর্ব্বোক্ত নয়টী দোষ তাঁহাতে প্রবেশ করিবে।

হে রাজন্! সেই অন্ধরাজ অদ্য হইতে পঞ্চম দিবসে আপনিই দেহ ত্যাগ করিবেন এবং তাহা ভস্মীভূতও হইবে। যখন সেই দেহ যোগাগ্নিতে পর্ণশালার সহিত ভস্ম হইতে আরম্ভ হইবে, সেই সময়ে তাঁহার সাধ্বী পত্নী গান্ধারী দেহে গার্হপত্য অগ্নি প্রদান করিয়া আপনি পতির সহগামিনী হইবেন। অনন্তর বিদুর, ভ্রাতার এবম্বিধ সদ্গতি দেখিয়া শোকহর্ষযুক্ত ও সেই সময়ে সেই স্থান হইতে নির্গত হইয়া তীর্থ নিসেবনে গমন করিবেন। ১। ১৩। ৫৪। ৫৫। ৫৬।

মহামুনি নারদ ধর্ম্মরাজকে এবম্বিধ ধৃতরাষ্ট্রের অন্তিম সংবাদ প্রদান করিয়া স্বর্গে গমন করিলেন। ধর্ম্মরাজ তাঁহার বাক্য হৃদয়ে ধারণ করিয়া অতীব শোকান্বিত হইলেন। ১। ১৩। ৫৭।

ইতি শ্রীভাগবতে প্রথমস্কন্ধে ত্রয়োদশাধ্যায়ে
উপেন্দ্রকৃতানুবাদ সমাপ্ত।

ব্যাখ্যা। এই স্থানে নারদ যুধিষ্ঠিরকে উপদেশ দিলেন যে, জীব যতই কেন মায়ায় বশীভূত হউক না, সে যদি অন্তিমে একমনে শ্রীহরিতে সংলগ্ন হয় এবং যোগাবলম্বনে মনকে পরিশুদ্ধ করিয়া হরিপ্রেমে মগ্ন হইতে পারে, তবে তাহার মুক্তি হইবেই হইবে, কারণ ঈশ্বর অপক্ষপাতী হন।

ইতি শ্রীভাগবতে প্রথমস্কন্ধে ত্রয়োদশাধ্যায়ে উপেন্দ্রকৃতাধ্যাত্ম

ব্যাখ্যা সমাপ্ত।

অথ চতুর্দ্দশ অধ্যায়

শৌনকাদিকে সম্বোধন করিয়া শ্রীসূত কহিলেন;—শ্রীকৃষ্ণ যখন দ্বারকায় গমন করেন, সেই সময়ে কুটুম্বগণ কেমন আছেন, তাহা জানিবার কারণ অর্জ্জুন কৃষ্ণের সহিত দ্বারকায় গমন করিয়াছিলেন। এক্ষণে প্রায় সপ্তমাস অতীত হইল, তথাপি অর্জ্জুন দ্বারকা হইতে ফিরিলেন না বলিয়া এবং তথায় কি করিতেছেন, তাহা জানিতে না পারিয়া ধর্ম্মরাজ অত্যন্ত ভাবিত হইলেন। তিনি সম্মুখে নানা প্রকার দৈবদুর্ব্বিপাক নিরীক্ষণ করিয়া অতিমাত্র চঞ্চল হইয়া মন্দ বিষয় আলোচনা করিতে লাগিলেন। ১। ১৪। ১। ২।

তিনি মনে মনে বিচার করিয়া দেখিলেন যে—কালের গতি ঘোর হইয়া আসিয়াছে; স্বাভাবিক ঋতুধর্ম্মে অনিয়ম প্রকাশিত হইয়াছে; হেমন্তে বসন্তের উদয় এবং শরতে শীতের উদয়, এইরূপ অবৈধ প্রকাশ হইয়াছে। মানবগণ পাপক্রিয়ায় জীবন অতিবাহিত করিতেছে। সর্ব্বদাই তাহারা লোভে ও ক্রোধাদিতে আত্মাকে বশীভূত করিয়াছে; তাহাদের সর্ব্বদাই কপট ব্যবহার ও শঠতামিশ্রিত বন্ধুত্ব আরম্ভ হইয়াছে। পিতা, মাতা, ভ্রাতা, সুহৃদ্ ও দম্পতীগণের মধ্যে সর্ব্বদাই কলহ হইতেছে। ১। ১৪। ৩। ৪।

এই সকল কালকৃত ঋতুবৈপরীত্য ও মানবগণকৃত লোভক্রোধাদি অনিষ্ট সমূহ বিবেচনা করিয়া রাজা অনুজ ভীমকে কহিলেন—"হে ভীম! তোমার অনুজ জিষ্ণু অর্জ্জুন দ্বারকায় জ্ঞাতিগণকে দেখিতে যে দিবস গমন করিয়াছেন, আজ তাঁহার সপ্তম মাস পূর্ণ হইল। এখনও অর্জ্জুন কেন আসিলেন না; কৃষ্ণ তথায় কি করিতেছেন, ইহার কোন কারণই বুঝিতে পারিতেছি না।" ১। ১৪। ৫। ৬।

হে ভীম! দেবর্ষি নারদ পূর্ব্বে যেরূপে শ্রীকৃষ্ণের স্বধাম গমনের কাল নির্দ্দেশ করিয়া গেলেন; বোধ হয়, সেই কাল উপস্থিত হইয়াছে। আমার বিবেচনায় এই

বার ভগবান বুঝি সকল লীলা শেষ করিয়া আপনার লীলাজাত দেহটিও নাশ করিবেন। ১। ১৪। ৭। ৮।

হে ভীম! সেই কৃষ্ণ হইতেই আমাদের এই সম্পদ, রাজ্য, দারা, প্রাণ, কুল, প্রজা প্রভৃতি লাভ হইয়াছে। সেই কৃষ্ণ হইতেই আমরা শত্রুগণকে জয় করিতে পারিয়াছি। কিন্তু এক্ষণে হে নরব্যাঘ্র! এই সকল দৈবপীড়া কেন উপস্থিত হইতেছে? আমার বুদ্ধি মহাসংশয়ে মুগ্ধ হইতেছে। ১। ১৪। ৯।

হে ভীম! আমার বামাঙ্গ নৃত্য করিতেছে, হৃদয় কম্পিত হইতেছে। বোধ হয়, কোন ভীষণ অমঙ্গল আমাদের সম্মুখে উপস্থিত হইয়াছে। ১। ১৪। ১০।

হে অঙ্গ। ঐ দেখ, শৃগালগণ ঊর্দ্ধমুখে তপনের প্রতি চাহিয়া চীৎকার করিতেছে, তাহাদের মুখ হইতে অগ্নি নির্গত হইতেছে। ঐ দেখ, কুক্কুর সকল আমার সম্মুখে চাহিয়া নির্ভয়ে চীৎকার করিতেছে। ঐ দেখ, গো সকল আমার বামে গমন করিতেছে। গর্দ্দভ সকল আমার দক্ষিণে গমন করিতেছে। হে পুরুষব্যাঘ্র! ঐ দেখ, অশ্ব সকল আমাকে দেখিয়া ক্রন্দন করিতেছে। ১। ১৪। ১১। ১২। ১৩।

হে ভীম! ঐ দেখ, মৃত্যুদূত সদৃশ কপোত সকল উপরে উড়িতেছে। পেচক কাকাদি ভীষণ অমঙ্গল রব করিয়া পৃথিবীকে শূন্যময় করিতে প্রয়াস পাইতেছে। ঐ দেখ, সমস্ত দিক্‌পালগণ ধূম্রবর্ণ ধারণ করিয়াছে। ঐ দেখ, মেদিনী কুলাচলগণের সহিত ক্ষণে ক্ষণে কম্পিত হইতেছে। ১। ১৪। ১৪।

হে বৎস! ঐ দেখ, মেঘ সকল ঘর্ষিত হইয়া ক্ষণে ক্ষণে বিদ্যুৎ প্রকাশ করিতেছে; এবং মুহুর্মুহুঃ বজ্রধ্বনি হইতেছে। ঐ দেখ, বায়ু বেগে প্রবাহিত হইতেছে, রজঃ হইতে তমোগুণ বিভিন্ন হইতেছে। ঐ দেখ, মেঘ সকল রক্ত বৃষ্টি বর্ষণ করিতেছে; সকল দিক ভীষণরূপ ধারণ করিতেছে। ঐ দেখ, সূর্য্য হতপ্রভ হইয়া আসিয়াছে। গ্রহগণ পরস্পর ঘর্ষণ আরম্ভ করিয়া সৃষ্টি নাশ করিতেছে। রুদ্রানুচর ভূতগণ প্রাণিগণের সহিত মিলিত হইয়া স্বর্গ হইতে পৃথিবী পর্য্যন্ত দগ্ধ করিতেছে। তাহাতেই সমস্ত প্রদীপ্ত বলিয়া বোধ হইতেছে। ১। ১৪। ১৫। ১৬। ১৭।

হে ভীম! নদী সকল শুষ্ক হইয়াছে, সরসী সকল লয় পাইয়াছে, মানবের মন বিনষ্ট হইয়াছে, রাজ্যের স্থানে স্থানে অগ্নি প্রজ্জলিত হইয়া দগ্ধ করিতেছে। আহা! কাল কি ভয়ানক বিধানই করিবেন! ১। ১৪। ১৮।

হে ভীম! ঐ দেখ, বৎসগণ মাতৃস্তন পান করিতেছে না। মাতৃগণও স্তন প্রদান করিতেছে না। গোসমূহ অধোমুখে সাশ্রুচক্ষে রোদন করিতেছে, এবং বৃষ সমূহও হর্ষশূন্য হইয়াছে। হে ভীম! দেবপ্রতিমা সকল যেন ক্রন্দন করিয়া, কম্পিত ও উচ্ছলিত হইতেছে। জনপদ, গ্রাম, নগর, উদ্যান, আশ্রম প্রভৃতি যেন নিরানন্দ ও শ্রীহীন হইয়াছে। হে ভীম! আমরা কি দেখিয়াছিলাম, আর এক্ষণে আমাদের কি দৃশ্য দেখিতে হইতেছে। ১। ১৪। ১৯। ২০।

আমার বোধ হয়, পৃথিবী সেই সৌভাগ্যচিহ্নধারী পুরুষশ্রেষ্ঠ শ্রীকৃষ্ণের পদস্পর্শন-হীন হইয়াছে, নচেৎ এমন অনর্থপাত কেন হইতেছে? ১।১৪।২১।

অনন্তর সূত কহিলেন, হে ব্রাহ্মণ শৌনক! রাজা এইরূপ অশুভ দেখিয়া মনে মনে নানা চিন্তা করিতেছেন, এমন সময়ে যদুপুরী হইতে কপিধ্বজ অর্জ্জুন, প্রত্যাগমন করিলেন। ১।১৪।২২।

অর্জ্জুন প্রত্যাগমন করিয়া অতুরের ন্যায় ধর্ম্মরাজের পদবন্দনা পূর্ব্বক অধোমুখে দণ্ডায়মান হইলেন। তাঁহার নয়নকমল হইতে বিন্দু বিন্দু অশ্রু পতিত হইতে লাগিল। রাজা যুধিষ্ঠির অনুজ অর্জ্জুনকে এইরূপ উদ্বিগ্ন অবস্থাপন্ন দেখিয়া, নারদের কথা স্মরণ পূর্ব্বক তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন। ১।১৪।২৩।২৪।

হে অর্জ্জুন! কেমন ভাই, দ্বারকাপুরে আমাদের স্বজনগণ তো ভাল আছেন? তাঁহারা তো সকলে সুখে অবস্থান করিতেছেন? মধু, ভোজ, দশার্হ, সাত্বত, অন্ধক ও বৃষ্ণিবংশীয়েরা তো ভাল আছেন? হে অর্জ্জুন! মাননীয় মাতামহ শূর কেমন আছেন? অনুজগণের সহিত মাতুল কেমন আছেন? ভাই! আনকদুন্দুভি শ্রীকৃষ্ণের তো সর্ব্বতঃ কুশল? মাতুল সপ্তভগ্নির সহিত এবং তাঁহাদের গর্ভজাত পুত্রগণের সহিত তো সুখে আছেন,? দেবকী প্রভৃতি মাতুলানীগণ, বধূগণকে লইয়া তো সুখে আছেন? রাজা উগ্রসেন অপুত্রক, তিনি তো ভাল আছেন? তাঁহার অনুজ দেবক রাজা তো ভাল আছেন? ভাই! আমাদের পিতৃব্যস্থানীয় অক্রূর তো ভাল আছেন, এবং জয়ন্ত, গদ, সারণ প্রভৃতি শ্রীকৃষ্ণের পুত্রগণ তো ভাল আছেন? ভাই! শত্রুজিৎ প্রভৃতি এবং সাত্বতগণের প্রভু ভগবান বলরাম তো সুখে আছেন? হে ভ্রাতঃ! দেখ, মহারথ ও বৃষ্ণিগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ প্রদ্যুম্ন তো ভাল আছেন, এবং ভগবানের স্বরূপজ মহাযোদ্ধা অনিরুদ্ধ তো ভাল আছেন? ভাই! সুষেণ, চারুদেষ্ণ, জাম্বুবতী-নন্দন সাম্ব, এবং কৃষ্ণের অপরাপর পুত্রগণ তো ভাল আছেন? পুত্রগণের সহিত ঋষভাদি বোধ হয়, ভাল আছেন? ভাই অর্জ্জুন! অনুচরগণের সহিত শৌরি, শ্রুতদেব ও উদ্ধবাদি এবং সাত্বতশ্রেষ্ঠ সুনন্দ, নন্দাদির সহিত অপরেরা বোধ হয়, ভাল আছেন? ভাই ধনঞ্জয়! এতবার যে সকলের কথা জিজ্ঞাসা করিলাম, তাঁহাদের কুশল তো বলিবেই; কারণ তাঁহারা সকলেই যখন ভগবান রাম ও কৃষ্ণের ভুজযুগলের আশ্রয়ে রহিয়াছেন, তখন তাঁহাদের অমঙ্গল কি! তথাপি প্রথমে তাঁহাদের কুশল জানা আবশ্যক; কারণ তাঁহারা আমাদিগের বংশের সহিত চিরকাল বন্ধুত্বে আবদ্ধ আছেন। ভাই অর্জ্জুন। বল বল, ভগবান ভক্তবৎসল স্বয়ংব্রহ্ম গোবিন্দ তো সুহৃদ্‌গণের সহিত দ্বারকায় সুখে অবস্থান করিতেছেন? ১।১৪।২৫।২৬।২৭।২৮।২৯।৩০।৩১।৩২।৩৩।৩৪।

ভাই অর্জ্জুন! সেই ভগবান কৃষ্ণ পৃথিবীর মঙ্গলের হেতু পালনের হেতু, এবং উদ্ভাবনের হেতু অনন্ত বলদেবের সখা হইয়া যদুকুলরূপ সাগরে পুরুষরূপে অবস্থান করিতেছেন। ১।১৪।৩৫।

ব্যাখ্যা। এই স্থানে যুধিষ্ঠির আদিপুরুষের সহিত কৃষ্ণের ঐক্য সম্পাদন করিলেন। পৃথিবী প্রস্তুত করিবার পূর্ব্বে ভগবান্ যেমন প্রলয়সাগরের মধ্যে অনন্তকে সখা করিয়া শয়ন করেন; সেই অনুকরণ করিয়া ভগবান্ কৃষ্ণকে যদুকুলসাগরে অনন্তরূপী বলরামকে সখা করিয়া পৃথিবীর মঙ্গলের কারণ অবস্থান করিতেছেন। কালশক্তির নামান্তর অনন্ত। বলদেব তাহার রূপক। ঈশ্বর মহাপ্রলয়ের সময়ে অণু-পরমাণুর সহিত কারণ-বারিতে শয়ন করিলে কালশক্তি তাঁহার আধার স্বরূপ হইয়া থাকে। অনন্তকে সর্পরূপে কল্পনা করা হয় এবং তাঁহাকে পাতালে অবস্থিত বলা হয়। অনন্ত আপন মস্তকে মহাবিষ্ণুর সহিত এই জগত ধারণ করিয়া আছেন। কাল-শক্তির ক্ষমতায় জগৎ উদ্ভাবন, পালন ও বর্দ্ধন হইতেছে বলিয়া তাহা জগতের বহন-কারী বলিয়া রূপক করা হইয়াছে। মহাবিষ্ণু হইতে সকলের চৈতন্যের আবির্ভাব বলিয়া তিনি হন, কিন্তু পাতাল অলক্ষ্য; কালকেও দেখিতে পায় না। সেই হেতু অলক্ষ্য বস্তু অলক্ষ্য স্থানে অবস্থিত এই কল্পনা করা হইয়াছে। কালের অস্থির গতি বলিয়া তাহাকে সর্পরূপে কল্পনা করা হইয়াছে। পৌরাণিক রূপক ত্যাগ করিলে একমাত্র ঈশ্বরে স্বরূপ ভিন্ন আর কিছুই থাকে না; এস্থলে যুধিষ্ঠিরেও তাহা বুঝাইতে রূপকে পূর্ব্বপ্রকার কৃষ্ণের গুণ বর্ণনা করিলেন।

ভাই! যদুবংশীয়েরা কত ভাগ্যবান্, তাহা আর কি বলিব। তাঁহারা স্বয়ং বৈকুণ্ঠে ভগবানের বাহুদণ্ডরক্ষিত পুরীতে বাস করিতেছেন এবং হরির অনুচরেরা যেমন পরমানন্দে বাস করেন, তেমনি তাঁহারাও পরমানন্দে ক্রীড়া করিতেছেন। ১। ১৪। ৩৬।

ভাই! যদুপুরবাসিগণের পরমানন্দের কথা দূরে থাকুক; তপস্যাদি করিয়া যে ফল লাভ না হয়, সত্যভামাদি ষোড়শ সহস্র মহিষীগণ তাঁহার পদসেবা করিয়া, বজ্রায়ুধপত্নী শচী অপেক্ষাও উত্তম সৌভাগ্য লাভ করিয়াছেন। কারণ তাঁহারা কৃষ্ণের সাহায্যে দেবগণকেও পরাজয় করিয়া পারিজাতাদি আহরণ করিতেছেন। ১। ১৪। ৩৭।

ভাই অর্জ্জুন! এমন প্রভাবশালী ভগবানের বাহুদণ্ড দ্বারা রক্ষিত হইয়া যদু-বীরগণ পদদ্বারা আপন আপন বলে দেবগণের উপভোগ্য সভাস্থ সুষমা অতিক্রমণ করিয়াছেন। তাঁহাদের আবার বিপদ কি? ১। ১৪। ৩৮।

বল, ভাই বল, আমাদের সেই ভগবান কেমন আছেন? বৎস অর্জ্জুন! আমি এত কথা জিজ্ঞাসা করিলাম, এখনও তুমি বিমর্ষ রহিয়াছ কেন? তোমাকে এখনও তেজঃপ্রভাহীন দেখিতেছি কেন? তুমি কি কোন পীড়ায় আক্রান্ত হইয়াছ, এখনও আরোগ্য হও নাই? তুমি কি কহারও নিকটে অবমানিত হইয়াছ? কিম্বা বহুদিবস প্রবাসে ছিলে বলিয়া মনে মনে দুঃখিত হইয়াছ? ভাই! তুমি কি কাহারাও দ্বারা অমঙ্গল শব্দে বিতাড়িত

হইয়া দুঃখিত হইয়াছ ? তুমি কি কোন ভিক্ষুককে দান প্রতিজ্ঞা করিয়া অর্থের অভাবে তাহাকে সন্তুষ্ট করিতে পার নাই ? বল ভাই! আমি সাধ্যমত তোমার প্রতিজ্ঞা রক্ষার চেষ্টা করিব। ১। ১৪। ৩৯। ৪০।

ভাই! তুমি কি কোন ব্রাহ্মণকে, কোন বালককে, কোন গোকে, কোন বৃদ্ধকে, কোন রোগীকে, অথবা কোন নারীকে প্রথমে আশ্রয় দিয়া, পরে তাহাদিগকে ত্যাগ করিয়াছ? সেই হেতু তোমার মন এত ক্ষুব্ধ হইয়াছে? ভাই! তুমি কি অসৎকৃতা ও অগম্যা পরস্ত্রীতে গমন করিয়াছ? তুমি কি তোমার সমান বন্ধুর সহিত একত্রে আসিতে আসিতে পথে কোন অধম লোকের নিকটে পরাজিত হইয়াছ? ভাই! তুমি কি অগ্রে ভোজন করাইবার যোগ্য বৃদ্ধ ও বালকগণকে রাখিয়া অগ্রে ভোজন করিয়াছিলে? অথবা তুমি কি তোমার অযোগ্য কোন নিন্দিত কর্ম্ম করিয়াছ? ১। ১৪। ৪১। ৪২। ৪৩।

ভাই! আর আমাকে ব্যাকুল করিও না। বল, তোমার মনোগত কথা বল। তুমি তো কোন আত্মবন্ধুর বিরহে অন্তঃকরণে শোকভোগ করিতেছ না ? কোন প্রকারে বিপদ না হইলে তুমি এতাদৃশ ভাবাবলম্বন করিয়াছ কেন? ১। ১৪। ৪৪।

ইতি শ্রীভাগবতে প্রথমস্কন্ধে চতুর্দ্দশ অধ্যায়ে
উপেন্দ্রকৃতানুবাদ সমাপ্ত।

ব্যাখ্যা। অর্জ্জুন দ্বারকার অমঙ্গল একেবারে না বলিতে পারিয়া পূর্ব্বভাব অবলম্বন করিয়াছিলেন। যুধিষ্ঠির, অর্জ্জুনকে বিষাদিত দেখিয়া যে সকল কার্য্যে সাধুর ও বীরের দুঃখ উপস্থিত হইতে পারে, সেই ভাবের প্রশ্ন করিলেন মাত্র বুঝিতে হইবে।

ইতি শ্রীভাগবতে প্রথমস্কন্ধে চতুর্দ্দশ অধ্যায়ে
উপেন্দ্রকৃতাধ্যাত্মব্যাখ্যা সমাপ্ত।

অথ পঞ্চদশ অধ্যায়।

এদিকে কৃষ্ণসখা অর্জ্জুন, একে কৃষ্ণবিরহে আকুল ছিলেন, তাহাতে আবার ধর্ম্মরাজ তাঁহাকে নানা প্রকারে বিপদ্‌শঙ্কুল সন্দেহ করিলেন। তাহাতে তাঁহার বদন শুষ্ক হইয়া আসিল, হৃদয়পদ্ম হীনপ্রভ হইয়া আসিল। কেবলমাত্র তিনি সেই শ্রীকৃষ্ণচরণ অনুধ্যান করিয়া ক্রন্দন পূর্ব্বক প্রত্যুত্তরদানে অক্ষম হইলেন। শ্রীকৃষ্ণের

প্রেম তাঁহার হৃদয়ে যতবার উদয় হইতে লাগিল, ততই তিনি প্রেমাশ্রু বিসর্জ্জন করিতে লাগিলেন; এবং তাহা পাছে ধর্ম্মরাজ দেখেন, এই ভয়ে পরোক্ষে যাইয়া দুই হস্তে উভয় নয়ন মুছিতে লাগিলেন। ১। ১৫। ১। ২। ৩।

অর্জ্জুন, সেই কৃষ্ণের মিত্রতা, সৌহার্দ্দ, সারথ্যক্রিয়া স্মরণ করিয়া একেবারে আকুল হইয়া পড়িলেন। পরে বাষ্পগদ্গদস্বরে অগ্রজ রাজাকে বলিলেন:—"হে মহারাজ! আমার যে তেজঃপ্রভা দেখিয়া দেবগণও বিস্মিত হইতেন, আজ আমি বন্ধুরূপী হরি হইতে বঞ্চিত হইয়া সেই প্রভা হারাইয়াছি। যেমন এই পিত্রাদির বিয়োগমাত্রেই মৃতক বলিয়া উক্ত হয়েন, এবং যে কৃষ্ণের ক্ষণমাত্র বিয়োগে লোক সমূহ অপ্রিয়-দর্শন হইয়া উঠে, তদ্রূপ আমি হরিবিরহে জীবন সত্বেও মৃতপ্রায় হইয়াছি। ১। ১৫। ৪। ৫। ৬।

হে মহারাজ! সেই কৃষ্ণের সংস্রবে আমি দ্রৌপদীর স্বয়ম্বরকালে দ্রুপদরাজার স্বয়ম্বর সভায় উপস্থিত হইয়া সসজ্জীকৃত ধনুকে শরারোপণ করিয়া, মৎস্যচক্রভেদ পূর্ব্বক দ্রৌপদীকে লাভ করিয়াছিলাম এবং কামপীড়িত অতিবলবান্ রাজাগণকে পরাস্ত করিয়াছিলাম। ১। ১৫। ৭।

হে মহারাজ! সেই কৃষ্ণের সাহায্যেই আমি অগ্নিকে পরিতৃপ্ত করিতে খাণ্ডববন দাহন করি, এবং সেই দহন উপলক্ষে সমরাগত ইন্দ্রাদি অমরগণকে পরাজয় করিয়া বনমধ্যস্থ ময়দানবকে রক্ষা করিয়াছিলাম। সেই ময়দানবই আপনার কৃত রাজসূয় যজ্ঞ সময়ে অদ্ভুত শিল্পচাতুরীসমন্বিত সভা প্রস্তুত করিয়া দিয়াছিল। সেই কৃষ্ণপ্রভা-বেই চতুর্দ্দিক হইতে নৃপতিগণ উপহার সমস্ত আপনাকে দিয়াছিলেন। ১। ১৫। ৮।

হে রাজন! সেই শ্রীকৃষ্ণের বলেই অযুত হস্তীর তুল্য মহাবলশালী জরাসন্ধ, যিনি আপনার চরণযুগল, সকল নৃপতির মস্তকে ধারণ করিয়াছিলেন, তাঁহাকে আপনার যজ্ঞের মঙ্গলের কারণ ভীম বধ করিয়াছিলেন এবং সেই পাপাত্মা জরাসন্ধ আপন কারাগারে দেবাদিদেব মহাভৈরবের সম্মুখে বলি দিবার কারন যে সকল নৃপগণকে আবদ্ধ করিয়াছিলেন, মহাত্মা ভীম তাঁহাদিগকেও আপনার যজ্ঞের সাহায্যার্থে মুক্ত করেন। ১। ১৫। ৯।

হে মহারাজ! যৎকালে আপনি রাজসূয় যজ্ঞ করেন, সেই সময়ে দেবী দ্রৌপদী অপূর্ব্ব কবরী দ্বারা শোভিতা হইয়া আপনার বামপার্শ্ব শোভিত করেন। সেই কবরীর শোভা দর্শনে বিমুগ্ধ হইয়া ধূর্ত্ত দুর্য্যোধনাদি তাঁহার কবরী সভামধ্যে বিমুক্ত করিয়াছিল। আহা! সেই অপমানে কৃষ্ণা যখন কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলিয়া ডাকিয়াছিলেন, নারায়ণ তাঁহাকে সেই বিপদান্বিতা ও পদতলে অশ্রুমুখে পতিতা দেখিয়া বিপন্মুক্তা করেন, এবং তাহার প্রতিশোধার্থে দুর্য্যোধনাদির স্ত্রীগণের বৈধব্য অবস্থা প্রদান করিয়া বিমুক্তকেশা করিয়া দেন। হে মহারাজ! এমন হিতকারী কৃষ্ণ হইতে আমি বঞ্চিত হইয়াছি। হে মহারাজ! দুর্য্যোধনাদির কৌশলে আমাদিগকে শাপে ভস্ম

করিতে যখন অযুত শিষ্যসহযোগে মহর্ষি দুর্ব্বাসা বনে উপস্থিত হয়েন, সেই সময়ে যাঁহার মায়ায় সেই শিষ্যগণ নদীতে নিমগ্নপ্রায় হইয়াছিল, এবং যিনি মায়াবলে দ্রৌপদী প্রস্তুত শাকান্ন আস্বাদন করিয়া জগৎকে তৃপ্ত করিয়াছিলেন, সেই মহামায়াবী ও পরমহিতকারী শ্রীকৃষ্ণ হইতে আমি বঞ্চিত হইয়াছি। ১। ১৫। ১০। ১১।

হে রাজন্! যাঁহার তেজঃসাহয্যে আমি যুদ্ধে ভগবান্ শূলপাণিকে উমার সহিত বিস্মিত করিয়াছিলাম, এবং তিনি সন্তুষ্ট হইয়া আমাকে তাঁহার পাশুপত অস্ত্র প্রদান করিয়াছিলেন। বিশেষতঃ অপরাপর অনেক দেবতার আমার প্রতি তুষ্ট হইয়া স্ব স্ব অস্ত্র প্রদান করিয়াছিলেন। আমরা যাঁহার তেজে এই শরীরে ইন্দ্রলোকে যাইয়া সেই মহেন্দ্রসিংহাসনের অর্দ্ধভাগে স্থান পাইয়াছিলাম, হায় হায়! সেই কৃষ্ণ হইতে অধুনা বঞ্চিত হইয়াছি। ১। ১৫। ১২।

হে আজমীরবংশোদ্ভব! যাঁহার প্রভাবে, আমার স্বর্গে ক্রীড়া করিবার কালে, ইন্দ্রসহ দেবগণ, নিবাত কবচাদি বিনাশার্থে, এই গাণ্ডীবচিহ্নধারী বাহুযুগলের আশ্রয় লইয়াছিলেন, আজ সেই পুরুষে আমি বঞ্চিত হইয়াছি; অতএব নিজ মহিমায় আর ভুবনে কত প্রভাবান্বিত থাকিব? ১। ১৫। ১৩।

হে মহারাজ! যৎকালে বিরাট রাজার গৃহে যাইয়া কৌরবগণ গোধন হরণ করেন, তখন যাঁহার কৃপাকে আশ্রয় করিয়া আমি একাকী সেই অগণ্য বীরগণকে জয় করিয়া গোধন উদ্ধার পূর্ব্বক তাঁহাদের বিচ্ছিন্ন মস্তক হইতে পতিত উষ্ণীষস্থ মণিসমূহ আহরণ করিয়াছিলাম, এবং তিমিকুলরূপ ভীষ্মাদিসঙ্কুল কৌরবসাগরে আমি যাঁহার কৃপায় একরথে পার হইয়াছিলাম, সেই শ্রীকৃষ্ণ হইতে বঞ্চিত হইয়াছি। ১। ১৫। ১৪।

হে বিভু! যিনি সেই কৌরবসমরে আমার সারথি হইয়া রথাগ্রে উপবেশন পূর্ব্বক ভীষ্ম, কর্ণ, দ্রোণ, শল্য প্রভৃতি মহামহ ক্ষত্রিয় বীরগণের চমূকে স্বীয় কালদৃষ্টিতে হরণ করিয়াছিলেন; এবং আমি উৎসাহহীন হইলে যিনি উৎসাহ দিয়াছিলেন, বলহীন হইলে যিনি বলপ্রদান করিয়াছিলেন; অস্ত্রকৌশল বিস্মিত হইলে যিনি তাহা শিক্ষা দিয়াছিলেন; অদ্য সেই কৃষ্ণ হইতে বঞ্চিত হইয়াছি। ১। ১৫। ১৫।

হে মহারাজ! নৃসিংহের বাহুবলে যেমন প্রহ্লাদ রক্ষিত হইয়াছিলেন, আমিও তেমনি এই কুরুক্ষেত্রসমরে মহাবীর ভীষ্ম, কর্ণ, দ্রোণ, ত্রিগর্ত্ত, শল্য, জয়দ্রথ, বাহ্লীকের হস্ত হইতে শ্রীকৃষ্ণের অস্ত্রমহিমায় রক্ষা পাইয়াছি। আহা! সংসারের শ্রেষ্ঠগণ মোক্ষের কারণ নিরন্তর যাঁহার পাদপদ্ম হৃদয়ে চিন্তা করিয়া থাকেন; হায়! হায়! আমার কি কুমতি, তাঁহাকে না চিনিয়া সেই ঈশ্বরকে আমার সারথ্যকার্য্য প্রদান করিয়াছিলাম; এবং অশ্বগণের শ্রান্তি নাশ করিতে, যখন আমি জয়দ্রথ বধ কালে রথ হইতে ভূমে অবতরণ করিয়াছিলাম, তখন যিনি স্বীয় ভুজবলে আমাকে রক্ষা করিয়াছিলেন; হায়! হায়! সেই হরি হইতে আমি অদ্য বঞ্চিত হইয়াছি। ১। ১৫। ১৬। ১৭।

হে মহারাজ! সেই মাধব আমাকে সর্ব্বদাই পরিহাস করিতেন; কখন কখন আহ্লাদের সহিত হে পার্থ, হে অর্জ্জুন, হে সখে, হে কুরুনন্দন এইরূপ সানন্দবাক্যে আহ্বান করিতেন। এক্ষণে সেই সকল কথা আমার হৃদয়ে যতই উদিত হইতেছে, ততই আমি আকুল হইতেছি, এবং মনে প্রাণে ক্ষুব্ধ হইতেছি। ১। ১৫। ১৮।

হে রাজন্! সেই মাধবের সহিত আমি একত্রে শয়ন, একত্রে উপবেশন, একত্রে ভ্রমণ এবং একত্রে ভোজন করিতাম। ঐ সকল সময়ে যদি কোন অপরাধ করিতাম, তিনি আমাকে "হে সখে! তুমি না সত্যসন্ধ!" এই কথা বলিয়া তিরস্কার করিতেন। বিশেষতঃ আমার বহু অপরাধ হইলেও পিতা যেমন তনয়কে ক্ষমা করেন, সখা যেমন সখাকে ক্ষমা করেন, তদ্রূপ তিনি আমাকে ক্ষমা করিতেন। হে মহারাজ! এক্ষণে আমি সেই পুরুষোত্তম কৃষ্ণ হইতে বঞ্চিত হইয়াছি; সেই প্রিয়সখা ও প্রিয় সুহৃদ বিরহে একেবারে শূন্যহৃদয় হইয়াছি। বিশেষতঃ এতদূর বলহীন হইয়াছি যে, আমি প্রত্যাগমনকালে কৃষ্ণের ষোড়শসহস্র কামিনীকে সমভিব্যাহারে আনিতেছিলাম; পথিমধ্যে নীচ গোপজাতি আমাকে পরাজিত করিয়া সেই নারীগণকে হরণ করিল। হে নৃপেন্দ্র! সেই ধনুক, সেই রথ, সেই শর, সেই অশ্বাদি এবং আমিও সেই নৃপবিজয়ী রথী উপস্থিত রহিয়াছি, তথাপি ক্ষণমাত্র ঈশ্বরশূন্য হইয়াছি বলিয়া আমার চেষ্টাসমূহ ভস্মীভূত হইয়াছে, মন্ত্রাদিলব্ধ উপায়সমূহ মায়াবিদ্যার ন্যায় বোধ হইতেছে। সকলি যেন উষরভূমিতে বীজক্ষেপের ন্যায় বোধ হইতেছে। ১। ১৫। ১৯। ২০। ২১।

হে রাজন্! আমি কেশবের কথা বলিলাম, এবং আপনি যে সুহৃদপুরীর কুশল জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, তাহার আর কি শুনিবেন? প্রায় সকলেই বিপ্রশাপে পরস্পর ভীষণ মুষ্টাঘাতকলহে জীবন ত্যাগ করিয়াছেন। তাঁহারা বারুণী নামক মদিরা পান করিয়া উন্মত্তচিত্তে পরস্পর কাহারো সম্বন্ধ না মানিয়া কলহে প্রাণত্যাগ করিয়াছেন; কেবল চারি কি পঞ্চজন মাত্র অবশিষ্ট আছেন। ১। ১৫। ২২।

হে রাজন্! ঈশ্বরের বিচেষ্টায় ভগবৎ মায়ায় প্রায়ই প্রাণিগণ এইরূপে নিহত ও রক্ষিত হইতেছে। হে রাজন্! যেমন সাগরমধ্যে ক্ষুদ্র মৎস্যগণকে বৃহৎ মৎস্যগণ ভক্ষণ করে, তদ্রূপ যদুকুলমধ্যে মহাবলিগণ ক্ষুদ্রবলিগণকে বধ করিয়াছেন।

হে বিভো! সেই কৃষ্ণ এইরূপে যদুবীরগণকে এবং অপরাপর বীরগণকে মৃত্যুপথিক করিয়া ভূভারহরণকার্য্য শেষ করিয়াছেন। ১। ১৫। ২৩। ২৪। ২৫।

হে রাজন্! আর কত বলিব? দেশ কালের আচরণ দেখিয়া গোবিন্দের লীলা স্মরণ হওয়াতে আমি হৃদয়ে অত্যন্ত ব্যাকুল হইতেছি। আমার স্মৃতি বিনষ্ট হইতেছে। ১। ১৫। ২৬।

অনন্তর সূত কহিলেন:—হে ঋষিগণ! মহাত্মা অর্জ্জুন এই প্রকারে কৃষ্ণচরণকমল চিন্তা করিতে করিতে তাঁহার অতিগাঢ় বন্ধুত্বহেতু কৃষ্ণনামোচ্চারণ পূর্ব্বক ক্রন্দন

করিতে করিতে শান্তভাবাবলম্বন করিলেন। অর্জ্জুন এইরূপ মায়া ও বিলাপ হইতে শান্ত হইয়া বাসুদেবের পদে ভক্তিকে দৃঢ় করিয়া কামাদি আশাকে মন হইতে দূর করিলেন। শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাকে যুদ্ধকালের যে জ্ঞান প্রদান করিয়াছিলেন, তাহা ইতিপূর্ব্বে কর্ম্মবশে ভুলিয়াছিলেন। কিন্তু এক্ষণে ভক্তিস্থির হইলে পুনরায় সেই জ্ঞান প্রাপ্ত হইলেন। অনন্তর অর্জ্জুন যে দ্বৈতভাবে সংশয়িত হইয়া ঐরূপ শোক করিতেছিলেন; পূর্ব্বজ্ঞান প্রাপ্ত হইয়া তাহা দূর করিলেন। এক্ষণে তিনি ব্রহ্মে লীন হইয়া আপনাকে ব্রহ্ম হইতে অভিন্ন এবং নির্গুণলিঙ্গ-সম্ভব প্রকৃতিস্থ বলিলেন। ১। ১৫। ২৭। ২৮। ২৯। ৩০।

ব্যাখ্যা। এক্ষণে অর্জ্জুনের অন্তিম ফল প্রকাশ হইল। অর্জ্জুন সাংসারিক ক্রিয়ায় ব্যাপৃত হইয়া মায়াবশে দ্বৈতভাবাপন্ন হইয়াছিলেন; তাহাতেই তাঁহার শোক উপস্থিত হইয়াছিল। ঈশ্বর হইতে জীব পৃথক্ বস্তু এই জ্ঞানকে দ্বৈতজ্ঞান কহে, তাহাতেই মায়া মোহ শোক উপস্থিত হয়। কারণ, ঈশ্বর নিত্য এবং তিনি ভিন্ন সমস্তই অনিত্য। অনিত্য বস্তু যতক্ষণ চক্ষের উপরে, ততক্ষণ তাহাকে যত্ন করা উচিত; এই ভাবনায় দ্বৈতবাদীরা দেহের প্রতি এত মমতা করে। অদ্বৈতবাদীরা জীবকে ঈশ্বরের স্বরূপ ভাবে, অতএব তাহাকে নিত্য বলিয়া জানে। তাহারা মৃত্যুকে আত্মার রূপান্তর বিবেচনা করে, সেই হেতু তাহারা শোকাদি করে না। অর্জ্জুন সংগ্রামকালে কুরুক্ষেত্রে উপস্থিত হইয়া ঐ দ্বৈতভাবে আত্মীয়গণকে দেখিয়া যুদ্ধ হইতে ক্ষান্ত হইয়াছিলেন। তাঁহাকে প্রবুদ্ধ করিতে কৃষ্ণ গীতারূপে যে অদ্বৈত জ্ঞানশাস্ত্র উপদেশ দেন, তাহাতে অর্জ্জুনের দ্বৈতভাব দূর হয়। পুনরায় অর্জ্জুন সেই জ্ঞান হারাইয়া কৃষ্ণের জন্য ক্রন্দন করিয়াছিলেন। এক্ষণে কৃষ্ণে ভক্তি করিয়া তাঁহার প্রদত্ত জ্ঞান স্মরণ করাতে তিনি মায়াজাত শোক ত্যাগ করিয়া আপনাকে ব্রহ্মময় ভাবিলেন।

হে ঋষিগণ! ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির অর্জ্জুনের মুখে যদুকুলনাশের বার্ত্তা ও ভগবানের অন্তর্দ্ধানের বার্ত্তা শ্রবণ করিয়া, সেই ভগবান দ্বারা প্রদর্শিত পথে গমন করিতে কৃতনিশ্চয় হইয়া মতিকে স্থির করিলেন। অনন্তর পৃথাদেবী ধনঞ্জয়ের মুখে ভগবানের দেহ ত্যাগ ও যদুকুলের ধ্বংসবার্ত্তা শ্রবণ করিয়া সেই ভগবান অধোক্ষজে ভক্তি স্থির পূর্ব্বক আত্মাকে তাঁহাতে নিবেশিত করিয়া সংসৃতি হইতে উপমিত হইলেন, অর্থাৎ জীবন্মুক্ত হইলেন। ১। ১৫। ৩১। ৩২।

হে ঋষিগণ! সেই ভগবান অজ হইয়া ভূভার হরণের কারণ যে শরীর ধারণ করিয়াছিলেন, তাহা কণ্টক দ্বারা যেমন কণ্টক উৎপাটিত করা হয়, তদ্রূপ ত্যাগ করিলেন। নট যেমন নানা ভাবে অঙ্গমূর্ত্তি প্রকাশিয়া অভিনয় করে, তদ্রূপ সেই ভগবান ভূভার হরণ করিতে মৎস্যাদি রূপ ধারণ করেন; আবার তাহা ত্যাগ করিয়া থাকেন। ১। ১৫। ৩৩। ৩৪।

ব্যাখ্যা। এই স্থলে সূতগোস্বামী অবিশ্বাসিগণকে বুঝাইবার জন্য বলিলেন। ঈশ্বর যদি অজ হইলেন, তবে তাঁহার জন্ম গ্রহণের কি প্রয়োজন? আর তিনি যদি অপক্ষপাতী ঈশ্বরই হইলেন, তবে তিনি কেন যদুকুল নাশ করিলেন? এই দুইটী সন্দেহ নাশ করিবার জন্য বলিলেন,—সংসারের যে অংশে অধিক জনসমাগম, সেই স্থানেই পাপের ও অধর্ম্মের আধিক্য হয়। তাহা নাশ করিতে ঈশ্বর সেই সেই স্থানে প্রকাশিত হন। এই প্রকাশের একটী মহাভাব আছে। আত্মাই ঈশ্বর স্বরূপ। অভাব মাত্রেই চেষ্টার আবিষ্কার হয়। যখন অধর্ম্মে ও পাপে সংসার পরিপূর্ণ হয়, তখনই পুণ্যের প্রয়োজন হয়। সেই অধর্ম্মিগণের কুলে যে আত্মা শরীর গ্রহণ করিয়া মায়াজাত অধর্ম্মে মণ্ডিত না হইয়া পবিত্রাবস্থায় থাকিয়া ধর্ম্মোপদেশ দেন, তিনি কলুষিত না হইয়া পূর্ণ ঈশ্বররূপে প্রতীত হন। ঈশ্বর দেহ ধারণ করেন, আবার তাহা জীর্ণ বস্ত্রের ন্যায় ত্যাগ করেন। ঈশ্বরের স্বরূপ যদি আত্মা হইল, তখন ঈশ্বরই মায়ারূপী দেহ ধারণ ও ত্যাগ করিতেছেন বুঝিতে হইবে। এই নিয়মেই শ্রীকৃষ্ণ পূর্ণাবতার। যেমন কণ্টক দ্বারা কণ্টক উদ্ধার করিয়া উভয় কণ্টককে দূরে নিক্ষেপ করিয়া মানবে শান্তিলাভ করে। অহঙ্কারাদি অধর্ম্মে মণ্ডিত ও কণ্টকিতমনা। যাদব ও কৌরবগণকে আপনার কণ্টকরূপী দেহ দ্বারা বিনাশ করিয়া পবিত্র করিলেন এবং অধর্ম্মভাবাসক্তা পৃথিবীরও শান্তি স্থাপন করিলেন। অতএব ঈশ্বরের শরীরগ্রহণ মিথ্যা বা কল্পনা নহে এবং ভূভারহরণও পক্ষপাতিত্ব নহে। কিছু বিশ্বাসের সহিত বুঝিলেই সূক্ষ্ম কারণ বুঝিতে পারিবেন।

এ জগতে যত কিছু শ্রবণমনোহারী বস্তু আছে, তন্মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ভগবান মুকুন্দ যখন আপনার লীলাজাত দেহের সহিত এই পৃথিবী ত্যাগ করিলেন; সেই সময় হইতে বুদ্ধিহীন মানবগণের অমঙ্গলনিদানকারী কলিরাজ আসিয়া ভুবনে প্রকাশ হইলেন। ধর্ম্মরাজ কলিকে প্রবিষ্ট হইতে দেখিয়া চারিদিকে চাহিয়া দেখিলেন যে,—প্রতিগৃহে, প্রতিপুরে, প্রতিরাষ্ট্রে; লোভ, মিথ্যা, কুটীলতা, হিংসা প্রভৃতি অধর্ম্মচক্র বিস্তারিত হইয়াছে। এতদ্দর্শনে ধর্ম্মরাজ জীবিতাশা পরিত্যাগ করিয়া স্বর্গ গমনে ইচ্ছুক হইয়া দেহত্যাগের বেশভূষা ধারণ করিলেন। ১। ১৫। ৩৫। ৩৬।

অনন্তর যুধিষ্ঠির মৃত্যুকে কৃতনিশ্চয় করিয়া আপনার সমান গুণবান্ এবং উপযুক্ত পৌত্র পরীক্ষিৎকে এই সাগরবেষ্টিত রাজ্যের রাজধানী হস্তিনার সিংহাসনে অভিষিক্ত করিলেন। ১। ১৫। ৩৭।

ওদিকে যদুবংশ বিনাশ হইলে যে কয়েক জন অবশিষ্ট ছিল, তাহার মধ্যে অনিরুদ্ধের পুত্র বজ্রকে মথুরার সিংহাসনে উপবেশন করাইয়া, সর্ব্বত্র এক প্রকার শান্তি স্থাপন করিয়া রাজা যুধিষ্ঠির ঈশ্বরে সম্মিলিত হইবার জন্য আপনাতে প্রাজাপত্য যজ্ঞ আরম্ভ করিয়া ইষ্ট অগ্নি প্রজ্বলিত করিলেন। (সজ্ঞানে ব্রহ্মে লীন হইয়া দেহত্যাগ

করিতে ইচ্ছা করিলে এই প্রাজাপত্য যজ্ঞ করিতে হয়। কারণ, উহা দ্বারা যোগাঙ্গের সাধনা স্থির হইয়া থাকে।) ১।১৫।৩৮।

মহারাজ একেবারে সংসারের উপর বিরক্ত হইয়া, রাজ্যোচিত বলয় কুণ্ডলাঙ্গদ ও বেশভূষাদি পরিত্যাগ করিলেন। তিনি স্নেহশূন্য ও অহঙ্কারহীন হইলেন। সংসারের সহিত যত প্রকার বন্ধনে আবদ্ধ ছিলেন, তাহাদিগকে একেবারে বিচ্ছিন্ন করিয়া ফেলিলেন। বাহ্য কথা ত্যাগ করিয়া বাক্‌শক্তিকে ইন্দ্রিয়াদির সহিত মনে অর্পণ করিলেন। মনকে যোগবলে প্রাণে অর্পণ করিলেন। প্রাণকে অপানে আকর্ষণ করিলেন। অপানের সহিত মৃত্যুব্যাপার সমস্তকে যোগবলে পঞ্চত্বে উৎসর্গ করিয়া আপন আত্মাকে ঁঅজরূপী ভাবিতে লাগিলেন। ১।১৫।৩৯।৪০।

অনন্তর ধর্ম্মরাজ ঐ পঞ্চত্বকে ত্রিগুণে আরোপ করিলেন। ঐ ত্রিগুণকে একত্বে আরোপ করিলেন। একত্বে আরোপ করিয়া তিনি মহামুনিরূপ ধারণ করত সেই সর্ব্বারোপযুক্তা অবিদ্যাকে আত্মাতে লয় করিলেন। অবশেষে তিনি সেই আত্মাকে ব্রহ্মলীন-সাধন করিতে কৃতসঙ্কল্প হইলেন। ১।১৫।৪১।

ব্যাখ্যা। এই স্থানে মহাজীবন্মুক্তি প্রকাশ হইল, এবং লোকে যে সংসারাশ্রম ত্যাগ না করিলেও মুক্তি পাইতে পারে, তাহা মহামুনি ব্যাসদেব প্রকাশ করিলেন।

তাহার ক্রম এই:—বিশ্বাস স্থির হইলে সুস্তদেহী—বৈরাগ্য আশ্রয়ান্তে নিরুদ্ধচিত্ত হইয়া, সকল ইন্দ্রিয়কে মনের অধীন করিবে। ইচ্ছাশক্তি হইতে সকল ইন্দ্রিয়ের প্রকাশ। সেই ইচ্ছাশক্তিকে রিপুহীন করিয়া মনে লয় করিতে হইবে। মনটী কেবলমাত্র স্মৃতিস্থান। ইচ্ছাহীন হইলে জগতের আশা সমস্ত লয় পায়। বাসনা লয় পাইলে যে মন এতদিন চঞ্চল ছিল, তাহা স্থির হয়। মন স্থির হইলে তাহাতে জগৎ ও আমি এই স্মৃতি থাকে। তাহা নাশ করিয়া ঐ মনকে প্রাণে আকর্ষণ করিতে হয়। প্রাণের ধর্ম্ম ক্ষুধা ও তৃষ্ণা। যখন ইচ্ছা ও স্মৃতি বিনাশ হইল, তখন ক্ষুধাতৃষ্ণা কি প্রকারে প্রকাশ হইতে পারে? যদি কেহ মদিরা পান করিয়া উন্মত্ত হয়, তাহার বাহ্যিক চেষ্টা থাকে না। কারণ, তাহার ইন্দ্রিয় সমস্ত সেই সময়ে মনে আবদ্ধ হয়। অর্থাৎ মাদকতার তেজ তাহার মনকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলে; অতএব তাহার ইচ্ছা প্রকাশ পায় না। ইচ্ছা প্রকাশ হয় না বলিয়া তাহাকে আঘাত করিলে সে উন্মত্ততা নাশেও তাহা অনুভব করিতে পারে না। সেইরূপ বিশ্বাসের ও বৈরাগ্যের তেজে ইচ্ছাকে নিরোধ করিলে মানব না করিতে পারে এমন কার্য্যই নাই। জীবে মুক্ত হইতে কৃতসঙ্কল্প হইয়া ভক্তি বিশ্বাসের তেজে ইচ্ছাকে নিরোধ করিলে বৈরাগ্যের আশ্রয় পাইতে পারে। তখন স্মৃতিতে একমাত্র ঈশ্বর ভিন্ন অন্য ভাবনা থাকে না। পূর্ব্বে বলিয়াছি যে, প্রাণের ধর্ম্ম ক্ষুধা ও তৃষ্ণা। এই জীবদেহে শ্বাস প্রশ্বাসই ক্ষুধা

তৃষ্ণার প্রকাশক। প্রাণ, অপান, সমান, উদান, ব্যান এই পঞ্চ বায়ুই দেহ পালন করিতেছে এবং দেহকে নীরোগ রাখিয়াছে। ঐ বায়ু সকলের মধ্যে প্রাণ ও অপান শ্রেষ্ঠ। আর সকলে ঐ দুইটীর অধীন। ঐ দুইটীকে নিরোধ করিতে পারিলে দেহ নাশ হয়। জীবন্মুক্তিচ্ছু ব্যক্তি পুরাতন দেহ ত্যাগ করিয়া ঈশ্বরে লীন কি ভাবে হয়, তাহা দেখাইতে এই প্রমাণ দিতেছি যে, কদলীবৃক্ষের ফল প্রকাশিত হইলে যেমন বৃক্ষদেহটী ক্রমে ক্রমে আপনাপনই লয় হয়, তেমনি প্রাণ ও অপানকে মনের সহিত নিরোধ করিলে স্মৃতির সহিত চৈতন্ত একত্র হয় এবং সেই সংযত অবস্থায় দেহটী লয় পাইয়া থাকে। এই অবস্থায় যে পরমানন্দভাব চিরনিত্য হইয়া থাকে, তাহাকেই মুক্তি কহে।

সেই পৃথিবীতে ব্রহ্মে লীন হইবার ইচ্ছায় সকলের নিকটে এইরূপে প্রকাশিত রহিলেন, যথা—তাঁহার পরিধানে চীরমাত্র ছিল; তিনি আহারশূন্য হইয়াছিলেন; মস্তকের কেশ মুণ্ডিত করিয়াছিলেন; আত্মার রূপচিন্তায় নিমগ্ন থাকায় জড়, উন্মত্ত ও পিশাচের (অপরিষ্কৃতের) ন্যায় দেখাইতেছিলেন; এবং ভ্রাতৃগণের অপেক্ষা না করিয়া পূর্ব্বোক্ত ব্রহ্মপ্রাপ্তিসাধনা সাধিবার কারণ অসারবাক্যে বধিরপ্রায় হইয়া রাজ্য হইতে বাহির হইলেন। ১। ১৫। ৪২।

অনন্তর পূর্ব্বপূর্ব্ব কুলমহাত্মারা যে দিকে গমন করিয়া আপন আপন দেহকে ত্যাগ করিয়া ব্রহ্মে লীন হইয়াছেন, ধর্ম্মরাজ সেই উত্তরদিকে, হৃদয়ে ব্রহ্মকেই শ্রেষ্ঠ ভাবে ধ্যান করিতে করিতে গমন করিলেন। ১। ১৫। ৪৩।

ধর্ম্মরাজকে স্বরূপে গমন করিতে দেখিয়া এবং অধর্ম্মবন্ধু কলি ভুবনে আসিয়া প্রজাগণকে স্পর্শ করিয়াছে ইহা দেখিয়া, অপরাপর ভ্রাতারা দেহত্যাগে কৃতনিশ্চয় হইয়া ধর্ম্মরাজের অনুবর্ত্তী হইলেন। ১। ১৫। ৪৪।

সকল প্রকারেই যাঁহারা জীবলীলায় সাধুভাবে ধর্ম্মার্থক্রিয়া করিয়াছিলেন, সেই অর্জ্জুনাদি পাণ্ডবগণ বৈকুণ্ঠনাথের চরণাম্বুজ মনে ধারণা করিয়া এবং সেই চরণে আত্মাকে শরণাপন্ন করিলেন। সেই পাণ্ডবগণ একমাত্র ভক্তিকে আশ্রয় করিয়া সেই নারায়ণের পদে একান্তমতি স্থির করিলেন। তাহাতে তাঁহাদের বুদ্ধি নির্ম্মলতা প্রাপ্ত হইল। সেই নির্ম্মলবুদ্ধির সহযোগে তাঁহারা সেই পরমগতি প্রাপ্ত হইলেন। ১। ১৫। ৪৫। ৪৬।

সেই পাণ্ডবগণ যে ঐ গতি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, তাহাতে আর আশ্চর্য্য নাই। কারণ তাঁহাদের নির্ম্মলবুদ্ধি অবিদ্যাযুক্ত অসৎ ও অনিত্য বিষয় হইতে পৃথক্ ভাব ধারণ করিয়াছিল। তাহাতে তাঁহাদের আত্মা কলুষহীন হইয়া, অর্থাৎ লিঙ্গত্ব ত্যাগ করিয়া, স্বরূপভাবে সেই পাপাদিশূন্য বৈকুণ্ঠলোক প্রাপ্ত হইল। ১। ১৫। ৪৭।

এদিকে মহাত্মা বিদুর তীর্থ পর্য্যটন করিতে করিতে এই সমস্ত সংবাদ শ্রবণ করিয়া দেহ ত্যাগে কৃতসঙ্কল্প হইয়া প্রভাসতীর্থে গমন করিলেন, এবং তথায় শ্রীকৃষ্ণকে

চিত্তে অবরুদ্ধ করিয়া যে লোকে তাঁহার পিতৃগণ অবস্থান করিতেছিলেন, তথায় গমন করিলেন। এদিকে দ্রৌপদী স্বীয় পতিগণকে তাঁহার অপেক্ষা না করিয়া স্বর্গ গমন করিতে দেখিয়া, ভগবান্ বাসুদেবে একান্ত চিত্ত স্থির করিয়া সেই বৈকুণ্ঠলোক প্রাপ্ত হইলেন। ১। ১৫। ৪৮। ৪৯।

যিনি শ্রদ্ধার সহিত স্বয়ং ভগবান কৃষ্ণের এবং তাঁহার প্রিয় পাণ্ডবগণের অন্তিম প্রয়াণের কথা শ্রবণ করেন, তাঁহার পক্ষে এই ইতিহাস পবিত্র স্বস্ত্যয়নের ন্যায় মঙ্গলকর হয়; এবং সেই জন এই প্রকার ভক্তির দ্বারা সিদ্ধিকে প্রাপ্ত হইয়া শ্রীহরিকে লাভ করত মুক্ত হইতে পারেন। ১। ১৫। ৫০।

ইতি শ্রীভাগবতে প্রথমস্কন্ধে পঞ্চদশাধ্যায়ে উপেন্দ্রকৃতানুবাদ সমাপ্ত।

ব্যাখ্যা। প্রতি শাস্ত্র উপদেশার্থে প্রস্তুত। এস্থানে যে উপদেশ দেওয়া হইল, তাহা যে ব্যক্তি শ্রবণ পূর্ব্বক আচরণ করিবে তাহার মুক্তিলাভ হইবে।

ইতি শ্রীভাগবতে প্রথমস্কন্ধে পঞ্চদশাধ্যায়ে উপেন্দ্রকৃতাধ্যাত্মব্যাখ্যা সমাপ্ত

অথ ষোড়শ অধ্যায়।

এতদ্বর্ণনান্তে সূতগোস্বামী শৌনকাদিকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, হে বিপ্রগণ! এইরূপে পাণ্ডবগণ স্বর্গে গমন করিলে ভগবান বাসুদেবের সেবক পরীক্ষিৎ, দ্বিজশ্রেষ্ঠগণের শিক্ষাক্রমে পৃথিবী শাসন করিতে লাগিলেন। তাঁহার জন্মকালে জাতকর্ম্মজ্ঞ ব্রাহ্মণেরা তাঁহার লক্ষণে যে প্রকার গুণ বর্ণনা করিয়াছিলেন, ক্রমে ক্রমে তিনি সেই সমস্ত গুণধারী হইলেন। ১ ১৬। ১।

তিনি মহারাজ উত্তরের কন্যা সর্ব্বাঙ্গসুন্দরী ঐরাবতীকে বিবাহ করিলেন; এবং তাঁহার গর্ভে জন্মেজয়াদি চারিটী সন্তান উৎপাদন করিলেন। ১। ১৬। ২।

তিনি জীবিতকালে গঙ্গাতীরে ভীষণ দক্ষিণার সহিত কৃপাচার্য্যকে গুরু করিয়া এরূপ অশ্বমেধ যজ্ঞ তিন বার করেন যে, তাহাতে দেবতাগণও তাঁহার প্রত্যক্ষীভূত হইয়াছিলেন। সেই সময়ে দিগ্বিজয়কালে তিনি একদা নৃপচিহ্ন ও শূদ্রবেশধারী কলিকে গোমিথুনোপরি পদাঘাত করিতে দেখেন। তদ্দর্শনে কলিকে শাসন করণার্থে তাহাকে ধারণ করিয়া বহু শাস্তি প্রদান করিয়াছিলেন। ১। ১৬। ৩। ৪।

সূতের মুখে এই ইতিহাস শ্রবণ করিয়া শৌনক কহিলেন:—হে সূত! তোমার কথা শুনিয়া আশ্চর্য্য হইলাম। মহারাজ পরীক্ষিৎ দুষ্ট শূদ্রবেশধারী কলিকে জীবনে না মারিয়া শাসনমাত্র করিলেন কেন? যে শূদ্র নৃপচিহ্নধারী হয় এবং গোকে পদদ্বারা আঘাত করে, তাহাকে বিনাশ করাই উচিত। অতএব হে মহাভাগ! এই বিষ-

ম্বের বিস্তারিত ইতিহাস যদি বিষ্ণুকথায় মণ্ডিত না থাকে এবং যাঁহারা সেই বিষ্ণুর পদাম্বুজমকরন্দ আস্বাদন করিয়াছেন, এপ্রকার মহাজনাদির কথাতেও মণ্ডিত না থাকে, তবে বলিবার প্রয়োজন নাই; কারণ যাহাতে হরি বা হরিভক্তের আশ্রয় নাই—তাহা মিথ্যা। অতএব তদালোচনায় জীবন ক্ষয় করার কোন প্রয়োজন নাই। ১। ১৬। ৫। ৬।

হে অঙ্গ! অল্পায়ুধারী মর্ত্ত্যমানবগণের অমৃত স্বরূপ এই যজ্ঞ আরম্ভ করা হইয়াছে; আর এই যজ্ঞ মোক্ষকারণ স্বরূপ অহিংসা আহুতিতে আহুত করা হইতেছে। অতএব সেই কলি যাহাতে সহজে স্পর্শ না করিতে পারে, সেই কারণেই এই যজ্ঞে শ্রেষ্ঠ ঋষিগণ হরিকে অহ্বান করিতেছেন। হরিনামামৃত পান করিলে আর মানবকে কলিগত মৃত্যুতে পতিত হইতে হইবে না। আহা! এমন হরিনামামৃতরূপী সুধা পান যেন সকল মানবেই করে। ১। ১৬। ৭। ৮।

হে সূত! যে সকল লোক ভগবানে ভক্তি না করে এবং তাঁহার গুণানুবাদ শ্রবণ না করে, সে মন্দপ্রজ্ঞ ও অল্পায়ুঃ হয়। তাহার সেই অল্পায়ুঃ কতক রাত্রিকালে নিদ্রায় এবং কতক দিবাভাগে বৃথা কর্ম্মে গত হইয়া থাকে। ১। ১৬। ৯।

ব্যাখ্যা। কালধর্ম্ম হইতে চেষ্টার আবিষ্কার এবং ঐ চেষ্টা হইতে ইন্দ্রিয় প্রকাশ হয়। ঐ ইন্দ্রিয়, সকলকে হীনতেজ করিলেই দেহ অকর্ম্মণ্য হইয়া আসে। আলস্য, নিদ্রা, ভয়, মৈথুন প্রভৃতির অবৈধ ক্রিয়ায় ঐ ইন্দ্রিয় তেজোহীন হয়। রাত্রের নিদ্রা আর দিবাভাগের বৃথা চেষ্টা দ্বারা, ঐ সকল অপ্রিয় আলস্যাদির উদ্ভব; তাহাতেই এস্থলে শৌনক পূর্ব্ব কথা কহিলেন।

শৌনকের বাক্য শ্রবণ করিয়া শ্রীসূত কহিলেনঃ—যৎকালে মহারাজ পরীক্ষিৎ রাজধানী কুরুজাঙ্গলে থাকিয়া শ্রবণ করিলেন যে, কলি তাঁহার রাজ্যে প্রবেশ করিয়াছে। তখন তিনি এই ভীষণ অপ্রিয়বার্ত্তা শ্রবণপূর্ব্বক সেই কলির সহিত যুদ্ধ করণার্থ হস্তে শরাসন গ্রহণ করিয়া বাহির হইলেন। ১। ১৬। ১০।

অনন্তর তিনি আপন রথে সিংহধ্বজ উড়াইয়া এবং শ্যামবর্ণের তুরঙ্গ যোজনা করিয়া পত্তিপ্রমাণ সেনায় রথ, অশ্ব, হস্তী প্রভৃতি সংযোজিত করিয়া স্বপুর হইতে দিগ্বিজয়ার্থ বাহির হইলেন। এইরূপ দিগ্বিজয় করিতে বাহির হইয়া তিনি ক্রমে ক্রমে ভদ্রাশ্ব, কেতুমাল, ভারত, উত্তরকুরু, কিম্পুরুষবর্ষ প্রভৃতি জয় করিয়া, সকল স্থান হইতে উপহার গ্রহণ করিলেন। ১। ১৬। ১১। ১২।

ব্যাখ্যা। এই সকল স্থানের নিরূপণ আমাদের শাস্ত্র মধ্যে যেরূপ পাওয়া যায়, তাহার আভাসে আধুনিক স্থানের নির্দ্দেশ হয়। যে ভূখণ্ডের চতুর্দ্দিকেই সমুদ্র তাহাই ভদ্রাশ্ব। ইহাকে এক্ষণে আফ্রিকা বলা যায়। যে ভূখণ্ড মেরুর সন্নিহিত তাহাকে ইলাবৃত কহে; তাহা দুইভাগে বিভক্ত, উত্তরে রম্যক ও হিরণ্ময়—দক্ষিণে হরিবর্ষ ও কিম্পুরুষবর্ষ। এই ইলাবৃতকে একমাত্র কিম্পুরুষবর্ষও কহে। অধুনা ইহাকে

আমেরিকা কহে। পৃথিবীর মধ্যস্থলকে মেরু কহে। ঐ মধ্যস্থলের এক ধারে কিম্পুরুষবর্ষ; অপর ধারে ভদ্রাশ্ব, কেতুমাল (ইউরোপ), ভারত ও উত্তরকুরু প্রদেশ। পুরাকালে ভারতকে একা একবর্ষ, আর এসিয়াস্থ রুষতাতারাদিকে উত্তর কুরু-বর্ষ কহিত; এবং ব্রহ্মচীনাদিকে কিরাতদেশ কহিত। অধ্যাত্মপক্ষে বর্ষ সমস্তই দেহের অন্তর্গত মর্ম্মস্থান বুঝিতে হইবে। পঞ্চমস্কন্ধে দেহভূতত্ত্বে ইহা ব্যাখ্যাত হইবে।

সেই মহারাজ পরীক্ষিৎ, যে যে স্থান জয় করিলেন, তথায়ই তাঁহার আত্মীয়-সুখ্যাতি শুনিয়া সন্তুষ্ট হইতে লাগিলেন। কেহ তাঁহার পূর্ব্বপুরুষগণের সুখ্যাতি, কেহ বা কৃষ্ণের সুখ্যাতি করিতে লাগিল। কেহ কেহ তিনি যেরূপে কৃষ্ণের প্রিয়, তাহা প্রতিপাদন করিল। তিনি যেভাবে গর্ভাবস্থায় অশ্বত্থামার অগ্নি হইতে কৃষ্ণের দ্বারা রক্ষিত হন, তাহা বলিতে লাগিল। কেহ কেহ বৃষ্ণিগণকে ও পাণ্ডবগণকে কৃষ্ণ কিরূপ ভাল বাসিতেন, তাহা বলিতে লাগিল। ১। ১৬। ১৩। ১৪।

তচ্ছ্রবণে রাজা পরীক্ষিৎ অতীব সন্তুষ্ট হইয়া সহর্ষ বদনে তাঁহাদের সম্মানার্থে প্রভূত ধন, উত্তম বস্ত্র এবং বহুমূল্য হার প্রদান করিতে লাগিলেন। তাঁহাদ্বারা সম্মানিত হইয়া সকলেই বলিতে লাগিল যে:—"ধন্য, পাণ্ডববংশ ধন্য, আহা! যে পাণ্ডবগণের প্রতি কৃপা করিয়া স্বয়ং মধুসূদন কখন সারথি, কখন পারিষদ, কখন সেবক, কখন বন্ধু, কখন দূত, কখন রক্ষক হইয়াছেন, এবং কখন তাঁহাদিগকে স্বয়ং প্রণাম করিয়া জগৎকে তাঁহাদের চরণে প্রণাম করাইয়াছেন, তখন পাণ্ডববংশকেই ধন্য বলিতে হইবে।" এই প্রকার বাক্য শুনিয়া পরীক্ষিতের অন্তর একেবারে হরিপ্রেমে মুগ্ধ হইতে লাগিল। ১। ১৬। ১৫।

এইরূপে রাজা পরীক্ষিৎ দিগ্বিজয় করিতে লাগিলেন; আর সর্ব্বত্রই তাঁহার পিতৃকুলের ও গোবিন্দের নাম এবং গোবিন্দের প্রতি পিতৃগণের ভক্তির কথা প্রত্যহই শুনিতে লাগিলেন। এইরূপে কিছুদিন গত হইলে একদা রাজা যে স্থানে শিবির স্থাপন করিলেন, তাহার অনতিদূরে একটী আশ্চর্য্য ব্যাপার ঘটিয়াছিল। হে শৌনক! তাহা এক্ষণে শ্রবণ কর। ১। ১৬। ১৭।

সেই শিবিরস্থলের অনতিদূরে বৃষরূপী ধর্ম্ম এক পদে পরিভ্রমণ করিতেছিলেন। হঠাৎ তিনি পরিভ্রমণ করিতে করিতে দেখিলেন, বৎসহীন গাভী যেমন অশ্রুবদনা ও হীনপ্রভা হয়, তদ্রূপ গাভীরূপিণী পৃথিবী তথায় ভ্রমণ করিতেছেন। বৃষরূপী ধর্ম্ম গাভীরূপিণী পৃথ্বীকে তদবস্থাপন্ন দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন। ১। ১৬। ১৮।

"হে ভদ্রে! তোমাকে তো বাহ্যিকে কোন পীড়াগ্রস্ত দেখিতেছি না; তবে কি তোমার অন্তরে কোন পীড়া হইয়াছে? তোমাকে ম্লানমুখী ও হতপ্রভা দেখিতেছি কেন? হে মাতঃ! তোমার ভাব দেখিয়া বোধ হইতেছে, তুমি কোন আন্তরিক পীড়ায় পীড়িত হইতেছ; অথবা তোমার কোন বন্ধু দূরদেশে গমন করিয়াছে, তাহাতেই শোক করিতেছ। ১। ১৬। ১৯।

হে ভদ্রে! তুমি কি আমাকে এক এক করিয়া তিনপাদহীন দেখিয়া, কিম্বা ইহার

পরে আমি অধার্ম্মিকগণ কর্ত্তৃক একেবারে ভক্ষিত হইব, তাহা ভাবিয়া শোক করিতেছ? হে দেবি! ইহার পরে ভূতগণ অধার্ম্মিক হইয়া আর যজ্ঞাদি করিবে না এবং তাহারা যজ্ঞাপহারী অসুরতুল্য হইবে; তাহাতে মেঘ বর্ষিত হইবে না বলিয়াই কি তুমি শোক করিতেছ? ১। ১৬। ২০।

ব্যাখ্যা। বৃষশব্দের অর্থ ধর্ম্ম, তাহার প্রামাণিক উপমা স্বরূপ গোজাতির পুরুষকে বৃষ বলা যায়। গোশব্দের অর্থ পৃথ্বী। প্রতিযুগে ধর্ম্ম এক এক অংশ হয়েন, তাহার রূপকই বৃষরূপী ধর্ম্মের পদহীনতা। সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর এই তিন যুগ গত হইয়াছে; সেই কারণে ধর্ম্মের তিন অংশ বিনষ্ট হইয়াছে; এক্ষণে কলি উপস্থিত। পৃথিবীর পালনকর্ত্তা ধর্ম্ম। প্রজাগণ স্বধর্ম্মে থাকিলে, পৃথিবীর কোন শোভা নষ্ট হয় না। অধর্ম্ম প্রকাশ হইলে সমাজে নানা প্রকার কলহ ও ব্যভিচারে পৃথিবীর হ্রাসাবস্থা উপস্থিত হয়, এই ভাবের রূপক মহামুনি ব্যাস এই স্থানে স্থাপন করিয়াছেন।

হে উর্ব্বি! ভর্ত্তাগণ আর নারীগণকে রক্ষা করিতেছে না। কালধর্ম্মবৈলক্ষণ্য স্বভাব নাশ হওয়ায় পিতাগণ আর বালকগণকে উত্তমরূপে পালন করিতেছেন না। শিশুগণ পালকগণের নির্দ্দয় ব্যবহারে ক্লিষ্ট হইতেছে। দেবী সরস্বতী সকলের মনে নিন্দনীয় কর্ম্মে বুদ্ধি প্রদান করিতেছেন। ধার্ম্মিক ব্রাহ্মণগণ মতিহীন হইয়া রাজসেবায় নিরত হইয়াছেন। ১। ১৬। ২১।

হে দেবি! তুমি কি ক্ষত্রিয়াধমগণকে কলিধর্ম্মান্বিত দেখিতেছ? তাহারা আপন আপন রাজ্যে, গ্রামে, যথায় তথায় প্রজাগণকে নানামতে অর্থলোভে কর-যাতনা দিতেছে। তাহারা মনোমত রাজধানী করিয়া জানপদ ও প্রজাবর্গকে সুশাসিত না করিয়া সর্ব্বদাই আনন্দে, নানাবিধ পানে, বিবিধ পরিচ্ছদে ও নানাবিধ উপায়ে স্নানাহার মৈথুনে রত হইয়াছে। তাহা দেখিয়া তুমি কি দুঃখিত হইয়াছ? ১। ১৬। ২২।

হে ধরিত্রি! তোমার ভারহরণের কারণ ভগবান হরি মানবদেহে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন; তিনি এক্ষণে অন্তর্হিত হইয়াছেন। তাঁহার মুক্তিজনক কর্ম্ম সকল আর দেখিতে পাইবে না বলিয়াই কি তাঁহাকে স্মরণ করিয়া তুমি এইরূপ দুঃখিতা হইয়াছ? ২৩।

হে বসুন্ধরে! তোমার দুঃখের কারণ তো আমি অনেক দেখিতে পাইতেছি। অতএব তুমি কেন দুঃখিতা হইয়াছ, তাহা আমাকে বল। দেখ, দুরন্ত ও সর্ব্বাপেক্ষা বলবান্ কাল তোমার দেবগণের উপভোগ্য সৌভাগ্যকে হরণ করিয়াছে, তাহার জন্যই কি তুমি শোক করিতেছ?" ১। ১৬। ২৪।

ধর্ম্মের এই সকল প্রশ্ন শ্রবণ করিয়া ধরণী কহিলেন:—"হে ধর্ম্ম! আমার যে কারণে শোক উপস্থিত, আপনি তো তাহা সকলই জানেন। আপনি যে সকল গুণমণ্ডিত চতুষ্পাদে বর্ত্তমান থাকিয়া এই ভুবনের কল্যাণ প্রদান করেন; সেই সকলের

মধ্যে সত্য, শৌচ, দয়া, ক্ষান্তি, ত্যাগ, সন্তোষ, আর্জব, শম, দম, তপঃ, সাম্য, তিতিক্ষা, উপরতি, শ্রুতি, জ্ঞান, বৈরাগ্য, ঐশ্বর্য্য শৌর্য্য, তেজঃ, বল, স্মৃতি, স্বাতন্ত্র্য কৌশল, শান্তি, ধৈর্য্য, মার্দ্দব, প্রাগল্‌ভ্য, প্রশ্রয়, বিনয়, সহ, ওজঃ, বল, ভগ, গাম্ভীর্য্য, স্থৈর্য্য, আস্তিক্য, কীর্ত্তি, মান, অহঙ্কার প্রভৃতি এবং অন্যান্য মহত্তেচ্ছাকৃত গুণসমূহ যে ভগবানে নিত্যরূপে বিরাজিত থাকিত, সেই সকল এক্ষণে একেবারে বিনাশপ্রাপ্ত হইয়াছে। ১। ১৬। ২৫। ২৬। ২৭। ২৮। ২৯।

হে ধর্ম্ম! মহাপাপ কলি কর্ত্তৃক ঈক্ষিত হইয়া আমি সেই সর্ব্বগুণাধার শ্রীনিবাস হইতে বঞ্চিত হইয়াছি। তাহাতে সকল ভুবনই পাপময় হইয়াছে; আমি সেই জন্যই শোক করিতেছি। ১। ১৬। ৩০।

সেই কৃষ্ণবিরহে ও কলির আগমনে, আপনি যে এমন সুরোত্তম, আপনার দুরবস্থা, দেবগণের, ঋষিগণের, পিতৃ ও সাধুগণের এবং সকল বর্ণাশ্রমিগণের দুরবস্থা দেখিয়া, অবশেষে আমারও দুরবস্থা ভাবিয়া, আমি শোক করিতেছি। হে ধর্ম্ম! সেই কৃষ্ণবিরহে আমি যে কত দুঃখ ভোগ করিতেছি, তাহা আর কেমন করিয়া বলিব! ১। ১৬। ৩১।

হে ধর্ম্ম! আপনাকে কি বলিব। যে বিভুর দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া তাহাতে লীন হইতে কামনা করিয়া ব্রহ্মাদি দেবগণও বহুকাল তপস্যা করেন, ত্রিলোকের সৌভাগ্য-রূপিণী স্বয়ং লক্ষ্মী আপনার বাসমন্দিরস্বরূপ প্রফুল্ল কমলবন ত্যাগ করিয়া, যাঁহার অমলসৌভাগ্যযুক্তপদযুগলের সেবায় নিরত আছেন এবং সর্ব্বদা যাঁহাকে ভজনা করিতেছেন; এমন ভগবানের লক্ষ্মী সংযুক্ত ও ধ্বজবজ্রাঙ্কুশচিহ্নযুক্ত পদদ্বারা আমি অলঙ্কৃত হইয়া ত্রিভুবনের যত শোভা আছে, সকলকে অতিক্রম করিয়াছিলাম। হায়! হায়! এক্ষণে সেই ভগবান শ্রীকৃষ্ণবিহনে আমার সকল শোভাই বিনষ্ট হইল। ১।৩১।৩২।৩৩।

হে ধর্ম্ম! সেই প্রভু আমাকে অতিভারাক্রান্ত দেখিয়া সুস্থ করিতে অসুরবংশ-জাত শত শত অক্ষৌহিণী সেনা বিনাশ করিলেন এবং ত্রিপাদশূন্য হেতু আপনাকে পীড়াগ্রস্ত দেখিয়া সুস্থ করিতে স্বয়ং যদুকুলে নরদেহ ধারণ করিয়া ঐ চতুষ্পাদের সমস্ত গুণ ধারণ পূর্ব্বক রমণ করিয়াছিলেন। ১। ১৬। ৩৪।

হে ধর্ম্ম! কে তাঁহার বিরহ সহ্য করিতে পারে? এমন কি—যিনি সত্যভামা-দির অভিমান নাশ করিবার জন্য স্বয়ং তাঁহাদের অধীন হইয়া, সপ্রেমে মৃদু মৃদু হাস্যে অভিমান নাশ করিতেন, তাঁহারই পদধূলি আমার অঙ্গে পতিত হইয়াছিল। তাহাতে আমার আনন্দে রোমোদ্গম হইয়াছিল। সেই কৃষ্ণকে না দেখিয়াই আমি এত দুঃখিতা হইয়াছি।” ১। ১৬। ৩৫।

অনন্তর সূত শৌনককে কহিলেন, হে ঋষিবর! ধর্ম্মে ও পৃথিবীতে এইরূপ কথোপকথন হইতেছে, ইহা শুনিয়া মহারাজ পরীক্ষিৎ পূর্ব্ববাহিনী সরস্বতী নগরে অর্থাৎ কুরুক্ষেত্রে গমন করিলেন। ১। ১৬। ৩৬।

ইতি শ্রীভাগবতে প্রথমস্কন্ধে ষোড়শাধ্যায়ে উপেন্দ্রকৃতানুবাদ সমাপ্ত।

ব্যাখ্যা। এই স্থানে ব্যাস কৃষ্ণের গুণানুবাদ প্রকাশ করিলেন। গুণানুবাদ করা এবং সেই কীর্ত্তন শ্রবণে বিশ্বাস করা বড় সহজ কথা নহে। যদি মনুষ্যের মুখে গুণানুবাদ শ্রবণে বিশ্বাস করিতে হয়, তাহাতে অনেক অনেক সন্দেহ হইতে পারে; কারণ মনুষ্য গুণের বশীভূত। যাহারা স্ত্রৈণ তাহাদের মুখে স্ত্রীর সুখ্যাতি শুনিয়া স্ত্রীমাত্রকে সুস্বভাবা বলা মূর্খের কার্য্য। সেই কারণে তিনি জীবভাব ত্যাগ করিয়া সমস্ত জগৎকে একস্থানে আনিয়া গাভীরূপী করিলেন; এবং জগতের ধর্ম্মকে একত্র করিয়া বৃষরূপ করিলেন। পৃথিবী সকল জীবের আধার; অতএব পৃথিবী যত স্বভাবজ্ঞা তত আর কেহই হইতে পারে না। কারণ, তিনি গুণের আস্বাদন লয়েন মাত্র; বশীভূত নহেন এবং ধর্ম্ম সকলকে সমদৃষ্টিতে দেখেন। কিন্তু স্বয়ং ধর্ম্ম কাহারো বশীভূত নহেন। এই উভয় ব্যক্তি যদি কাহাকেও সুখ্যাতি করে, তবে সে যথার্থই সুখ্যাতির পাত্র। তাহাতেই কৃষ্ণ সর্ব্বগুণাধার বলিয়া প্রতীয়মান হইলেন।

ইতি শ্রীভাগবতে প্রথমস্কন্ধে ষোড়শাধ্যায়ে উপেন্দ্রকৃতাধ্যাত্ম
ব্যাখ্যা সমাপ্ত।

অথ সপ্তদশ অধ্যায়।

এতদ্বিবরণ কহিয়া শ্রীসূত শৌনককে কহিলেন:—হে মুনে! পূর্ব্বে যখন আমি তোমাকে বৃষ গো সংবাদ প্রদান করিলাম, সেই সময়েই রাজা পরীক্ষিৎ কলিরূপী শূদ্রকে রাজদণ্ডধারী দেখিয়াছিলেন এবং সেই শূদ্র সেই গোমিথুনকে তাড়না করিতেছিল, ইহাও দেখিয়াছিলেন। ১। ১৭। ১।

সেই শূদ্র কর্ত্তৃক তাড়িত হইয়া সেই মৃণালের ন্যায় ধবলবর্ণ বৃষরূপী ধর্ম্ম ভয়ে কম্পান্বিত ও মূত্রত্যাগে নিরত ছিলেন। ১। ১৭। ২।

ব্যাখ্যা। এস্থলে মূত্রত্যাগের বিশেষ ভাব আছে। যথা:—"দেহী বহুমূত্র ত্যাগ করিলে তাহার শরীরের অংশ কমিয়া যায়, অর্থাৎ কলির তাড়নে এক পদাবশিষ্ট ধর্ম্মও হ্রাস প্রাপ্ত হইতেছিলেন। আর সেই অবশিষ্টাংশ ধর্ম্মকে কেহ গ্রাহ্য করিবে না, সেই অপমানভয়ে কাঁপিতেছিলেন।" সমস্তই রূপক।

হে শৌনক! সেই শূদ্রপদাহত হইয়া ধর্ম্মদুঘা গাভীটী বিবৎসাভাবে অশ্রুপাত করিতে লাগিলেন। যজ্ঞ দ্বারা তিনি পুষ্ট হইতেন। তাহা নাশ হওয়াতে তিনি কৃশা হইয়া উঠিলেন। ১। ১৭। ৩।

মহাবীর পরীক্ষিৎ গাভীরূপিণী পৃথিবীকে ও বৃষরূপী ধর্ম্মকে পদাঘাতে বিতাড়নকারী শূদ্রকে দেখিয়া স্বর্ণকবচ পরিধানানন্তর রথারোহণে সেই শূদ্রের সমীপে কার্ম্মুকহস্তে গমনপূর্ব্বক মেঘগম্ভীর স্বরে কহিলেন:—"ওহে ব্যক্তি, তুমি কে? নটেরা যেমন কাল্পনিক নরপতির বেশ ধারণ করিয়া থাকে, তদ্রূপ তুমি রাজপরিচ্ছদ

পরিধান করিয়াছ? রাজা তো আমি। তুমি রাজবেশ কেন পরিধান করিয়াছ? তুমি তো ব্রাহ্মণ নহ যে, তোমাকে আমি ক্ষমা করিব। কারণ, তুমি গোগাত্রে পদাঘাত করিয়া অব্রাহ্মণের কার্য্য প্রকাশ করিয়াছ। দেখ, শীঘ্র আমাকে পরিচয় দাও। নচেৎ তুমি যতই বল ধারণ কর না কেন, আমার নিকটে হত হইবে। কারণ, ত্রিভুবনে কোন বীরশক্র আমার শরাঘাতে অদ্যাপি জীবিত নাই। ১। ১৭। ৪। ৫।

দেখ, তুমি কি কৃষ্ণের সহিত গাণ্ডীবধারী অর্জ্জুনকে স্বর্গগত দেখিয়া উপহাসের সহিত নিরপরাধীকে আঘাত করিতে কুণ্ঠিত হইতেছ না? তুমি নিরপরাধীকে আঘাত করিয়া যে অপরাধ লাভ করিয়াছ, তাহাতে তোমার নিস্তার নাই। তুমি অবশ্যই আমার হস্তে হত হইবে।" ১। ১৭। ৬।

অনন্তর রাজা সেই শূদ্রকে এইরূপে শাসিত করিয়া ত্রিপাদহত, একপাদে বিহরিত মৃণালের ন্যায় ধবলকায় বৃষকে জিজ্ঞাসা করিলেন:—"হে বৃষরূপী! তুমি কে? তুমি কি কোন দেবতা বৃষরূপে খেদ করিয়া বেড়াইতেছ? ১। ১৭। ৭।

হে বৃষ! বোধ হয়, তুমি ক্রন্দন করিতেছ এবং শোক করিতেছ বলিয়া, জনপদস্থ প্রাণিগণ কৌরবগণের বাহুবল দ্বারা সুরক্ষিত হইয়াও ক্রন্দন করিতেছে। অতএব হে সুরভিকুমার বৃষ! তুমি আর রোদন করিয়া অমঙ্গল সঞ্চার করিও না; এক্ষণে আমি উপস্থিত হইয়াছি। তুমি শূদ্রের ভয় মন হইতে ত্যাগ কর।" ১। ১৭। ৮।

অনন্তর রাজা পরীক্ষিৎ বৃষকে এইরূপে শান্ত করিয়া গাভীকে কহিলেন:—"হে জননি! আপনি ক্রন্দন সম্বরণ করুন। অধীন জীবিত থাকিতে আপনার ভয় কি? হে সাধ্বি! যাহার রাজ্যে, প্রজাগণকে অসাধুগণ সর্ব্বদা পীড়ন করে, সেই উন্মত্ত রাজার কীর্ত্তি, আয়ু ও সম্পদ নাশ হইয়া থাকে এবং তাহার স্বর্গগতি হয় না। ১। ১৭। ৯। ১০।

অতএব হে জননি! যে রাজা আর্ত্তগণকে দুঃখহীন করেন, তাঁহারই স্বর্গলাভ ও পরধর্ম্ম লাভ হইয়া থাকে। আমারই প্রিয় ও কর্ত্তব্য সাধনার্থে এবং আপনাকে নিরাপদ করিতে এই প্রাণিগণের অমঙ্গলবিধাতা ও অভদ্র শূদ্রকে আমি বধ করিব। ১১।

হে বৃষ! তুমি চতুষ্পদ; তোমার আর তিনটী পদ কে ছেদন করিয়াছে? আহা! কৃষ্ণের অনুবর্ত্তী পাণ্ডবগণের রাজ্যে তোমার ন্যায় দুঃখিত ও পীড়িত তো আর কাহাকেও দেখিতে পাইতেছি না! ১। ১৭। ১২।

হে বৃষ! কে তোমার পদচ্ছেদন করিয়া সাধুগণের নিন্দিত ও পাপযুক্ত কার্য্য করিয়া পাণ্ডবগণের কীর্ত্তি নাশ করিতে চেষ্টা করিতেছে, তাহা আমাকে বল। ১। ১৭। ১৩।

হে বৃষ! তোমার পদচ্ছেদনকর্ত্তাকে আমি বধ করিব, কিন্তু তুমি তাহার জীবন নাশে অনিচ্ছুক হইয়া কি কিছু বলিতেছ না? তাহা করিও না; কারণ যে প্রাণিগণকে পীড়ন করে, সে ব্যক্তি সর্ব্বতোভাবে জগতের ভয়প্রদানকারী হইয়া উঠে। অতএব

এবম্বিধ অসাধু ব্যক্তিকে দমন করিলে সাধুগণের ভালই হইবে। আরো দেখ, ইহ-সংসারে নিরপরাধী প্রাণিগণকে যে পীড়ন করে, সে যদি দেবতাও হয়, তাহাকে আমি ভুজবলে সমূলে উৎপাটন ও বধ করিব। অতএব বল, কে তোমার ত্রিপদ নাশ করিয়াছে। হে বৃষ! তুমি শেষে মনে করিতেছে যে, একের নিগ্রহ করিয়া অপরের প্রতি অনুগ্রহ প্রকাশে কি লাভ হইবে? সে ভাবনা দূর কর। কারণ রাজগণের উচিত যে, তাঁহারা স্বধর্মস্থ হইয়া পরধর্ম্ম উপার্জ্জন করিতে যথাশাস্ত্র উৎপথগামী দুষ্টগণকে শাসন করিবেন।" ১। ১৭। ১৪। ১৫।

রাজার এবম্বিধবাক্য শ্রবণ করিয়া বৃষরূপী শ্রীধর্ম্ম কহিলেন:—"হে রাজন্! আপনি যে সকল কথা বলিলেন, তাহা আপনার কুলোপযুক্ত কথাই হইয়াছে। কারণ, পাণ্ডবগণের যদি এই সমস্ত গুণ না থাকিত, তাহা হইলে কি স্বয়ং ভগবান তাঁহাদের দাসত্বদৌত্যাদি স্বীকার করিতেন? ১। ১৭। ১৬।

হে পুরুষর্ষভ! আমার পক্ষে কোথা হইতে এই সকল ক্লেশ উপস্থিত হইয়াছে, তাহা আমি জানি না। যে পুরুষের কৌশলে বা মায়া হইতে এই সমস্ত ক্লেশবীজ অঙ্কুরিত হইয়া থাকে, তাঁহাকে জানিতে ইচ্ছা করিলে নানা মুনিগণের হৃদয়ানুভাবিত ভাবনা ভাবিয়া মুগ্ধ হইতে হয়। ১। ১৭। ১৭।

হে রাজন্! সেই সুখদুঃখবিধানকারীকে বিচার করিতে গিয়া নাস্তিকেরা আপনার আত্মাকেই দুঃখসুখ বিধানকারী কহেন। দৈবজ্ঞেরা দৈবকে দুঃখসুখবিধানকারী কহেন, মীমাংসকেরা কর্ম্মকেই দুঃখসুখবিধানকারী কহেন। প্রকৃতিবাদিগণ স্বভাব বা প্রকৃতিকেই দুঃখসুখবিধানকারী কহেন। ১। ১৭। ১৮।

হে রাজন্! আমাকে যিনি পীড়ন করিয়াছেন, তাঁহাকে আমি দেখিতে পাইতেছি না, এবং কেহ কোন কালেও তাঁহাকে দেখিতে পায় নাই। অতএব অতর্ক্য বলিয়া তিনি মানসাগোচর। অনির্দ্দিষ্ট বলিয়া তিনি বাক্যেরও অগোচর। হে রাজন্! সেই সুখদুঃখবিধানকারীর স্বরূপ নির্দ্দেশ করিয়া দেখাইবার উপায় নাই। এক্ষণে আপনি আত্মবুদ্ধিতে তাঁহাকে স্থির করুন।" ১। ১৭। ১৯।

অনন্তর সূত শৌনকাদিকে কহিলেন:—হে দ্বিজসত্তমগণ! রাজা পরীক্ষিৎ ধর্ম্মের এবম্বিধ বাক্য শ্রবণ করিয়া সমাহিতচিত্তে আলোচনা করিয়া তাঁহাকে কহিলেন:—"হে ধর্ম্মজ্ঞ! তুমি যে ধর্ম্ম আমাকে ছলনা করিয়া উপদেশ প্রদান করিলে, তাহার দ্বারা ঘাতক ও তাহার নির্দ্দেশক উভয়েরই সমান নরক ভোগ হয় বুঝিলাম। এ প্রকার উপদেশ স্বয়ং ধর্ম্ম ব্যতীত আর কেহই বলিতে পারে না; অতএব তুমি আর কেহ নহ, স্বয়ং বৃষরূপী ধর্ম্ম হইতেছ। ১। ১৭। ২০। ২১।

ব্যাখ্যা। পূর্ব্বে পরীক্ষিৎ কহিয়াছিলেন যে, দুষ্টের দমন ও শিষ্টের পালন করিলে রাজগণের পরধর্ম্ম অর্থাৎ স্বর্গলাভ হইয়া থাকে। ধর্ম্ম তাহার উত্তরার্থে বুঝাইলেন যে, সকলের পক্ষে এক অহিংসাই পরধর্ম্ম। এই সংসারের প্রবৃত্তিমার্গে থাকিয়া পরধর্ম্ম

উপার্জ্জন করিবার যো নাই। কারণ, কে কাহার দুঃখবিধানকর্ত্তা তাহা না জানিয়া লোকে দণ্ডবিধান করিয়া থাকে। তাহাতে নিবৃত্তগণের পক্ষে যে পাপ হয়, তাহাই বলিতেছি যে, দুঃখবিধানকারীকে শত্রু ভাবিয়া যে নাশ করে, আর যে তাহাকে দেখাইয়া দেয়, উভয়েরই সমান নরকযন্ত্রণা হয়। অতএব হে রাজন্! এই দিগ্বিজয়ে পরধর্ম্মের কিছুই হইবে না। কলির শাসনেও কিছু হইবে না। যতক্ষণ জীব আপনার হৃদয়ে আপনি না জ্ঞানজ্যোতিঃ ধারণ করিবে, ততক্ষণ তাহাদের শুভগতি পাইবার বা শাসন করিবার উপায় নাই। আপনি মনে মনে ইহা বিবেচনা করুন।

হে ধর্ম্ম! তুমি যদি ধর্ম্মই না হইবে, তবে কি প্রকারে এই বাক্যমনের অগোচর ভূতগণের দেবমায়াযুক্ত গতি এভাবে নির্দ্দেশ করিবে? ১। ১৭। ২২।

হে বৃষরূপী ধর্ম্ম! এতক্ষণে বুঝিলাম যে, তপস্যা পরিশুদ্ধতা, দয়া ও সত্য এই চারিটীই তোমার পদ। বিস্ময়, সঙ্গদোষ ও মদ এই তিনটী অধর্ম্ম ক্রিয়া প্রবল হওয়াতে তোমার ঐ চারি পদের তিনটী বিনাশ হইয়াছে। এক্ষণে কলি উপস্থিত; তুমি এই যুগে অতি কষ্টে সত্য নামক পদটীকে লইয়াই রহিয়াছ; কিন্তু কলি, অধর্ম্ম ও মিথ্যাকে লইয়া তাহাদেরই সাহায্যে ঐ সত্যকেও বিনাশ করিতে ইচ্ছা করিতেছে। ১। ১৭। ২৩। ২৪।

অনন্তর ধর্ম্মকে উদ্দেশ করিয়া পরীক্ষিৎ কহিলেন:—"এই যে ভগবতী ভূমি—ইহাঁরো শান্তি নাই। ইনি ভারাক্রান্ত হওয়ায় ভগবান স্বয়ং অবতীর্ণ হইয়া ভার নাশ করিয়া গেলেন। ইনি সেই শ্রীহরিপদ সংযোগে সর্ব্বদাই আনন্দিতা থাকিতেন। এক্ষণে কলিতে অব্রাহ্মণ অর্থাৎ বেদজ্ঞানহীন শূদ্রগণ রাজা হইয়া ইহাঁকে ভোগ করিবেন। তাহাতে ইহাঁর নানাপ্রকার দুঃখ হইয়া শোভা নাশ হইতেছে। তাহা ভাবিয়াই সতী পৃথিবী অশ্রুমুখী হইয়াছেন।" ১। ১৭। ২৫। ২৬।

ধর্ম্মকে ও পৃথিবীকে এইরূপে সান্ত্বনা প্রদান করিয়া মহারথ পরীক্ষিৎ অধর্ম্মের কর্ত্তা কলিকে বিনাশ করিবার জন্য শরাশনে শর আরোপ করিলেন। অনন্তর ধর্ম্মাশ্রিত রাজার এবংবিধ ভাব দেখিয়া কলি রাজবেশ ত্যাগ করিয়া আপনাকে রাজা বধ করিবে, সেই ভয়ে আকুল হইয়া, তৎক্ষণাৎ রাজার পদমূলে মস্তক প্রদান করিল। ১। ১৭। ২৭। ২৮।

অনন্তর কলিকে পদতলে পতিত হইতে দেখিয়া দীনবৎসল বীরবর পরীক্ষিৎ কৃপা বশতঃ ঈষৎ হাসিয়া মনে মনে কহিলেন, যে, পুণ্যকীর্ত্তি আহরণ করিয়া কেহ শরণ্যগণকে বধ করিবে না। ১। ১৭। ২৯।

কলিকে ভদবস্থাপন্ন দেখিয়া রাজা পরীক্ষিৎ কহিলেন:—"হে কলি! আমরা অর্জ্জুনের যশ ও কীর্ত্তি এবং স্বভাবের অনুকরণ করিয়া থাকি। আমাদের নিকটে বদ্ধাঞ্জলি হইলে আর তাহার কোন ভয় থাকে না। (কারণ দুঃখ বিনাশই আমাদের কার্য্য এবং দুষ্টকে বশীভূত করিয়া কীর্ত্তি আহরণ করাই আমাদের কার্য্য!!) তুমি

অধর্ম্মবন্ধু; অতএব তোমাকে এই আজ্ঞা করিতেছি যে, তুমি কোন ক্রমেই আমাদের রাজ্যে বাস করিতে পারিবে না। তুমি অধর্ম্মভাবে যে রাজসংসারে প্রবেশ কর, সেই রাজাই সর্ব্বতোভাবে লোভ, মিথ্যা, চৌর্য্য, দুর্জ্জনতা, এবং স্বধর্ম্মত্যাগ অবলম্বন করিয়া অলক্ষ্মীসম্পন্ন, মায়াবী, কলহ ও দম্ভযুক্ত হইয়া সম্পূর্ণভাবে অধার্ম্মিক হইয়া থাকে। হে অধর্ম্মবন্ধু! এই ব্রহ্মাবর্ত্তদেশে সর্ব্বদাই যজ্ঞবিদেরা যজ্ঞদ্বারা ঈশ্বরকে পূজা করিবেন; সত্য ও ধর্ম্মে নিরত থাকিবেন। এখানে তুমি থাকিতে পারিবে না। । ১। ১৭। ৩০। ৩১। ৩২।

হে কলি! এই ব্রহ্মাবর্ত্তে যাজ্ঞিকগণের যজ্ঞের মঙ্গলার্থে স্বয়ং হরি যজ্ঞমূর্ত্তিতে প্রকাশিত হয়েন; এবং সকল কামনার শুভফল প্রদান করিতে গিয়া বায়ু যেমন প্রত্যেক স্থাবর জঙ্গমের অন্তরে বাহিরে রহিয়াছেন, সেইরূপ তিনিও এইস্থানে আত্মারূপে সর্ব্বতোভাবে অবস্থান করিতেছেন। অতএব হে কলি! তোমার এখানে থাকা কিরূপে সম্ভবে? ৩৩।

ব্যাখ্যা। যজ্ঞ কাহাকে বলে, তাহা পূর্ব্বে বলিয়াছি। পরীক্ষিৎ যেভাবে যজ্ঞের কথা এবং তাহাতে হরির আবির্ভাবের কথা কহিলেন, তাহাতে বিশেষরূপে এই বুঝা গেল। যজ্ঞবলে প্রতিক্রিয়ায় ঈশ্বরকে স্মরণ করা হয়; স্বধর্ম্মে থাকিয়া ঈশ্বরকে আরাধনা করিয়া সকলে যজ্ঞেশ্বরের সাক্ষাৎ প্রাপ্ত হয়; এবং তাহাদের কল্যাণের কারণ স্বয়ং হরি বায়ুর ন্যায় প্রত্যেকের অন্তরে আত্মারূপে অবস্থান করেন। সেই আত্মাকে ঈশ্বর ভাবিয়া অভেদ দৃষ্টিতে ব্রহ্মাবর্ত্তবাসী পূজা করেন। অতএব যথায় সর্ব্বদা হরি বিরাজমানে ধর্ম্ম বিস্তারিত রহিয়াছে, তথায় অধর্ম্ম প্রবেশের উপায় নাই।

অনন্তর শ্রীসূত শৌনকাদিকে কহিলেন:—হে ঋষিগণ! দণ্ডপাণি যমের ন্যায় মহারাজ পরীক্ষিৎ অসিহস্তে ক্রোধের সহিত কলিকে এইরূপ আদেশ করিলেন। কলি ভয়ে কাঁপিতে কাঁপিতে পরীক্ষিতকে কহিল:—"হে সার্ব্বভৌম! যেমন ধর্ম্ম, আমিও তেমনি একটী বস্তু; অতএব আমি কোথায় থাকিব, তাহা নির্দ্দেশ করিয়া দিউন। যথায় থাকিতে বলিবেন, আমি তথায় থাকিয়াই আপনার আজ্ঞা স্মরণ করিব। আপনি যে কারণে শরাসনে শর যোজনা করিয়া আমাকে লক্ষ্যপূর্ব্বক বধ করিতে উদ্যত হইয়াছেন, তাহাও স্মরণ করিব। হে ধার্ম্মিকশ্রেষ্ঠ! যথায় আপনার শাসনে শাসিত হইয়া নিয়ত থাকিতে পারিব, সেই স্থান নির্দ্দেশ করিয়া দিউন। আমি তথায়ই থাকিব।" ১। ১৭। ৩৪। ৩৫। ৩৬।

মহারাজ পরীক্ষিৎ কলির এবম্বিধ বাক্য শ্রবণ করিয়া তাহাকে দ্যূত, মদ্য, নারী ও সূনা নামক চতুর্ব্বিধ অধর্ম্মস্থান প্রদান করিলেন। ১। ১৭। ৩৭।

ব্যাখ্যা। ছলনাজাত ক্রিয়ামাত্রকেই দ্যূত কহে। বুদ্ধিবক্রতকর পানকে মদ্য পান কহে। মায়াযুক্ত মন্দাদিবোধক নারীসম্ভোগাবস্থাকে স্ত্রী কহে। প্রাণিবধকে

সূনা কহে। এই চারিটীই প্রধান অধর্ম্ম। দ্যূত দ্বারা সত্যের নাশ হয়। এস্থলে নারী বলিতে অসতী বুঝিতে হইবে। পানক্রিয়ায় অজ্ঞান আবির্ভূত হয়। কুলটা নারীসঙ্গে অপবিত্রতা হয়। ঐ চারিটী অধর্ম্ম দ্বারা, চারিটী ধর্ম্মাংশ নাশ হইলে প্রকৃতির বৈলক্ষণ্য উপস্থিত হয়।

অনন্তর কলি পরীক্ষিতের নিকট কিঞ্চিৎ প্রসাদ ভিক্ষা করিলেন। তাহাতে মহারাজ পরীক্ষিৎ তাঁহাকে একটী সুবর্ণখণ্ড প্রদান করিলেন। সেই সুবর্ণখণ্ডে মিথ্যা, কাম, মদ, রজঃ ও বৈরভাব এই পাঁচটী অধর্ম্মপ্রসাদ প্রকাশিত হইল। এই পাঁচটীও ঐ পূর্ব্বোক্ত দ্যূত, পান, নারী ও সূনা এই চতুর্ব্বিধ অধর্ম্ম হইতে প্রকাশ হইল। ১। ১৭। ৩৮।

ব্যাখ্যা। দানীয় মূল্যবান বস্তুকে সুবর্ণ কহে। সুবর্ণ শব্দের অর্থই ফললাভ। অর্থাৎ যাহার লাভে বহু উপায় আহরণ করা যায়। কলির পক্ষে ঐ পাঁচটী সুবর্ণের ন্যায় হইল; কেন না উহারা কলির পোষক। এইরূপে কলি অধর্ম্মে অবস্থান করিতে আদেশ পাইলেন।

অনন্তর কলি চারিটী অধর্ম্মসম্ভূত, আর পাঁচটী স্থান উত্তরেয় পরীক্ষিতের নিকট হইতে পাইয়া তাঁহার নিদেশক্রমে সুখে তথায় বাস করিতে লাগিলেন। ১। ১৭। ৩৯।

অনন্তর সূত শৌনকাদিকে কহিলেন:—হে ঋষিগণ! সেই অবধি কলি ঐ সমস্ত অধর্ম্ম স্থানে রহিয়াছে। যাঁহারা ধর্ম্মশীল, লোকপতি কিম্বা গুরু হইবেন, তাঁহারা যেন ঐ সকল অধার্ম্মিক স্থান বা উপায় কখন সেবন না করেন। অনন্তর মহারাজ পরীক্ষিৎ, এইরূপে অধর্ম্মের সহিত কলিকে থাকিতে বলিয়া, ধর্ম্মকে চারিপদান্বিত করিলেন; অর্থাৎ প্রজাগণকে দয়া, সত্য, তপঃ, শৌচ প্রভৃতি শিক্ষা দিয়া স্বয়ং ঐ চারি পুণ্যবান্ কহিলেন। তাহাতে ধর্ম্ম পুনরায় চারি পদ প্রাপ্ত হইলেন এবং ধর্ম্ম স্থির হওয়াতে পৃথিবীও শোভাযুক্তা হইয়া বর্দ্ধিত হইতে লাগিলেন।১।১৭।৪০।৪১।

হে ঋষিগণ! সেই রাজা পরীক্ষিৎ, পিতামহগণ অরণ্যে গমন করিলে পর, স্বয়ং পার্থিবাসনে বসিয়া পূর্ব্বরূপে রাজ্য শাসন করেন; এবং তিনি সংপ্রতিই রাজচক্রবর্ত্তী হইয়া হস্তিনাপুরে মহাভাবের সহিত অবস্থান করিতেছিলেন বলিয়া, সেই কৌরবরাজের লক্ষ্মীশ্রী অধুনা চতুর্দ্দিকে প্রকাশিত হইয়াছে। সেই অভিমন্যুর পুত্র এইরূপ সম্প্রতি রাজকার্য্য পালন করিতেছিলেন বলিয়া, পৃথিবী এখনো এমন সুস্থির রহিয়াছে। অধিক কি, সেই জন্যই তোমরা এই দীর্ঘসত্র যজ্ঞ করিতে পারিতেছ। এরূপ বলিয়া সূত নিরস্ত হইলেন। ১। ১৭। ৪২। ৪৩। ৪৪।

ইতি শ্রীভাগবতে প্রথমস্কন্ধে সপ্তদশ অধ্যায়ে
উপেন্দ্রকৃতানুবাদ সমাপ্ত।

ব্যাখ্যা। সূত পরীক্ষিতের পরলোক গমন দেখিয়া সম্প্রতি আসিয়াছেন বলিয়া কহিলেন:—"সেই রাজা ঐরূপ বিবেচনায় ধর্ম্ম প্রতিপালন সম্প্রতি করিয়াছেন বলিয়া এখনো অধর্ম্ম বিস্তার হয় নাই, তাহাতেই যজ্ঞ হইতেছে।"

ইতি শ্রীভাগবতে প্রথমস্কন্ধে সপ্তদশ অধ্যায়ে
উপেন্দ্রকৃতাধ্যায়ব্যাখ্যা সমাপ্ত।

অথ অষ্টাদশ অধ্যায়।

অনন্তর সূত শৌনকাদিকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন:—হে ঋষিগণ! সেই রাজা পরীক্ষিতের ভাগ্যের কথা আর কি বলিব, তিনি প্রথমে অদ্ভুতকর্ম্মা শ্রীকৃষ্ণের দ্বারা মাতার জঠরের মধ্যে থাকিয়া অশ্বত্থামার অস্ত্রানল হইতে রক্ষিত হয়েন। দ্বিতীয়তঃ তিনি কোন ক্রিয়াবশে ব্রহ্মশাপ প্রাপ্ত হয়েন। সেই শাপে তক্ষক তাঁহার জীবন সংহার করিবে এই প্রতিজ্ঞা থাকে। কিন্তু রাজা পরীক্ষিৎ ভগবানের প্রতি এতদূর দৃঢ় ভক্তি স্থাপন করিয়াছিলেন যে, তিনি একমাত্র ঈশ্বরকে সংসারের সকল আশা অর্পণ করিয়া জীবননাশকর ব্রহ্মশাপেও ক্ষণেকের জন্য মুগ্ধ হয়েন নাই। ১। ১৮। ১। ২।

সেই রাজা পরীক্ষিৎ ব্রহ্মশাপে তক্ষক কর্ত্তৃক দংশিত হইতে না হইতে আপনার কলেবর ত্যাগ করিবার জন্য গঙ্গাতীরে গমন করেন, এবং তথায় ব্যাসকুমার শুকদেবের শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়া সর্ব্বদা বৈরাগ্য ধারণ করিয়া মুক্তসঙ্গ হওতঃ অজিত সংস্থিতি বৈকুণ্ঠপুরীর তত্ত্বজ্ঞ হইয়া জীবন ত্যাগ করেন। ১। ১৮। ৩।

আহা! যাঁহারা সাধু হইবেন, তাঁহারা সেই উত্তমশ্লোক শ্রীহরির সুধাময় কথা সর্ব্বদাই শুনিতে ইচ্ছা করিয়া থাকেন। সে অমৃতময় বাক্যের আস্বাদন আজীবন আস্বাদনেও সমাপ্ত করা যায় না, বরং সেই সাধুগণ মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত সেই হরির গুণকর্ম্মাদিবার্ত্তা শ্রবণে মুগ্ধচিত্ত হইয়া অন্তিমে আবার তাঁহার পাদপদ্মযুগলকে স্মরণ করিয়া থাকেন। ১। ১৮। ৪।

হে ঋষিগণ! যত দিন পর্য্যন্ত মহাধনুর্দ্ধারী অভিমন্যুকুমার এই ধরাতে একাধিপত্য করিয়াছিলেন, তদবধি কলি অধর্ম্মপ্রভাবসম্পন্ন হইয়াও রাজ্যে প্রবেশ করিতে পারে নাই। ১। ১৮। ৫।

যে দিন যে ক্ষণে ভগবান্ কৃষ্ণ প্রকটভাব পৃথিবীতে ত্যাগ করিয়াছিলেন, সেই দিন ও সেই ক্ষণ হইতে সেই অনার্য্য ও অধর্ম্মপ্রভাবসম্পন্ন কলি এই সংসারে প্রবেশ করিয়াছে। ১। ১৮। ৬।

হে মুনিগণ! এই পাপিষ্ঠ কলিকে মহারাজ পরীক্ষিৎ একেবারে প্রাণে হিংসা করেন নাই। তিনি তাহাকে শাসনমাত্র করিয়া, ভ্রমর যেমন অসার সমূহের মধ্য

হইতে আপনার প্রয়োজনীয় সার গ্রহণ করিয়া থাকে; তদ্রূপ পুণ্যক্রিয়াসমূহকে ক্ষণমাত্রেই সিদ্ধ করিয়াছিলেন; আর পাপকার্য্যসমূহ যাহাতে শীঘ্র সম্পন্ন না হয়, তাহাই বিধান করিয়াছিলেন। ১। ১৮। ৭।

হে ঋষিগণ! সেই রাজা পরীক্ষিৎ কলিকে একেবারে বধ করেন নাই; কেন না, সে ধীরের নিকটে আপন ক্ষমতা প্রকাশ করিতে অক্ষম ছিল। অধীর ও প্রমত্ত নৃপগণকে পাইলে সে তাহাদিগকে গ্রাস করিত। যেমন বনে অসাবধান জনগণকে ব্যাঘ্র ভক্ষণ করে, আর সাবধানকে সহজে নাশ করিতে পারে না; কারণ সে আত্মরক্ষার উপায় অবগত থাকে; তেমনি ধীরবৃন্দ ও ধীর নৃপতিগণ অধর্ম্ম জয় করিবার উপায় জ্ঞাত আছেন। তাঁহাদের নিকটে কলি কি করিবে? হে শৌনক! আপনি আমাকে বাসুদেবকথার সহিত যেভাবে পরীক্ষিৎ রাজার আখ্যান করিতে বলিয়াছিলেন, তাহা বর্ণনা করিলাম। আহা! ইহার মধ্যে যে যে স্থলে ভগবান উরুকর্ম্মার গুণ ও কর্ম্মাশ্রিত কথাসমূহ আছে, তাহা যেন মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী জনগণ আনন্দের সহিত ধারণ করেন। ১। ১৮। ৮। ৯। ১০।

অনন্তর সেই মহাযজ্ঞোপবিষ্ট ঋষিগণ সূতের মুখে এবম্বিধ পরীক্ষিতেতিহাস ও শ্রীকৃষ্ণের গুণকর্ম্মসমূহ শ্রবণ করিয়া হৃদয়ে আনন্দিত হইয়া, সূতকে কহিলেন, "হে সূত! তোমাকে আমরা এই আশীর্ব্বাদ করিতেছি যে, তুমি যেন অনন্ত বৎসর জীবিত থাক। আহা! হে সৌম্য, তুমি যেভাবে শ্রীহরির যশঃ কীর্ত্তন করিলে, উহা মর্ত্ত্যগণের পক্ষে অমৃতধারার ন্যায় প্রকাশিত হইল। যে মানব একবার এই কৃষ্ণকথামৃত পান করিবে, তাহার আর মৃত্যুভয় থাকিবে না। ১। ১৮। ১১।

হে সূত! এই যে যজ্ঞ করিতেছি, ইহা অসার মাত্র। যজ্ঞে আর আমাদের বিশ্বাস নাই। এই যজ্ঞক্রিয়ার হোমাহুতি হইতে উত্থিত ধূমে আমাদের দেহকে আমরা ধূম্রবর্ণ করিয়াছি; এমন সময়ে আমাদিগকে যেভাবে যজ্ঞের সার ভাবরূপ গোবিন্দের নামপদ্মের মধু তুমি প্রদান করিলে, তাহাতে আমরা যথেষ্ট আপ্যায়িত হইলাম এবং কৃতার্থও হইলাম। ১। ১৮। ১২।

হে সূত! আমরা হরিপ্রেমে একেবারে উন্মত্ত হইয়াছি। এখন আমরা বিবেচনা করিতেছি যে, বিষ্ণুভক্তের সহিত যতক্ষণ সেই হরিকথা শ্রবণ করা যায়, ততক্ষণই স্বর্গাপেক্ষা অধিক সুখভোগ করা যায়; সে সুখ স্বর্গে বা রাজ্যধনৈশ্বর্য্যাদি বৈভবে কোন স্থানেও পাওয়া যায় না। হে সূত! তুমি ধন্য! তোমার পক্ষে মর্ত্ত্যগণের আশীর্ব্বাদ অতি সামান্য। ১। ১৮। ১৩।

হে সূত! সেই মহোত্তমগণের একান্ত সাধনার ধন শ্রীহরির কথামৃতের আস্বাদনে কে তৃপ্ত হইতে পারে? দেখ, এমন যে সাধকশ্রেষ্ঠ রুদ্র ও ব্রহ্মা, তাঁহারাও সেই অগুণ শ্রীহরির গুণসমূহের আলোচনা করিয়া তাহার অন্ত পাইতে পারেন নাই। হে সূত! তুমি এক্ষণে আমাদের এই ঋষিসমাজের মধ্যে বিষ্ণুভক্তপ্রধান হইতেছ; এবং যে সকল মহোত্তমগণ শ্রীহরিকে একান্তে ভজনা করেন, তাঁহাদেরও শ্রেষ্ঠ হই-

তেছ। অতএব হে বিদ্বন্! আমরা যথাসাধ্য তোমার শুশ্রূষা করিতেছি; তুমি সেই শ্রীহরির উদারচরিত্রসমূহ বর্ণন করিয়া আমাদিগকে কৃতার্থ কর। ১। ১৮। ১৪। ১৫।

হে সূত! সেই মহাভাগবত পরীক্ষিৎ, ব্যাসকুমার শুকদেবের নিকট হইতে এমন কি জ্ঞানকথা শ্রবণ করিলেন যে, তাহার সাহায্যেই তিনি একেবারে রাজ্যধনাদি সৌভাগ্যকে মহাবুদ্ধির দ্বারা ত্যাগ করিয়া সেই খগেন্দ্রধ্বজ শ্রীহরির চরণতলে গমন করিলেন? হে সূত! শুনিয়াছি যে, সেই মহারাজ পরীক্ষিতের নিকটে যে ভাগবত-শাস্ত্র আখ্যাত হয়, তাহা পবিত্র এবং সত্যের আধার স্বরূপ; বিশেষতঃ তাহাতে অদ্ভুত যোগনিষ্ঠার এবং অনন্ত শ্রীহরির চরিত্রসমূহের বিশেষ বর্ণনা থাকায়, তাহা ভাগবত জনগণের অতি আদরের ধন; অতএব সেই পরীক্ষিতের ইতিহাস আখ্যান কর।" ঋষিগণের এবম্প্রকার উক্তি শ্রবণ করিয়া শ্রীসূত কহিলেন:—হায়! হায়! কি আশ্চর্য্য! একে আমি বিলোমজাত, সেই নীচজাতিত্ব হেতু আমার মনে যে একটী পীড়া ছিল, অদ্য ভাগবত আখ্যান করিয়া, বৃদ্ধঋষিগণের মুখে আদরণীয় বাক্য শ্রবণ করিয়া, নিজ দুষ্কুলজাত পীড়া দূর হইল। আমি আজ সফলজন্মা হইলাম। মহোত্তমগণের নিকটে থাকিলে এবং তাঁহাদের আজ্ঞা প্রতিপালন করিলে দুষ্কুলজাত হইলেও শীঘ্র পবিত্র হওয়া যায়। ১। ১৮। ১৬। ১৭। ১৮।

ব্যাখ্যা। সূত কহিলেন, "আমি হীনকুলজাত হইয়া অদ্য বৃদ্ধগণের আদরে ও মহাত্মাগণের উপদেশ শিক্ষায় উচ্চ হইলাম। তাহাতে নীচোদ্ভব বলিয়া আমার যে মনঃপীড়া ছিল, তাহা দূর হইল এবং আমার জন্মও সফল হইল।" এই ভাব প্রকাশ করিয়া ব্যাস স্মৃতির সম্মান রক্ষা করিলেন। যতক্ষণ সমাজ ততক্ষণ উচ্চ ও নীচ কুল। যতক্ষণ অজ্ঞান ততক্ষণ তুমি আমি ভেদ। যতক্ষণ সংসার ততক্ষণ ক্ষুদ্র ও বৃহৎ বিচার। এই কয়েকটী অবস্থা ত্যাগ করিলে সব এক। যাঁহারা বৈরাগ্যপথের পথিক হইয়াছেন, তাঁহাদের সমাজ কি করিবে? তাঁহাদের ভেদজ্ঞান কি করিবে? তাঁহাদের সংসর্গ বা মাত্থ কি করিবে? তাঁহারা দেহের মান্য চাহেন না। তাঁহারা রিপুর বশে আত্ম-গরিমা চাহেন না। তাঁহারা সংসার ত্যাগ করিয়া সমজ্ঞানে এক পদ্মে যেমন ভ্রমর, মধুকর, খঞ্জন একত্রে মধুপান করে; তদ্রূপ সকলেই সেই হরিপাদপদ্মের মধুপান করিতে ইচ্ছা করেন। এক্ষণে শৌনকযজ্ঞে ঋষিগণের সেই প্রেমভাব উপস্থিত হইল বলিয়া, তাঁহারা সূতকে অপর ভাবা দূরে থাকুক, বরং আপনাদের শ্রেষ্ঠ ভাবিয়া বিনীত ভাবেই পরিচয় দিলেন। আর ধূলাও কর্পূরের সহবাসে থাকিলে যে কর্পূর-বাসিত বলিয়া আদৃত হইয়া থাকে, তাহা প্রমাণার্থ সূত কহিলেন যে, আমি শুক-রূপী কর্পূরের সহবাসে থাকিয়া তাঁহার উপদেশ শিখিয়াছিলাম বলিয়া, আমার দুষ্কুল-জাত ঘৃণা বিনষ্ট হইল। সেই উপদেশবলে আমি সকলের নিকটে আদৃত ও প্রধানরূপে গণ্য হইলাম। অতএব জ্ঞান এক। ঐ জ্ঞানরূপী পদ্ম পঙ্কিল সরোবরে ফুটিলেও মধুকরেরা সেই দুর্গন্ধময় সরোবরস্ফুটিত পদ্মের নিকটে গমন করে।

হায় হায়! আমি কি মূঢ়বুদ্ধি! যে ভগবানকে অনন্তশক্তিপ্রভাবে ও মহদাদি-গুণপ্রভাবে লোকে "অনন্ত" বলিয়া সম্বোধন করিয়া থাকে; সেই মহোত্তমগণের একান্ত সাধনার ধন শ্রীহরির নাম করিয়া কি সামান্য দুঃকুলত্ব নাশ হইবার কথা বলিলাম! কত যে অশুভ নাশ হইবে তাহা বলা বাহুল্য। ১। ১৮। ১৯।

হে ঋষিগণ। আর সেই হরিগুণ কত বলিব, যাহা বলিয়াছি, তাহাই আমার পক্ষে পর্য্যাপ্ত হইয়াছে। কারণ, ত্রিলোকে এমন কে আছে যে, সম্যক্ প্রকারে তাঁহার গুণকীর্ত্তন করিতে পারে? আহা! তাহার প্রমাণ আর কি বলিব, ত্রিলোকের বিভূতিরূপা লক্ষ্মীকে ব্রহ্মাদি সর্ব্বদা ভজনা করিতেছেন; কিন্তু লক্ষ্মী ব্রহ্মাদিকে ত্যাগ করিয়া স্বচ্ছন্দে সেই হরির পদমূলের সেবা করিতেছেন। ১। ১৮। ২০।

ব্যাখ্যা। ব্রহ্মা, রুদ্র প্রভৃতি সেই চৈতন্যরূপিণী লক্ষ্মীকে আরাধনা করিয়া অন্তর্জ্জগৎ ও বহির্জ্জগৎ প্রকাশ করিতেছেন। দৃশ্য পদার্থমাত্রই বহির্জ্জগৎ; ইহা ব্রহ্মার সৃষ্টি, অর্থাৎ প্রকৃতিসাহায্যে স্বভাব হইতে ভূতাংশে নির্ম্মিত। ঐ প্রকৃতিই ব্রহ্মা। ঐ বহির্জ্জগতের অন্তরে যে সকল ক্রিয়া হইতেছে, তাহারা রুদ্র অর্থাৎ কালশক্তির সাহায্যে প্রস্তুত। তাহারা এই ভূতাংশের পালক, বর্দ্ধক ও উপসংহারক। সেই কালশক্তিই মহারুদ্র। ঐ প্রকৃতি (ব্রহ্মা) ও কাল (রুদ্র) লক্ষ্মীকে অর্থাৎ ঈশ্বরের চৈতন্যরূপিণী শক্তিকে আরাধনা করিয়া পূজা করেন, অর্থাৎ চৈতন্য সাহায্যে জগৎ প্রকাশ করেন।

হে ঋষিগণ! সেই ভগবানের গুণের কথা আর কি বলিব—যখন তিনি ব্রহ্মার সহিত সাক্ষাৎ করিতে গমন করেন, তখন সেই ব্রহ্মা তাঁহাকে যে অর্ঘ্য প্রদান করেন, সেই অর্ঘ্য তাঁহার পদনখে পতিত হইলে, তাহা হইতে অনন্তবারি প্রকাশিত হয়। সেই বারি এই জগতের সর্ব্বত্র ব্যাপ্ত হইয়া সমস্ত জগৎ পবিত্র করিতেছে। অতএব তিনি ভিন্ন আর কে "মুকুন্দ" নামের অধিকারী হইতে পারে? ১। ১৮। ২১।

ব্যাখ্যা। এইটী মহারূপক। ঈশ্বর ত্রিক্রিয়বান্ হইয়া ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর নাম ধারণ করিয়াছেন। প্রকৃতিশক্তিকে ব্রহ্মা কহে, বর্দ্ধন সংহরণ শক্তিকে রুদ্র কহে। ইহার প্রকৃতভাব পূর্ব্বে কহিয়াছি। প্রকৃতি দ্বারা কর্ম্মের সৃষ্টি হইলে তাহা পালন করিতে ব্রহ্মা সেই কর্ম্মকে বিষ্ণুপদে অর্পণ করেন। ঐ কর্ম্ম দানকেই রূপকে অর্ঘ্য-দান পুরাণে কহিয়াছে। প্রদানবিধি স্থির করা হইল; কিন্তু এই অর্ঘ্য প্রদানের কারণ কি? চৈতন্যশক্তি না হইলে জগৎপালিত বা জীবন্ত হইবে না। বিষ্ণু স্বয়ং চৈতন্য স্বরূপ। ব্রহ্মশক্তি বাহ্যজগৎকে চৈতন্যবান্ করিতে তাঁহাকে বিষ্ণুপদে অর্পণ করিলেন। বিষ্ণুপদলগ্ন হইবামাত্রেই সেই অর্ঘ্যবারি মহাস্রোতরূপে পরিণত হইল; অর্থাৎ চৈতন্য পাইয়া জগৎ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইতে লাগিল। ঐ স্রোতকে গঙ্গা কহে। জগৎস্রোত-মাত্রকেই গঙ্গা কহা যায়। পূর্ব্বে জড় জগৎ চৈতন্যহীন ছিল, পরে ঈশ্বরের চৈতন্য তাহাতে প্রবিষ্ট হওয়াতে বর্দ্ধিত হইল। ইহাতে জগতের মধ্যে গঙ্গারূপিণী চৈতন্য

রহিল। সেই চৈতন্যই গঙ্গারূপে পুরাণে কল্পিত। পুরাণে গঙ্গা যেমন ত্রিধা হইয়াছে, তেমনি চৈতন্যও জগতের কল্পনাক্রমে স্বর্গ, মর্ত্ত্য, পাতাল, ত্রিভাগে বর্ত্তমান রহিয়াছে। ঐ চৈতন্য যেমন মর্ত্তে আসিতে এক ধারায় মহাদেবের মস্তকে পতিত হয়, তেমনি মর্ত্ত্যজগতের মধ্যে কালশক্তি থাকিয়া আন্তরিক ক্রিয়া করিতেছেন। কালশক্তির সাহায্য লইয়া চৈতন্য মর্ত্ত্যজগতে রহিয়াছে, নচেৎ তাহাকে ভূতাংশে থাকিতে হয়।

হে ঋষিগণ! সেই শ্রীহরির গুণের কথা আর কি বলিব। যাঁহার গুণের অধীন হইয়া ধীরবৃন্দ সহসা এমন আপাততঃ মনোহর দেহাদির সংসৃতিরূপী সংসার ত্যাগ করিয়া যে ধর্ম্মে অহিংসাই শ্রেষ্ঠ, এমন বচন অলঙ্কৃত করিয়াছে, সেই পরমহংসীয় পরমকাষ্ঠাসম্পন্ন ধর্ম্মকে আশ্রয় করিয়া, পরিব্রজ্যা অবলম্বন করেন; সেই শ্রীহরির গুণের কথা কে বলিতে পারে? ১। ১৮। ২২।

হে বেদবিদগণ! আর হরির গুণের কথা কত বলিব। এক্ষণে আপনারা যাহা আমাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছেন, তাহা আমি বলিতেছি। যেমন পক্ষী আপন সাধ্যমত্বে গগণোপরি উড্ডীন হইতে বিরত হয় না, তেমনি পণ্ডিতগণ জ্ঞানমতে হরিগুণকীর্ত্তনে ক্ষান্ত হয়েন না। ১। ১৮। ২৩।

পূর্ব্বপ্রকারে হরিমহিমা প্রচার শেষ করিয়া, স্থতগোস্বামী শৌনকাদিকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন :—"হে ঋষিগণ! এক্ষণে পরীক্ষিৎ উপাখ্যান শ্রবণ করুন।"

একদা মহারাজ পরীক্ষিৎ শরাসন হস্তে করিয়া মৃগয়ায় গমন করেন। মৃগয়ার্থ ভ্রমণ করিতে করিতে ক্ষুৎপিপাসায় আকুল হইয়া, তিনি একটী মৃগের অনুসরণ করেন, সেই মৃগকে বিদ্ধ করিয়া তিনি মৃগের পশ্চাৎ পশ্চাৎ আসিতে আসিতে সম্মুখে একটী জলাশয় এবং তাহার তটে একটী প্রসিদ্ধ আশ্রম দেখিতে পাইলেন। মহারাজ ক্ষুৎপিপাসা-শ্রান্তি অপনোদন করিবার আশায় সেই আশ্রমে প্রবেশ করিয়া দেখিলেন যে, তথায় একটী মুনি শান্তভাবে নিমীলিতনয়ন হইয়া যোগাসনে উপবিষ্ট আছেন। তাঁহার বুদ্ধি ও মন বাহ্যবিষয় হইতে উপরত হইয়াছে। তিনি জাগ্রত, সুষুপ্তি ও স্বপ্ন এই অবস্থাত্রয় ত্যাগ করিয়া চতুর্থ তুরীয়স্থলে জ্ঞান ও মন রাখিয়া ব্রহ্মানন্দে উন্মত্ত হইয়া অবিক্রিয় হইয়াছেন। ১। ১৮। ২৪। ২৫। ২৬।

---

* ব্যাখ্যা। এই ঋষির নাম শমীক। ইহার বিস্তারিত ইতিহাস মহাভারতে আছে, তাহা এতদূর রূপক যে অল্পবুদ্ধিতে সে রূপক নাশ করা যায় না। কোন একটী ঘটনা না ঘটিলে সংসারী ব্যক্তি কখন বৈরাগ্যযুক্ত হয় না এবং বৈরাগ্য না হইলে মুক্ত হইতেও পারে না। সেই উপদেশ প্রদান করাই ভাগবতের উদ্দেশ্য। সেই জন্যই পরীক্ষিৎ উপাখ্যান আরম্ভ হইল। এই শমীক ও শৃঙ্গীসংবাদই মহারাজ পরীক্ষিতের বৈরাগ্যধারণের মূল; তাহাই এই স্থানে প্রমাণিত হইতেছে।

সেই মহর্ষি আপন মস্তকস্থ জটার দ্বারা সর্ব্বতোভাবে আচ্ছন্ন হইয়া আছেন।

তাঁহার বসিবার স্থানে রৌরবাসন রহিয়াছে। মহারাজ এবম্ভূত ঋষিকে দেখিয়া তাঁহার বিশুষ্কপ্রায় তালুর কষ্ট নিবারণার্থে সেই ঋষির নিকটে বারি ভিক্ষা করিলেন।১।১৮।২৭।

মহারাজ পরীক্ষিৎ ঐ ঋষির নিকটে জল কিম্বা অতিথিসৎকারোপযোগী তৃণাসন, বসিবার নির্দ্দিষ্ট স্থান, উপহার বা প্রিয়বাক্য কিছুই পাইলেন না। আশ্রমধর্ম্মের বৈলক্ষণ্য দেখিয়া, এবং ঋষিকর্ত্তৃক অবমানিত হইলেন, ইহা ভাবিয়া, মহারাজ অত্যন্ত রাগান্বিত হইলেন। ১। ১৮। ২৮।

সূত কহিলেন :—হে ঋষিগণ! একে মহারাজ মৃগয়ায় শ্রান্ত, তাহাতে আবার ক্ষুধা ও পিপাসায় একবারে কাতর হইয়াছিলেন; তদুপরি আবার ঋষি তাঁহাকে অগ্রাহ্য করিলেন; ইহা দেখিয়া রাজার হৃদয়ে অত্যন্ত ক্রোধবশে অভিমানের উদয় হইল।১।১৮।২৯।

তিনি ক্রুদ্ধ হইয়া আশ্রমের বাহিরে একটী মৃত সর্প দেখিতে পাইলেন এবং সেই সর্পটীকে আপন ধনুর কটিদ্বারা উত্তোলন করিয়া পুনরায় আশ্রমে প্রবেশ করতঃ ব্রহ্মর্ষির স্কন্ধদেশে যোজনা করিয়া রাজধানীতে প্রত্যাগমন করিলেন। ১। ১৮। ৩০।

এই ঋষি কি সর্ব্বেন্দ্রিয় প্রত্যাহৃত করিয়া নিমীলিতনেত্র হইয়া, উপবেশন পূর্ব্বক যথার্থই সমাধি অবলম্বন করিয়াছেন;—না আমাকে সামান্য ক্ষত্রিয় ভাবিয়া বা আমার দ্বারা তাঁহার কি অপকার হইতে পারে; এইরূপ তুচ্ছ ভাবিয়া, কপটভাবে সমাধিচিহ্ন মাত্র ধারণ করিয়াছেন; ইহা পরীক্ষা করিতেই মহারাজা ঐ ঋষির গলায় সর্প যোজনা করিয়া দিলেন। ১। ১৮। ৩১।

ব্যাখ্যা। ঋষিমাত্রেরই উচিত যে, অতিথি আসিলে তাহার সৎকার করিবে, কিন্তু অনস্থ হইলে, তাহাতে অক্ষম হইবে। বাহ্যজ্ঞানরোধকে অনবস্থা কহে। যাঁহার মন বাহ্য বিষয়ে রত নহে, তিনি বিক্রিয়পদে বাচ্য হয়েন। মহারাজ শমীককে দেখিয়া তিনি যথার্থ সমাধি অবলম্বনে অবস্থিত কি না, ইহা বুঝিবার জন্য বাহ্যক্রিয়ার প্রমাণ লইলেন। যাঁহার যথার্থ সমাধি হইবে, তাঁহার দেহের বাহ্যক্রিয়া নাশ হইবে। সেই নিয়মে, বাহ্যদর্শন, স্পর্শন, শ্রবণ প্রভৃতি সমস্তই বাহ্য ক্রিয়া। ঐ স্পর্শনক্রিয়ার পরীক্ষার কারণ সর্পযোজনা করিলেন, বুঝিতে হইবে। তাহাতেও যখন তাঁহার চৈতন্য হইল না, তখন তিনি যথার্থ সমাধিস্থ হইয়াছেন, ইহা মনে করিয়া রাজা ক্ষুদ্ধ হইয়া, রাজধানীতে প্রত্যাগমন করিলেন।

মহারাজ রাজধানীতে প্রত্যাগমন করিলেন। এদিকে সেই শমীক ঋষির অতি তেজস্বী কুমার অনতিদূরে মুনিবালকগণের সহিত ক্রীড়া করিতেছিলেন। হঠাৎ তিনি তথায় ক্রীড়া করিতে করিতে রাজা কর্ত্তৃক তাঁহার পিতা যেভাবে অবমানিত হইয়াছেন, সেই সকল বার্ত্তা শ্রবণ করিলেন। শ্রবণান্তে তাঁহার মনে বড় ক্ষোভ উপস্থিত হইল। সেই হেতু তিনি বালকগণকে উদ্দেশ করিয়া বলিলেন :—"হায়! হায়! অধর্ম্ম প্রবল হওয়াতে এক্ষণে রাজগণ কাকের ন্যায় পরিপুষ্ট হইয়াছেন। আর তাঁহারা আপনের দাসত্ব স্বীকার না করিয়া, স্বামীর উপরে পাপাচরণে রত হইয়া

ঠিক কুকুরস্বভাবাপন্ন হইয়াছেন। দেখ ভাই! আমি যাহা বলিলাম, তাহা সত্য; নচেৎ ক্ষত্রিয়গণ ব্রাহ্মণের সেবা করিয়া তাঁহাদের গৃহপালকস্বরূপ ছিলেন। এক্ষণে অধর্ম্ম প্রভাবে তাহার পরিবর্ত্তন হইয়াছে। ব্রাহ্মণগণ ক্ষত্রিয়গণের দাসত্ব স্বীকার করিয়া ক্ষত্রিয়ের গৃহে যাইয়া আহার করিতেছেন। ১। ১৮। ৩২। ৩৩। ৩৪।

আহা! ভগবান শ্রীকৃষ্ণ উৎপথগামিগণের শাসনকর্ত্তা ছিলেন। এক্ষণে তিনি নিজ-ধামে তিরোহিত হওয়ায় পুনরায় সকলে যথেচ্ছাচারী হইয়াছে। দেখ ভাই সকল, আমি কত যোগবল ধারণ করি; অদ্যই আমি উৎপথগামিগণকে শাসন করিব। ১। ১৮। ৩৫।

সেই ঋষিকুমার ক্রোধে তাম্রাক্ষ হইয়া বয়স্যগণের সম্মুখে ঐ প্রকার বাক্য বলিলেন, এবং সম্মুখে প্রবাহিতা কৌশিকী নদী হইতে অঞ্জলিপ্রমাণ বারি গ্রহণ করিয়া আচমন করতঃ শাপ প্রদান করিলেন। ১। ১৮। ৩৬।

ঋষিকুমার শাপপ্রদানকালে বলিলেন—"যিনি আমার পিতাকে অবমাননা করিয়াছেন,—যিনি আমার পিতাকে ঘৃণা করিয়াছেন, সেই কুলাঙ্গার যেন অদ্য হইতে সপ্তম দিবসে তক্ষক দ্বারা দংশিত হয়েন।" (কোন পুস্তকে "তিনি ভস্মীভূত হয়েন" এই ভাবও আছে) ১। ১৮। ৩৭।

ব্যাখ্যা। এই অভিশাপ প্রদানে দুইটী ভাবপ্রকাশ হইল। নিঃস্বার্থ ব্রাহ্মণগণ যে সকল নিয়ম রাজগণের পক্ষে আশ্রয়ধর্ম্ম রক্ষার্থে প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা পালন না করিলে তাঁহারা আপনাদের ব্রহ্মতেজোবলে শাসন করিতেন। রাজা শাসিত হইলে প্রজা সর্ব্বতোভাবে শাসিত হইল, ইহা বুঝিতে হইবে। দ্বিতীয়তঃ তক্ষককে কালশক্তি কহে। সর্পের অস্থির গতি হেতু পণ্ডিতগণ কালের সহিত তাহার সাদৃশ্য করেন। ভ্রম প্রমাদ প্রভৃতি দ্বারা নৃপ হইতে দরিদ্র পর্য্যন্ত সকলে কালরূপী মৃত্যুর হস্তগত হয়েন, ইহাই তক্ষক দংশনের প্রকৃত কথা। কালবশে কলি সংসারে প্রবিষ্ট হইয়া, এমন ধার্ম্মিক রাজার একটী ভ্রান্তিজনক কর্ম্ম দেখিল; এবং সেই ভ্রান্তি-যোগে শরীর অধিকার করিল। যখনি অজ্ঞান ও সন্দেহ, তদ্দণ্ডেই জ্ঞানশাসন। পাপী, শাসনে চিরশাসিত হয়। ভক্ত শাসন হইতে অতিক্রান্ত হয়, ইহারই সারতত্ত্ব পরীক্ষিতজীবনে পরীক্ষিত হইবে।

অনন্তর সেই ঋষিকুমার শৃঙ্গী কৌশিকী নদীর তীরে রাজাকে এই প্রকার শাপ-বাক্য বিধান করিয়া সত্বরে আপনার পিতার আশ্রমে আগমন করিলেন। তথায় আসিয়া গলসর্পকলেবর পিতাকে দেখিয়া মুক্তকণ্ঠে রোদন করিতে লাগিলেন। ১। ১৮। ৩৮।

ব্রাহ্মণ শৌনককে উদ্দেশ করিয়া সূত কহিলেনঃ—হে ব্রহ্মন্! অঙ্গিরাকুলো-দ্ভব শমীক ঋষি পুত্রের উচ্চবিলাপ শ্রবণ করিয়া ধ্যানভঙ্গ করিলেন এবং নয়ন উন্মীলন করিয়া নিজের স্কন্ধে মৃতসর্প ঝুলিতেছে তাহাও দেখিলেন। ১। ১৮। ৩৯।

সেই উদারচরিত ঋষি স্কন্ধ হইতে মৃতসর্পকে দূরে নিক্ষেপ করিয়া পুত্রকে

জিজ্ঞাসা করিলেন:—"হে বৎস! কে তোমার অপকার করিয়াছে? কেন তুমি রোদন করিতেছ?" ১। ১৮। ৪০।

পিতার-প্রশ্ন শ্রবণে বালকঋষি ক্রন্দন সম্বরণ করিয়া পূর্ব্বাপর সমস্ত বৃত্তান্ত এবং স্বয়ং যে রাজাকে শাপ প্রদান করিয়াছেন, তাহার বৃত্তান্তও পিতাকে বলিলেন।

পুত্রের মুখে এবম্বিধ শাপবৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া, রাজাকে শাপ প্রদান করা হইয়াছে, ইহা বুঝিয়া, তিনি পুত্রকে আদর করিলেন না, অধিকন্তু বলিলেন:—"হে অল্প বুদ্ধিমান্ পুত্র! তুমি অদ্য মহানিষ্টকর কার্য্য করিয়াছ; লঘুপাপে গুরুদণ্ড বিধান করিয়াছ। ১। ১৮। ৪১।

হে অবিপক্কবুদ্ধি পুত্র! তুমি কি বলিয়া সেই বিষ্ণু আখ্যাধারী মহারাজ পরীক্ষিৎকে অপর সাধারণ মানবগণের সহিত সমতুল্য করিলে? যে রাজার দুর্ব্বিসহ দোর্দ্দণ্ড প্রভাবে প্রজাগণ অকুতোভয়ে, মহা কুশলে অবস্থান করিতেছে; হে বৎস! তুমি যে শাপ প্রদান করিলে তাহা তাদৃশ রাজার পক্ষে উপযুক্ত হয় নাই। দেখ, স্বয়ং বিষ্ণু যেমন পৃথিবী পালন করেন এবং তিনি পৃথিবী হইতে ক্ষমতা গ্রহণ করিলে যেমন বিশ্ব মহাপ্রলয়ে নাশ হয়, তেমনি বিষ্ণুর ন্যায় এই রাজা পরীক্ষিৎ (বিষ্ণু) রাজ্যশাসন করিতেছেন। যদি তিনি একবার বিনষ্ট হয়েন, তৎক্ষণাৎ মেঘসংঘাতের ন্যায় প্রবল অধার্ম্মিক চৌরগণ আসিয়া প্রজাগণের সর্ব্বনাশ করিবে। ১। ১৮। ৪২। ৪৩।

হে বৎস! যদি রাজ্যে রাজা না থাকে, তবে ধনসমূহ চৌরগণ অপহরণ করিবে। তাহাতে যে পাপ উপার্জ্জিত হইবে, সে সমস্ত আমাদের শাপের জন্য হইল বলিয়া সেই পাপ আমাদিগকেই বর্ত্তিবে, এবং চৌরগণ দ্বারা পীড়িত হইয়া প্রজাগণ পরস্পর পরস্পরকে শাপ প্রদান করিবে এবং পরস্পর পরস্পরের ধনাপহরণ করিবে। অবশেষে ঘোর অধর্ম্মে পরস্পরে দস্যুগণদ্বারা আক্রান্ত হইয়া গবাদি পশু, স্ত্রী এবং অর্থাদিহীন হইবে। এক রাজা বিনা রাজ্যে মহা অরাজকতা উপস্থিত হইবে। ১। ১৮। ৪৪।

ঐ নিয়মে আর্য্য-ধর্ম্ম সদাচারের সহিত নাশ প্রাপ্ত হইবে এবং বর্ণাশ্রমাচার, বেদবিহিত কর্ম্মাদি বিনষ্ট হইবে। মানবগণ একেবারে অর্থ ও কামাদিতে আপনাদিগকে বশীভূত করিয়া বানর ও কুকুরগণের ন্যায় আচারী হইবে। ১। ১৮। ৪৫।

অতএব হে বৎস! সেই হেতু ধার্ম্মিক রাজগণকে শাপবিধান করা অনুপযুক্ত। বিশেষতঃ তুমি যে রাজাকে শাপ বিধান করিয়াছ, সেই ধর্ম্মপালক আমাদের নরপতি এবং তিনি অতি কীর্ত্তিমান্ ও সাক্ষাৎ ভাগবত; বিশেষতঃ তিনি অশ্বমেধযাজী রাজর্ষি হইতেছেন। তিনি ক্ষুধায় তৃষ্ণায় ও শ্রমবশে আকুল হইয়া এইরূপ কর্ম্ম করিয়াছিলেন বলিয়া তাঁহাকে এরূপ শাপবিধান করা তোমার উচিত হয় নাই। ১। ১৮। ৪৬।

হে বৎস! তুমি যে এই গর্হিত কার্য্য করিয়াছ, ইহাতে তোমার মহাপাপ হইয়াছে। তুমি একে অস্থিরবুদ্ধি বালক, তাহাতেই নিরপরাধী ভৃত্যস্বরূপ ক্ষত্রিয়-

রাজাকে শাপ দিয়া পাপ করিয়াছ। সেই সর্ব্বাত্মা হরি তোমার স্বভাব বুঝিয়া তোমাকে ক্ষমা করিতে পারেন, নচেৎ তোমার এ পাপের প্রায়শ্চিত্ত নাই। ১। ১৮। ৪৭।

আরো দেখ বৎস! সেই রাজাও তোমাকে বৃথা শাপবিধান হেতু শাপ বিধান করিতে পারেন, কিন্তু তিনি তাহা করিবেন না। কারণ, যে ব্যক্তি বিষ্ণুভক্ত হয়, সে তিরস্কৃত, বঞ্চিত, শপ্ত, অবমানিত এবং তাড়িত হইলেও ঐ সকল মন্দকারীর প্রতি শাপ বিধান করেন না।" ১। ১৮। ৪৮।

সেই মহামুনি, পুত্রকে এবম্বিধ কথা বলিয়া রাজার কুশল চিন্তা করিতে লাগিলেন। কারণ, রাজা তাঁহার পুত্রকৃত শাপে অপকৃত হইয়াও সেই পুত্রকে অপকারযুক্ত করেন নাই। এই চিন্তার অবসরে তিনি আপনাপনি বিবেচনা করিয়া বলিলেন :—"আহা! রাজা কেনই বা শাপ বিধান করিবেন। যাঁহারা সাধু হয়েন, তাঁহারা ইহলোকে নানা প্রকার সুখদুঃখে পীড়িত হইয়াও কখন ব্যথিত বা হৃষ্ট হয়েন না; কারণ, তাঁহারা আপনাপন আত্মাকে অগুণ শ্রীহরির আশ্রয়ে রাখিয়াছেন।" ১। ১৮। ৪৯। ৫০।

ইতি শ্রীভাগবতে প্রথমস্কন্ধে অষ্টাদশাধ্যায়ে উপেন্দ্রকৃতানুবাদ

সমাপ্ত।

ব্যাখ্যা। কেবল সংসার ও বেদমর্য্যাদা রক্ষাকারী ব্রাহ্মণের বীর্য্য একদিকে, আর কেবল নিবৃত্তিপর ভক্তের বীর্য্য অপর দিকে। এই দুই বীর্য্যের সম্মান ও মহত্ত্ব রক্ষা কিরূপে হয়, ইহা বুঝাইতেই পরীক্ষিৎ ও শৃঙ্গী সংবাদ সূত প্রকাশ করিলেন।

ইতি শ্রীভাগবতে প্রথমস্কন্ধে অষ্টাদশাধ্যায়ে
উপেন্দ্রকৃতাধ্যাত্মব্যাখ্যা সমাপ্ত।

অথ ঊনবিংশ অধ্যায়।

অনন্তর সূত গোস্বামী শৌনকাদিকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন :—হে মুনে! মহারাজ পরীক্ষিৎ সেই মুনির স্কন্ধে সর্প যোজনা করিয়া গৃহে আসিয়া আপনার কর্ম্ম স্মরণ করত মহানুতাপ করিতে লাগিলেন। তিনি চিন্তা করিতে করিতে বলিলেন :—"হায়! হায়! আমি কি নীচকর্ম্মই করিলাম;—আমি কি পাপই করিলাম;—ব্রাহ্মণকে না চিনিতে পারিয়া কি অপরাধই করিলাম। হায়! হায়! আমি যেরূপে অবহেলা করিয়া পাপাচরণ করিয়াছি, তাহাতে আমার বিপদ অতি সত্বরই ঘটিবে। অতএব এক্ষণে আমার এই কামনা যে, যাহাতে আমি আর পাপ না করি, এমন ভাবের প্রায়শ্চিত্ত অতি শীঘ্রই যেন সাধিত হয়। ১। ১৯। ১। ২।

হায়! হায়! আমি যে পাপ করিয়াছি, তাহাতে এখনই ব্রহ্মকোপানল আসিয়া রাজ্য, ধন, বল সমস্তই দগ্ধ করুক; আর আমাকে এমন শিক্ষা দিউক, যেন আমি আর কখন পাপীয়সী দুর্ম্মতির বশবর্ত্তী হইয়া দ্বিজগবাদির পীড়ন না করি। ১। ১৯। ৩।

মহারাজ পরীক্ষিৎ এই ভাবে চিন্তা করিতেছেন, এমন সময়ে তিনি শমীক মুনির পুত্রোক্ত তক্ষক সাহায্যে মৃত্যুর কথা (দূতমুখে) শ্রবণ করিলেন এবং সেই শাপবিধান শ্রবণ করিয়া উহাকে সাধু ভাবিয়া, সেই তক্ষকানলরূপী বিধানকে বৈরাগ্য ধারণের নিমিত্ত বুঝিলেন। ১। ১৯। ৪।

মহারাজ পরীক্ষিৎ শাপ শ্রবণে বৈরাগ্যযুক্ত হইয়া রাজ্যের মধ্যে থাকিয়াই কি ইহলোক, কি পরলোক উভয়কেই ঘৃণা করিলেন; কেবল সেই শ্রীকৃষ্ণের চরণসেবা-কেই ঐ উভয় লোকের শ্রেষ্ঠ বিবেচনা করিয়া গঙ্গাতীরে যাইয়া প্রায়োপবেশন করিলেন। ১। ১৯। ৫।

যে গঙ্গা স্বয়ং লক্ষ্মীরূপিণী তুলসী দ্বারা বিমিশ্রিত হইয়া শ্রীকৃষ্ণের পদরেণু বহন পূর্ব্বক সর্ব্বত্র শোভিত রহিয়াছেন, এবং যিনি ঐ প্রকার বৈভবশালিনী হইয়া দেবতা-গণের সহিত কি ইহলোক, কি পরলোক উভয় লোকই পবিত্র করিয়াছেন, সেই পবিত্ররূপিণী গঙ্গার সেবা মর্ত্ত্য মানবকুলে জন্মগ্রহণ করিয়া কেনা করিবে? ১।১৯।৬।

ব্যাখ্যা। গঙ্গা কাহাকে বলে, তাহা আমি ইতিপূর্ব্বে বলিয়াছি। জগতে চৈতন্য-রূপিণী মায়াকে গঙ্গা কহে। পূর্ব্ব প্রমাণমতে মহা চৈতন্যশক্তিকে লক্ষ্মী কহে। চৈতন্যশক্তির সহিত মায়ার সম্মিলনই গঙ্গা ও তুলসী সম্মিলন বুঝিবে। তুলসীই লক্ষ্মীর নামান্তর মাত্র। আমরা ভুবনে যে জলরূপী গঙ্গাকে দেখিতে পাই, তাহা পূর্ব্বোক্ত গঙ্গাজ্ঞানের প্রমাণমাত্র।

আহা! সেই পাণ্ডবকুমার মনে মনে এইরূপ ধারণা করিয়া সর্ব্ববিষয়ের বৈরাগ্য-যুক্ত সর্ব্ববন্ধ হইতে মুক্ত হইয়া মুনিব্রত অবলম্বন পূর্ব্বক অনন্যচেষ্টায় শ্রীমুকুন্দের পদতলে হৃদয় সমর্পণ করিলেন; এবং ভোগাদি ত্যাগ করিয়া সেই বিষ্ণুপদী গঙ্গার তীরে প্রায়োপবেশন করিলেন। ১। ১৯। ৭।

ব্যাখ্যা। এই স্থানে শৃঙ্গী ঋষির শাপবাক্য রাজাকে পালন করিতে হইল। শৃঙ্গী নির্ঋতি মৃত্যু অবধারণ করিয়াছিলেন। নির্ঋতি শব্দের আভিধানিক অর্থ "কোন উপায় দ্বারা উপস্থিত বিপদ্ হইতে উদ্ধার হওয়া"। অভিধানের এই অর্থ সামঞ্জস্য করিয়া উহাতে মৃত্যুশব্দ যোজনা করিলে পরীক্ষিতের পক্ষে এই বোধ হয় যে, "মৃত্যু দ্বারা তুমি ঋষি অবমাননারূপ বিপদ্ হইতে উদ্ধার হও।"

মহারাজ পরীক্ষিৎ নিজ কৃত অপরাধের দণ্ড লইতে আপনার জীবন ত্যাগে কৃত-সঙ্কল্প হইয়া প্রায়োপবেশন করিলেন। ক্ষুধাতৃষ্ণা বিজয় করিয়া ঈশ্বরচিন্তা বা বৈরাগ্যোপবেশনকে প্রায়োপবেশন কহে। মহারাজ সেই শাপবাক্য প্রতিপাল-

নার্থে এক সপ্তাহের মধ্যে জীবন ত্যাগ করিবেন বলিয়া গঙ্গার তীরে প্রায়োপবেশন করিলেন।

মহারাজ পরীক্ষিৎ গঙ্গাতীরে উপবেশন করিলেন, এই সংবাদ চারিদিকে প্রচারিত হইল। সেই সংবাদ পাইয়া তাঁহাকে পবিত্র করিতে চতুর্দ্দিক হইতে ভুবনপবিত্র-কারী ঋষিগণ আপন আপন শিষ্যগণের সহিত তথায় উপস্থিত হইতে লাগিলেন। সেই সকল ঋষিগণ যথায় উপস্থিত হন, উপদেশ দ্বারা আপনারাই সংসারের সেই স্থানকে তীর্থরূপে পবিত্র করেন। ১। ১৯। ৮।

ব্যাখ্যা। এই শ্লোকের অর্থে গঙ্গা একটী নদীমাত্র। তীর্থ বলিতে ঈশ্বরজ্ঞান-শিক্ষার্থ চিত্তনিরোধক স্থান-তাহাও প্রমাণিত হইল।

মহর্ষি সূত কহিলেন :—মহারাজ পরীক্ষিৎ গঙ্গাতীর্থে প্রায়োপবেশন করিলে তাঁহাকে পবিত্র ও মুক্ত করিতে চতুর্দ্দিক হইতে ঋষিগণ আসিলেন; তাঁহারা তীর্থস্নানের কারণ আসেন নাই। কারণ, তাঁহারা প্রত্যেকেই এক একটী তীর্থস্বরূপ। তাঁহারা যথায় উদয় হয়েন, সেই স্থানকেই উপদেশ দ্বারা পবিত্র করিয়া থাকেন।

এই প্রমাণে এই বোধ হইবে, যেমন রোগীর পক্ষে ঔষধ ব্যবস্থের, আর নীরোগীর পক্ষে নয়; তেমনি চঞ্চল চিত্তের পক্ষে তীর্থ প্রয়োজনীয়, জ্ঞানীর পক্ষে নহে।

সেই স্থানে একে একে অত্রি বশিষ্ঠ, চ্যবন, শরদ্বান, অরিষ্টনেমি, ভৃগু, অঙ্গিরা, পরাশর, গাধিকুমার পরশুরাম, উতথ্য, ইন্দ্রপ্রমদ, সুবাহু, মেধাতিথি, দেবল, অষ্টি-সেন, ভরদ্বাজ, গৌতম, পিপ্পলাদ, মৈত্রেয়, ঔর্ব্ব, কবচ, দ্বৈপায়ন, ভগবান্ নারদ এবং ঋষিশ্রেষ্ঠ অরুণাদি, দেবর্ষি, মহর্ষি, রাজর্ষি ও ঋষিপ্রবরগণ তথায় আগমন করিলেন।

মহারাজ একে একে সকলকেই মস্তক অবনত করিয়া বন্দনা করিলেন, এবং একে একে সকলকেই পূজা করিলেন। ১। ১৯। ৯। ১০। ১১।

অনন্তর মহারাজ সকলের পূজাদি সমাপন করিয়া আপনার মনোভাব জানাইবার জন্য পুনরায় প্রণাম করিয়া—তিনি যে অবস্থায় বৈরাগ্যযুক্ত হইয়া, যে ব্রত অবলম্বন করিয়াছেন, তাহা তাঁহার পক্ষে হিতকর কি না, ইহা জানিতে শুদ্ধচিত্তে, যোড়হস্তে মুনিগণের অগ্রেস্থিত হইয়া বিজ্ঞাপন করিতে থাকিলেন। ১। ১৯। ১২।

হায় হায়! আমি যে গর্হিত কার্য্য করিয়াছি, তাহাতে আমাদের সমস্ত রাজকুলের কীর্ত্তি নষ্ট হইয়াছে। এমন কি, আমরা ব্রাহ্মণের পাদোদকের সম্মুখীন হইতেও পারিতেছি না। কিন্তু সকল রাজকুল হইতে আমরাই ধন্য, নচেৎ এমন গর্হিত কার্য্য করিয়াও কি প্রকারে মহোত্তমগণের অনুগ্রহের পাত্র হইলাম। ১। ১৯। ১৩।

ব্যাখ্যা। স্মৃতিতে বিশেষরূপে লিপিবদ্ধ আছে যে, যে ব্যক্তি ব্রাহ্মণকে অবমাননা করে, সে ব্রাহ্মণের পাদোদকেরও দূরে অবস্থান করিয়া থাকে।

এক্ষণে রাজা পরীক্ষিৎ ব্রাহ্মণের অবমাননা করিয়াছেন। তাহাতে তিনি ঐ স্মৃতির

নিয়মাবদ্ধ হইয়াছেন, ইহা স্থির হইল। যেমন এক কলস দুগ্ধে একবিন্দু গোমূত্র পতিত হইলে সমস্ত দুগ্ধ নাশপ্রাপ্ত হয়, তেমনি বংশের একটী পুত্র কুলাঙ্গার হইলে সমস্ত বংশই সুখ্যাতিহীন হইয়া লোকের ঘৃণিত হইয়া থাকে। এমন সুযশঃপূর্ণ পাণ্ডববংশে জন্মগ্রহণ করিয়া মহারাজ পরীক্ষিৎ ব্রাহ্মণের অবমাননা করিয়া সমস্ত বংশের খ্যাতি নাশ করিতে বসিলেন। তিনি যে কার্য্য করিয়াছেন, তাহাতে ব্রাহ্মণের সহবাস দূরে থাকুক, ব্রাহ্মণের পাদোদকসম্মুখেও থাকিতে পারিতেছেন না।

কিন্তু তাঁহার ভাগ্যে তাহা ঘটে নাই। ঋষিগণ অজ্ঞানকৃত অবমাননায় ক্ষুব্ধ না হইয়া পবিত্র রাজবংশোদ্ভব পরীক্ষিৎকে পবিত্র করিতে আপনারাই তথায় আগমন করিলেন।

এতদ্দর্শনে পরীক্ষিৎ আপনাকে আশ্চর্য্য ভাবিয়া বলিলেন:—"আমাদের রাজবংশ যে সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠবংশ, তাহা এতদিনে জানিলাম, মহোত্তমগণ যে আমাদের ক্ষত্রিয়কুলকে শ্রদ্ধা করেন, তাহাও এতদিনে জানিলাম। নচেৎ আমি যে কার্য্য করিয়াছি, তাহাতে ব্রাহ্মণের সহবাস দূরে থাকুক, ব্রাহ্মণের পাদোদকের সম্মুখেও থাকিতে পারিতাম না; কিন্তু এক্ষণে আমার ভাগ্যে তাহা না ঘটিয়া যে শুভ ঘটিল, ইহা অতি আশ্চর্য্যের বিষয়!!

হায়! হায়! আমি অতি পাপী। আমি একান্তই সংসারে অনুরক্ত। সংসারের প্রতি বিরক্ত করিয়া, আমাকে আপনার স্বরূপে লইবার জন্য স্বয়ং ঈশ্বরই দ্বিজশাপরূপে আমার বৈরাগ্যের উদয় করাইলেন। সংসারস্রোত ভয় করিয়া, অভয়স্বরূপ বৈরাগ্য ধারণ করাই এই শাপের উদ্দেশ্য।" ১।১৯।১৪।

ব্যাখ্যা। এতক্ষণে গূঢ়তত্ত্ব প্রকাশ হইল। এতক্ষণে রচনার রূপক নাশ প্রাপ্ত হইল। বৈরাগ্য না হইলে কেহ কখন সংসারত্যাগ করিতে পারে না। সেই প্রমাণটী উপাখ্যান দ্বারা প্রমাণিত করিবার জন্য সূত গোস্বামী এই ইতিহাস আখ্যান করিলেন।

মহারাজ পরীক্ষিৎ ভক্তিতে উন্মত্ত ছিলেন বটে, কিন্তু তিনি স্বরূপ ধারণা করিতে পারেন নাই। তাহাতেই তাঁহার দেহ সংশয় ছিল। সেই সংশয়বলেই তিনি শমীকের কণ্ঠে মৃত সর্প যোজনা করিয়াছিলেন। শমীকের পুত্র শৃঙ্গী সেই সংশয়চ্ছেদন করিতে রাজার হৃদয়ে বৈরাগ্য উদয় করিতেই শাপ প্রদান করিয়াছিলেন। বৈরাগ্যতেই স্বরূপভাবের উদয় হইয়া থাকে। সংসারাসক্ত-চিত্তে স্বরূপভাবের উদয় হয় না। কারণ, সংসারে মায়ার খেলায় সর্ব্বদাই মন চঞ্চল থাকে। মনের ক্রিয়া ইন্দ্রিয়সাহায্যে হয়। ইন্দ্রিয়ক্রিয়া বাসনাও রিপুসাহায্যে হয়, অতএব সংসারী কখনই স্বরূপ ভাবনা করিতে পারে না; স্বরূপ ভাবনায় চেষ্টা করিলেই সংসারী বাতাহত মেঘের ন্যায় সংশয়াচ্ছন্ন হইয়া হৃদয়ে বিশ্বাসকে ছিন্ন ভিন্ন করিয়া ফেলে। বালক ঋষি শৃঙ্গী—রাজাকে সামাজিক নিয়মে শাপদ্বারা শাস্তি দিলেন। ইহা অতি আশ্চর্য্য উপদেশ।

হে ঋষিগণ! আপনাদের শ্রীচরণে আমার এই প্রার্থনা যে, আমি ব্রাহ্মণাপমানকারী মহাপাপী। আমি একান্তচিত্তে আপনাদের শরণাগত হইলাম; এবং আমি দেবতা-রূপিণী গঙ্গারও শরণাগত হইয়াছি; এক্ষণে যে অবস্থায় উপস্থিত হইয়াছি; আর আমার ভয় নাই। এখন বিপ্রশাপই হোক বা কুহকী তক্ষকই হোক, স্বচ্ছন্দে আমাকে দংশন করুক্। আপনারা আমার প্রতি কৃপা করিয়া এই অন্তিম সময়ে আমাকে কোন উপাসনা শ্রবণ করান। ১। ১৯। ১৫।

হে ঋষিগণ! আমি আপনাদিগকে পুনরায় প্রণাম করি। আপনারা আমাকে এমন উপদেশ শ্রবণ করান, যাহাদ্বারা আমার মন সর্ব্বতোভাবে সেই অনন্তেতে সুলগ্ন হইয়া যায়। যাহাদ্বারা সেই অনন্তে আমার মতি জন্মে; যাহাতে তাঁহার আশ্রয়ী-গণের সঙ্গলাভ হয়। আমার তো জন্ম হইবেই। তবে আপনারা এমন বিধান করুন, যে উপায়ে ও সাধনায় আমি জন্মজন্মান্তরে সেই হরিভক্ত মহাজনের গৃহে জন্মিতে বা ভক্তজনের সহিত মিত্রতা করিতে পারি।" ১। ১৯। ১৬।

মহর্ষি সূত শৌনকাদিকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন:—হে ঋষিগণ! মহারাজ পরীক্ষিৎ এইরূপে মনোভাব প্রকাশ করিয়া হরিকথাশ্রবণোৎসুক হইয়া, স্বীয়পুত্র জন্মেজয়কে রাজ্যভার প্রদান পূর্ব্বক সমুদ্রপত্নী গঙ্গার দক্ষিণকূলে কুশাসনে উপবেসন পূর্ব্বক ধারণায় নিযুক্ত হইলেন। তাঁহার নয়ন জলোপরি পতিত রহিল। ১। ১৯। ১৭।

ব্যাখ্যা। এই স্থানে ধারণা আরম্ভ হইল। মহারাজ পরীক্ষিৎ আপন চিত্তকে স্থির করিয়া, বিষয়কার্য্য আপনার পুত্রকে প্রদান করিয়া সম্পূর্ণরূপে নিঃসঙ্গ হইয়া, ঋষিগণ-পরিবৃতা গঙ্গার দক্ষিণকূলে উপবেশন করিলেন। তথায় জলোপরি নয়নদৃষ্টি রাখি-লেন। ইহাই প্রথম ধারণার চিহ্ন। চিত্তকে সমুহ বিষয় হইতে আকর্ষণ করিয়া একটী বিষয়ে আনিতে পারিলেই চিত্তকে বশীভূত করা হইল। সেই বশীভূত চিত্তে যাহা ধারণা করা যাইবে, তাহাই সহজ বোধ হইবে; এবং তাহা হইতে সহজ স্বরূপ-ভাবের আবিষ্কার হইবে।

অনন্তর মহারাজ পরীক্ষিৎ পূর্ব্বপ্রকার গঙ্গার তীরে প্রায়োপবেশন করিলে ত্রিভু-বন আনন্দিত হইল। অলকাপুরী হইতে দেবগণ পুষ্পবৃষ্টি করিতে লাগিলেন; তাহাতে সমস্ত পৃথিবী শোভাময় হইয়া উঠিল এবং চতুর্দ্দিক্ হইতে দুন্দুভিবাদ্য বাজিতে লাগিল। ১। ১৯। ১৮।

যে সকল মহর্ষি তাঁহার প্রতি কৃপা করিয়া তাঁহাকে পবিত্র করিতে তথায় আসিয়াছিলেন, তাঁহারা এই প্রকার দৈবমঙ্গলাদি ও রাজার বৈরাগ্য দর্শন করিয়া অত্যন্ত আহ্লাদের সহিত রাজাকে "সাধু—সাধু" বলিতে লাগিলেন এবং পীড়িত প্রজা ও শরণ্যগণকে কৃপাকরণ অভ্যাস বা স্বভাব হেতু তাঁহারা রাজার উন্নতি অর্থে নির-ন্তর উত্তমশ্লোক শ্রীহরির গুণ বর্ণনা করিতে লাগিলেন। ১। ১৯। ১৯।

সেই মহর্ষিগণ রাজার প্রতি বলিলেন:—"হে রাজর্ষিপ্রবর! আপনার পক্ষে এ ঘটনা বড় আশ্চর্য্য নহে, যাঁহারা একবার অধ্যবসায় পরবশ হইয়া মহাব্রতে সেই শ্রীকৃষ্ণের পার্শ্বচর হইতে ইচ্ছা করেন, তাঁহারা যথার্থই এইরূপ মহাবৈরাগ্যশালী হইয়া রাজমুকুটকে সত্বরেই পরিত্যাগ করিয়া থাকেন।" ১।১৯।২০।

অনন্তর মহর্ষিগণ সকলে একচিত্ত হইয়া আপনাপনি বলিলেন:—"এই ভাগবত-প্রধান রাজা দেহত্যাগ করিয়া যতক্ষণ না সেই মায়ামমতাহীন, শোকতাপহীন, পর-লোক বৈকুণ্ঠধামে না গমন করেন, ততক্ষণ আমাদের এই স্থানে থাকা বিধেয় বলিয়া বোধ হইতেছে।" ১।১৯।২১।

মহারাজ পরীক্ষিৎ ঋষিগণের মুখে এই প্রকার গম্ভীরভাবযুক্ত সত্য ও অমৃতময় বাক্যধারা শ্রবণ করিয়া, হৃদয়ে অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইলেন। পুনরায় তিনি ঋষিগণকে বন্দনা ও শুশ্রূষা করিয়া শ্রীবিষ্ণুচরিত্র বর্ণনা করিতে বলিলেন। ১।১৯।২২।

মহারাজ তাঁহাদের সমীপে এই আশা প্রকাশ করিলেন, যে:—"হে মহর্ষিগণ! এই ত্রিলোকের উপরিস্থ সত্যলোকে যেমন দেবসমূহ মূর্ত্তিমান্ হইয়া অবস্থান করেন, তদ্রূপ আপনারাও চতুর্দ্দিক্ হইতে আগমন পূর্ব্বক আমার সম্মুখে মূর্ত্তিমান দেবতা বলিয়া প্রতীয়মান হইতেছেন।

হে মহাত্মাগণ! শরণাগতকে অনুগৃহীত করাই আপনাদের স্বভাবসিদ্ধ ধর্ম্ম; তাহার জন্যই আপনারা ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিয়া থাকেন; নচেৎ আমার কি ভাগ্য যে, আপনারা আমাকে অনুগ্রহ করিতে আসিয়াছেন।" ১।১৯।২৩।

মহারাজ পরীক্ষিৎ পূর্ব্বপ্রকারে ঋষিগণকে সংবর্দ্ধনা করিয়া বলিলেন:—"হে ঋষি-গণ! আপনাদের উপরে আমি সর্ব্বতোভাবে বিশ্বাস করিয়া ইহা জিজ্ঞাসা করিতেছি যে, আপনারা সকলে যখন আমাকে অনুগ্রহ করিতে আসিয়াছেন, তখন আপ-নারা সকলে একাত্মা হইয়া পরামর্শ করিয়া কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য বলুন:—আমার ন্যায় যাঁহারা মুমূর্ষু অবস্থায় উপস্থিত, তাঁহাদের কর্ত্তব্য কি, তাহা বিশেষরূপে শুদ্ধচিত্তে বিচার পূর্ব্বক বলুন; সর্ব্বাবস্থায় জীবেরই বা কি কর্ত্তব্য তাহাও বলুন।" ১।১১।২৪।

ব্যাখ্যা। মহারাজ পরীক্ষিৎ এতদূর সদাশয় ছিলেন এবং সর্ব্বলোকের প্রতি এমনি সমানভাবাপন্ন ছিলেন যে, তিনি কেবল আপনার হিতপ্রশ্ন না করিয়া আপনার অবস্থার পতিত সকল জীবের হিতেচ্ছা প্রকাশ করিলেন। শুদ্ধ সেই অবস্থায় পতিত ব্যক্তির হিতপ্রশ্ন করিলেও যদি তাঁহাকে পক্ষপাতী বলা যায়, সেই জন্য তিনি জীবের সর্ব্বাবস্থার মঙ্গলার্থ প্রশ্ন করিলেন।

মহারাজ পরীক্ষিৎ ঋষিগণকে এই প্রকার প্রশ্ন করিলেন। ঋষিগণ, আপনাপন অভিরুচিক্রমে জগতের হিতার্থে কেহ যজ্ঞ, কেহ যোগ, কেহ তপস্যা, কেহ দান প্রভৃতিকে কর্ত্তব্য বলিতেছেন; এমন সময়ে স্বেচ্ছাক্রমে পৃথিবী পর্য্যটনকারী, আদ-

জ্ঞানী, কোন প্রকার আশ্রমচিহ্নহীন, কাহার অপেক্ষা হীন, ভগবান ব্যাসকুমার বালক-গণে পরিবৃত হইয়া অবধূতবেশে সেই স্থানে আগমন করিলেন। ১। ১৯। ২৫।

সেই ষোড়শবর্ষীয় শুকদেবের সুকুমার চিহ্নযুক্ত পদদ্বয়, হস্তদ্বয়, উরুদেশ, কপোল-দেশ সংযুক্ত গাত্র ;—আর যুগল অক্ষি, উন্নতনাসা, সমান কর্ণদ্বয়, শোভাযুক্ত উভয় ভ্রূ সংযুক্ত বদন ; কম্বুরেখান্বিত কণ্ঠ, উভয় মাংসল স্কন্ধ, বিস্তীর্ণ এবং উন্নত বক্ষঃস্থল, রমণীয় ত্রিবলীযুক্ত উদরদেশ ; পরিধানে দিগম্বর অর্থাৎ উলঙ্গাবস্থা ; আজানুলম্বিত বাহু ; অমরোত্তম বিষ্ণুর ন্যায় আভাযুক্ত অঙ্গ ; শ্যামবর্ণ দেহের অত্যুত্তম শোভা স্বরূপ যৌবনাবস্থোচিত কান্তি ; এবং নারীগণের মনোজ্ঞ মনোহর হাস্য প্রভৃতি সন্দর্শন করিয়া, এই প্রকার অঙ্গলক্ষণে তাঁহাকে উত্তমলক্ষণাক্রান্ত জানিয়া, সেই সকল সমাগত মুনিগণ আপন আপন আসন ত্যাগ করিয়া সম্মানার্থ গাত্রোত্থান করিলেন। ১। ১৯। ২৬। ২৭। ২৮।

এদিকে মহারাজ পরীক্ষিত সেই বিষ্ণুরাৎ শুকদেবকে অতিথিরূপে সমাগত দেখিয়া আপনার শির নত করিয়া পূজা করিলেন এবং তাঁহাকে মাননীয় আসনে উপ-বেশন করিতে অনুরোধ করিলেন। সেই আনন্দময়মূর্ত্তি শুকদেব আসনে উপবেশন করিলে, তাঁহাকে উন্মত্ত ভাবিয়া যত বুদ্ধিহীন নর, জ্ঞানহীনা নারী ও বালকগণ পশ্চাৎ পশ্চাৎ আসিয়াছিল ; তাহারা তাঁহার এবম্বিধ পূজা দেখিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া প্রত্যাগমন করিল। ১। ১৯। ২৯।

অনন্তর শুকদেব রাজদত্ত ও ঋষিদত্ত আসন সাদরে গ্রহণ করিয়া তদুপরি উপ-বেশন করিলেন। তাঁহার চতুর্দ্দিকে রাজর্ষিগণ, দেবর্ষিগণ, ব্রহ্মর্ষিগণ একে একে বসিলেন। গ্রহ, নক্ষত্র এবং ঋক্ষগণের মধ্যে ভগবান চন্দ্রমা যেমন শোভা প্রাপ্ত হয়েন, ভগবান্ শুকও তদ্রূপ শোভাময় হইলেন। ১। ১৯। ৩০।

অনন্তর ভাগবতপ্রধান রাজা পরীক্ষিত সেই প্রশান্তমূর্ত্তিধারী—সর্ব্বশাস্ত্রার্থজ্ঞ, সুখাসীন, সেই মহামুনিকে পুনর্ব্বার মস্তক অবনত করিয়া প্রণাম পূর্ব্বক কৃতাঞ্জলি হইয়া, একে একে আপনার অন্তরস্থ সত্যবাক্য সকল প্রকাশ পূর্ব্বক জিজ্ঞাসা করিলেন। ১। ১৯। ৩১।

শ্রীপরীক্ষিত কহিলেন :—হে ব্রহ্মন্! অদ্য আমার ন্যায় পাপী ক্ষত্রিয়গণে কৃতার্থ হইল। অতএব আমিও কৃতার্থ হইলাম। কারণ, আপনার ন্যায় দুর্লভ ব্যক্তি আমার প্রতি কৃপা করিয়া আমাকে পবিত্র করিতে আগমন করিয়াছেন। ১। ১৯। ৩২।

হে ব্রহ্মন্! যাঁহাদের স্মরণমাত্রেই মানব সদ্য গৃহাশ্রমকে পবিত্র মনে করে, আপনি তদ্রূপ ব্যক্তি ; অতএব আপনাদের দর্শন, স্পর্শন, পাদধৌতকরণ ও বিশ্রামার্থ উপযুক্ত আসন প্রদানে আমার যে কি শ্রেয়োলাভ হইবে, তাহা বলিতে পারি না। ১। ১৯। ৩৩।

হে মহাযোগিন্! আপনি যখন আমার সম্মুখে ; তখন আমার আর কৃতপাপের ভয় কি? কারণ, আপনাদের দর্শনমাত্রেই—বিষ্ণুর সাক্ষাতে যেমন অসুরেরা বিনষ্ট

হয়, তেমনি সদ্য সদ্য আমার পাপসমূহ নষ্ট হইয়াছে। পাণ্ডবগণের প্রতি কৃপাবর্ষণকারী সেই ভগবান কৃষ্ণ আমাকে তাঁহার পিতৃস্বস্রেয় ভ্রাতৃগণের গোত্রসম্ভূত জানিয়া, আমার প্রতি কৃপা বর্ষণ করিতেছেন। নচেৎ অব্যক্তগতি, সিদ্ধাচারী এবং উদার-চরিত্র আপনার মূর্ত্তি আমার ন্যায় সামান্য মানবের মৃত্যুকালে কেন প্রকাশিত হইবে? ১। ১৯। ৩৪। ৩৫।

হে ভগবন্! হে যোগিগণের পরমগুরো! যদি আপনি অনুগ্রহ করিয়া অন্তিমে আমার সম্মুখে উপস্থিত হইয়াছেন, তবে আপনাকে এই জিজ্ঞাসা করিতেছি যে, কোন্ কোন্ কার্য্য আমার ন্যায় ম্রিয়মাণ পুরুষের উচিত, তাহা প্রকাশ করিয়া বলুন। ১। ১৯। ৩৬।

হে প্রভো! ম্রিয়মাণ জনের পক্ষে কোন্টী শ্রবণোচিত, কোন্টী জপকরণোচিত, কোন কার্য্যটী করণোচিত, কাহার স্মরণ বা ভজন করা উচিত এবং কোনগুলিই বা স্মরণাদি না করা উচিত, তাহাও কৃপা করিয়া বলুন। ১। ১৯। ৩৭। ৩৮।

হে ব্রহ্মন্! যখন দয়া করিয়া আসিয়াছেন, তখন অতি ত্বরায় পূর্ব্বোক্ত প্রশ্নের উত্তরে আমাকে কৃতার্থ করুন; কারণ, আপনার স্থিতির স্থিরতা নাই। আপনারা লোকালয়ে আসিয়া যতক্ষণে একটী গাভী দোহন হয়, ততক্ষণমাত্র ক্বচিত অবস্থান করেন। ১। ১৯। ৩৯।

এতদ্বিবরণ কহিয়া শ্রীসূত কহিলেন:—রাজা এই প্রকার মিষ্টবাক্য ব্যাসকুমারের প্রতি প্রয়োগ করিলে, বাদরায়ণি শুকদেব একে একে রাজার প্রশ্নের উত্তর করিতে লাগিলেন। ১। ১৯। ৪০।

ইতি শ্রীভাগবতে প্রথমস্কন্ধে উনবিংশ অধ্যায়ে বিশ্বামিত্রগোত্রজ ক্ষত্রিয় কায়স্থকুল-
সম্ভব কালিদাসস্য কুলে কুমারনগরবাসী চণ্ডীচরণজকালিদাসৌরস-
জোমেশনন্দনোপেন্দ্রকৃতানুবাদ সমাপ্ত।

ব্যাখ্যা। মহারাজ পরীক্ষিত ম্রিয়মাণগণ কোন্ কোন্ কর্ম্ম করিলে মৃত্যুযাতনায় পতিত না হইতে পারে, তাহাই শুকদেবকে জিজ্ঞাসা করিলেন। এই ভাগবত কেবল উপদেশ পুস্তক; আমি ক্ষুদ্রবুদ্ধি, কিন্তু স্বয়ং শ্রীধরস্বামী ত ক্ষুদ্রবুদ্ধি ছিলেন না এবং তিনি যে গুরুর নিকটে এই অভ্যাস করেন, সে গুরুও তো মূর্খ ছিলেন না। আমি প্রথমস্কন্ধ ব্যাখ্যায় সম্পূর্ণরূপে বিশিষ্টাদ্বৈতভাব প্রকাশ করিলাম। সুতোপদেশকে প্রমাণ স্থল করিলাম। ইহার সার ভাব প্রথমস্কন্ধের টীকার শেষে স্বামী যাহা প্রকাশ করিয়াছেন তাহা এই:—

"যিনি আর্য্যধর্ম্মজ শক্রঞ্জয় পরীক্ষিত রাজাকে ভুবনে আনিয়া, ব্রহ্ম-অস্ত্র হইতে তাঁহাকে রক্ষা করত, কপিজন্মরূপ আত্মোদেশ্যর খ্যাতি ভুবনে প্রকাশ করিয়াছেন

এবং যিনি শুকরূপে প্রকাশ হইয়া আপনার গোপ্যজ্ঞান পরীক্ষিত সাহায্যে ভুবনে প্রকাশ করাইয়া তাঁহাকে শাপ হইতে বিমুক্ত করিয়াছেন, সেই পরমানন্দময় মাধবকে আমি প্রণাম করি!"

ইহাতে বেশ স্পষ্ট বুঝা গেল যে, এই ভাগবতে ভক্তগণের হৃদয়ে জ্ঞান প্রদান পূর্ব্বক প্রেমভক্তি প্রদীপ্ত করিবার জন্যই মহর্ষি ব্যাস নারদের উপদেশ প্রকাশ করিয়াছেন; এবং সূতগোস্বামী শৌনকষঁজ্ঞে বিস্তারিতরূপে তাহাই প্রকাশ করিয়াছেন। উপাখ্যানে ভক্তিপ্রেমে মণ্ডিত জ্ঞানপ্রকাশই ভাগবতের উদ্দেশ্য।

ইতি শ্রীভাগবতে প্রথমস্কন্ধে উনবিংশাধ্যায়ে উপেন্দ্রকৃতাধ্যাত্ম ব্যাখ্যা সমাপ্ত।

ইতি প্রথমস্কন্ধ সমাপ্ত।

সচিত্র সানুবাদ ও সটীক

শ্রীমদ্ভাগবতসংহিতা।

মহাপুরাণ।

(শ্রুতি, মীমাংসা, ন্যায়, বেদান্ত, বৈষ্ণবশাস্ত্র ও সংহিতাদির মতে
সাধারণ ও আধ্যাত্মিক-ব্যাখ্যাসংযুক্ত)

দ্বিতীয়স্কন্ধ।



মদনমোহন মূর্ত্তি।

শ্রীউপেন্দ্রচন্দ্র মিত্র ভক্তিতীর্থ কর্ত্তৃক সঙ্কলিত।

কলিকাতা ১৬৪ নং মাণিকতলা ষ্ট্রীট, ভাগবত-সভা
হইতে প্রকাশিত।

[তৃতীয় সংস্করণ]

১৩৩ নং মস্‌জিদ্‌বাড়ী ষ্ট্রীট, "হরি-যন্ত্রে"
শ্রীযোগেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী দ্বারা মুদ্রিত।

সন ১৩০১ সাল। চৈত্র।

শ্রীমদ্ভাগবতসংহিতা।

মহাপুরাণ।

দ্বিতীয়স্কন্ধ।

প্রথম অধ্যায়।

ওঁ নমো ভগবতে বাসুদেবায়।

মহারাজ পরীক্ষিতের মুখে শ্রীশুকদেব পূর্ব্বোক্ত প্রশ্নাবলী শ্রবণ করিয়া সন্তুষ্ট হইলেন এবং একে একে উপদেশ দিতে আরম্ভ করিলেন;—শ্রীশুক কহিলেন;—হে রাজন্! আপনি যে সমস্ত প্রশ্ন করিয়াছেন, বিশেষতঃ ঐ সকল প্রশ্ন লোকগণের হিতার্থেই পৃষ্ট হইয়া থাকে। যাহা শ্রবণ করাই সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বলিয়া পুরুষগণের উপরে বিহিত হইয়াছে এবং আত্মজ্ঞানীগণ যাহা সম্মত বলিয়া বোধ করেন, এই প্রশ্নাবলী তদুপযুক্তই হইয়াছে। ২। ১। ১।

ব্যাখ্যা। প্রথমস্কন্ধের শেষে সুতগোস্বামী বলিয়াছেন যে, হে শৌনকাদি মুনিগণ—রাজা পরীক্ষিত মুমূর্ষুগণের হিতার্থে যে সকল প্রশ্ন শুকদেবকে জিজ্ঞাসা করেন; শুকদেব তচ্ছ্রবণে পরমানন্দিত হইয়া একে একে তদুত্তর দিয়াছিলেন।

এক্ষণে শ্রীশুকদেব রাজার ইচ্ছার উন্নতি দেখাইতেছেন। সন্দেহ নিরসন করাই গুরুর প্রধান কার্য্য। যে গুরু সন্দেহ নিরসন করিতে না পরিলেন, তিনি গুরু নামেরই যোগ্য নহেন। প্রথমে শুকদেব রাজার সন্দেহ নাশ করিয়া, আপনাতে তাঁহার বিশ্বাস স্থির করিতে চেষ্টা করিলেন।

যেমন কোন একটী বিপদাক্রান্ত ব্যক্তি কোন একটী মহাজনের নিকটে গমন করিয়া আত্মবিপজ্জ্ঞাপন করিলে; মহাজন তাহা শুনিয়া প্রথমে নিজের নিকটে আবেদিত প্রয়োজনের শ্রেষ্ঠতা দেখাইয়া থাকেন। অর্থাৎ ঐ আগন্তুক যেন বলিল "হে মহাশয় আমার জননীর কাল হইয়াছে; আমার আশা যে আমি কিঞ্চিৎ ব্যয়াদি করিয়া মাতৃদায় হইতে মুক্ত হই। অতএব যাহাতে আমি লোকনিন্দায় পতিত না হই সেই উপদেশ আমাকে দিউন।" এই প্রশ্ন শুনিয়াই মহাজন বলিলেন যে, দেখ বাবু, তুমি

যে জননীর সৎকার্য্যে ব্যয় করিতেছ, ইহাপেক্ষা পুণ্য কার্য্য আর কি আছে, অতএব আমার উপদেশরূপী সামান্ত সাহায্যে যদি তোমার এমন পুণ্য কার্য্যের কথঞ্চিৎ উপকার হয়, তবে ইহাপেক্ষা আর আমার সৌভাগ্য কি আছে।" আগন্তুক এই কথা শুনিয়া আনন্দিত হইল। কারণ তাঁহার আশার শ্রেষ্ঠত্বই লাভ হইল। যে যাহা মনন করে এবং যাহার দ্বারা তাহা সফল হয়, তাহাকেই বিশ্বাস করা যায়, ইহা স্বাভাবিক নিয়ম। এই নিয়মেই শুকদেবকে শিষ্যগণ প্রথমে বিশ্বাস করিয়া থাকে। ইহার নাম প্রবোধ বা প্ররোচনা। এক্ষণে শুকদেব যে রাজা পরীক্ষিতের প্রশ্নাবলীকে প্রশংসা করিলেন, তাঁহার কারণই পরীক্ষিতের সন্দেহ নিরসন।

হে রাজেন্দ্র! গৃহস্থ সংসারীগণের মধ্যে কেহ আত্মতত্ত্ব জানিতে ইচ্ছুক হইলে, ভগবৎ-বিষয়ক শ্রবণকীর্ত্তনাদির উপদেশ সহস্র সহস্র বর্ত্তমান রহিয়াছে। কিন্তু কি দুঃখের বিষয়! ঐ সকল সংসারীগণ এমন যে রাত্রি কাল, তাহাকে নিদ্রায় কাটাইতেছে! এমন যে জীবিতকাল, ইহাকে রতিক্রিয়ায় ধ্বংস করিতেছে! এমন যে দিবাভাগ, ইহাকে কুটুম্বগণের ভরণপোষণে এবং ধনোপার্জ্জনে ব্যাপৃত রাখিয়া কাটাইতেছে।

হে রাজন্! তাহারা মায়ায় আবৃত হইয়া, আপন আপন দেহকে, অপত্য ও কলত্র প্রভৃতি আত্মবন্ধনসৈন্যগণে পরিবৃত করিয়া রাখিয়াছে। বিশেষতঃ ঐ সকলের সাহায্যে এতদূর প্রমত্ত হইয়াছে যে, আপনাপন পিতামাতাগণের মৃত্যু অবলোকন করিয়া, আপনারাও যে বিনশ্বর, তাহা অনুভব কিম্বা স্থির কবিতে পারিতেছে না। ২। ১। ২। ৩। ৪।

ব্যাখ্যা। শুকদেব যে সংসার হইতে কত উচ্চ পদবীতে অবস্থান করিতেছেন তাহা এই স্থানে প্রকাশিত হইল। যে ব্যক্তি জলে ডুবিয়া থাকে, সেই কেবল ডোবাতে যে কি কষ্ট ইহার অনুভব মাত্র নিজে করিয়া থাকে। কিন্তু যে জলে ডুবিয়া উপরে উঠিতে পারে, সে ব্যক্তি জলে ডোবার কি কষ্ট তাহা স্বচ্ছন্দে অপরকে বলিতে পারে। এস্থলে মায়াকে জল মনে কর। মায়া ভিন্ন কেহ জন্মাইতে পারে না। অতএব জীব মাত্রেই মায়াতে ডুবিয়া থাকে। যেমন জল হইতে পৃথিবীর প্রকাশ পাইয়াছে, কিন্তু জল ও পৃথিবী দুইটী বিভিন্ন অবস্থায় প্রকাশিত রহিয়াছে। তেমনি একা মায়াতেই বিদ্যা ও অবিদ্যা নাম্নি দুইটী শক্তি আছে। স্থলভাগে সুখাসীন জীব যেমন জলে থাকিতে ভাল বাসে না। তেমনি ঈশ্বরের স্বরূপে গঠিত মানব কখনই অবিদ্যাচ্ছন্না মায়াতে থাকিতে ভাল বাসে না। ঐ অবিদ্যাকে জল ভাবিলে আর বিদ্যাকে স্থল ভাবিলে, শুকদেব অবিদ্যা মণ্ডিত মানব অপেক্ষা যে কত উচ্চ তাহা বলা যায় না।

শুকদেব এইস্থানে জ্ঞানপথে আনিবার জন্ত প্রথমে বৈরাগ্য উপদেশ দিলেন; জ্ঞানী অপেক্ষা মায়ামণ্ডিত জনে যে কত দুঃখভোগ করে তাহা দেখাইতেছেন। এই উপদেশকে অন্নাশক্তি কহে। ইহা বুঝিলে শিষ্যের পূর্ণাশক্তি উপস্থিত হইয়া থাকে।

হে ভরতবংশোদ্ভব মহারাজ পরীক্ষিত! আপনি আমাকে মুমূর্ষু ব্যক্তির উন্নতি-বিধান করিতে বলিয়াছিলেন; সেই জন্য আমি এই মাত্র উপদেশ বিধান করিতেছি যে;—ভগবানের বহুবিধ নাম ও স্বরূপ জগতে প্রকাশিত আছে, তন্মধ্যে সেই ঈশ্বরের হরিনামটাই মুমূর্ষুর পক্ষে শ্রবণ, স্মরণ ও কীর্ত্তনের উপযোগী হইতেছে, কারণ ঐ হরিনামটী মোক্ষের উপায়স্বরূপ হইতেছে। ২। ১। ৫।

ব্যাখ্যা। রাজা পরীক্ষিত যে ইতিপূর্ব্বে শুকদেবকে শ্রবণ ও মননাদি বিষয়ক প্রশ্ন করেন। শুকদেব এক্ষণে তাহার উত্তর আরম্ভ করিলেন। শুকদেব বলিলেন;—হে রাজন্! প্রাণী সর্ব্বাবস্থায়, ঈশ্বরের যে "হরি" নামটী প্রকাশিত আছে, তাহাই যেন শ্রবণ, স্মরণ ও কীর্ত্তন করে। কারণ ঈশ্বর সৃষ্টিভেদে বহুরূপে ও গুণে কল্পিত হইয়াছেন। তাঁহার শক্তি ও সত্ত্বাবলে তিনি প্রপন্নগণের দুঃখ হরণ করেন এই জন্য তাঁহার বহুনামের মধ্যে হরণকারী অর্থসম্পন্ন হরিনাম ও তদীয় ভাবই মুমূর্ষুর পক্ষে হিতকারী। শৈব, শাক্ত, সৌর, গাণপত্য ও বৈষ্ণব এই পঞ্চ উপাসনার মধ্যে সকল উদ্দিষ্ট দেবতাই, সেই ভগবানের মুক্তিপ্রদায়ী স্বভাবের ভিন্ন ভিন্ন স্বরূপ হইতেছেন। সেই উপাস্য দেবতাগণের মধ্যেও দুঃখহরণকারী গুণ সমাবিষ্ট আছে। শিব, দুর্গা, বিষ্ণু, সূর্য্য ও গণপতি প্রভৃতিও সেই হরিনামের দ্বারা বাচ্য হয়েন। ইহার মীমাংসা ক্রমে হইবে।

এই নিয়মে বৈষ্ণবগণের কল্পিত শ্রীহরিমূর্ত্তি ও নাম সর্ব্বাবস্থায় মোক্ষেচ্ছুর পক্ষে উপযুক্ত। কারণ এই হরি শব্দের অর্থ মায়াবন্ধ হইতে বিচ্ছিন্নকরণ এবং সেই হরিনাম কেবল শান্তি স্থান। তাহাতে এই বিবেচনা হইল যে, হরিমূর্ত্তিতে ঈশ্বরের সকল বিভূতির স্বরূপ বর্ণনা করা হইয়াছে।

হে রাজন্! এই যে শ্রীহরিচিন্তাকে মোক্ষোপায়স্বরূপ কহিলাম, ইহাতে শ্রীনারায়ণকে অন্তকালাবধি স্মৃতিতে রাখার প্রয়োজন হইবে। বিশেষতঃ এই যে জন্ম দেখিতেছেন, ইহা পাইয়া একমাত্র অন্তকালে নারায়ণস্মৃতিই পরমলাভ জানিবেন। অতএব সাংখ্যবিদ্যার পারদর্শী এবং অষ্টাঙ্গযোগে নিমগ্ন থাকিয়া, স্বধর্ম্ম পালনপূর্ব্বক চিত্তশুদ্ধ করিলেও নারায়ণ-স্মৃতি রক্ষা করিতে হয়। ২। ১। ৬।

ব্যাখ্যা। এই স্থানে শ্রীশুক যোগাঙ্গের গুণ প্রকাশ করিলেন। তিনি বলিলেন;—হে রাজন্! বাসনাই জন্মমোক্ষের মূলাধার। স্মৃতিই সেই ভাবনার নিবাসস্থল। বিশেষতঃ শক্তিই আবার স্মৃতিপোষক। শক্তি বিনা স্মৃতি থাকে না। এই যে দুর্লভ মানবজন্ম জীবে প্রাপ্ত হইল। এই জন্মের পরমলাভ একমাত্র অন্তিম সময়াবধি স্মৃতি রক্ষণ এবং তন্মধ্যে "নারায়ণ" নাম গ্রথিত করণ। এই মানবজন্মই সকল প্রাণীজন্মাপেক্ষা শ্রেষ্ঠজন্ম। বিজ্ঞজনে এই স্থির করিলেন যে, এই শ্রেষ্ঠ জন্ম লাভ করিয়া, অপরাপর যোনিজগণের ন্যায় যদি নিদ্রা, ক্ষুধা, ভয়, আলস্য এবং মৈথুনের অধীনে থাকিতে হইল, তবে আর উত্তমাধম জন্মের ভিন্নতা রহিল কি?

শুকদেব কহিলেন, দেহত্যাগকালাবধি স্মৃতি রাখিতে হইবে। ঐ স্মৃতি তেজের অধীন। তেজঃ কালের অধীন। পবনই কালাংশ রূপে তেজের প্রকাশ কর্ত্তা। ঐ পবনকে বিজয় করিতে পারিলে তেজকে রাখা যায়। এই পবন সহিত ধারণার কৌশলকে অষ্টাঙ্গযোগ কহে। শুকদেব সেইজন্যই বলিলেন যে স্বধর্ম্মানুসারে যথাসাধ্য অষ্টাঙ্গযোগকরণ মায়ামণ্ডিত জীবের পক্ষে উচিত। কারণ ঐ যোগের সাহায্যে তেজঃ রহিল। তেজঃ থাকিলে স্মৃতি রহিল। যখন কালশক্তির হ্রাসে এই দেহ নাশ হইবে, তখনো তেজঃ অন্তরে অবস্থান করিবে। অতএব স্মৃতিও থাকিবে। সেই স্মৃতিতে কামনা রাখিলে কামনামতে জন্ম ও মরণাদি হইয়া থাকে। অতএব সেই বাসনাতে কাম্য বিষয়ভাবনা ত্যাগ করিয়া, হরিকে স্মরণে স্থাপন করিবে। তাহাতে মানব মাত্রেরই দেহেতে তৎস্মৃতি লাভ হইবে। আত্ম ও অনাত্মবিবেকের নাম সাংখ্য। যে বিদ্যার দ্বারা আত্মা বুঝিয়া অনাত্ম বস্তুকে বুঝা যায়, তাহাকেই সাংখ্য শাস্ত্র কহে।

সাংখ্যমতে অনাত্ম বিষয় ত্যাগ করিয়া, আত্মাতে দৃষ্টি রাখিয়া, ইন্দ্রিয়াদির দ্বারা সেই আত্মাকে অনুভব করা যায়। ইহাকে "সোঽহং" ভাবও কহে। ইহাই জ্ঞানীর জীবন্মুক্তি, প্রেমিকের মহাপ্রেম। ইহাতে ভগবৎস্মৃতি লাভমাত্র হইয়া থাকে। নির্ব্বাণ হয় না।

হে রাজন্! এই জন্যই মুনিগণ নির্গুণ অবস্থা ধারণ করিয়া, বিধি ও নিষেধবাক্যরূপী পাপ এবং পুণ্যাদি হইতে নিবৃত্ত হইয়া, একমাত্র শ্রীহরিকথায় রমণ করিয়া থাকেন। ২।১।৭।

ব্যাখ্যা। রজ্জু যেমন দগ্ধ হইলেও রজ্জুত্বের আকারে থাকে; কিন্তু পূর্ব্ববৎ কার্য্যকারী হয় না। তেমনি মুনিগণের রিপু ও ইন্দ্রিয়াদি সত্ত্বে তাঁহারা উহাদের অক্ষমপ্রভ করিয়া রাখিয়াছেন। ইহাকেই বিধি ও নিষেধের অতীত অবস্থা কহে।

ইহাতে শ্রীশুক এই মনোভাব প্রকাশ করিলেন, যে, মানব সংসারেই থাকুক, আর বৈরাগ্যই গ্রহণ করুক, শ্রীহরিকে স্মরণ রাখিলেই তাহার কর্ত্তব্য সাধন হইল। কিন্তু সংসারে থাকিলে, গুণভেদে অনেক বিপদে পতিত হইতে হয়। সংসার ত্যাগ করিলে, আর সে সমস্ত বিপদের অধীন হইতে হয় না। হে রাজন্! আপনি সংসারে থাকিয়াও জন্মাবধি হরি ভিন্ন কিছুই জানিতেন না, কিন্তু প্রকৃতি দোষে আপনি সমাজে দূষিত হইলেন এবং আপনাকে পাপের ফলরূপী শাপোক্ত মৃত্যুবিধান গ্রাহ্য করিতে হইল। অতএব অধিক কথা কি বলিব!! বৈরাগী না হইলে নিঃসন্দেহে সেই হরিপ্রেমপীযূষের সুধা ভোগ করা যায় না।

হে রাজন্! এক্ষণে আপনার চরমকালের হিতার্থে আমি যাহা বলিব, ইহার নাম "ভাগবত পুরাণ" ইহা সর্ববেদ তুল্য। এই মহাপুরাণ আমি দ্বাপরের আদিকালে পিতা দ্বৈপায়নের নিকট হইতে অধ্যয়ন করিয়াছিলাম। ২।১।৮।

হে রাজন্! আমি নির্গুণ অবস্থায় অবস্থিত থাকিয়াও উত্তমশ্লোক ভগবানের লীলাবর্ণনকথা ভাগবতে আখ্যাত থাকা প্রযুক্ত, উহা শ্রবণে আসক্তচিত্ত হইয়াছিলাম। সেই জন্যই এই ভাগবত পাঠ করিয়াছিলাম। ২। ১। ৯।

ব্যাখ্যা। এই কথায় আর একটী ভাব রহিল, যেমন কোন অজ্ঞকর্ত্তৃক প্রযোজ্য পথ্য যদ্যপি পথ্যবিৎ জনকে জানাইয়া রোগীকে সেবন করান যায়, তাহাতে আর দোষ থাকে না। সেইরূপ শ্রীব্যাস গুণযুক্ত ও মায়ামণ্ডিত ছিলেন, তাঁহার পূর্ব্বতন অনুভাবিত-কল্পনায় প্রসূত নিষ্কাম উপদেশরূপী ভাগবতে—যথার্থ ভাবে ভগবানের রূপ, নাম ও গুণাদি কীর্ত্তিত হইয়াছে কি না তাহাই শুকদ্বারা পরীক্ষিত করিলেন। কারণ হৃদয়ে আত্মারোপের স্বরূপ যে ভাবের প্রতিভাত হইয়াছিল, তাহার সহিত ভাগবতের প্রকরণ মিলিল কি না ইহারই পরীক্ষা হইল। না মিলিলে ভাগবত মিথ্যা হইত। সিদ্ধের অন্তরের সহিত উপদেশ সঙ্গত না হইলে যাহা মিথ্যা রূপে জগতে কথিত হইয়া থাকে, পরীক্ষিতের প্রতি ঐ কথা বলায়, শ্রীভগবতই যে সত্য ও পরীক্ষিত এবং এই সদুপদেশে তিনি যে মুক্তি পাইতে পারিবেন, এমন সাহস পাইলেন।

হে রাজন্! আপনি একজন মহাবৈষ্ণব হইতেছেন। আপনাকে আমি সেই ভাগবত শাস্ত্র শুনাইব; তাহা হইলে সেই শাস্ত্রোপদেশ সাহায্যে আপনার মুকুন্দের প্রতি অবিনশ্বরা রতি নিরুদ্ধা হইবে। ২। ১। ১০।

হে নৃপ! যাঁহারা মোক্ষ ইচ্ছা করিয়া যোগধর্ম্মাবলম্বন করেন এবং যাঁহারা একমাত্র সেই বৈকুণ্ঠ লাভ ইচ্ছা করেন, তাঁহাদের পক্ষে হরিনাম কীর্ত্তন ভিন্ন উত্তম উপদেশ আর নাই। ২। ১। ১১।

ইহ সংসারে সহস্র সহস্র বৎসর নানাবিধ শাস্ত্রালোচনা দ্বারা জ্ঞানের পরীক্ষা করিলেও প্রমত্তগণের কি হইবে, তাহারা যদ্যপি এক মুহূর্ত্তও হরিবিষয়ক জ্ঞানলাভ করিতে পারে, তাহা হইলেই কৃতার্থ হইতে পারিবে। ২। ১। ১২।

হে রাজন্। আমি যাহা বলিলাম ইহা যথার্থ। দেখুন, এই ধরামণ্ডলে খট্টাঙ্গ নামে এক রাজা ছিলেন; তিনি আপনার আয়ুর পরিমাণ জানিতে পারিয়া, এক মুহূর্ত্তের মধ্যে সমস্ত বিষয় ত্যাগ করিয়া, বৈরাগ্য অবলম্বন পূর্ব্বক হরিস্মরণে বৈকুণ্ঠলোক প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। ২। ১। ১৩।

হে কৌরব! এক্ষণে সপ্তাহকালমাত্র আপনার জীবন আপনার দেহে রহিয়াছে, আপনি স্বচ্ছন্দে এই সময়ের মধ্যে, মনে সঙ্কল্প করিয়া পারলৌকিক হিতসাধন করুণ, তাহাতেই আপনার শ্রেয়োলাভ হইবে। ২। ১। ১৪।

হে রাজন্! যে উপায়ে চিত্তকে নিরুদ্ধ করিয়া শ্রীহরিকে স্মরণে রাখিতে হয়, তাহার বিধান বলিতেছি শ্রবণ করুণ। পুরুষ যখন অনন্তকালকে আয়ুঃহরণার্থ সমাগতপ্রায় দেখিবেন, তখন মৃত্যুভয় নিবারণ করিতে প্রথমে অসঙ্গরূপ শস্ত্রদ্বারা মায়াবন্ধন এবং দেহের সুখস্পৃহা ত্যাগ করিবেন। ২। ১। ১৫।

তখন সেই ধীর মায়াবন্ধন ছেদন করিয়া, গৃহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া, প্রব্রজ্যা অবলম্বন করিবেন, পুণ্যতীর্থজলে স্নান করিবেন, সর্ব্বদা পবিত্র থাকিবেন, যোগবিধি অনুসারে আসনাদির কল্পনা করিয়া তদুপরি উপবেশন করিবেন। ২। ১। ১৬।

পরে সেই সাধক মনকে স্থির করিয়া পবিত্র হইয়া শ্রেয়ঃস্বরূপ ত্র্যক্ষরযুক্ত ব্রহ্মবর্ণ (ওঁ) ধারণা করিতে অভ্যাস করিবেন এবং শ্বাস জয় করিয়া সেই ব্রহ্মবীজ ওঁকারকে মনে সমর্পণ করিয়া সর্ব্বদা স্মরণে রাখিবেন। ২। ১। ১৭।

তদন্তে সাধক মনকে বিষয়ব্যাপার হইতে এবং ইন্দ্রিয়কে বিষয় হইতে গ্রহণ করিবেন, বুদ্ধিকে সারথী করিয়া কর্ম্মেতে বিক্ষিপ্ত মনোময় আশাকে ফিরাইয়া, শ্রীহরি স্মরণরূপ শুভ উদ্দেশে স্থাপন করিবেন। ২। ১। ১৮।

পরে সেই সাধক বিষয়ব্যাপার হইতে চিত্তকে গ্রহণ করিয়া তৎসাহায্যে সমূর্ত্তি হরির এক একটি অবয়ব ধ্যান করিতে আরম্ভ করিবেন। মনকে সকল বিষয়চিন্তা হইতে মুক্ত রাখিবেন; কোন প্রকার অপর চিন্তা যেন তাহাতে উদয় না হয়। এই রূপ চেষ্টা করিয়া উহাকে সেই বিষ্ণুর পরমপদে সংযুক্ত করিয়া ফেলিবেন। হে রাজন্! এই ধর্ম্মই শ্রেষ্ঠ। এই পদই পরমপদ। এই স্থানেই চিত্তকে উপশান্ত করিয়া রাখিতে হয়। ২। ১। ১৯।

এই দৈহিক মনস্থ চিত্ত রজঃ ও তমোগুণদ্বারা বিক্ষিপ্ত ও মূঢ় অবস্থা প্রাপ্ত হইয়া থাকে। ঐ অবস্থা হইতে পূর্ব্বোক্ত ধীরসাধক পুনশ্চ মনকে ধারণায় নিযুক্ত করিবেন। এই রূপে বারম্বার চিত্তকে ধারণায় নিযুক্ত করিতে করিতে রজঃ ও তমোরূপী বিক্ষেপ-কারক মালিন্য একেবারে বিনষ্ট হইয়া যায়। ২। ১। ২০।

চিত্তকে এইরূপে ধারণায় স্থির করিতে পারিলেই ভক্তে, যোগী হইয়া উঠেন এবং ঐ সময় যোগীগণের সিদ্ধিলক্ষণ উপস্থিত হয়। এই ভক্তিযোগ সুসম্পন্ন হইলেই সাধক যোগবলে আত্মার হিত আপনিই দেখিতে পাইয়া থাকেন। ২। ১। ২১।

সাধক ঈশ্বরের সাবয়বমূর্ত্তি হৃদয়ে আনিয়া তাঁহার প্রত্যেক অবয়বের—প্রথমে তামসিক, পরে রাজসিক, পরে সাত্ত্বিক ধ্যান আরম্ভ করিবেন।

ব্যাখ্যা। মন বড় সামান্য বস্তু নহে। উহাই দেহের কর্ত্তা। কর্ত্তার অবহেলায় যেমন সম্পত্তি বিনাশ হয়, তেমনি মানবদেহরূপী অমূল্য সম্পত্তি জীবাত্মা পাইয়াও এক মনোরূপী কর্ত্তার অবহেলায় সকল নষ্ট করিতেছেন, আর আপনিও দূষিত থাকিতেছেন। এই যে মন, ইহা মন, চিত্ত, বুদ্ধি, অহঙ্কার এই চারিভাবে অন্তরে বিভাজিত হইয়া বিভিন্ন ক্রিয়াবান্ রহিয়াছে। শুদ্ধস্মৃতিস্থলকে চিত্ত কহে। ঐ চিত্তই সর্ব্বাপেক্ষা মানব জীবনের উন্নতির মিত্র ও শত্রু। ইহার ক্ষিপ্ত, মূঢ়, বিক্ষিপ্ত, একাগ্র ও নিরুদ্ধ এই পাঁচটি অবস্থা আছে। তন্মধ্যে ক্ষিপ্ত, বিক্ষিপ্ত ও মূঢ় এই তিন অবস্থা বড় ভয়ঙ্কর। রক্তাধিক্যে দেহ অগ্নিময় হইলে ধারণার স্থান দগ্ধ হইয়া যায়। সে অবস্থার মনকে পাগল বলে। ধারণার স্থির নাই বলিয়া পাগলের পক্ষে সদাজনিয়মের স্থির থাকে

না। শিক্ষিত কৌশল ভুলিয়া প্রযোজ্য বচনের অপ্রণালীত্ব প্রকাশ করে। বাতাধিক্যে ধারণার স্থান কখন বা আবৃত হইয়া যায়। এই অবস্থার লোককে মূঢ় কহে। আলস্যই ইহার প্রধান লক্ষণ। চিন্তানলে দগ্ধীভূত চিত্তের বিক্ষিপ্ত অবস্থা উপস্থিত হইয়া থাকে। সংসারী মাত্রেরই এই অবস্থা দেখা যায়। বাসনায় উৎফুল্ল হইয়া কর্ত্তব্য সাধনার্থে চিত্তের একাগ্রতা প্রকাশ পায়। প্রতিজ্ঞা সংরক্ষণার্থে নিরুদ্ধ অবস্থা প্রকাশ পায়। চিত্তের এই লক্ষণই যোগীগণের উপযোগী। চিত্তাপেক্ষা বুদ্ধিই বিশেষ উপকারী। বুদ্ধি না হইলে মনোচিত্ত শাসিত হয় না এবং জ্ঞানও প্রকাশ হয় না। সদসৎ বিবেচনা প্রবৃত্তিকেই বুদ্ধি কহে। ভেদাভেদ বোধক প্রবৃত্তিকেই অহঙ্কার কহে।

এই তো মনের কথা বলিলাম। পূর্ব্বোক্ত যোগীকে মন, চিত্ত, বুদ্ধি ও অহঙ্কার একত্রীভূত করিতে হয়। সাধক বুদ্ধির দ্বারা মনকে বিষয়বাসনা হইতে আকর্ষণ করিয়া, তাহাতে শ্রীহরিনামীয় স্মৃতি উপকরণ প্রদান করিয়া, সেই উপকরণের সহিত তাহাকে চিত্তে সংযুক্ত করিতে হয়। জলসিক্ত কাষ্ঠ যেমন চুল্লীতে কখন জ্বলে, কখন নির্ব্বাপিত হয়; তেমনি বিষয়াসক্ত চিত্ত এই নিরুপাধি সংযুক্ত হরিনাম ধারণা করিলে, তাহার স্বভাবসিদ্ধ বিষয় চেষ্টা কখন কার্য্যকর হয়; আবার কখন অকার্য্যকরও হইয়া থাকে। এই অকার্য্যকর অবস্থাতে কেহ বা আলস্যাক্রান্ত হইয়া মুগ্ধভাব, কেহ বা চঞ্চলতাহেতু বিক্ষিপ্তভাব, কেহ বা একাগ্রভাব প্রকাশ করে। সাধকের এবিষয়ে সাবধান হইতে হয়। যেমন অরণ্যবাসী পক্ষীকে পিঞ্জরাবদ্ধ করিয়া রাখিলে প্রথমতঃ সে অরণ্যের সুখ স্মরণ করিয়া তথায় যাইতে প্রয়াস পায়; পরে পোষণের সুখ জানিতে পারিলে আর যায় না। তেমনি শ্রীহরিস্মৃতিযুক্ত মনোসংলিপ্তচিত্ত প্রথমাবস্থায় ইন্দ্রিয় কর্ত্তৃক আস্বাদিত বিষয়ব্যাপারত্যাগে ক্ষণে ক্ষণে চঞ্চল হইয়া পড়ে। তখন সাধক চিত্তের চাঞ্চল্য দূর করিয়া ক্রমাগত ধারণা স্থির করিলে, চিত্তের স্বভাবসিদ্ধ অভ্যাসে চিত্ত আপনিই শ্রীহরিধারণায় বশীভূত হইয়া যায়।

যখন সাধক চিত্ত স্থির করিতে পারিলেন, তখন তাঁহার রজঃ ও তমোগুণ দূর হইল। রজঃ ও তমোগুণ দূর হইলে শুদ্ধসত্ব প্রকাশ হইল। এই সত্বের আবিষ্কারে, যাহা লাভ হইবার জন্য এত কষ্ট স্বীকার করা হইল, তখন সেই পরমজ্ঞান প্রকাশিত হয়। এই সাধনকে ভক্তিযোগ কহে। এই ভক্তিযোগকেই মহাপ্রেম কহে। সংসারীগণ সারূপ্যলাভেই ইচ্ছুক। সেই জন্য শ্রীশুক আত্মাকে শ্রীহরিভাবময় করিবার উপদেশ দিলেন।

মহারাজ পরীক্ষিৎ শুকদেবের উপদেশ শ্রবণ করিয়া আশ্চর্য্য হইয়া বলিলেন;—হে ব্রহ্মন্! আপনি যাহা বলিলেন তাহা অতি সদুপায় হইতেছে। এক্ষণে অনুগ্রহ করিয়া বলুন, যে, কিরূপ ধারণা সর্ব্বসম্মত এবং কিরূপ ধারণা করিলে মনের পাপ আশু বিনষ্ট হইয়া যায়। ২। ১। ২২।

শুকদেব রাজার এবম্বিধ আগ্রহ দেখিয়া স্বরূপধারণার উপদেশ দিতে ইচ্ছা করিয়া বলিলেন;—হে রাজন্! প্রথমে আসন, পরে শ্বাস, তৎপরে সঙ্গ, পরে

ইন্দ্রিয়; ক্রমে ক্রমে এই সকলকে জয় করিয়া, সুধিজ্ঞ সাধক অন্তরে স্থির হইয়া, চিত্তে মনঃসংস্থাপনপূর্ব্বক ভগবানের স্থূলরূপ ধারণা করিবেন। ২। ১। ২৩।

হে রাজন্! এই যে দৃশ্যমান স্থূলতর জগৎ দেখিতে পাইতেছেন, ইহা বিষ্ণুরই বিরাট দেহ। সেই বিরাট দেহেই এই বিশ্বসংসার ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমানাত্মক হইয়া সৎরূপে দেখা যাইতেছে। ২। ১। ২৪।

এই যে সপ্ত আবরণ সংযুক্ত ব্রহ্মাণ্ডকোষ দেখা যাইতেছে, ইহাই সেই বৈরাজ-পুরুষের দেহ। এইরূপ স্থূলরূপী ভগবানই প্রথমাবস্থায় ধারণার আশ্রয় হইয়া থাকেন। ২। ১। ২৫।

ব্যাখ্যা। পূর্ব্বে শুকদেব যে সাধককে প্রথমাবস্থায় ভগবানের স্থূলরূপ ধারণা করিতে বলিয়াছিলেন; এক্ষণে রাজাকে উপদেশ দিবার জন্ত ভগবানের স্থূলরূপ কাহাকে বলে, তাহা বলিতে আরম্ভ করিলেন। সর্ব্বত্র ব্যাপিয়া আছেন বলিয়া ঈশ্বরকে প্রথম সাধক বিষ্ণু (সর্ব্বত্রবর্ত্তমান) কিম্বা বিরাট (সর্ব্বব্যাপী) বলেন।

ভগবানকে ধারণা করিতে হইলে স্থূল ও সূক্ষ্ম দুইভাবে ধারণা করিবে। ভগবানের স্থূলরূপই এইস্থানে উপদিষ্ট হইতেছে। সূক্ষ্মরূপ স্থানান্তরে প্রকাশিত হইবে। মীমাংসা মতে সমষ্টি ও ব্যষ্টিতত্ত্ব বিচারে ঈশ্বরের স্থূল ও সূক্ষ্ম ভেদ বুঝা যায়। কোন বস্তুকে বিস্তার করিতে যে উপায় অবধারণ করিতে হয় তাহাকে ব্যষ্টি কহে। এই নিয়মেই শ্রীশুকদেব ভগবানের স্থূল বিরাটদেহ বিচার আরম্ভ করিলেন। আত্মজ্ঞান লাভ করিবার প্রধান উপায়ই ব্রহ্মবিচার করা। ব্রহ্মবিচার বলিতে যাঁহা ভিন্ন এই জগৎ অপর কল্পিত বস্তু নহে। (বৃহ) ধাতু হইতে ব্রহ্মশব্দের উৎপত্তি। ব্রহ্মশব্দের আভাসে এই ভাবার্থ প্রকাশ হয় যে, জ্ঞানে, বুদ্ধিতে, ক্রিয়াতে, কোন প্রকারেই যাঁহার বৃহত্ব পরিমাণ করা যায় না, তিনিই ব্রহ্ম। এইজন্যই ঈশ্বরের শেষ নাম ব্রহ্ম। সাধকে ধারণার পরিচয় রাখিবার জন্ত ঈশ্বরকে আপনার হৃদয়স্থ বিচারানুসারে নাম প্রদান করিয়া থাকেন। সাধক হৃদয়ে বিষ্ণু বা বিরাট নামদ্বারা সর্ব্বব্যাপীত্ব ধারণা করিয়া, ব্রহ্মবিচার আরম্ভ করিবেন অর্থাৎ কাহাকে ব্রহ্ম বলে এবং তাহা কি ভাবেই বা দৃশ্যভাবে রহিয়াছেন, কি ভাবেই বা অদৃশ্যভাবে রহিয়াছেন, এই বিচার করিবেন।

এই সিদ্ধির লক্ষণ সিদ্ধ করাইবার জন্ত রাজা পরীক্ষিৎকে ব্রহ্মের বৈরাজদেহের পরিচয় দিতে শ্রীশুক বলিলেন;—হে রাজন্! এই যে জগৎ দেখিতে পাইতেছেন, ইহার নামই জগৎ হইতেছে। কিন্তু ইহার কোন অংশ জগৎ তাহার স্থির নাই। বস্তুনির্দ্দেশ ঠিক রাখিবার জন্তই দ্রব্যের নামকরণ করা উচিত। যাহা প্রলয়ান্তে ঈশ্বরচৈতন্যের সহিত মিলিত থাকিবে তাহাকেই বস্তু কহে। সেই বস্তুদ্বারা নির্দ্দিষ্ট অতীত কালে এক প্রকার, ভবিষ্যৎ কালে এক প্রকার, বর্ত্তমান কালে একপ্রকার এইরূপ ভিন্ন-রূপে প্রকাশিত জরায়ুজ, স্বেদজ, উদ্ভিজ, অণ্ডজাদি প্রাণীগণবেষ্টিত আধারকেই জগৎ কহে। ইহা মায়াদৃষ্টি ত্যাগ করিয়া দেখিলে উপাধিহীন বলিয়া প্রতীয়মান হইবে।

কালদ্বারা স্বাভাবিক দেহ যেমন রূপান্তর প্রাপ্ত হয়; ইহাও তদ্রূপ হইতেছে। অতএব ইহাকে একটী দেহ বলিয়া বুঝিবেন। এই জগৎরূপী দেহটীই ভগবানের স্থূলরূপ বা বিরাট্‌মূর্ত্তি হইতেছে।

হে রাজন্! এই যে কীট, পতঙ্গ, মৃগ, পক্ষী, বৃক্ষাদি ও মানবাদি দেখিতেছেন, এ সমস্তই সৎবস্তু নহে, কিন্তু ইহাদের কারণসমূহ সৎ। ইহারাও জগতের মধ্যে গণ্য। জগৎকে যেমন বিরাটদেহ ভাবিতে বলিলাম। ইহাদেরও তদ্রূপ ভাবিবেন। এক্ষণে সেই বিরাট দেহটী কিরূপে রহিয়াছে তাহা বলিতেছি শ্রবণ করুন ;—

এই জগতকে ব্রহ্মাণ্ড কহা যায়; অণ্ড হইতে যেমন শাবকাদি প্রকাশিত হয়; তেমনি এই জগতরূপী বিরাট দেহ হইতে সৃষ্টি প্রকাশিত হইয়া থাকে। ঐ অণ্ডে যেমন আবরণ আছে তেমনি ব্রহ্মাণ্ডরূপী বিরাটদেহেরও আবরণ আছে। ঐ আবরণ সাত ভাগে বিভক্ত। পঞ্চভূত, অহঙ্কার ও মহত্তত্ত্ব, এই সপ্ত বস্তুকে অণ্ডাবরণ কহে। চৈতন্তে মিলিত হইয়া পরিণামে পতিত তত্ত্বাদিকে মহত্তত্ত্ব কহে। সত্ব, রজঃ ও তমোগুণাধারকে অহঙ্কার কহে।

এই সাতটী মায়াপ্রকাশক বস্তুই জগতের অর্থাৎ বৈরাজ দেহের প্রধান সত্বা বুঝিবেন। এমন যে শরীরসম্পন্ন অণ্ডকোষ তাহাই বিরাট পুরুষ। এইরূপে ব্রহ্মের স্থূলরূপ কল্পনা করিলাম। বুদ্ধির দ্বারা ইহাপেক্ষা বিস্তাররূপে, ঐ রূপের বিচার করিয়া চিত্তে ধারণা করিলেই ভগবানের স্থূলরূপ স্থিরীকৃত হয়, ইহা বুঝিবেন।

হে মহারাজ! বেদবিদ্গণ সেই পরমপুরুষের পদতলকে পাতাল; পদের উপরিভাগকে রসাতল, উভয় পদের গুল্‌ফদ্বয়কে মহীতল এবং সেই বিশ্বস্রষ্টার উভয় জঙ্ঘাকে তলাতল কহেন। ২। ১। ২৬।

হে রাজন্! সেই বিশ্বস্রষ্টার উভয়জানুকে সুতল, সেই বিশ্বমূর্ত্তির উরুদ্বয়কে বিতল, ও অতল, তাঁহার জঘন্ প্রদেশকে মহীতল এবং তাঁহার নাভি প্রদেশকে নভস্তল, বেদবিদ্গণ কহেন। ২। ১। ২৭।

হে নৃপ! সেই বৈরাজপুরুষের বক্ষঃস্থলকে স্বর্গলোক, গ্রীবাদেশকে মহর্লোক, বদন প্রদেশকে জনলোক, ললাটদেশকে তপোলোক কহে এবং সেই আদিপুরুষ ও সহস্রশিরোধারী মুকুন্দের মস্তকসমূহকে সত্যলোক কহে। ২। ১। ২৮।

হে মহারাজ! সেই আদিপুরুষের বাহুদ্বয়কে ইন্দ্রাদি দেবতা, কর্ণদ্বয়কে দিগ্‌দেশ, শ্রবণেন্দ্রিয়কে শব্দ কহে। তাঁহার নাসাছিদ্রদ্বয়কে যুগল অশ্বিনীকুমার, ঘ্রাণেন্দ্রিয়কে গন্ধ এবং মুখাভ্যন্তরকে দীপ্তিময় অগ্নি বলিয়া নির্দ্দেশ করা হয়। ২। ১। ২৯।

ব্যাখ্যা। সেই বৈরাজ পুরুষের অঙ্গই ব্রহ্মাণ্ড। চতুর্দ্দশ ভুবনই এই ব্রহ্মাণ্ডের প্রকাশক। যেমন বহুল নগর ও গ্রামাদি লইয়া একটী সাম্রাজ্য গঠিত হয়, তেমনি চৌদ্দটী অংশে সেই পরমাত্মা বিভাজিত হইয়া এই লীলারাজ্যরূপী ব্রহ্মাণ্ড প্রকাশ করিয়া, আপনার স্বরূপদ্বারা নানাজাতি জীব সৃজন করিয়া, প্রকৃত পক্ষে আপনিই মায়ার

মধ্যে রমণ করিতেছেন। সেই পরম পুরুষ একটী চৈতন্যময় দেহী। তিনি এমন বৃহৎ যে তাঁহার বৃহত্ব কেহ বুদ্ধিদ্বারা বিচার করিতে পারেন না, কিন্তু অনুভব করিয়া এই বলেন যে, তিনি এই চতুর্দ্দশ ভুবনে আপনার সর্ব্বাঙ্গ ব্যাপ্ত করিয়া বিরাজিত আছেন। এক্ষণে তাহার চৈতন্যাংশ সম্ভূত আনুভবিক ও ধারণার যোগ্য কল্পিত দেহ কোথায় কি ভাবে রহিয়াছে তাহা এই ;—যেমন নিতম্বের নিম্নদেশ হইতে পদতল পর্য্যন্ত মানবদেহকে পদাংশ কহা যায়, তেমনি অতল হইতে পাতাল অবধি ছয় অংশকে তাঁহার পদভাগের ষষ্ঠ স্থান কহা যায়; ঐ ছয় অংশের পাতালাদি নাম কেন হইল এবং উহারা বিশ্বস্রষ্টার মস্তক না হইয়া পতদল হইল কেন? এ প্রশ্নের এইরূপ উত্তর মনে মনে বিচার করিতে হয়। যখন সৃষ্টির প্রথম বিকার হয়, তাহাকেই পাতাল কহে। প্রতি প্রলয়কালেই পাতালের প্রকাশ হয়। প্রলয় বলিতে দেহের মৃত্যু হইতে জগতের বিলয় বুঝিতে হয়। এই জগতের প্রকাশ্য বস্তুর মধ্যে পঞ্চ-ভূতাংশ ও চৈতন্য লইয়াই কালশক্তি এবং মায়া কার্য্য করিতেছে। ঐ পঞ্চ-ভূতাংশ বিচ্ছেদের স্থানবিশেষকে অতল হইতে রসাতল কহে। অতল হইতে রসা-তল পাঁচটী অংশ। প্রকাশ্য সৃষ্টির বিকারে শূন্যাংশ যথায় যায়, তাহাকে বিতল কহে। যেমন শূন্যের ইয়ত্তা নাই তেমনি বিতলাদি শব্দের অর্থই সীমাহীন। প্রকাশ্য সৃষ্টির বিকারাবস্থায় বায়ংশ যথায় যায় তাহাকে সুতল কহে। প্রকাশ্য সৃষ্টির বিকারে তেজ অংশ যথায় যায় তাহাকে তলাতল কহে। প্রকাশ্য সৃষ্টির বিকারে জলীয়াংশ যথায় যায় তাহাকে মহাতল কহে। প্রকাশ্য সৃষ্টির বিকারে ক্ষিত্যাংশ যথায় থাকে তাহাকে রসাতল কহে। এইরূপে প্রলয়কালে অণ্বাদি সূক্ষ্ম ভূতসমূহ আপ-নাপন বিকারাবস্থায় অতলাদি নামভেদে বিরাটের অধোপ্রদেশে থাকে। পরে চৈতন্য এবং মায়া ও কালশক্তি যথায় যায় তাহাকেই পাতাল কহে। বারম্বার বিকার ভাব হইতে পরিশুদ্ধ হইয়া, পুনঃপুনঃ বিশ্ব প্রকাশ কার্য্য করিতে হয় বলিয়া পরিশুদ্ধ ভূতাংশকে প্রলয়ের পথিক হইতে হয় এবং ঈশ্বর স্বচৈতন্যবলে কালশক্তির সাহায্যে উহাদের দ্বারাই পুনরায় বিশ্ব প্রকাশ করেন। শুদ্ধ ও অপরিশুদ্ধ ভেদে উত্তমা-ধম স্থির করা হইয়াছে। বিশুদ্ধ অবস্থাকে ঈশ্বরের মস্তকভাগ রূপে বর্ণনা করা হইয়াছে। অবিশুদ্ধাংশকেই ঈশ্বরের পদভাগরূপে কল্পনা করা হইয়াছে, বুঝিতে হইবে।

হে রাজন্! এইতো পাতালাদি বর্ণনা করিলাম। পরে যে স্থানে পরিশুদ্ধ অণ্বাদি হইতে মায়াজাত ক্রিয়া চৈতন্যের সহিত মিলিত কালশক্তি প্রকাশ করেন অর্থাৎ ঈশ্বরকে নানা রূপে সাজাইয়া নানা ক্রীড়াবান করেন, সেই প্রকাশ্য স্থানকে মর্ত্ত্যভূমি বা মহীতল কহে। এই স্থান ঈশ্বরের জঘননামে কল্পিত। জঘনস্থলকে কুক্ষিও কহে। কুক্ষি হইতে যেমন এক জীবের বীজে অন্য জীব প্রকাশ পায়, তেমনি এই মহীতলে চৈতন্যের তেজে কালশক্তি—মায়া লইয়া জগৎ প্রকাশ করেন। এই জন্যই ইহাকে কুক্ষি কহে। জঘন বস্তুর আবারই শূন্য এ কথা পূর্ব্বেই কহিয়াছি। নাভির উপ-

বিশ্ব দেহ হইতে সকল বস্তু প্রকাশ হয়; সেইজন্যই ঈশ্বরের নাভিকে নভস্থল অর্থাৎ আকাশ বলা যায়। সেই বিশ্বনিয়ন্তার পক্ষে প্রকাশ্য বিশ্বের কারণাদি ও জীবের সুকর্ম্মফলাদি এত প্রিয় বস্তু, যে তিনি আপন চৈতন্যময় রূপের বক্ষোরূপী শূন্যাধারে তাহাদিগকে রাখিয়াছেন। সেই জন্যই এই বক্ষকে স্বর্গ বা পুণ্যলোক কহে। ঈশ্বরের বক্ষরূপী স্বর্গাদি লোকে সৃষ্টির পবিত্র কারণস্বরূপ মহত্তত্ত্বাদি থাকে। অণুপরমাণ্বাদি বিশুদ্ধ ভূতাংশ ও তন্মাত্রা ত্রিগুণাদিমণ্ডিত হইয়া মায়াতে মিশ্রিত না হইয়া, যে শুদ্ধ অবস্থায় থাকে, তাহাকেই মহত্তত্ত্ব কহে। ইহাই সৃষ্টির প্রধান উপকরণ। ইহাতে স্বরূপ চৈতন্য রহিয়াছে। ইহাতে ক্রিয়া প্রকাশক জীব চৈতন্য প্রবেশ করে নাই। ইহারা যে অংশে থাকে তাহাকেও স্বর্গ কহে। এই জন্যই স্বর্গকে জ্যোতির্ম্ময় পদার্থ থাকিবার স্থান শাস্ত্র কহেন। এই জ্যোতির্ম্ময় পদার্থ বলিতে কোন কোন পণ্ডিত গ্রহাদি বিবেচনা করেন। সেটী তাঁহাদের ভ্রম। ঈশ্বরের গ্রীবাকে মহর্লোক কহে। শুদ্ধ ভূতাংশ সমূহ ত্রিগুণাবরণে এস্থলে থাকে। এস্থান হইতে স্বভাবের উৎপত্তি হয়। মহত্তত্ত্বের মধ্যে কাল প্রবিষ্ট হইলে ক্রমে মায়া প্রকাশক স্বভাব এই স্থান হইতে প্রকাশ হয়। তদন্তে ঈশ্বরের বদনকে জনলোক কহে। আহারীয়ের আস্বাদনস্থানই বদন। নিজ লীলাজাত ক্রিয়া যে প্রকৃতির দ্বারা প্রকাশ করিয়া ঈশ্বর স্বয়ং অনুভব করেন, সেই প্রকৃতিকেই তাঁহার বদনরূপে কল্পনা করা হইয়াছে। ঈশ্বরের ললাটকে তপোলোক কহে। আন্তরিক ক্রিয়া অর্থাৎ জীবচৈতন্যের আনুভাবিক ক্রিয়ার আধাররূপী অহঙ্কারকেই তপোলোক কহে। তথা হইতেই সমস্ত সৃষ্টির ক্রিয়া প্রকাশ হইয়া থাকে এবং জীবচৈতন্য অন্তর্ব্বাহ্য সমস্ত বোধ করিতে পারেন।

ঈশ্বরের শিরোভাগকে সত্যলোক কহে। চৈতন্য ও জ্ঞানের আধারই মস্তক। অতএব ঈশ্বরকে মানবদেহরূপে কল্পনা করিলে চৈতন্য ও জ্ঞানাধারকে মস্তক কহা যায়।

হে নৃপ! সেই বিশ্বমূর্ত্তির অবয়ব সংস্থান কহিলাম, এক্ষণে তাহার ইন্দ্রিয়াদি সংস্থান এই শ্রবণ করুন। সেই ঈশ্বরের বাহুযুগলই ইন্দ্রাদি দেবতাগণ হয়েন, শাস্ত্রে ইন্দ্রাদিকে উস্রা কহিয়াছে। উস্রা শব্দের অর্থ, তেজোময় শরীর। মহত্তত্ত্ব মায়াতে মিশ্রিত হইলে এবং প্রকাশ্য জীবের জীবন সংরক্ষণশক্তি ও পালনশক্তি বিকারভাবাপন্ন হইলে, তাহাতে ইন্দ্রিয়শক্তিরূপে শুদ্ধচৈতন্যাংশ প্রবেশ করে বলিয়া তাহাকে তেজোময় কহে।

এই নিয়মে ঈশ্বরের বাহুযুগলকে ইন্দ্রাদি দেবতাগণ বুঝিবেন। এইরূপে সর্ব্বাঙ্গ বুঝিয়া পরে দিক্‌নির্ণায়ক তেজকে কর্ণ (শ্রবণাধিষ্ঠাত্রী দেবতা) বলিয়া বুঝিতে হইবে। শূন্যাদিভূতোৎপাদিত শব্দাদি তন্মাত্রার অনুভবস্থলকে জীবের ন্যায় ঈশ্বরের শ্রবণাদি ও ঘ্রাণাদি ইন্দ্রিয় কহা যায়।

হে নৃপ! সেই ঈশ্বরের অক্ষিগোলকদ্বয়ই অন্তরীক্ষ, চক্ষুদ্বয়ই সূর্য্য, চক্ষের পক্ষ্মদ্বয়ই দিবারাত্র, ব্রহ্মপদই তাঁহার ভ্রূকটাক্ষ, জলই তাঁহার তালু এবং রসাদিকেই তাঁহার জিহ্বা বলিয়া বুঝিবেন। ২। ১। ৩০।

ব্যাখ্যা। এই স্থানে বাহ্যিক শব্দের প্রকৃত প্রমাণার্থ প্রকাশ হইতেছে। শ্রীশুক কহিলেন;—ঈশ্বরের তারকাদ্বয়ই অন্তরীক্ষ। অন্তরীক্ষ শব্দের ব্যুৎপত্তি করিয়া দেখিলে, এই বোধ হইবে যে, যে পদার্থের তেজে বাহ্যিক তেজ অন্তরে প্রবেশ করে এবং যাহা অন্তর ও বাহ্য দর্শন করিতে পারে, তাহাকে অন্তরীক্ষ কহে। ইহাও তেজের অংশ মাত্র। যে তেজোদ্বারা দেখা যায় তাহাকে চক্ষু কহে। চক্ষু বলিতে বাহ্যিক দৃষ্ট চক্ষু নহে। যদি তাহা হইত তাহা হইলে আন্তরিক তেজোহীন বৃদ্ধেরা দৃষ্টিহীন কেন হইতেন? যে তেজোদ্বারা দর্শনক্ষমতা প্রকাশ হয়; তাহাকে ঈশ্বরের চক্ষুতারকা কহে। চক্ষুর পল্লবদ্বারাই মুদন ও উন্মোচন সাহায্য পাওয়া যায়। ঐ উভয় চক্ষের উপরেই পল্লব আছে। ঈশ্বরের চক্ষুকে যখন সূর্য্য কহা যায় এবং যেমন সূর্য্যের প্রকাশে দিবা হয়; তেমনি ঈশ্বরের চক্ষু উত্তোলনে দিবা হয়। যেমন সূর্য্যের অপ্রকাশে নিশা তেমনি ঈশ্বরের চক্ষু পল্লবাবৃত হইলেই রাত্রি হয়। দৃষ্টিতেজের প্রকাশক চক্ষু ও গোলক বলিয়া ঈশ্বরের বিশ্বপ্রকাশক তেজকে স্বীয় চক্ষের গোলক ও চক্ষু বলিয়া কল্পনা করা হইল। ভ্রূবিস্তারের আকর্ষণীশক্তি আছে। তাহাদ্বারা অপরিস্ফুট ভাবের প্রকাশ হয়। ঈশ্বর যদি ভ্রূবিস্তার করেন, তবে তিনি কোথায় করিবেন? আপনার ব্রহ্মপদে। ব্রহ্মপদ বলিতে অপ্রকাশ বিশ্ব বুঝিতে হইবে। বিকারীকৃত জলীয়াংশকে অপ কহে। দেহের মধ্যে তালু হইতে জলের প্রকাশ হয়। এইজন্য অনন্ত জলরাশিকে ঈশ্বরের তালু বলিয়া কল্পনা করা হইয়াছে। জিহ্বাই রসানুভবকর্ত্তা। সেই জন্যই ঈশ্বরের জিহ্বাকে রসের আধার বলিয়া কল্পনা করা হইয়াছে।

হে রাজন্। সেই অনন্তের ব্রহ্মরন্ধ্রকে বেদাদি ছন্দাংশ কহে। তাঁহার দংষ্ট্রাকে যম কহে। স্নেহভাবকে দন্ত কহে। জনোন্মাদকারী হাস্যকে মায়া কহে। আর এই সৃষ্টিকেই তাঁহার অপাঙ্গমোক্ষণ বা কটাক্ষ বলিয়া বুঝিবেন। ২।১।৩১।

ব্যাখ্যা। ব্রহ্মরন্ধ্রে চৈতন্যের আবির্ভাব, তথা হইতেই জ্ঞানের প্রকাশ। বেদসমষ্টি জ্ঞানপ্রকাশ্য বস্তু ভিন্ন আর কিছুই নহে। এই জন্যই বেদাদিকে ঈশ্বরের ব্রহ্মরন্ধ্র কহে। ইহা সত্য লোকের অন্তর্গত। বদনব্যাদানকে দংষ্ট্রা কহে। কালশক্তি যে রূপে প্রলয় করেন, তাহাকে যম কহে। বদন ব্যাদান করিলে যেমন গ্রাস করা যায়, তেমনি কালশক্তি এই বিশ্বকে প্রলয়ে গ্রাস করেন। সেই জন্য গ্রাসক্রিয়াপ্রকাশক ঈশ্বরদংষ্ট্রাকে যম বলা হইল। স্নেহকলা বলিতে পুত্রাদির স্নেহ। এই স্নেহ হইতে মায়া উৎপন্ন হইলে, জীবে রিপুমান্ হইয়া অহিতস্বভাব ও অবিদ্যার অধীন হয় বলিয়া, পণ্ডিতগণ স্নেহকে আবদ্ধ বস্তু বলিয়া নিন্দা করেন। যেমন দন্তদ্বারা গ্রাসার্থে সমস্ত বস্তু ধরা যায়, তেমনি দংষ্ট্রার মধ্যে প্রবেশ করাইবার জন্য, দন্তদ্বারা ধারণের প্রয়োজন হয়। স্নেহ না থাকিলে মানবকে কর্ম্মপথের কষ্ট ভোগ করিতে হয় না। সেই জন্য আসক্তিদ্বারস্বরূপ স্নেহকে ঈশ্বরের দন্ত বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে। হাস্য দেখিলে যেমন সকলে মুগ্ধ হয়, তেমনি এই মায়াবলে

সকলে মুগ্ধ হইতেছে বলিয়া এই মায়াকে ঈশ্বরের হাস্য বলিয়া কল্পনা করা হইয়াছে। যেমন কটাক্ষ দেখিলে মনের ভাব বুঝা যায়, তেমনি এই সৃষ্টি দেখিলেও ঈশ্বরকে অনুভব করা যায়। সেই জন্যই সৃষ্টিকে ঈশ্বরের কটাক্ষ বা অপাঙ্গমোক্ষণ বলা হইয়াছে।

হে রাজন্! এই যে মায়াজালরূপিণী লজ্জা দেখিতে পাইতেছেন; ইহাকেই ওষ্ঠ আর লোভকেই তাঁহার অধর বলিয়া বুঝিবেন। এই যে ধর্ম্মপথ দেখিতে পাইতেছেন ইহাই তাঁহার দেহের সম্মুখ ভাগ, আর এই যে অধর্ম্মপথ দেখিতে পাইতেছেন ইহাকে তাঁহার পশ্চাৎভাগ বলিয়া বুঝিবেন।

এই যে প্রজাপতি প্রকৃতি ইনি তাঁহার মেঢ্র প্রদেশ হইতেছেন। এই মিত্রাবরুণ দেবতা-গণই তাঁহারা বৃষণদ্বয়। এই যে সমুদ্রাদি ইহা তাঁহার উদর এবং তাঁহার দেহস্থ অস্থি-সমূহকেই এই সকল পর্ব্বতাদি বলিয়া বুঝিবেন। ২। ১। ৩২।

হে রাজন্! এই যে নদী সকল দেখিতে পাইতেছেন, ইহাদের তাঁহার দেহস্থ নাড্যাদি ...ন করিবেন। আর এই যে বৃক্ষ, লতা ও গুল্মাদি দেখিতে পাইতেছেন, ইহাদের সেই বিশ্বতনুর লোমাদি মনে করিবেন।

এই যে পবনদেব ইনিই অনন্তবীর্য্যের শ্বাস প্রশ্বাস। এই যে কাল ইহাই তাঁহার গতি। আর এই যে গুণ এবং কর্ম্মপ্রবাহরূপ সংসার ইহাই তাঁহার কর্ম্ম অর্থাৎ লীলা হইতেছে। ২। ১। ৩৩।

হে কৌরব্য! এই যে মেঘাবলী দেখিতেছেন, ইহাদিগকে সেই ঈশ্বরের কেশ মনে করিবেন। এই যে সন্ধ্যাসময় দেখিয়া থাকেন, ইহাকে তাঁহার বস্ত্র মনে করিবেন। অব্যক্ত মূল বস্তুকেই তাঁহার হৃদয় এবং এই যে চন্দ্রমা দেখিতে পাইতেছেন, ইহাকেই তাঁহার মন বলিয়া বুঝিবেন। বিশেষতঃ হে রাজন্! এই মনই সমস্ত বিকারীভূত বস্তুর আধার স্বরূপ হইতেছে এবং ইহাই কর্ত্তৃরূপে তন্মধ্যে থাকে। ২। ১। ৩৪।

হে রাজন্! বিজ্ঞানবুদ্ধিই তাঁহার চিত্ত এবং পণ্ডিতগণ যাহাকে মহত্তত্ত্ব বলিয়া অনুমান করেন, তাহাই তাঁহার গুণ হইতেছে। এই অহঙ্কারাত্মক অন্তঃকরণকেই সেই সর্ব্বাত্মার অভিমান বলিয়া বুঝিবেন।

এই যে সমস্ত অশ্ব, অশ্বতর, উষ্ট্র ও গবাদি দেখিতেছেন, ইহাদিগকে তাঁহার নখরূপে এবং সকল প্রকার পশুকে তাঁহার শ্রোণীদেশরূপে কল্পনা করিয়া মনে মনে অনুভব করি-বেন। ২। ১। ৩৫।

হে রাজন্! এই যে পক্ষীজাতি দেখিতেছেন, ইহাকেই তাঁহার নাম প্রকাশক বা শব্দ প্রকাশক অদ্ভুত ব্যাকরণ বলিয়া ভাবিবেন। যাঁহাকে মনু বলিয়া জানেন, তাঁহাকেই তাঁহার বুদ্ধি বলিয়া বুঝিবেন এবং আমি ও আপনি প্রভৃতি যাঁহারা বর্ত্তমান রহিয়াছেন, এই সকল মানবকেই তাঁহার নিবাসস্থান বলিয়া বুঝিবেন।

হে রাজন্! এই যে গন্ধর্ব্ব, অপ্সরা, বিদ্যাধর ও চারণ প্রভৃতির কল্পনা শ্রবণ করিয়া থাকেন; উহাদেরই তাঁহার কণ্ঠস্বররূপে প্রকাশিত এবং অসুরসমূহের মধ্যে বীর্য্যবান্ প্রহ্লাদকেই তাঁহার স্মৃতি বলিয়া জানিবেন। ২। ১। ৩৬।

হে রাজন্! ব্রাহ্মণকেই তাঁহার বদন; ক্ষত্রিয়কেই সেই বিশ্বনিয়ন্তার বাহুযুগল; বৈশ্যকেই সেই ঈশ্বরের উরুস্থল এবং কৃষ্ণবর্ণ শূদ্রগণকেই তাঁহার পদাশ্রিত বস্তু বলিয়া জানিবেন।

হে নৃপ! এই নানাবিধ যজ্ঞের নিয়ম জগতে রহিয়াছে, উহাতে নানাবিধ দেবগণের নামাদির উল্লেখও আছে এবং উহাতে নানাবিধ হবিও প্রদত্ত হইয়া সেই শ্রীহরিতে অর্পিত হয়। এমন যে দেবসমূহে সমষ্টিভূত, বিশ্বদ্রব্যাত্মক ও যজ্ঞপ্রয়োগীয় কর্ম্ম—এইটীকেই সেই বিশ্বনিয়ন্তার অভিপ্রায় বলিয়া জানিবেন। ২। ১। ৩৭।

হে রাজন্! এই তো আপনাকে ঈশ্বরের স্থূলরূপ কহিলাম। ইহা দ্বারা ঈশ্বর কিরূপে সংস্থিত আছেন তাহা প্রকাশ হইল। মুমুক্ষু ব্যক্তিগণ এইরূপে স্থূলরূপ জানিয়া আপনাপন বুদ্ধির দ্বারা এই ঈশ্বরের সূক্ষ্মরূপ ধারণ করিয়া থাকেন। কারণ ইহা ভিন্ন আর জগতের কিছুই আশ্রয় নাই জানিবেন। ২। ১। ৩৮।

হে রাজন্! আপনাকে অধিক আর কি বলিব! জীব যেমন স্বপ্নাবস্থায় আপনারই দেহ স্বপ্নে কল্পনা করিয়া এবং সেই দেহের ইন্দ্রিয়াদিকে আপনারই বলিয়া অনুভব করিয়া, স্বপ্নের উদ্দেশ্য সাধন করে। তেমন সেই জগদীশ্বর আপনি আত্মারূপে সর্ব্বজীবে অবস্থান পূর্ব্বক বিভিন্নরূপে ও নামে কল্পিত হইয়া, চৈতন্যের দ্বারা আপনিই সমস্ত অনুভব করিতেছেন। অতএব সেই সত্যরূপ আনন্দের রত্নরূপী ঈশ্বরকেই হৃদয়ে ভাবনা করা উচিত। অপর ভাবনা ত্যাগ করা উচিত। ত্যাগ না করিয়া অপর ভজনা করিলে আত্মার সংসারে পতন কখন নিরস্ত হইবে না বুঝিবেন। ২। ১। ৩৯।

ইতি শ্রীভাগবতে দ্বিতীয়স্কন্ধে প্রথমাধ্যায়ে উপেন্দ্র-
কৃতানুবাদ সমাপ্ত।

ব্যাখ্যা। পূর্ব্বে কয়টী শ্লোকের গূঢ়ভাব অনুবাদে সুপ্রকাশ রহিয়াছে; তবে উদ্দেশ্য অস্ফুট রহিয়াছে তাহাই আমি বলিতেছি;—

এই যে বিরাট দেহ কল্পনা করিয়া শুকদেব রাজাকে স্থূল ধারণা শিক্ষা দিলেন, ইহার উদ্দেশ্য কেবল দ্বিধাভাব দূরীকরণ। জীব ও ঈশ্বর এক বস্তু, এই ভাবনা যতক্ষণ মনে না উদয় হইবে ও বুদ্ধিতে না বিচারিকৃত হইবে, চিত্তে না ধৃত হইবে; ততক্ষণ ঈশ্বরের পরিচয়ই হইবে না। যাহার পরিচয় নাই তাহার সহিত প্রেম বা সদ্ভাব কিম্বা তাঁহাতে বিশ্বাস হওন অসম্ভব। যেমন একটী শিশুকে চিরকাল ভয় দেখাইলে ভয় প্রদানকারী যদি তাহার পিতাও হয়, তথাপি সে তাহার নিকটে যায় না। কিন্তু সেই

শিশুকে ভয় না দেখাইয়া আদর করিয়া, সে যাহা চাহিবে তাহা প্রদান করিলে এবং সেই শিশুর সহিত শিশুত্ব দর্শন করাইলে, তবে সেই শিশুর সাহস হইবে এবং তাহার মনে এই বিশ্বাস হইবে যে, এই ব্যক্তি আমার হিতেচ্ছু, আমি উহার নিকটে যাইলে আমার প্রয়োজন সফল হইতে পারে। শিশুর মনে এ সিদ্ধান্ত হইলে তবে সে বশী-ভূত হইয়া বশীকরণকারীর অনুবর্ত্তী হইবে। এইরূপ বশীকরণ উপায়ই বিরাটরূপের ধারণা। যখন সমস্তই ঈশ্বররূপে বর্ণিত হইল, তখনি বিরাট কল্পিত হইল। এই বিরাট-তত্ত্বে জীব ও ঈশ্বর অভেদ হইয়াও কিরূপে ভিন্নভাবে বর্ত্তমান, এই বিশ্বাস হইয়া থাকে। যেমন ক্ষুদ্রনদীর জল অতলস্পর্শ জলনিধিতে মিশিতে চেষ্টা করে; তেমনি বিরাট বোধ হইলে, ঈশ্বরের পরিচয় স্থির হয় এবং জীব সাহস করিয়া অভেদ অনুভবপূর্ব্বক ঈশ্বরকে আত্মজ্ঞানে বোধ করিতে চেষ্টা করে।

ইতি শ্রীভাগবতে দ্বিতীয়স্কন্ধে প্রথমাধ্যায়ে উপেন্দ্রকৃতাধ্যাত্ম
ব্যাখ্যা সমাপ্ত।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

শ্রীশুক কহিলেন; হে মহারাজ! আদিকালে এই জগৎ প্রলয়ে বিনষ্ট হইলে, প্রাচীন ধারণাবলেই সেই শ্রীহরিকে তুষ্ট করিয়া, আত্মযোনি, অমোঘদৃষ্টি, ব্যবসায়বুদ্ধি ভগবান্ ব্রহ্মা বিনষ্টা সৃষ্টিস্মৃতিকে নবভাবে লাভ করিয়া, পূর্ব্বের ন্যায় এই জগৎসৃজনোপায় বিধান করিয়াছিলেন। ২। ২। ১।

হে রাজন্! লোকে বাসনায় মুগ্ধ হইয়া শয়ন করিলেও যেমন স্বপ্নে বাসনার ফল প্রত্যক্ষ করিতে পারে এবং বৃথা সুখভোগ করিয়া থাকে। তেমনি এই জগতে লোকে শব্দময় ব্রহ্মের অনুগত পন্থায় পরিভ্রমণ করিয়া, কেবলমাত্র মায়াতে মণ্ডিত হইয়া, কর্ম্ম-ফল প্রাপ্তিরূপ তুচ্ছ সুখজন্য স্বর্গাদি বা বাসনানুযায়ী লোক লাভ করিয়া থাকে। তাহাতে যথার্থ সুখের দেখা পায় না। ২। ২। ২।

হে নৃপ! সংসারী কর্ম্ম ত্যাগ করিলে, তাহার দেহ ধারণ করা দুর্ল্লভ হইয়া উঠে। অতএব কেবল দেহটী রক্ষা করা যায়, এমন সামান্য ভাবে ভোগ্যবস্তুতে জীবের স্পৃহা রাখিতে হয়। পরে সেই ভোগ হইতেও অনাশক্ত হইয়া স্বভাব দ্বারা বিনা যত্নেও যে দেহরক্ষণার্থ ভোগ্য বস্তু লাভ হইতে পারে, ইহা ব্যবসায়বুদ্ধির দ্বারা নিশ্চয়

করিয়া, সমীক্ষ্যমান ব্যক্তি ঐ সামান্য ভোগকেও ত্যাগ করিয়া থাকে। কিম্বা সেই সামান্য ভোগকে যত্ন না করিতে প্রস্তুত হইয়া থাকে। ২। ২। ৩।

হে রাজন্! ঈশ্বর এই দেহ সংরক্ষণের সমস্ত উপায়ই সর্ব্বত্র রাখিয়াছেন। দেখুন এমন অনন্তসীমাবান্ পৃথিবী মণ্ডল থাকিতে দুগ্ধফেণনিভ কৃত্রিম শয্যার প্রয়াস কেন? এমন যুগল বাহুরূপ উপাধান থাকিতে; তুলা নির্ম্মিত কোমল শিরোপাধানে কি প্রয়োজন? এমন দিগ্বস্ত্র ও বৃক্ষবল্কল থাকিতে উত্তম দুকূলবসনে কি প্রয়োজন? ২। ২। ৪।

হে নৃপ! যদি বলেন বস্ত্র বিনা উলঙ্গ থাকা লোকালয়ের অবৈধ এবং বল্কল, স্থান, জল এ সমস্তের জন্যও যাচ্ঞার প্রয়োজন হইতে পারে। এ কথা মনেও ভাবিবেন না। কারণ লোকালয়ের পথিমধ্যে কি ছিন্নবস্ত্র পতিত নাই! এমন যে সদাশয় বৃক্ষাবলী রহিয়াছে, তাহাদের নিকটে সুফল ভিক্ষা করিলে তাঁহারা কি ভিক্ষা দেন না? এমন যে অতলস্পর্শজলশালী নদী ও সরিতাদি, তাহারা কি শুষ্ক হইয়াছে? আর জল প্রদান করে না? এমন যে অসংখ্য পর্ব্বতের গুহাদিতে থাকিবার স্থান রহিয়াছে, তাহারা কি বৈষ্ণবগণের জন্য রুদ্ধ হইয়াছে? অধিক আর কি বলিব, সেই যে অজিত দেবতা শ্রীহরি, তিনি কি তাঁহার ভক্তগণকে রক্ষা করিতে পারেন না। হে রাজন্! এ সমস্ত জানিয়াও তবে কেন বুধবৃন্দ, ধনমদে ও অহঙ্কারে অন্ধ ধনিগণকে ভজনা করেন? ২। ২। ৫।

হে মহারাজ! এই প্রকার বৈরাগ্যযুক্ত হইয়া আপনার শক্তি মতে স্বতঃসিদ্ধ আপনাপন আত্মাকে ভজনা করিবেন। সেই আত্মাই প্রিয়, অর্থাৎ সেবার উপযুক্ত; অর্থযুক্ত অর্থাৎ সত্য, সেই আত্মাই ভগবান অর্থাৎ তাঁহারই গুণসকল ভজনীয়, সেই আত্মাই অনন্ত অর্থাৎ নিত্য। হে রাজন! সাধকে সেই আত্মারই অনুভবানন্দে উন্মত্ত হইয়া তাঁহাকেই ভজনা করিবেন, তাহা হইলে সংসারহেতু যে অবিদ্যা তাহা উপরমিত হইবে। ২। ২। ৬।

হে রাজন্। শ্রীহরিচিন্তাকে অনাদর করিরা পশুভিন্ন এমন কে আছে যে, বিষয়চিন্তার নাম করিবে অর্থাৎ আদর করিবে? ঐ বিষয়চিন্তারূপী বৈতরণীতে পতিত হইয়া আপনাপন কর্ম্মজাত পাপের পরিতাপে সকলেই পীড়িত হইতেছে, এমন স্বজনগণকে দেখিয়াও কে বিষয় চিন্তার আদর করিবে? ২। ২। ৭।

শ্রীশুকদেব মহারাজ পরীক্ষিৎকে প্রত্যক্ষ বৈরাগ্যপ্রকরণ বুঝাইয়া এক্ষণে সমূর্ত্তি ধারণার উপদেশ আরম্ভ করিয়া কহিলেন;—হে মহারাজ! বৈরাগীগণের মধ্যে কেহ আপন আপন দেহ মধ্যস্থ হৃদয়াকাশে ধারণা বলে গদাধরকে এই ভাবে সর্ব্বদা স্মরণ করিয়া থাকেন; ধারণাকালে তাঁহারা ভাবেন যেন, শ্রীহরির পরিমাণ প্রাদেশ মাত্র, তিনি হৃদয়াগারে চতুর্ভুজরূপে বসিয়া আছেন। তাঁহার চারি হস্তে শঙ্খ, চক্র, গদা ও পদ্ম রহিয়াছে। ২। ২। ৮।

তাঁহার বদনখানি অতি সুপ্রসন্ন রহিয়াছে; তাঁহার আঁখিদ্বয় যেন পদ্মের ন্যায় প্রস্ফুটিত ও আয়ত রহিয়াছে; তাঁহার পরিধানে যেন কদম্ব পুষ্পের ন্যায় হরিদ্বর্ণ বস্ত্র

রহিয়াছে; তাঁহার চারিহস্তে যেন জ্যোতির্ম্ময় হীরকাবলীতে সুশোভিত অঙ্গদ রহিয়াছে; তাঁহার উভয় কর্ণে দ্যুতিময় মহারত্নাদিতে মণ্ডিত কুণ্ডল এবং মস্তকে কিরীট শোভা পাইতেছে। ২। ২। ৯।

আহা! ভক্তের হৃদয়-পদ্ম যেন বিকসিত হইয়া রহিয়াছে, সেই বিকসিত হৃদয়পদ্মস্থ কর্ণিকার মধ্যে যেন সেই যোগেশ্বর শ্রীহরির যুগলচরণ স্থাপিত রহিয়াছে। তাঁহার সর্ব্বাঙ্গে লক্ষ্মীর চিহ্ন বিরাজমান করিতেছে, তাঁহার গ্রীবাদেশে কৌস্তুভ রত্ন শোভা পাইতেছে, তাঁহার গলদেশে চির-সুগন্ধিত ও অম্লান বনমালা শোভা পাইতেছে। ২। ২।। ১০।

তাঁহার অঙ্গের কোনস্থানে মেখলা, কোথাও অঙ্গুরীয়ক, কোথাও সুধ্বনিত নূপুর, কোথাও কঙ্কণ শোভা পাইতেছে। তিনি স্নিগ্ধ, অমল ও কুঞ্চিত কৃষ্ণকুন্তলাবলীর দ্বারা শোভিত থাকিয়া, সর্ব্বদাই সুন্দর হাস্যময় দেখাইতেছেন। ২। ২। ১১।

হে মহারাজ! যতক্ষণ ভক্ত স্বীয়ধারণাবলে অবস্থান করিবেন, ততক্ষণই সেই চিন্তাময় ঈশ্বরকে সর্ব্বদা সুহাস্যযুক্ত, প্রসন্নবদন ও উদার স্বভাবযুক্ত এবং ভক্তগণের প্রতি অনুগ্রহকটাক্ষবিক্ষেপযুক্ত দেখিতে পারিবেন। ২। ২। ১২।

ব্যাখ্যা। এই দেহটী অনুভবের গৃহ মাত্র। পঞ্চভূতসংজ্ঞা সংমিশ্রিত হইয়া একটী মাত্র শরীর নাম হইয়াছে। ইহার মধ্যে, ভূতক্রিয়াতেই অনুভব প্রকাশ হয়, ঐ অনুভব ক্ষমতাকেই শারীরচৈতন্য কহে। ঐ চৈতন্য হইতে জ্ঞানের সঞ্চার হয়। জ্ঞান দ্বারা বিজ্ঞান লাভ হইয়া থাকে। বিজ্ঞান লাভ হইলেই ঐশ্বরিক ক্রিয়া আপনিই তাহাতে প্রকাশিত হয়। বিজ্ঞান দুইভাগে বিভক্ত। কর্ম্মজ ও অকর্ম্মজ। কর্ম্মজ বিজ্ঞানে প্রকৃতিতত্ত্ব নিরূপিত হয় এবং অকর্ম্মজ বিজ্ঞানে ঐশিক চিন্তার উৎকর্ষ হইয়া থাকে। মনুষ্যমাত্রেরই কিঞ্চিন্মাত্র বিজ্ঞানবুদ্ধির প্রয়োজন।

এক্ষণে আর একটী বিচার এই, যেমন সৎভিন্ন অনুভব হয় না, তেমনি শূন্যভিন্ন অনুভব প্রকাশ হয় না। যথায় শূন্য নাই তথায় একটী না একটী ক্রিয়ার প্রকাশ আছে; যে স্থান একটি ক্রিয়াতে মণ্ডিত তথায় অপর ক্রিয়া প্রকাশ অসম্ভব। যেমন শিরায় রক্ত সঞ্চালিত হয় বলিয়া, তাহাতেই শিরা ক্রিয়াবতী রহিয়াছে। মস্তকে বুদ্ধি বর্ত্তমান, তথায় বিচার হইতেছে, তথায় অনুভব হয় না। বিজ্ঞান বুদ্ধিতে বুঝিলে শূন্য ভিন্ন চিন্তা ক্রিয়ার অসম্ভব। দেহ মধ্যস্থ সকল স্থানই ভূতগত ক্রিয়ায় ব্যাপ্ত। তাহাদের ক্রিয়াফলই অনুভাব্য। সেই অনুভবই দেহস্থ শূন্যাধারস্থিত সৎবস্তু। দেহের মধ্যে যে ছয় শূন্য স্থানে অনুভব ক্রিয়া প্রকাশ হয়; তাহাকেই ছয়দল পদ্ম কহে। তন্মধ্যে হৃদয়ই প্রধান ও প্রথমানুভব স্থান। সেই জন্য হৃদয়রূপী অনাহত পদ্মে শ্রীহরির কল্পিত রূপ ধারণা করা আবশ্যক। সেই ধারণা হইতে অনুভব প্রকাশ পাইবে। ঐ অনুভব হইতে শ্রীহরীরূপী চৈতন্যের আবির্ভাব হইবে। চৈতন্য হইতে মন শ্রীহরিময় হইবে। মন শ্রীহরিময় হইলে বাসনাও হরিময় হইল। বাসনার শ্রীহরিবিলীনে বুদ্ধি, চিত্ত,

অহঙ্কার হরিতে বিলীন হইবে। তখন আর সাধকের বাহ্যিক ক্রিয়া প্রকাশ হইবে না। যিনি যোগী হইয়া এই অবস্থায় তিনি প্রাণায়ামবশে বাহ্যজগৎ হইতে অন্তরে লীন হইবেন। যিনি সহজ প্রেমিক তিনি শববৎ প্রেমসমাহিত অবস্থায় নীত হইবেন। যখন এই চৈতন্য বুদ্ধির সাহায্যে জ্ঞানপদ্মে পহঁছায়, তখন শ্রীহরির কল্পিতরূপ ভস্মীভূত হইয়া আপনাপনি স্বরূপরূপের প্রকাশ হওয়াতে, সাধক বিজ্ঞানানন্দে ভাসিতে থাকেন। এই অবস্থাই জীবন্মুক্ত অবস্থা। প্রমাণে ইহাপেক্ষা অধিক প্রকাশ হয় না। যে মূর্ত্তি প্রাদেশ মাত্র বলিয়া অনুভব হইতেছিল, বিজ্ঞানসাহায্যে তাহাই জগতে ব্যাপ্ত হইবে। কারণ দেহস্থ কারণাদিতেই জগৎ ব্যাপ্ত। যেমন নীলবর্ণ কাঁচের মধ্যে থাকিলে জগৎকে নীলবর্ণ দেখা যায়, তেমনি আপনাকে হরিময় দেখিলে জীবন্মুক্ত জন আপনা হইতে অভিন্ন জগৎকেও হরিময় দেখিয়া থাকেন।

এক্ষণে এই বিচার করা উচিত যে, শ্রীশুক শ্রীহরির স্বরূপ ধারণার মধ্যে স্থূলভাবে যে মূর্ত্তি প্রকাশ করিলেন, তাহার সূক্ষ্মভাবে কি পাওয়া যায়, তাহা বুঝিলেই মহালাভ হইল বুঝিতে হইবে। শ্রীশুক শ্রীহরিকে প্রাদেশমাত্র পুরুষ বলিয়া কল্পনা করিলেন। প্রাদেশ বলিতে সহজ কথায় বিঘত। ঐ বিঘত বলিবার অর্থ আছে। নাভিস্থ মণিপুর পদ্ম হইতে কণ্ঠস্থ বিশুদ্ধ পদ্মের ব্যবধানই হৃদয়দেশ। ঐ স্থানটীর ব্যবধান প্রত্যেক দেহীর স্ব স্ব হস্তের বৃদ্ধাঙ্গুলি হইতে অঙ্গুষ্ঠ অবধি পরিমিত। ঐ স্থানকেই যোগশাস্ত্রে অনাহত পদ্ম কহে।

যেমন সূর্য্যের উত্তাপ থাকা প্রযুক্ত দ্রববস্তু মাত্রেই শুষ্ক হয়, তেমনি ঈশ্বর হৃদয়ের মধ্যে কামনা ও বাসনা মণ্ডিত গুণ দিয়াছেন বলিয়া, উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য, সাধক তথায়ই প্রথমে অভিষ্ট কল্পনা নিরোধ করেন। হৃদয়ও সাধনামতে উদ্দেশ্য সফল করিয়া থাকে। তন্ত্রে বিশেষরূপে অনাহত পদ্মের বিবরণ আছে। তজ্জন্য এ স্থানে বীজমন্ত্রের ও বর্ণ সংস্থানের বিস্তারিত ব্যাখ্যা উপযুক্ত ভাবিলাম না। তবে যাহা বলিলাম তাহাতে পাঠকমাত্রেই ইহা বুঝিবেন যে, আত্মতত্ত্বজ্ঞ ঋষিরা বিশেষ বিবেচনার সহিত হৃদয়কে বাসনার আলয় জানিয়া ও তাহাতে সাধ্যবস্তু আরোপ করিয়া সাধনার্থ উপদেশ দিয়াছেন। শ্রীভাগবত বৈষ্ণবগ্রন্থ ও মহাপ্রেমযুক্ত বিজ্ঞানশাস্ত্র। ইহার মন্ত্রবীজই বেদোক্ত বাসুদেব। সেই জন্যই শ্রীশুকদেব সহজ ধারণার্থ মহারাজ পরীক্ষিৎকে প্রথমে সারূপ্যময় হইবার নিমিত্ত হৃদয়ে বৈষ্ণবী কল্পনা করিতে বলিলেন। যদি বাসনা ও কামনা সেই বিষ্ণুময় হয়, তবে জীব প্রলয়াবধিই বিষ্ণুময় হইয়া থাকিবে। কারণ বাসনা হইতে জন্ম এবং কামনা হইতেই ইহলীলা হইয়া থাকে।

এক্ষণে বৈষ্ণবী কল্পনায় বিষ্ণুর কাল্পনিক মূর্ত্তির বিচার আবশ্যক হইতেছে। শ্রীশুক কহিলেন, বিষ্ণুকে এইরূপে কল্পনা করিবে যথা ;—তিনি চতুর্ভুজ পুরুষ ; শঙ্খ, চক্র ও গদাপদ্মধারী ; প্রসন্নবদন ও পদ্মনয়নধারী, পীতবাসী, নানারত্নভূষিত বলয়াঙ্গদকঙ্কনকিরীট-বান্, হৃদয়পদ্মাসীন, কৌস্তভকণ্ঠ, বনমালী, সর্ব্বদা হাস্যরত ও ভক্তমনাভিলাষ পূর্ণকারী ইঙ্গিতযুক্ত হইতেছেন।

ইতিপূর্ব্বে শ্রীশুক যখন বিরাট বুঝাইলেন, তখন বিষ্ণুকে ত্রিজগৎমণ্ডিত দেখাইলেন। তাহাতে শিষ্যের কি লাভ হইল?—না—প্রকৃতিজ্ঞান জন্মিল। এক্ষণে সেই প্রকৃতির মধ্যস্থিত পুরুষচৈতন্য কি ভাবে কল্পিত হয়েন, তাহাই দেখাইতে এই পুরুষরূপী বিষ্ণুর কল্পনা করিলেন। এটীও বিরাটের সূক্ষ্মাংশ মাত্র।

বিজ্ঞানী বিরাট বুঝিয়া সূক্ষ্ম ভাবিবে, তাহাতে সে সারূপ্য পাইবে। কিন্তু যাহার চিত্ত ততদূর প্রশস্ত নহে, তাহার উপায় কি? যে ভক্ত সর্ব্বদাই ঈশ্বরে প্রেম করেন এবং সারূপ্য ইচ্ছা করেন, কিন্তু বিজ্ঞান বিহীন; তিনি জ্ঞানসংযুক্ত প্রেমে এই সূক্ষ্মতম বিষ্ণুরূপ আপনার হৃদয়ে ভাবিলেই সিদ্ধ হইবেন। কল্পিত বিষ্ণুর সহিত বিরাটের এই ঐক্য যথা;—পুরুষ বলিতে চৈতন্য; চতুর্ভুজ বলিতে সর্ব্বব্যাপী। শঙ্খাদি বলিতে জ্ঞানবৈরাগ্যবিবেক ও বিজ্ঞান। ভূষণাদি বলিতে কারণসমূহ। বনমালা প্রভৃতি ও কৌস্তুভধারী বলিতে স্বপ্রকাশ ও তেজোবান্। ইহার ভাবার্থ এই যে, যাঁহা হইতে সকল চিন্তার উদ্ভব, তাঁহার অপর চিন্তা অসম্ভব এবং সকল শ্রেষ্ঠত্বই তাঁহাতে সম্ভব। এইটীই বীজ ভাবনা, ইহাই শ্রীশুকের অভিপ্রায়; শিষ্যের বিশ্বাস ও জ্ঞানভেদে বিরাট ও বৈষ্ণবী কল্পনা বুঝান হইল মাত্র।

পূর্ব্বোক্ত কল্পনান্তে শুকদেব কহিলেন, হে মহারাজ! এই তো আপনাকে ভক্তিযোগে যে প্রকারে বিষ্ণুধারণা করা উচিত তাহা বলিলাম, এক্ষণে সেই বিষ্ণুরূপের সিদ্ধধ্যানের উপায় কহিতেছি শ্রবণ করুণ। হে মহারাজ! পূর্ব্বে আমি যে রূপের কল্পনা বিষয়ক উপদেশ দিলাম, সাধক বুদ্ধির সাহায্যে সেই বৈষ্ণবী অঙ্গের এক এক দেশ ভাবনা করিবেন। এক একটী অঙ্গ ভাবনা স্থির হইলে সেই গদাধারীর হস্তপদাদি ধ্যান করিবেন; পরে অপরাপর অঙ্গাদি ধ্যান করিবেন। ধ্যানবলে এক একটী অঙ্গ প্রত্যক্ষ করিলে, সাধক তখনি সেটীকে ত্যাগ করিয়া, অপরটীকে প্রত্যক্ষ করিতে চেষ্টা করিবেন। এই ক্রিয়ায় সাধক শুদ্ধবুদ্ধি হইয়া ক্রমশঃ সিদ্ধ হইবেন। ২। ২। ১৩।

ব্যাখ্যা। শুকদেব এইখানে মহাভক্তির উপদেশ দিলেন। শ্রীশুক প্রথমে বৈরাজ ধারণা করিতে উপদেশ দিয়া দেখিলেন, সংসারাসক্ত মহারাজ পরীক্ষিৎ যদি এত দূর জ্ঞান সম্পন্ন না হইয়া থাকেন; সেই জন্য সেই জ্ঞানপথে পহুঁছাইতে সহজ হইবে বলিয়া, ভক্তিযোগস্বরূপে পূর্ব্বরূপে বৈষ্ণবী কল্পনা করিয়া তাহাতেই সিদ্ধ হইতে উপদেশ দিবার জন্য বলিলেন;—হে মহারাজ! যদি আপনি একেবারে জ্ঞানযোগে বিরাট বুঝিয়া জ্ঞানজ্যোতিঃতে প্রতিভাত হইয়া জ্যোতির্ম্ময় হওত মহাজ্যোতির আকর ভগবানে মিলিতে না পারেন; তবে আর একটী সহজ উপায় বলিতেছি শ্রবণ করুন। যাঁহারা একেবারে জ্ঞানলাভ করিতে না পারেন, তাঁহারা ভক্তিযোগে বৈষ্ণবী কল্পনায় সিদ্ধ হইয়া, সেই ভক্তির সাহায্যে যেমন ভূমি খননে আপনিই বারি

প্রকাশ হয়, তেমনি আপনি জ্ঞানলাভ করিয়া বিরাট বুঝিতে পারিবেন। এক্ষণে ভক্তিযোগসিদ্ধির উপায় শ্রবণ করুণ; যেমন কোন একটী প্রেমিক উপবন মধ্যে বিহারিতা কোন সুন্দরী কামিনীকে দেখিয়া তাহাকে পাইবার জন্য স্বগৃহে আগমন করত, সেই সুন্দরীর রূপ একে একে আপনার হৃদয়ে কল্পনা করিয়া, বাসনা ও কামনাকে সেই সৌন্দর্য্যময়ী করিয়া, আপনাকে কামিনীর জন্য উন্মত্ত করিয়া ফেলে। ভবিষ্যৎ-কালে প্রণয়ে আবদ্ধ হইবার জন্য সে ব্যক্তি কখন কামিনীর সুমিষ্ট কণ্ঠস্বর, কখন গজেন্দ্রনিন্দিতা গতি, কখন কমলনিভ বদন, কখন বিদ্যুতের ন্যায় কটাক্ষ, এই সমস্ত একে একে ভাবিতে থাকে এবং ভাবিতে ভাবিতে তাহা যেন স্বপ্নবৎ প্রত্যক্ষ করিয়া তন্ময় হইয়া যায়। তেমনি ভক্তিযোগে ঈশ্বরকে পূর্ব্ব কল্পনায় অনুভব করিয়া আপনার হৃদয়কে ঈশ্বরময় করিতে হয়। যখন ঐ কামুকের ন্যায় বাসনাকে ও কামনাকে সাধক ঈশ্বরময় করিতে পারিবেন, তখন তাঁহার ভক্তিযোগ সিদ্ধ হইবে। কামুক যেমন চিন্তার অবস্থায় ঐ কামিনীর সঙ্গলাভে উৎসুক হইয়া, তাহার যথার্থ শরীরের অঙ্গ ও প্রত্যঙ্গের স্পর্শন আকাঙ্ক্ষা করে। সাধকও তেমনি ঐ বৈষ্ণবীরূপের আকর স্বরূপ বিরাটভাব লাভ করিতে আপনাপনিই আশা করিয়া থাকেন। যখন এই আশা হয়, তখন সাধক বিজ্ঞান লাভ করিয়া থাকেন। এইভাবে সাধক যখন ভগমূর্ত্তিকে সাধনাবলে প্রেমের আধার করিতে পারিবেন তখনই তাহার ভক্তিযোগ সিদ্ধ হইবে। কামুক যেমন প্রণয়ে তন্মিত অবস্থায় প্রেমের আধার সেই নারীপুত্তলীকে হৃদয়ে আলিঙ্গন করিয়া, আপনি তাহার সেবক হইতে পারিলে সুখী হয়। সাধকও বিজ্ঞানলে বৈরাজময় হইয়া সর্ব্বদা ভগবৎসেবন করিতে ইচ্ছা করেন। সারূপ্যলাভের এইটীই প্রধান উপায় বুঝিতে হইবে। এই ধারণার বিশেষ তাৎপর্য্য এই যে, ইহ সংসারে দেখা যায়, যে ব্যক্তি যে বিষয় চিন্তা করে, চিন্তিত বিষয় যে গুণময় হয়, চিন্তাকারীও তদ্ভাব লাভ করিয়া থাকে। অতএব বাহ্য ও বিনশ্বর বস্তুর চিন্তায় যদি ভাবোদ্গম হইতে পারে; তখন ভগবচ্চিন্তায় যে নিশ্চয়ই তদ্ভাবোদয় হইবে ইহার আর আশ্চর্য্য কি ?

হে নৃপ! যে পর্য্যন্ত সাধক ভক্তিযোগে সিদ্ধ না হইবেন, তদবধি তিনি যেন যত্নের সহিত শুদ্ধচিত্তে বিশ্বেশ্বরের এই স্থূলতর রূপটী চিন্তা করেন। এইটীতে সিদ্ধ হইতে পারিলেই সাধক মুক্তপুরুষ হইবেন। ২। ২। ১৪।

হে অঙ্গ! যদি এই প্রকার সিদ্ধযোগী আপনার দেহ জ্ঞানের সহিত ত্যাগ করিতে ইচ্ছা করেন, তাহা হইলে তিনি যেন মৃত্যুর পূর্ব্বে বিপদ্‌শূন্য পুণ্যস্থানে স্থিরভাবে সুখাসন কল্পনা করিয়া, উপবিষ্ট হয়েন এবং কোন প্রকার দেশ বা কালের ভাবনা না ভাবেন। তিনি কেবল মনকে ইন্দ্রিয়াদি হইতে জয় করিয়া, প্রাণের সহিত যেন দেহ হইতে বহির্গত হয়েন। ২। ২। ১৫।

এইরূপ মুক্তিপদাকাঙ্ক্ষী যোগী, সেই সময়ে আপনার স্থিরবুদ্ধির সাহায্যে মনকে

নিয়মন করিয়া সর্ব্বজ্ঞ যে আত্মা তাহাতে সংযত করিবেন। মনের সহিত আত্মভাবনা স্থিরসংমিলিত হইলে, সাধক সেই আত্মাকে আত্মার দ্রষ্টা শুদ্ধব্রহ্মাত্মাতে আবদ্ধ করিয়া রাখিবেন। সেই ব্রহ্মাত্মার সংমিলন হইলেই মোক্ষেচ্ছু মহাশান্তি লাভ করিয়া বিকারভূত যাতনা হইতে নিস্তার পাইবেন। ২। ২। ১৬।

ব্যাখ্যা। এস্থলে শ্রীশুকদেব মুক্তিযোগ উপদেশ দিতেছেন। জ্ঞানের সহিত চৈতন্য সম্মিলিত বাসনা যে উপায়ে দেহ ত্যাগ করিবে, তাহার কথা হইতেছে। দেহের ক্রিয়া থাকিলে চিত্ত অস্থির হয়; বিজ্ঞান ধারণার ক্ষতি হইতে পারে। যোগীগণ সেই জন্য অষ্টাঙ্গযোগে যেমন আয়ুবৃদ্ধি করেন, তেমনিই আবার উহাকে ক্ষয়ও করিতে পারেন। মৃত্যুকালে যোগী প্রাণাদি চেষ্টার সহিত অপর চেষ্টাসমূহ বিলয়পূর্ব্বক শুদ্ধ পরমাত্মায় বিজ্ঞান স্থাপন করিয়া থাকেন। তাহাতেও বাহ্যক্রিয়া নাশার্থ নির্জ্জন স্থানের আবশ্যক হয়। আন্তরিক ক্রিয়া নাশার্থ অষ্টাঙ্গযোগের প্রয়োজনও হইয়া থাকে। দেহটি ভূতসমষ্টিমাত্র। ভূতক্রিয়া প্রকাশ হইলেই দেহস্থ ভূতের চঞ্চলতা হইয়া থাকে, কারণ উভয়ের আকর্ষণ আছে। যেমন শব্দ হইলেই কর্ণ শ্রবণ করে। তাহাতে মর্জ্জার কম্পন হয়। সেই মর্জ্জার কম্পন হইতে ক্রিয়া হয়। সেই ক্রিয়া বোধ করিতে বুদ্ধি মনকে চঞ্চল করে। মন তাহার বিচারে প্রবৃত্ত হইলেই বাসনা সেই দিকে ধাবিত হয়। একা শূন্য হইতে উত্থিত বাহ্যিক ক্রিয়ারূপী শব্দ হইতে সকলেন্দ্রিয়েরই যেমন বিকার হইল। সেই প্রকারে ক্রিয়ার সাহায্যেই চৈতন্যের অনুভব হইয়া থাকে। সেই সকল বিপদ হইতে ত্রাণার্থ নির্জ্জন স্থানের আবশ্যক। আন্তরিক ক্রিয়ার নাশার্থ—আসনের আবশ্যক। বিজ্ঞানময় হইবার জন্য ধ্যান, ধারণা ও সমাধির আবশ্যক হয়।

যে যোগী দেহত্যাগ ইচ্ছা করিয়া পূর্ব্বভাবে অবস্থান করতঃ সমাধি বলে পরমাত্মায় মিশাইয়া দেহত্যাগ করিতে ইচ্ছা করেন; তাঁহার পক্ষে দেশের অর্থাৎ পুণ্যতীর্থস্থানের বা মৃত্যুকালের উত্তম সময়রূপ উত্তরায়ণাদির আবশ্যক নাই। শুকদেবের এ উপদেশের তাৎপর্য্য এই যে, পুণ্যতীর্থ ও উত্তরায়ণাদি সময় প্রবৃত্তিমার্গবিহারী জনগণেরই প্রয়োজন। যেমন বসন্ত আসিলে মনে স্ফূর্ত্তি হয়, তেমনি ইহসংসারে মৃত্যুকালে পুণ্যতীর্থে যাইলে এবং সেই সময় উত্তরায়ণ আগমন করিলে, মনের নিরাশক্তি ও পবিত্রতা ঘটে এবং তীর্থাগন্তুক অনেক সাধুর সন্দর্শন লাভও ঘটিয়া থাকে। সাধুসঙ্গে তাহার মৃত্যুযাতনা অনেক উপশমিত এবং তাহার বাসনার অনেক পরিশুদ্ধি হইয়া থাকে।

হে মহারাজ! যে কাল সকল দেবগণের প্রভু; সেই পরমাত্মা শ্রীহরি আবার সেই কালেরও প্রভু হইতেছেন। বিশেষতঃ তিনি জগতের ঈশ্বর হইতেছেন। তাঁহাকে পাইলে কালাদি অপরাপর দেবগণ জীবকে কি করিতে পারে? হে রাজন্! অধিক কি বলিব, সেই পরমাত্মা এমন বিশুদ্ধ যে তাঁহাতে সত্ত্ব নাই, রজঃ নাই, তমো নাই, কোন গুণ নাই—তাঁহাতে বিকার নাই, তাঁহাতে মহান্ বা প্রধান কিছুমাত্র নাই। ২। ২। ১৭।

ব্যাখ্যা। এই স্থানে শ্রীশুকদেব পরামাত্মার নির্গুণত্বের সহিত সর্ব্বপ্রভুত্বপ্রকাশ বিচার করিলেন। স্বাভাবিক ক্রিয়া প্রকাশক তেজঃমাত্রকেই দেবতা কহা যায়। তজ্জন্য কালই সর্ব্বপ্রধান। যখন জগৎ প্রকাশ হয় নাই, তখন কেবল পরমাত্মা ছিলেন ও জগতের কারণসমূহ তাঁহার চৈতন্যে মণ্ডিত ছিল। ঈশ্বর ঐ চৈতন্যময় কারণসমূহ হইতে জগতের প্রকাশেচ্ছা করিয়া আপনার শক্তি তাহাতে আধান করিয়াছিলেন। সেই শক্তি দুই ভাগে বিভক্ত। একটিকে কাল, অপরটিকে মায়া কহে। এই উভয় শক্তিই সেই চৈতন্যময় কারণ লইয়া স্বভাব প্রকাশ করেন। ঐ স্বভাব যে কত অংশে বিভক্ত তাহা অদ্যাপি নিশ্চিত হয় নাই। বেদাদিতে বিজ্ঞানবিচারদ্বারা ঐশীক কর্ম্মে শ্রদ্ধার জন্য, ঐ সমস্ত ঈশ্বরাংশস্বরূপ কালপ্রভৃতিকে স্বাভাবিক দেবতা বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে। ঐ কালই মহাদেব। প্রকৃতিই ব্রহ্মা। পৌরাণিক ও তান্ত্রিক প্রত্যেকেই ব্রহ্মশক্তি হইতে তেজঃ ও তেজঃপ্রকাশিকা শক্তিরূপী দেব ও দেবীর কল্পনা করতঃ মহাদেবে উমা, ব্রহ্মাতে সাবিত্রী, ইন্দ্রে শচী প্রভৃতি স্থির করিয়াছেন। কখন বা শুদ্ধকালকে পুরুষরূপী মহাদেব এবং প্রকৃতিকে স্ত্রীরূপিণী, কালী, দুর্গা, জগদ্ধাত্রীও কহিয়াছেন। সমস্তই বিজ্ঞানোদ্ভূত পদার্থের ঐহিক নামকরণ মাত্র। এই জন্যই শ্রীশুক কালকে সকলের প্রভু বলিলেন এবং ঈশ্বরের শক্তি হইতে কাল উদ্ভূত বলিয়া ঈশ্বরকে কালেরও প্রভু বলিলেন। ঈশ্বরের চৈতন্য হইতে কারণসমূহ ক্রিয়াবান্ বলিয়া ঈশ্বরকে জগৎকর্ত্তাও বলিলেন।

হে রাজন্! এই যে বৈষ্ণবী ভাবের কথা বলিলাম, ইহাতে যে কত শান্তি তাহা আর কি বলিব! দেখুন যাঁহারা তত্ত্ববাদী তাঁহারা জীবাত্মার নিশ্চয় করিতে গিয়া, কেহ বা আত্মাকে শ্রেষ্ঠ বলেন, কেহ বা আত্মার অতিরিক্ত কিছু আছে এই বিবেচনা করেন। কিন্তু শেষে ঐ প্রকার সংশয় নাশ করিয়া জীবাত্মার শান্তির জন্য অনন্যমনে হৃদয়ের মধ্যে সেই পূজ্যপাদকেই ক্ষণে ক্ষণে চিন্তাকরতঃ সেই বিষ্ণুকেই পরমপদ বলিয়া স্বীকার করেন। ২। ২। ১৮।

ব্যাখ্যা। বিষ্ণুময় হইলে জীবের যে আর কোন উপাধি থাকে না, তাহা বুঝাইবার জন্যই শুকদেব এই স্থানে বিষ্ণুর শ্রেষ্ঠত্ব প্রকাশ করিলেন মাত্র। যেমন দুগ্ধে বিকারভাব উপস্থিত হইলে, তাহাকে মন্থন করিয়া নবনীত লাভ করা যায়, তেমনি যখন মানবজাতির হৃদয়ে সত্ত্বগুণপ্রধান জ্ঞান উদিত হইবে, তখনই তাহারা অহঙ্কারবশতঃ ভেদবুদ্ধিতে আত্মার স্থির করিতে চেষ্টা করিবে। আপনাপন বুদ্ধির ও জ্ঞানের অক্ষমতায় দার্শনিকেরা কখন মনকে দেহের কর্ত্তা, কখন দেহকেই কর্ত্তা, কখন বা ইহা হইতে ইহার সৃষ্টিকর্ত্তা অপর স্থানে রহিয়াছেন, এইরূপ ভেদ কল্পনা করিয়া থাকেন। কিন্তু সকলের ভেদবুদ্ধি একত্র হইয়া বিচার করিতে করিতে কোথাও আর নিরুপাধি প্রাপ্ত হয় না। কারণ দেহ, মন, জীবাত্মা

প্রভৃতি সমস্তই বিকারী বস্তু। যাহার বিকার আছে, তাহা কখনই নিত্য হইতে পারে না। দার্শনিকেরা এইরূপ বিচার করিতে করিতে শেষে যখন শ্রীবিষ্ণুকে জ্ঞানবলে বোধ করিতে পারিলেন। তখন তাঁহারা তাঁহাকেই নিরুপাধি ও নিত্যবস্তু এবং শ্রেষ্ঠপদ বলিয়া স্বীকার করিলেন। কারণ সকলই ঈশ্বর হইতে সৃজিত এবং ঈশ্বর কাহারো দ্বারা সৃজিত নহেন।

হে রাজন্! যদ্যপি পূর্ব্বপ্রকার সমাধিস্থ মুনি জীবন্মুক্ত অবস্থায় না থাকিয়া, বিজ্ঞানদৃষ্টিতে বিষয়বাসনাকে নাশ করিয়া, দেহত্যাগ করিতে ইচ্ছা করেন। তাহা হইলে তিনি এই উপায়ে দেহত্যাগ করিবেন। যোগী উপবেশন পূর্ব্বক প্রথমে আপনার পাদগুল্ফ দ্বারা গুহ্যছিদ্রকে পীড়ন করিয়া, তথা হইতে বায়ুকে দেহমধ্যস্থ ছয়টী শূন্যস্থানে উন্নমন করিয়া, দেহক্রিয়াজাত সকল প্রকার ক্লেশ হইতে বিশ্রান্ত হইবেন। ২। ২। ১৯।

পরে ঐ বায়ুকে গুহ্যস্থান হইতে গ্রহণপূর্ব্বক নাভিতে রাখিবেন; নাভি হইতে হৃদয়ে অধিরোপণ করিবেন; পরে উদান ক্ষমতার সাহায্যে বায়ুকে হৃদয় হইতে কণ্ঠনিম্ন উরঃ প্রদেশে রাখিবেন। পরে সৎবুদ্ধির সাহায্যে মনস্বী যোগী কণ্ঠাধঃ হইতে বায়ুকে অতি ত্বরায় তালুমূলে লইয়া যাইবেন। ২। ২। ২০।

অতঃপর যোগী তালুমূল হইতে সেই বায়ুকে আপনার হৃদয়ের মধ্যে উন্নমন করিয়া, বদনস্থ সপ্তমার্গ রোধ করিয়া, অনপেক্ষচিত্তে অকুণ্ঠদৃষ্টি হইয়া থাকিবেন। তাহা হইলে আপনিই প্রাণবায়ু অর্দ্ধমুহূর্ত্তের মধ্যে মূর্দ্ধা ভেদ করিয়া বহির্গত হওত পরমপদে মিশ্রিত হইবে। ২। ২। ২১।

ব্যাখ্যা। কি উপায়ে ইন্দ্রিয়, মন ও বাসনা জ্ঞানালঙ্কারে ভূষিত হইয়া চৈতন্যের সহিত ভূতগৃহরূপ দেহত্যাগ করত ব্রহ্মচৈতন্যে মিলিত হইবে, তাহাই সদ্যমুক্তির উদ্দেশ্য। শ্রীশুক পরমাত্মাময় হইয়া অবস্থানের উপায়জন্য ইতিপূর্ব্বে আসনকল্পনা করত জীবন্মুক্ত অবস্থায় সাধকের স্থিতি নিরূপণ করিয়াছেন। এক্ষণে তিনি ঐ সমাধিস্থ সাধকের বিজ্ঞানযুক্ত চৈতন্যের সহিত দেহত্যাগ প্রকাশ করিতেছেন।

চিন্তাক্রিয়া প্রকাশক ও অনুভবের গৃহস্বরূপ শূন্যস্থানকে দেহস্থ পদ্ম বা "চক্র" কহে। একথা আমি পূর্ব্বে বলিয়াছি। শ্রীশুক এই কয়টী শ্লোকে তাহা নিশ্চয় করাইয়া দিলেন। তন্ত্রাদি আলোচনা করিলে বেশ জানা যায় যে, যে সকল সূক্ষ্ম ও স্থূল শিরার অনুভব ক্ষমতা আছে, তাহারা যে যে স্থানে সংযোজিত ও বিয়োজিত হইয়া অনুভব ক্রিয়া প্রকাশ করে, সেই সেই স্থানই শূন্যরূপে কল্পিত এবং পৌরাণিক ও তান্ত্রিকমতে "পদ্ম বা চক্র" নামে আখ্যাত হইয়া থাকে।

এই পদ্ম বিবরণ লইয়া তন্ত্রের সহিত বৈষ্ণবশাস্ত্রের কিঞ্চিৎ মতভেদ আছে। বৈষ্ণবেরা

স্বাধিষ্ঠান ও মূলাধার উভয় পদ্মকে একমাত্র মূলাধার আখ্যা দিয়া তালুমূলে একটী নূতন অনুভব স্থলরূপ বিশুদ্ধাগ্র পদ্মের আবিষ্কার করিয়াছেন। কিন্তু তান্ত্রিকেরা বলেন তালুমূলে এমন কোন স্থান নাই যে তাহাতে অনুভব হইতে পারে। গুহ্যদেশেই দুইটী অনুভাব্য স্থান আছে। তাহার মধ্যে যেটী যোনীর মূল সেইটীকে মূলাধার কহে। যেটী ইন্দ্রিয়প্রকাশক লিঙ্গের মূল সেইটীই স্বাধিষ্ঠান নামে খ্যাত। তন্ত্রের মতে মূলাধার যোনীমূলে। বৈষ্ণবশাস্ত্রের মতে যোনী ও লিঙ্গমুখ প্রায় এক স্থানে অবস্থিত; এ বিধায়ে উভয়স্থানস্থ পদ্মকেই মূলাধার কহা যায়। তান্ত্রিকের ও বৈষ্ণবের মতে নাভিতে মণিপুর পদ্ম। তন্ত্রের ও বৈষ্ণবশাস্ত্রের মতে হৃদয়ে অনাহত। তন্ত্রের ও বৈষ্ণবশাস্ত্রের মতে কণ্ঠে বা কণ্ঠের অধোদেশে বিশুদ্ধ; কেবল বৈষ্ণবমতে তালুমূলে বিশুদ্ধাগ্র। তন্ত্র ও বৈষ্ণবশাস্ত্রমতে ভ্রূদ্বয়মধ্যে আজ্ঞাপদ্ম। পূর্ব্বোক্ত প্রভেদ অতি সামান্য।

একথা প্রায় সকলেই জানেন যে, এই দেহেতে নানা অবস্থার নাড়ী আছে। তাহার মধ্যে কতকগুলি রসবহনকারী, কতকগুলি শোণিতবহনকারী, কতকগুলি চৈতন্য-রক্ষাকারী। এই দেহের গুহ্যদেশকে মধ্যসীমা কহে। ঐ মধ্যসীমার মধ্যে যে পায়ুছিদ্র আছে, তাহার দুই কি তিন অঙ্গুলি ঊর্দ্ধে একটী স্থান আছে, তথায় প্রধানা কয়েকটী চৈতন্যনাড়ীর সংযোজন হইয়াছে; তাহাকেই মূলাধার পদ্ম কহে। তন্ত্র যোনী ও লিঙ্গ এই দুইটী শব্দের স্ত্রীপুরুষত্ব ভেদ করেন নাই। বিজ্ঞানবিদেরা কাম-রিপুর ক্রিয়া প্রকাশ যন্ত্রকে লিঙ্গ কহেন এবং ক্রিয়াস্থিতিস্থলকে যোনী কহেন। কোষের ও চর্ম্মলিঙ্গের ক্রিয়াপ্রকাশক যে স্থলে অপানপ্রদেশ আছে, তাহাকে পুরুষের যোনী কহে। তদূর্দ্ধভাগস্থ যন্ত্রকে লিঙ্গ কহে। জরায়ুসহ ছিদ্রযুক্ত কামপ্রকাশক যন্ত্রকে স্ত্রীজাতির যোনী কহে এবং তাহার ক্রিয়াপ্রকাশক ছিদ্রযন্ত্রকে লিঙ্গ কহে। ঐ উভয় জাতির যোনীমূলে ও লিঙ্গমূলে চৈতন্যনাড়ী সকলের প্রথম সংযোজন হইয়াছে। যোনীমূলস্থ ঐ চৈতন্যবহানাড়ীসংযুক্ত স্থলকে মূলাধার পদ্ম কহে।

এই দেহে অসংখ্য নাড়ী আছে। চর্ব্ব, চোষ্য, লেহ্য ও পেয়াদিজাত রস ত্রিবিধ ভাগে বিভক্ত হইয়া যে ভাগ সপ্তদশ অবয়ব বিশিষ্ট লিঙ্গশরীরকে পরিপোষণ করে, তাহাই বায়ুর সহিত মিলিয়া প্রাণনামে খ্যাত হয়। যে রস স্থূল শরীরের পুষ্টি করে, তাহাকে ধাতু কহে। উহাও প্রাণাংশে মিশ্রিত রহিয়াছে। তৃতীয়ভাগ অসারভাবে মলমূত্রাদিতে পরিণত হয়। পূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে, বায়ুতেই শরীরের তেজঃ প্রকাশ হয়; যখন বায়ু বা পরমায়ু ঐ সকল রসে মিলিত হইয়া নাড়ীর মধ্যে প্রবেশ করে, তখন ঐ রসাদি মহাতেজোময় হইয়া শরীরকে বলবান করে। দেহেরও বর্দ্ধনপালনাদি সকল ক্রিয়া পূর্ণ করে। যে সকল নাড়ীতে বায়ুর গতি তাহারাই প্রাণমার্গ নামে বিখ্যাত। তাহাদের সংখ্যা চতুর্দ্দশটী। তন্মধ্যে ঈড়া ও পিঙ্গলাই বিখ্যাত। ঐ চতুর্দ্দশটী নাড়ী ঐ মূলাধারে আসিয়া সংযোজিত হইয়া আপনাপন ক্রিয়া প্রকাশ করিতেছে। ঐ মূলাধারে আরো অনেকগুলি চৈতন্যময় নাড়ী সূক্ষ্মরূপে অবস্থান করিতেছে। তাহার মধ্যে কুলকুণ্ড-লিনী নাড়ীই প্রধানা। সকল চৈতন্যসংস্কার এই নাড়ী হইতে ঘটিয়া থাকে। পূর্ব্বে

বলিয়াছি যে, চৈতন্যের অনুভবকর্ত্তাই জ্ঞান। সেই জ্ঞানও ঐ চৈতন্য হইতে উদ্ভূত হইয়া, মেরুদণ্ডের মধ্যস্থিত ব্রহ্মরন্ধ্র দিয়া, মূলাধার অবলম্বিতা সুষুম্না নামক নাড়ীতে বিভাবিত হইতেছে। ঐ সুষুম্নার দুইটী মুখ আবদ্ধ। একটি মুখ ব্রহ্মরন্ধ্র অতীত হইয়া নাসিকাছিদ্রের কিঞ্চিৎ ঊর্দ্ধে রহিয়াছে। তাহাকে বামনাসাপুটস্থিতা পিঙ্গলা ও দক্ষিণ নাসাপুটস্থিতা ঈড়া, এই দুই নাড়ী একত্রে মিলিতা হইয়া আবদ্ধ করিয়া নিম্নমুখী করিয়াছে। বিজ্ঞান প্রকাশ করিতে দিতেছে না। নিম্নদেশে চৈতন্যময়ী কুণ্ডলিনী ত্রিকুণ্ডলভাবে জড়াইয়া আপনার পুচ্ছকে সুষুম্নার নিম্নমুখে প্রবেশ করাইয়া, উহাকে আবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছে। বায়ুপ্রবেশ না হইলে কোন নাড়াতেই কোন ক্রিয়া প্রকাশ হয় না। বরং বায়ু দূষিত হইলে প্রাণাদির বিনাশ হইবার সম্ভাবনা। যোগীগণ যোগবলে নিশ্বাস অবরোধ করিয়া ঈড়া ও পিঙ্গলা নামক বায়ু, পিত্ত ও কফপ্রবাহিনী প্রাণনাড়ীদ্বয়কে এই জন্য পীড়ন করেন। পিত্ত আর কফবলে ঐ নাড়ীদ্বয় অপর সূক্ষ্মা নাড়ী সকলকে মান্দ্য ক্রিয়াবান্ বা ক্রিয়াহীন করায় দেহী অলস, শ্রান্ত ও অজ্ঞান হইয়া থাকে। তেজের সাহায্যে কফ ও পিত্ত নাশ প্রাপ্ত হয়। সেই জন্য বায়ুকে প্রতি নাড়ীসংযুক্ত শূন্য স্থানে নিরোধ করিলে ঈড়া ও পিঙ্গলা তত্তৎস্থলে স্ফীত হইয়া বায়ুজাত তেজোবলে অপরাপর নাড়ী সকলের সহিত কফ ও পিত্তহীন হয়। কফ ও পিত্ত নাশ হইলে বায়ুসকল নাড়ীতে প্রবেশ করিয়া থাকে, তাহাতে সকল নাড়ীই স্ফীত হইয়া ক্রিয়াবান্ হয়। প্রতি প্রধান নাড়ীর মধ্যে কি প্রাণমার্গ, কি জ্ঞানমার্গ, কি চৈতন্যমার্গ, সকল প্রকার নাড়ীর সংযোজন থাকাতে ক্রমে ক্রমে সকলেতেই বায়ু প্রবেশ করিয়া দেহীকে পুষ্ট, কান্তিময়, শান্ত ও জ্ঞানচৈতন্যময় করিয়া ফেলে। এই বায়ুধারণার জন্য নানা প্রকার তপস্যার বিধি আছে। যে যোগী ঊর্দ্ধপদে নিম্নমস্তকে বায়ুসাধনা করেন, তাহার এই উদ্দেশ্য যথা;—নাসিকাছিদ্রের উপরে ঈড়া ও পিঙ্গলা সুষুম্নার ঊর্দ্ধমুখ বদ্ধ করিয়া আছে। এস্থলে নিম্ন মস্তকে বায়ুধারণা করিলে, বায়ু পীড়িত হইয়া ভ্রূমধ্যে ঈড়া ও পিঙ্গলাকে পিত্ত ও কফহীন করত লঘু করিয়া, বেগে সুষুম্নায় প্রবেশ করে। সুষুম্নায় বায়ু প্রবিষ্ট হইলে যোগীর জ্ঞান প্রকাশ হয়। সুষুম্নার দ্বারা নিম্নে যাইয়া নিম্নমুখে যে কুণ্ডলিনী আবদ্ধ ছিল, বায়ু তাহাতেও প্রবেশ করে। কুণ্ডলিনী জাগিলেই সকল নাড়ীতে চৈতন্য প্রকাশ হইয়া থাকে। তাহাতে দূরদর্শিত্ব, বিচক্ষণত্ব, ভূতভব্যজ্ঞত্ব উপস্থিত হইলে যোগীগণ সিদ্ধ হইয়া থাকেন।

এই বিধানে প্রায় সকলেই নাড়ীর ক্রিয়া ও বায়ুসাধনের প্রয়োজন বুঝিয়া থাকেন। এক্ষণে কোন স্থানে বায়ুরোধ করিলে কি লাভ হয়, তাহা বলিতেছি;—মূলাধার ভাবনা করিয়া বায়ুসাধন করিলে, চৈতন্য ও জ্ঞান প্রকাশ হয়। মণিপুরে বায়ুসাধনা করিলে, প্রাণমার্গ প্রবল হয় ও দীর্ঘজীবী হওয়া যায়। হৃদয়ে অনাহতপদ্মে বায়ুরোধ করিলে জ্ঞানাধিক্য, চিত্তস্থির, দূরশ্রবণ, দূরদর্শন হইয়া থাকে। বিশুদ্ধপদ্মে বায়ুরোধ করিলে চিত্ত ধারণাযুক্ত হয়। ইহাদ্বারা বাহ্যবিষয় হইতে মন নিবৃত্ত ও অন্তরে নিবিষ্ট হইয়া থাকে। ইহাতে সর্ব্বশরীরের দূষিত বায়ু নষ্ট হইয়া শরীরকে সুস্থ করে। বিশুদ্ধাগ্রপদ্মে বায়ু-

রোধ করিলে, প্রাণায়াম সিদ্ধ হওয়া যায় এবং স্মৃতির বিলয় হয় না। ভ্রূমধ্যে বায়ু-স্থির করিলে, পরমাত্মানুভব হয়। বিজ্ঞানপ্রকাশে জীবন্মুক্ত হওয়া যায়। এই স্থান হইতে চৈতন্য ব্রহ্মপদে মিলিতে পারে।

এইতো অষ্টাঙ্গযোগে চক্রসিদ্ধি এবং চক্র বা পদ্ম সাধনর কথা বলা হইল। এক্ষণে শুকদেব ঐ সকল পদ্মের সাহায্যে জীবাত্মা কেমন করিয়া ইন্দ্রিয়জ্ঞানাদি ও চৈতন্যাদির সহিত দেহত্যাগ করে, সেই উপদেশ দিতেছেন। তাহা কিরূপে সম্ভব হইতে পারে, যথা-সাধ্য প্রকাশ করিতেছি।

পূর্ব্বে বলিয়াছি, প্রাণবায়ুর সাহায্যে কি জ্ঞান, কি চৈতন্য, কি মন, সমস্তই ক্রিয়া-বান্ হয়। প্রাণকে বাসনা ও ইন্দ্রিয়শক্তির সাহায্যে যথায় লইয়া যাইবে, তথায়ই চৈতন্যময় জীবাত্মার জ্ঞানাদি অনুভব হইবে। এই দেহটীতে পাঁচটী অংশ আছে;—অন্নময়, প্রাণময়, বিজ্ঞানময়, মনোময় ও আনন্দময়। ঐ অন্নময় অংশটীতেই ভূতের অধিকার। আর চারিটীতে বাসনার অধিকার। যেমন মাকড়সা আপনার দেহজ উত্তাপে চর্ম্মকোষের মধ্যস্থ ডিম্বাদিকে জীবন্ত করিয়া চর্ম্মকোষ ভেদ করাইয়া অপর স্থানে যাইতে দেয়, তেমনি বাসনা ভূতসমন্বয়রূপ আবরণে পূর্ব্বোক্ত চারিটী তেজোময় অংশকে আবৃত করিয়া ইহলীলা করিতেছে। বাসনা চৈতন্যের সহিত মিলিয়া উহাদের একত্র করত ভূতাংশ ত্যাগ করিতে যখন ইচ্ছা করিবে, তখনি পারিবে। ঐ চারিটী অংশ থাকাতেই ভূতাংশকে রূপবান্ ও ক্রিয়াবান্ দেখা যাইতেছে। বস্তুতঃ ভূতাংশ কিছুই নয়। যেমন কৌশলে কাষ্ঠের পুত্তলিকা নৃত্য করে, আবার কৌশলটী গ্রহণ করিলে ক্রিয়াহীন হয়, তেমনি পূর্ব্বোক্ত চারিটী ক্ষমতার সাহায্যে ভূতাংশ-ক্রিয়াময় হইয়াছে। জীবাত্মা স্বভাব ও অহঙ্কার প্রাপ্ত হইয়াও আলস্য, জড়তা, কফ ও পিত্তাধিক্যে আত্মস্বভাব ভুলিয়া, ভূতাংশের বশীভূত এবং ইন্দ্রিয়াধিকারীধৃত রিপুর বশীভূত হইয়া পড়ে।

ঐ চারি কোষের সহিত বিশুদ্ধ বাসনার ভূতদেহ ত্যাগের নামই সদ্যমুক্তি। তাহাতে কিরূপে ভূতাংশ ত্যাগ করা যায়, তাহার ক্রম এই ভাবে শুক কহিলেন। প্রথমে যোগী বায়ুরোধ করিয়া আন্তরিক প্রাণকে পীড়ন করিবেন। প্রাণে ও বাহ্যবায়ুতে মিলন হইলে প্রাণের অধিক বল বৃদ্ধি হইবে। সেই অবসরে গুহ্যদেশস্থ ছিদ্রমধ্যে স্বীয় পদের গুল্ফ পীড়িত করিলে এবং সমাধিদ্বারা মূলাধারস্থ চৈতন্যজ্ঞানাদিতে ঈশ্বর ভাবকে সংস্থাপন করিয়া, প্রাণকে উন্নমন শক্তিদ্বারা মণিপুরে আনিলে, দেহের নিম্নভাগ একেবারে চৈতন্যহীন হইবে। মণিপুরে লাকিনী নামে প্রধানা নাড়ী, সকল প্রাণশক্তির সহিত সংযোজিত আছে। প্রাণবায়ুকে সেই লাকিনীতে প্রবেশ করাইলে, মণিপুর মণ্ডলের চৈতন্যপ্রাণজ্ঞানাদি মূলাধার হইতে উন্নমিত প্রাণে মিশ্রিত হইবে। এইটী আকর্ষণী শক্তির ক্ষমতা। সৎবস্তুর আধিক্য হইতে আকর্ষণী শক্তি প্রকাশ হইয়া, অল্প সৎবস্তুর সত্ত্বাকে আকর্ষণ করে, ইহা বিজ্ঞান সিদ্ধ। সেই নিয়মে তত্রস্থ প্রাণাদি পূর্ব্বপ্রাণাদির সহিত মিলিলে, তথা হইতে উন্নমন শক্তির সাহায্যে; প্রাণকে হৃদয়স্থ অনাহত পদ্মে

আবদ্ধ করিতে হইবে। তাহা হইলেই নাভি পর্য্যন্ত কেবল ভূতাংশময় হইল। অর্থাৎ শববৎ হইল বুঝিতে হইবে।

পরে যোগী নিম্নভাগস্থ প্রাণ, জ্ঞান ও চৈতন্যাদিকে হৃদয়স্থ সমাধিরূপ ধারণাতে গ্রহণ করিবার জন্য কাকিনী নামক চিত্তধারিণী মহাজ্ঞানময়ী নাড়ীতে প্রবেশ করাইয়া, তৎসাহায্যে তত্রস্থ চৈতন্যাদিকে আকর্ষণী ক্ষমতায় হরণ করিবে। পরে উদানবায়ুর ক্ষমতায় সমস্ত সম্মিলিত প্রাণকে কণ্ঠের বিশুদ্ধপদ্মে আনয়ন করিয়া আবদ্ধ করিবে।

সেই কণ্ঠপদ্মের সহিত অপরাপর চৈতন্যাদি বহা নাড়ীসংযোজিতা শাকিনী নামে বিজ্ঞাননাড়ী আছে। নিম্নাগত প্রাণ তাহার সাহায্যে তৎপ্রদেশস্থ অপরাপর সকল নাড়ীস্থ তেজঃ হরণ কবিয়া শাকিনীতে প্রবেশ করিলে, জীবাত্মাময় সাধক সেই প্রাণকে অতি সাবধানে তালুমূলস্থিত বিশুদ্ধাগ্র পদ্মে লইয়া যাইবে। তথায় যাইয়া জীবাত্মা সকল চৈতন্য ও জ্ঞানাদিকে বিষয়-চিন্তা হইতে বিরত দেখিয়া, স্বরূপানুভব করিয়া, সহস্রারক্ষরিত ব্রহ্মানন্দরস পান করিতে পারিবে। কারণ ঐ স্থানে জীবাত্মা চৈতন্যবলে অবস্থান করিলে, ইন্দ্রিয়ক্রিয়া নাশ প্রাপ্ত হওয়ায়, শুদ্ধভাবে তন্মিত থাকে এবং ভাবনাশূন্য হইয়াও চতুর্দ্দিক জ্ঞানদৃষ্টিতে জ্যোতির্ম্ময় দেখে। বাসনা তদ্দর্শনে সেই মহাজ্যোতিঃতে বিলীন হইতে ইচ্ছা করে।

পরে সাধক তথা হইতে প্রাণকে সুষুম্নাছিদ্র দ্বারা ভ্রূমধ্যস্থ আজ্ঞাপুর চক্রে লইয়া যাইবেন। তথায় গমন করিলে সকল চিন্তা দূর হইবে। এস্থলে কেবল জ্ঞানময় হইয়া অবস্থান করত জীবাত্মা পরমাত্মাময় হইয়া যায়, অর্থাৎ বাসনার অন্য চিন্তা নাশ হয়। উহা পূর্ব্বদৃষ্ট মহাজ্যোতিঃতে মিশ্রিত হইয়া যায়। বাসনা ক্ষয় হইলে জীবাত্মা জ্যোতিস্ময়ভাবে অবস্থান করে৷ এই অবস্থাকেই অমৃতপ্রাপ্তি কহে এবং বৈষ্ণবমতে ইহাকেই সারূপ্য প্রাপ্তি কহে। এই স্থানকে তন্ত্রমতে কাশী কহে। বৈষ্ণবমতে বৃন্দাবন কহে। এই স্থানে ঈড়া ও পিঙ্গলা বহমানা। উহাকে পৌরাণিকেরা বরুণা ও অসি নামক গঙ্গাংশ এবং যমুনা ও মানসগঙ্গা কহে। তদূর্দ্ধে সহস্রদলপদ্মযুক্ত ব্রহ্মরন্ধ্রে প্রাণ সচৈতন্যে আপনিই গমন করে। ঐ গঙ্গারূপী ঈড়া নাড়ীই তথায় যাইবার উপায় বিধান করত সংযত প্রাণবায়ুকে ধারণ করে। ঐ ব্রহ্মপদ্মকেই স্বর্গের বৈকুণ্ঠ, পৃথিবীর দ্বারকা এবং মথুরা প্রভৃতি মহাতীর্থ বলিয়া পৌরাণিকেরা বিবেচনা করেন। এই স্থানে জীবাত্মা আসিলেই সচৈতন্যে ব্রহ্মদ্বারদ্বারা আপনিই মুক্ত হইয়া যায়। কেবল ভূতাংশ পতিত থাকে। সদ্যোমুক্তির পথিক পরমাত্মায় বিলীন হইয়া যায়।

হে নৃপ! যদি কেহ শূন্যবিহারী সিদ্ধগণের পারমেষ্ঠীপদে বিহার করিতে ইচ্ছা করেন এবং এই যে ত্রিগুণান্বিত ব্রহ্মাণ্ড ইহাতেই অষ্টাধিপত্য স্থাপন করিতে ইচ্ছা করেন, তিনি যেন আপনার মন ও ইন্দ্রিয়সংযুক্ত হইয়া শূন্যস্থানে গমন করেন। ২। ২। ২২।

ব্যাখ্যা। এই দেহের নাম ক্ষুদ্র ব্রহ্মাণ্ড। মেরুদণ্ডই ইহাতে সুমেরু। ঐ সুমেরুর শৃঙ্গ

মস্তকে বিস্তীর্ণ আছে। তাহাদের মধ্যে বামশৃঙ্গে চন্দ্র উদিত হইয়া সুধা বর্ষণ করিতেছেন। সেই সুধা দুই ভাগে বিভক্ত। তাহার একটী স্রোত, দেহের পুষ্টির জন্য গঙ্গারূপী যে ঈড়া নাড়ী দেহের বামে রহিয়াছে, তন্মধ্যে গমন করিয়া সকল শরীরে ব্যাপ্ত হইতেছে। অপর একটি স্রোত জ্যোতির্ম্ময় অর্থাৎ দুগ্ধের ন্যায়, তাহা মেরুর মধ্যস্থা সুষুম্না নাড়ীতে বহিতেছে। মেরুর মূলদেশে সূর্য্য, দ্বাদশ কলাযুক্ত হইয়া শরীরের দক্ষিণমার্গবিহারী পিঙ্গলা নামক যমুনাপথে কিরণ প্রদান করিয়া চন্দ্রের সুধা শোষণ করিতেছেন। এইরূপ বিবেচনা করিয়া যোগী জগৎ ও দেহ এক ভাবিয়া অষ্টাঙ্গযোগসিদ্ধ হইয়া, দেহের সর্ব্বত্র ভ্রমণ করিতে পারেন। যে যোগীর কেবল ইন্দ্রিয় ও মনে ক্রিয়া হয়, অথচ দেহের প্রতি ভেদভাব না থাকে, তাহার ভেদানুভব হয় না। যখন কল্পান্ত হয়, তখনও তাহার ঐশিক বিস্মৃতি নাশ পায় না। অণিমাদি অষ্টসিদ্ধিতে সিদ্ধ হইতে পারিলেই মন ইন্দ্রিয়সহ রমণ করিতে পারে এবং তাহার সহিত যোগাচার সিদ্ধ হইলে, সাধক কল্পান্তস্থায়ী হইয়া, দেহের মধ্যস্থ শূন্যে বিহার করিয়া, পরমানন্দ অনুভব করিতে পারেন। এই অনুমানমতে সাধক বাহ্যজগতে স্বপ্নবৎ ভ্রমণ করিয়া এক স্থানে থাকিয়াও সত্যভাবে সমস্ত বিশ্ব দেখিয়া, তাহা প্রকাশ করিতে পারেন। এই যোগলক্ষণ পরে প্রকাশ হইবে।

হে রাজন্! পরমাত্মা যোগেশ্বরগণের গতি এই ত্রিলোকের কি অন্তরে, কি বাহিরে সর্ব্বত্রই আছে। যজ্ঞাদি কর্ম্ম দ্বারা, বিদ্যা দ্বারা, তপস্যা ও যোগাদিদ্বারা কিম্বা সমাধির দ্বারা সেই গতি কোনক্রমেই লাভ হইবার উপায় নাই। ২। ২। ২৩।

সেই যোগেশ্বরগণ কি উপায়ে পরমাত্মায় হয়েন, তাহা বলিতেছি শ্রবণ করুণ। যোগেশ্বরগণ বৈশ্বানর অগ্নির সাহায্যে শূন্যমার্গে আরোহণ করত, জ্যোতির্ম্ময় ব্রহ্মপথে ব্রহ্মপথস্বরূপা সুষুম্না নাড়ীর সাহায্যে, সকল প্রকার কলুষহীন হইয়া শ্রীহরির যে উদয় স্থান স্বরূপ শিশুমার চক্র তাহাতে গমন করেন। ২। ২। ২৪।

সেই শিশুমার চক্রটী এই বিশ্বের নাভিস্বরূপ হইতেছে। সেই বিষ্ণুচক্রটীকে অতিক্রম করিয়া, সকল প্রকার ভূতবিকারীর রজঃ হইতে পরিশুদ্ধ হইয়া, একমাত্র অণুতম আত্মারূপী লিঙ্গশরীরের সাহায্যে, ব্রহ্মবিৎগণের নমস্কৃত এবং যথায় কল্পান্তস্থায়ী বিবুধগণ রমণ করেন, এমন স্থানে যোগেশ্বরগণ গমন করিয়া থাকেন। ২। ২। ২৫।

ব্যাখ্যা। শ্রীশুকদেব কহিলেন, বৈশ্বানর অগ্নির সাহায্যে সাধক দেহস্থ বিমানপথে যাইয়া ব্রহ্মপথরূপী সুষুম্নার দ্বারা পবিত্র হইয়া, শিশুমারচক্র অবধি গমন করিবেন। ভাগবতের পঞ্চমস্কন্ধের আলোচনায় বেশ বুঝা যায় যে, সৌরমণ্ডলকেই বাহ্য শিশুমারচক্র কহে, তথায় স্বয়ং নারায়ণ জ্যোতির্ম্ময় তারারূপে অবস্থান করেন। দেহস্থ মস্তিষ্ক স্থানকে সূক্ষ্ম শিশুমারচক্র কহে। ইহাই পৌরাণিক ভূগোলের সিদ্ধান্ত। দেহরূপ ব্রহ্মাণ্ডে উভয় ভ্রূর মধ্যস্থ আজ্ঞা নামক পদ্মের উপরে তেজঃপ্রকাশক ও চৈতন্যপ্রকাশক দুইটী স্থান আছে। তেজঃপ্রকাশককে সূর্য্য ও চৈতন্যপ্রকাশককে চন্দ্র কহা যায়। বুদ্ধি ও চিত্তপ্রভৃতি অপরাপর

ক্ষমতাও তারকাগ্রহাদির ন্যায় তথায় অবস্থান করে। উহাদের আধারকে দেহের মধ্যস্থ শিশুমারচক্র কহে। পূর্ব্বে ষট্‌চক্র বিধানে বলা হইয়াছে যে, যোগী দেহময় হইয়া আজ্ঞাচক্র অবধি গমন করিতে পারেন। পরে তিনি তথা হইতে সুষুম্নার সাহায্যে জ্যোতির্ম্ময় হইয়া ব্রহ্মপথে গমন করিয়া থাকেন।

ঐ শিশুমারকে পৌরাণিকেরা বিশ্বের নাভি কহেন। দেহরূপ বিশ্বের নাভিই মধ্যস্থল। কিন্তু ব্রহ্মপথে যাইবার জন্য ঐ শিশুমারই মধ্যস্থল। কারণ ঐ শিশুমারের উপরে কেবল শুদ্ধচৈতন্য বিরাজ করিতেছেন, আর নিম্নে দ্বৈতজ্ঞানরূপী প্রকৃতি বিরাজ করিতেছে।

তদন্তে শ্রীশুক কহিলেন;—সাধক ঐ শিশুমার পর্য্যন্ত সূক্ষ্মদেহ লইয়া যাইবেন। তদন্তে সকল প্রকার বিকারশূন্য হইয়া অণুতমদেহে শিশুমার অতিক্রম করিয়া, বিবুধগণের নমস্কৃত মহদাদি লোকসমূহে গমন করিবেন।

অণুতমদেহ বলিতে ইন্দ্রিয়চৈতন্য ও প্রাণাদি সংবেষ্টিত সূক্ষ্মতম অংশ বুঝিতে হইবে। শ্রীশুক বলিলেন,—ভূতাংশ ত্যাগ করিয়া সাধক অণুতম অবস্থায় ব্রহ্মপথে যাইতে পারেন। অণুই কারণের সহচর; বিজ্ঞানমতে অণুকে জ্যোতির্ম্ময় কহে। অণুতম বলিতে অণুর অবস্থায় পরিণত হওন বুঝায়। তাহা হইলেই জ্যোতির্ম্ময় হওন বুঝাইল।

হে রাজন! পূর্ব্ব প্রকারে অবস্থিত মুক্ত পুরুষের পরিণামে কি হইবে, তাহা শ্রবণ করুন। যখন অনন্তদেবের মুখ হইতে অগ্নি নির্গত হইয়া এই বিশ্বকে দগ্ধ করিতে আরম্ভ করিবে, তখন সেই মুক্তপুরুষ তাহা দর্শন করিয়া অপরাপর ভূতাদির সহিত দগ্ধ না হইয়া, বিমানবিহারী সিদ্ধেশ্বরগণের যে দ্বিপ্রারার্দ্ধ কালস্থায়ী পারমেষ্ট্যপদ, তাহাতে বিলীন হইয়া যাইবেন। ২। ২। ২৬।

হে মহারাজ! সেই পরমেষ্ট্যপদের মহিমা কি বলিব। তথায় শোক নাই, জরা নাই, মৃত্যু নাই, দুঃখ নাই, উদ্বেগ নাই। এমন কি সংসারজাত কোনপ্রকার অমঙ্গল নাই। কিন্তু সেই পদবী প্রাপ্ত হইলে কেবল মুক্তপুরুষের মনে; ভগবানের ধ্যান বিষয়ে অজ্ঞানী প্রাণীগণের পক্ষে প্রলয়কালীন যাতনা বোধ হয় মাত্র। ২। ২। ২৭।

হে মহারাজ! এই দেহমধ্যেও যোগিগণ কি উপায়ে ভাগবতীগতি প্রাপ্ত হয়েন, তাহা বর্ণনা করিতেছি শ্রবণ করুন। প্রথমে যোগী আপনাকে নির্ভীক মনে করিয়া পৃথিবীময় বলিয়া ভাবিবেন, পরে পৃথিবীত্ব হইতে জলময় বলিয়া ভাবিবেন, পরে তেজোময় বলিয়া ভাবিবেন, পরে জ্যোতির্ম্ময় হইয়া বায়ুময় বলিয়া ভাবিবেন, পরে বায়ুবস্থা হইতে উত্তীর্ণ হইয়া শূন্যের সহিত মিশিয়া আত্মলিঙ্গতা প্রাপ্ত হইবেন। তাহা হইলেই স্বরূপগতি লাভ হইবে। ২। ২। ২৮।

ব্যাখ্যা। বেদমতে ব্রহ্মভাবুকগণের ত্রিবিধা গতি হইয়া থাকে। প্রথমের নাম কল্পান্তা গতি; দ্বিতীয়ের নাম হিরণ্যগর্ভা গতি; তৃতীয়ের নাম ভাগবতী গতি।

যাঁহারা দেহত্যাগ পূর্ব্বক বাসনাবলে চৈতন্যের সহিত মুক্ত হইয়া শূন্যাবস্থান

করেন, তাঁহারা কল্পান্ত উপস্থিত হইলে, মহাপ্রলয়াবস্থায়ও স্মৃতিক্রমে পুনর্ব্বার জগৎ-সৃজনকালে বাসনামতে আত্মজ্ঞানত্ব প্রাপ্ত হয়েন। অর্থাৎ প্রলয়কালেও যদি তাঁহাদের স্মৃতি শূন্যাবস্থায় থাকিয়া স্বরূপরূপে লিপ্ত থাকে, প্রলয়ান্তেও তদ্রূপ থাকিবে। স্মৃতি থাকিলেই বাসনা হইতে আত্মত্ব হয়। শূন্যানুভবযুক্তা বাসনা হইলে আত্মাও শূন্যত্বে অবস্থান করিয়া থাকে। এটী বৈজ্ঞানিক মীমাংসা। ইহাকেই ব্রহ্মভাবুকগণের কল্পান্তা গতি কহে। নারদ ও ভৃগ্বাদি প্রভৃতির এই গতি হইয়াছে। যাঁহারা ভূতাংশ হইতে ইন্দ্রিয় ও বাসনাকে প্রকৃতিতে লয় করিয়া জীবাত্মাকে প্রকৃতিময় করেন, অর্থাৎ অহঙ্কারশূন্য হইয়া প্রাণায়ামে বা অপর কোন উপায়ে ভেদজ্ঞানশূন্য হইয়া "সোঽহং" ভাবে অবস্থান করেন, তাঁহারা মহাপ্রলয় পর্য্যন্ত স্মৃতিলাভ করেন। অর্থাৎ যত-দিন তাঁহাদের সাধনীয়া প্রকৃতি হইতে লভ্য জ্ঞান প্রকৃতির সহিত নাশ না হইবে, তত দিন তাঁহারা যত বার ছিন্নবস্ত্রকে ত্যাগ পূর্ব্বক নববস্ত্র ধারণের ন্যায়, নবদেহ গ্রহণ করিবেন, ততবারই শুদ্ধস্মৃতি থাকিবে। ইহাকে হিরণ্যগর্ভা গতি কহে। তৃতীয়া— ভাগবতী গতি। ইহাই জীবন্মুক্ত অবস্থা। এইরূপে সকল প্রকার গতির উদাহরণই ক্রমমুক্তিতে শ্রীশুকদেব দেখাইয়াছেন। এক্ষণে ভাগবতী গতির উপদেশ দিবার জন্য পূর্ব্বশ্লোক কহিলেন।

শ্লোকে শ্রীশুক যাহা কহিলেন, বৈদিকবিজ্ঞানেও তাহা দেখিতে পাওয়া যায়। অর্থাৎ যখন কালশক্তি ও চৈতন্য হইতে কারণসমূহ তেজোময় হইল। তখন তাহারা শক্তিময় হইয়া প্রকৃতি নাম ধারণ করিল। স্বভাবের পরিণামে সেই প্রকৃতির অনে-কাংশ অনেক উপায়ে বিহিত হইয়াও যে অংশে ভুত প্রকাশ হয় ও দৃশ্য জীবজগৎ প্রকাশ হইয়া থাকে, তাহার প্রথমাংশকে মহত্তত্ত্ব কহে। সেই মহত্তত্ত্ব হইতেই অহঙ্কারের প্রকাশ। এই অহঙ্কারই মায়াজাত স্বভাব। জীব এই মুগ্ধস্বভাববলে প্রকৃতির অধীন। জ্ঞানই প্রকৃতি হইতে স্বাধীন। সেই জ্ঞানই স্বরূপজ্ঞাতা এবং সেই জ্ঞানই শূন্যোপরে অবস্থিত। জীবচৈতন্য শূন্য ভাবনায় শূন্যময় হইতে পারিলেই, আপনিই জ্ঞানময় হইতে পারিবে। ইহাকেই ব্রহ্মাণ্ডান্তর্গত শূন্যবিহার কহে।

ঐ অহঙ্কার হইতে বোধ প্রকাশ হয়, তাহাতেই চৈতন্যসাহায্যে মন ভূতক্রিয়ানু-ভব করিয়া থাকে। ভূতক্রিয়া ত্যাগ করিলেই আপনাকে জ্ঞানময় করা যায়। দেহকে ক্রিয়াস্থল এবং আত্মাকে কর্ত্তা করিলে ক্রিয়াসকলকে কর্ত্তার সেবার্থ লাভ হইয়াছে, এই অনুভব হইয়া থাকে। ইহাই জীবন্মুক্ত অবস্থা। এ অবস্থায় সাধক জীবের উপরে জীব-ভাব দৃষ্ট হয় বটে, কিন্তু অন্তরে সেই জীব স্বয়ং শূন্যভাবে অবস্থান করেন।

এ অবস্থায় আসিবার প্রমাণ এই যথা;—যেমন ইন্দ্রিয়নিয়মন হেতু নিদ্রা উপ-স্থিত হয় এবং তদবস্থায় অনুভবকে স্বপ্ন কহে। অধিকন্তু সেই স্বপ্নদৃষ্ট বস্তুতে লিপ্ত বলিয়া জীবাত্মার ভ্রম বোধ হয়, তদ্রূপ যোগনিদ্রায় ইন্দ্রিয় নিয়মন করিয়া লয়স্বপ্নে মনকেও প্রথমে পৃথিবীময় বলিয়া ভাবিতে হয়। তাহা হইলে মন আপনিই পৃথিবীত্ব প্রাপ্ত হইয়া যায়।

ইহার প্রমাণ এই যথা;—যেমন একখানি রঙ্গিন কাচে চক্ষু রাখিয়া দেখিলে সমস্তই রঙ্গময় দেখা যায়, তদ্রূপ মনোরূপী চেতনচক্ষুতে পৃথিবীস্বরূপী কাচ ভাবনা ধারণা করিলে আপনিই মন পৃথিবীত্ব প্রাপ্ত হইয়া যায়। কারণ ভেদভাবরূপী অহঙ্কারকে ইন্দ্রিয়নিয়মনের সহিত লয় করা পূর্ব্বেই হইয়াছে। ঐ প্রক্রিয়ায় পৃথিবী ভাবনা বোধ হইলে জল ভাবনা, তদন্তে তেজ ভাবনা, তদন্তে বায়ু ভাবনা, তদন্তে শূন্য ভাবনা করা উচিত। এই অবস্থাই সিদ্ধাবস্থা এবং জীবন্মুক্ত অবস্থা। যোগশাস্ত্রে ইহার বিশেষ প্রমাণ আছে। ভাগবতখানি উপদেশ গ্রন্থ, প্রক্রিয়া গ্রন্থ নহে। এই জন্য প্রক্রিয়া প্রকাশে তত যত্ন করিলাম না। এই ভাগবতী অবস্থা প্রাপ্তে জীবের স্থায়িত্বের কল্পনা শ্রীশুক পরে প্রকাশ করিতেছেন।

হে মহারাজ! ইন্দ্রিয়, মন ও প্রাণাতীত হইলে প্রথমে সাধক ঘ্রাণেন্দ্রিয়ের দ্বারা গন্ধমাত্র আঘ্রাণ করিবেন; রসনার দ্বারা রস মাত্র আস্বাদন করিবেন; নয়নের দ্বারা রূপমাত্র দর্শন করিবেন। ত্বকের দ্বারা সকল বস্তু স্পর্শনমাত্র করিবেন; কর্ণযুগল দ্বারা আকাশের গুণ শব্দমাত্র গ্রহণ করিবেন এবং প্রাণাদির সাহায্যে তাহাদের ব্যবহারোপযোগী ক্রিয়া লাভমাত্র করিবেন। ২। ২। ২৯।

হে মহারাজ! পূর্ব্বে আমি জীবন্মুক্ত ও পূর্ণলয়ের অবস্থা কহিয়াছি। উহা হইতেই ক্রমমুক্তিতে গমন করা যায়, তাহার উপায় শ্রবণ করুন;—

সাধক ভূতগণের সূক্ষ্ম কারণভূত ইন্দ্রিয় সংযোগাংশ, মনোময়াংশ, দেবময়াংশ ও অহঙ্কারাদি বিকারাংশ প্রভৃতির সমবায়ে বিজ্ঞানতত্ত্বে বা মহদাদিতত্ত্বে গমন করিবেন, তথা হইতে গুণসন্নিরোধরূপী প্রধানে গমন করিবেন। ২। ২। ৩০।

ব্যাখ্যা। জীবের মায়াজনিত অবিদ্যাবরণ যোগবলে নাশ করিয়া আত্মাতে মন ও বাসনাদিকে মিলাইয়া ঈশ্বরের সন্নিহিত করত, তাঁহাতে লয় হইবার কথা শ্রীশুক এই স্থানে বলিতেছেন। যেমন সৃষ্টির কালে লীলাগৃহরূপী ভূতাদির আবিষ্কার করিতে হইয়াছিল; তেমনি লয়ের পূর্ব্বে ভূতাদির বিকার সাধনও করিতে হইবে।

যে যোগী ক্রমমুক্তিতে গমন করিবেন বলিয়া জীবাত্মাকে মনের সহিত পরিশুদ্ধ করিয়া, ভূতাগার ও ইন্দ্রিয়াধাররূপী এই দেহকে পূর্ব্বোক্ত যোগবলে ত্যাগ করিতে হইলে, তিনি প্রথমে সত্ত্বগুণের মন ও ইন্দ্রিয় দেবতা; রজোগুণের ইন্দ্রিয়াদি এবং তমোগুণের জড়দেহ (মাংস অস্থি প্রভৃতি) ত্যাগ করিবেন। তাহা হইলেই উহারা কালশক্তির ক্ষমতায় লয় হইবে। এই লয়াবস্থাকে জীবাত্মার মহত্তত্ত্বাবস্থা কিম্বা বিজ্ঞানাবস্থা কহে। জীবাত্মা এমন অবস্থায় চৈতন্যময় হইয়া কালশক্তির সাহায্যে অহংশক্তিকেও ত্যাগ করিয়া, কেবল সদসদাত্মিকাতে গমন করেন। কারণ সৃষ্টি যতক্ষণ ততক্ষণই কালশক্তির প্রয়োজন, সৃষ্টি হইতে ভূতক্রিয়া নাশ হইলে, আপনিই কালশক্তি ঈশ্বরতেজ হইতে অপসৃতা হয়েন। যোগীর জীবাত্মা এই অবস্থায় কালের বিচ্ছেদে সদসদাত্মিকায় অবস্থান করেন। এই অবস্থা একেবারে ঈশ্বরের স্বরূপাবস্থা। কোন

বিকার নাই। চৈতন্য নামক মহাশক্তি এই অবস্থায় জাগৃত থাকায়, ঈশ্বর আপন ভাবেই থাকেন, বিম্বভূত জীবাত্মাকে দেখিতে পায়েন না। ইহাকে প্রধান বা গুণসন্নিরোধ অবস্থা কহে। জীবভূত ঈশ্বরপ্রতিবিম্ব আপনার স্বরূপরূপী ঈশ্বরে মিলিতে ইচ্ছা করিয়া এই প্রধানে লয়মাত্র হইলেন। এখনো সৃজনের অর্থাৎ পুনর্ব্বার কালের বশবর্ত্তী হইবার আশঙ্কা থাকাতে, এই প্রধান অবস্থাতেও জীব পূর্ণ লয় পাইলেন না। পরশ্লোকে শ্রীশুক তাহার শেষ মীমাংসা করিতেছেন।

হে মহারাজ! এই ভাগবতী গতিতে যে সাধক আপন আত্মাকে শান্ত ও আনন্দের আকর পরমাত্মায় উপগত করিয়া, সেই প্রধানতম অবস্থার মিলন করিতে পারেন, তাঁহাকে আর পুনরায় ইহসংসারে আসিতে হয় না। ২। ২। ৩১।

ব্যাখ্যা। শ্রীশুকদেব এইবারে পূর্ণলয় দেখাইলেন। পূর্ব্বে প্রধানাবস্থা দেখাইয়াছি। ঐ প্রধান অবস্থায় ঈশ্বরের সম্পূর্ণ চৈতন্য রহিয়াছে, সাধক অহং নাশ করিলে সজীবত্ব নাশ করিলেন। সেই জন্য মুক্তের দেহত্যাগ ও পীড়িতের মৃত্যুতে বিলক্ষণ ভেদ রহিয়াছে। পূর্ব্বে জগৎ গঠনবিচারে দেখাইয়াছি যে, ঈশ্বরের প্রতিবিম্ব কারণ বা কার্য্যের মধ্যে থাকিলেই কাল তাহাকে রূপান্তরিত করিয়া লীলারূপী জীবভাবে প্রকাশ করিবেই করিবে। সদসদাত্মিকা শুদ্ধা অবস্থাকেই প্রধানাবস্থা কহে। জীবাত্মা সেই প্রধানাবস্থা ত্যাগ করিয়া যখন কেবল চৈতন্যে অবস্থান করিবেন, তখন প্রতিবিম্বত্ব নাশ হইবে এবং স্বরূপ সাগরে মিশাইয়া যাইবেন। তখন আর জীব নাম থাকিবে না। জীবত্ব না থাকিলে জন্মও হইবে না। সেই জন্যই শ্রীশুক পূর্ণলয় দেখাইলেন এবং বেদান্তের মহামুক্তি এইস্থানে মীমাংসিত হইল।

হে মহারাজ! আপনি যে সকল সনাতন প্রশ্ন করিয়াছিলেন, তাহার উত্তরে আমি যে দুইটী গতি প্রকাশ করিলাম, ইহা বেদমাঝে বিধিবদ্ধ আছে এবং পুরাকালে ভগবান বাসুদেবকে আরাধনা করিয়া, তাঁহাকে তুষ্ট করত প্রজাপতি ব্রহ্মা ঐ সকল গতির উপায় প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। ২। ২। ৩২।

হে মহারাজ! ইহসংসারে যে মানব লিপ্ত থাকিয়া, পরে মুক্ত হইতে ইচ্ছা করে, তাহার পক্ষে নানাপ্রকার মঙ্গলময় মোক্ষপন্থা আছে বটে, কিন্তু সর্ব্বাগ্রে ভগবান বাসুদেবে যাহাতে ভক্তিযোগ স্থির হয়, তাহার উপায় করা সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ হইতেছে। ২। ২। ৩৩।

ব্যাখ্যা। পূর্ব্বে শ্রীশুকদেব দুইটী গতি দেখাইলেন, কিন্তু সেই গতিতে কি প্রকারে পহুঁছান যায়, তাহার কথা বলেন নাই। কোন্ পথদর্শকের সাহায্যে পূর্ব্বোক্ত ভাগবতী গতিতে যাওয়া যায় তাহাই এক্ষণে দেখাইতেছেন। শাস্ত্রে আছে, সংসারীব্যক্তি সংসারলীলার আস্বাদনে যদি বীতস্পৃহ হইয়া মুক্ত হইতে ইচ্ছা করেন, তাহা অনা-

য়াসেই পারেন। কিন্তু পঙ্কিলস্থানে থাকিয়া অঙ্গকে পঙ্কিল করিয়াছেন বলিয়া অগ্রে সেই অঙ্গকে ধৌত করিতে হইবে, পরে উত্তম স্থানে যাইতে পারিবেন। এই জন্য মুক্তির উপযুক্ত সাধনার পূর্ব্বে ভক্তিদ্বারা হৃদয়কে বিশুদ্ধ করিতে হয়। বিনা ভক্তি কোন অনুষ্ঠানেই জীবের উপকার হয় না।

হে রাজন্! নির্ব্বিকারচিত্ত ভগবান ব্রহ্মা বেদরূপী ব্রহ্মবাক্যকে তিনবার আলোচনা করিয়া করিয়া ইহাই নিশ্চয়ও শ্রেষ্ঠ বলিয়া স্থির করিয়াছেন যে;—যাহাতে আত্মারূপী শ্রীহরিতে জীবের রতি হয়, সেই উপায় করা সর্ব্বতোভাবে বিধেয় হইতেছে। ২। ২। ৩৪

ব্যাখ্যা। জীব কি ভাবে তাঁহার স্বরূপ দেখিবেন এবং তাঁহার স্বরূপ অনুভব করিয়া সমুদ্র ও তরঙ্গরূপে ভেদসম্বন্ধ থাকিতেও অভেদ হইবেন, তাহার উপায়ই ভক্তিযোগ। ঐ ভক্তিযোগের সাধন করিতে হইলেই কামনায় ব্যাপ্ত হইতে হয়। কামনা মনের ধর্ম্ম বা তেজ। ঐ কামনা সকাম ও নিষ্কামভাবে ক্রিয়াবান্। মন সকাম ও নিষ্কামভাবে অবস্থান করিয়া, পুরুষরূপে আপনার তেজে, বাসনা নাম্নী নারীর রতির সহিত দাম্পত্য প্রণয়ে আবদ্ধ। মন নিজতেজে রতিতে সম্মিলিত না হইলে কোন প্রকার কোন উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য বিশ্বাস প্রকাশ হয় না। বিশ্বাস প্রকাশ না হইলে প্রেম বা জ্ঞান পাওয়া যায় না। প্রেম বা জ্ঞান লাভ না হইলে পরম পদার্থ প্রাপ্ত হওয়া যায় না। সেই জন্য রতিই ভক্তিযোগজনিতা ক্রিয়ার প্রধান অঙ্গ। রতি ভিন্ন কোন বস্তুর অনুভব হয় না। রম্ ধাতুর উত্তর তি প্রত্যয় করিয়া রতি শব্দ লাভ হয়। কামনা সংযুক্ত মনের রমণস্থলই রতি। এই কামনাযুক্ত মনকে পুরাণে মদন রূপে কল্পিত করা হইয়াছে, আর তাহার স্ত্রীকে রতি বলিয়া কল্পনা করা হইয়াছে। কামনাতেজোযুক্ত স্বভাবরূপী মন এবং রতির সহযোগে ব্রহ্মা জগৎ প্রকাশ করিতেছেন। এই অবস্থাকে সকামভাব কহে এবং এই অকামযুক্তা রতির প্রভাবে ব্রহ্মা জগৎ প্রকাশ করিতেছেন, ইহাকেই নিষ্কামভাব কহে। এই নিষ্কাম ভাবের রূপকই মহাদেব কর্ত্তৃক "মদন-ভস্ম" রূপে পুরাণে কল্পিত হইয়াছে। আর সকামভাবের চিত্রই ব্রহ্মার "সাবিত্রী" মিলন রূপে কল্পিত হইয়াছে। একা ঈশ্বরই যখন আপন চৈতন্যশক্তিকে সদসদাত্মিকা তেজে মিলাইয়াছেন, তখনই কার্য্যকারণকর্ত্তা ব্রহ্মা নামধারী হইয়াছেন। তন্মিলিতা চৈতন্যশক্তিকে সাবিত্রী করিয়াছেন। যখন কাল নিজ তেজে আপন চৈতন্যশক্তিকে মিলাইয়াছেন, তখনই আপনাকে মহারুদ্র মহাদেব এবং চৈতন্যশক্তিকে উমারূপে কল্পিত করিয়াছেন। যখন ঈশ্বর স্বরূপতেজে অবস্থিত আছেন, তখন আপনাকে বিষ্ণু এবং চৈতন্যশক্তিকে লক্ষ্মী নামে কল্পিতা করিয়াছেন। ইহাই পৌরাণিকগণের কল্পনা।

ব্রহ্মারূপী সৃষ্টি প্রকৃতি বেদরূপী ব্রহ্মজ্ঞানকে তিনবার অর্থাৎ সত্ব, রজঃ ও তমোভাবে আলোচনা করিয়া দেখিলেন যে,—ভক্তিযোগে নিষ্কামা রতিকে যদি আত্মা শ্রীহরির সহিত সম্মিলিত করা যায়, তাহা হইলে, জীবের পূর্ব্বোক্তা ভাগবতীগতি লাভ হয়। তাঁহাকেই সকামভাবে ভক্তিযোগে স্থাপন করিলে বিজ্ঞানযোগরূপী ফল লাভ

হইয়া থাকে। সেই ফলে নিষ্কামত্ব লাভ ঘটিয়া, ব্রহ্মসম্মিলনসুখরূপী ভাগবতীগতি লাভ হয়ই হয়। নিষ্কামা রতিতে মগ্ন হইয়া জীব আত্মাকে কি ভাবে দেখিবেন, পরে শ্রীশুক তাহা বলিতেছেন।

হে রাজন্! সকল ভূতেতেই আপনাপন আত্মার মধ্যে ভগবান হরি লক্ষিত হয়েন, ভক্তবৃন্দ অনুমাপক অর্থাৎ অন্তর্যামীত্বলক্ষণ দ্বারা আপনাপন বুদ্ধ্যাদিকে দ্রষ্টা করিলেই স্বপ্রকাশ বলিয়া তাঁহাকে দেখিতে পাইবেন। ২। ২। ৩৫।

ব্যাখ্যা। শ্রীশুক বলিলেন অনুমাপক লক্ষণে হরিকে অনুভব করা যায়। ক্রিয়াদর্শনে অন্তর্যামী কর্ত্তার সিদ্ধান্তকরণোপায়কেই অনুমাপক লক্ষণ কহে। যেমন আগ্নেয় পর্ব্বতের অন্তরে অগ্নি আছে, ইহা পর্ব্বতের বাহিরে ধূম দেখিয়া নিশ্চয় করা-যায়। তদ্রূপ দৈহিকক্রিয়া দর্শনে আত্মার স্থির হয়। আত্মার স্থির হইলে পরমাত্মা হরি প্রত্যক্ষ হইয়া থাকেন। পূর্ব্বে যখন জগতের গঠন প্রকাশ করিয়াছি; তখন ঈশ্বর কি ভাবে এই জগতরূপী সর্ব্বভূতে অবস্থিত আছেন তাহা বলিয়াছি। বারান্তর বলা বাহুল্য মাত্র। যেমন সকল কার্য্যের মধ্যেই অগ্নি আছে, ঘর্ষণেই তাহা প্রকাশ পায়। তেমনি ঈশ্বর সর্ব্বজীবের অন্তরে নিবিষ্ট আছেন, জীবাত্মারূপে লীলা করিতেছেন এবং সেই লীলাজাত ক্রিয়ার দ্বারাই জীবাত্মারূপে আপনিই আপনার স্বরূপানুভব করিতেছেন। শ্রীশুকদেব যে উপায়ে অনুমাপক লক্ষণ প্রমাণ করিলেন, তাহাই এস্থলে বুঝান উচিত। যেমন কুঠারধারী স্বীয় হস্তে কুঠার না ধরিলে কুঠারের কোন সাধ্য নাই যে ক্রিয়াবান্ হয়। তেমনি বুদ্ধ্যাদি পদার্থযুক্তা সদসদাত্মিকা শক্তিতে চৈতন্য ও কাল যতক্ষণ না সংযুক্ত হইবে, ততক্ষণ উহা কোন ক্রমেই চৈতন্যবান্ বা ক্রিয়াবান্ হইতে পারে না। আর জগতের সকল বিজ্ঞানেরই ইহা চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত যে, জড় ও চৈতন্য এই দুই অবস্থার সংযোগে ও বিয়োগেই জগতের প্রকাশ ও হ্রাস কল্পিত হইয়া থাকে। মন, বুদ্ধি, চিত্ত ও অহঙ্কার এই চারিটীই জ্ঞানেন্দ্রিয়ের অনুভাবক যন্ত্র। এই সকল যন্ত্রে যতক্ষণ চৈতন্যের আবেশ না হইবে, ততক্ষণ ইহারা কোন ক্রমেই ক্রিয়াবান্ হইতে পারিবে না; সেই হেতু উহাদের ক্রিয়া দেখিয়া দেহে যে চৈতন্যময় বস্তু আছে এবং তাহাও অন্তর্যামীরূপে রহিয়াছে, ইহা প্রমাণ হয়। অধিকন্তু প্রত্যক্ষানুভবও হয়। সেই চৈতন্যপ্রদ তেজকেই আত্মা কহে। আত্মা শব্দের ব্যুৎপত্তি করিলে এই অর্থ লাভ হয় যে,—"যে বস্তু সর্ব্বত্র স্বকীয় তেজে ব্যাপ্ত আছে।" এই ব্যাকরণ মতই, উদ্দেশ্যসিদ্ধিপ্রদ ও চৈতন্যপ্রদ তেজের নামকরণরূপে বাচ্য হইয়া ঈশ্বরচৈতন্যভাব প্রকাশ করিতেছে।

এক্ষণে আত্মার অনুভব হইল। পরমাত্মার অনুভব ঐ অনুমাপক ন্যায়ে কি প্রকারে হয়; তাহার দৃষ্টান্ত এই যথা;—কল্পিত মরীচিকা ও ক্ষুদ্র তরঙ্গে যখন তৃষার্ত্তের ভ্রম হয়, তখন উহার উদ্দেশ্যই একমাত্র জললাভ করা। যেটিতে বারি লাভ হয়, তাহাই তৃষাতুরের পক্ষে অবস্থাদ্বয়ের মধ্যে সত্য ও প্রত্যক্ষ হইয়া থাকে।

অতএব হে রাজন্! এই হেতু আপনাপন আত্মার সুহযোগে সেই শ্রীহরিকে সকল স্থানে, সকল সময়ে সকল মানবেরই স্মরণ করা উচিত এবং তাঁহার নাম শ্রবণ করা উচিত। ২। ২। ৩৬।

ব্যাখ্যা। মহারাজ পরীক্ষিৎ শুকদেবকে যখন প্রশ্ন করেন, তখন বলিয়াছিলেন যে, মুমূর্ষুগণের পক্ষে যাহা শ্রবণাদি করা উচিত, তাহা বলুন। শুকদেব এই শ্লোকে তাহার উত্তর সমাপন করিতেছেন এবং ঈশ্বরকে স্মরণ, ঈশ্বরের নাম শ্রবণ, ঈশ্বরের গুণ শ্রবণের প্রয়োজন কি, তাহা দেখাইয়াও সকল সন্দেহ নিরসন করিতেছেন।

যদি জীব ও ঈশ্বর অভেদই হইলেন, তবে জীবের পক্ষে পুনর্ব্বার ঈশ্বরস্মরণের প্রয়োজন কি? তাহা বুঝাইতে শ্রীশুক বিশ্বাসের বিধি দেখাইয়াছেন। কিন্তু অবিদ্যা সম্পন্নের পক্ষে ইহা স্থির হয় না, কারণ অবিদ্যাসম্পন্ন জীব জ্ঞানময় নহে, কেবল ক্রিয়াময় হইতেছে।

যেমন সমুদ্র হইতে এক অংশ জল লইয়া অপর পাত্রে রক্ষা করিলে, সেই জলাংশের সমুদ্র নাম থাকে না এবং সমুদ্রের ন্যায় কিম্বা সে যখন সমুদ্রে ছিল সে অবস্থার ন্যায়, ক্রিয়াবান্ হয় না; তদ্রূপ জীব রিপু ও অবিদ্যামায়ারূপ পাত্রে পতিত হইয়া তৎক্রিয়াবান্ বা তচ্ছক্তিযুক্ত হইয়া থাকে। জীবাত্মার উদ্দেশ্য চৈতন্যপ্রকাশ মাত্র। ঈশ্বর চৈতন্যময়, তাঁহার চৈতন্যাংশ জড়ে পতিত হইয়া কি লীলা প্রকাশ করে, তাহা তিনি অনুভব করেন মাত্র। যেমন সমুদ্র হইতে কিয়দংশ জল লইলে আর তাহার সহিত সমুদ্রের কোন সম্পর্ক থাকে না। তেমনি জীবচৈতন্য রিপুপর হইলে আর তাহার সহিত ঈশ্বরের প্রত্যক্ষ সংযোগসম্বন্ধমাত্র থাকে না। এস্থানে রিপুর বলিতে অবিদ্যা সম্পন্ন প্রবৃত্তি বুঝিতে হইবে। ঐ গৃহীত সিন্ধুজলাংশ যেমন পুনরায় আধার বিনাশে সমুদ্রে মিশিতে পরে এবং সমুদ্রময় হইলে স্বরূপ ক্রিয়াবান্ হয়, তেমনি জীবাত্মাও ঈশ্বরময় হইতে পারে। যদি অবিদ্যাসংযুক্ত রিপুগণকে অবিদ্যা হইতে বিযুক্ত করিয়া ত্যাগ করা যায়, তবে সেই রিপুসমূহ নাশে, বিদ্যাভাবে মণ্ডিত হইয়া, জীবাত্মা ইন্দ্রিয়াদিকে শুদ্ধচৈতন্য প্রদান করে, তবে জীবাত্মার পরমাত্মমিলন হয়। এই ক্রিয়ার জন্যই যোগতপাদি নিষ্কামভাবের প্রয়োজন এবং দানযজ্ঞাদি সকাম ভাবের প্রয়োজন বুঝিতে হইবে। যাহাতে ঈশ্বরচৈতন্যজাত জীবাত্মারূপী চৈতন্যাংশ অবিদ্যাযুক্ত রিপুতে পতিত হইয়া, ঈশ্বর হইতে বিযুক্ত না হয়, তজ্জন্য জীবাত্মার পথপ্রদর্শক মনকে সর্ব্বদাই হরিকথা শ্রবণাদি করিতে হয়। উহাতে সত্বগুণ থাকে, সেই জন্য তদভ্যাসে তমোযুক্ত অবিদ্যা হৃদয়ে প্রবেশ করিতে পারে না এবং জীবাত্মার জাগতিক বিকার হয় না। এই মীমাংসায় সকলের হৃদয়েই ঈশ্বর যে সকল সময়ে স্মর্ত্তব্য, শ্রুতযোগ্য এবং কীর্ত্তনযোগ্য তাহা মীমাংসিত হইল। শুকদেব মহারাজ পরীক্ষিৎকে যে হরিস্মরণাদির বিধি এই শ্লোকে দেখাইলেন। তাহার যথার্থ পূর্ব্বোক্তভাবে অনুভূত হয়।

হে মহারাজ! ভগবানের কথারূপ অমৃত যে সাধুজন কর্ণরূপ অঞ্জলির দ্বারা

একান্তে পান করেন, তাঁহার বিষয়দুষিতা আশা পবিত্র হয়। অধিকন্তু সেই সাধুজন শ্রীহরির চরণ কমলের সন্নিহিত হইয়া ভ্রমণ করিতে পারেন। ২। ২। ৩৭।

ইতি শ্রীভাগবতে দ্বিতীয়স্কন্ধে দ্বিতীয়াধ্যায়ে উপেন্দ্র
কৃতানুবাদ সমাপ্ত।

ব্যাখ্যা। আমি পূর্ব্বে যে প্রমাণে জীবাত্মার পক্ষে ঈশ্বরই সর্ব্বদা কীর্ত্তনীয় বলিয়া সপ্রমাণ করিলাম। শ্রীশুক এই শ্লোকে তাহার দৃঢ়তা রাজাকে দেখাইতেছেন। বেদান্তে এই শ্লোকোক্ত "বিষয়দুষিতাত্মার" বিশেষ মীমাংসা করিয়াছেন। বিষয় ও বিষয়ী এই দুইটীর অধ্যাত্মতত্ত্ব বোধ হইলে আপনিই আত্মার অনুভব হয়। বিষয় বলিতে ইন্দ্রিয়াদির ক্রিয়া ও চরিতার্থতা; আর বিষয়ী বলিতে আত্মা। বাসনাযুক্ত আশা-তেজ একত্র হইয়া অহঙ্কারে মিশ্রিত হইলে, চৈতন্যের যে তেজ সেই অংশে ক্রিয়মাণ হয়, তাহাকে জীবাত্মা কহে। সেই জন্য সাধক ব্যক্তি জীবাত্মারূপ চৈতন্যের স্বরূপ পাইবার আশায়, ইন্দ্রিয় ও রিপুচরিতার্থতাযুক্ত দুষিতক্রিয়াত্যাগ করিবেন। কিন্তু ত্যাগ করা-ইবার কর্ত্তা না হইলে সামান্য চৈতন্যতেজোরূপ সাধককে কে এমন মার্গে লইয়া যাইবে!! ভগবানের কথামৃত পানই সেই পথ প্রদর্শক। অর্থাৎ যাহার জীবাত্মা বিষয়-রূপী ইন্দ্রিয় ও রিপুতে একান্ত অনুরত হইয়া ঈশ্বরকে ভুলিয়াছে, তাহার পক্ষে হরি-কথা রূপ অমৃত পীত হইলে, সেই বিষয়ত্ব একেবারে নাশ পায়। সাধক তাহাতে পবিত্র হইয়া শ্রীহরির চরণকমলের সন্নিহিত হইয়া ভ্রমণ করেন। আত্মাকেই রূপকে শ্রীহরির চরণকমল কহে। অর্থাৎ হরিকথায় রতি ও হরিপ্রতি বিশ্বাস স্থির হইলেই, আত্মজ্ঞান আপনিই লাভ হইয়া থাকে। আত্মারূপী তরঙ্গ যদি দর্শন হইল, তবে আর সাধকের শ্রীহরিরূপ সমুদ্র দর্শনে বিলম্ব কোথা!! এই অবধি পরীক্ষিৎকে শ্রীশুকদেব শ্রেষ্ঠজ্ঞানোপদেশ দিয়া পরে ভক্তির বিশেষ লক্ষণ পরাধ্যায়ে হইতে প্রকাশ করিতেছেন।

ইতি শ্রীভাগবতে দ্বিতীয়স্কন্ধে দ্বিতীয় অধ্যায়ে উপেন্দ্রকৃতাধ্যাত্ম
ব্যাখ্যা সমাপ্ত।

তৃতীয় অধ্যায়।

অনন্তর পূর্ব্বকথা সমাপন করিয়া শ্রীশুক মহারাজ পরীক্ষিৎকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন;—হে মহারাজ! আপনি যে ইতিপূর্ব্বে মনুষ্যকুলে জীব জন্ম গ্রহণ করিয়া মনিষী কিম্বা ম্রিয়মান্ নররূপী হইলে, তাহাদের পক্ষে কি কর্ত্তব্য এই কথা আমাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন; তাহাই পূর্ব্বে বলিলাম। এক্ষণে ঐ তত্ত্বের বিশেষ কিছু কহিতেছি শ্রবণ করুন। ২। ৩। ১।

ব্যাখ্যা। ইতিপূর্ব্বে প্রথম ও দ্বিতীয় অধ্যায়ে শ্রীশুকদেব রাজা পরীক্ষিতকে পূর্ণজ্ঞানের কথা কহিয়া এক্ষণে খণ্ডভক্তির কথা কহিতেছেন। সেই জন্য পূর্ব্বে যাহা বলিয়াছেন, তাহা সর্ব্বতোভাবে ম্রিয়মান পুরুষের কর্ত্তব্য বলিয়া নিশ্চয় করিলেন। পরে যাহা বলিবেন, তাহাও কর্ত্তব্য বটে, তবে ভক্তির বৈশিষ্য মাত্র। যেমন মহাকাশ দর্শনাভিলাষীর পক্ষে ঘটাকাশ দর্শনে তৃপ্তি হয় না, তেমনি মুক্তপুরুষের পক্ষে শ্রীহরির অংশভূত প্রতিমাপূজন উপযোগী হয় না, তাহার প্রমাণ এই যে, পুত্রাদিকে যেমন জীব মায়াবশে আপন বলিয়া লালনপালন করিলে, জীবের সংসারপক্ষে কর্ত্তব্য কার্য্য সাধন করা হইয়া থাকে এবং পুত্রাদি হইতে কথক পরিমাণে সন্তোষ লাভও হইয়া থাকে, তেমনি অংশভূত বিষ্ণুভক্তিতে সামান্য ফল হইয়া থাকে। যে কোন যজ্ঞ, যে কোন ক্রিয়ায় বিষ্ণু স্মরণ করিলেও যদিও বিষ্ণুস্মরণ হইল বটে; তাহাতে সাধকের হৃদয়ে পূর্ণভাবাবেশ হইল না। যদিও বিষ্ণু জানিলেন যে, তাঁহারি প্রতিমোপাসনাদ্বারা সাধক নিজ চিত্তশুদ্ধি করিতেছে; তাহাতে সাধক পূর্ণবস্তুর অংশ ভজনা করিয়াছে বলিয়া, তাহার বিষ্ণুরূপী স্বরূপবস্তুর ভাব হৃদয়ঙ্গম হয় নাই এবং আপনার আত্মাকে প্রত্যক্ষ করিতে পারে নাই; সেই হেতু তাহার যজ্ঞাদিতে কর্ম্মগত ফলমাত্র লাভ হইয়া, চিত্তশুদ্ধি হেতু স্বর্গাদিলাভ মাত্র হয়। ইহাতে দূষিতভাব নাশ হয়, ঈশ্বরভাব উপস্থিত হইতে পারে না। আর একটী তাৎপর্য্য শুকদেব এই স্থানে প্রকাশ করিলেন। পূর্ব্বে তিনি যে উপদেশ দিয়াছেন, তাহাতে তাঁহার নিষ্কামভাবের উপদেশ দেওয়া হইয়াছে। এক্ষণে ভক্ত সকামভাবে ঈশ্বরকে স্বীয় স্বীয় ভক্তি অনুসারী পূজায় কি ফল লাভ করিতে পারে, তাহাই দেখাইলেন মাত্র। এই যে উপদেশ এবং ঐশ্বরিক প্রমাণ যাহা শুকদেব প্রকাশ করিতেছেন, ইহা যে কেবল মনুষ্যকুলজাত সাধুজীবের পক্ষেই, তাহা বিশেষ করিয়া বুঝাইবার জন্য তিনি পূর্ব্বশ্লোকে (মনুষ্যেষু মনিষীনাম্—মনুষ্য-কুলজাত মনিষীগণের) এই বাক্য প্রয়োগ করিলেন। জীবাত্মা সর্ব্বজীবেই রমণ করেন, কিন্তু তাহার আত্মবোধ কিছুতেই হয় না। ঈশ্বর-সন্দর্শন কোন ক্রমেই হয় না। জীব বাসনাপর দেহে থাকিয়া কোনমতে পরমাত্মাসন্দর্শন করিতে পারেন না। সেই জন্য সেই বাসনার প্রার্থনা ও জীবাত্মার পরমাত্মপ্রকাশ মিটাইবার জন্য ঈশ্বর আপনার স্বরূপদর্শনের পথরূপী বিজ্ঞানশক্তি মনুষ্যদেহে সন্নিবিষ্ট করিয়া সাধুমানবের সৃষ্টি করিয়াছেন। এ কথা এই ভাগবতের সৃষ্টিখণ্ডে এবং সাংখ্যের সৃষ্টি বিচারে বিশেষরূপে প্রমাণ পাওয়া যায়। ঈশ্বরের জীবচৈতন্য মায়াতে মিশ্রিত হইয়া ভূত-প্রপঞ্চে এবং তেজঃপ্রপঞ্চে নানা প্রকার কীট, বৃক্ষ, লতা, পশু, পক্ষী প্রভৃতিভাবে গঠিত হইয়া অবিদ্যাবরণে মুগ্ধ হইয়া রহিয়াছেন। এই প্রকার মিশ্রিত তেজের নাম মহাভারতের আদি পর্ব্বে কশ্যপ নামক প্রজাপতিরূপে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে মাত্র। কিন্তু মানবের আদি জন্ম কোন প্রজাপতিগণের তেজ হইতে ঘটে নাই। স্বয়ং ব্রহ্মা আপনার রূপ পরিবর্ত্তিত করিয়া এক অঙ্গ হইতে পুরুষ প্রকাশ করিলেন। তিনিই মনু। অপরাঙ্গ হইতে নারীর সৃষ্টি করিলেন, তাঁহার নাম শতরূপা। এ বিচার পরে ভাগবতেই হইবে। মনিষী বলিতে

সাধু অর্থাৎ অবিদ্যামুক্তস্বভাব নয়। মনুষ্যজীব যখন অবিদ্যামুক্ত হইয়া ম্রিয়মান হইবে, তখন তাহার মুক্তির পক্ষে শ্রীশুক কেবল পূর্ব্বোক্ত উপায় নির্দ্ধারণ করিলেন এবং তাহাদের স্বর্গাদি ফলকামনার জন্ত বিষ্ণুভক্তির বৈশিষ্য পরে প্রকাশ করিতেছেন।

অনেকে জিজ্ঞাসা করিতে পারেন, মনুষ্যপক্ষে মুক্তি দিবার জন্ত ঈশ্বর নিয়ম স্থির করিয়াছেন, অপর জীবের পক্ষে কেন করেন নাই !! তাহার উত্তর সাংখ্যাদিতে বিশেষ বিচারীকৃত হইয়াছে। জীবাত্মা যদি পরমাত্মা দেখিতে পায়, তাহা হইলে সে কেন অবিদ্যার অন্ধকারে থাকিবে এবং অবিদ্যার অন্ধকারে না থাকিলে জীবের সংসার লীলা হয় না, ঈশ্বরের জীবদেহের ক্রীড়া হয় না। অপর জীব অবিদ্যাবলে মগ্ন হইয়া কর্ম্ম প্রকাশ করে মাত্র তাহারা অবিদ্যাতে পীড়িত হয় না। যেমন জলে যাহাদের জন্ম তাহারা জলই ভাল বাসে, জলবিহনে মরিয়া যায়। তদ্রূপ অপর জীবরূপে ঈশ্বর মায়ালীলা করিবেন বলিয়া আপন ইচ্ছায় অবিদ্যার মধ্যেই তাহাদের সৃজন করিয়াছেন, সুতরাং তাহারা অবিদ্যাকেই আশ্রয় ভাবিয়া তাহাতেই মগ্ন থাকে। কিন্তু মনুষ্য বিদ্যাশক্তিতে জন্মলাভ করে বলিয়া ইহাদের অবিদ্যাপীড়ন অনুভব হয়। কারণ জীবাত্মা এই জন্ম হইতেই স্বরূপে যাইতে পারেন এবং সারূপ্য প্রাপ্ত হইবার জন্তই, মনুষ্যের পক্ষে যজ্ঞ, দান, তপস্যা প্রভৃতি সকাম ও নিষ্কাম কর্ম্মে পূর্ব্বজন্মজাত অবিদ্যাযুক্ত জীবাত্মার মলিনতা বিনষ্ট হইয়া যায়।

হে রাজন্! যে সাধক আপনিই ব্রহ্মবিষয়ভূত তেজ জানিতে কামনা করিবেন, তিনি বেদপতি ব্রহ্মাকে আপনার ইষ্টদেব বলিয়া পূজা করিবেন। যে সাধক আপনার ইন্দ্রিয় সকলের কামনা করিবেন, তিনি ইন্দ্রদেবকে আপনার ইষ্টদেব বলিয়া ভাবিবেন। যে সাধক প্রজা কামনা করিবেন, তিনি দক্ষাদি প্রজাপতিকে আপনার ইষ্ট ভাবিয়া পূজা করিবেন। ২। ৩। ২।

ব্যাখ্যা। শ্রীশুক প্রথমে বিষ্ণুর প্রতি পূর্ণভক্তিযোগ দেখাইয়া, সাধকের সাধনার তারতম্যে এক্ষণে বিষ্ণুভক্তির বিশেষ দেখাতেছেন। দেব, দেবী প্রভৃতি সমস্তই সেই বিষ্ণুর আংশিক গুণক্রিয়াতেজাদির রূপক মাত্র। সাধক অল্পসাধ্যে যদি সেই বিষ্ণুকে ভক্তিযোগে প্রত্যক্ষ একজন্মে না করিতে পারে; তাহাতে তাহার গতির উন্নতির জন্ত শ্রীশুক এই সকল ভক্তির বৈশিষ্য দেখাইতে, রাজাকে বক্ষ্যমান উপায়সমূহ বলিতেছেন। এক জন্মে মুক্ত হইতে না পারিলে, বাসনার পরিশুদ্ধতা ও মনের পরিশুদ্ধতা রূপ স্বর্গ এক জন্মে লাভ হইলেও, পরজন্মে ভক্তিতেজে পরমাত্মায় মিলিত হওয়া সম্ভব হইতে পারে। সেই জন্ত লঘু ক্ষমতাবান সাধকের হিতার্থে এই সমস্ত উপায় শ্রীশুক বিধান করিলেন। শুক বলিলেন;—"ব্রহ্মবিষয়ভূত তেজ জানিতে যে সাধক কামনা করিবেন, তিনি বেদপতি ব্রহ্মাকে পূজা করিবেন।"

ব্রহ্ম বলিতে ঈশ্বর। ঈশ্বরের বিষয়ভূত তেজ বলিতে জগৎ। অর্থাৎ সৃষ্টি। সৃষ্টি বলিতেই লীলা বলা হইল। যদি কোন সাধক একেবারে ঈশ্বর না বুঝিতে পারে, অথচ ঈশ্বরকে

প্রত্যক্ষ করিতে চেষ্টা করে; তাহার পক্ষে ঈশ্বরের লীলা বিচার করা বিশেষ প্রয়োজন। কিন্তু সেই বিচার কোথা পাইবে-না—বেদকর্ত্তা যে ব্রহ্মা—সেই অংশকে পূজা করিলে পাইবে।

ইন্দ্র বলিতে পরমেশ্বরের জগৎপ্রকাশক তেজ। ইন্দ্রিয় বলিতে তাহার উপকরণ। সেই কারণে দেহের সংরক্ষণক্রিয়াবান তেজের সক্রিয় উপকরণরূপী হস্তপদাদিকে ইন্দ্রিয় কহে। সাধক যদি লীলা বুঝিতে সক্ষম না হয়, তবে পরে সেই লীলা প্রকাশক তেজঃশক্তিকে উপাসনা করিয়া, যে সকল উপকরণে স্বয়ং ক্রিয়াবান হইতেছে, তাহা জানিতে সাধনা করিবে।

পরে শ্রীশুক কহিলেন;—"প্রজাকামী ব্যক্তি প্রজাপতি সকলকে পূজা করিবেন।" স্বজিত জীব সমূহকে প্রজা কহে। যে সাধক স্বষ্টির প্রকাশক তেজকে বুঝিতে না পারিবে; সে যেন বিষ্ণুর সংসার লীলা প্রকাশক তৎপ্রণীত প্রজাপতিসমূহ বুঝিতে চেষ্টা করে।

যে সাধক লক্ষ্মীচিহ্ন কামনা করিবেন তিনি মায়াদেবীকে পূজা করিবেন। যে সাধক তেজ কামনা করিবেন, তিনি অগ্নিকে পূজা করিবেন। যে সাধক রত্নাদি কামনা করিবেন, তিনি বসুগণকে পূজা করিবেন। যে সাধক বীর্য্যকামনা করিবেন, তিনি রুদ্রদেবকে ভজনা করিবেন। ২। ৩। ৩।

ব্যাখ্যা। এইবার শ্রীশুক সাধকের অধিকার তারতম্যে ব্রহ্মের রূপকল্পনা বুঝাইতে আরম্ভ করিলেন।

ঈশ্বরকে মানসোপচারে একেবারে "সোঽহং" ভাবে যে সকল সাধক ধারণা করিতে পারেন না; তাঁহাদের সাধনের লঘুত্ব হেতু এবং জ্ঞানের উন্নতি হেতু ব্রহ্ম নানা প্রকার ভাবকল্পিতা মূর্ত্তিতে স্বয়ং প্রতিষ্ঠিত হয়েন। সেই মূর্ত্তিসমূহে ঈশ্বরের বিভূতি মাত্র অঙ্কিত থাকাতে, তাহা সাত্ত্বিক, রাজসিক, তামসিক এই ত্রিগুণময় হইয়া, সাধকের হৃদয়ে জ্ঞান ও বিশ্বাসের আধিক্য প্রদর্শন করিয়া দেয়। বেদোক্ত যে সকল মন্ত্রে সাধনার তারতম্যে সাত্ত্বিক বৃত্তিতে ব্রহ্মকে উদ্দেশ করিয়া উপাসনা সমস্ত নিহিত আছে। ঈশ্বর রূপে কল্পিত হইয়া বিবুধগণ দ্বারা সেই সকল মন্ত্রে আহুত ও বিসর্জ্জিত হয়েন। বিবুধগণ সে সকল শাস্ত্রে ঐরূপ ঈশ্বরমূর্ত্তির বেদোক্ত বিধানে সাত্ত্বিক, রাজসিক, তামসিক এই ভাবত্রয়যুক্ত কর্ম্মাঙ্গ বিধান, সাধকের হিতার্থে প্রকাশ করিয়াছেন তাহাকেই তন্ত্র কহে। সেই তন্ত্রে ব্রহ্মের রূপ বিবৃত হইয়াছে; সাধনতারতম্যে শুকদেব যে ভাবে ঈশ্বরসাধন প্রণালী প্রকাশ করিতেছেন; তাহাতেও তাহার অনুরূপ বিবরণ আছে।

শুকদেব বলিলেন "যাঁহারা লক্ষ্মীচিহ্ন" কামনা করিবেন, তাঁহারা যেন মায়াদেবীর পূজা করেন।" চৈতন্যময়ী জাগতিকী বৃত্তি সমূহকে "লক্ষ্মীচিহ্ন" কহে। চৈতন্যবলে, ঈশ্বর এই জগতে যে ভাবে আপনার বিভূতি প্রকাশ করিতেছেন; সেই চৈতন্যশক্তিকে লক্ষ্মী কহে এবং তদ্‌যুক্তা প্রকৃতিকে মায়া বা দুর্গা কহে।

প্রতিমাদি কল্পনা করিয়া আত্মজ্ঞান-সাধনের স্বরূপ-উপায় সমস্ত তন্ত্রের মধ্যে পূজা বিধিকেই গুপ্ত আছে। মায়া পূজা আরম্ভ করিতে হইলে তাহার পূর্ব্বে সঙ্কল্প করিতে হয়। ঐ সঙ্কল্পে এইরূপ ভাবনা করিতে হয় যথা;—আপনার চারিদিকে ছোটিকা বদ্ধ করিয়া, পরে ভূতশুদ্ধি করিবে; তদন্তে আপনার দেহের হৃদয়ে আত্মাকে দীপশিখাকার ভাবিবে; সেই প্রজ্বলিত আত্মাকে "হংসঃ" এই মন্ত্রে সুষুম্না নাড়ীর মধ্য দ্বারা মস্তকের সহস্রদল কমলস্থ পরমাত্মাতে সংযোজন করিবে; পরে পাদস্থ পৃথিবীকে লিঙ্গমধ্যস্থ জলে মিশাইবে, সেই জলকে হৃদয়স্থ তেজে মিশাইবে, সেই তেজকে মুখের বায়ুতে মিশাইবে, সেই বায়ুকে কপোল মধ্যস্থ আকাশে মিশাইবে। পরে শূন্যময় ভাবনায় বুদ্ধি, চিত্ত, অহঙ্কারাদির সহিত সহস্রদল কমলে পরমাত্মায় লীন হইয়াছি, সাধক এই চিন্তা করিয়া, পরে মায়ার বীজমন্ত্র দ্বারা কুম্ভক, রেচক, পূরকাদি সহযোগে জপ করিবে। পরে ঐ ক্রিয়ায় শারীর-পাপ ধ্বংস করিয়া দেহকে ললাটগত অমৃতনিঃসৃত সুধাময় করিয়া শুদ্ধ করিবে। এই রূপে দেহের যথাস্থানে পঞ্চভূত সন্নিবেশ করিয়া হংসঃ এই মন্ত্র সহযোগে জীবাত্মা কুলকুণ্ডলিনীগত হইয়া, দেবীরূপে পরিণত রহিয়াছেন, এইরূপ আত্মচিন্তা করিবে। পরে পরমাত্মচিন্তা করিবে। পরে সেই ভাবনায় জীবন্যাস করণার্থ সর্ব্বাঙ্গের প্রাণস্থানে প্রাণ, ইন্দ্রিয়স্থানে ইন্দ্রিয় স্থাপন করিবে। পরে আপন দেহে মাতৃকান্যাস করতঃ ষট্‌চক্র ভেদ করিয়া বীজমন্ত্রে আপনাকে দুর্গারূপে কল্পনা করিয়া, অঙ্গন্যাস করত দেহময় পীঠ-স্থানে দেবীকে এই ভাবে ধ্যান করিবে;—ওঁ এই প্রণবান্তে দেবী যেন জটাজুট সমাযুক্তা, কপোলে অর্দ্ধচন্দ্র শোভিতা। পূর্ণচন্দ্র সম বদনে ত্রিলোচন শোভিত। তপ্তকাঞ্চনের ন্যায় বর্ণময়ী, নবযৌবনসম্পন্না, সকল প্রকার অলঙ্কার ভূষিতা; মনোহর দন্ত ও পীনোন্নত-পয়োধর-সংযুক্তা; ত্রিভঙ্গময়ী, মহিষাসুরমর্দ্দিনী, মৃণালের ন্যায় দশবাহু সমবেষ্টিতা, সেই হস্ত সমূহের মধ্যে দক্ষিণে ত্রিশূল, খড়্গ, চক্র, বাণ, শক্তি এবং বামভাগে খেটক, ধনুক, পাশ, অঙ্কুশ, ঘণ্টা বা পরশু শোভিত রহিয়াছে। দেবীর অধোভাগে ছিন্নশির মহিষ এবং সেই ছিন্ন স্থল হইতে খড়্গপাণি এক দানব প্রকাশ হইয়াছে। সেই অসুর দেবী কর্ত্তৃক শূলবিদ্ধ ও কেশধৃত হইয়া রক্তমৃক্ষিত অঙ্গ ও ভীষণ দশনাননযুক্ত হইয়া সিংহের দ্বারা আঘাতিত হইতেছে। দেবী দক্ষিণপাদ সমান ভাবে সিংহো-পরি রাখিয়াছেন। বামপদ উর্দ্ধ করিয়া তদঙ্গুষ্ঠ মহিষোপরি রাখিয়াছেন। তাঁহার চারিদিকে উগ্রচণ্ডা, প্রচণ্ডা, চণ্ডোগ্রা, চণ্ডনায়িকা, চণ্ডা, চণ্ডাবতী, চণ্ডরূপা, চণ্ডিকা এই অষ্টশক্তি শোভিত আছে। সম্মুখে অমরবৃন্দ যেন সেই দেবীর স্তব করিতেছেন। ইনিই ধর্ম্মার্থকামমোক্ষদা জগদ্ধাত্রী হইতেছেন; পূজক এই রূপ চিন্তা করিবেন।"

সাধক এই চিন্তায় কি লাভ করিলেন। সাধকের গুরুদেব সাধককে মায়া বুঝাইবার কারণ; মায়াকে শক্তিময়ী সুন্দরী কামিনী করিলেন। কামিনীরূপ করিবার হেতু এই; পুরুষের তেজ যেমন নারীযোনিতে রূপান্তরিত হইয়া জীব প্রকাশ করে। তেমনি ঈশ্বরের তেজোধারিণী মায়াকে নারীরূপে কল্পনা করা হইল। মূর্ত্তির দশহস্ত কল্পনা করা হইল। জগতের সর্ব্বাংশব্যাপিনী মায়া এবং জগৎই জ্যোতির্বিদের কল্পনায় দশদিক

সম্পন্ন। ঐ দশ হস্তবিস্তারে সর্ব্বব্যাপকতা প্রকাশ হইল। ত্রিনেত্র,—সত্ব, রজঃ ও তমোগুণযুক্ত তেজাধার। দশ হস্তে পূর্ব্বোক্ত দশ প্রকার অস্ত্র; ঐ অস্ত্র সমূহের দ্বারা ঈশ্বরের জগৎ শাসন, পালন, বর্দ্ধন ও হরণ ক্ষমতা প্রকাশ পাইতেছে। সিংহ চৈতন্য। অসুর রিপু। মহিষ হইতে প্রকাশিত অসুর অর্থাৎ মোহকে মহিষ কহে। ইন্দ্রিয় যখন অবিদ্যাতে মুগ্ধ হয় তখন ইন্দ্রিয়ের সক্রিয়তেজঃ রিপু নাম ধারণ করে। দেবীর চতুর্দ্দিকে অষ্টশক্তি থাকিবার অর্থ এই যে, মায়া অষ্ট প্রকার। সিংহরূপী জ্ঞান জ্ঞানস্বভাবা প্রকৃতির মধ্যগত হইয়া সাধকের জ্ঞানে বিদ্যাশক্তি প্রদান পূর্ব্বক আপনার রিপুনাশক প্রভাব তাঁহাকে জ্ঞাপন করেন। ইহাই মায়ার রজোমূর্ত্তিমতী দুর্গার লঘুভাব। ইহার গুরুভাব প্রকাশ করিতে হইলে পুস্তক বাহুল্য হয়। আর এই ভাগবত উপদেশগ্রন্থ মাত্র। ইহাতে বিধি বা ক্রিয়ার অস্তিত্ব প্রমাণদ্বারা যত স্বল্পে দেখান যায়, তাহাই উচিত। তমোগুণী মায়াশক্তি অর্থাৎ কালীবিষয়ক কিছু ব্যাখ্যা করিতেছি;—প্রতিদেবীর ধ্যানেই স্বরূপের গূঢ়ভাব প্রকাশ হইয়া থাকে, তজ্জন্য বাহুল্য বিবেচনায় কালীর উপাসনা ও সংকল্পতত্ব প্রকাশ না করিয়া কেবল ধ্যানের অর্থ করিতেছি;—

"ওঁ এই প্রণব অগ্রে ভাবনা করিয়া দেবীকে করালবদনা, ঘোররূপা, মুক্তকেশী, চতুর্ভুজা বলিয়া ভাবিবে। দক্ষিণা কালিকা বলিয়া তাঁহার নাম দান করিবে। দেবীর অবস্থা ভাবিতে হইলে যেন তিনি মুণ্ডমালা বিভূষিতা হইয়া আছেন, বামদিকের দুই হস্তে ছিন্নশির ও খড়্গ রহিয়াছে; দক্ষিণ দুই হস্তে বর ও অভয় প্রদান করিতেছেন; দিগম্বরী ও মহামেঘসম শ্যামবর্ণ ধারণ করিয়াছেন। কণ্ঠ হইতে যে সকল মুণ্ড মালা-রূপে লম্বমান রহিয়াছে, তাহাতে যেন রুধির পতিত হইতেছে। উভয়ে কর্ণে কুণ্ডলের পরিবর্ত্তে অংশদেশ পর্য্যন্ত ব্যাপ্ত শবদেহযুগ্ম ভীষণরূপে শোভিত রহিয়াছে। তাঁহার দন্ত সকল করালবদনে ঘোররূপে শোভিত হইয়াছে। তিনি যেন পীনোন্নতপয়োধরা ও সর্ব্বদা হাস্যময়ী। তাঁহার কটীতটে শবসমূহের হস্তাদিতে কাঞ্চী হইয়াছে। তিনি মহাতেজোময়ী হইয়া আছেন এবং শ্মশানবাসিনী হইয়া আছেন। প্রভাতের সূর্য্যমণ্ডলের ন্যায় তাঁহার তিনটী নয়ন জ্বলিতেছে। শবরূপী মহাদেবোপরি সংস্থিতা হইয়া কি মহাকাল কি স্বয়ং উভয়েই প্রলয় ক্রিয়ার আশ্রয় হইয়াছেন। কিন্তু এত যে ভীষণ তেজে রহিয়াছেন, তথাপি ঈষৎ হাস্যযুক্ত প্রসন্নভাবসমন্বিত তেজঃ বদনে প্রকাশ পাইতেছে। ধর্ম্মকামার্থমোক্ষাভিলাষী সাধক এইরূপ দেবীর ধ্যান করিবেন। মায়ার মূর্ত্ত্যন্তর বলিয়া এই দেবী স্ত্রীমূর্ত্তিময়ী হইলেন। তমোগুণী বলিয়া কৃষ্ণবর্ণ। অর্থাৎ ঘোরবর্ণা হইলেন। আর সংহার ক্ষমতা প্রকাশ করিতেছেন বলিয়া ভীষণা রূপে কল্পিত হইলেন। প্রলয়ে কালশক্তি চৈতন্যহীন হয়েন, এই জন্য মহাদেব শববৎ হইলেন। মায়া কালশক্তির উপরে পদ দিয়া আপনার ত্রিগুণময়ী ক্ষমতায়, তাঁহাকে লইয়া, সক্রিয়া অবস্থা হইতে প্রলয়াবস্থান্তরিত হইবার জন্য, জগৎসংহার দেখাইতে, ঐ রূপ, ভীষণাকৃতি ভাবে কল্পিতা হইয়াছেন। জগতের সকল প্রকার তত্বকে ঈশ্বর আপন অঙ্গে ধারণ করেন। মায়া তাহাতেই প্রলয়কালে সজ্জিতা হয়েন এবং পরে জীবাত্মার

কল্যাণার্থ পুনরায় জগৎ প্রকাশ করিবেন; এই জন্য দুই হস্তে বর ও অভয় দান করিতেছেন। এই তো কালমূর্ত্তিপূজকের পক্ষে সাত্ত্বিক ভাবে ঈশ্বরের মায়াসহযোগে জগৎ-সংহার্য্যক্রিয়া প্রকাশ পাইল। ইহা বোধে সাধক অবশ্যই ঈশ্বরনিষ্ঠ হইতে পারিবেন। তাহাতে আর সন্দেহ নাই।

পরে জগদ্ধাত্রী। ইনি সত্ত্বগুণী দেবী। মায়া যখন প্রধান অবস্থা হইতে ঈশ্বর-চৈতন্যবাহনে চৈতন্যজগতের সৃষ্টি করেন, সেই অবস্থার রূপকই এই মূর্ত্তি। জড় ও চৈতন্য ভেদে জগৎ দুই অংশে মিশ্রিত হইয়া, মায়াবলে প্রকাশ হইতেছে। চৈতন্যাংশ-কেই স্বর্গাবস্থা কহে। তন্ত্রে জগদ্ধাত্রীর কল্পনা এইরূপ হইয়াছে; তাঁহার ধ্যান যথা;——

"ওঁ এই প্রণব অগ্রে ভাবনা করিয়া পরে নানালঙ্কারভূষিতা, সিংহস্কন্ধাধিরূঢ়া, চতুর্ভুজা, নাগযজ্ঞোপবীতধারিণী মহাদেবীকে ভাবনা করিবে।" পরে সাধক এইরূপ ভাবিবে যথা;—"দেবী যেন প্রভাতী অরুণবর্ণা ও রক্তবস্ত্র পরিধান করিয়া আছেন; চারি হস্তের মধ্যে দুই বাম হস্তে শঙ্খ ও পদ্ম রহিয়াছে; দুই দক্ষিণ হস্তে চক্র ও পঞ্চবাণ রহিয়াছে। তাঁহার চতুর্দ্দিকে নারদাদি মুনিগণ তাঁহাকে সর্ব্বসিদ্ধিদা বলিয়া ভাবিতেছেন। দেবী যেন রত্নদ্বীপ নামক মহাদ্বীপে সিংহাসনোপরি উপবিষ্ট আছেন। প্রফুল্ল-কমল তাঁহার আসন রূপে রহিয়াছে।" এই ভাবে সেই ভবগৃহিণী জগদ্ধাত্রীকে ভাবনা করিবে।

মায়ার চৈতন্যাংশ না বুঝিলে কথনই ঈশ্বরকে চৈতন্যময় অবস্থায় দেখা যায় না। সেই জন্য এই শক্তিরূপিণীর কল্পনা হইয়াছে। সিংহ চৈতন্যতেজঃ। চৈতন্য তেজকে বিজ্ঞানশক্তিও কহা যায়। তদুপরি কমলাসন। এই কমলাসনই শিরঃস্থ সহস্রার পদ্ম। তদুপরে দেবী উপবিষ্টা, দেবী সত্ত্বতেজে উজ্জ্বল বলিয়া, বালসূর্য্যের ন্যায় উজ্জ্বল কিরণময়ী। বস্ত্র তাঁহার রক্তবর্ণ। রক্তবর্ণই রজোগুণ; অর্থাৎ তাঁহাকে লইয়া রজোগুণ প্রকাশ হইয়া তাঁহাতেই সংলিপ্ত রহিয়াছে। দেবীর অঙ্গে নাগযজ্ঞোপবীত। নাগ শব্দে সর্প; সর্প শব্দের প্রধান ভাব চঞ্চল। মায়া যে গুণে বা ক্রিয়ায় রত তাহা অতি চঞ্চল। সেই চঞ্চলতাই অবিদ্যাবিকাশিনী তামসী শক্তি। অর্থাৎ তমোগুণ। সর্পরূপ তমোগুণ যজ্ঞোপবীত রূপে তাঁহাতে রহিয়াছে। যজ্ঞোপদেষ্টা ব্রাহ্মণগণের চিহ্নকে যজ্ঞোপবীত কহে। তমোগুণের ক্রিয়াই যজ্ঞ। সর্পরূপে তমোগুণের ক্রিয়াও দেবীতে লগ্ন। অর্থাৎ মায়াজাত সত্ত্বগুণ হইতে রজো ও তমো উভয়গুণই প্রকাশ হইয়া তাঁহাতেই সংযুক্ত রহিয়াছে। দেবী—চতুর্ভুজা। চৈতন্য সর্ব্বত্র ব্যাপ্ত। সর্ব্বত্র চলিতে চতুর্দ্দিক ভিন্ন আর কিছুই নহে। সেই চতুর্দ্দিক রূপ হস্তে;—শঙ্খ, ধনু, চক্র ও বাণ শোভিত রহিয়াছে। শঙ্খই বিবেকের রূপক। ধনু জ্ঞানের রূপক। চক্র বৈরাগ্যের রূপক। পঞ্চবাণ পঞ্চ-শক্তিময় বিজ্ঞানের রূপক। এই রূপকের প্রয়োজন এই যথা;—ঈশ্বর চৈতন্যরূপে জীবের হৃদয়ে থাকিয়া যে অংশে সত্ত্বগুণে স্বরূপ প্রদান করেন, তখন তিনি স্বরূপে অবস্থান করেন; সেই স্বরূপ অবস্থার জীবাত্মাকেও সেই স্বরূপে আনাইবার জন্য তিনি নিজ চৈতন্যময় তেজঃ-

প্রকাশক হয়েন। সেই তেজে বিদ্যাযুক্ত মানবে ক্রিয়াবান হয়। সেই চৈতন্যের ক্রিয়াবান তেজঃ পরিণামে চারি ভাগে বিভক্ত। জ্ঞান, বৈরাগ্য, বিবেক, বিজ্ঞান। এই চারি চৈতন্যক্রিয়াকে যে সাধক ধারণা করিতে পারিবেন, তিনি ঐ চারি অন্নময় বিদ্যাযুক্ত শক্তিময় মায়ামূর্ত্তিকে দেখিতে পাইবেন। সেই মায়া বুঝিলেই চতুর্ব্বিংশতি তত্ত্বের চৈতন্যসংস্থান বোধ হইয়া আপনি চৈতন্যময় হওয়া যায়।

পরে শুকদেব বলিলেন;—"যে সাধক তেজঃ মাত্র কামনা করিলেন তিনি যেন বিভাবসুকে পূজা করেন।" বিভাবসু বলিতে অগ্নি। ঈশ্বরের তেজঃ মহত্তত্ত্বে মিলিয়া যখন মায়াতে ক্রিয়াবান হয় তাহাকে অগ্নি কহে। সেই জন্য পঞ্চভূতের মধ্যে তৃতীয়ভূতকেই অগ্নি কহে। চৈতন্য যাহাতে প্রকাশ হয় এমন তেজকে যখন অগ্নি কহে তখন সাধক তাহা জানিলেই ঈশ্বরের তেজঃ জ্ঞাত হইলেন। এই জন্য জগতে অগ্নিপূজার বিধি জগদীয় জীবপক্ষে প্রতি যজ্ঞে বিহিত হইয়াছে।

"পরে শুকদেব বলিয়াছেন;—যে সাধক বসু কামনা করিবেন, তিনি যেন অষ্টবসুকে পূজা করেন।" সাধক ঈশ্বরের রূপ উপাসনা করিলেই ধর্ম্মার্থ, কাম, মোক্ষ কামনা করিবেন। বসুকামনাকে অর্থ কামনা কহে। ইহা পার্থিব রত্নাদি নহে। কামনা যাহাতে পূর্ণ হয় এমন মায়ার তেজকে অর্থ কহে। বিদ্যাশক্তি রূপে মায়া অষ্টভাগে কল্পিত হইয়া চৈতন্যে ক্রীড়া করিতেছেন। তাঁহাদের তেজকে বসু কহে। বসুকে কামনার উপায় বলিতে পারা যায়। ব্রাহ্মী, বৈষ্ণবী প্রভৃতি যে অষ্টবিদ্যাশক্তিতে মিলিত চৈতন্য স্বয়ং মোক্ষ বা স্বর্গকামনার পথে গমন করেন। অষ্টবসু সেই অষ্টশক্তি লাভের উপায়রূপী। অর্থাৎ সাধকের বুদ্ধি, অবিদ্যাযুক্ত বাসনাকে বিদ্যায় মণ্ডিত করিতে যে সকল চৈতন্যময় উপায় অবধারণ করেন, সেই অষ্টবিধ বুদ্ধিসংযুক্ত উপায়কেই বসু কহে।

পরে শুক বলিলেন;—"যে সাধক বীর্য্য কামনা করিবেন, তিনি যেন বীর্য্যবান রুদ্রদেবকে ভজনা করেন।" কালশক্তি যখন চৈতন্য প্রকাশক তেজোযুক্ত হইয়া জগৎকে ক্রিয়াশক্তি প্রদান করে, সেই ভূতগত চৈতন্যময় ও ক্রিয়াসক্ষম তেজকে রুদ্রশক্তি কহে।

হে রাজন্! যাঁহারা অন্নাদি কামনা করিবেন, তাঁহারা যেন অদিতিদেবীকে পূজা করেন। যাঁহারা স্বর্গ কামনা করিয়া থাকেন, তাঁহারা যেন অদিতি দেবীর পুত্রগণকে আরাধনা করেন। যাঁহারা রাজ্য কামনা করিবেন, তাঁহারা যেন বিশ্বদেবগণকে পূজা করেন; যাঁহারা বিশার (দেহস্থ প্রজাসমূহের) উপরে স্বাধীনতা করিতে ইচ্ছা করিবে, তাঁহারা যেন সাধ্যগণকে পূজা করেন। ২। ৩। ৪।

ব্যাখ্যা। পূর্ব্বে বলিয়াছি যে, শুকদেব যাহা কিছু বলিতেছেন, তাহা আত্মোন্নতির পক্ষেই বুঝিতে হইবে। সেই ভাবে শব্দের গূঢ় ভাব লইয়া শ্লোকসমূহের অর্থ নিরাকরণ করা উচিত। যে তেজঃ প্রাণকে পরিতোষ করিয়া ইন্দ্রিয়াদিকে প্রকাশ করে, সেই তেজের নাম অন্ন, আর সেই তেজঃ যে শক্তির সহিত মিলিত হওত জগতে প্রকাশ হইয়া ভূতসমষ্টিকে চৈতন্যময় ও ইন্দ্রিয়ময় করিয়া রাখিয়াছে, তাহাকেই অদিতি কহে। প্রজা-

প্রকাশক তেজকে দক্ষাদি প্রজাপতি কহে, তাহা ইতিপূর্ব্বে বর্ণিত হইয়াছে। সেই ঐশিক তেজঃ হইতেই নানাপ্রকারে জগৎ সংরক্ষিত হইতেছে। সেই সকল বিভিন্ন ক্রিয়াবান্ শক্তি সমূহই প্রজাপতিসমূহের কন্যা ও পত্নীরূপে কল্পিত হইয়াছে। কর্ম্মপ্রকাশিকা শক্তিদ্বয়ই দিতি ও অদিতি। দিতির সহযোগে অবিদ্যাযুক্ত স্বভাব প্রকাশ হয়, আর অদিতির যোগে বিদ্যাযুক্ত স্বভাব অর্থাৎ চৈতন্য ভূতগত হইয়া ইন্দ্রিয়াদি প্রকাশ করে। যে তেজে ইন্দ্রিয়াদি পরিপুষ্ট ও চৈতন্যময় থাকে তাহাকেই অন্ন কহে। ইহাতে এই জ্ঞান হইল যে, ঈশ্বর কি উপায়ে জগৎ প্রকাশ করিয়া জগতের চৈতন্যসংরক্ষণ ক্ষমতা বিধান করিতেছেন, ইহা যে ব্যক্তি জানিতে ইচ্ছা করিবে, তাহার পক্ষে অদিতিদেবীকে পূজা করা উচিত। তাঁহাকে হৃদয়ে আনিতে পারিলেই ঐ ঐশিকশক্তি জানিতে পারিবে। কারণ পূজাক্রিয়া বুঝিতে হইলেই, উদ্দেশ্যবস্তুকে আত্মায় সংলগ্নকরণ বুঝাইয়া থাকে।

পরে শুক বলিলেন,—"যাঁহারা স্বর্গকামনা করিবেন, তাঁহারা যেন অদিতি কুমারগণকে পূজা করে।" অন্নতেজ হইতে যাঁহারা চৈতন্যময়ভাবে ভূতসংরক্ষণ করিতেছেন, তাঁহাদিগকেই দেবতা কহে এবং তাঁহাদের প্রভুত্বস্থলকেই স্বর্গ কহে। ইন্দ্রিয়গত তেজকেই অর্থাৎ যে তেজঃ দ্বারা ইন্দ্রিয় ক্রিয়াবান হয়, সেই অধিষ্ঠাতাগণকে দেবতা কহে। অদিতির দ্বাদশকুমারই দেবতা বলিয়া পুরাণে কল্পিত। দশ ইন্দ্রিয় মন ও বুদ্ধি এই সমষ্টিভূত দ্বাদশ চৈতন্যসংযুক্ত তেজই ভূতগত জগৎকে এবং প্রতি জীবদেহকে চৈতন্যময় করিয়াছে। ঐ দ্বাদশ চৈতন্যময় তেজই দেবতা। আর উহাদের অবস্থান স্থানই স্বর্গ। সাধক যখন ইন্দ্রিয়চৈতন্যে চৈতন্যময় হয়েন, তখন তাহাকে রিপুর অধীন হইতে হয় না; বাসনা পরিশুদ্ধ হইয়া যায়, তাহার বিজ্ঞান অবস্থা উপস্থিত হয়; ইহাকেই স্বর্গাবস্থান কহে।

পরে শুক বলিলেন;—"যাঁহারা রাজ্যকামনা করিবেন, তাঁহারা যেন বিশ্বদেবগণকে আরাধনা করেন।" রাজ্য শব্দের দুই অর্থ। রাজ্য শব্দে রাজত্ব আর শাসনশক্তি। এস্থলে রাজ্যশব্দে রাজকর্ম্ম অর্থাৎ শাসন। বিশ্বদেব বলিতে দিক্‌পাল, অর্থাৎ ইন্দ্র, চন্দ্র, বায়ু, বরুণ ইত্যাদি। সৃষ্টিতে চৈতন্যসংস্থাপন ও পালনবর্দ্ধনের জন্য ঐই জগতে তেজের সৃষ্টি। সেই ঐশিকতেজঃ কোথাও উষ্ণভাবে সূর্য্যনামে রহিয়াছেন; কোথাও হিমভাবে চন্দ্রনামে রহিয়াছেন। কোথাও শীতোষ্ণ বহনভাবে বায়ুনামে রহিয়াছেন। কোথাও ঐ তেজঃ রসভাবে বরুণ নামে রহিয়াছেন। ঐ তেজসমূহ এক হইতে উৎপন্ন হইয়া কেমন সুনিয়মে জগৎকে পালন, বর্দ্ধন ও হরণ করিতেছেন। ইহাই মায়াযুক্ত ঐশিক তেজের ক্রিয়া।

পরে শ্রীশুক কহিলেন;—"যে সাধক বিশাকে স্বাধীনতা প্রদান করিতে ইচ্ছুক হইবেন, তিনি যেন সাধ্যগণের সাধনা করেন।" বিশা বলিতে দেহস্থ প্রজা। ইন্দ্রিয়াদি হইতে যাহা আপনিই প্রকাশ পায় তাহাকেই দেহপক্ষে প্রজা কহে। কারণ প্রজা শব্দের মূলার্থ এই;—যাহারা প্রভুর নিয়মে বশীভূত তাহারাই প্রজা। অবিদ্যা ও বিদ্যাশ্রয় হইতে রিপুসমূহ ইন্দ্রিয় হইতে জন্ম লাভ করিয়া, জীবকে উর্দ্ধাধম পথে ধাবিত করে। তাহাতে বাসনা কলুষিত বা উন্নত হইয়া মোক্ষ বা নরকলাভ করিয়া থাকে। ঐ রিপুগণই দেহের

প্রজা, বাসনাই রাজা। প্রজা যখন রাজার বশ্যতা স্বীকার না করিয়া রাজসেনারূপী ইন্দ্রিয় ও চৈতন্য সাহায্যে বাসনাকে পীড়িত করে; তখনি জীব মায়াযুক্ত হইয়া ঈশ্বর হইতে বিচ্ছিন্ন হয়। আবার যখন ঐ রিপুসমূহ বিদ্যাশক্তিসম্পন্ন হয়, তখন বাসনাকে পরিশুদ্ধ করিয়া ঈশ্বরের সহিত যাহাতে আত্ম-সংলগ্ন হয়; তাহার উপায় বিধান করে। এস্থলে "দেহস্থ প্রজাগণের স্বাধীনতা প্রদান" বলিতে অবিদ্যামুক্তি বুঝিতে হইবে।

হে রাজন! যিনি আয়ুঃ কামনা করিবেন, তিনি অশ্বিনীদেবযুগলকে পূজন করিবেন। যিনি পুষ্টি কামনা করিবেন, তিনি যেন ইলাদেবীকে ভজনা করেন। যিনি প্রতিষ্ঠা কামনা করিবেন, তিনি যেন ত্রিলোকের জনকজননী স্বরূপ রোদসী অর্থাৎ স্বর্গ-পৃথিবীকে ভজনা করেন। ২য়। ৩। ৫।

ব্যাখ্যা। পুরাণে সূর্য্যের অশ্বিনীগর্ভজাত যুগল কুমারকে অশ্বিনীদেবযুগল কহে। অশ্বিনীযুগলের জন্মবৃত্তান্ত এই যথা;—চন্দ্রমাকে পুরাণে সূর্য্যের নারী কহে। সূর্য্যের উত্তাপে চন্দ্রমা পীড়িতা হইয়া নিতান্ত ব্যথিতা হন, কিন্তু সূর্য্য কোন ক্রমে তাঁহাকে পরিত্যাগ করেন না। সুন্দরী চন্দ্রমা একদা আত্মত্রাণের জন্য আপনার রূপবিকারে অশ্বিনী-রূপিণী হইয়া অন্যত্র প্রস্থান করিলেন, মনে করিলেন, সূর্য্য তাঁহার রূপেই মুগ্ধ হইয়াছেন। অশ্বিনীরূপ হেরিয়া আর সূর্য্য তাঁহার নিকটে আসিবেন না। তপনরাজ তাহা বুঝিতে পারিয়া যে স্থানে চন্দ্রমা অশ্বিনীরূপে অবস্থান করিতেছিলেন, তথায় অশ্বরূপে গমন করিয়া শশীর সহিত রমণ করিলেন। তাহাতে শশীর যুগল কুমার হয়, সেই যুগলকুমারকে অশ্বিনী দেবতা কহে। অশ্ব শব্দে ক্ষণস্থায়ী। জন্তুর মধ্যে ঘোটক অতি চঞ্চল বলিয়া উহার নাম অশ্ব হইয়াছে। চন্দ্রমা ও সূর্য্যের অশ্বভাব প্রকাশের পুরাণকল্পনাতত্ত্ব এই যথা;—

জগৎ যখন চৈতন্যবান্ হইল তখন তেজঃ ভিন্ন কে চৈতন্য বহন করিবে বা জগৎ সজীব রাখিবে। তজ্জন্য চন্দ্র ও সূর্য্যের প্রকাশ হইল। সূর্য্য কেবল তেজঃ আর চন্দ্র কেবল হিম। অনুভবে যাহা বলীয়ান্ বোধ হয় তাহাকে পুরুষ কহে। এই জন্য পুরাণে সূর্য্যকে পুরুষ আর চন্দ্রকে নারী কহে। হিম ও উত্তাপ সমসূত্রপাত হইলে কখনই হিমের হিমত্ব থাকে না, ইহাই চন্দ্রমার পীড়ন বুঝিতে হইবে। হিম সূর্য্যের কিরণে অতি চঞ্চল হয় অর্থাৎ রূপান্তরিত হয়। সেই চঞ্চলতাকে অশ্ব কহে বলিয়া চন্দ্রের অশ্বিনী কল্পনা হইল। আর হিম সংযোগে সূর্য্যরূপের চঞ্চলতাই সূর্য্যের পৌরাণিক অশ্ব কল্পনা। এক্ষণে হিম ও উত্তাপের বৈজ্ঞানিক চঞ্চলতা দ্বারা জগতে চৈতন্য প্রকাশিত হইয়া সকলকে সজীব করিয়া রাখিয়াছে। ঐ হিম ও উত্তাপের চঞ্চলতায় বায়ু চঞ্চল, জল চঞ্চল হইয়া চৈতন্যকে সর্ব্বভূতে প্রবেশ করাইতেছে। যখন ঐ হিম ও উত্তাপ চৈতন্যমিশ্রিত বায়ুতে পরিণত হয়, তখনি তাহা আয়ুঃ নাম ধারণ করে।

প্রতি জীবদেহ, উষ্ণতায় ও শীতলতায় চৈতন্য প্রাপ্ত হইয়া রহিয়াছে। জল ও বায়ুরূপে ঐ চৈতন্য প্রতি জীবের অন্তরে যাইয়া জীবকে সজীব রাখিতেছে। যাহারা রসবাসী

তাহারা জলরূপে রেচন ও পূরণে ঐ তেজঃ লাভ করিয়া সজীব রহিয়াছে। স্থলবাসীগণ বায়ুকে রেচন ও পূরণরূপে পাইয়া সজীব রহিয়াছে। ঐ রেচন ও পূরণকেই শ্বাস ও প্রশ্বাস কহে। শ্বাসে শীতলতা প্রবেশ করে; প্রশ্বাসে উষ্ণতা বাহির হইয়া যায়। এই দুই ক্রিয়াতেই জীবের জীবনসংরক্ষণ ক্রিয়া হইতেছে। উহারাই ঐ হিম ও উত্তাপ নামক সূর্য্য ও চন্দ্রমার যুগল কুমার নামে পুরাণে বর্ণিত হইয়াছে। ঐ শ্বাস ও প্রশ্বাসকেই আয়ুর্ব্বেদীরা আয়ুঃ নাম প্রদান করিয়াছেন। উহাদের চৈতন্যযুক্ত তেজকেই অশ্বিনীকুমার কহে। কেহ কেহ গৌরীকে অশ্বিনীকুমারদ্বয়ের জননী বলিয়া থাকেন। সেস্থলে গৌরীকে শক্তি বলিয়া বুঝিলেই পূর্ব্বপ্রোক্ত অধ্যাত্ম ভাবের সহিত বিজ্ঞানের সামঞ্জস্য হইবে।

ইলার গূঢ় ভাব এই যে;—শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধ এই সমস্ত তেজোভাব পৃথিবীতে আছে, পৃথিবী হইতেই এই দেহ গঠন হইয়াছে বলিয়া দেহেতেও ঐ সমস্ত বর্ত্তমান বলিয়া বুঝিতে হইবে। ঐ তেজোভাগের কোনটীই বিকারীকৃত হইলে, মনোরূপ সঙ্কল্পাসন নষ্ট হইবে; তাহাতে বাসনার পবিত্র হওয়া হয় না। তজ্জন্য অগ্রে ইলার বা পৃথিবীর উপাসনা করিয়া আপনাকে পবিত্র করিবার বিধি প্রতি যজ্ঞের প্রথমেই আছে এবং ঐ শান্তি অবস্থায় ইন্দ্রিয় নিয়মিত থাকে, রিপুপ্রবাহে ক্লান্ত হয় না। অতএব আপনিই পুষ্ট হয়। সেই জন্য যাঁহারা যোগী তাঁহারা কান্তিময় হইয়া থাকেন, কুৎসিৎ আহার্য্য ভোগাপেক্ষা সামান্য ভোগে শান্তিলাভ হইলে, সাধকের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইয়া থাকে। এই জন্য শুকদেব পুষ্টি-কামীকে পৃথিবীর ভজনা করিতে বলিলেন।

পরে শ্রীশুক বলিলেন;—"যাঁহারা প্রতিষ্ঠা কামনা করিবেন, তাঁহারা যেন রোদসীকে ভজনা করেন।"

"পৃথিবী ও স্বর্গের একত্রাবস্থানভাবকে রোদসী দেবী কহে। পৃথিবী বলিতে জড়ভাব আর স্বর্গ বলিতে চৈতন্যভাব। এই জড়ভাবকে ত্রিলোকের জননী কহে। আর চৈতন্যভাবকে ত্রিলোকের জনক কহে। এই জড় ও চৈতন্যভাবকে যে পুরুষ হৃদয়ঙ্গম করিবে; তাহার বাসনা কখনই ঈশ্বর হইতে বিচ্ছিন্ন হইবে না।

হে রাজন্! যিনি রূপ কামনা করিবেন, তিনি যেন গন্ধর্ব্বকে ভাবনা করেন। যিনি স্ত্রী কামনা করিবেন, তিনি যেন উর্ব্বশী অপ্সরাকে কামনা করেন। যিনি সর্ব্বোপরি আধিপত্য কামনা করিবেন, তিনি যেন, পরমেষ্ঠী ব্রহ্মাকে ভজনা করেন। ২। ৩। ৬।

ব্যাখ্যা। শুকদেব এই শ্লোক হইতে বৈহিক উন্নতি পক্ষে কিঞ্চিৎ পারমার্থিক উপদেশ দিতে আরম্ভ করিলেন।

কামনা ঈশ্বরনিষ্ট হইলে, কামের ঈশ্বরনিষ্ট হওয়া বুঝাইল। কাম ও ক্রোধাদি যখন বিপরীত পথগামী হয়, সেই সময়ে, উহারা রিপুনাম ধারণ করে। গন্ধর্ব্বই ঈশ্বরনিষ্ট কামের রূপক। তৎকামনায় রূপের উন্নতি হয়।

* পরে শ্রীশুক বলিলেন "যাঁহারা স্ত্রীকামনা করিবেন, তাঁহারা যেন অপ্সরা উর্ব্বশীর পূজা করেন।" পূর্ব্বে বলিয়াছি যে, সুখভোগেচ্ছাকে অপ্সরা কহে। ঐ ভোগেচ্ছা যখন ঈশ্বরনিষ্ঠ হয়েন, তখন তিনি মন ও বাসনাকে একেবারে ঈশ্বরের প্রকৃতিপ্রেমে উন্মত্ত করিয়া দেন। যেমন পার্থিব কামুকগণ বেশ্যাদিগের কপটরমণীয়তাতে মুগ্ধ হইয়া জীবন-সর্ব্বস্ব দিতে কষ্ট বোধ করে না। সেটী কেবল মোহ, যখন রিপু অবস্থায় থাকে, উহা তাহারই তেজঃ। তেমনি মোহ যখন অপ্সরা অবস্থায় থাকে, তখন সাধকের ইচ্ছাকে ঈশ্বরপক্ষে এমন সংলগ্ন করে যে, আপনি সাধক পুরুষ হইয়া, ঈশ্বরকে প্রকৃতি ভাবিয়া তাঁহাতে প্রেমের রমণ করে। ইহাই জীবত্মার প্রেমলীলা।

স্ত্রী বলিতে;—ত্রিগুণসম্পন্না রতি ও ভক্তি। মোহাকারে যে কামিনী যে পুরুষকে ভজনা করেন, তিনিই তাঁহার স্ত্রীপদে বাচ্য। জীবাত্মা ঐ রতি, ভক্তি ও মোহের বশীভূত হইয়াই এমন কষ্টের সংসারকে তুচ্ছবোধ করিয়া থাকে।

পরে শুক বলিলেন;—"যিনি সর্ব্বোপরি আধিপত্য কামনা করিবেন, তিনি পরমেষ্ঠি ব্রহ্মাকে ভজনা করিবেন।" ব্রহ্মা কাহাকে বলে, ইতিপূর্ব্বে বলিয়াছি। সেই ব্রহ্মাকে বেদমতে এই বলিয়া যজ্ঞ সময়ে ধ্যান করিতে হয় যথা—"ওঁ" এই প্রণব অগ্রে রাখিয়া সাধকে যজ্ঞে পূর্ণাহুতি দিবার সময়ে ব্রহ্মাকে এই বলিয়া ধ্যান করিয়া থাকে—"যিনি পরমব্রহ্ম হইতে সমস্ত ব্রহ্মত্ব প্রকাশ করিয়া বেদব্রহ্ম স্থাপন করিতেছেন, যিনি নিজ অঙ্গ হইতে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্যাদি বর্ণাদিকে প্রকাশ করিয়া প্রজা করিয়াছেন, যিনি ক্ষত্রিয়কে সৃষ্টি করিয়া সর্ব্বাধিপত্য প্রদান করিয়াছেন, সেই ব্রহ্মাকে এই যজ্ঞভাগ প্রদানার্থ স্বাহা এই উচ্চারণ করিয়া হোমকুণ্ডে ঘৃত নিক্ষেপ করিতেছি।"

সকল হইতে যাঁহার শ্রেষ্ঠত্ব সম্পাদিত হইয়া সর্ব্বদাই রহিয়াছে, তাঁহাকে পূজা করিলেই সর্ব্বজ্ঞতা লাভ হইবে। ঐ সর্ব্বজ্ঞতাকেই বিজ্ঞান কহে। বিজ্ঞানই সর্ব্বাধিপত্যের প্রধান বস্তু।

হে রাজন্! যিনি যশঃ কামনা করিবেন, তিনি যেন যজ্ঞকে পূজা করেন। যিনি কোষ কামনা করিবেন তিনি যেন প্রচেতাকে পূজা করেন। যিনি বিদ্যা কামনা করিবেন তিনি যেন গিরিশকে পূজা করেন। যিনি দাম্পত্য কামনা করিবেন, তিনি যেন উমাসতীর আরাধনা একমনে করেন। ২। ৩। ৭।

ব্যাখ্যা। যজ্ঞ বলিতে কর্ম্ম সহযোগে মনের তামসিকবৃত্তিকে সন্তুষ্ট করিয়া ঈশ্বরকে কর্ম্মফল সমর্পণ করণোপায়। আর যশঃ বলিতে এমন ক্রিয়া করা উচিত যে, তদ্দ্বারা সর্ব্বপ্রাণীর হিতসাধন হয়। সেই হিত সাধিত হইলে, সকল প্রাণীর হিতকর্ত্তাকে যে পবিত্রভাবে অভিবাদন করে, সেই পবিত্র ভাবনা বা কীর্ত্তনকে যশঃ কহে। সর্ব্বজনের মনোরঞ্জন এক জন কখনই করিতে পারে না। তবে যশঃ কি প্রকারে হইতে পারে। পার্থিব যশঃ প্রাকৃত যশঃ নহে। ঈশ্বরই সকলের মন। সেই ঈশ্বরেতে যিনি নিষ্কামে ফলার্পণ করিতে পারিবেন, তিনিই সর্ব্বমনোরঞ্জন করিতে পারিবেন।

পরে শুকদেব কহিলেন;—"যিনি কোষ কামনা করিবেন, তিনি যেন প্রচেতাকে পূজা করেন।" কোষ শব্দের অর্থ—কোন বস্তু ক্রমে ক্রমে সঞ্চিত হইয়া বহুল অবস্থার যখন প্রকাশ পায় তখন তাহাকে কোষ কহে। এই ব্যাকরণগত ভাব লইয়া কোষ শব্দে সঞ্চিত ধন ও অভিধান শাস্ত্র এই অর্থ প্রমাণিত হইয়াছে। এস্থলে কোষকাম শব্দের অর্থ এই যে—ধনসঞ্চয়করণেচ্ছা। ধন বলিতে প্রয়োজনীয় বস্তু। যাহার বিনিময়ে প্রয়োজন সিদ্ধ হইয়া থাকে। বরুণকেই প্রচেতা কহে।

পৌরাণিক প্রবাদ এই যে, বরুণই ঈশ্বরের জলতত্ত্বের অধীশ্বর। সাগরকে রত্নাকর কহে। অনন্ত সাগরই প্রচেতার ধনভাণ্ডার। যেমন বরুণদেবতা অকাতরে মুক্তা প্রবলাদি রত্ন অকাতরে দান করেন. তথাপি তাঁহার রত্নের ক্ষয় হয় না, সেইরূপ ধনবান ব্যক্তি বরুণদেবতার আরাধনা করিয়া তদ্ভাবে সাধনরত্ন আহরণ করুন। ঐ ধন অকাতরে দানে ক্ষয় প্রাপ্ত হয় না। এতদ্ব্যতীত পৃথিবী ও সাগরাদির গর্ভস্থ রত্ন যোগীগণ জানিতে পারেন। যিনি ধনকামুক যোগী হইতে ইচ্ছা করেন, তিনি ঐরূপ সাধনা করিলেও কৃতকার্য্য হইবেন।

পরে শ্রীশুক বলিলেন;—"যিনি বিদ্যা কামনা করিবেন, তিনি যেন গিরিশকে পূজা করেন।" গিরিশ মহাদেবের নামান্তর। মহাদেব কালশক্তি। যখন কালশক্তি চৈতন্যময় ভাবে সকাম চৈতন্যশক্তিতে মায়ারূপে ক্রীড়া করেন, বুধগণ তখনি তাঁহাকে গিরিশ কহে। মায়াজাত জীব চৈতন্যশক্তির দ্বারা চৈতন্যকে যদি অনুভব করিতে পারেন, তাহা হইলে মায়ার মধ্যস্থ অবিদ্যা তাঁহাকে স্পর্শ করিতে পারে না। এই জন্য গিরিশকে বুঝিতে পারিলে বা পূজা করিলে বিদ্যালাভ হইয়া থাকে।

পরে শুক বলিলেন;—"যিনি দাম্পত্য কামনা করিবেন; তিনি যেন উমাসতীর পূজা করেন।" পূর্ব্বে বলিয়াছি যে মায়াতে অবস্থিত চৈতন্যশক্তি যখন সকাম ভাব ধারণ করিয়া জগতে প্রকাশিত হন, তখনি পুরাণে তাঁহাকে স্নেহরসের উমা কহে। আর যখন চৈতন্যশক্তি নিষ্কামভাবে মায়ার স্বরূপ ঈশ্বরে সংযুক্ত করেন, তখনি তাঁহাকে গঙ্গা কহে। একের প্রতি—অপরের যে একান্ত ভক্তিসংযুক্ত প্রীতি, তাহাকে দাম্পত্য কহে। ঈশ্বর কালশক্তি ভাবে যখন ভূতপ্রকাশ করেন, তখন চৈতন্যশক্তি তাঁহাকে একান্তভাবে আপন তেজঃ প্রদান করিয়া আপনি তৎসহযোগে রমণ করেন এবং সেই মিলন কখন বিনাশ হইবার নহে। যখনি বিনাশ হয়, তখনি প্রলয় উপস্থিত হইয়া থাকে। এই প্রমাণে ঐ দাম্পত্য শব্দ স্বামী ও স্ত্রীর প্রতি প্রযুক্ত হইয়াছে।

হে রাজন্! যিনি ধর্ম্ম কামনা করিবেন, তিনি যেন উত্তমঃশ্লোককে পূজা করেন; যিনি বংশবৃদ্ধি করিতে ইচ্ছা করিবেন, তিনি যেন পিতৃগণের ভজনা করেন: যিনি রক্ষা কামনা করিবেন, তিনি যেন পুণ্যজনগণকে আরাধনা করেন। যিনি বল কামনা করিবেন। তিনি যেন মরুৎগণকে আরাধনা করেন। ২। ৩। ৮।

ব্যাখ্যা। ধৃ ধাতুর উত্তর মন্ প্রত্যয় দিয়া ধর্ম্ম শব্দের ব্যুৎপত্তি হইয়াছে। ধর্ম্ম

শব্দের অর্থ ধাতুমতে আকর্ষণ। এই আকর্ষণ বাচ্য ধর্ম্মশব্দ কি অভিপ্রায়ে শাস্ত্রে ব্যবহৃত হইয়াছে তাহার বিবরণ এই যথা;—লঘুবস্তু আত্মত্রাণার্থ বৃহৎবস্তুর শক্তি ধারণ করিয়া প্রকাশ পায়। ইহা স্বভাবের নিয়ম। জীব যে ভাবে আত্মত্রাণের জন্য ঈশ্বরকে জানিতে চেষ্টা করেন সেই পবিত্র ভাবের নাম ধর্ম্ম। এই ধর্ম্ম কাল্পনিক বস্তু নহে। প্রত্যেক জীবের স্বভাবে এই ভাব আছে।

উত্তমঃশ্লোক শব্দের অর্থ এই যথা;—যাহা পাঠ করিলে বা ভাবিলে অবিদ্যাজনিত দুঃখ দূরে যায়, তাহাকে শ্লোক কহে। যাহা দ্বারা বাসনা উন্নত পথে ধাবিত হয়, তাহাকে উত্তম গুণ কহে। এমন বাসনাপবিত্রকারী শ্লোক যাহাতে আছে তাহাই উত্তমঃশ্লোক অর্থাৎ বিষ্ণু। ঈশ্বরচৈতন্য অবস্থা যখন সর্ব্বমধ্যগত থাকেন, তখনি তাঁহার বিষ্ণু নাম হয়। সেই বিষ্ণুপূজনে বা আরাধনে জীবের বাসনা পবিত্র হয় বলিয়া, তাঁহাকে উত্তমঃশ্লোক কহে। আর সেই বিষ্ণুভাব অবগত হইলে জীবের হৃদয় একেবারে ঈশ্বরে আকৃষ্ট হইয়া যায় এবং সেই আকর্ষণকে ধর্ম্ম কহে। অতএব সাধক উত্তমঃশ্লোকের আরাধনা করিলে অবশ্যই তাহার ফলরূপী ধর্ম্ম প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। ইহাই শুকের অভিপ্রায়।

পরে শুক বলিলেন;—"বংশবৃদ্ধি করিতে ইচ্ছা করিলে পিতৃগণের ভজনা করিবে।" বংশবৃদ্ধি বলিতে সন্তান উৎপাদন। পিতৃগণ বলিতে সাধকের অতীত পিতাপৈতামহাদি। পিতামহাদির পূজাক্রিয়াকেই শ্রাদ্ধাদি কহে। যেমন একটী বৃক্ষ হইতে জাত বীজ অঙ্কুরিত হইলে, সেই পূর্ব্ববৃক্ষের স্বরূপ সর্ব্বত্র প্রকাশ হইয়া, পূর্ব্ববৃক্ষের গুণাক্রিয়াদি প্রকাশ হয়। সেইরূপ জ্ঞানী আপনার পিতা ও পিতামহাদির, ঈশ্বরভক্তি, যশ, মান্য সর্ব্বত্র যাহাতে ব্যাপ্ত হয় এবং আপনার দ্বারা যাহাতে অপর অপবিত্র জীবাত্মা সন্তানভাবে পবিত্র হয়; এই জন্যই সন্তানবৃদ্ধি কামনা করিয়া থাকেন। সন্তানাদির কামনা করিলেই পূর্ব্ব পূর্ব্ব জনয়িতাগণের পুণ্যফল হৃদয়ে উদিত করিবার জন্য এবং সেই প্রেতপ্রাপ্ত আত্মীয়গণের উন্নতি কামনায়, ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করাকে শ্রাদ্ধক্রিয়া কহে। ইহাকেই পিতৃ-যজন কহে।

পরে শুক বলিলেন;—"যিনি রক্ষা কামনা করিবেন, তিনি যেন পুণ্যজনগণের আরাধনা করেন।" কোন প্রকার বাধা হইতে নিস্তার প্রাপ্ত হওয়াকেই রক্ষা কহে। যাঁহারা পবিত্রভাব প্রকাশ করিতে পারেন তাঁহারাই পুণ্যজন। যক্ষগণকে পুণ্যজন কহে। মনের বিকল্প ভাব যাহাদের দ্বারা উপস্থিত হয়, তাহারাই রাক্ষস অর্থাৎ রক্ষঃ বা রিপু। আর মনের সঙ্কল্পভাব যাহাদের দ্বারা সংরক্ষিত হয়, আর বিকল্পের নাশ হয়, তাহাদের ইন্দ্রিয়গত চৈতন্যতেজঃ বা ঈশ্বরনিষ্ঠ কামাদি তেজঃ কহে। উহারাই সপ্তবিধ-সিদ্ধশ্রেণীতে শাস্ত্রে বাচ্য হইয়াছে। ক্রোধ যখন বিকল্পচিত্তের প্রতি আপনার ক্ষমতা প্রকাশ করে, তখনি রক্ষনাম ধারণ করে। ক্রোধ যখন দ্বেষে পরিবর্ত্তিত হইয়া সংসারে মুগ্ধ হইয়া শ্রীকৃষ্ণকে বিস্মৃত হয়, তাহাকে বিকল্পাবস্থা কহে। সেই বিকল্প অবস্থা হইতে ক্রোধ যখন সঙ্কল্প অবস্থায় থাকে, তখন মনকে সে বিকল্প অবস্থা হইতে উদ্ধার করে। সংসারে সাধুগণকে পুণ্যজন কহে। কারণ সাধুগণ বাসনাকে ঈশ্বরে সংযুক্ত করে। এই জন্য প্রতি

যজ্ঞের আরম্ভে যক্ষাদির পূজা বিহিত আছে। তাহার ভাব এই, মনের বিকল্পবৃত্তি সঙ্কল্পবৃত্তিরূপ যক্ষদ্বারা তাড়িত হউক। ইহাই শুকের অভিপ্রায়।

পরে শুক বলিলেন; "যিনি বলের ইচ্ছা করিবেন, তিনি যেন মরুৎগণের আরাধনা করেন।" যে শক্তিদ্বারা আত্মত্রাণ হয় তাহাকেই বল কহে। মরুৎ বলিতে বায়ু। বায়ু পঞ্চপ্রাণ রূপে এই দেহে চৈতন্য প্রদান করিতেছে। সেই চৈতন্য সহযোগে ভূতসমূহ সজীব রহিয়াছে। সেই আত্মত্রাণার্থ বলের দ্বারাই রিপুরূপী শত্রু হইতে যোগাদির দ্বারা ইন্দ্রিয়কে স্বাধীন করা যায়। রুগ্ন বা নিস্তেজীর যোগ হইবার যো নাই এবং তাহার অপবিত্র বাসনাকে পবিত্র করিবার যো নাই। এজন্য পঞ্চপ্রাণের আরাধনা অর্থাৎ সুসেবা করিলেই আত্মত্রাণের বল লাভ হইয়া থাকে। দেহকে বহুকাল জীবিত রাখিয়া যোগী সেই পরমাত্মায় রমণ করিয়া থাকে। ইহাই শুকের অভিপ্রায়। পরে তিনি অপর বিষয় বলিতেছেন।

হে রাজন্! যিনি রাজত্ব কামনা করিবেন, তিনি যেন মনুদেবাদির পূজা করেন। যিনি অভিচার কামনা করিবেন, তিনি যেন নির্ঋতির যজনা করেন। যিনি কেবল ভোগ কামনা করিবেন, তিনি যেন চন্দ্রকে আরাধনা করেন। যিনি অকাম বাসনা করিবেন, তিনি যেন সেই পরমপুরুষকে আরাধনা করেন। ২। ৩। ৯।

ব্যাখ্যা। প্রতি মন্বন্তরাধিপকে মনু কহে। ব্রহ্মার মনুষ্যপ্রকাশক তেজকেও মনু কহে। প্রতি জীবলীলা যে তেজে মানবরূপে রূপান্তরিত হয় তাহাকেও মনু কহে। এই নিয়মে প্রলয়ান্তে যখন প্রথম মনুষ্য প্রকাশিত হইয়া, জ্ঞানবিদ্যার দ্বারা পবিত্র হইতে আরম্ভ করিয়া, প্রথমে যাঁহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করিল, সেই সর্ব্বাধিপের উপাধিই মনু। ইহাই শাস্ত্রের ভাব। সেই মনুর আরাধনায় কি ফল লাভ হয়; তাহা দেখাইতে শ্রীশুক বলিলেন যে রাজত্ব লাভ হইয়া থাকে।

পরে শুক বলিলেন, "যিনি অভিচার কামনা করিবেন, তিনি যেন নির্ঋতির উপাসনা করেন।" নির্ঋতি শব্দের অর্থ রাক্ষস। রিপুকেই রাক্ষস, দৈত্য, দানব প্রভৃতি নাম দিয়া পৌরাণিকেরা কল্পনা করেন। অভিচার শব্দের অর্থ এই একজন যদি একজনের উদ্দেশ্যের বিপরীতগামী হয়, সেই বিপরীতগামীকে শাসন করিতে বাসনা যে অবিদ্যাভাবে মগ্ন হয়, তাহাকেই অভিচার কহে। শ্রীধরস্বামী অভিচার শব্দের অর্থ শত্রুনাশ কহিয়াছেন। শত্রুনাশ শব্দের প্রধান ভাবের সহিত মৎকৃত পূর্ব্বভাবের কোন বৈলক্ষণ্য হইতে পারে না। উভয় ব্যক্তিতে রিপুপর হইয়া একজন কামবশতঃ পরদার গমন করিল, অপর ব্যক্তি তৎকার্য্যের প্রতি ক্রোধ বশতঃ সেই পরদারগামীকে ভর্ৎসনা করিল। এক্ষণে পরদারগামীর উদ্দেশ্য ঐ ক্রোধী কর্ত্তৃক নিবারিত হইলে তাহার বাসনার বিপরীত ঘটনা হয়, এই জন্য ঐ ক্রোধী পরদারগামীর শত্রু হইল। আর ক্রোধীর বাসনার বিপরীত পথাবলম্বন করাতে পরদারগামীও ক্রোধীর শত্রু হইল। এই রিপুভাবাপন্ন উভয় ব্যক্তি উভয়ের অহিতাচরণ করিতে চেষ্টা পাইতে লাগিল।

শুকদেব সেই জন্য বলিলেন, যাহারা অভিচার কামনা করিবেন, তাহারা যেন রাক্ষসের ভজনা করেন। পূর্ব্বোক্ত বিধানে অভিচার শব্দের আত্মপক্ষের কি অর্থ হইল তাহা বলিতেছি। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, "বাসনার বিপরীত গমনকে অভিচার কহে।" বাসনা দুই পথে গমন করে। এক পথের নাম ধর্ম্ম, অপর পথের নাম অধর্ম্ম। ধর্ম্মপথে যাইলে সাধককে উত্তমঃশ্লোকের আরাধনা করিতে হইবেই হইবে। আর অধর্ম্মপথে যাইতে হইলে বাসনাকে রিপুপর হইতে হইবে। ইহাতে এই নীতি আবিস্কার হইল যে, যাহারা শক্রতায় হিংসা ও দ্বেষাদির চরিতার্থ করিয়া, আত্মাকে কলুষিত করিবেন এবং সেই শক্রসমূহ বিনাশে যিনি কৃতসঙ্কল্প হইবেন, তিনি যেন নির্ঋতির পূজা করেন।

পরে শ্রীশুক কহিলেন, "যিনি ভোগ কামনা করিবেন, তিনি যেন চন্দ্রের আরাধনা করেন।"

আহার বিহারাদিকে ভোগ কহে। চন্দ্রকে সোম কহে। এস্থলে চন্দ্র গগনের চন্দ্র নয়, শিরস্থিত সুধাধারকে চন্দ্র কহে। আয়ুর্ব্বেদে কথিত আছে, নাভিস্থ জঠরানলের তেজঃ সুষুম্নাপ্রবাহে গমন করিয়া শিরমধ্যস্থ সুধাধার হইতে অমৃত রস আকর্ষণ করিয়া ভুক্তবস্তু পাক করিয়া থাকে। সেই রসের বিকার হইলে অর্থাৎ বায়ুপিত্ত বা কফাধিক্যে তাহার গতিরোধ হইলে, রোগ হইয়া থাকে। শরীরে সারাসার রস জন্মায় না। অসারজন্য উদরে পাকহীন দ্রব্য সমস্ত পচিয়া দুর্গন্ধ উৎপাদন করিয়া থাকে। চন্দ্র নামক অমৃতরসকে যোগীগণ প্রাণায়াম সহকারে খেচরী মুদ্রার সাহায্যে রসনাদ্বারা পান করেন। তাহাতে তাঁহাদের ভোগবিনাশে অমরত্ব লাভ হইয়া থাকে। আবার ঐ রস জঠরে পতিত হইলেই ভুক্ত দ্রব্য পাক করিয়া, সংসারীর পক্ষে আহারবিহারাদির চরিতার্থতা করে। যোগী ভোগবিহীন। সেই জন্য শুক বলিলেন, যাঁহারা যোগী নহেন কেবল আহারবিহার করিতে ইচ্ছা করেন, তাঁহাদের জন্যও ঈশ্বর যে উপায় রাখিয়াছেন, সেই উপায়ই সোমদেবতা। আহারাদির চরিতার্থতায় ভোগকামী যেন চন্দ্রের পূজা করেন অর্থাৎ তাঁহার সেবা করেন।

যিনি বৈরাগ্যকামী হইবেন, তিনি কেবলমাত্র পরমপুরুষের আরাধনা করিবেন। এ কথার তাৎপর্য্য এই ;—

বৈরাগ্য বলিতে বিষয়বাসনার নিস্পৃহতা। অর্থাৎ জীবাত্মার অশীতি লক্ষবার জীবজন্মের পর এই মানবজন্ম লাভ হয়। যাহা ভোগ করিবার ইচ্ছা, তাহা অশীতি লক্ষ জন্মে বিলক্ষণ চরিতার্থ হইয়াছে। মনুষ্যজন্মে কেবল আত্মার পক্ষে ঈশ্বরদর্শন মাত্র উদ্দেশ্য ; এজন্মে কামনার বৈরাগ্য অবলম্বন করাই শ্রেয়ঃ। জীব একটী না একটী আকর্ষণ না প্রাপ্ত হইলে স্থির থাকিতে পারে না। তজ্জন্য ঈশ্বর অপরাপর জীবের প্রতি ভোগাদি বিষয়কে আকর্ষণরূপে প্রদান করিয়া, মানবকে আপনার নিকটে আকর্ষণ করিবার জন্য স্বয়ং কৃষ্ণনাম ধারণ করিয়া বিজ্ঞানরূপে প্রতিমানবের শিরস্থ বৃন্দাবনে বা বৈকুণ্ঠে উপবিষ্ট রহিয়াছেন। সেই বিষয়বাসনাত্যাগকেই বৈরাগ্য কহে। ঈশ্বর যখন ভক্তের হৃদয়ে প্রকৃতি হইতে শ্রেষ্ঠ বলিয়া অনুমিত হয়েন, তখনি পরমপুরুষ নাম ধারণ করেন। যতক্ষণ জীব

প্রকৃতিতে মগ্ন ছিল, ততক্ষণ মায়া তাহাদের নানাভাবে মুগ্ধ করিতেছিল। জীব যখন মনুষ্যযোনি লাভ করিয়া ঈশ্বরকে বুঝিতে পারিল, তখন প্রকৃতি হইতেও যে শ্রেষ্ঠবস্তু আছে, ইহা তাহার অনুভব হইল। ভক্তকর্তৃক ঈশ্বর এই ভাবে যখন অনুমিত হয়েন, তখনি পরমপুরুষ নাম প্রাপ্ত হয়েন। বিষয়কেই প্রকৃতি কহে। ঐ প্রকৃতি হইতে শ্রেষ্ঠভূত ঈশ্বরকে সাধক না বুঝিতে পারিলে তো আর মায়া ত্যাগ করিতে পারে না। সেই জন্য শুকদেব বলিলেন, যিনি বৈরাগ্য কামনা করিবেন, তিনি যেন পরমপুরুষকে ভজনা করেন। সে কথা পুনশ্চ শুক বলিতেছেন।

হে রাজন্! বৈরাগ্যকামীই হউক বা সর্ব্ব-কামীই হউক, কিম্বা মোক্ষকামীই হউক; উদারবুদ্ধিমান্ সাধক যে কোন কামনাই করুক না কেন, সকলেতেই ভক্তিযোগের সহিত সেই পরমপুরুষকে অর্চ্চনা করিতে হইবে। ২। ৩। ১০।

ব্যাখ্যা। এই শ্লোকে শুকদেব ভক্তিবৈশিষ্য উপদেশের উপসংহার করিতেছেন। পূর্ব্বে যত প্রকার উপাসনার এবং কামনার কথা বলা হইল, তদ্ব্যতীত যদি অন্য কোন উপাসনার বিধি থাকে এবং সাধক যদি তাহারও কামনা করেন, তবে যেন কেবল মাত্র ভক্তিযোগের দ্বারা সেই পরমপুরুষকেই অর্চ্চনা করেন। অকাম বলিতে যত প্রকার বৈরাগ্যকামনাকারী। আর সর্ব্বকাম বলিতে, পূর্ব্বে যাহা বলা হইয়াছে তাহা ও তদ্ব্যতীত অপর যদি কোন প্রকার কামনা থাকে। মোক্ষকাম বলিতে পূর্ব্বে যে উপায়ে মুক্তিবিষয়ক উপদেশ দেওয়া হইয়াছে; সেই সকল জ্ঞানগম্য পথের কামনাকারী; যে কোন কামনাকারীই হউক না, সকল কামনাতেই সেই পরমপুরুষ বিষ্ণুকে ভক্তিবিধান করিতে হইবে। নচেৎ তাহা নিষ্ফল হইবে।

ইহার ভাব এই যথা। প্রতি পূজা, উপাসনা, প্রতি যজ্ঞ ও কর্ম্মাদি সমস্তই বাসনাকে পশুবৃত্তি হইতে ঈশ্বরবৃত্তিতে আনয়নের জন্যই কল্পিত হইয়াছে। যদি সেই ঈশ্বরভক্তি ত্যাগ করিয়া কোন কর্ম্ম করা হয়, তাহা হইলে যে অভীষ্ট কর্ম্ম বিষয়ে উপদেশ দেওয়া হইয়াছে, তাহা পূর্ণ হইল না; অতএব তাহা নিষ্ফল হইল। ইহাতে শুকদেব রাজাকে ইহা বুঝাইলেন যে;—হে রাজন্! আপনাকে পবিত্র করিতে ব্রাহ্মণগণ যে ইতি পূর্ব্বে কর্ম্মের, যোগের, তপস্যার বা দানের উপদেশ দিতেছিলেন; তাহার কোনটীই ব্যর্থ নহে। যেমন পুষ্পের আদর সৌরভের জন্য, তেমনি হরিভক্তির জন্য প্রতিকর্ম্ম শাস্ত্রমধ্যে কর্ত্তব্য বলিয়া, মায়াযুক্ত মানবের প্রতি উপদিষ্ট হইয়াছে। যদি হরিভক্তি বিহনে কোনও কর্ম্ম করা হয়, তাহা নিষ্ফল হইবেই হইবে। অতএব কি কর্ম্ম কি বৈরাগ্য যে কোন উপায়ই হউক না, ভক্তিযোগ যাহাতে নাই, তাহা নিষ্ফল বুঝিতে হইবে। পুনশ্চ শুক বলিতেছেন।

হে রাজন্! পূর্ব্বে যত প্রকার অর্চ্চনার বিধি প্রকাশ করিলাম; তাহাতে যদ্যপি ভগবানের প্রতি অচলা ভক্তিসংযুক্ত থাকে, তাহা হইলেই সেই কর্ম্ম হইতে ইহসংসারে পরমপুরুষার্থ লাভ হইতে পারে এবং সেই পুরুষার্থই ভাগবতসম্মত বলিয়া জানিবেন।২।৩।১১।

ব্যাখ্যা। পুরুষার্থ বলিতে এই অর্থ লাভ হয় যথা:—পুরে যিনি শয়ন বা বাস করেন, তিনিই পুরুষ। পুর বলিতে জগৎ। শয়ন বলিতে নিষ্ক্রিয়ভাবে বিরাজমান। জগতে যিনি চৈতন্যময় হইয়া এবং জগৎকে চৈতন্যময় করিয়া সর্ব্বত্র নিষ্ক্রিয়ভাবে সর্ব্বপ্রবিষ্ট রহিয়াছেন, তিনিই পুরুষ অর্থাৎ ঈশ্বর। অর্থ বলিতেঃ—গুণক্রিয়া বোধক কর্ম্ম। অতএব ঈশ্বরবিষয়ক জ্ঞানকে পুরুষার্থ কহে। ভাগবত বলিতে এই শব্দার্থ লাভ হয় যথা;—যে সকল উপদেশযুক্ত শাস্ত্রে কেবল একমাত্র ঈশ্বরকে জানা যায়, তাহাকেই ভাগবত শাস্ত্র কহে। ভক্তিযোগ ভিন্ন ঈশ্বরকে কোন প্রকারে জ্ঞানগোচর করিবার যো নাই বলিয়া ভাগবতকে ভক্তিশাস্ত্র কহে। সেই জন্যই শ্রীশুক বলিলেন, যে সাধক ইহসংসারে থাকিয়া পরমপুরুষার্থ লাভ করিতে ইচ্ছা করিবেন, তিনি যেন প্রতি কর্ম্ম ভক্তি সংযুক্ত হইয়া করেন। অনুষ্ঠিত কর্ম্ম ভক্তিযোগে ঈশ্বরসংযুক্ত হইলে, সাধক সেই কর্ম্ম হইতে ঐশিক বিভূতি রূপ পরমপুরুষার্থ লাভ করিতে পারেন এবং ভক্তিশাস্ত্ররূপী ভাগবতেও তাহাই উপদিষ্ট হইয়া থাকে। কারণ যাঁহার হৃদয়ে ঈশ্বরভক্তির উদয় হইয়াছে, তিনি কতক্ষণ আর চিন্ময়মণি স্বরূপ ভগবানকে ত্যাগ করিয়া অসার সংসারে মুগ্ধ থাকিবেন! চুম্বক যেমন লৌহকে আকর্ষণ করে; তেমনি ভক্তিবারিতে পরিষ্কৃত বাসনাযুক্ত জীবাত্মাকে ঈশ্বর তৎক্ষণাৎ কৃষ্ণরূপে আকর্ষণ করিয়া, আপনার স্বরূপ প্রদান করিয়া থাকেন। অতএব হে রাজন্! যে কেহই হউন না; ঈশ্বরকে জানিতে হইলেই অগ্রে ভক্তির আরাধনা করিতে হইবে।

হে মহারাজ! যে যোগে জ্ঞান প্রকাশ হয়। যে যোগে সত্ব, রজঃ তমোগুণাদির উর্ম্মিচক্ররূপী কামক্রোধাদির উপরতি হয়। যে যোগে আত্মপ্রসাদ লাভ হয়। যে যোগে ত্রিগুণ হইতেও অসংযুক্ত হওয়া যায়। যে যোগ স্বয়ং বৈকুণ্ঠের প্রধান পথ হইতেছে;—এমন ভক্তিযোগ কে না আচরণ করিবে? এমন ভক্তির জন্য কোন ব্যক্তি শ্রবণ বা বদন সাহায্যে শ্রীহরি কথায় রতিযুক্ত না হইবে? ২। ৩। ১২।

ব্যাখ্যা। শুকদেব বলিলেন:—"যে যোগে জ্ঞান প্রকাশ হয়। জ্ঞান শব্দের অর্থ এস্থলে কেবল ঈশ্বরকে জ্ঞাত হওয়া। অপরার্থে জ্ঞানশব্দ ভক্তিশাস্ত্রে প্রযুক্ত হয় না। আমরা যে সমস্ত কাব্যনাটকাদিতে জ্ঞানের "জানা" এই অর্থ করিয়া থাকি। তাহা গৌণভাবযুক্ত অর্থ। কারণ বেদ হইতে শব্দ উত্থিত হইয়া স্বরূপভাবে নানাশাস্ত্রে নিহিত হইয়াছে। সেই শব্দসমূহ বিকারভাবাপন্ন হইয়া কাব্য ও নাটকাদিতে ব্যবহৃত হইয়াছে। ভক্তিযোগ হইতেই ঈশ্বরজ্ঞান উপস্থিত হয়। সেই জন্য জ্ঞানী মুক্তি ইচ্ছা করে, ভক্ত বাসনাকে পবিত্র করিয়া বারম্বার ভক্ত হইয়া জন্মগ্রহণ করত বিষ্ণুর চরণসেবন জনিত সুখলাভ করিতে ইচ্ছা করে। এই জন্য শ্রীশুক ভক্তিযোগের প্রশংসা করিতে গিয়া বলিলেন; "এমন যে জ্ঞানবৃত্তি, যাহার দ্বারা মুক্তিলাভ হয়; তাহা এই ভক্তিযোগে লাভ হইয়া থাকে। অতএব ভক্তিযোগ শ্রেষ্ঠ।

পরে শুক কহিলেনঃ—"যাহাতে গুণোর্ম্মি-চক্ররূপী রাগাদি রিপুসমূহ প্রতিনিবৃত্ত হয়।" সত্ব, রজঃ ও তমোনামক এই তিন গুণযুক্তা মায়া জীবকে নানাস্বভাবাপন্ন করিয়া থাকে। উর্ম্মিচক্র বলিতে ভাষা কথায় "দহ" বলে। অর্থাৎ দহে যেমন নৌকা পতিত হইলে নাবিকের আর উদ্ধারের উপায় থাকে না। তেমনি ঐ ত্রিগুণের বিকারিত চক্র হইতে রিপুসমূহের ক্রিয়া হয়। যখন দেহরূপ তরণী রিপুক্রিয়ারূপী চক্র মধ্যে পতিত হয়, তখন আর বাসনাযুক্ত জীবাত্মারূপ নাবিকের উদ্ধারের উপায় থাকে না, কিন্তু ভক্তিযোগে বাসনা যুক্ত থাকিলে আর গুণজাত রিপুদহ; জীবাত্মার কোন অপকার করিতে পারে না। কারণ বাসনা যদি ভক্তিসংযুক্ত হয়, তবে আর মন রিপুপর কখনই হইতে পারিবে না। এই জন্যই শুক বলিলেনঃ—ভক্তিযোগের এত তেজ যে অবিদ্যার পরাক্রম রূপ ত্রিগুণোর্ম্মি-চক্র রূপী রিপুও বাসনাকে আক্রমণ করিতে প্রতিনিবৃত্ত হইয়া থাকে।"

পরে শুক বলিলেনঃ—"ভক্তিযোগে আত্মপ্রসাদ লাভ হইয়া থাকে।" বাসনার শান্তিতে জীবাত্মা পবিত্র ভাবে অবস্থান করিলেই আত্মপ্রসাদ কহা যায়। বাসনা যদি রিপুতে তাড়িত না হইয়া, পরমাশান্তির স্বরূপ ঈশ্বরে যুক্ত হয়, তবে রিপুর সহিত আর তাহার সম্পর্ক থাকে না। অতএব সে শান্তি অবলম্বন করিয়া থাকে। সেই শান্তিতে জীবাত্মাও মুক্ত হইবার উপায় পাইয়া এবং শ্রীহরির বিভূতি বুঝিতে পারিয়া, আপনিও প্রসাদিত হয়। এই জন্যই শ্রীশুক বলিলেনঃ—"সংসারে থাকিয়া আত্মপ্রসাদ লাভ হওয়া বড়ই দুর্ল্লভ, তাহাই কেবল সেই ভক্তিযোগে লাভ হইয়া থাকে।

পরে শুক বলিলেনঃ—"ভক্তিযোগে ত্রিগুণ হইতে বিসঙ্গ হওয়া যায়।" সত্ব, রজঃ ও তমোনামক ত্রিগুণে জীবকে বিদ্যা ও অবিদ্যা সংমিশ্রিত স্বভাব প্রদান করিয়া থাকে। যখন তিন গুণসংযোগে বাসনা ও জীবাত্মা জগতে ক্রীড়া করেন, তখনি তাঁহার ঈশ্বর-বিবেকের ভয় থাকে। কারণ স্বভাব আর তরঙ্গ একই প্রকার। কখন স্থির কখন অস্থির। সে জন্য সাধকে ত্রিগুণাতীত হইতে ইচ্ছা করিয়া বাসনাকে কামনাহীন করিয়া থাকে। স্নেহ, মমতা, দ্বেষ ও হিংসা প্রভৃতি সমস্তই মিলিত ত্রিগুণের স্বভাব। ঐ সকলেতে বাসনা আবদ্ধ থাকিলে পরম পুরুষার্থ লাভ হয় না। এই জন্য ত্রিগুণ হইতে অতীত হইতে শ্রীশুক উপদেশ দিলেন।

পরে শ্রীশুক বলিলেনঃ—ভক্তিযোগই বৈকুণ্ঠের প্রধান 'পথস্বরূপ হইতেছে। যখন সমস্ত বিষয়বাসনা কুণ্ঠিত হইয়া সমভাবে মহাচৈতন্যময় পুরুষ—চৈতন্যময়ী শক্তিগণের সহিত অবস্থান করেন, তাহাই বৈকুণ্ঠ নামে কথিত।

জীব মুক্ত হইলে সেই চৈতন্যময় বৈকুণ্ঠে বাস করিয়া থাকে। কিন্তু ভক্তিযোগ না হইলে ঈশ্বরজ্ঞান হয় না। ঈশ্বর বোধ না হইলে সাধক ঈশ্বরে কোন ক্রমেই আত্মসমর্পণ করিতে পারে না। আত্মসমর্পণ না করিলে বৈকুণ্ঠ লাভ হয় না। তজ্জন্যই ভক্তিযোগকে বৈকুণ্ঠের প্রধান পথ বলিয়া শ্রীশুক বর্ণনা করিলেন।

ইত্যাপর ভক্তিযোগ কি উপায়ে লাভ হয়, তাহা জানাইতেই শ্রীশুক বলিলেনঃ—"এমন ভক্তিযোগ লাভ করিতে কোন ব্যক্তি না হরিকথায় আপন শ্রবণ ও বদন সংযোগে রতি

প্রয়োগ করিবে।" রতি না হইলে ভক্তির প্রকাশ হয় না। সকাম রতিতে সকাম ভক্তি উপস্থিত হয়। নিষ্কাম রতিতে নিষ্কাম অর্থাৎ কেবল ঈশ্বরে ভক্তির উদয় হইয়া থাকে। সেই রতি কেবল মুখে হরি নামোচ্চারণ এবং কর্ণে কেবল হরিনাম শ্রবণ করিলে উৎপাদিত হইয়া থাকে। অতএব নাম কীর্ত্তনে, নাম শ্রবণে, সাধকের হরিপ্রতি রতি হইলে, তবে ঈশ্বরে ভক্তি উপস্থিত হয়।

এতদূর বর্ণন করিয়া সূতগোস্বামী কিঞ্চিৎ নিরস্ত হইলেন। শৌনকাদি ঋষিগণ সূতমুখে এই প্রকার শুক ও মহারাজ পরীক্ষিৎ সংবাদ শ্রবণ করিয়া, অতিশয় আনন্দিত হইয়া উঠিলেন। শ্রবণোৎসুক হওয়ায় শ্রীশৌনক পুনরায় সূতকে বলিলেন ;—

"হে সূত! ভরতশ্রেষ্ঠ রাজা পরীক্ষিৎ সেই বেদপরায়ণ ঋষিবর ব্যাসকুমারের মুখে পূর্ব্বোক্ত বৃত্তান্ত অবগত হইয়া, তাঁহাকে আর কি জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন? হে বিদ্বান্! আমরা সেই সকল কথা শুনিতেই নিতান্ত ইচ্ছুক হইয়াছি, তুমি কৃপা করিয়া আমাদিগকে বল। দেখ সূত! যে সকল কথার মধ্যে হরিকথাই উত্তম ফলরূপে গণ্য, সেই কথাই সাধুসভায় বলিবার উপযুক্ত; অতএব তুমি তাহাই বল।

দেখ সূত যে পরীক্ষিৎ রাজার কথা কহিলে; তিনি যে কতদূর ভাগবত তাহা বলা যায় না। আহা সেই পাণ্ডবকুমার মহারথ পরীক্ষিৎ কৃষ্ণ প্রতি এমন ভাবে আত্মসমর্পণ করিয়াছিলেন, যে শিশুকালেও কৃষ্ণকে লইয়াই ক্রীড়া অর্থাৎ কৃষ্ণমূর্ত্তির পূজাই তাঁহার বাল্যক্রীড়ার বস্তু ছিল।

দেখ সূত, ভগবান ব্যাসকুমার শুকদেবের ভগবৎভক্তির কথা আর কি বলিব! তিনি আজীবন বাসুদেব পরায়ণ। অতএব সাধুদ্বয়ের সমাগমে সেই হরিকথা যে কি ভাবে আলোচিত হইয়াছে, তাহা শুনিতে আমাদের নিতান্ত ইচ্ছা হইতেছে। হে সূত, হরিকথার যে কি মাহাত্ম্য তাহা আর কেমন করিয়া প্রকাশ করিব। সূর্য্য প্রত্যহ উদয় হইয়া অস্ত গমন করেন, এই কালের মধ্যে যাঁহারা কেবল হরিনাম করেন, তাঁহাদের জীবন সফল হয়। আর যাঁহারা বৃথা কাল হরণ করেন; তাঁহাদের আয়ু বৃথা নাশ প্রাপ্ত হইয়া থাকে। হে সূত, যে মানব হরিস্মরণ না করিল, তাহার জীবন বৃথা। দেখ, মনুষ্য যেমন জীবিত থাকে; বৃক্ষাদিও তেমনি জীবিত রহিয়াছে; মনুষ্য শ্বাস ও প্রশ্বাসাদি ক্রিয়া করে; ভস্ত্রা (কর্ম্মকারগণের চর্ম্মনির্ম্মিত বায়ুপেষণ যন্ত্র বিশেষ) যন্ত্র ও তেমনি শ্বাসক্রিয়া করে। মনুষ্য যেমন আহার মৈথুনাদি করিয়া থাকে; পশুগণও বনমধ্যে থাকিয়া তদ্রূপ করে। অতএব হরিনাম শূন্য মনুষ্যে ও পশুতে প্রভেদ নাই। কুকুরগণ যেমন দ্বারে দ্বারে যাইয়া গৃহপাল কর্ত্তৃক তাড়িত হয়; গ্রাম্য শূকরাদি যেমন অসার বস্তু গ্রহণ করিয়া বেড়ায়; উষ্ট্র যেমন কেবল কণ্টক আহার করে; গর্দ্দভ যেমন কেবল ভারবহন করে, তেমনি হরিনামশূন্য মানব কুকুরের ন্যায় সর্ব্বত্র অবমানিত হয়; শূকরের ন্যায় অসারগ্রাহী হয়; উষ্ট্রের ন্যায় কেবল দুঃখাদি কণ্টক ভক্ষণ করে; গর্দ্দভের ন্যায় কেবল সংসা-

য়ের ভারেই ক্লিষ্ট হয়। এমন পশুরূপ মানবের কর্ণে যতক্ষণ না গদাগ্রজ শ্রীকৃষ্ণের নাম প্রবেশ করিবে, ততক্ষণ সে পুরুষ হইতে পারিবে না। হে সূত! হরিপ্রতি আশক্ত যে মানব না হয়, তাহার দেহ ধারণ করা অন্যায়। দেখ যে মানবের কর্ণযন্ত্রে উরুক্রম ভগবানের লীলা কথা প্রবিষ্ট না হইল, তাহার কর্ণছিদ্র বৃথা। যাহার রসনা হরিনাম না উচ্চারণ করিল, তাহার জিহ্বা ভেকজিহ্বার ন্যায় অপবিত্র। যে মানবের শিরঃ পট্টাদি বস্ত্র ও কীরিটাদিতে ভূষিত হইয়াও মুকুন্দকে প্রণাম না করিল, তাহার পক্ষে কীরিটাদি বৃথা ভার বহন মাত্র। যাহার করযুগল স্বর্ণকঙ্কনাদিতে শোভিত হইয়াও হরিচরণ সেবা না করিল, তাহা শবকরতুল্য বৃথা হইতেছে। যাহার চক্ষু শ্রীকৃষ্ণের মূর্ত্তি সন্দর্শন না করিল, তাহা ময়ূরের পুচ্ছস্থ আঁখির ন্যায় বৃথা শোভার স্থান মাত্র। যাহার পদযুগল হরির লীলাক্ষেত্রে গমন না করিল তাহার পদ, বৃক্ষাদির ক্রমভাগের ন্যায় বৃথা। যে মানব জীবন লাভ করিয়া ভগবানের চরণ-রেণু মস্তকে ধারণ না করিল, তাহার জীবন ধারণ শবের সমান। আঘ্রাণ শক্তিসত্বে যে নাসা বিষ্ণুপদস্থ তুলসীর গন্ধ আঘ্রাণ না করে, সে নাসা শবদেহস্থ নাসার ন্যায় বৃথা। যাহার হৃদয় হরিনামে দ্রবীভূত না হয়, যাহার অঙ্গ হরিনামশ্রবণে রোমাঞ্চ ও পুলকিত না হয়; যাহার নেত্র হরিপ্রেমে প্রেমাশ্রু বিসর্জ্জন না করে, সে মানব পাষাণের ন্যায় কঠিন।

হে অঙ্গ! হে সূত! ইতিপূর্ব্বে তুমি যে সকল কথা কহিয়াছ, তাহা আমাদের পক্ষে অনুকূলই হইয়াছে। ভাগবতপ্রধান ব্যাসকুমার অধ্যাত্ম বিদ্যাবিশারদ ছিলেন, সাধু নৃপতি পরীক্ষিৎকর্ত্তৃক পুনরায় জিজ্ঞাসিত হইয়া তিনি কি বলিয়াছিলেন, তাহা এক্ষণে বলিয়া আমাদের কৃতার্থ কর। ২য়। ৩। ১৩ হইতে ২৫।

ইতি শ্রীভাগবতে দ্বিতীয়স্কন্ধে উপেন্দ্রকৃতানুবাদে তৃতীয়াধ্যায় সমাপ্ত।

ব্যাখ্যা। শৌনকাদি ঋষিগণ কর্ম্মরূপী যজ্ঞ করিতেছিলেন এবং সেই হরিকে উপাসনা করিতেছিলেন। শ্রীশুকও কর্ম্মেতে ভক্তি থাকিলে পুরুষার্থ লাভ হয় বলিয়াছিলেন। ইহাতেই শৌনকের অনুকূল উপদেশ প্রকাশ হইল বুঝিতে হইবে।

ইতি শ্রীভাগবতে দ্বিতীয়স্কন্ধে তৃতীয়াধ্যায়ে
উপেন্দ্রকৃতাধ্যাত্মব্যাখ্যা সমাপ্ত।

চতুর্থ অধ্যায়।

অনন্তর সূত কহিলেন; হে শৌনক! মহারাজ পরীক্ষিৎ ব্যাসকুমার শুকদেবের মুখে পূর্ব্বোক্ত তত্বনিশ্চায়ক বাক্য সকল শ্রবণ করিয়া শ্রীকৃষ্ণের প্রতি বিশুদ্ধমতি প্রদান করিলেন। অনন্তর মহারাজ ক্রমে ক্রমে দেহ, পত্নী, পুত্র, গৃহ, অশ্ব ও হস্ত্যাদি, রাজভোগ্য দ্রব্যাদি, আত্মীয়, বন্ধু এবং রাজত্ব প্রভৃতি হইতে মমতাকে অপসৃত করিলেন। যখন তিনি

একেবারে বৈরাগী হইলেন; তখন তিনি শুকদেবকে পুনঃ পুনঃ হরিকথাই জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন। হে সাধুগণ! আপনারা যে হরিকথা শ্রবণে নিতান্ত উৎসুক হইয়াছেন এবং আমাকে বারম্বার জিজ্ঞাসা করিতেছেন, তাহা পরীক্ষিৎজিজ্ঞাসিত বিষয় শ্রবণেই প্রাপ্ত হইবেন। হে ঋষে, মহারাজ পরীক্ষিৎ এতদূরে হরিপ্রেমে উন্মত্ত হইয়াছিলেন, যে ধর্ম্মার্থকাম এই ত্রিবর্গফল ত্যাগ করিয়া কেবল একমাত্র মোক্ষার্থেই সেই কৃষ্ণপ্রতি তিনি আত্মভাব প্রদান করিয়া, শুকদেবকে হরিকথা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন। ২। ৪। ১। ৪।

ব্যাখ্যা। হরিভক্তি প্রকাশার্থ মহারাজ পরীক্ষিতের হরিভক্তিতে কি ফল লাভ হইয়াছিল, আর তিনি কি উপায়ে হরির প্রতি ভক্তিযোগ বিধান করিয়াছিলেন, তাহাই সূত শৌনকাদিকে বলিতেছেন। পরীক্ষিৎ কি ভাবের ভক্ত ছিলেন তাহা না জানাইলে শৌনকাদির বিশ্বাসের অসম্ভব হইতে পারে, এই জন্য সূতগোস্বামী পূর্ব্বোক্ত চারি শ্লোকে রাজার বৈরাগ্য ভাব প্রকাশ করিয়া পরে বলিলেন;—"হে শৌনক মুনে, মহারাজ পরীক্ষিৎ যে কেবল বৈরাগ্য ধারণ করিয়াছিলেন তাহা নহে। আহা, তিনি এমন যে ধর্ম্ম, অর্থ ও কামযুক্ত ফলরূপী পারমার্থিক কর্ম্মাদি তাহাও ত্যাগ করিয়া একমাত্র হরিতে আত্মসমর্পণ করিয়াছিলেন"

যজ্ঞ ও দানাদিকে সকাম কর্ম্ম কহে। কেবল তপস্যাদি নিষ্কাম কর্ম্মে অধিক ফল লাভ হয় বুঝিয়াছিলেন। কারণ সকাম কর্ম্মের কর্ম্মফলবোধে স্বর্গাদি লাভ হয় মাত্র, মুক্তি লাভ হয় না। কেবল নিষ্কাম কর্ম্মে মুক্তিলাভ হইয়া থাকে। সেই জন্য মহারাজ পরীক্ষিৎ সকাম কর্ম্ম ত্যাগ করিয়া নিষ্কাম ভাবে একেবারে শ্রীহরিতে মন সংলগ্ন করিলেন। ইহাই সূতাভিপ্রায় বলিয়া বুঝিতে হইবে।

মহারাজ পরীক্ষিৎ শ্রীশুকদেবের বাক্যে হরিপ্রতি একান্ত নিরত হইয়া পুনর্ব্বার জিজ্ঞাসা করিলেন, রাজা কহিলেন;—হে ব্রহ্মন্! হে নিষ্পাপ! আপনি সর্ব্বজ্ঞ, আপনি যখন আমার সম্মুখে হরিবিষয়ক কথা কহেন, তখন আমার হৃদয় হইতে তমঃ নাশ হইয়া যায়।২।৪।৫।

ব্যাখ্যা। ইহাই অনুরাগের পূর্ব্বলক্ষণ। যাঁহার কথা শ্রবণ করিলে হৃদয়ে ভক্তির উদ্রেক হয়। সেই ভক্তি যখন ভক্তের হৃদয়ে বদ্ধমূল হয়, তখনই ভক্ত ভক্তির আধারকে জানিতে ইচ্ছা করেন, তাঁহার কথা শুনিতে ইচ্ছা করেন। ভক্তির দৃঢ়তাকেই প্রেম কহে।

হে দেব! আমি বারম্বার সেই হরিকথাই শুনিতে ইচ্ছা করিতেছি। সেই দুর্ব্বিভাব্য, সর্ব্বাধীশ্বর ভগবান, আত্মমায়া সহকারে কেমন করিয়া, এই বিশ্বের রচনা করিয়াছেন। আহা! বিভু কেমন করিয়া ইহা পালন করিতেছেন, কেমন করিয়াই বা সংহার করিতেছেন; সেই পরমাত্মা কি প্রকারেই বা আপনি বহুশক্তিময় হইয়া, বহুশক্তি আশ্রয় করিয়া আত্মাকে লইয়া ক্রীড়া করিতেছেন এবং সেই আত্মার দ্বারা কেমন করিয়া বিবিধ কার্য্যানুষ্ঠান করিতেছেন। হে ব্রহ্মন্! সেই অদ্ভুতকর্ম্মা হরির এই সমস্ত ক্রিয়া বুধগণেও চেষ্টা করিয়া জানিতে পারেন না। হে দেব! সেই ভগবান এক হইয়াও ব্রহ্মা, মহেশ্বর প্রভৃতি রূপে প্রকাশ হইয়া এবং বহুজন্ম গ্রহণ করিয়াও, প্রকৃতি যেমন আপনার সত্বাদিভেদভাবীয়

গুণত্রয়কে আপনাতেই রক্ষা করেন, তদ্রূপ তিনি ভূরি ভূরি কর্ম্মসমূহ কেমন করিয়া অনুষ্ঠান করেন, সেই বিষয় সকল বিবেচনা করিতে গিয়া, আমি ব্রহ্মবস্তু বোধ করিতে নিতান্ত অক্ষম হইতেছি। অতএব আপনি কি বেদে, কি স্বকীয় জ্ঞানে, সেই সর্ব্বব্যাপী ভগবানকে অনুভব করিয়াছেন, এক্ষণে আমাকে পূর্ব্বোক্ত সংবাদ জানাইয়া সকল সন্দেহ হইতে মুক্ত করুন। ২। ৪। ৬। ১০।

পূর্ব্বোক্ত পরীক্ষিৎপ্রশ্ন সমাধান করিয়া শ্রীসূত শৌনকাদিকে কহিলেন;—হে মুনে, মহারাজ পরীক্ষিৎ যখন শ্রীশুকদেবকে পূর্ব্বোক্ত হরিবিষয়ক প্রশ্ন করিলেন, তাঁহার প্রশ্ন শ্রবণে হৃষীকেশকে স্মরণ করিয়া শ্রীশুকদেব বক্ষ্যমান বচন কহিতে আরম্ভ করিলেন। ১১।

শ্রীশুকদেব কহিলেন;—যিনি সর্ব্বোত্তম, যাঁহার মহিমার অন্ত নাই, যিনি কারণময় হইয়া সৃষ্টি, স্থিতি ও সংহার লীলার জন্য ত্রিশক্তি সহযোগে ত্রিমূর্ত্তিধারী হয়েন; যিনি দেহীমাত্রেরই অন্তর্যামী রূপে অধিষ্ঠান করিতেছেন এবং সকলের অলক্ষ্য হইয়া রহিয়াছেন, সেই পুরুষকে ভূয়ঃ ভূয়ঃ নমস্কার। ২। ৪। ১২।

ব্যাখ্যা। কোন বিষয় বর্ণনা করিতে হইলে সাধুগণ ঈশ্বরকে বন্দনা করিয়া থাকেন, ইহাই আর্য্যরীতি। এস্থলে রাজাকে শ্রীশুকদেব পরমতত্ব স্বরূপ শ্রীভাগবত উপদেশ দিতে আরম্ভ করিবেন বলিয়া অগ্রেই ঈশ্বরকে বন্দনা করিতেছেন। শ্রীশুকদেব যাহা বলিয়া নমস্কার করিতেছেন সে ভাব ইতিপূর্ব্বে অনেকবার ব্যাখ্যা করিয়াছি। তবে ত্রিশক্তি তেজঃটী বুঝান উচিত বিধায়ে কিঞ্চিৎ ব্যাখ্যা করিতেছি।

শ্রীশুকদেব বলিলেন;—যিনি কারণময় হইয়া সৃষ্টি, স্থিতি ও সংহারলীলার জন্য ত্রিশক্তি সহযোগে ত্রিমূর্ত্তি ধারণ করেন। পূর্ব্বে সৃষ্টি বর্ণনার কালে বলিয়াছি;—ঈশ্বরের যে সদসদাত্মিকা নাম্নি পূর্ণশক্তি আছে, তাহাতে যখন কাল ক্ষোভ প্রদান করেন, তখনি ঈশ্বর-চৈতন্য তাহাতে পতিত হইয়া, সেই মহাশক্তিকে মায়ারূপে জগতে প্রকাশ করেন। এই জন্য তিনি ঈশ্বর হইতে ভিন্ন নহেন ঈশ্বর সহযোগে সমস্ত ক্রিয়াই করিয়া থাকেন। সেই সদসদাত্মিকা শক্তির তিনটী ক্ষমতা আছে। একটী কেবল কারণভাবে অবস্থিতি, তাহাতে কেবল চৈতন্য বিরাজ করে। তাহা হইতে অপরাপর গুণসমূহ চৈতন্যময় হইয়া অপরাপর বৃত্তি সমূহ প্রাপ্ত হয়। ইহার নাম সত্বগুণ। এই গুণ দুই স্বভাবাপন্ন। একাংশ পূর্ণসত্ব, তাহাই পূর্ণচৈতন্যে প্রতিভাত হইয়া ঈশ্বরময় হইয়া থাকে। পুরাণে বা তন্ত্রে ইনিই সরস্বতী নামে কল্পিতা। অপরাংশ সমস্ত চৈতন্যপ্রবাহিনী। অর্থাৎ ঈশ্বর চৈতন্যময় রূপে সর্ব্বত্র প্রবিষ্ট হইয়া যে ভাবে রজোগুণের মধ্যে অবস্থান করেন, পুরাণে বা তন্ত্রে তিনিই লক্ষ্মী। সত্বগুণ হইতে যখন রজোগুণ প্রকাশ হইল অর্থাৎ ঈশ্বর চৈতন্যবহা কারণরূপিণী শক্তিতে মিলিত হইয়া, যখন ক্রিয়াপর হইলেন, তখন সেই রজোগুণ দুই অংশে বিভক্ত হইল। একাংশ সত্বমিলিত রজঃ। তাহাতে চৈতন্যমিলিত ক্রিয়া প্রকাশ হয় অর্থাৎ সূক্ষ্মমায়া। আর এক অংশে জগৎ প্রকাশ হয় অর্থাৎ স্থূলমায়া। সূক্ষ্মমায়াই সাবিত্রী বা জগদ্ধাত্রী নামে পুরাণে কল্পিত। স্থূলমায়াই দুর্গা ও অন্নপূর্ণাদি নামে কল্পিতা। কার্য্যবিকারী কারণসমূহ যে

তেজে কালসহযোগে পরমকারণে মিলিত হয়, সেই কালবিমুক্ত বিস্তারিত চৈতন্য-গুণকে তমোগুণ কহে। ইনিই কালী নামে কথিতা। প্রতি শক্তিতেই ঈশ্বর চৈতন্যময় হইয়া মায়া প্রকাশ করেন। তজ্জন্য লক্ষ্মী ও সরস্বতীর মধ্যে বিষ্ণু-নাম ধারণ করিয়া পালন করিতেছেন; সাবিত্রী শক্তির মধ্যে ব্রহ্মা নাম ধারণ করেন। জগদ্ধাত্রী, দুর্গা, অন্নপূর্ণা ক্রিয়াপরা মায়া বলিয়া তন্মধ্যে ঈশ্বর কালরূপী মহাদেব নামে রমণ করেন। তিনিই সংহার-কালে বিমুক্ত ও শবভূত কালরূপে কালীর পদতলে থাকেন। এই সকল সূক্ষ্মতত্ত্ব মূর্খ হইতে পণ্ডিত পর্য্যন্ত ধারণা করিতে পারিবেন বলিয়া উপাসনার প্রণালী প্রকাশ হইয়াছে। ইহার বিশেষ ভাব পূর্ব্বে অধিকতর প্রকাশ হইয়াছে। এইজন্যই শুকদেব আপনার ভজন-কালে ঈশ্বরকে ত্রিশক্তিসম্পন্ন মাত্র বলিলেন।

পুনরায় শ্রীশুক বলিলেনঃ—যিনি জীবের অলক্ষিত। জীবের দুই অংশ আছে। একটী শুদ্ধ চৈতন্যময়, আর একটী মায়াময়। চৈতন্যময় অংশকে সূক্ষ্মদেহ কহে। আর মায়াময় অংশকে স্থূলদেহ কহে। স্থূলদেহে কামনা ক্রীড়া করে। সূক্ষ্মদেহে কেবল জ্ঞান ক্রীড়া করে। জীবের পূর্ব্বজন্মার্জ্জিত এবং ইহজন্ম শিক্ষিত প্রভাবে বাসনা মায়া-বরণে আবৃত হইয়া, জীবকে সংসারে আবদ্ধ করে। অতএব মায়াপ্রভাবে মনুষ্যের সূক্ষ্মদেহ বোধ হয় না। স্থূলদেহে যে সকল অনুভবশক্তি আছে, তাহা চৈতন্যময় দেহের ক্রিয়াদ্বার মাত্র। এই যে হস্তপদাদি, চক্ষুকর্ণাদি স্থূলদেহে রলিয়াছে। ইহা চৈতন্যময় অংশের ক্রিয়াদ্বার মাত্র। সূক্ষ্মদেহে ইহার প্রকৃত অংশ রহিয়াছে। যেমন চক্ষুষ্মান্ ব্যক্তি দর্শনীয় বস্তু দেখিতে পায় তেমনি চৈতন্যদর্পণে পরম চৈতন্য ঈশ্বরকে দেখা যায়। আবার হীনদৃষ্টিশক্তি মানব যেমন চক্ষু থাকিতেও দেখিতে পায় না, তেমনি যে মানবের সূক্ষ্মদর্শন হয় নাই, তাহার ঈশ্বরদর্শন বা অনুভব হয় না।

যিনি সাধুগণের দুঃখ হরণ করেন, যিনি অসাধুগণের সমক্ষে অসম্ভব হয়েন, যে সকল মহাত্মারা পরমহংসপথ অবলম্বন করিয়াছেন, যিনি আশ্রমী পুরুষগণকে তাঁহাদের অন্বেষণীয় অধ্যাত্মতত্ত্ব প্রদান করেন, সেই অখিলসত্ত্বমূর্ত্তি ভগবানকে নমস্কার করি। ২য়। ৪। ১৩।

ব্যাখ্যা। ঈশ্বরের গুণকীর্ত্তন করিবার জন্য শুকদেব এইরূপ স্তব করিলেন;—সাধনের বলে যাঁহারা ঈশ্বর সন্দর্শন বা অনুভব করিয়াছেন, তাঁহারাই সাধুপদে বাচ্য। তবে সাধুগণের দুঃখ কি? যাহারা রিপুবলাতিক্রম করিয়া মায়াতীত হইয়াছেন, তাঁহাদের দুঃখ কি তা ভগবান হরণ করিবেন! ঈশ্বরের বিরহই সাধুগণের দুঃখ। সাধুর পরমানন্দময় অবস্থায় যদি অবিদ্যাতাড়ন বলে পরিশুদ্ধ হৃদয় হইতে ক্ষণেক ঐশীভাব আচ্ছাদিত হয়, তাহাই সাধুর দুঃখ। ঈশ্বর সে দুঃখ দেন না।

পরে শ্রীশুক বলিলেন;—যিনি অসাধুগণ সমক্ষে অসম্ভব হয়েন। যাঁহারা ঈশ্বর দর্শনে বা অনুভবে অনিচ্ছু তাঁহারাই অসাধু। এই স্থলে অনেকে জিজ্ঞাসা করিতে পারেন; ঈশ্বর কি ভেদজ্ঞানী, যে সাধু ও অসাধু বিবেচনায় তিনি সকলকে পরিতুষ্ট

করেন! না - ঈশ্বরপক্ষে তাহা নহে। অসম্ভব বলিতে অপ্রকাশ। ঈশ্বর সর্ব্বব্যাপী এবং সমদর্শী। যাঁহারা মায়াযুক্ত থাকেন, তাঁহারা তাঁহাকে অসম্ভব বোধ করেন। কারণ তাঁহাকে অনুভবে বোধ করিতে পারেন না। যেমন সূর্য্যকে দিবাচর মাত্রেই দেখিতে পায়, কিন্তু উলুকাদি রাত্রিচরেরা দেখিতে পায় না, তজ্জন্য কি সূর্য্য উলুকাদির সমক্ষে দোষী হইবেন, এই ভাবে ঈশ্বর অসাধুগণের অপ্রত্যক্ষ হইতেছেন।

যিনি ভক্তগণকে পালন করিয়া থাকেন, যিনি ভক্তিহীনগণের নিকটে অপ্রকাশিত থাকেন, সেই ভগবানকে আমি মুহুর্মুহু নমস্কার করি। যাঁহার সমান ভাব নাই, যাঁহার নিকট বৃহৎ বা শ্রেষ্ঠ ভাব নাই, যিনি অসমবৃহৎ ঐশ্বর্য্যে মণ্ডিত হইয়া আপনার ব্রহ্মময় ধামে রমণ করিতেছেন; সেই ভগবানকে নমস্কার করি। ২য়। ৪। ১৪। ১৫।

ব্যাখ্যা। শুকদেব এই স্থানে স্বরূপগোচর ভাব প্রকাশ করিলেন। ঈশ্বর কি ভাবে ভক্তের অনুভূত বস্তু, আর অভক্তের পক্ষে অননুভূত বস্তু হইয়া, আপনার অপক্ষপাতিত্ব স্বভাবে এই জগতে আপন চৈতন্যে অবস্থিতি করিতেছেন, এই শ্লোকার্থে শ্রীশুক তাহাই প্রকাশ করিতেছেন।

শ্রীশুক কহিলেন, যিনি ভক্তগণকে পালন করিয়া থাকেন। এই দেহ স্থূল ও সূক্ষ্মভেদে দুই ভাগে বিভক্ত। স্থূলভাগ ভূতময়, ইহা কেবল কূর্ম্মাবরণের ন্যায় সূক্ষ্মভাবের আবরণ মাত্র। সেই সূক্ষ্মভাব বাসনামতে যে ভাব প্রকাশ করিতে ইচ্ছা করিবে, ভূতময় আবরণ তাহাতেই পরিবর্ত্তিত হইবে। এইমাত্র স্থূলদেহের ক্রিয়া। সেই সূক্ষ্মদেহকে চৈতন্যময় বা মনোময় কহে। যখন সাধক আপন মনোময় দেহে একমাত্র ঈশ্বর কল্পনা করেন, তখনি তিনি ভক্ত বলিয়া জগতে বিখ্যাত হয়েন। ঐ মনোময় দেহ সমর্পণের নাম ভক্তি। সেই ভক্তি করিতে হইলে মানসীপূজার আবশ্যক।

পরে শ্রীশুক কহিলেন;—ভক্তিহীনের নিকটে যিনি অপ্রকাশিত থাকেন। যাহাদের বাসনা অবিদ্যাভাবে মনোময় দেহকে ব্যাপ্ত রাখে, তাহাদিগকে ভক্তিহীন কহে। অন্ধকার যেমন আলোকের বিরোধী। অবিদ্যা তেমনি বিদ্যাশক্তিরূপ ঈশ্বরানুভবের বিরোধী। অতএব ভক্তিহীনের নিকটে ঈশ্বর অবস্থান করেন, কিন্তু প্রকাশিত হয়েন না। কারণ আলোকের ক্ষীণত্বই অন্ধকার। অন্ধকারেও আলোক আছে, কিন্তু নয়নের ক্ষমতা অভাবে অনুভব হয় না। তদ্রূপ ঈশ্বর সর্ব্বত্র বিরাজিত আছেন, যাঁহারা ভক্তির আলোক জ্বালিয়া মায়ান্ধকার দূর করিয়াছেন, তাঁহারাই পরম বস্তুর সাক্ষাৎ পাইয়াছেন। যাঁহারা ভক্তিরূপ পরম বস্তুর জ্যোতিঃ সংগ্রহ করিতে পারেন নাই, তাঁহারা অজ্ঞান অন্ধকারে থাকিয়া অন্তরস্থ ঈশ্বরসত্ত্বেও ঈশ্বরকে দেখিতে পায়েন না।

যাঁহার নাম কীর্ত্তনে, যাঁহার স্মরণে, যাঁহার শ্রীমূর্ত্তি দর্শনে, যাঁহার বন্দনে, যাঁহার লীলাকথা শ্রবণে এবং যাঁহার পূজনে—লোকের মনোগত পাপসমূহ বিনষ্ট হইয়া যায়, সেই শ্রবণমঙ্গলময়কে বার বার নমস্কার করি। ২য়। ৪। ১৬।

বিচক্ষণজনগণ যাঁহার চরণ আস্বাদন করিয়া মনোময় বাসনা হইতে কি ইহলোক

কি পরলোক, উভয়লোকের সঙ্গপ্রয়াস নষ্ট করিয়া, কেবল যাঁহাতে একমাত্র ব্রহ্মগতি লাভ করিয়া থাকেন, সেই মঙ্গলময়কে বারম্বার নমস্কার। ২য়। ৪। ১৬।

ব্যাখ্যা। শ্রীশুকদেব পঞ্চদশ শ্লোকে ঈশ্বরের প্রতি ভক্তি আকর্ষণ জন্য, সাধক যে নিয়ম অবধারণ করিয়া থাকে, তাহাই প্রকাশ করিলেন। কেবল অবিদ্যামণ্ডিত মনকেই পাপযুক্ত মন কহে। সেই অবিদ্যা নাশ করিতে হইলে, সহজে ভক্তির প্রয়োজন হইয়া থাকে। যেমন অঙ্গারে অগ্নিত্ব আছে কিন্তু এমন তেজঃ নাই যে, তাহাতে অগ্নি প্রকাশ হয়। তেমনি সুখদুঃখানুভবে জীবের পরমাত্মা বোধ হইবে বলিয়া, এই মায়ার সৃষ্টি ঈশ্বর করিয়াছেন। অঙ্গার মধ্যগতাগ্নিবৎ চৈতন্য সকলেতেই বর্ত্তমান আছে। পুনর্ব্বার যেমন অঙ্গারকে প্রকাশ্য অগ্নিতেজে ক্ষেপণ করিলে তাহা অগ্নিত্ব প্রাপ্ত হয়, তেমনি অবিদ্যাযুক্ত জীব ভক্তিতে দগ্ধ হইতে বাসনা করিলে, জন্ম জন্মান্তরীণ অবিদ্যা নাশ হইয়া যায়। অবিদ্যা নাশ হইলে জীবে পরম বস্তু অনুভব করিতে পারে। সেই ভক্তি আহরণ করিতে পাঁচটী উপায়ের আবশ্যক। শ্রবণ, মনন, কীর্ত্তন, পূজন, নিদিধ্যাসন। ঐ পাঁচ উপায়ে ভক্তি প্রবিষ্ট হইলে মনের পাপ দূর হইয়া যায়। ইহাই শ্রীশুকের মনোভাব।

পরে শুকদেব ষোড়শশ্লোকে ব্রহ্মনির্ব্বাণের কথা কহিলেন। ঐ ভক্তিতে ভক্তগণ ব্রহ্মানুভব করিতে পারিয়া যদি তাঁহাতে মিলিত ও যুক্ত হইতে চেষ্টা করেন, তাহাও তাঁহারা পারেন। বিচক্ষণ বলিতে জ্ঞানী; ভক্তি মিশ্রিত জ্ঞানী সেই ব্রহ্মগতি লাভ করিবার জন্য ইহ ও পরলোকের ফলকামনা পরিত্যাগ করেন। ভক্তিযোগ করিয়াও অনেক সাধকে পরলোকে স্বর্গাদি ভোগ, বৈকুণ্ঠাদি ভোগ বাসনা করেন। কেহ বা ইহ জীবন যাহাতে হরিদাসভাবে অভিবাহিত হয়, তাহার কামনা করেন। বাসনামতে জীবের জন্ম। বাসনা পবিত্র হইলে জীবের পবিত্র জন্ম হয়। কিন্তু জন্ম লইলেই মায়ার অধীন হইতে হয়। তাহাতে পুনরায় পাপের ভয় থাকে। সেই জন্য জ্ঞানবান ভক্ত আর জন্ম মরণের ইচ্ছুক না হইয়া সকল কামনা বিসর্জ্জন করেন। কেবল একমাত্র ব্রহ্মকেই স্বরূপ ভাবিয়া সমুদ্রে যেমন ঘটবারি মিশাইলে তাহা সমুদ্রত্বে মিশাইয়া যায় এবং সমুদ্রের সহিত সমাধিকারী হয়, তেমনি জ্ঞানী, ঈশ্বরের সহিত মিলিত হইতে ইচ্ছা করিয়া কি স্বর্গ, কি মর্ত্ত্য কোন আশাই করেন না। ইহাই শ্রীশুকের মনোভাব।

কি তপোসাধক, কি দানসাধক, কি যশোসাধক, কি যোগসাধক, কি মন্ত্রসাধক, কি সদাচারসাধক, যিনিই যে কোন কর্ম্ম করুন না, যখন সেই একমাত্র হরিকে আপনাপন কর্ম্ম সমর্পণ না করিলে, কেহ কখন শুভফললাভ করিতে পারেন না, তখন সেই শ্রবণমঙ্গলময়কে বারম্বার নমস্কার। ২। ৪। ১৭।

ব্যাখ্যা। শুকদেব এই স্থানে কর্ম্মীগণের শুভফল যাহাতে হয়, তাহার উপায় দেখাইতেছেন। কর্ম্ম দুই ভাগে বিভক্ত। মানসিক ও বাহ্যিক। তপ, যোগ ও মন্ত্রাদি সাধনকে মানসিক কর্ম্ম কহে। দান, আচার প্রভৃতিকে বাহ্যিক কর্ম্ম কহে। এই উভয় কর্ম্মেই

বাসনার পবিত্রতা হইয়া থাকে। বাসনার পবিত্রতা হইলে কি ইহলোকে কি পরলোকে, উভয় লোকেই শুভফল লাভ হইয়া থাকে। কিন্তু পূর্ব্বোক্ত যে সকল কর্ম্মের কথা হইল, উহারা যদি ঈশ্বরভাবে অনুষ্ঠিত না হয়, তাহা হইলে বিফল হয়। কারণ ঈশ্বরভাবই তত্ত্বজ্ঞান। তত্ত্বজ্ঞানই চৈতন্যের সখা। চৈতন্য যদি কোন কর্ম্মে লাভ না হইল, তাহাতে আর বাসনার পবিত্রতা হইল না। বাসনাই যখন জন্ম জন্মান্তরের শুভাশুভদাত্রী তখন তাহার পবিত্রতা না হইলে কখনই শুভফল লাভ হইতে পারে না। অতএব কায়মনে সেই বাসনাকে ঈশ্বরে সংযোজন করিতে হইলে কি কর্ম্ম, কি উপাসনা, কি জ্ঞান, সকল ভাবেই ঈশ্বরকে প্রতিষ্ঠিত করিতে হয়। নতুবা সকল বিফল হইয়া যায়।

যাঁহার ভক্তগণের আশ্রয়ে আশ্রিত হইলে, কিরাত, হুন, অন্ধ্র, পুলিন্দ, পুক্কশ, আভীর, শুহ্ম, যবন ও খশ প্রভৃতি পাপজাতি সকল পরিশুদ্ধ হইয়া থাকে। সেই প্রভবিষ্ণুকে বারম্বার নমস্কার। ২য়। ৪। ১৮।

ব্যাখ্যা। ভক্তগণের মহিমা দেখাইবার জন্য শ্রীশুক পূর্ব্ব শ্লোক কহিলেন। যেমন অগ্নিস্পর্শে অঙ্গার অগ্নিত্ব প্রাপ্ত হয়, তেমনি ভক্তের উপদেশে দেহজাত পাপ বিনষ্ট হইয়া যায়। ভক্তিহীন মাত্রকেই ম্লেচ্ছ কহে। পাপেই যাহাদের রতি, ক্ষণমাত্রও যাহারা ঈশ্বরকে চিন্তা করে না। সর্ব্বদাই যাহারা ক্ষুধা, পিপাসা ও ইন্দ্রিয়বৃত্তি চরিতার্থ করিতে চঞ্চল হইয়া রহিয়াছে; তাহাদেরই পাপজাতি কহে। সেই পাপজাতি সকলের অন্তরের পূর্ব্ব প্রমাণে ঈশ্বর অপ্রকাশিত রহিয়াছেন বটে; কিন্তু যেমন অঙ্গারত্ব মোচন করিবার জন্য অগ্নির প্রয়োজন হয়। তেমনি যে অবিদ্যাবরণে জড়িত হইয়া পাপজাতি সকল হৃদ্গত ঈশ্বরকে দেখিতে পায় না; সেই অবিদ্যা নাশ করিতে যদি পাপজাতি অগ্নিরূপী ভক্তের আশ্রয় গ্রহণ করে। তৎক্ষণাৎ চুম্বক যেমন লৌহ আকর্ষণ করে, তদ্রূপ পাপী পুণ্যদ্বারা আকর্ষিত হইয়া পরিশুদ্ধ হয় এবং ঈশ্বর সন্দর্শন করিতে পারে। অতএব ভক্ত ঈশ্বরের প্রিয়বস্তু বলিতে হইবে। শ্রীইহাই শুকের অভিপ্রায়।

যিনি ধীরগণের পক্ষে আত্মারূপে উপাস্য, যিনি বেদময় হইয়া বেদোপাসীগণের উপাস্য, যিনি ধর্ম্মরূপে ধার্ম্মিকগণের উপাস্য, যিনি তপোরূপে তপস্বীগণের উপাস্য, ব্রহ্মা ও শঙ্করাদিরূপী অকপট ভক্তগণ যাঁহাকে অতি অবিতর্ক ভাবে দর্শন করিয়াছেন এবং যিনি সর্ব্বেশ্বর; সেই ভগবান আমার উপর প্রসন্ন হউন। ২য়। ৪। ১৯।

ব্যাখ্যা। এস্থলে জিজ্ঞাস্য হইতে পারে যে কোন ঈশ্বরকে পূর্ব্বোক্ত প্রকারে ভাবা উচিত? সেই প্রশ্নের মীমাংসার জন্য শ্রীশুক কহিলেন;—"অকপট ভক্তরূপী শঙ্কর ও ব্রহ্মা অবিতর্ক ভাবে তাঁহার মাহাত্ম্য প্রকাশ করিয়াছেন।" ব্রহ্মা বলিতে প্রকৃতি আর শঙ্কর বলিতে কাল। এই দুই জগৎপ্রকাশক বস্তু আপনাদের হৃদয়ে চৈতন্যরূপী ঈশ্বরকে রাখিয়া জগৎ প্রকাশ ও জগৎ বিলোপ করিতেছেন। যদি চৈতন্যশক্তি ব্যতীত তাঁহারা জগৎ প্রকাশ করিতে পারিতেন, তাহা হইলে ঈশ্বরের সত্ত্বা লোপ হইত। এই জন্য

কালকে ও প্রকৃতিকে অকপট ভক্ত বলিয়া শুকদেব উল্লেখ করিলেন এবং তাঁহারা যে ভাবে ঐশিকশক্তি প্রকাশ করিতেছেন, তাহাতে তর্ক চলিতে পারে না। অতএব এমন যে সর্ব্বসিদ্ধান্ত ও সর্ব্বাবিশ্বাস তুমি ঈশ্বর—হরি, তাঁহাকে সকলের উপাসনা করা উচিত। ইহাই শ্রীশুকের অভিপ্রায়।

যিনি লক্ষ্মীর পতি হইতেছেন, যিনি যজ্ঞের পতি হইতেছেন, যিনি প্রজাগণের পতি হইতেছেন, যিনি জ্ঞানসমূহের পতি হইতেছেন, যিনি লোক সকলের পতি হইতেছেন, যিনি এই ব্রহ্মাণ্ডের পতি হইতেছেন, যিনি অন্ধক ও বৃষ্ণি বংশীয়গণের এবং অপরাপর ভক্তগণের গতি এবং পতি হইতেছেন, যিনি সাধুগণের পতি হইতেছেন, সেই ভগবান আমার উপরে প্রসন্ন হউন। ২য়। ৪। ২০।

ব্যাখ্যা। এই শ্লোকে শুকদেব ঈশ্বরকে সর্ব্বপালক বলিয়া নির্দ্দেশ করিলেন। পতি শব্দের অর্থ "সকল প্রকার বিপদ রক্ষক।" এই জন্য পুরুষকে পতি বলিয়া থাকে। লক্ষ্মী বলিতে মায়ার মধ্যস্থা চৈতন্যময়ী বিভূতি। ঈশ্বর চৈতন্যের প্রদাতা ও রক্ষাকর্ত্তা। এই জন্য তিনি লক্ষ্মীর পতি হইলেন। যে কোন কর্ম্ম দ্বারা ঈশ্বরকে পূজা করা যায় এবং আহরণ করা যায়, তাহাকেই যজ্ঞ কহে। সেই যজ্ঞাদি বেদবিধি মতে অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। সেই বেদবাক্যও ঈশ্বর কর্ত্তৃক সর্ব্বজ্ঞানে প্রবিষ্ট অর্থাৎ প্রকাশিত। ঈশ্বর কর্ত্তৃক যজ্ঞের বিধি প্রকাশিত বলিয়া বুধগণ ঈশ্বরকে যজ্ঞরক্ষাকর্ত্তা কহেন।

ঈশ্বর হইতেই সকল জীবের প্রকাশ বলিয়া প্রতি জীবকেই প্রজা কহে। অতএব ঈশ্বর প্রজাগণের পতি হইলেন।

ঈশ্বর ভূতগত চৈতন্যশক্তি সহযোগে একটী স্বরূপ চৈতন্যের সংযোগ রাখিয়াছেন, সেই চৈতন্যময় বস্তুকে মন কহে। সেই মন হইতে যে চৈতন্যতেজঃ বিজ্ঞানে মিশ্রিত হইয়া কেবল তত্ত্ব আলোচনায় রত হইয়া, স্বরূপ অবধারণ করিতে পারে তাহাকেই জ্ঞান কহে। জ্ঞানও চৈতন্যের প্রতিভা। যেমন কিরণদ্বারা সূর্য্য প্রকাশিত হন এবং সেই কিরণকেও সূর্য্য স্বয়ং রক্ষণ করেন; তদ্রূপ আপনার স্বরূপ ভাব প্রকাশ করাইবার জন্য ঈশ্বর জ্ঞান প্রকাশ করিয়া থাকেন। জ্ঞানটীই ঈশ্বর প্রতিবিম্বের আভা বলিয়া বুঝিতে হইবে। অতএব জ্ঞানের রক্ষাকর্ত্তা সেই ঈশ্বর হইতেছেন।

ভূঃ, ভুবঃ, স্বঃ, এই তিন লোকেতে চতুর্দ্দশ ভুবন ব্যাপ্ত রহিয়াছে। মায়ার দ্বারা বিকারিত ভূতবৎ চৈতন্য বস্তুকে ভূঃ কহে। দৃশ্য জগৎমাত্রেই ভূশব্দের বাচ্য। আর মায়ার দ্বারা বিকারিত স্থূল কারণবৎ চৈতন্যময় স্বভাবকে ভুবঃ কহে। তাহাকেই মহত্তত্ত্ব কহে। আর স্বয়ং ঈশ্বর চৈতন্য কারণপ্রকাশক শক্তির সহিত যখন মিলিত হইয়া কালদ্বারা ক্ষুভিত হয়েন তাহাকে স্বঃ কহে। এই অবস্থাকেই বিশুদ্ধা মায়া কহে। এই তিন অবস্থাই কেবল ঐশিক তেজের সাহায্যে পরিবর্ত্তিত হইয়া থাকে। অতএব ঈশ্বর ত্রিলোকের রক্ষাকর্ত্তা হইলেন।

কর্ম্মভূমিকে ধরা কহে। যে স্থানে চৈতন্যশক্তি ভূতসম্মিলনে আধারীভূত হইয়া

আপনার হৃদয় হইতে সকল জীব প্রকাশ করিতেছে, সকলের জীবিকা নির্ব্বাহার্থ আহারীয় প্রদান করিয়া সকলকে অবহেলায় ধারণ করিয়া আছে, তাহাকেই ধরা কহে। ঈশ্বরের চৈতন্য হইতে তাহার উদ্ভব বলিব ঈশ্বরকে ধরাপতি বা ব্রহ্মাণ্ডপতি বলা হইল।

যখন ঈশ্বর কৃষ্ণরূপে আপন লীলা জগতে প্রকাশ করে তখন অন্ধক আর বৃষ্ণি বংশীয়েরাই তাঁহাকে বুঝিয়া তাঁহার সহিত আত্মীয়তা স্থাপন করিয়াছিলেন। যাঁহারা ভগবানকে আত্মপ্রদান করিয়াছিলেন, তাঁহারা আর কি গতি পাইবেন, সেই ভগবানই তাঁহাদের অন্তের গতি আর জীবিতকালের রক্ষাকর্ত্তা ছিলেন। ইহার গূঢ়ভাব অপর স্কন্ধে প্রকাশ হইবে, বাহুল্যভয়ে প্রকাশ করিলাম না। ভগবান যে সাধকগণের ও ভক্তগণের পতি হইবেন, ইহার আর আশ্চর্য্য কি! ভক্তগণ প্রেম, স্নেহ, বিশ্বাস সমস্তই যখন সেই ভগবানকে অর্পণ করিলেন, তখন আর ভগবান তাঁহাদের পতি না হইবেন কেন!! যাঁহারা ঈশ্বরকে বিচারে নির্ণয় করিয়া জ্ঞানবলে উপদেশ দিতে পারেন, তাঁহারাই সাধু। অতএব সাধুগণও তাঁহার পাল্য বলিতে হইবে।

সাধকগণ যাঁহার চরণযুগলের ধ্যান করিয়া, মহাসমাধিতে মগ্ন হইয়া আপনাপন বুদ্ধি নির্ম্মল করিলে, আত্মতত্ত্ব অবগত হইয়া থাকেন এবং সেই তত্ত্ববলে আপনাদিগের রুচি অনুসারে যাঁহার রূপ কল্পনা করেন, সেই ভগবান মুকুন্দ আমার উপরে প্রসন্ন হউন। ২য়। ৪। ২১।

ব্যাখ্যা। এই স্থলে শ্রীহরি কি প্রকারে সাধককে জ্ঞান দিয়া আত্মতত্ত্ব প্রকাশ করিয়া দেন তাহাই শুকদেব প্রকাশ করিলেন;—ইন্দ্রিয়গণকে নিশ্চেষ্ট করিয়া বাসনাকে উপদেশপূর্ণ করিয়া অন্তরমানসে অবস্থানের নাম সমাধি। নিদ্রাবস্থায় যেমন নিশ্চেষ্ট ইন্দ্রিয় হইলে কেবল মনোময় শরীর স্বপ্নে আচ্ছন্ন হইয়া ক্রিয়াপর থাকে, কিন্তু ইন্দ্রিয়াদির সহিত কোন সংযোগ থাকে না। এমন কি তখন চক্ষুও বাহ্যদৃষ্টি দেখিতে পায় না। কর্ণ সেই অবস্থায় বাহ্যশব্দ শ্রবণ করিতে পারে না। হস্ত কোন বস্তু গ্রহণ করিতে প্রসারিত হয় না। পদ কোথাও গমন করিতে পারে না। অথচ স্বপ্নদৃষ্ট ক্ষমতার ভাবে বাসনা আপনিই যেন কি গ্রহণ করিতেছেন, কি দেখিতেছেন, কোথাও গমন করিতেছেন, কাহারো সহিত কথা কহিতেছেন। সেই যে অন্তরচৈতন্যময় অবস্থা, তাহা যখন জাগ্রত অবস্থায় সাধকের উপস্থিত হইবে, তখনি সাধক সমাধি লাভ করিয়া অঙ্গযোগের পরাকাষ্ঠা লাভ করিতে সহজে পারিবেন। এই সমাধি অবস্থা ভক্তি সংযুক্ত যোগসাধনাতেও উপস্থিত হইতে পারে।

যিনি প্রতি কল্পান্তে অজ ব্রহ্মার হৃদয়ে সৃষ্টি বিষয়ক স্মৃতি প্রদান করিয়াছিলেন এবং যিনি সেই ব্রহ্মার মুখ হইতে বেদরূপা সরস্বতীকে ষড়ঙ্গসম্পন্ন করিয়া প্রকাশ করিয়াছিলেন; সেই ঋষিশ্রেষ্ঠ ভগবান যেন আমার প্রতি প্রসন্ন হয়েন। ২য়। ৪। ২২।

ব্যাখ্যা। বৃক্ষের পরিণাম যেমন বীজ। সেইরূপ কল্পান্তে ব্রহ্মাণ্ডের সূক্ষ্ম পরিণাম হয়।

যেমন কালক্রমে বীজ হইতে পূর্ব্ববৃক্ষের সাদৃশ্য প্রকাশ হয়, তদ্রূপ ঈশ্বর ব্রহ্মাণ্ডের সূক্ষ্ম-পরিণামকে অর্থাৎ প্রকৃতিকে কালক্রমে সৃষ্টিতে পারণত করিলে সমস্ত ঐশিক প্রকৃতি পুনরায় সৃষ্টবস্তুতে পরিণত হইয়া থাকে। অঙ্গ সঙ্গঠনের সহিত জ্ঞানবৃদ্ধিবলও প্রকাশ হয় বলিয়া, পৌরাণিকেরা ব্রহ্মা ও সরস্বতীকর্তৃক বেদের প্রকাশ কহেন। ঐ নিত্যজ্ঞান বা বাসনা বিক্ষিপ্ত হইয়া মেঘবিলয়ে সূর্য্য সন্দর্শনের স্থায় জীবে ব্রহ্মসন্দর্শন লাভ করে এবং অপরকে তল্লাভের উপায় দেখাইবার জন্য সেই ব্রহ্মময় অবস্থা ভোগের সকল প্রকার লক্ষণ ইঙ্গিতে প্রকাশ করেন; সেই ঈঙ্গিত—শিক্ষা, কল্প, ব্যাকরণ জ্যোতিষাদি ষড়ঙ্গ বেদরূপে জগতে প্রকাশ হইয়াছে। ঈশ্বরকে পূর্ব্বভাবে চৈতন্য প্রকাশক বুঝাইয়া, শুকদেব পরে তাঁহাকে "ঋষিশ্রেষ্ঠ" বলিয়া প্রণাম করিতেছেন। ঋষিগণ যেমন আত্ম-তত্ত্ব লাভ করিয়া ঈশ্বরকে সর্ব্বাবগতির জন্য নানা ভাবে প্রকাশ করেন এবং এই জন্যই অনাশ্রমী হইয়া থাকেন। ঈশ্বর তদ্রূপ নির্লিপ্ত ভাবে প্রকৃতির মধ্যে অবস্থান করিয়া আত্মতত্ত্ব প্রকাশ করিতেছেন। এই জন্য শুকদেব ঈশ্বরকে ঋষিবর বলিয়া উল্লেখ করিলেন।

যিনি মহাভূতগণ লইয়া এই জগতের যাবতীয় জীবদেহ নির্ম্মাণ করিয়া, সেই সকল পুরে আপনিই শয়ন করিয়া পুরুষ নাম ধারণ করেন। যিনি পুরের ষোড়ষ গুণ উপভোগ করিয়া, ষোড়যাত্মক হইয়া অবস্থান করিতেছেন, সেই অখিলবিৎ ঈশ্বর যেন আমার বাক্য গুলিতে অলঙ্কৃত হয়েন। ২য়। ৪। ২৩।

সৌম্যগণ যাঁহার মুখপদ্মের জ্ঞানময় মধু আস্বাদন করিয়া আনন্দিত হইতেছেন, সেই ভগবান ব্যাসদেবকে প্রণাম করি। হে রাজন্! আপনি যে প্রশ্ন আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, পুরাকালে দেবর্ষি নারদ সেই বিষয় ভগবান বেদগর্ভ ব্রহ্মাকে জিজ্ঞাসা করেন, তাহাতে ব্রহ্মা সাক্ষাৎ হরির নিকট হইতে যেরূপ তত্ত্বলাভ করিয়াছিলেন, তাহাই নারদকে বলেন, অতএব মহারাজ, তাহাই শ্রবণ করুন। ২য়। ৪। ২৪। ২৫।

ইতি শ্রীভাগবতে দ্বিতীয়স্কন্ধে চতুর্থাধ্যায়ে উপেন্দ্রকৃতানুবাদ সমাপ্ত।

ব্যাখ্যা। এই উভয় শ্লোকের ব্যাখ্যার পূর্ব্বে পাঠকবর্গকে আমি একটী প্রয়োজনীয় বিষয় জানাইতেছি। এই চতুর্ব্বিংশতি শ্লোকটী যে পুঁথি দেখিয়া সঙ্কলন করিয়াছি, তাহাতে ভ্রম থাকাতে আমার সঙ্কলিত মূলেও ভ্রম হইয়াছে। ঐ শ্লোক পুঁথিতে এইরূপ আছে যথা

"নমস্তস্মৈ ভগবতে বাসুদেবায় বেধসে।
পপুর্জ্ঞানময়ং সৌম্য, যন্মুখাম্বুরুহাসবম্॥ ২৪॥"

কিন্তু শ্রীধরস্বামী ও অপরাপর টীকাকারের মতে এই স্থান হইতে শ্রীশুক ভাগবত আরম্ভ করিলেন বলিয়া ঐ শ্লোকে ব্যাসকে নমস্কার করিতেছেন, ইহা লিখিত রহিয়াছে এবং তাহাই সম্ভব। কারণ গ্রন্থারম্ভের পূর্ব্বে প্রাচীন রীতিমতে উপদেষ্টাগণ গ্রন্থকার ও গুরুকে বন্দনা করিয়া থাকেন।

প্রতি পুরাণে শ্লোকসংখ্যার পদবদ্ধ হইয়া রহিয়াছে বলিয়া, অনেকে তাহাকে গ্রন্থকর্ত্তার রচনা বলিয়া বোধ করেন, কিন্তু তাহা গ্রন্থকর্ত্তার রচনা নয়, কোন কোন শাস্ত্রের শ্লোকসংখ্যা টীকাকার বা সংগ্রহকারগণ করেন, সেই অংশ পাঠমাত্রেই জানা যায়। টীকাকারগণের মতে ঐ শ্লোকের পরিশুদ্ধ পাঠ এই যথা ;—

"নমস্তস্মৈ ভগবতে ব্যাসদেবায় বেধসে।"

পূর্ব্বোক্ত প্রকারে গুরুর ও গ্রন্থকারের অর্চ্চনা করিয়া শ্রীশুক রাজার প্রশ্নের উত্তর দিবার জন্য বলিলেন ;—"হে রাজন্! আমি যে ইতিপূর্ব্বে আপনাকে ভগবতবিষয়ক উপদেশ দিব বলিয়াছিলাম, তাহা সম্পূর্ণরূপে মম পিতাকর্ত্তৃক বিরচিত ভাগবত মহাপুরাণে কল্পিত আছে, ইহা বলিয়াছি, এক্ষণে সেই ভাগবত বলিতে আরম্ভ করিলাম।"

পরে শ্রীশুক বলিলেন ;—"সাক্ষাৎ হরি যাহা ব্রহ্মাকে বলিয়াছিলেন।" এই বাক্যটিতে শুকদেবের মহামহত্ব স্থাপিত হইল। ঈশ্বর ভিন্ন ঈশ্বরতত্ত্ব কেহই অভ্রান্ত প্রকাশ করিতে সক্ষম হইতে পারে না। কারণ বস্তুর ভাব বস্তু ভিন্ন কেহই সম্যক্ প্রকাশ করিতে পারেন না। অপরে প্রকাশ করিলে ভ্রম হইবে। কারণ কি সাধক, কি সিদ্ধ যে কেহই হউন না, ঈশ্বরের আনন্দময় ভাব কিঞ্চিন্মাত্র পাইলেই উন্মত্ত হইয়া যান। কেহই সে ভাব প্রকাশ করিতে পারেন না। ইহা বিজ্ঞানে বিশেষ মীমাংসিত হইয়াছে। প্রমাণে বোধ হয় না। সেই জন্য ভাগবতে ব্রহ্মনারদসংবাদে যে আত্মতত্ত্ব প্রকাশ হইবে, তাহা যে একেবারে অভ্রান্ত তাহা জানাইবার জন্য শ্রীশুক বলিলেন, স্বয়ং ঈশ্বর যে কথা ব্রহ্মাকে বলেন, ব্রহ্মা তাহাই নারদকে বলেন। নার যিনি প্রদান করেন তিনিই নারদ। নরের স্বরূপই নার। নর পদের অর্থ আত্মা বা আত্মজ্ঞান। আত্মজ্ঞান যিনি দান করেন, তাহাকে বেদান্তে শুদ্ধচৈতন্য বা শুদ্ধজ্ঞান কহে। এই শুদ্ধচৈতন্যকেই রূপকে পুরাণে নারদ কহে। ভগবান স্বয়ং আত্মতত্ত্ব মহাপ্রকৃতিসত্বারূপী ব্রহ্মাতে প্রদান করিলেন। ব্রহ্মা তাহা নারদকে অর্থাৎ আত্মতত্ত্বজ্ঞানের অন্তরে প্রবেশ করাইলেন। নারদ হইতেই শ্রীব্যাসাদিদ্বারা ভাগবতশাস্ত্র সংসারে প্রকাশ হইল। এইজন্যই "ব্রহ্মনারদ সংবাদ" নামে ভাগবতে লিখিত হইয়াছে বুঝিতে হইবে। ব্রহ্মোক্তি হইলেই বেদ হইল।

ইতি শ্রীভাগবতে দ্বিতীয়স্কন্ধে চতুর্থাধ্যায়ে
উপেন্দ্রকৃতাধ্যাত্মব্যাখ্যা সমাপ্ত।

পঞ্চম অধ্যায়।

শ্রীনারদ ব্রহ্মাকে কহিলেন ;—হে দেবদেব, হে ভূতভাবন, হে পূর্ব্বজ, আপনাকে আমি নমস্কার করি। হে দেব! যে জ্ঞান দ্বারা আত্মতত্ত্ব নিশ্চয় হয়, তাহা আপনি জানেন। ২য়। ৫। ১।

হে ব্রহ্মন্! এই বিশ্বটী যাহার রূপ, ইহা যাহার আশ্রয়ে আশ্রিত, ইহা যাহা কর্ত্তৃক

সৃষ্ট, ইহা যাঁহাতে লীন- ইহা যাঁহার অধীন, ইহা যাঁহার অধিকৃত;—সেই জনের তত্ত্ব যথার্থরূপে আমাকে বলুন। ২য়। ৫। ২।

ব্যাখ্যা। মাহাত্মা শুক এইবারে ভগবতোক্ত "ব্রহ্মনারদ সংবাদ" আরম্ভ করিলেনঃ—পরে শুদ্ধচৈতন্যকে, নারদ সাজাইয়া ব্যাসপ্রকৃতি হইতে তত্ত্ব সঙ্কলন করিবার জন্য, যে ভাবে রূপক প্রস্তুত করিয়াছেন। তাহই এস্থলে সামঞ্জস্য করিয়া শ্রীশুক উদ্দেশ্য সাধনার্থ নরদোক্তি দিয়া উপদেশ আরম্ভ করিলেন। নারদ ব্রহ্মাকে স্তব করিতে করিতে বলিলেনঃ—"হে দেবদেব" দেব শব্দের অর্থ শ্রেষ্ঠ, আর দেবশব্দে ইন্দ্রিয়াধিষ্ঠাতাগণ। প্রথমের দেব শব্দটী ইন্দ্রিয়াধিষ্ঠাতাগণকে বলা হইল।

পরে নারদ ব্রহ্মাকে ভূতভাবন কহিলেন। ভাবন শব্দে পালন। যাহা কারণ হইতে বিকারীভূত প্রপঞ্চে প্রকাশ হইয়া, মহামায়ার পঞ্চ উপাদানস্বরূপ হইয়াছে, তাহাকেই পঞ্চমহাভূত কহে। ঐ ভূতগণ প্রকৃতি হইতে পালিত হয়েন বলিয়া, ব্রহ্মাকে ভূতভাবন বলা হইল। পরে ব্রহ্মাকে পূর্ব্বজ বলা হইল। সকলের অগ্রে জন্মলাভ করিয়াছেন যিনি তিনিই পূর্ব্বজ। প্রকৃতি বা মহত্তত্ত্বই জীবন্ত জগৎ প্রকাশক ব্রহ্মা। প্রকৃতির পূর্ব্বে ঈশ্বররূপ ধারণ করেন নাই; আপনার কারণ, কাল ও চৈতন্য এই তিন শক্তি লইয়া আপনি ছিলেন। পরে সৃষ্টির ইচ্ছায় কালেতে ও কারণেতে মিশাইয়া আপনি তাহাতে মিশিলেন। সেই মিশ্রণ ভাবই প্রকৃতি, মায়া বা মহত্তত্ত্ব এবং পৌরাণিক ব্রহ্মা। এই জন্য ব্রহ্মা পূর্ব্বজ হইলেন। পূর্ব্বোক্ত প্রকারে ব্রহ্মাকে নমস্কার করিয়া নারদ কহিলেন;—হে ব্রহ্মন্ আমাকে এমন জ্ঞান প্রদান করুন, তাহা দ্বারা যেন আত্মতত্ত্ব নিশ্চয়াত্মক ভাব প্রকাশ হয়। এইটীই নারদের প্রথম প্রশ্ন হইতেছে। অততীতি—আত্মা। ঈশ্বরের চৈতন্যময় ভাবের সর্ব্বব্যাপকতাকে আত্মভাব কহে। সেই আত্মভাব যাহাতে নিশ্চয়রূপে অন্তরে দৃষ্ট হয়, তাহাকে আত্মতত্ত্ব নিশ্চায়ক ভাব কহে এবং সেই ভাব যে সাধনায় বা যে অবস্থায় লাভ হইতে পারে, তাহাকে জ্ঞান কহে। ইহাতে নারদের এই মনোভাব প্রকাশ হইল যে;—হে দেব! ঈশ্বর যে ভাবে সর্ব্বত্র-ব্যাপ্তচৈতন্যময় হইয়াছেন, সেই ব্যাপ্তভাব যাহাতে জ্ঞানগোচর হয় এবং যে জ্ঞানে সেই আত্মতত্ত্ব লাভ হয় সেই জ্ঞানই বা কি প্রকারে সাধনায় লাভ হয়, তাহা আমাকে বলুন।"

যদি ব্রহ্মা বলেন যে তোমার তত্ত্বের অধিকার হয় নাই; কেমন করিয়া তত্ত্বের সূক্ষ্মভাব বোধ হইবে। সে সন্দেহ নিরাকরণার্থে নারদ দ্বিতীয় প্রশ্ন করিলেন;—"এই বিশ্বটী যাঁহার রূপ। ইহাতে নারদের এই মনোভাব প্রকাশ হইল;—হে ব্রহ্মন্! আমি যে ঈশ্বরকে আত্মারূপে জানিয়াছি, তাহা কল্পিত নয়; কারণ এই যে বিশ্ব এইটীকে তাঁহার রূপ বলিয়া স্থির করিয়াছি। যেমন অগ্নি প্রজ্বলিত হইলে তাহার শিখা, উত্তাপ এবং ধূম্রাদিতে এক প্রকার রূপের আবিষ্কার করে। তদ্রূপ সেই ঈশ্বর জীবন্ত ভাবে সর্ব্বত্র ব্যাপ্ত আছেন বলিয়া, তাঁহার রূপদ্বারা এই জগৎ প্রকাশ হইয়া

রহিয়াছে। অতএব কেমন করিয়া এই বিশ্ব প্রকাশক হইয়া তাঁহার রূপে পরিণত হইল, আমার প্রশ্নোত্তরে তাহাই বলুন।

পুনশ্চ তত্ত্বাধিকার দেখাইবার জন্য নারদ তৃতীয় প্রশ্নে কহিলেন। এই বিশ্ব যাঁহার আশ্রয়ে আশ্রিত, এই বাক্য বলাতে নারদের মনোভাব এই ভাবে প্রকাশ হইল যে;—হে ব্রহ্মন্! আপনি যদি বলেন এই বিশ্বটী যে কোন বস্তুস্বরূপ—তাহা তুমি কেমন করিয়া জানিলে? অতএব যদি এই বিশ্বকে কোন বস্তুর রূপ বলাতে ভ্রান্ত হইয়া থাকি, হইতে পারি, কিন্তু এই যে অনন্ত বিশ্ব ইহা কাহারো না কাহারো আশ্রয়ে অবস্থিত রহিয়াছে, নচেৎ ইহাকে দর্শন করিয়া তত্ত্বানুসন্ধান করিলে ইহাকে স্বয়ং স্থিত বলিয়া কখন অনুভব হয় না, কারণ ইহার নিয়মিত পরিবর্ত্তন হইতেছে। অতএব হে প্রভো! এই বিশ্ব যাঁহার আশ্রয়ে আশ্রিত রহিয়াছে, সেই তত্ত্ব আমাকে বলুন।

পরে নারদ পুনশ্চ তত্ত্বাধিকার দেখাইবার জন্য চতুর্থ প্রশ্নে কহিলেন;—যাঁহার দ্বারা এই বিশ্ব সৃষ্ট হইয়াছে, ইহা বলিবার তাৎপর্য্য এই যে;—নারদ ভাবিলেন যদি বিশ্ব কাহাতেও আশ্রিত এ অনুমান অমূলক হয়, তবে আমার তত্ত্বাধিকার হয় নাই। ব্রহ্মার সে সন্দেহ নিরাকরণ করিবার জন্য বলিলেন;—হে প্রভো! এই যে সৃষ্টির কার্য্য-সমূহ দৃষ্ট হইতেছে; আলোচনা করিলে কার্য্যদৃষ্টে কর্ত্তার সত্ত্বা প্রমাণ হয়; অতএব তাই বলি, কাহাদ্বারা ইহা সৃষ্ট হইয়াছে, তাহা আমাকে বলুন।

পরে নারদ আপনার সন্দেহ মিটাইবার জন্য নূতন তত্ত্ব জানিতে ব্রহ্মাকে বলিলেন;— এই বিশ্ব যাঁহাতে লয় হয়। নারদের পূর্ব্ব কয়টী প্রশ্নে তত্ত্বের সমাপ্তি হইয়াছিল, তবে এই পঞ্চম প্রশ্নের প্রয়োজন কি? নারদ মনে ভাবিলেন, যদি ভগবান ব্রহ্মা ব্যতীত আর কোন স্বতন্ত্র ঈশ্বর না থাকেন; তবে তো পূর্ব্বপ্রশ্ন কোন প্রকারে প্রয়োজনীয় হইল না। কারণ নারদ প্রথমে ব্রহ্মাকে ব্যতীত অপর কাহাকেও ঈশ্বর বলিয়া জানিতেন না। এ কথা তিনিই স্বয়ং পরে বলিবেন।

হে প্রভো! আপনিই এই সমুদায় তত্ত্ব জানেন! কারণ যাহা হইয়াছে, যাহা হইবে এবং যাহা বর্ত্তমানে হইতেছে, এ সমস্তই আপনি জ্ঞাত হইয়া করতলগত আমলকীফলের ন্যায় এই জগৎকে আপনিই আয়ত্তাধীন করিয়াছেন। অধিকন্তু সমস্তই আপনার বিজ্ঞান-শক্তিতে মিলিত হইয়া রহিয়াছে; বলিতে হইবে। ২। ৫। ৩।

হে প্রভো! কে আপনাকে বিজ্ঞান শক্তি প্রদান করিয়াছে? কে আপনাকে আশ্রয়-দান করিয়াছে? আপনি কাহার অধীন হইয়া রহিয়াছেন; বিশেষতঃ আপনি কাহার স্বরূপ হইয়া প্রকাশিত আছেন এবং কাহার মায়াতেই বা একক ও অসহায় হইয়া মহাভূত সকলের সাহায্যে জগৎ ও প্রাণী সমূহের সৃষ্টি করিতেছেন? ২য়। ৫। ৪।

ব্যাখ্যা। এই স্থলে নারদ কহিলেন;—হে প্রভো! আপনি অবশ্যই সেই পরম বস্তুকে জ্ঞাত আছেন। কারণ আপনার গুণালোচনা করিয়া দেখিলাম। আপনি যে বিজ্ঞান

শক্তিতে প্রলয়ের পূর্ব্বে জগৎ যে ভাবে ছিল, সেই স্মৃতি লাভ করিয়াছেন, তাহা অপর কোন নিত্যবস্তু হইতে প্রাপ্ত হইয়াছেন। আর আপনাকে দেখিয়া বুঝিলাম, আপনি কোন বস্তু হইতে পারেন না। সেই নিয়মে আপনি কোন নিত্য ও স্বপ্রকাশ বস্তুর অধীন এবং কোন নিত্য বস্তুর আশ্রিত। কারণ নিত্য বস্তুর দ্বারা পালিত ও আশ্রিত না হইলে আপনাকে পালন কে করে? আর আপনি স্বপ্রকাশ নহেন, তাহার কারণ এই যে, আপনা অপেক্ষা—চৈতন্ত ও কালনামক ক্ষমতা জগতের উপরে আধিপত্য করিতেছেন। অতএব আপনি নিশ্চয়ই অপর কোন পরম বস্তুর আশ্রিত হইতেছেন।

হে প্রভো! উর্ণনাভি যেমন আপনার শক্তি হইতে তন্তু প্রকাশ করিয়া, সেই তন্তুতে আপনিই জড়িত থাকে, তেমনি আপনিই আপনা হইতে এই ভূতসকল সৃষ্টি করিয়া, অপ্রয়াসে ইহাদের পালন করিতেছেন এবং ইহাতে জড়িত হইয়াও আছেন। ২। ৫। ৫।

ব্যাখ্যা। এই স্থানে নারদ ব্রহ্মাকে ইতিপূর্ব্বে যে ভাবে শ্রেষ্ঠ বলিয়া ভাবিয়াছিলেন, তাহাই বলিতেছেন। নারদ কহিলেন;—হে প্রভো! উর্ণনাভি কীট যেমন আপনার অন্তরঙ্গা শক্তি হইতে তন্তু সকল প্রকাশ করিয়া জাল প্রস্তুত করে, কিন্তু ঐ জাল কীটাপেক্ষা এত বৃহৎ ও বিস্তারিত হয়, যে কীট আর তাহাকে আয়ত্ব করিতে পারে না। যদি কীট কখন আপনার জালকে সঙ্কোচ করিতে চেষ্টা করে, তাহাতে আপনিই পরাভব স্বীকার করে। তদ্রূপ আপনিই জগতের পতি ইহা আমার বিশ্বাস ছিল। কারণ একা আপনা হইতেই সকল প্রকাশ হইতেছে, তাহা দেখিতে পাইতেছি এবং আপনিই জগতস্থ প্রাণীর কাল, কর্ম্ম ও স্বভাব দান করিতেছেন তাহাও বুঝিতেছি। তবে এক হইয়া কিরূপে অপ্রয়াসে শ্রমরহিত হইয়া এই কার্য্য করিতেছেন, তাহা বুঝিবার জন্য উর্ণনাভিকে আপনার কার্য্যের উপমাস্থল করিলাম। ঐ সামান্য কীট হইতে যখন জালবন্ধন রূপ মহৎকার্য্য হইতে পারিল, তখন আপনা হইতে যে এই বিস্তীর্ণ জগৎ সৃজিত ও পালিত হইবে, তাহার আর আশ্চর্য্য কি? অতএব এই ভাবে আপনি শ্রেষ্ঠ হইতেছেন।

হে বিভো! এই সৃষ্টির মধ্যে আপনা হইতে কাহাকেও আমি শ্রেষ্ঠ বলিয়া জানি না, কাহাকেও মধ্যম বলিয়া জানি না, কাহাকেও সমান বলিয়া দেখিতেছি না। সৃষ্টবস্তুর মধ্যে নাম, রূপ ও গুণাদি দেখিয়াও বিস্মিত হই না। এমন কি! স্থূল ও সূক্ষ্ম যে কোন পদার্থ দেখা যাইতেছে, সে সমস্তই আপনা হইতে ভিন্ন নহে; আপনা ভিন্ন তো আর কিছুই আমি দেখি না। ২য়। ৫। ৬।

ব্যাখ্যা। প্রথম বিজ্ঞানভাব হৃদয়ে উদয় হইলে সাধকে ঈশ্বরকে দেখিতে পায় না, তবে মেঘাচ্ছাদিত সূর্য্যের ন্যায় বিজ্ঞানাবৃত পরমতত্ত্বের জ্যোতিঃ মাত্র দেখিতে পাইয়া কেহ তাহা জানিতে চেষ্টা করে মাত্র। পূর্ব্বোক্ত বিজ্ঞানাবস্থাকেই কেহ কেহ বিচারের চূড়ান্ত মনে করিয়া নিরীশ্বরবাদী হইয়া পড়ে। নারদ শুদ্ধচৈতন্য। প্রথম বিজ্ঞানে কেবল প্রকৃতি বোধ হইয়াছিল। তাহাতেই নারদ ব্রহ্মাকে শ্রেষ্ঠ বলিয়া জানিয়াও তাঁহাকে

বিচার করিতে গিয়া পরমতত্ত্বজ্যোতিঃ দেখিতে পাইয়া, ঈশ্বরবিষয়ক জিজ্ঞাসু হইয়াছেন। নারদ কহিলেন ;—হে বিভো! আমি যতই কেন সৃষ্টির আলোচনা করি না, আপনা ব্যতীত শ্রেষ্ঠ বস্তু সৃষ্টির মধ্যে পাই না, আপনা ব্যতীত অধম বস্তুও পাই না এবং আপনার সমানও পাই না। সৃষ্টপদার্থ দেখিয়া ভাবিলাম, কেহ নামেতে মনুষ্য, কেহ নামেতে ব্যাঘ্র ইত্যাদি রহিয়াছে। তাহাদের স্বভাব ও পদার্থ বিচার করিয়া দেখিলাম, তাহারা আপনা হইতে ভিন্ন নহে। কোন জীব দ্বিপদ, কোন জীব চতুষ্পদ প্রভৃতি রূপময় দেখিয়া তাহাদের বিচার করিলাম। তাহাতে তাহাদের বাসনাগত ভিন্ন তেজঃ ব্যতীত আর কিছুই দেখিলাম না এবং সেই বাসনা স্বভাবও আপনা হইতে ভিন্ন নহে। সৃষ্টির শুক্ল, নীল ও পীতাদি বর্ণরূপী ভাব দেখিয়া বিচার করিলাম, তাহারা কেবল জ্যোতির তারতম্যে ভূত হইতে উৎপাদিত; তাহারাও আপনা হইতে ভিন্ন নহে। সৃষ্টির উপাদান স্বরূপ পঞ্চ স্থূলভূত ও পঞ্চতন্মাত্ররূপ সূক্ষ্মভূত বিচার করিয়া দেখিলাম, তাহাও আপনা হইতে উৎপাদিত। তবে আর আপনা ছাড়া সৃষ্টি কার্য্য প্রকাশ কৈ হয়? সৃষ্টিকে বিচার করিলে আপনা হইতে আর শ্রেষ্ঠ পাই না। কিন্তু আপনাকে বিচার করিলে নূতন পাই, একি আশ্চর্য্যের বিষয়? অতএব আপনি ভিন্ন আর কেহই সেই তত্ত্ব বলিতে পারিবেন না।

হে প্রভো! আপনি সর্ব্বেশ্বর হইয়াও যে ঘোর তপস্যা করিয়াছিলেন, তাহাতেই আমি মুগ্ধ হইয়াছি এবং আপনা হইতে যে শ্রেষ্ঠ ঈশ্বর আছেন, তাহাতে আশঙ্কিত হইয়াছি। ২য়। ৫। ৭।

ব্যাখ্যা। ব্রহ্মা হইতে অতীত ঈশ্বর আছেন, নারদ কি প্রকারে এই আশঙ্কা করিয়াছেন, এই স্থানে নারদ তাহা বলিতেছেন।

ব্রহ্মার তপস্যা বিষয়ে শাস্ত্রে ইহা লেখা আছে যে ;—যখন বিশ্বসৃষ্টির জন্য ঈশ্বর ব্রহ্মা রূপে পরিবর্ত্তিত হইলেন। তখন সেই ব্রহ্মা মানসসরোবরের তটে বসিয়া সৃষ্টির উপায় চিন্তা করিতেছিলেন, এমন সময়ে সরোবরস্থ বারি হইতে "তপ তপ" এই শব্দ উত্থিত হইল। ব্রহ্মা তাহাই ঈশ্বরাজ্ঞা বুঝিয়া তপস্যা করিতে লাগিলেন, পরে তপস্যা বলে সৃষ্টির উপায় সংগ্রহ করিয়া এই বিশ্ব সৃজন করিলেন।

তপস্যা দুই প্রকার আন্তরিক ও বাহ্যিক। কোন একটী বাসনা করিয়া সেই বাসনাতে লিপ্ত হইয়া, তাহার উদ্দেশ্যে আনন্দ উপভোগ করিবার জন্য চিত্ত ও বুদ্ধির সম্মিলনকে আন্তরিক তপস্যা কহে। এই আন্তরিক তপস্যা হইতে উপায় প্রকাশ হয়। সেই উপায়ই আনন্দ বলিয়া শ্রুতিতে বিবৃত হইয়াছে। ইহা কেবল শুদ্ধাত্মায় হইয়া থাকে। কলুষিতাত্মাতে আনন্দময় হইবার জন্য প্রথমে বাহ্যিক তপস্যা করিতে হয়। ইন্দ্রিয়নিগ্রহ করণানন্তর বুদ্ধি ও চিত্তসম্মিলনকে বাহ্যিক তপস্যা কহে। সাধক এই তপস্যায় শুদ্ধ হইয়া পরে আন্তরিক তপস্যা করিয়া সিদ্ধি লাভ করেন। এই তপস্যার ভাবে কি প্রকাশ হইল—না অব্যক্তভাব। প্রকৃতি যখন মহত্তত্ত্বাবস্থায় ছিলেন, তখন তাহার ক্রিয়া বা প্রকাশ ছিল না, অথচ তিনি ছিলেন। তপস্বীভাবে অর্থাৎ ব্রহ্মা সর্ব্বতোভাবে সৃষ্টিতত্ত্বে অব্যক্তভাবে অন্তরে

লীন থাকেন। এইজন্য ব্রহ্মার তপস্যা ভাবকে অব্যক্ত ভাব বলিয়া বুঝিবেন। নারদ শুদ্ধচৈতন্য। জীবের শুদ্ধচৈতন্য যখন প্রকৃতির প্রকাশভাব বুঝিলেন, তখন তিনি দেখিলেন, যে এই প্রকাশমানা প্রকৃতি কোন কালে অব্যক্তভাবে ছিলেন, কারণ প্রকাশ প্রমাণ হইতেছে। অতএব অব্যক্তভাবরূপ তপোভাবে পরিণত হইয়াও ব্রহ্মা যখন উপায় সংগ্রহপূর্ব্বক এই বিশ্বকার্য্য প্রকাশ করিতেছেন, তখন কোন অব্যক্ত বস্তুতে তাঁহার লয় প্রমাণ হইতেছে। এই প্রমাণে আশ্চর্য্য হইয়া নারদ ব্রহ্মাকে পূর্ব্বশ্লোকে বলিলেন। বিশেষতঃ পূর্ব্বশ্লোকে এই বুঝান হইল যে, প্রকৃতি হইতে যখন শ্রেষ্ঠ কল্পনা হইতেছে এবং সেই শ্রেষ্ঠে যখন প্রকৃতিরও লয় দেখা যাইতেছে, তখন ঈশ্বর যে প্রকৃতি হইতে শ্রেষ্ঠ ও অপর—তাহার আর কোন সন্দেহ নাই। বিশেষতঃ তাঁহার সত্ত্বা যথার্থ। পরে নারদ বলিলেন।

হে সর্ব্বজ্ঞ! হে সকলেশ্বর! আমি যাহা যাহা জিজ্ঞাসা করিলাম, এ সমস্তই আপনার গোচর আছে। অতএব আমি যাহাতে আপন বুদ্ধিবলে বুঝিতে পারি, কৃপা করিয়া সেই ভাবে আমাকে বলুন। ২য়। ৫। ৮।

পূর্ব্বকথা শ্রবণ করিয়া ব্রহ্মা কহিলেন;—হে বৎস, তুমি যে সকল প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলে, তাহা অতীব উত্তম। উহাতে ভগবানের বীর্য্য সমুদায়ই প্রকাশিত হইবে। আমি সেই করুণাময়ের করুণাবিস্তার করিবার জন্যই প্রকাশিত। অতএব আমার প্রতি ঐ সকল প্রশ্ন প্রয়োগে বিশেষ কৃপা প্রকাশই করিয়াছ, বলিতে হইবে। ২য়। ৫। ৯।

হে নারদ! তুমি ইতিপূর্ব্বে আমাকে যে ভাবে শ্রেষ্ঠ বলিয়া অনুমান করিয়াছ এবং আমার উপরে যে সকল বাক্য প্রয়োগ করিয়াছ, তাহার কোনটাই মিথ্যা নহে। তবে তুমি আমার শ্রৈষ্ঠ্য ও পরমেশ্বরের সত্ত্বাবিষয়ে যে সন্দেহ করিয়া আমাকে জানিয়াছ, তাহাই তোমার ভ্রান্তি। ২য়। ৫। ১০।

ব্যাখ্যা। ইতিপূর্ব্বে নারদ তৃতীয়, সপ্তম ও অষ্টম শ্লোকে ব্রহ্মাকে যে ভাবে সর্ব্বেশ্বর বলিয়াছিলেন। সেই অনুমান যে সত্য এবং তাহা সত্য সত্ত্বেও ঈশ্বরবিষয়ে নারদের কেন ভ্রান্তি হইল, তাহাই ব্রহ্মা বুঝাইতেছেন। নারদ তৃতীয় শ্লোকে ব্রহ্মাকে বলিয়াছিলেন যে,—"হে প্রভো! আপনি, ভূত, ভবিষ্যৎ, বর্ত্তমান এই ত্রিকালজ্ঞ এবং এই বিশ্ব আপনার করামলকবৎ আয়ত্বাধীন, অতএব আপনি সকলি জানেন।

নারদের এই অনুমানকে ব্রহ্মা মিথ্যা বলিলেন না। ইহাতে প্রকারান্তরে ঈশ্বরের সত্ত্বা ও মহিমাই প্রমাণিত হইল বুঝিতে হইবে। ব্রহ্মা যখন ইতিপূর্ব্বে আপনাকে ঈশ্বরের প্রকাশ্য রূপ বলিয়া বর্ণনা করিলেন, তাহাতে ঈশ্বরই ব্রহ্মার সত্ত্বা বলিয়া ন্যায়ে প্রমাণ হইল। যেমন আলোকে সূর্য্যাদির প্রকাশ বুঝায়। কিন্তু আলোকাদিই সেই সূর্য্যাদির কার্য্য ও প্রকাশক রূপ। তদ্রূপ ব্রহ্মারূপী কার্য্য যদি প্রমাণ হইল, তখন ব্রহ্মার কারণ যে ঈশ্বর মূলে রহিয়াছেন, তাহা সূর্য্যালোকন্যায়ে অবাধে বুঝা যাইতেছে।

হে নারদ! যেমন অপরের প্রকাশক ক্ষমতায় সূর্য্য, চন্দ্র, অগ্নি, ঋক্ষ ও তারকাসমূহ

প্রকাশিত বলিয়া বিবেচিত হয়েন, তদ্রূপ যাঁহার স্বপ্রকাশ্ত ক্ষমতায় বিরচিত বিশ্বকে আমি প্রকাশমাত্র করিতেছি সেই ঈশ্বরকে নমস্কার করি। ২য়। ৫। ১১।

ব্যাখ্যা। ব্রহ্মা আপনা হইতে স্বতন্ত্র ঈশ্বর কিরূপে আছেন, তাঁহার মহিমা স্মরণ করিয়া স্তব করিতে আরম্ভ করিলেন। ব্রহ্মা কহিলেন;—হে নারদ! সূর্য্যচন্দ্রাদি যেমন চৈতন্যদৃষ্ট পদার্থ। যে শরীরে বা যে বস্তুতে চৈতন্যসত্তা নাই, সে কখনই চন্দ্রসূর্য্যাদি অনুভব করিতে পারে না। আর ঐ চন্দ্রসূর্য্যাদি চৈতন্যময় বলিয়া চৈতন্যদ্বারাই প্রকাশিত হয়, কিন্তু সহসা দেখিলে উহাদের স্বপ্রকাশ বলিয়া বোধ হয়।

অতএব প্রকৃতি দেখিয়া প্রকৃতি হইতে পর যে পরমেশ্বর আছেন, তাহা প্রকাশ হইয়া থাকে।= ইহা বুঝাইয়াই ব্রহ্মা, সেই প্রকৃতির পর পুরুষকে নমস্কার করিলেন। পরে স্তব করিতেছেন।

হে নারদ! যে ভগবান বাসুদেবের দুর্জ্জয়মায়ার প্রভাবে সকলে আমাকে জগদ্‌গুরু কহিয়া থাকে, কিন্তু তাঁহাকে আমি প্রণাম ও চিন্তা করি। ২য়। ৫। ১২।

ব্যাখ্যা। এই স্থানে ব্রহ্মা নারদকে উদ্দিষ্ট ভগবদ্বিষয়ক পরিচয় দিবার জন্য ঈশ্বরকে নমস্কার করিলেন। ভগবান বলিতে সর্ব্ব-ঐশ্বর্য্যময় এবং বাসুদেব বলিতে সকল শ্রেষ্ঠ বস্তুতে যিনি অবস্থিত আছেন। শ্রেষ্ঠবস্তু বলিতে যাঁহার বিনাশ বা বিলয় নাই, অর্থাৎ নিত্য। ব্রহ্মা ভগবানকে 'বাসুদেব' বলাতে ইহাই বুঝাইলেন যে,—"হে নারদ! তুমি আমাকে যে সর্ব্বেশ্বর বলিয়া জানিয়াছ ও জানিয়াছিলে সেটি তোমার ভ্রম। দেখ, আমার পরিবর্ত্তন আছে; আমার পরিচালক আছে; তবে আমি নিত্য হইতে পারিলাম না। ঈশ্বর সর্ব্ববিভূতিময় এবং তিনি সকল নিত্য বস্তুতে বস্তুময় হইয়া আপনার নিত্যত্ব সম্পাদন করেন। এইজন্য জ্ঞানীগণ তাঁহাকে "ভগবান বাসুদেব" কহেন। বিশেষতঃ সেই বাসুদেবই ভগবান এবং তাঁহার দুর্জ্জয়মায়ার প্রভাবেই লোকে আমাকে জগদ্‌গুরু কহিয়া থাকেন। কিন্তু আমি জগদ্‌গুরু নহি। অতএব সেই ঈশ্বর যিনি ভগবান ও বাসুদেব রূপে অনুমিত হয়েন, তাঁহাকে প্রণাম করি এবং তিনি দুর্নিরীক্ষ্য বলিয়া চিন্তা করি।

হে নারদ! যে মায়া ভগবানের দৃষ্টিপথে থাকিতে বিলজ্জমানা হয়। সেই মায়ায় মুগ্ধ হইয়াই দুর্ব্বুদ্ধি মানবগণ "ইহা আমার" এবং "এই আমি" এইরূপ জ্ঞানকর বাক্য প্রয়োগ করিয়া থাকে। ২য়। ৫। ১৩।

ব্যাখ্যা। নারদ ব্রহ্মাকে যে একে একে কতিবিধ প্রশ্ন করেন, তন্মধ্যে "এই সংসার যাঁহার রূপ তাঁহার পরিচয় তিনি প্রথমে চাহিয়াছিলেন। ব্রহ্মা তাহার উত্তর দিতেছেন। ব্রহ্মা কহিলেন, হে নারদ! সেই ভগবান বিশ্বলীলার জন্য মায়াকে সৃষ্টি করিয়াছিলেন। যেমন নানাভূষণে ভূষিত হইয়া আপনমূর্ত্তি দেখিলে দ্রষ্টার আনন্দ হয়, তেমনি ঈশ্বর

মায়ার দ্বারা ভূষিত হইয়া জীবলীলা করিতেছেন মাত্র। তিনি যে জীবগণকে মুগ্ধ করিবার জন্য মায়াকে করিয়াছেন তাহা নয়। সেই মায়াই সংসার এবং সেই মায়াই তাঁহার এক প্রকার ভূষিত রূপ। কিন্তু দুর্ব্বুদ্ধি মানবগণ ভূষিত বস্তুর বস্তুকে অন্বেষণ না করিয়া, আপনাদের পরমতত্ত্ব না জানিয়া, ভূষাকেই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বলিয়া আপনারাই মুগ্ধ হইয়া থাকে এবং সেই মায়ার ক্ষমতাই অহংতত্ত্ব। তাহাতেই জীবের পরমবস্তুর বিচ্ছেদে "সোঽহং" ভাব বিনষ্ট হইয়া অহং দৃঢ় হইয়া থাকে।

হে নারদ! সেই বাসুদেব হইতে শ্রেষ্ঠ বা ভিন্ন অপর বস্তু কিছুই নাই, যেহেতু সৃষ্টির উপাদানস্বরূপ দ্রব্য, কর্ম্ম, কাল, স্বভাব ও জীব সমস্তই বাসুদেব হইতেছেন। ২য়। ৫। ১৪।

ব্যাখ্যা। নারদ দ্বিতীয় প্রশ্নে ব্রহ্মাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন যে, "এই বিশ্বটী যাঁহাতে অধিষ্ঠিত তাঁহার পরিচয় প্রদান করুন। ব্রহ্মা নারদকে তাহাই বুঝাইতেছেন।

যে কয়েকটি সূক্ষ্ম ও চৈতন্যময় নিত্য পদার্থ লইয়া এই জগৎসংসার প্রকাশ হইয়াছে এবং যাহাদের সমষ্টিকে বিজ্ঞানে প্রকৃতি কহে, ব্রহ্মা তাহার পরিচয় দিতেছেন। ব্রহ্মা নারদকে দেখাইতেছেন যে;—দ্রব্য,—কর্ম্ম ও কালাদি লইয়াই জগতের ও জগদীয় জীবের প্রকাশ ও বিনাশ হইতেছে। আমি স্বয়ংই সেই সকল নিত্যবস্তুময় হইতেছি। যেমন কোন জীবন্ত মূর্ত্তির আদর্শ দেখাইবার জন্য চিত্রকর নানাবিধ বর্ণে সেই মূর্ত্তির অনুরূপ মূর্ত্তি অঙ্কিত করিয়া রাখিলে, যদি কেহ জীবন্ত মূর্ত্তি না দেখিয়া কেবল সেই চিত্রকে দেখে, তাহা হইলে অজ্ঞান দ্রষ্টা, সেই চিত্রটিকে মনোহর ও সৌন্দর্য্যে সুন্দর অনুমান করে মাত্র; সেটী কাহার আদর্শ তাহা দ্রষ্টার মনে উদয় হয় না। তদ্রূপ যাহাদের অন্তরে জ্ঞানালোক প্রবেশ করে নাই, যাহারা জ্ঞান ও ভক্তিতে বাসুদেবকে অনুমান করিতে পারে নাই। তাহারা পূর্ব্বোক্ত অঙ্কিত রূপের ন্যায় ঈশ্বরের রূপের আদর্শ স্বরূপ প্রকৃতিকেই শ্রেষ্ট বলিয়া বুঝিয়া থাকে। হে নারদ! বিদ্বান্ ব্যক্তি কোন রূপ দেখিলেই তাহার সত্ত্বা প্রমাণ করিতে চেষ্টা করে। আমার সত্ত্বা ও ক্ষমতাই দ্রব্য, কর্ম্ম ও কালাদি হইতেছে। সেই দ্রব্যাদি নিত্য এবং তাহা বাসুদেব হইতে ভিন্ন নহে। অতএব এই যে সৃষ্টি দেখিতেছ, ইহা বাসুদেবের সত্ত্বা মাত্র হইতেছে।

দ্রব্য বলিতে পঞ্চভূততন্মাত্রা। তাহাই জগতের উপাদান স্বরূপ। কর্ম্ম বলিতে পূর্ব্বজন্মার্জ্জিত বাসনার পরিণাম—তাহাই জন্মের নিমিত্ত বুঝিতে হইবে। কাল বলিতে আয়ু ও চৈতন্য সংযোগে জন্মের ও উপাদানের ক্ষোভকারী অর্থাৎ প্রকাশক ও বিনাশক স্বভাব। জীব বলিতে ভোক্তা। ইহাই ঐশিক তেজ। এই কয়টী বস্তুতেই জগৎ ও জীব প্রস্তুত হইলে সংসারক্রিয়া হইয়া থাকে।

হে নারদ! নারায়ণই বেদ সকলের কারণ হইতেছেন। নারায়ণের অঙ্গ হইতেই দেবতা সকলের উদ্ভব হইয়াছে, লোক সকলের কারণও নারায়ণ হইতেছেন এবং তিনিই যজ্ঞ সকলের কারণ হইতেছেন, বুঝিও। ২। ৫। ১৫।

নারায়ণই যোগসকলেরও কারণ হইতেছেন, তপস্যাদিও সেই নারায়ণের জন্য অনু-

ষ্ঠিত হয়; জ্ঞানের কারণও সেই নারায়ণ হইতেছেন, বিশেষতঃ নারায়ণই জীবের গতি হইতেছেন। ২। ৫। ১৬।

ব্যাখ্যা। নারদ দ্বিতীয় প্রশ্নে ব্রহ্মাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন যে;—"এই বিশ্ব কাহাতে অধিষ্ঠিত?" ব্রহ্মা তাহা বুঝাইবার জন্য চতুর্দ্দশ শ্লোকে বিশ্বের কারণ প্রমাণ করিয়া দেখাইলেন; যে, প্রকৃতি হইতে প্রত্যক্ষাতীত কোন পরম বস্তুসত্বা প্রমাণ হইতেছে, সেই পরম বস্তুই শ্রীহরি। এক্ষণে তিনি, জীবের কার্য্য সমূহও যে সেই নারায়ণ হইতে উৎপন্ন এবং নারায়ণই সকলের কারণ হইতেছেন, তাহাই বুঝাইতে আরম্ভ করিলেন।

বেদ বলিতে নিত্যজ্ঞান; ঈশ্বর যে চৈতন্যময় উপায়ে জীবের হৃদয়ে উদয় হন, সেই উপায়ময় জ্ঞানই বেদ। ভগবান ব্যাস স্বপ্রণীতবেদান্তের উত্তর মীমাংসায় "শাস্ত্রযোনিত্বাৎ" এই সূত্রে বেদাদি যে ব্রহ্মার হৃদয়ে নিত্য উৎপন্ন হইয়াছে, তাহা প্রকাশ করিয়া দেখাইয়াছেন।

ঈশ্বর আপনার ভাব শুদ্ধচৈতন্যে প্রতিবিম্বিত করেন, সেই শুদ্ধচৈতন্যময় পুরুষেরা চৈতন্যে প্রতিবিম্বিত আত্মভাব যে উপায়ে প্রকাশ করেন, তাহাই বেদ বলিয়া এবং তাহা অভ্রান্ত বলিয়া, জগতে ব্যাপ্ত আছে।

পরে ব্রহ্মা নারদকে কহিলেন, "দেবতাসমূহও সেই নারায়ণ হইতে উদ্ভূত হইয়াছেন।" ইহার প্রমাণ এই যথা;—ইন্দ্রিয়ের অধিষ্ঠাতাগণকেই দেবতা কহে। সেই দেবতা প্রথমে দশ সংখ্যায় গণিত হয়েন। পরে তাঁহাদের গুণক্রিয়াভেদে তাঁহারা অগণ্য ভাবে শাস্ত্রে উল্লিখিত হইয়াছেন। বেদাদি আলোচনায় প্রথমে দিক্, বায়ু, সূর্য্য, প্রচেতা, অশ্বী, বহ্নি, ইন্দ্র, উপেন্দ্র, মিত্র ও প্রজাপতি এই দশ সংখ্যক নাম পাওয়া যায়। তাহাদের গুণ ও ক্রিয়া আলোচনায় তাহারা সকলেই ইন্দ্রিয় সকলের সূক্ষ্মভাবে অবস্থিতি বলিয়া, অনুমিত হয়েন।

পূর্ব্বে বলিয়াছি যে, সাত্বিক অহঙ্কার হইতে মানসের প্রকাশ হয়। এই মানসে ভূতবিকার ও আকর্ষণ অনুভব হয় মাত্র। সেই অনুভবকর্ত্তা সূক্ষ্মদেহস্থল সকলকে ইন্দ্রিয় কহে এবং তাহাদের অধিষ্ঠাতা তেজকে দেবতা কহে। ইন্দ্রিয় দশটী। তন্মধ্যে পাঁচটী জ্ঞানেন্দ্রিয়ের অধিপতি পঞ্চ দেবতার পরিচয় এই যথা;—শ্রোত্রের দেবতা দিক্; দিক্ বলিতে কোন সীমা নয়। শূন্যের স্বভাবে ও শব্দের অনুভবে মন যে সীমায় কার্য্যপর হয়েন বা অপেক্ষা করেন, তাহাই দিক্। শব্দ বলিতে আঘাৎ নয়। কোন একটী বস্তু ও তদ্বোধক, এই উভয়ের মধ্যে বস্তুটী যাহাতে বোধের কারণ হয়, তাহাই শব্দ। ঐ শব্দ আঘাতে এবং নানা প্রকারে প্রকাশ হইয়া, ইন্দ্রিয়দ্বারের বিষয়ীভূত হয়। শরীরের মধ্যে শূন্যদ্বার কর্ণ—ঐ কর্ণে শব্দতন্মাত্রাই প্রবেশ করিয়া কর্ণেন্দ্রিয়কে সচেতন করে। এই জন্য দিক্‌দেবতা কর্ণের অধিপতি। এই রূপে দশদেবতা দশ ইন্দ্রিয়ের রাজা হইয়া মনকে ক্রিয়াপর করিতেছে। ঐ দেবতা সকলই যখন মনের কার্য্যান্তররূপে প্রমাণ হইতেছে এবং সেই মানস, যখন সাত্বিক অহঙ্কার হইতে উৎপন্ন হইয়াছে এবং

মহত্তত্ত্বে যখন ঈশ্বরের প্রতিবিম্ব পতিত হইয়া অহঙ্কারের উৎপত্তি হইয়াছে, তখন আর ঈশ্বর হইতে যে-দেবতা সকলের উদ্ভব হইয়াছে তাহার আর কোন সন্দেহ রহিল না।

পরে ব্রহ্মা কহিলেন, "লোক সকলের কারণও সেই নারায়ণ হইতেছেন।" মায়া হইতে ঈশ্বরচৈতন্যে যে সকল লোক কল্পিত হইয়াছে, তাহাই ভূতল হইতে সপ্ত পাতালের কল্পনা। আর ঈশ্বরের বিভূতি চৈতন্যময় হইয়া যে অংশে রহিয়াছে, তাহাকেই স্বর্গাদি সপ্তলোক কহিয়া থাকে। এ সমস্তই কল্পনা! এই চতুর্দ্দশ ভুবনই কেবল কর্ম্ম-ফলের চরমস্থান বা আনন্দ ও নিরানন্দ। ঈশ্বরকে অনুভব করিতে পারিলে সেই আনন্দের তারতম্যে যে সকল লোক কল্পিত হইয়াছে, তাহাই স্বর্গাদি বা আনন্দাংশ মাত্র; তাহাতে মায়ার অধিকার নাই, দুঃখের পীড়ন নাই। বাসনা এই লোকে পরিশুদ্ধ থাকে।

পূর্ব্বে বলিয়াছি যে—মায়া ও ঐশিকচৈতন্য উভয়ই ঈশ্বরের শক্তি। লোক সকল যখন উহাদেরই ফলতারতম্যে কল্পিত, তখন উহারা যে নারায়ণের শক্তি হইতে কল্পিত তাহার আর অন্যথা নাই। এই নিয়মে লোকসমূহের কারণই নারায়ণ হইলেন।

পরে ব্রহ্মা কহিলেন "যজ্ঞাদির কারণও নারায়ণ হইতেছেন" ঈশ্বরকে হৃদয়ের বিষয়ীভূত করিয়া এবং তমোগুণাধিকা ও রজোগুণাধিকা বাসনাতে ঈশ্বরসাধন করিয়া যাহাতে সত্ত্বগুণে জীব ঈশ্বরকে অনুভব করিতে পারে, তজ্জন্যই যজ্ঞের বিধান হইয়াছে। যজ্ঞের উদ্দেশ্য এবং শাস্ত্রাদি যখন সেই নারায়ণেরই মহিমা প্রকাশক হইতেছে, তখন নারায়ণই যে যজ্ঞের কারণ বা যজ্ঞেশ্বর তাহা আর কে না স্বীকার করিবেন।

পরে ব্রহ্মা কহিলেন "নারায়ণ যোগাদিরও কারণ" প্রাণায়ামাদি অষ্টক্রিয়াকে যোগ কহে। তাহার দ্বারা ইন্দ্রিয় সকলকে মায়া হইতে নিরুদ্ধ করিয়া চৈতন্যে আকর্ষণ করা যায়। এই জন্য যে কোন কার্য্যে কোন উদ্দেশ্য রাখিয়া অনুষ্ঠিত হয়, সেই উদ্দেশ্য বস্তুই সেই কার্য্যের কারণ হইতেছে। অতএব যোগাদি যখন নারায়ণের উদ্দেশে আচরিত হয়, তখন নারায়ণই যোগাদির কারণস্বরূপ হইতেছেন, বুঝিতে হইবে।

পরে ব্রহ্মা কহিলেন "তপস্যার কারণও সেই নারায়ণ হইতেছেন।" চিত্তের একাগ্রতাকরণকে তপস্যা কহে। ইন্দ্রিয় সকল সমান ভাবে কোন একটী বস্তুতে আকর্ষিত হইলে, সেই বস্তু যদি দুঃখের হয় তবে ক্রন্দন হয়। আর সেই বস্তু যদি আনন্দের হয় তবে আনন্দ হয়। সাধক যখন ঈশ্বরানন্দ উপভোগ করিতে ইচ্ছা করেন, তখন তিনি যোগে ইন্দ্রিয়গণকে নিরোধ করিয়া আপনার চিত্তে মিলাইয়া একাগ্রে ঈশ্বরকে নিরীক্ষণ করেন। ঈশ্বর আনন্দের ভাব বলিয়া সাধক এই তপস্যার প্রভাবে মহানন্দ উপভোগ করেন। তপস্যা যখন সেই নারায়ণের উদ্দেশেই আচরিত হয়, তখন নারায়ণই তপস্যার কারণ হইলেন।

পরে ব্রহ্মা কহিলেন "জ্ঞানের কারণও সেই নারায়ণ হইতেছেন।" স্বতঃ উদ্ভূত চৈতন্যানুভাব্য জ্ঞান যে ভাবে আছে এবং তাহা যে ভাবে মায়া হইতে প্রকাশিত হয়, তাহা ইতিপূর্ব্বে বলিয়াছি। সেই জ্ঞান আপনি প্রকাশ না হইলে তপোযোগাদি আচ-

রিত হয় না। সেই জন্য জ্ঞানকে ভগবদ্যোগাগ্যাদি রূপ ঈশ্বরনির্ণায়ক উপায় বলিয়া পণ্ডিতগণ কহিয়া থাকেন। জ্ঞান যখন নারায়ণবোধের জন্যই হৃদয়ে প্রকাশ হয়, তখন জ্ঞানের উদ্দেশ্যই নারায়ণ, অতএব জ্ঞানেরও কারণ সেই নারায়ণ হইতেছেন।

পরে ব্রহ্মা কহিলেন "গতিরও কারণ সেই নারায়ণ হইতেছেন।" জন্ম ও জন্মান্তরের কর্ম্মফলকে গতি কহে। এই গতি হইতেই পুণ্য ও পাপের তারতম্যে বাসনা জীবলীলা করিয়া থাকেন। স্বাধীন বৃত্তির অধীনে জীবাত্মা, দ্রব্য, কর্ম্ম ও কালাদি ষট্সম্পত্তি লইয়া যে ভাবে মায়াজালক্রিয়ায় আবদ্ধ থাকিবেন, সেই অবস্থায় পরিণামকে গতি কহে। কেহ বা ফল কহে। জীবের হৃদয়ে ঈশ্বর আপন চিন্ময়ীশক্তি দিয়া তাহার সদ্ব্যয় হইল কি অসদ্ব্যয় হইল, ইহা জানাইবার জন্য গতি রাখিয়াছেন। ঐ গতিই বাসনার পরিণাম ফল। বাসনা যখন ঈশ্বর হইতে স্বতঃ প্রকাশিত এবং গতিও যখন সেই নিত্য বস্তুরূপ বাসনা হইতে উদ্ভূত। তখন নারায়ণই যে গতির কারণ হইলেন, তাহার আর সন্দেহ কি? কেবল এই গতিটি প্রাপ্ত হইয়াই বিজ্ঞানবিদেরা ঈশ্বরকে পরকালের বিচারকর্ত্তা বলিয়া অসংশয়ে শাস্ত্রে প্রমাণ করেন। বস্তুতঃ ঈশ্বর মনুষ্যের ন্যায় পাপপুণ্যের বিচার করেন না। মায়াতে তাঁহার এমন ভাবে শক্তিসমূহ আছে, তাহারাই একেবারে ফলাফল স্থির করিয়া সূক্ষ্মানুসূক্ষ্ম করিয়া দিতেছে। ইহাপেক্ষা সদ্বিচার হইতে পারে না এবং বিজ্ঞজন এতদ্ব্যতীত অপর ফলাফলের নিত্যত্ব পাওয়া যায় না। আর্য্যশাস্ত্র এবিষয় একেবারে ভূরি ভূরি প্রমাণের সহিত মীমাংসা করিয়াছেন। স্বয়ং ভগবান ব্যাসদেব স্বপ্রণীত উত্তরমীমাংসায় মুক্তি প্রসঙ্গেও উহার মীমাংসা উত্তমরূপে করিয়াছেন। সে মীমাংসা এস্থলে প্রকাশবাহুল্য বিবেচনা হওয়ায় ক্ষান্ত হইলাম। এই পূর্ব্বোক্ত বেদাদি কয়েকটী উপায়ে জীব মায়া হইতে অতীত ও মায়ার অধীন হয়েন। নারদকে বুঝাইতে বুঝাইতে এ সকল কথা ব্রহ্মা কেন কহিলেন? তাহার প্রকৃত ভাব এই যে,—জীব ও জীবের আধার রূপী জগৎ এবং জীবের উপকারকরূপী বেদবেদান্তাদি সমস্তই সেই নারায়ণ হইতে অভিন্ন, তাঁহাতেই অধিষ্ঠিত। পরে ব্রহ্মাধিষ্ঠান তত্ত্বকথা সমাপ্ত করিয়া, ব্রহ্মা সৃষ্টির বিষয় নারদকে বলিতেছেন।

হে নারদ! সেই সর্ব্বদ্রষ্টা, অখিলাত্মা, কূটস্থ ঈশ্বরের কটাক্ষ হইতে আমি সৃষ্ট হইয়াছি এবং তৎকৃত সৃষ্টদ্রব্য লইয়া সৃষ্টি প্রকাশ করিতেছি। ২য়। ৫। ১৭।

ব্যাখ্যা। নারদ ইতিপূর্ব্বে ব্রহ্মাকে তৃতীয় প্রশ্নে কহেন যে, "হে প্রভো! যাঁহা হইতে এই জগতের সৃষ্টি হইয়াছে বলুন। ব্রহ্মা এইবার সেই সৃষ্টিকর্ত্তার পরিচয় আরম্ভ করিলেন।

যিনি সকলকে দৃষ্টিশক্তি প্রদান করেন, তাঁহার যে কতদূর দৃষ্টিশক্তির প্রভাব, তাহা কে নির্ণয় করিতে পারে? এই জন্য ব্রহ্মা ঈশ্বরকে "সর্ব্বদ্রষ্টা" বলিলেন। ঈশ্বর সকলের আত্মার স্বরূপ হইতেছেন বলিয়া ব্রহ্মা তাঁহাকে "অখিলাত্মা" কহিলেন। ঈশ্বর প্রকৃতির অন্তরে অবস্থান করিয়া, অদৃষ্ট হইয়াছেন বলিয়া, তাঁহাকে "কূটস্থ" কহে। এই

তিনটী বিশেষণশব্দে ব্রহ্মা যে সর্ব্ববিধায়ে ঈশ্বরের অধীন, তাহা দেখাইয়া আত্মপরিচয় দিতেছেন। ব্রহ্মা কহিলেন, "হে নারদ! ঈশ্বরের কটাক্ষে আমি সৃষ্ট হইয়াছি।" ইহা রূপকভাবে বলিবার তাৎপর্য্য এই কথা ;—অভিলাষসংযুক্ত দৃষ্টিকে কটাক্ষ কহে। পূর্ব্বে বলিয়াছি যে, ঈশ্বরের বাসনাতেজে কালশক্তি ক্রিয়াপর হইয়া, সদসদাত্মিকা শক্তিকে চৈতন্যময় করেন, তবে প্রকৃতি বা মহত্তত্বের প্রকাশ হয়। ইহাতে বেশ বুঝা যাই-তেছে যে, ঈশ্বরের স্বভাবেই যখন জগৎপ্রকাশ কার্য্য হইতেছে, তখন তাঁহার ইচ্ছাতেই মহত্তত্ব প্রকাশ হইয়াছে, এই মহত্তত্বই শুদ্ধমায়াপ্রকৃতি। ইহাই রূপকে ব্রহ্মা বলিয়া কল্পিত হইয়াছেন। এই ভাবের রূপকেই ব্রহ্মা কহিলেন, যে "আমি ঈশ্বরের কটাক্ষে প্রস্তুত হইয়াছি।" পরে ব্রহ্মা বলিলেন, হে নারদ! তাঁহারি সৃষ্ট দ্রব্যাদি লইয়া আমি সৃষ্টি প্রকাশ করিতেছি।"

হে নারদ! সেই নির্গুণ বিষ্ণু, আপনার স্থিতি, সর্গ ও নিরোধাত্মক ত্রিবিধ কার্য্যের জন্য মায়াস্থিত সত্ব, রজঃ ও তমো নামক ত্রিগুণদ্বারা গৃহীত হয়েন। ২। ৫। ১৮।

ব্যাখ্যা। পূর্ব্বে নারদ যে "বিশ্ব কাহার সৃষ্ট" এই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করেন। ভগবান কমলযোনী তাহার উত্তরে ইতিপূর্ব্বে কয়েকটি শ্লোকে এই জগৎটী নারায়ণের, অধিকন্তু জগ-দীয় সমস্ত ক্রিয়া, উপায় এবং বস্তু সমস্তই নারায়ণ ভিন্ন আর কিছু নহে ; বিশেষতঃ উহারা তাঁহাকর্ত্তৃক সৃষ্ট হইয়া তাঁহারই মহিমা প্রকাশ করিতেছে, এই কথা নারদকে বলেন। নারদ তাহা বুঝিয়া, যদি জীব ও ঈশ্বর অভেদ এই সংস্কারযুক্ত হয়েন। তাহা হইলে পুনরায় সৃষ্টিবিষয়ে সন্দেহ হইতে পারে। কারণ ঈশ্বরে ও জীবে যদি অভেদ হইল, তবে তাঁহার দর্শনের বা তন্মিলনের প্রয়োজন কি, এই এক আশঙ্কা হইতে পারে এবং দ্বিতীয়তঃ তিনিই যদি জগৎ হন, তাহা হইলে জগতের লয় আছে, অতএব ঈশ্বরের নিত্যত্ব থাকে না। এই সন্দেহ ভঞ্জনের জন্য ব্রহ্মা অষ্টাদশ হইতে বিংশতি পর্য্যন্ত শ্লোকত্রয়ে কি উপায়ে জীবের সৃষ্টি হইল, তাহা বুঝাইতেছেন। ব্রহ্মা কহিলেন "হে নারদ তিনি নির্গুণ। এই নির্গুণ বলিবার তাৎপর্য্য কি? কোন একটী বস্তুর প্রকাশভাবকে গুণ কহে। মহত্তত্ব হইতে জগতের যাবতীয় বস্তু বিজ্ঞানে বিচার করিলে, গুণান্বিত দেখা যায়। সেই হেতু গুণসকল স্বতঃই প্রকাশ রহিয়াছে, কিন্তু ব্রহ্মে যদি ঐরূপ কোন প্রকার গুণ থাকিত, তাহা হইলে সেই গুণের ক্রিয়া জগতে প্রকাশ হইতই হইত। জীবাত্মা হইতে ভূতজগৎ পর্য্যন্ত যত কিছু দেখা যায়, সকলেই গুণ আছে অর্থাৎ প্রকাশক্ষমতা আছে, কিন্তু ঈশ্বরে নাই। চন্দ্রের গুণ হিমজ্যোতিঃ। পূর্ণিমায় কোন গৃহাভ্যন্তরে থাকিলেও সকলেই চন্দ্রকে ঐ জ্যোতিঃ অনুসারে অনুভব করিতে পারে এবং স্বতঃ দেখিতে পারে, কারণ গুণমাত্রই ইন্দ্রিয়ের গোচর হইয়া থাকে। যদি ঈশ্বর সেইরূপ কোন গুণান্বিত হইতেন, তাহা হইলে গুণের প্রকাশ দেখিয়া লোকে সেই নিরাকার নিকট যাইতে পারিত। এই জন্য বিজ্ঞানবিদেরা ঈশ্বরকে নির্গুণ কহে।

এক্ষণে এই এক প্রশ্ন উঠিতে পারে যে, ঈশ্বর যদি নির্গুণ হইলেন, তবে তাঁহার

জগৎকার্য্য কি প্রকারে প্রকাশিত হইল ? সেই সন্দেহ মিটাইবার জন্য ব্রহ্মা বলিলেন— "ঈশ্বর আপনার স্থিতি, সর্গ ও নিরোধাত্মক ত্রিবিধ কার্য্যের জন্য মায়াস্থিত সত্ত্ব, রজঃ ও তমো নামক গুণকর্ত্তৃক গৃহীত হয়েন।"

ঋষিগণ শুদ্ধবিজ্ঞানে বিবেচনা করিয়া দেখিলেন, যখন জগৎ চৈতন্যময়, তখন ঈশ্বর যে চৈতন্যময় তাহার আর সন্দেহ নাই। জগৎ যখন প্রকাশ হইতেছে আর নিরোধ হইতেছে, তখন ঈশ্বরে যে ঐ সকল শক্তি আছে তাহার আর কোন সন্দেহ নাই।

ইহাতে ঈশ্বর আছেন প্রমাণিত হইল, প্রকাশ ও অপ্রকাশ বা নিরোধ নামক দুইটী কার্য্যও প্রমাণিত হইল এবং আর সজীবভাবে স্থিত এই জগৎ যে কোন একটী বস্তু, তাহাও প্রমাণিত হইল। যখন কার্য্য হইয়াছে তখন ইচ্ছা ভিন্ন কার্য্য হয় নাই। ইচ্ছাই নিমিত্ত কারণ।

এই কয়টী সূক্ষ্ম বিচার করিলে, ঈশ্বর, চৈতন্য, বস্তু, তাঁহার দুইটী কার্য্য ও ইচ্ছা ; এই ছয়টী মূলফল লাভ হয়। কার্য্য দেখিলেই বিজ্ঞানে তাহার কারণ নির্ণীত হয়। প্রকাশ ও অপ্রকাশ এই দুই কার্য্যই এক শক্তি হইতে হইয়া থাকে। কারণ সূর্য্য আপনিই প্রকাশ হইলে সকল প্রকাশ হয়, আবার আবৃত হইলে আপনিই সকল অপ্রকাশ হইয়া পড়ে। তদ্রূপ ঈশ্বরের বাসনার এমন একটী মাত্র শক্তির চালনা প্রমাণ হয় যে, তদ্দ্বারা প্রকাশ ও অপ্রকাশ এই দুইটী ক্রিয়াই হইয়া থাকে।

বিচারমতে ঋষিগণ ঈশ্বরের সত্তা পাইলেন, তাঁহার চৈতন্যশক্তি পাইলেন, তাঁহার প্রকাশ উপযোগী সদসদাত্মিকা শক্তি পাইলেন, তাঁহার প্রকাশক ও অপ্রকাশক ক্রিয়াময় কালনামক শক্তি পাইলেন, তাঁহার ইচ্ছাশক্তিও পাইলেন।

ব্রহ্মা পূর্ব্বে নারদকে যে কথা কহিয়াছিলেন, তাহার বিজ্ঞান বিচার হইল। ইহাতে যে জীবেশ্বর ভেদ দর্শান উদ্দেশ্য ছিল, সেই উদ্দেশ্যের মধ্যে কি প্রকারে ঈশ্বরের কার্য্য প্রকাশ হইল, তাহাই ব্রহ্মা নারদকে এই শ্লোকে বুঝাইলেন। ইহাতে নারদের "বিশ্ব-প্রকাশ" প্রশ্নের উত্তর হইতেছে বুঝিতে হইবে। পরে ব্রহ্মা জীবের প্রকাশ কহিতেছেন।

সেই নিত্যমুক্ত অথচ মায়াসংযুক্ত পুরুষকে লইয়া দ্রব্যজ্ঞান ও ক্রিয়াশ্রয়—গুণত্রয়, কার্য্যকারণকর্ত্তৃত্বে আবদ্ধ করে। ২য়। ৫। ১৯।

ব্যাখ্যা। এই শ্লোকে ব্রহ্মা নারদসমীপে ঈশ্বরের জগল্লীলা প্রকাশ করিতেছেন। ঈশ্বর মায়াসহযোগে যে ভাবে পরমাত্মা বা আত্মারূপে পরিবর্ত্তিত হইলেন, তাহা পূর্ব্বে প্রকাশ করিয়াছি। সেই মায়ার যে তিনটী গুণ ঈশ্বরকে আবর্ত্তন করিয়া আত্মায় পরিবর্ত্তিত করিল, তাহা পূর্ব্বশ্লোকে প্রমাণ করিয়া, ব্রহ্মা এই শ্লোকে জীব ও জগৎলীলা কহিতেছেন।

ব্রহ্মা কহিলেন "নিত্যমুক্ত মায়াসংযুক্ত পুরুষ"। নিত্য বলিতে সর্ব্বদা স্থায়ী। মুক্ত শব্দে অসঙ্গ ও পরিশুদ্ধ। নিত্যমুক্ত এই দুইটী বিশেষণে পরমেশ্বরকে উদ্দেশ করিয়া পরে তাঁহাকেই মায়াসংযুক্ত পুরুষ বলিতে হইতেছে। মায়া যাহাকে বলে তাহা পূর্ব্বে প্রকা-

শিত হইয়াছে। মায়া ঈশ্বরকে আপন গর্ভে ধারণ করিয়া আপনার স্বভাবশক্তি তাহাতে আরোপ করিলে সেই গর্ভস্থ ঐশিকতেজঃ পূর্ণ-ত্রিগুণময় ঈশ্বরাংশকে মায়াসংযুক্ত পুরুষ কহে। এই গুণসংযুক্ত পুরুষই জীব বা জীবাত্মা। যেমন আপনিই সমুদ্রাংশ বায়ুর আঘাতে তরঙ্গে এবং হিমতেজের আকর্ষণে স্রোতে পরিণত হইয়া থাকে, তদ্রূপ ঈশ্বর ঈশ্বরত্বে রহিলেন অথচ তাঁহার আপনার বাসনাজাত অপরাপর শক্তি সম্মিলিত মায়া তাঁহার অংশকে লইয়া ক্রিয়াপর হইল। ইহাতে জীবেশ্বর যতদূর প্রভেদ তাহা প্রমাণিত হইল। ঈশ্বর স্বতঃ অবস্থিত। জীব মায়ার মধ্যস্থ ঈশ্বর পরে ব্রহ্মা বলিলেন ;—"দ্রব্য, জ্ঞান ও ক্রিয়াশ্রয় গুণত্রয়।" সদ্রূপী সদসদাত্মিকাশক্তি যেরূপ আপন স্বভাবের সহিত কালচৈতন্য স্বভাব মিলাইয়া তাহা প্রকাশ করণার্থ তিনগুণের আবির্ভাব করিল, তাহা ইতিপূর্ব্বে কহিয়াছি। সেই সদসদাত্মিকা শক্তির পরিচয় দিয়াছি। তাহার স্বভাবে—কার্য্যোপযোগী উপায়, তাহার শক্তি এবং ঐ উপায় ও শক্তির উপযোগী দ্রব্যরূপী সৎ এই তিনটি কারণ ছিল। ঐ কার্য্যোপযোগী উপায়কে বৈজ্ঞানিকেরা ক্রিয়া কহে। ঐ ক্রিয়া ক্রমে ইন্দ্রিয়ে পরিণত হয়। ঐ উপায়বিষয়ক শক্তিকে বৈজ্ঞানিকেরা জ্ঞান কহেন। ঐ জ্ঞান ক্রমে ইন্দ্রিয়দেবতারূপে পরিণত হয়। ইন্দ্রিয় ও ইন্দ্রিয়াধিষ্ঠাতা দেবতাগণের কার্য্যভূমি স্বরূপ যে ভূতোপাদান, তাহাকে বৈজ্ঞানিকেরা দ্রব্য বা সদসৎ কহেন।

মায়া ও কালশক্তিতে যে তমোগুণ আবির্ভাব হইয়াছিল, তাহা কাল ও পূর্ব্বোক্ত ঐ ভূতাংশের সত্ত্বাদ্রব্যের মিশ্রণে বুঝিতে হইবে। তমঃ শব্দে অপ্রকাশ। ক্রিয়া ও জ্ঞান যদি মায়াতে না থাকিত, তাহা হইলে ভূতাংশ জড় হইত এবং তাহার প্রকাশস্বভাব থাকিতে পারিত না। ঐ জন্য জড়সত্বা ও কালের মিশ্রণে যে অক্ষমতা বা গুণ প্রকাশ হয় তাহাকে তমোগুণ কহে। এই জন্য দ্রব্যসত্বার গুণের নাম তমোগুণ হইল। উহা কেবল দ্রব্যাতেই বর্ত্তিত হয়। পরে মায়াতে যে কার্য্যোপযোগী শক্তি ছিল, তাহাতে কাল মিশ্রিত হইলে, তাহাই অভিব্যক্ত হইতে লাগিল এবং তাহা ঐ দ্রব্যকে কার্য্যোপযোগী করিল। এই অভিব্যক্তিক্ষমতাপন্ন কার্য্যোপায় ক্রিয়াসংযুক্ত থাকায়, উহাকে ক্রিয়াশ্রয়ী রজোগুণ কহে। ক্রিয়া ও দ্রব্য, এই উভয়কে কার্য্যপর করিতে সৎশক্তিতে যে স্বভাবশক্তি ছিল, সেই পরমশক্তিকে জ্ঞান কহে। উহাতে কেবল চৈতন্যমিশ্রিত হইল। উহা সত্বগুণে রূপান্তরিত হইল। এই জন্য সত্বগুণ জ্ঞানাশ্রয়ী। কাল প্রকাশ ও নিরোধ ক্ষমতাপন্ন বলিয়া, সত্ত্বের এই পরম জ্ঞানশক্তির সহিত তাহার মিলন হইল না, কিন্তু শুদ্ধ চৈতন্য কি তমঃ কি রজঃ সকলেই মিশ্রিত রহিলেন।

পূর্ব্বে আমি ষট্‌সম্পত্তি বিচারে মায়াতে যে তিনটী স্বতঃ কারণ নির্দ্দেশ করিয়াছিলাম, তাহা এস্থলে, দ্রব্য, জ্ঞান, ক্রিয়া এই তিন নামে অভিহিত হইয়া প্রমাণিত হইল।

জীব মায়াস্বভাবতঃ সত্বঃ, রজঃ ও তমো নামক গুণত্রয়ে মণ্ডিত থাকায়, ঐ গুণত্রয়-প্রকাশক দ্রব্যজ্ঞান ও ক্রিয়ায় মণ্ডিত হইয়া পড়িলেন। ইহারাই জীবকে আবদ্ধ করিতেছে। জীব মায়াতে মণ্ডিত হইতেছেন এবং কিরূপে নানা কার্য্যপর হইতেছেন, ইহাতে প্রমাণিত হইল।

পূর্ব্বে বলিয়াছি দ্রব্যশক্তিতে ভূতজগৎ প্রকাশিত হইবার সত্তা থাকিল। জীব ঐ দ্রব্যমিশ্রিত হইয়া ভূতমধ্যগত হইলেন। জীব ঈশ্বরস্বভাবে বাসনাযুক্ত ছিলেন। সেই বাসনাকে ভূতের মধ্যেই ক্রিয়াপন্ন করিতে হইল। অতএব ভূতজগৎ বা দেহ জীবের কার্য্যপ্রকাশক হইল। ইহাতে বাসনা ও দ্রব্যের সংযোগে জীবকে সক্রিয় বলিয়া প্রতীয়মাণ হইল।

হে ব্রহ্মন্! সেই ভগবান অধোক্ষজ ঈশ্বর, গুণত্রয়ে সংযুক্ত হইয়া, লিঙ্গভাব ধারণ করাতে, সকলের পক্ষে অলক্ষিতগতি হইয়াছেন এবং আমিও তাঁহাকে দেখিতে পাই না।২।৫।২০।

ব্যাখ্যা। নারদ ইতিপূর্ব্বে ব্রহ্মাকে বলিয়াছিলেন যে "হে ব্রহ্মন্! আপনি কাহার জন্য তপস্যা করেন?" এই স্থলে ব্রহ্মা জীবেশ্বর ভেদ দেখাইয়া, জীব যে কেন ঈশ্বর দেখিতে পায়েন না, তাহার প্রমাণ শুনিয়া, নারদের পূর্ব্বসন্দেহ দূর করিতেছেন।

পূর্ব্বোক্ত ভাব প্রমাণ করিতে ব্রহ্মা কহিলেন, সেই ভগবান অধোক্ষজ ঈশ্বর। অধো হইয়াছে অক্ষ যার সেই অধোক্ষ। অক্ষ শব্দে ইন্দ্রিয়; অধঃশব্দে প্রশমিত; ইন্দ্রিয়-প্রশমিত অবস্থাকে কেবল জ্ঞানাবস্থা কহে। জ্ঞানই ইন্দ্রিয়ের দেবতা অর্থাৎ পরমশক্তি। এইরূপ অধোক্ষ হইতে যিনি জন্ম লয়েন, তিনিই অধোক্ষজ। এস্থলে জন্ম শব্দের অর্থ প্রকাশ। ঈশ্বর জ্ঞানদর্পণে ও জ্ঞানাকর্ষণে আপনিই প্রকাশ হয়েন বলিয়া, ভক্তগণ তাঁহাকে অধোক্ষজ কহিয়া থাকেন। এই অর্থে পূর্ব্বোক্ত শাস্ত্রবাক্যের অর্থ এই যথা—যিনি সর্ব্বৈশ্বর্য্যশালী এবং জ্ঞানদর্পণে প্রকাশমান্ তিনিই ঈশ্বর অর্থাৎ ব্রহ্ম।

পরে ব্রহ্মা কহিলেন—'গুণত্রয়ে সংযুক্ত হইয়া লিঙ্গভাব ধারণ করাতে, সকলের অলক্ষিতগতি হইয়াছেন।' ঈশ্বর গুণত্রয়ে যে ভাবে সংযুক্ত হয়েন, তাহা ইতিপূর্ব্বে কহিয়াছি। সপ্তদশ অবয়বকে লিঙ্গভাব কহে। পঞ্চতন্মাত্রা অর্থাৎ ভূতের সূক্ষ্মাংশ। পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয় ও পঞ্চকর্ম্মেন্দ্রিয়, মন এবং বুদ্ধি ইহারাই সপ্তদশ অবয়ব বলিয়া বেদান্তে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। ঈশ্বর আত্মারূপে সকল বস্তুর নিয়োজক হইয়া, যখন সকলের ফলক্রিয়া জ্ঞাত হইবার জন্য, জীবরূপে পরিগণিত হয়েন। তখন সেই জীবসত্তা যে সূক্ষ্মাংশ সংযুক্ত মায়াতে লিপ্ত থাকিয়া, আবরণ প্রকাশ করে, সেই মায়াবরণযুক্ত সমুদায় সূক্ষ্মাংশসংযুক্ত দেহকে লিঙ্গভাব কহে। মায়াতে আত্মারূপে ঈশ্বর গুণত্রয়ে সংযোজিত হইলে, মায়া অহংভাবাপন্ন হইয়া উঠে। অহং শব্দের অর্থ সত্তা বা সজীবত্ব। ঐ অহঙ্কার সত্ত্ব, রজঃ ও তমোগুণভেদে বৈকারিক বা সাত্ত্বিক, রাজসিক, ও তামসিক নামে বিখ্যাত হয়। ভূতোপাদানরূপ তমোগুণের সহিত যে অহংভাবের মিশ্রণ, তাহাকে তামসিক অহঙ্কার কহে। এই তামসিক অহঙ্কার হইতে ভূতাংশের প্রকাশ হয়। অহঙ্কারের যে অংশ রজোগুণের সহিত মিশ্রিত হইল তাহা রাজসিক অহঙ্কার নামে প্রকাশ হইল। এই রাজসিক অহঙ্কার হইতে ভূতাদিতে সজীবত্ব প্রকাশ হইয়া থাকে। এই রাজসিক্ ভাব হইতে ব্রহ্মার প্রকাশ হইয়া থাকে। অহঙ্কারের যে অংশ সত্বগুণের সহিত মিশ্রিত হইল, তাহাকে সাত্ত্বিক অহঙ্কার কহে। ঐ সাত্ত্বিক অহঙ্কার হইতে মন ও ইন্দ্রিয়দেবতার প্রকাশ হইয়া থাকে।

ঐ অহঙ্কারই সত্ত্ব বা জীবাত্মা অর্থাৎ সকলের নিয়োগকর্ত্তা এবং সকলের মধ্যগত থাকিয়া ফলাফল ভোগ করিতেছেন। ইনিই জীব বলিয়া বিজ্ঞানে আলোচিত হয়েন। এই অহঙ্কারের সহিত ইন্দ্রিয়াদির যে সমন্বয় হইল, ইহাকেই লিঙ্গভাব বলিয়া বুঝিতে হইবে।

পরে ব্রহ্মা কহিলেন "ঐরূপ তিনি আমারও অলক্ষিত হইয়াছেন।" ঈশ্বরের জগৎ প্রকাশক অবস্থার মধ্যে যে ভাব জীবাবস্থ য় পরিগণিত না হইয়া জীবপ্রকাশভাবে অবস্থিত থাকে, তাহাকে প্রকৃতি বা ব্রহ্মা কহে। এইভাবে ঈশ্বর রূপান্তরিত হইয়াছেন বলিয়া পূর্ব্ববৎ পূর্ণাংশ স্বভাববিহনে প্রকৃতি ব্রহ্মা পূর্ণাংশ স্বভাবযুক্ত ঈশ্বরকে দেখিতে পায়েন না।

হে নারদ! সেই বিভু "বহু হইব" এই কার্য্য করিবার জন্য আপনার ইচ্ছাশক্তিরূপী মায়াদ্বারা আপনাতে কাল, কর্ম্ম ও স্বভাবের আবির্ভাব করিলেন। ২য়। ৫। ২১।

ব্যাখ্যা। ব্রহ্মা এই কয়েকটী শ্লোকে কিরূপে সৃষ্টি হইল, তাহার বিধান নারদকে কহিতে আরম্ভ করিলেন। এই জীবের মধ্যে কেহ লতা, কেহ দ্বিপদ, কেহ চতুষ্পদ, কেহ কেহ জরায়ুজ, স্বেদজ, অণ্ডজ, উদ্ভিজ কেন হইল, তাহার সামান্য কারণ নির্দ্দেশ করিয়া ব্রহ্মা এই শ্লোক কহিলেন।

ব্রহ্মা কহিলেন মায়াদ্বারা ঈশ্বর আপনাতে কাল, কর্ম্ম ও স্বভাবের আবির্ভাব করিলেন। ঈশ্বরেচ্ছার রূপান্তরই মায়া। ঐ মায়াতে দ্রব্যজ্ঞান ও ক্রিয়ার প্রকাশ যে প্রকারে হয় তাহা পূর্ব্বে কহিয়াছি। ঈশ্বর ঐ তিন উপাদান, তিনগুণের আকর্ষণে মায়া হইতে পাইয়া, তাহাতে সংলিপ্ত হইলে, উহাদের ঈশ্বরমিলনে যে প্রকার পরিণতি হইল, সেই পরিণতির বিভিন্নতাই কাল, কর্ম্ম ও স্বভাব নামে বিজ্ঞানে বিখ্যাত হইল।

পূর্ব্বে প্রমাণ করিয়াছি মায়াজাত গুণহইতে জীব আবরণসূচক ছয়টী দ্রব্য পাইলেন। ক্রিয়াপ্রকাশরূপী স্থান পাইলেন এবং আপনার বাসনা পালনের জন্য ক্রিয়ারূপী ইন্দ্রিয় পাইলেন। কোন্ ভাবে সেই জীব অবস্থিত হন বা কোন ভাবেই দ্রব্যাদির পরিণতি হয়, ইহা আলোচনা করিতে গিয়া বিজ্ঞানে বুঝিয়া দেখিলে, জীবের সহিত আরও তিনটী নিত্য ঐশিকশক্তি জীবের স্বভাবে মিশ্রিত রহিয়াছে দেখা যায়। ঐ তিনটীর মধ্যে একটী সত্ত্বরজঃ ও তমোগুণকে ক্রিয়াপর করিয়া মিশ্রিত করিতেছে। তাহাই কাল নামে অভিহিত। তদ্দ্বারা বর্দ্ধন, হ্রাস ইত্যাদির প্রকাশ হয়। অপরটী অদৃষ্টভাবে। অদৃষ্ট বলিতে ঈশ্বরের রূপগ্রাহী তেজঃ। ঐ তেজেই বাসনাকে বশীভূত করিয়া রাখে। ঐ অদৃষ্টকে কর্ম্ম কহে। সেই অদৃষ্টবশতঃ কোন জীব মনুষ্যদেহে কেহ বা ছাগরূপে প্রকাশ হইয়া থাকে। তৃতীয় নিত্যতেজঃটীকে স্বভাব কহে। ইহার দ্বারা জীবের বাসনার পরিণতি হয়। অশ্বের স্বভাবে অশ্বের বাসনা চালিত হয়। মনুষ্যের স্বভাবে মনুষ্যের বাসনা চালিত হয়। ঐ অদৃষ্ট বা কর্ম্মদ্বারা জীবনামে মায়ী ঈশ্বর, নানাভাবে রূপান্তরিত হইলেন। কালদ্বারা গুণের ক্ষোভণে সেই রূপ প্রকাশ হইল এবং স্বভাবে জীবের বাসনাকে অদৃষ্টানুসারে পরিচালিত করিল। ইহাতেই মনুষ্যমধ্যগত আত্মা এবং গোমধ্যগত আত্মা এত ভিন্নভাব ধারণ করে।

ব্রহ্মা যে বহু হওনের কথা বলিলেন, তাহা এই অদৃষ্ট, স্বভাব ও কাল দ্বারা প্রমাণিত হইল। জীবের নিজস্বভাব বাসনা এবং তাঁহার কার্য্যপ্রকাশক ও আবরণকারক দ্রব্য, ক্রিয়া ও জ্ঞানাদি এবং তাঁহাকে বহু করণার্থ কাল, কর্ম্ম ও স্বভাবাদি, এক ঈশ্বর হইতেই উৎপাদিত হইয়া, মায়াদ্বারা জীবে যোজিত হইল। এখনো কেহ কাহারো ভোক্তা বা ভোগ্যরূপে প্রকাশ হয় নাই। ব্রহ্মা তাহার বিধান নারদকে পরে বলিতেছেন।

হে নারদ! সেই পরমপুরুষে অধিষ্ঠিত কালদ্বারা মায়াস্থিত গুণত্রয় ক্ষোভপ্রাপ্ত হইয়া, স্বভাবদ্বারা পরিণামে আনীত হইয়া এবং কর্ম্মের দ্বারা উহারা সম্মিলন ভাবে প্রকাশ হইয়া, মহত্তত্ব নাম ধারণ করে। ২য়। ৫। ২২।

ব্যাখ্যা। ব্রহ্মা নারদকে যে সৃষ্টির কথা বলিতেছেন, ইহাকে কারণসৃষ্টি কহে। এই কারণ সকল প্রকাশ হইলে পর কার্য্যসৃষ্টি কহিবেন। এই কারণসৃষ্টির কথা আরম্ভ করিয়া কাল, কর্ম্ম, স্বভাবাদি নিত্যবস্তুর উৎপত্তি দেখাইয়া, এক্ষণে উহারা কিরূপে কার্য্যপর হইল, তাহাই এই শ্লোকে ব্রহ্মা কহিতেছেন।

এই স্থলে ব্রহ্মা মহত্তত্ত্বের উৎপত্তি দেখাইতেছেন। মায়াতে যে ভাবে তিনগুণের প্রকাশ হয়, তাহা ইতিপূর্ব্বে বলিয়াছি। সেই তিন গুণ মায়ায় পরিণত হইলে, কাল তাহাদের সাম্যাবস্থা ক্ষুভিত করিতে থাকে। কালের ক্ষোভনে ঐশিক স্বভাবে ঐ গুণসকলের এক প্রকার পরিণাম হয়। সেই পরিণত অবস্থা ঈশ্বরের ইচ্ছানুরূপ অদৃষ্ট নামক কর্ম্মদ্বারা অপর একটী রূপে ও অবস্থায় প্রকাশ হয়। এই প্রকাশ্য অবস্থাকেই মহত্তত্ব কহে। বিজ্ঞানবিদেরা কহেন ক্ষুদ্র বস্তুর উৎপত্তিও যে ভাবে হয়, মহৎ বস্তুর উৎপত্তিও সেই ভাবে হয়। ইহার গূঢ়ভাব হৃদয়ঙ্গম করিতে হইলে, পাঠক এই ভাবে বুঝিবেন। কোন একটী বীজ গ্রহণ করিয়া শিষ্য যদি ভাবেন যে, এই বীজটী ঈশ্বরের ইচ্ছারূপী অদৃষ্ট বা কর্ম্ম। সেই কর্ম্মরূপী বীজকে প্রকাশ করিতে হইলে যেমন বীজের অন্তরস্থ ভূতাদিরূপী দ্রব্য-শাখা গুল্মাদিরূপী ইন্দ্রিয় বা ক্রিয়া এবং ইন্দ্রিয়ও ভূতাদির সংরক্ষক শক্তিরূপী জ্ঞান প্রকাশ করিতে হয়, তদ্রূপ ঈশ্বরের কর্ম্ম বা অদৃষ্ট মায়ার মধ্যস্থ রাখিয়া তাহার সম্মিলনে তত্ত্বের প্রকাশ করিতে হইলে, কালদ্বারা মায়াজাত তিন গুণের ক্ষোভ এবং স্বভাবদ্বারা তাহার পরিণাম দেখাইতে হয়। এইরূপে যে অবস্থায় কারণসৃষ্টি রূপান্তরিত হয়, তাহাকে মহত্তত্ব কহে।

মহত্তত্ব ক্রিয়মাণ হইলে তাহার অন্তরস্থ রজঃ ও সত্ব গুণদ্বয়, মিশ্রিত হইয়া মায়াস্থিত দ্রব্যজ্ঞানক্রিয়াদি তমোগুণপ্রধানে একটী অবস্থায় রূপান্তরিত হইয়া থাকে। ২য়। ৫। ২৩।

ব্যাখ্যা। এই শ্লোকে সজীব ভাবের বা অহঙ্কারের উৎপত্তি কহিতেছেন।

পূর্ব্বে কাল ও চৈতন্য মিশ্রিত হইয়া প্রধান বা ঈশ্বরের জগৎপ্রসবিনী ও ইচ্ছারূপিণী মায়ার আবির্ভাব হইয়াছিল। এই পরিচয় দিয়াছি। পরে কাল ও চৈতন্য মিশ্রণে সং হইতে যে ভাবে তমোগুণের এবং ঐ গুণত্রয়ের প্রকাশিকা মায়ার উদ্ভব হয়, তাহার পরিচয় দিয়াছি। পরে ঐ মায়াস্থ তিনগুণে যে ভাবে ঐশিক কাল, কর্ম্ম; স্বভাব নামক

শক্তিত্রয় মিশ্রিত হইল তাহাও বলিয়াছি। পরে ঐ শক্তিত্রয়ের মিলনে যে ভাবে মহ-তত্ত্বের আবির্ভাব হয় তাহা পূর্ব্বশ্লোকে প্রমাণ করিয়াছি। তাহা হইলে মহত্তত্ত্বে কয়টী কারণভাব রহিল দেখিতে হইবে।

অঙ্গারে অগ্নি দিয়া ফুৎকার দিলে, ফুৎকারের ক্ষমতায় ও অগ্নির ক্ষমতায় অঙ্গার অগ্নিময় হইল, কিন্তু অগ্নিময় হইলে পূর্ব্বদত্ত অগ্নি বা ফুৎকারের প্রয়োজন থাকে না। তদ্রূপ সদসৎশক্তিই জগতের সূক্ষ্ম কারণ। উহাকে সহায় করিয়া আপনার ঐশিক শক্তিসমূহ ক্রিয়াপর হইয়া থাকে। এই প্রমাণে দেখা যায় যে, মনের সহিত চৈতন্য ও কালের ক্ষোভ হইল বলিয়া, ঈশ্বরের সকল চৈতন্য বা সকল কালাদিশক্তি সতের মধ্যে রহিল না। সৎকে ক্রিয়াপর করিয়া ঈশ্বরের শক্তি ঈশ্বরেরই রহিল। এই প্রমাণে এক সৎ ও তাহার পরিবর্ত্তনে মায়া, মায়ার পরিবর্ত্তনে তিন গুণ। এমতে সৎ, মায়া, তিনটী গুণ এই পাঁচটী বিকারীকৃত কারণাবস্থা প্রকাশ হইলে, তাহাতে আর তিনটী কাল, কর্ম্ম, স্বভাব নামক ঐশিক শক্তি মিশ্রিত হইল। তাহাতে ঐ পাঁচটী আর তিনটী সাকল্যে আটটী কারণাবস্থা মিলিত হইয়া মহত্তত্ত্ব প্রকাশিত হইল।

অনেকে বলিতে পারেন, প্রথমেই কালশক্তির ক্ষমতা সতে রহিয়াছে। আবার তিন গুণে কাল মিশ্রিত কেন হইল? ইহার উত্তর এই; যথা—ফুৎকারে অগ্নি যেমন অঙ্গারকে অগ্নিময় মাত্র করে। কিন্তু ঐ অগ্নিময় অবস্থা হইতে কখন যদি জ্বালা প্রকাশিত করিতে হয়, তাহা হইলে পুনরায় ইন্ধনের সহিত ফুৎকারের প্রয়োজন হয়। এই নিয়মে কালের ক্ষমতায় সৎ চৈতন্য পাইয়া ক্রিয়াপর হইয়াছে মাত্র। সেই সক্রিয় অবস্থামধ্য হইতে মহাকারণরূপী তিন গুণের প্রকাশ হইলে, পুনরায় তিন গুণকে ক্রিয়াপর করিতে সেই কালেরই প্রয়োজন হয়। এই বিবেচনায় বিজ্ঞানবিদেরা গুণ-সকলের পরিণাম বিচার করিয়া, গুণে পুনরায় কালের মিশ্রণ স্থির করিয়াছেন।

পূর্ব্বোক্ত আটটী অবস্থাময় মহত্তত্ত্ব কালাদি শক্তিত্রয় মতে ক্রিয়াপর হইলে, অবস্থান্তর হয়। ঐ মহত্তত্ত্ব অবস্থা পর্য্যন্ত মায়ার তিনিটী গুণ একত্রিত থাকে। পরে আপনাপন অংশের প্রকাশ হইতেই পরিবর্ত্তিত হইতে চেষ্টা করে। সেই নিয়মে রজঃ ও সত্ত্ব প্রায় এক ভাব; এই জন্য অল্পমাত্র বিচ্ছিন্ন হয়। তমোগুণের সহিত রজঃ ও সত্ত্বের মিলন অভাব হেতু, উহা বিভিন্ন হইয়া প্রকাশ হয়। এই জন্য তমোগুণটী মহ-তত্ত্ব অবস্থার পরে অপর গুণের অপেক্ষা প্রধান হইয়া উঠে।

এই স্থানে মায়া দুই অবস্থাপন্ন হয়েন। এক অবস্থায় রজঃ ও সত্ত্বাধিক থাকে তাহাকে বিদ্যাবস্থা কহে; আর এক অবস্থায় তমোগুণ অধিক হয়; ইহাকে অবিদ্যাবস্থা কহে।

সর্ব্বপ্রথমে সৎশক্তির মধ্যে সত্ত্বাবস্থার সূক্ষ্ম কারণ নির্দ্দেশ করিয়াছি। কাল, কর্ম্ম ও স্বভাববশে তমঃ শ্রেষ্ঠ হইয়া, আপনার প্রধান সত্ত্বা সেই সৎস্বভাবকে আকর্ষণ করিয়া দ্রব্য উৎপাদন করে। পূর্ব্বে তমোগুণের সহিত রজঃ ও সত্ত্বের সামান্যতঃ মিলন ছিল বলিয়া তাহাও ঐ সতের আকৃষ্টদ্রব্যমধ্যে সত্ত্বগুণে জ্ঞানভাবে এবং রজোগুণে

ইন্দ্রিয় বা ক্রিয়াভাবে আবির্ভূত হইল। ঐ দ্রব্যজ্ঞানক্রিয়ার একত্র সম্মিলনে একটি অবস্থা হয়। উহা হইতেই সচেতন জগতের প্রকাশ হয়। এই অবস্থার পরিচয় ব্রহ্মা পরে দিতেছেন।

হে প্রভো! সেই তমোগুণপ্রধান অবস্থাকে অহঙ্কার কহে। সেই অহঙ্কার আবার পরিবর্ত্তিত হইলে তিন ভাগে বিভক্ত হয়। জ্ঞানশক্তির মিশ্রণে অহঙ্কার যে ভাবে থাকে, তাহাকে বৈকারিক অহঙ্কার কহে। ক্রিয়াশক্তির মিলনে অহঙ্কারের যে অবস্থা হয়, তাহাকে রাজসিক অহঙ্কার কহে এবং দ্রব্যশক্তির মিশ্রণে অহঙ্কারের যে অবস্থা হয়, তাহাকে তামসিক অহঙ্কার কহে। ২য়। পঞ্চ। ২৪।

ব্যাখ্যা। ব্রহ্মা ক্রমে স্থূলকারণ বুঝাইবার জন্য অহঙ্কারের প্রকাশ দেখাইলেন। সূক্ষ্ম কারণসমূহ ক্রমে মিলিত হইলে অনুভব করা যায়। সেই সচেতন স্থূল কারণভাবকে অহঙ্কার কহে। এই অহঙ্কারকে সকলের সত্বা কহে। কারণ প্রকাশ্য জগৎটি এই অহঙ্কারের কয়টি অবস্থার রূপান্তর মাত্র। এক্ষণে ঐ তিনটি অহঙ্কার হইতে কোন্ কোন্ স্থূল কারণের প্রকাশ হইল তাহা ব্রহ্মা পরে বলিতেছেন।

হে নারদ! সেই ভূতসকলের আদি তামস্ অহঙ্কার রূপান্তরিত হইয়া, প্রথমে আকাশের প্রকাশ করে। ঐ আকাশের মাত্রা এবং গুণই শব্দ বুঝিতে হইবে। ঐ শব্দই জগতে দ্রষ্টা ও দৃশ্যের বোধক হইতেছে। ২য়। পঞ্চ। ২৫।

ব্যাখ্যা। পূর্ব্বে প্রমাণ করিয়াছি সদসৎশক্তির সত্বা নামক দ্রব্যাদির সূক্ষ্ম কারণ তমোগুণে ছিল। দ্রব্যসম্মিলিত সত্বা অবস্থাকে তামস্ কহে। এই স্থূলদ্রব্যকারণরূপী তামস অহংকার হইতে সেই জন্য জগতের উপাদানরূপী দ্রব্যের প্রকাশ প্রমাণ হইতেছে। এই যে স্থূল জগতের মধ্যে পাঁচটী স্থূল দ্রব্যকারণরূপী ভূত অনুভব করা যায়, তাহারা ঐ অহঙ্কার হইতে কিরূপে প্রকাশ হইয়াছে তাহাই ব্রহ্মা কহিতেছেন।

প্রথমে তামস্ অহংকার রূপান্তরিত হই। আকাশ নামক ভূতে পরিবর্ত্তিত হইল। বিজ্ঞানবিদেরা সেই আকাশকে কিরূপে বোধ করিলেন এবং তাহার কোন্ গুণ দেখিয়া আকাশ নাম দিলেন, তাহা এই স্থানে আকশ হইতেছে।

বিজ্ঞানে দেখা যায় যে দ্রষ্টা ও দৃশ্যের বোধক একটী সূক্ষ্ম কারণ আছে। কোন একটী বৃক্ষ দেখিতে হইলে আপন ইন্দ্রিয়কে কোন একটী পদার্থের সাহায্যে সেই বৃক্ষস্থলে লইলে তবে বৃক্ষ বোধ হইবে। পরে পূর্ব্বভাব ও শিক্ষামতে তাহার পরিচয় স্থির হইবে। বৃক্ষটিকে দেখিয়া প্রথমেই যে একটী পদার্থ বলিয়া বোধ হইয়াছিল; সেই পদার্থবোধক কারণকে আকাশের কারণ কহে এবং তাহারই নাম শব্দ। অনেকে অনুমান করেন, আঘাতই শব্দ। সেটী তাঁহাদের ভ্রম। বস্তুর সূক্ষ্মরূপকে মাত্রা কহে। আকাশ বুঝিতে তাহার সূক্ষ্মরূপরূপী শব্দকে বুঝিতে পারিলেই আকাশ বোধ হইবে। এই ভূত সর্ব্বাপেক্ষা সূক্ষ্ম এবং ব্যাপকভাবসম্পন্ন। (আ+কাশ) = আকাশ। আ উপসর্গের অর্থ সর্ব্বতোভাবে। কাশ্ ধাতুর অর্থ বর্ত্তমান বা প্রকাশ। যে ভূত সর্ব্বতোভাবে সর্ব্বত্র বর্ত্তমান, তাহাকে আকাশ কহে।

দ্রব্যমিশ্রিত অহংকার সূক্ষ্ম হইতে ক্রমে স্থূল হইয়াছে এবং সূক্ষ্ম হইতেই স্থূলের আবির্ভাব, ইহাও বিজ্ঞানবিদেরা কহিয়া থাকেন। বায়ু শূন্য অপেক্ষা স্থূল বলিয়া শূন্যই ঘনীভূত অবস্থায় বায়ুতে পরিণত হইয়াছে এবং তাহাতে অহঙ্কারের পূর্ব্ব শক্তি আছে। ব্রহ্মা তাহা পরে বলিতেছেন।

ঐ আকাশ রূপান্তর প্রাপ্ত হইলে স্পর্শগুণাত্মক অনিলের প্রকাশ হয়। তাহাতে আকাশের কারণমাত্রা শব্দগুণও সংযুক্ত থাকে। সেই বায়ুই ইহ জগতের প্রাণ, ওজঃ, সহঃ এবং বলদাতা হইতেছে। ২য়। ৫। ২৬।

ব্যাখ্যা। তামস্ অহংকার একেবারে রূপান্তরিত হইয়া ভূতরূপে প্রকাশ হয়। ঐ ভূতসকল তমের আশ্রয়ে অহঙ্কার হইতে জগতে বিরাজ করিতেছে। যাহার যাহার আশ্রয়ে যে যে ভূতের স্থিতি ও প্রকাশ নির্দ্দেশ হইয়াছে; সেই ভূতে আশ্রয়দাতার গুণ ও ধর্ম্ম আকর্ষিত হইয়া থাকে। ইহাই বিজ্ঞানবিধান। এই নিয়মের বশবর্ত্তী হইয়া বুধগণ স্থির করিয়াছেন যে, শূন্য ও অহংকার এই উভয়ের মিশ্রণে যে ভূতের প্রকাশ হইয়াছে, তাহাই বায়ু। কারণ বায়ুতে নিজের স্পর্শ গুণ রহিয়াছে এবং ঐ স্পর্শগুণ ইন্দ্রিয়ের বোধক হইতেছে। তাহাতে শূন্যের বোধক বা শব্দগুণ এবং নিজের স্পর্শ-গুণ থাকা সত্ত্বে জগতে বায়ুর স্থিতি প্রকাশ হইয়াছে। তেজের তারতম্যে ও গুরুত্বার তারতম্যে যে কোন বস্তু ইন্দ্রিয়ের গোচর হয়, তাহাকে স্পর্শন কহে। বায়ু শূন্য অপেক্ষা গুরু এবং তাহার অন্তরে তেজোবীজ রক্ষিত আছে, সেই জন্য গুরুত্ব এবং তেজোহেতু বায়ুভূতের স্বকীয় লক্ষণ স্পর্শ নাম প্রাপ্ত হইয়াছে এবং ঐ স্পর্শ সকলের অনুভবের বা বোধের বস্তু বলিয়া তাহাতে শূন্যের শব্দমাত্রার সত্বা দেখা যাইতেছে। এই জন্য বিজ্ঞানবিদেরা বায়ুর শব্দ ও স্পর্শ লক্ষণ স্থির করিয়াছেন।

ব্রহ্মা কহিলেন বায়ুর আরো চারিটী স্বভাব আছে; তন্মধ্যে একটীর নাম প্রাণ। দেহধারণ শক্তিকে প্রাণ কহে। বায়ুর যে অংশে তেজঃ আছে; সেই অংশ সকল জীবের অন্তরে যাইয়া তেজঃ প্রদান করে। সেই তেজঃই সকল ভূতের আকর্ষক। সেই তেজঃ কি ভূত, কি ইন্দ্রিয়, সকলকেই আকর্ষণ করিয়া প্রতি প্রাণীর দেহ পালন ও জগ-তের নিয়মিত পরিপালন কার্য্যে পরিণত হয়। জীবের দেহ বলিতে ভূতাংশ। বায়ুর যে তেজাংশ ভূতসকলকে আকর্ষণ করিয়া থাকে, তাহাকে প্রাণ কহে এবং যে স্পর্শন মিশ্রিত তেজাংশে ইন্দ্রিয়সকলকে কার্য্যপর করে, তাহাদের ওজঃ, সহঃ ও বল এই তিন স্বভাব কহে। ওজঃ স্বভাবে জীব ইন্দ্রিয়ের তেজঃ প্রাপ্ত হয়। সহঃ স্বভাবে জীব ইন্দ্রিয়ের সহগুণ প্রাপ্ত হয়। বল স্বভাবে ইন্দ্রিয় শক্তি সম্পন্ন হয়। এই চারিটী লক্ষণাক্রান্ত এবং শব্দ ও স্পর্শগুণদ্বয়যুক্ত যে ভূত জগতে প্রকাশ হইয়াছে, তাহাকেই বায়ু কহে। ঐ বায়ুর অন্তরে যে তেজের সত্বা কহিলাম, তাহা কি উপায়ে ও কি নামে জগতে প্রকাশ হইল, তাহার পরিচয় ব্রহ্মা পরে দিতেছেন।

কাল, কর্ম্ম ও স্বভাবের দ্বারা রূপান্তর প্রাপ্ত হইয়া বায়ু—তেজঃ প্রকাশ করে। ঐ তেজেতে রূপনামক স্বকীয় গুণ থাকে এবং পূর্ব্ব ভূতদ্বয়ের শব্দ ও স্পর্শ গুণদ্বয়ও থাকে। ২য়। ৫। ২৭।

ব্যাখ্যা। কালকর্ম্ম ও স্বভাবের দ্বারা অহঙ্কার যত পীড়িত হইতেছে, ততই তাহার শক্তিমান্ কার্য্য প্রকাশ হইতেছে বুঝিতে হইবে। শূন্য ও বায়ু প্রকাশ হইলে তদপেক্ষা যে এক ভূত হইল, তাহাকে তেজঃ কহে। যে সূক্ষ্ম ভূতাংশ হইতে উত্তাপ প্রকাশ হয় এবং যাহা সর্ব্বাপেক্ষা আকর্ষণশক্তিসম্পন্ন তাহাকে তেজঃ কহে। যে সূক্ষ্ম ভূতাংশ হইতে তেজঃ প্রকাশ হয়, তাহা অতি সূক্ষ্মভাবে বায়ুতেই বিরাজ করে এবং মিলিত থাকে। ঐ সূক্ষ্মাংশ জ্যোতিঃসম্পন্ন। সেই জ্যোতিঃই রূপ বলিয়া সর্ব্বত্র অভিহিত। এই জন্য বিজ্ঞানবিদেরা বায়ু হইতে তেজের প্রকাশ এবং তেজের গুণ জ্যোতিঃ বা রূপ নির্দ্দেশ করিয়াছেন। ঐ তেজঃ নিজ গুণ রূপ লইয়া অপরের বোধক হয় বলিয়া উহাতে শূন্যের মাত্রা শব্দ সংমিশ্রিত আছে, ইহাও দেখা যায় এবং ঐ তেজ্য স্পর্শনে অনুভূত হয় বলিয়া, উহাতে বায়ুর স্পর্শগুণ আছে দেখা যায়। উহাতেই তেজঃ জ্যোতিঃ বা রূপ, শব্দ ও স্পর্শ এই তিন স্বভাবাপন্ন হইয়া জগতে বিদিত আছে। বায়ুই তেজের আশ্রয়, তত্ত্ববিচারকেরা তাহার ভূরি ভূরি প্রমাণ দিয়াছেন।

পরে তেজঃভূত রূপান্তর প্রাপ্ত হইয়া বারি প্রকাশ করে। এই বারির নিজগুণ রস এবং উহা উর্দ্ধতন ভূতগণ হইতে শব্দ, স্পর্শ, রূপ নামক গুণত্রয় প্রাপ্ত হইয়া থাকে। ২য়। ৫। ২৮।

ব্যাখ্যা। প্রত্যেক ভূতের মূল কারণ, সেই অহঙ্কার এবং কাল, কর্ম্ম, স্বভাববশে প্রকাশ হইতেছে, বুঝিতে হইবে। অহঙ্কার হইতে যে তন্মাত্রা রস রূপে জগতে বিদিত, তাহা যে সূক্ষ্ম ভূতাংশে লক্ষিত হয়, তাহাকেই বারি কহে। বারির সূক্ষ্মাংশ তেজেতে মিশ্রিত থাকে; তেজঃই বারির প্রকাশকর্ত্তা এবং আশ্রয়দাতা। তেজের সহিত মিশ্রণ ও আশ্রয় সম্বন্ধে বারিতেও পূর্ব্ববর্ত্তী ভূতসকলের আবির্ভাব হইয়াছে এবং তৎসহযোগে তাহাদের স্বভাব বারিতে প্রবিষ্ট হইয়াছে। পূর্ব্ববর্ত্তী ভূতগণের শব্দ, স্পর্শ, রূপ, এই তিনটি গুণ বারিতে মিশ্রিত হওয়ায় বারির যে রস স্বভাব, তাহা জগতে অনুভূত, স্পৃষ্ট এবং রূপময় বলিয়া দেখা যায়। তেজোমধ্যস্থ রসরূপী অতি সূক্ষ্মাংশ পবনবিহারী ভূতাংশকে বারি কহে। ঐ সূক্ষ্মাংশে তেজঃ প্রবেশ করিলে উহা একত্রে মিশ্রিত হয় এবং তাহাই বাষ্পভাব ধারণ করিয়া, অপর ভূতাদির স্বভাবে সকলের দ্বারা অনুভূত, স্পৃষ্ট এবং লক্ষিত হইয়া থাকে।

পরে বারি রূপান্তরিত হইয়া পৃথ্বীকে প্রকাশ করে। ঐ পৃথ্বীর স্বভাবজাত গুণ গন্ধ এবং পূর্ব্বভূতজাত শব্দস্পর্শরূপরসও উহার স্বভাবে মিলিত হয়। ২য়। ৫। ২৯।

ব্যাখ্যা। রস অপেক্ষা স্থূল ভূতাংশকে পৃথ্বী কহে। ইহা কণারূপে গগনে, পবনে, তেজে ও বারিতে মিশ্রিত থাকে। তন্মধ্যে বারি পূর্ব্ব পূর্ব্ব ভূত স্বভাবে গুরু এই

জন্য পৃথ্বীর সূক্ষ্মাংশ বারিতে অন্তর্হিত থাকে। ঐ সূক্ষ্মাংশকে গন্ধলক্ষণসম্পন্ন দেখা যায়। অধিকন্তু পূর্ব্ব ভূতাংশ উহাতে মিশ্রিত থাকায় উহা আপনার গন্ধস্বভাব পাইয়া শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধযুক্ত হইয়া জগতে রহিয়াছে।

বারি যেমন তেজাধিক্যে তেজে মিলিত এবং তেজঃ হ্রাসে আপনার স্বরূপে থাকে, তদ্রূপ পৃথ্বীও রসাধিক্যে রসে মিশ্রিত থাকে এবং রসহ্রাসে স্বরূপে পরিণত হয়। দুগ্ধমধ্যে যে অতি সূক্ষ্মাংশ পৃথ্বী থাকে তাহাকে নবনীত কহে। দুগ্ধের রসভাগ উত্তাপ দ্বারা হ্রাস করিলে, আপনিই পৃথ্বীভাগ একত্রিত হইয়া দুগ্ধের উপরে ভাসিতে থাকে। তদ্রূপ সূক্ষ্ম বারির মধ্যে সূক্ষ্মভাবে পৃথ্বী অংশ অন্তর্হিত থাকে, রসহ্রাসে একত্রে ঘনীভূত হইয়া মৃত্তিকায় পরিণত হয়। এই বিশাল মৃত্তিকা ও প্রস্তরাদি সেই রসান্তর্গত পৃথ্বী অংশ হইতে প্রকাশ হইয়াছে বুঝিতে হইবে।

বৈকারিক অহঙ্কার হইতে মন এবং দশটি সাত্ত্বিক দেবতার উৎপত্তি হইয়াছে। দিক্, বায়ু, অর্ক, প্রচেতা, বহ্নি, অশ্বি, ইন্দ্র, উপেন্দ্র, মিত্র ও প্রজাপতি এই দশটাই দেবতা হইতেছেন। ২য়। ৫। ৩০।

ব্যাখ্যা। ব্রহ্মা নারদকে ইতিপূর্ব্বে অহঙ্কারের যে তিনটী অংশের কথা কহিয়াছেন, তন্মধ্যে জ্ঞানের মিশ্রণে অহঙ্কার যে অবস্থায় পরিণত হয়, তাহাকে সাত্ত্বিক বা বৈকারিক অহঙ্কার কহে। জ্ঞান ও অহঙ্কার একত্র হইলে কাল, কর্ম্ম ও স্বভাববশে জ্ঞানময় অহঙ্কার যে যে অবস্থায় পরিণত হইল, তাহাই এই শ্লোকে প্রামাণিত হইল। সংশক্তির স্বভাবে চৈতন্যমিলনে মায়াতে যে সত্ত্বগুণের প্রকাশ হইয়াছিল, সেই সত্ত্বগুণের সহিত কাল, কর্ম্ম ও স্বভাব—মিশিয়া জ্ঞান প্রকাশ করিয়াছিল। চৈতন্যময় অনুভবকারী শক্তিকে জ্ঞান কহে। অহঙ্কার তমোগুণপ্রধান অর্থাৎ দ্রব্যাত্মক। এ কথা পূর্ব্বে প্রমাণিত হইয়াছে। সেই সূক্ষ্মদ্রব্যাত্মক অহঙ্কারে যে সকল চৈতন্যময় অনুভবাত্মক শক্তি দেখা যায়, তাহাই অহঙ্কার হইতে উৎপন্ন সাত্ত্বিক দেবগণ বলিয়া বিজ্ঞানবিদেরা প্রমাণ স্থির করিয়াছেন।

শূন্যের মিশ্রণে যে ক্রিয়াপর চৈতন্যশক্তি মনের বোধক হয়, তাহাকে দিক্‌দেবতা কহে। শূন্যের শব্দগুণে বোধকরূপে একটী স্বভাবের প্রকাশ হয়। ঐ শূন্যাংশ ক্রিয়াপর চৈতন্যাংশে মিশ্রিত থাকাতে শব্দবিষয়ভূত বস্তু বা ঘটনা মনোদ্বারা অনুভূত হয়। ঐ শূন্যবোধক চৈতন্যাংশকে দিক্ কহে। প্রত্যেক দেহের বা জগতের শূন্যাংশের স্থান বা দ্বার আছে। সেই দ্বার দ্বারা মন শূন্যবোধক চৈতন্য অনুভব করেন। এই জন্য ঐ শূন্যবোধক চৈতন্যকে দিক্‌দেবতা বা শক্তি কহে। ঐ দিক্‌শক্তি যে দ্বার দিয়া মনের গোচর হয় তাহাকে কর্ণ কহে।

দ্বিতীয় দেবতা বায়ু। এই বায়ু ভূতবায়ু নহে, চৈতন্যরূপী। ইহা মনের পক্ষে বায়ু নামক মহাভূত বোধক অহঙ্কার মিশ্রিত চৈতন্যশক্তি মাত্র। এই শক্তিদ্বারা ভূতরূপী

বায়ু মনের গোচর হয়। ইহা যে পথদ্বারা মনে অনুভূত হয়, তাহাই ত্বক্‌নামে কল্পিত হইয়াছে।

পরে অর্কদেবতা। যে চৈতন্যশক্তি তেজোনামক ভূতের মধ্যে অহঙ্কার সহ মিশ্রিত হইয়া মনের বিষয়ীভূত হয়, তাহাকে অর্ক বা দর্শনশক্তি কহে। তেজের গুণ রূপ ইহাতে মিশ্রিত হওয়ায়, ঐ শক্তি যে দ্বার দিয়া মনের গোচর হয়, তাহাকে চক্ষু কহে এবং এই জন্যই চক্ষু প্রকাশভাবাপন্ন রূপ দেখিতে পায়। যে চৈতন্য রসের মধ্যে মিশ্রিত হইয়া অহঙ্কারসহযোগে মনের গোচর হয়, তাহাকে প্রচেতা শক্তি বা দেবতা কহে। ইহা (জিহ্বা) দ্বারা মন সমস্ত রসানুভব করিতে পারে। যে চৈতন্য গন্ধযুক্ত পৃথ্বীতত্ত্বের মধ্য দিয়া অহংঙ্কারসহযোগে মনের গোচর হয়, সেই শক্তিকে অশ্বী দেবতা বা শক্তি কহে। ইহাদ্বারা মন গন্ধসহযোগে পৃথ্বীতত্ত্ব অনুভব করেন। যে পথ দিয়া ঐ তত্ত্ব মনের গোচর হয় তাহাকে নাসিকা কহে।

যে উত্তাপের চৈতন্যাংশ অগ্নিময় শক্তির অর্থাৎ তেজের মধ্য দিয়া অহঙ্কার সহযোগে মনের গোচর হয় তাহাকে বহ্নিশক্তি কহে। এই তীব্র সূক্ষ্মশক্তির কার্য্যকে বাক্য কহে। বহ্নি বলিতে তেজের তীব্রভাব বুঝিতে হইবে। তীব্রভাব বলিয়া বাক্য অতি ত্বরায় মনের গোচর হয়। যে চৈতন্য বায়ুর বল নামক গুণের মধ্য দিয়া মনের গোচর হয়, তাহাকে ইন্দ্রশক্তি বা হস্তদেবতা কহে। যে চৈতন্য পবনের সহ নামক গুণের মধ্য দিয়া মনের গোচর হয়, তাহাকে উপেন্দ্র দেবতা বা শক্তি কহে। উপেন্দ্র শব্দের অর্থ বিষ্ণু। বিষ্ণু যেমন সকল ভার বহন করেন, তদ্রূপ উপেন্দ্র শক্তি অপর শক্তি ও ভূতাদির ভার বহন করেন। এই শক্তি সর্ব্বাপেক্ষা গুরু বলিয়া বিজ্ঞানবিদেরা অনুমান করিয়াছেন। এই শক্তি পদ নামক দেহস্থ ইন্দ্রিয়ের প্রকাশক। পদে ঐরূপ সর্ব্বংসহা শক্তি রহিয়াছে বলিয়া উহা সকল দেহের ভার সংরক্ষণ ও বহন করিতে পারে। পবনের প্রাণ নামক স্বভাব দশ ভাগে বিভক্ত হইয়া রাজসিক এবং তামসিক অহঙ্কারকে সংযোজিত করিয়া থাকে। প্রাণশব্দের প্রধান অর্থ সকলের পরস্পর আকর্ষণ। পবনের প্রাণ স্বভাবহেতু অপরাপর ভূতের সহিত পবন মিশ্রিত থাকিয়া, আপনার গুণ প্রকাশ করিয়া থাকে। ঐ পরস্পর আকর্ষণ শক্তিকে দেহের মধ্যে দেহধারণ শক্তি কহে। ভূত সকলকে চৈতন্যময় রাখিবার জন্য এবং দেহস্থ সারাসার বিভাগ করিয়া দেহকে সুস্থ রাখিবার জন্য প্রাণের আবির্ভাব। এই প্রাণ ভূতদেহ সংরক্ষণের জন্য প্রাণ, আপন, সমান, উদান ও ব্যান এই পাঁচ নামে অভিহিত।

চৈতন্য পবনসংমিশ্রণে ভূতগণের সংরক্ষণের জন্য প্রধানদ্বার স্বরূপ অপান স্থানে অবস্থান করে। তাহার তেজ লইয়া প্রাণাদি ক্রিয়াপর হয়। অপানের ক্রিয়াদি যদি হ্রাস হয়, তাহা হইলে প্রাণাদি তৎসহযোগে নাশ পায়। এই জন্য বিজ্ঞানবিদেরা অপান অর্থাৎ পায়ুদেশে এক ইন্দ্রিয়শক্তির স্থিতি প্রকাশ করিয়াছেন এবং সর্ব্বসংরক্ষণ ক্ষমতা দেখিয়া তাঁহার নাম মিত্র দিয়াছেন।

যে চৈতন্য পবনের ওজঃ নামক স্বভাবে সহিত মিলিত হইয়া, মনের গোচর হয়

তাহাকে প্রজাপতি দেবতা বা শক্তি কহে। এই শক্তি দ্বারা জীব ভূততেজঃ ও চৈতন্য তেজঃ প্রাপ্ত হইয়া বীজরূপে বহু হইয়া প্রকাশ হইয়া থাকেন। সাত্ত্বিক অহঙ্কার হইতে জীবের চৈতন্য ও ভূত সম্মিলন বোধ হয়। এই জন্য ঐ বীজ প্রকাশক শক্তির নাম প্রজাপতি।

ব্রহ্মা ভূতপ্রকাশ শেষ করিয়া সাত্ত্বিক অহঙ্কার হইতে চৈতন্যের প্রকাশ সংক্ষেপে সমাপন করিলেন, পরে নারদকে রাজসিক অহঙ্কারের পরিচয় দিতেছেন।

হে নারদ! তৈজস অহঙ্কার রূপান্তরিত হইলে জ্ঞানশক্তির অবস্থা বুদ্ধিতে এবং ক্রিয়াশক্তির অবস্থা প্রাণে পরিণত হইলে, তাহাদের কার্য্য প্রকাশার্থ দশ ইন্দ্রিয়ের আবির্ভাব হইল। শ্রোত্র, ত্বক্, চক্ষু, জিহ্বা, বাক্, পাণি, পাদ, পায়ু, নাসিকা ও উপস্থ এই দশটিকে ইন্দ্রিয় কহে। ২য়। ৫। ৩১।

ব্যাখ্যা। ব্রহ্মা নারদকে রাজসিক অহঙ্কারের পরিচয় এই শ্লোকে দিতেছেন। চৈতন্যানুভাবক ভূতগতশক্তিকে জ্ঞানশক্তি কহে। ইহার পরিচয় পূর্ব্বে দিয়াছি। ঐ জ্ঞানশক্তি যখন ভূতগত হইয়া জীবের কাল, কর্ম্ম ও স্বভাবধর্ম্মে সক্রিয় হয়, তখন তাহাকে বুদ্ধি কহে। চৈতন্য ভূতগত হইলে ভূতসকলকে সৃজন ক্রিয়াপর করিতে চৈতন্যের যে শক্তিযুক্ত রূপান্তর হয়, তাহাকে ক্রিয়াশক্তি কহে। ঐ ক্রিয়া ভূতগত হইলে প্রাণনামে অভিহিত হইয়া থাকে। ঐ দুই বুদ্ধি ও প্রাণের কার্য্য প্রকাশ হইবার জন্য দেহে যে দশটী অংশ প্রকাশিত হয়, তাহাকে ইন্দ্রিয় কহে। দশটি ইন্দ্রিয়ের নাম ও কার্য্য সকলেই জ্ঞাত আছেন। তাহার পরিচয় দেওয়া বাহুল্য।

এই ইন্দ্রিয় প্রকাশ অবধি কারণ সৃষ্টি সমাপ্ত হইল। ইহাপেক্ষা মূল কারণ স্থূল ও সূক্ষ্ম ভেদে আর পাওয়া যায় না। এক্ষণে কারণসৃষ্টির বিষয় বুঝাইয়া, ভগবান ব্রহ্মা, ঐ সকল কারণ কি প্রকারে কার্য্যে পরিণত হইল, সেই কার্য্য সৃষ্টির পরিচয় নারদকে পরে দিতেছেন।

হে ব্রহ্মবিত্তম্! যদবধি পূর্ব্বকথিত গুণসকল কোন আয়তন নির্ম্মাণ করিতে না পারিল, তদবধি উহারা অমিলিত রহিল। ২য়। ৫। ৩২।

ব্যাখ্যা। নারদকে সাদরসম্ভাষণপূর্ব্বক কারণ হইতে কি প্রকারে কার্য্য প্রকাশ হইল তাহার পরিচয় ব্রহ্মা দিতে আরম্ভ করিলেন।

জগৎ পর্য্যালোচনা করিয়া দেখিলে কার্য্য দুইভাগে প্রকাশিত বুঝা যায়। একটি অবস্থাকে সমষ্টি আর একটী অবস্থাকে ব্যষ্টি কহে। ঐ সমষ্টি অবস্থাই বীজাবস্থা। এই অবস্থায় পূর্ব্বোক্ত মন ও ইন্দ্রিয়, ভূত এবং গুণাদিতে নানাপ্রকার জরায়ুজ, স্বেদজ, অণ্ডজ, উদ্ভিজ, বীজ ভাবে অবস্থান করে। ব্যষ্টি অবস্থায় উহারা জগৎভাবে অবস্থান করে। এখনও পূর্ব্বোক্ত সমষ্টিতে ও ব্যষ্টিতে কোন কার্য্য প্রকাশ হয় নাই। কেবল ঈশ্বর হইতে মূল কারণ সমূহের উৎপত্তি ব্রহ্মা বুঝাইলেন।

হে বিজ্ঞ! পরে ভগবৎশক্তিদ্বারা কারণ সমূহ একত্রিত হইয়া আপন আপন গুণের সমষ্টি ও ব্যষ্টি এই উভয়াত্মক শরীরে পরিণত হইল বুঝিতে হইবে। ২য়। ৫। ৩৩।

ব্যাখ্যা। এই শ্লোকে ব্রহ্মা কার্য্যের পরিণতিমাত্র প্রকাশ করিতেছেন।

এই ভগবৎশক্তিই ঈশ্বরের বাসনা বুঝিবে। ঈশ্বরের শক্তিতে সকল উপাদান প্রস্তুত হইল, তাহাতে বাসনা সংযুক্ত না থাকিলে, উপাদানাদি ঈশ্বরের কাল, কর্ম্ম ও স্বভাবধর্ম্মের বশীভূত কিরূপে হইবে। তজ্জন্য ঈশ্বর স্বীয়ভাবে ছিলেন, এক্ষণে আপন স্বভাব জীবে অর্পণ করিলেন। জীব বাসনা নামক স্বভাব পাইয়া ঈশ্বরের ধর্ম্মজাত কাল, কর্ম্ম, ও স্বভাব মতে কারণ সমূহকে সমষ্টিভূত করিয়া আপনার জীবলীলার শরীর নির্ম্মাণ করিলেন।

ঐ শরীর ব্যতীত যে কারণ সমূহ অমিলিত হইয়া রহিল, তাহাকেই ব্যষ্টিভাব কহে উহাই পরে জগৎরূপে প্রকাশিত হইবে। ঐ অমিলন অবস্থায় চৈতন্যের উত্তাপাংশ সূর্য্যরূপে সকলকে আকর্ষণ করিতে রহিলেন। হিমাংশ চন্দ্র এবং পঞ্চভূতাদি আপনাপন সূক্ষ্মতা ও লঘুতা এবং ব্যবর্ত্তকমতে ভিন্ন হইয়া বিশ্বকে পালন করিতে লাগিল, বুঝিতে হইবে।

হে নারদ! সেই কাল, কর্ম্ম ও স্বভাবস্থ জীব, সহস্রবর্ষান্তে পূর্ব্বোক্ত উদকশায়ী, অজীব অণ্ডকে সজীব করিলেন। ২য়। ৫। ৩৪।

ব্যাখ্যা। এই স্থানে কারণাবলী কি প্রকারে কার্য্যে পরিণত হইতে আরম্ভ হইল তাহাই ব্রহ্মা নারদকে বলিতেছেন। ব্রহ্মা কহিলেন "কাল, কর্ম্ম ও স্বভাবস্থ জীব।" যিনি চৈতন্য প্রদান করেন তিনিই জীব। ঈশ্বরচৈতন্যে যখন কাল, কর্ম্ম ও স্বভাবের মধ্যস্থ হয়েন। তখনি তিনি জীব বা আত্মা নামে অভিহিত হয়েন; কারণ ঈশ্বর জীবভাব অবলম্বন পূর্ব্বক আপনার জগৎ কার্য্য আপনার হৃদ্গত নিয়মানুসারে প্রকাশ করিবার জন্য নিজশরীরস্থ কাল, কর্ম্ম ও স্বভাবের মধ্যগত হইলেন। ঐ জীব ভাবটি ঈশ্বরের সচেতনাত্মক শক্তি।

সহস্রবর্ষ বলিতে অগণ্য বর্ষ। অণ্ড বলিতে এমন কোন বস্তু যাহার আবরণের মধ্যে আপনার সকল শক্তি ও স্বভাব নিহিত থাকে। কারণসমূহ যাহা পূর্ব্বে প্রমাণিত হইয়াছে, তাহাতে ঈশ্বরের স্বরূপ শক্তিসমূহ নিহিত থাকায় ক্রমে তাহাই অণ্ডরূপে অভিহিত হইল।

মিশ্রিত ভূতাবস্থাকে উদক কহে। কারণসমূহ প্রকাশ হইয়া মিশ্রভাবে প্রকাশিত ছিল, এই জন্যই তাহাকে বারি বা উদক বলিয়া উহাদের কল্পনা হইল। উদকশায়ী বলিতে "মিশ্রভাবে স্থিত" বুঝিতে হইবে। কাল, কর্ম্ম ও স্বভাবগত চৈতন্যশক্তিকে জীব কহে। এই শক্তি কেবল ঈশ্বরে অবস্থিত থাকে। তাঁহার ইচ্ছা না হইলে কাহাতেও প্রতিবিম্বিত হয় না। একবার স্বভাববশে কারণ প্রকাশ হইল। তাহাতে

কারণগত স্বভাবাদি কারণেই থাকিল। উহাদের ব্যবহারকর্ত্তা না থাকিলে উহারা কোন নিয়মে কার্য্যে পরিণত হইল না। এই অকার্য্যকর অবস্থায় যখন কারণসমূহ অবস্থান করে তখন তাহাদিগকে "অজীব" কহা যায়।

এক্ষণে জীবত্ব মিশ্রিত হওয়াতে কারণসমূহ আপন আপন কার্য্যে পরিণত হইতে লাগিল। সকল কার্য্যই জীবের বাসনার অনুবর্ত্তী হইল। ইতিপূর্ব্বে ব্রহ্মা কারণাবলীর যে ব্যষ্টিভাব দেখাইয়াছেন, তাহাও বিনষ্ট হইল না এবং সেই ব্যষ্টিভাবে সংযুক্ত হইয়া জীব সমষ্টিভাবও প্রকাশ করিতে লাগিলেন। এই স্থানে ব্যষ্টি ও সমষ্টি ভাবে কারণসমূহ কার্য্যপর হইল, ইহাই বিচারীকৃত হইল। পরে তাহার প্রকাশ কি ভাবে হইল, তাহা ব্রহ্মা বলিতেছেন।

অনন্তর সেই পুরুষ সেই অণ্ডকে ভেদ করিয়া সহস্রোরু, সহস্রপাদ, সহস্রবাহু, সহস্রাক্ষ এবং সহস্রাননশীর্ষবান্ হইয়া নির্গত হইলেন। ২য়। পঞ্চ। ৩৫।

ব্যাখ্যা। ব্রহ্মা এই বারে প্রকাশ্য জগতের জীব ও জীবাধার ভাব প্রকাশ করিতে থাকিয়া প্রথমে বিরাট জীবভাব প্রকাশ করিয়া নারদকে বুঝাইতেছেন।

পরে যিনি অবস্থান করেন, তিনিই পুরুষ। ঈশ্বর জীবভাবে স্বচৈতন্য শক্তিকে কাল, কর্ম্ম ও স্বভাবের মধ্যস্থ করিয়া কারণরূপী পুরীর মধ্যে থাকেন বলিয়া, জীবকে পুরুষ কহে। সেই পুরুষ নামক জীব কারণের মধ্যে কাল, কর্ম্ম ও স্বভাবের সহিত প্রবেশ করিয়া সকলকে সচেতন করিবামাত্র তাঁহার ব্যাপ্তি সকল কারণেতেই হইল। সকল কারণে ব্যাপ্ত হওয়াতে কারণসকল মিশ্রিতভাব ত্যাগ করিয়া, জীবের বাসনার ও কাল, কর্ম্ম এবং স্বভাবের অনুবর্ত্তী হইল। ইহাকেই অণ্ডাবস্থা ভেদ কহে। যখন অণ্ডাবস্থার অর্থাৎ কারণাবস্থার অজীবস্বভাব নাশ হইলে উহা জীবময় হইল; তখন তাহারা জীবের স্বভাবাদির মতে কোটী কোটী জীবরূপে, জরায়ুজ, স্বেদজ, অণ্ডজ ও উদ্ভিজ্জভাব প্রকাশ হইয়া পড়িল। সকলেই জীবের সম্বন্ধে সম্বন্ধীভূত হইয়া, জীবকে কর্ত্তা করিয়া, আপনারা জীবের বাসনার অনুযায়ী কার্য্যপর হইয়া পড়িল।

পূর্ব্বোক্ত কোটী কোটী ভিন্ন স্বভাবীয় জীবভাবই ঋষিগণের কল্পনা মতে সহস্রবাহু, সহস্রাননাদি শব্দে কথিত হইয়াছে।

হস্ত, পদ, আনন, মস্তকাদি বলিতে মনুষ্যের ন্যায় যেন কেহ না বুঝেন। ক্রিয়া অনুসারে অঙ্গের নাম হইয়াছে, বুঝিতে হইবে। ইন্দ্রিয়তেজঃ শরীরের যে যে অংশে ক্রিয়মাণ হয়, তাহার গুণভেদে হস্তপদাদির নামকরণ হইয়াছে। হস্তে আকর্ষণ ক্রিয়া হয়। বৃক্ষের শাখাই হস্ত বলিয়া কল্পিত। ঐ শাখা দ্বারা প্রাকৃতিক তেজঃ বৃক্ষ আকর্ষণ করিয়া জীবিত থাকে। আননে আহার করা যায়। বৃক্ষের রসগ্রাহী শিকড়াদি আনন এবং মূলই পদরূপে কল্পিত হইয়াছে বুঝিতে হইবে। এইরূপে কোন জীবের প্রকাশ্য ইন্দ্রিয় আছে, কাহারও নাই। কারণ কীটপতঙ্গাদির ইন্দ্রিয় প্রকাশ নাই; কিন্তু ইন্দ্রিয়শক্তি উহাদের জীবদেহের কার্য্য সম্পন্ন করিয়া থাকে।

বিজ্ঞানবিদেরা এই প্রকার আলোচনা করিয়া সকল জীবদেহেই ইন্দ্রিয় প্রাণাদির অধিষ্ঠান স্থির করিয়াছেন।

হে নারদ! সেই পুরুষের অবয়বকেই মনীষিগণ লোকসমূহ রূপে কল্পনা করিয়াছেন। কটীদেশ হইতে অধঃস্থল পর্য্যন্ত সপ্ত অংশ এবং জঘন হইতে উর্দ্ধভাগ পর্য্যন্ত সপ্ত অংশ, এই চতুর্দ্দশ অংশে সেই অবয়ব বিভাজিত হইয়াছে। ২য়। ৫। ৩৬।

ব্যাখ্যা। এই স্থলে জীবের ব্যাপ্তি দেখাইবার জন্য ব্রহ্মা এই শ্লোকের অবতারণা নারদ সমক্ষে করিলেন। পূর্ব্ববর্ত্তী পঞ্চত্রিংশ শ্লোকে জীবের রূপ দেখাইয়া তাঁহার ব্যাপ্তি দেখাইবার জন্য ব্রহ্মা চতুর্দ্দশ ভুবন কল্পনা করিলেন। এই চতুর্দ্দশ অংশ করিবার প্রয়োজন কি? অনেকেই বলিতে পারেন। জীবের প্রকাশ দেখিয়া বিজ্ঞানবিদেরা সমষ্টিভূত জীবকে প্রমাণ করিয়াছেন। তাঁহার সর্ব্বপ্রকাশ্য দেহ এই মানবদেহ। কারণ মানবদেহে অপরাপর জীবদেহাপেক্ষা শ্রেষ্ঠত্ব লক্ষিত হয়।

কোন শ্রেষ্ঠ বস্তুর মহিমা প্রকাশ করিতে হইল, শ্রেষ্ঠ বস্তু দ্বারাই তাহার উপমা দিতে হয়। সেই জন্য জীবের ব্যাপ্তির উপমা জীবের শ্রেষ্ঠ প্রকাশ্য ভূমিরূপী মানবদেহ হইতেই উপমিত হইয়াছে।

মনুষ্য, পশু, পক্ষী আদিরূপে আবৃত হইবার জন্য অর্থাৎ রূপান্তরিত হইবার জন্য পূর্ব্বোক্ত কারণসমূহকে লইয়া ক্রমে ক্রমে কোন্ কোন্ অবস্থায় জীব প্রকাশ হয়, তাহাই এই চতুর্দ্দশ শ্লোকে কল্পিত হইয়াছে।

পাতালাদি সপ্ত লোককে ভূর্লোক কহে। উহার বিশেষ নাম পরে উল্লেখ করিবেন বলিয়া ব্রহ্মা কেবল ভূর্লোক শব্দ প্রয়োগ করিয়াছেন। এক্ষণে সপ্ত উর্দ্ধতম লোকের পরিচয় দিতেছেন। ভুবঃ, স্বঃ, মহঃ, জন, তপ, সত্য ও ব্রহ্ম এই সপ্ত লোককে সপ্তস্বর্গ কহে। এই সপ্ত অংশে জীব, ঈশ্বরচৈতন্য হইতে ও বিশুদ্ধভাব হইতে ক্রমে জগতে ব্যাপ্ত বা যুক্ত হইতেছে।

পূর্ব্ব পূর্ব্ব কারণসমূহও সপ্তভাগে অবস্থান্তরিত হইয়া, অতি সূক্ষ্ম হইয়া, ক্রমে যত স্থূল হইয়াছে, জীবের স্বভাবও তাহাদের সহিত তত স্থূল হইয়াছে বুঝিতে হইবে। ঈশ্বরের সহিত কারণশক্তি সকলের নিত্যাবস্থানাবস্থার নাম ব্রহ্মলোক। পরে ঈশ্বরের বাসনা দ্বারা সত্তের ক্ষোভক অবস্থার নাম সত্য লোক। পরে প্রধান অবস্থার নাম তপোলোক। পরে মহত্তত্ত্ব অবস্থার নাম স্বর্লোক। পরে মহত্তত্ত্বের মধ্যে কালাদির মিলিতাবস্থায় ত্রিগুণের প্রকাশাবস্থার নাম জনলোক। পরে অহঙ্কারাবস্থার নাম স্বর্লোক। পরে মিশ্রিত অহঙ্কার হইতে ভূত ও ইন্দ্রিয়াদি কারণ প্রকাশাবস্থার নাম ভূর্লোক। ইহার বিচার গুরুদেবমুখে যেমন শুনিয়াছিলাম, তাহা পূর্ব্ব পূর্ব্ব স্থলে করিয়াছি। অতঃপর ব্রহ্মা অধঃ সপ্তলোকের পরিচয় দিতেছেন।

সেই পুরুষের কটীদেশের নাম অতল, উরুদেশের নাম বিতল, উভয় জানুদেশের নাম

সুতল, তাঁহার উভয় জঙ্ঘাদেশের নাম তলাতল, গুল্‌ফদেশের নাম মহাতল, পদের উপরিভাগের নাম রসাতল, উভয় পদের তলদেশের নাম পাতাল। এইরূপে তিনি লোকময় হইয়াছেন। এইরূপ কল্পনায় তাঁহার পদদেশ হইতে ভূর্লোকের উৎপত্তি, নাভিদেশ হইতে ভুবর্লোকের উৎপত্তি এবং মস্তক হইতে স্বর্লোকের উৎপত্তি কথিত হইয়াছে। ২য়। ৫। ৪০। ৪১। ৪২।

ব্যাখ্যা। পঞ্চভূত প্রকাশই প্রথম পঞ্চ অধোভাগ, পঞ্চভূতের বিকার ভাবই ষষ্ঠ অধোভাগ, তাহাই রসাতল। ঐ বিকারের সহিত সৃষ্টির উচ্ছেদ ও কারণাদির লয় হয়, এই প্রলয়াবস্থার নামই পাতাল। এই জন্য প্রলয়ে ঈশ্বর পাতাল অবলম্বন করেন। এ সমস্ত লোকের কল্পনাই জীবের প্রকাশ ও লয়াত্মক বুঝিতে হইবে।

ইতি শ্রীভাগবতে দ্বিতীয়স্কন্ধে পঞ্চমাধ্যায়ে উপেন্দ্রকৃতাধ্যায়-
ব্যাখ্যা সমাপ্ত।

অথ ষষ্ঠ অধ্যায়।

ব্রহ্মা কহিলেন, হে নারদ! আমাদিগের যে বাক্যের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা বহ্নি হইতেছেন, তাঁহার উৎপত্তি স্থান সেই ঈশ্বরের মুখদেশ। অস্মদাদির উচ্চারণের জন্য যে সপ্ত ছন্দ আছে, তাঁহারা সেই ঈশ্বরের অঙ্গের সপ্ত ধাতু হইতে উৎপন্ন হইয়াছেন। হব্য, কব্য ও অমৃতাদি অন্ন এবং ষড়্‌বিধ রস সমস্তই, তাঁহার রসনা হইতে উৎপন্ন হইয়াছে, জানিবে। ২য়। ৬। ১।

ব্যাখ্যা। ইতি পূর্ব্বে ব্রহ্মা নারদকে বিরাটরূপের উৎপত্তি ও ব্যাপ্তি বলিয়াছিলেন। এক্ষণে তাহা সমাপ্ত করিয়া সেই বিরাটভাবে ঈশ্বর কি প্রকারে জগল্লীলা উপভোগ করিতেছেন তাহাই বলিতে আরম্ভ করিলেন। কণ্ঠের মধ্যদেশে একটী স্থান আছে, তথায় শরীরগত শব্দাদি উচ্চারণে পরিণত হয়। ঐ স্থানকে ভাষায় (আল্‌জিহ্বা) কহে। ঐ স্থানটী হইতে শূন্য ও বায়ু শোধিত হইয়া তেজোশক্তি চৈতন্যসম্মিলনে মনের অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়া থাকে। ঐ স্থানের নাম বাগিন্দ্রিয়। ঐ বাগিন্দ্রিয় যে চৈতন্য সম্মিলিত তেজোশক্তি দ্বারা কল্পিত হয়, তাহাকে বহ্নিদেবতা কহে; ইহার বিশেষ পরিচয় ইতিপূর্ব্বে সাত্বিক অহঙ্কার বিচারের সময় নির্দ্দেশ করিয়াছি।

পরে ব্রহ্মা কহিলেনঃ—"আমাদের উচ্চারণরূপী ছন্দসপ্তক তাঁহার দেহজ সপ্ত ধাতু হইতে প্রকাশিত হইয়াছে।" ঈশ্বর বাক্‌শক্তি দিলেন, সেই বাক্‌শক্তি বাসনার অভিপ্রায় পাইলে বাক্যে প্রকাশ করিবে। সেই অভিপ্রায় সংযোজনার জন্য বাসনার

সহিত স্বভাবের সংযোজনা করিতে হয়। স্বভাবমতে বাসনা যে অভিপ্রায় প্রকাশ করে, মন তাহা বাক্যদ্বারা বিস্তৃত করে।

ঐ অভিপ্রায়বাচক শব্দটির সূক্ষ্মাংশই ছন্দোরূপে শ্রুতিতে লিপিবদ্ধ হইয়াছে। ছন্দোমতে শব্দসকল সজ্জিত হইয়া অভিপ্রায় প্রকাশ হইয়া থাকে। কোন একটি হৃদয়গত ভাব প্রকাশ করিতে হইলে, স্বভাবের মত বাসনাগত তেজঃ মনে প্রতিফলিত হইলে মন তাহা ইন্দ্রিয়দেবতাগণকে প্রদান করেন। তবে ইন্দ্রিয়দেবতাগণ ইন্দ্রিয়-সাহায্যে বাক্যে কথন, হস্তে গ্রহণ, পদে চালনাদি করিয়া থাকেন। যখন বাসনা মনকে নিজ অভিপ্রায় জ্ঞাপন করে, তখন তাহাকে সূক্ষ্ম চৈতন্যময় ভূতাংশের মধ্য দিয়া মনের গোচরিত হইতে হয়। কারণ মন সর্ব্বদেহব্যাপী, কিন্তু একস্থানে ক্রিয়াপর। ঐ সূক্ষ্ম চৈতন্যময় ভূতাংশই ইন্দ্রিয়দ্বার সকলে এবং দেহ গঠনে ব্যাপ্ত হইয়া আছে। উহারাই কোন কোন আচার্য্যের মতে ছয় কোষ বা সপ্ত কোষ ভাবে কথিত হয়েন। ঐ ভূতাংশাদি স্বভাবের অনুবর্ত্তী। উহাদের মধ্যেই স্বভাবের আবেশ। উহাদের অর্দ্ধেক জরায়ু হইতে জাত; অপর অর্দ্ধেক ঔরস হইতে জাত। জরায়ু হইতে ত্বক্, চর্ম্ম, মাংস শোণিত এই চারিটি এবং মেদ, মজ্জা, অস্থি এই তিনটী ঔরস হইতে জন্মলাভ করে। কোন কোন বিজ্ঞানবিদে ত্বক্ ও চর্ম্মকে কেবল ত্বক্ বলেন বলিয়া ছয়কোষ বদ্ধ শরীর এই কথা বলিয়া থাকেন।

এই যে সপ্তধাতুর কথা কহিলাম ইহারা সূক্ষ্মাংশে প্রত্যেকেই চৈতন্যময়। সেই চৈতন্যাংশে কাল, কর্ম্ম ও স্বভাব নিহিত থাকিয়া জীবের বাসনাকে ক্রিয়াপর করে। এই জন্য সন্তানের জন্ম দিবার পূর্ব্বে ঋতুমতী স্ত্রীকে যজ্ঞদ্বারা পরিশুদ্ধা এবং আপনাকে পরিশুদ্ধ হইতে হয়। কারণ পিতার ও মাতার স্বভাব পরিশুদ্ধ থাকিলে, তাহার সন্তান সেই পবিত্রভাবে জন্মগ্রহণ করিতে পারিবে।

এই যে স্বভাবমণ্ডিত সপ্তধাতুর কথা কহিলাম, ইহারাই স্বভাবের প্রকাশক। স্বভাবই বাসনার চালক। ইহাতেই বিজ্ঞানবিদেরা জানিতেছেন যে, যখন বাসনাযুক্ত মন স্বভাব হইতে অভিপ্রায় প্রকাশ করে। তখন ঐ সূক্ষ্ম সপ্তধাতুতে ঐ অভিপ্রায়যুক্ত স্বভাব অবশ্যই নিহিত থাকে। যে অভিপ্রায় বা ভাব লইয়া বাগিন্দ্রিয় কার্য্য করে, তাহাকে ছন্দ কহে। বেদমধ্যে সেই জন্য বাক্যসকল ছন্দের মধ্যে গ্রথিত এবং ঐ ছন্দসকলের প্রকাশক শক্তি-রূপী দেবতা এবং উদ্দেশ্যরূপী ঋষি সমষ্টি আছে। কোন একটী লোকের অভিপ্রায় লইতে হইলে, তাহাকে নিজ উদ্দেশ্য এবং ভাব জানাইতে হয়, তবে তাহার অভিপ্রায় পাওয়া যায়। শ্রুতির অভিপ্রায়ই সেই জন্য ছন্দোরূপে এবং উদ্দেশ্য ঋষিরূপে জগতে প্রকাশিত রহিয়াছে। অভিপ্রায় প্রকাশক শক্তিকে ছন্দঃ কহে। ঐ ছন্দঃ ঋষিভেদে সপ্তনামে গণিত। প্রথম গায়ত্রী, দ্বিতীয় অষ্টি, তৃতীয় অনুষ্টুপ, চতুর্থ বৃহতী, পঞ্চম পংক্তি, ষষ্ঠ ত্রিষ্টুপ, সপ্তম জগতী। এই সপ্ত ছন্দে ব্রহ্মার অভিপ্রায় অর্থাৎ আত্মতত্ত্ব বেদমধ্যে নিহিত আছে। দেহী জীবও ঐভাবে অভিপ্রায় প্রকাশ করিবে। তজ্জন্য ঈশ্বরের যে সপ্তছন্দরূপী ধাতুদ্বারা বেদরূপী বাক্য প্রকাশিত হইয়া জগৎকে

শক্তিময় ও জ্ঞানময় করিয়াছে, সেই সপ্ত ছন্দোরূপ সূক্ষ্ম ধাতু হইতে জীবের ও স্বভাব প্রকাশক সপ্তধাতু জীবদেহে রচিয়াছে। তাহাই ব্রহ্মার অভিপ্রায়। পরে ব্রহ্মা কহিলেনঃ—"হব্য, কব্য ও অমৃতাদি অন্ন এবং ষড়্‌বিধ রস সমস্তই ঈশ্বরের জিহ্বা হইতে প্রকাশ হইয়াছে।"

যজ্ঞদ্বারা দেবতাগণকে আহ্বান পূর্ব্বক তাঁহাদের তৃপ্তি সাধনের জন্য যে চরুদান করা হয় তাহাকে হব্য কহে। যজ্ঞদ্বারা পিতৃগণকে তৃপ্ত করিতে তাঁহাদের উদ্দেশে যে চরু দান করা হয়, তাহাকে কব্য কহে। ঐ হব্য ও কব্য এই উভয়বিধ অন্নের প্রসাদ-ভাগ যাহা মানবে লাভ করে তাহাকে অমৃতান্ন কহে। যজ্ঞ বলিতে একটী মিশ্রিত কার্য্য সাত্ত্বিক, রাজসিক, ও তামসিক এই তিন গুণবদ্ধ কোন কর্ম্ম করিলেই, তাহাকে যজ্ঞ কহে। পূজাদি দেবপক্ষে যজ্ঞ। শ্রাদ্ধাদি পিতৃপক্ষীয় যজ্ঞ।

প্রত্যেক যজ্ঞে হোমস্থলে চরু উদ্ধৃত হইয়া থাকে, আহারই পরিতোষের প্রধান কারণ। ঐ আহার দুইপ্রকার। মানস আহার এবং প্রাণময় আহার। মানস আহার দ্বারাই দেবতা ও পিতৃগণকে তুষ্ট করিতে হয়। দুগ্ধাদি দ্বারা গোধূম বা ধান্যাদি উত্তম আহারীয় হোমকুণ্ডে পাক হইলে, তাহাকে চরু কহা যায়। ঐ চরু মানস ভাবে দেবতাগণকে ও পিতৃগণকে দান করা হইয়া থাকে। পরে তাহাদের তৃপ্ত্যাধিক্যের জন্য উহাতে জগ-তের সার রসরূপী মধুতিক্তকটু ইত্যাদি রস প্রদান করিতে হয়। ঐ কর্ম্ম দ্বারা মন্ত্র-মধ্য হইতে যে উপদেশ লাভ হয়, তাহাতে বাসনা ইন্দ্রিয়পর না হইয়া, ইন্দ্রিয়দেবতাপর হইয়া থাকে। ঐ দেবদত্ত চরুকে হব্য কহে।

পিতৃলোকের পরিতোষের হেতু শ্রাদ্ধাদিব্রতে বৃষোৎসর্গাদি যজ্ঞ হইয়া থাকে। ঐ যজ্ঞে পিতৃলোকের শুভ বাসনা করা হয়। পিতা আপনার স্বভাব ও মাতা আপনার স্বভাব দিয়া সন্তানের উৎপাদন করেন। সংসারযাত্রায় বিষয়ামোদে সেই পিতা যদি বাসনাকে শুদ্ধ না করিয়া, উত্তম স্বভাবে উত্তম অদৃষ্ট না লাভ করিয়া থাকেন; কিন্তু তাঁহাদের সেই স্বভাব সন্তানে অবস্থিতি থাকা প্রযুক্ত সন্তানের স্বভাব শুদ্ধ হইলে, পিতাদির স্বভাবও শুদ্ধ হওয়া নিশ্চয় হইতেছে। তজ্জন্য শ্রাদ্ধাদি ব্রতে যজ্ঞাদিতে সেই পিতৃলোকের শুভ কামনা করা যায়। এই স্থলে পিতা পর নহে, আপনার আত্মাতেই পিতার প্রত্যক্ষ হইয়া থাকে। এই কর্ম্মে যে চরু দেওয়া হয়, তাহাকে কব্য কহে এবং পূর্ব্বোক্ত মধুরাদি ছয়টি রসসারও দেওয়া হইয়া থাকে। এই দেবতাতৃপ্তিকারী ও পিতৃতৃপ্তিকারী উপায়-দ্বাররূপ চরু এবং রস সমস্তই ঈশ্বরের জিহ্বা হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। অর্থাৎ তৃপ্তি বা আস্বাদন হইতে প্রকাশ হইয়াছে। ইহাতে ঈশ্বরের মুখগত বিভুতিভোগ, ধাতুগত বিভুতি-ভোগ এবং জিহ্বাগত বিভুতিভোগ প্রমাণিত হইল। পরে ব্রহ্মা ঈশ্বরের প্রাণগত, ঘ্রাণগত বিভুতিভোগ প্রকাশ করিতেছেন।

সকলপ্রকার প্রণাদি এবং দেহস্থ বায়ুর উৎপত্তি স্থানই সেই ঈশ্বরের নাসা। মোদপ্রমোদকারী অশ্বিনযুগলশক্তি এবং ওষধি সমস্তই সেই ঈশ্বরের ঘ্রাণশক্তি হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। ২য়।৬।২।

ব্যাখ্যা। ব্রহ্মা এই স্থানে নারদকে ঘ্রাণদ্বারা ঈশ্বর কি ভাবে বিভূতি উপভোগ করেন তাহা বলিতেছেন।

যে ইন্দ্রিয় দ্বারা বায়ু হৃদ্‌গত হইয়া থাকে, তাহাকে নাসা কহে। নাসাদ্বার দিয়া বায়ু হৃদয়মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া পঞ্চপ্রাণের কার্য্য করে এবং পঞ্চপ্রাণ ব্যতীত দেবদত্ত, ধনঞ্জয়াদি বায়ুরও কার্য্য করিয়া থাকে। দেহসংরক্ষণার্থ যতপ্রকার বায়ুর ক্রিয়া হয় সমস্তই কেবল নাসাদ্বার দিয়া দেহের মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া থাকে। এই জন্য দেহ-পক্ষে নাসাই বায়ুর উৎপাদক বা প্রকাশক বুঝিতে হইবে। ঈশ্বরপক্ষে এই ভাবটী আরোপ করিলে দেখা যায় যে, জগতের সকল বায়ুই তাঁহা হইতে প্রকাশিত হইয়াছে। দেহের বায়ুর প্রকাশদ্বার যেমন নাসা, তেমনি ঈশ্বরপক্ষে বায়ুর প্রকাশদ্বার ঈশ্বরের নাসা বুঝিতে হইবে। এটী আরোপ মাত্র। ব্রহ্মার ইহা বলিবার তাৎপর্য্য এই যে; ঈশ্বরই সমষ্টিভাবে ও ব্যষ্টিভাবে জগৎ ও জীবরূপে প্রকাশ হইলেন। জগৎ ও জীবে যাহা দেখা যায়, সে সমস্তই তাঁহা হইতেই স্বতঃ প্রকাশিত ইহা ভক্তিদ্বারা বুঝিতে হইবে। ভক্তে ঈশ্বরের বিভূতিভোগ স্থির করিতে আরম্ভ করিলে, আপনার অল্পাংশকে ঈশ্বরে অধিক রূপে আরোপ করিয়া থাকে।

পরে ব্রহ্মা কহিলেন "মোদপ্রমোদকারী অশ্বিনীযুগলশক্তি এবং ওষধি সমস্ত তাঁহার ঘ্রাণেন্দ্রিয় হইতে উৎপন্ন হইয়াছে।" সামান্য গন্ধকে মোদ কহে এবং তীব্র ও বিশেষ গন্ধকে প্রমোদ কহে। এই সামান্য গন্ধে চিৎশক্তি আনন্দিত হন এবং তীব্র ও বিশেষ গন্ধে উন্মত্ত তিনি হইয়া থাকেন।

পৃথ্বীতত্ত্ব অনুভব করিয়া মনের গোচর ও চৈতন্যের গোচর করিবার জন্য যে তেজঃ বা চৈতন্যশক্তি ইন্দ্রিয়দেবতারূপে নাসিকায় অবস্থান করে, তাহাকে অশ্বিনদেবতা কহে। ঐ দেবতা দ্বিভাবাপন্ন। একটী ক্ষমতায় বায়ুসংযোগে গন্ধাদি অন্তরে প্রবেশ করে, অপর ক্ষমতায় অন্তরস্থ দূষিত বায়ু বা গন্ধ বাহির হইয়া যায়। ঐ দুই শক্তির সাহায্যে শ্বাস প্রশ্বাস বাহির হইয়া থাকে। এই জন্য ব্রহ্মা যুগল অশ্বিনের নাম করণ করিয়াছেন এবং উহা দ্বারা গন্ধাদি অনুভূত হয় বলিয়া "মোদপ্রমোদকারী অশ্বিনযুগল" বলিয়াছেন বুঝিতে হইবে।

ওষধি বলিতে উদ্ভিজ্জগতের সার। ঐ সারে এমন একটী চৈনন্যব্যাপক তেজঃ আছে, সেবনমাত্রেই যাহা বায়ুগত আকর্ষণ শক্তিতে মিশ্রিত হইয়া, চৈতন্যের সহিত মিলিত হয়। পরে চৈতন্যের সঞ্চালন মতে দেহের সর্ব্বত্র ব্যাপৃত হইয়া দেহকে শুদ্ধ বা অশুদ্ধ করিয়া থাকে। ঐ বায়ুজাত আকর্ষণ শক্তিকে ঘ্রাণশক্তি কহে। ঐ ঘ্রাণ শক্তি দ্বারা অশ্বিনীযুগলসাহায্যে দেহের শ্বাসাদির সহিত গন্ধাদি গ্রহণ হইয়া থাকে এবং তেজের সাহায্যে ঔষধির আকর্ষণ হওয়াতে, উহা দেহের সর্ব্বত্র ব্যাপ্ত হইয়া থাকে। এই জন্য গন্ধ ও ঔষধির উৎপত্তি স্থান ঘ্রাণেন্দ্রিয় বলিয়া কল্পিত হইয়াছে।

হে নারদ! রূপ প্রকাশক তেজের উৎপত্তিস্থানই সেই ঈশ্বরের চক্ষু এবং প্রভাবেষ্টিত

সূর্য্যের উৎপত্তিস্থানই সেই ঈশ্বরের আঁখিগোলক বুঝিতে হইবে। তীর্থসমবেষ্টিত দিক সকলের উৎপত্তিস্থান তাঁহার কর্ম্মশক্তি এবং শূন্য প্রকাশক শব্দের উৎপত্তিস্থানই তাঁহার শ্রোত্রেন্দ্রিয় বুঝিতে হইবে। ২য়। ৬। ৩।

ব্যাখ্যা। এই স্থানে ব্রহ্মা ঈশ্বরের সহিত তেজাদির ঐক্য দেখাইতেছেন। তেজই রূপের প্রকাশকর্ত্তা। চক্ষু দ্বারাই দেহস্থ তেজঃ প্রকাশ হইয়া অপরের রূপ আকর্ষণ করিয়া থাকে। এই জন্য তেজকে রূপের প্রকাশকর্ত্তা এবং চক্ষুকে তেজের বোধক বা প্রকাশকর্ত্তা কহে। এই জন্য ঈশ্বরের চক্ষু হইতে তেজের ও তেজঃপ্রকাশিত রূপের প্রকাশ বা উৎপত্তি কল্পিত হইয়াছে। সূর্য্য যেমন তেজঃপ্রকাশক, ঐ সূর্য্য-ভাবে চক্ষের তারকাও তেজঃপ্রকাশক। এই উপমায় ঈশ্বরের চক্ষুর গোলকই সূর্য্যের উৎপাদক ইচ্ছায় কল্পিত হইয়াছে।

দিক্ শক্তি কাহাকে বলে তাহা ইতিপূর্ব্বে বলিয়াছি। ঐ দিক্‌শক্তি দ্বারা স্থান বা সীমা নির্দ্দেশ হইয়া থাকে। সীমামধ্যে তীর্থের অবস্থিতি। কর্ণদ্বারা দিকের প্রকাশ এবং দিক্ বিধানে তীর্থের প্রকাশ। এই জন্য কর্ণ হইতেই উহাদের উৎপত্তি কল্পিত হইয়াছে। ঈশ্বরের দিক্‌শক্তির ইন্দ্রিয়দ্বারকে শ্রোত্র কহে। এই শ্রোত্রে শূন্য অনুভব হয়, এই জন্য ঈশ্বরের শ্রোত্র হইতে শূন্য ও তদ্বোধক শব্দের উৎপত্তিও কল্পিত হইয়াছে। পরে ব্রহ্মা অপরাপর অবয়ব কল্পনা করিতেছেন।

সকল বস্তুর সার এবং সকলপ্রকার সৌভাগ্যস্থানের উৎপত্তি সেই ঈশ্বরের গাত্র হইতে হইয়াছে। স্পর্শগুণক বায়ুর এবং সকল যজ্ঞের উৎপত্তিস্থানই সেই ঈশ্বরের ত্বক্ হইতেছে। ২য়। ৬। ৪।

ব্যাখ্যা। সূক্ষ্ম ও চৈতন্যময় ভাবকে সার কহে। এই অবস্থায় সকল ভূতাংশ চৈতন্য সম্মিলনে অবস্থান করিয়া থাকে। চৈতন্য স্বতঃ ঈশ্বর হইতে প্রকাশিত হইয়া জীব ও জগতে ব্যাপ্ত হইয়াছে বলিয়া, জগতের সারকে ঈশ্বরের গাত্র বলিয়া কল্পনা করা হইল।

যাহা দ্বারা ইন্দ্রিয়ের সূক্ষ্মতায় উপদেশসমূহ মনের গোচর হইয়া জ্ঞানের প্রকাশ করে, তাহাকে যজ্ঞ কহে। ইহাতেও চৈতন্যের আবির্ভাব হইয়া থাকে। যজ্ঞে হোমাদিদ্বারা দর্শন ও স্পর্শেন্দ্রিয় পুলকিত হইয়া থাকে। গন্ধাদি দ্বারা আকর্ষণেন্দ্রিয় পুলকিত হইয়া থাকে। শুভ বাদ্যাদি দ্বারা মন স্থির করিয়া ইন্দ্রিয়ের দৃষ্ট পদার্থে একচিত্ত হইয়া থাকে। এই একচিত্ত অবস্থায় যে সকল উপদেশ লাভ হয়, তাহা হইতে স্বতঃ জ্ঞানের প্রকাশ হইয়া থাকে; কারণ ইন্দ্রিয় স্থির ও পুলকিত হইলেই দেহে শান্তির প্রকাশ হয়। এই প্রমাণে যজ্ঞ ও স্পর্শনাদি ঈশ্বরের ত্বক্ হইতে উৎপত্তি হইয়াছে কল্পিত হইল।

যে সকল বৃক্ষদ্বারা যজ্ঞকার্য্য নির্ব্বাহ হইয়া থাকে, তাহারা এবং অপরবৃক্ষ সমুদায়ই ঈশ্বরের লোম হইতে জন্ম লাভ করিয়াছে এবং কেশ সকল হইতে মেঘ ও শ্মশ্রু

সকল হইতে বিদ্যুৎ; পদ ও করের নখাবলী হইতে শিলা ও ধাতুসমূহের উৎপত্তি হইয়াছে। ২য়।৬।৫।

যে সকল লোকপাল আমাদিগকে সর্ব্বতোভাবে পালন করিতেছেন, তাঁহারা সেই ঈশ্বরের বাহুযুগল হইতে জন্মলাভ করিয়াছেন বুঝিতে হইবে। ২য়।৬।৬।

ভূর্ভুবস্বঃ এই তিন লোক সেই ঈশ্বরের বা বিক্রম পদক্ষেপণ হইতে প্রকাশ হইয়াছে। শরণ্যগণের অভয় এবং সকল কামনা ও বরের উৎপত্তি স্থানই সেই হরির চরণ হইতেছে। ২য়।৬।৭।

বীর্য্য, বারি এবং সমস্ত দৃষ্ট পদার্থ, বিশেষতঃ মেঘাবলী, সেই প্রজাপতির শিশ্ন হইতে প্রকাশ হইতেছে। মৈথুনজনিত সন্তানার্থ আনন্দ উপভোগ শক্তি, সেই ঈশ্বরের উপস্থ নামক ইন্দ্রিয় হইতে স্বতঃ প্রকাশিত হইয়াছে। ২য়।৬।৮।

ব্যাখ্যা। ব্রহ্মা পঞ্চম শ্লোকে ঈশ্বরের উদ্ভিজ্জে ব্যাপ্তি প্রকাশ করিলেন, বুঝিতে হইবে। প্রথমাংশে উদ্ভিজ্জব্যাপ্তি প্রকাশ করিয়া নৈসর্গিক ঘটনাবলীর মধ্যে ঈশ্বরের ব্যাপ্তি প্রকাশ করিতেছেন।

হস্তের নখ ও পদনখাবলী শরীরের প্রকাশ্য অঙ্গ ও প্রত্যঙ্গ অপেক্ষা চৈতন্যহীন এবং কঠিন বলিয়া অনুমতি হইয়া থাকে। শিলা অর্থাৎ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রস্তর খণ্ড এবং স্বর্ণাদি ধাতু সমস্ত চৈতন্যহীন কঠিন ভূতজাত বস্তু বলিয়া জগতে প্রকাশিত। এই জন্য শিলা ও লৌহাদি ধাতুদ্রব্যাদি ঈশ্বরের নখাদি হইতে উৎপন্ন এই কল্পনা হইয়াছে।

ষষ্ঠ শ্লোকে জীবের প্রতি যে নৈসর্গিকপালন শক্তি বর্ত্তমান আছে, তাহার সংস্থানও সেই ব্রহ্ম হইতে উৎপাদিত হইয়াছে ব্রহ্মা ইহাই বুঝাইলেন।

যাঁহাদের দ্বারা জীব ও জগৎ রক্ষিত হয় সেই প্রাকৃতিক অংশাবলীকে বা শক্তি সমূহকে লোকপাল কহে। দেহের মধ্যে যেমন উভয় বাহুই দেহের রক্ষণকর্ত্তা, তদ্রূপ ঈশ্বরের বাহুই যেন লোকপালরূপে জগতে কল্পিত হইয়াছে বুঝিতে হইবে।

সপ্তম শ্লোকে ব্রহ্মা হরির বিক্রমাদির ব্যখ্যা বুঝাইতেছেন। পাদক্ষেপনকে বিক্রম কহে। (বি+ক্রম)—বিক্রম। অর্থাৎ যাহা সর্ব্বতোভাবে অধিকারগত করা হইয়াছে, কোন একটী বস্তুকে পদদ্বারা দলিত ও পদাক্রান্ত হইলে তাহা যেমন জীবের অধিকারগত হইয়া থাকে তদ্রূপ ঈশ্বরের ত্রিপাদ দ্বারা ভূ, ভুবঃ স্বঃ এই তিন লোক অধিকারগত হইয়াছে বলিয়া, উহারা বিক্রম হইতে উৎপন্ন এই কল্পনা করা হইয়াছে।

ঐ শ্রীহরির তিনটী পদ কি? ব্রহ্মা তাহা বলিবার জন্য পরে বলিতেছেন। ক্ষেম শরণ, বর এই তিনটীই হরির পদদেশ বলিয়া বেদাদিতে কল্পিত। ক্ষেম বলিতে প্রাপ্ত বস্তুর রক্ষণ। শরণ বলিতে অভয়। আর বর বলিতে কামনাসিদ্ধি।

বীর্য্য, বারি, মেঘ প্রভৃতি সমস্তই রসমাত্র, এইজন্য উহাদের শিশ্নদ্বারের ক্রিয়া বলা হইয়াছে। ঐ নিয়মেই মৈথুনানন্দকে তাঁহার উপস্থরূপে কল্পনা করা হইয়াছে। এ সমস্তই আরোপ মাত্র। এই আরোপে ভক্ত মনোনিবেশ করিলে, তোপ দূর হইয়া ক্রমে তাঁহার প্রেম ভাব দৃঢ়ীভূত হইয়া থাকে। পরে ব্রহ্মা পায়ু প্রভৃতি ইন্দ্রিয়ের পরিচয় দিতেছেন।

হে নারদ! মিত্র দেবতার, যম দেবতার এবং পরিমোক্ষণের উৎপত্তিস্থানই সেই ঈশ্বরের পায়ুদেশ হইতেছে। হিংসার, নির্ঋতির, মৃত্যুর এবং নরকের উৎপত্তিস্থানই সেই ঈশ্বরের গুহ্যদেশ হইতেছে। ইহা জানিবে। ২য়। ৬। ৯।

ব্যাখ্যা। ব্রহ্মা একে একে জীবের অঙ্গের সহিত ও জীবের স্বভাবের সহিত ঈশ্বরের একতা নারদকে দেখাইতেছেন। অপান শক্তিকে মিত্রদেবতা কহে, ইহা সাত্বিক অহং-কারের বিচারস্থলে প্রকাশ করিয়াছি। তেজোহ্রাসক শক্তিকে যমদেবতা কহে। এই শক্তি অপানের নিম্নে অবস্থান করে। এই শক্তির চালনায় জীবে শ্বাসপ্রশ্বাস রূপ আয়ুক্ষয় করিয়া থাকে।

অপানবায়ুর আধারস্থানকে মূলাধারপদ্ম কহে। ঐ স্থানে চৈতন্যের আকর্ষণ সহযোগে কতকগুলি ক্রিয়া হইয়া থাকে। এই জন্য ঐ স্থানটির নাম পদ্ম বলিয়া বট্‌চক্রবিদগণ স্থির করিয়াছেন। ঐ চক্রে অসংখ্য চৈতন্যপ্রবাহিকা নাড়ী আছে। তাহাদের ক্রিয়ানুসারে যে স্বভাব শরীরের বিকার প্রকাশ করে, তাহাকে মিত্র দেবতা কহে। আর যে স্বভাবের ক্ষমতার শক্তি ক্ষয় হয়, তাহাকে যমদেবতা কহে। ঐ স্থানের ক্রিয়ামতেই হিংসাদি পশু-প্রকৃতির উদ্ভব হয়। এই জন্য ঈশ্বরের অধো অঙ্গ কল্পনায় উহাদের প্রকাশ বলা হইল।

হে নারদ! পরাভবকারী অধর্ম্মের ও অজ্ঞানের উৎপত্তি স্থান সেই ঈশ্বরের পৃষ্ঠ-দেশ হইতেছে। সেই ঈশ্বরের নাড়ী সকল হইতে নদ, নদী এবং অস্থি সমূহ হইতে পর্ব্বতের উৎপত্তি হইয়াছে জানিবে। ২য়। ৬। ১০।

ব্যাখ্যা। কোন বস্তুর স্বরূপকে সম্মুখ কহে, অপরকে পশ্চাৎ কহে, ঈশ্বর যাহাতে স্বরূপে জীবের স্বভাবের মধ্যে লক্ষিত না হয়েন তাহাকে অধর্ম্ম কহে। তাহাই ঈশ্বরের পশ্চাৎ বা পৃষ্ঠদেশ বলিয়া কল্পিত হইয়াছে।

যাহাদ্বারা ঈশ্বরের স্বরূপ জীবের সঙ্গত হয় তাহাকে জ্ঞান কহে। যাহাদ্বারা ঈশ্বর জীবের স্বভাবের মধ্যগত না হয়েন অর্থাৎ জীব তাঁহাকে না জ্ঞাত হইতে পারেন, তাহাকে অজ্ঞান কহে। ধর্ম্ম হইতে জ্ঞানের উৎপত্তি এবং অধর্ম্ম হইতে অজ্ঞানের উৎপত্তি। নদীপর্ব্বতাদি ও তাঁহার অঙ্গীয় শক্তি হইতে প্রকাশ হইয়াছে, ইহা বুঝাইতেই শিরা ও অস্থিরূপে বলা হইল।

হে নারদ! জ্ঞানিগণ ইহ জগতের অব্যক্ত রসাদি ও ব্যক্ত রসাদি, সাগরাদি, এবং ভূতসকলের লয় অবস্থাদি সমস্তই তাঁহার উদর হইতে প্রকাশ হইয়াছে, কহিয়া থাকেন। মনোনামক জীবের লিঙ্গদেহ সেই পরম পুরুষের হৃদয় হইতে প্রকাশ হইয়াছে, ইহাও জ্ঞানিগণ নিশ্চয় করিয়াছেন। ২। ৬। ১১।

ব্যাখ্যা। ফলপুষ্প ও অন্নাদিগত রসকে অব্যক্তরস কহে এবং বৃষ্টি, নদী, সরোবর এবং সাগরাদিকে ব্যক্তরস কহে। ভূতসকলের লয়াবস্থাকে কারণাবস্থা কহে। ঐ কারণ-

অবস্থাকেও মিশ্রিত অবস্থা কহে বুঝিতে হইবে। সমস্ত মিশ্রিত অবস্থাই তাঁহার উদরে কল্পিত।

পঞ্চ তন্মাত্রা, দশ ইন্দ্রিয়, মন ও বুদ্ধি এই সপ্তদশ সূক্ষ্ম দেহাত্মাকে মনোময় শরীর বা লিঙ্গদেহ কহে। ইহাদিগকে কারণাবস্থা হইতে সূক্ষ্ম কার্য্যাবস্থা বলিতে হয়। এই সূক্ষ্ম কার্য্যাবস্থা সকল জীবের স্থূল কার্য্যাবস্থারূপ দেহের মধ্যগত থাকে।

হে নারদ! স্বয়ং ধর্ম্মের, আমার, তোমার, সনৎকুমারাদির, ভবানীপতির, বিজ্ঞানের, সত্বের এবং পরতত্বের উৎপত্তি সেই ঈশ্বরের আত্মা হইতে হইয়াছে। ২য়। ৬। ১২।

ব্যাখ্যা। এইস্থলে ভগবান ব্যাস গল্পচ্ছলে ব্রহ্মার উক্তিতে আপনার উদ্দিষ্ট রূপক প্রকাশ করিলেন। এই শ্লোকে যাহাদের উৎপত্তির পরিচয় ব্রহ্মা দিলেন, ইহার সকলই নিত্য। রূপান্তর মাত্র আছে বলিতে হয়।

পূর্ব্বে জগতের সূক্ষ্ম কারণাবস্থা বুঝাইতে ঈশ্বর হইতে যে কাল, কর্ম্ম ও স্বভাবাদির উৎপত্তির প্রকাশ প্রমাণ করিয়াছি, সেই কালকেই রূপকে ভবানীপতি বাক্‌শক্তির প্রকাশ কর্ত্তা। স্বভাবই ধর্ম্ম। অর্থাৎ জীবের সহিত ঈশ্বরের সম্বন্ধবোধক কর্ম্মই ব্রহ্মা স্বয়ং। কারণ ঈশ্বরবাসনাজাত অদৃষ্টই বিরাটভাবে ক্রিয়াপর হইয়া ব্রহ্মার সৃষ্টি করেন। নারদ শুদ্ধ চৈতন্য। সনৎকুমারাদি চৈতন্যের গুণময় অবস্থা। বিজ্ঞান প্রকৃতি বোধ। সত্ব চৈতন্য স্বরূপ। এবং পরতত্বই জীবের বাসনাজাত উদ্দেশ্য বা গতি। এ সকলই সেই ঈশ্বরের বিভূতিস্বরূপ হইতেছে। ঈশ্বর আপনা হইতেই সকলকে প্রকাশ করিয়া জগতে বিস্তারিত হইয়া, জগৎরূপে পরিবর্ত্তিত হইয়াছেন। আত্মশব্দের অর্থ—ব্যাপ্তি। ঈশ্বর পূর্ব্বোক্ত নিত্য কয়েকটী অবস্থাতে ব্যাপ্ত হইয়া জগৎ উপভোগ করিতেছেন। এই জন্য উহাদের ঈশ্বরের আত্মা বা ব্যাপ্তিভাব হইতে প্রকাশ বলিয়া কল্পনা স্থির হইল।

হে নারদ! আমি, তুমি, মহাকাল ভব এবং এই যে অগ্রজাতমুনিগণকে দেখিতেছ; সুরাসুর, নর, নাগ, খগ, মৃগসরীসৃপাদিও যাহা দেখিতেছ;—গন্ধর্ব্ব, অপ্সরা, যক্ষ, রক্ষ, ভূতগণ ও সর্পাদিও যাহা দেখিতেছে;—পশুসকল, পিতৃগণ, সিদ্ধগণ, বিদ্যাধর ও চারণগণ এবং এই যে বৃক্ষজাতীয়গণকে দেখিতেছে;—এমন কি গ্রহ, ঋক্ষ, তারা, তড়িৎ, কেতু, স্তনয়িত্নু প্রভৃতি যাহা কিছু বর্ত্তমান দেখিতে পাইতেছ:—অধিকন্তু যাহা হইবে বা অতীত কালে হইয়াছে, সে সমস্তই সেই পরমেশ্বর হইতে উৎপন্ন হইয়াছে জানিবে। সেই ঈশ্বর এই বিশ্বকে আবৃত করিয়া বিতস্তি প্রমাণ অধিক হইয়া বর্ত্তমান রহিয়াছেন। বুঝিতে হইবে। ২য়। ৬। ১৩। ১৪। ১৫। ১৬।

ব্যাখ্যা। পূর্ব্বে ঈশ্বরে জগতের ও জীবের আরোপ মাত্র বুঝাইয়া এক্ষণে ব্রহ্মা শ্রুতি অনুসারে সমস্তই ব্রহ্ম হইতে জাত এবং তিনি সকলকে আবরণ করিয়া সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ হইয়া আছেন ইহাই বুঝাই বুঝাইতেছেন।

এই বিতস্তি শব্দ প্রয়োগ করিবার ভাব এই যে, কুক্কুটী যেমন বহু সন্তান লইয়া আপনার হৃদয় মধ্যে রক্ষা করত তাহাদের আবরক হইয়া থাকে, ঈশ্বরও তদ্রূপ জগ-

ক্তের জননী বা জনক হইয়া সকলকে আপনার সর্ব্বাঙ্গে রক্ষা করত বিতস্তি প্রমাণ অধিক হইয়া আছেন।

দশ বলিতে প্রমাণমতে অধিকও বুঝায়। সেই মতে বিতস্তি অর্থাৎ দশাঙ্গুল অর্থাৎ অগণ্য। অমেয় পরিমাণে বৃহৎ হইয়া ব্রহ্মরূপে ঈশ্বর জগৎকে সর্ব্বাঙ্গে ধারণ করত, স্থাবর জঙ্গম সকলকে বর্ত্তমান অবস্থায় রক্ষা করিতেছেন; অতীত অবস্থায় রক্ষণ করিয়াছেন এবং ভবিষ্যৎ অবস্থায় রক্ষা করিবেন, তাহাও জানাইতেছেন। ইহাই ব্রহ্মার মনোমত ভাব বুঝিতে হইবে। পরে ব্রহ্মা বলিতেছেন।

হে নারদ! জগতের প্রাণস্বরূপ সূর্য্য যেমন আপন মণ্ডলে অবস্থিত থাকিয়াও জগতের সর্ব্বত্র ব্যাপৃত হইবার জন্য উঁহার বাহিরেও শক্তি বিস্তার করেন, তদ্রূপ ভগবান বিরাটরূপে জগতের অন্তরে এবং বাহিরে প্রকাশিত আছেন। ২য়। ৬। ১৭।

হে ব্রহ্মন্! সেই ভগবান যে কেবল মরণধর্ম্মা অন্নরূপে আবির্ভূত আছেন তাহা নহে; তিনি অমৃতের ও অভয়ের ঈশ্বর। অতএব সেই পুরুষের মহিমা স্থির করা দুরূহ হইতেছে। ২য়। ৬। ১৮।

ব্যাখ্যা। এই স্থানে ব্রহ্মা, ঈশ্বর যে সকলের প্রকাশয়িতা হইয়াও সর্ব্বদা মুক্ত হইয়া আছেন, তাহা দেখাইতেছেন। মরণ শব্দের প্রকৃত অর্থ স্বভাবের পরিবর্ত্তন। জীব যে স্বভাবাপন্ন হইয়া অদৃষ্টবশে প্রকাশ হয়, সেই অদৃষ্টনাশে স্বভাবের পরিবর্ত্তন হয় এবং তৎসহযোগে প্রকাশ স্বরূপ দেহেরও নাশ হইয়া থাকে। এই পরিবর্ত্তনাবস্থাকে মরণ কহে। অন্ন বলিতে গতি বা জীবিকা।

জগতের সূক্ষ্ম কারণ যখন অবিনাশী এবং তাহারা যখন ঈশ্বরের শক্তি স্বরূপে থাকে, তখনই তাহারা পরিবর্ত্তনহীন, অর্থাৎ অমৃত এবং অপরের সাহায্যে চালিত বা বশীভূত নহে, এই জন্য অভীত। এই অমৃত ও অভয়শক্তিতে ঈশ্বর জগৎরূপী কার্য্য হইতে পৃথক রহিয়াছেন। অমৃত ও অভয় শক্তিদ্বয়ই তাঁহার প্রকৃত রূপ, আর প্রাণীগণের অদৃষ্ট তাঁহার বাসনামাত্র, প্রকৃত অবস্থা নহে। কারণ, নিত্য বস্তুর পরিবর্ত্তন দেখা যায় না। এই নিয়মে ঈশ্বর সদামুক্তরূপে অমৃত ও অভয়রূপী হইয়াও সদামুক্তরূপে অদৃষ্টরূপী হইয়াছেন বুঝিতে হইবে।

হে নারদ! সেই স্থিতিপাদ-পুরুষের সকল পদেতেই ভূতসকল অবস্থান করিতেছে। ঐ ত্রিপাদ স্থানের উপর্য্যুপরি শিরোভাগে যথাক্রমে অমৃত, ক্ষেম ও অভয় বিরাজ করিতেছে। ২য়। ৬। ১৯।

ব্যাখ্যা। ব্রহ্মা এই স্থানে ঈশ্বরের স্থিতি প্রকাশ করিয়া, তিনি কোথায় কি ভাবে আছেন, তাহা প্রকাশ করিতেছেন। পূর্ব্বে যখন সাংখ্য বিচার করিয়াছি, তখন ঈশ্বর কি ভাবে ত্রিগুণময় হইলেন, তাহা দেখাইয়াছি। সেই ত্রিস্বভাবে মণ্ডিত হইয়া ঈশ্বর তিন অংশে বিভক্ত হইলেন। এক অংশে গুণ সকলের পরিণামরূপী অদৃষ্ট

অপর অংশে অদৃষ্টের পালন হেতু অমৃত এবং ঐ কারণাবস্থার পালন হেতু অপরাংশে অভয় নামে রহিলেন।

পাদ বলিতে অংশ। অমৃত, ক্ষেম ও অভয় এই তিন অংশই ঈশ্বরের ত্রিপাদ। ঈশ্বর এই ত্রিপাদ দ্বারা স্বর্গ হইতে পাতাল পর্য্যন্ত ব্যাপ্ত হইয়া আছেন। ভূঃ ভুবঃ স্বঃ এই তিনটি পাদাক্রান্ত অবস্থা বা ঐ তিন শক্তির ক্রিয়াস্থল।

হে নারদ! এই ত্রিলোকের বাহিরে যে সকল স্থান আছে, তাহা ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমিগণের আশ্রম স্বরূপ, এবং ঐ ত্রিপাদ মধ্যগত আর একটী পাদাংশ আছে, তাহা গৃহস্থগণ আশ্রয় করিয়া থাকেন, তাহাকেই ভগবানের চতুর্থপদ বলা যায়। ২য়। ৬। ২০।

ব্যাখ্যা। ব্রহ্মা ইতিপূর্ব্বে ভগবানের সর্ব্বত্র স্থিতি দেখাইয়া তাঁহার কোন্ অংশে কোন্ শ্রেণীর জীব থাকে, তাহাই দেখাইতেছেন।

যাঁহারা পুত্রাদি উৎপাদন না করিয়া, সংসারের সমস্ত আসক্তি ছেদ করিয়া, কেবল পরমেশ্বরে মিলিত হইবার জন্য যোগাচারাদি ব্রত ধারণ করিয়া থাকেন, তাঁহাদের ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমী কহে। ভগবান ব্রহ্মা এস্থলে ঐ আশ্রম নির্দ্দেশ করিলেন। এখানে পাদ বলিতে সংযুক্ত স্থান। বর, ক্ষেম, অভয় (অমৃত) এই তিনটী হরির পদশক্তি। পদ বলিতে তেজাংশ। অর্থাৎ ঐ অমৃত ক্ষেম ও অভয়, ত্রিপদ পরাক্রমে ভূঃ, ভুবঃ স্বঃ এই লোকত্রয়ে বর্ত্তমান আছে, ইহার প্রমাণ পূর্ব্বে করিয়াছি। বর, ক্ষেম, ও অভয়, এই ত্রিপদ। তপস্যাদি লোক অপরিবর্ত্তনশীল। এ প্রমাণও পূর্ব্বে করিয়াছি। যাহারা কেবল সেই ব্রহ্মে মিলিত হইবার জন্য ব্রতী হয়েন, তাঁহারা ঐ সত্যাদি লোকে অন্তে লীন হইয়া থাকেন।

সংসারী কার্য্যপর। কর্ম্মভূমিতে কার্য্যপর হইয়া বাসনা পরিশুদ্ধি বা অপরিশুদ্ধি মতে গতিলাভ করিয়া এই ত্রিলোকের মধ্যেই থাকে। ইহাই নির্ম্মুক্ত জীবাবস্থা, উহা ত্রিলোকাপেক্ষা অধিকতর স্থূল। ইহাই বিরাট রূপের বিকারভাব বুঝিতে হইবে। এই ভাবে ভগবান চতুর্থাংশে পরিপূর্ণ হয়েন। এই চতুর্থাংশ ঐ ভূরাদি অংশত্রয়ের মধ্যগত, এই জন্য সংসার ভূর্ভুবঃ স্বঃ এই লোকত্রয়ের মধ্যগত।

হে নারদ! ভোগ ও অপবর্গের সাধনরূপী দুইটী পথ সর্ব্বত্র বিস্তারিত রহিয়াছে। ক্ষেত্রজ্ঞ পুরুষ ঐ উভয়ের আশ্রয় স্বরূপ রহিয়াছেন; ঐ দুইটীর মধ্যে একটীকে বিদ্যা আর অপরটীকে অবিদ্যা কহে। ২য়। ৬। ২১।

ব্যাখ্যা। সর্ব্বত্র বলিতে ত্রিপাদের অন্তরে ও বাহিরে। তাহা হইলেই কি সংসার, কি ব্রহ্মচর্য্যাশ্রম, অথবা কি সত্যাদিলোক, কি ভূরাদিলোক সকলই বুঝান হইল। এই উভয় স্থানসংযুক্ত দুইটী পথ আছে। ঐ দুইটীর মধ্যে একটীতে ভোগসাধনে জীব উন্মত্ত হয়। অপরটীতে বৈরাগ্যসাধনে জীব মুক্তির আশায় আশ্বাসিত হইয়া থাকে।

ভোগ বলিতে প্রবৃত্তি। জীব জন্মগ্রহণ করিয়া ঈশ্বর ও মায়া হইতে যে

দ্রব্য, জ্ঞান, ক্রিয়া ও কালকর্ম্মস্বভাবমতে পরিণাম লাভ করিয়া থাকে, তাহার মধ্যে ঐ ছয় সম্পত্তি এবং মাতা ও পিতার সম্পত্তি স্বভাবমতে বিকৃত হইয়া প্রত্যেক জীব নূতন স্বভাবান্বিত হইয়া থাকে। কিন্তু যাহার অন্তরে জ্ঞানাধিক্য থাকে, সে কোন না কোন মতে বৈরাগ্য উৎপাদন করিয়া নিবৃত্তির অনুসারী হয়। কাহারও স্বভাবে তমোগুণাধিক্য থাকে, ঐ স্বভাবানুসারে কার্য্য করিলেই জীবকে প্রবৃত্তির পথিক কহে। এই প্রবৃত্তি হইতে নিবৃত্তিপথে যাইবার উপায় চৈতন্য। উপদেশ বা শিক্ষায় লাভ হইতে পারে। নিবৃত্তিপর আসক্তির নাম বিদ্যা। প্রবৃত্তিপর আসক্তির নাম অবিদ্যা।

হে নারদ! যাঁহা হইতে এই ব্রহ্মাণ্ড প্রকাশ হইয়াছে, এবং এই ভূতেন্দ্রিয় গুণাত্মক বিরাটরূপী বিশ্ব প্রকাশ হইয়াছে। তিনিই ঈশ্বর। সূর্য্য যেমন সর্ব্বত্র প্রকাশ হইয়াও সকল হইতে অতিক্রান্তভাবে আপন মণ্ডলে রহিয়াছেন। ঈশ্বরও তদ্রূপ এই ব্রহ্মাণ্ডরূপী দ্রব্য প্রকাশ করিয়া সকলের অতিক্রান্তভাবে রহিয়াছেন জানিও। ২য়। ৬। ২২।

ব্যাখ্যা। ইতিপূর্ব্বে ব্রহ্মাণ্ডের অবস্থা প্রকাশ করিয়াছি। কাল, চৈতন্য, সদসদাত্মিকা শক্তি মিলনে প্রধান ও মহত্তত্ত্বাবস্থা হয়। সেই অবস্থায় সত্ত্ব, রজঃ ও তমোগুণের প্রকাশ হয়। ঐ তিনগুণে ঈশ্বর প্রতিবিম্বিত অর্থাৎ আকৃষ্ট হইলে অহংকার প্রকাশ হয়। ঐ অহংকার হইতে সাত্ত্বিক, রাজসিক,ও তামসিক ভেদে ;—মন,দেবতা, ইন্দ্রিয় ও ভূতাদি প্রকাশ হয়। এই সকল কারণাবস্থায় যখন ঈশ্বরের বাসনা ও স্বরূপ চৈতন্য পতিত না হয়, তখনই ইহাদের অজীব অণ্ড কহে। ইহাই ব্রহ্মাণ্ড। পরে ঈশ্বর স্বরূপ চৈতন্য ও বাসনার সহিত মিশিলে এই বিশ্ব বা বিরাট দেহ প্রকাশ হয়। ব্রহ্মাণ্ডে ও বিশ্বে এই মাত্র প্রভেদ। ঈশ্বরের কারণাবস্থার পরিণতির নাম ব্রহ্মাণ্ড এবং কার্য্যাবস্থার পরিণতির নাম বিশ্ব। এই জন্য ব্রহ্মা ভূতেন্দ্রিয় ও ত্রিগুণাত্মক বিরাট বলিয়া উল্লেখ করিলেন। ঈশ্বর এই দুই অবস্থায় পরিণত হইয়া কি ভাবে রহিলেন, তাহা ব্রহ্মা পরে বলিতেছেন। সূর্য্য যেমন সকলের প্রকাশক, কিন্তু সর্ব্বত্র ব্যাপ্তি সত্ত্বে আপন মণ্ডলে রহিয়াছেন ; ঈশ্বরও তদ্রূপ আপনার শক্তি সমূহ হইতে বিশ্ব ও ব্রহ্মাণ্ড প্রস্তুত করিয়া তাহাতে প্রকাশ হইয়া স্বরূপে আপনাতে রহিয়াছেন। ঈশ্বরবোধ কি ভাবে হয়, তাহার সংক্ষেপ উদাহরণ ব্রহ্মা পরে কয়েকটী শ্লোকে বলিতেছেন।

হে নারদ! যখন আমি সেই মহাত্মার নাভিকমল হইতে প্রকাশ হইলাম, তখন সেই পুরুষের অবয়বে কতকগুলি যজ্ঞোপযোগী বস্তুমাত্র দেখিয়াছিলাম, আর কিছুই অনুভব করিতে পারি নাই। ২য়। ৬। ২৩।

ব্যাখ্যা। দেহের মধ্যস্থলকে নাভি বহে। পুরুষের বীর্য্য ঐ নাভিস্থলের নিম্নে রক্ষিত হয়। ব্রহ্মা চৈতন্য প্রকৃতি। ঈশ্বর আপনার অন্তরস্থ বীর্য্য হইতে প্রকৃতি নাম্নী শক্তির প্রকাশ করিয়াছেন, ইহা বিজ্ঞানে প্রমাণিত হওয়াতে, ঈশ্বরকে পুরুষরূপে সাজাইয়া উপদেষ্টাগণ ব্রহ্মার প্রকৃতিকে তাঁহার নাভি হইতে প্রকাশ বর্ণনা করিয়াছেন। চতুর্ব্বিংশতিতত্ত্বকে প্রকৃতি কহে। তাহাই বিজ্ঞানচৈতন্য বুঝিতে হইবে।

চতুর্ব্বিংশতি তত্ত্বের প্রকাশক বা কারণাবস্থাই ব্রহ্মা বা প্রকৃতি। পদ্ম বলিতে ব্রহ্মাণ্ড। অগ্রে ঈশ্বর আপন বীর্য্য হইতে ব্রহ্মাণ্ড বা কারণভাব প্রকাশ করিয়া, পরে তাহা সংরক্ষণার্থে ও ব্যাপ্তি অর্থে নিজ শক্তিকে প্রকাশ করিলেন। এই জন্য ব্রহ্মা ঈশ্বরের নাভিপদ্মের উপরে প্রকাশিত হইয়াছেন, পুরাণে কল্পিত হইয়াছে।

হে নারদ! সেই পুরুষাবয়বে :—কতকগুলি পশু, কেতকগুলি বনস্পতি, কতকগুলি কুশ; যজ্ঞের উপযুক্ত স্থান; যজ্ঞপক্ষে বহু গুণান্বিত উপযুক্ত কাল, পাত্র, নানাবিধ ওষধি, নানাবিধ রস, ঘৃতাদি, মৃত্তিকা, লৌহাদি ধাতু, জল প্রভৃতি এবং চাতুর্হোত্র উপায়, ঋক, সাম, যজুশ্রুতি, জ্যোতিষ্টোমাদি নামধেয় ধর্ম্মাদি, ব্রতাদি, মন্ত্রাদি, দক্ষিণাদি, দেবতানুক্রম, কল্প ও সঙ্কল্পতন্ত্র গ্রন্থাদি; গতি সমূহ, গতি সমূহ, প্রায়শ্চিত্ত ও সমর্পণাদি নানাবিধ উপায় দেখিতে পাইলাম জানিবে। ২য়। ৬। ২৪। ২৫। ২৬। ২৭।

ব্রহ্মা কে, তাহার পরিচয় দিলাম। ব্রহ্মা যে পুরুষের রূপান্তর, তাহাকে বিজ্ঞানে অহংকারাবস্থা কহে। অহংকার হইতে সত্ত্ব, রজঃ ও তমোগুণময়ী শক্তিভেদে এই প্রকাশ্য জগৎ প্রকাশ হইয়াছে। যে উপায়ে অহংকার অবস্থা হইতে মনোময়, ইন্দ্রিয়ময় এবং ভূতময় জগৎ প্রকাশ হইয়াছে, তাহাকে যজ্ঞ কহে। ব্রহ্মার অবস্থা বোধ জন্য আভিধানিকেরা ঈশ্বরার্থ ও ঈশ্বরকৃত কর্ম্মকে যজ্ঞ কহিয়া থাকেন।

ব্রহ্মা যে পুরুষাবয়বের নাম করিলেন, সেই অহংকার অবয়বে যেমন গর্ভস্থ শিশুর অস্ফুটভাবে সকল অঙ্গ প্রকাশ দেখা যায়, তদ্রূপ জগৎ প্রকাশরূপ যজ্ঞের উপযোগী অস্ফুট দ্রব্য সমূহ দেখিয়াছেন। সেই অস্ফুট ভাবকে ঋষি ব্যাস পার্থিব দ্রব্যযজ্ঞের রূপান্তর কহিলেন মাত্র বুঝিতে হইবে। সৃষ্টির উপযোগী বিষয় এবং জীবের ঈশ্বরপর হওনের উপযোগী বিষয় সমস্তই ঈশ্বরে ছিল।

হে নারদ! এই সকল সাধন প্রকরণ সেই অবয়ব হইতে প্রাপ্ত হইয়া আমি সেই সকল দ্বারাই যজ্ঞবেশধারী পুরুষ ঈশ্বরের যাজন করিয়াছিলাম। ২য়। ৬। ২৮।

ব্যাখ্যা। ইতিপূর্ব্বে আমি যেভাবে যজ্ঞ সামগ্রী সমূহের ব্যাখ্যা করিলাম, তাহার গূঢ়ভাব স্বরং ব্রহ্মার উক্তিতে ভগবান ব্যাস প্রকাশ করিয়া দিতেছেন। এই শ্লোকে সৃষ্টির কারণ সমূহ স্বয়ং ঈশ্বর হইতে প্রকাশিত, তাহাই কমলযোনী বুঝাইতেছেন।

যে পুরুষের অবয়বে যজ্ঞ সামগ্রী সমূহ ছিল, তাহাকে অহঙ্কার কহে এবং যজ্ঞ সামগ্রী সমূহই জগতের স্থূল কারণ এ কথা ইতিপূর্ব্বে আমি প্রকাশ করিয়াছি।

ব্রহ্মা বলিলেন:—হে নারদ! এই যে সৃষ্টিরূপী যজ্ঞ ইহাতেই ঈশ্বর যজ্ঞ-পুরুষ রূপে বর্ত্তমান আছেন, আমি যজ্ঞ দ্বারাই—অর্থাৎ তাঁহার প্রকাশিত সৃষ্টি যজ্ঞের উপযোগী—উপকরণাদির দ্বারাই সেই ঈশ্বরকে যাজন করিয়া এই সৃষ্টি প্রকাশ করিতেছি, বুঝিও। ঈশ্বরকে আবির্ভাব করণের নামই যাজন, এবং ঈশ্বরের প্রত্যক্ষ হওনই যজ্ঞের উদ্দেশ্য। বিশ্বটী তাঁহার বিরাট মূর্ত্তি বুঝিতে হইবে।

হে নারদ! আমার পরে এই সকল নব প্রজাপতি ভ্রাতাগণ সেই ব্যক্ত ও অব্যক্ত স্থিত পুরুষকে সুসমাহিত হইয়া যাজন করিলেন। ২য়। ৬। ২৯।

ব্যাখ্যা। মরীচি. অত্রি, অঙ্গিরা, পুলস্ত. পুলহ, ক্রতু, ভৃগু, বশিষ্ঠ. অথর্ব্বা, এই নয় চৈতন্যময় সত্বাবস্থার নাম নয়টী প্রজাপতি। ইহাঁদিগকে ঈশ্বর ব্রহ্মার সম সময়ে প্রকাশ করেন। ইহাঁরা ইন্দ্রিয় দেবগণের মধ্যে তেজোরূপে বর্ত্তমান আছেন।

ঈশ্বরচৈতন্য সত্বগুণে প্রতিফলিত হইলে, তাহা হইতে ভূত ও ইন্দ্রিয়চালক ও প্রকাশক মন এবং মন চালক দশ সংখ্যক দেবশক্তি প্রকাশ হয়। অর্ক প্রচেতাদি ইন্দ্রিয়শক্তি ভূতগণের মধ্যে ক্রিয়াপর হয়েন; এই মরীচি প্রভৃতি নয়টী প্রজাপতি শক্তি ইহারা মনের সহিত ঐ দেবগণের ঐক্য বিধান করেন।

ইহাদের ক্রিয়া যে সকল বৃত্তির সহায়তাতে প্রকাশ হয়, তাহারাই ব্রহ্মপুত্র কর্দ্দমের নয়টী কন্যা অভিহিত। ঐ নয়টীর নাম কলা, অনসূয়া, শ্রদ্ধা, হবি, গতি, ক্রিয়া, খ্যাতি, অরুন্ধতী, শান্তি। বিদ্যাশক্তির তেজকে কলা কহে; জড়মতিহীনকে অনসূয়া কহে, যুক্তিতে চিত্তস্থির করণকে শ্রদ্ধা কহে; দর্শন স্পর্শনাদি কর্ম্মশিক্ষাকে হবির্ভূ কহে; স্মৃতির অনুসারীকরণ তেজকে গতি কহে; বিচারশক্তিকে ক্রিয়া কহে। গুণবিস্তারকে খ্যাতি কহে, বিষয় হইতে বাসনার আকর্ষণী তেজকে অরুন্ধতী কহে; আনন্দকে শান্তি কহে। এই নয়টী সত্বগুণোপহিত চৈতন্য সঞ্চারিণী শক্তির দ্বারা ঐ নয় প্রজাপতি অর্থাৎ পালনী শক্তিগত চৈতন্য ক্রিয়াপর হইয়া ব্রহ্মার সৃষ্টিরূপী স্থূল জগৎ রক্ষা করিয়া থাকেন।

পরে ভগবান কমলযোনী বলিলেন:—"আমার প্রজাপতি ভ্রাতাগণ সুসমাহিত হইয়া ব্যক্ত ও অব্যক্ত পুরুষের যাজন করিয়াছেন।" এই ব্যক্ত ভাবকে সূক্ষ্ম ব্যক্ত চৈতন্যভাব বলিয়া বুঝিতে হইবে। এই ব্যক্তভাবকে ইন্দ্রাদি, ইন্দ্রিয়শক্তিরূপে বিজ্ঞানে নিশ্চয় করিয়াছে। আর অব্যক্তভাবকে আত্মারূপে বিচার করিয়াছে। ঐ যে নয় ঋষি ঈশ্বরের চৈতন্য ব্যাপকভাব রূপে বিরাজিত, উহাঁরা ইন্দ্রিয়শক্তি এবং সর্ব্ব কারণ আত্মার যাজন অর্থাৎ কর্ত্তব্যসাধন করিয়া এই সংসারের মনোময় অংশ প্রকাশ করিয়াছেন। ইহাই ব্রহ্মার অভিপ্রায়।

তদনন্তর কালক্রমে মনু সকল, অপরাপর ঋষিগণ পিতা সকল, বিবুধ সকল দৈত্য সকল ও মনুষ্য সকল, যজ্ঞ দ্বারা সেই বিভুকে যাজন করেন। ২য়। ৬। ৩০।

ব্যাখ্যা। মনু বলিতে চৈতন্যবোধক, ঋষি সকল বলিতে চৈতন্যব্যাপ্তি বোধক শক্তি; পিতা বলিতে স্থূল জীব প্রকাশক সূক্ষ্ম জীবকারণ সমূহ। বিবুধ বলিতে বুদ্ধিশক্তি। দৈত্য বলিতে বিষয়পর বাসনা শক্তি। মনুষ্য বলিতে সংকল্প ও বিকল্পাত্মক জীব সকল। ব্রহ্মা পূর্ব্বে সূক্ষ্ম হইতে স্থূল জগৎ প্রকাশ রূপ আত্মসৃষ্টি প্রকাশ করিলেন। পরে চৈতন্য

ব্যাপ্তি রূপী ঋষিগণ দ্বারা চৈতন্য সৃষ্টি প্রকাশ করিলেন। উহাতে স্থূল ও সূক্ষ্ম সৃষ্টি হইল বুঝিতে হইবে।

হে নারদ! এই বিশ্ব ভগবান নারায়ণে অবস্থিত রহিয়াছে, সেই ভগবান সৃষ্টি কার্য্যাদির জন্য মায়ায় আকৃষ্ট হইয়া বহুগুণান্বিত হইয়াছেন; কিন্তু তিনি স্বয়ং অগুণ হইয়া আছেন। ২য়। ৬। ৩১।

ব্যাখ্যা। মার্কণ্ডেয় পুরাণে চণ্ডীমাহাত্ম্যে নারায়ণ শব্দের অর্থ, তত্ত্ব সমূহের আশ্রয়দাতা বলিয়া উক্ত হইয়াছে—তত্ত্ব সমূহের সমষ্টিকে বিশ্ব কহে। ঐ সকল বিস্তার কর্ত্তাকে ভগবান কহে। ঐ সকল কারণের কারণ স্বরূপ ঈশ্বরে কারণ সমূহের সমষ্টি স্বরূপ বিশ্ব অবস্থিত রহিয়াছেন। ইহাই ব্রহ্মার অভিপ্রায়। ব্রহ্মাকে নারদ ইতিপূর্ব্বে যে:—"এই বিশ্ব কাহাতে অধিষ্ঠিত রহিয়াছে?" এই প্রশ্ন করিয়াছিলেন, ব্রহ্মা তাহার উত্তর এই স্থানে সমাপন করিলেন।

হে নারদ! সেই ঈশ্বর ত্রিশক্তিধারী হইতেছেন, তাঁহা কর্ত্তৃক নিয়োজিত হইয়া আমি সৃজন করিতেছি, হর তাঁহার বশীভূত হইয়া সকল বস্তু হরণ করিতেছেন, তিনি স্বয়ং পুরুষরূপে বিশ্ব পালন করিতেছেন। ২য়। ৬। ৩২।

ব্যাখ্যা। নারদ ইতিপূর্ব্বে ব্রহ্মাকে বলিয়াছেন যে:—"আপনি কাহার অধীন।" ব্রহ্মা ইতিপূর্ব্বে তাহার প্রমাণ দেখাইয়া এই শ্লোকে তাহার উপসংহার করিতেছেন।

তিনটী শক্তি আছে, যাঁর তিনিই ত্রিশক্তি। কাল, চৈতন্য ও সৎ এই তিনটী নিত্য চৈতন্যময়—বস্তু ক্রিয়াপর অবস্থা। দ্রব্য, জ্ঞান, ক্রিয়া এই তিনটীই মায়ার শক্তি। ইহাদের বিচার পূর্ব্বে করিয়াছি। সেই তিনটী শক্তি মিশ্রিত হইয়াই মায়া নামে একটী চৈতন্যাংশ প্রকাশ হইয়া থাকে।

ঐ তিনটী শক্তি,—কাল, কর্ম্ম স্বভাব, আর তিনটী চৈতন্য শক্তির সহিত মিলিত হইয়া চৈতনময় ও জড়ময় জগৎ প্রকাশ করিয়া থাকে। উহার মধ্যে বর্ত্তমান অবস্থায় বিকার, সংস্কার যে শক্তি বা স্বভাবে হয় তাহাকে ব্রহ্মা বা জন্মাবস্থা কহে। পরিবর্ত্তনাত্মক অবস্থা বা মৃত্যু যে স্বভাবে বা শক্তিতে ঘটে, তাহাকে হর কহে। কর্ম্মসহ বর্দ্ধন বা প্রকাশ যে স্বভাবে ঘটে, তাহাকে বিষ্ণু বা আত্মা কহে।

হে তাত! তুমি আমাকে যাহা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলে তাহা বলিলাম। দেখ বৎস! সেই ভগবান হইতে সদসদাত্মক ভাব কিছু মাত্র পৃথক নহে। ২য়। ৬। ৩৩।

ব্যাখ্যা। নারদ ইতিপূর্ব্বে ব্রহ্মাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন যে:—"এই বিশ্ব যাহাতে নির্ম্মিত এবং যে বস্তুতে জীবিত তাহা বলুন।" ব্রহ্ম এই শ্লোকে তাহার উপসংহার করিলেন।

সদাসদাত্মক বলিতে কার্য্য ও কারণাত্মক বুঝিতে হইবে। ভাব্য বলিতে কার্য্য ও কারণের পরিণতি বা স্থূল। ভগবান বলিতে এ স্থলে সগুণ ঈশ্বর। ইহাতে ইহা বুঝাইতেছে যে, ব্রহ্মা কহিলেন, সেই সগুণ ঈশ্বর হইতে এই কার্য্য কারণাত্মক স্থূলের কিছুমাত্র ভেদ নাই; কারণ, তিনি সূক্ষ্মভাবে থাকিয়া স্থূলভাব প্রকাশ করত এই জগৎ কার্য্য প্রকাশ করিতেছেন।

হে অঙ্গ! আমি যে সকল কথা কহিলাম, ইহার একটীও মিথ্যা নহে, কারণ, কোন অবস্থাতেই আমার মনের মিথ্যাপথে গতি হয় নাই। আমার হৃদয়ের উৎকণ্ঠাবস্থায় হরি ধৃত হইয়াছেন, এই জন্য আমার অনুবর্ত্তী জীবগণ অসৎপথে গমন করিতে পারে না। ২য়। ৬। ৩৪।

ব্যাখ্যা। নারদ ইতিপূর্ব্বে ব্রহ্মাকে বলিয়াছিলেন:—"হে বিভো! আপনাকেই ঈশ্বর বলিয়া জানি, আপনি আবার কাহার জন্য তপাচারী হইয়াছেন, তাবা বলুন।" ব্রহ্মা সে সন্দেহ নিরসন করিয়া নারদকে সাহস প্রদান করিতে এই শ্লোক কহিলেন।

অত্যুদ্রেককে উৎকণ্ঠা কহে। চৈতন্যশক্তিরূপী ব্রহ্মা চৈতন্যকে আকর্ষণ করিয়া চৈতন্য ও জড়ময় জগৎ প্রস্তুত করিতেছেন। এই জন্য ব্রহ্মার পক্ষে চৈতন্য একান্ত ধৃত রহিয়াছে, এই ভাব ব্যাসদেব প্রকাশ করিয়াছেন।

যিনি সকল জড়ভাব আকর্ষণ করিয়া চৈতন্যে লীন করেন, তিনিই হরি। অর্থাৎ পরম চৈতন্য। ব্রহ্মা সূক্ষ্ম হইতে স্থূল জগৎ ব্যাপ্ত চৈতন্যভাব। সেই ভাব যে পূর্ণ চৈতন্য হইতে প্রকাশিত, তিনিই হরি। ইহাতে ব্রহ্মার ভাব কেবল মাত্র হরিপর, তাহা বুঝান হইল। হরি সত্য স্বরূপ।

হে নারদ! আমি বেদময়, তপোময় ও প্রজাপতিগণেরও পতিগণ কর্ত্তৃক অভিবন্দিত এবং শ্রেষ্ঠ হইয়াও যাঁহা হইতে আমার জন্ম হইয়াছে, তাঁহাকে সর্ব্বোৎকৃষ্ট যোগদ্বারাও সম্যক্ জানিতে পারিতেছি না। ২য়। ৬। ৩৫।

হে নারদ! ভগবানের যে চরণ, শরণাগতগণকে সংসার হইতে নিবৃত্ত ও মঙ্গল প্রদান করে এবং যাহা সেবনের পক্ষে শ্রেষ্ঠবস্তু, সেই চরণকে আমি নমস্কার করি। তাঁহার মায়ার ও মহিমার অন্ত নাই; লোকে যেমন আপনার হৃদয়গত আকাশের বোধ করিতে পারে না, তদ্রূপ স্বয়ং ভগবানই আপনার মায়ার বিভূতি সম্যক্ প্রকারে জ্ঞাত হইতে পারেন না। অতএব অপর কার সাধ্য যে সেই মায়ার প্রভাব জানিতে পারিবে। ২য়। ৬। ৩৬।

হে নারদ! কি আমি, কি তোমরা, কি বামদেব, কেহই যখন সেই মায়ার গতিকে স্থির করিতে পারেন নাই, তখন অপরাপর সুরেরা কি প্রকারে তাহা জানিতে পারিবেন। সেই মায়ায় মোহিত হইয়া আমরা আপনাপন ভাবে এই বিশ্ব রচনা করিতেছি। ২য়।৬।৩৭।

হে নারদ! যাঁহার অবতারলীলা সমূহ আমরা কীর্ত্তন করিয়া থাকি এবং তত্ত্ববিচার দ্বারাও যাঁহাকে সম্যক্ প্রকারে বোধ করা যায় না; সেই ভগবানকে প্রণাম করি। ২য়। ৬। ৩৮।

সেই অজ ভগবান, আদি পুরুষ; তিনি কল্পে কল্পে আপনাতেই সৃজন, পালন ও লয় করিতেছেন। ২য়। ৬। ৩৯।

হে নারদ! সেই ভগবান কেবল বিশুদ্ধজ্ঞানময়। তিনি সকল সত্বাতে সম্যক্ প্রকারে বর্ত্তমান রহিয়াছেন। তিনি সত্যস্বরূপ, নির্গুণ, পূর্ণ এবং আদি ও অন্ত রহিত। তিনিই নিত্য ও অদ্বিতীয় জানিবে। ২য়। ৬। ৪০।

হে ঋষি! যাঁহাদের আত্মা, ইন্দ্রিয় ও বিষয়বাসনায় প্রশান্ত হইয়াছে, সেই সকল মুনিগণ সেই ঈশ্বরকে জানিতে পারেন। যাহারা অসৎ হইয়া তর্কের দ্বারা আপ্লুত, তাহাদের নিকটে ঈশ্বর তিরোহিত হয়েন। ২য়। ৬। ৪১।

হে নারদ! সেই পরাৎপরের আদি অবতার পুরুষ নামধেয়; কাল, স্বভাব, সদসৎ মন, দ্রব্য, বিকার, গুণাদি, ইন্দ্রিয় সমূহ, বিরাটভাব, স্থাবরভাব, জঙ্গমভাবরূপে তিনি পরে পরে অবতীর্ণ হয়েন। ২য়। ৬। ৪২।

ব্যাখ্যা। ব্রহ্মা এই শ্লোকে নির্গুণভাব হইতে সগুণভাবের আবির্ভাব দেখাইতেছেন। কেবল তত্ত্বাদ দ্বারা নির্গুণভাবের প্রমাণ হইয়া থাকে। নির্গুণভাব হইতে ক্রমে সগুন ভাবে ঈশ্বর যত রূপান্তরিত হইয়াছেন, পণ্ডিতেরা ততই অবতার রূপে কল্পনা করিয়াছেন। ঈশ্বর নির্গুণত্ব হইতে প্রথমতঃ যেভাবে সগুণ হইলেন, পণ্ডিতেরা তাঁহাকে "পুরুষ" কহেন। পঞ্চতত্ব বা তন্মাত্রাময় পুরে যিনি বিরাজ করেন, তিনিই পুরুষ। এই পুরুষকে পুরাণে বিষ্ণু কহে। এই বিষ্ণু ত্রিশক্তি বা ত্রিভাবময়। এক ভাব মহত্তত্ত্বের অন্তর্গত। আর এক ভাব কারণাণ্ড মধ্যগত, অপরাংশ সর্ব্বভূত মধ্যগত, অর্থাৎ চৈতন্যের সক্রিয়াবস্থাকেই পুরুষ কহে। কাল যখন সৎকে ক্ষোভ করিয়া চৈতন্যকে জাগ্রত করেন, তখনই চৈতন্য—সক্রিয় হইয়া প্রথমে মহত্তত্ত্বের, পরে অহংকারের এবং অবশেষে সর্ব্বভূতের মধ্যগত হয়েন। এই তিন অবস্থায় ত্রিরূপে বিষ্ণু চৈতন্যপ্রবাহ রূপে জগৎকে পালন করিতেছেন, ইনিই প্রথম অবতার।

হে নারদ! আমি, ভব, যক্ষরক্ষাদি, প্রজাপতিগণ, ভবদাদি মুনিগণ, স্বর্লোকপালগণ, খলোকপালগণ এবং নরলোকপালগণ সকলেই তাঁহার অবতার হইতেছি। ২য়। ৬। ৪৩।

হে নারদ! গন্ধর্ব্বগণপতি, চারণগণপতি, রক্ষগণপতি, যক্ষগণপতিঃ উরগগণপতি, নাগগণপতি সকলেই সেই ঈশ্বরের অবতার হইতেছেন। অধিকন্তু ঋষিগণ ও পিতৃশ্রেষ্ঠগণ;—দৈত্য দানব ও সিদ্ধশ্রেষ্ঠেরাও তাঁহার অবতার হইতেছেন। ২য়। ৬। ৪৪।

হে নারদ! অধিক কি, প্রেত পিশাচাদি, ভূত কুষ্মাণ্ডাদি, যাদোমৃগপক্ষাদির অধিপতি সকল এবং এতদ্ব্যতীত যাহা কিছু আছে, সমস্তই সেই ঈশ্বরের অবতার হইতেছে। ২য়। ৬। ৪৫।

হে নারদ! লোকমধ্যে যত কিছু ভগবৎ, মহত্বৎ ও ওজোসহোবলবৎ, ক্ষমাবৎ, শ্রীহ্রী-বিভূতিমৎ, আত্মবৎ প্রভৃতি অদ্ভুতরূপী সৃষ্টি সমুদায় আছে, তাঁহাদের মধ্যে কি রূপময়, কি অরূপময় সমস্তই সেই পরমেশ্বরের তত্ব হইতেছে। ২য়। ৬। ৪৬।

ব্যাখ্যা। ব্রহ্মা এই স্থানে সকল স্থূল ও সূক্ষ্ম পরিচয়ের উপসংহার করিতেছেন। ভগবৎ অর্থে ঐশ্বর্য্য। ঈশ্বরপক্ষে ঐশ্বর্য্য বলিতে চৈতন্যাত্মক সূক্ষ্মকারণাবলী। মহত্বৎ বলিতে তেজোযুক্ত। ওজোসহোবলবৎ এই তিনটি মানসিক শক্তি। ক্ষমা বলিতে জ্ঞানাত্মক ক্ষমতা। শ্রী বলিতে শোভা। হ্রী বলিতে চৈতন্যের বিষয়বাসনাজনিত বিরতি। বিভূতি বলিতে কালাদি ষট্‌সম্পত্তি। আত্মা বলিতে এস্থলে মূর্ত্তি। সৃষ্টি বলিতে জীব বা জীব প্রকাশক জগৎরূপী স্থূলকারণাবলী। ইহার দ্বারা ব্রহ্মা এই অভিপ্রায় প্রকাশ করিলেন যে, হে নারদ! পূর্ব্বে আমি যে সকল কারণের নাম প্রকাশ করিলাম, উহাদের মিশ্রণে কোনটি রূপময় হইয়া প্রকাশ হইয়াছে, কোনটী রূপময় হইতে পারে নাই। ঐ উভয়াত্মক স্থূল ও সূক্ষ্ম জগৎই সেই পরমেশ্বরের তত্ব অর্থাৎ অংশ। তাঁহার অতীত এবং তাঁহা ব্যতীত আর কিছুই হইতে পারে না।

হে ঋষে! সেই পরমেশ্বরের যে সকল অবতারলীলা প্রধান বলিয়া সর্ব্বত্র বর্ণিত হয়;—সেই সকল মনোহর অথচ কর্ণকষায়শুদ্ধকারী লীলা কথারূপ অমৃত, আমি বর্ণনা করিতে আরম্ভ করিতেছি, তুমি সুখে পান কর। ২য়। ৬। ৪৭।

ইতি শ্রীভাগবতে দ্বিতীয়স্কন্ধে উপেন্দ্রকৃতানুবাদে ষষ্ঠাধ্যায় সমাপ্ত।

ব্যাখ্যা। ব্রহ্মা ইত্যপর ভগবানের লীলাময় অবতার সকলের বর্ণনা করিবেন বলিয়া তাহার উপক্রমস্বরূপ এই শ্লোক নারদকে বলিলেন। সেই অবতার কথা পরে বর্ণিত হইতেছে।

ইতি শ্রীভাগবতে দ্বিতীয়স্কন্ধে ষষ্ঠাধ্যায়ে উপেন্দ্রকৃতাধ্যাত্ম ব্যাখ্যা সমাপ্ত।

অথ সপ্তম অধ্যায়।

ব্রহ্মা কহিলেন;—হে নারদ! সেই ভগবানের শুদ্ধসত্বাবতার কথাসমূহ শ্রবণ কর:—সেই ভগবান অনন্তদেব, প্রথমতঃ ক্ষিতিকে উদ্ধার করিবার জন্য সকল যজ্ঞময় বারাহী তনু ধারণ করিয়া মহার্ণবমধ্যে আদিদৈত্য হিরণ্যাক্ষকে, ইন্দ্র যেমন বজ্র দ্বারা পর্ব্বত নাশ করে, তদ্রূপ দংষ্ট্রা দ্বারা বিদীর্ণ করিয়াছিলেন। ২য়। ৭। ১

ব্যাখ্যা। ব্রহ্মা কহিলেন, অনন্তদেব বরাহরূপ ধারণ করিলেন। কাল ও চৈতন্য যখন মিশ্রিত হইল, সগুণভাবে সৎশক্তিকে ক্ষোভন করিয়া, ঈশ্বরের বাসনানুযায়ী জগৎপ্রকাশ

করিতে ঐ কাল ও চৈতন্যমিশ্রণে যে পরমভাবের আবির্ভাব হয়, তখন তাহাকে অনন্ত কহে। ইহার মীমাংসা তৃতীয়স্কন্ধে বিস্তারিত আছে। ভূতগণের প্রলয় শক্তিকে হিরণ্যাক্ষ কহে। আত্মাগত প্রলয়শক্তিকে হিরণ্যকশিপু কহে। এই দুই শক্তি দ্বারা ঈশ্বরের চৈতন্য জগৎ ও জীব পক্ষ হইতে তিরোহিত হইয়া থাকে। ক্ষিতি বলিতে স্থূলব্রহ্মাণ্ড। কারণ-বারিকেই মহার্ণব কহে। কাল ও চৈতন্য মিশ্রণশক্তি যখন ব্রহ্মাণ্ড প্রকাশার্থ সেই কারণময় জলে ভৌতিকপ্রলয়শক্তিরূপী হিরণ্যাক্ষকে নাশ করিয়া জগৎপ্রকাশক তত্ত্বময় বরাহ তনুধারী অর্থাৎ সগুণভাবযুক্ত হয়েন ইহাই অভিপ্রায়। বরাহ বলিতে ধর্ম্ম বা যজ্ঞ।

হে নারদ! আকুতি দেবীর গর্ভে রুচি প্রজাপতির ঔরসে ঈশ্বর সুযজ্ঞ নামে এক কুমাররূপ গ্রহণ করেন। তিনি আপন ভার্য্যা দক্ষিণার সহযোগে সেই মন্বন্তরের দেব-গণকে উৎপাদন করিয়া ত্রিলোকের রক্ষার্থ অসুরগণকে পীড়ন করেন। স্বায়ম্ভুব মনু তাঁহাকেই হরি বলিয়া সম্বোধন করিয়াছিলেন। ২য়। ৭। ২।

ব্যাখ্যা। ব্রহ্মা এই স্থানে যজ্ঞাবতারের কথা কহিতেছেন। এই যজ্ঞাবতারের বিশেষ মীমাংসা চতুর্থস্কন্ধে মনুর দৌহিত্র বংশ বিস্তার স্থলে আছে, তবে এক্ষণে কিঞ্চিৎ পরিচয় দেওয়া আবশ্যক হইতেছে। মনুর তিন কন্যা, আকুতি, দেবহূতি, প্রসূতি। মনু আকু-তিকে রুচি প্রজাপতিতে দান করেন। দেবহূতিকে কর্দ্দম প্রজাপতির হস্তে সমর্পণ করেন। প্রসূতিকে দক্ষ প্রজাপতির হস্তে সমর্পণ করেন।

মনুষ্যজাতি প্রকাশক আদিতেজকে মনু কহে। মনুর উৎপত্তি তৃতীয়স্কন্ধে বিস্তারিত ভাবে প্রকাশ হইবে। আকুতি—সাত্ত্বিকী চৈতন্য শক্তি। রুচি তাহার আধারী-ভূত চৈতন্য-পুরুষ। মানব জন্মান্তরে কালমতে ত্রিভাবাপন্ন হয়; তন্মধ্যে সাত্ত্বিক ভাবে ঈশ্বরের লীলা বুঝিতে ও বৈরাগ্য উৎপাদন করিতে পারে। এস্থলে কেবল দেহতত্ত্ব বলা হইতেছে, এই জন্য ব্রহ্মা যে "ত্রিভুবন" শব্দ প্রয়োগ করিয়াছেন, উহা মানব দেহ। উহার মধ্যে অসুরাদি রিপু। ইন্দ্রিয় শক্তি সকলকে দেবতা কহে।

মানবের শৈশবাবস্থায় যখন প্রবৃত্তি শক্তি বলবতী হইয়া থাকে, তখন যে সাত্ত্বিকী শক্তি ও চৈতন্য বিবেক উৎপাদন করে, তাহাদেরই রূপকে রুচি ও আকুতি কহে। বিবেকই (সুযজ্ঞ) নামক কুমার। বুদ্ধিই দক্ষিণা। বিবেক বুদ্ধিতে মিলিত হইলে অসুরাদি অর্থাৎ রিপু প্রভৃতি নাশ হয়। রিপু নাশ হইলেই মন অর্থাৎ জীবভাব প্রকাশক তেজঃ যাহা মানবে মনোরূপে প্রকাশিত, তাহাই বিবেককে গ্রহণ করিয়া ত্রাণ কর্ত্তা হয়। ত্রাণকর্ত্তাকেই হরি কহে। এই জন্য মনু কর্ত্তৃক সুযজ্ঞকে অবতার রূপে আখ্যাত করা হইয়াছে। পরে ব্রহ্মা কপিলাবতার বর্ণনা করিতেছেন।

হে দ্বিজ! কর্দ্দম প্রজাপতির গৃহে দেবহূতির গর্ভে ভগবান হরি জন্ম গ্রহণ করিয়া কপিল নাম ধারণ করেন। পরে তিনি আপন মাতার সহিত, আপনার নয়টি ভগিনীকে আত্মগতি প্রকাশ করেন, তাহাতে তাঁহার জননী ও ভগিনীগণ আপনাপন আত্মার মলিনতা নাশ করিয়া, কাপিলগতিতে গমন করেন। ২য়। ৭। ৩।

ব্যাখ্যা। এই কপিলাবতারে জীব কিসে মুক্ত হয় তাহা ব্রহ্মা দেখাইতেছেন। কপিল-গতি শব্দের অর্থ মুক্তি।

মনুর কন্যা দেবহূতি কর্দ্দম প্রজাপতিকে প্রাপ্ত হন। দেবহূতি রজোগুণী চৈতন্য-বাহিকা শক্তি। কর্দ্দম তদাধার চৈতন্য বুঝিতে হইবে। জীব সংসারে প্রধানভাবে রজোগুণী থাকে। রাজোগুণদ্বারা মনের কি সাত্ত্বিক কি তামসিক উভয় বাচক ক্রিয়া হয়। মনের নববিধ সঙ্কল্পশক্তি যাহা স্বভাব হইতে প্রাপ্ত হওয়া যায়, তাহারাই কর্দ্দমের নয় কন্যা। ঐ নয় কন্যা নয়টী ঋষি প্রজাপতির সহিত সম্মিলিত; ইহাদের সামান্য পরিচয় পূর্ব্বে দেওয়া হইয়াছে। তৃতীয়স্কন্ধে ইহাদের বিশেষ মীমাংসা হইবে, কারণ তথায় কপিলাবতারের বিস্তার বর্ণনা আছে। রজোগুণী স্বভাব নববিধ সঙ্কল্প প্রকাশ করিয়া যখন প্রশান্ত হয়, তখন তাহার মলিনত্ব দূর হইয়া, তাহার অন্তর হইতে সত্বের জ্যোতিঃস্বরূপ বিজ্ঞানের প্রকাশ হয়। ঐ বিজ্ঞানই পরংতত্ব। সেই পরমতত্ব বোধ হইলেই জীব আত্ম-মল নাশ প্রাপ্তে সর্ব্বকারণরূপী ঈশ্বরে লীন হয়। সেই বিজ্ঞানতত্বই কপিল। বিজ্ঞান বোধ হইলে রজোগুণ নাশ হইয়া পূর্ণসত্ব প্রকাশ হয়, তাহাই মুক্তাবস্থা। তজ্জন্য দেবহূতি সন্তানরূপী বিজ্ঞানকে বোধ করিয়া মুক্ত অর্থাৎ সত্বময়ী হইয়াছিলেন।

হে নারদ! যখন অত্রি ঋষি হরির নিকটে পুত্রের আকাঙ্ক্ষা করেন, তখন তিনি সন্তুষ্ট হইয়া (আমি আপনাকে তোমাতে অর্পণ করিলাম) এই কথা বলেন। ইহাতে অত্রির যে কুমার জন্ম গ্রহণ করিলেন; যদুহৈহয়াদি ঋষিগণ তাঁহার পাদপদ্মের মনো-হর গন্ধে দেহকে পবিত্র করিয়া যোগৈশ্বর্য্য স্বরূপ ভুক্তি ও মুক্তি এই উভয়কে প্রাপ্ত হয়েন। ২য়। ৭। ৪।

হে নারদ! আমি "বিবিধ লোক সৃষ্টি করিব" এই কামনা করিয়া পূর্ব্বে তপস্যা করিয়াছিলাম। তাহাতে ভগবান আমাকে তপস্যার উদ্দেশ্য দানার্থে চারিটী সনরূপে আবির্ভূত হইয়া প্রলয়ে বিনষ্ট পূর্ব্বকালের আত্মতত্ব এইরূপে সম্যক্ প্রকারে বলিয়া-ছিলেন। সেই তত্ব এতদূর মোহনীয় হইয়াছিল যে, মুনিগণ নিজ নিজ অন্তরে তাহা দেখিতে পাইয়াছিলেন। ২য়। ৭। ৫।

ব্যাখ্যা। ব্রহ্মা কহিলেন। হরি চারিটী সনরূপে আবির্ভূত হইলেন। সনৎকুমার, সনক, সনন্দন, সনাতন এই চারিটীই ব্রহ্মার কুমার। সন শব্দের অর্থ দান। ঈশ্বরের ঐশ্বর্য্যদানকে সমর্পণ বা সন কহে। চারি ভাবে ঈশ্বর জীবের হৃদয়ে আত্মতত্ব সমর্পণ করিয়াছেন। ঐ চারিটী চৈতন্যময় অবস্থার নাম জ্ঞান, বৈরাগ্য, বিবেক ও বিজ্ঞান বলিতে হয়। উহারাই সনকাদি চারি ব্রহ্মনন্দন।

হে নারদ! দক্ষ প্রজাপতির কন্যা মূর্ত্তির গর্ভে এবং ধর্ম্মের ঔরসে আত্মতপঃপ্রভাবী নর ও নারায়ণ নামে যুগলকুমার রূপে ঈশ্বর আবির্ভূত হয়েন। তাঁহাদের অঙ্গের

শোভাতে অপ্সরাগণের উদ্ভব দেখিয়াও অনঙ্গসেনাসম উর্ব্বশী তাঁহাদের তপোভঙ্গ করিতে পারেন নাই। ২য়। ৭। ৬।

ব্যাখ্যা। দক্ষ বলিতে ঈশ্বরের সূক্ষ্ম অথচ পুরুষবিভূতি, অর্থাৎ ভূতসংযোজক চৈতন্যরূপী অদৃষ্ট বা কর্ম্ম। ঐ দক্ষরূপী চৈতন্যাংশ হইতে ষোলটী কন্যা উৎপন্ন হয়। ঐ ষোড়শটীর মধ্যে ;—শ্রদ্ধা, মৈত্রী, দয়া, শান্তি, তুষ্টি, পুষ্টি, ক্রিয়া, উন্নতি, বুদ্ধি, মেধা, তিতিক্ষা, লজ্জা ও মূর্ত্তি এই ত্রয়োদশটি ধর্ম্মকে আশ্রয় করেন। প্রসূতি নামক কন্যা ভগবান হরকে আশ্রয় করেন। স্বাহা নামক কন্যা অগ্নিকে আশ্রয় করেন। স্বধা নামক কন্যা পিতৃগণকে আশ্রয় করেন।

যে মনোময়ী চৈতন্যশক্তিতে শ্রদ্ধাদি সকল ভাব এবং যাহার মধ্যে ঐ সকল শক্তি একত্রিত হইয়া ক্রিয়াপর হয়, তাহাকে মূর্ত্তি কহে। মূর্ত্তি বলিতে চিত্র। মনোময় দেহ যে ভাবাপন্ন হইবে, উপরস্থ দেহও তদ্ভাবাপন্ন হইবে। কারণ অন্তর শোকান্বিত হইলেই ভূতময় দেহ শোকান্বিত দেখাইবে। অন্তর যে ভাবে থাকিবে, বাসনা যে ভাবে ক্রীড়া করিবে, জীবও সেই ভাবাপন্ন হইয়া জগতে ভ্রমণ করিবে।

জীবের ঐশিক স্বভাবকেই ধর্ম্ম কহে। উহাদ্বারা বাসনা অদৃষ্টানুসারে জগতে জীবরূপে নানাবিধ জীবভূত বিভূতি অর্থাৎ জীবানন্দ বা সুখদুঃখ ভোগ করিয়া থাকে। ঐ ধর্ম্ম ও মূর্ত্তির সংযোগে যে চৈতন্যাবস্থা প্রকাশ হয়, বিজ্ঞানবিদেরা তাহাদের সম্পূর্ণ অংশ দুই ভাগে বিভক্ত করিয়াছেন। একাংশ নিত্য চৈতন্যে অবস্থান করে; তাহাই পরমাত্মা বা সূক্ষ্ম বিরাটরূপ। আর একাংশে ক্ষণিক চৈতন্যে অবস্থান করে, তাহাই জীবাত্মা বা জীবরূপ। মানবদেহের মধ্যে সাধনবলে ঐ দুই অবস্থাই অবস্থান করেন। উহাই নরনারায়ণ।

রুদ্রাদির ন্যায় যে কৃতিগণ ক্রোধদৃষ্টির দ্বারা কামকে দগ্ধ করেন, কিন্তু যাঁহারা বিজ্ঞান হইতে উদ্ভূত ক্রোধ দ্বারাই ক্রোধ রিপুকে দগ্ধ করেন। এমন ভাবে যাঁহাদের অন্তর পরিশুদ্ধ, তদ্রূপ নরনারায়ণযুগের সম্মুখে কাম কি প্রকারে আশ্রয় পাইবে? ২য় ৭।৭।

হে নারদ! পিতার সম্মুখে বিমাতার বাক্যবাণে বিদ্ধ হইয়া, ঈশ্বরের চরিত্রাবতার-রূপী ধ্রুব বাল্যাবস্থাতেই তপস্যার্থে বিজন বনে গমন করিয়াছিলেন। পরে তাহাতে সিদ্ধ হওয়াতে ভগবান প্রসন্ন হইয়া, তাঁহাকে ধ্রুবগতি প্রদান করেন। তদ্দর্শনে উপরিস্থিত ও অধোস্থিত সপ্তর্ষিগণ তাঁহার স্তব করেন। ২য়। ৭। ৮।

ব্যাখ্যা। ভগবান আমাদের ন্যায় স্থূল শরীর ধারণ করেন না। তবে স্থূলদেহীগণকে চালনা করিবার জন্য তাহাদের অন্তরে সূক্ষ্মভাবসমূহে সমুদিত হইয়া জগত পালন কার্য্য নির্ব্বাহ করিয়া থাকেন। ইহাকেই চরিত্রাবস্থা কহে। এই ধ্রুবভাবে ভগবান বৈরাগ্য-রূপে ধ্রুবের হৃদয়ে উদয় হইয়া, যে প্রকারে মায়া হইতে সহজে নির্ম্মুক্ত হওয়া যায়, তাহাই উপদেশ দিয়াছেন।

হে নারদ! মহারাজ বেণ উৎপথগামী হইলে; ব্রাহ্মণগণ তাঁহাকে অভিশাপ দ্বারা দগ্ধপৌরুষ ও নষ্টৈশ্বর্য্য করিয়া, তাঁহার পরিত্রাণার্থ ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করেন। তাহাতে হরি বেণের তনয় (পৃথু) রূপে অবতীর্ণ হইয়া, তাঁহাকে নরক ও বিজশাপ উভয় হইতে উদ্ধার করত জগৎবাসীগণের মঙ্গলার্থে পৃথিবী হইতে নানা রত্ন দোহন করিয়াছিলেন। ২য়। ৭। ৯

হে নারদ! নাভিরাজের ঔরসে সুদেবীর গর্ভে পুত্ররূপে যিনি (ঋষভ) জন্মলাভ করিয়া সর্ব্বসমদৃষ্টিবান্, স্বস্থ, প্রশান্তান্তঃকরণ এবং সর্ব্বোতভাবে মুক্তসঙ্গ হয়েন, তিনিও ভগবানের চরিত্রাবতার হইতেছেন। ঋষিগণ তাঁহার পদকে পরমহংসীয় পদ বলিয়া কীর্ত্তন করিয়া থাকেন। ২য়। ৭। ১০।

হে নারদ! আমি যখন যজ্ঞ করিয়াছিলাম, তখন সেই যজ্ঞে ভগবান হয়শীর্ষ নামে যজ্ঞপুরুষরূপে আবির্ভাব হইয়াছিলেন। সেই ভগবানের বর্ণ সুবর্ণের ন্যায় ছিল। তিনি শ্বাসদ্বারা বেদছন্দ ও বেদোক্ত যজ্ঞক্রিয়াসমূহ এবং এই বিশ্বের সকল দেবগণের আত্মময় বাক্যসকল প্রকাশ করিয়াছিলেন জানিও। ২য়। ৭। ১১।

ব্যাখ্যা। ব্রহ্মার সৃষ্টিরূপ যজ্ঞ সমাপ্ত হইবার উপযোগী হইলে ভগবান হয়শীর্ষরূপে তথায় আবির্ভূত হইয়া নিশ্বাসদ্বারা পূর্ব্বোক্তভাব প্রকাশ করিয়াছিলেন। ইহার তাৎপর্য্য এই:—হয়শীর্ষ শব্দের ব্যুৎপত্তি করিলে;—(হয়—শীর্ষ) এই দুই শব্দ লাভ হয়। হয় শব্দের অর্থ ইন্দ্রিয়। কঠোপনিষদে ইন্দ্রিয়গণকে অশ্ব বা হয় কহে, ইহা বিচারিত আছে। শীর্ষ বলিতে অগ্রভাগ।

এই অবতারের প্রকৃত ভাব এই যথা:—ব্রহ্মার কারণ সৃষ্টিই যজ্ঞের প্রথমাবস্থা। কার্য্য সৃষ্টিই পরিণামাবস্থা। ঐ কার্য্যই জীব ও জগৎ। জীবদেহে ভূতাদি লইয়া ঈশ্বর বিবিধ ইন্দ্রিয়ধারী হইয়া জীবনামে কার্য্য করেন, ইহাই এই অবতারের প্রকৃত ভাব। প্রত্যেক জীব আত্মার বাসনা ও স্বভাববশে প্রবৃত্তির অনুসারী হইয়া জীবন যাত্রা নির্ব্বাহ করে, ইহাই বেদ, ছন্দ ও উদ্দিষ্ট দেবতাদিরূপে বেদেতে কল্পিত। এ সকল নিত্য স্বভাব। এই জন্য উহারা ভগবানের অবতার কিম্বা ও উহারা ব্রহ্মের অবতার হইতে স্বতঃ প্রকাশিত বলিয়া শাস্ত্রে প্রণীত হইয়াছে। ইহার বিশেষ বিচার পরে হইবে।

হে নারদ! যুগান্ত সময়ে জগতের সকল জীবসংযুক্ত পৃথ্বীময় নৌকার সহিত মনুকে গ্রহণ করিয়া ভগবান মৎস্যরূপে নিজমুখনিঃসৃত বেদমার্গ গ্রহণ পূর্ব্বক, সেই জীবময় নৌকা সহিত প্রলয় সলিলে বিহার করিয়াছিলেন। ২য়। ৭। ১২।

ব্যাখ্যা। মৎস্যাবতারে প্রলয় প্রকাশ হইতেছে। জীব বলিতে অদৃষ্ট বা কর্ম্ম, যাহা দ্বারা নানারূপে বৃক্ষ, পশু মনুষ্যাদি ভাবে জগতে জীবদেহ প্রকাশ হইয়া থাকে। পৃথ্বীময় বলিতে সর্ব্বভূতকারণময়। বেদমার্গ বলিতে সকল জীবের জ্ঞানস্বভাব। যখন

প্রলয় হয়, তখন ভগবান আত্মদত্ত কাল, কর্ম্ম, স্বভাব ও মায়া সকলি হরণ করিয়া আপনাতে সংরক্ষণ করেন। ইহাই বেদবচন। মনুই এ স্থানে জীবপ্রকাশশক্তি। জীবাদিই কর্ম্ম বা অদৃষ্ট। আর ভূতাদি সূক্ষ্ম কারণই মায়া বা কারণবারি। বেদমার্গই স্বভাব। ইহাদের সহিত ভগবান প্রলয়ের কালে ক্রীড়া করিয়াছিলেন। মৎস্যপুরাণে ইহার বিশেষ ব্যাখ্যা আছে। এই কালে ঈশ্বর ও জীব সমদর্শন হইয়া পড়েন এই অর্থে ভগবানের মৎস্য বা সমদর্শননাম হইয়াছে।

হে নারদ! যখন অমর ও দানবগণ অমৃত লালসায় ক্ষীরসমুদ্রকে মন্দর পর্ব্বতদ্বারা মন্থন করেন; তখন সেই আদিদেব ভগবান কচ্ছপের মূর্ত্তি ধরিয়া, পৃষ্ঠোপরি পর্ব্বতকে ধারণ করিয়াছিলেন। তাহাতে সেই পর্ব্বত ঘর্ষণ যেন তাঁহার পক্ষে নিদ্রাবস্থার গাত্র-কণ্ডুয়ণ সদৃশ সুখময় হইয়াছিল। ২য়। ৭। ১৩

ব্যাখ্যা। কূর্ম্ম শব্দের অর্থ (আপনা হইতে আপনার প্রকাশ ও আপনাতে তাহার লয়।) ব্রহ্মা মৎস্যাবতারে প্রলয়ভাব এবং এই কূর্ম্মাবস্থায় তাহার প্রকাশ দেখাইয়া, জগদীশ্বর জগৎনির্ম্মাণ করিতে কিরূপে সগুণ হইয়াছেন দেখাইলেন। ইহাই কূর্ম্মের গূঢ়ভাব।

হে নারদ! দেবগণের ভয় নাশ করিবার জন্য সেই ভগবান স্বয়ং নৃসিংহমূর্ত্তি ধারণ করিয়া ভীষণ ভ্রুকুটী সংযুক্ত করাল বদন সমন্বিত দৈতেন্দ্রকে ত্বরায় গদাঘাতে ভূমিতে নিপাতিত করিয়া, তাহাকে আপনার উরুদেশে ধারণ করত নখদ্বারা বিদীর্ণ করিয়াছিলেন। ২য়। ৭। ১৪।

ব্যাখ্যা। এই নৃসিংহমূর্ত্তির ব্যাখ্যা ইতিপূর্ব্বে করিয়াছি। তথাপি এস্থলে সামান্য ব্যাখ্যার প্রয়োজন হইতেছে। এই নৃসিংহাবতারটী সংপূর্ণরূপে দেবতত্ত্ব। ইহার সহিত কারণ জগতের কোন সংস্রব নাই। অবিদ্যা গর্ত্তজাতরিপু প্রভৃতিই এ স্থলে দৈত্যনামে প্রসিদ্ধ।

সাধকের বিশ্বাসই প্রহ্লাদ নামে খ্যাত। অজ্ঞান আত্মদর্শন করিতে দেয় না, ইহাই হিরণ্যকশিপুর দেবপীড়ন বলিয়া পৌরাণিকেরা রচনা করেন। সাধক যখন উপাসনা অবলম্বন করেন, তখন পরমচৈতন্য তাঁহার সন্নিহিত থাকয়া আত্মদর্শন প্রদান করেন এবং অজ্ঞানকে নাশ করেন। এই অজ্ঞান নাশই হিরণ্যকশিপুর নাশ বুঝিতে হইবে।

হে নারদ! যখন সরোবরে অম্বুজহস্ত যূথপতিকে ভীষণ নক্র পদদ্বয়ে আক্রমণ করে, তখন হস্তীবর বিপদাপন্ন হইয়া "হে আদিপুরুষ, হে অখিললোকনাথ! হে তীর্থশ্রব, হে শ্রবণমঙ্গলময় আমাকে রক্ষা করুন।" এই প্রকার প্রার্থনা করাতে; ভগবান হরি গরুড়ারোহণে তথায় আসিয়া নিজ চক্রের দ্বারা নক্রের বদন বিদীর্ণ করিয়া হস্তীকে স্বহস্তে ধারণ করত উদ্ধার করিয়াছিলেন। ২য়। ৭। ১৫।১৬।

ব্যাখ্যা। এটী ও দেহতত্ত্ব বুঝিতে হইবে। এ স্থলে অম্বুজহস্ত যূথপতি বলিতে

পরমার্থ সাধন সংযুক্ত অহঙ্কার বা অহংতত্ত্ব। এই অহঙ্কারেই জীব উন্মত্ত হইয়া আমি ও আমার বোধ করে; পরে পরমার্থ বোধ হইলে আমিত্ব পরিহার করিয়া আত্মদর্শনে সক্ষম হইয়া মুক্ত হয়। সরোবর এস্থলে সংসারের রূপক। নক্রটী এস্থলে ক্ষীয়মান্ কালের রূপক। অর্থাৎ যে জীব হরিপদে মতিমান্ হয়; কাল তাহার আয়ু গ্রাস করিতে চেষ্টা করিলে, হরি স্বয়ং আত্মদর্শন দিয়া সেই জীবকে নিস্তার করেন। এই অবতারটী এই ভাবের রূপক। আমার গুরুদেব প্রত্যক্ষভাবে এই ভাব আমাকে জ্ঞাপন করেন।

হে অঙ্গ! অদিতিপুত্রগণের মধ্যে বিষ্ণু বয়সে কনিষ্ঠ হইলেও গুণে সর্ব্বাপেক্ষা জ্যেষ্ঠ হইয়াছিলেন। কারণ তিনি পাদন্যাস দ্বারা সমস্ত লোকই আক্রমণ করিয়াছেন। (ঐ কার্য্যের প্রমাণ স্বরূপ) তিনি বামনরূপ ধারণ করিয়া ধর্ম্মপথে বর্ত্তমান ব্যক্তির উপরে, পাদন্যাস ভিন্ন তাহার ঐশ্বর্য্যমত্ততা বিনাশ হয় না দেখিয়া, বলির নিকট হইতে ত্রিপাদ ছলে জগৎ গ্রহণ করিয়াছিলেন। ২য়। ৭। ১৭।

(যৎকালে ভগবান বলির সর্ব্বৈশ্বর্য্য গ্রহণ করেন,) তখন সেই বলিরাজ বিধুধাধিপত্যরূপী স্বর্গাদিকে পুরুষার্থ স্বরূপ না ভাবিয়া উরুক্রমের পাদধৌত বারি আপন শিরোদেশে ধারণ করিয়া, আপনার প্রতিজ্ঞা পালনের জন্য, আপনাকে শ্রীহরিতে সমর্পণ করিয়া হৃষ্ট হইয়াছিলেন। ২য়। ৭। ১৮।

হে নারদ! যখন তোমার অতিশয় ভক্তির উদ্রেক হইয়াছিল; সেই সময়ে ভগবান পরিতুষ্ট হইয়া তোমাকে (হংস অবতার রূপে) ভক্তিযোগ কহিয়াছিলেন। সেই ভক্তিযোগে আত্মতত্ত্বের দীপস্বরূপ জ্ঞান সাধনীভূত ভাগবত শাস্ত্র প্রকাশ করিয়াছিলেন, বাসুদেবশরণাগতজনেরা তাহা বুঝিতে পারিলে, সত্যই জ্ঞানলাভে সক্ষম হইয়া থাকে। ২য়। ৭। ১৯।

ব্যাখ্যা। যখন সাধক নারদরূপী অর্থাৎ শুদ্ধচৈতন্য পদবীতে আরোহণ করে, তখন মায়া নাশ করিতে আত্মজ্ঞান বা বিজ্ঞান ভাব আপনিই জীবের হৃদয়ে হংসাবতার (বিজ্ঞান) রূপে আবির্ভূত হইয়া মায়ারহস্য এবং জ্ঞানোপদেশ প্রকাশ করিয়া থাকে। ইহাই হংসাবতারের গূঢ়ভাব বুঝিতে হইবে।

হে নারদ! যিনি আপনার তেজশ্চক্র দ্বারা দশ দিক রক্ষা করেন, তিনি প্রতি মন্বন্তরে মনুবংশ পালক হইয়া, অপ্রতিহত তেজে দুষ্ট রাজগণকে দমন পূর্ব্বক আপনার কমনীয়া কীর্ত্তি ত্রিলোকের উপরিস্থিত সত্যলোক পর্য্যন্ত বিস্তার করিয়া বর্ত্তমান থাকেন। ২য়। ৭। ২০।

হে নারদ! সেই ভগবান মহারোগী জীবগণকে নিজ নামরূপী ঔষধ দান করিয়া আরোগ্য করত আত্মকীর্ত্তি স্থাপন পূর্ব্বক ধন্বন্তরী নাম ধারণ করিয়াছিলেন। তিনি যজ্ঞে দৈত্যগণকে রোধ করিয়া অমৃতভাগ লাভ করিয়াছিলেন। বিশেষতঃ তিনি ইহলোকে আয়ুর্ব্বিষয়ক বেদ প্রকাশ করেন। ২য়। ৭। ২১।

হে নারদ! ব্রহ্মদ্রোহী, নরকযাতনালিপ্সু, দেবমার্গ উচ্ছেদকারী, ক্ষত্রিয়গণের বিনাশের জন্য বিধির বিধান হেতু ভগবান হরি উগ্রমূর্ত্তি ধারণ করিয়া সেই উদ্ধত ও অবনিকণ্টক স্বরূপ ক্ষত্রিয়গণকে একবিংশতিবার তীক্ষ্ণধার পরশু দ্বারা ধ্বংস করিয়াছিলেন। ২য়। ৭। ২২।

ব্যাখ্যা। যাহাদের শাসনে পৃথিবী শাসিত হয়, তাহারাই ক্ষত্রিয় পদে বাচ্য। ঐ শাসনকর্ত্তাগণ পূর্ব্বোক্ত স্বভাবাপন্ন হইলে জগতের একাকার হইবার সম্ভাবনা। সেই দুষ্টগণের দমনহেতু হরি জ্ঞানরূপী পরশুহস্তে তাহাদের ঔদ্ধত্য নাশ করিয়া জগতের মঙ্গল সাধন করিয়াছিলেন।

হে নারদ! আমাদের মঙ্গল কামনায় সেই ভগবান আপনার অংশ সমূহের সহিত মায়ার ঈশ্বর হইয়া ইক্ষ্বাকুবংশে অবতীর্ণ হয়েন। তিনি পিতার আজ্ঞায় আপন দয়িতা ও অনুজের সহিত অরণ্যে বাস করেন। সেই অবস্থায় তাঁহার সহিত বিবাদ করিয়া, দশস্কন্ধ বিনাশ প্রাপ্ত হইয়া থাকে। যখন সেই ভগবান দূরস্থিতা সুহৃদ্ সীতার দুঃখে ক্ষুব্ধ ও অরুণ-দৃষ্টিসম্পন্ন হইয়া সদলের সহিত, মহাদেব যেমন ত্রিপুর নাশার্থে ভীষণভাবে গমন করিয়াছিলেন; সেই ভাবে সমুদ্র পার হইয়া শত্রুপুরে গমন করেন, তখন সমুদ্রগর্ভস্থ মকর ও সর্পনক্রাদি তাঁহাকে দেখিয়া তাপিত হয় এবং স্বয়ং উদধি ভয়ে কম্পান্বিতশরীর হইয়া পথ প্রদান করেন।

দশদিকের অধিপতি যে রাবণ ইন্দ্রের বাহক ঐরাবতকে পরাভূত করিয়া, তাহার দন্তদ্বারা আপনার বক্ষকে ধবলীকৃত করিয়া "আমাপেক্ষা বীর জগতে নাই" বলিয়া অহঙ্কার করিয়াছিল। ভগবান (রাম) নিজসৈন্য মধ্যে বিচরণকারী পরদারহর্ত্তা সেই রাবণকে ধনুক ও প্রাণের সহিত বিনাশ করেন। ২য়। ৭। ২৩। ২৪। ২৫

ব্যাখ্যা। রাম জীবাত্মার রূপক। সৃষ্টির মঙ্গল কামনায় ঈশ্বর আপনি চারি অংশে জগতের অর্থাৎ ব্রহ্মচৈতন্যময় কারণে প্রকাশ হয়েন। সীতা বিদ্যা শক্তি বা বিশুদ্ধা মায়া। এই জন্য রামকে মায়ার অধীশ্বর বলিয়া কল্পনা করা হইল। দশরথ ঐ ব্রহ্ম-চৈতন্যের রূপক। লক্ষ্মণাদি বর, অভয়, ক্ষেম; বা জ্ঞান, বৈরাগ্য ও বিবেক বুঝিতে হইবে। বনই সংসার। রাবণাদি রিপু। ঐরাবৎ অহঙ্কার। সমুদ্র মোহ। নক্র চক্রাদি শোক মোহাদি। ইহার সামান্যতঃ গূঢ় ভাব এই যথা;—ঈশ্বর ব্রহ্মাবস্থা হইতে সগুণ হইয়া সত্ব, রজো ও তমো প্রকৃতির মধ্যগত হইয়া আপন বাসনাক্রমে মায়ার সহযোগে অবিদ্যা সংসারে গমন করিয়া অদৃষ্ট প্রকাশ করিতে লাগিলেন; লক্ষ্মণই বিবেক এবং সীতাই বিদ্যাশক্তি বা জীবের উদ্দেশ্য স্বভাব। রাবণাদি মোহরূপী সাগর মধ্যে রিপুরূপে বাস করে। তাহাই বিদ্যাকে গ্রহণ করিয়া জীবকে সুখদুঃখের ভাগী করিয়া থাকে। বিবেক লক্ষ্মণ রামরূপী জীবকে সুখদুঃখাক্রান্ত দেখিয়া তৎসহযোগে সুবুদ্ধি সুগ্রীবাদির সাহায্যে কামাদি রিপুরূপী রাবণের প্রাবল্য হইতে জীবকে নিস্তার করিবার জন্য, মোহ সাগরে ধৈর্য্য সেতু বান্ধিয়া, যুদ্ধ-রূপী সাধনার সহযোগে, হৃতা সীতা পুনরুদ্ধার করত, সেই রাবণাদিকে পবিত্র করিয়া জীবমুক্ত

ভাবে অবস্থান করেন। ইহার মীমাংসা ইতিপূর্ব্বে প্রথমস্কন্ধের তৃতীয়াধ্যায়ে করিয়াছি এবং অধ্যাত্ম রামায়ণে বিস্তারিত আছে। ভগবান বাল্মিকী অতি মাধুরীর সহিত এই ঈশ্বরকে সগুণ ভাবদ্বারা রামায়ণ করিয়াছেন।

হে নারদ! যে সময়ে অসুরাংশভূত রাজসেনাগণের বিমর্দ্দনভরে ধরা ক্লান্তা হয়েন। সেই সময়ে তাঁহাকে উদ্ধার করিবার জন্য সিতকৃষ্ণবেশে (বলরাম ও কৃষ্ণ বেশে) ভগবান আবির্ভাব হইয়া, আত্মমহিমা প্রচার করিবার জন্য অমানুষী কার্য্য সকল করিয়া থাকেন। ২য়। ৭। ২৬।

সেই ভগবান আবির্ভাব হইয়া শৈশবাবস্থায় পুতনার জীবন হরণ করেন। মাসত্রয় বয়সের সময়ে জানু পাতিয়া গমন করত শকটের নিম্নে পদ প্রক্ষেপ পূর্ব্বক শকটকে দূরে নিক্ষেপ করেন এবং বিশাল অর্জ্জুন বৃক্ষদ্বয়কে সমূলে উৎপাটন করেন। এই সকলই তাঁহার অবতারত্বের চিহ্ন হইতেছে। ২য়। ৭। ২৭।

যৎকালে ব্রজধামে ব্রজবালকগণ ও গোপালগণ যমুনার বিষবারি পান করিয়া মৃতপ্রায় হয়েন, তখন তিনি নিজ অনুগ্রহ দৃষ্টি বরিষণ করিয়া, তাঁহাদের জীবিত এবং সেই বারিকে পরিশুদ্ধ করিবার জন্য বিষবীর্য্যবিলোলজিহ্ব কালীয় উরগকে দমন করিয়া, যমুনার হ্রদে সুখে বিহার করেন। ২য়। ৭। ২৮।

হে নারদ! সেই ভগবানের সকল কার্য্যই অলৌকিক হইতেছে। নিশাযোগে ব্রজবাসীগণ নিদ্রিত হইলে, শুষ্কবনে দাবাগ্নি প্রকাশিত হইয়া, সমস্ত ব্রজপুরী দগ্ধ করিতে উদ্যত হইলে, সেই অনধিগতবীর্য্য ভগবান বলরামের সহিত কালকবলে নিশ্চয় পতিত ব্রজবাসীগণকে নেত্রে আবরণ দিয়া উদ্ধার করেন। ২য়। ৭। ২৯।

তাঁহাকে পুত্র ভাবিয়া, যশোদা, রজ্জু দ্বারা আবদ্ধ করণ চেষ্টায় বহুপরিমিত রজ্জুতেও তাঁহার কটীদেশের পরিমাণ করিতে পারেন নাই; এমন কি! সেই জননী তাঁহার জৃম্ভিত অবস্থায় বদনের মধ্যে চতুর্দ্দশ ভুবন দেখিয়া শঙ্কিতা হয়েন এবং প্রতিবোধিতা হয়েন।২য়।৭।৩০।

সেই ভগবান নন্দকে বরুণের পাশজনিত ভয় হইতে রক্ষা করেন। ময়দানব কর্ত্তৃক ব্রজ গোপগণ পর্ব্বতগুহায় আবদ্ধ হইলে, তাঁহাদের উদ্ধার করেন। ২য়। ৭। ৩১।

যৎকালে দেবরাজ ইন্দ্র গোপগণের যজ্ঞ নাশ করিবার জন্য সপ্তদিবা বরিষণ দ্বারা ব্রজে প্লাবন উপস্থিত করেন, সেই সময়ে ভগবান সপ্তমবর্ষীয় বালক হইয়াও অবহেলে এক হস্তে গোবর্দ্ধন পর্ব্বতকে বিস্তারিত ছত্রাকের ন্যায় ধারণ করিয়া, ব্রজপশুগণকে কৃপার দ্বারা রক্ষা করেন। ২য়। ৭। ৩২।

যৎকালে নিশাকর নিশযোগে শুভ্ররশ্মি বিতরণ করেন, সেই সময়ে বনমধ্যে ভগবান নিজবংশীতে কামোন্মুখ মনোহর পদসমূহ আলাপ করেন। সেই স্বর শ্রবণে মদনপীড়িতা ব্রজবধূগণকে কুবেরকুমার শঙ্খচূড় হরণ করিতে উদ্যত হইলে ভগবান তাহার শিরশ্ছেদন করেন। ২য়। ৭। ৩৩।

যৎকালে প্রলম্ব, খর, দর্দ্দুর, কেশী, অরিষ্ট, মল্ল, ইভ, কংস, যবন, কপি, পৌণ্ড্রক

শাব; কুজ, ববল, দন্তবক্র, সপ্তাক্ষ, সম্বর, বিদুরথ, রুক্মি, কাম্বোজ, মৎস্য, কুরু, সৃঞ্জয়, কৈকয় প্রভৃতি ভীষণ রাজগণ সংগ্রামে আত্মশ্লাঘার সহিত ধনুর্ব্বাণ গ্রহণ করেন। সেই সময়ে বলরাম, অর্জ্জুন ও ভীমাদির এবং ভগবান হরির দ্বারা তাঁহারা নিহত হইয়া, তাঁহাদের অদর্শনীয় বৈকুণ্ঠপুরী তাঁহারা দেখিয়াছিলেন। ২য়। ৭। ৩৪।৩৫।

ব্যাখ্যা। এই দশটী শ্লোকে ভগবান ব্রহ্মা কৃষ্ণ অবতারের চরিত্র কীর্ত্তন করিলেন, কৃষ্ণ অবতারের বিষয় লইয়াই ভাগবত পরিপূর্ণ। অতএব এ স্থলে বিশেষ আবৃত্তি অনুচিত। কারণ স্থানান্তরে ব্যাসদেব স্বয়ং গূঢ় অর্থের সহিত লীলা প্রকাশ করিয়াছেন। তবে এ স্থলে পাঠকের চিত্ত সুস্থির জন্য কিঞ্চিৎ আভাষ দিতেছি। এই কৃষ্ণ অবতারটী পরব্রহ্মের লীলাবতার বুঝিতে হইবে। পরব্রহ্মের সগুণভাবকে লীলা কহে। পরব্রহ্ম সগুণভাবে আরাধিত হইয়া, এই জগৎরূপী গুণ কার্য্যে লিপ্ত হইয়া, কৃষ্ণ নাম ধারণ করেন।

হে নারদ! যুগমাহাত্ম্যে মনুষ্যগণ অল্পায়ু ও অল্পধী হইয়া আপনাদিগের নিগম বিধিকে না বুঝিতে পারিলে ভগবান প্রতি মহাযুগান্তে সত্যবতীর গর্ভে বেদরূপী তরুকে নানা শাখায় বিভাগ করিতে অবতীর্ণ হয়েন। ২য়। ৭। ৩৬।

হে নারদ! দেবদ্বেষীগণের এবং নিগমপথস্থিত ব্যক্তিগণকে পীড়নকারিগণের বুদ্ধিকে মুগ্ধ করিতে ময়দানববিহিত অলক্ষ্যবেগসম্পন্ন উপায়সমূহ দ্বারা ভগবান পাষণ্ডের বেশে অবতীর্ণ হইয়া উপধর্ম্ম আখ্যান করেন। (ইনিই বুদ্ধাবতার) ২য়। ৭। ৩৭।

হে নারদ! যৎকালে সাধুগণের আলয়েও হরিনাম হইবে না। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যাদি বর্ণত্রয় পাষণ্ডভাব ধারণ করিবে। শূদ্রগণ রাজা হইবে এবং কোন গৃহেও যজ্ঞার্থে স্বাহা, স্বধা ও বষট্ এই সকল বেদবাণী উচ্চারিত হইবে না। সেই সময়ে ভগবান হরি কল্কীরূপে অবতীর্ণ হইয়া সকলকে শাসন করিবেন। ২য়। ৭। ৩৮।

হে নারদ! সেই ভগবান সৃষ্টিকার্য্যের জন্য তপোরত আমাকে ও এই নয় ঋষি প্রজাপতিগণকে, আর পালনার্থ ধর্ম্ম, বিষ্ণু, মনুসকল, দেবতা ও ধরাপতি সকলকে এবং সংহার কার্য্যে অধর্ম্ম, রুদ্র ও সর্পসকলকে রাখিয়াছেন। ইহারা সকলেই বহুশক্তিধারী ভগবানের মায়াবিভুতিস্বরূপ হইতেছেন। ২য়। ৭। ৩৯।

ব্যাখ্যা। আমি বলিতে ব্রহ্মা অর্থাৎ প্রকৃতি। তপোনিরত বলিবার তাৎপর্য্য এই যে;—ঈশ্বর স্বভাবাপন্ন দান, তপ, যোগাদি নববিধ কর্ম্মাঙ্গ এবং যাহাদের দ্বারা এই সৃষ্টির নিয়ম রক্ষা হয়, তাহাদেরই নববিধ ঋষিপ্রজাপতি কহে। স্বভাবকে কর্ম্ম কহে, ঈশ্বরের সর্ব্বভূতবর্ত্তমানীয় শক্তিকে বিষ্ণু কহে। মন প্রকাশিকা শক্তিকে মনু কহে। ইন্দ্রিয় শক্তিকে দেবতা কহে। নিয়ম সংস্থানকর্ত্তাকে ধরাপতি কহে। স্বভাবকে অন্যায়াচরণে নিরত করাকে অধর্ম্ম কহে। জড়জগতের মধ্যগত তমোগুণযুক্ত কালকে রুদ্র কহে। জড় ও চৈতন্য উভয় সংযোজক ও বিযোজক কালকে সর্প কহে। এই সকল তত্ত্বই যে শক্তি হইতে প্রচারিত সেই প্রধান শক্তিকে মায়া কহে।

হে নারদ! যিনি আপন পদের অপ্রতিহত গতি দ্বারা ত্রিসাম্যসদনকে কম্পিত করিয়া সত্যলোক ধারণ করিয়া আছেন; সেই বিষ্ণুর বীর্য্য গণনা করিতে কার সাধ্য? যে কবি পৃথিবীর ধূলিকণাও গণনা করিতে পারেন, তিনিও হরির বীর্য্য গণনায় অক্ষম। ২য়। ৭। ৪০।

হে নারদ! আমি কিম্বা তোমার অগ্রজ মুনিগণ কেহই সেই মায়াবলী পুরুষের অন্ত জানিতে পারেন নাই। এমন কি সেই আদিদেবও অনন্ত ভগবানের গুণ গাহিবার জন্যই যাঁহার সহস্র আনন হইয়াছে; তিনিও অদ্যাপি গুণের অন্ত প্রাপ্ত হয়েন নাই। অতএব অপরে কি প্রকারে তাঁহার মহিমা সম্যক্ প্রকারে অবগত হইবে। ২য়। ৭। ৪১।

হে নারদ! যাঁহারা অকপট হৃদয়ে সর্ব্বাত্মার সহিত সেই অনন্তগুণ ভগবানের পাদ-পদ্মের আশ্রয় গ্রহণ করেন; ভগবান তাঁহাদের দয়া করিয়া থাকেন। তাহাতে তাঁহারা দুস্তর্য্য দেবমায়া হইতে উদ্ধার পাইয়া থাকেন এবং কুকুরশৃগালের ভক্ষ্য এই দেহে তাঁহাদের আমি ও আমার বলিয়া জ্ঞান থাকে না। ২য়। ৭। ৪২।

হে অঙ্গ! সেই ভগবানের যোগমায়াকে আমি জ্ঞাত আছি এবং আমা ব্যতীত তুমি, ভগবান ভব, দৈত্যবর্য্য প্রহ্লাদ, মনু ও তাঁহার পত্নী, প্রাচীনবর্হি, ঋভু, অঙ্গ ও ধ্রুব প্রভৃতি এবং মনুপুত্রগণ, ইক্ষাকু, ঐল, মুচুকুন্দ, বিদেহ, গাধি, রঘু, অম্বরীষ, সগর, গয়, নহুষ, মান্ধাতা, অলর্ক, শতধনু, রন্তিদেব, দেবব্রত, বলি, অমূর্ত্ত, অজ, দিলীপ, সৌভরি, উতঙ্ক, শিবি, দেবল, পিপ্পলাদ, সারস্বত, উদ্ধব, পরাশর, ভুরিষেণ, বিভীষণ, হনুমান, শুকদেব, অর্জ্জুন, অর্ষ্টিষেণ, বিদুর, শ্রুতদেব প্রভৃতিও সেই ভগবানের যোগমায়াকে জ্ঞাত আছেন। ২য়। ৭। ৪৩। ৪৪। ৪৫।

ব্যাখ্যা। ব্রহ্মা প্রধান প্রধান ভক্তগণের নাম মাত্র করিলেন। যে লক্ষণ দ্বারা পরিত্রাণ হইবার আশা মানব জীবনে বদ্ধমূল হয়, সেই সকল চিহ্ন পূর্ব্বোক্ত ভক্তগণের হইয়াছিল। লোকে তাঁহাদের চরিত্র পাঠ করিয়া, আত্মজ্ঞানী হউন, ইহাই ব্রহ্মার ইচ্ছা।

হে নারদ! যদি স্ত্রী, শূদ্র, হুন, শবর, অথবা তীর্য্যক যোনীজাত পাপজীবগণও সেই অদ্ভুতক্রম ভগবানের শ্রীচরণপরায়ণ হইয়া ভক্তি শিক্ষা এবং তাঁহার লীলা শ্রবণ ও রূপ ধ্যান ও ধারণাদি করে, তাহারাও দেবমায়া হইতে অবহেলে অতিক্রান্ত হইয়া, তাঁহাকে জানিতে পারে। ২য়। ৭। ৪৬।

হে নারদ! ভগবানের পরমপদকেই পুরুষেরা অজস্র সুখবিশোকময় ব্রহ্ম বলিয়া জ্ঞাত হইয়া থাকেন। কারণ তিনি শশ্বৎ, প্রশান্ত, অভয়, প্রতিবোধমাত্র, শুদ্ধ, সম, সদসৎপর, এবং আত্মতত্ত্বস্বরূপ হইতেছেন। তাঁহার নিকটে ক্রিয়ার জন্য কোন শব্দ বহুকারকময় হয় না এবং মায়া বিলজ্জমানা হইয়া তাঁহার অভিমুখে থাকিতে পারে না। ২। ৭। ৪৭।

পূর্ব্বের কয়েকটী অবস্থা ঈশ্বরের নির্গুণাবস্থা। তাহা বুঝাইবার জন্য ব্রহ্মা বলিলেন;— সেই ব্রহ্মার নিকটে ক্রিয়ার্থ শব্দ বহুকারকবান্ হইতে পারে না।

রক্ষণ, হরণ, পালন, উৎপাদন এই চারিটীই ক্রিয়া। এ চারি ক্রিয়ানুসারে—ঈশ্বর শব্দটী বহু কারকবান্ অর্থাৎ ব্রহ্মাদি, দেবতাদি ও ভূতাদি রূপে জগতে কারকবান্ হইয়া থাকে। নির্গুণাবস্থায় ঈশ্বরশব্দটী ঐরূপ কারকবান্ হয় না; ইহাই ব্রহ্মার অভিপ্রায়। পুনশ্চ সৎভাবে ঈশ্বরের স্থিতির নির্দ্দেশ করিতে ব্রহ্মা বলিলেন;—মায়া তাঁহার অভিমুখে বিলজ্জমানা হইয়া দূরে গমন করে। সৃষ্টিক্রিয়াদিতেই মায়ার প্রয়োজন। যখন ব্রহ্ম নির্গুণ তখন মায়ারূপিণী প্রধানা শক্তিও দূরে গমন করে। ইহাতে আরও বলা হইল যে, ভক্তে ঈশ্বরের সগুণত্ব ক্রমে পরিত্যাগ করিয়া, নির্গুণত্ব লাভ করিয়া থাকে। ইহাকেই পরিত্রাণ কহে।

হে পুত্র! যত্নশীল যতিগণ সেই ভগবানের প্রতি মন স্থির করিয়া অকর্ত্তাহেতিকে পরিত্যাগ করিয়া থাকেন। ইহার প্রমাণ এই;—কূপখননকারী খনিত্র দ্বারা খননান্তে জল লাভ করিলে স্বয়ং যেমন ইন্দ্র হইয়া থাকে। ২য়। ৭। ৪৮

ব্যাখ্যা। পূর্ব্বরূপে আজন্মসাধনের প্রয়োজন হয় না; ইহা বুঝাইতে ব্রহ্মা বলিলেন;—যতিগণ ক্রমে অকর্ত্তাহেতিকে অর্থাৎ সাধনাকে পরিত্যাগ করিবে। যখন তাঁহাদের মন ঈশ্বরে স্থির হইবে। তখন প্রয়োজন নাই বোধে এমন অবস্থায় সাধনাকে ত্যাগ করিবে। তখন সাধনের প্রয়োজন নাই। সে কিরূপ? যেমন বারির উদ্দেশে কূপখননকারী খনিত্র দ্বারা খননান্তে বারি পাইলে; বারিলাভকারী খননযন্ত্র রূপী খনিত্রকে দূরে নিক্ষেপ করিয়া, আপনি বারির অধ্যক্ষ বা ইন্দ্র হয়।

হে নারদ! সেই ভগবান সকল শুভ ফলদাতা হইতেছেন। কারণ তাঁহা হইতেই ভাবস্বভাববিহিত কর্ম্ম প্রকাশ হইয়াছে, ইহা চিরপ্রসিদ্ধ আছে। (ঐ শুভাশুভ ভোগ কর্ত্তা) অজপুরুষ স্বধাতু নির্ম্মিত দেহবিলয়ে তাহার সহিত বিলীন হয়েন না, শূন্যের ন্যায় অবস্থান করেন। ২য়। ৭। ৪৯

হে বৎস নারদ! সেই ভগবান বিশ্বভাবন হরির স্বরূপ তোমার নিকটে সংক্ষেপে বর্ণনা করিলাম। বৎস! কার্য্য ও কারণরূপে যাহা কিছু বর্ত্তমান আছে, ইহার কোনটীই হরি হইতে ভিন্ন নহে। ২য়। ৭। ৫০

এই শাস্ত্রের নাম ভাগবত, স্বয়ং ভগবান আমাকে ইহা বলিয়াছিলেন। ইহাতে ভগবানের সমস্ত বিভূতিই সংগৃহীত আছে। হে বৎস! তুমি ইহাকে সর্ব্বত্র বিস্তার কর। ২য়। ৭। ৫১

হে নারদ! যাহাতে সেই সর্ব্বাত্মা অখিলাধার স্বরূপ ভগবান হরির প্রতি মানবগণের ভক্তি দৃঢ়া হয়, এই শাস্ত্র সেই সংকল্পেতে বর্ণনা করিবে। ২য়। ৭। ৫২।

হে নারদ! যে সকল ব্যক্তি ঈশ্বরকর্ত্তৃক অনুমোদিত হইয়া তাঁহার মায়া বর্ণনা করেন; এবং যিনি শ্রদ্ধা সহকারে তাহা শ্রবণ করেন, তাঁহাদের উভয়ের আত্মা মায়াতে মুগ্ধ হয় না। ২য়। ৭। ৫৩।

ইতি শ্রীভাগবতে দ্বিতীয়স্কন্ধে সপ্তমাধ্যায়ে উপেন্দ্রকৃতানুবাদ সমাপ্ত।

ব্যাখ্যা। ভগবান ব্রহ্মা তিন অধ্যায়ে নারদের নিকটে হরিতত্ত্বকীর্ত্তন করিয়া, এই স্থানে তাহার উপসংহার করিলেন। উপসংহারকালে ভাগবত কি, তাহার পরিচয় ও উহা কিরূপে প্রাপ্ত তাহার পরিচয়ও দিলেন। ঈশ্বর হইতে শুভকর্ম্মভাব ব্রহ্মনিষ্ঠ জনে লাভ করে, ইহা পূর্ব্বে প্রমাণ করিয়াছি। সেই প্রমাণে ভাগবতও ঈশ্বর হইতে লব্ধ বুঝিতে হইবে। পরে ভাগবত বর্ণনার মহিমা দেখাইতে বলিলেন:—ঈশ্বরানুমোদনে যদি কেহ মায়ার বর্ণনা করেন এবং তাহা যিনি শ্রদ্ধার সহিত শ্রবণ করেন, উভয়েই আত্মমায়াতে মুগ্ধ হয়েন না। এস্থলে আত্মা বলিতে বুদ্ধি। মায়া বলিতে লীলা। ঈশ্বরানুমোদন বলিতে ব্রহ্মনিষ্ঠ হওন।

ইতি শ্রীভাগবতে দ্বিতীয়স্কন্ধে সপ্তমাধ্যায়ে উপেন্দ্র কৃতাধ্যাত্মব্যাখ্যা সমাপ্ত।

অথ অষ্টম অধ্যায়।

শুকদেবের মুখে মহারাজ পরীক্ষিৎ ব্রহ্মা ও নারদ সংবাদ শ্রবণ করিয়া, পরম পুলকিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন:—হে ব্রহ্মন্! সেই দেবদর্শন নারদ অগুণ শ্রীহরির গুণ ব্যাখ্যা করিতে ভগবান ব্রহ্মার দ্বারা আদিষ্ট হইয়া; কোথায়, কাহার নিকটে এবং কিরূপ করেন, তাহা আমাকে বলুন। ২য়। ৮। ১

হে তত্ত্ববিৎশ্রেষ্ঠ! আমি অদ্ভুতবীর্য্য হরির লোকসুমঙ্গলকথা এবং তত্ত্ব জানিতে ইচ্ছা করি; অতএব হে মহাভাগ! যাহাতে আমি সেই অখিলাত্মা হরিতে নিঃসঙ্গ হইয়া মনোনিবেশ পূর্ব্বক এই কলেবর ত্যাগ করিতে পারি,সেই উপায় আমাকে বলুন। ২য়। ৮। ২। ৩

হে ভগবন্! যে ব্যক্তি শ্রদ্ধাসহকারে নিত্য নিত্য হরিকথা শ্রবণ করেন এবং আপন চেষ্টায় তাঁহার লীলা বিচার করিয়া আনন্দিত হয়েন; ভগবান অতি ত্বরায় তাঁহার হৃদয়ে প্রবেশ করিয়া আপনি দেখা দেন। ২য়। ৮। ৪।

ভগবান কৃষ্ণ ভক্তগণের কর্ণরন্ধ্র দিয়া, তাহাদের ভাবসরোরুহে প্রবেশ পূর্ব্বক শরৎঋতু যেমন সমল সলিল পরিষ্কার করে, তদ্রূপ মনের মলিনত্ব শোধন করিয়া থাকেন। ২। ৮। ৫।

ব্যাখ্যা। পরীক্ষিৎ বলিলেন;—"ভগবান, ভক্তগণের কর্ণরন্ধ্র দিয়া তাঁহাদের ভাবসরোরুহে প্রবেশ করেন।" কর্ণরন্ধ্র বলিতে শব্দ প্রবিষ্টস্থান। ইহার ভাব এই যে, শ্রবণ ও মননকীর্ত্তনাদির মধ্যে শ্রবণদ্বারা কর্ণে হরিভক্তি ভক্তে প্রথমতঃ প্রাপ্ত হয়। ভাবসরোরুহ বলিতে হৃদয়কমল। মনের মলিনত্ব বলিতে রাগদ্বেষাদি; ছয় রিপু এবং অহঙ্কার।

যে পুরুষের অন্তঃকরণ ধৌত হইয়া যায় এবং যিনি সর্ব্বপরিক্লেশ হইতে মুক্ত হয়েন, তিনি শ্রীহরির পাদপদ্মযুগলের তলদেশ আর পরিত্যাগ করেন না। যেমন কোন প্রবাসী ব্যক্তি গৃহে আসিলে আর গৃহত্যাগ করিয়া যাইতে ইচ্ছা করে না। ২য়। ৮। ৬।

হে ব্রহ্মন্! ভূতসম্বন্ধশূন্য এই আত্মার দেহ ও ভূতসমূহের সম্মিলন কি প্রকারে হইয়াছে? ইহার কি কোন কারণ আছে? অথবা কোন প্রকার স্বভাবশক্তিতেই এরূপ হয়? আপনি ইহা জানেন, অতএব অনুগ্রহ করিয়া আমাকে বলুন। ২য়। ৮। ৭।

যে ভগবানের উদর হইতে লোকসংস্থানলক্ষণাক্রান্ত পদ্ম উদ্ভব হইয়াছিল, পদ্ম হইতে প্রকাশিত লোকগণের অবয়বের সহিত এই জগতীয় জীবের পার্থক্য কি? তাহা আমাকে বলুন। ২য়। ৮। ৮

হে ব্রহ্মন্! ভূতাত্মা অজ, ঈশ্বরের নাভিপদ্ম হইতে সমুদ্ভূত হইয়া, যাঁহার রূপ দেখিয়াছিলেন এবং তিনি যাঁহার অনুগ্রহে ভূতসকল সৃজন করিতেছেন। বিশেষতঃ যিনি এই বিশ্বকে পালন, হরণ ও উৎপাদনাদি করেন, অথচ মায়েশ হইয়াও আত্মামায়া হইতে মুক্ত এবং সর্ব্বান্তর্যামী হইয়া শয়ন করিয়া আছেন। সেই পুরুষের অবয়বেতেই সপাললোক সকলের কল্পনা হইয়াছে, এই কথা আপনার মুখে ইতিপূর্ব্বে শ্রবণ করিয়াছি। ইহাতে সেই ঈশ্বরের সহিত জীবের সাদৃশ্য কি প্রকারে সম্ভব হয়? ২য়। ৮। ৯। ১০। ১১।

হে দ্বিজসত্তম! কল্প ও বিকল্প কাহাকে বলে? কাল শক্তির অনুমান কিরূপে হয়? ভূত, ভব্য ও ভবৎ এই ত্রিবাচক শব্দ কাহার উদ্দেশে প্রয়োগ হয় এবং সকলের [মনুষ্যপিতৃদেবতাগণের] আয়ুর পরিমাণ কিরূপ? হে ব্রহ্মন্! আমি শুনিয়াছি, কালের গতি কখন অণুরূপে কখন বৃহৎরূপে লক্ষিত হয়. তাহা কিরূপ? বিশেষঃ কর্ম্ম ফল (জন্মান্তরীয় স্বভাবের পরিণামে প্রাপ্ত) স্থানসমূহ কিরূপ ও উহারা কি প্রকার? হে ব্রহ্মন্! জীবগণ সত্ত্বাদিগুণসংযোগহেতু পাপ ও পুণ্যভেদে কিরূপে দেবতাদিরূপে স্বর্গনরকাদি ভোগ করে, তাহা আমাকে বলুন। ২য়। ৮। ১২। ১৩। ১৪।

হে সাধো! এই ভূমি;—পাতাল, ককুব, ব্যোম, গ্রহ, নক্ষত্র, সরিৎ, সমুদ্র, দ্বীপাদি এবং ভূতাদি কি প্রকারে নির্ম্মিত হইয়াছে এবং ঐ সমস্ত স্থানে কাহারা আশ্রয় লইয়াছে; ইহা আমাকে বলুন। ২য়। ৮। ১৫।

এই ব্রহ্মাণ্ডের বাহ্য ও অভ্যন্তর ভেদের কি প্রমাণ আছে? তাহা এবং মহা... ব্যক্তিগণের বর্ণাশ্রমের সহিত তাঁহাদের চরিত্র কীর্ত্তন করুন। ২য়। ৮। ১৬

হে ব্রহ্মন্! কতগুলি যুগ আছে, সেই সকল যুগের প্রমাণ কি? প্রতিযুগে কোন কোন অবস্থায় ধর্ম্ম সংরক্ষিত হয়েন, তাহাও বলুন। বিশেষতঃ ভগবান হরির আশ্চর্য্যতম অবতার সমূহের চরিত্রও বলিতে আজ্ঞা হউক। ২য়। ৮। ১৭।

হে সাধো! নরগণের সাধারণ ও সবিশেষ ধর্ম্ম কিরূপ? যাঁহারা শ্রেণীবদ্ধ অর্থাৎ আচার ব্যবহারে আবদ্ধ, যাঁহারা প্রজাপালক এবং যাঁহারা নানা দুঃখসুখ কষ্টে জীবন ধারণ করেন, তাঁহাদেরই বা কিরূপ ধর্ম্ম; তাহা বলুন। ২য়। ৮। ১৮।

হে বিপ্র! তত্ত্বসমূহের সংখ্যার স্বরূপ এবং সেই সংখ্যার হেতুবাদ ও প্রমাণ বলুন। সেই পরমপুরুষকে কি উপায়ে আরাধনা করা যায়, তাহা এবং যোগ ও আধ্যাত্মিকভাবের বিধিসমূহ অনুগ্রহ করিয়া প্রকাশ করুন। ২য়। ৮। ১৯

হে মুনে! যোগেশ্বরগণের অনিমাদি অষ্টৈশ্বর্য্যের গতি এবং যোগিগণের লিঙ্গশরীরের নির্ব্বাণগতি কি প্রকার, তাহা এবং বেদ ও উপবেদ (আয়ুর্ব্বেদাদি), ধর্ম্মশাস্ত্র (মনুসংহিতা প্রভৃতি) ইতিহাস, পুরাণাদি প্রভৃতির গতি (ভাব) কি প্রকার তাহা বলুন। ২য়। ৮। ২০।

হে মুনে! ভূতগণের সংপ্লবাবস্থা (স্থূল হইতে সূক্ষ্ম হওনাবস্থা) স্থিতি অবস্থা ও মহাপ্রলয়াবস্থা বর্ণনা করুন এবং কি বৈদিক (যজ্ঞোপসনা), কি স্মার্ত্ত (সমাজ সংরক্ষণ বিধি), কি কাম্য কর্ম্ম (অগ্নিহোত্রাদি যজ্ঞ) ও ত্রিবর্গসাধন কর্ম্ম (ধর্ম্মার্থকামাদি). এই সকলেরই কি প্রকার বিধি তাহা আমাকে বলুন। ২য়। ৮। ২১

হে দেব! যাঁহারা নির্ব্বাণ পাইতে ইচ্ছা করেন, তাঁহাদের উৎপত্তির অবস্থা কিরূপ, যাহারা পাষণ্ড তাহাদেরও উৎপত্তির অবস্থা কিরূপ এবং জীবের বন্ধমোক্ষ ও স্বরূপ ভাবে অবস্থানই বা কিরূপ, তাহা বলুন। ২য়। ৮। ২২।

হে মুনে! আত্মস্বভাবে অবস্থিত ভগবান কিরূপে আত্মমায়া লইয়া এই জীবলীলা করেন, কি উপায়েই বা সেই বিভু প্রলয়ের সময়ে মায়াকে ত্যাগ করিয়া, সকলের সাক্ষী হইয়া থাকেন, তাহা বলুন। ২য়। ৮। ২৩

হে মহামুনে! আমি অতিশয় বিপদাপন্ন এবং আপনার শরণাগত, আমি আপনাকে আনুপূর্ব্বিক যে সমস্ত কথা জিজ্ঞাসা করিলাম, তাহা অনুগ্রহ পূর্ব্বক যথার্থরূপে উত্তর দিয়া বাধিত করুন। ২য়। ৮। ২৪

হে ঋষে! [আপনি যে ঐ সমস্ত জানেন তাহার আর ভুল নাই, কারণ] আত্মভু পরমেষ্টি যে ভাবে জানিয়াছিলেন, পূর্ব্বপূর্ব্বানুক্রমে পূর্ব্বজগণও সেইরূপে জানিয়াছেন। ২য়। ৮। ২৫।

হে ব্রহ্মন্! আপনার বাক্যসমুদ্র হইতে উত্থিত ভগবানের কথামৃতপানে আমার আর অনশনজনিত কষ্টে চিত্তের চাঞ্চল্য হইতেছে না। অতএব আমি ঐ সকল কথা শুনিতে নিতান্ত ইচ্ছুক, আপনি বলুন। ২য়। ৮। ২৬

এই সকল বিবরণ বর্ণনা সমাপন করিয়া মহামতি সূত, শৌনকাদি ঋষিগণকে কহিলেন ;—হে ঋষিগণ! মহারাজ পরীক্ষিতের প্রশ্নাবলী শ্রবণে আনন্দিত শুকদেব কি বলিয়াছিলেন এবং রাজাইবা কি অবস্থায় রহিলেন, তাহা শ্রবণ করুন ;—

সেই ব্রহ্মর্ষি শুকদেব ; বৈষ্ণবাবতার রাজা পরীক্ষিৎকর্ত্তৃক পূর্ব্বোক্ত সৎপ্রশ্নাবলী শ্রবণ করিয়া অত্যন্ত প্রীত হইলেন। ২য়। ৮। ২৭

তিনি ঐ প্রশ্নাবলীর উত্তরার্থ, ব্রহ্মকল্প উপস্থিত হইলে ভগবান হরি ব্রহ্মাকে যে ভাগবত নামক ব্রহ্মসম্মিত পুরাণ কহিয়াছিলেন, তাহাই শ্রীশুকদেব রাজাকে বলিয়াছিলেন। ২য়। ৮। ২৮

পাণ্ডুঋষভ পরীক্ষিৎ যে যে ভাবে তাঁহাকে যে যে প্রশ্ন করিলেন, ভগবান শুকদেব তাহাই আনুপূর্ব্বিক উত্তর দিবার জন্ত চেষ্টিত হইলেন। ২য়। ৮। ২৯

ইতি শ্রীভগবতে দ্বিতীয়স্কন্ধে অষ্টমাধ্যায়ে উপেন্দ্রকৃতানুবাদ সমাপ্ত।

ব্যাখ্যা। সূত বলিলেন ;—"ব্রহ্মকল্প উপস্থিত হইলে ভগবান হরি ব্রহ্মাকে ব্রহ্মসম্মিত ভাগবত কহিলেন।" ব্রহ্মকল্প বলিতে সৃষ্টির প্রথমাবস্থা। ব্রহ্মসম্মিত বলিতে ব্রহ্মনিশ্চয়াত্মক ও ব্রহ্মস্বরূপ। ব্রহ্মা বলিতে সৃষ্টিপ্রকাশক ঈশ্বরের সগুণভাব। ভাগবত বলিতে যাহার দ্বারা ভগবানের বিভূতি বোধ হয়।

ইহার গূঢ় অর্থ যথা ;—যৎকালে নির্গুণ অবস্থা প্রকাশ হইল, সেই অবস্থায় নির্গুণব্রহ্ম আত্মবিভূতিরূপী সূক্ষ্মতত্ত্বাবলী সগুণে আরোপ করাতেই জীব ও ঈশ্বরস্বভাবে স্বভাবান্বিত হইয়া, চৈতন্যময় হইতে লাগিলেন। সেই আদিতত্ত্ব স্বরূপ ভাগবত অবস্থাকে সুখে বোধ করিবার জন্য শ্রীব্যাসদেব ভাগবত অবস্থা বোধক এক পুরাণ অর্থাৎ ভগবৎ-মহিমাকীর্ত্তন পুস্তক প্রণয়ন করিলেন।

ইতি শ্রীভাগবতে দ্বিতীয়স্কন্ধে অষ্টমাধ্যায়ে উপেন্দ্রকৃতাধ্যাত্ম
ব্যাখ্যা সমাপ্ত।

অথ নবম অধ্যায়।

শ্রীশুকদেব কহিলেন ;—হে রাজন্ শ্রবণ করুন ;—দেখ রাজন্! সেই হরি মায়াযুক্ত হওয়াতেই তাঁহা হইতে জীব ভিন্নসম্বন্ধীয় বলিয়া সকলের বোধ হইতেছে ; স্বপ্নদ্রষ্টা যেমন সেই অবস্থায় আপনার প্রকৃত দেহানুভব করিতে পারে না ; তদ্রূপ হরির সহিত আমাদের সেই সম্বন্ধ বোধ হইতেছে না। ২য়। ৯। ১

বহুরূপা মায়ার দ্বারা ভগবানই বহুরূপধারী হইয়াছেন এবং দেহাদি সম্বন্ধ প্রাপ্তিগুণে তিনিই রমমান্ হইয়া, জীবভাবে আমি ও আমার ভাবিতেছেন। ২য়। ৯। ২।

হে রাজন্! ঈশ্বর যখন কাল ও মায়াতীত শ্রেষ্ঠ সামর্থ্যেতে রমণ করিবেন ; তখনই তিনি আমি ও আমার রূপী আশক্তি ত্যাগ পূর্ব্বক পরিপূর্ণ স্বরূপে অবস্থান করিবেন। ২য়। ৯। ৩

হে রাজন্! সেই ভগবান্ জীবগণের হৃদয়ে তত্ত্বজ্ঞান প্রকাশ করিবার জন্য অব্যলীক ব্রতাচারী (তপস্বী) ব্রহ্মাকে নিজ সত্যরূপে দেখা দিয়াছিলেন। ২য়। ৯। ৪।

ব্যাখ্যা। এস্থলে শুকদেব ঈশ্বরের প্রতি ভক্তি উচিত কি না, দেখাইবার জন্য পূর্ব্বকথা বলিতেছেন। ব্রহ্মা তপস্যায় ভক্তি করিয়াছিলেন বলিয়া ভগবানের সত্যমূর্ত্তি দেখিতে পাইয়াছিলেন। ইহার আর একটী বিশেষ ভাব এই যে ;—ব্রহ্মাও পরমাত্মার সগুণ ভাব। জীবও ব্রহ্মের বিকারভাব। ব্রহ্ম নিত্য ও সত্য স্বরূপ নির্গুণভাব। ব্রহ্মারূপী সগুণভাব

নিজ স্বরূপরূপী নির্গুণভাব প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। ব্রহ্মের বিকারভাবরূপী জীবভাবই এই নিয়মে ব্রহ্মের নির্গুণত্ব লাভ করিতে পারে।

হে রাজন্! একদা সেই জগতের পরোগুরু আদিদেব ব্রহ্মা আপনার আধারপদ্মে অবস্থান করিয়া যেরূপে এই বিশ্বপ্রপঞ্চ নির্ম্মাণ করা যায়; সেই উপায় যেভাবে লাভ হইতে পারে, সেই ভাবে সৃষ্টিকামনা করিয়াছিলেন। ২য়। ৯। ৫।

হে নৃপ! একদা সেই ব্রহ্মা সৃষ্টিবিষয়ক চিন্তা করিতে করিতে, কারণার্ণব হইতে, ভগবানের দুই বার কথিত দুইটী বাণী শ্রবণ করিলেন। সেই বাণী দুইটী দুই দুই অক্ষরে যোজিত এবং সেই অক্ষরদ্বয়ের মধ্যে একটী স্পর্শবর্ণের মধ্যে যোড়শ, আর একটী একবিংশ ছিল। বিশেষতঃ হে রাজন্! সেই দুইটী শব্দই বৈরাগীগণের সর্ব্বস্বধন হইতেছে।২য়।৯।৬

ব্যাখ্যা। এক কটাহ দুগ্ধে উত্তাপ দিলে, উত্তাপচৈতন্য দুগ্ধের স্নিগ্ধচৈতন্যকে গ্রাস না করিলে যেমন উহাকে আপন বলে আনিয়া শুষ্ক স্বভাবে লইতে পারে না। তদ্রূপ সৃষ্টিশক্তি চৈতন্য মিশ্রণবিহনে কার্য্য অভিব্যক্ত করিতে পারে না। চৈতন্য প্রবেশ করিলে কারণ পীড়িত হইয়া পরস্পর আলোড়নে প্রথমে যে শব্দ হয়, তাহাকে তপ কহে। স্পর্শের যোড়ষ (ত) ও একবিংশ (প) বর্ণ সংযোগে তপ শব্দ হয়। তপ বলিতে অন্তর্গত ভাবের তাপন। এই অন্তর্গত ভাব পীড়িত করিয়া ব্রহ্মা সৃষ্টি করিয়াছিলেন।

অনন্তর ব্রহ্মা সেই দুইটী শব্দ শুনিয়া তাহা কাহা দ্বারা উচ্চারিত হইল, ইহা জানিতে কোনদিকেও কাহাকে দেখিতে না পাইয়া, ঐ শব্দদ্বয়কে উপদেশস্বরূপ ভাবিয়া, আপনার আধারে উপবেশন পূর্ব্বক সৃষ্টির হিতার্থে তপস্যায় মনোধারণ করিলেন।২য়।৯।৭

হে রাজন্! সেই অমোঘদর্শন ভগবান, বায়ু ও মন রোধ করিয়া, উভয় ইন্দ্রিয়কে জয় করিয়া, তপস্বীগণের মধ্যে যে কঠোর তপস্যা তাহাতে সুসমাহিত হইয়া, অখিললোকপ্রকাশক তপ করিতে লাগিলেন। ২য়। ৯। ৮

হে রাজন্! (ব্রহ্মাকে পূর্ব্বমত তপোরত দেখিয়া) ভগবান তাঁহাকে আপনার অবস্থানীয় বৈকুণ্ঠলোক দেখাইলেন। সেই বৈকুণ্ঠের শোভার সীমা নাই! তাহা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ স্থান আর নাই। তথায় ক্লেশ, মোহ, ভয় প্রভৃতি কিছুই নাই। আত্মজ্ঞানীগণ সেই লোক প্রাপ্ত হয়েন। ২য়। ৯। ৯।

সেই বৈকুণ্ঠে রজো বা তমোর বিকাশ নাই। কিম্বা ঐ সকল গুণের সহিত মিশ্রিত সত্বও নাই। তথায় কালের বিক্রম প্রকাশ নাই। সেখানে মায়া নাই এবং তৎসহযোগে রাগদ্বেষাদি রিপু নাই। বিশেষতঃ তথায় কেবল হরির অনুব্রতগণ থাকেন, সুরাসুরে তাঁহাদের পূজা করিয়া থাকেন। ২য়। ৯। ১০।

সেই বৈকুণ্ঠবাসীগণের শ্যাম অথচ উজ্জ্বল নেত্রসকল পদ্মের ন্যায়; তাঁহারা পীতবাসী, তাঁহাদের গঠন অতি কমনীয় ও সুকুমার; প্রত্যেকেরই চারিটী বাহু। তাঁহাদের সর্ব্বাঙ্গ নানাবিধ উদ্দীপিত উত্তম মণিময় আভরণে শোভিত। সকলেই অতিশয়

তেজোবান্। প্রত্যেকের অঙ্গ যেন প্রবালবৈদূর্য্যপদ্মসম বর্ণময়। তাঁহাদের কণ্ঠে মাল্য শিরে মৌলী এবং কর্ণে কুণ্ডল উজ্জ্বলতর শোভিত রহিয়াছে। ২য়। ৯। ১১। ১২

ব্যাখ্যা। শুকদেব রাজাকে বৈকুণ্ঠবর্ণন শুনাইতেছেন। ব্রহ্মা তপস্যায় সিদ্ধ হইলে হরি তাঁহাকে নিজধাম দেখাইলেন। যেখানে বিকারভাব একেবারে কুণ্ঠিত হয়, তাহাকে বৈকুণ্ঠ কহে। সেই বৈকুণ্ঠ কি, তাহা শুকদেব বাক্যচ্ছলে পরীক্ষিৎকে জানাইতে বলিলেন;—তথায় রজঃ, তমঃ বা সত্ত্বের বিকার নাই। কালের বিক্রম নাই এবং মায়ার প্রকাশ নাই। সগুণ অবস্থাই এই ত্রিগুণভাবাপন্ন। কালের বিক্রমই প্রলয়। মায়া বলিতে সৃষ্টির বিধান।

পরে শুকদেব বৈকুণ্ঠতত্ত্ববেত্তাগণের মূর্ত্তি বুঝাইতে বলিলেন, তাঁহারা চতুর্ব্বাহুযুক্ত;—চারিটী দিকে সমভাবে অবস্থিত হওয়ায় অর্থাৎ সমদর্শন হওনের রূপকই চতুর্ব্বাহুযুক্ত বুঝিতে হইবে। আর আর অলঙ্কারাদি ও বর্ণাদি কেবল প্রশান্ত অবস্থার চিহ্নমাত্র বুঝিতে হইবে। ইহার গূঢ়ভাব এই যে, যাঁহারা ভগবানের নির্গুণাবস্থা বুঝিতে পারিয়াছেন, তাঁহারা সমদর্শন ও ভুবনমোহন অন্তঃকরণের গঠন সম্পন্ন এবং সুরাসুর পূজিত হইতেছেন। সুরাসুর বলিতে ইন্দ্রিয় ও রিপু।

প্রমদোত্তমাগণের জ্যোতিঃতে সেই বৈকুণ্ঠ সর্ব্বতোভাবে শোভিত হইয়া রহিয়াছে এবং আকাশ যেমন বিদ্যুতের সহিত মেঘাবলী সংযোগে সুশোভিত হয়, তদ্রূপ মহাত্মাগণের বিমানসমূহের জ্যোতিঃতে তাহা শোভিত হইয়াছে। ২য়। ৯। ১৩

তথায় লক্ষ্মী নানাবিধ বিভূতি লইয়া সেই উরুগায়ের পাদ পূজা করিতেছেন এবং বসন্তানুগত ভ্রমরস্বরসম সুস্বরে বিদ্যাদেবী নিজ প্রিয়ের লীলা গান করিতেছেন। ২য়। ৯। ১৪

ব্যাখ্যা এস্থলে যাঁহারা প্রমদা মধ্যে উত্তম তাঁহারাই প্রমদোত্তমা অর্থাৎ বিদ্যা ও মহাবিদ্যাদি নাম্নি মায়ার সাত্ত্বিকী শক্তিসমূহ। ঐ শক্তিসমূহ স্বতঃ নির্গুণ ঈশ্বর হইতে সগুণময় হইয়া বহু নাম ধারণ করিয়াছেন। মহাত্মা বলিতে চৈতন্যময় পুরুষশক্তি। বিমান বলিতে আধার। আধারের সহিত চৈতন্যময় পুরুষশক্তি (যাহার দ্বারা পরে কাল চৈতন্যময় অর্থাৎ অভিব্যক্ত হইবে তাহারা) সেই নির্গুণাবস্থার নিকটে আকাশ যেমন সবিদ্যুৎ মেঘে শোভিত থাকে, তদ্রূপ শোভিত আছে।

বহুরূপে যাঁর লীলা গীত হয়, তাঁহাকে উরুগায় কহে। সেই লীলাধারের পাদ অর্থাৎ অংশসমূহ লক্ষ্মী অর্থাৎ মহাবিদ্যা সেবা করিতেছেন। বিদ্যারূপিণী শক্তি যিনি সরস্বতী বলিয়া প্রকাশিতা, তিনি সুস্বরে তাঁহার লীলা গান করিতেছেন। প্রকৃতির উৎপাদনই তাঁহার সেবা এবং প্রকৃতির শোভাই তাঁহার লীলাগান বুঝিতে হইবে।

অনন্তর ব্রহ্মা সেই বৈকুণ্ঠে—অখিল ভক্তগণের পতি, লক্ষ্মীর পতি, সমুদায় যজ্ঞের পতি, জগতের বিভুকে আত্মপার্ষদশ্রেষ্ঠ সুনন্দ, নন্দ, প্রবল ও অর্হণাদিতে পরিবৃত দেখিলেন। ২য়। ৯। ১৫।

(সেই সময়ে ভগবানের কি মনোহর মূর্ত্তিই প্রকাশিত হইয়াছিল।) তাঁহার যুগল আঁখির মধুর দৃষ্টি যেন ভৃত্যগণকে প্রসাদিত করিতে অভিমুখী হইয়াছিল। তাঁহার মনোহর বদন এবং অরুণলোচন যেন সতত প্রসন্ন ও হাস্যময় হইয়াছিল। তাঁহার মস্তকে কিরীট, কর্ণে কুণ্ডল, বক্ষে লক্ষ্মী এবং পরিধানে পীতবাস ছিল। তাঁহার চারিটী বাহু ছিল। ২য়। ৯। ১৬

তিনি সর্ব্ববরিষ্ঠ সিংহাসনে উপবিষ্ট হইয়া আছেন। প্রকৃতিপুরুষ; মহত্তত্ত্ব ও অহংকার, এই চারিটী অবস্থা এবং একাদশ ইন্দ্রিয় ও পঞ্চমহাভূত, এই ষোড়শ বিকার ও পাঁচটী শব্দাদি সূক্ষ্মমাত্রা তাঁহাকে আবৃত করিয়া আছে। তিনি এই সকল অনিত্য ঐশ্বর্য্য সংযুক্ত থাকিয়া ও আপনার স্থানে নিত্য ঈশ্বররূপে বিরাজ করিতেছেন। ২য়। ৯। ১৭।

ব্যাখ্যা। ইতিপূর্ব্বে শুকদেব নির্গুণ ব্রহ্মের স্থান দেখাইয়া, এক্ষণে তত্রস্থিত সগুণ ব্রহ্ম কল্পনা করিতেছেন। সৃষ্টিশক্তি ঈশ্বরের বাসনায় মিলিত হইলেন, এই যে শ্রুতি আছে, তাহাকেই বৈকুণ্ঠপতি বলিয়া, পৌরাণিকেরা রূপক করিলেন, বুঝিতে হইবে। সৎ, চিৎ আনন্দ ও জ্ঞান এই চারিটীই নন্দাদি পারিষদ। সুনন্দই সৎ, ইনিই পুরাণে বসুদেব বলিয়া কথিত। নন্দ চিৎ; ইনিই ব্রজের অধিপতি বলিয়া কথিত। আনন্দই প্রবল নামক পার্ষদ। এই আনন্দই ঈশ্বরের ব্রহ্মলীলার সহচর। অর্হণ বলিতে জ্ঞান। এই জ্ঞানই পাণ্ডবাদি ও অনিরুদ্ধ প্রভৃতি রূপে কথিত। ইহার মীমাংসা দশমস্কন্ধে হইবে।

ইহা বিশেষ বোধ করাইবার জন্য শুকদেব আপনিই সপ্তদশ শ্লোক বলিলেন। ঐ চারি অবস্থা হইতে নানা ঐশ্বর্য্য প্রকাশ করিয়া, ভগবান কাহাতেও আশক্ত না হইয়াই, সেই নিজধাম যে বৈকুণ্ঠ, তথায় অবস্থান করিতেছেন। ইহার ভাবে এই বুঝা গেল, ঈশ্বর ব্রহ্মাকে নিজ সগুণত্ব দেখাইয়া ও আপনি যে নির্গুণ ভাবে ব্রহ্ম হইতেও অতীত আছেন, ইহাও দেখাইলেন।

এই রূপ দর্শন করিয়া ব্রহ্মা আনন্দে পরিপ্লুতান্তঃকরণ হইয়া উঠিলেন এবং প্রেমভাবে লোমাঞ্চ-শরীর হইয়া, লোচনে আনন্দাশ্রু বিসর্জ্জন করিতে লাগিলেন। যে পদ-যুগল পরমহংসগণের উদ্দেশ্য-পথ, সেই পাদপদ্মে বিশ্বস্রষ্টা একান্ত হৃদয়ে পরে প্রণাম করিলেন। ২য়। ৯। ১৮

অনন্তর প্রীতমনা ও সর্ব্বপ্রিয় ভগবান, সেই বিনতকন্ধর ও অঞ্জলিকৃত ম্রিয়মান্ কবিকে সমুপস্থিত দেখিয়া, প্রেমদৃষ্টিতে তাঁহাকে আশ্বাসিত করিয়া এবং প্রজা সৃজনকার্য্যে উপযুক্ত ও পুষ্ট দেখিয়া, মৃদু মৃদু হাস্যমণ্ডিত বচনে বলিলেন। ২য়। ৯। ১৯

ভগবান কহিলেন;—হে বেদগর্ভ! আমি কূটযোগীগণের তপস্যায় সন্তোষ পাই না, কিন্তু সৃষ্টি ইচ্ছা করিয়া তুমি যে ভক্তিযুক্ত তপস্যা করিয়াছ, তাহাতে আমি অতিশয় তুষ্ট হইয়াছি। ২য়। ৯। ২০।

হে ব্রহ্মন্! পুরুষগণের পক্ষে সাধনার শ্রেয়োফলই আমার মূর্ত্তিদর্শন; অতএব

তুমি যাহা আমার নিকটে বাঞ্ছা কর, সেই বর গ্রহণ কর, কারণ আমিই বরদাতা হইতেছি। ২য়। ৯। ২১

হে ব্রহ্মন্! আমার ইচ্ছাতেই তুমি আমার অবস্থানীয় বৈকুণ্ঠ দেখিতে পাইয়াছ; এবং আমার ইচ্ছারহস্য শুনিয়াই তুমি মহাতপস্যা করিয়াছিলে। ২য়। ৯। ২২

তোমাকে কর্ম্মবিমোহিত দেখিয়া আমিই তোমাকে তপস্যার আদেশ করিয়াছিলাম। হে অমোঘ! তপস্যাই আমার হৃদয় এবং আমিই তপস্যার আত্মা হইতেছি। ২য়। ৯। ২৩।

এই সৃষ্টি তপস্যাতেই আমি সর্জ্জন করি, তপস্যা দ্বারাই গ্রাস করি এবং তপস্যা দ্বারাই পালন করি। সেই দুশ্চর তপস্যাই আমার শক্তি হইতেছে। ২য়। ৯। ২৪

ভগবানের পূর্ব্বোক্ত মধুর বাক্যাবলী শ্রবণ করিয়া, পরম পুলকিতচিত্তে ব্রহ্মা কহিলেন;—হে ভগবন্! আপনি সর্ব্বভূতের অধ্যক্ষ এবং সকলের অন্তরে অবস্থান করেন; অতএব আপনি অপ্রতিরুদ্ধ প্রজ্ঞান শক্তি দ্বারা আমার অন্তরের আশাও জ্ঞাত আছেন। ২য়। ৯। ২৫

এক্ষণে আমি যে বিষয়ের জন্য যাচমান্, হে নাথ! সেই কথিত বিষয়টী আমাকে প্রদান করুন। যাহাতে আমরা আপনার স্থূল ও সূক্ষ্ম রূপ জানিতে পারি, তাহা করুণ। ২য়। ৯। ২৬

হে অমোঘসংকল্প! (হে মাধব)! আপনি যেরূপে নানাশক্তি দ্বারা পরিবৃত হইয়া, আত্মমায়াযোগে আপনিই ব্রহ্মাদি রূপ গ্রহণ করিয়া, এই বিশ্ব সৃজন, পালন ও হরণ করিয়া, উর্ণনাভি যেমন স্বীয় তন্তু প্রকাশ করতঃ তাহার মধ্যস্থ থাকে; তদ্রূপ যেভাবে আপনি মায়াতে আবদ্ধ থাকিয়া ক্রীড়া করেন, সেই বুদ্ধিটী আমাতে আধান করুন। ২য়। ৯। ২৭

হে ভগবন্! আপনা দ্বারা শিক্ষিত হইয়া আমি আলস্য পরিহার করিয়া, সৃষ্টিকার্য্য করিব এবং আপনার অনুগ্রহে প্রজাসৃষ্টি করিয়া তাহাতে অহংকারী হইব না। ২য়। ৯।২৮

হে ঈশ্বর! আপনি আমাকে সখারূপে সম্মানিত করিয়াছেন। আমিও সখার ন্যায় প্রজা সৃজন কার্য্যদ্বারা আপনার সেবা করিব। ইহাতে আমার এই প্রার্থনা যে;—ঐ উত্তমাধম ভেদে প্রজাসৃজনকার্য্যে স্বতন্ত্রস্রষ্টারূপী অভিমান যেন আমার উদয় না হয়।২য়।৯।২৯

ব্রহ্মার ঈদৃশ প্রার্থনায় ভগবান সন্তুষ্ট হইয়া কহিলেন;—

হে ব্রহ্মন্! অনুভবসিদ্ধ ও পরম গোপনীয় ভক্তিসংযুক্ত মমবোধক জ্ঞান এবং তাহার সাধনা বলিতেছি, তুমি শ্রবণ কর। ২য়। ৯। ৩০

হে ব্রহ্মন্! আমি যে রূপী, আমি যে অবস্থাপন্ন, আমি যে ভাবে গুণকর্ম্মাদি প্রকাশ করিয়া থাকি; আমার অনুগ্রহে তুমি সেই সমস্ত জ্ঞাত হও। ২য়। ৯। ৩১।

হে ব্রহ্মন্! যখন স্থূলসূক্ষ্ম ও তাহাদের কারণাদি কিছুই প্রকাশ ছিল না, তখন আমিই ছিলাম। পরে যাহা হইতে বিশ্ব প্রকাশ হইল, তাহাও আমি হইতেছি; পরে যাহাতে এই বিশ্বের প্রলয় হইবে তাহাও আমি থাকিব, জানিবে। ২য়। ৯। ৩২।

সত্যকে আশ্রয়মাত্র করিয়া যে মিথ্যা ভাব অতীত হয়; যাহা দর্শন করিলে সত্যেরও প্রতীতি হয় না; যেমন জ্যোৎস্না ও অন্ধকার। তাহাকেই আমার মায়া বলিয়া জানিবে। ২য়। ৯। ৩৩।

ব্যাখ্যা। হে ব্রহ্মন্! তুমি যে ইতিপূর্ব্বে আমার মায়া জানিতে ইচ্ছা করিয়াছিলে, এক্ষণে তাহা শ্রবণ কর;—প্রকাশ যেমন সত্য বস্তু এবং তাহার অপ্রকাশই অন্ধকার হইয়া থাকে; ইহাতে লোকে অন্ধকারকে যে পদার্থ বলিয়া বোধ করে, সে কেবল ঐ প্রকাশরূপী সত্যবস্তুর সত্বা থাকা প্রযুক্ত, অথচ নিজ অন্ধকারের কোন সত্বা নাই; তদ্রূপ এই জগতে, চৈতন্য আশ্রিত হইলে যে মিথ্যাশক্তি সত্যের ন্যায় প্রতিভাত হয়, তাহাকেই মায়া কহে।

হে ব্রহ্মন্! যেমন মহাভূত ভূতসমূহের অন্তরে ও বাহিরে বর্ত্তমান; তদ্রূপ আমিও সমস্তের মধ্যে প্রবিষ্ট ও অপ্রবিষ্ট হইয়া আছি। ২য়। ৯। ৩৪।

আত্মতত্ত্বজিজ্ঞাসুগণ কার্য্য ও কারণ বিচার করিতে করিতে শেষ অথচ সর্ব্বত্রব্যাপী ও সর্ব্বদা নিত্য সূক্ষ্মতত্ত্ব প্রাপ্ত হইবেন; তাঁহাকেই আত্মা বলিয়া জানিবে। ২য়। ৯। ৩৫।

সেই আত্মা বোধ করিয়া একাগ্রচিত্তে কার্য্য করিলে, হে ব্রহ্মন্! কল্প ও বিকল্পরূপী বিবিধ সৃষ্টিতে বিমোহিত কখনই হইবে না। ২য়। ৯। ৩৬।

মহারাজ পরীক্ষিৎ শুকদেবকে যে ইতিপূর্ব্বে জীবের সহিত এবং জগতের সহিত ঈশ্বরের সম্বন্ধ কি, এই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, মাহাত্মা শুক তাহা এই ঈশ্বর ও ব্রহ্মাসংবাদদ্বারা প্রতিপন্ন করিয়া, আনন্দিতচিত্তে রাজাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন;—

হে মহারাজ! অনন্তর অজ হরি এইরূপে প্রাণীগণের পরমেষ্টিস্বরূপ ব্রহ্মাকে উপদেশ দিয়া, তাঁহার দৃষ্টিপথ হইতে আপনার রূপ অন্তর্হিত করিয়া লইলেন। ২য়। ৯। ৩৭।

ভগবান ব্রহ্মাও সেই ইন্দ্রিয়ার্থ হইতে অন্তর্হিত হরিকে অঞ্জলিবন্ধন পূর্ব্বক প্রণাম করিয়া, পূর্ব্বের ন্যায় এই সর্ব্বভূতময় জগত সৃজন করিলেন। ২য়। ৯। ৩৮।

ব্যাখ্যা। সপ্তবিংশতি শ্লোকে যে অন্তর্হিত হওন কথা আছে, তাহার ভাবার্থ অব্যক্ত। পরে শুকদেব বলিলেন;—"ইন্দ্রিয়ার্থ হইতে অন্তর্হিত।" ইন্দ্রিয়ার্থ বলিতে যাহা জীবাদিরূপে প্রত্যক্ষ হইতেছে অর্থাৎ চক্ষু কর্ণাদি এবং শব্দাদি ও স্পর্শাদি। অন্তর্হিত বলিতে অব্যক্ত।

হে রাজন্! (এই ভাগবত কিরূপে প্রতীত হয় এবং ব্রহ্মার নিকট হইতে নারদ কিরূপে প্রাপ্ত হন, তাহা শ্রবণ করুন);—একদা সেই ধর্ম্মপতি ও প্রজাপতি ব্রহ্মা আপনার কামনা সম্পূর্ণ করিবার জন্য এবং প্রজাগণের মঙ্গলকরণোদ্দেশে যমনিয়মাদি সংযোগে যোগানুষ্ঠান করিয়াছিলেন। ২য়। ৯। ৩৯।

সেই সময়ে তাঁহার মহাভাগবত, মহামুনি ও প্রিয়তম পুত্র নারদ আনন্দিত মনে, মায়ার তত্ত্ব জানিতে ইচ্ছা করিয়া শীল, প্রশ্রয় ও দমাদিগুণ সংযোগে তাঁহার পরিতুষ্টি সাধন করিয়াছিলেন। ২য়। ৯। ৪০। ৪১।

হে রাজন্! আপনি আমাকে যাহা জিজ্ঞাসা করিয়াছেন, পূর্ব্বে দেবর্ষি নারদও তাঁহার পিতাকে পরিতুষ্ট হেরিয়া এই সকল বিষয় জানিতে চাহিয়াছিলেন। ২য়। ৯। ৪২।

সেই ভূতকৃৎ ব্রহ্মাকে ইতিপূর্ব্বে স্বয়ং ভগবান যে দশলক্ষণাক্রান্ত নিজতত্ত্বরূপী ভাগবত কহিয়াছিলেন। ব্রহ্মা তাহাই আপন পুত্রকে কহিলেন। ২য়। ৯। ৪৩।

হে নৃপ! সরস্বতীতীরস্থিত অমিততেজা ব্রহ্মধ্যানকারী ব্যাসদেবকে নারদ ঐ ভাগবত পরে বলিয়াছিলেন। ২য়। ৯। ৪৪।

হে রাজন্! পূর্ব্বে বিরাট্ পুরুষ হইতে কিরূপে এই সমুদায় বিশ্ব ও জীব আবির্ভূত হইয়াছে, জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন এবং আর আর যত প্রশ্ন করিয়াছেন, তাহা বলিতেছি শ্রবণ করুন। ২য় ৯। ৪৫।

ইতি শ্রীভাগবতে দ্বিতীয়স্কন্ধে নবমাধ্যায়ে উপেন্দ্রকৃতানুবাদ সমাপ্ত।

ব্যাখ্যা। ব্রহ্মার যম ও নিয়মাদি ধারণই তপস্যা বা সৃষ্টিবীর্য্য গ্রহণ বুঝিতে হইবে। কারণ ইতিপূর্ব্বে স্বয়ং ভগবানের উক্তিতে তপস্যাই তাঁহার বাক্য, ইহা শুকদেব বলিয়াছেন। সেই সৃষ্টিতে অনুরত সৃষ্টিশক্তির সেবা করিয়া, নারদ ভাগবত লাভ করিয়াছিলেন। ঐ সেবা লৌকিক সেবা নহে, তত্ত্ববিচার করা।

ইতি শ্রীভাগবতে দ্বিতীয়স্কন্ধে নবমাধ্যায় উপেন্দ্রকৃতাধ্যাত্ম ব্যাখ্যা সমাপ্ত।

অথ দশম অধ্যায়।

শ্রীশুকদেব মহারাজ পরীক্ষিৎকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন ;—

হে রাজন্! এই ভাগবতে সর্গ, বিসর্গ, স্থান, পোষণ, উতি, মন্বন্তর, ঈশ্বরের অবতার ও ঈশ্বরের কথা, মুক্তি ও আশ্রয় এই দশটী বিষয় আছে। ২য়। ১০। ১।

আশ্রয় নামক দশম লক্ষণটীকে বিশেষরূপে বুঝাইতেই আর নয়টী লক্ষণ মহাত্মাগণ এই পুরাণে বর্ণনা করিয়াছেন। যে স্থানে ঈশ্বরের স্তুতিবাদ আছে, তথায় ঐটী স্পষ্ট প্রমাণ হইয়াছে। অপর স্থানে কেবল উহার তাৎপর্য্য বর্ণনা হইয়াছে। ২য়। ১০। ২।

পরমেশ্বর হইতে যে ভাবে ভূতসকল, শব্দাদি মাত্রা সকল, ইন্দ্রিয় ও মহত্তত্ত্বাদি জন্ম লাভ করিয়া অবস্থান করিতেছে, তাহাকে সর্গ কহে। আর ব্রহ্মা হইতে যাহা প্রস্তুত হইয়াছে তাহাকে বিসর্গ কহে। বৈকুণ্ঠবিজয়কে স্থান কহে। জগতের প্রতি ঈশ্বরানুগ্রহকে পোষণ কহে। কর্ম্মবাসনাকে উতি কহে। হরির অবতারগণের ও ভক্তগণের চরিত্র বর্ণনাকে ঈশ্বরকথা কহে। শক্তিগণের সহিত প্রলয়শয়নকালে শ্রীহরির সহিত জীবের যে সংযোগ হয়, তাহাকে নিরোধ বা লয় কহে। মায়াসংযুক্ত কর্তৃত্ব ও অহংকার ত্যাগ করিয়া জীবের যে স্বরূপে স্থিতি, তাহাকে মুক্তি কহে। যাঁহা হইতে এই চরাচরের সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয় হয়, তাঁহাকেই আশ্রয় কহে। তিনিই কখন ব্রহ্ম, কখন পরমাত্মা প্রভৃতি আখ্যায় কথিত হয়েন। ২য়। ১০। ৩। ৪। ৫। ৬। ৭।

যে পুরুষ আধ্যাত্মিক প্রাণমনোময় হইতেছেন। যিনি পরে আধিদৈবিক ইন্দ্রিয়ময় হইতেছেন এবং ঐ উভয় আধ্যাত্মিক ও অধিদৈবিকের বিচ্ছেদে আধিভৌতিকরূপী ভূতময়ও যিনি হইতেছেন, তিনিই জীবোপাধিধারী বলিয়া পরিচিত। ২য়। ১০। ৮

ঐ তিনটী অবস্থার মধ্যে একটীর অভাবে অপরটি বোধ হয় না; অতএব ঐ তিনটীকে যিনি একত্রিতভাবে দেখিবেন; তিনিই পরমাত্মাকে বুঝিতে পারিবেন। সেই পরমাত্মা নিজ আশ্রয়ে আশ্রিত এবং সকলের আশ্রয় হইতেছেন। ২য়। ১০। ৯

সেই বিরাট্ পুরুষ যখন কারণাণ্ড ভেদ করিয়া বহির্গত হইলেন, তখন তিনি স্বয়ং আপনার আধার স্থান ইচ্ছা করিয়া, পরিশুদ্ধ অপ সৃজন করিলেন। ২য়। ১০। ১০

সেই ভগবান্ বিরাট্ নামক আপনার পুরুষদেহ হইতে অপ প্রকাশ করিয়া, তদুপরি সহস্রবৎসর বাস করাতে, তাঁহার একটী নাম নারায়ণ হইয়াছে। ২য়। ১০। ১১

ভূতাদি, অদৃষ্ট, কাল, স্বভাব এবং জীব সেই নারায়ণের অনুগ্রহে কার্য্যক্ষম হইতেছে এবং তাঁহার উপেক্ষাতেই বিলয় হইতেছে। ২য়। ১০। ১২

সেই ভগবান যখন আমি বহু হইব বলিয়া যোগশয্যা হইতে গাত্রোত্থান করিলেন, তখন তিনি নিজ হিরণ্ময় বীর্য্যকে মায়াদ্বারা তিনভাগে বিভাগ করিলেন। ২য়। ১০। ১৩

সেই ত্রিধা বীর্য্যই আধ্যাত্মিক, আধিদৈবিক, আধিভৌতিক নামে বিখ্যাত। হে রাজন্! ঐ ত্রিভাবের উৎপত্তি কিরূপে এক পুরুষের বীর্য্য হইতে হইয়াছে, তাহা শ্রবণ করুন। ২য়। ১০। ১৪

সেই পুরুষের অন্তরে যে আকাশ ছিল, তৎসহ তাঁহার সক্রিয় হইতে চেষ্টা হওয়াতে, ওজঃ সহঃ এবং বল এই ত্রিশক্তির প্রকাশ হইল। ঐ ত্রিশক্তির সূত্রাত্মা ও মুখ্যাংশ স্বরূপ প্রাণ পরে প্রকাশ পাইল। ২য়। ১০। ১৫

হে নারদ! সকল জন্তুতেই (জীবদেহেতেই) প্রাণ চেষ্টাযুক্ত হইলেই, ইন্দ্রিয়াদি চেষ্টাযুক্ত হয় এবং প্রভুগণের অনুবর্ত্তী যেমন ভৃত্যগণ, তদ্রূপ প্রাণ চেষ্টাহীন হইলে, ইন্দ্রিয়াদিও চেষ্টাহীন হইয়া থাকে। ২য়। ১০। ১৬

প্রাণ অন্তরে চালিত হইলেই ক্ষুধা ও তৃষ্ণার প্রকাশ হয় এবং সেই ক্ষুধা ও তৃষ্ণা নিবারণের জন্য পানীয় পান ও আহারীয় আহারার্থে প্রথমে মুখের আবির্ভাব হয়। ২য়। ১০। ১৭

সেই মুখ হইতে তালুর প্রকাশ হয়। রসনা নামক ইন্দ্রিয় তথায় উৎপাদিত হয়। সেই তালুতে নানাবিধ রসের উৎপত্তি জিহ্বায় বোধ হইয়া থাকে। ২য়। ১০। ১৮।

জীবের কথা কহিতে ইচ্ছা হইলে মুখমধ্যে অগ্নির প্রকাশ হয়। সেই তেজঃ হইতে বাক্য প্রকাশ হয়। ঐ তেজঃ তালুপ্রকাশ্য রসে চিরকালই নিরুদ্ধ থাকিয়া প্রকাশ পায়।২।১০।১৯।

জীব বায়ুচালন করিতে ইচ্ছা করিলে নাসিকা নামক ইন্দ্রিয় প্রকাশ হয়। তিনি আঘ্রাণ করিতে ইচ্ছা করিলে, বায়ুই তথায় গন্ধ বহন করে। ২য়। ১০। ২০।

জীব যখন প্রকাশশূন্য আপনার দেহকে প্রকাশরূপে দেখিতে ইচ্ছা করেন, তখন উভয় চক্ষুর প্রকাশ। তাহার মধ্যে যে জ্যোতিঃশক্তি আছে, তাহাই সর্ব্বরূপের আকার গ্রহণ করে। ২য়। ১০। ২১।

ঋষিগণবিভাবিত শব্দ (বেদ) জীবের বোধ করিতে ইচ্ছা হইলে আত্মার কর্ণ প্রকাশ হয়। তাহাতে দিগ্‌বোধক শ্রোত্রশক্তি আবির্ভূত হইয়া, বেদশব্দ গ্রহণ করিয়া থাকে।২য়।১০।২২

কোন বস্তুর মৃদুত্ব. কাঠিন্য, লঘুত্ব ও গুরুত্ব এবং উষ্ণশীতলতা অনুভব করিবার জন্য জীবের অঙ্গে ত্বকের প্রকাশ হয়। তথায় লোমসমূহ থাকে এবং ত্বকের অন্তরে ও বাহিরে বায়ু ব্যাপ্ত থাকায় উহা বায়ুর স্পর্শগুণ প্রাপ্ত হয়। ২য়। ১০। ২৩

জীবের নানা কর্ম্ম করিতে ইচ্ছা হইলে, হস্ত নামক ইন্দ্রিয় প্রকাশ হয়। তাহাতে আদান ও প্রদানাদির আশ্রয়ীভূত বল নামক শক্তি অবস্থান করে। ২য়। ১০। ২৪।

সেই জীব অভীষ্ট কামনা পরিপূরণার্থে গতির ইচ্ছা করিলে পাদাংশ প্রকাশ হয়। সেই পদে স্বয়ং হরি অর্থাৎ যজ্ঞশক্তি বর্ত্তমান থাকেন। তদ্বারা মনুষ্যগণ যজ্ঞাদি কর্ম্মের আহরণ করিয়া থাকে। ২য়। ১০। ২৫

সেই জীব, অপত্য উৎপাদন দ্বারা আনন্দানুভব এবং স্বর্গাদি লাভ বাসনা করিলে শিশ্ন প্রকাশ হয়। তন্মধ্যে স্ত্রীসম্ভোগজনিত সুখ ও পূর্ব্বোক্ত অপত্যাদির প্রকাশক উপস্থ নামক শক্তির প্রকাশ হয়। ২য়। ১০। ২৬

শরীরগত অসারাংশ ত্যাগ করিতে ইচ্ছা করিলে জীবের গুহ্যেন্দ্রিয় প্রকাশ হয়। তাহাতে পায়ুশক্তির প্রকাশ হয়। ঐ গুহ্য ও পায়ুর অধিষ্ঠাতা শক্তিস্বরূপ মিত্রশক্তি তথায় অবস্থান করে। ২য়। ১০। ২৭

সেই জীবের দেহান্তর গমনের সুবিধার জন্য নাভিদ্বারে অপান শক্তির প্রকাশ আছে, তাহা হইতে এক দেহসম্বন্ধ হইতে সম্বন্ধ পৃথককারী মৃত্যুর প্রকাশ হইয়া থাকে। ২য়।১০।২৮

সেই জীবের অন্নপাকাদি কার্য্যের জন্য কুক্ষি ও তন্মধ্যগত অন্ত্র এবং নাড়ির প্রকাশ হয়। নদী ও সমুদ্রই তাহাদের শক্তি এবং উহাদের দ্বারা তুষ্টি ও পুষ্টি সাধিত হইয়া থাকে। ২য়। ১০। ২৯

মায়াযুক্ত আত্মার অর্থাৎ জীবের চিন্তা করিতে হইলে হৃদয় প্রকাশ হয়। তথায় মনোরূপী যন্ত্রশক্তির প্রকাশ হয় এবং সংকল্পাত্মক কামনাই তথাকার অধিষ্ঠাতা হইয়া থাকে। ২য়। ১০। ৩০

হে রাজন্! ত্বক্. চর্ম্ম (সূক্ষ্ম ও স্থূলভাবের ভেদ মাত্র), মাংস, রুধির, মেদ, মজ্জা, অস্থি, এই সপ্তধাতুই ভূমি, জল ও তেজোময় হইতেছে। আর প্রাণশক্তিটী ব্যোম, বায়ু ও বারিময় হইতেছে। অর্থাৎ দেহের সপ্তধাতু, এবং প্রাণ সমস্তই পঞ্চভূতময় হইতেছে। ২য়। ১০। ৩১

ইন্দ্রিয়সমূহও গুণসমূহের অধীন হইতেছে। গুণসমূহও ভূতাদি হইতে প্রকাশ (গুণ বলিতে শব্দাদি পঞ্চতন্মাত্রা) ভূতসমূহ অহংকার হইতে প্রকাশ হইয়াছে। এই সকলের অর্থাৎ অহংকারের বিকারেই মন ও বুদ্ধির প্রকাশ হইয়া থাকে। তন্মধ্যে মনই সকল বিকারের সূক্ষ্মতম স্বরূপ। আর বুদ্ধিই ভূতাদির তত্ত্ববোধক বিজ্ঞানরূপিণী হইতেছে। (ইহাতে স্পষ্ট প্রকাশ এই ভাব যথা;—সকলের সূক্ষ্মাবস্থাই মন ও বুদ্ধি। মনোদ্বারা স্থূল অনুভব করা যায় এবং বুদ্ধিদ্বারা তাহার সূক্ষ্ম বিচার করা যায়)। ২য়। ১০। ৩২

হে রাজন্! এই যে মহী হইতে পঞ্চভূত, অহঙ্কার, মহত্তত্ত্ব এবং প্রধান ইহাই অষ্ট আবরণ; ইহাই ভগবানের স্থূলরূপ হইতেছে। ২য়। ১০। ৩৩।

স্থূলদেহের কারণ স্বরূপ, যে সেই সূক্ষ্ম অবস্থা—তাহা অব্যক্ত; বর্ণ ও আকারাদি হীন; উৎপত্তিস্থিতি হীন; নিত্য এবং বাক্যমনের অগোচর হইতেছে। ২য়। ১০। ৩৪।

হে রাজন্! আমি যে আপনাকে ভগবানের উভয় রূপের কথা বলিলাম, ইহারাও মায়ার দ্বারা কল্পিত অর্থাৎ মায়া সহযোগে প্রকাশিত হয়। মায়া ত্যাগ করিলে ঈশ্বর উপলব্ধি হওয়া দুরূহ। এই জন্য পণ্ডিতগণ জগতাদি নিত্য বা সত্য বলিয়া স্বীকার করেন না। ২য়। ১০। ৩৫।

(পণ্ডিতগণ ঈশ্বরের সকর্ম্ম অবস্থাকেই ভাল বাসেন, শ্রীশুক তাহাই বলিতে আরম্ভ করিলেন।) ঈশ্বরই ব্রহ্মাদি রূপ ধারণ করিয়া প্রাণিগণের রূপ, গুণ ও কর্ম্মাদি বিবেচনায় বাচক বা নির্দ্দেশ ভাবে নাম এবং বাচ্য বা বোধকভাবে রূপকর্ম্মাদি সৃজন করিয়াছেন মাত্র। তিনিই মায়াতে পতিত হইয়া সকর্ম্মক (জীবাদি) হইয়াছেন। বস্তুতঃ তিনি অকর্ম্মক ও পরমেশ্বর হইতেছেন। ২য়। ০। ৩৬।

(সেই ভগবান গুণরূপাদিভেদে বাচ্যবাচক বিবেচনায় নিম্নলিখিত সমস্তই প্রকাশ করিয়াছেন।) সেই ভগবান—প্রজাপতি, মনু, দেব, ঋষি, পিতৃ, সিদ্ধ, চারণ, গন্ধর্ব্ব, বিদ্যাধর, অসুর, গুহ্যক, কিন্নর, অপ্সর, নাগ, সর্প, কিম্পুরুষ, মনুষ্য, মাতৃগণ, রক্ষ, পিশাচ, প্রেত, ভূত, বিনায়ক, কুষ্মাণ্ড, উন্মাদ, বেতাল, যাতুধান, গ্রহ, মৃগ, খগ, পশু, বৃক্ষ, গিরি ও সরীসৃপ প্রভৃতিকে বাচ্যবাচক ভাবে আপনাহইতে সৃষ্টি করিয়াছেন। হে রাজন্! ইহাই বুঝিবেন। ২য়। ১০। ৩৭। ৩৮। ৩৯।

হে নৃপ! এতদ্ভিন্ন দ্বিবিধ (স্থাবর ও জঙ্গম) ও চতুর্ব্বিধ (জরায়ুজ, স্বেদজ, অণ্ডজ, উদ্ভিজ্জ) জল-স্থল-আকাশবাসী জীবগণকেও তিনি ঐ বাচ্যবাচকভাবে সৃজন করিয়াছেন। ২য়। ১০। ৪০।

(হে রাজন্! আপনি যে আমাকে কর্ম্মফলের কথা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, তাহা শ্রবণ করুন) ঐ জীবগণের মধ্যে কুশল, অকুশল ও মিশ্র এই ত্রিবিধ কর্ম্মগতি বর্ত্তমান, আছে। সত্ত্ব, রজঃ, তমো এই ত্রিগুণ হইতেই ঐ ত্রিবিধা গতি লাভ করিয়া, কেহ সত্ত্বাধিক্যে দেবতা স্বরূপ হয়, কেহ রজোগুণাধিক্যে মনুষ্য হয়; (ইহারাই মিশ্র বা মধ্যমাবস্থা) কেহ বা তমোগুণাধিক্যে নারকী অর্থাৎ তির্য্যকাদি যোনীগত হইয়া অকুশল (অধম) অবস্থাপন্ন হইয়া থাকে। ২য়। ১০। ৪১।

ঐ উত্তম, অধম ও মধ্যম জীবগণের মধ্যে প্রত্যেকেতেই ত্রিবিধগতি বর্ত্তমান আছে, তাহারা পরস্পর পরস্পরের স্বভাব লইয়া কার্য্য করিয়া থাকে। ২য়। ১০। ৪২।

সেই জগদীশ্বর ব্রহ্মাদিরূপে পূর্ব্বভাবে তির্য্যক্, মনুষ্য ও দেবতাদি সৃজন করিয়া, ধর্ম্মরূপে তাহাদের পালন করিতেছেন এবং রুদ্রভাবে কালাগ্নিদ্বারা আপনা হইতে উদ্ভূত এই জগৎকে, অনিল যেমন মেঘাবলীকে উড়াইয়া দেয়, তদ্রূপে সংহার করেন। ২য়।১০।৪৩।৪৪।

হে রাজন্! আমি যে ভাবে ঈশ্বরকে গুণময়রূপে বর্ণনা করিলাম; পণ্ডিতগণ কেবল

এই ভাবেই ঈশ্বরকে দেখেন না। (কারণ মায়া পরিত্যাগ করিলে) সেই ভগবান, এই জগতের জন্মাদি কর্ম্মে আবদ্ধ থাকেন না। মায়ার সংযোগজন্যই তাঁহার কর্তৃত্ব পণ্ডিতগণ প্রমাণ করেন। সেটী কেবল তাঁহার কর্ম্মহীনতা বুঝাইবার জন্য; কারণ মায়াত্যাগে তাঁহার যখন কর্ম্ম অসম্ভব, তখন তিনি বিশুদ্ধ অবস্থায় নিশ্চয়ই নিষ্ক্রিয় হইতেছেন। ২য়। ১০। ৪৫। ৪৬।

হে রাজন্! আপনি যে ব্রহ্মকল্প ও অবান্তর কল্পের পরিচয় চাহিয়াছিলেন, তাহা আমি বলিলাম। প্রাকৃত অর্থাৎ কারণসৃষ্টিই ব্রহ্মকল্প আর বৈকৃত সৃষ্টিরূপী জীবসৃষ্টিই অবান্তর কল্প হইতেছে। ২য়। ১০। ৪৭।

হে রাজন্! কালের স্থূল ও সূক্ষ্ম পরিমাণ, কল্পের লক্ষণ ও অবান্তরাদি এবং মন্বন্তরাদির ভেদ যাহা, তাহা আমি পরে পরে প্রকাশ করিব। এক্ষণে পাদ্মকল্পের বিষয় বলিতেছি শ্রবণ করুন। ২য়। ১০। ৪৮।

এই প্রকার মধুর কাহিনী সূতের মুখে শ্রবণ করিয়া শৌনকাদি কহিলেন;—হে সূত! তুমি যাহা বর্ণনা করিতেছ, তাহা ক্রমে বর্ণনা কর এবং অনুগ্রহপূর্ব্বক অগ্রে আর একটী বিষয় বলিও; তুমি যে ইতিপূর্ব্বে আমাদের বলিয়াছিলে;—মহাত্মা বিদুর আত্মীয় ও বন্ধুগণকে ত্যাগ করিয়া পৃথিবীর সমস্ত তীর্থই পর্য্যটন করিয়াছিলেন এবং মহাত্মা কৌশারবের সহিত অধ্যাত্মতত্ত্ব মিশ্রিত সংবাদ কথোপকথন করিয়াছিলেন। তখন মহাত্মা বিদুর ভগবান মৈত্রেয়কে কি জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন? এবং তিনিই বা কি বলিয়াছিলেন? তাহা বল। বিশেষতঃ বিদুর বন্ধুত্যাগ করিয়া কি ভাবে ছিলেন এবং কেনই বা পুনরায় গৃহে প্রত্যাগমন করিয়াছিলেন তাহাও বল। শৌনকের প্রশ্নে হৃষ্ট হইয়া সূত কহিলেন;—হে মুনে! আপনি যাহা জিজ্ঞাসা করিতেছেন, মহামুনি শুকদেবকে শ্রীপরীক্ষিতও তাহাই প্রশ্ন করেন, অতএব রাজার প্রশ্নানুসারে সমস্ত শ্রবণ করুন। ২য়। ১০। ৪৯। ৫০। ৫১। ৫২।

ইতি শ্রীভাগবতে দ্বিতীয়স্কন্ধে দশম অধ্যায়ে বিশ্বামিত্র গোত্রজ-ক্ষত্রিয়-কায়স্থবংশোদ্ভব
কালিদাসস্তকুলে কুমারনগর নিবাসী চণ্ডীচরণজ কালিদাসজ্যেষ্ঠ-
শ্চন্দ্রাত্মজোপেন্দ্রকৃতানুবাদ সমাপ্ত।

ব্যাখ্যা। এই সকল শ্লোকের অর্থ অতি সরল থাকায় ব্যাখ্যা বাহুল্য ভাবিলাম। অষ্টচত্বারিংশশ্লোকে শুকদেব যাহা বলিলেন, তাহা তৃতীয়স্কন্ধে বলিবেন।

মহাত্মা স্বামী বলিয়াছেন;—"যে ভগবানের মুখ হইতে অমৃত সম ভাগবত প্রাপ্ত হইয়া ব্রহ্মা নারদকে বলিলেন, সেই ঈশ্বরস্বরূপ গুরুকে বন্দনা করি। কারণ যে সূত্রে আবদ্ধ হইয়া ত্রিজগত শোভিত রহিয়াছে,—এই ভাগবতে তাহাই আছে। কারণ এই ভাগবত সেই শ্রীহরির অঙ্গস্বরূপ হইতেছে। অতএব এই ভাগবত ব্যাখ্যা করিতে আমার যদি কোথাও ত্রুটী হইয়া থাকে, তবে সাধুগণ সেই ঈশ্বরকে ভক্তিবলে নিবেদন করিবেন। তাহাতেই সদুত্তর পাইবেন।" আমিও শ্রীমন্মাধবচৈতন্যস্বামীরূপী গুরুচরণ ও ইষ্টদেব স্মরণ করিয়া দ্বিতীয়স্কন্ধ ব্যাখ্যা সমাপ্ত করিলাম।

ইতি শ্রীভাগবতে দশমাধ্যায়ে উপেন্দ্রকৃতাধ্যাত্মব্যাখ্যা সমাপ্ত।

দ্বিতীয়স্কন্ধ সমাপ্ত।

সচিত্র সানুবাদ সটীক

শ্রীমদ্ভাগবতসংহিতা।

মহাপুরাণ।

(শ্রুতি, মীমাংসা, ন্যায়, বেদান্ত, বৈষ্ণবশাস্ত্র ও সংহিতাদির মতে সাধারণ ও আধ্যাত্মিক-ব্যাখ্যা-সংযুক্ত)

তৃতীয়স্কন্ধ।



মদনমোহন মূর্ত্তি।

শ্রীউপেন্দ্র চন্দ্র মিত্র ভক্তিতীর্থ কর্ত্তৃক সঙ্কলিত।

কলিকাতা ১৬৪ নং মাণিকতলা ষ্ট্রীট, ভাগবত-সভা হইতে প্রকাশিত।

[দ্বিতীয় সংস্করণ।]

৫৩।২।১ নং গ্রে ষ্ট্রীট, আর্য্যযন্ত্রে, শ্রীগিরিশচন্দ্র ঘোষ দ্বারা মুদ্রিত।

সন ১৩০০ সাল।

ওঁ নমো ভগবতে বাসুদেবায়।

শ্রীমদ্ভাগবতসংহিতা।

তৃতীয় স্কন্ধ।

অথ প্রথম অধ্যায়

সর্ব্বভূতে যিনি সমভাবে বাস করিতেছন এবং অদ্বৈততত্ত্বস্বরূপ হইতেছেন, ওঁ এই প্রণবের সহিত তাঁহাকে বারম্বার নমস্কার করিবে।

শ্রীসূত শৌনকাদিকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন:—হে ঋষিগণ! মহারাজ পরীক্ষিৎ ভগবান্ শুকদেবকে যে সকল প্রশ্ন ইতিপূর্ব্বে করিয়াছেন; তাঁহার সেই সকল প্রশ্নের উত্তর শুকদেব এই স্কন্ধে আরম্ভ করিয়াছেন। অতএব তাহা শ্রবণ করুন।

রাজার প্রশ্ন শ্রবণে পরমাহ্লাদিত হইয়া শ্রীশুক রাজাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন;—হে রাজন্! আপনি যে সমস্ত প্রশ্ন কহিলেন, পূর্ব্বকালে মহাত্মা বিদুর আপনার সমৃদ্ধি-সম্পন্ন রাজভোগাদি ত্যাগ করিয়া যখন বনগমন করেন, সেই সময়ে তিনি ভগবান্ মৈত্রেয়ের সহিত কোন স্থানে সাক্ষাৎ করিয়া তাঁহাকে এরূপ জিজ্ঞাসা করিয়াছিলন। ৩য়। ১। ১।

হে নৃপ! সেই বিদুরের দয়ার কথা আর কি বলিব! যে পাণ্ডবগণের গৃহে ভগবান্ অখিলেশ্বর শ্রীকৃষ্ণ দৌত্য কার্য্য পর্য্যন্তও স্বীকার করিয়াছিলেন; বিদুর সেই পাণ্ডবগৃহে প্রবেশ না করিয়াও, পরমাত্মীয়ের আচরণ দেখাইবার জন্য বন হইতে আগমন পূর্ব্বক, পুনরায় অনাহুত হইয়াও, দুর্য্যোধনের গৃহে তাঁহাদের কল্যাণের হেতু প্রবেশ করিলেন। ৩য়। ১। ২।

ব্যাখ্যা। যে ভগবান্ সর্ব্বভূতে সমভাবে বর্ত্তমান আছেন, সেই বাসুদেবকে প্রণাম করতঃ এই তৃতীয়স্কন্ধের ব্যাখ্যা ও পরিচয় আরম্ভ করিলাম। শ্রীধরস্বামী বলিলেন,—এ তৃতীয়স্কন্ধটী ত্রয়স্ত্রিংশতি অধ্যায়ে বিভক্ত। ইহাতে কেবল ত্রিগুণের বিস্তারসহযোগে ঈশ্বরের ইচ্ছায় সৃষ্টির প্রকার সমূহ বর্ণিত হইয়াছে। ইতিপূর্ব্বে ভগবান্ ব্রহ্মা যে উপায়ে ভাগবতের পরিচয় দিয়াছেন, তাহা প্রকাশ করিয়া বর্ত্তমান হইতে ভাগবতের বিস্তারিত বর্ণনা আরম্ভ হইতেছে।

এই ভাগবত দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে আলোচিত হয়। ইহার একাংশ নারায়ণ মুখ হইতে ব্রহ্মা জ্ঞাত হয়েন, পরে তাঁহার নিকট হইতে নারদ জ্ঞাত হয়েন। ইহার অপরাংশ সনৎকুমার ও সাংখ্যায়নাদি ঋষিগণ প্রচার করেন। আপাততঃ প্রথমাংশের বিবরণই বর্ণিত হইতেছে, বুঝিতে হইবে। তৃতীয়স্কন্ধে ভগবান্ নারায়ণ যে চতুঃশ্লোকে ব্রহ্মাকে ভাগবতের সংক্ষেপ ভাব বলেন; ভগবান্ ব্রহ্মা সেই চতুঃশ্লোককে দশলক্ষণে পরিপূর্ণ করিয়া মহর্ষি নারদের নিকট প্রকাশ করেন। ঐ দশ লক্ষণের বিস্তারিত বর্ণনার জন্য ভগবান্ ব্যাস এই তৃতীয়াদি স্কন্ধের প্রকাশ করিয়াছেন। এই তৃতীয় স্কন্ধের প্রথম চারি অধ্যায়ে বিদুর ও মৈত্রেয় সংবাদ বর্ণিত হইয়াছে। পরবর্ত্তী অষ্ট অধ্যায়ে প্রমাণসহ সৃষ্টির প্রকারসমূহ বর্ণিত হইয়াছে। পরবর্ত্তী অষ্টম অধ্যায়ে বিসর্গলক্ষণবর্ণনাক্রমে বরাহাবতারের লীলা প্রকাশ হইয়াছে। পরবর্ত্তী এক অধ্যায়ে ঐ বিসর্গলক্ষণের পরিণাম প্রকাশ হইয়াছে। তৎপরবর্ত্তী চারি অধ্যায়ে কপিলাবতারের বিষয় বর্ণিত হইয়াছে। তৎপরবর্ত্তী অধ্যায়ে কপিলাবতারের লীলাখ্যান বর্ণিত হইয়াছে।

দ্বিতীয় স্কন্ধের শেষে রাজা পরীক্ষিৎ শুকদেবকে যে কালের পরিমাণ ও কল্পাদির লক্ষণবিষয়ক প্রশ্ন করিয়াছিলেন; ভগবান্ শুক তথায় রাজাকে বলিয়াছিলেন যে, হে রাজন্! এক্ষণে পাদ্মকল্প শ্রবণ করুন। সেই পাদ্মকল্প বর্ণনা করিবার জন্য, ভগবান্ ব্যাস এই বিদুর-মৈত্রেয় সংবাদের অবতারণা রচনা করিয়াছিলেন এবং শুকদেব তাহাই বলিতেছেন।

এস্থলে পাঠকবর্গের জানা উচিত হয় যে, পাদ্মকল্প কাহাকে বলে। পদ্মসম্বন্ধীয়—পাদ্ম। সৃষ্টির পরিবর্ত্তনাত্মক সময়কে কল্প কহে। পদ্মসম্বন্ধীয় সৃষ্টির পরিবর্ত্তনসূচক কালকে পাদ্মকল্প কহে। পদ্ম বলিতে ব্রহ্মাণ্ড। কালের সৃজন-ক্ষমতার পরিণামে যে অবস্থায় এই ব্রহ্মাণ্ডরূপী পদ্মের প্রকাশ হয়, তাহাকে পাদ্মকল্প কহে। এই সৃষ্টিকল্প বুঝাইতে কেবলমাত্র বিজ্ঞান না দেখিয়াই ভগবান্ ব্যাস নানাবিধ উপাখ্যানের সহিত উহা বুঝাইয়াছেন।

ঐ পাদ্মকল্প প্রকাশ করিতে প্রথম ও দ্বিতীয় শ্লোকে বিদুরের গৃহত্যাগ ও আগমন এবং পারিব্রাজকাবস্থায় মৈত্রেয় সম্মিলনের কথা ব্যাস কহিলেন। দ্বিতীয় শ্লোকের ভাবার্থ এই, যথা :—হে রাজন্! মৈত্রেয় তো মহর্ষি ব্যক্তি; তাঁহার মহত্বের কথাই নাই, কিন্তু মহাত্মা বিদুরও অতিশয় সত্যসন্ধ ও ধার্ম্মিক ব্যক্তি ছিলেন, অতএব উভয়ে যে বার্ত্তা হইয়াছে, তাহা যে নিতান্ত সত্য, তাহার আর সন্দেহ নাই। ঐ বিদুর কিরূপ ধর্ম্মব্রতী ছিলেন, তাহা শ্রবণ করুন। বিদুর ধৃতরাষ্ট্রের অন্নে প্রতিপালিত হইয়া চিরজীবন রাজ উপভোগ সম্ভোগ করিয়াছিলেন, অতএব কৌরবগণ তাঁহার প্রভুস্বরূপ ছিলেন।

ধর্ম্মার্থে অন্নদাতার অন্যায়াচরণে হস্তক্ষেপ করা বা বিপক্ষতাচরণ করাও ধার্ম্মিকের মহাপাপ; এই জন্য যে সময়ে দুর্য্যোধনাদি যুধিষ্ঠিরাদির সহিত মহাসমরে প্রবৃত্ত হয়েন, সেই সময়ে বিদুর ধৃতরাষ্ট্রের উপকারার্থ বহুতর সদুপদেশ দিয়াছিলেন। যখন কৌরবেরা সেই উপদেশ অগ্রাহ্য করিয়া অধর্ম্মাচরণে উন্মত্ত হইলেন, তখন সমস্ত ধার্ম্মিকবৃন্দ যুধিষ্ঠিরের অনুবর্ত্তী হইলেন। এমন কি ভগবান্ কৃষ্ণও ধর্ম্মরাজের পক্ষ হইলেন। বিদুর তথাপি

অন্নদাতার বিপক্ষতাকে পাপস্পর্শ জানিয়া পরম দুর্লভ কৃষ্ণের স্মরণ ত্যাগ করিয়া, মনের দুঃখে বনে গিয়াছিলেন। পরে যখন তাঁহার অলক্ষ্যে অধর্ম্মের পরাজয়াদির সহিত প্রভু ধৃতরাষ্ট্রের সর্ব্বনাশ হইল, তখন তিনি সাধ্যমত তাঁহার পারলৌকিক উপকারের জন্য অনাহুত হইয়াও কৌরবরাজের গৃহে প্রবেশ করতঃ পুণ্যসঞ্চয়ের উপদেশ দিয়া কল্যাণ-সাধন করিয়াছিলন।

এতচ্ছ্রবণে মহারাজ পরীক্ষিৎ কহিলেন; হে প্রভো! বিদুর বন গমন করিলে কোন্ স্থানে ভগবান্ মৈত্রেয়ের সাক্ষাৎ লাভ করেন? তাঁহার সহিত বিদুরের কোন্ সময়ে কি সংবাদ হয়, তাহা বলুন। দেখুন ঋষে! সেই বিদুর যেমন বিশুদ্ধহৃদয় ছিলেন, ভগবান্ মৈত্রেয়ও তদ্রূপ শ্রেষ্ঠজন ছিলেন, উভয়ে যে সকল সংবাদ হইয়াছিল, তাহা যে সর্ব্বতোভাবে সাধু-সংবাদে পরিপূর্ণ, তাহার আর কোন সন্দেহ নাই। অতএব আমাকে তাহা বলুন। ৩য়। ১। ৩। ৪।

এতদ্বর্ণনানন্তর শ্রীসূত শৌনকাদিকে সম্বোধন কহিয়া কহিলেন, হে ঋষিগণ! সেই প্রীতাত্মা সর্ব্বজ্ঞ ঋষিশ্রেষ্ঠ শুকদেব, রাজা পরীক্ষিৎকর্ত্তৃক পূর্ব্বোক্ত ভাবে জিজ্ঞাসিত হইয়া রাজাকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন:—হে রাজন্! শ্রবণ করুন। ৩য়। ১। ৫।

যে সময়ে বিনষ্টদৃষ্টি মহারাজ ধৃতরাষ্ট্র আপনার অসাধু ও অধর্ম্মাক্রান্ত পুত্র দুর্য্যোধনকে পালন করিতে চাহিয়াছিলেন, এবং কনিষ্ঠ ভ্রাতার পিতৃহীন পুত্রগণকে জতুগৃহে প্রবেশ করাইয়া দগ্ধ করিয়াছিলেন। ৩য়। ১। ৬।

যে সময়ে মহারাজ ধৃতরাষ্ট্রের পুত্র কৌরবসভায় কুরুদেবদেবী দ্রৌপদীর কেশাকর্ষণ করিয়াছিল; যখন সেই অবমাননায় তাঁহার পুত্রবধু দ্রৌপদীর ক্রন্দনকালে নয়নাশ্রু বিনিঃসৃত হইয়া কুচকুঙ্কুম ধৌত হইয়াছিল; পুত্রের এ প্রকার গর্হিত কর্ম্মও যখন অন্ধরাজ নিবারণ করিলেন না। ৩য়। ১। ৭।

অধর্ম্মাক্রান্ত দ্যূতক্রীড়ায় পরাজিত হইয়া সত্যাশ্রয়ী সাধু পাণ্ডবগণ আপনাদের প্রতিজ্ঞা পালন করণার্থে বনবাস হইতে পুনরায় নগরে আসিয়া ধৃতরাষ্ট্রের সমীপে আপনাদিগের রাজ্যাংশ প্রার্থনা করিলে মোহাভিভূত রাজা, যখন অজাতশত্রুকে তাঁহার প্রাপ্য অংশ দেন নাই। ৩য়। ১। ৮।

যে সময়ে অর্জ্জুন কর্ত্তৃক নিমন্ত্রিত হইয়া জগতের আরাধ্য কৃষ্ণ দৌত্য স্বীকার পূর্ব্বক কৌরবসভায় আগমন করতঃ হিতবাক্য বলিয়াছিলেন এবং সভাস্থ ভীষ্মাদি মহাজনেরাও কৃষ্ণের সহিত রাজাকে হিতোপদেশ দিয়াছিলেন, যখন সেই ক্ষীণপুণ্যলেশ রাজা তাহাও মান্য করেন নাই। ৩য়। ১। ৯।

ব্যাখ্যা। জ্ঞানটী স্বভাবতঃ সকল হৃদয়েই বর্ত্তমান থাকে। এইটী পরমাত্মস্বভাব। কারণ:—দ্রব্য, জ্ঞান, ক্রিয়া এই তিনটী হইতেই স্থূল দেহের ও অন্তর্দ্দেহের গঠন বিজ্ঞানবাদীরা কহিয়া থাকেন। পরমাত্মাকে কৃষ্ণ কহে। পরমাত্মার স্বভাবই

চৈতন্য বা জ্ঞানরূপে জীবে প্রকাশ হওন। অধর্ম্মাক্রান্ত জীবেও বিপদে হস্তক্ষেপ করিতে উদ্যত হইলে, ঈশ্বর সমানভাবে সকলের হৃদয়ে আত্মতত্ত্ব প্রকাশ করেন। ঐ জ্ঞান-সংযোগ-সত্ত্বে অধর্ম্মেরও কয়েকটী ধর্ম্ম-প্রবৃত্তি থাকে। উহাদিগকে সংশয়, বৈরাগ্য, বিবেক প্রভৃতি কহে। অধর্ম্মপক্ষে সংশয়ই মহাবলী। কারণ উহা দ্বারা পাপীর জীবন পাপে মগ্ন থাকিয়াও ঈশ্বরের ভয়ে কাতর হয়। ঐ সংশয় সর্ব্বদা পাপ হইতে জীবকে নিস্তার করিতে প্রয়াস পাইয়া থাকে। বিবেকাদিও তাঁহার সহচর। ইহাই বিজ্ঞান-বিচার। দ্রোণ, কৃপাদি ও সঞ্জয়াদিই ঐ অধর্ম্ম-সংযুক্ত জ্ঞান, বৈরাগ্য, বিবেক, বিজ্ঞান এবং ভীষ্মই সংশয়রূপী হইতেছেন। অসাধুর কর্ম্মফল হইতে জীবের সংশয় হইয়া থাকে। কর্ম্মজ্ঞানকে গঙ্গা কহিয়া থাকে। ঐজন্য ভীষ্ম গঙ্গার নন্দন বলিয়া পুরাণে কল্পিত হইয়াছেন।

জ্ঞানান্ধ অধর্ম্মপতি ধৃতরাষ্ট্রকে স্বয়ং পরমাত্মা এবং তাঁহার হিতৈষী জনে যে সকল ধর্ম্মোপদেশ দিলেন, তাহাও অধর্ম্মমোহের ছলনায় ভুলিয়া তিনি গ্রাহ্য করিলেন না। এস্থলে অপর একটী ভাব সংরক্ষিত হইয়াছে। ভগবান্ কৃষ্ণ অর্জ্জুনের অনুরোধে আসিয়াছিলেন। অর্জ্জুন শুদ্ধ বিজ্ঞানরূপী। বিজ্ঞানবুদ্ধিই ঈশ্বরকে আকর্ষণ করিয়া থাকে। সমস্ত সংসারটীর রূপকে ভারত রচিত হইয়াছে। এইজন্য ব্যাস অর্জ্জুনের অনুরোধে কৃষ্ণের কুরুক্ষেত্রে গমন কহিলেন। পরে ব্যাস বর্ণনা করিতে করিতে বলিলেন, "ক্ষীণ-পুণ্যলেশ রাজার"। অল্পাংশ পুণ্যকে পুণ্যলেশ কহে। কর্ম্মফলের উন্নতির সহিত মানব-জন্মও সুকৃত হইয়া থাকে। অধর্ম্মাক্রান্ত জীবরূপী ধৃতরাষ্ট্রাদিও যখন রাজা ও প্রতাপী হইয়াছিল, তাহাতে অবশ্যই কিছু পুণ্যসঞ্চয় ছিল। এক্ষণে সেই পুণ্য বিনষ্ট হইল বলিয়া অধর্ম্মপতি ক্ষীণপুণ্যলেশ বলিয়া বর্ণিত হইলেন। পরে অধর্ম্মপতির অপর অধর্ম্মের কথা ব্যাস বলিতেছেন।

সেই সময়ে মহাত্মা বিদুরের পূর্ব্বজ রাজা ধৃতরাষ্ট্র হিতমন্ত্রণা গ্রহণের জন্য বিদুরকে সমীপে আহ্বান করিয়াছিলেন, বিচক্ষণ মন্ত্রিগণ যে মন্ত্রণার সুখ্যাতির জন্য বৈদুরিক মন্ত্রণা বলিয়া তাহাকে প্রশংসা করেন; বিদুর সেই মন্ত্রণা দিবার জন্য রাজসমীপে আগমনপূর্ব্বক বলিয়াছিলেন যে;—হে রাজন্! সেই তিতীক্ষাগুণসম্পন্ন যুধিষ্ঠিরের সম্মুখে আপনার অপরাধ হইয়াছে, ইহা স্বীকার করিয়া, সেই অজাতশত্রুকে তাঁহার প্রাপ্য অংশ প্রদান করুন; যে বৃকোদরকে আপনি ভয় করেন, কাল সর্পের শ্বাস ত্যাগের ন্যায় ক্রোধে নিশ্বাসস্ত সেই বৃকোদরের সহিত যুধিষ্ঠির অবস্থান করিতেছেন। অতএব তাঁহাদের প্রাপ্য অংশ তাঁহাদের দান করুন। ৩য়। ১। ১০। ১১।

ব্যাখ্যা। বিদুর এস্থলে ধর্ম্মাত্মিকা বুদ্ধির রূপক। ঐ বুদ্ধি, জ্ঞান, ধর্ম্ম একত্রে কারণাবস্থায় থাকে। জীবের অদৃষ্ট উহাতে ভিন্নক্রিয়মান হইয়া থাকে। কালের সহিত মিলিত হইয়া অবস্থাত্রয় প্রাপ্ত হয়। কালমিশ্রিত ধর্ম্ম বা কর্ম্মফল বিধাতাকে পুরাণে যম কহে। এই জন্য পূর্ব্বজন্মে বিদুর যম ছিলেন, পুরাণে কল্পিত আছে। ঐ ধর্ম্মবুদ্ধি অধর্ম্মপতিকে

শুভ উপদেশ প্রদান করিলেন। কি শুভ উপদেশ দিলেন, তাহাই দশমাদি শ্লোকে প্রকাশ হইতেছে।

যুদ্ধে যিনি স্থিরভাব অবলম্বন করেন, তিনিই যুধিষ্ঠির। পরস্পর বিরুদ্ধভাবকে যুদ্ধ কহে। সংসারে ধর্ম্ম আর অধর্ম্মের বিরুদ্ধ ভাব উপস্থিত হইয়া থাকে। উহাকেই যুদ্ধ কহে। ঐ যুদ্ধে যিনি স্থির থাকেন, তিনি ধর্ম্ম অর্থাৎ ঈশ্বরস্বভাব। প্রকৃতসত্য স্বভাব কাহারও দ্বারা বিকারিত হয় না। ইহা বুঝাইতে ব্যাস যুধিষ্ঠিরকে তিতীক্ষাগুণসম্পন্ন বলিলেন। সর্ব্বংসহকে তিতীক্ষা কহে। সত্যস্বভাব সকলই সহ্য করেন। ভীম বিবেকের রূপক। বিবেককে অধর্ম্মের অতিশয় ভয়। বিবেকে বুদ্ধি কৃতনিশ্চয় হইয়া আপনি অধর্ম্ম গতিহীন হইয়া বিলয় প্রাপ্ত হয়। ঐ গতিহীনকে উরুভঙ্গ কহে। এস্থলে রাজ্য বলিতে বিশ্বপ্রপঞ্চ বা জীব দেহপ্রপঞ্চ। জীব বলিতে এস্থলে কেবল মনুষ্য বুঝিতে হইবে। কারণ মনুষ্য ভিন্ন কেহই স্বেচ্ছাচারী নহে। ধর্ম্মাধর্ম্ম ভিন্ন সুখ দুঃখ বোধ হয় না, এবং জীবের পরমেশ্বর বোধ হয় না। এইজন্য ভগবান্ কৃষ্ণ ও বিদুর অধর্ম্মকে দেহের বা বিশ্বের অর্দ্ধেক বিস্তার হ্রাস করিয়া ধর্ম্মকে প্রদান করিতে বলিতেছেন। পুনশ্চ বিদুর বলিলেন।

হে ভ্রাতঃ! যিনি মুক্তির দাতা, যিনি জগতের দেবতাস্বরূপ ব্রাহ্মণগণেরও দেবতা। যিনি সকল যাদব নৃপতিগণের পূজ্য, যিনি সকল রাজগণকে আত্মবশে রাখিয়া চন্দ্রের ন্যায় সকলের শ্রেষ্ঠ হইয়া যদুপুরে বাস করেন, সেই ভগবান্ কৃষ্ণকে যে অর্জ্জুন সারথ্যে বরণ করিয়াছেন, সেই অর্জ্জুন আবার ধর্ম্মরাজের প্রধান সহায় হইতেছেন। ৩য়। ১। ১২

ব্যাখ্যা—কর্ম্মগতি নানাবিধ, তন্মধ্যে যাদবেরা সাত্বিক; কৌরবেরা রাজসিক বুঝিতে হইবে। রাজসিকে সত্ব ও রজঃ সম্মিলিত থাকাতে ধর্ম্ম ও অধর্ম্ম প্রকাশ হইয়াছে। সত্বগুণ-প্রকাশক দেবতাকে কৃষ্ণ কহে। এই জন্য তিনি যদুদেবদেব। জীবাত্মাকে এস্থলে নৃদেব-দেব কহে। মানবকে প্রকাশ করিয়া যিনি শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করেন, প্রকৃত অর্থে তিনি জীবাত্মা। লৌকিক অর্থে রাজা। স্বপুরী বলিতে ক্ষিতি—ব্রহ্মাণ্ড। দেব বলিতে প্রকাশ। পুরস্থ দেব বলিতে শ্রেষ্ঠ জন অর্থাৎ ঈশ্বর। মায়াবন্ধন হইতে যিনি মুক্ত করেন, তিনিই মুকুন্দ। অর্জ্জুন এস্থলে বিজ্ঞান ভাব। ইহার গূঢ়ভাব এই যথা:—

যে ভগবান্ সত্বাংশে থাকিয়া সকল মানবজীবাত্মাকে বশীভূত করিয়া পরমানন্দময় ধামে বিরাজ করেন; তিনি ব্রহ্মাণ্ডে অধর্ম্ম ও বিপদ দর্শন করিলে তাহার শান্তির জন্য বিজ্ঞানশক্তিকে গ্রহণ করিয়া সংসারে প্রকাশ হয়েন।

হে রাজন্! যাঁহাকে আপনি অপত্য ভাবিয়া লালনপালন করিতেছেন, তিনিই আপনার গৃহে মহাদোষ স্বরূপ প্রবিষ্ট আছেন; কারণ সেই কুমার পুরুষদ্বিট্ ও কৃষ্ণবিমুখী হইতেছেন। অতএব মহারাজ, যদি সবংশের হিত প্রত্যাশা করেন, তাহা হইলে অতি ত্বরায় সেই গতশ্রী পুত্রকে ত্যাগ করুন। ৩য়। ১। ১৩।

ব্যাখ্যা। ধৃতরাষ্ট্র জ্ঞানান্ধ জীব। ঐ জীবদেহরূপ রাজ্যে কি উপায়ে অধর্ম্ম প্রবিষ্ট হইয়া ধর্ম্মবিনাশে উদ্যত হয়, এবং জীবের প্রতি ঈশ্বর করুণা প্রকাশ করিয়া কি উপায়ে

অবিদ্যারূপী অধর্ম্মজ্যোতিকে নাশ করিয়া, ধর্ম্মকে রক্ষা করতঃ, সংসারের কল্যাণ করেন, তাহাই অমৃতময় মহাভারতে লিখিত হইয়াছে। এই ভাবিয়া বিদুর কহিলেন, আপনার রাজ্যে অর্থাৎ দেহরাজ্যে একটী মহাদোষ অর্থাৎ পাপ প্রবেশ করিয়াছে। সে দোষটী কি, তাহা বলিতে বিদুর পরে বলিতেছেন ;—যাহাকে আপনি অপত্য ভাবিয়া পালন করিতেছেন, তাহাই মহাপাপরূপী হইতেছে।

হে রাজা পরীক্ষিৎ! বিদুর সাধুগণের স্পৃহনীয় এই সকল হিতবাক্য ধৃতরাষ্ট্রকে বলিবার সময়ে তথায় সমুপস্থিত কর্ণ, দুঃশাসন ও শকুনি সমন্বিত দুর্য্যোধন তাহা শুনিয়া তাঁহাকে বলিলেন যে—যে ব্যক্তি যাহার অন্নে পুষ্ট, তাহারই বিপক্ষতাচরণে রত, এমন কুটীল দাসীসুতকে কে এখানে আহ্বান করিল? ইহার জীবনমাত্র রাখিয়া এই মাত্র ইহাকে রাজ্য হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দাও? দুর্য্যোধনের এই সকল তীক্ষ্ণ বাণসম বাক্য শ্রবণ করিয়া, ভ্রাতা ধৃতরাষ্ট্রের পুর হইতে তাড়িত হওনানন্তর মায়ার মাহাত্ম্যকে আশ্চর্য্য বলিয়া মনে করতঃ, সেই সময়ে বিদুর পুরদ্বারে ধনু রাখিয়া রাজ্য পরিত্যাগপূর্ব্বক বনগমন করিয়াছিলেন। ৩য়। ১। ১৩। ১৫। ১৬।

ব্যাখ্যা। জীবের মতি যখন অধর্ম্মাক্রান্ত হয়, তখন তাহাকে ধর্ম্মের উপদেশ দেওয়া বৃথা। কারণ জীবকে একেবারে অধর্ম্মমতি আচ্ছন্ন করাতে, ধর্ম্মভাব তাহার হৃদয়ে প্রবেশ করিতে পারে না। ক্রমে ধর্ম্মভাব তাড়িত হইয়া প্রস্থান করে, যাইবার কালে আসন্ন বিপদ্-পাতের চিহ্ন জানাইয়া যায়। কারণ জীব ভোক্তামাত্র। হৃদয়ে সুখ বা দুঃখ যে কোন অবস্থার প্রকাশ হউক না, জীব ভোগ করেন মাত্র, কাহাতেও আসক্ত নহেন। কিন্তু হৃদয়ের অধীন। হৃদয় বলিতে মন। হৃদয় অর্থাৎ মন যতই কলুষিত হউক না কেন, উহা সত্ত্বগুণজ বলিয়া উহার উত্তমসাধনবোধক বুদ্ধি নাশ হয় না। কিন্তু মন অধর্ম্মাক্রান্ত বিধায় বুদ্ধির সে অবস্থার কোন ক্ষমতা থাকে না। সেই বুদ্ধিই হৃদয়ের দ্বারস্বরূপ ; তথায় ধনুক অর্থাৎ বিপদ্ সজ্জিত হইতেছে, তাহাই বিদুর দেখাইয়া প্রস্থান করিলেন।

হে রাজন্! সেই ধার্ম্মিক বিদুর হস্তিনাপুর হইতে নির্গত হইয়া পুণ্য আহরণার্থে এই পৃথিবীতে সহস্রমূর্ত্তি হরির অধিষ্ঠানহেতু যে সকল তীর্থস্থান ছিল, তথায় সুখে ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। ৩য়। ১। ১৭।

অনন্তর বিদুর কত কত পুণ্যপুরী, কত কত পুণ্যোপবন, কত কত পুণ্যাদ্রি, কত কত পুণ্যকুঞ্জ, কত কত অপঙ্ক তোয়সম্পন্ন সরিৎসরোবরসমন্বিত এবং ভগবান্ অনন্তের লিঙ্গ মূর্ত্তিতে অলঙ্কৃত তীর্থক্ষেত্রে সর্ব্বত্র কৃষ্ণময়ভাবে পরিভ্রমণ করিতে লাগিলেন। ৩য়। ১। ১৮।

ব্যাখ্যা। ধর্ম্মাত্মিকা বুদ্ধি জীবকে পাপাক্রান্ত দেখিয়া, পাপাংশ হইতে নির্গমনপূর্ব্বক কোথায় অবস্থান করিতে লাগিলেন, তাহাই শুকদেব এই স্থানে রাজাকে বুঝাইতেছেন। মনের উত্তমাধম বোধক ক্রিয়া চৈতন্তকে বুদ্ধি কহে। তন্মধ্যে উত্তম কৃতনিশ্চয়াত্মক অংশকে ধর্ম্মাত্মিকা বুদ্ধি কহে। এই তেজদ্বারা জীবের পরিত্রাণ হয়। এই

তেজই জীবকে সংসারযাতনা হইতে সতত নিস্তার করে। মায়া এই তেজকে আক্রমণ করিতে পারে না। জীবের বাসনাই মুগ্ধ হয়। জীব তাহা ভোগ করেন মাত্র। যখন সেই বাসনা অধর্ম্মে মুগ্ধ হয়, তখন ঐ তেজ ধর্ম্মাংশে প্রস্থান করে।

যেমন মেঘ হইতে বারিরাশি প্রকাশ হইয়া সরিৎ, সরোবর, জলাশয় প্রভৃতিতে পরিণত হয়; পরে বর্ষা নাশ হইলে উত্তাপের সহযোগে পুনরায় ঐ বারি মেঘে পরিণত হয়; তদ্রূপ সংসারের সর্ব্বত্রই বুদ্ধির তেজ মনোরাজ্যের সহিত বিচরণ করে। ঘটাদি গৃহিত জলাংশবৎ জীবের দেহভোগের সহিত উহা খণ্ডে খণ্ডে জীবের ভোগগৃহে জীবের প্রয়োজন মতে প্রবেশ করে; আবার জীব উহা ব্যবহার না করিলে উহা মহামনোরাজ্যে প্রবেশ করে। ইহাই অধ্যাত্মতত্ত্বে বিদুরের তীর্থ ভ্রমণ হইতেছে।

সেই মহাত্মা সর্ব্বতীর্থে স্নান, অসংস্কৃত দেহ ধারণ, সামান্য শয্যায় শয়ন এবং পবিত্র ও সামান্য আহারীয় ভোজন করিয়া অবধূতবেশে আত্মীয়গণের অলক্ষিত হইয়া, পৃথিবী পর্য্যটন করিতে করিতে হরিতোষণব্রত সমূহ আচরণ করিয়াছিলেন। ৩য়। ১। ১৯।

এইরূপে ভারতবর্ষ ভ্রমণ করিতে করিতে যখন বিদুর প্রভাস নামক মহাতীর্থে উপস্থিত হইলেন; সেই সময়ে মহাবীর যুধিষ্ঠির শ্রীকৃষ্ণের সহায়ে একচক্রে একছত্রী হইয়া পৃথিবী শাসন করিতেছিলেন। ৩য়। ১। ২০

ব্যাখ্যা। পুরাণে ভারত, পৃথিবী, বিশ্ব একই অর্থবোধকে ব্যবহার হইয়া থাকে। এস্থলে ভারতবর্ষ বলিতে সংসারস্থ মনোরাজ্য বুঝিতে হইবে। জীবের আকর্ষণ মতে মনোরাজ্যের মধ্যগত বুদ্ধি কি প্রকারে দেহ মধ্যগত হইয়া পুনরায় জীবের মঙ্গল বিধান করিয়া থাকে, তাহাই এই শ্লোক হইতে প্রকাশ হইতে চলিল বুঝিতে হইবে।

ঈশ্বর সংসার রক্ষার জন্য অধর্ম্মপ্রাবল্য নাশ করিয়া ধর্ম্মতেজোরূপী যুধিষ্ঠিরকে বিশ্বাধিপত্য প্রদান করিলে অধর্ম্ম বিমর্দ্দিত জীব, আত্মত্রাণের জন্য বিশুদ্ধবুদ্ধির আকর্ষণার্থ চেষ্টা পাইয়া হাহাকার করে।

প্রভাসে আগমন পূর্ব্বক বিদুর যখন শুনিলেন যে, শুষ্কবেণুঘর্ষণে অগ্নি প্রকাশ হইয়া যেমন সমস্ত অরণ্য দগ্ধ করে, তদ্রূপ পরস্পর স্পর্দ্ধা হইতে উত্থিত অধর্ম্মাগ্নিতে কৌরবেরা দগ্ধ হইয়াছে, তখন তিনি তাহাদের দুরদৃষ্ট বশতঃ অনুশোচনা করিয়া মৌনভাবে সরস্বতী তীর্থের উদ্দেশে গমন করিলেন। ৩য়। ১। ২১।

ব্যাখ্যা। অধর্ম্ম কিরূপে বিনষ্ট হইল?—না—শুষ্কবেণু হইতে কালমতে অগ্নি প্রকাশ হইয়া যেরূপে সমস্ত অরণ্য দগ্ধ করে, সেইরূপে বিনষ্ট হইল। অধর্ম্ম ও ধর্ম্মে এই প্রভেদ। ধর্ম্ম চিরনিত্যত্ব দেখাইয়া জীবকে শান্ত রাখিয়া ভোগ ও অপবর্গ সাধনে তৎপর হয়। ছায়ার দ্বারা যেমন সূর্য্য আচ্ছাদিত ক্ষণেকের জন্য হয়, অধর্ম্মও তদ্রূপ জীবের জ্ঞানসূর্য্যকে আচ্ছাদন মাত্র রাখিয়া আপনি জীবহৃদয়ে কর্তৃত্ব করে। কাল সহকারে যখন ঐ সূর্য্যরূপী জ্ঞানাগ্নি জীবের হৃদয়ে সুখ ও দুঃখ হিল্লোলমতে প্রকাশ পায়, তখন অধর্ম্মছায়া অন্তর্হিত হইয়া যায়।

সেই সরস্বতী তীর্থে ত্রিত, উশনা, পৃথু, জমদগ্নি, বায়ু, সুদাস, গোগণ, গুহ এবং শ্রাদ্ধদেব প্রভৃতি একাদশ মহাত্মা প্রতিষ্ঠিত তীর্থালয় সমূহে বিদুর কৃত্যানুষ্ঠান করিলেন। তদনন্তর তিনি তত্রস্থ অপরাপর দ্বিজদেবদেবগণের প্রতিষ্ঠিত বিষ্ণুচক্রাঙ্কিত মন্দিরসমূহে যাহা দর্শন করিলে ভগবান কৃষ্ণ, জীবের স্মরণপথে পতিত হয়েন, সেই বিষ্ণুতীর্থ সমূহের দর্শন লাভ করিলেন। ৩য়। ১। ২২। ২৩।

ব্যাখ্যা। কেন দ্বিজদেবদেবকৃত তীর্থের কথা বর্ণিত হইল, উহার অর্থ এই :—দ্বিজদেব বলিতে ঋষি এবং দেব বলিতে ইন্দ্রিয়শক্তি। ঋষিকৃত তীর্থই যোগপথ এবং ইন্দ্রিয়কৃত তীর্থই দেহাঙ্গ বা জীবের উপভোগ্য লিঙ্গদেহ বুঝিতে হইবে। তথায় চৈতন্যের প্রকাশ থাকাতে বিষ্ণুর চক্রচিহ্নের অস্তিত্ব বিবৃত হইয়াছে।

এই যোগপথ এবং চৈতন্যের লীলা দেখিয়া সাধক জীবের ঈশ্বর বোধ হইয়া থাকে। ইহাই তীর্থজ্ঞানে কৃষ্ণস্মরণের গূঢ়ভাব। পরে বিদুরের গতি শুকদেব দেখাইতেছেন।

অনন্তর বিদুর অতি সমৃদ্ধিসম্পন্ন সুরাট, সৌবির, মৎস্য বা কুরুজাঙ্গল অতিক্রম করিয়া কালক্রমে যমুনাতীরে উপস্থিত হইয়া তথায় মহাভাগবত উদ্ধবকে দেখিতে পাইলেন। তিনিও ঐ সকল রাজ্য ভ্রমণানন্তর তথায় উপস্থিত ছিলেন। সেই বাসু-দেবানুচর, নীতিশাস্ত্রে বৃহস্পতির পূর্ব্বশিষ্য এবং প্রশান্তস্বরূপ উদ্ধবকে পাইয়া, বিদুর প্রণয়ভাবে গাঢ় আলিঙ্গন করত তাঁহাকে ভগবান কৃষ্ণের প্রজাগণের ও জ্ঞাতিগণের কুশল একে একে জিজ্ঞাসা করিলেন। ৩য়। ১। ২৪। ২৫

বিদুর কহিলেন :—হে উদ্ধব! আপনার নিকটে ভগবানের কোন অবস্থাই অবিদিত নাই। আহা! কোনকালে ভগবান ব্রহ্মার প্রার্থনায় স্বয়ং ঈশ্বর যে দুই পুরাণপুরুষ রূপে—পৃথিবীর মঙ্গল হেতু অবতীর্ণ হয়েন; সেই পুরুষদ্বয় এক্ষণে পৃথিবীর মঙ্গল বিধান করিয়া শূরগৃহে কুশলে আছেন তো? ৩য়। ১। ২৬।

ব্যাখ্যা। ইতিপূর্ব্বে জগৎ অধর্ম্মাক্রান্ত হওয়াতে জীবাত্মা ও পরমাত্মা তন্মধ্যগত থাকা সত্ত্বে ধর্ম্মভাব প্রস্থান করিয়া মনোরাজ্যে ছিল। পুনরায় সাধনার সাহায্যে ঐ বুদ্ধি স্বভাবে প্রকাশ হইবার জন্য সাধনার সাক্ষাৎ করিল। এই উদ্ধবই নিত্য সাধনার রূপক। স্বভাব সংযোগরূপী নিত্য সাধনার আকর্ষণে ঐ বুদ্ধিকে তৎসংযুক্ত হইয়া তদ্দ্বারা কোন্ আত্মায় পরিণত হইতে হইবে, তাহা জানিতে হইল। এইটী বিজ্ঞান বিবেচ্য। তাহাকেই রূপকে ব্যাসদেব কুশলপ্রশ্নরূপে সাজাইলেন। বিদুরের লৌকিক প্রশ্নের ভাব এই :—"হে উদ্ধব, যে পরংব্রহ্মের নাভি সরোবর হইতে ভগবান ব্রহ্মা প্রকাশিত হয়েন; সেই ব্রহ্মার প্রার্থনায় সেই ভগবান যুগল পুরাণ পুরুষরূপে পৃথিবীর মঙ্গল বিধান হেতু অবতীর্ণ হয়েন, তিনি ধরার মঙ্গল বিধান করিয়া শূরগৃহে কেমন আছেন।" ইহার আধ্যাত্মিক ভাব এই যথা :—নির্গুণ ব্রহ্মাবস্থাই পরংব্রহ্ম। ব্রহ্মাই সগুণ অবস্থা। যাঁহা অপেক্ষা আদি কেহ নাই, তিনিই পুরাণ; যিনি সর্ব্বদেহে বিরাজমান তিনিই পুরুষ। উভয় পুরুষ বলিতে বলরাম ও শ্রীকৃষ্ণ। বলরাম জীবাত্মা প্রকাশক সংকর্ষণ; কৃষ্ণ পরমাত্মা। পৃথিবী জীবপঞ্চভূত সম্মিলিত

আধার। শূর বলিতে তামসিক অহংকারোৎপন্ন ইন্দ্রিয় ও রিপুতেজ। পঞ্চভূতরূপী পৃথিবীর মঙ্গল বিধানের ভাব এই যে উহাকে চৈতন্যময় করণ।

আহা! সেই বসুদেব, যিনি কুরুগণের পরম হিতৈষী বন্ধু হয়েন, এবং পিতা যেমন উদারভাবে আপন কন্যা ও জামাতাকে ধন দিয়া তুষ্ট করেন, যিনি পিতৃস্বরূপ হইয়া ভগ্নী ও ভগ্নিপতিগণকে ঐ রূপে সন্তুষ্ট করিতেন, হে অঙ্গ! সেই সাধু স্বরূপ বসুদেব তো কুশলে আছেন? ৩য়। ১। ২৭

ব্যাখ্যা। এই শ্লোকে বিদুর যাদবগণের কুশল জিজ্ঞাসা আরম্ভ করিলেন। লৌকিক সম্বন্ধ ব্যাখ্যা না করিয়া কেবল অধ্যাত্ম তাৎপর্য্য ইঙ্গিত করা হইতেছে।

বসুদেব বলিতে বসু প্রকাশক। বসু বলিতে প্রাকৃতিক সত্বতেজ সমূহ। প্রাকৃতিক তেজসমূহ যে চৈতন্যস্বভাব দ্বারা সংযুক্ত থাকে, তাহাকে বসুদেব কহে। ঐ তেজ সমষ্টিভূত অবস্থার আকর্ষণেই ঈশ্বর জীবাত্মা রূপে পরিণত হয়েন। ঐ তেজ কি প্রকার হয়েন? কুরুগণের পূজ্য এবং বন্ধু। এস্থলে ভগ্নী ও ভগ্নিপতি বলিতে সহচরী প্রকৃতি ও সহচর চৈতন্য বুঝিতে হইবে।

হে অঙ্গ! যিনি যদুগণের সেনাপতি স্বরূপ হইতেছেন, সেই প্রদ্যুম্ন সুখে আছেন তো? আদি সৃষ্টিতে যে কামদেবকে পুত্রত্বে লাভ করিবার জন্য রুক্মিণীদেবী বিপ্রগণকে সেবা করিয়াছিলেন, সেই সেবাজাত ফল স্বরূপ ভগবানের কৃপায় এক্ষণে তিনি যে কামদেবকে পুত্ররূপে পাইয়াছেন, সেই কামদেব সুখে আছেন তো? ৩য়। ১। ২৮

ব্যাখ্যা। আত্মাসংযুক্ত ভক্তিলীলার তেজ ও নিয়মাবলীই অধ্যাত্মপক্ষে যদুকুল নামে পুরাণে কথিত। এইজন্য এই কুলের বিকাশ জীবাত্মার পরিবর্ত্তনের সহিত প্রতিকল্পান্তে হইয়া থাকে। বসুদেব, সংকর্ষণ, প্রদ্যুম্ন, অনিরুদ্ধ এই চারিটিই :—মন, বুদ্ধি, চিত্ত, অহঙ্কারের রূপক। এই কথা ভাগবতের চতুর্থস্কন্ধে পুরঞ্জয়ের আখ্যায়িকায় প্রকাশ হইবে এবং দশমস্কন্ধেও প্রকাশ হইবে।

যিনি ভগবান শতপত্রনেত্রকে দেখিয়া, নৃপাসনের আশা ত্যাগ করিয়া, দূরে প্রস্থান করিয়াছিলেন; ভগবান যাঁহাকে আনয়ন করিয়া সাত্বত, বৃষ্ণি, ভোজ, দাস ও অর্হকগণের অধিপতি করিয়াছেন, সেই উগ্রসেনরাজ সর্ব্বতোভাবে কুশলে আছেন তো? ৩য় ১। ২৯

পূর্ব্বজন্মে যিনি অম্বিকার গর্ভে কার্ত্তিকের রূপে প্রকাশিত হয়েন, তিনি এক্ষণে ভগবান কৃষ্ণের পুত্ররূপে ব্রতময়ী জাম্ববতীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করিয়া সাম্বনাম ধারণ করিয়াছেন, সেই সাম্ব সুখে আছেন তো? ৩য়। ১। ৩০

যিনি অর্জ্জুনের নিকট হইতে গুপ্ত ধনুর্ব্বিদ্যা শিক্ষা করিয়াছিলেন; এবং যিনি যতিগণের দুর্ল্লভা ভাগবতী গতি ভগবানের সেবাদ্বারা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, সেই যুযুধান সুখে আছেন তো? ৩য়। ১। ৩১

যিনি ভগবানে এমন ভাবে চিত্তলগ্ন করিয়া আছেন যে কৃষ্ণপদাঙ্কিত পথের ধূলিতেও

প্রেমে অধৈর্য্য হইয়া অবলুণ্ঠন করেন, সেই জ্ঞানী ও ভগবৎপ্রপন্ন অক্রুর ভাল আছেন তো? ৩য়। ১। ৩২।

ব্যাখ্যা। যিনি ক্রুরতা বিহীন তিনিই অক্রুর। হিংসা দ্বেষাদি সমন্বিত স্বভাবের কলুষাবস্থাকে ক্রুরতা কহে। এই সকল অধর্ম্মবৃত্তি বিহীনাবস্থাকে অক্রুর কহে।

ঐ স্বধর্ম্মজাত ভক্তির রূপককে এ স্থলে ব্যাস অক্রুর কহিয়াছেন। ভক্তিতে তিনি সর্ব্বত্র সম আনন্দ ও দুঃখবান্ বলিয়া এবং বৃহৎ হইতে কীটাণু পর্য্যন্তেও ঈশ্বরের সত্ত্বা দেখিয়া বিহ্বল হইয়া থাকেন।

হে উদ্ধব! ত্রিবেদ যেমন আপন গর্ভে যজ্ঞ বিস্তারের অর্থ ধারণ করেন। দেবমাতা অদিতী যেমন আপন গর্ভে দেবগণকে ধারণ করেন, তেমনি যে ভোজবংশীয় দেবক কুমারী ভগবান কৃষ্ণকে হৃদয়ে ধারণ করিয়াছিলেন, তিনি কুশলে আছেন তো? ৩য়। ১। ৩৩।

ব্যাখ্যা। সাংখ্যের মতে ঈশ্বর চৈতন্যক্রিয়াময় হইবার জন্য আপনিই কার্য্যকারিণী শক্তি প্রকাশ করেন। সেই সত্ত্বগুণশক্তিও চৈতন্যমিশ্রা অবস্থাতে, দ্যোতক অর্থাৎ ব্রহ্মাণ্ডের আভাষ মাত্র প্রকাশ হইয়া থাকে। তাহাই দেবক। সৃষ্টি সংরক্ষণার্থে মায়ার মধ্যে ঐ চৈতন্য ভাব প্রবেশ করে, তাহাই মায়াগত সাত্বিকী ভাব। তাহাই ভোজ অর্থাৎ ভোগ বলিয়া কল্পিত। এই মায়ামিশ্রা অবস্থা হইতে আত্মা স্বয়ং জীবাত্মাময় হইবার জন্য স্বরূপশক্তি ও কর্ম্মশক্তিকে আশ্রয় করিয়া কার্য্য করেন। ঐ স্বরূপ শক্তিই লক্ষ্মী নামে কল্পিতা এবং লীলার্থ ভগবত্তনু প্রকাশিকা কর্ম্মশক্তিই দৈবকী প্রভৃতি নামে কথিত।

হে উদ্ধব! যিনি ভক্তগণের কামদুঘ স্বরূপ হইতেছেন, যাঁহাকে শ্রুতিগণ শব্দযোনী, মনোময়, ও সত্বতুরীয়তত্ত্ব বলিয়া স্বীকার করেন; আপনাদের আত্মীয় সেই ভগবান অনিরুদ্ধ সুখে আছেন তো? ৩য়। ১। ৩৪

ব্যাখ্যা। ব্যাসদেব একে একে ভগবৎ তত্ত্বের সকল পরিচয় দিয়া, এক্ষণে অনিরুদ্ধের পরিচয় দিতেছেন। যিনি কাহারো দ্বারা রুদ্ধ নহেন তিনিই অনিরুদ্ধ। কাহার শব্দে এস্থলে মায়া। অর্থাৎ মায়ার মধ্যে যিনি বদ্ধ নহেন, তিনিই অনিরুদ্ধ। ঈশ্বরের চৈতন্যাংশবিশেষের রূপককেই অনিরুদ্ধ কহে। ঈশ্বর চতুর্ব্বিধ চৈতন্যাংশে বিভক্ত হইয়া এই জগল্লীলাময় দেহ ধারণ করিয়া জীবলীলা করিতেছেন। জীবলীলাগৃহ পঞ্চকোষে বিভক্ত। অন্নময়, প্রাণময়, মনোময়, বিজ্ঞানময়, ও আনন্দময়। এই পাঁচটীই জীবরূপের প্রধান উপাদান স্বরূপ হইতেছে। উহাদের মধ্যে অন্ন ও প্রাণময় এক স্বভাবময় এই জন্য উহারা এক চৈতন্যাংশ হইতে প্রকাশিত বলিয়া সাধুগণে স্থির করিয়াছেন।

ঈশ্বরের ঐ চতুর্ব্বিধ চৈতন্যাংশের পৌরাণিক নাম বাসুদেব, সংকর্ষণ, প্রদ্যুম্ন ও অনিরুদ্ধ। মনোময় চৈতন্যই প্রাণাদিময় অনিরুদ্ধ। অহং চৈতন্যই সংকর্ষণ। বিজ্ঞান অর্থাৎ বুদ্ধিচৈতন্যই প্রদ্যুম্ন। আনন্দচৈতন্যই বাসুদেব হইতেছেন।

হে সৌম্য! যাঁহারা আপনাদিগের আত্মা হইতে শ্রীকৃষ্ণকে অনন্য ভাবিয়া তৎভাব-

মার অনুব্রতী হইয়াছিলেন সেই হৃদিকৃগণ এবং সত্যভামার আত্মজ চারুদেষ্ণাদি ও গদাদি ভাল আছেন তো। ৩য়। ১। ৩৫।

ব্যাখ্যা। ইতিপূর্ব্বে শ্রীকৃষ্ণরূপী ঈশ্বরের স্বরূপসত্বার অবস্থা বর্ণনা করিয়া এক্ষণে ভক্তগণের পরিচয় উদ্ধবকে বিদুর জিজ্ঞাসা করিতেছেন। ভক্তিশক্তি হইতে জাত হইলেই ভক্তির আত্মজ বলা যায়। অর্থাৎ পূর্ভক্তিময়। অহংকারসত্বাভেদে ভক্তি ত্রিবিধ গুণাপন্না। অহংকারজাত সাত্বিকী অংশ হইতে যে ভক্তি প্রকাশ হয়, তাহাকে সাত্বিকী ভক্তি কহে। ঐরূপে রাজসিকী ও তামসিকী ভক্তির উৎপত্তি। সাত্বিকী ভক্তির দ্বারা জীবের ভেগেচ্ছা থাকে না। রাজসিকী ভক্তির দ্বারা জীবের ভোগেচ্ছা হয়। আর তামসিকী ভক্তির দ্বারা মায়াবন্ধের সহিত মুগ্ধ ভোগেচ্ছা উপস্থিত হইয়া থাকে। রুক্মিণ্যাদি সাত্বিকী ভক্তির রূপক। সত্যভামাদি রাজসিকী ভক্তির রূপক। এতদ্ভিন্ন অপরাপর মহিলারাই তামসিকী ভক্তির রূপক। ভক্তিই সংসার পক্ষে মহিলা স্বরূপ হইতেছে। পুরুষের অনুরাগ যেমন স্ত্রীর দ্বারা আকর্ষিত হয় এবং স্ত্রীর অনুরাগও যেমন পুরুষের দ্বারা আকর্ষিত হইয়া মায়ার কার্য্যরূপী সংসারকার্য্য নির্ব্বাহ হইয়া থাকে; তদ্রূপ ঐ ত্রিবিধ ভক্তির দ্বারা ঈশ্বরের ভাব জীবপক্ষে আকর্ষিত হইয়া থাকে এবং ঈশ্বরও ঐ ভক্তি সত্বার সহযোগে ও নিজ অনুরাগ সহযোগে এই সংসার কার্য্য করিয়া থাকেন। রাজসিকী ভক্তিই ঐশিক প্রভাবকে জীবের হৃদয়ে সাক্ষী করিয়া কর্ম্মফল ভোগ করাইয়া বৈরাগ্য উৎপাদন করিয়া দেয়। ঐ রাজসিকী ভক্তির রূপকই সত্যভামা নাম্নী ভগবানের মহিলা হইতেছেন। সত্য দ্বারা যিনি সতত শোভিত থাকিয়া আত্মগরিমা প্রকাশ করেন, তিনিই সত্যভামা বলিয়া শাস্ত্রে কথিতা হইয়াছেন।

হে ভদ্র! যিনি বিজয় ও অচ্যুতকে আপনার উভয়হস্ত স্বরূপে প্রাপ্ত হইয়া আপন হস্তে ধর্ম্মপথের সেতু বন্ধন করিয়াছেন। যাঁহার বিজয় পরম্পরায় আহৃত সাম্রাজ্য ও ঐশ্বর্য্য রাজসূয় সভাস্থলে দেখিয়া দুর্যোধন পরিতপ্ত হইয়াছিলেন, সেই ধর্ম্মরাজ ভাল আছেন তো? ৩য়। ১। ৩৬।

ব্যাখ্যা। ইতিপূর্ব্বে ব্যাসদেব বিদুরোক্তিতে সংসারের বর্ত্তমান অবস্থা বুঝিবার জন্য ঈশ্বরের ব্যাপ্তি ও ভক্তির পরিচয় দিয়া এক্ষণে সংসারের পরিচয় আরম্ভ করিলেন। সংসারে জীবস্বভাব মায়াবরণে আবৃত থাকা প্রযুক্ত দ্বিভাবাপন্ন হইয়া থাকে। একটীকে স্বভাবের স্বধর্ম্ম কহে। অপরটীকে স্বভাবের বৈধর্ম্ম কহে।

সংসারে ঐ ত্রিবিধ ভাবাপন্ন জীবভাব দেখিবার জন্য একই কুরুবংশে অর্থাৎ ধর্ম্ম সত্বা হইতে ত্রিবিধ জীবের উৎপত্তি দেখাইবার জন্য কৌরব ও পাণ্ডব নামকরণ ব্যাসদেব করিয়াছেন। ঐ দ্বিবিধ ভাবের মধ্যে:—অনিত্যভাব নিত্যভাবের দ্বারা নিরাকৃত হইতে পারে এবং তাহাই ঈশ্বরের উদ্দেশ্য; ইহা দেখাইবার জন্য এক কুরুক্ষেত্র নামক স্বভাবক্ষেত্রে উভয় জীবের সমরকৌশল ব্যাস প্রকাশ করিয়াছেন।

বিচিত্র গদা ঘূর্ণনকৌশলে উন্মত্ত হইলে রণভূমি যাঁহার পদাঘাতও সহ্য করিতে পারে নাই; সেই মহাবীর ক্রোধমূর্ত্তি ভীম বহুকাল হইতে কৃতাপরাধী কুরুগণের বিনাশার্থ একটী প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন; হে সৌম্য! বল দেখি তিনি কি অদ্যাপি সে প্রতিজ্ঞা পূর্ণ করিয়াছেন? না—ত্যাগ করিয়াছেন? ৩য়। ১। ৩৭

ব্যাখ্যা। ব্যাসদেব একে একে সংসারবাসী জীবগণের মধ্যে ধর্ম্মপক্ষীয় পরিচয় দিতেছেন। প্রথমে স্বয়ং ধর্ম্মপ্রতিপালকের পরিচয় দিয়া এক্ষণে তাঁহার রক্ষকগণের পরিচয় দিতেছেন। জ্ঞান, বৈরাগ্য বিবেক, বিজ্ঞান। এই চারিটি সাত্বিক অবস্থাই ধর্ম্মের রক্ষক। নকুল ও সহদেব জ্ঞান বৈরাগ্যের রূপক। অর্জ্জুন বিজ্ঞানের রূপক; ভীম বিবেকের রূপক। ঐ গদাই বিবেকাস্ত্র বা কৌশল। রণস্থল বলিতে জীবের ধর্ম্মাধর্ম্ম পরিচয়ার্থ সংসার। ঐ সংসাররূপী রণক্ষেত্রে অধর্ম্মপক্ষীয়েরা গদা অর্থাৎ বিবেকশক্তির চালনা মাত্রেই হীনতেজ হইয়া প্রস্থান করিয়া থাকে। বিবেক না হইলে মোহগর্ব্ব নাশ হয় না। এই জন্যই গদাঘাতে দুর্য্যোধনের মৃত্যু সাধিত হইয়াছিল বুঝিতে হইবে।

হে উদ্ধব! যিনি শত্রু মাত্রকেই পরাভব করিতেন-এবং রথীগণের শ্রেষ্ঠ যশোধারী ছিলেন; এমন কি! যাঁহার তীক্ষ্ণ শরসমূহের দ্বারা আচ্ছন্ন হইয়া অলক্ষ্যস্থিত মায়াকিরাতরূপী মহাদেবও সন্তুষ্ট হইয়াছিলেন। সেই গাণ্ডীবধন্বা অর্জ্জুন কেমন আছেন? ৩য়। ১। ৩৮

ব্যাখ্যা। এই শ্লোকে ব্যাসদেব বিজ্ঞানের পরিচয় বিদুরোক্তিতে দিতেছেন। মায়া মোহাদি অধর্ম্মজাত গুণগ্রাম এবং রিপু প্রভৃতি অধর্ম্মপ্রবৃত্তিই বিজ্ঞানশক্তিরূপী অর্জ্জুনের শত্রু। এ স্থলে মনোজাত প্রত্যেক ইন্দ্রিয়শক্তিই রথীরূপে গণ্য। বিজ্ঞান শক্তিরূপী অর্জ্জুন অপরাপর মনঃকল্পিত ইন্দ্রিয় শক্তিগণাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। কারণ তাহারা মোহে অন্ধ হইয়া থাকে, কিন্তু বিজ্ঞান কখনই মোহে আচ্ছন্ন হয় না। মায়াকিরাতরূপী মহাদেব বলিতে—কিরাত শব্দে ব্যাধ অর্থাৎ যে প্রাণীগণের জীবন গ্রহণ করে। মহাদেব কালশক্তি। কাল শক্তিই আয়ুহরণ কর্ত্তা। কালশক্তি মায়া মধ্যগত হইয়া অলক্ষ্যে থাকিয়া জীবের জীবন হরণ করেন এই জন্যই তাঁহার নাম কিরাত বলিয়া পুরাণে কল্পিত হইয়াছি। বিজ্ঞানশক্তির প্রভাই গাণ্ডীব এবং শররূপে গণ্য। ঐ শক্তির সাহায্যে কালের অধীন না হইয়া ঈশ্বরপরায়ণ হওত, জীবে তৎকর্ম্মফলে আয়ুক্ষেপণ করে, তাহাতেই কালকে জয় করা যায়।

হে সাধো! যে যুগল ভ্রাতাকে পৃথা-তনয়গণ, চক্ষের পল্লব যেমন গোলকদ্বয়কে রক্ষণ করে, তদ্রূপ রক্ষা করিয়াছিলেন; সেই নকুলসহদেব যুগলভ্রাতা, গরুড় যেমন ইন্দ্রের মুখ হইতে অমৃত গ্রহণ করিয়া পান করে, তদ্রূপ কি তাঁহারা দুর্য্যোধনের হস্ত হইতে আপন আপন প্রাপ্য রাজ্যাংশ লইয়া সুখে ক্রীড়া করিতেছেন? ৩য়। ১। ৩৯।

হে উদ্ধব! এই পৃথিবীতে চারিটী দিক আছে; কিন্তু যে মহাবীর ধনু মাত্র দ্বিতীয় সহায় লইয়া একক ও একরথে ঐ চারি দিক জয় করিয়াছিলেন, সেই রাজর্ষিশ্রেষ্ঠ পাণ্ডু বিনা, পৃথাদেবী যে জীবন ধারণ করিবেন তাহা অসম্ভব! কিন্তু তিনি পুত্রগণের হিতার্থে এখনো দেহধারণ করিতেছেন তো?। ৩য়। ১। ৪০

ব্যাখ্যা। এক্ষণে বিদুরের জিজ্ঞাসার তাৎপর্য্য এই যে ;—হে উদ্ধব! সেই সাত্ত্বিকী ভক্তিরূপী ধর্ম্মাদির প্রতিপালিকা মহাশক্তি কুন্তী অদ্যাপি সংসারে প্রকাশিতা আছেন তো? পরে বিদুর অপর পরিচয় চাহিতেছেন।

হে সৌম্য! যিনি পরলোকগত ভ্রাতার বিদ্রোহাচরণ করেন এবং আপন পুত্রগণের হিতব্রতে ব্রতী হইয়া, আমি যে এমন সুহৃদ্ আমাকেও গৃহ হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দেন। সেই অধোপতিত ভ্রাতা ধৃতরাষ্ট্রের জন্য আমি অত্যন্ত অনুশোচনা করিতেছি। ৩য়। ১। ৪১।

ব্যাখ্যা। পরলোকগত শব্দের ভাবার্থ এই যথা ;—সত্যাদিযুগের যুগধর্ম্মানুসারে ধর্ম্ম লোপাবস্থা। সাত্ত্বিক্, রাজস্ ও তামস্ ইহারা প্রত্যেকেই এক মায়ার গর্ভজাত। সাত্ত্বিক্ পাণ্ডু; রাজস্ বিদুর; তামস্ ধৃতরাষ্ট্র। তামস্ বলিয়া ধৃতরাষ্ট্র দৃষ্টিশূন্য। রাজস্ বলিয়া বিদুর সত্ত্ব ও তামসের হিতানুসারী এবং সাত্ত্বিক্ বলিয়া পাণ্ডুর গুণমর্য্যাদায় জগৎ পূর্ণ।

হে উদ্ধব! যে হরির পার্থিব ঐশ্বর্য্যাবরণ মানবগণের চিত্তভ্রম উপস্থিত করিতেছে; সেই হরির মাহাত্ম্য আমি তাঁহারই প্রসাদে কিঞ্চিৎ অবগত হইয়া, ইহসংসারের প্রতি বিস্মিত হইয়া সকলের পক্ষে অলক্ষিতরূপে সুখে এই ভবে ভ্রমণ করিতেছি। ৩য়। ১। ৪২।

হে উদ্ধব! বিপদে পতিত এবং ঈশ্বরের স্মরণাগত জনগণের দুঃখ দূর করিবার জন্য ত্রিমদোৎপথগামী (বিদ্যামদ, ধনমদ, ভোগমদ) পাপিষ্ট রাজাগণের অগন্য পাপসৈন্যে পৃথিবীকে কম্পিত দেখিয়াও কেবল তাঁহাদের বধহেতু কুরুগণকৃত পাপকে বহুদিন পর্য্যন্ত সেই ঈশ্বর উপেক্ষা করিয়াছিলেন বুঝিতে হইবে। ৩য়। ১। ৪৩।

হে উদ্ধব! জীবের ভ্রমপথ নাশ করিবার জন্যই সেই ঈশ্বর অজ হইয়াও জন্ম লইতেছেন এবং কর্ম্মপর মনুষ্যগণকে সৎকর্ম্মব্রতী করিবার জন্য তিনি কর্ত্তৃত্ব অভিমানরূপ ছলনা করিয়া স্বয়ং কার্য্যপর হইতেছেন। নচেৎ তিনি ত্রিগুণাতীত হইয়া কেন গুণমধ্যগত হইবেন? ৩য়। ১। ৪৪।

হে সখে! তাঁহার অনুশাসনে স্থিত এবং তাঁহার শরণাগত অখিল লোকপালদিগের হিতার্থেই তিনি অজ হইয়াও যদুকুলে আবির্ভূত হইয়াছেন। হে বন্ধো! সেই তীর্থকীর্ত্তির কথা যাহা জ্ঞাত আছে আমার নিকটে কীর্ত্তন কর। ৩য়। ১। ৪৫

ইতি শ্রীভাগবতে তৃতীয়স্কন্ধে প্রথমাধ্যায়ে উপেন্দ্রকৃতানুবাদ সমাপ্ত।

ব্যাখ্যা। চতুশ্চত্বারিংশৎ শ্লোকের ভাবার্থ এই ;—কারণগত অবস্থা হইতে যোনীগত হওনকে জন্ম কহে। বিজ্ঞানচৈতন্যাবস্থাকে পরমাত্মা কহে। ঈশ্বর আপন আবির্ভাব রূপ মনুষ্যে দেখাইবার জন্য ঐ বিজ্ঞানচৈতন্যাবস্থা সংরক্ষণ করেন। সেই পরমাত্মা বোধকেই আত্মজ্ঞান কহে এবং তদবস্থাময় হওয়াকেই মোক্ষ কহে।

বিদুরের এ কথা বলিবার তাৎপর্য্য এই যে ;—পরংব্রহ্ম নির্গুণ এবং অজ হইতেছেন, তাঁহার লীলর্থেই এই জরায়ুজ স্বেদজাদি জীবভাব ব্রহ্মাণ্ডে রহিয়াছে। মনুষ্য ব্যতীত প্রত্যেক জীবভাবেই তাঁহার তিরোভাবহেতু যে অভাব দৃষ্ট হয়, তাহাই ভ্রান্তিরূপে সকল জীবকে আচ্ছন্ন করে। মনুষ্য ব্যতীত অপর জীবভাবে আপন তিরোভাবই ঈশ্বরের ইচ্ছা, সে জন্য উহাদের তিরোভাবজনিত কষ্ট হয় না। কেবল এক অভাব শক্তির দ্বারা পরস্পর উন্নতি জ্ঞাপক শক্তি মাত্র তাহারা লাভ করিয়া থাকে। জীবত্ব ক্রমে মনুষ্যত্বে পরিণত হইলে, ঈশ্বর ইহাতে স্বরূপে আবির্ভাব হইয়া জীবের পূর্ব্বোক্ত অভাব মোচন করেন। অর্থাৎ আপন লীলার শান্তি করেন।

এই জন্য মনুষ্যে পরমাত্মার আবির্ভাব দেখা যায়। সেই পরমচৈতন্যের আবির্ভাবই শ্রীকৃষ্ণজন্ম বলিয়া পুরাণে কল্পিত।

সংসারের সিন্ধুতীরবর্ত্তী পরিত্রাণার্থ উপদেশস্থানকে তীর্থ কহে। অজ্ঞান সংসারের পরিত্রাণার্থ যাঁহার কীর্ত্তি বর্ত্তমান রহিয়াছে, তিনিই তীর্থকীর্ত্তি। শ্রুতিতে আছে যে পরমাত্মার শ্রবণ, দর্শন, মনন, কীর্ত্তন, পূজন, নিদিধ্যাসন প্রভৃতি করিলে, জীবের পূর্ব্ব-কর্ম্মার্জ্জিত অন্ধকার দূর হইয়া যায়। বিদুর অর্থাৎ ধর্ম্মাত্মিকা বুদ্ধি সাধককে (উদ্ধবকে) তাহাই কীর্ত্তনাদি করিতে বলিলেন বুঝিতে হইবে।

ইতি শ্রীভাগবতে তৃতীয়স্কন্ধে প্রথমাধ্যায়ে উপেন্দ্রকৃতাধ্যাত্ম ব্যাখ্যা সমাপ্ত।

দ্বিতীয়—অধ্যায়।

শ্রীশুকদেব রাজা পরীক্ষিৎকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন ;—রাজন্ শ্রবণ করুন। যৎকালে মহামতি বিদুর পরম ভাগবত উদ্ধবকে তাঁহার প্রিয়াশ্রয়স্বরূপ শ্রীকৃষ্ণের সংবাদ জিজ্ঞাসা করিলেন ; তখন ভক্তোত্তম উদ্ধবের ঈশ্বরবিষয় স্মরণ হওয়াতে তিনি বিরহোৎকণ্ঠা বশতঃ প্রথমে কিছু বলিতে পারিলেন না। ৩য়। ২। ১

হে রাজন্! সেই উদ্ধব যখন অতি শিশু ছিলেন, বয়ঃক্রম পঞ্চবৎসর মাত্র ছিল, তখন তিনি শৈশব ক্রীড়ায় মৃত্তিকায় কৃষ্ণমূর্ত্তি গঠন করিয়া তাঁহার পূজা করিতেন ; যদি তাঁহার জননী তাঁহাকে প্রাতর্ভোজনের জন্য আহ্বান করিতেন ; তাহাতে তিনি পূজা সমাপনকাল পর্য্যন্ত উপবাসী থাকিয়া উপস্থিত আহারীয়কে উপেক্ষা করিতেন। ৩য়। ২।২

হে নৃপ ! যে ব্যক্তি বাল্যকাল হইতে এইরূপে কৃষ্ণসেবা করিয়া বার্দ্ধক্য প্রাপ্ত হইয়াছেন ; বার্দ্ধক্যের সহিত তাঁহার প্রেমেরও বৃদ্ধি হইয়াছে, অতএব তাঁহার হঠাৎ ঈশ্বরকে স্মরণ হইবামাত্র তিনি কি প্রকারে জিজ্ঞাসিত বিষয়ের উত্তর—দিতে পারিবেন ? ৩য়। ২। ৩

হে রাজন্! সেই সময়ে কৃষ্ণপদামৃত মধ্যে সেই উদ্ধব তীব্র ভক্তিযোগে নিমগ্ন হওয়াতে তিনি প্রকাশ্য কথা কহিতে না পারিয়া, মুহূর্ত্তকাল তুষ্ণীভাব অবলম্বন করিয়া রহিলেন। ৩য়। ২। ৪

অনন্তর তিনি ভগবল্লোক হইতে নরলোকে আগমন করিয়া, ভগবৎস্মরণপূর্ব্বক, নয়নযুগ হইতে বিরহাশ্রু মার্জ্জন করতঃ বিস্ময়াপন্নচিত্তে বিদুরকে সম্ভাষণ করিতে চেষ্টা করিলেন। ৩য়। ২। ৫

হে রাজন্! তৎকালে তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ আনন্দে প্রফুল্ল হইয়া উঠিল। তিনি ত্বরায় নয়ন উন্মীলন করিয়া বিদুরকে দেখিলেন, তাহাতে বোধ হইল যেন তিনি স্নেহরসে পরিপূর্ণ হইয়াছেন। ৩য়। ২। ৬

হে বিদুর! আমাদের গৃহ হইতে কৃষ্ণরূপী সূর্য্যরাজ যখন অস্তমিত হইয়াছেন, অজগর কাল কর্ত্তৃক যখন আমাদের গৃহবাসীগণ গিলিত হইয়াছেন, তখন আমি আর আমাদের (যদুবংশের) কি কুশল কহিব? ৩য়। ২। ৭।

ব্যাখ্যা। ব্যাস এই শ্লোকে উদ্ধবোক্তিতে অতি আশ্চর্য্য রূপক প্রকাশ করিয়াছেন। ব্যাস কহিলেন,—শ্রীকৃষ্ণ কিরূপ? সূর্য্যের ন্যায়। সূর্য্য যেমন আপন কক্ষে থাকিয়া মেঘহীন আকাশ থাকিলে, সংপূর্ণ তেজোময় ভাবে আপন মূর্ত্তি সর্ব্ব সমক্ষে প্রকাশ করিয়া উত্তাপদানে সকলকে জীবিত করেন। সর্ব্বপূজ্য ভগবান কৃষ্ণও তদ্রূপ আপনার বৈকুণ্ঠে পূর্ণরূপে থাকিয়াও, বিজ্ঞানচৈতন্যরূপী হইয়া, জগতের পরিত্রাণার্থ আত্ম-প্রকাশ করেন।

যেমন সরোবরের মধ্যস্থলে একবার মাত্র হস্ত দিয়া জল আলোড়ন করিলে তাহা হইতে এক প্রকার গোলক তরঙ্গের উৎপত্তি হয়। ক্রমে সেই তরঙ্গের গোলরেখা ক্ষুদ্র আয়তন হইতে বৃহত্বে ব্যাপ্ত হইয়া, সরোবরের সীমা পর্য্যন্ত গমন করিয়া, শেষে লয় হইয়া যায়। হস্তের যে শক্তি সরোবরের তরঙ্গ উৎপাদক জলীয়াংশ দ্বারা আকর্ষিত হইয়া চক্ররেখা উৎপন্ন করে, সেইটীই তরঙ্গপক্ষে মুখ্যাংশ বুঝিতে হইবে। সেই মুখ্য অথচ ক্ষুদ্র অংশকে আশ্রয় করিয়া পেষণক্রমে যেমন বৃহৎ হইতে বৃহত্তম তরঙ্গ রেখা উৎপন্ন হইলে, তাহাতেই প্রথমোৎপন্ন মুখ্য রেখার লয় হয়, সেই লয়ের সহিত হস্ত দ্বারা আলোড়িত তৎকালীন্ তরঙ্গপক্ষের কারণশক্তিরও যেমন লয় হয়; তদ্রূপ ঈশ্বর কাল দ্বারা ক্ষুব্ধ সত্ত্বগুণের আকর্ষণে আকর্ষিত হইয়া মানব চৈতন্যে আত্মবিম্ব প্রকাশ করেন। ইহাই ঈশ্বরের আবির্ভাব অবস্থা। ক্রমে সেই চৈতন্য যতই বিশুদ্ধ অবস্থা হইতে মায়ার মধ্যগত হইয়া স্থূল ভাবে রিপু প্রভৃতির অজ্ঞানময়ত্বে পরিণত হয়, সত্ত্বগুণেরও তৎসহযোগে লয় হয়। সত্ত্বের লয়ের সহিত তৎপ্রকাশক কারণশক্তি স্বরূপ ঐশিক আবির্ভাব রূপী বিজ্ঞানচৈতন্যেরও লয় হইয়া থাকে। ইহাই কৃষ্ণের তিরোভাব। এ সমস্তই কালকৃত গুণ বুঝিতে হইবে। বর্ত্তমান যুগে তাহাই ঘটিয়াছে।

হে বিদুর! ইতর জীববৃন্দ অপেক্ষা যাদবগণ অত্যন্ত দুর্ভাগ্যবান্; যেহেতু তাঁহারা শ্রীহরির সহিত একত্রে বাস করিয়াও মৎস্যগণ যেমন জলগর্ভস্থ চন্দ্রকে স্বজাতীয় বলিয়া মনে করে, তদ্রূপ আপনাদের ন্যায় ভাবিতেন; ভগবানকে হরি বলিয়া জানিতে পারেন নাই। ৩য়। ২। ৮।

হে বিদুর! যে সকল ভক্তগণ ইঙ্গিতজ্ঞ, পুরুপ্রৌঢ় এবং একারাম হইতেছেন, তাঁহারা সেই সাত্বতগণের পতি হরিকে ভূতাবাস বলিয়া স্মরণ করেন। ৩য়। ২। ৯

ব্যাখ্যা। শাস্ত্র বা পরম্পরে গুরু পরম্পরায় ভগবৎ-জ্ঞান যাঁহারা লাভ করিয়াছেন, তাঁহাদের ইঙ্গিতজ্ঞ ভক্ত কহে। পুরু বলিতে অতিশয় এবং প্রৌঢ় বলিতে প্রবৃদ্ধ অর্থাৎ নিপুণ। সংসারে থাকিয়া যাঁহারা অতিশয় গবেষণার সহযোগে ঐশিকতত্ত্বে সংস্কারাপন্ন হয়েন, তাঁহাদের পুরুপ্রৌঢ় ভক্ত কহে। একারাম শব্দের অর্থ এই ;—এক—আরাম। আ—সর্ব্বতোভাবে। রাম শব্দে রমণকরণ। যাঁহারা এক ঈশ্বর জানিয়া আত্মবৃত্তিতে সর্ব্বতোভাবে রমণ করেন অর্থাৎ ঈশ্বর ও আত্মা এক এই ভাবেন, তাঁহাদের একারাম ভক্ত কহে। ইঙ্গিতজ্ঞ, পুরুপ্রৌঢ় এবং একারাম এই ত্রিবিধ সংস্কারাপন্ন ভক্তগণেই তৎকালীন্ যুগবৈপরীত্যে শ্রেষ্ঠ বলিয়া কীর্ত্তিত হইতেন। ইহারাই সাত্বিক ভক্ত বা মানব বলিয়া জগতে বিখ্যাত। ভক্তগণকে সাত্বত কহে। ভক্তগণকে যিনি পালন করেন তিনিই ভক্তপতি।

সেই ভগবানকে পূর্ব্বোক্ত সাত্বিক ভক্তগণ কিরূপে স্মরণ করেন; তাহা বলিতেই উদ্ধব বলিতেছেন; ভূতই যাঁহার আবাস হইয়াছে, তিনিই ভূতাবাস হইতেছেন। ভূত বলিতে প্রাণীগণ। আবাস বলিতে অন্তরে স্থিতি। ভূতগণের অন্তর্যামী রূপে যিনি থাকেন তিনিই ভূতাবাস হইতেছেন।

হে সখে! যে সকল ভক্ত যাদবগণ দেবমায়ায় বিমোহিত হইয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে যাঁহারা সৎ তাঁহারা হরিকে বন্ধু বলিয়া স্বীকার করেন। যাঁহারা অসৎ ভাবাবলম্বন করিয়াছেন, তাঁহারা নিন্দা করিয়া থাকেন। কিন্তু এই সকল বাক্য শুনিয়াও যাঁহাদের চিত্ত একেবারে শ্রীহরিতে নিক্ষিপ্ত হইয়াছে, তাঁহাদের বুদ্ধি ক্ষণকালের জন্যও বিচলিত হয় না। ৩য়। ২। ১০

হে বিদুর! যাঁহারা তপস্যাতে অতপ্ত হইয়াছেন; যাঁহারা তদ্দর্শনোৎসুকে অবিতৃপ্ত হইয়াছেন, সেই সকল মানবগণের চক্ষু সমক্ষেও যিনি আত্মচিহ্ন আবৃত করিয়া তিরোহিত হইয়াছেন, তখন তিনি অপরের নিকটে কিরূপে প্রকাশ থাকিবেন। ৩য়। ২। ১১

ব্যাখ্যা। প্রথমে উদ্ধব বলিলেন,—তপস্যাতে অতপ্ত। পরিতাপিত না হওয়াকে অতপ্ত কহে। অবিচলিত ভাবে তপস্যা করিতে করিতে যখন মানব শান্তিপ্রাপ্ত হইবে এবং দুঃখ জন্য পরিতাপিত না হইবে,তাহাকেই তপস্যাতে অতপ্তভাব কহে। সাংখ্যের মতে ত্রিবিধ দুঃখ নাশ করণই পুরুষার্থের বা তপস্যার উদ্দেশ্য। আধ্যাত্মিক, আধিভৌতিক ও আধিদৈবিক এই ত্রিবিধ দুঃখ নিবারক উপায়কে তপস্যা কহে। তাহার ক্রিয়াকে সাধন কহে।

পরে উদ্ধব বলিলেন—যাঁহারা অবিতৃপ্ত দর্শনোৎসুখী হইয়াছেন, তাঁহারাই ঈশ্বরকে প্রত্যক্ষ করিতে পারেন। তৃপ্তির পরিণাম যাহাতে না হয় তাহাকে অবিতৃপ্তি কহে। মীমাংসা সংযুক্ত বিচারকে দর্শন কহে। এই জগৎলীলা বিচার করিয়া যাঁহারা ঈশ্বরের কার্য্যে একেবারে আশ্চর্য্যযুক্ত হইয়া, তদ্দর্শনে ইচ্ছাকে ক্রমাগত বর্দ্ধিত ভিন্ন একান্ততৃপ্ত অর্থাৎ

বিরাগান্বিত করেন নাই, তাহারাই সেই প্রেমময় ঈশ্বরকে প্রত্যক্ষ করিতে পারেন। এই দুই অবস্থাই বিজ্ঞান সংযুক্ত ভক্তির প্রকরণে গঠিত বুঝিতে হইবে।

হে বিদুর! (ভক্তগণে তাঁহার যে বিম্ব প্রত্যক্ষ করেন,) ঈশ্বর আপনার যোগমায়ার বল দেখাইবার জন্য তাহাকে ধারণ করেন মাত্র; তাহাই—ইহজগতের মর্ত্ত্যলীলার উপযোগী হইতেছে; তাহাই সকল অঙ্গের ভূষণের ভূষণস্বরূপ হইতেছে; তাহাই সৌভাগ্য ও ঋদ্ধির পরমপদস্বরূপ হইতেছে; তাহাই ঐশিক বিজ্ঞানবিদ্‌গণের পক্ষে অতিশয় বিস্ময়কর বলিয়া প্রতীত হইয়া থাকে। ৩য়। ২। ১২

ব্যাখ্যা। এই যোগমায়াটী মহা চৈতন্যময়ী। ইহাই ঈশ্বরের লীলাকরণীয় বাসনার বল বুঝিতে হইবে। ঈশ্বরকে জীবলীলার্থে আকর্ষণ করিবার পূর্ব্বে নির্গুণ ভগবান হইতে যে বাসনার আবির্ভাব হইয়া জগৎ ও জীবকে ঈশ্বরসত্ত্বার সহিত ক্রীড়াপর করে, তাহাকেই চিৎশক্তি বা যোগমায়া কহে। এই জন্য পৌরাণিকেরা ভগবান কৃষ্ণকে আবির্ভাব করণের পূর্ব্বে যোগমায়ার আবির্ভাব কথা লিখিয়াছেন। ঐ যোগমায়াবৃত পূর্ণ চৈতন্যই ভক্তে হৃদ্‌গোচর করিয়া থাকেন। উহাই জীবন্মুক্তের মহানন্দপ্রদ, এই জন্য ভক্তে সগুণমূর্ত্তির প্রতি এত প্রেম করেন।

যখন ধর্ম্মরাজের রাজসূয় সভায় ত্রিভুবনের লোকসমূহ একত্র হইয়া, সেই দৃক্‌স্বস্ত্যয়ন স্বরূপ হরিবিম্বকে দেখিয়াছিলেন, তখন তাঁহারা বলিয়াছিলেন:—যে অদ্য আমরা জানিলাম যে, এই বিম্বের সমীপে বিধাতার মনুষ্য ও সংসার নির্ম্মাণ কৌশল যথার্থই পরাভূত হইয়াছে। ৩য়। ২। ১৩

ব্যাখ্যা। কর্ম্মাঙ্গের দ্বারা ঈশ্বরের বিরাজমানত্ব যেভাবে শ্রুতিতে উপদিষ্ট হইয়াছে, তাহাকে রাজসূয় যজ্ঞ কহে। সমিতিকে সভা কহে। যে যজ্ঞ সভায় জগৎ মধ্যে ঈশ্বরের ব্যাপ্তভাব বিচার দ্বারা অনুভূত হয়, এমন সমিতিকে রাজসূয় সভা কহে। সেই সমিতির শ্রেষ্ঠকে রাজা কহে। ধর্ম্মই সেই ঈশ্বরদর্শনার্থ সাধন সভার শ্রেষ্ঠ, এই জন্য ধর্ম্মই রাজারূপে গণ্য হইয়াছেন।

হে বিদুর! সেই বিম্বের অনুরাগ সংযুক্ত হাস্য এবং রাসলীলা দেখিয়া, ব্রজনারীগণ চিত্তসংলগ্ন করিয়া, সংসারকার্য্য ত্যাগ পূর্ব্বক তাঁহাতে অবস্থান করিয়া ছিলেন। ৩য়। ২। ১৪

ব্রজনারীশব্দের গূঢ় অর্থ এই যে;—ব্রজ বলিতে যে স্থানে সকলে ভ্রমণ করে অর্থাৎ সংসার। নৃ শব্দের স্ত্রীলিঙ্গে নারী। নৃ শব্দের অর্থ প্রকৃতিগত চৈতন্যসত্ত্বা। আকর্ষণী শক্তি মাত্রকেই স্ত্রী কহা যায়। যে সকল প্রাকৃতিক শক্তির দ্বারা সংসার মধ্যে চৈতন্য সমূহ আকর্ষিত হইয়া মানবজীবনে অবস্থান করে তাহারাই ব্রজনারী। অর্থাৎ বুদ্ধিবৃত্তি, জ্ঞানবৃত্তি, ভক্তিবৃত্তি, শান্তি, দয়া প্রভৃতি বুজিতে বুঝিতে হইবে। অনুরাগ বলিতে,—সর্ব্বতোভাবে রঞ্জিত হওয়াকে অনুরাগ কহে। ঐ সকল শক্তির দ্বারা ঈশ্বরবিম্ব অনুরঞ্জিত হইয়া, তাহাদের মতে ক্রিয়ার প্রকাশক হইয়া আছেন বলিয়া তিনি

অনুরাগে যুক্ত হইলেন। লৌকিকে ইহারাই ভক্ত গোপীগণ। প্রসন্নভাবকে হাস্য কহে। রমণ অর্থাৎ জীবলীলাগত আনন্দভাবকে রাসভাব কহে। মায়াপর হওনকে সংসারকার্য্য কহে।

হে বিদুর! যিনি দৈত্যগণদ্বারা পীড়িত হইলেও তাহাদিগের প্রতি অনুকম্পিত হইয়া আপনার সেই প্রশান্ত ও স্বরূপ মূর্ত্তি দেখাইয়া থাকেন; সেই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ভগবানই অগ্নির ন্যায় মহত্তত্ত্বের মধ্যবর্ত্তী থাকেন এবং অজ হইয়াও জাত হইয়া থাকেন। ৩য়। ২। ১৫

হে সখে! (আমি যে ভাবে ভগবানের আবির্ভাব হইতে পারে, তাহা বুঝিতে পারিয়াও ভগবান কৃষ্ণের লীলা দর্শন করিয়া অতিশয় আশ্চর্য্য হইতেছি;—কারণ যিনি অজ তাঁহাকেই আবার বসুদেবের গৃহে জন্মের অনুকরণ করিতে হইল। যিনি অনন্তবীর্য্য, তাঁহাকেই আবার শত্রুভয়ে পুরী হইতে নিষ্ক্রামিত হইতে এবং গোপনভাবে ব্রজে ও মথুরায় গমন করিতে হইল; এই সকল ভাবিয়া আমার খেদ উপস্থিত হইতেছে। ৩য়। ২। ১৬

হে বিদুর! যখন সেই ভগবান পিতা ও মাতার সম্মুখে সমাগত হইয়া অভিবাদন পূর্ব্বক বলিয়াছিলেন;—হে পিতঃ, হে মাতঃ, আমরা আপনাদের শুশ্রূষাবিহীন এবং কংসের ভয়ে অত্যন্ত ভীত, অতএব আমাদের প্রতি প্রসন্ন হউন। এই সকল লৌকিক কথা যখন আমার স্মৃতিতে উদয় হয়—তখন আমার চিত্ত আশ্চর্য্য হইয়া বড় ব্যথা পাইয়া থাকে। ৩য়। ২। ১৭

হে সাধো! যিনি কৃতান্ত সম ভ্রূলতার বিস্ফারণে ভূমির ভার হরণ করিয়াছিলেন, ইহা ভাবিয়াই বা এমন কে আছে যে, তাঁহার পাদপদ্মের পরাগরেণুর আঘ্রাণ লইতে বিস্মৃত হইয়া থাকে? ৩য়। ২। ১৮

হে বিদুর! যে সিদ্ধিকে সম্যক্ যোগে ও যজ্ঞদ্বারা যোগিগণ প্রাপ্ত হইতে ইচ্ছা করেন। আপনারা তো দেখিয়াছেন, রাজসূয় যজ্ঞস্থলে কৃষ্ণের প্রতি দ্বেষ ভাব দেখাইয়াও চেদিপতি সেই সিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন। অতএব এমন অপার করুণাময় হরির বিরহ কে সহ্য করিতে পারে? ৩য়। ২। ১৯

হে সখে! অপরাপর নরলোক মধ্যগত প্রধান প্রধান বীরগণ, যাঁহারা কুরুক্ষেত্রের রণস্থলে উপস্থিত হইয়া (অর্জ্জুন ও কৃষ্ণের সহিত) সমর করিয়াছিলেন; তাঁহারা অর্জ্জুনের অস্ত্রাঘাতে পবিত্র হইয়া সেই নয়নাভিরাম শ্রীকৃষ্ণের মুখারবিন্দ অবলোকন করিতে করিতে ভগবানের সাযুজ্যাদি পদ পরমসুখে প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। ৩য়। ২। ২০

ব্যাখ্যা। ইহার গূঢ় ভাব এই যথা:—ধর্ম্ম পরীক্ষার্থ সংসারক্ষেত্রকেই কুরুক্ষেত্র কহে। ইতিপূর্ব্বে প্রকাশ হইয়াছে যে, অধর্ম্মের প্রাবল্য হইলে ভগবান আপনিই আত্মপ্রকাশ করিয়া সকলকে নিস্তার করেন। সেই নিয়মে:—সংসার মধ্যে যখন ভীষণ অধর্ম্ম প্রচার হইয়া উঠিল, তখন বিজ্ঞানরূপী অর্জ্জুনের দ্বারা পরমাত্ম বিশ্ব স্বরূপ কৃষ্ণ আকর্ষিত হইয়া রিপুরূপী ও রিপুপর মানবরূপী নরলোকস্থ বীরগণের সহিত সমর আরম্ভ করিলেন। সেই সময়ে ভগবানের অস্তিত্বরূপী অর্জ্জুনের বিজ্ঞানাস্ত্র বৈরী-

গণের হৃদয়ে আঘাতিত অর্থাৎ বিদ্ধ হওয়াতে তাহাদের মানসিক কলুষিত ভাব দূর হইলে, তাহারা সেই পরমাত্মাকে দেখিয়া, সকলেই তাঁহার সাযুজ্যাদি লাভ করিতে পাইয়াছিল।

হে সখে! যিনি সকলের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, যিনি ত্রিলোকের অধীশ্বর, যিনি পরমানন্দ সম্পত্তি ভোগ করিয়া থাকেন, যে সকল রাজাগণ বহু বহু কর লইয়া মহা প্রভাবান্বিত ও মহা ঐশ্বর্য্যশালী হইয়াছেন। তাঁহাদের অগণ্য কীরিট সংঘট্টিত স্তুতি শব্দে যিনি আপনার পাদপীঠে পূজিত হয়েন; তিনিই একসময়ে সিংহাসনস্থ উগ্রসেনের সম্মুখে কিঙ্করের ন্যায় বিনীত ভাবে অবস্থান করিয়া বলিয়াছিলেন;—হে রাজন্! হে দেব! আমার বাক্যে কর্ণপাত করুন। ভগবানের এই রূপ ভৃত্যগত বিনীত ভাব মনে উদয় হইলে, আমাদের অঙ্গ বিস্ময়ে অস্থির হইয়া উঠে। ৩য়। ২। ২১। ২২

ব্যাখ্যা। ইতিপূর্ব্বে উদ্ধব ঈশ্বরকে পরম করুণাময় ও অনন্তবীর্য্য বলিয়া এবং লৌকিক ও অলৌকিক ভাবে উহা প্রমাণ করিয়া, কি উপায়ে জীবসমক্ষে সেই দয়া ও বীর্য্যাদি গুণ ভগবান প্রকাশ করেন, তাহাই এক্ষণে বলিতেছেন। বিজ্ঞানবাদীরা কহেন;—উষ্ণভাব শীতল ভাবের দ্বারা শমিত করিয়া কর্ম্মী তাহাকে কর্ম্মপর করিয়া থাকে। জীবগণের মধ্যে যাহারা রিপুপর তাহাদের কি উপায়ে ঈশ্বর যুগধর্ম্ম মতে শান্ত করিয়া আত্মদর্শন দিয়া মুক্ত করেন, তাহাই এই স্থানে বলিতেছেন; বুঝিতে হইবে। উগ্রসেন ক্রোধ রিপুজাত উদ্ধত স্বভাবের রূপক। মানসিক সঙ্কল্প যখন শরীরগত অগ্নিতে প্রতিফলিত হইয়া থাকে, তখনই তাহা ক্রোধ নাম ধারণ করিয়া, শরীরের সমস্ত ভাবকে তেজোময় করিয়া অপরের হৃদয়কে ব্যাথিত করিতে চেষ্টা করে। মহাভূতের সহিত এই জীব দেহের এক প্রকার ভীষণ ঐক্যভাব আছে, মনোরাজ্য দ্বারা দেহের ন্যায় মহাভূতও চালিত হইয়া থাকে। এই জন্য জীবে পরস্পরে স্নিগ্ধত্ব ও উষ্ণত্ব শব্দের দ্বারা অনুভব করিতে পারে। জীব উষ্ণভাব অবলম্বন করিলে, তাহা দ্বারা পবিত্র ও শান্তভাব আবরিত থাকা সত্ত্বে, সেই উষ্ণভাব ক্ষয় করিবার জন্য জীবের হৃদয়গত ঐশিক গুণরূপী স্নিগ্ধভাব প্রকাশ হইয়া থাকে। জীবের প্রশান্ত ভাবানুসারে আকৃষ্ট হইয়া ভগবান তাহাকে আত্মপদ দিয়া থাকেন।

হে বিদুর! আহা! তাঁহার দয়ার কথা আর কি বলিব! যে অসাধ্বী পুতনা রাক্ষসী ভগবানকে নাশ করিবার ইচ্ছায়, স্তনে কালকূট মাখাইয়া তাঁহাকে পান করাইয়াছিল;—অবশেষে সে ভগবানের ধাত্রীগতি প্রাপ্ত হইল!! অতএব এমন দয়ার আধার পরিত্যাগ করিয়া, আবার কাহার শরণ গ্রহণ করিব। ৩য়। ২। ২৩

হে বিদুর! যে অসুরগণ, সেই ত্রিলোকের অধিপতির প্রতি ক্রুদ্ধভাবেও চিত্তকে নিবেশ করিয়াছিল এবং যাহারা তাঁহার সহিত সংগ্রামে রত হইয়া সমরস্থলে তাঁহাকে গরুড়-স্কন্ধস্থিত চক্রধারীরূপে দর্শন করিয়াছিল। আমি সেইসকল অসুরগণেকেও ভাগবত বলিয়া থাকি। ৩য়।২।২৪

হে সাধো! অজ ব্রহ্মা কর্ত্তৃক যাচিত হইয়া পৃথিবীর মঙ্গলহেতু কংসের বন্ধনাগারে বসুদেব ও দৈবকীর সংযোগে ভগবান বিভু জন্ম লইয়াছিলেন। ৩য়। ২। ২৫

ব্যাখ্যা। বসু শব্দের অর্থ তত্ত্ব। তত্ত্বসমূহের শোভাকর বা দ্যোতক যিনি, তিনিই বসুদেব। তৎপ্রকাশিকা শক্তিকেই দৈবকী কহে। সত্ত্বগুণ ও তাহার ব্যাপ্তি শক্তিই বসুদেব ও দেবকী। কংস তমোগুণী অহঙ্কার। যখন জগৎ তমোগুণপর হইয়া ঈশ্বরের নিত্যলীলার ব্যাঘাত জন্মাইতেছিল, তখনই তিনি লীলাস্থলের অর্থাৎ জীব ও জগৎরূপী পৃথিবীর মঙ্গলহেতু প্রকৃতি কর্তৃক আকর্ষিত অর্থাৎ যাচিত হইয়া জন্ম অর্থাৎ আবির্ভূত হইয়াছিলেন। এই আবির্ভাব ভাবটাই আত্মার স্বভাব। এই জন্য ইহাকে বিজ্ঞানে বিম্ব কহে। ইহার বিশেষ প্রমাণ দশমে দেওয়া যাইবে।

অনন্তর সেই ভগবান কংসভয়হেতু পিতাকর্তৃক নন্দব্রজে প্রেরিত হইয়াছিলেন। তথায় একাদশ বৎসর বা মাত্রাত্মক কাল গূঢ়ভাবাপন্ন অগ্নির ন্যায় থাকিয়া পালিত হইয়াছিলেন। ৩য়।২।২৬

ব্যাখ্যা। যথায় আনন্দ বিরাজিত থাকে তাহাই আনন্দীভূত অর্থাৎ তমোগুণ বিহীন প্রকৃতি সমূহ যথায় বিহার করে তাহাই নন্দব্রজ বুঝিতে হইবে। বিজ্ঞান বৃত্তিসমূহকে নন্দভূমি কহে। ক্রিয়াশক্তিকে কাল কহে। পঞ্চকর্ম্মেন্দ্রিয় ও জ্ঞানেন্দ্রিয় এবং মন এই একাদশ সাত্ত্বিক ক্রিয়া শক্তিসংযুক্ত বিজ্ঞান বৃত্তিভাবকে, পুরাণে কৃষ্ণের একাদশ বৎসর ব্রজধামে বাসরূপে কল্পিত হইয়াছে।

হে বিভো! ঐ একাদশ বৎসরাত্মক কালের মধ্যে থাকিয়া কূজিত পক্ষীগণ দ্বারা শোভিত, বৃক্ষমণ্ডিত যমুনার উপবন ভূমিতে বৎস ও বৎসপালগণে সমাবৃত হইয়া সেই ভগবান বিহার করিয়াছিলেন। ৩য়। ২। ২৭।

ব্যাখ্যা। অধ্যাত্মতত্ত্বে সমস্ত শ্রুতি প্রভৃতিতে বৈরাগ্যের প্রবাহকে যমুনা কহে। স্থূল জগৎ হইতে ক্ষুদ্র জগৎ রূপী এই মানবদেহেও বৈরাগ্য প্রবাহরূপী একটী মানসিক শক্তি আছে তাহাকে সুষুম্নাস্রোত বা যমুনা কহে। ইহার বিশেষ বিচার অপর স্কন্ধে প্রাপ্ত হওয়া যাইবে।

মুগ্ধ সিংহশিশুর ন্যায় বাল্যভাবে তিনি ব্রজবাসীগণকে আপনার কুমার অবস্থায় হাস্য ও ক্রন্দনাদি চেষ্টাও দেখাইয়াছিলেন। ৩য়। ২। ২৮। অনন্তর তিনিই লক্ষ্মীর আলয়ভূমি সদৃশ নানা ভূষণে ভূষিত গোবৃষাদিকে চরাইয়া এবং তাঁহার অনুগামী গোপগণকে বেণুবাদন দ্বারা আনন্দিত করিয়া, ক্রীড়া করিয়াছিলেন। ৩য়।২। ২৯।

ব্যাখ্যা। গো শব্দে এ স্থলে প্রাকৃতিকতত্ত্ব শক্তি সমূহ এবং বৃষ শব্দের অর্থ ধর্ম্মাত্মক বৃত্তিসমূহ। প্রাকৃতিক সূক্ষ্মতত্ত্ব সমূহকে গোপ কহে। স্বাভাবিক মোহনকারী স্বরকে বেণুস্বর কহে। চৈতন্য কর্তৃক প্রাকৃতিক তত্ত্ব ও তচ্ছক্তিসমূহ মুগ্ধ অর্থাৎ আত্মাতে যুক্ত হয় এই জন্য তাহাকেই এস্থলে বেণুবাদন স্বর বলা হইল।

ভোজরাজ কর্তৃক যত গুলি মায়াবী ও কামচারী, তাঁহার বিপক্ষে নিযুক্ত হইয়াছিল, ভগবান সে সকলকে ক্রীড়ার্থ মৃতসিংহ বিনাশের ন্যায় বিনাশ করিয়াছিলেন। ৩য়।২।৩০।

ব্যাখ্যা। অবিদ্যার অধিপতি ও প্রতিপালনকারী বৃত্তিকে ভোজরাজ কহে। ঐ ভোজরাজ (কংস) আত্মার প্রতাপ অর্থাৎ জ্ঞান ও বিজ্ঞান নাশ করিবার জন্য যতগুলি রিপু ও প্রবৃত্তিরূপী মায়াবী ও কামচারী দৈত্য এবং রাক্ষসী পাঠাইয়াছিলেন; মৃত্তিকা নির্ম্মিত কৃত্রিম সিংহাদিকে যেমন ক্রীড়াকালে বালকাদি বিনাশ করে, তদ্রূপ ভগবান ঐ সকল সত্বাহীন তমোগুণের বৃত্তিরূপী কৃত্রিম বৃত্তি সকলকে নাশ করিয়াছিলেন।

যামুন হ্রদের বিষমিশ্রিত জলপানে মৃতগোপগণকে জীবিত করিবার জন্য, ভুজগাধিপ কালীয়কে দমন করিয়া, তিনি সেই জলকে বিষহীন করত, তথা হইতে উত্থান করিয়া গো ও গোপগণকে সেই বারিই পান করাইয়াছিলেন। ৩য়। ২। ৩১।

ব্যাখ্যা। যমুনা নদীর সংলগ্ন হ্রদকে পুরাণের কোথাও কোথাও যামুন বা কালীয় হ্রদ কহে। অসীম আত্মখাদ জলাশয়কে হ্রদ কহে। অবিদ্যা প্রভাবকে এস্থলে অসীম বিষজল বা বিষহ্রদ বলা হইল। অবিদ্যা জাত কলুষাংশকে বিষ বলা হইল। অধর্ম্ম মণ্ডিত কালকে কালীয় বলা হইল। যুগধর্ম্মমতে আত্মস্বভাবাবচ্ছিন্ন প্রাকৃতিক তত্ত্ব গোপ ও তাহাদের শক্তিরূপী গোসমূহ, অবিদ্যা প্রভাবে মণ্ডিত হইয়া অধর্ম্মকলুষে আক্রান্ত হইয়াছিল। ভগবান আত্মপ্রভাবে অধর্ম্মযুক্ত কালরূপী কালীয়কে পবিত্র ও অবিদ্যা কলুষাক্রান্ত প্রাকৃতিক তত্ত্ব ও তৎশক্তি সমূহকে বিদ্যাতে মণ্ডিত করিয়া আত্মপর অর্থাৎ নির্ব্বিষ করিয়া পরিশুদ্ধ করিলেন।

সেই বিভু, বহুভার সংগৃহীত বিত্তের সদ্ব্যয়ের জন্য উত্তমোত্তম দ্বিজ দ্বারা গোপরাজ নন্দকে গোযজ্ঞ করাইয়াছিলেন। তাহাতে ইন্দ্রের সম্মান নাশ হওয়াতে, তিনি কোপভরে ব্রজকে বিহ্বল করণার্থ বৃষ্টি বরিষণ করিতে লাগিলেন। এতদ্দর্শনে ভগবান গোবর্দ্ধনরূপী লীলাছত্র ধারণ করিয়া অনুগ্রহপূর্ব্বক ব্রজকে স্বচ্ছন্দে রক্ষা করিয়াছিলেন।৩য়।২। ৩২। ৩৩।

ব্যাখ্যা। জীবকে আত্মজ্ঞানপূর্ণ করণার্থ কর্ম্মকে যজ্ঞ কহে। পূর্ব্বে বুদ্ধিরূপী দ্বিজগণ দ্বারা কর্ম্মমণ্ডিত অহঙ্কার বা পুণ্যরূপী ইন্দ্রকে প্রাকৃতিক বৃত্তি সমূহ পূজা করিত অর্থাৎ স্বকর্ম্ম ভোগ দ্বারা আকর্ষিত হইয়া জ্ঞানাদি তাহাতেই ক্রিয়াপর হইত। যখন জীবের হৃদয়ে আত্মভাব প্রকাশ হইতে লাগিল; তখন প্রথমে বিবেকরূপী আত্মশাসন প্রকাশ হইয়া আনন্দের অধিপতিরূপী অর্থাৎ নন্দকে গোযজ্ঞ অর্থাৎ আত্মস্বভাবপর হওনার্থ চিন্তন এবং মননাদি কর্ম্মে প্রবৃত্তি প্রদান করিলেন। পর্ব্বতের ন্যায় অটল, অচল ও ঔষধি পূর্ণ হইয়া পরিপূর্ণ চৈতন্য সত্বা ভগবান, সকল দুর্দ্দৈব হইতে ভক্তকে রক্ষা করেন। ইহাই গোবর্দ্ধন ধারণের তাৎপর্য্য।

হে বিদুর! আবার যখন রজনী মুখে শরতের শশী-কিরণ উজ্জ্বলিত হইয়াছিল, সেই সময়ে ভগবান মধুর বংশীধ্বনিতে মুগ্ধ করিয়া ব্রজস্ত্রীগণের সহিত রাসলীলা করিয়াছিলেন। ৩য়। ২। ৩৪।

ইতি শ্রীভাগবতে তৃতীয়স্কন্ধে দ্বিতীয়াধ্যায় উপেন্দ্রকৃতানুবাদ সমাপ্ত।

ব্যাখ্যা। এই রাসের প্রকৃত ভাব আত্ম স্বভাবে প্রকৃতিতত্ত্ব সমূহের সংযোজন বুঝিতে হইবে। এই রাসলীলার গুপ্ত ভাব দশমস্কন্ধে প্রকাশ করা যাইবে, এ স্থলে প্রকাশের কোন প্রয়োজন দেখিলাম না।

ইতি শ্রীভাগবতে তৃতীয় স্কন্ধে দ্বিতীয়াধ্যায়ে উপেন্দ্রকৃতাধ্যাত্ম ব্যাখ্যা সমাপ্ত।

অথ তৃতীয় অধ্যায়।

পুনশ্চ বিদুরকে সম্বোধন করিয়া উদ্ধব কহিলেন;—হে বিদুর শ্রবণ কর। (পূর্ব্বোক্ত রাসাদিলীলা সমাপন করিয়া) ভগবান কৃষ্ণ, বলদেবের সহিত সম্মিলিত লইয়া মধুপুরীতে প্রবেশ করিয়াছিলেন এবং পিতার হিতেচ্ছায় উচ্চাসনস্থ রিপুগণের অধিপতিকে আত্ম ভুজবলে আকর্ষণ পূর্ব্বক ভূমিনিপতিত করিয়া বধ করিয়াছিলেন। ৩য়। ৩। ১।

ব্যাখ্যা। এই অধ্যায়ে মথুরা লীলা ও দ্বারকা লীলার সংক্ষেপ বর্ণনা হইবে। তন্মধ্যে প্রথমে মথুরালীলা আরম্ভ হইল। উদ্ধব এই শ্লোকে কংসবধ উল্লেখ করিতেছেন। ইতি-পূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে, রাসাদি ক্রীড়াতে ভগবান প্রাকৃতিক বিজ্ঞান-শক্তির সহিত সংযুক্ত হইয়া আনন্দ করিয়াছেন; এক্ষণে জীবের অহংকার নাশ কথা কথিত হইল। জীবের ভোগাহংকারই কংস। ভগবান প্রসন্ন হইলে মনোরাজ্যরূপী মথুরা হইতে উহার ক্ষয় হয়। ইহাই তাৎপর্য্য।

হে বিদুর! অনন্তর ভগবান সান্দীপনী মুনির সমীপে তৎপ্রোক্ত সবিস্তর বেদ অধ্যায়ন করিয়া তাঁহাকে দক্ষিণা দিবার জন্য, পঞ্চজনোদর হইতে তাঁহার মৃত পুত্রকে সজীব আনয়ন করিয়া দিয়াছিলেন। ৩য়। ৩। ২।

ব্যাখ্যা। ঈশ্বরের লৌকিক অনুকরণ দ্বারা লোকশিক্ষার কথা এই স্থানে প্রকাশ হইতেছে। আত্মা ও জীব একই বস্তু, কিন্তু অবিদ্যাচ্ছন্ন হইলে জীবের বিস্মৃতি ঘটে। বেদদ্বারা তাহার পুনস্ফূর্ত্তি লাভ হয়। ইহাই গুরু ও মন্ত্র বা বেদ সাহায্যে কর্ত্তব্য। আত্মা প্রবুদ্ধ হইলে শোকমোহজরাদুঃখ ও জন্মাদি সমস্ত ক্ষয় হয়। ইহাই গুরুদক্ষিণা।

ভীষ্মক কন্যা রুক্মিণীর সহিত মিলনেচ্ছায় অনেকানেক রাজাগণ সমবেত হইলেও গরুড় যেমন দেবগণের মধ্য হইতে আপনার সুধার ভাগ গ্রহণ করেন, তদ্রূপ সেই ভগবান লক্ষ্মীর অংশ স্বরূপা রুক্মিণীকে আপনার সহিত মিলিত করিবার জন্য সকলের মস্তকে পদাঘাৎ করিয়া গান্ধর্ব্ববিধানে গ্রহণ করিয়াছিলেন। ৩য়। ৩। ৩

ব্যাখ্যা। ভগবান অপরাপর রাজাগণের মস্তকে পদাঘাৎ করিয়া গ্রহণ করিয়াছিলেন। এস্থলে মস্তক বলিতে শীর্ষস্থান অর্থাৎ বৃদ্ধি বা উন্নতিভাগ। রাজাগণ এস্থলে রিপুর ও অধর্ম্ম বৃত্তির রূপক। সকল রিপু ও অধর্ম্ম বৃত্তির উন্নতি নাশ করিয়া, ভগবান ভগবদ্রতিকে

গ্রহণ করিলেন। কি নিয়মে গ্রহণ করিলেন? গান্ধর্ব্ব বিধানে ও স্বভাগ ভাবিয়া গ্রহণ করিলেন। পরস্পরের সমান ইচ্ছাকে গান্ধর্ব্ব বিধান কহে। আপনা হইতে প্রকাশ্য অংশকে স্বভাগ কহে। ভগবৎ রতিও আত্মপর, আত্মাও লীলার্থ রতিপর; এই জন্য ভগবান স্বভাগ ভাবিয়া গান্ধর্ব্ব বিধানে নিজ রতিকে গ্রহণ করিলেন।

অনন্তর ভগবান নাগ্নজিতীর স্বয়ম্বরস্থলে সমাগত বহু বহু রাজাগণের বাহন স্বরূপ চক্ষুস্মান্ ও অবিদ্ধনাসা বৃষসমূহকে নাসাবিদ্ধ করিয়া মান্য নাশ করিলে, তাঁহাপেক্ষা শস্ত্র বিষয়ে অজ্ঞ হইলেও রাজাগণ বিভুকে আঘাৎ করেন; কিন্তু ভগবান তাহাতে অক্ষত থাকিয়া আত্মশস্ত্র দ্বারা, তাঁহাদের ক্ষতবিক্ষত ও বিনাশ করিয়া সত্যভামাকে বিবাহ করিয়াছিলেন।৩য়।৩।৪।

ব্যাখ্যা। অধর্ম্মে কখনই সত্য সংযুক্ত থাকিতে পারে না। যতই ঐশ্বর্য্য ও বল থাকুক না কেন, প্রকৃত সত্য সেই ভগবানেই মিলিত হয়। অধর্ম্মাচারী বা অহংকারী জীব সত্যরক্ষা করিতে পারে না। ইহাই পুরাণে রাজগণের বিনাশান্তে সত্যভামা গ্রহণ বর্ণিত হইয়াছে।

হে বিদুর! সেই ভগবান সাধারণ লোকের ন্যায় প্রিয়ার প্রিয়কার্য্য সাধনের জন্য পারিজাত বৃক্ষ স্বর্গ হইতে আনয়ন করিয়াছিলেন। সেই পারিজাত আনয়নকালে শ্রীকৃষ্ণ কর্তৃক উত্তেজিত ক্রীড়ামৃগ স্বরূপ ইন্দ্র, ভগবানের বিপক্ষে যুদ্ধ করিতে শচীদেবীর কথায় উন্মত্তভাবে আসিয়াছিলেন। ৩য়। ৩। ৫।

ব্যাখ্যা। জীবের অন্তঃকরণের প্রেম সত্য সহযোগে যদি ভগবানে মিলিত হয়, তাহা হইলে ত্রিলোকের সকল ঐশ্বর্য্য সেই জীব করতলে লাভ করে, সেই ভক্ত পরমমুক্ত রূপী ভগবানকে পর্য্যন্ত আপনার সত্যের বলে আয়ত্বাধীন করিয়া, দিবানিশি প্রেমানন্দ ভোগ করে। ইহাই সত্যভামার জন্য ভগবানের পারিজাত হরণাদির তাৎপর্য্য।

অনন্তর ভগবানের সহিত পৃথিবীর পুত্র মঙ্গলের (ভৌমের) সমর হইয়াছিল, সেই সময়ে মঙ্গল আত্মশরীর এমন ভীষণ ভাবে বিস্তার করিয়াছিলেন, যে আকাশদেশ যেন তাঁহা কর্তৃক গ্রাসিত হইতেছিল। ভগবান এতদ্দৃষ্টে সুনাভচক্র দ্বারা তাহাকে বিনাশ করেন। পুত্রের বিনাশ দেখিয়া পৃথিবী ভগবানের নিকট মঙ্গলের তনয় ভগদত্তকে রাজ্য প্রদান করিতে প্রার্থনা করেন; তাহাতে ভগবান ভগদত্তকে রাজ্যার্পণ করিয়া; মঙ্গলের অন্তঃপুরে প্রবেশ পূর্ব্বক দেখেন যে তথায় নানাদেশের কন্যাগণ আহৃত হইয়া রহিয়াছে। কন্যাগণ ভগবানকে আনন্দ, সদ্ভাব ও অনুরাগরঞ্জিত দৃষ্টিতে দেখিয়া, তাঁহাকে আর্ত্তজনবন্ধু হরি বলিয়া ভাবনা করিয়া, আত্মসর্পণ করিতে ইচ্ছা করিলে, ভগবান তৎক্ষণাৎ তাহাদের গ্রহণ করিতে স্বীকার করেন। পরে তিনি আত্মমায়া দ্বারা এক আগারে বহু কক্ষ প্রস্তুত করিয়া, এক লগ্নে আপনিই বহু হইয়া, ভিন্ন ভিন্ন কক্ষে প্রবেশ পূর্ব্বক তাহাদের পানিগ্রহণ করিয়াছিলেন। সেই কন্যাগণ অভিলষিত ভর্ত্তা রূপে ভগবানকে পাইয়া তাঁহার সহিত সহবাস

করাতে, ভগবান প্রত্যেকের গর্ভে, প্রকৃতির ভূষণার্থে, আপনার ন্যায় দশ দশ পুত্র সর্ব্বতোভাবে উৎপাদন করিয়াছিলেন। ৩য়। ৩। ৬। ৭। ৮। ৯।

ব্যাখ্যা। কর্ম্মবুদ্ধিকে সংসারের পুত্র বা মঙ্গল কহে। অন্তঃকরণে ভোগ হেতু বহুবিধ বাসনার তেজ আছে, তাহা হইতে জীবে রিপুপর ও মুক্তিপর হইয়া থাকে। সেই তেজসমূহকে নানাবিধ রাজা এবং সেই তেজ প্রকাশক কর্ম্মবৃত্তি অর্থাৎ দয়া, শান্তি প্রভৃতি রূপিণী শক্তিসমূহকে তাহাদের কন্যা বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে। ঐ ভোগতেজ রূপী রজোগণজাত অহিংসা, দয়া, শান্তি প্রভৃতি শুভকর্ম্মবৃত্তিরূপী কন্যাগণ, শুভাশুভকর্ত্তা বুদ্ধিরূপী মঙ্গল দ্বারা আকর্ষিত থাকিয়া কর্ম্মপরা ছিল। সংসারে ঐ মঙ্গল বা কর্ম্ম বুদ্ধির দ্বারা জীবকে কর্ম্মপর হইতে দেখিয়া, ভগবান কর্ম্মবুদ্ধি নাশ করিলেন অর্থাৎ ভক্তকে কর্ম্মপর না করিয়া সেই বুদ্ধিকে আত্মপর করিলেন। যে ভোগফল সেই কর্ম্ম দ্বারা সংসারে প্রকাশ হইয়াছিল তাহাই ভগদত্ত নামে মঙ্গলের পুত্র হইয়া, সংসারে রাজ্য ভোগ করিতে লাগিল। দয়াদি বৃত্তি সমূহ ভগবানকে আপনাদিগের অভিষ্ট বস্তু বলিয়া তাঁহাতে মিলিত হইতে চাহিলে, ভগবান আপনাকে নানারূপে অর্থাৎ যাহার যেমন কামনা, সেই ভাবে তাহাদের আত্মসাৎ অর্থাৎ বিবাহ করিলেন। ভগবানের সহযোগ সেই বৃত্তি সমূহ হইতে প্রকৃতির সুশোভানার্থ দশ দশ জ্ঞানবৃত্তিরূপী পুত্র প্রকাশ হইল। ইহার গূঢ়ভাব ইহাই হইতেছে।

যৎকালে যবন, মাগধ, শাল্য প্রভৃতি দুষ্টেরা আপনাপন সৈন্যে দ্বারকাপুরীকে অবরোধ করিয়াছিল, তখন ভগবান আপনার দিব্যতেজ দ্বারা (অপরকে নিমিত্ত মাত্র করিয়া) তাহাদের নাশ করিয়াছিলেন। ৩য়। ৩। ১০

ব্যাখ্যা। তমোগুণ নাশ করিয়া সাত্বিক অর্থাৎ দ্বারকা বা মনোরূপী সিংহাসনে যখন আত্মা প্রত্যক্ষ হইলেন, তখন জীবের পূর্ব্বসংস্কার জনিত অধর্ম্ম ও রিপুবৃত্তিসমূহ উদিত থাকিলেও তাঁহার আত্মজ্ঞানরূপী প্রভাবে উহারা ক্ষয় হয়। ইহাই ভাবান কর্ত্তৃক সকল রাজগণের পরাজয়।

পরে ভগবান, সম্বর, মুর, বান, দ্বিবিদ, বল্লল, দন্তবক্র এবং অপরাপর অধর্ম্মাক্রান্ত রাজা ও অসুরগণের মধ্যে কাহাকে স্বয়ং নাশ করিয়াছিলেন, কাহাকেও বা অপরের দ্বারা আত্মশক্তি প্রভাবে হত করিয়াছিলেন। ৪য়। ৩। ১১।

ব্যাখ্যা। ঐ সকলের মধ্যে যাহারা রিপুর রূপক, তাহারাই সম্বরাদি অসুর নামে খ্যাত। যাহারা অধর্ম্মবৃত্তির রূপক, তাহারাই বাণাদি রাজা নামে খ্যাত। ইহাদের মধ্যে যাহারা অসুর তাহাদের আত্মারূপা কৃষ্ণ জীবভাবে প্রত্যক্ষ হইয়া, নাশ অর্থাৎ আত্মজ্ঞান অস্ত্রদ্বারা ক্ষয় করিয়াছিলেন। যাহারা জীবভাবাপন্ন অধর্ম্মবৃত্তি রূপী রাজা, ভগবানের প্রভাব রূপী প্রদ্যুম্ন বলরামাদি তাঁহাদের নাশ করিয়াছিলেন। প্রদ্যুম্নাদি ঈশ্বরপর মানসিক বৃত্তির রূপক হইতেছে বুঝিতে হইবে।

হে বিদুর! তদনন্তর ভগবান, তোমার ভ্রাতৃপুত্র পক্ষীয় যে সকল নৃপতিগণের সৈন্যভার পৃথিবীকে কম্পিত করিয়া কুরুক্ষেত্রে উপস্থিত হইয়াছিল, তাহাদের বধ করিয়াছিলেন। ৩য়। ৩। ১২।

হে বিদুর! কর্ণ, দুঃশাসন ও শকুন্যাদির কুমন্ত্রণাজালে রাজা দুর্য্যোধন আয়ু ও লক্ষ্মীশ্রী-হইতে হত ও অনুচরগণের সহিত ভগ্নোরু হইয়া ভূমিতলে যখন শায়িত হইলেন; তখনও ভগবান তাঁহাকে দেখিয়া হৃদয়ে আনন্দিত হইলেন না। ৩য়। ৩। ১৩

ব্যাখ্যা। হিতাহিত জ্ঞান কর্ণ। হিংসার রূপকই দুঃশাসন। প্রলোভনের রূপকই শকুনি। এই সকল অধর্ম্ম প্রবৃত্তির সহিত পাপরূপী বাসনা মণ্ডিত জীবাত্মা অর্থাৎ দুর্য্যোধন শ্রী ও আয়ুহীন হইলেন। ইহাঁর প্রকৃত ভাব এই:—ঈশ্বরের পক্ষে শত্রু বা মিত্র নাই। কর্ত্তব্যমাত্র কর্ম্মফলদান। এইজন্য আনন্দিত হইলেন না।

যৎকালে ভীষ্ম, দ্রোণ ও ভীমার্জ্জুন সংগৃহীত অষ্টাদশ অক্ষৌহিণী বল কুরুক্ষেত্রসমরে বিনাশ হইল, তাহা দেখিয়া ভগবান ভাবিলেন যে, ইহাতে পৃথিবীর কিছু ভার নাশ হইল, কারণ তখনও তাঁহার অংশ স্বরূপ যদুগণের দুর্ব্বিষহ বল জীবিত রহিয়াছিল। ৩য়। ৩। ১৪।

ব্যাখ্যা। পৃথিবী যখন বহুভারাক্রান্তা হয়েন তখনই ভগবান তাঁহাকে পরিত্রাণ করণার্থ অবতীর্ণ হয়েন। এই নিয়মে ভগবান কৃষ্ণও এ স্থলে অবতীর্ণ হইয়াছেন; ভার বলিতে গুরুত্ব নহে। অপাল্যকে ভার কহে। অধর্ম্মই সংসারে অপাল্য। পৃথিবী বলিতে সংসার। জীবাত্মার স্বরূপ লীলার্থ ক্রিয়াভূমিকে সংসার কহে। ধর্ম্মাক্রান্ত সংসার হইলে জীব স্বচ্ছন্দে আত্মলীলা করিয়া সংসারকে পালন করেন। উহাতে অধর্ম্ম প্রচার হইলে জীব নিয়তই অধর্ম্ম প্লাবনে প্লাবিত হইয়া দুঃখাক্রান্ত হইয়া থাকে। বিষয়াহঙ্কারটি এত ভয়ানক যে, মানব আত্মাকে সহজে বিস্মৃত হইয়া অধর্ম্মপর হয়। এমন যে ধর্ম্মের সংসাররূপী কুরুবংশ, তাহারাও বিষয়স্পর্শে ক্ষয় পাইল। অধিক কি! ভগবৎসম্বন্ধ পাইয়াও যদুবংশীয়েরা বিষয়ে মত্ত হইবামাত্রেই অধার্ম্মিক হইলেন এবং তাঁহাদের ক্ষয়ও হইল।

হে বিদুর! ভগবান যদুগণের বিনাশ সাধনার্থ মনে মনে এই উপায় স্থির করিলেন যে;—যৎকালে যাদবেরা মধুরূপী বিষয় মদ্যপান দ্বারা আতাম্রবিলোকন ও অজ্ঞান হইয়া, পরস্পর বিবাদে উন্মত্ত হইবে, সেই সময়েই ইহারা আমার ইচ্ছাক্রমে ইহজগৎ ত্যাগ করিবে; ইহা ভিন্ন ইহাদের অপর বধোপায় নাই। ৩য়। ৩। ১৫

অনন্তর ভগবান এই সংহারচিন্তা স্থির করিয়া ধর্ম্মপুত্রকে আপনার রাজ্যে স্থাপন করিয়া, সাধুগণকে আত্মপথ দেখাইয়া, সুহৃদ্গণকে আনন্দিত করিয়াছিলেন। ৩য়। ৩। ১৬।

সাধু অভিমন্যু সহযোগে, কুরুর বংশালঙ্কার স্বরূপ যে গর্ভ উত্তরা ধারণ করিয়াছিলেন, দ্রোণী নিজ অস্ত্রে তাহাকে নাশ করিতে উদ্যত হইলে, ভগবান তাহাকে রক্ষা করিয়া ছিলেন। ৩য়। ৩। ১৭।

ব্যাখ্যা। দ্রোণ কর্ম্মবল, দ্রোণী অজ্ঞানাশক্তি। ঈশ্বরানুরক্তি বা পূর্ণ ঈশ্বরাভিমানী জীবকে অভিমন্যু কহে, ভগবৎপ্রবৃত্তি শক্তিকেই উত্তরা কহে। ঈশ্বরাভিমানী জীব ও তৎকর্ম্ম সাধনার্থ প্রবৃত্তি সহযোগে যে জীব উৎপন্ন হইল, সেই পরমবৈরাগ্যপূর্ণ জীবই উত্তরার সন্তানরূপে ভারতে কল্পিত। অজ্ঞানাশক্তি অশ্বত্থামা, অধর্ম্মপক্ষে থাকিয়া গর্ভ অব-

স্থায়ও যদি বৈরাগ্যকে ক্ষয় করিতে যায়, ভক্তের ভগবান সে অবস্থায়ও বৈরাগ্যের রক্ষা-কর্ত্তা হয়েন। অর্থাৎ ভগবৎপর ব্যক্তির পক্ষে ভগবানই রক্ষক। তাহার ক্ষয় হয় না। এইজন্য পরীক্ষিৎজীবনে ব্রহ্মাস্ত্র, ব্রহ্মশাপ প্রভৃতি দুর্লঙ্ঘ্য দুর্ঘটনা হইতে উদ্ধারের কথা লেখা আছে।

অনন্তর ভগবান; ধর্ম্মপুত্রকে তিনবার অশ্বমেধ যজ্ঞ করাইয়া ছিলেন। ধর্ম্মপুত্রও অনুচরগণের সহিত ভগবান কৃষ্ণের অনুব্রতী হইয়া পৃথিবী পালন করিয়া-ছিলেন। ৩য়। ৩। ১৮।

ব্যাখ্যা। ইন্দ্রিয় সকলকে অশ্ব কহে। ইন্দ্রিয়গণকে রিপুপরতা হইতে জ্ঞানপর করণার্থ কর্ম্মকে অশ্বমেধ যজ্ঞ কহে। তামস্, রাজস্ ও সাত্ত্বিক্ অনুষ্ঠানমতে তিনবার বর্ণনা হইল।

অনন্তর সেই বিশ্বাত্মা ভগবান লোক ও দেবের পথানুগামী হইয়া, সাংখ্যজ্ঞানকে আশ্রয় করিয়া অনাসক্ত চিত্তের দ্বারা নিজ কামনা পূর্ণ করিতে লাগিলেন। ৩য়। ৩। ১৯

তিনি আপনার মনোহর চরিত্রের দ্বারা, লক্ষ্মী চিহ্নযুক্ত আত্মভাব দ্বারা, কামপূর্ণ অবলোকন দ্বারা ও স্নিগ্ধ বাক্যের দ্বারা ইহলোকবাসীগণের বিশেষতঃ যদুগণের সহিত বিহার করিয়াছিলেন; এবং রজনীতে উপযুক্ত অবসর দেখিয়া রমণীগণের সহিতও ক্ষণকালের জন্য সৌহার্দ্দ স্থাপন করিয়াছিলেন। এইরূপে বহুকাল বিহার করিয়া কি গার্হস্থ্য কি যৌগিক সকল অবস্থার উপরেই তিনি অন্তিমে বৈরাগ্য দেখাইয়াছিলেন। ৩য়। ৩। ২০। ২১। ২২

হে বিদুর! (ভগবান স্বাধীন হইয়াও যখন বৈরাগ্য অবলম্বন করিয়াছিলেন), তখন যোগেশ্বর পুরুষের অনুব্রতী জনে, দৈবাধীন পুরুষ হইয়া বৈরাগ্য ধারণ না করিয়া, কোন্ যোগবলে সেই দৈবাধীন কামনার প্রতি বিশ্বাস করিতে পারেন? । ৩য়। ৩। ২৩

হে বিদুর! আপন আপন পুরীতে যদু ও ভোজাদির কুমারগণ মদোন্মত্ত হইয়া ইচ্ছানুসারে ক্রীড়া করিতেছিলেন, এমন সময় ভগবানের অভিপ্রায়জ্ঞ মুনিগণ তাঁহাদের অভিশাপ দিয়াছিলেন। ৩য়। ৩। ২৪

(সেই অভিশাপে কাতর হইয়া পাপক্ষালনেচ্ছায়) যদুভোজ ও অন্ধকাদির কুমারেরা অল্পকাল পরে আনন্দিতচিত্তে দেবগণ বিমোহিত রথারোহণ করিয়া, প্রভাসতীর্থে গমন করিয়াছিলেন। তথায় স্নান করিয়া দেবতা, ঋষি ও পিতৃগণকে তর্পণ করিয়া, তর্পণ কর্ম্মের শুভফল লাভার্থে বিপ্রগণকে অগণ্য গো দান করিয়াছিলেন। ৩য়। ৩। ২৫। ২৬

ব্যাখ্যা। তর্পণ বলিতে কর্ম্মগতমতি। তর্পণ শব্দের প্রকৃত ভাব এস্থলে ব্যবহৃত হয় নাই, কর্ম্মপক্ষে তর্পণ জ্ঞানযোগে আচরণ করিলে উহা অতি উত্তম অভ্যাস। যাদবগণ অর্থাৎ জীবগণ বিষয়মদে উন্মত্ত হইয়া, চরমাবস্থায় আগমন করিলে, তাঁহাদের অন্তরে যে সকল সৎপ্রবৃত্তি ছিল, তাহা জ্ঞানবৃত্তিতে বিলীন করিয়া, অজ্ঞানভাবে বাসনাকে লীন করিয়া,

দেবপিত্রাদিকে অর্থাৎ ঈশ্বর ব্যতীত অপর রক্ষাকর্ত্তাগণকে উপাসনা করিতে লাগিল। অর্থাৎ মুক্তিপর না হইয়া ভোগপর থাকিল।

পরিণামে ভগবানে কর্ম্মার্পণ করিবার মানসে এবং বিপ্রগণের সম্মানরক্ষার্থে, যদুবীরগণ, ব্রাহ্মণগণকে স্বর্ণ, রজত, শয্যা, বস্ত্র, অজিন, কম্বল, অশ্ব, হস্তী, রথ, কন্যা ও ভূমি এবং বহুরসান্বিত অন্নদান করিয়া শির নত করতঃ প্রণাম করিয়াছিলেন।৩য়।৩।২৭।২৮

ইতি শ্রীভাগবতে তৃতীয়স্কন্ধে তৃতীয় অধ্যায়ে উপেন্দ্রকৃতানুবাদ সমাপ্ত।

ব্যাখ্যা। বৈরাগ্য ব্যতীত কেবল কর্ম্মকে ঈশ্বরে অর্পণ করিলে ঈশ্বর বোধ হয় না, কারণ আমি অমুকের জন্য এই কর্ম্ম করিতেছি ভাবিলে দ্বৈত হইতে হয়। দ্বৈতভাব হইতে ক্রমে আত্মজ্ঞান দূর হইয়া জীবের অনৈক্য, অশ্রদ্ধা উপস্থিত হয়, সেই অজ্ঞানে উহাদের সুকৃতির ক্ষয় সহজেই হইয়া থাকে। এই জন্য উদ্ধব জীবগণের কর্ম্মাসক্তি দেখাইয়া পরাধ্যায়ে বিনাশ দেখাইতেছেন।

ইতি শ্রীভাগবতে তৃতীয়স্কন্ধে তৃতীয়াধ্যায়ে উপেন্দ্রকৃতাধ্যাত্ম ব্যাখ্যা সমাপ্ত।

অথ চতুর্থ অধ্যায়।

(পুনরায় উদ্ধব বিদুরকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন,—হে বিদুর শ্রবণ কর!) অনন্তর সেই যদুকুমারগণ দানগ্রাহী ব্রাহ্মণগণের অনুমতি ক্রমে আহারাদি সমাপন করিয়া বারুণী নামক মদিরা পান করিলেন। তাহাতে ক্রমে তাঁহাদের জ্ঞান নাশ হওয়াতে, পরস্পর পরস্পরকে দুর্ব্বাক্য বলিয়া মর্ম্মব্যথা দিতে লাগিলেন। ৩য়। ৪। ১

ব্যাখ্যা। বারুণী নামক মদিরা অতি তীব্র মাদকত্ব গুণবিশিষ্ট। কর্ম্মরতিও তদ্রূপ তীব্র। বৈরাগ্য ব্যতীত কর্ম্মদ্বারা জীবের অজ্ঞান সংস্কারই শীঘ্র হইয়া থাকে। অহঙ্কার তাহাতে ক্লেশাদি উপস্থিত করিয়া জীবকে ক্ষয় করে। ইহাই শ্লোকের তাৎপর্য্য।

অনন্তর সেই যাদবগণের মৈরেয় দ্বারা চিত্তের বিক্ষিপ্ত অবস্থা উপস্থিত হইলে; রবিদেব অস্ত গমন করিবার পরে, বেণুধ্বংশের ন্যায় তাঁহারা আপনারাই ধ্বংশ প্রাপ্ত হইলেন। ৩য়। ৪। ২

ভগবান আত্মমায়ার গতিতে তাহাদের বিনাশ অবলোকন করিয়া, সরস্বতী স্পর্শণ পূর্ব্বক বৃক্ষমূলে উপবেশন করিলেন। ৩য়। ৪। ৩

ব্যাখ্যা। শ্লোকের ভাব এই যথা;—যাহারা ভগবান হইতে বিচ্ছিন্ন হইবে, তাহারাই তাঁহার মায়ার পীড়নে পীড়িত হইয়া লয় প্রাপ্ত হইবে। ইহাই প্রাকৃতিক নিয়ম। যেমন অগ্নিই দুগ্ধের ক্ষীরত্ব করণের উপায়। সেই অগ্নি হইতে যদি দুগ্ধ বিচ্ছিন্ন হয়, তখন সে কখনই ক্ষীরত্ব প্রাপ্ত হইবে না, বরং বিকারিত হইয়া নষ্ট হইবে।

যে জীববাসনা জীবকে তাহার সত্ত্বাস্বরূপ ঈশ্বরপরতা হইতে যে দণ্ডে নাশ করে, সেই দুষ্টা বাসনার প্রভাব দ্বারাই জীবের প্রাকৃতিক উপাদানস্বরূপ দেহ তৎক্ষণাৎ বিনষ্ট হয়।

কৃষ্ণের বৃক্ষমূলে বসিবার তাৎপর্য্য এই যে;—কৃষ্ণ আত্মারূপী। তিনি এই ব্রহ্মাণ্ডের জীবন সত্ত্বা সমস্তই প্রদান করেন। বৃক্ষ যেমন মূলদেশ হইতে আপনার সত্ত্বা গ্রহণ করিয়া জীবিত থাকে এবং তাহার জীবনোপায় স্বরূপ রসাদি মূলে না থাকিলে যেমন সে লয় হয়, তদ্রূপ ব্রহ্মাণ্ডও যে সত্ত্বার সত্ত্ব পাইয়া জীবিত রহিয়াছে এবং যে ভাগ দিয়া সেই সত্ত্ব গ্রহণ করিতেছে, তাহাই ব্রহ্মাণ্ডবৃক্ষের মূল ও সত্ত্বাই ঈশ্বর বা আত্মা। সরস্বতী দেহপক্ষে সুষুম্না। ব্রহ্মাণ্ডে চৈতন্যই সুষুম্না। অর্থাৎ চৈতন্যাধারে ব্রহ্মাণ্ড বৃক্ষমূলে আত্মা স্বরূপে পরিণত হইতে আরম্ভ করিলেন।

হে বিদুর! আত্মকুলসংহারকারী, ভক্তগণের দুঃখহারী ভগবান এইরূপ যুগান্তর করিবার পূর্ব্বে আমাকে বলিয়াছিলেন যে, "তুমি বদরীতে গমন কর।" হে অরিন্দম বিদুর! আমি তাঁহার সংহারাদি অভিপ্রায় তৎকর্ত্তৃক উক্ত হইবার পূর্ব্বেই জানিয়াছিলাম। কিন্তু স্বামীর পাদপদ্মদর্শনবিরহ আমার পক্ষে অসহ্য হইবে ভাবিয়া, তাঁহার আজ্ঞা পালন না করিয়া তাঁহার অনুগামীও হইয়াছিলাম। ৩য়। ৪। ৪। ৫

হে বিদুর। (আমি সরস্বতীর তীরে আসিয়া দেখিলাম) সেই ভগবান চতুর্ব্বাহুযুক্ত হইয়া কোষময় পীতবস্ত্র পরিধান করিয়া আছেন। তাঁহার বর্ণ উজ্জ্বল অথচ সুন্দর হইয়াছে। তিনি শুদ্ধসত্ত্বময় হইয়াছেন। তাঁহারা অরুণলোচন প্রশান্ত হইয়াছে। এমন রূপময় হইয়া তিনি বামপদের উপরে দক্ষিণ পদ স্থাপন করত, বিষয়সুখ ত্যাগ পূর্ব্বক আনন্দময় হইয়া, কোমল অশ্বত্থ শাখার উপরে পৃষ্ঠদেশ সংরক্ষণ পূর্ব্বক মূলে উপবিষ্ট রহিয়াছেন। সেই অবস্থায় সেই লক্ষ্মীপতি, লক্ষ্মীনিবাস এবং কৃতগৃহী হইয়াও গৃহশূন্য ও একভাবে (নির্লেপ) অশ্বত্থ তলে রহিয়াছেন। ৩য়। ৪। ৬। ৭। ৮

ব্যাখ্যা। লীলাত্যাগ করিয়া ভগবানের চৈতন্যপ্রবেশই সরস্বতী তীরে গমন বুঝিতে হইবে। জীবের অন্তর্গত উত্তমগতিরূপী সাধনাই চৈতন্যশক্তির সহযোগে ঈশ্বরদর্শন করিতে পারে। উদ্ধব দর্শন করিলেন;—সর্ব্বত্র ব্যাপ্ত, এই জন্য চতুর্ব্বাহু। কোষবস্ত্র বলিতে সূক্ষ্মতত্ত্ব দ্বারা যাহা প্রস্তুত এবং পীত অর্থাৎ বিশুদ্ধ। ইহার অর্থ এই যে;—যে সকল বিশুদ্ধ ও সূক্ষ্মতত্ত্ব দ্বারা ব্রহ্মাণ্ডের সংস্কার, তাহাকেই এস্থলে কোষময় পীতবস্ত্র বলা হইল। গুণাদি রূপী মলিনতা নাই এই জন্য তিনি সুন্দর। জ্ঞানশক্তিময় বলিয়া শুদ্ধ ও সত্ত্বগুণময়। বিজ্ঞান শক্তিতে প্রদীপ্ত বলিয়া প্রশান্ত অরুণলোচন হইয়াছেন।

ঈশ্বরের বামপদই প্রবৃত্তি ও দক্ষিণপদ নিবৃত্তি। তিনি প্রবৃত্তি অর্থাৎ লীলাগত ভাবকে নিবৃত্ত করিয়াছিলেন এই জন্য বামপদের উপরে দক্ষিণ পদ স্থাপন করিয়াছেন। ৮ কোন কোনমতে উর্দ্ধ ও অধোই উভয়চরণ। লীলাগত বাসনাকে এস্থানে বিষয়সুখ কহে। আত্মস্বরূপে অবস্থিতির নাম আনন্দময়। অশ্বত্থ বলিতে চঞ্চল অর্থাৎ যাহার চিরনিত্যত্ব নাই। কোমল বলিতে তাহার কিশলয়ভাব। অর্থাৎ জগতের কারণ ভাব। শরীরের সমস্ত ভার

রাথাকেই পৃষ্ঠ সংরক্ষণ কহে। অর্থাৎ তিনি অলীলাপর হইয়া ব্রহ্মাণ্ডের মধ্যে সর্ব্বতোভাবে তিরোহিত রহিলেন।

অনন্তর সর্ব্বলোকবিহারী, মহাভাগবত, ভগবান কৃষ্ণদ্বৈপায়নের সুহৃৎ ও পরমবন্ধু মৈত্রেয় মুনি; নানালোক ভ্রমণ করিতে করিতে যদৃচ্ছাক্রমে সেই সিদ্ধস্থানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। ৩য়। ৪। ৯।

সেই পরমানন্দময়, অবনতকন্ধর ও ভগবানানুরক্ত মুনিকে ভগবান মুকুন্দ দেখিয়া তাঁহাকে ও আমাকে সাদরে আহ্বান করত অনুরাগযুক্ত হাস্যময় দৃষ্টিতে বিগতশ্রম করিয়া, এই সকল কথা বলিলেন। ৩য়। ৪। ১০।

(হে বিদুর! ভগবান আমাকে উদ্দেশ করিয়া মৈত্রেয়কে শিক্ষা দিবার জন্য ইহাই বলিয়াছিলেন।) হে বসো! পুরাকালে যে সময়ে বিশ্বস্রষ্টাগণ যজ্ঞ করিয়াছিলেন। সেই সময়ে তুমি বসুরূপী থাকিয়া সিদ্ধ হইতে কামনা করিয়াছিলে, আমি তোমার সেই আন্তরিক ইচ্ছাকে অবগত ছিলাম। সেই সিদ্ধিমতে এক্ষণে যে ফল প্রদান করিব, তাহা অপরের দুর্ল্লভ হইতেছে জানিবে। ৩য়। ৪। ১১।

হে সাধো! এইযুগে যে কোন জীব যত যত জন্ম গ্রহণ করিয়াছে, তন্মধ্যে তুমিই শ্রেষ্ঠ জন্ম লাভ করিয়াছ। কারণ এই জন্মে তুমি আমার অনুগ্রহের পাত্র হইয়াছ। অতএব তুমি বহুভাগ্যবশতঃ আমার উপরে একান্ত ভক্তি স্থির করাতে, আমার দর্শন লাভ করিয়াছ, এবং ইহার ফলস্বরূপ তুমি নিশ্চয়ই নৃলোক হইতে পরিত্রাণ প্রাপ্ত হইবে। ৩য়। ৪। ১২।

হে উদ্ধব! পাদ্মকল্পে যখন আমি আদি সৃষ্টি প্রকাশ করি, সেই সময়ে আমার নাভিজাত অজকে আমার মহিমা প্রকাশক যে পরম জ্ঞান বলিয়াছিলাম। দেবতাগণ তাহাকেই ভাগবত কহিয়া থাকেন। ৩য়। ৪। ১৩

হে বিদুর! ভগবান আমাকে পূর্ব্বোক্ত কথা বলিলে, (একে আমি ভগবানের অনুগ্রহের পাত্র, তাহাতে আবার স্বয়ং ঈশ্বরের উপদিষ্ট।) ইহা ভাবিয়া আমার অন্তরে এমন কোমল ভাবের উদয় হইল যে, তাহাতে আমি বাক্যস্ফুরণ করিতে অসক্ত হইয়াছিলাম। পরে অনুরাগাশ্রু মোচন করিয়া কৃতাঞ্জলি হইয়া তাঁহাকে বলিলাম;—হে ঈশ্বর! যাহারা আপনার পাদপদ্মের সমীপস্থ হইয়াছে, তাহাদের পক্ষে চতুর্ব্বর্গফলের মধ্যে কোন্‌টাই ইহ সংসারে অলভ্য হইতে পারে না? কিন্তু হে ভূমন্! আমি সে পুরুষার্থ ভিক্ষা করি না, আপনার পাদপদ্মের সেবা করিতেই ইচ্ছা করি। ৩য়। ৪। ১৪। ১৫

হে ভগবন্! আপনার কর্ম্মে মতি নাই; তথাপি আপনাকে কর্ম্মী দেখিতেছি, আপনার জন্ম নাই, তথাপি আপনি জন্ম লইতেছেন। আপনি কালাত্মা স্বরূপ তথাপি আপনি শত্রুভয়ে দুর্গাশ্রয় করিয়াছেন। আপনি আপনাতে নিরত, তথাপি আপনি অযুত প্রমদার আশ্রয়ীভূত হইয়াছেন। এ সমস্ত ঘটনা দেখিয়া বিজ্ঞজনেও সংশয়ান্বিত হয়েন। ৩য়। ৪। ১৬

হে ভগবন্! আপনি অকুণ্ঠিত; অখণ্ড ও সদাত্মবোধ স্বরূপ হইয়াও সংসারে মন্ত্র-

পাকালে আমাকে আহ্বান করত যুক্তি স্থির করিতেন। হে প্রভো! আপনি সর্ব্বজ্ঞ হইয়াও যেন মুগ্ধের ন্যায় দৃষ্ট হয়েন, তাহা বুঝিতেই আমার মন অত্যন্ত মুগ্ধ হইয়া থাকে। ৩য়। ৪। ১৭

হে ভগবন্! আপনার তত্ত্ব প্রকাশক পরমজ্ঞান, যাহা আপনি সম্পূর্ণরূপে ব্রহ্মাকে বলিয়াছিলেন; অতএব হে স্বামিন্, যদি আমরা তাহার উপযুক্ত হই, তাহা হইলে যে উপায়দ্বারা আমরা সংসারের দুঃখাদি হইতে উত্তীর্ণ হইতে পারি, সেই উপায়স্বরূপ সেই পরমজ্ঞানটী আখ্যান করুন। ৩য়। ৪। ১৮।

হে বিদুর! ভগবানকে আমি এইরূপ প্রশ্ন করিলে পরে, সেই অরবিন্দাক্ষ পরমেশ্বর, আপনার পরমাস্থিতিটি আমার হৃদয়ে এইরূপ আদেশে প্রকাশ করিয়াছিলেন। ৩য়। ৪। ১৯

হে বিদুর! এইরূপে আমি আরাধিতপাদরূপী গুরুর সমীপে পরমার্থজ্ঞানপথ অধ্যয়ন করিয়া, তাঁহার পদে প্রণাম করত তাঁহাকে বেষ্টন করিয়া বিরহে আকুল হইয়া, ভ্রমণক্রমে এই স্থানে আগমন করিয়াছি। ৩য়। ৪। ২০।

হে বিদুর! আমি সেই প্রভুকে দেখিতে পাই বলিয়া আনন্দিত আছি এবং তাঁহার বিচ্ছেদে দুঃখ পাই বলিয়া দুঃখিত আছি। যে স্থানে ত্রিলোকের হিতার্থ দেবনারায়ণ ও ভগবান ঋষি মৃদু ও তীব্র এবং সুদীর্ঘ তপস্যা করিয়াছিলেন, এক্ষণে সেই ঈশ্বরপ্রিয় বদরিকাশ্রমমণ্ডলে আমি গমন করিব। ৩য়। ৪। ২১। ২২

ব্যাখ্যা। ত্রিলোক বলিতে ব্রহ্মাণ্ড। হিত বলিতে চৈতন্যময় করণ। নারায়ণ বলিতে সগুণ ঈশ্বর। নরঋষি বলিতে জীব। ঋষি বলিবার তাৎপর্য্য এই যে;—বাসনাসংযোগে জীব কর্ম্মফলের ভোগ, করেন কিন্তু তাহাতে মিশ্রিত নহেন। বৈরাগ্য পূর্ণ বলিয়া জীবাত্মাকে ঋষি বলা হইয়াছে। মৃদু ও তীব্র এবং সুদীর্ঘ তপস্যা বলিতে;—মৃদু অর্থে শান্তিময়। তীব্র—অপরের অলক্ষ্য। সুদীর্ঘ বলিতে কল্পান্ত অবধি। তপস্যা বলিতে লীলা করণ ভাব। ইহার প্রকৃত ভাব এই যে—যে অবস্থা দ্বারা ঈশ্বর ব্রহ্মভাব হইতে জীবভাবাপন্ন হইয়া, ব্রহ্মাণ্ডকে চৈতন্যময় করণার্থ পরমশান্তিময় ও অপরের দুঃসাধ্য লীলা করিয়া থাকেন। সেই চৈতন্য সংযোগার্থ অবস্থাকে বদরি কহে। বিজ্ঞানে এই অবস্থাকে বিজ্ঞানশক্তির আধার বা সৎভাব কহে। এইজন্য প্রলয়েতেও এই অবস্থার লয় হয় না। উহার লৌকিক চিত্রই বর্ত্তমান বদরিবন নামক তীর্থ।

(অনন্তর শৌনকাদিকে সম্বোধন করিয়া সূত কহিলেন,—হে ঋষিগণ! শুকদেব রাজা পরীক্ষিৎসমীপে পূর্ব্বোক্ত বিষয়ের উপসংহার করিয়া বলিলেন)—হে মহারাজ! পণ্ডিতবর বিদুর উদ্ধবের মুখে আপনার সুহৃদ্গণের বধসংবাদ শ্রবণ করিয়া, সেই দুঃসহশোকবেগকে জ্ঞানশক্তির দ্বারা নাশ করিলেন। পরে সেই বদরিকাভিমুখী ও কৃষ্ণপরিগ্রহেচ্ছু মহাভাগবত উদ্ধবকে কৌরবশ্রেষ্ঠ বিদুর এই সকল বিশ্বাসহেতু কথা জিজ্ঞাসা করিলেন। ৩য়। ৪। ২৩। ২৪

অনন্তর মহামতি বিদুর উদ্ধবকে জিজ্ঞাসা করিলেন যে;—হে উদ্ধব! যাঁহারা বিষ্ণুর ভৃত্য, তাঁহারা তৎভৃত্যগণকে কৃতার্থ করিবার জন্যই ব্রহ্মাণ্ডে বিহার করেন। অতএব আপনি যোগেশ্বর ঈশ্বরের মহিমা প্রকাশক যে পরমজ্ঞান তাঁহার নিকট হইতে প্রাপ্ত হইয়াছেন, তাহা আমাকে বলুন। ৩য়। ৪। ২৫।

বিদুরের কথা শ্রবণ করিয়া উদ্ধব কহিলেন:—হে বিদুর! আমি এক্ষণে মর্ত্তলোক জয় করিতে সাক্ষাৎ ভগবানের দ্বারা আদিষ্ট হইয়াছি। আপনি আমার নিকটে উপদিষ্ট না হইয়া, কৌশারব ঋষির (মৈত্রেয়ের) নিকটে ভগবানের তত্ত্ব শিক্ষা করুন। ৩য়। ৪। ২৬।

অনন্তর ঔপগবি (উদ্ধব) বিদুরের সহিত বিশ্বমূর্ত্তির গুণকথাসুধায় প্লাবিত হওয়াতে, তাঁহার হরিবিরহজনিত ও যদুকুল বিনাশজনিত দুঃখ দূর হইল এবং সেই যমুনার তীরে থাকিয়া সমস্ত নিশাভাগ ক্ষণকালের ন্যায় যাপন করতঃ বদরিকার উদ্দেশে গমন করিলেন। ৩য় ৪। ২৭।

এতচ্ছ্রবণে রাজা পরীক্ষিৎ শুকদেবকে জিজ্ঞাসা করিলেন;—হে প্রভো! অধিরথ-যূথপতিগণেরও যাঁহারা যূথ্যপতি হইতেছেন, এমন বৃষ্ণিভোজবংশীয়গণ যখন নিধনে উপগত হইলেন এবং স্বয়ং ত্রিলোকাধীশ হরিও যখন আকৃতি ত্যাগ করিলেন, তখন কিরূপে একা উদ্ধব জীবিত রহিলেন? ৩য়। ৪। ২৮।

রাজার বিস্ময়ের কারণ জ্ঞাত হইয়া শুকদেব রাজাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন;—হে রাজন্! উদ্ধব কেন যদুকুলের সহিত বিনষ্ট হইলেন না, তাহা শ্রবণ করুন। সেই অমোঘ-বাঞ্ছিত ভগবান, নিজ কামরূপী ব্রহ্মশাপদ্বারা আপনার বিস্তীর্ণ কুল নষ্ট করিয়া, দেহত্যাগ করিতে ইচ্ছা করিয়া, এই চিন্তা করিলেন যে, আমি ইহলোক হইতে উপরত হইলে, আমার আশ্রয়ীভূত জ্ঞানটীকে রক্ষা করিতে সম্প্রতি একমাত্র আত্মবিৎশ্রেষ্ঠ উদ্ধবই উপযুক্ত হইতেছেন। ৩য়। ৪।২৯। ৩০।

(ভগবান বলিলেন);—উদ্ধব আমার নিকট হইতে জ্ঞানগ্রহণবিষয়ে ন্যূন নহেন এবং তাঁহার গুণসমূহ বিষয়পর হইয়া আমাকে ক্ষুব্ধ করে নাই। অতএব তিনি আমার জ্ঞান লইয়া ইহলোকে উপদেশ দিয়া স্বচ্ছন্দে অবস্থান করুন। ৩য়। ৪। ৩১।

ব্যাখ্যা। বেদাদিতে ও যোগশাস্ত্রে কহে যে, সিদ্ধ ব্যক্তি ঈশ্বরকে আশ্রয় করিয়া কালান্ত অবধি জীবিত থাকিতে পারেন। কোন্ শক্তির দ্বারা জীবিত থাকেন, তাহাই ব্যাসদেব ভগবানের উক্তির দ্বারা প্রমাণ করিতেছেন। জ্ঞানটী নিত্য উহা ক্ষয় হয় না। সাধনরূপী উদ্ধবের অন্তরে ভগবান আত্মজ্ঞান উপদেশ করিয়া ভবিষ্যৎজীবের হিতার্থে রক্ষা করিলেন। এই জন্য প্রলয়ান্তে পুনরায় বেদাদি ঋষিদের হৃদয়ে উদয় হয়, বুঝিতে হইবে।

হে রাজন্! সেই শব্দযোনি ও ত্রিলোকের গুরু ভগবানদ্বারা উদ্ধব এই অভিপ্রায়ে আদিষ্ট হইয়াছিলেন বলিয়া বদরিকাশ্রমে গমনপূর্ব্বক সমাধি অবলম্বন করিয়া, হরিকে ভজনা করিতে লাগিলেন। ৩য়। ৪। ৩২।

হে রাজন্! মহাত্মা বিদুর, উদ্ধবের মুখে ভগবান কৃষ্ণের এই রূপ পরমাত্মভাব, লীলাকরণার্থ দেহ ধারণ, অলৌকিক কর্ম্ম করণ এবং দেহ ত্যাগাদি বিবরণ ; যাহা শ্রবণ করিলে ধীরগণের ধৈর্য্য বর্দ্ধিত হয় এবং বিকলাত্ম পশুগণের পক্ষে যাহা বুঝিতে দুষ্কর হইয়া উঠে, তাহাই স্থিরভাবে শ্রবণ করিয়া, ভাবিতে লাগিলেন। ৩য়। ৪। ৩৩। ৩৪।

হে কুরুশ্রেষ্ঠ! ভাগবত উদ্ধব গমন করিলে, বিদুর ধ্যান করিতে করিতে যখন এই কথা মনে ভাবিলেন, যে ভগবান কৃষ্ণ তাঁহাকে স্মরণ করিয়াছিলেন ; তখন তিনি একেবারে প্রেমে বিহ্বল হইয়া ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। পরে ভরতবর্ষভ বিদুর কিছুদিন মাত্র সেই কালিন্দীর তীরে থাকিয়া, যে স্থানে মৈত্রেয় মুনি আছেন, গঙ্গার সেই তীরস্থলে গমন করিলেন। ৩য়। ৪। ৩৫। ৩৬।

ইতি শ্রীভাগবতে তৃতীয়স্কন্ধে চতুর্থ অধ্যায়ে উপেন্দ্রকৃতানুবাদ সমাপ্ত।

ব্যাখ্যা। বিদুর এই রূপ ধ্যানে যমুনার তীরে কিছুকাল থাকিয়া গঙ্গার তীরে মৈত্রেয় মুনির নিকটে গমন করিলেন। অদৃষ্টের ফলভোগ করিয়া যে উন্নতিসূচক জ্ঞানের আবির্ভাব হয়, তাহাকে কর্ম্মজাত জ্ঞান কহে, এই জ্ঞানদ্বারা জীব বুদ্ধি মার্জ্জিত করিয়া ঐশিক তত্ত্ব বোধ করিতে পারে। এই কর্ম্মজ্ঞানকে গঙ্গা কহে। স্বর্গনদী অর্থাৎ সুকর্ম্মফলভোগ স্থানকে স্বর্গ কহে। যে চৈতন্য শক্তি সেই উন্নতিপথে জীবকে লইয়া যায়, তাহাকে গঙ্গা কহে। সেই কর্ম্মজ্ঞান রূপিণী গঙ্গাপ্রবাহের তীরে মৈত্রেয় বাস করেন। মিত্র শব্দের অর্থ সূর্য্য ; বিজ্ঞানের রূপক ভাবই সূর্য্য। বিজ্ঞান হইতেই তত্ত্বজ্ঞান শক্তির প্রকাশ। এই জন্য তত্ত্বজ্ঞান শক্তিময় ব্যক্তিই মৈত্রেয় নাম ধারণ করিয়াছেন। আরো দেখান এই হইল, বিমুখী যদুকুল ও কুরুকুল কৃষ্ণসম্মুখে অতুল বৈভব ভোগেও যে মুক্তি বা তত্ত্বজ্ঞান প্রাপ্ত হইলেন না, বিদুরের ন্যায় দীনভক্ত সংসার হইতে তাড়িত হইয়াও ভগবানের কৃপা হইতে বঞ্চিত হইলেন না।

ইতি শ্রীভাগবতে তৃতীয়স্কন্ধে চতুর্থ অধ্যায়ে উপেন্দ্রকৃতাধ্যাত্মব্যাখ্যা সমাপ্ত।

অথ পঞ্চম অধ্যায়।

শ্রীসূত শৌনকদিকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন :—হে ঋষিগণ! অতঃপর শুকদেব রাজা পরীক্ষিৎকে কি বলিলেন তাহা শ্রবণ করুন—শুকদেব রাজাকে বলিলেন, সেই অচ্যুতভাবসম্পন্ন, শুদ্ধ, সৌশীল্যাদি গুণেতে পরিপূর্ণ, কুরুগণের শ্রেষ্ঠ ক্ষত্তা, স্বর্গনদীর তীরে আসীন ও অগাধবোধ মৈত্রেয়সমীপে উপস্থিত হইয়া, এই সকল কথা জিজ্ঞাসা করিলেন। ৩য়। ৫। ১।

ব্যাখ্যা। এই পঞ্চম অধ্যায় হইতে বিদুর ও মৈত্রেয় সংবাদ আরম্ভ হইল।

শুকদেব মৈত্রেয়ের পরিচয় দিবার জন্য বলিলেন ;—অগাধবোধ ও স্বর্গনদীর তীরে আসীন মৈত্রেয় ঋষি। স্বর্গ বলিতে সুকর্ম্মফলের ভোগ স্থান। অদৃষ্টের উন্নতিগত অবস্থা যে শক্তির দ্বারা বিহিত হয় তাহাকে স্বর্গনদী বা গঙ্গা কহে। নদী বলিবার তাৎপর্য্য এই যে, নদী যেমন স্বভাবত জীবের ও জগতের শান্তি বিধানার্থ প্রবাহিত, তেমনি জ্ঞানাদি শক্তিও জীবের অদৃষ্টের উন্নতিবিধানার্থ ঈশ্বরদ্বারা প্রকাশিত। সেই কর্ম্মজ্ঞানরূপী ঈশ্বর দ্বারা অর্থাৎ যে অবস্থা হইতে অদৃষ্ট শুভ কর্ম্মজ্ঞান লাভ করেন, সেই অবস্থার সমীপে ; কুকর্ম্মের মধ্যে নহে। আসীন বলিতে স্থির ভাবে স্থিতি। কিরূপ ভাবে ঐ অবস্থায় তত্ত্বজ্ঞানরূপী মৈত্রেয় আছেন ?—না—অগাধবোধরূপে। যে বোধের অর্থাৎ জ্ঞানের হ্রাস নাই, লয় নাই, তাহাকে অগাধবোধ বা তত্ত্ব কহে। অর্থাৎ তত্ত্বময় হইয়া তত্ত্বজ্ঞান কর্ম্মপ্রকাশক জ্ঞানের শিরোদেশে অবস্থিত রহিয়াছেন। তাঁহার আশ্রয় পাইলে জীব কর্ম্ম হইতে উপরত হইতে পারিবে।

(অনন্তর বিদুর মৈত্রেয় ঋষিকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন।) হে ঋষে ! ইহলোকে মনুষ্যগণ যে সমস্ত কর্ম্ম করে তাহা আপনাদের সুখের জন্যই বুঝিতে হইবে। কিন্তু সেই সকল কর্ম্মে তাহাদের দুঃখোৎপত্তি হইয়া থাকে ? যদি দুঃখই লাভ হয়, তবে তাহারা বারম্বার সেই কর্ম্ম কেন করিয়া থাকে ? অতএব হে সর্ব্বজ্ঞ ! ইহার মধ্যে যেটী যুক্তিসঙ্গত তাহাই আমাকে জ্ঞাপন করুন। ৩য়। ৫। ২।

হে ঋষে ! দৈব কর্ত্তৃক জীবে কৃষ্ণবিমুখী হইয়া অধর্ম্মশীল হইলে, অত্যন্ত দুঃখ পাইয়া থাকে। জনার্দ্দনের অনুগ্রহ তাহাদের উপরে দেখাইবার জন্য, ইহসংসারে (আপনার ন্যায়) অনেক মঙ্গলময় প্রাণী বিহার করিতেছেন। অতএব হে সাধুবর ! আপনি এমন মঙ্গলময় পথ প্রকাশ করুন, যাহার সাহায্যে পুরুষেরা নিজ নিজ হৃদয়কে ভক্তিদ্বারা পবিত্র করত ভগবানের পূজা করিতে পারে এবং ভগবানও প্রসন্ন হইয়া তাঁহাদের প্রতি নিজতত্ত্ব প্রকাশক পুরাণজ্ঞানটী প্রদান করেন। ৩য়। ৫। ৩। ৪।

হে ঋষে ! আত্মতন্ত্র ভগবান ত্রিলোকের অধীশ্বর হইয়া, অবতাররূপে যে সকল কর্ম্ম করিয়াছেন এবং তিনি যে উপায়ে নির্গুণ হইয়াও এই জগৎ সৃজন করিয়া, ইহার পালনার্থে বৃত্তি সংস্থাপন করিতেছেন। সেই সকল তত্ত্বকথা আমাকে বলুন। ৩য়। ৫। ৫।

পুনর্ব্বার ভগবান যে উপায়ে এই জগৎকে হরণ করত আপনার হৃদয় আকাশে স্থাপন করত গুহায় শয়ন করেন এবং পুনর্ব্বার সেই যোগেশ্বরাধীশ্বর যে উপায়ে সিসৃক্ষা করিয়া, সৃষ্ট জগতের মধ্যে এক হইয়া অনুপ্রবেশ করত বহু হইয়াছিলেন, সেই সৃষ্টিতত্ত্বও আমাকে বলুন। ৩য়। ৫। ৬।

হে ঋষে ! সেই ভগবান যে ভাবে দ্বিজগোসুরগণের মঙ্গল বিধান করিবার জন্য, বিভিন্ন অবতারত্ব স্বীকার করিয়াছিলেন, আমি যতই সুশ্লোকশ্রেণীপ্রথিত অমৃতময় সেই সমস্ত অবতার চরিত্র শ্রবণ করি, ততই আমার মন পূর্ণতৃপ্ত হয় না, অতএব আপনি তাহার অনুগ্রহ করিয়া কীর্ত্তন করুন। ৩য়। ৫। ৭।

হে বিপ্রবর! যে উপায়ে সেই অখিললোকনাথ, লোকপালগণের সহিত লোক ও অলোক সকল কল্পনা করিয়াছেন এবং যে স্থানে যাহার অধিকার তাহা দান করিয়া বৃত্তিসমূহ স্থির করিয়া দিয়াছেন; যে উপায়ে বিভিন্ন প্রজাগণ আপন আপন রূপকর্ম্মাদি ও নামাদি স্থির করিয়া দিয়াছেন এবং যে উপায়ে তিনি আপন হইতে আপনার উদ্ভব করত বিশ্বস্রষ্টা হইয়াছেন, সেই সমস্ত তত্ত্ব আমাকে বলুন। ৩য়। ৫। ৮। ৯।

হে ভগবন্! পরাবরগণের পক্ষে যে সকল ব্রতাদি কর্ম্ম উপযুক্ত, যে সকল উপদেশ আমি পুনঃ পুনঃ শ্রীব্যাসমুখে শ্রবণ করিয়াছি। উহাদের মধ্যে সে গুলি তুচ্ছ সুখাবহ, তাহা শ্রবণ করিয়া আমি পরিতৃপ্ত হইয়াছি। কিন্তু তাঁহার উপদেশের যে যে স্থানে কৃষ্ণকথামৃতসাগর বর্ত্তমান আছে, তাহাতে আমার তৃপ্তি পরিপূর্ণ হয় নাই বরং বৃদ্ধি হইয়াছে। ৩য়। ৫। ১০।

হে ঋষে! যে তীর্থপাদ পুরুষের নাম আপনাদিগের ন্যায় মহর্ষিসমাজে নারদাদি দেবর্ষিগণ দ্বারা কীর্ত্তিত হইয়া থাকে; যে নাম কর্ণনালীতে প্রবেশ করিয়া জীবের ভবপ্রদ গেহরতি নাশ করিয়া থাকে; কে এমন আছে, যে, সেই নামশ্রবণে কখন পূর্ণতৃপ্ত হইতে পারে? ৩য়। ৫। ১১।

হে ঋষে! আপনার সখা মহামুনি কৃষ্ণ (ব্যাস) ভগবানের গুণবর্ণনার জন্যই ভারত প্রস্তুত করিয়াছিলেন। সে ভারত পাঠ করিলে অবশ্যই মনুষ্যগণের গ্রাম্যসুখানুবর্ত্তী মতি হরিকথায় গৃহীত হইবে। সেই হরিকথাতে যে পুরুষ শ্রদ্ধাবান্ না হয়, তাঁহার পদাবলী হইতে নিজ স্মৃতিকে নিবৃত্ত করে, তাহার ভাগ্যে সমস্ত দুঃখই অতি ত্বরায় প্রবেশ করে। ৩য়। ৫। ১৩।

যে মানব ভারতের তাৎপর্য্য না বুঝিয়া জীবিত থাকে এবং নিজকৃতপাপে হরিকথায় শ্রদ্ধাবান্ হইতে বিমুখী হয়? সে ব্যক্তি ইহ সংসারের মধ্যে, যাহারা স্বভাবত দুঃখী তদপেক্ষাও শোচনীয় বলিতে হইবে। কারণ কালদেব বৃথাই তাহার আয়ুক্ষীণ করিতেছেন এবং সে ব্যক্তি মানবজন্মে বৃথা বাক্‌শক্তি, দেহ ও মনোশক্তি ধারণ করিয়াছে। ৩য়। ৫। ১৪।

এইহেতু হে কৌশারব! হে আর্ত্তবন্ধো! ইহজগতের মধ্যে যতগুলি কল্যাণময় কথা প্রচলিত আছে, তন্মধ্যে হরিনামই সকলের সার হইতেছে। অতএব মধুকরগণ যেমন পুষ্প হইতে মধু চয়ন করে, তদ্রূপ আপনি সমস্ত সারকথা হইতে সেই পুণ্যশ্লোক হরিকথা চয়ন করিয়া, আমার নিকটে কীর্ত্তন করুন। ৩য়। ৫। ১৫।

হে মুনে! সেই ঈশ্বর এই বিশ্বের জন্ম, স্থিতি ও সংহরণার্থ আপনার শক্তি আপনি আশ্রয় করিয়া, অবতারত্ব গ্রহণ করিয়া, অতিপুরুষরূপী যে সকল কর্ম্ম করিয়া থাকেন, তাহা আমাকে বর্ণনা করুন। ৩য়। ৫। ১৬।

(এই সমস্ত বর্ণনা করিয়া মহারাজ পরীক্ষিৎকে সম্বোধন করিয়া শ্রীশুক কহিলেন;—হে মহারাজ!) মহামতি বিদুর সেই ভগবান কৌশারব মুনিকে পুরুষগণের পক্ষে নিঃশ্রেয়সার্থযুক্ত এই সকল প্রশ্ন করিলে, তিনি প্রশ্ন শ্রবণে বহু ধন্যবাদ দিয়া, ইহা বলিলেন। ৩য়। ৫। ১৭।

মৈত্রেয় কহিলেন :—হে সাধো! তুমি অধোক্ষজায় হইতেছ, এইহেতু লোকগণকে সাধু পথানুবর্ত্তী করিবার জন্য ও ইলোকে কীর্ত্তি বিস্তার করিবার জন্য, যাহা জিজ্ঞাসা করিলে তাহা অতিশয় পবিত্র হইতেছে। হে ক্ষত্ত! তুমি যে এবম্বিধ উত্তম বিষয় জিজ্ঞাসা করিবে, তাহার আর আশ্চর্য্য কি? একেত তুমি বাদরায়ণের বীর্য্যে জন্ম গ্রহণ করিয়াছ, তদুপরি সেই ঈশ্বর হরিকে অনন্যভাবে হৃদয়ে ধারণ করিয়াছ। বিশেষতঃ তুমি প্রজা সংযমনকারী স্বয়ং যমদেব হইতেছ; মাণ্ডব্য মুনির অভিশাপে তুমি বিচিত্রবীর্য্যের দাসীক্ষেত্রে সত্যবতীসুত ব্যাস-দ্বারা ইহজন্ম লাভ করিয়াছ। হে বিদুর! তুমি নিত্যরূপে ভগবানে মন নিরোধ করিয়া তাঁহায় অনুগত ছিলে বলিয়া, স্বয়ং ভগবান অজই তোমাকে জ্ঞানোপদেশ দিবার জন্য আমাকে আদেশ করিয়া গিয়াছেন। ৩য়। ৫। ১৮। ১৯। ২০। ২১

ব্যাখ্যা। মৈত্রেয় এইটী উল্লেখ করিবার তাৎপর্য্য এই:—হে বিদুর তোমার জন্ম-ক্ষেত্র দাসী বা অপবিত্র হইলে কি হইবে, তুমি যে বীর্য্যের দ্বারা প্রকাশিত হইয়াছ সেই বীর্য্য পরিশুদ্ধ এবং তোমার আত্মা, স্বভাব বা পূর্ব্বজন্মও পরিশুদ্ধ। কারণ তুমি যে ভাবে জীবের অন্তরে আছ, ইহাই ব্রহ্মাণ্ডের মধ্যে যম নামে পরিণত। পরে মৈত্রেয় বিদুরের অন্তঃকরণ পরিশুদ্ধতায় বিষয় বলিতেছেন। হে বিদুর! তোমার অন্তর অতিশয় পরিশুদ্ধ, কারণ তুমি অন্তরে সেই ঈশ্বরকে অনন্যভাবে অর্থাৎ একান্তভাবে ভাবনা কর এবং তিনি যে স্বভাব তোমাতে অর্পণ করিয়াছেন, তুমি সেই স্বভাবের অনুসারী হইতেছ। পরে পূর্ব্ব-কর্ম্ম-ফল শ্র.ণ কর‍াইবার অন্য শ্রীমৈত্রেয় বলিলেন'—হে বিদুর! তুমি পূর্ব্বজন্মের সুকৃতি হেতু শুভকর্ম্মে রত হইয়াছিলে বলিয়া, ভগবান অজ তোমাকে উপদেশ দিব র জন্য আমাক আদেশ করিয়াছেন। অর্থাৎ মানবের বুদ্ধি ধর্ম্মপথে থাকিয়া পরিশুদ্ধ হইলে, ঈশ্বরের অনুগ্রহ সে এমন ভাবে প্রাপ্ত হয় যে, সহজেই সে সাধুসাহায্যে তত্ত্বজ্ঞান লাভ করিয়া ঈশ্বর সন্দর্শন করিয়া থাকে।

হে বিদুর! ভগবান যে উপায়ে যোগমায়ার দ্বারা উপবৃংহিত হইয়া, লীলা করেন এবং এই বিশ্বের স্থিতি, উদ্ভব ও বিলয় যে উপায়ে হইতেছে, সেই সমস্তের আনুপূর্ব্বিক কথা আমি তোমাকে (অথ) মঙ্গল স্মরণান্তর বলিতেছি শ্রবণ কর। ৩য়। ৫। ২২।

ব্যাখ্যা। ব্রহ্মের কাল নামক শক্তি, ব্রহ্মকে সগুণ করিবার জন্য যে চৈতন্যমিশ্রিত ব্রহ্ম-ভাবের আশ্রয় গ্রহণ করে, তাহাকেই যোগমায়া কহে। অর্থাৎ ব্রহ্মাণ্ডের সুন্দরতা প্রকাশক শক্তি কিম্বা যাহার অভ্যন্তরে নির্গুণ ব্রহ্মের সগুণত্ব সম্পাদিত হইয়া সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয়াদি ক্রিয়া প্রকাশ হইয়া থাকে, তাহকে যোগমায়া কহে।

বুদ্ধিবাদী বা ন্যায়বাদীরা কহেন;—অভাব ভিন্ন জগতে কোন বস্তুরই প্রকাশ হয় না। লৌকিকে কোন একটী বস্তু প্রয়োজন হইলে, সেই প্রয়োজন বোধক অন্তঃকরণ বৃত্তির অনুসারে কর্ম্ম প্রকাশিত হইলে, তবে সেই প্রয়োজন সিদ্ধ হইয়া থাকে। এই নিয়ম

অলৌকিকে, অর্থাৎ কারণসৃষ্টিতে ঘটিতেছে। যেমন একটী ভাণ্ড প্রস্তুত করিবার পূর্ব্বে সাধারণের হৃদয়ে একটী অভাব বোধক শক্তির উদয় হইয়াছিল, সেই অভাববোধই ভাণ্ডকার্য্যের ন্যায় পরে প্রকাশ হইল। সেই অভাববোধক শক্তির দ্বারাই জীবে যেমন ক্রিয়াপর হইল। ঈশ্বরও তদ্রূপ জগৎপক্ষে ক্রিয়াপর। সেই শক্তির দ্বারা ঈশ্বর মূলস্বভাব হইতে গুণময় হয়েন বলিয়া এবং সেই শক্তির সহযোগে ঈশ্বরের লীলার পরিমাণ হয় বলিয়া, সেই শক্তিকে পুরাণে যোগমায়া কহে। বিজ্ঞানে চিৎশক্তি কহে।

সেই ভগবান সৃষ্টির অগ্রে এক মাত্র ছিলেন। তিনিই পরে জীবগণের আত্মা ও স্বামী-স্বরূপ হইয়াছেন। তিনি যখন এক ছিলেন, তখন তিনি আপন ইচ্ছার অনুগত থাকিতেন, অপর কোন বিষয়ে বা দৃশ্যে তিনি উপলক্ষিত হইতেন না; অর্থাৎ তিনি ভিন্ন আর কিছুই ছিল না। ৩য়। ৫। ২৩

ব্যাখ্যা। মূলকারণ হইতে কি উপায়ে কার্য্য প্রকাশ হইতে পারে, তাহা বুঝাইবার জন্য সাংখ্যাদির বিজ্ঞান উপায় সংযোগে ব্যাসদেব মৈত্রেয়োক্তি দ্বারা ইহা বুঝাইতেছেন। এই শ্লোকটীর বিশদ তাৎপর্য্য এই যথা;—পূর্ব্বে ব্রহ্মাণ্ডে কি ভূতাদি, কি প্রাণ্যাদি কিছুই ছিল না, কেবল একমাত্র সৎস্বরূপ ব্রহ্ম ছিলেন।

বিজ্ঞানবাদীরা কহেন জগতের আদি হইতে অন্তের মধ্যে যত কিছু কার্য্য দৃষ্ট হইয়া থাকে এবং বর্ত্তমানে দৃষ্ট হইতেছে, ইহারা সকলেই এক একটী নিয়মে আবদ্ধ রহিয়াছে। কার্য্য দ্বিবিধ লুপ্ত চৈতন্য ও অলুপ্ত চৈতন্য। শুষ্ককাষ্ঠাদি, বিকারিত অস্থি, জীবত্বহীন মুক্তা-প্রবালাদি সমস্তই অলুপ্ত চৈতন্য বিষয় হইতেছে। বিচারে দেখা যায় যে এক মাত্র চৈতন্য-শক্তি প্রবিষ্ট না হইলে কোন বিষয়ই প্রকাশ হয় না।

জগতে দেখা যায় যে অণু হইতে ব্রহ্মাণ্ড পর্য্যন্ত সকল প্রাকৃতিক বস্তুতেই একটী সত্বা আছে, সত্বার পালনহেতু একটী চৈতন্যশক্তি আছে। সত্বাটী যে ভাবে পরিণত হইবে, এমন একটী অদৃষ্টের আশ্রয়ও আছে এবং সেই অদৃষ্টসত্বার মধ্যে আত্মগুণ-প্রতিফলিত হইতে যাহাতে পারে এমন একটী কালশক্তিও আছে।

এই চারিটী পদার্থের মধ্যে সকলেই এক একটী নিয়মে কার্য্য করিতেছে। আবার দেখা যায় যে, এই চারিটী শক্তির মধ্যে একটী নাশ হইলে অপরটী থাকে না। ইহাতে যদিও চারিটি বিহনে আর কোনটীর সজীবত্ব থাকে না, তথাপি চৈতন্যটীই ঐ তিনটী শক্তির নিয়মের মধ্যবর্ত্তী হইয়া সকলকে সজীব রাখে। চৈতন্যের ও যখন একটী কর্ম্মকরণ শক্তি রহিয়াছে, তখন উহাতে একটী মূলস্বভাব আছে। সেই স্বভাবটীতে চৈতন্যের সহিত অপর তিনটী ক্রিয়ার প্রকাশ হইয়া থাকে। বিজ্ঞানের বিশেষ বিচার করিয়া যোগী-গণ দেখিয়াছেন যে, ঐ স্বভাবের অধীনে যখন জগৎ ও জীব প্রকাশক চারিটী শক্তিই ক্রিয়াপর, তখন কোন নিয়ন্তা আছে। এটী বেশ দেখা যায় যে, নিয়ন্তা না থাকিলে কোন সত্বা কখন স্বভাবে পরিণত হইতে পারে না। এই বিচারে সেই নিয়ন্তাই;—নিষ্ক্রিয়,

নির্গুণ, সৎ, চিৎ ও আনন্দ স্বরূপ ব্রহ্ম। সেই নিয়ন্তা যে কত দূর ব্যাপ্ত তাহার সীমা নাই। কারণ তাঁহার শক্তি সকলের কার্য্যভাগই জগৎ। এই নিয়মে অতি সামান্য ভাবে, ব্রহ্ম যে এক এবং তাঁহা হইতেই যে সকলের প্রকাশ, ইহা প্রমাণিত হইল। ঐ ব্রহ্ম হইতে চেতন, চৈতন্য ও অচেতন অর্থাৎ স্থূল ও সূক্ষ্ম সকলেরই প্রকাশ স্থির হইল।

সেই একরাট্ ব্রহ্ম অলুপ্তদৃক্ হইয়া যখন ভাবিলেন, আমি দ্রষ্টা হইয়া কোন অপর দৃশ্য দেখিতেছি না, তখন আপনিই দেখিলেন যে তাঁহাতেই তাঁহার শক্তি সকল সুপ্ত রহিয়াছে। ৩য়। ৫। ২৪।

ব্যাখ্যা। যখন জগৎরূপী কার্য্য প্রকাশ হয় নাই, তখন তিনিই একমাত্র হইয়া বিরাজিত ছিলেন। এই জন্য তিনি বিজ্ঞানবাদীগণদ্বারা একরাট্ ব্রহ্ম বলিয়া অভিহিত হয়েন।

দৃক্ বলিতে চিৎশক্তি বা চৈতন্য। অক্রিয়াপর অবস্থাকে অলুপ্ত কহে। কার্য্যহীন অবস্থায়ও জড়ভাবাপন্ন না হইয়া তেজোময় অর্থাৎ চৈতন্যময় ছিলেন, এটী বলিবার তাৎপর্য্য এই যে :—যেমন জীব আপনার সকল শক্তির সহিত নিদ্রিত হইলেও তাহার চৈতন্য জাগৃত থাকে। আবার কাল সহকারে জীবকে জড়ত্ব হইতে ক্রিয়াপর করিবার জন্য জাগৃত করিয়া থাকে। বিজ্ঞানের বিশেষ আলোচনায় দেখা যায় যে, চৈতন্য-ক্ষমতার দ্বারা যখন প্রাকৃতিক সমস্ত শক্তিই সঞ্জীবিত রহিয়াছে, তখন চৈতন্যবস্তুর জড় ভাবাপন্ন হওয়া অসম্ভব। ইতিপূর্ব্বে প্রমাণ করিয়াছি যে, যে স্বভাবের সংকল্প থাকিল, সেই সংকল্প কার্য্যে পরিণত করিবার জন্য সেই স্বভাব হইতেই একটি অভাবের আবির্ভাব হয়। সেই অভাবকে পরিপূর্ণ করিতেই কার্য্য প্রকাশ হইয়া পড়ে। ব্রহ্মের স্বভাবই সিসৃক্ষাদি করণ। যখন ব্রহ্ম আপন চৈতন্যতেজঃ দ্বারা বোধ করিতে পারিলেন যে, তাঁহার স্বভাবে কোন অভাব রহিয়াছে। তখন তিনি কি অবস্থাময় হইলেন। সেইটী কল্পনা দ্বারা বুঝাইবার জন্য মৈত্রেয় বলিলেন ;—ব্রহ্ম ভাবিলেন যে, আমি দ্রষ্টা হইয়া কেন অপর দৃশ্য দেখিতে পাইতেছি না। ঐ অভাব উদয় হওয়াতেই সেই অভাব পূর্ণ করিবার ইচ্ছা প্রকাশ হইল। ইচ্ছা প্রকাশ হওয়াতেই তিনি দেখিলেন যে, তাঁহাতেই তাঁহার পক্ষে দৃশ্যরূপী জগৎপ্রকাশিকাশক্তি সমূহ সুপ্তা রহিয়াছে। স্বভাবের ক্ষমতাই এই যে, অন্তর্নিহিত ভাব প্রকাশ করণ। ব্রহ্ম পক্ষে অন্তর্নিহিত ভাব কি ?—না—আমি দ্রষ্টা। ইহার ভাব এই যথা ;—দৃশ্য জগৎ প্রস্তুত করণান্তর তাহাকে দর্শন অর্থাৎ পালনাদি করাই ব্রহ্মের স্বভাব।

হে মহাভাগ! ব্রহ্মের সেই সদসদাত্মিকা সংদ্রষ্টৃ শক্তিকেই মায়া কহে। সেই শক্তির দ্বারা বিষ্ণু এই ব্রহ্মাণ্ড রচনা করেন, বুঝিতে হইবে। ৩য়। ৫। ২৫

ব্যাখ্যা। শক্তিমাত্রেরই স্বভাব থাকা উচিত, নচেৎ কোন্ তেজে তাহা ক্রিয়াপর হইবে। ঈশ্বরের চিৎশক্তিতে কি ছিল ?—না—সদসৎ ছিল। সৎ বলিতে সূক্ষ্ম দৃশ্য, আর অসৎ বলিতে স্থূলদৃশ্য। ঈশ্বরের দৃষ্টিশক্তিতে বা চৈতন্যে এই অভাববোধক গুণদ্বয় আছে। এই দুইটী স্বভাব বা গুণ থাকাতেই ঈশ্বর তাহার সহযোগে এই ব্রহ্মাণ্ড রচনা করিয়া

থাকেন। এই সগুণ অবস্থায় ঐ চৈতন্যের নামই মায়া। ব্রহ্ম মায়াশক্তিময় হইলেই সগুণ হইয়া পড়েন। এই সগুণ ব্রহ্মাবস্থার নামই বিষ্ণু।

অনন্তর বীর্য্যবান্ অধোক্ষজ, আত্মমায়ার মধ্যে কালবৃত্তিযুক্ত গুণময়ী আত্মমায়ার মধ্যে আত্মভূ পুরুষসম্ভূত বীর্য্য রক্ষা করিলেন। ৩য়। ৫। ২৬।

ব্যাখ্যা। চিৎশক্তি বা বীর্য্যশক্তির দ্বারাই দৃষ্টি অর্থাৎ কার্য্যকরণাত্মক ভাব উপস্থিত হইয়া থাকে। এই জন্য ব্রহ্ম সিসৃক্ষাবাচক অভাবের মোচন করিবার জন্য স্বভাবাদি প্রকাশক চৈতন্যময় হইলেন। ঈশ্বর বীর্য্যভাবাপন্ন হইলে, তাঁহাতে অবস্থা প্রকাশ হইলে, সে অবস্থায় তিনিই চৈতন্যের অনুগত বা মধ্যগত হইলেন। সগুণ চৈতন্যে আবৃত হওয়াতে তাঁহার নাম পুরুষ হইল। আপনার ব্রহ্মভাব হইতে সেই অবস্থান্তর হইল বলিয়া, তাঁহার আত্মভূপুরুষ নাম হইল। পূর্ব্বে বলিয়াছি ব্রহ্মাণ্ড প্রকাশক শক্তিসমূহ ব্রহ্মে লুপ্ত ছিল। যখন ঈশ্বর চৈতন্যপর হইলেন; তখনই তাঁহার অন্তরস্থ স্বভাব জাগৃত হইল। অর্থাৎ যে উপায়ে তাহা দৃশ্যরূপে পরিণত হইবে সেই উপায় বিধানাত্মক সুপ্তশক্তি সমস্ত চৈতন্যের ক্রিয়াহেতু ক্রিয়াপর হইল। ঐ সুপ্তশক্তি কি? না—গুণময়ী কালবৃত্তি।

যে শক্তির দ্বারা অন্যান্য শক্তির পরিণাম ও পরিবর্ত্তন ঘটে তাহাকে কাল কহে। জগৎ প্রকাশার্থ সূক্ষ্মগুণভাগকে পরিণত করিয়া কালশক্তি ব্রহ্মে লুপ্ত অর্থাৎ অক্রিয় ছিল। এক্ষণে মায়ার সহযোগে সগুণ ব্রহ্মস্বভাবকে বা বীর্য্যকে লইয়া সেই কাল জগতে পরিবর্ত্তিত করিতে আরম্ভ করিল।

অনন্তর কালদ্বারা ক্রিয়াপর হইয়া অব্যক্তরূপ হইতে মহত্তত্ত্ব প্রকাশ হইল। সেই অবস্থা হইতে তমোনাশকারী ও বিজ্ঞানরূপী ঈশ্বর, আত্মদেহস্থ লুপ্তবিশ্ব প্রকাশ করিতে আরম্ভ করিলেন। ২য়। ৫। ২৭।

ব্যাখ্যা। ইতি পূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে ব্রহ্মের বিশ্ব নির্ম্মাণাত্মক সঙ্কল্প ও স্বভাব সংগ্রহকারী কালশক্তি এবং তৎচৈতন্যদাতা চিৎশক্তি অর্থাৎ মায়া একত্রে মিলিত হইলে, ব্রহ্ম মায়ামধ্যগত হইলেন। সেই মায়ামধ্যগত হওনাত্মক ভাবকে আত্মা বা পুরুষ কহে। সেই মিশ্রণ অবস্থাই সকল কার্য্যের কারণ স্বরূপ। তাহাকেই অব্যক্ত অবস্থা কহে। ঐ অবস্থার পরিণামকে অর্থাৎ ব্রহ্মাণ্ডপক্ষে উহাকেই প্রথমাবস্থা হইতেছে।

ব্রহ্মাণ্ডপক্ষে প্রথমাবস্থাকেই মহত্তত্ত্ব অবস্থা কহে। যে কোন তত্ত্বকে বিচার করিয়া দেখা যায় যে;—তাহার পূর্ব্ব লক্ষণ অনুভব হইলে, সেই লক্ষণ গুলির এমন একটী সাম্যভাব সংগৃহীত হয়, যে, সেটীকে কোনরূপে প্রমাণ করা যায় না, কিন্তু সেই অবস্থাটী যে নিশ্চিত তাহা বোধ হয়। সেই সূক্ষ্ম অবস্থাকে মহত্তত্ত্ব কহে। তত্ত্বশক্তি অর্থাৎ বুদ্ধির বিচারদ্বারা সক্ষম হইয়াও যে ভাগকে মহৎ অর্থাৎ অতীত বলিয়া বোধ হয়, সেই অবিচ্ছিন্ন সূক্ষ্মবস্তুর সৎমাত্রকে মহত্তত্ত্ব কহে।

এই মহত্তত্ত্ব অবস্থা কিরূপ তাহা প্রকাশ করিবার জন্য বলা হইল যে, কালদ্বারা ক্রিয়াপরা অব্যক্তমায়া হইতে পুরুষ সহযোগে যে অবস্থা প্রকাশ হইল তাহাই মহত্তত্ত্ব।

ইতিপূর্ব্বে বলা হইয়াছে চৈতন্য চিরজাগৃত। সেই জন্য ব্রহ্ম চিরজাগৃত। চিরজাগৃত থাকাহেতু তাঁহার বাসনা সেই চৈতন্যদ্বারা পালিত এবং স্বয়ং চৈতন্যও সেই বাসনা দ্বারা পালিত। বাসনা থাকিলেই সঙ্কল্প ও স্বভাব এবং ঐ উভয় প্রকাশক অদৃষ্টশক্তির সত্তা থাকে। নির্গুণব্রহ্মে এ সমস্তই লুপ্ত ছিল। ইহার স্থির কি ?—না—এ পর্য্যন্ত সকল বস্তুরই পূর্ব্বলক্ষণ আছে। পূর্ব্বলক্ষণ না থাকিলে কারণ প্রকাশ হয় না। ব্রহ্মাণ্ডপক্ষে সূক্ষ্ম বিচার করিয়া যোগীগণ ঐরূপ পূর্ব্বলক্ষণ স্থির করিয়াছেন।

তমোনাশকারী বলিতে :—লুপ্ত অবস্থাকে তমো কহে। সক্রিয় অবস্থা ঈশ্বরের স্বভাব দ্বারা প্রকাশ হয় বলিয়া, ঈশ্বর আত্মা অবস্থায় তমোনাশকারী হইয়াছেন। এই অবস্থাপন্ন হইয়া কি নিয়মাবলম্বন করিতেছেন ?—না—আত্মদেহস্থ লুপ্ত বিশ্বকে প্রকাশ করিতে আরম্ভ করিলেন। আত্ম বলিতে এস্থলে স্বভাব। যাহার অন্তরে কার্য্য প্রকাশক অদৃষ্ট বা বীজ থাকে তাহাকে স্বভাব কহে। সেই বীজ কি—না—লুপ্তপ্রায় বিশ্ব। বিশ্ব বলিতে সমষ্টিবাচক (প্রাণ্যাদি) ও ব্যষ্টি বাচক (ভূতাদি) ব্রহ্মাণ্ডাবস্থা প্রকাশ আরম্ভ করিলেন।

ঐ পূর্ব্বলক্ষণসমূহ এক প্রকার অব্যক্ত ভাবে থাকে, কার্য্য প্রকাশ হইলে তাহারা কার্য্যদ্বারা প্রকাশিত হয় মাত্র। যেমন কোন একটী রোগ নির্ণয় করিতে হইলে তাহার পূর্ব্বলক্ষণ ও কার্য্যগত ক্রিয়া স্থির করিলে, রোগের কারণ জানা যায়, তদ্রূপ সকল বস্তুরই কার্য্যগত ক্রিয়া ও সেই ক্রিয়ার পূর্ব্বলক্ষণ দেখিয়া কারণের স্থির হইয়া থাকে। জগতের পক্ষে মায়াই কর্ম্মশক্তি। কালাদি সংগ্রহশক্তি। আর ঈশ্বরের বাসনাই কর্ম্মী এবং ঈশ্বরের স্বভাব ও সঙ্কল্পই উপাদান। এই সকলের সংযোগে যে অবস্থা প্রকাশ হয়, তাহাই দৃশ্যরূপী কার্য্যের কারণাবস্থা।

এই নিয়মে চিৎশক্তিতে সঙ্কল্প ও স্বভাব নিহিত থাকা হেতু তাহা অব্যক্ত; এই জন্য মায়াকে অব্যক্তা বলা হইল। চৈতন্যের স্বভাবই কালের পোষণে ও স্বভাব সঙ্কল্পের অনুসারে রূপান্তরিত বা ক্রিয়াপর হয়। বর্ত্তমানে তাহাই ঘটিবে।

সেই অংশগুণকালাধীন আত্মাকে, ভগবান্ আপনি দৃষ্টিগোচর করিয়া, বিশ্ব সৃজনাত্মক বাসনাদ্বারা রূপান্তর করিয়া ফেলিলেন। ৩য়। ৫। ২৮

অংশ বলিতে তেজঃ বা চিদাভাস অর্থাৎ স্বভাববৃত্তি। কাল বলিতে স্বভাবের পরিণাম ও পরিবর্ত্তক শক্তি। গুণ বলিতে বিশ্বগত বীজ অর্থাৎ স্বভাববৃত্তি।

ঈশ্বর আপনার শক্তিসমূহদ্বারা ব্রহ্মাণ্ড প্রকাশার্থে যে অংশ শক্তিময় হইলেন, সেই অবস্থাকে অংশ, গুণ ও কালাধীন আত্মা অর্থাৎ জীবভাব কহে। ঐ জীবভাবই সগুণ ব্রহ্মের সৃজনাদি বাসনার মধ্যে পতিত হইয়া, বহু স্বভাববান্ ও অনন্ত সৃষ্টিতে পরিণত হইল।

(হে বিদুর! ইতিপূর্ব্বে যে মহত্তত্ত্বের পরিচয় দিলাম) সেই মহত্তত্ত্ব বিকারীকৃত হইলে তাহা হইতে অহংতত্ত্বের প্রকাশ হয়। সেই অহংকারতত্ত্বই এই ব্রহ্মাণ্ডের পক্ষে কার্য্য-কারণ-কর্ত্তাত্মা ভূতেন্দ্রিয়মনোময় হইতেছে। বৈকারিক, রাজসিক, তামসিক এই ত্রিবিধ অহংকার ভেদে সেই সাত্ত্বিক অহংকার হইতে মন প্রকাশ হইয়াছে, জানিবে। ৩য়। ৫। ২৯। ৩০

ব্যাখ্যা। ঈশ্বর ত্রিবিধ গুণের সহিত চৈতন্য, কাল ও বাসনা এই ত্রিবিধা শক্তিকে সংযুক্ত করিলে, যে অবস্থার পরিবর্ত্তন হয়, তাহাকেই অহংকারাবস্থা কহে। অহংকারবস্থার চৈতন্য রূপান্তরিত হইলে যে অবস্থা হয়, তাহাকে কর্ত্তৃত্বাবস্থা কহে। বাসনা যে অবস্থায় রূপান্তরিত হয়, তাহাকে কারণাবস্থা কহে। আর কাল রূপান্তরিত হইলে তাহাকে কার্য্যাবস্থা কহে। এই তিন অবস্থার সহিত ঐ তিন গুণ সংযুক্ত হইলে কর্ত্তৃত্ব হইতে সাত্ত্বিক বা বৈকারিক; কারণ হইতে রজো বা তৈজস্; কার্য্যত্ব হইতে তামস্; এই ত্রিবিধ অহংভাবের প্রকাশ হইয়া থাকে। ব্রহ্মাণ্ডের পক্ষে এই ত্রিবিধ ভাবই অতি সূক্ষ্মভাব। এতদ্ব্যতীত অপর ভাব নাই।

অহংতত্ত্ব বিকারিত হইলে যে অংশে বৈকারিক অর্থাৎ সাত্ত্বিক ভাবের উদয় হয়, তাহাই চন্দ্র, তাহা হইতে মন জন্মগ্রহণ করে। যে সকল দৈবশক্তি বা দেবতার দ্বারা অর্থাভিব্যঞ্জন হয়; সেই মন হইতে তাহাদের জন্ম হইয়া থাকে, বুঝিতে হইবে।

চন্দ্র বলিতে জীবের যে অংশে সমস্ত সূক্ষ্ম অর্থাৎ ইন্দ্রিয়শক্তির রসবৃত্তি আছে। সেই চন্দ্রশক্তির উপরে বাহ্যবিষয় ইন্দ্রিয়যোগে প্রতিফলিত হইলেই, অনুভব ক্রিয়া হইয়া থাকে। এই নিয়মে মন অর্থাৎ অনুভবের আধার, চন্দ্র হইতে উৎপন্ন বলা হইল। যে সৎ অবস্থায় সকল বস্তুর অনুভব হয়, তাহাকেই মন কহে। মন বলিতে এখনও জীবগত নহে, ব্রহ্মাণ্ডের কারণ; কারণ ইহার পরে মূলজগৎ প্রকাশ হইবে।

হে বিদুর! ঐ সাত্ত্বিক অহঙ্কার হইতে শব্দাদিবিষয়ভোগকারী দেবগণের প্রকাশ হয়। তৈজস অহঙ্কার হইতে ব্রহ্মাণ্ডে জ্ঞান ও কর্ম্মময় ইন্দ্রিয়সমূহ প্রকাশ হইয়া থাকে। ৩য়। ৫।৩১
হে বিদুর! তামস্ অহঙ্কার হইতে ভূতসমূহের সূক্ষ্মভাব প্রকাশ হইয়াছে; সেই সূক্ষ্মভাব হইতে আত্মার বিষয়বোধক আকাশের প্রকাশ হইয়াছে, ইহা বুঝিতে হইবে। ৩য়। ৫। ৩২

ব্যাখ্যা। প্রাণীসমূহের স্থূল ও সূক্ষ্মভাবের গঠন ও পরিবর্ত্তনাত্মক উপাদনকে ভূত কহে। এই ভূতসূক্ষ্মভাগ কিরূপে প্রথমে প্রকাশিত হয়, তাহা বুঝাইতে মৈত্রেয় বলিলেন; উহা আত্মার লিঙ্গ অর্থাৎ বোধক রূপে আকাশ অর্থাৎ সর্ব্বব্যাপ্তি নামে প্রথমে কথিত হইয়া থাকে। এই বোধক বা জগতের সূক্ষ্ম অবস্থাই দৃশ্য; আর মনেন্দ্রিয়াদি দ্রষ্টৃশক্তি। ঈশ্বর আত্মারূপে সর্ব্বদ্রষ্টা হইলেন। কোন একটি অবস্থার মধ্যগত না হইলে সংভাব থাকিতে পারে না। সেই জন্য দৃশ্যের অর্থাৎ আকাশের মধ্যেই দ্রষ্টার সংস্থান প্রমাণ হয়।

হে বিদুর! এই আকাশের সহিত কালমায়াংশাদির সংযোগ থাকাতে, ভগবানদ্বারা যখন উহা বীক্ষিত হইয়া থাকে। তখন আকাশের মাত্রাগুণ শব্দসহযোগে, উহাতে স্পর্শত্বের প্রকাশ হইয়া থাকে। ঐ উভয় মাত্রা ও আকাশ সক্রিয় হইয়া, অনিল নির্ম্মাণ করে। ৩য়। ৫। ৩৩।

ব্যাখ্যা। কালাংশ বলিতে ঈশ্বরের বাসনাগত অদৃষ্ট প্রকাশ হয়। মায়াংশ বলিতে চৈতন্যরূপী মনেন্দ্রিয়াদি। এই উভয় অংশের সংযোগ হওয়াতে এবং উহারা ঈশ্বরের দৃষ্টিরূপী হওয়াতে, ব্রহ্মের সূক্ষ্ম উপাদানরূপী যে শূন্য প্রকাশ হইল, তাহা আত্মারূপী ভগবান কর্ত্তৃক বীক্ষিত হইল। অর্থাৎ কিছু স্থূলভোগ্য ভাবে পরিণত হওয়াতে, জীবাত্মার অনুভব হইল। কালদ্বারা ঐ অবস্থার পরিবর্ত্তন ঘটিলে যে স্থূলভাব প্রকাশ হইল, তাহাকে বায়ু কহে। উহা শব্দ ও স্পর্শগুণের লক্ষণে বোধ হয়।

হে বিদুর! আকাশের সহিত বহুগুণান্বিত হইলে, বায়ু বিকারিত হইয়া, রূপ তন্মাত্র-যুক্ত লোকপ্রকাশক তেজের প্রকাশ করে। অনিলের দ্বারা সংযুক্ত থাকাতে তেজটাও ঈশ্বরের দ্বারা দৃষ্ট হইয়া থাকে। পুনরায় কালমায়াংশযোগে তেজঃ বিকারিত হইলে, রসময় অম্ভের প্রকাশ হয়। তাহাও তেজের সহযোগে ঈশ্বরকর্ত্তৃক বীক্ষিত হইয়া থাকে। পুনরায় কাল ও মায়াংশযোগে অম্ভ হইতে গন্ধগুণাত্মক পৃথ্বীর অর্থাৎ সূক্ষ্মমৃত্তিকার প্রকাশ হইয়া থাকে। ৩য়। ৫। ৩৪।

ব্যাখ্যা। আকাশের বোধক শব্দ ভাব, বায়ুর স্পর্শ ভাব, এই দুই ভাব সংযুক্ত হইয়া জীবাত্মাতে যে এক প্রকার অবস্থা প্রতিফলিত হয়, তাহাকে রূপ কহে। তেজের প্রতিফলন অবস্থায় যে প্রতিভাতি প্রকাশ হয়, তাহাতেই রূপ বোধ হয়। সেই প্রতিফলন অবস্থার মাঝে যে তেজঃ থাকে, তাহা শব্দ ও স্পর্শাদি গুণদ্বারা জ্ঞাত হওয়া যায়। বায়ুর আকর্ষণাদি ও তেজের উষ্ণত্বাদি দ্বারা এক প্রকার সূক্ষ্মকারণাবলীর দ্রবীভাব অর্থাৎ মিশ্রীকরণ ভাব হয়। সেই মিশ্রিত অবস্থা বোধ হইবার জন্য শব্দস্পর্শাদি ও রূপাদি সংযুক্ত এক প্রকার তেজঃজ্ঞাপক আস্বাদ তাহাতে থাকে, সেই আস্বাদ প্রকাশক মিশ্র অবস্থাকে রস কহে। সেই মিশ্রীভূত পদার্থকে অম্ভ বা জল কহে। ঐ জলকে তিক্তাদি রস বিশিষ্ট ও শূন্যাদি সকল ভূতাংশের ও মূলকারণাবলীর মিশ্রণাবস্থা বুঝিতে হয়। তেজের ক্রিয়ামতে পূর্ব্বগুণগুলির অর্থাৎ শব্দাদির এক প্রকার বিকার ভাব হয়, তাহাতে এক প্রকার সূক্ষ্ম অনুভাবীয় তেজের প্রকাশ হয়, তাহাকে গন্ধ কহে। মৃদুকঠোরাদিমতে গন্ধের নানা প্রকার বৃত্তি আছে। ইহা দ্বারা জীব পৃথ্বীত্ব বোধ করে। ঐ গন্ধসংযুক্ত পূর্ব্বকারণগুলির স্থূলপরিবর্ত্তনকে পৃথ্বী কহে।

হে বিদুর! নভো আদি যে সকল ভূত প্রকাশ হইল, ইহারা পরস্পরে শ্রেষ্ঠ ও কনিষ্ঠ বিধায়ে পূর্ব্ববর্ত্তী কারণের সহিত সংযুক্ত থাকাসত্বে পরবর্ত্তী হইয়াও পূর্ব্ববর্ত্তী গুণসমূহ লাভ করিল, বুঝিও। ৩য়। ৫। ৩৫।

হে সাধো! কাল, মায়া ও চৈতন্যাংশ দ্বারা শরীর প্রাপ্ত হইয়া বিষ্ণুর অংশ বিশেষ ঐ সকল ভূতাদিরূপী দেবগণ পরস্পর অমিলিত থাকাতে, কোন প্রকার ক্রিয়াপর না হইতে পরিয়া, ভগবানকে কৃতাঞ্জলি হইয়া, এই সকল কথা বলিতে লাগিলেন। ৩। ৫। ৩৬।

ব্যাখ্যা। ইহার তাৎপর্য্য এই:—ভগবান বিষ্ণু এমন মহিমাবান্ যে, এই ব্রহ্মাণ্ডরচনা প্রকাশ কার্য্যকরণে ভগবানের ভিন্ন আর কাহারো ক্ষমতা নাই। কারণ দেবতারূপী ভূতগণ অনন্ত ক্ষমতা সত্বেও সৃজনাদি কার্য্য করিতে অক্ষম হইয়া সেই বিষ্ণুকে প্রণাম করত আপনাদের মনোভাব জ্ঞাপন করিতে লাগিলেন। এই সাধারণভাবে সাধারণ ব্যক্তির ঈশ্বরের উপরে ভক্তি বিশেষরূপে আকৃষ্ট হইল এবং বিজ্ঞান মতেও ভুল হইল না; কারণ বিজ্ঞানবিদেরা বিশেষ পরীক্ষার দ্বারা জানিয়াছেন, যেখানে পাঁচটী ভূত সমানভাবে ক্রিয়মান্, সেস্থলে জীব ও জগতের কার্য্য হয়। অসমান হইলে বিকার উপস্থিত হইয়া থাকে। উহারা যে সমানভাবে সক্রিয় হইতেছে, অবশ্যই সেই সক্রিয়ত্বের মধ্যে কোন ক্ষমতা বা তেজঃ আছে। নচেৎ কে তাহাদের সক্রিয়মান্ করিতেছে। যে ক্ষমতাদ্বারা উহারা সক্রিয়, সেই ক্ষমতাটিই চৈতন্য বা সগুণ ব্রহ্মাবস্থা হইতেছেন। পুরাণে তিনিই বিষ্ণু।

(ভূতরূপী) দেবগণ কৃতাঞ্জলি হইয়া কহিলেন:—হে দেব! তাপপ্রপন্ন দুঃখীগণের তপোপশমার্থ আপনার যে পদ, আতপত্র স্বরূপ হইতেছে; যতিগণ ত্বরায় সংসারদুঃখ ত্যাগ করিবার জন্য, আপনার যে পদতলে আশ্রয় গ্রহণ করেন, আপনার সেই চরণে আমরা প্রণাম করিতেছি। ৩য়। ৫। ৩৭।

ব্যাখ্যা। ইহার বৈজ্ঞানিক ভাব এই:—দেবগণ ঈশ্বরকে চৈতন্যশক্তিদ্বারা আকর্ষণ করত কেবল পদ চাহিলেন। পদ বলিতে অংশ বা ব্যাপ্তি ভাব। কেন চাহিতেছেন?—না—ঈশ্বর ব্যাপ্ত না হইলে, উপাদানরূপী ভূতগণ ব্রহ্মাণ্ডের কিরূপ গঠনে নিযুক্ত হইবেন? বা—কে তৎফলের নিয়োগকর্ত্তা হইবে।

হে বিধাতঃ! হে ঈশ্বর! জীবগণ ইহসংসারে তাপত্রয়দ্বারা প্রপীড়িত হইলে, তৎপ্রাপ্তিরূপ যে আনন্দ, তাহা লাভ করিতে পারে না; ইহা জানিয়া যে বিদ্যাশক্তিদ্বারা আপনার পদচ্ছায়া প্রাপ্ত হওয়া যায়, তাঁহার আশ্রয় লইলাম। ৩য়। ৫। ৩৮।

ব্যাখ্যা। ভূতগণ আকর্ষণ শক্তির দ্বারা ঈশ্বরের ব্যাপ্তিভাবে মণ্ডিত হইয়া, সক্রিয় হইতে ইচ্ছা করিয়া, বিদ্যাশক্তির আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। অর্থাৎ চৈতন্যই ঈশ্বরের শক্তি। সেই চৈতন্যের সহিত অগ্রে মিলিত হইলেন। অন্যভাব পরে প্রকাশ হইতেছে।

হে ভগবন্! বৈরাগী ঋষিগণ, আপনার মুখকমল নীড়বাসী ছন্দোরূপীপক্ষীগণদ্বারা আপনারই যে পদকে সতত অন্বেষণ করেন: আপনার যে পদস্পৃষ্ট বারিরূপিণী গঙ্গা সকল সরিতের শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করিয়াছেন, আমরা সেই পবিত্র পদের শরণাপন্ন হইতে ইচ্ছা করিয়াছি। ৩য়। ৫। ৩৯।

ব্যাখ্যা। হে ঈশ্বর আপনাকে বুঝিতে কাহারো সাধ্য নাই, আপনিই আপনার পরিচয় দিবার ইচ্ছা করিয়া, বেদরূপী পক্ষীগণকে আপনার মুখ স্থান দিয়াছেন বলিয়া, সেই পক্ষীগণের গতি ধরিয়া গমন করিলে তবে আপনার—স্থিতি বোধগম্য হইতে পারে। অতএব ঈশ্বরের ইচ্ছা ও কর্ত্তব্য ব্যতীত কথনই দেবতাগণ কার্য্যপর হইতে পারিবেন না।

হে ভগবন্! যাঁহাদের হৃদয় শ্রদ্ধাদ্বারা ও শ্রবণমননাদি ভক্তির দ্বারা (পরিশুদ্ধ হইয়াছে;) তাঁহারা সেই বিশুদ্ধহৃদয়ে আপনার যে পাদপদ্মকে ধ্যান করিয়া জ্ঞানবৈরাগ্যবল প্রাপ্ত হইয়া ধীর হয়েন. সেই পাদপদ্মমূলে আমরা বিহার করিতে ইচ্ছা করিতেছি। ৩য়। ৫ ৪০।

হে ঈশ্বর! আপনার যে পদকে স্মরণ করিলেই পুরুষের' অভয় প্রাপ্ত হয় এবং বিশ্বের জন্ম, স্থিতি ও সংহারার্থ যে পদ অবতার রূপ ধারণ করে;—আমরা সকলে সেই পদে বিহার করিতে ইচ্ছা করিতেছি। ৩য়। ৫। ৪১।

ব্যাখ্যা। বিজ্ঞানপক্ষে এই বলা হইল যথাঃ—ভূতগণের এমন একটী স্বভাব আছে যাহাদ্বারা স্বভাবতঃ ঈশ্বর আকর্ষিত হইয়া তাঁহাদের বাসনা পূর্ণ করিতে পারেন। অর্থাৎ পূর্ব্বোক্ত ঐশিক বাসনা ভূতমধ্যগত হইতে পারে। তাহাই লোকিকে অব্যর্থ অভয়। ঐ আকর্ষণ ক্ষমতার দ্বারা ভূতগণ কি কার্য্যপর হইবেন?—বিশ্বের গঠনাত্মক, পালনাত্মক ও সংহারাত্মক হইবেন। এই ত্রিবিধ ভাব ভূতরূপী দেবগণ একা ঐশিক চৈতন্যসংযুক্ত বাসনার মিশ্রণেই প্রাপ্ত হইবেন।

হে ভগবন্! ইন্দ্রিয়াদি উপকরণ সমন্বিত অসং বা বিশ্বের দেহরূপী গৃহপ্রাপ্ত হইয়া মূঢ় জীবগণ তাহাতেই আমার আমার বলিয়া আগ্রহ প্রকাশ করে এবং আপনাকে সুদূরবর্ত্তী ভাবিয়া থাকে। কিন্তু আপনার পাদপদ্ম সকলেরই অতি সন্নিহিত—অর্থাৎ অন্তরেই বর্ত্তমান রহিয়াছে; ইহা জানিয়াই আমরা সেই পাদপদ্মের স্মরণ লইতেছি। ৩য়। ৫। ৪২।

ব্যাখ্যা। ইহার বিজ্ঞানার্থ এই যথাঃ—ঈশ্বর সর্ব্বত্রব্যাপী। ইহা স্বভাবতঃ ভূতগণ জাত হইয়া অর্থাৎ বীজ যেমন স্বভাবতঃ মৃত্তিকাদির বল আকর্ষণ করত আপনার অঙ্কুরাদি প্রকাশে সক্ষম হয়, সেইরূপ ভূতাদিতে কালাদি নিবিষ্ট থাকা সত্ত্বেই, তাঁহারা স্বভাবতঃ ঈশ্বরবাসনাকে আকর্ষণ করিতে চেষ্টা করিলেন। কারণ ঈশ্বর আত্মারূপে ইতিপূর্ব্বেই উহাদের অন্তরে রহিয়াছেন, বুঝিতে হইবে।

হে পরেশ! যাহারা অসদ্বৃত্তিদ্বারা আপন আপন ইন্দ্রিয়গণকে বহির্মুখী করত মনকে তৎপর করিয়াছে, তাহাদের নিকটেই কেবল আপনি সুদূরবর্ত্তী বলিয়া অনুমিত হইয়াছেন এমন নহে; যাঁহারা আপনার শোভাদর্শনে, আপনার বিলাসাদি স্মরণে উন্মত্ত হইয়াছেন, এমন ভক্তগণকেও তাহারা দেখিতে বা বোধ করিতে পারে না। ৩য়। ৫। ৪৩।

ব্যাখ্যা। যাঁহাদের অন্তরে ঈশ্বরের ভাব—ভাষা—বিলাস—শোভাদি বর্ত্তমান আছে;

সেই সকল প্রেমিক অবস্থায় তাঁহারা সর্ব্বদাই উন্মত্ত রহিয়াছেন। জগৎ গঠনের পূর্ব্বে ঈশ্বরের হাবভাব ও বিলাসাদি সমস্তই জগৎগঠনের জন্য বুঝিতে হইবে। ঐ সকল সংকল্প যাহাতে থাকে, তাহাকেই ঈশ্বরের বাসনা কহে। বাসনা, চৈতন্যশক্তি ও কালাদিশক্তিই প্রকৃত পক্ষে ঈশ্বরের ভক্ত, কারণ তাহারাই আজীবন ঈশ্বরাজ্ঞা অকুণ্ঠিতচিত্তে পালন করিয়া ঈশ্বরমহিমারূপী জগৎ ও জীব সৃজনাদি করিতেছে। ইহাতে দেবগণের মনোভাব এই যে:—হে ঈশ্বর! আপনি সর্ব্বব্যাপ্ত রহিয়াছেন এবং আমরাও আপনার ভক্তরূপী চৈতন্যাদির সঙ্গে একীভূত হইয়া রহিয়াছি। অতএব আমাদের দ্বারা অনুভূত হইয়া, আমাদের কার্য্যপর করুণ। অর্থাৎ দেবশক্তিগণ ঈশ্বরপর, স্বাধীন নহে, স্বাধীন হইলে তৎশক্তি বা কৃপা প্রকাশ হইতে পারে না।

হে দেব! যাঁহারা আপনার কথাসুধা পান করিয়া ভক্তিকে বৃদ্ধি করত বিষয় আশাকে নাশ করিয়াছেন, তাঁহারাই স্বরায় বৈরাগ্যবলদ্বারা আপনার অনুভবজ্ঞানলাভ পূর্ব্বক, স্বরায় বৈকুণ্ঠে স্থান প্রাপ্ত হয়েন। অধিকন্তু যাঁহারা আত্মসমাধিযোগদ্বারা বলিষ্ঠা প্রকৃতিকে জয় করিয়া ধীর হইয়াছেন; তাঁহারাও আপনাকে মুক্তপুরুষরূপে ভাবিয়া আপনাতে প্রবেশ করেন। এই উভয় ভক্তের মধ্যে শ্রবণাদিদ্বারা যাঁহারা আপনাকে প্রাপ্ত হয়েন, তাঁহারা আপনাকে সেবা করেন। যাঁহারা যোগদ্বারা আপনাকে প্রাপ্ত হয়েন, তাঁহারা জ্ঞানবর্দ্ধনরূপী পরিশ্রম করেন। এতদ্ভিন্ন আর কেহ আপনাকে প্রাপ্ত হইতে পারেন না। (ঈশ্বরাশ্রয় ব্যতীত তৎপ্রাপ্তির অন্য কোন উপায় নাই বা স্বাধীনভাবে কার্য্য প্রকাশ হইবার উপায় নাই, ইহাই দেবতাগণের মনোভাব)। ৩য় ৫। ৪৪। ৪৫।

ব্যাখ্যা। এই যুগ্ম শ্লোক অতি কঠিনার্থ সংযুক্ত। ইহা লইয়াই শ্রীজীব প্রভৃতি গোস্বামীগণ ভিন্নার্থ সম্পাদন করত, আপনাপন মত সমর্থন করিয়া থাকেন। মহাপ্রভু চৈতন্যদেব, অদ্বৈতাচার্য্য এবং নিত্যানন্দ ব্যতীত অপর সকল সাম্প্রদায়িক বৈষ্ণববিজ্ঞেরা জ্ঞান ও ভক্তিকে পৃথক্ করিতে চাহেন। তাঁহারা বলেন জ্ঞান অপেক্ষা ভক্তি শ্রেষ্ঠ; জ্ঞানীগণ পরিশ্রম করিয়া যোগবলে মোক্ষ প্রাপ্ত হয়েন এবং ভক্তগণ সেবা বলে অর্থাৎ কেবল ঈশ্বরবিষয় শ্রবণাদিদ্বারা যে সেবাভাব হয়, তাহা দ্বারা প্রেমলাভ করিয়া থাকেন। ঐ দুইটি বিষয় প্রমাণ করিবার জন্য বঙ্গীয় সাম্প্রদায়িক বৈষ্ণবেরা এই যুগ্মশ্লোকের বিভিন্নার্থ করেন।

জীবগোস্বামী প্রভৃতির অনুমোদনের উপরে হস্তক্ষেপ করা আমার মহাধৃষ্টতার কার্য্য জানিয়াও ঈশ্বরের মহিমাকে পক্ষপাতশূন্য করিবার জন্য আমি শ্রীধরস্বামীর মতে ও নিজগুরু পরমহংসের মতানুসারে এই ব্যাখ্যা ও পূর্ব্বোক্ত বৈষ্ণব মহাত্মাগণের একদেশ বৃত্তির অর্থান্তর প্রকাশ করিতেছি।

প্রকৃতিবিজ্ঞানমতে ঈশ্বরকে যে জানিতে ইচ্ছা করে এবং ঈশ্বর স্বভাব বোধ করিতে ইচ্ছা করে, সেই ভক্তিময়, কারণ ঈশ্বরের সর্ব্বব্যাপ্তি দর্শনাত্মক ভাবই ভক্তি এবং আত্মার দর্শন, শ্রবণ, মনন, কীর্ত্তন, পূজনাদিই ভক্তির কার্য্য। এই অবস্থা বোধ হইলে যে মহাবোধ অর্থাৎ জ্ঞানলাভ হইবে, তাহাকেই শ্রেষ্ঠজ্ঞান বা বিজ্ঞান কিম্বা প্রেম কহে। তদ্বারা জীবে

বাসনাকে জয় করিয়া মুক্ত হইয়া থাকে। এইটী বুঝাইবার জন্য স্বয়ং ভগবান গীতার নিজ ভাব প্রকাশ করিয়াছেন এবং সাংখ্যাদি সকল শাস্ত্রে সেই জন্য প্রকৃতিপুরুষবিবেক প্রকাশিত হইয়াছে। বিশেষতঃ এই ভাগবতের প্রথমাদি স্কন্ধে এই ভাবই বিশেষরূপে প্রমাণিত হইয়াছে। ইহাতে ভক্তির পরিপক্কতাকেই বিজ্ঞান বা প্রেম কহে। ভক্তি ও জ্ঞান দুইটি পৃথক্ হইলেও পরস্পর অন্তর্গত হইতেছে—শ্রবণাদি সাধন উপায়ক্রমে পরিপক্ক হইলে, মন ভক্তিযোগাদিতে পরিণত হইয়া থাকে।

হে আদ্য! আমরা আপনাকর্ত্তৃক, আপনার ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টির জন্য; আপনার আত্মস্বভাব-জাতা শক্তির দ্বারা সৃষ্ট হইয়াছি, কিন্তু আমরা সকলে পরস্পরে বিযুক্ত আছি বলিয়া, আপনার বিহার উপকরণ স্বরূপ ব্রহ্মাণ্ড নির্ম্মাণ করত, আপনাকে সমর্পণ করিতে অক্ষম হইতেছি। ৩য়। ৫। ৪৬।

ব্যাখ্যা। যাহা হইতে যে বস্তু প্রাপ্ত হয়, সেই স্বভাবের কার্য্য প্রকাশ করিতে হইলে তাহাকে সেই স্বভাবপর হইতে হয়, নচেৎ প্রাপ্তস্বভাব কলুষিত হইয়া থাকে। যেমন বীজের স্বভাবই রসগত হইয়া অঙ্কুর প্রকাশ করা; সেই বীজ যদি অগ্নিগত হয়, বা রসগত না হয়, তাহা হইলে কখনই তাহার অঙ্কুর প্রকাশ হইতে পারে না। তদ্রূপ স্বভাবের অনুসারী হইয়া চলিলেই ঈশ্বরের কর্ত্তব্য সাধন হইয়া থাকে। এই উপদেশের সহিত ভূতসমূহকে ঈশ্বরানুগত বলিয়া প্রমাণ করা হইল, উহারা স্বাধীন নহে।

হে অজ! কালে অর্থাৎ সময়মতে আমরা যে আপনাকে উপহার দিতে পারি, এমন জীবিকা আমাদের প্রদান করুন এবং যেরূপে আপনার ও আমাদের মধ্যবর্ত্তী, জীব ও জগৎ—প্রস্তুত হইয়া নির্ব্বিঘ্নে আপনাকে উপহার প্রদান করিতে পারি, এমন উপায়ও নির্দ্দেশ করুন। ৩য়। ৫। ৪৭।

হে অজ! আপনি আমাদের ন্যায় পরম্পরজাত সমস্ত দেবগণের মূলকারণ হইতেছেন। বিশেষতঃ আপনি অবিক্রিয়, সর্ব্বাদি, সর্ব্বান্তঃপ্রবিষ্ট ও পুরাতন (লয়হীন) হইতেছেন এবং আপনিই সত্ত্বাদি গুণ ও জীবাদৃষ্ট প্রভৃতি মণ্ডিত চৈতন্যরূপিণী মায়াশক্তিতে মহত্তত্ত্বরূপী রেত আধান করিয়া আমাদের জনক হইয়াছেন। ৩য়। ৫। ৪৮।

হে ঈশ্বর! আপনার কার্য্যার্থে অনুগ্রহের পাত্র হইয়া মহত্তত্ত্বাদি হইতে আমরা সকল দেবতাগণ সৃষ্ট হইলাম। কিন্তু আপনার কি কার্য্য করিব? হে দেব! যাহাতে কার্য্য করিতে পারিব, আপনার এমন জ্ঞানশক্তি—আমাদের প্রদান করুন। ৩য়। ৫। ৩৯।

ইতি শ্রীভাগবতে তৃতীয়স্কন্ধে পঞ্চমাধ্যায়ে উপেন্দ্রকৃতানুবাদ সমাপ্ত।

ব্যাখ্যা। জ্ঞানশক্তি অর্থাৎ ঈশ্বরবাসনামণ্ডিত প্রকৃতি না প্রাপ্ত হইলে তত্ত্বসমূহ সক্রিয় হইতে পারিতেছিল না, এক্ষণে সেই প্রকৃতিকে আকর্ষণ করিতে আরম্ভ করিল, পরে প্রকৃতি কিরূপে তত্ত্বসমূহে প্রবিষ্ট হইয়া জগত প্রকাশ করিল, তাহা পরাধ্যায়ে বলিতেছেন।

ইতি শ্রীভাগবতে তৃতীয়স্কন্ধে পঞ্চমাধ্যায়ে উপেন্দ্রকৃতাধ্যাত্মব্যাখ্যা সমাপ্ত।

অথ ষষ্ঠ অধ্যায়।

পুনরায় শ্রীমৈত্রেয় বিদুরকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, হে বৎস! জীব ও জগৎ কিরূপে প্রকাশ হইল তাহা শ্রবণ কর। সেই ঈশ্বর! জীব ও জগৎ প্রকাশকার্য্যের গতিরূপী সেই মহদাদি স্বশক্তিসমূহের পরস্পর বিচ্ছিন্নভাবে স্থিতি বোধ করিলেন। পরে উরুক্রম ভগবান কালনামক মহাদেবীর সহিত ত্রয়োবিংশতিগণরূপী দেবগণের মধ্যে আপনার স্বরূপচৈতন্যকে প্রবেশ করাইলেন। ৩য়। ৬। ১। ২

ব্যাখ্যা। এই যুগ্মশ্লোকে ক্রিয়ার প্রারম্ভ প্রকাশ হইতে লাগিল। মহদাদি দেবগণকে এই স্থানে ত্রয়োবিংশতি তত্ত্ব বলিয়া ভগবান মৈত্রেয় স্থির করিলেন। ইতিপূর্ব্বে কারণপ্রকাশ প্রমাণকালে বলা হইয়াছে যেঃ—মহত্তত্ত্ব অগ্রে প্রকাশ হইয়াছে। তদন্তে অহঙ্কার হইতে মন, পঞ্চকর্ম্মেন্দ্রিয়, পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় ও পঞ্চ শব্দাদি তন্মাত্রা এবং পঞ্চভূত প্রকাশ হইল। ইহারা সর্ব্বসমেত ত্রয়োবিংশতি তত্ত্ব হইল। যে পদার্থের অমিশ্রভাবে স্থিতি আছে এবং উৎপত্তি বিনাশ বা আবির্ভাব ও তিরোভাব আছে; সেই সূক্ষ্ম পদার্থকে তত্ত্ব কহে। বিজ্ঞানবিদেরা বিশেষ আলোচনা করিয়া দেখিয়াছেন যেঃ—মহত্তত্ত্ব হইতে পঞ্চভূত অবধি সকলেরই মূলাংশ অমিশ্র। সকলেই পরস্পর আবির্ভাব ও তিরোভাব লীলাময়। ঈশ্বরের বাসনাগত ও পূর্ব্ব প্রলয়গত কারণসমূহ যে অবস্থাতে সংগৃহীত অর্থাৎ ফলিত থাকে এবং প্রয়োজনানুসারে আবির্ভাব ও তিরোভাব হয়, তাহাকে কালশক্তি কহে। কালকে দেবী বলিবার তাৎপর্য্য এই যেঃ—দেবী শব্দের অর্থ দ্যোতনকারিণী। অর্থাৎ গুণ প্রকাশকারিণী। ত্রয়োবিংশতি তত্ত্বে যে গুণসমূহ ছিল, তাহা ঐ শক্তি প্রকৃতিরূপিণী হইয়া, প্রকাশ ও হ্রাস করেন বলিয়া কালদেবী নাম হইল। স্বরূপচৈতন্য বলিতে জীবভাব বা জীবাত্মা।

অনন্তর ভগবান্ আপন শক্তিসহ তত্ত্বসমূহে অনুপ্রবিষ্ট হইয়া, সেই বিযুক্ত ভাবরূপী তত্ত্বগণমধ্যস্থ লুপ্তকর্ম্ম বা অদৃষ্ট প্রকাশকরণার্থ সকলকে সংযুক্ত করিলেন। ৩য়। ৬ ৩

ব্যাখ্যা। ইতিপূর্ব্বে বলা হইয়াছে, ভূতাদি কারণসমূহ পরস্পর বিভিন্ন ছিল বলিয়া কোন ক্রমেই বিশ্বঘট প্রকাশ হয় নাই। যেমন অগ্নি, মৃত্তিকা, জল প্রভৃতি ভিন্ন থাকিলে কোনক্রমেই ঘট প্রকাশ হয় না। তদ্রূপ জগৎপক্ষে উপাদান সমস্ত স্বভাবতঃ ভিন্ন বিধায়ে জগৎপ্রকাশ হয় নাই। এক্ষণে ঈশ্বরের বাসনা, ঘটপক্ষে কুম্ভকারের বাসনার ন্যায় মহত্তত্ত্বাদির সংযোজক হইলেন। সংযোজন ঘটিবার মাত্রেই জড়াপ্রকৃতির ও তত্ত্বসমূহের ক্রিয়া আরম্ভ হইল, যেমন অগ্নিভস্মে অম্ল বা মিষ্টরস মিশ্রিত হইলেই একটি উত্তাপ ও কাঠিন্য ভাব প্রকাশ করে, তদ্রূপ বিশ্বকার্য্য আরম্ভ হইল।

এই প্রবুদ্ধকর্ম্মা দৈব (ঈশ্বর) কর্ত্তৃক ত্রয়োবিংশতিগণ ক্রিয়াপর হইয়া, আপনাদিগের অংশ সংযোজন করিয়া, অধিপুরুষরূপ প্রকাশ করিল। ৩য়। ৬। ৪

ব্যাখ্যা। যে স্বভাব দ্বারা কর্ম্ম অর্থাৎ জীব ও জগতের অদৃষ্ট প্রকাশ হয়, তাহাকে প্রবুদ্ধকর্ম্মা দৈব কহে। ঐশিক স্বভাবে গুণসমূহ তত্ত্বসমূহে একত্রে যুক্ত হইলে, এক প্রকার রূপের বা শরীরের প্রকাশ হইল। তাহাকে অধিপুরুষ বা বিরাট্‌পুরুষ কহে।

সেই বিশ্বস্রষ্টা মহদাদিগণ, ঈশ্বরকে আপন আপন সংযুক্ত মাত্রার অন্তরে প্রাপ্ত হইয়া পরস্পর গুণের পরিণামে এমন একটী অবস্থা প্রকাশ করিলেন; তাহাতেই এই চরাচর লোক (ব্রহ্মাণ্ডকোষ) স্থাপিত হইল। ৩য়। ৬। ৫

সেই হিরণ্ময়পুরুষ, সেই অণ্ডকোষ মধ্যগত তরল অবস্থার অন্তরে সমস্ত অদৃষ্টে (জগৎ ও জীবাদৃষ্টে) মণ্ডিত হইয়া সহস্র বৎসর কাল বাস করিলেন। ৩য়। ৬। ৬

ব্যাখ্যা। বিরাটরূপী ঈশ্বর ত্রয়োবিংশতিগণ সম্ভূত মাত্রাসমূহের সংযোগ যে হিণ্ময় অণ্ডকোষ বা ব্রহ্মাণ্ড প্রস্তুত হইল; তাহার অন্তরস্থ তরল ভাগের অর্থাৎ সর্ব্ব কারণের মিশ্রিত ভাগের মধ্যে, ততকাল বাস করিলেন, যাবৎ সেই প্রকৃতি বা কালশক্তি জীব ও জগৎকে এবং ঐ তরলকারণ ও আবরণরূপী মাত্রাকে কার্য্যে পরিণত না করিল। তখন কাহার সহিত ঈশ্বর রহিলেন?—না—জীব ও জগতের অদৃষ্টের সহিত, জগৎ ও জীবাত্মা কি প্রকারে প্রকটিত হইবে তাহার বিধান ও গুণভাগ লইয়া তিনি রহিলেন।

অনন্তর (উপযুক্ত সময়ে) সেই ভগবান দৈবকর্ম্মশক্তিমান্ হইয়া, বিশ্বস্রষ্টা তত্ত্বগণের গর্ভকে আপনার শক্তিদ্বারা চৈতন্যরূপে একভাগে; প্রাণরূপে দশভাগে এবং ভোক্তারূপে ত্রিভাগে বিভাগ করিলেন। ৩য়। ৬। ৭

ব্যাখ্যা। প্রকৃতি দ্বারা কারণ সমূহের পরস্পর গুণপ্রকাশ ও ঐশিক শক্তিতে সংযোগ হইতে হইতে এমন একটী অবস্থা উপস্থিত হইল,যখন জগৎ ও জীব প্রকাশ হইতে পারে। সেই অবস্থায় ঈশ্বর আপনার স্বভাবকে কিম্বা আপনার শক্তিগত জীব ও জগৎ প্রকাশক স্বভাবকে; প্রত্যেক বস্তুর অন্তর্যামী জীবাত্মা বা চৈতন্যবিধাতা শক্তিরূপে একভাগে ভাজিত করিলেন। জীবের পক্ষে কর্ম্মকারক, কর্ম্মপ্রযোজক ও বোধক প্রাণরূপে স্বভাবের অপরাংশকে একে একে দশভাগে ভাজিত করিলেন এবং এই ক্রিয়া ও চৈতন্য সংযোগে ভোগ করিবার জন্য স্বভাবের অপরাংশ হইতে তিন অংশময় ভোগ্য দেহ প্রস্তুত করিলেন। তিন অংশ বলিত, ভুতাংশ, মনাংশ এবং শক্তিপূর্ণ অধ্যাত্ম অংশ।

সেই পরমাত্মার প্রথম এক অংশই সকল প্রাণীত্বের হেতু বা জীবত্ব হইতেছে। সেই আত্মা যে স্থানে অবতীর্ণ হয়েন, সেই ভাগে ভূতসমূহ সংযুক্ত হইয়া নানা স্বভাবে প্রকাশ পাইয়া থাকে। ৩য়। ৬। ৮

সেই বিরাট্ পুরুষ হৃদয়রূপে একধা হইলেন। প্রাণরূপে দশবিধ হইলেন:—অধ্যাত্ম, অধিদৈব, অধিভূত শরীরাংশ রূপে ত্রিবিধ হইলেন। ৩য়। ৬। ৯

(হে বিদুর! সেই ভগবান কেন এইরূপ একধা, দশধা, ত্রিধা হইলেন তাহা শ্রবণ

কর।) ইতিপূর্ব্বে বিশ্বস্রষ্টা দেবগণ যে ভাবে তাঁহাকে কামনা করিয়াছিলেন, সেই অধোক্ষজ ঈশ্বর কিছু পরে তাহা স্মরণ করিয়া, আত্মশক্তিরূপিণী চৈতন্যশক্তিকে আশ্রয় করিয়া বিরাট্‌রূপকে প্রকাশ করিবার জন্য মনোমধ্যে আলোচনা করিলেন। ৩য়। ৬। ১০।

হে বিদুর! মনে মনে বিরাট্‌ভাবের আলোচনা করিয়া, ঈশ্বর সক্রিয় হইলে, দেবগণের শরীরে কত প্রকার আয়তন সম্পন্ন জীব ও জগৎভাব প্রকাশ হইল; তাহা আমি বলিতেছি শ্রবণ কর। ৩য়। ৬। ১১

সেই ঈশ্বরের ইচ্ছায় আস্য প্রকাশ হইলে অগ্নিরূপী দেবতা তাহাতে অধিষ্ঠিত হইলেন। তাহাতে চৈতন্যময় শক্তিতে বাক্য উৎপন্ন হইল। জীবগণ সেই বাক্যের দ্বারা ব্যক্তভাব প্রকাশ করিতে পারে। ৩য়। ৬। ১২।

সেই হরির রসাস্বাদনার্থে তালু প্রকাশ হইলে, লোকপাল বরুণ তথায় আবিষ্ট হইয়া আপনাংশে জিহ্বারূপী ইন্দ্রিয় প্রকাশ করিলেন। তদ্বারা জীবে রসাস্বাদন করিয়া থাকে। সেই বিষ্ণুর আঘ্রাণার্থ নাসা আবির্ভূত হইলে অশ্বিনীকুমার যুগল তথায় অধিষ্ঠিত হইয়া ঘ্রাণেন্দ্রিয় প্রকাশ করিলেন। তাহা হইতেই জীবের ঘ্রাণপ্রতিপত্তি বোধ হইয়া থাকে। সেই বিভুর দর্শনার্থ চক্ষু ইন্দ্রিয়ের উদ্ভব হইলে, তপনদেব তাহাতে অধিষ্ঠিত হইয়া দৃষ্টিশক্তি প্রকাশ করিলেন। তদ্বারা জীবের রূপগ্রহণ হইয়া থাকে। ৩য়। ৬। ১৩

সেই বিভুর সংস্পর্ষ বোধক চর্ম্ম প্রকাশ হইলে তাহাতে অনিলরূপী দেবতার অধিষ্ঠান হইল এবং তাহার সহিত প্রাণের সংস্পর্ষ থাকাতে, জীবাত্মা স্পর্ষণ অনুভব করেন। ৩য়। ৬। ১৪

সেই বিভুর শ্রবণার্থ কর্ণ প্রকাশ হইলে তাহাতে দিক্‌শক্তি অধিষ্ঠিত হইয়া, শ্রোত্রেন্দ্রিয়ের প্রকাশ করিলেন। তদ্বারা জীবের শব্দ (বোধক) জ্ঞান লাভ হইয়া থাকে। ৩য়। ৬। ১৫

সেই প্রভুর বস্তু অনুভব করিতে ইচ্ছা হইলে ত্বক্ প্রকাশ হইল, তাহাতে ঔষধী নামক দেবতাগণ অধিষ্ঠিত হইলে লোম নামক ইন্দ্রিয় প্রকাশ হইল, তদ্বারা জীবে কণ্ডু অনুভব করে। ৩য়। ৬। ১৬।

সেই প্রভুর মেঢ় প্রকাশ হইলে তাহাতে ব্রহ্মা বা প্রজাপতি দেবতা অধিষ্ঠিত হইয়া মেঢ় নামক ইন্দ্রিয় প্রকাশ করিলেন, তাহা দ্বারা রেতাংশগত আনন্দ জীবে উপভোগ করেন। ৩য়। ৬। ১৭

সেই পুরুষের বিসর্গ করণাত্মক ইচ্ছা হইলে, গুহ্যদ্বার প্রকাশ হয়। তাহাতে মিত্ররূপী দেবতা অধিষ্ঠিত হইয়া পায়ু নামক ইন্দ্রিয় আবিষ্কার করেন। তদ্বারা জীবের বিসর্গক্রিয়া স্বচ্ছন্দে ঘটিয়া থাকে। পুরুষের দানগ্রহণাত্মক জীবিকা বৃত্তি সম্পাদন ইচ্ছায় হস্তের আবির্ভাব হইলে, স্বর্গপতি ইন্দ্রদেবতা তথায় অধিষ্ঠিত হইয়া গ্রহণেন্দ্রিয়ের প্রকাশ করিলেন। জীব তদ্বারা গ্রহণাদি বৃত্তি চালনা করিয়া থাকে।

সেই পুরুষের গতির ইচ্ছায় পদ প্রকাশ হইলে, তথায় লোকপতি বিষ্ণুদেবতা অধিষ্ঠিত হইয়া, গমনেন্দ্রিয়ের আবির্ভাব করেন; তদ্বারা জীবে গতি প্রাপ্ত হইয়া থাকে। ৩য়। ৬। ১৮।

ব্যাখ্যা। অনেকে মনে করিতে পারেন হস্তপদাদি যে ভাবে বর্ণিত হইল, ইহাতে কেবল মানব বুঝান হইতেছে; এ বর্ণনার উদ্দেশ্য তাহা নহে। প্রাণীমাত্রেরই ইন্দ্রিয়-বৃত্তি, মনোবৃত্তি, ভূতবৃত্তি আছে। তন্মধ্যে যে প্রাণীতে যে ইন্দ্রিয়ই সক্রিয় হউক না কেন সেই ইন্দ্রিয়েরই পূর্ব্ববর্ণিত শক্তি ও পূর্ব্ববর্ণিত কারণ নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে বুঝিতে হইবে। যেমন হস্তী শুণ্ডের দ্বারা বস্তু গ্রহণ করে, গবাদি মুখ দ্বারা আহারীয় গ্রহণ করে। ঐ মুখ ও শুণ্ডই হস্তরূপী ইন্দ্রিয় শক্তি রূপে উহাতে সক্রিয় বুঝিতে হইবে। হস্ত ও পদাদি সংজ্ঞা মাত্র। ক্রিয়াবোধক হইলেই উপলব্ধির সুবিধা হইবে. ইহাই বিজ্ঞা-নের বিধি হইতেছে। অর্থাৎ জীবের অঙ্গ প্রত্যঙ্গে যে সকল ইন্দ্রিয়ের প্রয়োজন, তাহা দেবতারূপী তত্ত্বসমূহের মিলনক্রমে বিরাট্‌সৃষ্টিতে প্রকাশ হইল। দ্বিতীয় স্কন্ধে এই সকল অবস্থায় ব্যাখ্যা করা হইয়াছে।

সেই বিভুর মনন ইচ্ছায় হৃদয় প্রকাশ হইলে, মনোরূপী অংশের সহিত চন্দ্র নামক দেবতা—তাহাতে অধিষ্ঠিত হয়েন; তদ্দ্বারা জীবে সংকল্পাদি করিয়া থাকে। ৩য়। ৬। ১৯

সেই বিভুর অহঙ্কার প্রকাশ ইচ্ছা হইলে তাহাতে অভিমানরূপী রুদ্র দেবতা (অর্থাৎ তমোগুণ) অধিষ্টিত হইলেন; তদ্দ্বারা ঈশ্বরেচ্ছায় জীবে কর্ম্মদ্বারা স্বার্থ বোধ করিয়া থাকে। ৩য়। ৬। ২০

সেই ভগবানের সত্ত্বভাব উপস্থিত করিতে ইচ্ছা হইলে, তাহাকে প্রকাশ করিবার জন্য, ভগবান ব্রহ্মা চিত্তাংশের সহিত তাহাতে অধিষ্ঠিত হইলেন, তাহার সাহায্যে জীবে বুদ্ধিগত বিজ্ঞান, উপভোগ করেন। ৩য়। ৬। ২১।

হে বিদুর! সেই ঈশ্বরের শিরোভাগে স্বর্গ উৎপন্ন হইল। পাদভাগে এই মর্ত্ত্যভূমি উৎপন্ন হইল। নাভিস্থলে এই অসীম আকাশ প্রকাশ হইল। এইরূপে ত্রিলোকের মধ্যে এই সকল নানাভাবাপন্ন গুণ ও নানাবিধবৃত্তি সহকারে নানারূপ সৃষ্টি ক্রমে প্রকাশ হইল। ইহাই পণ্ডিতগণে স্থির করিয়াছেন। ৩য়। ৬। ২২।

হে বিদুর! যে দেবগণ অত্যন্ত সত্ত্বস্বভাব প্রাপ্ত হইলেন, তাঁহারা স্বর্গে (ঈশ্বরশিরো-দেশে) বাস করেন। যাঁহারা রজঃ স্বভাবে কর্ম্মে রত, এবং যাঁহারা সেই সকল কর্ম্মের প্রয়োজনীয়, তাঁহারাই ধরায় অর্থাৎ মর্ত্ত্যে বাস করেন। যাঁহারা তৃতীয় অংশ স্বভাব প্রাপ্ত হইয়া ভগবানের নাভিদেশ আশ্রয় করেন, তাঁহাবা স্বর্গ ও মর্ত্ত্যের মধ্যস্থ রুদ্রপারি-ষদগণরূপে বাস করেন। ৩য়। ৬। ২৩। ২৪।

ব্যাখ্যা। জ্ঞানেন্দ্রিয়াদির শক্তি সমস্তই সত্ত্বগুণী দেবতা হইতেছেন। তাঁহারা শরীরের শ্রেষ্ঠ উপাদান বলিয়া মুখ্যাংশে অর্থাৎ শিরোদেশে আছেন কল্পনা করা হইল। কর্ম্ম-বৃত্তিদাতা কর্ম্মেন্দ্রিয়-শক্তিদ্বারা কর্ম্মযোগে দেহের ক্ষয় ও বৃদ্ধি হয়, এই জন্য উহারা মর্ত্ত্যে অর্থাৎ পরিবর্ত্তনাত্মক স্থানে থাকে। ক্ষুধা, তৃষ্ণা, রাগ ও দ্বেষাদি রিপু প্রভৃতি হইতে জীবের ভোগশক্তি ও উন্নতি এবং অবনতি ঘটে, উহারা মধ্যস্থলে (হৃদয়ে) থাকিয়া রুদ্র অর্থাৎ অহঙ্কারের পারিষদ বলিয়া কল্পিত।

হে কুরুশ্রেষ্ঠ! সেই পুরুষের মুখ্যভাগ হইতে ব্রাহ্মণ প্রকাশ হইল। সেই ব্রহ্মনিষ্ঠ বর্ণ মুখ্যবিষয়াক্রান্ত বলিয়া সকল বর্ণের গুরু হইয়াছেন। ৩য়। ৬। ২৫।

ব্যাখ্যা। কেবল জ্ঞানস্বভাবকে ব্রহ্মনিষ্ঠ ভাব বা ব্রাহ্মণ কহা যায় এবং তাঁহাকে গুরু অর্থাৎ অজ্ঞাননাশকারী বলা যায়। এই প্রধান ভাবকে সংসারে যাঁহারা প্রকাশ করেন তাঁহারাই জীবগণের মধ্যে ব্রাহ্মণ। মুখ্যার্থে ব্রাহ্মণ শব্দটী জাতিগত নহে। গৌণার্থে জাতিগত হইয়াছে।

হে বিদুর! সেই বিরাট্‌রূপী ঈশ্বরের বাহু হইতে ক্ষত্রবৃত্তির আবির্ভাব হইল। সেই ক্ষত্রবৃত্তির অনুসারী হইয়া জীবগণে ক্ষত্রিয়নামে অভিহিত হইল। একই পুরুষ হইতে জন্মলাভ করিয়া, অপর বর্ণসমূহকে বিপদ কণ্টকক্ষত হইতে ত্রাণ করে বলিয়া, উহাদের জগতে ক্ষত্রিয় কহে। ৩য়। ৬। ২৬।

ব্যাখ্যা। ইতিপূর্ব্বে শুকদেব দেবগণের জীবভাবের মধ্যে ব্রাহ্মণভাব দেখাইলেন। সেই নিয়মে এই ক্ষত্রিয়ও মুখ্যার্থে জাতিগত নহে। গৌণার্থে জাতিগত হইয়াছে। মুখ্যার্থে পালনীবৃত্তি বুঝিতে হইবে।

সেই ঈশ্বরের উরুদেশ হইতে লোকবৃত্তিকারী বিশাভাব প্রকাশ হইলে, সেই বৃত্তি হইতে উদ্ভূত দেবতাগণে বৈশ্য নাম ধারণ করিলেন। তাঁহাদের দ্বারা জীবে জীবিকাবৃত্তি সম্পাদন করিয়া থাকেন। ৩য়। ৬। ২৭।

সেই ভগবানের পদদেশ হইতে শুশ্রূষাধর্ম্মী শূদ্রবৃত্তি প্রকাশ হইলে তাহা হইতে দেবগণে শূদ্র নামে জন্ম গ্রহণ করিলেন। তাহাদের সেবাবৃত্তিতে স্বয়ং হরিও পরিতুষ্ট হয়েন। ৩য়। ৬। ২৮

ব্যাখ্যা। দেবগণকে ঈশ্বরেচ্ছায় ইন্দ্রিয়াদি ও ইন্দ্রিয় শক্তিরূপে প্রথমে রূপান্তরিত হইতে হইল। পরে স্বর্গাদি ত্রিবিধ ভাবে অবস্থান্তরিত হইতে হইল। পরে ব্রাহ্মণাদি চতুর্ব্বর্ণে বা স্বভাবে রূপান্তরিত হইতে হইল। এই সমস্ত ভাবে সেই দেবগণ এই মানব হইতে কীটাদি প্রাণীদেহ প্রস্তুত করিয়া লীলা করিতেছেন। পরে মৈত্রেয় অপর কথা বলিতেছেন। ব্রাহ্মণ বিশুদ্ধ জীবভাগ, ক্ষত্রিয়, কিছু অবিশুদ্ধ; বৈশ্য অধিক অশুদ্ধ এবং শূদ্রাংশ একেবারে অশুদ্ধ। সেবাদি কার্য্যে শূদ্রের শূদ্রত্ব, জীবিকা সংগ্রহ কার্য্যে বৈশ্যের বৈশ্যত্ব, এবং দণ্ড শাসনাদির কার্য্যে ক্ষত্রিয়ের ক্ষত্রিয়ত্ব, ক্রমে ব্রাহ্মণত্বে পরিণত হইয়া পরে মুক্ত হয়। ইহাই মুখ্যার্থে বর্ণাশ্রমের উদ্যোগ।

হে বিদুর! এই যে মানবশ্রেণী দেখা যাইতেছে; ইহাদের মধ্যে যাহারা যে বৃত্তিগত দেবতা যোগে জন্মগ্রহণ করিয়াছে, তাহারা সেই ভাবে আত্মবিশুদ্ধির জন্য শ্রদ্ধা সহকারে আপনার গুরুরূপী হরিকে পূজা করিতেছে। ৩য়। ৬। ২৯।

হে বিদুর! এইরূপ দৈব, কর্ম্ম ও আত্মরূপী এবং যোগমায়া বলে মহাবলী, ভগবানকে সম্পূর্ণভাবে নিরূপণ করিতে কাহারো সাধ্য নাই। ৩য়। ৬। ৩০। ৩১।

হে অজ! আমি গুরুমুখে যেরূপে শ্রবণ করিয়াছি। এবং আমি অন্তরে যেরূপে মনন করিয়াছি; সেই নিয়মানুসারে নিজের নানাবিষয়ে কলুষিতা বাণীকে পবিত্র করিবার জন্য, শ্রীহরির লীলাদি একাগ্র অন্তরে কীর্ত্তন করিতেছি। ৩য়। ৬। ৩২

হে বিদুর! পূর্ব্ব পূর্ব্ব বিদ্বানজনেরা যে সকল পুণ্যশ্লোকময় শ্রীহরিলীলা কীর্ত্তনযুক্ত কথাসুধা প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা দ্বারাই হরির সন্নিহিত হওয়া যায়; কর্ণের দ্বারা সেই বর্ণাবলী শ্রবণ করিলেও শ্রদ্ধা লাভ হয় জানিবে। ৩য়। ৬। ৩৩

হে বিদুর! সেই ভগবান হরিরূপী আত্মার মহিমা সম্যক্ প্রকারে জানিতে পারে কার সাধ্য! এমন যে আদিকবি ভগবান ব্রহ্মা, তিনি সহস্র বৎসরাবধি যোগবিপক্কচিত্তে ভগবানকে ধ্যান করিয়াও সীমা করিতে পারেন নাই। অধিক কথা কি বলিব! এই ভাগবতী মায়া মায়াপুরুষরূপী পরমাত্মা হরিকেও মুগ্ধ করিয়া আছেন। যখন সেই ভগবান আপনার অবস্থিতি স্বরূপ সেই আত্মশক্তি মায়ার সীমা জ্ঞাত নহেন, তখন অপর আর কাহার সাধ্য যে মায়া অতিক্রম করিয়া তাঁহাকে সম্যক্ জানিতে পারিবে। ৩য়। ৬। ৩৪

হে বিদুর! অহংকারাদি সকল দেবতাগণে মনোবাক্যের দ্বারাও যে হরির মহিমার সীমা প্রাপ্ত হয়েন নাই, সেই ভগবানকে নমস্কার করি। ৩য়। ৬। ৩৫

ইতি শ্রীভাগবতে তৃতীয়স্কন্ধে ষষ্ঠাধ্যায়ে উপেন্দ্রকৃতানুবাদ সমাপ্ত।

ব্যাখ্যা। মনোবুদ্ধিচিত্তাহঙ্কারাদি সূক্ষ্মশরীরের শক্তি এবং ইন্দ্রিয়াধিষ্ঠাতা দিক্ বায়ু প্রভৃতি দেবতাগণ স্থূল শরীরের শক্তি। ইহারা সকলেই সেই সেই বিজ্ঞান শক্তি অর্থাৎ আত্মার স্বধর্ম্মের সহিত সংযুক্ত। ইহারা যখন মনোবাক্যের দ্বারা সেই দুর্জ্ঞেয় মায়াযুক্ত শ্রীহরিমহিমার অন্ত প্রাপ্ত হয়েন নাই, তখন সম্যক্ জানিব এ আশা পরিত্যাগ করিয়া সেই ঈশ্বরকে ভগবান অর্থাৎ সর্ব্বৈশ্বর্য্যশালী বলিয়া, একান্ত অন্তরে প্রণাম করাই শ্রেয়োকল্প হইতেছে। সূক্ষ্মশক্তিগণ ব্যতীত জীবের অনুভবের ক্ষমতা নাই। ঐ সূক্ষ্ম শক্তিগণে যে শক্তি আছে, শরীরে ও জীবত্বে তাহা প্রকাশিত হয়। উহারা যখন হরির সত্তামাত্র বুঝিয়া স্থির থাকে, তখন (মৈত্রেয়াদি) তত্ত্বজ্ঞানাদি সাধকের পক্ষে সেই হরিকে সর্ব্বাশ্রয়ী বলিয়া নমস্কার করাই উচিত।

ইতি শ্রীভাগবতে তৃতীয়স্কন্ধে ষষ্ঠাধ্যায়ে উপেন্দ্র কৃতাধ্যাত্ম ব্যাখ্যা সমাপ্ত।

অথ সপ্তম অধ্যায়।

অনন্তর রাজা পরীক্ষিৎকে সম্বোধন করিয়া শ্রীশুক কহিলেন:—হে মহারাজ! পুনশ্চ শ্রীমৈত্রেয় বিদুরকে কি বলিলেন তাহা শ্রবণ করুন। ভগবান মৈত্রেয় আনুপূর্ব্বিক যাহা

বলিলেন, দ্বৈপায়নসুত বিদ্বান বিদুর, তাহা শ্রবণ করিয়া, তাঁহাকে বিনয় পূর্ব্বক এই সকল কথা জিজ্ঞাসা করিলেন। ৩য়। ৭। ১

শ্রীমৈত্রেয়কে সম্বোধন করিয়া মহাত্মা বিদুর কহিলেন :—হে ব্রহ্মন্! যিনি ভগবান, যিনি চিন্মাত্র, যিনি অবিকারী, যিনি নির্গুণ; তাঁহার পক্ষে সগুণাদি, লীলাদি ও সক্রিয়াদি অবস্থা কিরূপে সংযুক্ত হইল? ৩য়। ৭। ২

হে দেব! সর্ব্ববিষয়ে যে শিশু হয়, তাহার অন্তরে ক্রীড়ার প্রকৃতি বিধায়িনী প্রবৃত্তি আছে, তজ্জন্যই সে ক্রীড়া প্রকাশ করে। কিন্তু যে ব্রহ্ম স্বতঃতৃপ্ত, সদানিবৃত্ত; তাঁহার পক্ষে লীলাদি করণাত্মক প্রবৃত্তির হেতু কিরূপে সম্ভব হইতে পারে? ৩য়। ৭। ৩

হে ঋষে! আপনি যে ইতিপূর্ব্বে বলিয়াছেন; ভগবান নিজ মায়া দ্বারা এই বিশ্ব ও গুণময় আত্মা অর্থাৎ জীব সৃষ্টি করেন; তদ্দ্বারাই পালন করেন এবং অন্তে সেই মায়ার দ্বারাই আপনাতে লয় করেন। ইহা কিরূপে সম্ভব হইতে পারে? ৩য়। ৭। ৪

হে প্রভো! যে আত্মা একদেশী নহেন, কালবাচক উদয় মাত্র নহেন; অবস্থারূপী স্থির নহেন; আপনাতে আপনি প্রকাশরূপী মিথ্যা নহেন; নানারূপে খণ্ড নহেন; এবং যাঁহার সহিত বিজ্ঞান নিত্য আবির্ভূত, তাঁহাতে অজ্ঞানরূপী অবিদ্যা মায়া কিরূপে যুক্ত হইল? ৩য়। ৭। ৫

হে মুনে! আপনি বলিয়াছেন যে, সেই ভগবান অদ্বিতীয় হইয়া সর্ব্বক্ষেত্রে অবস্থান করিতেছেন। তবে তাঁহার অংশস্বরূপ জীবের দুর্ভাগ্য ও কর্ম্মজনিত ক্লেশ কোথা হইতে সংঘটিত হইয়া থাকে? ৩য়। ৭। ৬

হে বিভো! হে বিদ্বান্! অজ্ঞান সঙ্কটে পতিত হইয়া আমার মন এই সকল সন্দেহে ক্ষুব্ধ হইতেছে, অতএব আপনি আমার মনোগত পূর্ব্বোক্ত মহামোহরূপী সন্দেহাদি ত্বরায় অপনোদন করুন। ৩য়। ৭। ৭

বিদুরের প্রশ্নাবসান পর্য্যন্ত বর্ণনা করিয়া শ্রীশুক রাজা পরীক্ষিৎকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন :—হে মহারাজ! তত্ত্বজিজ্ঞাসু বিদুরের পূর্ব্বোক্ত প্রশ্নাবলী শ্রবণ করিয়া মহামুনি মৈত্রেয়, ভগবানের প্রতি চিত্তস্থির করিয়া, বিস্ময়শূন্য হইয়া, সাশ্চর্য্যে এই সকল বলিলেন। ৩য়। ৭। ৮

মহাত্মা বিদুরকে সম্বোধন করিয়া শ্রীমৈত্রেয় কহিলেন :—হে বিদুর! যে শক্তি দ্বারা ঈশ্বর বিমুক্ত থাকিয়াও আবির্ভাব তিরোভাবাদি ও ত্রিগুণ মধ্যগত হইয়া আবদ্ধ হইয়া থাকেন, ভগবানের সেই মায়াকে তর্কবুদ্ধির দ্বারা উপলব্ধি করা যায় না। ৩য়। ৭। ৯

ব্যাখ্যা। বিমুক্ত বলিতে বিশেষরূপে মুক্ত। মুক্ত বলিতে কর্ত্তৃত্বভোক্তৃত্বাদি অহঙ্কাররূপী আজ্ঞানাবরণ দ্বারা অনবরুদ্ধ। মুক্ত বলিলেই যথেষ্ট শুদ্ধভাব প্রকাশ পাইয়া থাকে। তবে বিমুক্ত বলিবার তাৎপর্য্য কি? মুক্ত বলিতে :—একবার অহংকারাত্মক ও অভিমানাত্মক অজ্ঞানে যে আবদ্ধ হয়, তাহার পরিশুদ্ধাবস্থায় তাহাকে মুক্ত কহা যায়। কিন্তু ঈশ্বর আদি হইতে অন্ত পর্য্যন্ত কোন সময়েও অজ্ঞান দ্বারা আকৃষ্ট নহেন বলিয়া তাঁহাকে

বিমুক্ত বলা হইল। আবির্ভাব ও তিরোভাব বলিতে জগৎ ও জীবরূপী হওন ও আপন স্বরূপে লীন হওন। প্রবৃত্তি না থাকিলে কেহ কখন সক্রিয় হইতে পারে না। এমন যিনি পূর্ণ এবং সৎস্বরূপ তঁহাকেও যে শক্তি দ্বারা জগৎ ও জীবরূপে পরিণত ও অন্তে স্বরূপে লীন হইতে হইতেছে, তাঁহাকেই মায়া কহে।

হে বিদুর, সেই ঈশ্বরই মায়া নাম্নি নিজ স্বভাবশক্তি সংযোগে ত্রিগুণ মধ্যগত হইয়া আবদ্ধ হইয়া থাকেন। এই আবদ্ধাবস্থাকে জীবভাব কহে। ঈশ্বর নিজ স্বভাব মধ্যে সর্ব্বাংশে বিমুক্ত, কিন্তু কখন জগৎ ও জীবরূপে আবির্ভূত, কখন কারণরূপে তিরোভূত থাকেন। ইহা নিত্য, ইহাতে তর্ক নাই।

হে বিদুর! স্বপ্নদ্রষ্টা যেমন স্বপ্নে আপনার কাল্পনিক শিরশ্ছেদনাদিকে সত্য বলিয়া অনুভব করে, তদ্রূপ ঈশ্বরাংশ স্বরূপ জীবের মায়াসংযোগ মাত্রেই আত্মবিপর্য্যয় ঘটিয়া থাকে। ৩য়। ৭। ১০

ব্যাখ্যা। যেমন জাগ্রত অবস্থা হইতে বিচ্যুত হইলে স্বপ্নদ্রষ্টা জীব স্বপ্নকে সত্য বলিয়া অনুভব করিয়া কিছুকাল স্বপ্নাধীন থাকে। তদ্রূপ মায়ার দ্বারা ঈশ্বরাংশ কর্ত্তৃত্বাদি উপাধি মাত্র প্রাপ্ত হইয়া জীবভাব প্রাপ্ত হয়েন। তাহাতে জীবকে উপাধিবিশিষ্ট অধীন কেন দেখায়? তাহা পরে বলা হইতেছে।

হে বিদুর! যেমন জলমধ্যগত চন্দ্রবিম্বকে জলের কম্পনাদি গুণবশে দ্রষ্টা সকম্পিত দেখেন; আত্মাতে অনাত্ম গুণসকল না থাকিলেও মায়ার উপাধিবশে তদ্রূপ লক্ষিত হইয়া থাকে। ৩য়। ৭। ১১

ব্যাখ্যা। জীবকে তর্কের দ্বারা পরীক্ষা করিলে কেন ঈশ্বরবৎ শুদ্ধ বলিয়া অনুভব হয় না, তাহা মৈত্রেয় এই স্থানে বুঝাইতেছেন। যেমন জলের কম্পিত গুণমধ্যগত চন্দ্রবিম্ব পতিত থাকিলে তীরস্থিত দ্রষ্টা বিম্বকে কম্পিত দেখে, কিন্তু আকাশের চন্দ্রকে কম্পিত দেখে না, তদ্রূপ তর্কবুদ্ধিতে বাহ্যবিষয় গৃহীত ও পরীক্ষিত হয় বলিয়া, আত্মার মায়াগত উপাধিকে ভেদ করিতে না পারিয়া জীবকে কর্ত্তৃত্ব ও ভোক্তৃত্বাদি গুণময় বলিয়া স্বীকার করিতে হয় এবং জীবের সত্তা ঈশ্বরকে উপাধিশূন্য চন্দ্রবৎ পরিশুদ্ধ বলিয়া বোধ হয়। কিন্তু বস্তুতঃ কম্পনাদি গুণ জলের, চন্দ্রের নহে। ইহাতে যেমন চন্দ্রাতীত জল ও তৎকম্পনের অস্তিত্ব স্থির হইল, তদ্রূপ জীবকে কর্ম্মী দেখাইতে দ্বিতীয় স্বভাবের অস্তিত্ব প্রমাণ হয়। সেই স্বভাবই মায়ারূপে আছে প্রমাণ হইয়া থাকে।

হে বিদুর! জীব যদি বাসুদেবের অনুকম্পা ইচ্ছা করিয়া, নিবৃত্তি সাহায্যে ভগবানে ভক্তিযোগাশ্রয় করে, তাহা হইলে অতি ত্বরায় তাঁহার ঐ অনাত্মধর্ম্ম তিরোহিত হইয়া থাকে। ৩য়। ৭। ১২

ব্যাখ্যা। তত্ত্বকথা শ্রবণ, তত্ত্ববিষয় মনন; তত্ত্বের কারণ স্বরূপ ঈশ্বরের নাম কীর্ত্তন ও অহংকারাদি ত্যাগ পূর্ব্বক পবিত্রনিবৃত্তভাবধারণ করাকে ভক্তিযোগ কহে। ঐ ভাবে

মনকে নিরত করিলে মন মায়াধর্ম্ম হইতে অতীত হইয়া ঈশ্বরধর্ম্ম প্রাপ্ত হয়। আত্মদর্শন ও আত্মজ্ঞান বোধ এবং নির্মুক্ত ভাবই ঈশ্বরধর্ম্ম হইতেছে। ঐ ঈশ্বরধর্ম্মকেই ভগবানের কৃপা বা অনুকম্পা কহে। অর্থাৎ ঈশ্বরে জীবত্বকে লীন করিলে, জীব তাহাতে লীন হইয়া মায়াধর্ম্ম হইতে অতীত হইতে পারে।

হে অজ যখন সেই শ্রেষ্ঠ, আত্মা ও দ্রষ্টা স্বরূপ হরিতে জীবের ইন্দ্রিয়সমূহ উপরমিত হইবে, তখনি সুপ্তাবস্থার ন্যায় ক্লেশসমূহ বিলয় প্রাপ্ত হইয়া যাইবে। ৩য়। ৭। ১৩

ব্যাখ্যা। মনেন্দ্রিয়াদির জীবভাবে নিবৃত হওনকে নিদ্রা কহে। ঐ অবস্থায় যেমন জীবের জাগরণ বোধ হয় না; তদ্রূপ মনেন্দ্রিয়াদিকে যদি হরিতে লীন করা যায়, তাহা হইলে জীবের সংসার বিস্মরণে স্বরূপলাভ হইয়া থাকে। বিষয় বোধ হয় না, কারণ শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস, গন্ধ ও বিকার এই সকল কার্য্যে জীব সংসারী ও মায়াযুক্ত। ঐ সকল হইতে যদি ইন্দ্রিয়কে ঈশ্বরের আশ্রয়ে রাখা যায়, তাহাহইলে অবশ্যই জীব আত্মরূপে অবস্থিতি করিতে পারে। নিদ্রা অর্থাৎ জীবাত্মাতে শক্তিগুলির উপরমে যখন এত আনন্দ হয়, তখন পরমাত্মায় লীন হইলে চিরশান্তি নিশ্চয়ই লাভ হইয়া থাকে।

হে কৌরব! ভগবান মুরারির কেবল মাত্র গুণানুবাদ শ্রবণ করিলে যখন অশেষ ক্লেশাদি শমতা প্রাপ্ত হইয়া থাকে। তখন সেই ভগবানের শ্রীচরণপদ্মের সৌরভ সেবাসূচক রতি মনে লাভ করিলে কি না লাভ হইল। ৩য়। ৭। ১৪

ব্যাখ্যা। "কেবল মাত্র গুণানুবাদ" বলিতে শ্রবণ, মনন কীর্ত্তনাদি সূচক ভক্তিতত্ত্ব বুঝিতে হইবে। "অশেষ ক্লেশ" বলিতে জন্মান্তর জাত ও বর্ত্তমান জন্মের কর্ম্মজনিত পাপাদি। ভক্তির মহিমা বলিতে মৈত্রেয় বলিলেনঃ—হে বিদুর! সেই হরির বা মুরারির নাম মাত্র স্মরণ, লীলাকথা বর্ণন ও কীর্ত্তনাদি করিলে ও ভক্তিযোগে বাসনা শুদ্ধ হইলে, জন্মজন্মান্তরের পাপ শমতা প্রাপ্ত হয়। পরে মনে চরণসৌরভ গ্রহণার্থ রতি বলিতে ধ্যানাদি যোগাঙ্গ বুঝিতে হইবে অর্থাৎ ভক্তিসাধনে ক্রমে ধ্যানাদিতে অনুরত হইতে পারিলেই ঈশ্বরে ইন্দ্রিয়াদির একান্ত উপরতি ঘটে ও আনন্দ লাভ হয়।

হে বিভো! এই সূক্তরূপী আপনার প্রমাণ অসিদ্বারা আমার সংশয় ছেদিত হইয়াছে। জীব ও ঈশ্বরের প্রতি এক্ষণে আমার মন সহজে ধাবিত হইতেছে। ৩য়। ৭। ১৫

ব্যাখ্যা। ইতিপূর্ব্বে বিদুর বলিয়াছিলেন যে, জীবেশ্বর যে এক, ইহার প্রতি তাঁহার সন্দেহ আছে। মায়াদ্বারাই উভয়ে সক্রিয় হইতেছেন। মৈত্রেয় মুখে তাহার বিশেষ বিবরণ শ্রবণ করিয়া আনন্দিত হইলেন এবং তাঁহার পূর্ব্বসন্দেহ নাশ হওয়াতে, তিনি পূর্ব্বোক্ত শ্লোক কহিলেন। উপপত্তিসূচক বা প্রমাণজনক বেদবাক্যকে সূক্ত কহে। বিদুর বলিলেন যেঃ—হে বিভো! ঈশ্বর ও জীবে অভেদ এবং জীব মায়াতে আবদ্ধ ও ঈশ্বর মুক্ত এ বিষয় যে সন্দেহ ছিল, তাহা আপনার প্রমাণজনক ও উপপত্তিসূচক বাক্যরূপী অসির দ্বারা সংছিন্ন হইল। বিদুর এই অদ্বৈতভাব বুঝিয়া কি যুক্তি সংগ্রহ করিলেন তাহা পরে বলা হইতেছে।

হে বিদ্বান্! আপনি যাহা আমাকে বুঝাইলেন তাহা অতীব সাধু হইতেছে। আমি এক্ষণে বুঝিয়াছি যে সেই শ্রীহরির জীবাচ্ছাদনী মায়া দ্বারাই, অবস্তুভূত ও মূলশূন্য ঘটনাদিকে বিশ্বের কারণ বা মূল বলিয়া বোধ হইতেছে। ৩য়। ৭। ১৬

হে মুনে! ইহ জগতে একেবারে যাহারা মূঢ়তম, তাহারা এক প্রকার আনন্দিত এবং যাহাদের বুদ্ধি একেবারে প্রকৃতিভেদ করিয়া ঈশ্বরে প্রতিবিম্বিত হইয়াছে, তাহারাই সর্ব্বতোভাবে আনন্দিত বলিতে হইবে। কিন্তু ঐ উভয় অবস্থার মধ্যবর্ত্তী যাহারা থাকে, তাহাদেরই সংশয়াদি নানাক্লেশ উপস্থিত হইয়া থাকে। ৩য়। ৭। ১৭

হে মুনে! অদ্য হইতে আপনার শ্রীচরণ সেবনের ফলে আমার এমন জ্ঞান জন্মাইয়াছে যে—তাহাদ্বারা অনাত্মধর্ম্মসমূহকে (জন্মমৃত্যু ও ভোক্তৃত্বাদিকে) অর্থশূন্য (সত্ত্বা বা নিত্যত্ববিহীন) বলিয়া প্রতীতি করিতে পারিয়াছি, এবং ভবিষ্যতে অপহার করিতেও সক্ষম হইব। ৩য়। ৭ম। ১৮

যাঁহারা বৈকুণ্ঠপথে বিহার করিতেছেন তাঁহারাও যাঁহাকে নিত্যস্বরূপ দেবদেব জনার্দ্দন বলিয়া গান করেন, যাঁহার পাদপদ্ম সেবায় সংসারযাতনা নিবারিত হয়; অথণ্ড তপস্যায় (ভক্তিবিহীনে) যাঁহাকে প্রাপ্ত হইবার উপায় নাই! ! হে ঋষে! সেই—কূটস্থ মধুদ্বিট্ ভগবানের প্রতি, ভবদীয় সেবনফলে অতি ত্বরায় আমার আত্যন্তিক প্রেমোৎসব উপস্থিত হইয়াছে। ৩য়। ৭। ১৯। ২০

বিদুর কিভাবে তত্ত্ববোধ করিলেন তাহা পরে বলিতেছেন :—হে বিভো! তিনি এই ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টির অগ্রে মহদাদি ভাবে নানা রূপে বিকারিত হইলেন। পরে বিকার সমষ্টি লইয়া নিজ বিরাট্ভাব সৃজন করিয়া তিনিই তন্মধ্যে প্রবিষ্ট হইলেন। ৩য়। ৭। ২১

ব্যাখ্যা। বিদুর বলিলেন হে ঋষে! এক অদ্বিতীয় অর্থাৎ অপর সমকক্ষহীন ঈশ্বর হইতে যে এই সৃষ্টি প্রকাশ হইয়াছে তাহা এইরূপে বুঝিয়াছি—অর্থাৎ প্রথমে ঈশ্বর আপন ইচ্ছায় মহত্তত্ত্বাদি চতুর্ব্বিংশতি তত্ত্বে পরিণত হইলেন। পরে সেই তত্ত্ব সকলকে বস্তুপর করিবার জন্য—আপনি শক্তিসংযোগে ইন্দ্রিয়রূপে পরিণত হইলেন, পরে নিত্য শক্তিকে শক্তিরূপে ইন্দ্রিয় ও তত্ত্বাদিতে সংযোগ করিয়া, আপনার জগৎ ও জীবলীলাত্মক বিরাট্ভাব প্রস্তুত করিয়া, তন্মধ্যে আত্মারূপে প্রবিষ্ট হইয়া, ব্রহ্মাণ্ডকে সজীব করিলেন, অর্থাৎ বিরাট্পুরুষ হইলেন। পরে ঈশ্বর কি হইলেন তাহা বিদুর বলিতেছেন।

হে মুনে! সেই বিরাট্ ভাবাপন্ন ঈশ্বরকে :—আদিপুরুষ, সহস্রপদ, সহস্রচক্ষু ও সহস্র শিরোবান্ (অনন্ত) বলিয়া সকলে আখ্যান করেন। তাঁহাতেই এই ত্রিভুবন ও জীবাদি বিকশিত রহিয়াছে। ৩য়। ৭। ২২

হে মুনে! তিনি দশবিধ প্রাণরূপে, দশ ইন্দ্রিয় ও ইন্দ্রিয়াদির গ্রাহ্য অর্থরূপে এবং ইন্দ্রিয়শক্তিরূপে এবং আবরণত্রয়রূপে যুক্ত হইয়া (এই বিশ্বলীলা করিতেছেন।) এই সকল কথা আপনি আমাকে পূর্ব্বে বলিয়াছেন। কিন্তু এক্ষণে আমি ভগবানের বিভূতিগুলি শ্রবণ করিতে ইচ্ছা করিতেছি তাহা আমাকে বলুন। ৩য়। ৭। ২৩

হে মুনে! এই যে প্রজাসমূহ, বিচিত্র আকৃতিময় হইয়া ভূমণ্ডলে ব্যাপ্ত রহিয়াছে ইহারা প্রথমে কিরূপে, কোন গোত্র হইতে জন্মলাভ করিয়া, পুত্রপৌত্রাদি ক্রমে ইহ-জগতে প্রকাশ হইল? ৩য়। ৭। ২৪

হে বিজ্ঞ! সেই প্রজাপতির পতি ভগবান, প্রথমে কোন কোন প্রজাপতিগণকে সৃষ্টি করিয়াছিলেন? কতপ্রকার সর্গ ও অনুসর্গ প্রকাশ করিয়াছিলেন। কত কত মনু ও মন্বন্তরাধিপগণকে প্রকাশ করিয়াছিলেন, তাহা আমাকে বলুন। ৩য়। ৭। ২৫

হে মিত্রাত্মজ ঋষে! ঐ মন্বন্তরাধিপগণের বংশানুবংশ ক্রমে সকলের চরিত্র বর্ণনা করুন এবং এই ভূমির উপরে ও অধোদেশে যে সমস্ত লোক আছে; তাহারা কিরূপে আছে, তাহার পরিচয় আমাকে প্রদান করুন। বিশেষতঃ এই ভূলোকের পরিমাণ—রাজ্যাদির সহিত প্রমাণ করিয়া আমাকে কৃতার্থ করুন। ৩য়। ৭। ২৬

হে মুনে! সৃষ্টির কৌশল সমস্ত বিস্তার করিয়া বলুন। তির্য্যক্‌জাতি, মনুষ্যজাতি, দেবজাতি, সরীসৃপজাতি এবং পক্ষীজাতি। প্রভৃতি প্রাণীজাতি সমূহের বিশেষ বিবরণ আমাকে বলুন। বিশেষতঃ জরায়ুজ, স্বেদজ, অণ্ডজ ও উদ্ভিজ এই চারি শ্রেণীর জন্মবিষয় আমাকে বলুন। ৩য়। ৭। ২৭

হে ঋষে! সেই গুণাবতার স্বরূপ শ্রীনিবাসের উদারবিক্রমরূপী এই বিশ্বের সৃষ্টি স্থিতি ও প্রলয়ান্ত আশ্রয় স্থান অবশ্যই নিশ্চিত আছে; সেই আশ্রয়টী কিরূপ তাহা আমাকে বলুন। ৩য়। ৭। ২৮

ব্যাখ্যা। শ্রীই যাঁহার বাসগৃহ তাঁহাকে শ্রীনিবাস কহে। শ্রী বলিতে জগতস্থ ও মায়া-গত সূক্ষ্মতত্ত্বাবলী। সেই তত্ত্বাবলীই যাঁহাকে আশ্রয় করিয়া সমস্ত বৈভব প্রকাশ করি-তেছে; সেই পরমাত্মাকে শ্রীনিবাস কহে। গুণাবতার বলিতে জীব ও ঈশ্বররূপী হওন এবং গুণগত অবতাররূপী অবস্থা। এই উভয়াত্মক অবস্থার মধ্যে গুণগত হইলেই কর্তৃত্বাদি মায়াগুণ মধ্যগত হইয়া সেই হরি কখন ঈশ্বর, কখন জীবাত্মা হয়েন। অবতার রূপী বলিতে মায়ার আকর্ষণে—আবির্ভাব ও তিরোভাব লীলাময় পরমাত্মা। যে বিক্রমের কার্পণ্য বা হ্রাস কখন দেখা যায় না, তাহাই উদারবিক্রম।

হে মুনে! মনুষ্যগণ যে সকল বর্ণে ও আশ্রমে বিভাজিত হইয়া যে প্রকার আকার,—আচার ও স্বভাবে মণ্ডিত হইয়াছে, তাহা বলুন। বিশেষতঃ ঋষিগণের অদৃষ্টফল ও জন্মাদির বিষয় এবং বেদাদির বিভাগ কিরূপে ঘটিয়াছে তাহাও বলুন। ৩য়। ৭। ২৯

হে মুনে! নানাবিধ যজ্ঞের যেরূপে বিস্তার হইয়াছে, তাহা আমাকে বলুন। যোগ অবলম্বন করিতে হইলে যে উপায়ে জীবনকে অতিবাহিত করিতে হয়, তাহা আমাকে বলুন। নিষ্কামী হইবার জন্য যে একমাত্র সাংখ্যরূপী উপায় আছে, তাহা আমাকে বলুন; বিশেষতঃ ভগবান আপনিই যে সমুদায় তন্ত্রাদি প্রকাশ করিয়াছেন তাহাও অনুগ্রহ করিয়া বলুন। ৩য়। ৭। ৩০

হে মুনে! পাষণ্ডগণের আবিষ্কৃত বৈষম্যপথ কিরূপ, তাঁহা আমাকে বলুন। চতুর্ব্বর্ণ ব্যতীত জীবের মধ্যে প্রতিলোম শ্রেণী দেখিতেছি; তাহারাই বা কোন্ অবস্থায় অবস্থান করে—তাহা আমাকে বলুন? বিশেষতঃ প্রত্যেক জীবের যে বিভিন্ন গতি সমূহ দেখিতে পাইতেছি, উহারা কি? এবং মানবে গুণ ও কর্ম্মানুসারে যে সমস্ত গতি প্রাপ্ত হয়; তাহাই বা কি? অনুগ্রহ করিয়া আমাকে বলুন। ৩য়। ৭। ৩১।

হে মুনে! ইহ জগতে ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ প্রভৃতির অবিরোধী নিমিত্তসমূহ আমাকে বর্ণনা করুন। জীবের বিভিন্নবৃত্তিই বা কিরূপ এবং যে উপায়দ্বারা কুমার্গ-গামী জীবকে দণ্ড এবং সুমার্গী জীবগণকে উৎসাহ দেওয়া যায়, সেই দণ্ডনীতিই বা কিরূপে প্রযুক্ত হয় তাহা বলুন। বিশেষতঃ শ্রুতির বিধি ভিন্ন ভিন্ন কেন দেখিতে পাই, তাহাও আমাকে অনুগ্রহ করিয়া বলুন। ৩য়। ৭। ৩২।

হে মুনে! হে ব্রহ্মন্! শ্রাদ্ধবিধি কাহাকে বলে? পিতৃগণের সৃষ্টিই বা কিরূপ? গ্রহনক্ষত্র তারাগণ কালচক্রে কিরূপে বর্ত্তমান আছে, তাহাও অনুগ্রহ করিয়া আমাকে বলুন। ৩য়। ৭। ৩৩।

হে গুরো! দানাদি কর্ম্মাঙ্গে কি ফল হয়? তপস্যাদি উপাসনাঙ্গের আচরণেই বা কি ফল হয়? ইষ্টাদি সাধনেই বা কি ফল লাভ হয়, তাহা আমাকে বলুন! যাঁহারা প্রবাসী তাঁহারাই কোন্ ধর্ম্ম আশ্রয় করিবেন? পুরুষেরা বিপদে পতিত হইলেই বা কি উপায়ে নিজ ধর্ম্ম রক্ষা করিবে? তাহা আমাকে বলুন। ৩য়। ৭। ৩৪।

হে নিষ্পাপ পুরুষ! ধর্ম্মযোনী ভগবান জনার্দ্দনকে যে সকল উপায়ে বা ধর্ম্মশাস্ত্র দ্বারা জীবগণে সন্তুষ্ট করিতে পারে, তাহা বলুন; এবং যে সকল ধর্ম্মাবস্থার উপায়ে ভগবান সুপ্রসন্ন হইয়া আছেন, সেই সকল ধর্ম্মপথও কীর্ত্তন করুন। ৩য়। ৭। ৩৫।

হে দ্বিজোত্তম্! দীনবৎসল গুরুগণে, অনুব্রত পুত্র ও শিষ্যগণকে অবশ্যই উপদেশ দিতে বাধ্য আছেন। অতএব হে গুরো! আমি পূর্ব্ব প্রশ্নসমূহে যে সকল হিতকর বিষয় জিজ্ঞাসা করি নাই, তাহাও অনুগ্রহ পূর্ব্বক বলুন। ৩য়। ৭। ৩৬।

হে ভগবন্! আপনি মহত্তত্বাদি হইতে যে চতুর্ব্বিংশতি তত্ত্বের কথা কহিলেন; উহাদের প্রলয় বা পরিণাম কত প্রকার, তাহা আমাকে বলুন। বিশেষতঃ হে ঋষে! ভগবান যখন প্রলয়ান্তে শয়ন করেন, তখন কাহারাই বা তাঁহার সেবা করণার্থ পার্ষদরূপে বর্ত্তমান থাকে। ৩য়। ৭। ৩৭

হে মুনে! পুরুষভাবাপন্ন ঈশ্বরের সংস্থান কিরূপ, তাহা আমাকে বলুন। বিশেষতঃ পরমাত্মভাবাপন্ন ঈশ্বরের স্বরূপ কি? তাহাও আমাকে বলুন। যে উপায়ে এতদুভয়ের নিগমগত জ্ঞান জন্মে এবং যাহা এক মাত্র গুরুর নিকটে শিষ্যের প্রয়োজন স্বরূপ, তাহা আমাকে বলুন। ৩য়। ৭। ৩৮।

হে পাপহীনপুরুষ! পূর্ব্বসূরিগণ সেই জ্ঞান সাধনার্থ যে সকল নিয়ম বা উপায় প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা আমাকে বলুন? কারণ উপদেশ ব্যতীত জ্ঞান, ভক্তি, বৈরাগ্যাদি জীবের কিরূপে লাভ হইতে পারে। ৩য়। ৭। ৩৯

হে মৈত্রেয়! শ্রীহরির অদ্ভুত কর্ম্মসমূহ জানিবার--অভিলাষেই, আমি এই সমস্ত

প্রশ্ন আপনাকে জিজ্ঞাসা করিলাম। অতএব আপনি মিত্ররূপে আমার জ্ঞানদৃষ্টি বিহীন চক্ষের অন্ধত্ব, উত্তর দানে মোচন করুন। ৩য়। ৭। ৪০

হে অনঘ! গুরু বিনা, সমুদায় বেদ, সমুদায় যজ্ঞ, সমুদায় কর্ম্ম, সমুদায় তপস্যা ও সমুদায় দানাদির কি সাধ্য যে জীবের পক্ষে কণামাত্র অভয়দানে সমর্থ হইতে পারে। ৩য়। ৭। ৪১

শ্রীশুক এতদ্বর্ণনানন্তর রাজাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন:—হে মহারাজ! সেই কুরুপ্রধান বিদুর কর্ত্তৃক এইরূপে জিজ্ঞাসিত হইয়া, পুরাণকল্প মুনিপ্রধান মৈত্রেয়, তাঁহাকে ভগবৎ কথার জিজ্ঞাসু বুঝিয়া, আনন্দসহকারে প্রসন্নভাবে বক্ষ্যমাণ কথাসমূহ বলিতে আরম্ভ করিলেন। ৩য়। ৭। ৪২

ইতি শ্রীভাগবতে তৃতীয়স্কন্ধে সপ্তমাধ্যায়ে উপেন্দ্রকৃতানুবাদ সমাপ্ত।

ব্যাখ্যা। কুরু শব্দটী এস্থলে দুই অর্থে ব্যবহার হইতে পারে। কুরু বলিতে কুরু-বংশীয় ও ধার্ম্মিক। পুরাণকল্প বলিতে—পুরাণ বিষয় যিনি কল্পক বা ব্যাখ্যাকারক অর্থাৎ পুরাণার্থজ্ঞানী হইয়া যিনি পুরাণ সদৃশ হইয়াছেন। বিদুর কর্ত্তৃক হরিবিষয়ক তত্ত্বকথাময় প্রশ্নশ্রবণে শ্রীমৈত্রেয় আনন্দিত হইয়া প্রসন্নভাবে একে একে উত্তর দিতে আরম্ভ করিলেন। অর্থাৎ বিশুদ্ধ জ্ঞানের সমীপে শুদ্ধবুদ্ধি ব্রহ্মতত্ত্ব বুঝিতে আরম্ভ করিলেন।

ইতি শ্রীভাগবতে তৃতীয়স্কন্ধে সপ্তমাধ্যায়ে উপেন্দ্রকৃতাধ্যাত্ম ব্যাখ্যা সমাপ্ত।

অথ অষ্টম অধ্যায়।

শ্রীশুক কহিলেন, হে মহারাজ! মৈত্রেয়দেব বিদুরকে কি বলিলেন, এক্ষণে তাহা শ্রবণ করুন। শ্রীমৈত্রেয় মহামতি বিদুরকে সাদরে সম্ভাষণ করিয়া কহিতে লাগিলেন:—

স্বয়ং লোকপাল ধর্ম্মরূপে তুমি ভুগ্ণবৎপ্রধান হইয়া যে বংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছ, সেই কুরুবংশই সাধুগণের সেবার উপযুক্ত!! আহা, বিদুর, তুমি যে সকল প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিয়াছ—ইহাতে যেন সেই অজিতের কীর্ত্তিমালা প্রতিক্ষণেই নূতনরূপ ধারণ করিতেছে। ৩য়। ৮। ১

হে বিদুর! যে মানবগণ সামান্য সুখের অনুসারী হইয়া ভীষণ দুঃখভোগ করিয়া থাকে। আমি তাহাদের দুঃখবিরামার্থে এবং তোমার প্রশ্নের উত্তরার্থে যে পুরাণ বলিব,

তাহা স্বয়ং ভগবান হরি সনকাদি ঋষিগণের সাক্ষাতে বলিয়াছিলেন। সেই ভাগবত পুরাণ বর্ণনা করিতে আরম্ভ করিলাম। ৩য়। ৮। ২

হে বিদুর! সৃষ্টির আদিতে যখন ভগবান হরি সংকর্ষণরূপে পাতালতলে আসীন ছিলেন, সেই সময়ে পরাৎপর শ্রীহরির তত্ত্ব জানিবার জন্য সনৎকুমারাদি চারিটী মুনি, সেই অপ্রতিহত জ্ঞানময় সংকর্ষণদেবকে প্রশ্ন করিয়াছিলেন। ৩য়। ৮। ৩।

ব্যাখ্যা। ইতিপূর্ব্বে সনকাদির পরিচয় দেওয়া হইয়াছে। জ্ঞান বৈরাগ্য বিবেক বিজ্ঞান ইহারা নিষ্কাম ও সূক্ষ্ম অবস্থায় থাকিলে পুরাণে সনকাদি নামে কল্পিত। সকাম অবস্থায় থাকিলে যুধিষ্ঠিরাদিরূপে কল্পিত হয়। সমস্ত সৃষ্টি ও শক্তিকে প্রলয়ে নিজে আকর্ষণ করেন বলিয়া ঈশ্বর প্রলয়াবস্থায় সঙ্কর্ষণ। জ্ঞানাদি হইতেই জীবে প্রতি কল্পান্তে নিষ্কাম ও সকাম প্রবৃত্তিপ্রাপ্ত হয় বলিয়াই প্রতিকল্পের প্রলয়ে ভগবান প্রথমে সনকাদিকে নিজের তত্ত্ব প্রকাশ করেন বুঝিতে হইবে।

হে বিদুর! যিনি আপনিই আপনার আশ্রয়ে রহিয়াছেন, যাঁহাকে যোগিগণ বাসুদেব বলিয়া আত্মার উন্নতির জন্য পূজা করিয়া থাকেন; সেই ভগবান সমাগত সনকাদির প্রতি দয়া করিয়া, আপনার নিমিলিত নয়নকমল-কোষকে ঈষৎ উন্মিলন করিয়া চাহিলেন। ৩য়। ৮। ৪।

ব্যাখ্যা। সেই প্রলয়াবস্থায় সৃষ্টির প্রাক্ আরম্ভ হইলে আদিভাগে চৈতন্যের ক্রিয়া প্রকাশ হইয়া থাকে। জ্ঞানাদিই চৈতন্যের প্রথম ক্রিয়া এবং স্বভাবের অধিষ্ঠাতা বুঝিতে হইবে। ঐ অধিষ্ঠাতাগণ স্বভাবকে প্রকাশ করিবার জন্য স্বতঃ ঈশ্বর হইতে তন্মহিমা সেই প্রাক্কালে প্রাপ্ত হইতে লাগিলেন। এই সময় হইতে সামান্য সৃষ্টির উপক্রমণ হইতেছে বলিয়া ঈশ্বরকে ঈষদুন্মিলিতচক্ষু বলিয়া ব্যাস বর্ণনা করিলেন।

হে বিদুর! ভগবান যে আধারে পাদপদ্ম রাখিয়াছিলেন, সেই পদ্মরূপী উপাধানে সনকাদি ঋষিগণ গঙ্গাজলসিক্ত নিজ নিজ জটাকলাপ স্পর্শ করাইলেন। আহা! সেই পদ্মের মহিমার কথা কি বলিব; নাগরাজকুমারীগণ সপ্রেমাননে হরিকে আপনাপন পতিরূপে কামনা করিয়া কেবল সেই পদ্মের পূজা করিতেছেন। ৩য়। ৮। ৫।

ব্যাখ্যা। ঈশ্বরের ব্যাপ্তিকে পদ বলে; এবং প্রলয়ে কেবল ঈশ্বরের আপনাধারকে পদ্ম বলিয়া কল্পিত করা হইয়াছে বুঝিতে হইবে। সেই ব্যাপ্তি বা পদভাবের মাহাত্ম্য কি? না—নাগরাজ কন্যা সমূহ আপন আপন পতিরূপে হরিকে কামনা করিয়া পরম প্রেমাননে সেই পাদ ও পদ্মের পূজা করিতেছে। নাগরাজ বলিতে কালপুরুষ অর্থাৎ যে সৎভাব, শক্তারূপে সকল শক্তি অর্থাৎ চৈতন্যপ্রবাহ হইতে সমাগত, সূক্ষ্মতত্ত্ব প্রকাশিকা সকল শক্তির আশ্রয় হইয়া অনাদি কাল হইতে বর্ত্তমান আছেন—তাঁহাকেই পুরাণে

নাগরাজ কহে, এবং বিজ্ঞানে কাল বা পুংস্কণী সংস্কভাব কহে। উহাই সকল ক্রিয়ার আধার অর্থাৎ সর্ব্বধারক। এই জন্ত ব্রহ্মাণ্ডের মূলদেশে অর্থাৎ যে স্থানে চৈতন্তের তিরোভূত ও আবির্ভূত অবস্থার প্রকাশ হয় তথায় থাকেন। এই অবস্থায় কালপুরুষে লীন শক্তিগুলি ঈশ্বরকে আশ্রয় করিয়া থাকে। ইহাই নাগকন্তাগণের পদসেবা হইতেছে।

হে বিদুর! যে নাগের সহস্রফণার উপরে সহস্র সহস্র উত্তম উত্তম মণি (তত্ত্বসমূহ) প্রদ্যোতিত হইতেছিল। ভগবান সেই—সহস্রমণিময় ফণাকে কিরীট স্বরূপে ধারণ করিয়াছিলেন। তত্তজ্ঞ সনকাদি ঋষিগণ এবংভূত অবস্থাপন্ন ঈশ্বরকে দেখিয়া ভগবানের কৃত লীলাসমূহ তাঁহারই সমীপে পরমানন্দ ও প্রেমযুক্ত পদাবলীতে গান করিতে করিতে তাঁহারই তত্ত্ব তাঁহাকেই প্রকাশ করিতে বলিলেন। ৩য়। ৮। ৬।

হে বিদুর! ভগবান সনৎকুমারাদির দ্বারা জিজ্ঞাসিত হইয়া, তাঁহাদের নিকটে আত্মতত্ত্ব প্রকাশ করিয়াছিলেন। সনৎকুমারগণ আবার ধৃতব্রত সাংখ্যায়ন ঋষিকে সেই বিদ্যা প্রকাশ করেন। সেই পরমহংসশ্রেষ্ঠ ও বিদ্বান্ সাংখ্যায়ন ঋষি সেই ভগবদ্বিভূতিকে তাঁহার অনুগত শিষ্য এবং আমার গুরু পরাশরকে প্রকাশ করেন। অনন্তর বৃহস্পতির অনুমতিতে ও মহর্ষি পুলস্ত্যের বরপ্রভাবে সেই দয়ালু পরাশর মুনি, এই আদি পুরাণ আমাকে বলিয়াছিলেন। হে বৎস বিদুর! তোমাকে ধর্ম্মব্রতী, অনুগত ও শ্রদ্ধালু জানিয়া আমি তোমাকে সেই আদিপুরাণ বলিব, শ্রবণ কর। ৩য়। ৮। ৭। ৮। ৯।

ব্যাখ্যা। জ্ঞানরূপী সনৎকুমারগণ প্রথমে ভগবত্তত্ত্বরূপী পরমজ্ঞানময় হইয়া এই কল্পে সংসারে সমুদিত হইতে সাংখ্যায়ন ঋষিতে আবির্ভূত হয়েন। তিনি পরমহংস ধর্ম্মপর ছিলেন। তাঁহা হইতে ভাগবতী বিদ্যা ক্রমে জগত প্রচার হইয়াছে।

হে বিদুর! এই ব্রহ্মাণ্ড যখন সলিলময় হইয়াছিল, তখন একমাত্র ভগবানই সর্পশয্যায় দৃষ্টিহীন ও নিমীলিতনয়ন হইয়া নিদ্রিত ছিলেন। তৎকালে তিনি একাই আপনার স্বরূপানন্দে আপনি নিষ্ক্রিয়ভাবে অবস্থিতি করিতেন। ৩য়। ৮। ১০।

ব্যাখ্যা। সলিল বলিতে এস্থলে জল নহে। মিশ্রিত দ্রবময় তত্ত্বসমূহকে এস্থলে সলিল বলা হইয়াছে। কারণ সাদৃশ্য বুঝাইতে হইলে প্রত্যক্ষ বস্তুর উদাহরণে শব্দ প্রকাশ করিতে হয়। যেমন একজনের গাত্রোষ্ণ হইলে উষ্ণতার আধিক্য অবস্থা বুঝাইতে "অগ্নির স্তায় উষ্ণ" বলা হয়; তদ্রূপ তরলতা ও দ্রবভাব জ্ঞাপনার্থে এবং পুরাণে সেই প্রলয়কালীন্ মিশ্রিত কারণাবলীর অবস্থা বুঝাইতে সলিল বলা হইল। সর্প বলিতে কাল; শয্যা বলিতে অচেতন বা নিষ্ক্রিয় অবস্থার বিশ্রাম আধার। দৃষ্টি বলিতে চৈতন্ত শক্তি। হীন বলিতে অপ্রকাশ্য অবস্থা। নয়ন বলিতে লৌকিকে বাহ্যিক দৃশ্যানুভাবক ইন্দ্রিয়। জগতই ঈশ্বরপক্ষে বাহ্য বস্তু। সেই বাহ্যহীনে প্রলয়ে তাঁহার কার্য্যানুভব শক্তিরূপা নয়ন নীমিলিত হইয়াছিল। অর্থাৎ সে সময়ে ঈশ্বর কার্য্যানুভব করিতেন না। সক্রিয় অবস্থার বিরামকে নিদ্রা কহে। নিদ্রার দ্বারা দেহের

যেমন ক্ষয় ও বর্দ্ধনাদি সংস্কার সাধিত হইয়া থাকে; তদ্রূপ ঈশ্বর প্রলয়ান্তে বিশ্বপ্রকাশ করেন বলিয়া ক্রমে তাঁহার পক্ষে সক্রিয় অবস্থায় বিরাম বা নিদ্রা বলা হইল।

আপনার শরীরের অন্তরে ভূতসমূহের সূক্ষ্মাংশাদিকে রক্ষা করিয়া এবং কালাত্মিকা শক্তিকে উদরের অন্তর্গত করণানন্তর আপনার অধিষ্ঠানে; কাষ্ঠগত রুদ্ধবীর্য্য অনলের ন্যায়, ঈশ্বর সেই সলিলে বাস করিয়াছিলেন। ৩য়। ৮। ১১

অনন্তর ভগবান আত্মশক্তির সহিত চারিসহস্রযুগ সেই কারণবারিতে যোগনিদ্রায় নিদ্রিত থাকিয়া; অবশেষে আপনার দেহস্থ কাল নামক শক্তির দ্বারা সংগৃহীত অদৃষ্ট সংযুক্ত জীবভাবসমূহকে, জাগ্রত হইয়া দর্শন করিলেন। ৩য়। ৮। ১২

ব্যাখ্যা। পৌরাণিকেরা ঈশ্বর হইতে সমস্ত ঘটনাদিকে সামান্যতঃ বোধ করাইবার জন্য কোন স্থানে সহস্রযুগ, কোন স্থানে চারি সহস্র যুগ বলিয়া থাকেন। ইহাতে এই বুঝিতে হইবে যে সহস্রযুগ বলিতে অগণ্য কালের আবশ্যক নিশ্চয় হয়; দ্বি—ত্রি—বা চারি বলিতে ততোধিক বুঝাইয়া থাকে মাত্র।

ঈশ্বর পুনরায় যখন জাগ্রত হইলেন অর্থাৎ চৈতন্যকে সক্রিয় করিতে ইচ্ছা করিলেন তখন ক্রিয়ার উপাদানরূপী ঐ সকল কালসংগৃহীত অদৃষ্টময় জীববৃন্দকে দেখিতে পাইলেন বুঝিতে হইবে। অর্থাৎ পূর্ব্ব সৃষ্টিকালে যাহা প্রচারিত ছিল তাহার সূক্ষ্মভাব কালদ্বারা সংগৃহীত হইয়া ঐশিকভাবে লীন ছিল, পুনরায় ঈশ্বর কার্য্যেচ্ছায় তাঁহাদের দেখিলেন।

সেই ভগবান জগতের সূক্ষ্মার্থ দর্শনে ইচ্ছা করিলে, স্বকীয় শরীরের অন্তর্গত সেই সৃষ্ট্যার্থে উপযুক্ত দৃষ্টিরূপী নিজ কালশক্তি রজোগুণ দ্বারা ক্ষোভিত হইয়া, বিশ্বকার্য্য প্রকাশ করিতে সূক্ষ্ম উপাদান মণ্ডিত একটি অবস্থা, হরির নাভিদেশ হইতে তৎক্ষণাৎ প্রকাশ করিল। ৩য়। ৮। ১৩

ব্যাখ্যা। প্রকাশ্য ভাবের সূক্ষ্ম ইঙ্গিতকে অর্থ কহে। অর্থাৎ ভাবদ্বারা ইঙ্গিত ব্যক্ত হয় বলিয়া ভাবপক্ষে ইঙ্গিতই মূল হইতেছে। এস্থলে সৃষ্টিই প্রকাশ্য ভাব, করণাবলীই তৎপক্ষে মূল ইঙ্গিত বা অর্থ। সেই সূক্ষ্ম কারণরূপী জীবাদৃষ্ট নামক উপকরণের প্রতি ঈশ্বর দৃষ্টি করিলেন অর্থাৎ উহারা কোন্ কার্য্যের উপযোগী ইহা স্থির করিলেন। ঐ দৃষ্টি বা আলোচনাকেই বাসনা গত আলোচনা বা বুদ্ধি কহে; অর্থাৎ সৃষ্টি করণাত্মক সংকল্প কহে। ঐ সংকল্প নামক দৃষ্টি কি রূপ? না—সৃষ্টিরূপ অর্থ বা ইঙ্গিত সংযুক্ত। বিশেষ তাৎপর্য্য এই, যে সকল সূক্ষ্ম উপাদানের দ্বারা জীব ও জগৎ সৃষ্ট হইবে; সেই সকল উপকরণ সংযুক্ত ঈশ্বরের সৃষ্টিবাসনা কার্য্যময়ী হইলেন। ইহাকেই রজোগুণের ক্ষোভ কহে। নাভি হইতে বলিতে দেহযন্ত্রের সকল কর্ম্মের আধার ভাগ। বাসনা মধ্য হইতে কর্ম্ম নিষ্ক্রিয় ভাব ত্যাগ করিয়া সক্রিয় হইলেন। ইহাই তাৎপর্য্য।

হে বিদুর! সেই রজোগুণাপন্ন সূক্ষ্মার্থ সমূহ, কর্ম্মপ্রতিবোধক কালের দ্বারা আকৃষ্ট হইয়া পদ্মকোষরূপে সহসা উত্থিত হইল। সেই অবস্থা মধ্যে আত্মযোনী হরি সেই বিস্তীর্ণ সলিল রাশির উপরে আপন অঙ্গতেজে সূর্য্যের ন্যায় সর্ব্বত্র বিদ্যোতিত হইলেন। ৩য়। ৮। ১৪

ব্যাখ্যা। সেই অদৃষ্টাদিই তত্ত্বসমূহের ক্রিয়া ও কারণস্থল হইতেছে। তাহাদের সমষ্টিকে সূক্ষ্মতত্ত্বভাগ বলিয়া বিজ্ঞানে কথিত হইয়া থাকে। ঐ সূক্ষ্ম তত্ত্বভাগই ঈশ্বরেচ্ছা ব্যতীত ও চৈতন্যাদির সংস্পর্শন ব্যতীত কোনমতেই সক্রিয় হইতে পারে না। এই জন্য বেদাদিতে কথিত হইয়াছে যে, ঈশ্বর ইচ্ছা করিলেন; তবে সৃষ্টি হইল। ঈশ্বর ইচ্ছা ত্যাগ করিলেন তবে প্রলয় হইল। ঈশ্বরের দৃষ্টি শব্দ বলিতে ঈশ্বরের ইচ্ছা বুঝিতে হইবে। সংকর্ষণ অর্থাৎ সর্ব্বসূক্ষ্মতত্ত্বাদির ও শক্তি-সমূহের সংগ্রাহক অবস্থারূপী ভগবান, সংগৃহীত তত্ত্বাবলী ও শক্তিসমূহকে কার্য্যে পরিণত করিতে ইচ্ছা করিলেন। সেই ইচ্ছাতে কিরূপে কার্য্য প্রকাশ আরম্ভ হইল তাহা বলা যাইতেছে।

ঐ সূক্ষ্মতত্ত্বের পরিচয়ে বলা হইয়াছে যে, উহা সৃষ্টিগত সমস্ত অদৃষ্টের সমষ্টি মাত্র। অদৃষ্টকেই কর্ম্ম কহে;—কাল সেই কর্ম্ম সমূহকে আবৃত করিয়া অর্থাৎ আপন আশ্রয়ে রাখিয়া প্রয়োজন অনুসারে কার্য্যত্ব প্রদান করেন। এক্ষণে ঈশ্বরেচ্ছায় উহা হইতে কার্য্য প্রকাশ হইবে বলিয়া আত্মধর্ম্ম অর্থাৎ সক্রিয়করণার্থ কাল উহাতে রজোগুণ অর্পণ করিলেন।

রজোগুণ প্রাপ্তি মাত্রেই কালগত শক্তি, ঐ ঈশ্বরস্বভাবকে তাহার নিয়মানুসারে কার্য্য করাইবার জন্য কোভিত করিতে লাগিল। এই কার্য্যের প্রথমাবস্থায় কি হইল, তাহা বুঝাইতে মৈত্রেয় বলিলেনঃ—প্রথমে সেই ঈশ্বরস্বভাব কালের দ্বারা আকৃষ্ট হইয়া পদ্ম-কোষরূপে প্রকাশিত হইলেন। যাহার অন্তরে সৃষ্টিগত সমস্ত সূক্ষ্মতত্ত্ব ব্যাপ্ত আছে এমন অবস্থাকেই পদ্মকোষ কহে। কালের দ্বারা ঐ অবস্থা স্বয়ং প্রকাশ হইল বলিয়া তাহার নাম হইলঃ—আত্মযোনী বা স্বয়ম্ভু। আত্মা হইতে জাত যিনি তিনিই আত্মযোনী বা সংকর্ষণরূপী হরির সগুণান্বিত ব্রহ্মাবস্থা। সেই আত্মযোনী কি ভাবে রহিলেন?—না—সূর্য্য যেমন আপন প্রভাবে সর্ব্বত্রে প্রকাশিত থাকিয়া আত্মসত্বায় বর্ত্তমান রাখেন, তদ্রূপ বিশাল অর্থাৎ বিস্তীর্ণ প্রলয় সলিলেও সেই আত্মযোনী সর্ব্বাংশে আত্মতেজ বিদ্যোতিত করিয়া অর্থাৎ চৈতন্যময় হইয়া, পদ্মকোষে অর্থাৎ বিশ্বোপাদান সমূহের মধ্যে প্রকাশ থাকিলেন।

হে বিদুর! ব্রহ্মাণ্ডের সর্ব্বকারণসংযুক্ত সেই লোকপদ্মের মধ্যে, সেই সংকর্ষণদেব বিষ্ণুরূপে প্রবেশ করিলেন। প্রবেশ করিবামাত্র স্বয়ং বেদময় বিধাতারূপী হইলেন। তাঁহাকেই বিজ্ঞজনে স্বয়ম্ভু বলিয়া আখ্যান করেন। ৩য়। ৮। ১৫

ব্যাখ্যা। পদ্মটী কিরূপ?—না—সর্ব্বলোক অর্থাৎ জীবব্রহ্মাণ্ডের আশ্রয় স্বরূপ। সেই পদ্মের মধ্যে কি আছে? না—তাহাতে জীব ও জগতের উপাদান অর্থাৎ প্রাকৃতিক সমস্ত উপাদানই রহিয়াছে। ইহাতে তাহাকে কারণময় বলা হইল। বিধি ভিন্ন কার্য্য প্রকাশ অসম্ভব। অতএব বিধাতা কে? না—স্বয়ং ভগবান যিনি প্রলয়কালে সংকর্ষণ রূপে ছিলেন, তিনি পরে বিষ্ণুরূপে কারণপ্রকাশকর্ত্তা হইয়া, বিধাতা হইবার জন্য, কারণপদ্মের মধ্যে প্রবেশ করিলেন। নিষ্কাম, সকাম ও সৃষ্টিপ্রলয়াদি সমস্তই ঈশ্বরের এই বিধাতা বা স্বয়ম্ভু অবস্থা হইতে স্থূল জগতে প্রকাশ হয় বলিয়া, ব্রহ্মা বেদ কর্ত্তা হইতেছেন এবং বেদও এইজন্য নিত্য হইতেছে।

হে কৌরব ! ভগবান বিধাতা পদ্মকর্ণিকার উপরে অবস্থিত হইয়া, সেই পদ্মমধ্যস্থ লোকসমূহ দর্শন করিতে করিতে, যেমন প্রলয়গত ক্রিয়শূন্য স্থানের চতুর্দ্দিকে আপনার নেত্র বিস্তার করিলেন ; অমনি তিনি প্রত্যেক দিক্ দর্শনার্থে এক একটী বদন লাভ করিলেন। (অর্থাৎ সর্ব্বান্তর্যামী হইলেন।) ৩য়। ৮। ১৬।

হে বিদুর ! সেই যুগান্তরকারী প্রঘূর্ণ্য তেজের দ্বারা, কারণসলিল হইতে মহা মহা উর্ম্মিসমূহ উঠিতে ছিল, এমন ভীষণাবস্থায় সেই সলিলাশ্রিত লোকত্রয়ময় পদ্মের উপরে আশ্রিত থাকিয়া, সেই আদিদেব ব্রহ্মা, আপনি কে ? ইহা বিস্মৃত হইলেন। ৩য়। ৮। ১৭।

ব্যাখ্যা। ব্রহ্মারূপী কর্ম্মপ্রকাশক স্বভাব কর্ম্মে ব্যাপ্ত হইয়া, আত্মকর্ত্তৃত্ব বিস্মৃত হইয়া, কর্ম্মে রত হইলেন। অর্থাৎ জীবাদি কি উপায়ে সৃষ্ট হয়, তাহাই তাঁহার চেষ্টা হইলে, তিনি তদ্গত হইবার জন্য আত্মসত্বা বিস্মৃত হইলেন।

কিরূপ অবস্থায় বিস্মৃত হইলেন—না—যখন প্রলয়তেজঃ হইতে সৃষ্টিতে পরিণত হইতে কারণসলিল মহা উর্ম্মিতে ব্যাপ্ত ছিল, তন্মধ্যে যে পদ্ম অর্থাৎ সৃজনাত্মক বিন্দু ছিল তদুপরি—আসীন থাকিয়া, সমস্ত বিস্মৃত হইয়া কার্য্যপর হইলেন। এই ভীষণতাই সৃষ্টিকারিণী মায়া ; ইহাতে ব্রহ্মাবস্থা হইতে জীবাবস্থার পর্য্যন্ত সৃষ্টিতে অভিমান হয়, ইহাই বুঝান হইল।

সেই ভগবান আত্মবিস্মৃত হইয়া ভাবিলেন যে, আমি এই যে অব্জপৃষ্ঠে বর্ত্তমান আছি, আমি কে ? যদি অন্য কিছু বর্ত্তমান না থাকিবে, তবে এই বারিমধ্যে এই পদ্মের উদ্ভব কিরূপে হইয়াছে ? অবশ্যই এই পদ্মের মূলে কিছু আছে, নচেৎ ইহা এরূপে অবস্থিত কোনক্রমেই থাকিতে পারিত না। ৩য়। ৮। ১৮।

হে বিদুর ! ভগবান ব্রহ্মা এইরূপে মনে মনে চিন্তা করিয়া, আপনার আসনরূপ পদ্মের জলমগ্ন মৃণালের মধ্যে স্বয়ং প্রবেশ করিলেন। তিনি অর্ব্বাক্‌গতিতে সেই পদ্ম-নালের মধ্যভাগ দর্শন করিয়াও কোন্ বস্তুতে যে পদ্মের মূল সংযুক্ত, তাহা কিছুতেই স্থির করিতে পারিলেন না। ৩য়। ৮। ১৯।

ব্যাখ্যা। ইতিপূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে পদ্মটী সংসারের বা জগতের কারণ। পদ্মের মৃণালটী ব্রহ্ম ও জগতের ঐক্যসূত্র। ব্রহ্মাটী—বৃহৎ ব্রহ্মাণ্ডের কর্ত্তা বা সৃষ্টি প্রকাশক আত্মা। সৃষ্টিবিধাতা মায়াতে অভিমানী হইয়া, আর মূলকারণ অর্থাৎ নির্লেপ ও নিষ্ক্রিয় ভাব দেখিতে পাইলেন না। অর্থাৎ কার্য্য কখন কারণ বুঝিতে পারে না।

হে বিদুর ! ব্রহ্মা ঐ ভাবে আত্মচিন্তায় নিযুক্ত আছেন, এদিকে যিনি দেহীগণের আয়ুক্ষীণ করিয়া ভয় প্রদর্শন করেন, সেই ত্রিনেমি বহাবলীয়ান্ বিষ্ণুচক্ররূপী কাল ব্রহ্মার একবৎসর আয়ুঃ হ্রাস করিলেন। ৩য়। ৮। ২০।

ব্যাখ্যা। আমাদের পক্ষে যাহা শত বৎসর, ব্রহ্মার পক্ষে তাহা এক বৎসর বলাতে ইহা বুঝাইল যে, কালদ্বারা ব্রহ্মাণ্ডের কিছু পরিবর্ত্তন হইল—নচেৎ কার্য্য কেন প্রকাশ হইবে। কিন্তু আমাদের পক্ষে—অনিশ্চিত ও অনবগত বলিয়া শতবৎসর বলা হইল। ব্রহ্মার

পক্ষে নিশ্চিত বলিয়া এক বৎসর বলা হইল বুঝিতে হইবে। সেই কালটী—কিরূপ? তিনি বিষ্ণুর সুদর্শন চক্র, তাঁহার তিনটী নেমী এবং তিনি জীবগণকে আয়ুক্ষীণ করত ভয় দেখাইয়া থাকেন। সুদর্শন বলিতে চৈতন্য দৃষ্টিতে যতই দেখা যায় ততই তাহাকে উত্তম বলিয়া বোধ হয়। অর্থাৎ বিস্ময় উৎপন্ন হইলে জীবে কর্ম্মী হইয়া থাকে। কালকে-আলোচনা করিলে দেখা যায় যে মহামায়ার সংযোগে ইহাই সকলকে মুগ্ধ করত কর্ম্মী করিতেছে। অর্থাৎ কালেতে বিষ্ণুর সর্ব্বান্তঃপ্রবিষ্ট ঐশ্বরিক কৌশল রহিয়াছে। সেই কৌশলরূপী চক্রের তিনটী নেমী, সৃষ্টি—সংহার ও পালন এবং বর্ত্তমান, অতীত ও ভবিষ্যৎ এই তিনটী সুদর্শন অস্ত্ররূপী চক্রের—নেমী। কর্ম্মকে আয়ুঃ কহে। অজ্ঞানপথকে ভয় কহে। কালই জীবকে প্রবুদ্ধ করত তাহার ভাগ্যের আরব্ধ কর্ম্ম প্রকাশ করিতে করিতে অজ্ঞান বা অধর্ম্মরূপী—পথকে ভয়রূপে দেখাইয়া,তাহাকে সাধনা করাইয়া থাকেন। কালদ্বারা ব্রহ্মা হইতে জীবভাব, ঠিক এক নিয়মে চালিত, ইহাই বলা হইল।

ভগবান বিধি দেখিলেন, যেন কমলের ন্যায় সুন্দর বর্ণের অতি বিস্তৃতদেহী একটী সর্প পর্য্যঙ্করূপে রহিয়াছে—তদুপরি এক পুরুষ শয়ান রহিয়াছেন। আতপত্রাকারে সেই সর্পের অযুতফণা রহিয়াছে, তাহার জ্যোতিঃতে যেন প্রলয়বারিব্যাপ্ত অন্ধকার বিনাশপ্রাপ্ত হইতেছে। (ইহাই সৃষ্ট অথচ কারণ মণ্ডিত ঈশবরাবস্থা, এই অবস্থা হইতে সৃষ্টকারণ ক্রমে স্থূলে পরিণত হয়।) ৩য়। ৮। ২১।

হে বিদুর! সেই বিধি এইরূপ মূর্ত্তি দেখিলেন যেন :—একটী অতিশয় বৃহৎ পর্ব্বতের শিলাসমূহ যদি মরকতময় হয় এবং তাঁহার নীবীদেশে যদি সান্ধ্যমেঘ সুলগ্ন থাকে ও শিরোদেশে দীপ্তিমান্ অগন্য সুবর্ণশৃঙ্গ থাকে, তাহা হইলে পর্ব্বতের যে শোভা হয়, সে শোভাকেও শায়িতপুরুষের অঙ্গশোভা তীরস্কার করে। এমন মানাহর পুরুষের কণ্ঠে রত্নৌষধি ও মনোহর কুসুমে খচিত বনমালা দোদুল্যমান রহিয়াছে। তাঁহার ভুজযুগল দীর্ঘ অথচ সরল বৃক্ষদিগকেও তীরস্কার করিতেছে। (অনন্ত জ্যোতির্ম্ময় কারণাবলীকে পুরাণে এইরূপ বর্ণনা করা হইয়াছে মাত্র।) ৩য়। ৮। ২২।

অনন্তর সেই ভগবান ব্রহ্মা আপনার কামনা পূর্ণ হইল না দেখিয়া, অন্বেষণ হইতে নিবৃত্ত হইয়া, আপনার অধিষ্ঠানস্বরূপ পদ্মে উপবিষ্ট হইয়া, চিত্তকে নিবৃত্ত ও শ্বাসকে জয় করত আত্মচিন্তার জন্য—সমাধি যোগাবলম্বন করিলেন। ৩য়। ৮। ২৩।

হে বিদুর! একটী পুরুষের যত আয়ুঃ সেই পরিমাণকালের সহিত ভগবান ব্রহ্মা যোগে প্রবৃত্ত হইয়া বুদ্ধি প্রাপ্ত হইলেন। সেই বুদ্ধি সহযোগে তিনি যাঁহাকে ইতিপূর্ব্বালোচনায় দেখিতে পায়েন নাই, সেই বস্তুকে আপনার হৃদয়ে প্রকাশমান্ দেখিলেন। ৩য়। ৮। ২৪।

ব্যাখ্যা। যদি কেহ বলেন পূর্ব্বে দেখিতে চেষ্টা করিয়া দেখিতে পায়েন নাই, এখন পাইলেন কেন? তাহার উত্তর এই যথা ;—একমাত্র আত্মা ব্যতীত আর সমস্তই বিস্ময়ের অধীন। আত্মা বিস্ময়ের দ্বারা ক্রিয়াপর, কিন্তু তাহাতে সংশ্লিষ্ট নহে। আমি কে? অর্থাৎ আমার কারণ কি, ইহা জানিতে ইচ্ছা করিলে কারণ বোধ হইয়া থাকে। ব্রহ্মার পক্ষেও

তাহাই ঘটিল। ব্রহ্মাণ্ডের কারণের মধ্যে আত্মস্বরূপ, অন্বেষণ করিতে ছিলেন, সেই জন্য পরমপুরুষের সাক্ষাৎ পায়েন নাই, এক্ষণে সৎস্বরূপ আপনাতে আপনার কর্ত্তাকে অন্বেষণ করিয়া তাঁহার সাক্ষাৎ প্রাপ্ত হইলেন। এক পুরুষের আয়ুঃ বলিতে শতবৎসর।

হে বিদুর! যে দেহে ত্রিলোক সংগ্রহ হইয়া থাকে, সে দেহের দৈর্ঘ্যবিস্তারের কথা আর কি বলিব! সে দেহটি আপনিই আপনার পরিমাণস্থল হইয়া রহিয়াছে। সে দেহের শোভার উপমা নাই;—তাহাতে নানাবিধ অপূর্ব্ব আভরণ ও স্বর্ণখচিত বস্ত্রাদি সংলগ্ন থাকাতে বোধ হয় যেন সেই পুরুষের দেহের শোভাতেই সেই অলঙ্কারাদি সুশোভিত হইয়া রহিয়াছে। ৩য়। ৮। ২৫

ব্যাখ্যা। এই যে চন্দ্র, সূর্য্য ও নক্ষত্রাদি,—বন, পর্ব্বত, সরিৎ, সরোবরাদি, বৃক্ষ, লতা, গুল্মাদি, ফল, কুসুম, পত্রাদি, স্বর্ণ, হীরকাদি, পশু, পক্ষী ও মনুষ্যাদির শোভা যে শোভাময়ের তেজে প্রকাশ হইয়াছে; তিনিই এমন বিচিত্র সুসজ্জিত ব্রহ্মাণ্ডে ব্যাপ্ত থাকিয়া সকল শোভাত্মক বস্তুর শোভা সাধন করিতেছেন। অতএব তাঁহাকে সাজান যায়, এমন বস্তু তিনি স্বয়ং ব্যতীত আর কিছুই নাই। অলঙ্কাররূপে এই ব্রহ্মাণ্ডে যাহা আছে তাহার শোভা সেই ব্রহ্মের শোভাতে সুশোভিত। ইহাতে আনন্দময়ীমূর্ত্তিই সাধিত হইল। আর অপরিমের দেহ বলিতে, অসীম ও অনন্ত বুঝান হইল।

হে বিদুর! তাঁহার চরণের শোভার ও মহিমার কথা কি বলিব! তাঁহার যুগল চরণ পদ্মের ন্যায় এবং যে যাহা বাসনা করে সেই চরণযুগল, তাহাকে তাহাই প্রদান করিতে পারে। যে পুরুষেরা বেদবিহিত মার্গদ্বারা আপন আপন বাসনা পূর্ণ করিবার জন্য তাঁহাকে অর্চ্চনা করেন, তিনি তাঁহাদের প্রতি কৃপাপূর্ব্বক নখরূপী চন্দ্রের কিরণে ঈষৎ বিকসিত অঙ্গুলীরূপী পত্রময় পাদপদ্ম (আত্মতত্ত্ব) দেখাইয়া থাকেন। ৩য়। ৮। ২৬

(হে বিদুর! পদদর্শীগণ পদদর্শনান্তে সেই ভগবানের সর্ব্বাঙ্গের ও শিরোদেশের শোভা দেখিতে পাইয়া থাকেন; সেই ভগবানের সেই সকল অঙ্গের মনোহারিত্ব ও কর্ত্তৃত্ব কি, তাহা শ্রবণ কর।) সেই ভগবানের—যুগল কর্ণে উজ্জ্বল কুণ্ডল দোদুল্যমান রহিয়াছে; অধরোষ্ঠে—বিম্বের ন্যায় সুরক্তিম আভা প্রভাতিত হইতেছে; এমন বদনের লোকমুগ্ধকারী হাস্যদ্বারা স্বয়ং ভগবান লোকের দুঃখ হরণ করিয়া থাকেন এবং শোভন ভ্রূযুগল ও নাসিকাশ্রী দ্বারা আপনার সমীপাগন্তুকগণকে সম্মানিত করিয়া থাকেন। (এই বদনটি কেবল শান্তির কল্পনা মাত্র। পদলাভে আত্মতত্ত্বজ্ঞ হইলে, পরে অধর, কুণ্ডল ও হাস্যের শোভায় দুঃখ দূর হয় এবং জ্ঞানাসাদিতে শান্তি লাভ হয়।) ৩। ৮। ২৭।

হে বৎস বিদুর! বদন দেখিয়া যখন ব্রহ্মদ্রষ্টা তাঁহার সর্ব্ব শরীর দেখিবেন, তখন এই রূপ শোভা দেখা যাইবে যথা) সেই ভগবানের শ্রীবৎস চিহ্নযুক্ত বক্ষঃস্থলে যেন অনন্তধনমণ্ডিত হার সুশোভিত রহিয়াছে এবং কটিতটে কদম্বকেশরের ন্যায় পীতবস্ত্র পিহিত রহিয়াছে; তদুপরি নিতম্বে মেখলা রহিয়াছে। ৩য়। ৮। ২৮

ব্যাখ্যা। ব্রহ্মাণ্ডকে পরমেশ্বরের নিতম্ব কহে। সেই নিতম্বের মেখলাকে মায়া কহে।

মায়ারূপী মেখলাবারা ব্রহ্মাণ্ডরূপী—নিতম্ব শোভিত হইলে ভগবান পীতবাসরূপী কারণাবলী ধারণ করত যে সকল কর্ম্ম করিতেছেন, কেই কর্ম্মময় জীব ও তত্ত্বাবলীকে এবং চৈতন্যকে অনুগত অর্থাং নিষ্কামী দেখিলে, আপনার কর্ত্তব্যের অনুভবস্থলরূপী—বক্ষে রাখিতেছেন অর্থাং সদানন্দে বিহার করিয়া আনন্দময় হইয়া বর্তমান আছেন। এইরূপ সগুণ ব্রহ্মদর্শন সাধকগণ করিয়া থাকেন।

(হে বিদুর ;—ভগবান ব্রহ্মা আপনার হৃদয়ে ভগবানকে দেখিতে পাইয়া, ক্ষণে ক্ষণে নানাভাবে অনুভব করিতে লাগিলেন। তন্মধ্যে কখন পূর্ব্বোক্ত ভাবে দেখিলেন, কখন বা সে ভাবের বিলয়ে দেখিলেন ;—) ভগবান যেন চন্দনবৃক্ষের তুল্য হইয়া শোভা পাইতে-ছেন। চন্দনবৃক্ষের শাখাগ্রে যেমন মনোহর ফলপত্রাদি থাকে, তদ্রূপ ভগবানের দেহ-রূপী চন্দনবৃক্ষে হস্তসমূহ শাখার ন্যায় শোভা পাইতেছিল ; হস্তস্থিত বলয় কেয়ূরাদিতে অত্যুত্তম মণিসমূহ মণ্ডিত থাকায় যেন সুপক্ক ফলের ন্যায় বোধ হইতেছিল। তাঁহার—ত্রিভুবনাত্মক দেহরূপীবৃক্ষের স্কন্ধদেশে চন্দন বৃক্ষস্থিত সর্পের ন্যায় অনন্তদেব জড়িত ছিলেন। চন্দনবৃক্ষের ন্যায় তাঁহার মূলও অব্যক্ত ছিল। ৩য়। ৮। ২৯

ব্যাখ্যা। সর্পকে মায়ারূপে কল্পনা করা যায় বলিয়া সর্পবেষ্টিত চন্দনবৃক্ষের তুলনায় বলা হইল ;—সংসারবিষপূর্ণ মায়াতে জড়িত থাকিয়াও ঈশ্বর মায়ানুগত নহেন। চন্দনের ন্যায় চিরবিশুদ্ধ থাকেন।

(পরে ব্রহ্মা দেখিলেন) সেই ভগবান যেন চর ও অচরের আশ্রয়স্থল হইয়া পর্ব্ব-তের ন্যায় বর্ত্তমান আছেন। পর্ব্বতে যেমন মহানাগসকল আলিঙ্গিত হইয়া থাকে, তদ্রূপ অনন্তদেব তাঁহাকে বন্ধুর ন্যায় আলিঙ্গন করিয়া আছেন। মহাপর্ব্বতাদির অনেকাংশ যেমন সাগরবারিতে আচ্ছন্ন রহিয়াছে, তদ্রূপ তিনিও প্রলয়বারিতে আচ্ছন্ন রহিয়াছেন। মহাপর্ব্বতের শৃঙ্গাদি যেমন সুবর্ণময় হয়, তদ্রূপ ভগবানের মণিমণ্ডিত সহস্র সহস্র কীরিট সুবর্ণময় হইয়া শোভা পাইতেছে। পর্ব্বতের গর্ভে যেমন মণিরত্নাদি দেখিতে পাওয়া যায়—তদ্রূপ ভগবানের বক্ষরূপী গর্ভে কৌস্তুভরত্নাদি রহিয়াছে। ৩য়। ৮। ৩০।

হে বিদুর! পর্ব্বতের উপরে যেমন অসংখ্য বৃক্ষযুক্ত বনরাজী আপনাপন ফলপুষ্প-ভরে সুশোভিত থাকে এবং মধুকরেরা আনন্দে মধুময় কুসুমোপরে আনন্দধ্বনি প্রকাশ করে, তদ্রূপ ভগবানের কীর্ত্তিমালারূপিণী বনমালা, কণ্ঠ হইতে নিতম্ব পর্য্যন্ত দুলিতেছে এবং বেদরূপী মধুকর সমূহ সেই কীর্ত্তি লইয়া পরমানন্দে কীর্ত্তন করিতেছেন। আহা বিদুর! এমন যে চন্দ্র, সূর্য্য, বায়ু, অগ্নি, ইহারাও সেই ভগবানের ক্ষমতা বুঝিতে পারিতেছেন না। এমন যে ত্রিভুবনবিজয়ী সুদর্শনচক্র, ইহা ভগবানের সন্নিহিত থাকি-য়াও সেই ভগবানকে প্রাপ্ত হইতেছেন না। (পর্ব্বতের উপমায় সম্যক্ অনির্দ্দেশ্য বুঝান হইল) ৩য়। ৮। ৩১

হে বিদুর! ভগবান বিধাতা এইরূপে হরিকে দেখিবার পরে, লোকবিসর্গদৃষ্টি হইয়া পড়িলেন এবং সেই দৃষ্টিতে ভগবানের নাভি ও তত্রস্থ কমল, কারণাম্ভ, প্রবলবায়ু

এবং আকাশ এই পঞ্চপদার্থ ভিন্ন আর কোন বস্তু বা দৃশ্যকে দেখিতে পাইলেন না। ৩য়। ৮। ৩২।

হে বিদুর! সেই রজোগুণমণ্ডিত বিধাতা নাভিসরোজাদি পাঁচটী সৃষ্টি বীজকে দেখিয়া সৃজনাত্মক ইচ্ছা করিয়া, সেই অব্যক্তবর্ত্মস্থিত নারায়ণের প্রতি চিত্ত স্থির করিয়া, তাঁহাকে নানাভাবে স্তব করিতে করিতে বলিলেন। ৩য়। ৮। ৩৩

ইতি শ্রীভাগবতে তৃতীয়স্কন্ধে অষ্টমাধ্যায়ে উপেন্দ্রকৃতানুবাদ সমাপ্ত।

ব্যাখ্যা। নিষ্কর্ম্মী অবস্থাকে তত্ত্বা স্থা কহে। ঈশ্বরের নিয়মের অধীন হইয়া নিয়মিত কর্ম্মী হইতে হইলেই তাহাকে রজোগুণী কহে। ব্রহ্মা ঈশ্বরের বিধিবদ্ধ নিয়মে নাভি ও পদ্মাদিরূপী পাঁচটী সৃষ্টিকরণাত্মক উপায় পাইয়া, তদন্তর্গত হওয়াতে, তাহাদের স্বভাব কালের সংযোগে আত্মারূপী ব্রহ্মাতে সংযুক্ত হইল। আত্মা স্বভাবতঃ সত্ত্বগুণী হইয়াও, কার্য্যাবরণে রজোগুণী হইয়া পড়িলেন। অর্থাৎ স্বতঃ সত্ত্বাবস্থায় থাকিয়া রজোগুণী কিম্বা ঈশ্বরের কর্ম্মনিয়মের অধীন হইয়া পড়িলেন। নাভি ও সরোজাদি পঞ্চক ইহাকে বলে যথা;—নাভি বলিতে আধার; পদ্ম অর্থাৎ সূক্ষ্মব্রহ্মাণ্ড; আপনাকে বলিতে আত্ম বা অহঙ্কার বা বাসনাযুক্ত মন ও আত্মসত্তা, যাহা সত্তে জীবে আমি আছি, আমার স্বভাব এই, বোধ করিতে পারে। অম্ভ শব্দে বারি; কারণ বারি বলিতে তরলভাবাপন্ন ভূতসমষ্টি। প্রলয় বায়ু বলিতে প্রলয়ীভূত সূক্ষ্ম বা আকারহীন ব্যাপ্তি। অর্থাৎ একটী বিধ্বংসিত স্থান দেখিলে সেই ধ্বংসাবশেষদ্বারা তথাকার পূর্ব্বাবস্থা অনেক বোধ হয়। এই জন্য প্রলয় বায়ু বা অবস্থা ঐ প্রকৃতাত্মা ব্রহ্মা পাইয়া, পূর্ব্বে যেভাবে সৃষ্টি ছিল, তাহার বীজ প্রাপ্ত হইলেন বুঝিতে হইবে। পঞ্চম আকাশ। আকাশ বলিতে ব্যাপ্তিস্থল। এই পাঁচটীই সৃষ্টি প্রকাশের বস্তু স্বভাবাত্মা বা ব্রহ্মা উপকরণরূপে প্রাপ্ত হইয়া, কালদ্বারা তাহাদের প্রকাশার্থ রজোগুণদ্বারা বেষ্টিত হইলেন। কাহার তেজে ও কি নিয়ম আত্মারূপী বিধাতা সক্রিয় হইবেন, তাহা স্থির করিবার জন্য ব্যাস মৈত্রেয়োক্তিতে কহিলেন—যদিও ব্রহ্মা সৃষ্টিতে ইচ্ছুক হইলেন, কিন্তু তাঁহার চিত্ত সেই অব্যক্তে অবস্থিত পরব্রহ্মের প্রতি রহিল, অর্থাৎ পরব্রহ্মের নিয়মেই তিনি নিয়ন্ত্রিত হইতে লাগিলেন। ব্রহ্মার স্বাধীন ক্ষমতা নাই, ইহা বুঝাইতেই স্তব বলা হইল।

ইতি শ্রীভাগবতে তৃতীয়স্কন্ধে অষ্টমাধ্যায়ে উপেন্দ্রকৃতাধ্যাত্মব্যাখ্যা সমাপ্ত।

অথ নবমাধ্যায়।

(মৈত্রেয়—বিদুরকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, হে বিদুর! ভগবান বিধাতা সৃষ্টিতে ইচ্ছুক হইয়া ও নারায়ণে মতি রাখিয়া তাঁহাকে স্তব করিতে করিতে বলিলেন :—)

হে ভগবন্! অদ্য আমি আপনাকে—জানিয়াছি। আপনার এই ভাগবতীস্থিতি ও গতি দেহধারী হইয়া কেহই দেখিতে পায় না। এইটিই তাহাদের মহোদোষ বুঝিতেছি। যদিও আপনি ভিন্ন অন্য বস্তু নাই; তথাপি অপর সৃষ্টবস্তুসমূহ মায়াগুণদ্বারা মণ্ডিত হওয়াতে আপনিই বস্তুরূপে ও বহুরূপে বহুরূপ ধারণ করিতেছেন। সেই বহুরূপা মায়া সংযোগে বস্তুমাত্রেই অনিত্য ও অশুদ্ধ হইয়া রহিয়াছে, বুঝিতে হইবে। ৩। ৯। ১। ২।

হে ভগবন্! আপনার যেরূপটি আমি দেখিতেছি, ঐটীতে—চিৎশক্তির আবির্ভাব থাকাতে, অতি ত্বরায় অজ্ঞান তমো নাশ হওয়ায়, উহাদ্বারা সৎসঙ্গের প্রতি অনুগ্রহ প্রকাশ করা হইতেছে। বিশেষতঃ আপনি যে শত শত অবতারত্ব স্বীকার করিয়া, এই ব্রহ্মাণ্ড রচনা করিতে সযত্ন হইবেন, সেই সমস্ত অবতারের বীজস্বরূপ ঐ রূপটীই হইয়েছে, উহাদ্বারা আমাকে প্রকাশ করিবেন বলিয়া সর্ব্বাগ্রে ঐ রূপের আবিষ্কার করিয়াছেন, এবং আমি ঐরূপের নাভিপদ্মের উপরেই প্রকাশ হইয়া এই সৃষ্টি করিতে সক্ষম হইতেছি। (এইভাবে পূর্ব্বদৃষ্ট সগুণ রূপের তত্ত্ব প্রকাশ আরম্ভ হইল)। ৩। ৯। ৩।

হে পরমেশ্বর! আপনার যে রূপটি আনন্দময়,—কোন প্রকার কল্পনাবর্জ্জিত এবং মায়াদ্বারা অনাবৃত ও তেজোময় হইয়া রহিয়াছে। আপনার সেই চিন্ময় রূপ হইতে দৃশ্যমান সগুণ রূপের কিছুই ভেদ দেখিতে পাইতেছি না। একদিকে দেখিতেছি যে, আপনি আপনাকে বিশ্ব হইতে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন রাখিয়াছেন, আবার দেখিতেছি, সেই আপনিই বিশ্বের সৃষ্টিকর্ত্তা ভূত ও ইন্দ্রিয়াদির আশ্রয়স্থল হইয়া আছেন। অতএব আমি আপনাকে একমাত্র ভাবিয়া আশ্রয় করিতেছি। ৩য়। ৯। ৪।

হে ভূমন্! হে মঙ্গলময়! আমাদের—ন্যায় যে সকল উপাসকেরা আপনাকে ধ্যানে জানিতে ইচ্ছা করেন, তাঁহাদের মঙ্গলের জন্যই আপনি (পূর্ব্ব প্রকাশিত চৈতন্যময়রূপ দেখাইয়া থাকেন) বলিতে হইবে। কিন্তু যাহারা একেবারে অসৎপ্রসঙ্গে উন্মত্ত ও আপনাকে আদর করে না, সেই সকল লোকই আপনার বিচ্ছেদে নরক লাভ করিয়া থাকে। আপনাকেই আমি আশ্রয় করিলাম। ৩য়। ৯। ৫।

হে নাথ! যে জীব শ্রুতিবায়ু দ্বারা আনীত, ত্বদীয় চরণ-কমল-কোষ-সৌরভ কর্ণবিবর দ্বারা আঘ্রাণ করিয়া থাকে—এবং ভক্তিসহকারে আপনার চরণকেই পুরুষার্থ বলিয়া গ্রহণ করে; আপনি এমন করুণাময় যে, তাহাদের হৃদয়কমল হইতে আত্মমূর্ত্তি কোন ক্রমেই—তিরোহিত করেন না। ৩য়। ৯। ৬।

হে ভগবন্! আপনার অভয়পদকে যে পর্য্যন্ত লোকে না আশ্রয় করিবে, সেই পর্য্যন্তই তাহাদের পাপকার্য্যের নিমিত্ত ভয় থাকিবে, অনিত্য দেহ ও আত্মীয়াদি জন্য শোকাদি; নানা বিষয়ে বাসনা; বিপুল লোভ; আমি ও আমার এইরূপ অহঙ্কার নামক অসৎ আগ্রহ; দুঃখমূলক নানাপ্রকার বিপদ প্রভৃতি থাকিবে বলিয়া, জীবকে পতিত হইতে নিশ্চয়ই হইবে। ৩য়। ৯। ৭।

হে ভগবন্! আপনার প্রসঙ্গের এমনই মহিমা যে, তাহার দ্বারা সকল প্রকার অশুভ নাশ হইয়া থাকে। কিন্তু দৈবকর্ত্তৃক যাহারা নষ্টমতি ও বিমু-

থেন্দ্রিয় [illegible];—তাহারাই আপনার প্রসঙ্গ ত্যাগ করিয়া লবমাত্র সুখোদয় জন্য কামেতে উন্মত্ত হইয়া দীন হয় এবং লোভেতে আকৃষ্ট হইয়া মনকে সর্ব্বদা অকুশ-লান্বিত করিয়া থাকে। ৩য়। ৯। ৮।

হে ভগবন্! হে উরুক্রম! প্রজাসকল নষ্টমতি হইলে যখন ক্ষুধাতৃষ্ণায় কাতর হইবে, যখন বায়ু, পিত্ত ও শ্লেষ্মার দ্বারা মর্দ্দিত হইবে, যখন বায়ু, শৈত্য, বর্ষা ও গ্রীষ্মাদি দ্বারা পীড়িত; যখন কামাগ্নি দ্বারা দগ্ধ, যখন দুঃসহ ভীষণ ক্রোধ দ্বারা সন্তপ্ত হইতে থাকিবে; আহা! তখন তাহাদের যাতনাতে আমার মন অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হইবে। ৩য়। ৯। ৯।

হে ভগবন্। আপনার মায়াবলের মহিমার কথা কি বলিব! যে পর্য্যন্ত লোকসমূহ মায়াবলে গঠিত এই ইন্দ্রিয়গণকে আত্মা হইতে পৃথক না ভাবিবে, তদবধি তাহারা কোন ক্রমেই দুঃখমূলক কর্ম্মজাত ফলময় সংসারকে মিথ্যা বলিতে পারিবে না। ৩য়। ৯। ১০।

হে ভগবন্! অতি সাধন করিয়াও যদি কোন সাধু আপনার প্রসঙ্গবিমুখ হয়, তাহা হইলে পুনরায় তাঁহার এই মায়াময় সংসার লাভ হয়। সংসৃতিহেতু সেই ব্যক্তি দিবাভাগে ইন্দ্রিয়াদিকে বিষয়কার্য্যে ক্লিষ্ট হইতে দেখে; রাত্রিকালে শয়নেও সুখলাভ করিতে পারে না, কারণ শুভাশুভ চিন্তায় তাহার ক্ষণে নিদ্রা ভগ্ন, ক্ষণে নিদ্রা সমাগত হইয়া থাকে। কখন বা সে দৈবকর্তৃক অর্থাদির নাশে হাহাকার করিয়া মনকে নিপীড়িত করিয়া থাকে। ৩য়। ৯। ১১।

হে নাথ! যে পুরুষরা আপনাপন হৃদয়পদ্মে আপনাকে ভক্তিযোগের সহিত ভাবনা করে; অথবা যাহারা শ্রুতিকথিত পথে আপনার জন্য বিহার করে, আপনি তাহাদের অন্তরে বিরাজ করেন। এমন কি, যাহারা আপনাপন মনে আপনাকে নানা মহিমাবান্ ও রূপবান্ ভাবিয়া সেই সকল কল্পিতরূপের দ্বারা আপনাকে ভাবনা করে; আপনি সেই সাধুগণের প্রতি অনুগ্রহ প্রকাশ করিয়া তাহাদের সমক্ষে নানা-বিধ মূর্ত্তি ধারণ করিয়া থাকেন। ৩য়। ৯। ১২।

হে পরমেশ্বর! আপনি সর্ব্বভূতের প্রতি দয়াবান হইয়া আছেন। সকলেরই অন্তরে এক আত্মাভাবে থাকিয়া সকলের সুহৃদ হইয়া আছেন। কিন্তু যাহারা অভক্ত, তাহারা আপনাকে প্রাপ্ত হইতেছে না। এমন কি সুরগণও যদি মনকে কামনাপূর্ণ করিয়া আপনাকে নানা উপচারে পূজা করেন; তাঁহাদের প্রতিও আপনি সুভক্তগণের ন্যায় প্রসন্ন নহেন। ৩য়। ৯। ১৩।

হে ভগবন্! আপনার প্রীত্যর্থে যজ্ঞদানাদি ও তপস্তাপরিচর্য্যাদি বিবিধ কর্ম্মকারী পুরুষের সকাম অথচ সৎক্রিয়ার দ্বারা উপার্জ্জিত ও আপনাতে সমর্পিত ধর্ম্ম কখন নাশ হইতে পারে না; তাহাতে শ্রেষ্ঠফল লাভ হইবেই হইবে; কারণ সকল কর্ম্মই আপনার আরাধনার জন্য অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। ৩য়। ৯। ১৪।

হে ঈশ্বর! যদিও জীবগণ মোহাবরণযুক্ত হইয়া আপনার সহিত ভিন্ন হইয়া রহিয়াছে,

কিন্তু আপনি আপনার চৈতন্যশক্তির দ্বারা তাহাদের সেই ভেদ দূরীকরণ করিয়া অভেদ হইয়া আছেন। বিশেষতঃ আপনাতে নিত্যজ্ঞান বর্ত্তমান রহিয়াছে। (জীবগণ তাহাই আশ্রয় করিয়া আছে)। আপনিই এই বিশ্বের উদ্ভবস্থিতি এবং লয়কারিণী মায়াশক্তির দ্বারা লীলাজনিত রাসক্রীড়া করিয়া থাকেন, এই জন্যও আমরা আপনাকে প্রণাম করিতেছি। ৩য়। ৯। ১৫।

হে ভগবন্! মৃত্যুমুখে পতিত হইবার পূর্ব্বে কিম্বা সেই সময়েও যদি কোন জীব আপনার অবতার বিষয়ক, কর্ম্মবিষয়ক ও গুণবিষয়ক অনুকরণসংযুক্ত নাম সমূহ একবার মাত্র মুখে উচ্চারণ করে; তাহা হইলে তৎক্ষণাৎ সেই জীবের বহুজন্মজনিত পাপ নষ্ট হয় এবং সেই জীব ত্বরায় অভেদরূপে তব পরব্রহ্মভাবে মিলিত হইতে পারে। ৩য়। ৯। ১৬।

হে ভগবন্! আপনিই এই ভুবনরূপী বৃক্ষ হইতেছেন। আপনিই ইহার মূল হইয়া আছেন। সেই মূল হইতে গিরিশ, আত্মস্বরূপরূপী বিষ্ণু এবং আমি (ব্রহ্মা) স্থিতি, উদ্ভব ও লয়ের কারণ হইয়া তিনটী স্কন্ধ হইয়া আছি। পরে আমাদের অঙ্গ হইতে বহুশাখাপ্রশাখাদি প্রকাশিত হইয়াছে। এমন ভুবনরূপী বৃক্ষ যে আপনি, আপনাকে নমস্কার করি। ৩য়। ৯। ১৭।

হে ভগবন্! আপনার অর্চ্চনার্থ আপনি স্বয়ং যে সমস্ত উপায় বিধান করিয়াছেন, যে সকল বিকর্ম্মনিরত লোক সেই বিধিমতে আহুহিত কর্ম্ম সাধন না করে; আপনি কালরূপে সেই সকল লোকের জীবনাশা সদ্য সদ্য চ্ছেদন করেন। অতএব আপনার কালরূপকে নমস্কার করি। ৩য়। ৯। ১৮।

হে ভগবন্! (আপনার কালরূপের তেজের কথা কি বলিব) আপনার সকল লোকের নমস্কৃত কালমূর্ত্তিদ্বারা চালিত হইয়া বিপরার্দ্ধসঙ্খ্যক সময় আমি এইরূপে বর্ত্তমান থাকি! এমন কি সেই কালরূপের ভয়ে আপনাকে প্রাপ্ত হইব বলিয়া, বহু বহু বৎসর তপস্যা করিয়াছি; অতএব হে যজ্ঞাধিষ্ঠাতঃ! আপনার সেই কালমূর্ত্তিকে নমস্কার করি। ৩য়। ৯। ১৯।

হে ঈশ্বর! জীবে যাহা সহজে জানিতে পারে না, আপনি এমন ভাবে; আত্মকৃতধর্ম্ম ও স্বভাবাদি পরিপালন করিবার জন্য আপন ইচ্ছায়; তির্য্যক্, মনুষ্য ও বিবুধগণের যোনীমতে উৎপন্ন হইয়া, নানাভাবের দেহে আবদ্ধ হইয়া, রমণ করিতেছেন। অতএব আপনার এমন পুরুষোত্তম রূপকে নমস্কার করি। ৩য়। ৯। ২০।

হে ভগবন্! পূর্ব্বে যে সকল দেবলোকেরা আপনার বিশ্ব-লীলার জন্য অতিশয় পরিশ্রান্ত হইয়াছিল, আপনি সেই সকল লোকের নিদ্রাসুখ বিধান করিবার জন্য আপনার উদরে সেই সকল লোককে ধারণ করিয়া এই ভীমোর্ম্মিমালাসংযুক্ত প্রলয়বারির মধ্যস্থলে সর্পশয্যা স্পর্শ করিয়া পঞ্চবৃত্তিরূপিণী (রাগ, দ্বেষ, অভিনিবেশ, মোহ, মহামোহ) অবিদ্যা দ্বারা আক্রান্ত না হইয়াও সুখে নিদ্রা যাইতেছেন। অতএব আপনার এই প্রকার মূর্ত্তিকে আমি নমস্কার করি। ৩য়। ৯। ২১।

যাহার অনুগ্রহে লোকত্রয়ের উপকরণরূপী নাভিপদ্ম হইতে আমি প্রকাশিত

হইয়াছি; যিনি আপনার উদরে সমস্ত সংসার ধারণ করিয়া থাকেন, যিনি এক্ষণে যোগনিদ্রার অবসানে আপনার পদ্মনেত্র বিকশিত করিয়াছেন, সেই ভগবানকে বারম্বার নমস্কার করি। ৩য়। ৯। ২২

হে ভগবন্! আপনা হইতে যেন এক্ষণে আমার প্রজ্ঞা প্রকাশ হয় এবং আমার ন্যায় প্রণত ও প্রিয়জন যেন পূর্ব্বের ন্যায় এই জগৎ সৃজন করিতে পারে, এমন শক্তিও প্রাপ্ত হয়। ৩য়। ৯। ২৩

এই ভগবানের প্রতি যাঁহারা আশক্ত হয়েন, ভগবান তাঁহাদেরই অভিলষিত বর দিয়া থাকেন। ইনি গুণরূপে ও অবতাররূপে যে সকল কার্য্য করেন, সেই সমস্তই আপনার রমানামক শক্তির সংযোগে করেন। এক্ষণে এই আত্মবিক্রমে বিশ্ব সৃজনকারী ঈশ্বর যেন আমার (ব্রহ্মার) চিত্তকে তাঁহাতে সংযুক্ত করেন। তাঁহার সংযোগে বা আশক্তিতে আমার বৈষম্যাদি দোষ যেন নষ্ট হইয়া যায়। ৩য়। ৯। ২৪

যে পুরুষের নাভিহ্রদবারি হইতে আমি বিজ্ঞানশক্তিরূপে এস্থলে প্রকাশ হইয়াছি, আমিই সেই অনন্তশক্তিমানের বিচিত্ররূপ বেদবাক্যের দ্বারা উচ্চারণ করিয়া বর্ণনা করিলাম। সেই ঈশ্বর যেন আমার এই বর্ণনার বিলয় না করেন। ৩য়। ৯। ২৫

যে পুরাণপুরুষ করুণার সাগর হইতেছেন; সেই ভগবান নিরূঢ়প্রেমবিস্মিত নয়নপদ্মের দ্বারা আনন্দিত হইয়া, এই বিশ্ব সৃজনার্থে উত্থান করুন এবং মাধ্বী মদিরাপায়ীগণের সুমিষ্ট বাণীর ন্যায় বাণীদ্বারা আমাদের বিষাদ যেন সেই ভগবান দূর করুন। ৩য়। ৯। ২৬

এই সমস্ত বর্ণনা করিয়া শ্রীমৈত্রেয়দেব বিদুরকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন:—

হে বিদুর! ভগবান ব্রহ্মা আপনার প্রকাশকর্ত্তাকে তপোবিদ্যা ও সমাধিদ্বারা দর্শন করিয়া মনোযোগে এইরূপ স্তব করিয়া পরিশ্রান্তচিত্তে স্থির হইলেন। ৩। ৯। ২৭

হে বিদুর! পরে ব্রহ্মা প্রলয়বারির ভীষণরূপ দর্শনে বিষাদিতচিত্ত হইয়া, লোকসৃষ্টির বিজ্ঞান জানিবার জন্য, আপনি ক্ষুণ্ণ হইলেন। ব্রহ্মার হৃদয়গত সেই অভিপ্রায় জানিয়া শ্রীমধুসূদন তাঁহার দুঃখ নাশ করিবার জন্য এই সকল কথা বলিলেন। ৩য়। ৯। ২৮

শ্রীভগবান কহিলেন—হে বেদগর্ভ! তুমি আমার নিকটে যাহা প্রার্থনা করিতেছ, তাহা অগ্রেই আমি সম্পাদন করিয়া রাখিয়াছি। এক্ষণে আলস্য ত্যাগ করিয়া সৃষ্টিকার্য্যে উদ্যোগী হও। ৩য়। ৯। ২৯

হে ব্রহ্মন্! তুমি আমাকে আশ্রয় করিয়া ভূয়োভূয়ঃ তপস্যা ও বিদ্যা আচরণ কর; তাহা হইলে এই প্রলয়ে লীন লোকসকলকে তোমার অন্তরেই তুমি দেখিতে পাইবে। ৩য়। ৯। ৩০

হে বিধাত! তুমি ভক্তিযুক্ত ও সমাহিত হইলে আপনার হৃদয়মধ্যে যে সকল লোক দেখিতে পাইবে; সেই সকল লোকের মধ্যে আমি ব্যাপ্ত থাকিয়া লোকরূপে; তৎপরে জীবরূপে বর্ত্তমান আছি, ইহাও দেখিতে পাইবে। (অর্থাৎ আমিই কারণ ও উপাদানময় এবং তোমারও নিয়ন্তা হইয়া সর্ব্বময় হইতেছি)। ৩য়। ৯। ৩১

হে ব্রহ্মন্! যখন লোকসমূহ কাষ্ঠমধ্যস্থিত অগ্নির ন্যায় আমাকে সর্ব্বভূতের অন্তর্গত দর্শন করে, তখনি তাহাদের সকল মোহ দূর হইয়া যায়। ৩য়। ৯। ৩২

যখন লোকসমূহ, ইন্দ্রিয় ও গুণসমূহের উপাধিশূন্য জীবাত্মাকে আমার স্বরূপের সহিত এক ভাবিবে, তখনি তাহারা মুক্তি প্রাপ্ত হইবে। ৩য়। ৯। ৩৩।

হে সর্ব্বজ্যেষ্ঠ! আমি তোমাকে এই অনুগ্রহ করিতেছি, যে, তুমি যত কর্ম্মের কর্ম্মী হইয়া, যত প্রজা সৃজন করত সৃষ্টির বিস্তার করিবে; তাহাতে তোমার আত্মা কখনই ক্লান্ত বা ভীত হইবে না। ৩য়। ৯। ৩৪।

হে ঋষিগণের আদি! তোমার মন প্রজা সৃজন কর্ম্মে নিরত রহিয়াছে বটে, কিন্তু ঐ মন আমার সহিত সংযুক্ত থাকা সত্বে, পাপিষ্ঠ রজোগুণ আত্মস্বভাবে তোমাকে মোহিত করিতে পারিবে না। ৩য়। ৯। ৩৫।

হে বিধাত! তুমি দেহিগণের দুর্ব্বিজ্ঞেয় হইয়াছ এবং আমাকে ভূত, ইন্দ্রিয় ও ত্রিগুণ সংযোগের অতীত বলিয়া ভাবিয়াছ, এইরূপে আমি তোমাকে জানিতে পারিয়াছি। ৩য়। ৯। ৩৬।

হে বিধাত! তুমি প্রথমে প্রলয় সলিলের উপরিস্থ পদ্মনালের মূল, কোথাও অধিষ্ঠিত অবশ্যই আছে, এইরূপ সন্দেহ করিয়া, আমার দর্শনের জন্য অত্যন্ত চেষ্টা করিয়াছিলে বলিয়া, আমি তোমাকে দর্শন দিলাম; ইহা জানিবে। ৩য়। ৯। ৩৭।

হে আদ্য! তুমি যে ইতিপূর্ব্বে আমার লীলাকথাদ্বারা অঙ্কিত স্তোত্র সমূহ উচ্চারণ করিয়াছিলে এবং আমার প্রতি একান্ত মতিসংযুক্ত করিয়া তপোনিষ্ঠ হইয়াছিলে; সে সমস্ত আমার অনুগ্রহেই প্রাপ্ত হইয়াছিলে; বুঝিবে। ৩য়। ৯। ৩৮।

হে ব্রহ্মন্! তুমি বিশ্বসৃষ্টির ইচ্ছায় তপস্যা করিয়া আমাকে নির্গুণরূপে অনুভব করিয়াও, সগুণ বলিয়া বর্ণনা করিয়াছ, সেই স্তবে আমি অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়াছি। ৩য়। ৯। ৩৯।

হে বিধাত! যে পুরুষ প্রত্যহ তৎকৃত স্তোত্রদ্বারা আমাকে সন্তুষ্ট করণার্থ ভজনা করিবে, আমি সকল কামনার ও বরের ঈশ্বর হইয়াও তাহার প্রতি আশু প্রসন্ন হইব। ৩য়। ৯। ৪০।

পূর্ত্ত কার্য্যে, তপস্যাতে, যজ্ঞেতে, দানেতে, যোগেতে, এমন কি! সমাধির সাধনাতে পুরুষগণ কেবলমাত্র আমার প্রীতিই সংগ্রহ করিতে চেষ্টা করিবে, ইহাই তত্ত্ববিৎগণের অভিপ্রায় হইতেছে। ৩য়। ৯। ৪১।

দেখ বিধাত! আমি অহঙ্কারোপাধিকারী জীবগণের আত্মা স্বরূপ হইয়া, সকল প্রিয়বস্তু অপেক্ষা প্রিয় হইতেছি, কারণ আমার সত্বাতেই জীবের পক্ষে দেহাদি এত প্রিয় হইয়াছে। অতএব আমার প্রতি রতি স্থাপন করা সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য। ৩য়। ৯। ৪২

হে সর্ব্বদেবময়! আমি যে আত্মার যোনী হইতেছি, তুমি সেই আত্মা হইতেছ। অতএব আমাতে লুপ্ত ব্রহ্মাণ্ড ও জীবাদি পূর্ব্বের ন্যায় তুমি আপনা হইতে সৃজন কর। ৩য়। ৯ ৪৩

এই ভাবে ব্রহ্মা ও শ্রীহরি সংবাদ বর্ণনা করিতে করিতে শ্রীমৈত্রেয় বিদুরকে

সম্বোধন করিয়া কহিলেন :—হে বিদুর! সেই প্রধান পুরুষেশ্বর জগৎস্রষ্টা কঞ্জনাভ ঈশ্বর ব্রহ্মাকে এইরূপে ব্রহ্মাণ্ড অভিব্যক্ত করিতে বলিয়া, আপনার রূপ অন্তর্হিত করিলেন। ৩য়। ৯। ৪৪।

ইতি শ্রীভাগবতে তৃতীয়স্কন্ধে নবমাধ্যায়ে উপেন্দ্রকৃতানুবাদ সমাপ্ত।

ব্যাখ্যা। তত্ত্বজ্ঞানরূপী মৈত্রেয় সাধকরূপী বিদুরকে এইভাবে তত্ত্বজ্ঞান উপদেশ দিয়া এই শ্লোক বলিলেন। ইহার তাৎপর্য্য এই :—পদ্মনাভ অর্থাৎ ব্রহ্মাণ্ডই যাঁহার মধ্যস্থল, কিম্বা যিনি এই ব্রহ্মাণ্ডকে বেষ্টন করিয়া সকল পুরুষের অর্থাৎ জীবের ঈশ্বর এবং জগতের অর্থাৎ তত্ত্বসমূহের স্রষ্টা বা কারণ হইয়া, আত্মাকে প্রকাশ করত, আপন ইচ্ছা আত্মাতে প্রদান করিলেন। সেই ঈশ্বরই সগুণত্ব হইতে তিরোহিত অর্থাৎ নির্গুণে অবস্থান করিলেন, তাঁহার তেজে আত্মা এই বিশ্ব প্রকাশ করেন, বুঝিতে হইবে। ব্রহ্মাটি যে আত্মার নামান্তর একথা এই অধ্যায়ের ত্রিচত্বারিংশতি শ্লোকে স্বয়ং শ্রীব্যাস প্রকাশ করিয়াছেন।

ইতি শ্রীভাগবতে তৃতীয়স্কন্ধে নবমাধ্যায়ে উপেন্দ্রকৃতাধ্যাত্ম ব্যাখ্যা সমাপ্ত।

অথ দশম অধ্যায়।

—০:০—

শ্রীবিদুর মৈত্রেয়মুখে পূর্ব্বোক্ত তত্ত্বকথা শ্রবণ করিয়া পরমাহ্লাদে পুনরায় মৈত্রেয়কে জিজ্ঞাসা করিলেন :—হে মুনে! ভগবান অন্তর্হিত হইলে, সকল লোকের পিতামহ ব্রহ্মা দৈহিকী ও মানসী ভেদে কত প্রকার প্রজা সৃজন করিয়াছিলেন? হে বহুবিত্তম্! হে হে ভগবন্! আমি যাহা আপনাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, তাহার আনুপূর্ব্বিক বর্ণনা করিয়া আমার সন্দেহ মোচন করুন। ৩য়। ১০। ১। ২।

এতদ্বর্ণনানন্তর শৌনকাদিকে সম্বোধন করিয়া শ্রীসূত গোস্বামী কহিলেন—হে ঋষিগণ, বিদুর কর্ত্তৃক ভগবান মৈত্রেয় মুনি জিজ্ঞাসিত হইয়া, অতিশয় প্রীত হইলেন এবং তাঁহার প্রশ্নের মর্ম্ম হৃদয়ে স্মরণ রাখিয়া, একে একে সদুত্তর দিতে আরম্ভ করিলেন। ৩য়। ১০। ৩।

অনন্তর শ্রীমৈত্রেয় বিদুরকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, হে বৎস শ্রবণ কর :—

ভগবান অজ ব্রহ্মাকে যেমন অনুমতি করিয়াছিলেন, বিরিঞ্চিও সেই অনুমতি অনুসারে নারায়ণে আত্মস্থাপন করিয়া শতবর্ষ তপস্যা করিয়াছিলেন। ৩য়। ১০। ৪।

সেই অজসম্ভূত ব্রহ্মা কিছুকাল পরে দেখিলেন, যে, তিনি যে পদ্মে অধিষ্ঠিত রহিয়াছেন, সেই পদ্ম ও প্রলয়বারি, কালকর্ত্তৃক হতবীর্য্য বায়ুদ্বারা কম্পিত হইতেছে। ৩য়। ১০। ৫।

অতিশয় তপস্যার অভ্যাস দ্বারা এবং আত্মসংস্থিত বিদ্যাদ্বারা ব্রহ্মার বিজ্ঞানবল এতদূর বর্দ্ধিত হইয়া উঠিল, যে, তিনি সেই প্রলয়বারিসংযুক্ত বায়ুরাশিকে একেবারে পান

করিয়া ফেলিলেন। (প্রলয় বারি অর্থাৎ মিশ্রিতকারণকে আত্মসৃজনস্বভাবের অন্তর্গত করিলেন। কাল বলিতে পরিবর্ত্তনাত্মিকা শক্তি এবং বায়ু বলিতে মিশ্রিত সূক্ষ্মতত্ত্বসমূহ। হৃতবীর্য্যবায়ু বলিতে পদার্থে পরিণত হওনাক্ষম অবস্থা।) হে বিদুর! অনন্তর সেই ব্রহ্মা বিয়ৎব্যাপ্ত সর্ব্বতোরিস্থিত আপনার অধিষ্ঠান স্বরূপ পদ্মকে দেখিয়া, তদ্দ্বারা পূর্ব্বকল্পের লীন লোকসমূহকে প্রকাশ করিবেন, এই চিন্তা করিতে লাগিলেন। ৩য়। ১০। ৬। ৭।

অনন্তর ঈশ্বরের স্বভাবজ্ঞ ভগবান ব্রহ্মা, আপন কর্ম্মে নিযুক্ত হইয়া, যে পদ্মকোষের মধ্যে বর্ত্তমান চতুর্দ্দশ ভুবন বা ততোধিক ভুবন স্থাপিত হইতে পারে, এমন একমাত্র পদ্মকোষের মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া, তাহাকে তিন ভাগে প্রথমতঃ বিভক্ত করিলেন। (তিনভাগ বলিতে ভূঃ, ভুবঃ, স্বঃ অর্থাৎ কার্য্য, কারণ ও আত্মাবস্থা)। ৩য়। ১০। ৮।

হে বিদুর! এই যে ত্রিলোকের কল্পনা হইল; ইহারা জীবগণের জীবভাব, ভোগাগার ও ভোগ সংস্থান স্বরূপ বুঝিতে হইবে। আর স্বয়ং পরমেষ্ঠী (আত্মা) যিনি, তাঁহাকেই নিষ্কামধর্ম্মের ফলস্বরূপ (মুক্তি) বুঝিতে হইবে। ৩য়। ১০। ৯।

এইরূপে লোকসংস্থান ও সৃষ্টির প্রথমাবস্থা বর্ণনা শ্রবণ করিয়া, বিদুর শ্রীমৈত্রেয়কে কহিলেন ঃ—হে প্রভো! আপনি যে ইতিপূর্ব্বে অদ্ভুতকর্ম্মা ও বহুরূপী হরির কাল নামক শক্তির কথা বর্ণনা করিয়াছিলেন, সেই কালের লক্ষণ বলিয়া আমাকে কৃতার্থ করুন। ৩য়। ১০। ১০।

বিদুরের এই সারগর্ভ প্রশ্ন শ্রবণ করিয়া শ্রীমৈত্রেয় কহিলেন ঃ—

যিনি মহদাদির পরিণাম করেন তিনি কাল হইতেছেন। তিনি স্বয়ং নির্ব্বিশেষ এবং আদ্যন্তশূন্য হইতেছেন। ঈশ্বর সেই কালদ্বারা আত্মাকে লীলাপর করিয়া সৃষ্টিতে ব্যাপ্ত করেন। ৩য়। ১০। ১১।

হে বিদুর! এই বিশ্বের মধ্যে একমাত্র ব্রহ্মই সৎ পদার্থ হইতেছেন। বিশ্ব সেই ভগবানের মায়াতে সংস্থিত রহিয়াছে। ব্রহ্ম হইতে এই বিশ্ব (জীবের সহিত সূক্ষ্মসৃষ্টি) একমাত্র অব্যক্তমূর্ত্তি কালদ্বারা পৃথক্ দেখাইতেছে। বর্ত্তমানে ইহা যে ভাবে দেখাইতেছে, পূর্ব্বেও এই ভাবে এই বিশ্ব ছিল; পশ্চাতেও ইহা এই ভাবে কালদ্বারা থাকিবে। ৩য়। ১০। ১২।

এই ব্রহ্মাণ্ডের পক্ষে সেই ভগবান প্রাকৃত ও বৈকৃত অবস্থাভেদে নববিধ সৃষ্টির উপায় করিয়াছেন এবং কালমতে, দ্রব্যমতে ও গুণমতে ত্রিবিধ উপায়ে তাহাদের প্রলয়ও স্থির করিয়াছেন। ৩য়। ১০। ১৩।

হে বিদুর! (ষড়্বিধ প্রাকৃতিক সর্গের মধ্যে) মহত্তত্ত্বই সকলের আদি সৃষ্টি হইতেছে। আত্মরূপী হরি হইতে গুণসমূহ বৈষম্যভাব লাভ করিলে, যে অবস্থা হয়, তাহাকে মহত্তত্ত্ব সৃষ্টি কহে। অহংকার দ্বিতীয় সৃষ্টি। যে অবস্থার দ্বারা দ্রব্য, জ্ঞান ও ক্রিয়ার (দ্রব্য বলিতে ভূতোপকরণ। জ্ঞান বলিতে মনোময় অংশ। ক্রিয়া বলিতে ইন্দ্রিয়শক্তি।) বোধ হয়, তাহাকে অহংকার কহে। হে বিদুর! তৃতীয় সৃষ্টিকে ভূততন্মাত্রসর্গ কহে। উহা কেবল মাত্র দ্রব্য ও শক্তিসমূহের দ্বারা প্রণীত হইয়া থাকে। ইন্দ্রিয়সর্গকে চতুর্থ সর্গ কহে। উহা জ্ঞান ও ক্রিয়ার অধীন হইয়া কার্য্য করে, বুঝিতে হইবে। ৩য়। ১০। ১৪। ১৫।

হে বিদুর! মনোময় সাত্ত্বিক দেবসর্গকে পঞ্চম সর্গ কহে। অবিদ্যাদ্বারা যে অবস্থার গঠন হইয়া থাকে এমন ষষ্ঠ সর্গকে তামস্ সর্গ কহে। তাহাতে কেবল অবুদ্ধি অর্থাৎ জীবের আবরণ ও বিক্ষেপাদি মোহ ক্রিয়া বর্ত্তমান থাকে। ৩য়। ১০। ১৬।

হে বিজ্ঞ! এই ছয় প্রকার প্রাকৃতসর্গের কথা কহিলাম। এক্ষণে বৈকৃত সর্গের কথা কহিতেছি অবহিত হইয়া শ্রবণ কর। এই বৈকৃত অবস্থাটী হরিস্মরণকারী রজোগুণাশ্রয়ী ভগবান ব্রহ্মার লীলাস্থল হইতেছে জানিবে। ৩য়। ১০। ১৭।

হে অঙ্গ! (নববিধ সৃষ্টির মধ্যে ছয়টীর পরিচয় দিয়াছি) সপ্তমই বৈকৃতের মুখ্য সর্গ। এই সর্গে ছয় প্রকার স্থাবরের অবস্থা প্রকাশ হইয়াছে। কতকগুলি স্থাবর বনস্পতি অবস্থার, কতকগুলি ওষধি অবস্থার, কতকগুলি লতা অবস্থার, কতকগুলি ত্বক্—সারাবস্থার, কতকগুলি বীরুধ ও দ্রুমাবস্থার হইতেছে। ইহাদের সাধারণ লক্ষণ এই যে, ইহাদের আহার সঞ্চার নিম্ন হইতে উর্দ্ধে হইয়া থাকে। ইহাদের চৈতন্য প্রকাশমান্ নহে। ইহারা অন্তরে স্পর্শভাব বুঝিতে পারে, কিন্তু সে ভাব বাহ্যে প্রকাশ হয় না। অধিকন্তু ইহাদের সকলেরই বিবিধ পরিণাম হওয়াতে, নানা জাতীয় বলিয়া উহারা বিশ্বে পরিচিত হইয়াছে। ৩য়। ১০। ১৮।

হে বিদুর! তির্য্যক্ সৃষ্টিই (জঙ্গম) অষ্টম সৃষ্টি হইতেছে। এই সর্গেতে অষ্টাবিংশতি ভেদ দৃষ্ট হয়। তাহার লক্ষণ বলি শ্রবণ কর। এক জাতীয়েরা ভূত ও ভবিষ্যৎ জ্ঞান বিহীন। অপর জাতীয়েরা কেবল মাত্র আহারেই নিরত। কাহারা ঘ্রাণ দ্বারা অভীপ্সিত বস্তু স্থিরকারী। কাহারা দীর্ঘানুসন্ধানে চেষ্টাহীন হইতেছে। ৩য়। ১০। ১৯

গো, অজ, মহিষ, গবয়, কৃষ্ণ, শূকর, রুরু, অবি, উষ্ট্র, এই নয় জাতীয় তির্য্যকশ্রেণীকে দ্বিশফ জাতী কহে। খর, অশ্ব, অশ্বতর, গৌর, শরভ, চমরী—এই ছয় জাতীয়কে একশফ কহে। হে বিদুর! এই তো খুরবান্ জাতিসমূহের কথা বলিলাম। এক্ষণে নখবান্ জাতিসমূহের কথা শ্রবণ কর;—কুকুর, শৃগাল, বৃক, ব্যাঘ্র, মার্জ্জার, শশক, শল্লকী, সিংহ গজ, কপি, কূর্ম্ম, গোধাদি ভূচর ও মকরাদি জলচর, এতদ্ভিন্ন কঙ্ক, গৃধ্র, বক, শ্যেন, ভাস, ভল্লুক, ময়ুর, হংস, সারস, চক্রবাক, কাক, পেচক প্রভৃতি খেচরেরাও পঞ্চনখী হইতেছে বুঝিতে হইবে। ৩য়। ১০। ২০। ২১। ২২। ২৩

হে বিদুর! যাহাদের আহার সঞ্চার উর্দ্ধ হইতে অধোদেশে হয়, তাহারের অর্ব্বাক্ জাতীয় জীব কহে; তাহাই ব্রহ্মার শেষ বা নবম সৃষ্টি হইতেছে এবং তাহা একজাতি হইতেছে জানিবে। বিশেষতঃ তাহারা রজোগুণাধিক্যে জন্মলাভ করে এবং কর্ম্মপর হইয়া দুঃখ ও সুখের অভিমানী হইয়া থাকে। ইহাকেই মনুষ্যসর্গ কহে। ৩য়। ১০। ২৪।

হে সাধু বিদুর! এই প্রাকৃত, বৈকৃত ও দেবসর্গের মধ্যে, দেবসর্গকে বৈকৃত সৃষ্টির অন্তর্গত বুঝিও। তদ্ব্যতীত প্রাকৃত ও বৈকৃত এই উভয়ের আশ্রয়ে কৌমারসর্গ (দেবমনুষ্যভাবযুক্ত সনৎকুমারাদির সৃষ্টি) বলিয়া আর এক প্রকার সর্গ আছে, জানিবে। ৩য়। ১০। ১৮। ২৫

উক্ত দেবসর্গও অষ্টবিধ হইতেছে। বিবুধ, পিতৃ ও অসুরাদি ত্রিবিধ, গন্ধর্ব্বাপ্সরাদি একবিধ, যক্ষরক্ষাদি একবিধ, সিদ্ধচারণবিদ্যাধরাদি একবিধ, ভূতপ্রেতপিশাচাদি একবিধ,

কিন্নরাদি একবিধ হইতেছে। হে বিদুর! পূর্ব্বোক্ত ষড়্‌বিধ প্রাকৃত, কৌমারাদি উভয়াত্মক সর্গ এবং এই দেবসর্গসহ চতুর্ব্বিধ বৈকৃত সর্গ মিলিয়া একত্রে যে দশবিধ সর্গ হইল, এই সমস্তই বিশ্বস্রষ্টা বিধাতার সৃষ্টি হইতেছে, বুঝিবে। ৩য়। ১০। ২৬। ২৭

হে বিদুর! সেই অমোঘসঙ্কল্প ও আত্মভূ হরি প্রতিকল্পেই রজোগুণদ্বারা আবৃত হইয়া, আপনাদ্বারা আত্মার (ব্রহ্মার) আবিষ্কার করিয়া, এই বিশ্বসমূহের পূর্ব্বরূপের স্রষ্টা হইয়া থাকেন। হে সাধো! আমি অতঃপর মন্বন্তর ও মনুবংশের কথা কহিতে আরম্ভ করিতেছি। তাহা শ্রবণ কর। ৩য়। ১০। ২৮

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে তৃতীয়স্কন্ধে দশম অধ্যায়ে উপেন্দ্রকৃতানুবাদ সমাপ্ত।

এই শ্লোকের তাৎপর্য্য এই যথা:— অমোঘসঙ্কল্প বলিতে যাঁহার সংকল্পের বিলয় নাই। আত্মভূ বলিতে যাঁহার জন্ম ও মৃত্যু নাই। প্রতি সৃষ্টির একান্ত পরিণামকে প্রলয় কহে। রজোগুণ বলিতে কর্ম্মাশক্তি। আত্মার বলিতে ব্রহ্মার। এইরূপে ভগবন্মাহাত্ম্য প্রকাশ করিয়া মৈত্রেয়োক্তিতে ব্যাসদেব অধ্যায় সমাপ্ত করিলেন।

ইতি শ্রীভাগবতে তৃতীয়স্কন্ধে দশমাধ্যায়ে উপেন্দ্রকৃতাধ্যাত্ম ব্যাখ্যা সমাপ্ত।

অথ একাদশ অধ্যায়।

—*—

অনন্তর শ্রীমৈত্রেয় বিদুরকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, হে বিদুর! মন্বন্তরের কথা বলিতেছি শ্রবণ কর:—ব্রহ্মাণ্ডে যে সৎবস্তু কার্য্য করিতেছে সেই সৎবস্তু ক্রমে এত সূক্ষ্মভাবে অবস্থান করিতেছে যে, সেই সৎভাগ হইতে কর্ম্ম প্রকাশ হয় না। তাহাকে অংশ করা যায় না এবং তাহা পরস্পর সংযুক্ত নহে। কিন্তু আবার সেই সূক্ষ্ম সৎভাগের সংযোগ হইলে পদার্থ প্রকাশ হয়। অথচ সেই পদার্থদৃষ্টে মনুষ্যগণ বহু সূক্ষ্মের একত্র মিলনে এই পদার্থ বা অবয়ব হইয়াছে, এমন সন্দেহ করেন। এবম্বিধ যে অতি সূক্ষ্মতম সদাবস্থা তাহাকে পরমাণু কহে। ৩য়। ১১। ১

ব্যাখ্যা। এই একাদশাধ্যায়ে কালদ্বারা সূক্ষ্মকারণাবলি পরিণত হইতে হইতে পরমাণুগত অবস্থা ক্রমে প্রাপ্ত হইলে, যুগমন্বন্তরাদি যে ভাবে ঘটে তাহা বর্ণনা করা যাইতেছে বুঝিতে হইবে।

হে সত্তম! সেই স্বরূপে অবস্থিত পরমাণু পদার্থের আপনিই একপ্রকার অবস্থান্তর হয়, সেই অবস্থান্তরে তাহাদের পরস্পর সংযোগ হয়; সেই সংযোগও এত সূক্ষ্ম যে তাহা নিরন্তর অভেদভাবে থাকে। সহজে বিশেষ বোধ হয় না। এই অবস্থাকে পরমমহান্ কহে। হে সাধো! কালশক্তি এই উভয়কে অর্থাৎ সূক্ষ্ম পরমাণুকে ভোগ করিয়া পরমাণু

নামে এবং পরমমহান্‌কে ভোগ করিয়া পরমমহান্ নামে অনুমিত হইয়া থাকেন। সেই অব্যক্ত অথচ হরির শক্তিরূপী কাল ঐ পরমাণ্বাদিকে ব্যক্তভাবে ব্যাপ্ত করিবার জন্য এবং উৎপত্ত্যাদিতে স্বয়ং দক্ষ হইবার জন্য ভোগ করেন বুঝিতে হইবে। ৩য়। ১১। ৩

পরমাণু অবস্থাটী যখন কাল ভোগ করেন, তখন তাঁহাকে পরমাণু কহে। পরমাণুর বিমিশ্র ভাগকে যখন কাল ভোগ করেন, তখন তাঁহাকে পরমমহান্ কহে। ৩য়। ১১। ৪

হে বিদুর! যে উপায়ে কালের পরিবর্ত্তন অবগত হওয়া যায় তাহা শ্রবণ কর:—

দুইটী পরমাণু মিলিত হইলে একটী অণু হয়। তিনটী অণু মিলিত হইলে একটী ত্র্যসরেণু হয়। এই ত্র্যসরেণুটী দেখা যায়। যখন উহারা লঘুত্ব হেতু গগনপথে উড়িতে থাকে, তখন কোন গবাক্ষগত সূর্যরশ্মিতে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলে, ত্র্যসরেণুর উড্ডীয়মান ভাব দেখা যায়। এইরূপ তিনটী ত্র্যসরেণুর একীভূত অবস্থাকে যে কাল ভোগ করে তাহাকে ত্রুটী কহে। এক শত ত্রুটীতে একটী বেধ হয়। তিনটী বেধে একটি লব হয়। ৩য়। ১১। ৫। ৬

হে বিদুর! তিন লবে এক নিমেষ হয়। তিন নিমিষে এক ক্ষণ হয়। পঞ্চক্ষণে এক কাষ্ঠা হয়। পঞ্চদশ কাষ্ঠাতে এক লঘু হয়। পঞ্চদশ লঘুতে এক নাড়িকা হয়। দুই নাড়িকাতে এক মুহূর্ত্ত হয়। হ্রাসবৃদ্ধিভেদে ছয় বা সাত মুহূর্ত্তে মানবগণের এক প্রহর বা যাম হইয়া থাকে। (নাড়িকার পরিমাণ করিবার নিয়ম যথা:—)

ছয় পল তাম্রে এমন একটী পাত্র প্রস্তুত করিতে হইবে, যাহাতে এক প্রস্থ জল ধরে এবং তাহার মধ্যভাগে এমন একটী ছিদ্র করিতে হইবে, যাহার মধ্যে চারি অঙ্গুলী দৈর্ঘ্য পরিমাণে, এক মাষা নির্ম্মিত একটী স্বর্ণশলাকা প্রবিষ্ট হইতে পারে। ঐ ছিদ্র দ্বারা যখন এক প্রস্থ জল পতিত হইবে, সেই সময়কে নাড়িকা কহে। (নাড়িকাকে দণ্ডও কহে) ৩য়। ১১। ৭। ৮। ৯

হে বিদুর! মর্ত্ত্যবাসী জনের অষ্টযামে এক অহোরাত্রি হইয়া থাকে। ঐরূপ পঞ্চদশ অহোরাত্রে এক পক্ষ হয়। ঐ পক্ষ শুক্ল ও কৃষ্ণ ভেদে নাম প্রাপ্ত হইয়া থাকে। ৩য়। ১১। ১০

ঐ দুই পক্ষ সমষ্টিভূত হইলে যে সময় হয়, তাহাকে এক মাস কহে। পিতৃগণের পক্ষে তাহা এক অহোরাত্রি হইতেছে। ঐ দুই মাসে এক ঋতু হয়। ছয়মাসে এক অয়ণ হয়। ঐ দুই অয়নই দেবলোকের এক অহোরাত্র হইতেছে। দ্বাদশ মাসে একবৎসর হয়। ঐরূপ একশত বৎসরই মানবের পরমায়ু নিরূপিত হইয়াছে। ৩য়। ১১। ১২

হে বিদুর! এই গ্রহ, ঋক্ষ ও তারাচক্রস্থ কালাত্মক বিভুরূপী তপনদেব, পরমাণু দ্বারা গঠিত এই জগৎকে একবার এক বৎসরের অবসানে দর্শন কার্য্য সমাপ্ত করিয়া থাকেন। ৩য়। ১১। ১৩

হে বিদুর! বৎসর অনেক প্রকার:—তন্মধ্যে সংবৎসর, ইদাবৎসর, পরিবৎসর, অনু-বৎসর, এই পঞ্চ প্রকার বৎসরই প্রধান বলিয়া উক্ত হইয়াছে। ৩য়। ১১। ১৪

হে বিদুর! যে মহাভূতরূপীসূর্য্যদেব আপনার শক্তিদ্বারা কর্ম্মশক্তিরূপী কালশক্তিকে

নানাবিধ কার্য্যে অভিমুখী করিতেছেন। যিনি পুরুষগণকে অভ্রান্ত করিবার জন্য অন্তরীক্ষে ধাবিত হইতেছেন। সকামীগণের সন্তোষার্থে যজ্ঞাদি বিস্তার করিতেছেন। সেই পঞ্চ-বৎসররূপী তপনদেবকে সকলেই পূজা করে। ৩য়। ১১। ১৫।

এই সকল কথা শ্রবণ করিয়া, হৃষ্ট হইয়া বিদুর কহিলেন;—হে গুরো! আপনি ইতিপূর্ব্বে যাহা বর্ণনা করিলেন তদ্দ্বারা পিতৃদেব ও মনুষ্যাদি সৃষ্টবস্তুর পরমায়ুঃ জ্ঞাত হইলাম। কিন্তু সৃষ্টির অতীত যে সকলকে শ্রেষ্ঠ কহে, তাহাদের আয়ুর কথা আমাকে জ্ঞাত করুন। ৩য়। ১১। ১৬।

হে ভগবন্! যাঁহারা যোগবলে সিদ্ধি প্রাপ্ত হয়েন, সেই সকল ধীরেরা সিদ্ধচক্ষে এই বিশ্বের সমস্তই অবলোকন করিতে পারেন। অতএব আপনি সিদ্ধব্যক্তি হইতেছেন, আপনি অবশ্যই ভগবান কালের গতি বিশেষরূপে জ্ঞাত আছেন; তাহা আমাকে বলুন। ৩য়। ১১। ১৭।

বিদুরের প্রশ্নে আনন্দিত হইয়া শ্রীমৈত্রেয় কহিলেন;—হে বিদুর! শ্রবণ কর। কৃত (সত্য), ত্রেতা, দ্বাপর ও কলি এই চারি যুগ মানবীয়গণনায় দ্বাদশ সহস্র গুণ হইলে, প্রত্যেকেই দেবতাগণের পক্ষে এক যুগ বলিয়া গণ্য হয়। অর্থাৎ মনুষ্যপক্ষে যত সহস্র বৎসর গণিত হয়, দৈবপক্ষে তাহার দ্বাদশগুণ হইলে এক সত্যযুগ হইয়া থাকে। ঐসময়ের মধ্যে প্রত্যেকের সন্ধ্যাংশও নিরূপিত হইয়া রহিয়াছে। ৩য়। ১১। ১৮।

হে বিদুর! দেবগণের পক্ষে তাঁহাদের গণনায় সত্যযুগের পরিমাণ চারি সহস্র বৎসর; ত্রেতাযুগের পরিমাণ তিনসহস্র বৎসর। দ্বাপরের পরিমাণ দুইসহস্র বৎসর। কলির পরিমান এক সহস্র বৎসর। উহাদের মধ্যে অষ্টশতবৎসর সত্যের সন্ধ্যা। ছয়শত বৎসর ত্রেতার সন্ধ্যা। চারিশত বৎসর দ্বাপরের সন্ধ্যা এবং দুইশত বৎসর কলির সন্ধ্যা বুঝিতে হইবে। প্রতিযুগে যত যত সন্ধ্যার কথা হইল, উহার মধ্যে অর্দ্ধেক প্রথম সন্ধ্যা অপরার্দ্ধে অন্তঃসন্ধ্যা হয়। ঐ উভয় সন্ধ্যার মধ্যবর্ত্তী কালকে পূর্ণযুগ কহে। যুগজ্ঞ ব্যক্তি ঐ সময়ে যুগধর্ম্মাচরণ করিয়া থাকেন, বুঝিতে হইবে। ৩য়। ১১। ১৯। ২০

হে বিদুর! ধর্ম্ম সত্যযুগে চতুষ্পাদ হইয়া মানবগণকে আশ্রয় করেন। পরে ক্রমে অধর্ম্ম প্রবল হইলে ত্রেতাদি যুগ হইতে একপাদ করিয়া হীন হয়েন; বুঝিতে হইবে। ৩য়। ১১। ২১

হে তাত! এই ত্রিভুবনের বহিস্থ সমুদায় লোক হইতে ব্রহ্মলোক পর্য্যন্ত স্থানে ব্রহ্মার দিনে দিন হয় এবং ব্রহ্মার নিশায় নিশা হইয়া থাকে। ভুবনের চারি যুগে এক যুগ ধরিয়া, ঐ রূপ এক সহস্র যুগে ব্রহ্মার এক দিন হয়, তাহাই মর্ত্ত্যসৃষ্টি কাল এবং অপর এক সহস্র যুগে ব্রহ্মার এক রাত্রি হয়, এই নিশায় বিশ্বস্রষ্টা নিদ্রিত (নিশ্চেষ্ট) হয়েন, তাহাকেই প্রলয় বুঝিতে হইবে। ব্রহ্মার নিশাভাগ অবসিত হইলে পুনরায় লোকসমূহের কল্পনা হইয়া থাকে। ঐ সময়কে ভগবানের দিবস কহে এবং এক দিবাভাগে জগতে চতুর্দ্দশ মনুর রাজ্যভোগ হয়; বুঝিতে হইবে। ৩য়। ১১। ২২। ২৩

হে বৎস! ঐ চতুর্দ্দশ মনুর মধ্যে প্রত্যেক মনুই আপনাপন বংশ, ঋষি

দেবতা ও ইন্দ্রাদির সহিত কিঞ্চিৎ অধিক একসপ্ততি যুগ পর্য্যন্ত রাজ্য করিয়া লয় প্রাপ্ত হয়েন। ৩য়। ১১। ২৪

হে অঙ্গ! এই চতুর্দ্দশ মন্বন্তরাত্মক কালকে দৈনন্দিন সৃষ্টি কহে। ইহাই ব্রহ্মার সৃষ্টি। এই সময়ের মধ্যে আপন আপন কর্ম্মমতে জীব, মনুষ্য, পিতৃ ও দেবতাগণের জন্ম হইয়া থাকে বুঝিতে হইবে। ৩য়। ১১। ২৫

হে বিদুর! প্রতি মন্বন্তরেই ভগবান আপনার সত্ত্বমূর্ত্তি দ্বারা মন্বাদি রূপে প্রকাশিত হইয়া তদ্দ্বারা আত্মতত্ত্ব প্রকাশ করত বিশ্বের হিত সাধন করেন। ৩য়। ১১। ২৬

হে বিদুর! এই তো তোমাকে সূক্ষ্মসৃষ্টির পরিবর্ত্তন ও প্রতিপালনের কথা বলিলাম, এক্ষণে ব্রহ্মার নিশাবসানে সৃষ্টির কি অবস্থা হয় তাহা শ্রবণ করঃ—

যখন ব্রহ্মার দিবস শেষ হয়, তখন তিনি তমো অংশকে আশ্রয় করিয়া আপন বিক্রমকে আপনাতে অবরুদ্ধ কালের অনুগত করিয়া, তুষ্ণীভাব অবলম্বন করেন। চন্দ্র ও সূর্য্য ব্যতীত দিবা নিশি যেমন তমসাচ্ছন্ন হয়, তদ্রূপ ভূরাদি লোকসমূহ তমোময় (জড়) হইয়া তাঁহাতে সেই কালদ্বারা লীন হইয়া থাকে। ৩য়। ১১। ২৭। ২৮

হে সাধু বিদুর! পূর্ব্বোক্ত প্রলয়াবস্থার অব্যবহিত পরেই ভগবান সঙ্কর্ষণের মুখাগ্নিতে ত্রিলোকের সমস্তই দগ্ধ হইতে থাকে। সেই সময়ে ভৃগু প্রভৃতি সপ্তর্ষিগণ পীড়িত হইয়া মহর্লোক হইতে জনলোকে গমন করিয়া থাকেন। ৩য়। ১১। ২৯

এইরূপে কল্পান্ত উপস্থিত হইলে সমুদ্রসমূহ বর্দ্ধিত হইয়া সমস্ত ব্রহ্মাণ্ড প্লাবিত করে এবং প্রচণ্ড প্রলয়বায়ুতে উর্ম্মিসমূহ উত্থিত হইয়া, চতুর্দ্দিক ক্ষুভিত করে। ৩য়। ১১। ৩০

এই প্রলয়কালে সেই ভীষণ সলিলে (কারণ সমূহে) ভগবান হরি অনন্তকে (আধার শক্তিকে) আসন করিয়া থাকেন। সেই সময়ে তাঁহার আঁখিযুগল যোগনিদ্রায় নীমিলিত থাকে, জনলোকবাসীগণদ্বারা তিনি সেই সময়ে স্তূয়মান হইয়া থাকেন। ৩য়। ১১। ৩১

হে বিদুর! এই যে প্রলয়রূপী রাত্রি ও সৃষ্টিরূপী ব্রহ্মার দিবাভাগ সংযোগে অহোরাত্রের কথা কহিলাম, এই পরিমাণকাল দ্বারা শত বর্ষ অতীত হইলে যদিও সকল প্রাণির বয়সের অপেক্ষা ব্রহ্মার পরমায়ু অধিক হইল বটেঃ—তথাপি তাঁহার আয়ুঃক্ষয় হয় নাই। ৩য়। ১১। ৩২

হে বিদুর! ব্রহ্মার অর্দ্ধেক আয়ুকে পরার্দ্ধ কহা যায়। ঐ পরার্দ্ধ দুই প্রকার। এক পরার্দ্ধ অতীত হইলে দ্বিতীয় পরার্দ্ধ প্রবৃত্ত হইয়া থাকে। ৩য়। ১১। ৩৩

হে সাধো! এই দুই পরার্দ্ধের মধ্যে প্রথম পরার্দ্ধের প্রথম ভাগকে ব্রাহ্ম্য অবস্থা কহে। সেই ব্রাহ্ম্যাবস্থকে মহান্ অবস্থা কহে। এই অবস্থায় যে কল্প ঘটে তাহাকে ব্রহ্মকল্প কহে। জ্ঞানীগণ ঐ সময়ে শব্দব্রহ্মমাত্র জ্ঞাত হয়েন। ৩য়। ১১। ৩৪

এই ব্রহ্মকল্প অতীত হইলে আর এক কল্পের প্রকাশ হয়, তাহাকে পাদ্মকল্প কহে। সেই অবস্থায় হরির নাভিসরোবর হইতে ত্রিভুবনের কারণ পদ্ম প্রকাশিত হইয়া থাকে। ৩য়। ১১। ৩৫

হে ভারত! (পূর্ব্বের যে অবস্থান্তরের কথা কহিলাম, ঐ সময়ে ব্রহ্মার আয়ুর প্রথম পরার্দ্ধ গত হয়।) পরে দ্বিতীয় পরার্দ্ধ আরম্ভ হইলে যে কল্প আরম্ভ হয়, তাহাকে বারাহ কল্প কহে। এই কল্পে ভগবান্ শূকররূপী হইয়া থাকেন। ৩য়। ১১। ৩৬

হে সাধো! এই যে দ্বিপরার্দ্ধ কালের কথা কহিলামঃ—যিনি অব্যাকৃত, অনন্ত, অনাদি ও জগতের আত্মা স্বরূপ হয়েন; সেই ঈশ্বরের পক্ষে উহা নিমেষের ন্যায় বোধ হইয়া থাকে। ৩য়। ১১। ৩৭

হে বিদুর! এই পরমাণু হইতে দ্বিপরার্দ্ধ অবস্থাময় যে কালের কথা কহিলাম, এই কাল দেহগেহাদি সংযুক্ত অভিমানীগণের ঈশ্বর হইতেছেন; কিন্তু পরিপূর্ণ ঈশ্বরকে পরিচ্ছেদ করিতে সামর্থ্যবান্ নহেন। ৩য়। ১১। ৩৮

হে সাধো! সেই পরিপূর্ণ ঈশ্বরের পরিমাণ শ্রবণ করঃ—যে ষোড়শ বিকার ও অষ্ট প্রকৃত্যাদির সম্মিলনে এই বাহ্য জগৎরূপী কোটী যোজন বিস্তীর্ণ অণ্ডকোষ প্রস্তুত হইয়াছে; যাহার পক্ষে ক্ষিতি আদি সাতটি আবরণ প্রত্যেকে প্রত্যেকের অপেক্ষা দশগুণ অধিক হইয়া বর্ত্তমান রহিয়াছে। সেই বিশাল ব্রহ্মাণ্ড যে ভগবানের পক্ষে পরমাণুর ন্যায় বোধ হয়। যাঁহার অঙ্গে এমন কোটী কোটী ব্রহ্মাণ্ড শায়িত আছে। জ্ঞানীগণ তাঁহাকেই মহাত্মা বিষ্ণুপুরুষের দেহ কহে; এবং সেই বিষ্ণুই সর্ব্বকারণের কারণ, অক্ষর ও পরমব্রহ্ম হইতেছেন। ৩য়। ১১। ৩৯। ৪০। ৪১

ইতি শ্রীভাগবতে তৃতীয়স্কন্ধে একাদশাধ্যায়ে উপেন্দ্রকৃতানুবাদ সমাপ্ত।

ব্যাখ্যা। যদি কেহ বলেন যে পরমাণু হইতে সকল বস্তুর পরিবর্ত্তন যখন সেই কালই ঘটাইতেছেন। ঈশ্বরও সৎবস্তু বটেন, তখন কাল তাঁহার পরিবর্ত্তন কেন না ঘটান? সেই সন্দেহ নিরসনার্থে মৈত্রেয় কহিলেন; শক্তিদ্বারা আয়ত্ব না হইলে কোন বস্তুকে কেহ আত্মবশে আনিতে পারে না। এক নিমেষে হউক বা দ্বিপরার্দ্ধ কালে হউক, কাল ব্রহ্মাণ্ডকে আপনার আয়ত্বাধীন করিয়া পরিবর্ত্তিত করিলেন। কিন্তু এমন যে বিশ্ব যাহা কোটী কোটী যোজন বিস্তীর্ণ এবং যাহার বাহিরে পঞ্চভূত হইতে মহত্তত্ব পর্য্যন্ত সাতটী বিস্তৃত আবরণ রহিয়াছে। সেই বিশাল ব্রহ্মাণ্ড যে ভগবানের পক্ষে পরমাণুবৎ; এবং ঐরূপ লক্ষব্রহ্মাণ্ড যাঁহার অঙ্গে শোভিত আছে। যে কাল এক ব্রহ্মাণ্ডকে পরিবর্ত্তিত করিতে দ্বিপরার্দ্ধ সময় ক্ষেপণ করেন; কোটী ব্রহ্মাণ্ড পরিবর্ত্তিত করিতে তাঁহার কত সময়ই লাগিয়া থাকে। ঐ সকল ব্রহ্মাণ্ডও যখন ভগবদ্দেহে পরমাণুর ন্যায় প্রতিভাত হইতেছে; তখন কাল কি প্রকারে তাঁহার পরিবর্ত্তন ঘটাইতে সক্ষম হইবেন। অর্থাৎ এমন যিনি অপরিচ্ছিন্ন, সর্ব্বকারণরূপী, সকল আশ্রয়রূপী হইতেছেন, তিনি বিষ্ণু ও সকলের পূজিত অনন্ত হইতেছেন। অনন্তত্ব ঘটিলে কালের পরিবর্ত্তন হইতে পারে না।

ইতি শ্রীভাগবতে তৃতীয়স্কন্ধে একাদশাধ্যায়ে উপেন্দ্রকৃতাধ্যাত্মব্যাখ্যা সমাপ্ত।

অথ দ্বাদশ অধ্যায়।

অনন্তর শ্রীবিদুরকে সম্বোধন করিয়া শ্রীমৈত্রেয় কহিলেন :—হে বৎস! শ্রবণ কর। আমি ইতিপূর্ব্বে তোমাকে কাল নামক ঈশ্বরশক্তির পরিচয় বলিলাম। এক্ষণে বেদগর্ভ যে ভাবে এই বিশ্ব সৃজন করিয়াছিলেন, তাঁহার সৃষ্টির কথা বলি অবধান কর। ৩য়। ১২। ১।

ব্যাখ্যা। একাদশাধ্যায়ে কালাদি দ্বারা অণু হইতে ব্রহ্মাণ্ডের প্রকাশ ও পরিবর্ত্তনাত্মক অবস্থা দেখিয়া এক্ষণে মৈত্রেয়োক্তিতে শ্রীব্যাস আত্মার দ্বারা যে ভাবে যেরূপ সৃষ্টি হয়, তাহার পরিচয় দিতে আরম্ভ করিলেন। এস্থলে ব্রহ্মাকে বেদগর্ভ বলিবার তাৎপর্য্য এই যে :—পূর্ব্বকল্পের ব্রহ্মাণ্ডের স্বভাব বা অবস্থা ঐ আত্মাতে নিহিত আছে, সেই জন্য আত্মা ব্রহ্মাণ্ড বিষয়ক বেদ বা জ্ঞানের জ্ঞানী হইতেছেন। এই জন্য তাঁহাকে বেদগর্ভ বলা হইল।

সেই আদিকর্ত্তা ব্রহ্মা সর্ব্বাগ্রে অন্ধতামিস্র, তামিস্র, মহামোহ, মোহ ও তমো নামক অজ্ঞানবৃত্তিকে প্রথমে সৃষ্টি করেন। ৩য়। ১২। ২।

হে বিদুর! ভগবান ব্রহ্মা প্রথমতঃ এই পাপীয়সী সৃষ্টির দ্বারা আপনাকে সন্তুষ্ট করিতে পারিলেন না দেখিয়া, ভগবানের ধ্যান করিতে করিতে নিজ মনঃ হইতে অপর সৃষ্টি প্রকাশ করিলেন। ৩য়। ১২। ৩।

সেই সৃষ্টিতে সনক, সনন্দ, সনাতন ও সনৎকুমার নামক নিষ্ক্রিয় ও উর্দ্ধরেতা মুনিচতুষ্টয়কে ব্রহ্মা সৃজন করিলেন। ৩য়। ১২। ৪।

অনন্তর স্বয়ম্ভু ব্রহ্মা পুত্রগণকে সৃজন করিয়া তাঁহাদের কহিলেন :—হে পুত্রগণ! তোমরা আমার জন্য প্রজা সৃজন কর? তাঁহারা বাসুদেবপরায়ণ ছিলেন, এই জন্য সৃষ্টিতে ইচ্ছুক না হইয়া মোক্ষধর্ম্মপর হইলেন। ৩য়। ১২। ৫।

ব্যাখ্যা। এই শ্লোকের তাৎপর্য্য এই যে :—জ্ঞানবৈরাগ্যাদির দ্বারা সংসারাসক্তির কোন উপায় নাই বলিয়া, পুরাণে রূপকে বলা হইল যে, পুত্রেরা মোক্ষধর্ম্মপর হইল। জ্ঞানাদির দ্বারা ঈশ্বরতত্ত্ব লাভ হয় বলিয়া তাঁহাদের বাসুদেবপরায়ণ বলা হইল। বাসুদেবপরায়ণ বলিবার তাৎপর্য্য এই যে :—সর্ব্বভূতমধ্যে যে ভাবে ঈশ্বর বর্ত্তমান আছেন, জ্ঞানাদি সেই ঐশিক অবস্থাময় বটেন, সেই জন্য সনকাদিকে বাসুদেবপরায়ণ বলা হইল।

পুত্রগণ পিতার অনুমতি মতে কার্য্য করিতে অনঙ্গীকৃত হইলে, ব্রহ্মার মনে দুর্ব্বিষহ ক্রোধের উদয় হইল। তিনি সেই ক্রোধকে নির্ব্বাণ করিবার জন্য আপন বুদ্ধির সাহায্য লইতে চেষ্টা করিলেন। তাহাতে প্রজাপতির ভ্রুযুগলের মধ্যদেশ হইতে

সেই ক্রোধ কুমার রূপে আবির্ভূত হইল। সেই কুমারের নাম নীললোহিত মহেশ্বর, (ইনিই সৃষ্টিতে অভিমান রূপে প্রকাশিত)। ৩য়। ১২। ৬। ৭।

দেবগণ সৃষ্ট হইবার পূর্ব্বে সৃষ্ট, সেই ভগবান ভব নামক কুমার—প্রকাশ হইয়াই ক্রন্দন করিতে লাগিলেন এবং বলিতে লাগিলেন, হে বিধাত! হে জগতের গুরো! আমি কে, আমার নাম প্রদান করুন; আমি কোথায় থাকিব, আমার স্থান প্রদান করুন। ৩য়। ১২। ৮।

অনন্তর পদ্মসম্ভব ভগবান ব্রহ্মা কুমারের বচন শ্রবণ করিয়া সুমিষ্ট বাক্যে কহিলেন :— হে বৎস! তুমি যাহা চাহ, তাহা আমি প্রদান করিতেছি; অতএব আর ক্রন্দন করিও না। ৩২। ১২। ৯।

হে সুরশ্রেষ্ট! তুমি যখন প্রথমতঃ উদ্বেগযুক্ত হইয়া, বালকের ন্যায় ক্রন্দন করিয়াছ, তখন তোমাকে প্রজাগণ রুদ্র বলিয়া সম্বোধন করিবে। ৩য়। ১২। ১০।

আর তুমি :—হৃদয়, ইন্দ্রিয়, প্রাণাদি, শূন্যস্থান, বায়ু, অগ্নি, জল, মহী, চন্দ্র, সূর্য্য এবং তপস্তা এই একাদশ স্থানে একাদশ ভাবে অবস্থান করিবে। (সৃষ্টির অভিমান শক্তি রুদ্র, এই একাদশ স্থানে একাদশ রুদ্র নামে পরিচিত) ৩য়। ১২। ১১।

হে কুমার! মন্যু, মনু, মহিনস্, মহান্, শিব, ঋতধ্বজ, উগ্ররেতা, ভব, কাল, মহাদেব, ধৃতব্রত প্রভৃতি একাদশটি নাম তোমাকে দিলাম, এই নামে প্রজাগণ তোমাকে জানিবে। ৩য়। ১২। ১২।

আর ধী, ধৃতি, অসিলোমা, নিযুৎ, সর্পি, ইলা, অম্বিকা, ইরাবতী, স্বধা, দীক্ষা, রুদ্রাণী এই একাদশটী শক্তি তোমার স্ত্রী (অভিমানের অন্তর্গত শক্তি) রূপে রহিল। ৩য়। ১২। ১৩।

হে রুদ্র! তোমাকে আমি যে সকল আবাস স্থান, নাম এবং নারীগণ দিলাম,তুমি তাহা লইয়া যাহাতে আমার (ভোগ) সৃষ্টির বৃদ্ধি হয়, তাহার উদ্যোগী হও। ৩য়। ১২। ১৪।

আপনার গুরু ব্রহ্মাকর্ত্তৃক ভগবান নীললোহিত আদিষ্ট হইয়া; নিজ সত্বাতে, নিজ আকৃতিতে ও নিজ স্বভাবে,আপনার ন্যায় প্রজা সৃজন করিতে লাগিলেন। ৩য়। ১২। ১৫।

সেই রুদ্রকুমার কর্ত্তৃক সৃষ্ট রুদ্রগণ প্রকাশ হইয়া ভীষণ তেজে এই সমস্ত জগৎ গ্রাস করিতে লাগিল, (কেবলমাত্র তমো সৃষ্টি হইল, পদার্থে পরিণত হইতে পারিল না) তাহাদের অসংখ্য শ্রেণী দেখিয়া প্রজাপতি শঙ্কিত হইলেন। ৩য়। ১২। ১৬।

অধিকন্তু এতদ্দর্শনে শ্রীব্রহ্ম ভগবান রুদ্রকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন—হে রুদ্র! তুমি যে সকল প্রজা সৃষ্টি করিয়াছ, তাহা অধিক হইয়া উজ্জ্বল চক্ষে আমার সহিত এই চতুর্দ্দিক দগ্ধ করিতেছে; অতএব হে সুরোত্তম! এরূপ প্রজার আর অধিক প্রয়োজন নাই। (অভিমান বৃত্তির অধিক সৃষ্টি হইলে জ্ঞানের লোপ সম্ভাবনায় ঐ সৃষ্টি বৃদ্ধি না করিয়া জ্ঞান ও স্থূল সৃষ্টি প্রকাশ হইতে আরম্ভ হইল। ৩য়। ১২। ১৭।

হে রুদ্র! তুমি এক্ষণে তপস্যাকে (জ্ঞানকে) আশ্রয় কর; তাহা দ্বারা সকল ভূতপদার্থের শান্তি হইবে। সেই তপস্যা দ্বারা এই বিশ্ব পূর্ব্বে যেমন সৃষ্ট ছিল, সেইরূপ এক্ষণে সৃষ্টি করিতে সক্ষম হইবে। ৩য়। ১২। ১৮।

সেই তপস্যা দ্বারা সর্ব্বভূতের অন্তরস্থ ও অধোক্ষজ ভগবানের পরমজ্যোতিঃ পুরুষে জানিতে পারে। (তুমি সেই জ্যোতিঃদ্বারা সৃষ্টিবিবেক পাইয়া সৃষ্টি কর)। ৩য়। ১২। ১৯।

এতদ্বর্ণনানন্তর শ্রীমৈত্রেয় কহিলেন :—হে বিদুর! ভগবান ভব এইরূপে আত্মভূ দেবপতি কর্ত্তৃক আদিষ্ট হইলে; সেই ভগবান আত্মাকে প্রদক্ষিণ করতঃ তপস্যা করিতে বনে (এস্থানে বনটি আত্মার বিশৃংখল অবস্থা, সৃষ্টির পূর্ব্বে প্রকৃত বনের অসম্ভব) গমন করিলেন। ৩য়। ১২। ২০।

অনন্তর ভগবান্ ব্রহ্মা ভগবৎশক্তিযুক্ত হইয়া, ব্রহ্মকে ধ্যান করিতে করিতে ব্রহ্মাণ্ডের মঙ্গলহেতু আর দশটী পুত্র সৃজন করিলেন। ৩য়। ১২। ২১।

হে বিদুর! মরীচি, অত্রি, অঙ্গিরা, পুলস্ত্য, পুলহ, ক্রতু, ভৃগু, বশিষ্ঠ, দক্ষ ও নারদ ঐই দশজনই ব্রহ্মার নবজাত কুমার হইতেছেন। ৩য়। ১২। ২২।

ব্যাখ্যা। মনের যে দশবিধ সঙ্কল্প অর্থাৎ অহঙ্কারের যে দশবিধ ক্রিয়া, রিপু ও সদসৎ বিবেক, আত্মরক্ষণোপায়, আহার বিহারাদি বোধ, এইরূপ বহুবিধ তেজোস্বভাব জীবে আছে। ঐ সমস্ত তেজোস্বভাব বা সকর্ম্মক অবস্থার নামই পুরাণমধ্যে দশটী ব্রহ্মার পুত্র-শক্তি বলিয়া কল্পনা করা হইয়াছে।

হে বিদুর! (ঐ দশটী পুত্র ব্রহ্মার অঙ্গের যে সকল বিভিন্ন স্থান হইতে জন্ম লাভ করিয়াছে, তাহার পরিচয় শ্রবণ কর।) ব্রহ্মার উরু হইতে নারদ জন্মগ্রহণ করিয়াছেন; অঙ্গুষ্ঠ হইতে দক্ষ, প্রাণ হইতে বশিষ্ঠ, ত্বক্ হইতে ভৃগু, কর হইতে ক্রতু, নাভি হইতে পুলহ, কর্ণ হইতে পুলস্ত্য, মুখ হইতে অঙ্গিরা, চক্ষু হইতে অত্রি, মন হইতে মরীচি ঋষি জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। ৩য়। ১২। ২৩। ২৪।

ব্রহ্মাস্তনের দক্ষিণভাগ হইতে ধর্ম্মের উৎপত্তি হইয়াছে। হে বিদুর! স্বয়ং নারায়ণ সেই ধর্ম্মে অধিষ্ঠিত আছেন। ব্রহ্মার পৃষ্ঠদেশ হইতে অধর্ম্মের উৎপত্তি হইয়াছে। হে বিদুর! সেই অধর্ম্ম হইতে লোকভয়ঙ্কর মৃত্যুর উৎপত্তি হইয়াছে। ৩য়। ১২। ২৫।

হে বিদুর! ব্রহ্মার হৃদয় হইতে কামের (বাসনার) উৎপত্তি হইয়াছে। উভয় ভ্রূযুগল হইতে ক্রোধের উদয় হইয়াছে। অধর ও ওষ্ঠ হইতে লোভের উৎপত্তি হইয়াছে। মুখ হইতে বাক্য এবং মেঢ়দেশ হইতে সিন্ধু সকল প্রকাশ হইয়াছে। ৩য়। ১২। ২৬।

হে বিদুর! দেবহূতির পতি কর্দ্দম ঋষি ব্রহ্মার ছায়াতে জন্ম লাভ করিয়াছিলেন। এইরূপে সেই বিশ্বকর্ত্তার মন ও দেহ হইতে জগতের সমস্তই সৃষ্টি হইয়াছে। ৩য়। ১২। ২৭।

হে ক্ষত্তা! আমরা শুনিয়াছি যে;—সেই ভগবান স্বয়ম্ভু (এইরূপ সৃষ্টি করিয়া) ক্রমে স্বকামী হইয়া পড়েন। স্বকামী হইবার পরেই তাঁহার মন আপন সুন্দরী ও নিতম্বভারপীড়িতা কন্যার উপরে পতিত হওয়াতে, তিনি কন্যাকে বরণ করিতে ইচ্ছুক হয়েন। ৩য়। ১২। ২৮।

হে বৎস! পিতাকে আপন দুহিতাতে আসক্ত ও অধর্ম্মেতে আকৃষ্টমতি

দেখিয়া, মরীচিমুখ্য মুনিগণ আশ্চর্য্য হইয়া তাঁহাকে প্রবোধ দিতে লাগিলেন। ৩য়। ১২। ২৯।

ঋষিগণ কহিলেন যে;—হে প্রভো! ইতি পূর্ব্বে যে কর্ম্ম সংঘটিত হয় নাই, তাহা পরে কি প্রকারে প্রকাশ হইতে পারে? আপনি আপন দুহিতাকে পালন না করিয়া, তাহার সম্মিলনে ইচ্ছা করিতেছেন, ইহা অতি মন্দকার্য্য হইতেছে। ৩য়। ১২। ৩০।

হে জগৎগুরো। তেজীয়ানগণের পক্ষে এ সকল কার্য্য যশস্কর নহে। বিশেষতঃ শ্রেষ্ঠগণ যাহা করেন, তাহার অনুকরণেই লোকের হিত হওয়া উচিত। কিন্তু এ কার্য্যে বিপরীত ঘটিবার সম্ভাবনা হইতেছে। ৩য়। ১২। ৩১।

এইরূপে ঋষিগণ ব্রহ্মাকে উপদেশ দিয়া বিষ্ণুস্মরণ করিয়া বলিলেন, যিনি আপনার অন্তর্গত করিয়া, এই বিশ্বের সকল ধর্ম্ম পালন করেন। সেই ভগবানকে আমরা নমস্কার করি, (তিনি এই কার্য্যে আমাদের মঙ্গলবিধান করুন!) ৩য়। ১২। ৩২।

ব্যাখ্যা। মরীচিপ্রভৃতি আত্মা হইতে জ্ঞানাদিরূপে প্রকাশ হইল বলিয়া, ব্রহ্মার পুত্র বলিয়া পুরাণে কল্পিত। ব্রহ্মা নিজ কর্ম্মশক্তিরূপী মায়াস্বভাবরূপ কন্যাতে আকৃষ্ট এবং ভোগ করিবার জন্য উন্মত্ত হইয়া, স্বভাব শক্তির মধ্যে মিলিত হইতেছিলেন। আর সৃষ্টিচৈতন্য অভিমানী হইলে, জ্ঞানাদি আত্মাকে সেই কার্য্য হইতে বাধা দিয়া বলিলেন:—আত্মার ইহা পূর্ব্বস্বভাব নহে। আত্মা কাহারো সংসর্গে বলবান্ বা কাহাতেও মিশ্রিত হইবার নহেন। আত্মা যদি মায়ার সহিত মিলিত হয়েন, তাহা হইলে বাসনা ও মনাদি সকল শক্তিই মায়ার সহিত মিলিত হইবে। তাহা হইলে মুক্তির বা আত্মার স্বভাবের নাশ হয়। এই জন্য ঋষিরূপী জ্ঞানাদি আত্মাকে স্বভাবশক্তিতে মিশ্রিত হইতে নিবারণ করিতেছেন। ইহাই ব্রহ্মার কন্যাহরণেচ্ছা। বিষ্ণুস্মরণের তাৎপর্য্য এই যে:—জ্ঞানাদি জীবাত্মা বা আত্মাকে ঐশিক চৈতন্যে চৈতন্যময় রাখিবার জন্য আত্মাতে মিশ্রিত আছে; তাহারা হিতকার্য্যে রত হইল। ইহাই তাৎপর্য্য।

হে বিদুর! ব্রহ্মা দেখিলেন যে পুত্রেরা তাঁহার সম্মুখে থাকিয়া, এই কার্য্যের জন্য তাঁহাকে নিন্দা করিতেছেন। তদ্দর্শনে তিনি অতি লজ্জিত হইলেন। প্রজাপতিগণের পতি তদনন্তর আপনার সেই সকামদেহ ত্যাগ করিলেন। সেই পরিত্যাজ্য দেহ ঘোররূপে দিকসকলে ব্যাপ্ত রহিল। লোকে তাহাকে তমো (মোহ) বলিয়া জানে। ৩য়। ১২। ৩৩।

আত্মা এইরূপে সৃষ্টি করিতে করিতে, পুরাকালে ব্রহ্মা যেমন সৃষ্টির ইচ্ছায় চতুর্ম্মুখ ধারণ করিয়াছিলেন, সেইরূপ চতুরাননে ব্রহ্মা ধ্যান করিতে লাগিলেন। সেই ধ্যানকালে আনন হইতে চারিটী বেদ উৎপন্ন হইল। আপনার ভোগ্য কর্ম্ম সাধনের জন্য চাতুর্হোত্রাদি কর্ম্মতন্ত্র প্রকাশ হইল; এবং উপবেদ সমূহও প্রকাশ হইল বুঝিতে

হইবে। সেই ধ্যান হইতে চতুষ্পাদ ধর্ম্মের প্রকাশ হইল ; এবং আশ্রমবৃত্তিসমূহও প্রকাশ হইল বুঝিতে হইবে। ৩য়। ১২। ৩৪। ৩৫।

এই সকল বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া বিদুর আশ্চর্য্যাম্বিত হইয়া কহিলেন :—

হে গুরু মৈত্রেয়! আপনি বলিলেন সেই সৃষ্টির ঈশ্বর ব্রহ্মা আপনার মুখ হইতে বেদ সকলকে প্রকাশ করিলেন। এক্ষণে আমার জিজ্ঞাস্য এই যে:—তিনি কোন মুখে কোন বেদ কি ভাবে সৃজন করিলেন। হে তপোধন! তাহা আমাকে বলুন।। ৩য়। ১২। ৩৬।

বিদুরের প্রশ্ন শ্রবণানন্তর শ্রীমৈত্রেয় পরমানন্দের সহিত কহিলেন :—হে বৎস, শ্রবণ কর:—সেই ব্রহ্মার পূর্ব্ব মুখ হইতে ঋগ্বেদ ; পশ্চিম মুখ হইতে যজুর্ব্বেদ ; উত্তর মুখ হইতে সামবেদ ; দক্ষিণ মুখ হইতে অথর্ব্ববেদ প্রকাশ হইয়াছে। ঐ সকল বেদমধ্যে শস্ত্র, (কর্ম্ম জন্য মন্ত্র) ইজ্যা, স্তুতিস্তোম এবং প্রায়শ্চিত্ত প্রভৃতি ক্রমে ক্রমে বিধিবদ্ধ হইয়াছে। ৩য়। ১২। ৩৭।

তদনন্তর আত্মার পূর্ব্বমুখ হইতে আয়ুর্ব্বেদ, পশ্চিমমুখ হইতে ধনুর্ব্বেদ, উত্তরমুখ হইতে গন্ধর্ব্ববেদ, দক্ষিণমুখ হইতে স্থাপত্যবেদ প্রকাশ হইয়াছে জানিবে। ৩য়। ১২। ৩৮।

অনন্তর সেই ঈশ্বর সর্ব্বদর্শনসম্পন্ন হইয়া আপনার সর্ব্বমুখ হইতে ইতিহাস ও পুরাণাদি নামক পঞ্চমবেদ প্রকাশ করিলেন জানিবে। ৩য়। ১২। ৩৯।

তদনন্তর ভগবান ব্রহ্মা আপনার পূর্ব্বমুখ হইতে ষোড়শী ও উক্থ যজ্ঞ, পশ্চিমমুখ হইতে পুরীষী ও অগ্নিষ্টোম যজ্ঞ, উত্তরমুখ হইতে আপ্তযাম ও অতিরাত্র যজ্ঞ এবং দক্ষিণ মুখ হইতে বাজপেয় ও গোমেধ যজ্ঞের সৃষ্টি করেন। ৩য়। ১২। ৪০।

এতদনন্তর ভগবান প্রজাপতি বিদ্যা, দান, তপঃ ও সত্যাদি পদচতুষ্টয় যুক্ত ধর্ম্মকে প্রকাশ করিয়া, তদনুযায়িক বৃত্তির সহিত চারিটী আশ্রমও প্রকাশ করেন। ৩য়। ১২। ৪১।

হে বিদুর! সেই ব্রহ্মা গৃহীগণের জন্য ; সাবিত্র্য, প্রাজাপাত্য, ব্রাহ্ম্য, বৃহৎ, বার্ত্তা, সঞ্চয়, শালীন্, শিলোঞ্ছ প্রভৃতি কয়েকটী বিধি প্রকাশ করিয়াছেন। ৩য়। ১২। ৪২।

সেই ভগবান্ বনচারীগণকে:—বৈখানস্, বালিখিল্য, ঔডুম্বর ও ফেনপা নামক চতুর্ব্বিধ উপাধি সংযুক্ত জীবিকা দিয়াছেন। তিনিই সন্ন্যাসীগণকে :—কুটীচক, বাহ্বোদ, হংস ও নিষ্ক্রিয় এই কয়েকটী বৃত্তি সংযুক্ত উপাধি দিয়াছেন। ৩য়। ১২। ৪৩

ব্যাখ্যা। ব্রহ্মদর্শনেচ্ছায় যাহারা তপস্যা করণার্থ বনগমন করিয়া ব্রহ্মচারী হয়, তাহাদের বনচারী বা বানপ্রস্থ কহে। ঐ ব্রহ্মচারী শ্রেণীর মধ্যে এক শ্রেণীকে বৈখানস্ কহে। বৈখানস্ বলিতে:—পতিত, নষ্ট বা কদন্ন পানাহারে তুষ্ট থাকিয়া ব্রহ্মানন্দ যাঁহারা উপভোগ করেন। অপর শ্রেণীকে বালিখিল্য কহে। বালিখিল্য বলিতে প্রত্যহ যাঁহারা নূতন ফল ও মূলাদি প্রাপ্তে পানাহার করত ব্রহ্মানন্দ উপভোগ করেন, সঞ্চয়ের চেষ্টা করেন না। ঔডুম্বর বলিতে, যাঁহারা স্বভাবের শোভায় মুগ্ধ হইয়া কুটীর ও আশ্রমের নির্দ্দেশ না করিয়া, যেখানে নিশা পান সেই স্থানে যামিনী যাপন

করত প্রভাতে যে দিকে ইচ্ছা গিয়া ফলাহারে দেহ রাখিয়া ব্রহ্মানন্দ উপভোগ করেন। ফেণপা বলিতে যাঁহারা এতদূর হিংসাবৃত্তিহীন যে—স্বহস্তে বৃক্ষের ফলপত্র ভগ্ন না করিয়া পতিত ফলাদিতে দেহ রক্ষণ করিয়া ব্রহ্মানন্দ উপভোগ করেন। ব্রহ্মচর্য্যটী সাধক সম্প্রদায়; সন্ন্যাসটী সিদ্ধসম্প্রদায়। ঐ সন্ন্যাসসম্প্রদায়ের মধ্যেও চারিটী বিশেষ লক্ষণ বর্ত্তমান আছে। একশ্রেণীকে কুটীচক কহে। কুটীচক বলিতে আশ্রমে অর্থাৎ অরণ্যের বা গ্রামের উপযুক্ত স্থানে কুটীর বান্ধিয়া তন্মধ্যে আত্মধর্ম্ম যাঁহারা রক্ষা করেন। অপর শ্রেণীকে বাহ্বোদ কহে। বাহ্বোদ বলিতে কর্ম্মব্রতাদি ত্যাগ করিয়া যাঁহারা কেবল মাত্র জ্ঞানচর্চ্চা করিয়া থাকেন। অপর শ্রেণীকে হংস কহে:—হংস বলিতে কেবলমাত্র জ্ঞাননিষ্ঠ। নিষ্ক্রিয় বলিতে যাঁহারা আত্মদর্শন করিয়া জীবন্মুক্ত হইয়াছেন।

হে বিদুর! সেই ব্রহ্মার হৃদয় হইতে প্রণব নামক ব্যাহৃতির প্রকাশ হইতেছে; এবং তাঁহার পূর্ব্বাদি মুখ হইতে, আন্বিক্ষিকী, ত্রয়ী, বার্ত্তা, দণ্ডনীতি প্রভৃতি বিদ্যার প্রকাশ হইয়াছে। ৩য়। ১২। ৪৪

সেই প্রজাপতির:—লোমসমূহ হইতে উষ্ণিক্ ছন্দের প্রকাশ হইয়াছে। ত্বক্ হইতে গায়ত্রীর উৎপত্তি হইতেছে। মাংস হইতে ত্রিষ্টুপ ছন্দের উৎপত্তি হইয়াছে। শিরাসমূহ হইতে অনুষ্টুপ ছন্দের উৎপত্তি হইয়াছে। অস্থি হইতে জগতী ছন্দের উৎপত্তি হইয়াছে। ৩য়। ১২। ৪৫

মজ্জা হইতে পংক্তি এবং প্রাণ হইতে বৃহতী ছন্দের উৎপত্তি হইয়াছে। ব্রহ্মার জীবন হইতে স্পর্শ বর্ণের উৎপত্তি এবং দেহ হইতে স্বরবর্ণের উৎপত্তি হইয়াছে। ৩য়। ১২। ৪৬

সেই ব্রহ্মার ইন্দ্রিয় সমস্ত হইতে উষ্মাবর্ণ প্রকাশ হইয়াছে। আত্মার বল হইতে অন্তস্থ বর্ণ প্রকাশিত হইয়াছে। বিশেষতঃ সেই প্রজাপতির বিহারকালীন অবস্থা হইতে স্বরবর্ণের প্রকাশ হইয়াছে বুঝিতে হইবে। ৩য়। ১২। ৪৭

হে বিদুর! এই শব্দশ্রেণীর দ্বারা ব্রহ্মকে ব্যক্ত ও অব্যক্তভাবে বুঝা যায়। যখন পরিপূর্ণ অবস্থাময়, তখন অব্যক্ত শব্দে তাঁহার আভাষ প্রকাশ হয়। যখন তাঁহাকে নানা শক্তির মিশ্রণে মিশ্রিত বোধ করা যায়, তখন ব্যক্তশব্দ দ্বারা প্রকাশ করা যায়। ৩য়। ১২। ৪৮

হে কৌরব! ভূরি বীর্য্যধারী ঋষিগণকে ব্রহ্মা অগ্রে সৃজন করিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহাদের দ্বারা সৃষ্টির বিস্তার হইল না দেখিয়া, তিনি স্বয়ং বৃদ্ধি করিবেন ভাবিয়া, কামাসক্তচিত্ত হইয়া সৃষ্ট্যার্থ শরীর ধারণ করিলেন, এবং মনে মনে ইহা চিন্তা করিতে লাগিলেন। ৩য়। ১২। ৪৯

ব্যাখ্যা। কারণসৃষ্টি সমাপ্ত হইলে আত্মা মানবাদি কার্য্যসৃষ্টি:কি রূপে করিলেন, তাহার পরিচয় এই শ্লোকে আরম্ভ হইল। শক্তির অসংমিলিত অবস্থাকে এস্থলে ঋষি বলা হইল। আত্মা দেখিলেন বাসনাদি শক্তির সহিত সংমিলিত না হইলে কাম্য সৃষ্টি হইবার উপায় নাই। এই জন্য তিনি বাসনাময় অবস্থা ধারণ করিলেন। ইহাই তাৎপর্য্য। যদি কেহ বলেন এটী কিরূপে বিশ্বাস যোগ্য, তাঁহার প্রবোধার্থে সামান্যতঃ ইহা বলিতেছি:—পূর্ব্ব

মীমাংসার ইহার বিশদ প্রমাণ আছে। অধিকন্তু মানবাদি উৎকৃষ্ট জন্ম হইতে স্বেদজ কীট পর্য্যন্ত দেখিলে বেশ বুঝা যায় যে জীবধর্ম্মে আত্মা সকাম হইয়া আছেন। কারণ কিঞ্চুলু-কাদিও জন্মমাত্র আপনার বাসানুসারে কার্য্য করিতে পারে। ডিম্বাদি অকর্ম্মান্বিত থাকে, কিন্তু জীবসঞ্চার মাত্রেই তাহাদের সকাম দেখায়। এই নিয়মে বিজ্ঞানবুদ্ধির দ্বারা বেশ দেখা যায় যে, আত্মা সকামভাব না ধরিলে কোনক্রমেও জীবধর্ম্ম প্রাপ্ত হয় না।

ভগবান সকামী হইয়া দেখিলেন :—আমি নিত্যরূপে সর্ব্বত্র ব্যাপ্ত পূর্ব্ব হইতে রহিয়াছি, কিন্তু আমাদ্বারা প্রজার বৃদ্ধি হইতেছে না। ইহা অতি আশ্চর্য্যের বিষয়। বোধ হয় কোন দৈব এ কার্য্যে ব্যাঘাৎ উৎপাদন করিতেছে। ৩য়। ১২। ৫০

সেই ভগবান মনে মনে যুক্তি স্থির করিয়া এবং দৈবের স্বভাব দেখিয়া, প্রজা স্জনার্থ যে ভাব ধারণ করা উচিত হয়, তাহাই ধারণ করিলেন। তাহাতে তাঁহার দুইটী রূপ হইল। সেই উভয় রূপকে "কায়া" বলিয়া অদ্যাপি সকলে সম্বোধন করিয়া থাকে। ৩য়। ১২। ৫১

সেই উভয় রূপ হইতে মৈথুনকার্য্য প্রকাশ হইল। তন্মধ্যে যে অংশ পুরুষ ভাব ধারণ করিল, তাহা আপনাতেই আপনার অস্তিত্ব স্থাপন ও আপনা হইতে আপনার উদ্ভাবন সংযুক্ত হইয়া, মনু নাম ধারণ করিলেন। ৩য়। ১২। ৫২

যে অংশে শক্তি রহিল তাহাই ক্রমে ঐ মনু মহাত্মার মহিষী সম্বন্ধীভূতা হইয়া শতরূপা নাম প্রাপ্ত হইলেন। ৩য়। ১২। ৫৩

হে কৌরব! এইরূপে আত্মা মৈথুনধর্ম্মে ব্যাপ্ত হইয়া, মনু রূপে শতরূপার সহিত পাঁচটী অপত্য প্রকাশ করিলেন। তন্মধ্যে দুইটী পুত্র ও তিনটী কন্যা হইল। দুইটী পুত্রের নাম প্রিয়ব্রত ও উত্তানপাদ এবং কন্যাত্রয়ের নাম আকুতি, দেবহূতি ও প্রসূতি হইল। হে সাধো! আকুতির সহিত রুচি প্রজাপতির, দেবহূতির সহিত কর্দ্দম প্রজাপতির এবং প্রসূতির সহিত দক্ষপ্রজাপতির বিবাহ হয়। উহাদের সহযোগে এবং উহাদের বংশেই ক্রমে জগৎ পরিপূর্ণ হইয়াছে। ৩য়। ১২। ৫৪। ৫৫

ইতি শ্রীভাগবতে তৃতীয়স্কন্ধে দ্বাদশাধ্যায়ে উপেন্দ্রকৃতানুবাদ সমাপ্ত।

ব্যাখ্যা। ব্যাসদেব দর্শনের মতে শক্তি হইতে স্ত্রী এবং পুরুষভাব হইতে পুরুষ রূপে মনু ও শতরূপা নামক মানবীয় আদিকারণের স্থির করতঃ, কোন স্বভাব সম্মিলনে কি ভাবে মানবের ও সমাজের প্রকাশ হইল, তাহা ক্রমে বলিতেছেন। পরে কর্দ্দমাদির পরিচয় দেওয়া হইবে।

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে তৃতীয়স্কন্ধে দ্বাদশাধ্যায়ে উপেন্দ্রকৃতাধ্যাত্ম ব্যাখ্যা সমাপ্ত।

অথ ত্রয়োদশ অধ্যায়।

পূর্ব্ব কথিত সমস্ত বিবরণ বর্ণনা করিয়া শ্রীশুকদেব কহিলেন :—হে রাজন্! অতঃপর কি হইল তাহা শ্রবণ করুন :—

সেই মহামুনি মৈত্রেয় যে সকল ভগবৎবিষয়ক বা পুণ্যতমা কথা কহিতেছিলেন ; বিদুর তাহা একে একে শ্রবণ করিলে, বাসুদেবের প্রতি তাঁহার আত্যন্তিক অনুরাগ হইল. এই উল্লাসে তিনি শ্রীমৈত্রেয়কে পুনশ্চ কিছু জিজ্ঞাসা করিলেন। ৩য়। ১৩। ১

শ্রীমৈত্রেয়কে সম্বোধন করিয়া শ্রীবিদুর কহিলেন :—

হে মুনে! সেই স্বয়ম্ভুর প্রিয়পুত্র স্বায়ম্ভুব মনুদেব প্রিয়া পত্নী লাভ করিয়া কি করিলেন? হে সাধো! সেই আদিরাজ মনু রাজর্ষির চরিত্র যদি বিশ্বক্‌সেন হরিকথাতে আশ্রিত থাকে, তাহা হইলে সেই কথা আমাকে বলুন। কারণ উহা শুনিবার জন্ম আমার অত্যন্ত শ্রদ্ধা জন্মিয়াছে। ৩য়। ১৩। ২। ৩

হে মুনে! যে সকল পুরুষেরা বহু আয়াস স্বীকার করিয়া ভগবৎকথা শ্রবণে অনুরক্ত হইয়া আছেন ; যাঁহাদের হৃদয়ে ভগবান মুকুন্দের পাদপদ্ম একবার আশ্রিত হইয়াছিল ; সেই সকল মহাজনগণের চরিত্রই তাঁহাদের পক্ষে শ্রবণ করা উচিত। ইহাই মহাজনগণের পক্ষে স্তুতি বা পরমফল স্বরূপ হইতেছে। ৩য়। ১৩। ৪

এতদ্বর্ণনানন্তর শ্রীশুক কহিলেন :—হে মহারাজ পরীক্ষিৎ :—যিনি সহস্রশিরোধারী পুরুষের চরণের সমীপস্থ হইয়াছেন, যিনি সতত বিনত হইয়াছেন, এবং ভগবানের কথায় নিমগ্ন থাকাতে যাঁহার অঙ্গ আনন্দরোমাঞ্চে পরিপূর্ণ হয় ; এবম্বিধ ভাবাপন্ন বিদুরকে শ্রীমৈত্রেয় মুনি কহিলেন, হে বৎস! শ্রবণ কর। ৩য়। ১৩। ৫

বিদুরকে সম্বোধন করিয়া শ্রীমৈত্রেয় কহিলেন :—যে সময়ে আপন ভার্য্যার সহিত স্বায়ম্ভুব মনু জন্ম লাভ করিলেন ; সেই সময়েই তিনি প্রণত হইয়া প্রাঞ্জলিপূর্ব্বক বেদগর্ভকে এই সকল কথা কহিলেন। ৩য়। ১৩। ৬

হে বেদগর্ভ! আপনি এক হইয়াই সকল প্রাণীগণের জন্মকর্ত্তা ও বৃত্তিদাতা পিতা হইয়াছেন, এক্ষণে আমাদের স্তায় প্রজাগণ কি উপায়ে আপনার সেবা করিবে, তাহা আমাকে বলুন। ৩য়। ১৩। ৭

হে প্রণম্য! আমরা আপনার শক্তির দ্বারা যে সকল কর্ম্ম করিতে পারিব, তাহাই বিধান করুন। যে কার্য্য করিলে ইহলোকে বাসনার শুদ্ধি ও পরলোকে সদ্গতি হইয়া থাকে, তাহা বিধান করুন। আমরা আপনাকে নমস্কার করি। ৩য়। ১৩। ৮

মনুর এবম্বিধ উক্তি শ্রবণ করিয়া, ভগবান ব্রহ্মা সেই দম্পতীকে কহিলেন :—হে বৎস!

তোমাদের উভয়ের মঙ্গল হউক। হে ক্ষিতীশ্বর! তোমরা উভয়ে অকপটহৃদয়ে আমার প্রতি আত্মসমর্পণ করিয়া, আমার নিকট হইতে নিজ নিজ বৃত্তি প্রার্থনা করিতেছ। আমি তাহাতে অত্যন্ত প্রীত হইলাম। ৩য়। ১৩। ৯

হে আত্মজদ্বয়! তোমরা অপ্রমত্ত হইতেছ; তোমরা মৎসরহীন হইয়া আমার আজ্ঞা প্রার্থনা করিতেছ। ইহাতে আমি পরিতুষ্ট হইয়া বলিতেছি যে, প্রথমে তোমরা সকল শক্তির সহিত শ্রীগুরুদেবের পূজা কর। ৩য়। ১৩। ১০

হে মনো! (তুমি সেই পুরুষ অর্থাৎ বিষ্ণুরূপী হইতেছ।) আপনার ন্যায় আত্মগুণ হইতে এই স্ত্রী সহায়ে অপত্য উৎপাদন করিয়া, পৃথিবী পালন কর এবং যজ্ঞের দ্বারা যজ্ঞপুরুষের পূজা কর। ৩য়। ১৩। ১১

হে নৃপ! তুমি প্রজা প্রকাশ করিয়া তাহাদের পালন করিলেই, আমার সেবা করা হইল জানিবে; এবং প্রজাগণের ভর্ত্তাস্বরূপ হৃষিকেশও তোমার সেই কার্য্যহেতু সদাই পরিতুষ্ট হইবেন। ৩য়। ১৩। ১২

যাঁহাদ্বারা যজ্ঞলিঙ্গ স্বরূপ জনার্দ্দন না তুষ্ট হইলেন এবং স্বয়ং আত্মা না আদৃত হইলেন; তাঁহার দেহধারণ ও স্বভাবপালনরূপী কার্য্য বৃথা শ্রম স্বরূপ বুঝিতে হইবে। ৩য়। ১৩। ১৩

ব্রহ্মার আদেশ শ্রবণ করিয়া আদিমানব মনু কহিলেন:—

হে পাপনাশন! আমি আপনার আজ্ঞা প্রতিপালন করিব এই প্রতিজ্ঞা করিতেছি। কিন্তু হে প্রভো! আমি এবং মৎকর্ত্তৃক সৃষ্ট প্রজাগণ কোথায় অবস্থান করিবেন সেই স্থান নির্দ্দেশ করিয়া দিউন। ৩য়। ১৩। ১৪

হে দেব! এক মাত্র মহীই সর্ব্বভূতের আবাস স্থান হইতেছে; এক্ষণে সেই মহী প্রলয়বারিতে নিমগ্না রহিয়াছে। অধুনা সেই ধরিত্রীদেবীর উদ্ধারের জন্ত যত্ন বিধান করুন। ৩য়। ১৩। ১৫

শ্রীমৈত্রেয় বিদুরকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন:—

(মনুর বাক্য শুনিয়া) ব্রহ্মা দেখিলেন যে পৃথিবী প্রলয়বারির মধ্যে নিমগ্না রহিয়াছে। ইহা দেখিয়া তিনি কি উপায়ে ধরাকে উদ্ধার করিবেন, এই চিন্তা করিতে লাগিলেন। (ব্রহ্মা বলিলেন) আমাদ্বারা এই ক্ষিতি প্রকাশ হইয়াও রস দ্বারা প্লাবিত হইয়া, রসাতলগতা রহিয়াছে। এক্ষণে যে ঈশ্বরের নিয়মে আমরা সৃষ্টিকার্য্যে নিযুক্ত রহিয়াছি; তিনি বিনা এই কার্য্য কি প্রকারে সমাহিত হইতে পারে। ৩য়। ১৩। ১৬। ১৭

(এই রূপে পৃথিবীর উদ্ধার বিষয়ক চিন্তা করিতে করিতে ঈশ্বরের শরণাপন্ন হইয়া ব্রহ্মা বলিলেন:—) যে পরমেশ্বরের হৃদয় হইতে আমি প্রকাশ হইয়াছি, সেই ঈশ্বরই আমাদের উপকারার্থ মেদিনীকে প্রকাশ করিয়া দিউন। ব্রহ্মা এই প্রকার চিন্তা করিবা মাত্রেই তাঁহার নাসাবিবর হইতে এক অঙ্গুষ্ঠপ্রমাণ একটী বরাহমূর্ত্তির প্রকাশ হইল। সেই শূকর বরাহ প্রকাশ হইয়া,ক্ষণকালমাত্রে আকাশে অবস্থান করিতে না করিতে,অতি অদ্ভুতভাবে এক বৃহৎ গজের ন্যায় বর্দ্ধিত হইয়া উঠিলেন। সকলে তাঁহাকে দেখিতে লাগিলেন। ৩য়। ১৩। ১৮। ১৯

ব্যাখ্যা। আত্মার কর্ম্মস্বভাবকে এক্ষণে বরাহ অবতার বলা হইল। ঈশ্বর আত্মারূপে সর্ব্বত্র ব্যাপ্ত থাকিয়া, আপনস্বভাব দ্বারা আপনার ব্রহ্মাণ্ডকার্য্য প্রকাশ করিয়া থাকেন। আত্মাকে আশ্রয় করিয়া তত্ত্বসমষ্টির ছয় প্রকার অবস্থান্তর হয়। তাহারা এই যথা:—অস্তি অর্থাৎ সৎভাবে বর্ত্তমান। জায়তে:—অর্থাৎ রূপান্তর হইয়া কার্য্যার্থপ্রকাশ। ম্রিয়তে অর্থাৎ কার্য্যান্তে লয়। বর্দ্ধতে:—অর্থাৎ অবস্থানুসারে বৃদ্ধি প্রাপ্তি। ক্ষীয়তে—অর্থাৎ বৃদ্ধি অনুসারে পূর্ব্বাবস্থার ক্ষয়। পরিণমতে:—যাহার যে স্বভাব হওয়া উচিত সেইরূপ পরিণাম ঘটনা। আত্মা সংযোগে যে ঐশিক চৈতন্য বাসনাদির সহযোগে ঐ ছয় প্রকার পরিবর্ত্তন ঘটাইয়া, কার্য্যার্থ এই ব্রহ্মাণ্ড প্রকাশ করেন; তিনিই ঈশ্বরের বরাহরূপ বা কর্ম্মরূপ। নির্গুণব্যাখ্যাস্থলে এই বরাহকে ঐশিক বিজ্ঞানাবস্থাও কহে। আত্মার নাসা হইতে প্রকাশ বলিতে আত্মার সঙ্কল্পসমষ্টি মাত্র। নাসাদ্বারা যেমন দেহের সূক্ষ্মপদার্থ নিঃসৃত হয়; তদ্রূপ বরাহরূপী অতি সূক্ষ্মসঙ্কল্পাত্মক কর্ম্মাবস্থা ব্রহ্মার নাসা হইতে প্রকাশ হইলেন। ইহাই তাৎপর্য্য। প্রথম সূক্ষ্ম—পরে গজবৎ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইলেন বলিতে, অল্পে অল্পে সমস্ত ভূতসমষ্টিতে আত্মদেহ ব্যাপ্ত করিয়া, কার্য্যার্থ সমস্ত তত্ত্বশ্রেণীকে নিয়োগ করিতে আরম্ভ করিলেন। ইহাই তাৎপর্য্য।

হে বিদুর! সেই শূকরমূর্ত্তি অবলোকন করিয়া, মরীচিপ্রমুখ বিপ্রগণ এবং মনুর সহিত ব্রহ্মা ও সনকাদি কুমারগণ নানাভাবে তর্ক ও বিতর্ক করিতে লাগিলেন।৩য়।১৩।২০

ব্রহ্মা কহিলেন:—এ কি আশ্চর্য্য শূকররূপ হইতেছে! ইনি দিবাভাগে অবস্থিত থাকিয়া, আপনার সত্ত্বপ্রভাব প্রকাশ করিতেছেন। সর্ব্বাপেক্ষা এইটী আশ্চর্য্য বোধ হইতেছে যে. ইনি নাসাবিবর হইতে বিনিঃসৃত কেন হইলেন? আবার ইনি যখন প্রথমে প্রকাশ হয়েন, তখন অঙ্গুষ্ঠাগ্রভাগের ন্যায় বর্ত্তমান্ ছিলেন, ক্ষণপরে গণ্ডশিলার ন্যায় বর্দ্ধিত হইলেন। আমার বোধ হয় যজ্ঞ অর্থাৎ কর্ম্মরূপে ভগবান্ই প্রকাশ হইয়াছেন। ৩য়।১৩।২১।২২

সেই যজ্ঞপুরুষের বিষয় লইয়া পুত্রগণের সহিত ব্রহ্মা এইরূপে মীমাংসা করিতেছেন, এমন সময়ে ভগবান্ যজ্ঞপুরুষ গিরীন্দ্র তুল্য বর্দ্ধিত হইয়া ভীষণ গর্জ্জন করিলেন। ৩য়।১৩।২৩

অনন্তর হরি গর্জ্জন করিয়া কর্ম্মপ্রতাপ দেখাইয়া ব্রহ্মাকে ও মরীচিসনকাদিকে আনন্দিত করিলেন। সেই গর্জ্জন চারিদিকে প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল। তাঁহার সেই ঘর্ঘরিত শব্দ শ্রবণ করিয়া; আপনাপন খেদ সমস্ত ক্ষয় হইতেছে দেখিয়া, জন ও তপোবাসীগণ সেই মায়াশূকররূপী হরির সন্তোষার্থে সাম, ঋক্ ও যজুর্ম্মন্ত্র দ্বারা স্তব করিতে লাগিলেন। ৩য়। ১৩। ২৪। ২৫

হে বিদুর! সেই সাধুগণের মুখে আত্মগুণানুবাদ শ্রবণ করিয়া সেই বেদবিস্তারকারী ভগবান, বিবুধগণকে ভূয়ঃ ভূয়ঃ আনন্দিত করতঃ, আপনার লীলা দর্শন করাইবার জন্য, সেই কারণবারির মধ্যে প্রবেশ করিলেম। ৩য়। ১৩। ২৬

অনন্তর সেই ভগবান শূন্যস্থানে বিচরণ করিয়া, আপন পুচ্ছ ঊর্দ্ধে উৎক্ষিপ্ত করিয়া, আপনদেহকে কঠিন করিয়া, সটাসমূহকে বিধূনিত করিয়া, আপনার ত্বক্‌কে রোমদ্বারা আবৃত করিয়া, মেঘসমূহকে আঘাৎ করিতে পারে, এমন উচ্চ স্থানস্থিত তীক্ষ্ণ ক্ষুরসমূহ

ধারণ করিয়া, শ্বেতবর্ণময় দন্তদ্বয় প্রকাশ করিয়া; উভয় নয়নযুগলকে আলোকরূপে ধারণ করিয়া, পৃথিবী উদ্ধার করিবার জন্য আত্মশূকররূপ ধারণ করিলেন। ৩য়। ১৩। ২৭

স্বয়ং যজ্ঞরূপধারী ভগবান বরাহরূপে আত্মমূর্ত্তি গোপন করিয়া করাল দন্তদ্বয় প্রকাশ করতঃ, ঊর্দ্ধস্থিত স্তবকারী বিপ্রগণকে অকরালদৃষ্টিতে দর্শন করিতে করিতে, ঘ্রাণশক্তির দ্বারা পৃথিবী কোথায় আছে, ইহা জানিতে প্রলয়বারির মধ্যে প্রবেশ করিলেন। ৩য়।১৩।২৮

হে মৈত্রেয়! সেই বিশাল ও সর্ব্বতোময় দেহধারী হরি ভীষণ বেগে প্রলয় সাগরে যখন অবগাহন করিলেন; তাঁহার নিপাতন সময়ে সাগর অত্যন্ত পীড়িত হইলেন; অর্থাৎ পতনকালে তাঁহার গর্ভ বিদীর্ণ হইয়া উঠিল। তিনি যেন সেই যাতনায় ব্যথিত হইয়া উচ্চ উচ্চ উর্ম্মিকুলরূপী দীর্ঘবাহু প্রসারণ করিয়া, আর্ত্তজনের ন্যায় বলিতে লাগিলেন: হে যজ্ঞেশ্বর! আমাকে রক্ষা করুন, আমাকে এ যাতনা হইতে রক্ষা করুন। ৩য়। ১৩। ২৯

অনন্তর সেই ভগবান ত্রিপর ও ত্রিযজ্ঞরূপী হরি তীক্ষাগ্র শরজালের ন্যায় আপনার তীক্ষ্ণ ক্ষুরসমূহ দ্বারা অপার প্রলয়বারিতে প্রবিষ্ট হইয়া, রসাতলে গমন করিলেন। যখন ভগবান প্রলয়কালে এই প্রলয়সাগরের নিম্নে শয়ন করিয়াছিলেন, তখন তিনি যে জীবাধারভূতা পৃথিবীকে আপনাতে ধারণ করিয়াছিলেন, এক্ষণে সেই পৃথিবীকে দেখিতে পাইলেন। ৩য়। ১৩। ৩০

হে বিদুর! সেই ভগবান যখন আপনার দীর্ঘ দন্তোপরি বিলীনপ্রায় মহীকে উদ্ধার করিয়া রসাতল হইতে উত্থিত হয়েন। সেই সময়ে তত্রস্থিত আদিদৈত্য (হিরণ্যাক্ষ) গদাহস্তে তাঁহার সহিত সমরে আগমন করিলে, তিনি আপনার সুদর্শনচক্র ঘুরাইতে ঘুরাইতে অতিশয় ক্রোধাবেশ প্রদর্শন করিলেন। ৩য়। ১৩। ৩১

ব্যাখ্যা। পুরাণকারেরা প্রলয়তমোকে রূপকে সজীব ভাবে উপমিত করিয়া হিরণ্যাক্ষ ও বৃত্র প্রভৃতি নাম দিয়াছেন। অজ্ঞানকে হিরণ্যকশিপু, রাবণ ও কংশ প্রভৃতি নাম দিয়াছেন মাত্র। জ্ঞানের সত্ত্বা লইয়া অজ্ঞানের প্রকাশ। অজ্ঞানটী জ্ঞানের আবরণ শক্তি। তত্ত্বাদি হইতে যে স্বভাবটী উপস্থিত হয়, তাহা জ্ঞানের দ্বারা পালিত হয় এবং কর্ম্মশক্তিকে আবৃত করত বর্ত্তমান থাকে। যখন জ্ঞান ও কর্ম্মশক্তি প্রবল হয়, তখন তমো ও অজ্ঞান বশীভূত হয়। প্রথমে ঐ অবস্থায় যে বিরোধশক্তির প্রাবল্য হয়, তাহাকেই চেষ্টা কহে। সেই চেষ্টাকে রূপকে যুদ্ধ কহে। ঐ যুদ্ধকে বা চেষ্টাকেই ঈশ্বরের কার্য্যপ্রকাশ কহে।

হে বিদুর! (ভগবান কর্ত্তৃক পৃথিবীর উদ্ধার দেখিয়া) সেই দৈত্য আপনার অতুল বিক্রমের সহিত সমরে প্রবৃত্ত হইল। ভগবান স্বয়ং মৃগরাজ তুল্য হইয়া, দৈত্যরাজকে ভীম হস্তী রূপে প্রাপ্ত হইয়া,সেই প্রলয় সাগরের মধ্যে ভীষণ সমর করিয়া, রণান্তে বধ করিলেন। তাহাতে মৃগরাজ যেমন করী বধ করিয়া তটভূমিতে হস্তীরক্ত মাখিয়া আস্ফালন করে; তদ্রূপ তিনিও হিরণ্যাক্ষকে বধ করিয়া তাহার শোণিতে পঙ্কিল গণ্ডতুণ্ড হইলেন। ৩য়। ১৩। ৩২

ব্যাখ্যা। এই হিরণ্যাক্ষবধটী প্রলয়ভাব নাশকরণ। এই জন্ত ব্যাস বলিলেন যে:—
প্রলয়াকে সৃষ্টি একেবারে বিলীন ছিল, এক্ষণে সেই প্রলয়কর্ত্তৃরূপী হিরণ্যাক্ষকে ঈশ্বরের

কর্ম্মশক্তিরূপী বরাহ নিধন করিয়া,লয়ান্তে সৃষ্টি প্রকাশ আরম্ভ করিলেন। এই গূঢ় তাৎপর্য্যটীকে অসুরের ভাবে এস্থানে রূপকে সাজাইয়া, ভক্তের মনকে ঈশ্বরের কর্ত্তব্যে ধাবিত করিবার জন্য, শ্রীব্যাসদেব চেষ্টা করিয়া, আপনার মহতী কবিত্বশক্তির পরিচয় দিলেন। বুঝিতে হইবে।

হে বিদুর! সেই তমালনীলবর্ণমণ্ডিত ভগবান যখন আপনি গজের ন্যায় লীলা করিতে করিতে, আপনার শ্বেত বর্ণময় দন্তদ্বারা পৃথিবীকে উদ্ধার করিলেন :—সেই সময়ে তৎকার্য্য দর্শনে আশ্চর্য্য হইয়া, ব্রহ্মাদি দেবতা ও ঋষিগণ বেদের ন্যায় সত্যবচনশ্রেণীতে তাঁহার স্তব করিতে লাগিলেন। ৩য়। ১৩। ৩৩

অনন্তর ভগবানকে দর্শন করিয়া ঋষিগণ কহিলেন :—হে যজ্ঞপ্রকাশকারিন্! হে অজিত, আপনার জয় হইয়াছে। আপনি বেদপ্রতিবাদ্য শরীর ধারণ এবং তাহা সঞ্চালন করিয়া সকলকে আপ্যায়িত করিতেছেন। আপনাকে নমস্কার।

হে ঈশ্বর! আপনার অঙ্গের লোমরাশির অন্তরে যজ্ঞসমূহ লুপ্ত ছিল; এক্ষণে আপনি তাহা প্রকাশ করিলেন। আপনার এই কারণশূকররূপকে আমরা প্রণাম করি।৩য়।১৩।৩৪

হে ঈশ্বর! আপনার এই যে কর্ম্মাত্মক রূপ, ইহাকে দুষ্কৃতিগণ দেখিতে পায় না। আপনার শূকররূপের ত্বক্‌টী বেদের ছন্দোরূপে বর্ত্তমান। আপনার রোমাবলী যজ্ঞার্থ বর্হিরূপে বর্ত্তমান। আপনার চক্ষুদ্বয় যজ্ঞার্থ ঘৃতরূপে বর্ত্তমান। আপনার চারিটী পদ চাতুর্হোত্র যজ্ঞরূপে বর্ত্তমান। আপনার তুণ্ডটী যজ্ঞপাত্র রূপে বর্ত্তমান। আপনার নাসিকা স্রুবরূপে বর্ত্তমান। আপনার উদরটী যাজ্ঞিকগণের ভোজনপাত্ররূপে বর্ত্তমান। আপনার কর্ণরন্ধ্রদ্বয় সোমপাত্ররূপে বর্ত্তমান। আপনার বদন ঈশ্বরনিবেদ্য পাত্র স্বরূপে বর্ত্তমান। আপনার কণ্ঠনালী (যে স্থান দিয়া গেলা যায়) যজ্ঞীয় দানস্থান স্বরূপে বর্ত্তমান। আপনি যে দন্তদ্বারা চর্ব্বণ করিতেছেন, তাহাই অগ্নিহোত্র কর্ম্ম বলিয়া বিদিত বুঝিতে হইবে। আপনার বদনের দীকাই (ব্যাদান), দীক্ষণীয়েষ্টি অর্থাৎ আপনার সত্বশরীরের বারম্বার অভিব্যক্তি (কর্ম্মারম্ভ) বুঝিতে হইবে। আপনার গ্রীবাদেশই যজ্ঞার্থ ইষ্টত্রয় হইতেছে। আপনার দংষ্ট্রাদ্বয় কর্ম্মারম্ভের ও যজ্ঞান্তের ইষ্টি অর্থাৎ সংকল্প হইতেছে। আপনার জিহ্বাই যজ্ঞের প্রাবর্গ্য রূপে প্রকাশিত। আপনার শিরোদেশই, যজ্ঞের হোমরহিত এবং উপাসনাগ্নি হইতেছে। আপনার পঞ্চ প্রাণই কর্ম্মের ইষ্টকচয়নাদি কার্য্যস্বরূপ। কর্ম্মেতে যে সোম ব্যবহার হয়, তাহাই আপনার রেতোরূপে গণ্য। আপনার বাল্যাবস্থাই কর্ম্মের প্রাতঃসবন। আপনার সপ্তধাতুই অগ্নিষ্টোমাদি সপ্ত মহাযজ্ঞ স্বরূপ। বিশেষতঃ সকল ক্ষুদ্র ও মহৎ যজ্ঞের অনুষ্ঠানই আপনার দেহসন্ধি হইতেছে। অতএব আপনাকে নমস্কার। ৩য়। ১৩।৩৫। ৩৬। ৩৭। ৩৮

হে ঈশ্বর! আপনি সকল মন্ত্রদেবতার ও যজ্ঞাদি আয়োজনের, সকল যজ্ঞের এবং সকল ক্রিয়ার গুরু হইতেছেন; অতএব আপনাকে নমস্কার। আপনি প্রতিযজ্ঞের বৈরাগ্য উৎপাদয়িতা; আপনি সেই বৈরাগ্য হইতে ভক্তির প্রকাশয়িতা; আপনি সেই ভক্তি হইতে আত্মজ্ঞানদায়িতা; আপনি সেই আত্মজ্ঞান হইতে অনুভবাত্মক জ্ঞানের প্রকাশকর্ত্তা; এমন কি আপনি সকল বিদ্যারও গুরু হইতেছেন, অতএব আপনাকে নমস্কার। ৩য়। ১৩। ৩৯

হে ভূধররূপী ভগবন্! পর্ব্বতাদির আধারভূতাদি এই ভূমি, যাহাকে আপনি আপন দন্তোপরি ধারণ করিয়া আছেন :—তাহা যেন কোন অরণ্য নিঃসৃত মত্তমাতঙ্গের দন্তধৃত সপত্র পদ্মিনীর ন্যায় ত্বদীয় দন্তোপরি শোভা প্রাপ্ত হইতেছে। ৩য়। ১৩। ৪০

হে ঈশ্বর! কুলাচল সমূহের শৃঙ্গে মেঘমালা ধৃত হইলে যেমন শোভা হয় :—এক্ষণে হে নাথ! আপনার এই বেদময়ী শূকরমূর্ত্তির দন্তে ভূমণ্ডল ধৃত হওয়াতে, সেইরূপ শোভাই প্রকাশ করিতেছে। ৩য়। ১৩। ৪১

হে ঈশ্বর! এই ঈশ্বরী পৃথিবী ইনি সকল স্থাবরজঙ্গমগণের বাসস্থান ও মাতার স্বরূপা হইলেন। আপনি ধরাকে প্রকাশ করিয়া আপনাতে ধারণ করতঃ, সকলের পিতা-রূপী হইলেন। অগ্নি যেমন আত্মতেজঃ অপর আধারে গোপন করিয়া, আত্মকার্য্য সম্পাদন করে; তদ্রূপ আপনিও এই আধারশক্তিতে আত্মসৃষ্টিতেজের সহিত গোপনে থাকিয়া, কার্য্য করিতেছেন। অতএব এমন মাতার সহিত আপনার ন্যায় পিতাকে নমস্কার করি। ৩য়। ১৩। ৪২

হে ঈশ্বর। এই রসাতলগতা পৃথিবীর উদ্ধার কথা শ্রবণ করিয়া, এমন কে আছে যে, বিস্মিত না হইয়া আপনাতে শ্রদ্ধা স্থির না করিবে?? হে বিশ্ববিস্ময়! এ সকল কার্য্য আপনার পক্ষে বিস্ময়যুক্ত নহে। কিন্তু যে মায়ার সহযোগে আপনি এই সৃষ্টিলীলা করেন, তাহাই অপরের পক্ষে অতি বিস্ময়কর হইতেছে। ৩য়। ১৩। ৪৩

হে ভগবন্! এই যে আপনার বেদময় শূকররূপ; এই রূপের সটাগ্রভাগ হইতে পতিত অম্বুবিন্দু দ্বারা, আমরা সত্য ও জনলোকবাসী তপস্বীগণ সিঞ্চিত হইয়া, পবিত্র হইলাম। ৩য়। ১৩। ৪৪

হে ঈশ্বর! আপনি অপারকর্ম্মা হইতেছেন। যে ব্যক্তি আপনার কর্ম্মের পার দেখিতে ইচ্ছা করেন, তাঁহার ন্যায় ভ্রষ্টমতি আর কে আছে! হে ভগবন্! আপনার যোগমায়াধৃত গুণসমূহের সহযোগে এই বিশ্ব মোহিত রহিয়াছে। আপনি কৃপা করিয়া ইহার মঙ্গল বিধান করুন। ৩য়। ১৩। ৪৫

এতদ্বর্ণনানন্তর শ্রীমৈত্রেয় বিদুরকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন :—হে বিদুর! সেই শূকররূপী ভগবান, ব্রহ্মবাদী মুনিগণ কর্ত্তৃক এইরূপে স্তূয়মান্ হইয়া, সেই প্রলয়সলিলকে আপন ক্ষুরসমূহ দ্বারা আক্রমণ করতঃ, তাহাকে মেদিনীর আধার স্বরূপ করিয়া, তথায় রাখিয়া, আপনি তাহার রক্ষক স্বরূপে রহিলেন। ৩য়। ১৩। ৪৬

হে বিদুর! সেই বিষক্সেন প্রজাপতি ভগবান হরি, রসাতল হইতে এইরূপে অবনীকে উদ্ধার ও জলোপরি স্থাপন করিয়া অন্তর্হিত হইলেন। ৩য়। ১৩। ৪৭

হে সাধো! যে ব্যক্তি এই প্রজ্ঞাজনক, সংসারহর ও মায়াগত শ্রীহরিচরিত্রের শুভকথা ভক্তির সহিত আপনি শ্রবণ করেন এবং অপরকে শ্রবণ করান; তাঁহার উপরে ভগবান জনার্দ্দন অতি ত্বরায় প্রসন্ন হইয়া থাকেন। ৩য়। ১৩। ৪৮

হে বিদুর! এই জগতে তুচ্ছ ফলদায়ী আশীর্ব্বাদের প্রয়োজন কি? সেই প্রভু হরিকে সন্তুষ্ট করিতে পারিলে, ইহজগতের কিছুই দুর্লভ থাকে না। যদি কেহ বলাশা

পরিত্যাগ করিয়া একান্তঃকরণে গুহাশয় হরিকে ভজনা করেন, ভগবান এমন দয়ালু যে, স্বয়ং তাঁহাকে আত্মগতি (মুক্তি) প্রদান করেন। ৩য়। ১৩। ৪৯

ইহ জগতে পুরুষার্থ কাহাকে বলে, তাহা জানিয়া পশু বিনা এমন কে আছে যে, ভগবৎকথাযুক্ত সুধাময় পুরাবৃত্ত যাহা ভবভয় নাশ করে, তাহাকে কর্ণাঞ্জলিদ্বারা পান না করিবে? ৩য়। ১৩। ৫০

ইতি শ্রীভগবতে তৃতীয়স্কন্ধে ত্রয়োদশাধ্যায়ে উপেন্দ্রকৃতানুবাদ সমাপ্ত।

ব্যাখ্যা। পুরুষার্থ বলিতে ঐহিক কর্ম্মের বিরাম বা পরমানন্দ। কেবল সেই ভগবানে আত্মসমর্পণ করিলে উহা লাভ হয়, ইহাই সাঙ্খ্যের মত। যে ব্যক্তি মুক্তিরূপ অবস্থার সত্ত্বা জানিয়া হরিভজনা না করে, সে অজ্ঞ অর্থাৎ পশু; ইহাই বলা হইল। ভক্তি, কর্ম্ম ও জ্ঞান এই ত্রিবিধ মীমাংসার দ্বারা সাঙ্খ্যতত্ত্ব পুরুষার্থ স্থির করিয়াছেন। সেই সাঙ্খ্যতত্ত্ব পরে বর্ণনা করা হইবে বলিয়া, এই স্থানে তাহার সূচনা মাত্র করা হইল মাত্র।

ইতি শ্রীভাগবতে ত্রয়োদশাধ্যায়ে উপেন্দ্রকৃতাধ্যায়ব্যাখ্যা সমাপ্ত।

অথ চতুর্দ্দশ অধ্যায়।

পূর্ব্বকথা সমাপ্ত করিয়া ভগবান শুক রাজা পরীক্ষিৎকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন:— হে মহারাজ! ধৃতব্রত বিদুর মহামুনি মৈত্রেয়ের মুখে কারণশূকরাত্মা হরিচরিত্রের কথা শ্রবণ করিয়া সম্পূর্ণরূপে তৃপ্ত হইয়া, অঞ্জলি বন্ধন পুর্ব্বক বিনীতভাবে পুনর্ব্বার ঋষিকে জিজ্ঞাসা করিলেন। বিদুর কহিলেন:—হে মুনিশ্রেষ্ঠ! যজ্ঞমূর্ত্তিমান্ হরিকর্ত্তৃক আদি দৈত্য হিরণ্যাক্ষ নিহত হইল, ইহা আমি শ্রবণ করিয়াছি। হে ঋষে! ভগবান আপনার লীলার জন্য, আপনার দন্তাগ্রে পৃথিবীকে উদ্ধার করিলেন, তজ্জন্য কি হেতু দৈত্যরাজের সহিত ভগবানের যুদ্ধ হইল, তাহা আমাকে বলিতে হইবে। হে ব্রহ্মন্! আমি পূর্ব্ব বর্ণনা শ্রবণ করিয়া, অত্যন্ত কৌতুহলাক্রান্ত হইয়াছি এবং যতই শুনিয়াছি ততই আমার মন তৃপ্ত হইতেছে না এক্ষণে আমার ন্যায় শ্রদ্ধাবান্ ভক্তকে সেই দৈত্যের জন্মকথা বলিয়া তৃপ্ত করুন। বিদুরের প্রশ্ন শ্রবণ করিয়া মৈত্রেয় কহিলেন:—হে বীর! তুমি যে কথা আমাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছ, ঐ কথার দ্বারা মর্ত্ত্যজনের মৃত্যুজনিতা আশা ধ্বংস হইয়া থাকে। বিশেষতঃ তুমি শ্রীহরির অবতার জনিতা কথা জিজ্ঞাসা করিয়াছ বলিয়া, যথার্থই সাধু বলিয়া গণ্য হইলে। ৩য়। ১৪। ১। ২। ৩। ৪। ৫

ব্যাখ্যা। এই চতুর্দ্দশাধ্যায়ে পুরাণের মতে হিরণ্যাক্ষের জন্ম ও মৃত্যুর কারণ প্রদর্শিত হইবে। বিদুরের পুনঃ প্রশ্ন করিবার হেতু এই যে, তিনি জ্ঞানাহরণের জন্ত যতই ভগবল্লীলা সংযুক্ত তত্ত্বকথা শুনিতে ইচ্ছা করিতেছেন, ততই তাঁহার ভক্তির বৃদ্ধি হইতেছে। ইহাই ভক্তিদার্শনিকগণের মত।

হে বিদুর! তুমি যে কথা আমাকে জিজ্ঞাসা করিতেছ, পূর্ব্বকালে উত্তানপাদ রাজকুমার ধ্রুব, শৈশবকালে মহামুনি নারদের মুখে ঐ কথা শ্রবণ করিয়া, মর্ত্ত্য হইয়াও, অন্তে মৃত্যুর মস্তকে পদাঘাৎ করিয়া, তাহাকে সোপান করতঃ বৈকুণ্ঠপুরে গমন করিয়াছিলেন। ৩য়। ১৪। ৬

অতি পূর্ব্বকালে দেবগণ ভগবান ব্রহ্মাকে এই ইতিহাস জিজ্ঞাসা করেন, তাহাতে ব্রহ্মা যাহা বলিয়াছিলেন, আমিও তাহা শুনিয়াছিলাম; এক্ষণে সেই ব্রহ্মবাণী তোমাকে বলিতেছি শ্রবণ কর। ৩। ১৪। ৭

অতি প্রাচীনকালে দক্ষের কন্যা দিতি একদা অপত্য কামনা করিয়া সন্ধ্যাযোগে কামবাণে প্রপীড়িতা হইয়া আপন পতি মহর্ষি মরিচীর পুত্র কশ্যপের সমীপে উপস্থিত হয়েন। ৩য়। ১৪। ৮

সেই সময়ে প্রজাপতি কশ্যপ অগ্নিহোত্রালয়ে উপস্থিত থাকিয়া, পরমপুরুষ প্রজাপতি শ্রীবিষ্ণুকে স্বায়ংকালীন পয়োহবন করতঃ, ধ্যানে সমাহিত হইয়াছিলেন। ৩য়। ১৪। ৯

ব্যাখ্যা। ঈশ্বরের সৃষ্টিতেজঃকে দক্ষ কহে। সেই তেজঃ বহুশক্তিতে বিভক্ত। একাংশ মহত্তত্ত্বাদিতে মিশ্রিত হইয়া ধর্ম্ম বা স্বভাবে ও চন্দ্র বা মনে সংযুক্ত। অপরাংশ মহাকালে মিশ্রিত। অবশিষ্টাংশ দিতি ও অদিতি নমে মায়াতে সংযুক্ত। মায়ার যে অংশে সৃষ্টির উপকরণ ও সৃষ্টির হ্রাস উভয় শক্তি অর্থাৎ সদসদাত্মিকা শক্তি থাকে, পুরাণে তাহাকেই দিতি ও অদিতি কহে। এই উভয় প্রকৃতির মধ্যে দিতি দ্বারা তমোপ্রকৃতির প্রকাশ হয়, অর্থাৎ ঈশ্বরের কার্য্যলয়কারী ও অজ্ঞান প্রকাশকারী স্বভাবসমূহের প্রকাশ হয়। অদিতির দ্বারা সৃষ্টি প্রকাশিকা শক্তিসমূহের ও জ্ঞানভাগের প্রকাশ বুঝিতে হইবে। মহত্তত্ত্ব সৃষ্টিকে কশ্যপ কহে। পুরাণে কহে কশ্যপ হইতে সকল সৃষ্টির প্রচার। দর্শনশাস্ত্রে ও বেদমধ্যে মহত্তত্ত্ব হইতে ত্রিবিধ অহঙ্কার, তাহা হইতে সকল সৃষ্টির প্রচার কথিত হইয়াছে।

রাজকুমারী দিতি স্বামীর সম্মুখে আসিয়া কহিলেন:—হে স্বামিন্! হে বিদ্বন্! আমার অবস্থা না জানিয়া, আমাকে দীনা ভাবিয়া;—মাতঙ্গ যেমন কদলী বৃক্ষকে পীড়িত করে, তদ্রূপ শরাসন হস্তে কাম আমাকে—প্রপীড়িত করিতেছে। ৩য়। ১৪।১০

ব্যাখ্যা। কামী হওয়ার ভাবকে সৃষ্টিপ্রবোধ বুঝিতে হইবে; অর্থাৎ অসৎ প্রকাশিকা শক্তি আত্মস্বভাব দ্বারা মহত্তত্ত্বে মিশ্রিত হইতে ইচ্ছা করিয়াছিল। ঐ ভাবটিকে সংসারী স্ত্রীপুরুষের ন্যায় রূপক করা হইয়াছে।

হে স্বামিন্! সপত্নীগণের পুত্রাদি ও যশোসমৃদ্ধিপ্রভৃতি দেখিয়া, আমার অন্তঃকরণ

নষ্ট হইতেছে। আমিও আপনার পত্নী, আমার প্রতি এক্ষণে সন্তান দানরূপ অনুগ্রহ করুন। ৩য়। ১৪। ১১

ব্যাখ্যা। সংস্কৃতির নাশকারিণী বলিয়া হিংসার উল্লেখ হইল। মহত্তত্ত্বের সংস্পর্শ ভিন্ন শক্তির কার্য্য হয়না, এইজন্য তাহার সহিত মিশ্রণাবস্থাকে এইরূপ উক্তি ও প্রত্যুক্তি দ্বারা প্রকাশ করা হইয়াছে।

হে স্বামিন্! যে কামিনী পতির নিকট হইতে সুখ, সমৃদ্ধি ও সম্মান প্রাপ্ত হয়, ত্রিলোকে তাহারই যশঃ ঘোষিত হইয়া থাকে। অতএব আপানার ন্যায় পতি থাকিতে আমি পুত্রহীনা, ইহাপেক্ষা আমার দুঃখ আর কি থাকিবে। পূর্ব্বকালে আমার দুহিতৃ-বৎসল পিতা দক্ষরাজ, কন্যাগণকে সাদরে আহ্বান করিয়া জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন যে:— হে বৎসগণ! কোন্ বরকে বরণ করিবে? (তাহাতে আমরা সকলেই আপনাকে বরণ করিতে চাহিয়াছিলাম) আমাদের অভিপ্রায় জ্ঞাত হইয়া, একে একে ত্রয়োদশটী আচারজ্ঞাতা কন্যাকে পিতা আপনার হস্তে দান করিয়াছেন। হে কঞ্জলোচন! যাহাতে এক্ষণে আমার কামনার কল্যাণ হয়, তাহার উপায়ই বিধান করুন। হে ভূমন্! আপনার ন্যায় মহতের নিকটে অবশ্যই আমার দুঃখ নাশ হইবে, ভাবিতেছি। ধৈর্য্যধারী প্রজাপতি কশ্যপ মহর্ষি সেই মধুরভাষিণী ও অনঙ্গশরে প্রপীড়িতা স্বীয় ভামিনীকে বিনীতভাবে কহিলেন;—হে ভীরো! তোমার ন্যায় প্রিয়াপত্নীর কামনা পূর্ণ করিলে ধর্ম্মার্থকাম ত্রিবর্গ সিদ্ধ হইয়া থাকে। এমন স্বামী কে আছে যে, তাহাতে সম্মত না হইবে? অবশ্য আমি তোমার মনস্কামনা পূর্ণ করিব। হে সুন্দরি! সকল আশ্রমের মধ্যে সংসারাশ্রমই উপাদেয় হইতেছে। এই আশ্রমে আবার যে ব্যক্তি পত্নীসংযুক্ত থাকে, তাহার ন্যায় সুখী আর কেহই নহে। কারণ পত্নীগণই নাবিকরূপে পুরুষকে স্বাভাবিক বিপদ হইতে সমুদ্রগত নৌকার ন্যায় রক্ষা করেন। ৩য়। ১৪। ১২। ১৩। ১৪। ১৫। ১৬। ১৭। ১৮

হে মানিনি! বেদজ্ঞেরা পত্নীকে শরীরের শ্রেয়স্কামভূতা অর্দ্ধাংশ কহিয়া থাকেন। এমন কি! সেই কামিনীর উপরে পুরুষেরা দৃষ্টাদৃষ্ট কর্ম্মভারার্পণ করিয়া নিশ্চিন্ত থাকেন। ৩য়। ১৪। ১৯

দুর্গপতি যেমন দুর্গের আশ্রয়ে দস্যুগণকে জয় করেন, তদ্রূপ যাঁহাকে আশ্রয় করিয়া,—অপর কোন আশ্রমে যে ইন্দ্রিয়প্রতাপ জয় হয় না, সেই ইন্দ্রিয়গণকে জয় করা যায়,—সেই নারী যথার্থই উপকারিণী হইতেছেন। ৩য়। ১৪। ২০

হে গৃহেশ্বরি! নারী আশ্রমধর্ম্মের বহু উপকারিণী। তোমার ন্যায় উপকারিণীকে সন্তুষ্ট করিতে বা উপকার করিতে আমাদের কি সামর্থ্য আছে! এমন কি! যাঁহারা গুণগ্রাহী সাধু, তাঁহারা সমস্ত আয়ুতেও উপকার করিতে সক্ষম হয়েন না। ৩য়। ১৪। ২১

হে সুন্দরি! তোমার প্রজাকামনাকে আমি নিন্দা করিতে পারি না, আমি অবশ্যই পূরণ করিব, এক মূহুর্ত্ত অপেক্ষা কর। ৩য়। ১৪। ২২

হে সাধ্বি! এই সময়টী অতি প্রখর। বিশেষতঃ ইহা অতি অমঙ্গলকারী। এই

সময়ে ভূতেন্দ্রের অনুচরগণ চতুর্দ্দিকে বিচরণ করিতেছে। এই সন্ধ্যাকালে ভগবান্ ভূতভাবন, ভূতপারিষদগণের যোগেই ভূতময় হইয়া, বৃষারোহণ পূর্ব্বক ভ্রমণ করিতেছেন, দর্শন কর। ৩য়। ১৪। ২৩। ২৪

হে সুন্দরি! ভগবান্ মহেশ্বর তোমার দেবর হয়েন। ঐ দেব শ্মশানস্থিত হইয়া বায়ুচক্র দ্বারা ধূলি উৎক্ষেপণ পূর্ব্বক দিক্‌সকলকে ধূম্রল করতঃ, স্বয়ং উজ্জ্বল জটাকর ধারণ করিয়া, নিজ রুক্ষ অথচ অমল দেহে ভস্ম মাখাইয়া, আপনার ত্রিনয়ন দ্বারা, সর্ব্বত্র দর্শন করিতেছেন। ৩য়। ১৪। ২৫

হে সাধ্বি! সেই মহাকালের ইহসংসারে স্বজন বা পর বলিয়া কেহ নাই। যিনি কাহারও নিকটে আদৃত হইতে চাহেন না, যাঁহাকে কেহ ঘৃণাও করে না,—এমন কি! যে মায়াকে আমরা আদরের সহিত ইহজগতে সেবা করি,—সেই মায়া যাঁহার শ্রীচরণে স্পৃষ্ট পর্য্যন্তও না হইয়া দূরে পরিত্যক্ত হইয়াছেন। বিশেষতঃ আমরা যাঁহার চরণযুগল ব্রতনিয়মাদিতে পূজা করিয়া থাকি। ৩য়। ১৪। ২৬

যে সকল মনীষিগণ অজ্ঞানান্ধকার দূর করিতে ইচ্ছা করেন, তাঁহারা যাঁহার বৈরাগ্যপূর্ণ চরিত্র গান করেন। যিনি উত্তমাধমবোধ বিবর্জ্জিত হইয়া, পিশাচের ন্যায় আচরণ করিলেও যাঁহাকে সাধুগণ পরমগতি বলিয়া বিবেচনা করেন। ৩য়। ১৪। ২৭।

হে প্রিয়ে! যে সকল ব্যক্তিরা কেবল মাত্র বস্ত্র, মাল্য, আভরণ ও চন্দনাদি দ্বারা অসার, কুকুরভোজ্য এই অসৎ শরীরকে আত্মা ও শ্রেষ্ঠ বলিয়া অভিমান করে, সেই দুর্ভাগ্য জনেরাই:—যে মহাজন সর্ব্বজ্ঞ ও আত্মানন্দে উন্মত্ত এবং লোকশিক্ষার জন্য জ্ঞানোন্মত্ত, সেই মহেশ্বরকে না জানিয়া, তাঁহার চরিত্রের প্রতি উপহাস প্রকাশ করিয়া থাকে। (সাধুগণ নহে)। ৩য়। ১৪। ২৮

হে সাধ্বি! সেই মহাকালের মহিমার কথা আর কি বলিব!:—তিনি যেমন নিয়ম করিয়া দিয়াছেন, সেই নিয়মানুসারে ব্রহ্মাদি প্রজাপতিগণ আপনাপন অধিকারে কার্য্য করিতেছেন। এমন কি! সেই মহাজনই এই বিশ্বের কারণ হইতেছেন। মায়া যাঁহার আজ্ঞাকারিণী দাসী হইতেছেন। আহা! সেই পিশাচাচারী পরমেশ্বরের চরিত্রের মীমাংসা করা যায় না। (অতএব হে সাধ্বি! সেই মহাজনকে সম্মান করিয়া, ক্ষণেক অপেক্ষা কর)। ৩য়। ১৪। ২৯।

(এই সমস্ত বর্ণনা করিয়া শ্রীমৈত্রেয় কহিলেন:—হে বিদুর! কশ্যপ দিতিকে এই রূপে কালের মাহাত্ম্য দেখাইয়া, তাঁহার সম্মানার্থ ক্ষণেক স্থির হইতে বলিলেন):—

সেই দিতি মন্মথদ্বারা ইন্দ্রিয়পীড়িতা হইয়া, স্বামীর কথায় প্রবুদ্ধা না হইয়া, বেশ্যা যেমন কামাতুরা হইয়া উপপতিকে আপনি আকর্ষণ করে,তদ্রূপ তিনি সেই ব্রহ্মর্ষির উত্তরীয় ধারণ করিলেন। ৩য়। ১৪। ৩০।

অনন্তর কশ্যপ ঋষি স্ত্রীর এবম্বিধ অন্যায়াচরণে তাঁহার দুর্ভাগ্যের সূচনা জানিয়াও তাঁহাকে সন্তুষ্ট করিতে ইচ্ছুক হইয়া, দৈবরূপী ভগবানকে স্মরণ করতঃ রতিরহস্যের জন্য ভার্য্যার সহিত একত্রোপবেশন করিলেন। ৩য়। ১৪। ৩১।

অনন্তর কর্ম্মোপশমান্তে ঋষি পুণ্যসলিলস্পর্শে পবিত্র হওতঃ আচমন করিয়া বাক্য-সংযম ও প্রাণায়াম পূর্ব্বক গায়ত্রী উচ্চারণ করতঃ, সনাতন ব্রহ্মের জ্যোতিঃ ধ্যান করিতে লাগিলেন। ৩য়। ১৪। ৩২

হে ভারত! সেই দিতি বিপ্রর্ষির সহযোগে কামশান্তা হইয়া, আপনার অকাল-কৃত কুকর্ম্মের জন্য লজ্জিতা হইয়া, অধোমুখে থাকিয়া, ধ্যানস্থ ঋষিকে কহিতে লাগিলেন। ৩য়। ১৪। ৩৩

স্বামীকে সম্বোধন করিয়া দিতি কহিলেনঃ—হে ব্রহ্মন্! আপনি যে ভূতনাথের কথা কহিলেন, আমি জানি তিনিই ভূতগণের রক্ষক হইতেছেন। আমি অপরাধ করিয়াছি, তাহাতে রুদ্রদেব যাহাতে আমার এই গর্ভ বিনাশ না করেন, সেই উপায় করুন। ৩য়। ১৪। ৩৪

এই কথা বলিয়া দিতি সত্বর হইয়া রুদ্রদেবের স্তব করিতে করিতে বলিলেনঃ—যিনি রুদ্র, যিনি মহৎ, যিনি উগ্রমূর্ত্তি দেব, যিনি সকামগণের ফলদাতা, যিনি নিষ্কামগণের ফলদাতা, যিনি দুষ্টগণের দণ্ডদাতা এবং যিনি প্রলয়ের কর্ত্তা হইতেছেন; সেই ভগবান কালকে নমস্কার করি। ৩য়। ১৪। ৩৫

হে স্বামিন্! এমন যে চণ্ডাল ব্যাধগণ; স্ত্রীজাতি তাহাদেরও দয়ার পাত্র; অতএব যে ভগবান সকলের অনুগ্রাহক ও মম ভগ্নির পতি হইতেছেন, তিনি কি আমার প্রতি প্রসন্ন হইবেন না? অবশ্যই হইবেন। ৩য়। ১৪। ৩৬

বিদুরকে সম্বোধন করিয়া মৈত্রেয় কহিলেনঃ—হে সাধো! সেই প্রজাপতি কশ্যপ ঋষি, অশুভ আশঙ্কায় কম্পমানা এবং নিজ পুত্রের যাহাতে ইহ ও পরলোকে শুভ হয়, এমন আশীর্ব্বাদাকাঙ্ক্ষিণী আপন ভার্য্যাকে, নিজ সন্ধ্যাবন্দনাদি কৃত্য সমাপন করিয়া বলিলেন। ৩য়। ১৪। ৩৭

হে চণ্ডি! তুমি যখন রতিভোগ করিয়া গর্ভ প্রাপ্ত হইয়াছিলে, তখন তোমার মন অশুদ্ধ ছিল। যে সময়ে তোমার গর্ভাধান হইয়াছিল সে সময়টী ও দোষময় ছিল। তৃতীয়তঃ তুমি আমাকে ও দেবতাগণকে অবহেলা করিয়া কামাতুরা হইয়াছিলে। এই জন্য হে অভদ্রে! তোমার জঠরে দুইটী অপবিত্র ও অভদ্র পুত্র জন্ম গ্রহণ করিবে এবং সেই পুত্রদ্বয় এতাধিক দুষ্টবীর্য্য ধারণ করিবে যে, তাহাদের দ্বারা ত্রিভুবনসহ লোকপালগণ মুহূর্ত্ত মধ্যে আক্রান্ত ও পীড়িত হইবেন। ৩য়। ১৪। ৩৮। ৩৯

সাধু অথচ নিষ্পাপী প্রাণিগণকে তাহারা হত্যা করিতে চেষ্টা করিবে। স্ত্রীজাতিকে অনবরত পীড়ন করিবে। এমন কি! মহাত্মাগণ তাহাদের দেখিয়া কোপযুক্ত হইবেন। ৩য়। ১৪। ৪০

এই রূপে ভয়ঙ্কর উৎপীড়ক হইলে সেই লোকভাবন ভগবান পরমেশ্বর ক্রুদ্ধ হইবেন এবং বজ্রধারী ইন্দ্র কর্ত্তৃক যেমন মহা মহা পর্ব্বতাদি ভগ্ন হয়, তদ্রূপ ভগবান অবতীর্ণ হইয়া ঐ দুইজনকে নাশ করিবেন। ৩য়। ১৪। ৪১

স্বামীর কথা শ্রবণ করিয়া দিতি কহিলেনঃ—সাক্ষাৎ উদারবাহু ও সুনাভ ভগবান

কর্তৃক আমার পুত্রদ্বয় নষ্ট হয় হউক, কিন্তু তাহারা যেন হে প্রভো! ব্রাহ্মণকে ক্রুদ্ধ না করে। ৩য়। ১৪। ৪২

হে ঋষে! আমি শুনিয়াছি; যে জীব ব্রহ্মদণ্ডে দগ্ধ হয় এবং যে ব্যক্তি ভূতসকলকে পীড়ন করে, সে ঘোর নারকী হয়। বিশেষতঃ সে যে যোনিতেই জন্মলাভ করুক না কেন, ঈশ্বর তাহাকে অনুগ্রহ করেন না। ৩য়। ১৪। ৪৩

দিতির এবম্বিধ অনুতাপ শ্রবণ করিয়া কশ্যপ কহিলেন :—হে সতি! তুমি যে অপরাধ করিয়াছ, তজ্জন্য প্রথমে শোক করিয়া, পরে হিতাহিত বিচার পূর্ব্বক অনুতাপিত হইতেছ বলিয়া এবং ভগবান হরিতে ও শ্রীরুদ্রেতে, বিশেষতঃ আমাতে, বহু মান্য বিধান করিতেছ বলিয়া (তোমার কথঞ্চিৎ অপরাধের লাঘব হইবার সম্ভাবনা আছে) হে ভাবিনি! তোমার পুত্রদ্বয়ের মধ্যে একটী পুত্রের ঔরসে এমন একটী সন্তান জন্মাইবেন, যিনি সাধুগণের মাননীয় ও অগ্রগণ্য হইবেন। ভগবানের যশঃ যেমন সকলে গান করে, সেই কুমারের (প্রহ্লাদের) যশঃও তদ্রূপ লোকে গান করিবে। ৩য়। ১৪। ৪৪। ৪৫

সেই কুমারের চরিত্র এত পবিত্র হইবে যে, স্বর্ণকারেরা যেমন স্বর্ণের দুর্ব্বর্ণ নাশ করিব র জন্য অগ্ন্যাদি নানা উপায় বিধান করে, তদ্রূপ সাধুগণ সেই কুমারের পবিত্র চরিত্রের দ্বারা আপনাদের হৃদয় পরিশুদ্ধ করিবার জন্য, তপস্যাদি কঠিন আচরণ অভ্যাস করিবেন।

হে সুন্দরি! সেই কুমার এমন ভক্তিমান্ হইবেন যে :—যাঁহার প্রসাদে এই বিশ্বের কল্যাণ হইতেছে এবং এই ব্রহ্মাণ্ডটী যাঁহার স্বরূপ, সেই আত্মার সাক্ষীস্বরূপ ভগবান্ সেই কুমারের ভক্তি ও বিশ্বাসে তুষ্ট হইবেন। মহাভাগবত, মহাত্মা, মহানুভব এবং মহৎ হইতেও শ্রেষ্ঠ—সেই কুমার ভক্তিকে প্রবৃদ্ধ করিয়া, অন্তরকে এতদূর পরিশুদ্ধ করিবেন যে, তিনি ঐহিকের সমস্ত অভিমান ত্যাগ করিয়া,কেবল সেই নারায়ণকেই আপনার অন্তরে স্থাপন করিবেন। ৩য়। ১৪। ৪৬। ৪৭। ৪৮

হে সুন্দরি! সেই কুমার অলম্পট, সুস্বভাবী এবং সকল গুণের আকর স্বরূপ হইবেন। তিনি পরের সুখে সুখী, পরের দুঃখে দুঃখী হইবেন, বিশেষতঃ জগতের মধ্যে কেহ তাঁহার শত্রু হইবে না। অধিকন্তু চন্দ্র যেমন মহাগ্রীষ্মের তাপ নাশ করেন, তদ্রূপ তিনি সকলের শোকহর্তা হইবেন। (ইহাতেই তাঁহাকে ভাগবত বলা যায়)। ৩য়। ১৪। ৪৯

হে প্রিয়ে! তোমার পৌত্র আপনার অন্তর ও বাহেন্দ্রিয়কে পরিশুদ্ধ করিয়া পুনঃ পুনঃ সেই কমলনেত্র, ভক্তের ইচ্ছানুরূপ রূপধারী, লক্ষ্মীদেবী ভূষিত, ও উজ্জ্বল কুণ্ডলময় কর্ণ-শোভিত বেদময় শ্রীহরিকে দেখিতে পাইবেন। ৩য়। ১৪। ৫০

এতদ্বর্ণনানন্তর শ্রীমৈত্রেয় বিদুরকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন :—হে বিদুর! অনন্তর দিতি কশ্যপের মুখে আপনার মহাভাগবত পৌত্রের মহিমা শ্রবণ করিয়া এবং ভগবান হরির সহিত সমরে উভয় পুত্রের মৃত্যু হইবে, জানিতে পারিয়া পরম আনন্দিতা হইলেন। ৩য়। ১৪। ৫১।

ইতি শ্রীভাগবতে তৃতীয়স্কন্ধে চতুর্দ্দশাধ্যায়ে উপেন্দ্রকৃতানুবাদ সমাপ্ত।

ব্যাখ্যা। মানবের উচিত যে, বিপদে পতিত হইলে ভগবানে একান্ত ভক্তি স্থাপন করতঃ অনুতাপ করা। তাহা হইলে উপস্থিত বিপদ নাশ হইয়া থাকে। এই দিতিচরিত্রে তাহাই উপদিষ্ট হইল।

ইতি শ্রীভাগবতে তৃতীয়স্কন্ধে চতুর্দ্দশাধ্যায়ে উপেন্দ্রকৃতাধ্যাত্ম ব্যাখ্যা সমাপ্ত।

অথ পঞ্চদশ অধ্যায়।

বিদুরকে সম্বোধন করিয়া শ্রীমৈত্রেয় কহিলেন :—হে ক্ষত্ত! অনন্তর এই কশ্যপপত্নী দিতি, সেই প্রজাপতি কশ্যপের পরতেজোনাশকারী বীর্য্যকে, দেবতাগণের পীড়নভয়ে শঙ্কিতা হইয়া শতবর্ষ আপন গর্ভে ধারণ করিলেন। সেই গর্ভতেজঃ ক্রমে এত বর্দ্ধিত হইল যে, তাহার দ্বারা লোকপাল সমূহের তেজঃ নাশ হইল। সূর্য্যাদির তেজঃ নাশে ইহলোক আলোকহীন হইল এবং চতুর্দ্দিক অন্ধকারে ব্যাপ্ত হইল। এতদ্দর্শনে দেবতাগণ ব্রহ্মার নিকটে আবেদন করিলেন। ৩য়। ১৫। ১। ২

ব্রহ্মাকে সম্বোধন করিয়া দেবগণ কহিলেন :—হে বিভো! যে পথটীকে কাল কখন স্পর্শ করিতে পারে না, আপনি সেই পথময় হইতেছেন, বিশেষতঃ আপনি এক্ষণে অব্যক্ত নহেন। অতএব আমরা যে তমোদ্বারা সংশ্লিষ্ট হইয়াছি, তাহাও আপনি বিদিত আছেন। ৩য়। ১৫। ৩

হে দেবগণের দেবতা! জগতের ধাতা! লোকসমূহের স্রষ্টা! আপনি ভূতগণের অন্তরের কল্যাণকর কিম্বা অকল্যাণকর সকল ভাবই জ্ঞাত আছেন। ৩য়। ১৫। ৪

হে দেব! আপনি বিজ্ঞানের বীর্য্যস্বরূপ, আপনাকে নমস্কার। আপনি মায়ার দ্বারা এই ব্রহ্মদেহ ধারণ করিয়াছেন, আপনাকে নমস্কার। আপনি রজোগুণধারী, আপনাকে নমস্কার। আপনি ব্যক্তযোনী হইতেছেন, আপনাকে আমরা নমস্কার করি। ৩য়। ১৫। ৫

হে দেব! ভক্তগণ যাঁহাকে অলক্ষ্য ভাবিয়া থাকেন, সেই আত্মাই আপনি হইতেছেন। আপনি এই ভুবনাদিকে আপনাতে গ্রন্থন করিয়া রাখিয়াছেন। আপনি কার্য্য ও কারণাদির শ্রেষ্ঠ হইতেছেন। ৩য়। ১৫। ৬

হে দেব! সকল মানব সুপক্ক যোগদ্বারা ও ইন্দ্রিয়শ্বাসাদি জয় করিয়া, যাঁহার প্রসাদ লাভ করিতে চেষ্টা করে, আপনি সেই আত্মা হইতেছেন। আপনাকে প্রাপ্ত হইলে সর্ব্বফল লাভ হইয়া থাকে। ৩য়। ১৫। ৭

গোসকল যেমন রজ্জুদ্বারা আবদ্ধ থাকিয়া বশীভূত থাকে, তদ্রূপ আপনার বাক্যে প্রজাসমূহ আপন আপন আহারীয়ের জন্য ব্যস্ত হইয়া ভ্রমন করিতেছে। আপনি সেই কর্ম্মনিয়ন্তা প্রাণস্বরূপ হইতেছেন। আপনাকে নমস্কার। ৩য়। ১৫। ৮

হে ঈশ্বর! সেই আপনি এক্ষণে এই ভূমির প্রতি মঙ্গলবিধান করুন। কারণ আমরা তমোদ্বারা আক্রান্ত হইয়া কর্ম্মহীন ও বিপদাপন্ন হইয়াছি; করুণাদৃষ্টিতে আমাদের প্রতি কটাক্ষপাত করুন। ৩য়। ১৫। ৯

হে দেব! প্রজাপতি কশ্যপের দ্বারা অর্পিত তেজঃ দিতির গর্ভে বর্দ্ধিত হওয়াতে, তৃণগুচ্ছে যেমন অগ্নি পতিত হইলে তাহার ধূমে সকল দিক তমসাচ্ছন্ন হয়, তদ্রূপ ঐ গর্ভতেজঃ চারিদিক তমোময় করিয়াছে। ৩য়। ১৫। ১০

এতদ্বর্ণনানন্তর শ্রীমৈত্রেয় বিদুরকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন :—

হে সাধো! হে মহাবাহো! সেই আত্মভূ ভগবান ব্রহ্মা—শব্দ দ্বারা দেবগণের দুঃখের বিষয় জানিয়া তাঁহাদের যাহাতে সন্তোষ বিহিত হয়, এমন মিষ্টবাক্যে কিছু কহিতে লাগিলেন। ব্রহ্মা কহিলেন :—হে দেবগণ! দিতির গর্ভের পূর্ব্বকারণ শ্রবণ কর এবং যাহাতে তোমাদের দুঃখ নাশ হইবে, তাহারও উপায় বিধান করিতেছি, ক্রমে তাহাও জ্ঞাত হও?

হে দেবগণ! তোমাদের জন্মাইবার পূর্ব্বে আমার মন হইতে সনক ও সনন্দাদি চারিটী কুমার জন্ম গ্রহণ করেন। তাঁহারা সকলেই বৈরাগী হইয়া এই ব্রহ্মাণ্ডের সর্ব্বত্রই শূন্যমার্গে ভ্রমণ করেন। একদা তাঁহারা সকলে ভগবান অমলাত্মা বিকুণ্ঠের বৈকুণ্ঠ নামক সর্ব্বলোক নমস্কৃত ভবনে গমন করিয়াছিলেন। ৩য়। ১৫। ১১। ১২। ১৩

হে সুরগণ! (সেই বৈকুণ্ঠের কথা কি বলিব!) সে ভবনে যাঁহারা বাস করেন, সকলেরই বৈকুণ্ঠমূর্ত্তি। যে সকল সাধুগণ ফলকামনাশূন্য হইয়া অর্থাৎ নিষ্কামী হইয়া হরিকে আরাধনা করেন, তাঁহারাই সেই স্থলে বাস করিতে পারেন। সেই স্থানে সিদ্ধভক্তগণকে পরিতুষ্ট করিবার জন্য, আদিপুরুষ হরি অমল সত্বভাবে ধর্ম্মমূর্ত্তি ধারণ করিয়া আছেন। হে দেবগণ! সেই বৈকুণ্ঠালয়ে একটী উপবন আছে, তাহার নাম নৈশ্রেয়স্ সেই উপবনে কল্পতরুসমূহ সারি সারি রহিয়াছে। বিশেষতঃ ফল ও পুষ্পাদির সহিত সকল ঋতুই তথায় প্রকাশ পাওয়াতে, সেই উপবনটী যেন কৈবল্যের প্রতিমা বলিয়া সকলের বোধ হয়। ৩য়। ১৫। ১৪। ১৫। ১৬

হে দেবগণ! বসন্তকালে সেই উপবনস্থ সরোবরে মকরন্দ সংযুক্ত কমল ও কুঞ্জে কুঞ্জে মাধবীলতা জাত পুষ্পসমূহের সৌরভ সতত মৃদু মৃদু অনিলের দ্বারা ইতস্ততঃ সঞ্চালিত হইয়া, চতুর্দ্দিক সৌরভময় করিয়া থাকে। দেবীগণের সহিত দেবগণ ও ভক্তগণ এমন মনোমোহন স্থানে থাকিয়া অখণ্ডিত ধৈর্য্যাদি গুণে কেবল সেই পরমাত্মার গুণ কীর্ত্তনে উন্মত্ত রহিয়াছেন। ৩য়। ১৫। ১৭

হে দেবগণ! তথায় পারাবত, কোকিল, সারস, চক্রবাক, চাতক, হংস, শুক, তিত্তির ও ময়ূরাদি সকলেই হরিনাম লইয়া ক্ষণে ক্ষণে কোলাহল করিতেছে। ভ্রমর ও মধুকরাদিও মধুপানে উন্মত্ত হইয়া গুণ গুণ স্বরে ক্ষণে ক্ষণে হরিনামই গান করিতেছে। ৩য়। ১৫। ১৮

হে সুরগণ! সেই উপবনে—মন্দার, নাগ, বকুল, কমল, পরিজাত, কুমুদ, কুরবক, উৎপল ও চম্পকাদি বহু বহু সুগন্ধ পুষ্প থাকিলেও ভগবান হরি কেবল মাত্র তুলসী দ্বারা পূজিত ও সুশোভিত হয়েন বলিয়া, ঐ পুষ্পসমূহ হরিসঙ্গলাভ করণার্থ আশা করিয়া, তথায় বহুকাল হইতে তপস্যা করিতেছে। ৩। ১৫। ১৯

হে সুরোত্তমগণ! বৈকুণ্ঠবাসীগণের সমৃদ্ধির কথা কি বলিব! তাঁহারা সর্ব্বদা পুষ্ট ও হৃষ্ট-শরীরে মৃদু মৃদু হাস্য করেন এবং বৈদূর্য্য, মণি ও মাণিক্যাদির দ্বারা আকাশগামী রথ সুস-জ্জিত করিয়া আনন্দে সেই বৈকুণ্ঠে ভ্রমণ করেন। এত সমৃদ্ধি থাকিতেও তাঁহাদের নয়নের দৃষ্টি হরিচরণ হইতে অন্যত্র পতিত হয় না বলিয়া, পরিহাস রূপেও কাম তাঁহাদের অন্তরে কথন প্রকাশ হয় না। ৩য়। ১৫। ২০

হে সুরগণ! আমাদের ন্যায় ব্রহ্মাদি যাঁহার শ্রীচরণের অনুগ্রহ পাইবার আশা করিয়া আরাধনা করেন; সেই লক্ষ্মীদেবী নীলাম্বুজ হস্তে সনুপুর পাদপদ্মে চাপল্য ত্যাগ করিয়া, কনকমধ্যস্থ খচিত হীরকাদির ন্যায়, শ্রীহরির স্ফটিকনির্ম্মিত গৃহের মধ্যে সম্মার্জ্জনী হস্তে করিয়া, গৃহ পরিষ্কার করিতেছেন। ৩য়। ১৫। ২১

ভগবতী লক্ষ্মী, বিষ্ণুতে এত অনুরক্তা, যে, তিনি সেই বৈকুণ্ঠপুরস্থ ফলপুষ্প ভারাক্রান্ত লতাবৃক্ষমণ্ডিত সরোবরের অমৃতোপম স্বচ্ছবারিতে তুলসীমঞ্জরী দ্বারা ভগবানকে অর্চ্চনা করিতে গিয়া, যখন জলমধ্যে আপনার অলকাতিলকমণ্ডিত সুন্দর বদনের প্রতিবিম্ব দেখেন, তখনই সেই বদনে হরি প্রেমচুম্বন করেন ভাবিয়া, তিনি আপনাকে মহা সৌভাগ্যশালিনী বোধ করিয়া আনন্দিতা হয়েন। ৩য়। ১৫। ২২

হে দেবগণ! যে সকল লোকেরা এমন মহিমবান্ শ্রীহরির পাপনাশিনী লীলা-রচনা জনিতা কথা শ্রবণ না করিয়া, কেবল অর্থ ও কামাদি জনিত বিষয়রূপী কুকথা শ্রবণে মতিকে কুৎসিতা করিয়াছে, তাহারা সেই বৈকুণ্ঠধামে প্রবেশ করিতে পারে না। এমন কি! তাহারা ঐ সকল কুকথা শুনিয়া হতভাগ্য এবং চিরদুঃখী হইয়া, অন্তে অন্ধতামস্নরকে খেদ করিতে করিতে পতিত হয়। ৩য়। ১৫। ২৩

হে দেবগণ! ধর্ম্মের সহিত তত্ত্ববিষয়ক জ্ঞান যে জন্মে প্রাপ্ত হওয়া যায়; সেই মানব-জন্ম আমাদেরও প্রার্থনীয়। সেই জন্মে ভগবানের আরাধনা না করিয়া যাহারা মায়াতে বিমোহিত থাকে, তাহাদের অপেক্ষা দুঃখী আর কে আছে? ৩য়। ১৫। ২৪।

সেই সাধুগণ আমাদের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ জন হইতেছেন, যাঁহারা অনবরত দেবতাখ্যভ হরিগুণ গান করিয়া, সমাধি ও যোগশিক্ষাকে দূরে ত্যাগ করিয়াছেন এবং অহঙ্কার ত্যাগ করিয়া দয়া ও দাক্ষিণ্যাদি গুণ ধারণ করিয়াছেন। বিশেষতঃ প্রভু হরির কথাতে এত অনুরক্ত যে, সেই লীলা কীর্ত্তন করিতে করিতে তাঁহাদের শরীর অবশ ও পুলকিত হইতেছে এবং অনবরত চক্ষে প্রেমাশ্রু বিসর্জ্জিত হইতেছে। এইরূপ সাধুগণই বৈকুণ্ঠে গমন করিতে পারেন। ৩য়। ১৫। ২৫।

হে দেবগণ! সেই বৈকুণ্ঠের মহিমাও অনির্ব্বচনীয়; কারণ সেই স্থানে বিশ্বের গুরু হরি বাস করেন। সেই স্থানটীকে ত্রিভুবন বন্দনা করিয়া থাকে। তাহার শোভার তুলনা

হয় না; দেবতাগণ সতত সেই স্থানে উত্তমোত্তম সুসজ্জিত রথে আরোহণ করিয়া ভ্রমণ করেন; বিশেষতঃ যোগীগণ মহা তপস্যা দ্বারা মায়াবন্ধন অতিক্রম করিয়া, সেই স্থান প্রাপ্ত হয়েন। ৩য়। ১৫। ২৬।

হে দেবগণ! এইরূপে বৈকুণ্ঠপুরে আমার কুমার ঋষি চতুষ্টয় প্রবেশ করিতে করিতে দেখিলেন;—প্রথমে সেই মহাপুরীতে একে একে ছয়টী কক্ষ। সেই ছয়টী কক্ষ অতীত করিয় যেমন তাঁহারা হরি দর্শনোৎকণ্ঠায় উৎকন্ঠিত হইয়া সপ্তম কক্ষের দ্বারে প্রবেশ করিলেন, অমনি তথায় দুইটী প্রহরীরূপী দেবতাকে দেখিতে পাইলেন। ঐ দ্বারীদ্বয় সমান বয়স্ক ও সমান শোভায় সুশোভিত। তাঁহাদের উভয়ের হস্তে গদা রহিয়াছে; তাঁহাদের পদে কেয়ুর, কর্ণে কুণ্ডল, মস্তকে কিরীটপ্রভৃতি রহিয়াছে। ৩য়। ১৫। ২৭।

তাঁহাদের অসিতবর্ণময় চারিটী বাহু রহিয়াছে; সেই বাহু সকলের মধ্যভাগে ভ্রমরগণেও যাহার মধু ও সৌরভ জন্য আকুল হয়, এমন পুষ্পদ্বারা গ্রথিত বনমালা কণ্ঠ হইতে নাভি পর্য্যন্ত দুলিতেছে। কিন্তু তাঁহাদের উভয়ের বদন ক্ষুব্ধভাব ধারণ করিয়া রহিয়াছে। উভয়ের নাসা প্রফুল্ল শ্বাসছিদ্র সমন্বিত রহিয়াছে এবং উভয়ের চক্ষু যেন রক্তবর্ণময় হইয়া রহিয়াছে। ৩য়। ১৫। ২৮।

হে দেবগণ! যাঁহাদের কোথাও গতির রোধ নাই, যাঁহারা কাহাকেও আত্ম ও পর বিবেচনা করেন না, যাঁহাদের অন্তরে ভয় নাই; সেই মুনিচতুষ্টয় একে একে ছয়টী পুরট ও বজ্রাদিময় বৈকুণ্ঠদ্বার অতীত করিয়া, সেই সপ্তমদ্বারে দ্বারীদ্বয়কে দেখিয়াও কোন কথা না জিজ্ঞাসা করিয়া, তন্মধ্যে প্রবেশ করিলেন। ৩য়। ১৫। ২৯।

যে মুনি চতুষ্টয় আত্মজ্ঞানে ও প্রেমে উন্মত্ত এবং বোধশূন্য হইয়া পঞ্চবৎসরের শিশুর ন্যায় উলঙ্গভাবে থাকেন। সেই বৃদ্ধ ঋষিগণকে ভগবানের প্রতিকূলাচারী দ্বারীদ্বয় দর্শন করিয়া, তাঁহাদের সাধনার তেজকে উপহাস করিয়া, বেত্রের দ্বারা প্রবেশ নিষেধ করিল।৩য়।১৫।৩০।

দেবগণসম্মুখে সেই হরির দ্বারপালদ্বয় কর্ত্তৃক নিবারিত হওয়াতে, সেই মুনিগণের সুহৃদ্দর্শনেচ্ছা ভঙ্গ হইল। ইহা দেখিয়া তাঁহারা ঈষৎ ক্রোধসংযুক্ত নয়নে সেই দ্বারীগণকে কিছু কহিলেন। ৩য়। ১৫। ৩১।

সেই দ্বারীদ্বয়কে উদ্দেশ করিয়া মুনিগণ কহিলেন;—হে দ্বারীগণ! যাঁহারা ভগবানের সেবন কার্য্য লাভ করেন. তাঁহারা অতি মহৎলোক এবং আমরা জানি যে এ স্থানে ভগবানের ধর্ম্মাচারীগণই বাস করেন। এমন স্থানে বিষম স্বভাবধারী তোমরা কে? আমরা জানি সেই প্রশান্ত পুরুষ ভগবানের সহিত কাহারও বিরোধ নাই, অতএব তোমাদের ন্যায় কপটাচারী এমন কে এস্থলে আসিতে পারিবে, যে, তাহাদের দ্বারা ভগবানের আশঙ্কা হইতে পারে!! হে দ্বারীগণ! পার্থিব রাজাগণের বাহিরে শত্রুভয় থাকাতে তাঁহাদের অন্তরের ভয় নিবারণের জন্য তোমাদের ন্যায় বীরবেশধারী দ্বারীর প্রয়োজন হয়। কিন্তু যে ভগবানের কুক্ষির মধ্যে এই বিশ্ব বিরাজিত এবং বিদ্বানগণ আপনাপন আত্মাকে তাঁহাতে লীন করিয়া সংযোগ করিলে, যখন তাঁহার সাক্ষাৎ প্রাপ্ত হয়েন, এমন স্থলে বৈকুণ্ঠের দ্বারে তোমাদের প্রয়োজন কি? ৩য়। ১৫। ৩২। ৩৩।

ব্যাখ্যা। এস্থলে এই সন্দেহ প্রকাশ হইতেছে। যাঁহার অন্তরে এই ব্রহ্মাণ্ড আছে; এমন যিনি প্রতাপবান্, তাঁহার আবার ভয় কি? বিশেষতঃ ঈশ্বরকে ভক্তি ব্যতীত কেহই দেখিতে পায় না; যাঁহারা আপনাদের আমিত্ব ভুলিয়া তাঁহাতে আপনাদের লয় করেন, তাঁহারাই ঘটাকাশকে মহাকাশে মিশ্রণের ন্যায় ভগবৎপ্রাপ্তি বোধ করেন। এমন স্থলে শত্রুর ভয় নাই, তবে দ্বারীর প্রয়োজন কি?

সেই পরমেশ্বর বৈকুণ্ঠপতির ভৃত্য হইলেও তোমাদের ন্যায় মন্দবুদ্ধিজনের যে দণ্ড উচিত হয়, তাহা বিধান করিতে আমরা চিন্তা করিতেছি। (এই কথা বলিয়া ক্ষণকাল চিন্তার পরে মুনিচতুষ্টয় বলিলেন;—) তোমরা ভেদদর্শনরূপ পাপ করিয়াছ, এই জন্য যে লোকে কাম, ক্রোধ ও লোভাদি নামক পাপরিপুত্রয় বর্ত্তমান থাকিয়া, সতত ভেদবুদ্ধি জন্মাইয়া দেয়, তোমরা তথায় ভ্রমণ করিতে থাক। ৩য়। ১৫। ৩৪।

ঋষিগণের এইরূপ ভীষণ বাক্য শ্রবণ করিয়া, যখন দ্বারীগণ দেখিল, যে কোন প্রকার অস্ত্র বা মন্ত্র দ্বারা এই ব্রহ্মদণ্ড নিবারিত হইবে না, তখন তাহারা সেই মুনিগণকে শ্রীহরি অপেক্ষা ভয় করিয়া, অতি কাতরে তাঁহাদের চরণতলে পতিত হইয়া, অনুতাপ করিতে লাগিল। ৩য়। ১৫। ৩৫।

শ্রীচরণে পতিত হইয়া দ্বারীগণ কহিল;—হে ঋষিগণ! আপনাদের নিকট আমরা ভয়ানক অপরাধ করিয়াছি; বিশেষতঃ ঈশ্বরের আজ্ঞাকে অবহেলা করাতে আপনারা যে দণ্ড দিয়াছেন, তাহা আমাদের অপরাধের উপযুক্তই হইয়াছে। এক্ষণে আপনাদিগের কৃপালেশ ভিক্ষার্থে আমাদের প্রার্থনা এই যে;—আপনাদর কথাতে আমাদের নীচযোনীতে ভ্রমণ করিতেই হইবে; সেই ভ্রমণকালে যেন আমাদের স্মৃতি হইতে কোনমতে ভগবানের চিন্তা নষ্ট না হয়, আপনারা এই অনুগ্রহ করুন। ৩য়। ১৫। ৩৬।

সেই আর্য্যগণের উপাস্য, অরবিন্দনাভ ভগবান হরি ভৃত্যগণের দ্বারা ভক্তগণের অবমাননা হইয়াছে, ইহা জানিতে পারিয়া, যে স্থানে কুমারগণ নিবারিত হইয়াছিলেন, তথায় আপনার পরমহংস ও মুনিগণান্বেষণীয় চরণ দ্বারা, লক্ষ্মীর সহিত আগমন করিলেন। ৩য়। ১৫। ৩৭।

যে ভগবানকে সমাধিতে ভজনা করিলে দেখা যায়, সেই ভগবানকে এক্ষণে ঋষি চতুষ্টয় চক্ষে এইরূপে দেখিলেন;—যেন ভগবান আসিতেছেন। তাঁহার অগ্রে, পার্শ্বে ও পশ্চাতে আগমনোচিত নানাবিধ দ্রব্যাদি শোভিত রহিয়াছে। হংসের ন্যায় শুভ্র চামর বীজিত হইতেছে, মন্দ মন্দ সুগন্ধ বায়ু প্রবাহিত হইতেছে এবং তাঁহার মস্তকোপরি যেন শুভ্র আতপত্র ধারণ করা হইয়াছে, তাহার সীমান্তস্থ মুক্তাগুলি যেন চন্দ্রের ন্যায় সুশোভিত হইয়াছে এবং সুধাবিন্দুর ন্যায় সেই ছত্রের উপর হইতে বিন্দু বিন্দু সুগন্ধি বারিকণা পতিত হইতেছে। ৩য়। ১৫। ৩৮।

সেই ভগবান্ যেন সকলকে প্রসাদিত করিবার জন্য সুন্দর মুখশ্রী ধারণ করিয়া আছেন। তিনি যেন সকল গুণের আকর হইয়াছেন। তিনি যেন সপ্রেমকটাক্ষে নিরীক্ষণ

কণ্ঠাতে সকলের হৃদয়ে যেন সুখোদয় হইতেছে। তিনি যেন স্বর্ণবর্ণের নিতম্ব সংযুক্ত উরুদেশে ভগবতী লক্ষ্মীকে সুশোভিত করিয়া এবং আপনাকে সত্যলোক হইতে স্বর্গ পর্য্যন্ত বিরাজিত রাখিয়া, সর্ব্বত্রই শোভাযুক্ত করিয়া আছেন। ৩য়। ১৫।৩৯।

ভগবানের পৃথুনিতম্বে পীত বসন রহিয়াছে; কণ্ঠে মধুকরগুঞ্জিত বনমালা মৃদু দোদুল্যমান্ রহিয়াছে, উভয় হস্তে বলয়াদি আভরণ রহিয়াছে। ভগবান্ আপনার এক হস্ত গরুড়ের স্কন্ধে রাখিয়া, অপর হস্তে লীলাকমল ধারণ করিয়া আছেন। ভগবানের কর্ণে যে কুণ্ডল ছিল, তাহার উজ্জ্বলতা বিদ্যুৎকেও পরিহাস করিতেছিল। সেই উজ্জ্বলতার সহিত গণ্ডস্থল শোভিত ছিল। মস্তকের কিরীট মণিযুক্ত ছিল। ভগবানের হস্তযুগলের মধ্যভাগরূপী বক্ষঃস্থলের মধ্যস্থলে কৌস্তভ এবং তাহার চতুষ্পার্শ্বে উৎকৃষ্ট হার শোভিত ছিল। নিজ ভক্তগণের বুদ্ধিকে বিমোহিত করিতে ভগবানের এই শোভা ধারণ দেখিয়া, যেন ইন্দিরাদেবীর ত্রিলোকগঞ্জিত গর্ব্ব নাশ হইতে লাগিল। হে দেবগণ! মহেশ্বর ও তোমরা সকলেই ভগবানের যে প্রকটিতা ও সুশোভিতা মূর্ত্তি দেখিয়া মুগ্ধ হইয়া থাক, সেই ভক্তবিমোহিনী ভগবৎকান্তি দেখিয়াও মুনিচতুষ্টয় অবিতৃপ্তদৃষ্টি হইয়া, ভগবানকে নমস্কার মাত্র করিলেন। সেই অরবিন্দনয়ন ভগবানের পাদপদ্মকেশরযুক্ত তুলসী মিশ্রিত বায়ুর সুগন্ধ যাঁহাদের নাসাবিবরে প্রবেশ করিয়াছে, তাঁহাদের আনন্দ দেখিয়া ব্রহ্মানন্দ উপভোগেচ্ছু জনগণের চিত্তও সঙ্ক্ষোভিত হইয়া থাকে। ৩য়। ১৫। ৪০। ৪১। ৪২। ৪৩।

আহা! ভক্তগণ সেই শ্বেতপদ্মের ন্যায় ভগবানের প্রফুল্ল বদনে কুন্দাবলীর ন্যায় দন্ত সংযুক্ত সুন্দরাধরোষ্ঠের হাস্যকে ঊর্দ্ধচক্ষে দেখিতে দেখিতে যখন তাঁহারা নিম্নে দৃষ্টি আনয়ন করেন, অমনি অরুণমণিময় নখরশ্রীযুক্ত যুগলপদের শোভা দেখিতে দেখিতে কৃতকৃতার্থ হইয়া, শেষে সমস্ত সৌন্দর্য্য আর ধারণা করিতে না পারিয়া, তাঁহারা তৎকান্তি ধ্যান করিতে থাকেন। ৩য়। ১৫। ৪৪।

হে দেবগণ! যাঁহাকে যোগমার্গদ্বারা অন্বেষণ করিয়া লাভ করা যায়, যিনি ধ্যানের এক মাত্র পুরুষ বা শ্রেষ্ঠ হইতেছেন; যিনি নয়নাভিরাম ও আদরের সামগ্রী হইতেছেন। সেই পৌরুষ বপুধারী অষ্টাঙ্গ যোগৈশ্বর্য্যের অধীশ্বর ভগবানকে মুনিচতুষ্টয় দর্শনানন্তর স্তব করিতে লাগিলেন। ৩য়। ১৫।৪৫।

সেই কুমার মুনিগণ কহিলেন।—হে ঈশ্বর! (আপনার মহিমার কথা আর কি বলিব!) আপনি দুরাত্মাদের ও আমাদের উভয়ের হৃদয়েই বর্ত্তমান আছেন। কিন্তু দুরাত্মাগণের সমীপে আপনি প্রকাশিত নহেন এবং আমাদের নিকটে এমনভাবে প্রকাশিত আছেন, যে আমরা নয়নের সন্নিহিত ভাবিয়াই দেখিতেছি। হে দেব! আপনা হইতে উদ্ভূত যিনি আমাদের পিতা হইতেছেন, তাঁহার উপদেশ যে ভাবে আমাদের কর্ণবিবরে প্রবিষ্ট হইয়াছে, সেই ভাবেই আপনাকে জানিয়া আমরা আপনাকে প্রাপ্ত হইয়াছি।৩য়।১৫।৪৬।

হে ঈশ্বর! পূর্ব্বে আমরা যে রূপে উপদেশ পাইয়াছিলাম; এক্ষণে সেই পরমআত্মস্বরূপেই আপনাকে দেখিতে পাইলাম। আপনি যে বিশুদ্ধসত্ত্বমূর্ত্তিতে ভক্তগণের হৃদয়ে নিজ প্রীতি উদ্ভব করিয়া দেন, তাহাও এক্ষণে জানিতে পারিলাম। যে সকল মুনিগণ হৃদয়কে অহঙ্কার-

হীন করত বৈরাগী হইয়া, দৃঢ়ভক্তিযোগ অবলম্বন পূর্ব্বক, আপনাকে দেখিতে ইচ্ছা করেন, আপনি যে তাঁহাদের যথার্থই দয়া করিয়া দেখা দেন, তাহাও এক্ষণে বুঝিতে পারিলাম। ৩য়। ১৫। ৪৭।

হে অঙ্গ! যাঁহারা আপনার পাদপদ্মযুগলে একবার শরণ লইয়া, আপনার লীলা বর্ণনাদির রস জানিয়াছেন; হে তীর্থযশঃ! যাঁহারা আপনার নামানুকীর্ত্তন করিতে শিক্ষা করিয়াছেন, তাঁহারা আপনার আত্যন্তিক প্রসাদ স্বরূপ মুক্তিকে চাহেন না। আপনি সতত ভ্রূকুটী করিয়া যে ইন্দ্রত্বাদিকে ভয় দেখান, সেই শাসনার্হ ইন্দ্রত্বাদিও তাঁহারা চাহেন না। (কেবল আপনার শ্রীচরণদর্শনই তাঁহারা ভিক্ষা করেন)। ৩য়। ১৫। ৪৮।

হে ঈশ্বর! পূর্ব্বে আমরা কখন পাপ কাহাকে বলে জানিতাম না; এক্ষণে আপনার ভৃত্যগণকে অভিশাপ দিয়া বোধ হয় অপরাধ করিয়াছি। অতএব যদি যথার্থই অপরাধ হইয়া থাকে, তাহা হইলে আপনি নরকের যে যোনীতেই হউক আমাদের জন্ম বিধান করিয়া দিউন। যদি তাহাতে না অপরাধ হইয়া থাকে, তাহা হইলে এমন নিয়ম করুন, যেন আপনার পাদপদ্মে আমাদের মন অলির ন্যায় সতত রমণ করে। তুলসীদল যেমন আপনার পদযুগলে শোভা পায়, তেমনি আমাদের অসার বাক্যধ্বনি যেন আপনার লীলা কীর্ত্তনে মণ্ডিত থাকে এবং আমাদের কর্ণরন্ধ্র যেন অনবরত আপনার গুণগানজনিত শব্দানন্দে সর্ব্বদা পরিপূর্ণ হইয়া থাকে। ৩য়। ১৫। ৪৯।

হে ঈশ্বর! হে বিপুলকীর্ত্তে! আপনি অজিতেন্দ্রিয়গণের সমক্ষে যে রূপচ্ছটা উদিত করেন না, আজ আপনার সেই মোহনরূপ আমাদের সমক্ষে প্রকাশ করিয়াছেন। আমরা ইহা দেখিয়া চরিতার্থ হইলাম। অতএব হে ভগবন্! আপনাকে আমরা বারম্বার নমস্কার করি। ৩য়। ১৫। ৫০।

ইতি শ্রীভাগবতে তৃতীয়স্কন্ধে পঞ্চদশাধ্যায়ে উপেন্দ্রকৃতানুবাদ সমাপ্ত।

ব্যাখ্যা। যাহারা ইন্দ্রিয়কে জয় করিতে পারে নাই; তাহারাই অজিতেন্দ্রিয়। এস্থলে সংসারী মানবমাত্রেরই চিত্তশুদ্ধি হয় না বুঝিতে হইবে। বাসনাদি ইন্দ্রিয়পর; যে সকল মানব বাসনাপর তাহারাই অজিতেন্দ্রিয়। জ্ঞান ও ভক্তি প্রভৃতি ইন্দ্রিয়ের বশীভূত নহে, এই জন্য যাঁহারা জ্ঞান বা ভক্তিপর তাঁহারা জিতেন্দ্রিয়। মুখ্যার্থে জ্ঞান ও ভক্তিই ইন্দ্রিয় হইতে স্বাধীন। ঈশ্বর জ্ঞানেতে ও ভক্তিতে উদিত থাকেন। ভোগবাসনাদিতে থাকেন না। ইহাই ভাবার্থ। এবম্বিধ ভগবানকে সাধক নমস্কার বিধান করিলেন।

ইতি শ্রীভাগবতে তৃতীয়স্কন্ধে পঞ্চদশাধ্যায়ে উপেন্দ্রকৃতাধ্যাত্মব্যাখ্যা সমাপ্ত।

ষোড়শ অধ্যায়।

বিদুরকে সম্বোধন করিয়া শ্রীমৈত্রেয় কহিলেন ;—হে বিদুর! পূর্ব্বকথা সমাপন করিয়া ভগবান্ ব্রহ্মা পুনরায় দেবগণকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন ;—হে দেবগণ! শ্রবণ কর ;—সেই যোগধর্ম্মী মুনিগণের মুখে এবম্বিধ ভারতী শ্রবণ করিয়া, বৈকুণ্ঠের আশ্রয়স্বরূপ বিভু ঈশ্বর, তাঁহাদের সমাদর করিয়া, এই সকল কথা বলিলেন। ৩য়। ১৬। ১।

ঋষিচতুষ্টয়কে সম্বোধন করিয়া ভগবান্ কহিলেন ;—হে ঋষিগণ! এই দুইটী পার্ষদের নাম জয় ও বিজয়। উহারা আপনাদের আক্রমণ করিয়া আমার আজ্ঞা অবহেলা করিয়াছে এবং আমাকে তুচ্ছ ভাবিয়াছে। হে মুনিগণ! আপনারা আমার অনুব্রতী হইতেছেন ; আপনদের অবহেলা করাতে আমাকেই অবহেলা করা হইয়াছে। অতএব আপনারা ইহাদের যে দণ্ডবিধান করিয়াছেন, তাহাই আমার অনুজ্ঞাত বলিয়া জানিবেন। ৩য়। ১৬। ২। ৩।

হে মুনিগণ! ব্রহ্মজ্ঞজনেরাই আমারা পরম আদরের সামগ্রী, মত্তত্ত্বজ্ঞরূপী আপনাদের নিকটে যখন আমার অনুচরেরা না বুঝিয়া অপরাধ করিয়াছে, তখন আমিই অপরাধী হইয়াছি, বলিতে হইবে,—অতএব আমি আপনাদের প্রসাদিত করিব। ৩য়। ১৬। ৪।

যাহার ভৃত্যেরা অপরাধ করে, সেই অপরাধহেতু সেই প্রভুর নামই অসাধুখ্যাতিতে পরিপূর্ণ হয় এবং শ্বেতকুষ্ঠ যেমন ক্রমে ক্রমে শরীরের সুন্দরত্ব নাশ করে, তদ্রূপ তদ্বারা প্রভুর কীর্ত্তিই ক্রমে ক্রমে নাশ প্রাপ্ত হইয়া যায়। ৩য়। ১৬। ৫।

হে মুনিগণ! যাঁহার অমল যশোকীর্ত্তি একবার কর্ণরন্ধ্রে প্রবেশ করিলে, চণ্ডাল হইতে সমস্ত জগৎ পবিত্র হইয়া থাকে, সেই আমি সুকীর্ত্তিসম্পন্ন বৈকুণ্ঠ, অদ্য আপনাদের উপলব্ধিভূত হইলাম। হে সাধুগণ! যদি লোকেশ্বরগণেও আমার প্রতিকূলাচরণ করেন, আমি তাঁহাদেরও গর্ব্বনাশ করিয়া থাকি। ৩য়। ১৬। ৬।

হে মুনিগণ! যাঁহার চরণপদ্মের পবিত্র রেণুমাত্র সেবা করিলে, ক্ষণমাত্রে সংসারগত সকল পাপ দূর হইয়া যায় ও ভক্ত পবিত্রতা লাভ করে। যাঁহার মুখপদ্ম দর্শনার্থে বহু তাড়নাপ্রাপ্ত হইলেও লক্ষ্মীদেবী যাঁহাকে পরিত্যাগ করিতে পারেন না। ব্রহ্মাদি সতত যাঁহার নিয়ম পালনে নিরতা হয়েন। হে মুনিগণ! যাঁহারা আমাতে কর্ম্মফল সমর্পণ করিয়া সন্তুষ্ট হইয়াছেন, এমন ভক্ত দ্বিজগণের দ্বারা অন্ন গ্রাসিত হইলে, তাহাদের মুখে আহার করিয়া আমি যেরূপ সন্তুষ্ট হইয়া থাকি ; বেদজ্ঞগণ কর্ত্তৃক অনুষ্ঠিত যজ্ঞাদিতে ঘৃতপূর্ণ হবি প্রভৃতি অগ্নিমুখে প্রাপ্ত হইয়াও আমি সেরূপ সন্তুষ্ট হই না। ৩য়। ১৬। ৭। ৮।

হে মুনিগণ! যে যোগমায়াকে কেহ কখন সীমা করিতে পারে না, যাঁহার পরাক্রমের

ইয়ত্তা হয় না; সেই যোগমায়াই আমার বিভূতি হইতেছেন। যে সলিলরাশি স্বয়ং দেবশেখর মহেশ মস্তকে ধারণ করিয়া সমস্ত লোক পবিত্র করিতেছেন; সেই সলিল আমার পাদোদক হইতেছে!! আমি এবম্ভূত ঈশ্বর হইয়াও, যাঁহাদের পদরজঃ কিরীটে ধারণ করিয়া থাকি, সেই ভক্তগণের অনাদর কিরূপে সহ্য করিতে পারিব? ৩য়। ১৬। ৯।

হে মুনিগণ! যাঁহারা ব্রাহ্মণেতে ও পৃথিবীতে আমার অধিষ্ঠান নাই, ইহা ভাবিয়া ভেদ-বুদ্ধিহেতু তাঁহাদের শরণ না লয়। সেই পাপময় দ্রষ্টাগণকে সর্পবৎ ক্রোধী ও গৃধ্রাকারী যমদূতগণ ভীষণ চঞ্চুদ্বারা আঘাৎ করিয়া থাকে। ৩য়। ১৬। ১০।

যাঁহারা আমার ন্যায় সমান ভাবিয়া ব্রাহ্মণকে মিষ্টবাক্য প্রয়োগ করেন; কায়মনে সেবা করেন, হৃদয়ের সহিত পূজা করেন. এবং সুধাময় মৃদুহাস্তে পদ্মাসনে বসিয়া সৎপুত্র যেমন অনুরাগবাণীতে পিতার স্তব করে; তদ্রূপ যাঁহারা ব্রাহ্মণকে সম্বোধন করেন। আমি তাঁহাদের দ্বারা অতি শীঘ্র শীঘ্র বশীভূত হইয়া থাকি। ৩য়। ১৬। ১১।

অতএব হে ঋষিগণ! এই ভৃত্যগণ প্রভুর অভিপ্রায় না বুঝিয়া, আপনাদের গতি-রোধ করিয়াছিল; অতএব ইহারা আপনাদের দত্ত দণ্ড ভোগ করিয়া, পুনরায় আমার সমীপে আগমন করিতে পারিবে, ইহাই আমার অনুজ্ঞা। এক্ষণে আপনারা ত্বরায় ইহাদের নির্ব্বাসিত করিয়া দিউন। ৩য়। ১৬। ১২।

অনন্তর ব্রহ্মা দেবগণকে কহিলেন;—হে দেবগণ! ঋষিগণ দ্বারা উচ্চারিত মন্ত্রের ন্যায় কমনীয়া বাণী যাহা ভগবান্ এতক্ষণ বলিলেন, অভিমানহীনবশতঃ ঋষিগণ তৎশ্রবণে, প্রথমতঃ মনে তৃপ্তিলাভ করিতে পারিলেন না। তাঁহারা ভগবানের মিতাক্ষরযুক্ত ও গুরু অর্থসমন্বিত ভক্তস্তুতিবাক্যের ভাব সংগ্রহ করিতে না পারিয়া, তিনি যাহা বলিলেন, তাহা তাঁহাদের পক্ষে নিন্দা, কি প্রশংসা, এ বিষয়ে আশ্চর্য্য হইয়া মনে মনে বিচার করিতে লাগিলেন। পরে যখন দেখিলেন যে, ভগবান্ তাঁহাদের প্রশংসা করিয়াছেন, তখন অতিমাত্র প্রশংসা-হেতু লজ্জিত হইয়া, সেই যোগমায়ার দ্বারা আবিষ্কৃত পরম মহিমাবান্ ভগবানকে অঞ্জলি-সহকারে ইহা বলিলেন;—৩য়। ১৬। ১৩। ১৪। ১৫।

পরে ঋষিগণ ঈশ্বরকে কহিলেন;—হে ঈশ্বর! আপনি ব্রহ্মাণ্ডের অধ্যক্ষ হইতেছেন; আপনি যে আমাদের ন্যায় সামান্য লোকের নিকটে অপরাধ স্বীকার করিতেছেন এবং আমাদের নিকটে অনুগ্রহ ভিক্ষা করিতেছেন, ইহার তাৎপর্য্য আমরা বুঝিতে পারিতেছি না। হে প্রভো! লোকগণের শিক্ষার্থই ব্রাহ্মণগণ ঈশ্বরের আদরের ধন হইয়াছেন। বাস্তবিক ভগবানই কি বিপ্রগণের, কি দেবতাগণের, সকলেরই আত্মা ও শ্রেষ্ঠ হইতে-ছেন। ৩য়। ১৬। ১৭।

হে ঈশ্বর! আপনা হইতেই সনাতনধর্ম্মের প্রকাশ হইতেছে। আপনার তনুদ্বারাই তাহা রক্ষিত হইতেছে এবং সেই তনুই ধর্ম্মের পরম গোপনীয় ও সাধনের নির্ব্বিকার ফল-স্বরূপ হইতেছে। (অতএব আমাদের নিকট এতাধিক হীনতা স্বীকার করা, আপনার উচিত হয় নাই!)। ৩য়। ১৬। ১৮।

হে ভগবন্! যোগীগণ যোগদ্বারা আপনার অনুগ্রহ প্রাপ্ত হইলে, অতি ত্বরায় মৃত্যুর

হস্ত হইতে নিবৃত্ত হইয়া থাকে; আপনার এমন কি অভাব হইয়াছে যে, আপনি অপরের দ্বারা অনুগৃহীত হইবেন। ৩য়। ১৬। ১৯।

হে ঈশ্বর! সকাম ব্যক্তিগণ যে লক্ষ্মীদেবীকে সতত পূজা করেন, সেই লক্ষ্মীদেবী আপনার পাদপদ্মরেণু আনন্দে সদাসর্ব্বদা মস্তকে ধারণ করিয়া, আপনার সেবা করিয়া থাকেন। বিশেষতঃ ভক্তেরা নব নব তুলসী মঞ্জরী দিয়া যে চরণের পূজা করে; সেই মধুব্রত-পতি যে আপনি, আপনার সেই চরণ লক্ষ্মীও কামনা করেন। কিন্তু হে ভগবন্! আপনি এতদূর ভক্তপ্রিয় যে, এমন বিশুদ্ধচরিত সম্পন্না, সেবনপরায়ণা লক্ষ্মীকেও আদর না করিয়া, ভক্তগণকে আদর করিয়া থাকেন। ভক্তগণ যে সকল গুণ পাইলে সন্তুষ্ট হয়, আপনি সে সকলেরই আশ্রয় হইতেছেন। তবে কেন আপনি দ্বিজগণের ভ্রমণজনিত পদধূলির দ্বারা পবিত্র হইলেন, এবং আপনার শ্রীবৎসচিহ্ন পবিত্র হইল, এ কথা সময়ে সময়ে ব্যবহার করেন। বোধ হয় (সেটী কেবল লোকশিক্ষা মাত্র) ৩য়। ১৬। ২০। ২১।

হে ঈশ্বর! আপনি সর্ব্বদা দ্বিজ ও দেবতাগণকে সন্তুষ্ট করিবার জন্য রজো ও তমো-গুণকে বিনাশ করিয়া, সত্বমূর্ত্তি ধারণ করতঃ ত্রিযুগস্বভাব পাইয়া, ধর্ম্মরক্ষাহেতু ত্রিপদে বিচরণ করেন। ৩য়। ১৬। ২২।

হে দেব! আপনাতে আশ্রিত এই দ্বিজোত্তমকুলের যদি আপনিই রক্ষাকর্ত্তা না হয়েন, এবং আমাদের সম্মান ও আদর না করেন; তাহা হইলে, হে বৃষ! (শ্রেষ্ঠ) আপনার শিবপন্থা নাশ প্রাপ্ত হইবে। কারণ ইহলোকে শ্রেষ্ঠজনের আচারকেই প্রমাণ স্বরূপ লইয়া ইতরেরা শিক্ষা করে। ৩য়। ১৬। ২৩।

হে ঈশ্বর! আপনার অনিচ্ছায় যখন আপনার অসচ্ছক্তিসমূহ ধর্ম্মকে উৎপাটিত করে, তখন আপনি জগৎবাসীর কল্যাণহেতু সত্বমূর্ত্তি ধারণ করিয়া ধর্ম্মকে রক্ষা করেন। (ধর্ম্মটী যখন আপনার এত প্রিয়, তখন ধর্ম্মসেবক দ্বিজগণের নিকটে আপনি হীনতা স্বীকার করিতে পারেন মাত্র), কিন্তু তাহাতে আপনি হীন না হইয়া, আপনি যেমন ত্রিলোকেশ্বর ও বিশ্বকর্ত্তা আছেন, সেই তেজেই থাকিবেন! এটী কেবল আপনার লীলামাত্র দেখান হইবে। ৩য়। ১৬। ২৪।

হে ঈশ্বর! (আপনি এই দ্বারীদ্বয়ের দণ্ডবিধান করিতে আমাদের আজ্ঞা করিতে-ছেন) আমরা ইহাদের একপ্রে ততদূর পাপী বিবেচনা করিতেছি না বলিয়া দণ্ড দিতে পারি না। হে ভগবন্। আপনি যেরূপ বিবেচনা করিবেন, সেই রূপ দণ্ড বা আমরা যাহা পূর্ব্বে বিধান করিয়াছি, তাহাই আপনি বিধান করুন। ৩য়। ১৬। ২৫।

ঋষিগণের অনুমোদনে সন্তুষ্ট হইয়া শ্রীভগবান্ কহিলেন;—হে বিপ্রগণ! আপনারা যে শাপ বিধান করিয়াছেন, তাহাই আমার অনুমোদিত হইয়াছে;—অতএব এই উভয় দ্বারী এই দণ্ডে অসুরযোনী প্রাপ্ত হউক। পরে অতি ত্বরায় আমার দ্বেষ্টা হইয়া ক্রোধবশে আমার হিংসাকরণজনিত সমাধিতে মগ্ন হইলে, আমার সহিত সমর করিয়া, পুনরায় মুক্ত হইয়া, এই স্থানে আগমন করিবে। ৩য়। ১৬। ২৬।

এই বর্ণনা সমাপন করিয়া ব্রহ্মা দেবগণকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন;—হে দেবগণ!

সেই ঋষিগণ এইরূপে নয়নানন্দভাজন ও স্বপ্রকাশ বিষ্ণুকে এবং তাঁহার অধিষ্ঠান স্বরূপ বৈকুণ্ঠকে দেখিলেন। পরে তাঁহারা ভগবানকে প্রণিপাত ও প্রদক্ষিণ করিয়া, তাঁহার নিকট হইতে বিদায় লইয়া, পরমানন্দে যথাস্থানে গমন করিলেন। ৩য়। ১৬। ২৭। ২৮।

ব্যাখ্যা। বৈকুণ্ঠ হইতে প্রস্থান করিলেন বলিতে সমাধি বা নিষ্কামভাব ত্যাগ করিলেন, বুঝিতে হইবে। ব্যাস এই স্থানে ভগবদ্দর্শনের উপসংহার করিতেছেন বলিয়া, লৌকিকে বিদায়াদির বর্ণনা করা হইল।

অনন্তর ভগবান সেই অভিশপ্ত ভৃত্যগণকে কহিলেন;—হে ভৃত্যগণ! তোমাদের কল্যাণের কোন ভয় নাই। আমি কাহারও অকল্যাণ ইচ্ছা করি না; কারণ আমিই ব্রহ্ম ও তেজোময় হইতেছি জানিবে। ৩য়। ১৬। ২৯।

তোমরা ব্রহ্মজ্ঞাবহেলনরূপী যে পাপ করিয়াছ, তাহা হইতে পরিত্রাণের জন্য আমার সহিত সমর করিয়া, অতি অল্পকালের পরে পুনরায় এই স্থানে আগমন করিতে পাইবে। ৩য়। ১৬। ৩০।

ব্যাখ্যা। ঊনত্রিংশৎশ্লোকের তাৎপর্য্যে ভগবান কহিলেন;—পাপী বলিয়া আমি কাহাকেও ত্যাগ করি না। হে দ্বারীগণ! পূর্ব্বে আমাকে ও ভক্তকে অবহেলা করিয়াছিলে, সেই পাপ হইতে পরিত্রাণের হেতু এবং আমি শ্রেষ্ঠ কি না, ইহা জানিবার জন্য, ক্ষণকাল আমার সহিত সমর করিয়া, পুনরায় এই স্থানে আসিতে পারিবে। আমি ব্রহ্মাণ্ডের কল্যাণ-দাতা—নিহন্তা নহি। অপরার্থে ইহার তাৎপর্য্য এই যে;—অনিয়ম সংঘটিত হইলে রাজাদি যেমন শাসন দ্বারা আত্মমহিমা প্রকাশ করেন, তদ্রূপ ভক্তের ও জগতের হিতের জন্য অজ্ঞানাদি ও তমোগুণাদিকে হরি আত্মতেজে শাসন করিয়া থাকেন, বুঝিতে হইবে। সেই মহিমা ও সৃষ্টির কল্যাণ প্রচারই এই সমরের প্রকৃতার্থ বুঝিতে হইবে।

দ্বারীগণকে এইরূপ আদেশ করিয়া ভগবান্ সর্ব্বাপেক্ষা ঐশ্বর্য্যযুক্ত বিমানশ্রেণীতে ভূষিত আপনার পরমপদরূপী বৈকুণ্ঠমধ্যে গমন করিলেন। ৩য়। ১৬। ৩১।

ব্যাখ্যা। পরমপদ বলিতে আত্মার অন্তরে। সেই স্থানটী ঐ তমো ও মোহাদি দেখিতে পায় না। এস্থলে বিমানাদি বলিতে প্রকৃতির দ্বারা সুশোভিত হইয়া, তথা হইতে তিরোহিত হইলেন।

হে দেবগণ! অনন্তর সেই গর্ব্বিত ও শ্রেষ্ঠ দ্বারীদ্বয় ব্রহ্মশাপানুসারে হরিলোক হইতে নিপতিত হইতে হইতে হতশ্রী এবং নষ্টস্মৃতি হইতে লাগিল। ৩য়। ১৬। ৩২।

ব্যাখ্যা। দার্শনিকেরা কহেন, অবস্থা নাশ হইলে তাহাদের পূর্ব্বভাবের স্মৃতিও নাশ হয়। সেই নিয়মে এই তমো ও মোহাদির পূর্ব্বস্বভাব অর্থাৎ প্রকৃত চৈতন্যস্বভাব ও সত্ত্ব-কার্য্য স্মৃতিপট হইতে নাশ হইল। সৃষ্টিকার্য্যহেতু একই সত্ত্বগুণ ক্রমে প্রকৃতির মিলনে তমোভাবে পরিণত হয়। এই জন্য সত্ত্বগুণবান্ থাকিয়া জয়বিজয়াদি বৈকুণ্ঠে ছিল। এক্ষণে তাহারা সংসারে প্রকৃতিপর হইয়া, কার্য্য করিতে বাধ্য হইল, বুঝিতে হইবে। কি রূপে বাধ্য হইল তাহাই ক্রমে উপাখ্যানছলে প্রকাশ হইতেছে।

হে দেবগণ! যখন তাহারা বৈকুণ্ঠালয় হইতে ক্রমে পতিত হইতে লাগিল; তখন তাহাদের পাতিত্য ও করুণাত্মক ঘটনা দেখিয়া, বিমানাগ্রস্থ দ্রষ্টাগণের মধ্যে ভীষণ হাহাকার শব্দ হইতে লাগিল। এক্ষণে দিতির গর্ভে যে কাশ্যপতেজঃ নিহিত ছিল, হরির সেই পতিত পার্ষদদ্বয় তাহাতে প্রবেশ করিল। ৩য়। ১৬। ৩৩। ৩৪

সেই যমজ অসুরের তেজেই আমরা এক্ষণে এতাধিক পীড়িত হইতেছি। আমাদের এই দুঃখ স্বয়ং ভগবান উপযুক্ত সময়ে নাশ করিবেন। ৩য়। ১৬। ৩৫

ব্যাখ্যা। ইতিপূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে, যোনীনিহিত স্বভাবতেজোদ্বারা আত্মা আকর্ষিত হয়েন। যোনীগত তেজের স্বভাবানুসারেও আত্মা বা লিঙ্গদেহ আকর্ষিত হয়েন। অর্থাৎ দুর্জ্জনের গর্ভে দুরাত্মার আবেশ হয়। দুর্জ্জন বলিতে স্বাভাবিক দুর্জ্জন ও কালগত দৌর্ভাগ্যজাত দুর্জ্জন অর্থাৎ নক্ষত্রাদির আকর্ষণে যোনীগত তেজঃ কুস্বভাব প্রাপ্ত হইয়া থাকে। এ স্থলে দিতি অর্থাৎ অবিদ্যা জনিতা সংসারপ্রকৃতি। অকালে অর্থাৎ সৃষ্টির আদিভাগে দুষ্ট গর্ভ অর্থাৎ তমো প্রকৃতি, কর্ম্মহীনা শক্তিকে অর্থাৎ বৈকুণ্ঠস্থ প্রলীন শক্তিকে কার্য্যার্থ আকর্ষণ করিলেন, বুঝিতে হইবে।

হে দেবগণ! যিনি এই বিশ্বের স্থিতি, লয় ও উদ্ভবের আদি কারণ হইতেছেন। যোগেশ্বরগণও যে মায়াকে অতীত করিতে অক্ষম হয়েন, যিনি সেই মায়াকে লইয়া লীলা করেন, সেই ত্রিলোকাধীশ্বর ভগবান্ আপন ইচ্ছায়,—উপযুক্ত সময়ে আমাদের মঙ্গল বিধান করিবেন। আমাদের বৃথা চিন্তার প্রয়োজন কি? ৩য়। ১৬। ৩৬

ইতি শ্রীভাগবতে তৃতীয়স্কন্ধে ষোড়শাধ্যায়ে উপেন্দ্রকৃতানুবাদ সমাপ্ত।

ব্যাখ্যা। ষট্‌ত্রিংশৎ শ্লোকের তাৎপর্য্য এই যে:—শ্রুতিতে আছে ঈশ্বরের ইচ্ছায় বিশ্বের সৃষ্টিকার্য্য আরম্ভ হইলেই, সৃষ্টির শক্তি ও শক্তার স্বরূপ দেব ও দেবীগণের মঙ্গল হয়। আত্মারূপী ব্রহ্মা সেই ঈশ্বরের সৃষ্টার্থ কালপর্য্যন্ত অপেক্ষা করিতে বলিলেন। ইহাতে বিশেষ রূপ বলা হইল যে, কালই ঈশ্বরের ইচ্ছাস্বরূপ; সেই কালরূপে ঈশ্বর যখন সৃষ্টি আরম্ভ করিবেন; তখনই আমাদের মঙ্গল অর্থাৎ কর্ত্তব্য কর্ম্ম আরম্ভ হইবে।

ইতি শ্রীভাগবতে তৃতীয়স্কন্ধে ষোড়শাধ্যায়ে উপেন্দ্রকৃতাধ্যাত্মব্যাখ্যা সমাপ্ত।

অথ সপ্তদশ অধ্যায়।

—:•:—

অনন্তর বিদুরকে সম্বোধন করিয়া শ্রীমৈত্রেয় কহিলেন:—হে বিদুর! দেবগণ আত্মভূ ব্রহ্মার মুখে উপস্থিত বিপদ হইতে পরিত্রাণের কারণ জ্ঞাত হইয়া, শঙ্কা ত্যাগ করিয়া, ত্রিদিবে গমন করিলেন। ৩য়। ১৭। ১

ওদিকে দিতি স্বামীর মুখে পুত্রের অমঙ্গলবার্ত্তা শ্রবণ করিয়া, আশঙ্কা বশতঃ শত বর্ষ গর্ভ ধারণ করিয়া, কালে দুইটি যমজ পুত্র প্রসব করিলেন। ৩য়। ১৭। ২

ব্যাখ্যা। দেবগণের ত্রিদিবে গমন বলিতে ; ইন্দ্রিয়াদি কারণ ও শক্ত্যাদির আত্মাবস্থায় লীন হওন। কারণ সৃষ্টিকর্ম্ম এক্ষণে ব্যাপ্ত হইতে পাইল না। লোক এই সন্দেহ পাছে করেন, যে, সৃষ্টির পূর্ব্বাবস্থা কি রূপে মানবের জ্ঞানে আসিতে পারে ? ব্যাসদেব সে ভাব প্রকাশ করিতেছেন না। সাঙ্খ্যাদি ও বৈশেষিকাদিতে মীমাংসিত আছে, যে, অগ্রে তামসিক সৃষ্টি হওয়াতে, আত্মার সাধুচেষ্টা হইলে, তবে এই হিতপূর্ণ জীবভাবের সৃষ্টি হইয়াছে। সেই বিষয়টীর দ্বারা তত্ত্বজ্ঞান প্রকাশ করিবার জন্য, রূপকে অগ্রে তামসিক সৃষ্টির কথা, পরে ঈশ্বরের চেষ্টা ও তমো নাশান্তে সাধুসৃষ্টির আরম্ভ বর্ণিত হইবে বলা হইল। দ্বিতীয় শ্লোকে যে দিতির পুত্র প্রসবের কথা বলা হইল, উহাতে তমো ও মোহদির সংসারে প্রকাশ বলা হইল বুঝিতে হইবে।

সেই উভয় পুত্র যখন ভূমিষ্ঠ হইল, তখন স্বর্গে, ভূমিতে ও অন্তরীক্ষে লোকগণের অতিশয় ভয়ঙ্কর উৎপাত প্রকাশ হইতে আরম্ভ হইল। ৩য়। ১৭। ৩

অচল সমূহের পতনে ভূমি কম্পিত হইতে লাগিল। চারিদিক অগ্নিতে প্রজ্জ্বলিত হইতে লাগিল। উল্কাপাত ও বজ্রপাত হইতে লাগিল। পীড়াদায়ক চিহ্ন সকল গগনপার্শ্বে ভূরি ভূরি প্রকাশ হইতে লাগিল। ৩য়। ১৭। ৪

ভীষণ শব্দে প্রবল বায়ু প্রবাহিত হইতে লাগিল। মুহুর্ম্মুহুঃ বৃষ্টি পতিত হইতে লাগিল। ধূলারাশিকে ধ্বজা করিয়া প্রবল ঝটিকা মহা মহা বৃক্ষাবলীকে ভগ্ন করিয়া পাতিত করিতে লাগিল। ৩য়। ১৭। ৫

অতি গাঢ়তর মেঘঘটায় সূর্য্যরশ্মি অবরুদ্ধ হইল এবং বিদ্যুৎসমূহ ভীষণ বেশে প্রকাশ হইয়া হাসিতে লাগিল। শূন্যমার্গে এমন ভীষণ অন্ধকার প্রকাশ হইল যে, পাদবিক্ষেপের স্থানমাত্রও দেখা গেল না। ৩য়। ১৭। ৬

সাগরসমূহ ক্রুদ্ধ হইয়া ভীষণ উর্ম্মির দ্বারা চঞ্চল হইয়া উঠিল। তাহাদের উদরস্থ নক্রতিমিঙ্গিলাদি ব্যাকুল হইল। এদিকে জলাধাররূপী কূপতড়াগাদি একবারে শুষ্ক হইয়া গেল। তন্মধ্যস্থ কোমল পদ্মসমূহও শুষ্ক হইয়া গেল। ৩য়। ১৭। ৭

চন্দ্র ও সূর্য্যকে মুহুর্ম্মুহুঃ ভীষণ ভাবে রাহুতে গ্রাস করিতে লাগিল। বিনামেঘে বজ্রধ্বনি হইতে লাগিল, এবং পর্ব্বতগুহা ও ভূগর্ভ হইতে ভীষণ ভীষণ ধ্বনি উত্থিত হইতে লাগিল। ৩য়। ১৭। ৮

শিবাসমূহ ভীষণ চীৎকারে গ্রামের মধ্যে প্রবেশ করিয়া অগ্নি বমন করিতে লাগিল। উলুকগণ দিবারাত্র চীৎকার করিয়া অমঙ্গল প্রচার করিতে লাগিল। ৩য়। ১৭। ৯

গ্রামসিংহ সমূহ ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতে করিতে গ্রীবা উচ্চ করিয়া কখন সঙ্গীতের ন্যায়, কখন গ্রীবা নিম্ন করিয়া ক্রন্দনের ন্যায় বিবিধভাবে চীৎকার করিতে লাগিল।

হে বিদুর! গর্দ্দভ ও অশ্বতরগণ উন্মত্ত হইয়া অতি কর্কশ ভাবে চীৎকার শব্দ করতঃ নিজ খুরাগ্র দ্বারা ধরাতল খণ্ডিত করিতে লাগিল। ৩য়। ১৭। ১০। ১১

সেই অশ্বতরাদির ভীষণ চীৎকারে পক্ষীকুল ভীত হইয়া, আপন আপন নীড় হইতে উৎপতিত হইতে লাগিল। গ্রামের পশু আলয়ে এবং আরণ্য পশুগণ অরণ্যে মূত্রপুরীষ ত্যাগ করিয়া গভীর চীৎকার করিতে লাগিল। ৩য়। ১৭। ১২

গোসমূহ শোণিতময় দুগ্ধ দান করিতে লাগিল। মেঘ সমূহ পুনঃ পুনঃ বর্ষণ করিতে লাগিল। দেবলিঙ্গসমূহ যেন ক্রন্দন করিতে লাগিল। বিনা ঝটিকায় বৃক্ষসমূহ নিপতিত হইতে লাগিল। ৩য়। ১৭। ১৩

পুণ্যতম গুরু ও শুক্রাদি অপরাপর নক্ষত্রাদির সহিত পাপগ্রহস্বরূপ মঙ্গলাদির ভ্রমণ পথের ব্যতিক্রমে উপস্থিত হওয়াতে, ভীষণ যুদ্ধ হইতে লাগিল। ৩য়। ১৭। ১৪

হে বিদুর! এই দুর্ঘটনা সমস্তের কারণ কেবল ব্রহ্মপুত্রেরাই জানিতেন। এই কারণ-জ্ঞাত প্রজাগণ, এই সমস্ত মহোৎপাৎ অবলোকন করিয়া, পুনরায় অতি ত্বরায় প্রলয়দ্বারা বিশ্ব আক্রান্ত হইবে; ইহা চিন্তা করিতে লাগিল। ৩য়। ১৭ ১৫

ব্যাখ্যা। এই যে দুর্লক্ষণ প্রচারার্থ ব্যাসদেব ত্রয়োদশটী শ্লোক বর্ণনা করিলেন, এটী কেবল কবিত্ব মাত্র। অনেকে সন্দেহ করিতে পারেন যে যখন সৃষ্টির প্রকাশ হয় নাই, তখন এই যে বর্ণিত সৃষ্টবস্তুজাত অমঙ্গল ঘটনা কিরূপে সম্ভব হইতে পারে। ইহাতে বোধ হয়, ব্যাসদেব রচনায় ভ্রান্ত হইয়াছেন; সে আশঙ্কা বৃথা। কারণ পূর্ব্ববর্ত্তী ভাবকে আধুনিক অবস্থায় উপমিত করিয়া, পাঠকের হৃদয়ে ভাবোদ্দীপন করাকেই কবিত্ব কহে। ব্যাসদেব সেই মহামূল্য কবিত্বে ভূষিত করিয়া সৃষ্টির প্রাক্‌কালে তমোপ্রচারে যে অমঙ্গল ঘটিয়াছিল, সেই অমঙ্গলটী সাধারণ লোকের উপলব্ধির জন্য সামাজিক ও প্রাকৃতিক বিপ্লবের সহিত তুলনা করিয়া প্রকাশ করিলেন মাত্র।

হে বিদুর! সেই আদি দৈত্যদ্বয় আপনাদের পূর্ব্বমত বীর্য্যপ্রভাবে সেই অমঙ্গলসময়ে গিরিবর তুল্য পাষাণময় ও দীর্ঘদেহ বর্দ্ধিত করিতে লাগিল। ৩য়। ১৭। ১৬

হে সাধো! সেই দৈত্যদ্বয় বর্দ্ধিত হইয়া উঠিলে, তাহাদের মস্তকস্থ সুবর্ণকীরিটের কোটী কোটী হীরকে চারিদিক শোভিত হইল। তাহাদের ভুজসমূহে অঙ্গদ সমূহ রহিল, কটীতটে সূর্য্যের ন্যায় জ্যোতিঃপূর্ণ কাঞ্চী সজ্জিত হইল। তাহাদের পদভরে পৃথিবী কম্পিত হইতে লাগিল। ৩য়। ১৭। ১৭

ব্যাখ্যা। অবিদ্যাতেজঃ যে ভাবে কল্পান্তসময়ে প্রকাশ হইয়া সর্ব্বত্র ক্রমে ক্রমে ব্যাপ্ত হয়, তাহার প্রধান ভাব বুঝাইবার জন্যই. এই সর্ব্বত্রব্যাপ্তদেহধারী অসুরদ্বয়ের জন্ম কথার রূপক বলা হইল। সর্ব্ব শরীরের অলঙ্কারাদির তাৎপর্য্য আর কিছুই নহে, কেবল ঃ—বীর্য্যবান্ ও সুশোভন ভাব প্রকাশ করা হইল।

অনন্তর প্রজাপতি কশ্যপ যাহাকে গর্ভ হইতে প্রথমে জন্ম হইল ভাবিয়াছিলেন, তাঁহাকে প্রজারা হিরণ্যকশিপু বলিয়া জানে: আর দিতি যাহাকে আপন

দেহাংশ দ্বারা জন্মাইয়া প্রথমে প্রসব করেন; তাঁহার নাম হিরণ্যাক্ষ রাখা হয়। ৩য়। ১৭। ১৮

ব্যাখ্যা। দুই ভাবে এই শ্লোক রচিত। এক ভাবের অর্থ এই যে:—গর্ভাধানকালে স্বামীর বীর্য্য ও স্ত্রীর বীর্য্য যদি গর্ভকোষে দ্বিভাগে মিশ্রিত হইয়া প্রবেশ করে; তাহা হইলে অগ্রগামী বীর্য্যাংশতে পুংবীর্য্যসত্ত্বা অধিক থাকাতে যমজ হয়। সন্তানের মধ্যে প্রথম গর্ভাঙ্কুর-জাত সন্তানকে পিতৃজ ও প্রাক্‌কালে প্রসব কালে যে সন্তান অগ্রে প্রসূত হয়, তাহাকে মাতৃজ কহে। স্মৃতি অনুসারে সে জ্যেষ্ঠত্ব লাভ করিয়া থাকে।

অপরার্থে বিজ্ঞানে কহে যে, তমোটী স্বাভাবিক অবিদ্যা প্রকৃতি, মহত্তত্ত্বাশ্রয় মাত্রেই কার্য্যে পরিণত হয়। অজ্ঞানটী তমো ও জ্ঞানের মিশ্রিত অন্ধকার অবস্থা হইতেছে। উহা তমো অপেক্ষা পরে সৃষ্টিতে ব্যাপ্ত হয়, কিন্তু উভয়ের প্রকাশ একত্রে বুঝিতে হইবে। হিরণ্য বলিতে তত্ত্ব বা কারণাবলী, অক্ষ বলিতে কর্ম্মসংজ্ঞিত ইন্দ্রিয়বৃত্তি; অর্থাৎ যাহার তেজে শুদ্ধশক্তিগণ ও তত্ত্বসমূহ মায়ার তেজে ব্যাপ্ত হয়। কশিপু বলিতে শয্যা বা পরিশ্রান্ত অবস্থার আশ্রয়। এস্থলে কর্ম্মকে পরিশ্রম কহে। কর্ম্মই প্রধান অর্থ। জীব জন্মধর্ম্ম প্রাপ্ত হইলে আত্মা যে তমোগুণ প্রাপ্ত হয়, তাহাকে অজ্ঞান কহে। এই নিমিত্ত হিরণ্যাক্ষ স্বাভাবিক অবিদ্যা প্রকৃতি হইতে জাত এবং হিরণ্যকশিপু জীবভাবের (কশিপের) মিশ্রিত অবস্থায় অজ্ঞানরূপে প্রকাশিত বলা হইল।

হে বিদুর! হিরণ্যকশিপু তপস্যাদ্বারা ব্রহ্মার নিকট হইতে বর লাভ করিয়া, নিজ বাহুবলে লোকপালসমূহের সহিত ত্রিলোক বশীভূত করতঃ মৃত্যুকে জয় করিয়াছিল। ৩য়। ১৭। ১৯

তাহার পূর্ব্বজাত হিরণ্যাক্ষ সেই ভ্রাতার প্রিয়সাধন করিবার জন্য সদাসর্ব্বদা দেবগণের সহিত সমর করিবার ইচ্ছায় গদাহস্তে, স্বর্গে যাইয়া সমরে নিযুক্ত থাকিত। ৩য়। ১৭। ২০

ব্যাখ্যা। এই উভয় শ্লোকে উভয় অসুরের কর্ম্ম নির্দ্দেশ করা হইল। একের অর্থাৎ হিরণ্যকশিপু বা অজ্ঞানের কর্ম্ম হইল ব্রহ্মার অর্থাৎ আত্মার বরে জীবশক্তি সমূহকে আচ্ছন্ন করতঃ মৃত্যু অর্থাৎ আত্মনাশহীন হওয়া। হিরণ্যাক্ষের কার্য্য হইল, জ্ঞানাদি শক্তি ও দেবগণকে পরাজয় করতঃ তাহাদের মায়াতে ও লয়েতে বশীভূত করা।

সেই হিরণ্যাক্ষ একদা বৈজয়ন্তী মালা গলদেশে পরিধান করিয়া, অংশদেশে হস্তধৃত গদা ন্যস্ত করিয়া, পদে কাঞ্চন নূপুর বদ্ধ করিয়া, ভীষণভাবে স্বর্গে উপস্থিত হইল। সেই সময়ে তাহার দুঃসহ বীর্য্য দেখিয়া দেবতাগণের বীর্য্য, বরোৎসিক্ত মন ও সাহস একেবারে নাশ হইল এবং সর্প যেরূপ গরুড়ের ভয়ে পলায়ন করিয়া লুক্কায়িত হয়, তাঁহারাও তদ্রূপ পরস্পরে লীন হইতে থাকিলেন। ৩য়। ১৭। ২১। ২২

অনন্তর সেই দৈত্যরাজ বীর্য্যহীন ও পলায়মান্ দেবরাজের সহিত দেবগণকে সম্মুখে দেখিতে না পাইয়া ভীষণ গর্জ্জন করিতে লাগিল। মত্তজলহস্তী যেমন ভীম-নিনাদ পূর্ব্বক ক্রীড়ার্থ জলে প্রবেশ করে। তদ্রূপ ঐ অসুর স্বর্গ হইতে ভীষণ

নাদ করিতে করিতে কারণ বারিতে প্রবেশ করিয়া উহা আলোড়িত করিতে লাগিল। ৩য়। ১৭। ২৩। ২৪

হে বিদুর! যখন সেই অসুর সাগর মধ্যে প্রবেশ করিয়া আলোড়িত করিতে লাগিল; তখন নৃপতি বরুণের সেনাগণ অতি বেগে তাহার সহিত সমর করিতে আসিল, কিন্তু একা সেই অসুরের তেজে যদিও তাহারা প্রাণে নিহত না হইল, কিন্তু পরাজিত হইয়া দূরদেশে পলায়ন করিল। ৩য়। ১৭। ২৫

হে বৎস! সেই ভীষণ অসুর এক বৎসর পর্য্যন্ত সেই মহাসাগরে পবনোত্তোলিত ভীমোর্ম্মিমালার সহিত সমর করিতে করিতে গদা ও মুর্ব্বাঙ্কিত ধনু দ্বারা সকলকে ব্যথিত করিতে করিতে জলধিপতির বিভাবরী নামক রাজপুরীতে প্রবেশ করিল। ৩য়। ১৭। ২৬

অনন্তর সেই পাতাল লোকপালক যাদোগণের শ্রেষ্ঠ প্রচেতাকে প্রাপ্ত হইয়া, উপহাসের সহিত প্রণাম করতঃ, সেই অসুর নীচভাবে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিল;—ওহে জলধিরাজ! শুনিয়াছি তুমি নাকি লোকপালগণের এক জন অধিপতি? তোমার নাম নাকি বৃহচ্ছ্রবা? তুমি নাকি এক সময়ে রণে অজেয় ও মহাবীর্য্যাভিমানী দানবগণকে জয় করিয়া, তাহাদের বীর্য্য হরণ করতঃ রাজসূয় যজ্ঞদ্বারা ভগবান্ হরিকে পূজা করিয়াছিলে? সে যাহা হউক এক্ষণে একবার আমার সহিত সমর করিতে প্রস্তুত হও। ৩য়। ১৭। ২৭। ২৮

সেই অহঙ্কারে উৎসিক্ত, ক্রূরপ্রকৃতি ও উপহাসকারী অসুরের মুখে এই সকল কথা ভগবান্ জলধিরাজ শ্রবণ করিয়া, আপনার শান্তপ্রকৃতি দ্বারা ক্রোধ সম্বরণ করিয়া কহিলেনঃ—হে বৎস! এক্ষণে আমরা যুদ্ধ হইতে উপরতি লাভ করিয়াছি। আমি জানি তুমি এক জন রণমার্গকোবিদ্ বট। তোমার সহিত সমর করিতে একমাত্র পুরাতন পুরুষ নারায়ণ ভিন্ন আর কাহাকেও উপযুক্ত দেখিতেছি না। সেই ভগবান্‌কে তোমাদের অসুর শ্রেষ্ঠগণও পূজা করিয়া তাঁহার গুণ কীর্ত্তন করেন। হে বীর! যে সময়ে তিনি তোমার ন্যায় দুষ্টকে শাসন করিবার জন্য ও সাধুগণের হিতেচ্ছায় মূর্ত্তি ধারণ করিয়া অবতীর্ণ হইবেন, সেই সময়ে তুমি তাঁহাকে দেখিয়াই বীরাভিমান ত্যাগ করতঃ, নষ্টগর্ব্ব হইয়া ধরাশয়নে শায়িত হইবে এবং তোমার এই অহঙ্কৃত দেহ কুকুর সমূহের দ্বারা ভক্ষিত হইবে। ৩য়। ১৭। ২৯। ৩০। ৩১

ইতি শ্রীভাগবতে তৃতীয়স্কন্ধে সপ্তদশাধ্যায়ে উপেন্দ্রকৃতানুবাদ সমাপ্ত।

ব্যাখ্যা। এই হিরণ্যাক্ষ ও বরাহ মূর্ত্তি প্রকটিত রূপক লীলাটীর তত্ত্বভাগাপেক্ষা পুরাণ বা কল্পিত ভাগ শ্রবণ করা সাধারণের উপকারী। যে শক্তি বা শক্তার দ্বারা প্রাচীন তত্ত্বাবলী মিশ্রিত অবস্থায় অরিণত হয়, তাহাকে বরুণ কহে। সেই জন্য সপ্তবিংশতি শ্লোকে বরুণের পরিচয়ে ব্যাস হিরণ্যাক্ষের উক্তিতে বলিলেন:—বরুণ পাতাললোকপালক ও যাদোগণপতি। প্রলয়ান্ত ও পুনঃসংস্কারার্থ কারণাবস্থাকে পাতাল কহে। যে শক্তি দ্বারা

তাহা নিয়মীভূত থাকে তিনিই বরুণ। এ স্থলে ঐ অবস্থাকে প্রকৃত জনের ন্যায় বলা হইতেছে বলিয়া তাঁহাকে কুম্ভীর, হাঙ্গর ও তিমিলিঙ্গাদি যাদো বা কল্পিত জলবাসীগণের অধিপতি বলা হইল। এই বরুণের সহিত হিরণ্যাক্ষের সাক্ষাৎ বিষয়ের তাৎপর্য্য এই যে:—প্রলয় অবস্থাকে মায়া বা কার্য্যশক্তিপর করিতে তমো প্রবেশ করিল। তাহাতে শক্তি সমূহের পুনঃপ্রলয় হওয়া সম্ভব। কারণ আত্মা ব্যতিরেকে কেবল তমো প্রলয়ে লীন ভিন্ন, সৃষ্টি প্রকাশনে কার্য্যকারী হইতে পারে না। সেই জন্য বরুণের উক্তিতে বলা হইল, যখন কর্ম্ম বা সংকল্প রূপে সৃষ্টিতে বরাহ রূপে ঈশ্বর প্রকাশ হইবেন, তখন তুমি তমো নাশ প্রাপ্ত হইবে।

আর বরুণ যে অসুরকে সর্ব্বাপেক্ষা বলিষ্ঠ বলিলেন, ইহার তাৎপর্য্য এই যে:—সত্ত্ব, রজঃ ও তমোগুণের নাশ নাই। যাহার নাশ নাই ঈশ্বর নিজ তেজে তাহাকে ধারণ করিয়া রাখেন। ইহাই হিরণ্যাক্ষের মৃত্যু বুঝিতে হইবে।

ইতি শ্রীভাগবতে তৃতীয়স্কন্ধে সপ্তদশাধ্যায়ে উপেন্দ্রকৃতাধ্যাত্মব্যাখ্যা সমাপ্ত।

অথ অষ্টাদশ অধ্যায়।

—:*:—

পূর্ব্ব বৃত্তান্ত বর্ণনা করিয়া শ্রীমৈত্রেয় বিদুরকে সম্বোধন করতঃ কহিলেন;—হে বিদুর! শ্রবণ কর। যখন সেই মহামনা অসুর জলাধিপতির মুখে শুনিল যে, তাহার প্রতিপক্ষ ভগবান্ বর্ত্তমান আছেন, তখন সেই দুর্ম্মদ অসুর মনে মনে ভগবানের চিন্তা করিয়া সেই হরির সাক্ষাৎ পাইবার জন্য চেষ্টা পাইল; একদা মহর্ষি নারদ তাহাকে ভগবানের মহিমা ও ভগবানের স্থিতি প্রকাশ করিলে, সেই অসুর অতি ত্বরায় নির্ব্বিশেষ প্রতাপে রসাতলে গমন করিল। ৩য়। ১৮। ১

অনন্তর রসাতলে গিয়া দেখিল:—সেই ভগবান বরাহমূর্ত্তি ধারণ করিয়া আপনার দন্তের অগ্রভাগদ্বারা ধরাকে ধারণ করতঃ ঊর্দ্ধে উত্তোলিত করিতেছেন। তাঁহার উভয় নয়নের তেজঃ যেন সূর্য্যের কিরণের ন্যায় প্রখর হইয়া, সেই অসুরের তেজকে পীড়িত করিতেছে। সেই অসুর এই ভাবে ঈশ্বরকে দেখিয়া উপহাস করতঃ কহিলেন:—কি আশ্চর্য্য! তুমি বনবাসী পশু হইয়া জলে কিরূপ আসিলে? ৩য়। ১৮। ২

ব্যাখ্যা। এই অষ্টাদশাধ্যায়ে ঐ হিরণ্যাক্ষের সহিত ভগবানের ধরা উর্দ্ধহরণ হেতু মহাসমর সংসাধন বিষয় বর্ণিত হইবে। অর্থাৎ কিরূপে ভগবান্ আধার শক্তির শক্তা হইয়া এই ধরাকে সকল লীলার আধার করিবেন ও তমোদ্বারা তৎকার্য্যে চেষ্টিত হইবেন তাহাই প্রকাশ হইতে আরম্ভ হইল। প্রথম শ্লোকের ভাবার্থ এই যে:—হিংসাতেই হউক বা ভক্তিতেই হউক, ঈশ্বরের স্মরণ করিলেই শুদ্ধজ্ঞান বা তৎচেষ্টা বোধ, এবং শ্রীহরিদর্শনের

হেতু হয়। এই নিয়মকে দেখাইবার জন্য অর্থাৎ উপদেশার্থে ব্যাসদেব রূপকচ্ছলে উহাই ব্যবহার করিয়াছেন, বুঝিতে হইবে।

রে অজ্ঞ! তুমি কি জাননা যে, বিশ্বস্রষ্টা ব্রহ্মা ধরা প্রস্তুত করিয়াই পাতালবাসী দানবগণের বাসার্থ তাহাকে পূর্ব্বে দান করিয়াছিলেন। অতএব এক্ষণে আমার সমীপে আসিয়া উহাকে বিমুক্ত কর। রে সুরাধম! তুমি যে শূকরাকৃতি ধারণ করিয়াছ, আমরা থাকিতে ঐ রূপে, তুমি কোন প্রকার মঙ্গল সাধন করিতে পারিবে না। ৩য়। ১৮। ৩

ব্যাখ্যা। এক অর্থে তমোগুণ ভক্তিবিরোধী বলিয়া নীচ লোকের ন্যায় তাহাকে বর্ণনা করতঃ ঈশ্বরের বিপক্ষে বাক্য প্রয়োগ করা হইল। অপর পক্ষে হিরণ্যাক্ষদ্বারা স্তব করান হইল। দার্শনিকেরা তমোগুণকে স্বভাবের বিরোধী ও তাহা কখন মিশ্রিত হইতে পারে না, কহিয়া থাকেন। আত্মার বা স্বভাবসংকল্পের চেষ্টা হইলে, তমো লয় প্রাপ্ত হয়; এই নিয়মটী দেখাইতে অপরার্থে হিরণ্যাক্ষের তিরস্কারে এইরূপ স্তব করা হইল যথা:— বনবাসী পশু হইয়া জলে কি রূপে আসিলে? বন বলিতে কর্ম্মভূমি। জল বলিতে কারণ-বারি। তমোগুণদ্বারা ঈশ্বর আত্মকর্ত্তব্যে চেষ্টিত হয়েন। এই দার্শনিকমতের সামঞ্জস্যে হিরণ্যাক্ষ যেন স্তব করিতে করিতে বলিল:—হে ঈশ্বর! আমি তমোগুণ, আমি তোমাকে প্রবুদ্ধ করিতে আসিয়া বলিতেছি যে, তুমি প্রলয়ের অগ্রে লীলাকর্ম্মময় ছিলে। এক্ষণে কারণময় কেন? পুনরায় সৃষ্টি কার্য্যে ব্যাপ্ত হও? পুনরায় তিরস্কারচ্ছলে তৃতীয়শ্লোকে যাহা বলা হইয়াছে, তাহার ভাবার্থ এই যে:—অজ্ঞ বলিতে, যাহা হইতে জ্ঞেয় আর নাই অর্থাৎ যিনি সমস্ত জানেন। প্রলীন শক্তিতে অর্থাৎ তমোগুণাধিকা প্রকৃতিতে আধারশক্তি প্রলয়ে লীন ছিল, ক্রমে সৃষ্টির কর্ম্ম প্রকাশ হওয়াতে এই জীবব্রহ্মাণ্ড প্রকাশ হইয়াছে। এই দর্শনের ঐক্যার্থ হিরণ্যাক্ষের উক্তিতে ব্যাস বলিলেন:- হে সর্ব্বজ্ঞ! তোমার অগোচর তো কিছুই নাই; বিশ্বস্রষ্টা অর্থাৎ তুমিই ইতিপূর্ব্বে প্রথমে সৃষ্টি আরম্ভ করিয়া লীন শক্তিতে বা তমো প্রকৃতিতে এই আধার রাখিয়াছিলে। এক্ষণে উহাকে বিমুক্ত কর। অর্থাৎ কর্ম্মার্থে উদ্ধার করিতে কি প্রয়োজন হইবে? তাহা তুমি জান। হে শূকরাকৃতে! অর্থাৎ কর্ম্ম বা স্বভাব মূর্ত্তিময় ঈশ্বর! হে সুরাধম! সকল দেবতাই তোমাপেক্ষা অধম, তুমিই সর্ব্বদেবশ্রেষ্ঠ হইতেছ। আমি থাকিতে তোমার স্বভাবাদি প্রকাশে, মঙ্গল নাই অর্থাৎ তমোগুণ থাকিতে তোমার কর্ম্ম প্রকাশ অসম্ভব। পুনশ্চ দ্বিভাবে অপর স্তব করা হইতেছে।

আমি জানি তুমি চোরের ন্যায় দূরে থাকিয়া শত্রু অসুরসমূহকে নাশ করিয়া থাক। শুনিয়াছি তুমি যোগমায়া নামক মায়াবল ধারণ কর। বিশেষত তুমি অল্পপৌরুষ সম্পন্ন ব্যক্তি হইতেছ। রে মূঢ়! আমি তোমাকে সংহনন করিয়া, আমার সুহৃদ্গণের শোকাশ্রু মার্জ্জন করিবই করিব। ৩য়। ১৮। ৪

ব্যাখ্যা। অসুর বলিতে তামসিক বৃত্তি। আত্মা দূরে অর্থাৎ অন্তরে থাকিয়া সেই বৃত্তি সমূহকে নাশ করিয়া, জগতের হিত সাধন করেন, ইহাই তাৎপর্য্য। মায়া বলিতে যাহা

চিন্তার অতীত অর্থাৎ তুমি অচিন্ত্যশক্তিমান্। অল্প পৌরুষ শব্দকে পঞ্চমী তৎপুরুষান্ত সমাস করিলে বুঝায় যেঃ—যাঁহার পৌরুষ বা বীর্য্য হইতে আর সমস্তই অল্প। মৃঢ় বলিতে স্বামী বলিলেনঃ—যিনি গোবৎ পরহিতেই রত। সংস্থাপন বলিতে একার্থে হনন, অপরার্থে হৃদয়ে চিন্তন। সুহৃদ্গণ বলিতে সংসারের দুঃখ বা রিপুপ্রাবল্যাদি। শোকাশ্রু মার্জ্জন বলিতে রিপুজনিত দুঃখের নাশ করন। অর্থাৎ তোমাকে হৃদয়ে চিন্তন করিয়া সংসারে যত দুঃখ আছে, তাহা নাশ করিব। কারণ তুমি মূঢ় অর্থাৎ কে তোমাকে হিতাহিত-কারী বলিয়া না বুঝিবে; সকলকেই তুমি গোবৎ উপকৃত করিয়া থাক।

দেখ বরাহমূর্ত্তে! হস্তধৃত গদাঘাতে আমি তোমার মস্তক বিচূর্ণ করিতে পারিলে, যে সকল ঋষিগণ এবং যে সকল দেবতাগণ তোমাকে পূজা করে; তাহারা আপনাপন অভীষ্টমূলশূন্য হইবে। ৩য়। ১৮। ৫

হে বিদুর! ভগবান্ হরি শত্রুর দুরুক্তি রূপ মহাস্ত্র দ্বারা এক দিকে ব্যথিত হইতে লাগিলেন; অপর দিকে আপন দংষ্ট্রাধৃত পৃথিবীকে ভীতা দেখিলেন। অতএব নিজ দয়াগুণে অবনীকে নির্ভীকা করিতে; সেই কারণবারি হইতেঃ—হস্তিনী যেমন নিজ শিশু লইয়া গ্রাহভয়ে সাগর হইতে আগমন করে; তদ্রূপ মেদিনীকে লইয়া নিষ্ক্রান্ত হইলেন। ৩য়। ১৮। ৬

যখন ভগবান সলিল হইতে পৃথিবী লইয়া নির্গত হইলেন; সেই সময়ে দ্বিরদের পশ্চাদ্ধাবী নক্রের ন্যায়, সেই হিরণ্যাক্ষ ভগবানের পশ্চাতে পশ্চাতে আগমন করিয়া, করালদন্তধারী সেই হরিকে কহিলঃ—ইহলোকে তোর নিন্দা করিবার লোক নাই বলিয়া কি তুই লজ্জাও পরিত্যাগ করিয়া (পলায়ন করিলি?)। ৩য়। ১৮। ৭

অনন্তর পরমেশ্বর সলিলের উপরিভাগে সেই মেদিনীকে স্থাপন করিয়া, আপনার বীর্য্য তাহাতে আধান করিলেন এবং সেই শত্রু হিরণ্যাক্ষের সম্মুখে ব্রহ্মাদি বিশ্বস্রষ্টাগণ নিজ নিজ অভিলাষ পূর্ণ হইল দেখিয়া, তাঁহার উপরে পুষ্প বরিষণ করিতে লাগিলেন। ৩য়। ১৮। ৮

তপনীয়োপকল্প গদাকে পৃষ্ঠদেশে ধারণ করিয়া, চিত্রিত কাঞ্চনযুক্ত বর্ম্ম পরিধান করিয়া, সেই হরি শত্রুর দুরুক্তিতে মর্ম্মে আঘাত পাইয়া, প্রচণ্ডমন্যুময় হইয়াও উপহাস করিয়া, সেই অসুরকে কহিলেনঃ—। ৩য়। ১৮। ৯

ব্যাখ্যা। সময়োপযোগী সমস্ত চিত্রে ও সমস্ত স্বভাবে কবি ব্যাস তাঁহাকে সাজাইয়া কর্ম্মচেষ্টিত বলিয়া প্রকাশ করিলেন এবং তাঁহাকে যে প্রথমে মন্যুময় বলা হইল, এটী কেবল পাপীর শাসনের হেতু বুঝিতে হইবে। অর্থাৎ পূর্ব্বে আত্মা বা ব্রহ্মাদির উক্তিতে তাঁহারা ভীত হইয়াছিলেন, ইহা কবি বর্ণনা করিয়াছিলেন, এক্ষণে সেই কবিত্বানুসারে তাঁহাদের ভয় নিবারণার্থ দৈত্যপ্রতি ঈশ্বরের উগ্রমূর্ত্তি ধারণাদি প্রকাশ কথা কহিলেন। এ কথা কেন বলিলেন?—না—ঈশ্বরের ক্রোধ বা দ্বেষাদি নাই; এই নিয়ম রক্ষার্থে কবি পরেই বলিলেনঃ—ঈশ্বর দৈত্যের তিরস্কারকে উপহাস করিয়া তাহার সহিত কথা কহিলেন।

হে বিদুর! দৈত্যের দর্পবাক্যের প্রত্যুত্তরার্থে ভগবান্ কহিলেন :—রে অভদ্র! তোমার স্থায় গ্রামসিংহসমূহকে নাশ করিবার জন্যই আমরা বনগোচরমৃগ হইতেছি, ইহা সত্য জানিবে। দেখ দুষ্ট! তোমার ন্যায় বীরগণ মৃত্যুপাশ হইতেই আপনাদের মুক্ত করিতে জানে না? তবে এত শ্লাঘা কেন? ৩য়। ১৮। ১০

ব্যাখ্যা। গ্রামসিংহ বলিতে কুকুর। কুকুর যেমন দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করে, তদ্রূপ তমোপ্রকৃতি জ্ঞানাদিনাশার্থ চেষ্টা করে। সেই তমো প্রকৃতিনাশার্থ আত্মাই সত্ত্বজ্ঞান বা কর্ম্ম প্রকাশক হইতেছেন। পরে নিত্যানিত্যত্ব দেখাইবার জন্য বলা হইল যে:—রে তমো! তুমি এতদূর অনিত্য যে, মৃত্যুকে জয় করিতে পার নাই অর্থাৎ তোমার লয় আছে, আমার লয় নাই, অতএব তোমার স্পর্দ্ধা কেন?

হে দৈত্য! আমরা সমস্ত দেবতাই তোমাকর্তৃক পাতালতলে ন্যস্তনিধি পৃথিবীর অপহারক হইতেছি। তোমার গদাঘাতে কষ্ট প্রাপ্ত হইয়া লজ্জা প্রাপ্ত হইতেছি। তথাপি তোমার অগ্রেই এখনো বর্ত্তমান আছি এবং পরেও থাকিব। বিশেষতঃ তোমার ন্যায় বলীর সহিত বিবাদ থাকিলেও আর কোথাও যাইবার উপায় নাই জানিবে। ৩য়। ১৮। ১১

ব্যাখ্যা। যেমন হিরণ্যাক্ষের উক্তি দ্বিভাবে পূর্ণ ছিল। ভগবানের উক্তিও তদ্রূপ দ্বিভাবে পূর্ণ বলিয়া বুঝিতে হইবে। এই তিরস্কারে ভগবান্ আত্মতত্ত্ব প্রকাশ করিতেছেন। হে তমো! প্রলয়ে লীন অর্থাৎ পাতাল হইতে এই ধরাকে দেবতাদের সহিত আমি (ঈশ্বর) উদ্ধার করিয়াছি। তুমি সৃষ্টির সংহারকারী, তোমার কর্ত্তব্য প্রতিপালনার্থে আমাদের আবৃত করিতে তুমি উদ্যোগ করিতেছ, কর্ত্তব্যের সমীপে আমার লজ্জা নাই। আর তুমি মহাবলী, আমি ব্যতীত আর সকলেই তোমার দ্বারা আবরিত হইতে পারে, তজ্জন্য ভয়ে আমার পলাইবার যো নাই। কারণ আমার সহিত দেবতারা সর্ব্বব্যাপ্ত, তাহাদের আমি ব্যতীত স্থান নাই।

তুমি পদাতিকগণের অধিপতি হইয়া, আমাদের যাহাতে অমঙ্গল হয়, সেই চেষ্টা অতি ত্বরায় কর। বিশেষতঃ আপনার সুহৃদগণের শোকাশ্রু মুছাইবার যে প্রতিজ্ঞা করিয়াছ, হে অসভ্য! আমাদের বধ করিয়া তাহাও রক্ষা কর। ৩য়। ১৮। ১২

এতদ্বর্ণনানন্তর শ্রীমৈত্রেয় কহিলেন :—হে বিদুর! শ্রবণ কর :—ভগবান্ সেই অসুরকে পূর্ব্বপ্রকারে অগ্রাহ্য করিলে সেই দুষ্ট উপহসিত হইয়া, কালসর্পের ন্যায় ভীষণ ক্রোধ দ্বারা উন্মত্ত ভাবে ভ্রমণ করিতে লাগিল। ৩য়। ১৮। ১৩

তাহার ঘন ঘন শ্বাস বহিতে লাগিল; ক্রোধেতে ইন্দ্রিয় সমস্ত চঞ্চল হইয়া উঠিল। অবশেষে সেই দৈত্য উন্মত্ত হইয়া, নিজ হস্তধৃত গদা দ্বারা ত্বরায় হরিকে আঘাত করিল। ৩য়। ১৮। ১৪

ভগবান্ হরি, রিপুকর্তৃক আঘাতিত গদাকে আপন বক্ষে ধারণ করিয়া, যোগীগণ

যেমন যোগবলে মৃত্যুকে ত্যাগ করেন, তদ্রূপ আঘাতের যাতনা ত্যাগ করিলেন। (অর্থাৎ তাঁহার যাতনা হইল না।) ৩য়। ১৮। ১৫

এইরূপে আঘাতিত হইয়াও স্বয়ং যুদ্ধের ইচ্ছা করিয়া, নিজ গদা, নিজ দন্ত দ্বারা ধারণ করিয়া ভগবান দৈত্যবরকে আক্রমণ করিবার জন্য ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। ৩য়। ১৮। ১৬

ব্যাখ্যা। এই উভয়ের সমরের প্রকৃতার্থ এই হইতেছে:—পরস্পর পরস্পরকে আকর্ষিত করিয়া চেষ্টিতকরণ মাত্র। কারণ যুদ্ধটিই সৃষ্টির অভাব বা প্রলয়। তাহাকে দূরীকরণ না করিলে সৃষ্টির অসম্ভব। এই জন্য ঈশ্বর যুযুৎসায় ধাবিত হইলেন এবং অভাব শেষ করিয়া তমোকে কার্য্যবিরোধী দেখিয়া, তাহাকে আত্মসাৎ করিতে চেষ্টা করিতে লাগিলেন।

হে বিদুর! অনন্তর ভগবান্ ভীষণ গদা লইয়া, শত্রুর দক্ষিণ ভ্রূর উপরে যেমন আঘাৎ করিবেন, অমনি সেই গদাযুদ্ধ বিশারদ অসুর গদাস্পর্শ হইতে না হইতে, তাহাকে নিজ গদাঘাতে চূর্ণ করিয়া ফেলিল। ৩য়। ১৮। ১৭

এই রূপে পরস্পরে জিগীষাপরবশ হইয়া শ্রীহরি ও হিরণ্যাক্ষে পরস্পরের হনন ইচ্ছায় ভীষণ সমর ঘটিতে লাগিল। ৩য়। ১৮। ১৮

অনন্তর তাঁহারা উভয়ে পরস্পর আপনাপন কৌশলে, গদা দ্বারা পরস্পরে পরস্পরকে আঘাৎ করিতে লাগিলেন। সেই আঘাতে উভয়ের ক্ষত ও বিক্ষতাঙ্গ হইতে রুধির প্রবাহিত হওয়াতে, তাহার গন্ধে আবার উভয়ে উন্মত্ত হইয়া, পরস্পরে তুমুল সংগ্রাম করিতে লাগিলেন। ইহা দেখিয়া বোধ হইল যেন, দুইটী উন্মত্ত বৃষভ একটী গাভীর জন্য সমরে প্রবৃত্ত হইয়াছে। হে কৌরব! আহা! সেই মহাত্মা ও যজ্ঞমূর্ত্তিধারী হরির সহিত এক পৃথিবীর জন্য ঐ দৈত্যের ভীষণ সমর হইতেছিল। সেই আশ্চর্য্য যুদ্ধ দেখিবার জন্য ঋষিগণের সহিত ভগবান্ ব্রহ্মা উপস্থিত হইলেন। ৩য়। ১৮। ১৯। ২০

অনন্তর ঋষিসহস্রে পরিবেষ্টিত ভগবান্ ব্রহ্মা; যুদ্ধস্থলে—অসুরকে মহাবীর্য্যবান্, অকুতোসাহসী; প্রতীকারপরায়ণ ও ভীষণবিক্রমী দেখিয়া, সেই আদিশূকর নারায়ণকে সম্বোধন পূর্ব্বক কিছু কহিলেন। ৩য়। ১৮। ২১

শূকরমূর্ত্তি ভগবান্‌কে সম্বোধন করিয়া ব্রহ্মা কহিলেন:—হে হরে! আপনার পদমূল গ্রহণেচ্ছু দেবগণের পক্ষে এই অসুর কণ্টকস্বরূপ হইতেছে। বিপ্রসমূহের নিকটে ঐ দুষ্ট অপরাধকারী হইতেছে। নিষ্পাপী প্রাণীগণের সমীপে উহা ভয়প্রদর্শনকারী ও বিত্তাপহারী হইতেছে। বিশেষতঃ এই দুষ্ট আমার বরে ভীষণ বীর্য্য লাভ করিয়া, জগতের সর্ব্বত্র অন্বেষণ করিয়া, স্বকীয় প্রতিপক্ষ দেখিতে পাইবার জন্য, এই প্রকার সর্ব্বপীড়াদায়ক হইয়াছে। হে ভগবন্! এই দৈত্য মায়াবী, দর্পকারী ও অতিশয় অসাধু হইতেছে। ইহাকে লইয়া বালকে যেমন আশীবিষের সহিত ক্রীড়া করে, তদ্রূপ আপনি আর সমরলীলা করিবেন না। ৩য়। ১৮। ২২। ২৩। ২৪

হে দেব! হে অচ্যুত! যে পর্য্যন্ত এই দুষ্টের স্বকীয় বীর্য্যবৃদ্ধিকারী দারুণ ও মায়াময় ঘোর

বেলা উপস্থিত না হয়, সেই পর্য্যন্ত উহা আর বর্দ্ধিত হইতে পারিবে না। আপনি সেই সময়ের মধ্যে উহাকে নাশ করুন। ৩য়। ১৮। ২৫

হে প্রভো! সৃষ্টির বিনাশকারী ঘোরতমা সন্ধ্যা আবির্ভাব হইবার পূর্ব্বে, হে সর্ব্বাত্মন্! উহাকে নাশ করিয়া, দেবগণকে জয়ী করুন। ৩য়। ১৮। ২৬

হে ঈশ্বর! এক্ষণে যে কাল উপস্থিত, ইহার নাম অভিজিৎ, ইহা সৃষ্টির পক্ষে মহদুপকারী। ঐ কালের আয়ুঃ মুহূর্ত্ত মাত্র অবশিষ্ট আছে। আপনি এই মুহূর্ত্তের মধ্যে উহাকে নাশ করুন। ৩য়। ১৮। ২৭।

ব্যাখ্যা। অভিজিৎ বলিতে মধ্যাহ্ন অর্থাৎ সে সময় প্রত্যেক বস্তুর স্বভাব নূতন সংস্কার প্রাপ্ত হয়। মুহূর্ত্ত বলিতে অতি সামান্য কাল। অর্থাৎ নব সংস্কারের উপযুক্ত অতি স্বল্প কাল বর্ত্তমান; আপনি এই কালে ইহাকে জয় করুন। অর্থাৎ তমো নাশ করিয়া সৎসৃষ্টি আরম্ভ করুন, ইহাই ভাবার্থ।

হে ঈশ্বর! আপনার দ্বারাই উহা নিহত হইবে এই আদেশ ইতিপূর্ব্বে আপনিই উহাকে দিয়াছিলেন; এক্ষণে সেই প্রতিজ্ঞা প্রতিপালনার্থ যুদ্ধে উহাকে আক্রমণ করিয়া, নিহনান্তর ব্রহ্মাণ্ডে শান্তি স্থাপন করুন। ৩য়। ১৮।২৮

ইতি শ্রীভাগবতে তৃতীয়স্কন্ধে অষ্টাদশাধ্যায়ে উপেন্দ্রকৃতানুবাদ সমাপ্ত।

ব্যাখ্যা। অর্থাৎ ঈশ্বরই আপনাকে চেষ্টিত করিবার জন্য তমোকে ইতিপূর্ব্বে আপনা হইতে প্রকাশ করেন; এবং জ্ঞানাদি হইতে পৃথক করেন, এই ইচ্ছা আত্মা প্রকাশ করিতেছেন। উক্তি প্রত্যুক্তি অনুসারে এইরূপ ভিন্ন অন্য রূপে ব্যাখ্যা করা যায় না। বাস্তবিক এ সমস্ত স্বাভাবিক ঘটনা নহে।

ইতি শ্রীভাগবতে তৃতীয়স্কন্ধে অষ্টাদশাধ্যায়ে উপেন্দ্রকৃতাধ্যাত্ম ব্যাখ্যা সমাপ্ত।

অথ ঊনবিংশ অধ্যায়।

—:•:—

পূর্ব্ব বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া শ্রীমৈত্রেয় বিদুরকে কহিলেন;—হে বিদুর! তাহার পরে কি ঘটিল শ্রবণ কর:—ভগবান্ হরি, ব্রহ্মার সেই অকপট অথচ সত্য বাণী শ্রবণ করিয়া, সপ্রেম হাস্যাবলোকনে তাহাই গ্রাহ্য করিলেন। ৩য়। ১৯। ১

অনন্তর যেমন সেই অসুর গর্ব্বভরে, অকুতোভয়ে ভগবানের সম্মুখে গদাহস্তে যুদ্ধার্থে আসিল। অমনি ভগবান্ অনঙ্গ, তাহার হনুদেশে নিজ গদা প্রহার করিলেন। ৩য়। ১৯। ২

সেই ভগবন্নিক্ষিপ্ত গদাদ্বারা অসুরের অঙ্গ স্পৃষ্ট হইতে না হইতে, অসুরের গদা দ্বারা ভগবানের হস্তধৃত গদা বিচ্যুত হইল এবং ঘুরিতে ঘুরিতে যখন ভূমিতে পতিত হইল তখন দেখিতে অতি সুন্দর হইল, বুঝিতে হইবে। ৩য়। ১৯। ৩

গদাপতনে ভগবান্ আয়ুধশূন্য হইয়া দণ্ডায়মান্ রহিলেন। এমন সময়ে সেই অসুর তাঁহাকে প্রহারের সুবিধা পাইয়াও, অধর্ম্মযুদ্ধের ভয়ে প্রহার না করিয়া, কুবাক্য প্রয়োগে তাঁহাকে কুপিত করিল। ৩য়। ১৯। ৪

ব্যাখ্যা। তৃতীয় শ্লোকের ভাবার্থ এই যে:—ঈশ্বর শক্র ভাবিয়া সমরলীলা করিতেছেন না বলিয়া, বালকের ক্রীড়ার ন্যায় কখন তাঁহার গদা পতিত হইতেছে, কখন গদাধৃত হইয়া ভীষণ বীর্য্যভাব প্রকাশ করিতেছেন। অর্থাৎ ঈশ্বর ক্ষণে ক্ষণে রণখেলা করিছেন। চতুর্থ শ্লোকের ভাবার্থ এই যে—অসুর শক্র। সে ঈশ্বরকে পরাভব করিতে চেষ্টা যথোচিত প্রকারে করিতেছে। লৌকিক বর্ণনায় ধর্ম্মযুদ্ধাদি প্রদর্শন করা হইতেছে মাত্র।

হে বিদুর! যখন ভগবানের হস্ত হইতে গদা পতিত হইল, সেই সময়ে দেবগণের মধ্যে মহা হাহাকার শব্দ উপস্থিত হইল। তৎশ্রবণে স্বয়ং হরি দেবগণকে "ভয় নাই" বলিয়া অভয় দান করতঃ আপনার সুদর্শন চক্রকে স্মরণ করিলেন। ৩য়। ১৯। ৫

ভগবান্ সেই চক্র লইয়া সমরসজ্জায় সজ্জীভূত হইয়া, আপনার পার্ষদরূপী দিতি কুমারের সহিত ভীষণ সমর আরম্ভ করিলে, গগনপটস্থিত দেবতাগণ তাঁহার প্রতি নানাবিধ স্তুতিবচন প্রয়োগ করিতে লাগিলেন। বিশেষতঃ তাঁহারা বলিলেন:—হে ঈশ্বর! আমাদের মঙ্গলার্থ ঐ অসুরকে বধ করুন। ৩য়। ১৯। ৬

ব্যাখ্যা। কালশক্তির রূপকই বিষ্ণুর হস্তস্থ সুদর্শন চক্র। কালদ্বারা চৈতন্যাদি প্রবুদ্ধ লইলে তবে তমো ক্ষয় প্রাপ্ত হইয়া, ঈশ্বরকে চেষ্টিত করতঃ, ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টির ভিত্তি স্থাপন করে। সেই ভাবটীর পৌরাণিক ভাবই ব্যাসদেব পূর্ব্বোক্ত শ্লোকদ্বারা বলিলেন।

অনন্তর সেই পদ্মপলাশলোচন রথাঙ্গধারী ভগবানকে সমরার্থে সম্মুখে দেখিয়া, দৈত্যরাজ ক্রোধে পরিপ্লুতাঙ্গ হইয়া, ভীষণ রোষে, নিজ দন্তের দ্বারা নিজ অধরোষ্ঠ দংশন করিতে লাগিল। ৩য়। ১৯। ৭

সেই ভীষণ দৈত্য আপনার করাল দংষ্ট্রা ব্যাদান করিয়া এবং উভয় চক্ষের তেজঃ যেন চতুর্দ্দিক দহন করিতেছে, এই ভাবে চাহিয়া নিজ গদা উত্তোলন করতঃ কহিল:—রে দুষ্ট! এইবার হত হইলি। এই বলিয়া হরিকে সে আঘাৎ করিল। ৩য়। ১৯। ৮

ব্যাখ্যা। এই ক্রোধভারটী রূপক মাত্র। অর্থাৎ যাহার যে প্রকৃতি কবিত্বে রাখা উচিত, কবি তাহাই রাখেন। খলের ক্রোধই সাধারণ বীর্য্য। অহিতচেষ্টাকে খল কহে। সেই নিয়মে দেবতাগণের সৃষ্টিরূপী হিতচেষ্টার বিরোধী তমোকে খল অসুর রূপে রূপক করিয়া সেই ক্রোধকে স্বাভাবিক ভাবে দেখাইবার জন্য, ক্রোধচিহ্ন সমস্ত প্রকাশ করান হইল।

বাস্তবিক ইহা ক্রোধ নহে ঈশ্বরের যুযুৎসা,লীলাজাত আনন্দ। তাহার প্রমাণ এই যে; সিংহের যুদ্ধই আনন্দ, ব্যাঘ্রের হিংসাই আনন্দ হইতেছে।

সেই বায়ুবেগে আগমনশীল দৈত্যনিক্ষিপ্ত গদাকে ভগবান্ যজ্ঞশূকর, নিজ দক্ষিণ পদ দ্বারা অনায়াসে রোধ করিলেন। ৩য়। ১৯। ৯

গদা রোধ করিয়া ভগবান্ কহিলেন:—ওহে অসুর! যদি তুমি জয় ইচ্ছা কর, তাহা হইলে পুনরায় অস্ত্র ধারণ কর। ভগবানের মুখে এই কঠোর বাক্য শ্রবণ করিয়া অসুর পুনরায় গদা লইয়া তাঁহাকে নিহত করিতে উদ্যত হইল। ৩য়। ১৯। ১০

পুনশ্চ নিজোপরি গদা নিপতিত হইতেছে দেখিয়া, সেই সর্ব্বভূতে বর্ত্তমান ভগবান্, গরুড় যেমন সর্পকে অনায়াসে গ্রহণ করে, তদ্রূপ সেই গদা আপনি গ্রহণ করিলেন। ৩য়। ১৯। ১১

আত্মীবীর্য্যস্বরূপ গদা হরিকর্ত্তৃক গৃহীত হইলে. সেই মহাসুর আপনাকে অবমানিত ও হীনপ্রভ ভাবিল; এবং ঘৃণাবলে হরিকর্ত্তৃক প্রদত্ত গদা গ্রহণ করিতে ইচ্ছা করিল না। ৩য়। ১৯। ১২

অনন্তর সেই অসুর হরিকে একেবারে গ্রাস করিতে ইচ্ছা করিয়া, গদাত্যাগ করতঃ ভীষণ ত্রিশিখ শূল হস্তে করিয়া, তাহা যজ্ঞরূপধারী হরির প্রতি ত্যাগ করিল। কিন্তু বিপ্রগণের প্রতি অন্যায়াচরণ যেমন ব্যর্থ হয়, তদ্রূপ ঐ শূলত্যাগও ব্যর্থ হইয়া উঠিল। ৩য়। ১৯। ১৩

যখন সেই মহাদৈত্য, অতিবেগে সেই মহাশূল শ্রীহরির প্রতি ত্যাগ করিয়াছিল, সেই সময়ে সেই শূলের তেজে ও জ্যোতিঃতে সূর্য্যকিরণের ন্যায় গগনপ্রদেশ আলোকিত হইয়াছিল। ইহা দেখিয়া ইন্দ্র যেমন বজ্রাস্ত্র দ্বারা উড্ডীন গরুড়ের পক্ষ ছেদন করিয়াছিলেন, ভগবান্ তদ্রূপ সুদর্শন চক্রাস্ত্র দ্বারা গগনোপরি শূলচ্ছেদন করিলেন। ৩য়। ১৯। ১৪

অনন্তর সেই অসুর যখন দেখিল যে, শক্ররূপী হরির তীক্ষ্ণধারযুক্ত চক্র দ্বারা তাহার শূল ও বীর্য্য নাশ হইল, তখন সে অত্যন্ত রুষ্ট হইয়া ভীষণ চীৎকার করিতে করিতে ভগবানের বক্ষে বজ্রমুষ্টি প্রহার করিল। ৩য়। ১৯। ১৫

হে বিদুর! সেই ভগবান্ আদিশূকর অসুর দ্বারা এবম্বিধ ভীষণ আঘাৎ প্রাপ্ত হইলেও কিঞ্চিৎ মাত্র কম্পিত হইলেন না, এবং দ্বিরদগণ যেমন পুষ্পমাল্যাঘাৎ গ্রাহ্য করে না তদ্রূপ সেই আঘাৎকে তিনি উপেক্ষা করিলেন। ৩য়। ১৯। ১৬

অনন্তর সেই অসুর দৈহিক বলে জয়ী না হইয়া, নিজমায়াবলে ঈশ্বর হরিকে পরাভব করিতে ইচ্ছা করিয়া, যে সকল তামসিক্ কৌশল দেখিলে প্রজাগণ বিশ্বের সংহার বিবেচনা করেন, তাদৃশ মায়িক কৌশল দেখাইতে লাগিল। ৩য়। ১৯। ১৭

অসুরের মায়াতে প্রবল বায়ু প্রবাহিত হইতে লাগিল। দিক্ সকল তমোধারা আবৃত হইয়া যেন পাংশুল হইল। যেন চক্রের দ্বারা কেহ চতুর্দ্দিক হইতে প্রস্তর নিক্ষেপ করিতেছে; এই ভাবে প্রস্তর বরিষণ হইতে লাগিল। ৩য়। ১৯। ১৮

যেন মেঘসমূহের দ্বারা গগনপটস্থ নক্ষত্রাবলী আবৃত হইল এবং তদুপরি ক্ষণে ক্ষণে বিদ্যুৎ ক্রীড়া করিতে লাগিল। বৃষ্টিধারার পরিবর্ত্তে, সতত পূয়, ছিন্ন কেশাবলী, শোণিতধারা এবং অস্থিসমূহ বর্ষিত হইতে লাগিল। ৩য়। ১৯। ১৯

জনপদ সমস্ত ধ্বংস হওয়াতে কুলাচল সমূহ যেমন মুক্তাবরণ হইলে দেখা যায়, তদ্রূপ তাহাদের দেখা যাইতে লাগিল এবং কেশহীনা, মুক্তবস্ত্রা, ভীষণ ভীষণ শূলধারিণী রাক্ষসী সমস্ত ইতস্ততঃ প্রকাশিত হইল। ৩য়। ১৯।২০

অনন্তর মহাবল যক্ষ ও রাক্ষসগণ যেন অশ্ব, রথ, হস্তী, প্রভৃতির সহ পদাতিকগণ লইয়া, শত্রু হরির সহিত সমরার্থ আগমন করিয়া "মার, মার, কাট, কাট" ইত্যাদি অশিববাক্য প্রয়োগ করিতে লাগিল। ৩য়। ১৯। ২১

এই সকল ভীষণ মায়াদৃশ্য দেখিয়া, সেই ব্রহ্মাণ্ডের স্বামী ও যজ্ঞার্থ ত্রিপদধারী ভগবান্ হরি—নিজ সুদর্শন চক্রদ্বারা সকল মায়া নাশ করিয়া ফেলিলেন। ৩য়। ১৯। ২২

এত দিনের পরে হটাৎ দিতি সুন্দরীর মনে ভর্ত্তার আদেশ মনে হইল। পুত্রের আসন্ন নিধন মনে হওয়াতে, তাঁহার অঙ্গ থরে থরে কাঁপিতে লাগিল; স্তন হইতে দুগ্ধের পরিবর্ত্তে হৃদয়ের শোণিত প্রকাশ হইতে লাগিল। ৩য়। ১৯। ২৩

ওদিকে অসুর যখন দেখিল যে, ভগবানের নিকটে আর তাহার কোন প্রকার মায়া-বলও কার্য্যকারী হইল না, তখন সে ক্রোধে একবারে অন্ধ হইয়া, ভগবানকে পেষণ করিবে ভাবিয়া, অতি ত্বরায় উভয় বাহু দ্বারা হরিকে আলিঙ্গনচ্ছলে দৃঢ়বদ্ধ করিল। কিন্তু বন্ধনান্তে দেখিল যে, সে হরিকে বন্ধন করিতে পারে নাই, হরি তাহার শরীরের অন্তরে ও বাহিরে অবস্থিতি করিতেছেন। ৩য়। ১৯। ২৪

ব্যাখ্যা। সত্ত্বস্বভাবাপন্ন ভগবান্ তমোগুণের দ্বারা আবৃত হইলেন না, ইহাই আলিঙ্গনের ভাবার্থ। অপরার্থে কোন কোন মহাত্মা বলেন যে ঈশ্বর সর্ব্বব্যাপী। অসুর তাঁহার কার্য্যবিরোধী মহাশক্তি মাত্র। পূর্ণ ঈশ্বর হইতে তমোর ব্যাপ্তি অল্প। অতএব তমো পূর্ণ ঈশ্বরকে কিরূপে আবৃত করিবে? এই জন্য হিরণ্যাক্ষ আলিঙ্গন কার্য্যটীকে নিজ কৃত ভ্রম রূপে ভাবিল, কিন্তু ঈশ্বর দূরে ও সন্নিকটে আছেন, ইহা দেখিতে পাইল।

অনন্তর অধোক্ষজ ভগবান্ :—আর তাহাকে বর্দ্ধিত হইতে দেওয়া অবিধেয় জ্ঞানে বধার্থে তাহার কর্ণমূলে বজ্রের ন্যায় ভীষণ মুষ্টি প্রহার করিয়া :—ইন্দ্র যেমন বজ্র দ্বারা বৃত্রাসুরকে বধ করিয়াছিলেন, তদ্রূপ অসুরকে বধ করিলেন। ৩য়। ১৯। ২৫

ব্যাখ্যা। ঈশ্বর আত্মশক্তিতে শক্তি সমূহ গ্রহণ করেন; এই দার্শনিক মতের ঐক্যে শ্রীব্যাস অসুর ও ঈশ্বরের মল্লযুদ্ধভাব প্রকাশ করিলেন। আর মল্লগণের মধ্যে যে কর্ণমূলে আঘাতিত হইয়া মৃত্যুপথের পথিক হয়, তাহার ন্যায় নীচ বলী আর নাই; সেই নিয়মের সহিত শ্রীব্যাস দেখাইলেন যে, ঈশ্বর হইতে তমো অতি হীন। ঈশ্বরের ইচ্ছা মাত্রেই বিনাশিত হইল।

অনন্তর সেই অসুর বিশ্বস্রষ্টার অবজ্ঞাজনিত অপরাধে, তৎকর্ত্তৃক আহূত হইলে

তাহার সর্ব্বাঙ্গ ঘুরিতে লাগিল, সে উভয়চক্ষে অন্ধকার দেখিল; তাহার হস্ত, পদ ও মস্তকাদি চূর্ণ ও বিচূর্ণ হইয়া গেল। অবশেষে ভীষণবায়ুবেগে যেমন বৃহৎ বৃক্ষাদি উন্মূলিত হইয়া পতিত হয়, তদ্রূপ সেই অসুর জ্ঞানশূন্য হইয়া পতিত হইল। ৩য়। ১৯। ২৬

ব্যাখ্যা। ঈশ্বরের প্রতি অবজ্ঞা করাতে ঈশ্বর কর্ত্তৃক আহত হইল। ইহার ভাবার্থ এই যে;—ঈশ্বর সৃষ্টির হিতার্থে এরূপ মনোহর নিয়মাবলী প্রস্তুত করিয়াছেন, যে, যে কোন শক্তি বা শক্তা তাঁহার নিয়মের ব্যতিক্রমে কার্য্য করিবে; সেই শক্তি বা শক্তা তাঁহার অপর শক্তি বা শক্তার দ্বারা নষ্ট হইবে অর্থাৎ অকার্য্য হইবে। ব্যতিক্রম বলিতে সৃষ্টির বা জীবনের যে অবস্থায় বা যে স্বভাবে যে সকল শক্তি ও শক্তা হিতকারী; সেই সকল শক্তি বা শক্তাকে অতিক্রম করিয়া অহিতকারী শক্তি আকর্ষিত হইলে; তাহারা পরস্পর বিরোধভাব প্রাপ্ত হইয়া, একেবারে সংস্কার সাধন করে। ইহাকেই শ্রীব্যাস বিনাশ বলিয়া প্রকাশ করিলেন।

সেই ভীমতেজী, করাল দন্তধারী ও আপনার দন্ত দ্বারা আপনার অধরোষ্ঠ দংশনকারী ভীষণ অসুর যখন ক্ষিতিতলে শয়ন করিল, সেই সময়ে ব্রহ্মাদি হরির সমীপে আসিয়া অসুরকে প্রশংসা করিয়া বলিতে লাগিলেন:—আহা! এরূপ মৃত্যু কাহার না বাঞ্ছনীয়! ৩য়। ১৯। ২৭

ব্যাখ্যা। ক্ষিতি বলিতে এই স্থলে ঈশ্বরের আধারশক্তি। যে আধারশক্তিতে ঈশ্বর জীব ও জগৎ প্রকাশ করিবেন; সেই আধারস্থলের তলে বা নিম্নে অসুররূপী তমো তেজোপূর্ণ অথচ নিষ্ক্রিয় ভাবে রহিল। ভক্তির উদ্দেশ্যে শ্রীব্যাস ব্রহ্মাদির উক্তি দেখাইলেন:— ঈশ্বরে লীন হওয়াই সকলের বাঞ্ছনীয়।

মুক্তির ইচ্ছা করিয়া, এই অসৎ দেহের মধ্যস্থ লিঙ্গদেহ সহযোগে যোগীগণ যোগসমাধিদ্বারা যে পুরুষকে সতত ধ্যান করেন, আজি এই দৈত্যশ্রেষ্ঠ, সেই পুরুষের পদদ্বারা আহত হইয়া, তাঁহার মুখচন্দ্র দেখিতে দেখিতে, অসৎ দেহ উৎসর্গ করিল, (ইহাপেক্ষা আর কি সৌভাগ্য হইতে পারে)? ৩য়। ১৯। ২৮

এই অসুরভ্রাতৃদ্বয় সদ্গতি পাইবার যোগ্য, কারণ ইহারা প্রথমে বিষ্ণুর পারিষদ ছিল, শাপগ্রস্থ হইয়া অসৎযোনী ও কুস্বভাব প্রাপ্ত হইয়াছে। অপর কয়েক জন্মের দ্বারা শাপমুক্ত হইলে তাহারা বৈকুণ্ঠ প্রাপ্ত হইবে। ৩য়। ১৯। ২৯

ব্রহ্মাদি এই ভাবে প্রশংসা করিয়া নিস্তব্ধ হইলে দেবগণ, সেই ভগবানের স্তব করিতে করিতে বলিলেন:—হে ঈশ্বর! আপনি জগতের হিতসাধনার্থ যজ্ঞবিস্তারকারী হইতেছেন, আপনি ব্রহ্মাণ্ড রক্ষার জন্য সত্ত্বমূর্ত্তিময় হইতেছেন। হে ভগবন্! এই জগতের দুর্দ্দশাকারী অসুর নিজ অদৃষ্টবলেই আপনার দ্বারা নিহত হইয়াছে। হে দেব! এক্ষণে আমাদের এই প্রার্থনা, যেন, আমরা ভক্তির সহিত আপনার পাদপদ্মসেবা করিয়া অন্তে উদ্ধার প্রাপ্ত হই। ৩য়। ১৯। ৩০

এই রূপ বর্ণনা সমাপন করিয়া বিদুরকে সম্বোধন পূর্ব্বক মৈত্রেয় কহিলেন:—

হে বিদুর! অনন্তর ভগবান্ আদিশূকররূপী হরি, সেই অসহনীয় বিক্রমশালী হিরণ্যাক্ষকে নিজ বল দ্বারা আচ্ছাদন করিয়া, যে ধামে নিত্য ও অখণ্ডিত উৎসব হইয়া থাকে। যাহাকে ব্রহ্মা ও রুদ্রাদি সদাসর্ব্বদা স্তব করেন, সেই নিজ বৈকুণ্ঠ ধামে গমন করিলেন। ৩য়। ১৯। ৩১

হে সুমিত্র! আমি নিজ গুরুর নিকটে উদারবিক্রম ভগবান্ কর্ত্তৃক লীলাচ্ছলে হিরণ্যাক্ষের মহাযুদ্ধে বিনাশ কথা যেরূপ শুনিয়াছিলাম; তাহা যথাযথ বর্ণনা করিলাম। ৩য়। ১৯। ৩২

এই সমস্ত বর্ণনা করিয়া শ্রীসূত শৌনকাদিকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন:—হে ঋষিগণ! হে দ্বিজ শৌনক! ভগবান্ কৌশারবের মুখে এই রূপে ভগবানের লীলা কথা শ্রবণ করিয়া, মহাত্মা ও মহাভাগবত বিদুর পরমানন্দ লাভ করিলেন। ৩য়। ১৯। ৩৩

হে সাধুগণ! অধিক কথা কি বলিব; ইহলোকে যে সকল সাধু ব্যক্তির যশঃ চারিদিকে প্রকাশিত হইয়াছে; যাহাদের পুণ্যশ্লোক বলিয়া আখ্যাত করা হয়; সেই মর্ত্ত্যগণের কথা শুনিলে যখন হৃদয়ে আনন্দ লাভ লয়; তখন যিনি হৃদয়ে শ্রীবৎস চিহ্ন ধারণ করিয়াছিলেন, সেই জগতের স্বামীর কথায় যে আনন্দের উদয় হইবে, ইহাতে আর আশ্চর্য্য কি? ৩য়। ১৯। ৩৪

দেখ (ঋষিগণ)! সেই ভগবানের করুণার কথা কি বলিব! একদা একটা বৃহৎকায় হস্তী কোন বৃহৎকায় নক্র কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইয়া, জীবনের ভয়ে, আত্ম উদ্ধারের ইচ্ছাতে ভগবানের শ্রীচরণকমল ধ্যান করে; ভগবান্ সেই পশুর আরাধনাতেও তুষ্ট হইয়া তৎক্ষণাৎ উপস্থিত বিপদ হইতে তাহাকে মুক্ত করেন। ৩য়। ১৯। ৩৫

হে ঋষিগণ! যে ভগবানকে অসাধুগণ আরাধনা করিতে পারে না। যে মানবগণ সরল অন্তরে সেই ভগবানকে এক মাত্র জীবনের সার ভাবিয়া, তাঁহাতে আত্ম সমর্পণ করেন; তাঁহাদের আরাধনার পক্ষে ভগবানই সুখের বস্তু হইতেছেন। এমন ভগবানকে কে না কৃতজ্ঞ হইয়া সেবা করিবেন? ৪য়। ১৯। ৩৬

হে দ্বিজ! যে ভগবান্ শূকররূপে কারণাত্মা হইতেছেন; সেই ভগবান্ লীলাচ্ছলে যে ভাবে হিরণ্যাক্ষকে বধ করিয়াছেন; এই মহাশ্চর্য্য বাণী যিনি শ্রবণ করেন, যিনি কীর্ত্তন করেন, যিনি জ্ঞানযোগে তাহাতে প্রবুদ্ধ হইতে চেষ্টা করেন, তিনি ব্রহ্মবধরূপী মহাপাপ হইতে বিমুক্ত হয়েন। ৩য়। ১৯। ৩৭

হে শৌনক! ভগবানের এইরূপ লীলাকথাতে অনুরাগ হইলে, মহাপুণ্য লাভ হয়, হৃদয়কে পাপশূন্য করা যায়; কলুষ হইতে পরিশুদ্ধ হওয়া যায়; ঐহিকে কীর্ত্তি স্থাপন করা যায় এবং সর্ব্বত্রপূজ্য হওয়া যায়। মায়াসমরে মহা শৌর্য্য বর্দ্ধিত হইয়া থাকে। তাহার অন্তিমের পক্ষে সেই নারায়ণই পরমগতি হয়েন। জীবজন্মে— প্রাণের ও ইন্দ্রিয়ের উন্নতির পক্ষে নারায়ণই পরমপদ হইতেছেন। অতএব তাঁহার লীলা আপনারা সদা সর্ব্বদা শ্রবণ করুন্। ৩য়। ১৯। ৩৮

ইতি শ্রীভাগবতে তৃতীয়স্কন্ধে উনবিংশাধ্যায়ে উপেন্দ্রকৃতানুবাদ সমাপ্ত।

ব্যাখ্যা। ভক্তিরূপী অবস্থায় উপস্থিত হইতে পারিলে এমন সিদ্ধি লাভ হয়, যাহা কি ঐহিক কি পারত্রিক সর্ব্বত্রই শুভফল প্রসব করে। ইহা বুঝাইবার জন্ম সূত অষ্টত্রিংশ শ্লোকে উদ্দেশ্য প্রকাশ করিলেন। পুণ্যলাভ বলিতে শুদ্ধ জন্ম বা স্বর্গলাভ বুঝিতে হইবে। সংগ্রামসময়ে মহাশৌর্য্য বর্দ্ধিত হইয়া থাকে বলিতে, মায়াকে অবহেলায় জয় করা যায়। অন্তিম বলিতে মৃত্যু বা এক অবস্থার পরিবর্ত্তন। জন্মান্তিমকাল মাত্রেই শ্রীহরির স্মরণ আবশ্যক, কারণ তাঁহাকে ভাবিলে উত্তম জন্ম লাভ করিতে বা মুক্ত হইতে পারা যায়। এস্থলে উন্নতি বলিতে সাধনা, প্রাণের বলিতে বাসনার। পরমপদ বলিতে পরিত্রাণার্থ শ্রেয়োস্থান।

ইতি শ্রীভাগবতে তৃতীয়স্কন্ধে উনবিংশাধ্যায়ে উপেন্দ্রকৃতাধ্যাত্ম ব্যাখ্যা সমাপ্ত।

অথ বিংশ অধ্যায়।

পূর্ব্ব বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া পরমানন্দে উন্মত্ত হইয়া, ঋষিগণের সহিত শৌনক মুনি সূত গোস্বামীকে জিজ্ঞাসা করিলেন:—হে সূত! স্বায়ম্ভুব মনুদেব যখন জীবাধাররূপী মহী নামক স্থান সৃষ্টি করিলেন; তখন তিনি কোন্ কোন্ উপায় দ্বারা ঈশ্বরে লীন জীবগণকে পুনরায় সৃষ্টি করিলেন:—সেই সংবাদ আমাদের বল? ৩য়। ২০। ১

হে সূত! তুমি যে বিদুরের সংবাদ কথা কহিলে, তাহার মধ্যে আমি শুনিয়াছি যে:—সেই বিদুর এতদূর ভগবানে দৃঢ় বিশ্বাস করিয়াছিলেন এবং শ্রীকৃষ্ণের সহিত তিনি এমন সৌহার্দ্দ করিয়াছিলেন, যে আপনার পোষণকারী মাননীয় অগ্রজ ধৃতরাষ্ট্র, শ্রীকৃষ্ণের মন্ত্রণা শ্রবণ করেন নাই বলিয়া, সেই অপরাধে তৎপুত্রগণের সহিত জ্যেষ্ঠকে ত্যাগ করিয়াছিলেন। ৩য়। ২০। ২

তিনি দ্বৈপায়নের দেহজ হইয়াও গুণে তাঁহা হইতে ন্যূন ছিলেন না। তিনি জীবনের সর্ব্বস্ব ভাবিয়া কৃষ্ণকে আশ্রয় করিয়াছিলেন এবং তাঁহাকে ঈশ্বর জানিয়া তাঁহার অনুসারী হইয়াছিলেন, ইহাও শুনিয়াছি। ৩য়। ২০। ৩

হে সূত! তীর্থসেবা দ্বারা অন্তঃকরণকে অমল করতঃ বিদুর সেই গঙ্গাদ্বারে আসীন এবং তত্ত্ববিৎগণের শ্রেষ্ঠ মৈত্রেয় ঋষির নিকটে গমন করিয়া কি কি কথা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন। ৩য়। ২০। ৪

হে সূত! উভয়ে হরিপদাশ্রিত আলাপাদি হইলে যে সংবাদ হয়, সেই পবিত্র কথা সমূহ যে গঙ্গাজলের ন্যায় পবিত্র এবং পাপহারী হইবে, তাহার আর সন্দেহ কি? ৩য়। ২০। ৫

হে ভদ্র! সেই সকল কথাতে অবশ্যই উদারকর্ম্মা হরির গুণসংকীর্ত্তন হইয়া থাকিবে।

তুমি এক্ষণে তাহাই কীর্ত্তন কর। দেখ বৎস! যিনি আনন্দরসের আস্বাদন পাইয়াছেন, তিনি হরিলীলা কথামৃত পান করিয়া একেবারে তৃপ্ত হয়েন না, বারম্বার পান করিতে ইচ্ছা করেন। ৩য়। ২০। ৬

যাঁহারা নৈমিষকে আশ্রয় করিয়া ভগবানে একেবারে আত্মা সংযোগ করিয়াছেন, সেই সকল শৌনকাদি ঋষিগণ কর্ত্তৃক সূত গোস্বামী জিজ্ঞাসিত হইয়া, কহিলেন, হে সাধুগণ! ব্যাসদেব যে রূপ রচনা করিয়াছেন, শুকদেব তাহাই যেরূপে পরীক্ষিৎকে শ্রবণ করাইয়াছেন, আমি তাহাই বলিতেছি শ্রবণ করুন। ৩য়। ২০। ৭

হে মুনিগণ! হরি যেরূপে আত্মযোগে বরাহ তনু ধারণ করেন; যেরূপে অবজ্ঞাহেতু অপরাধী হিরণ্যাক্ষকে লীলা প্রদর্শনার্থ সংহার করেন; ভগবান্ মৈত্রেয়-মুখে:—সেই সকল লীলা কথা শ্রবণ করিয়া, অতিমাত্র আনন্দিত হইয়া, তাঁহাকে বিদুর পুনরায় ইহা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন। ৩য়। ২০। ৮

বিদুর শ্রীমৈত্রেয়দেবকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন:—হে ব্রহ্মন্! সেই প্রজাপতি-গণের পতি ব্রহ্মা প্রজাগণের সৃষ্টির জন্য প্রজাপতিগণকে সৃজন করিয়া, পরে কি কার্য্য করিয়াছিলেন? আপনি অব্যক্তমার্গবিৎ বলিয়া তাহা জ্ঞাত আছেন, অতএব তাহা আমাকে বলুন। ৩য়। ২০। ৯

হে ব্রহ্মন্! আপনি ইতিপূর্ব্বে বলিয়াছেন, মরীচি প্রভৃতি বিপ্রগণকে এবং স্বায়ম্ভুব মনুকে ব্রহ্মা সৃষ্ট্যার্থ প্রকাশ করিয়া তৎকার্য্যে আদেশ করেন। তাঁহারাই বা কি প্রকারে সেই আদেশ পালনার্থ জগৎ সৃজন করেন, তাহা আমাকে বলুন। ৩য়। ২০। ১০

হে মুনে! ঐ ঋষি ও মনুগণ প্রথমে কি কোন দ্বিতীয় বস্তুর সাহায্যে সৃষ্টি আরম্ভ করিয়াছিলেন? না—তাঁহারা প্রত্যেকে একা একাই প্রজা সৃজন কার্য্যে সক্ষম হইয়াছিলেন? কিম্বা সকলে একত্র হইয়া প্রজা সৃজন করিয়াছিলেন? আমার পক্ষে বড় আশ্চর্য্য বোধ হইতেছে; আপনি তাহা প্রকাশ করিয়া চরিতার্থ করুন। ৩য়। ২০। ১১

বিদুরের প্রশ্ন শ্রবণ করিয়া পরমাহ্লাদে মৈত্রেয় ঋষি করিলেন; হে বৎস! শ্রবণ কর:—দেখ বৎস! এমন একটী ঐশিক অবস্থা আছে, যাহাকে তর্কে স্থির করা যায় না; তাহার নাম দৈব হইতেছে। প্রকৃতির অধিষ্ঠাতা এক অনিমিষ নামে পুরুষ আছেন, তাঁহার নাম কাল। ইহারা উভয়ে নির্ব্বিকার ভগবানকে ক্ষুব্ধ অর্থাৎ কর্ম্মে ব্যাপ্ত করিতে ইচ্ছা করিলে, ভগবান্ ত্রিগুণময়ী অবস্থায় প্রথমে পরিণত হয়েন। সেই ত্রিগুণময়ী অবস্থাটী ক্রমে মহত্তত্ত্ব নামক অবস্থাতে পরিণত হইয়া থাকে। ৩য়। ২০। ১২

সেই প্রধান অবস্থাটী রজোগুণ দ্বারা আকৃষ্ট হইলে, তাহার সহিত তিন গুণ ও দৈব সংযোগ থাকাতে এমন একটী অবস্থার প্রকাশ হয়, তাহা হইতে ক্রমে ক্রমে পঞ্চভূত, তন্মাত্রা, মহাভূত, জ্ঞানেন্দ্রিয়, কর্ম্মেন্দ্রিয় এবং ইন্দ্রিয়দেবতাগণের প্রকাশ হইয়া থাকে। ৩য়। ২০। ১৩

হে বিদুর! পূর্ব্বোক্ত ভূতাদি ও ইন্দ্রিয়াদি সম্মিলিত শক্তি ও তত্ত্বসমূহ একে একে অমিলিত ভাবে ভৌতিক ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি করণে অক্ষম হইলে, দৈবশক্তি উহাদের সকলকে সংহত করেন। তাহাদের মিলনেই এই ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি হইয়াছে। ৩য়। ২০। ১৪

এই রূপে আত্মাশূন্য অণ্ডকোষ প্রস্তুত হইলে, প্রথমে প্রলীন বারিধিতে তাহাকে স্থাপন করা হইয়াছিল। তাহাতে লীলাময় ঈশ্বর সহস্রাধিক বর্ষ অধিষ্ঠিত ছিলেন। ৩য়। ২০। ১৫

সেই ঈশ্বরের নাভি হইতে একটী পদ্ম প্রকাশ হয়, সেই পদ্মের জ্যোতিঃ যেন সহস্র সূর্য্য-কিরণের ন্যায় উজ্জ্বলছিল। বিশেষতঃ সেই পদ্মটী সকল জীবত্বের কারণ স্বরূপ হওয়াতে তাহাতে স্বরাট্ ব্রহ্মা আপনিই প্রকাশ হইলেন। ৩য়। ২০। ১৬

সেই কারণান্ত লীলান্তর্গত ঈশ্বরে সেই ব্রহ্মা অধিষ্ঠিত থাকিয়া, প্রলয়ের পূর্ব্বে জীবাদির যেরূপ নাম ও রূপাদি ছিল, ইহসৃষ্টিতেও সেই সকল প্রকাশ করিতে আরম্ভ করিলেন। ৩য়। ২০। ১৭

ব্যাখ্যা। মৈত্রেয়োক্তিতে ব্যাসদেব ব্রহ্মাণ্ড ও আত্মা, অর্থাৎ জীবত্বের উপাদান ও জীবের কর্ত্তৃত্ব—ঈশ্বর হইতে কিরূপে প্রকাশ হইল তাহা স্থির করিয়া এক্ষণে আত্মা কর্ত্তৃক সৃষ্টির আবির্ভাব প্রকাশ আরম্ভ করিলেন। ইহাতে বিদুর যে ব্রহ্মা কর্ত্তৃক সৃষ্টির কথা জানিতে চাহিয়াছিলেন, তাহার প্রকাশ আরম্ভ হইল। অর্থাৎ আত্মা ব্রহ্মতেজ সহযোগে এবং দৈবপ্রকৃত্যাদি সহযোগে, প্রত্যেকের অদৃষ্টানুসারে সৃষ্টি আরম্ভ করিলেন।

হে বিদুর! ব্রহ্মা প্রথমে আপনার ছায়া হইতে পঞ্চপর্ব্বা অবিদ্যার সৃষ্টি করিলেন। তাহাদের নাম তমো, মোহ, তামিস্র, অন্ধতামিস্র ও মহামোহ জানিবে। ৩য়। ২০। ১৮

ব্যাখ্যা। দার্শনিকেরা কহেন; জীব আছে ইহা আমরা কেবল কতকগুলি চেষ্টার দ্বারা বুঝিতে পারি। সেই চেষ্টা সমূহ আদিতে অজ্ঞানময় থাকে। যেন কোন জ্ঞাতৃত্ব ভাবের ছায়া কোন জড়ভাবাপন্ন প্রকৃতিকে আশ্রয় করিয়া কার্য্য করে। জ্ঞাতৃত্ব ভাবের অস্তিত্ব প্রতি বস্তুতে স্বীকার করা যায়। কারণ প্রত্যেক চেষ্টাই প্রয়োজনানুসারে কৃত হয়। সেই প্রয়োজন বোধটী জ্ঞানের এক প্রকার কার্য্য বুঝিতে হইবে। যেমন একটী সদ্যজাত শিশু ও সদ্যজাত অঙ্কুর প্রকাশ হইয়া স্বভাবতঃ ইন্দ্রিয় চেষ্টা করে। শিশু যেমন অঙ্গাদির চালনা এবং ক্ষুধাদির ইঙ্গিত করে; সেইরূপ অঙ্কুরও শিকড় দ্বারা রসগ্রহণাদি কার্য্য করে। এই সমস্ত চেষ্টা আত্মা ব্যতীত প্রকাশ হয় না। প্রয়োজন বোধ না থাকিলে চেষ্টা নিয়মানুসারে চালিত হয় না। ইহাতে জ্ঞানময় আত্মা হইতে চেষ্টার প্রথমে উৎপত্তি দেখান হইল। চেষ্টা ত্রিবিধ, তামসিক, রাজসিক ও সাত্ত্বিক। তামসিক চেষ্টা দ্বারা অভাব প্রকাশ করা যায়। রাজসিক চেষ্টা দ্বারা অভাব পূরণ করা যায়। সাত্ত্বিক চেষ্টা দ্বারা আনন্দ উপভোগ করা যায়। এই তিনটী চেষ্টাতে উন্মত্ত হইয়া গুণাধিক্য অনুসারে সমস্ত যোনিজাত জীবই ইহ ব্রহ্মাণ্ডে কালের দ্বারা পালিত হয়। দার্শনিকেরা বিশেষ রূপে দেখিয়াছেন, জীবত্ব লাভ করিলেই, অভাব বোধকরণরূপী তামসিক চেষ্টা, প্রথমে সর্ব্ব জীবে প্রকাশ হইয়া থাকে। ক্ষুধাদিকে তামসিক চেষ্টা কহে। তাহার বৃত্তান্ত পরশ্লোকে বলা হইবে। ঐ অভাব বোধক তামসিক চেষ্টা যদি ঈশ্বর প্রথমে জীবদেহে না প্রকাশ করিতেন, তাহা হইলে যে উপায় দ্বারা আপনাপন প্রাপ্ত ইন্দ্রিয়াদিকে উপযুক্ত কর্ম্মে ন্যস্ত করিতে পারে, প্রাপ্ত যোনি মতে দেহধারী কোন জীবেই কখন এমন স্বভাব লাভ করিতে পারিত

না। সেই পরমাত্মাই ধন্য; তাঁহার নিয়মের কিছুমাত্র পর্য্যালোচনা করিলেই তাঁহার উপরে পাপীষ্ঠেরও রতি হইয়া থাকে।

হে বিদুর! ব্রহ্মা প্রথমে আপনার কায়াতে যে ভাগ তমোময় দেখিলেন, তাহাদ্বারা রাত্রি নামক অবস্থার সৃষ্টি করিলেন। সেই তামসিক অবস্থাকে পদ্মস্থ আর কোন জীবাদৃষ্ট সহজে গ্রহণ করিল না। সেই তামসী অবস্থাটী ক্ষুধা ও তৃষ্ণাময়ী। তাহাহইতে যক্ষ ও রক্ষগণ জন্মাইয়া ঐ ক্ষুধা ও তৃষ্ণাকে গ্রহণ করিল। সেই যক্ষ ও রক্ষেরা ক্ষুধাতৃষ্ণায় আক্রান্ত হইয়া ক্ষুধাদির অভাব মোচন করিবার জন্য দ্রুতগতিতে ব্রহ্ম সমীপে উপস্থিত হইয়া, কেহ ব্রহ্মাকে ভক্ষণ কর বলিতে লাগিল, কেহ বা তাঁহাকে ত্যাগ করিও না বলিতে লাগিল। ৩য়। ২০। ১৯। ২০

ব্রহ্মা এই উগ্রস্বভাবী প্রজা দেখিয়া, অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হইয়া, তাহাদের বলিতে লাগিলেন:—ওহে! তোমরা যে আমা হইতে জন্ম লাভ করিয়াছ, আমাকে আহার করিও না, আমাকে রক্ষা কর। (তাহা হইলে প্রয়োজন পূর্ণ হইবে।) ৩য়। ২০। ২১

অনন্তর ব্রহ্মা আপনার বিদ্যা নামক প্রভা দ্বারা, সকলেরই প্রধান করিয়া দেবতাগণকে সৃজন করিলেন। সেই জ্যোতির্ম্ময়ী প্রভা প্রকাশিত হইলে তাহাকে দিবারূপে দেখিয়া, সেই পদ্মস্থ জীবাদৃষ্টসমূহ আনন্দিত হইল। ৩য়। ২০। ২২

অনন্তর ব্রহ্মা আপনার জঘনদেশ হইতে অতি লোলুপ অসুরসমূহকে সৃজন করিলেন। তাহারা কামাদির প্রাবল্য প্রাপ্ত হইয়া, ব্রহ্মাপ্রতি মৈথুনার্থ ধাবিত হইল। ভগবান প্রজাপতি সেই নির্লজ্জ অসুরগণের অবৈধ ব্যাপার দেখিয়া প্রথমে উপেক্ষা সহকারে হাস্য করিলেন, পরে তাহাদের কুস্বভাব দেখিয়া, ক্রুদ্ধ হইয়া ভীত ও অন্তর্হিত হইলেন। ৩য়। ২০। ২৩। ২৪

হে বিদুর! যিনি কামনানুসারে বর দান করেন, যিনি ভক্তগণের দুঃখ নাশ করেন, যিনি সেবকগণের সাধনা ও কল্পনানুসারে তাহাদের অভিলাষানুসারী আত্মমূর্ত্তি প্রকাশ করেন। সেই ভগবান্ হরির নিকটে প্রজাপতি দুঃখিত মনে উপস্থিত হইলেন। প্রজাপতি ব্রহ্মা তাঁহার সমীপে গিয়া এই বলিয়া স্তব করিতে লাগিলেন যে:—হে পরমাত্মন্! আমি আপনার দ্বারা প্রেরিত হইয়াই প্রজা সৃজন কার্য্যে রত হইয়াছি। সেই প্রজাগণ আমাদ্বারা সৃষ্ট হইয়া এতদূর পাপাক্রান্ত হইয়াছে, যে, এক্ষণে তাহারা আমাকেই আক্রমণ করিতে উদ্যত হইয়াছে। হে প্রভো! এক্ষণে আমাকে রক্ষা করুন। ৩য়। ২০। ২৫। ২৬

হে ঈশ্বর! আপনি ইহ ব্রহ্মাণ্ডের মধ্যে ক্লেশপ্রাপ্ত জনের ক্লেশ নাশ করিয়া থাকেন এবং যাহারা আপনার পাদপদ্মের আশ্রয় গ্রহণ না করে, আপনিই আবার তাহাদের ক্লেশ দিয়া থাকেন। অতএব আমি আপনার শরণ লইলাম, আমাকে রক্ষা করুন। সেই অন্তর্যামী ভগবান প্রজাপতির আবেদন শ্রবণ করিয়া, বিপদ শান্তি হেতু ব্রহ্মাকে বলিলেন:—হে প্রজাপতি! সেই দুর্জ্জনগণের সন্তোষার্থে তুমি তোমার কামময়ী তনুত্যাগ কর। ব্রহ্মাও ভগবান বিষ্ণুর অনুমতিক্রমে তাহাই করিলেন। ৩য়। ২০। ২৭। ২৮

(হে বিদুর! ব্রহ্মা যে তনু ত্যাগ করিলেন; সেই তনু একটী অতি সুন্দরী নারী মূর্ত্তি ধারণ করিল।) সেই কামিনীর পাদপদ্ম যুগলে নূপুরধ্বনি হইতে লাগিল; কামমদে তাঁহার লোচনদ্বয় ঢুলু ঢুলু করিতে লাগিল। তাঁহার মনোহর কটীতটে অতি মনোরম দুকূল শোভা পাইতে লাগিল। ৩য়। ২০। ২৯

সেই কামিনীর বক্ষভূমিতে দুইটী পয়োধর যেন পরস্পর শ্লেষ করিয়া (আমি বড় কি তুমি বড়, এই চেষ্টা করিয়া) উত্তুঙ্গ হইয়াছিল। তাঁহার নাসিকা ও দন্ত অতিশয় সুন্দর ছিল। মৃদু মৃদু হাস্তের সহিত কামিনী যেন কটাক্ষপাত করিতে লাগিল।৩য়।২০।৩০

সেই কামিনী যেন লজ্জায় কিঞ্চিৎ কাতর হইয়া আপনার নীলকুন্তলাবলীকে বস্ত্রাঞ্চলে আবরণ করিয়াছিল। হে বিদুর! এই রূপ-লাবণ্য-সম্পন্না কামিনীকে দেখিয়া পূর্ব্বোক্ত অসুরেরা একেবারে মোহিত হইয়া গেল। ৩য়। ২০। ৩১

হে ধর্ম্ম! সেই মুগ্ধ অসুরেরা কামিনীকে দেখিয়া তর্ক করিতে করিতে বলিতে লাগিল যে:—আহা! কামিনীর একে নবযৌবনাবস্থা, তাহাতে আবার অনুপমা মাধুরী; এমন অবস্থায় আমাদের স্তায় কামাসক্ত পুরুষগণের সমক্ষে নিষ্কাম ভাবে, কেমন মৃদু মৃদু ভ্রমণ করিতেছে, সুন্দরীর অতিশয় ধৈর্য্য। ৩য়। ২০। ৩২

সেই প্রমদার স্তায় আকারধারিণী সন্ধ্যাদেবীকে দেখিয়া সেই কুবুদ্ধিসম্পন্ন অসুরেরা পূর্ব্বের স্তায় বহুবিধ বিতর্ক করিয়া অবশেষে সম্মানের সহিত অতি সপ্রেমভাবে সেই কামিনীকে সম্বোধন করিয়া কিছু জিজ্ঞাসা করিতে লাগিল। ৩য়। ২০। ৩৩

ব্যাখ্যা। প্রমদার স্তায় আকারধারিণী সন্ধ্যা বলিবার তাৎপর্য্য এই যে:—বাস্তবিক সন্ধ্যা কামুকা ছিলেন না; দুর্জ্জনগণকে বশীভূত করিবার জন্ত নিজ মোহনীয়া শক্তি প্রকাশ করিয়াছিলেন। ঐ বাসনা নামক চেষ্টার নাম সন্ধ্যা হইল কেন? এ বিষয়ে শ্রীধর স্বামী বলিলেন:—দিবা ও রাত্রিময় অবস্থাকে সংযোগ করেন বলিয়া ব্রহ্মসৃষ্ট ঐ তনুকে সন্ধ্যা কহে। ইহা বেদমধ্যে বিবৃত আছে। এই বেদবাক্যের প্রধান অর্থ এই যে:—দিবা বলিতে প্রভা অর্থাৎ জ্ঞান এবং রাত্রি বলিতে ছায়া অর্থাৎ অজ্ঞান। তনুকে মনোভাব বা সঙ্কল্প কহে। অর্থাৎ আত্মার এমন একটী শক্তিময় সঙ্কল্প আছে, যাহার তেজে জ্ঞান ও অজ্ঞান সংযুক্ত ভাবে থাকিয়া জীবদেহে কার্য্য প্রকাশ করে। অজ্ঞানের কর্ম্ম-মূর্ত্তি রিপুসমূহ, জ্ঞানের কর্ম্মমূর্ত্তি ইন্দ্রিয়সমূহ। ব্রহ্মা ঐ অজ্ঞান ও জ্ঞানকে নিয়মিতরূপী কর্ম্মী করিতে এক প্রকার শক্তিময় সঙ্কল্প প্রস্তুত করিলেন, তাহার নাম সন্ধ্যা। তাহাদ্বারা সংযোগভাবে কর্ম্ম চালিত হয় বলিয়া পুরাণে ও শ্রুতিতে উহাকে সন্ধ্যা কহে। এই সন্ধ্যা নাম্নী বাসনাটী মায়াময়ী বলিয়া পূর্ব্বোক্ত রূপবর্ণনা করা হইল। জীবদেহে বাসনা কি রূপে কর্ত্তৃত্ব করিবেন, তাহার রূপক পরে প্রকাশ হইতেছে।

অসুরেরা কামিনীকে দেখিয়া কহিল:—হে রম্ভোরু! তুমি কে? তুমি কার নারী? হে ভামিনি! আমাদের সমীপে তোমার কি প্রয়োজন আছে? সুন্দরি! তুমি কি তোমার মাধুরী নামক অমূল্য বস্তু বিক্রয়ার্থ আসিয়াছ? তবে আমাদের স্তায় ক্রেতাকে বিক্রয় না করিয়া কেন আমাদের পীড়া দিতেছ? ৩য়। ২০। ৩৪

হে অবলে! তুমি যে কেহই হও; অধিক পরিচয় কি চাহিব; তোমার সন্দর্শন লাভে আমাদের অদৃষ্ট সুপ্রসন্ন হইয়াছে ভাবিতেছি। দেখ সুন্দরি! আমরা তোমাকে দেখিতেছি বলিয়া, তুমি আর কেন আমাদের মনকে লইয়া ক্রীড়া করিতেছ। ৩য়। ২০। ৩৫

হে কামিনি! তুমি যেন আমাদের মনকে উভয় করতলে ধারণ করিয়া পীড়ন করিতেছ বলিয়া তোমার পাদপদ্ম একত্রে স্থির হইয়া থাকিতেছে না। তোমার স্তনদ্বয় অতি উচ্চ ও গুরুতর হওয়াতে সেই ভয়ে তোমার কটীদেশ ক্লেশ পাইয়া দুঃখ পাইতেছে। এই জন্য তুমি শ্রান্তের ন্যায় দ্রুত যাইতে পারিতেছ না; তোমার অমল দৃষ্টি প্রকাশ করিবার জন্য, শিরোদেশ ব্যাপ্ত কেশরাশি বন্ধন কর। ৩য়। ২০। ৩৬

এবম্বিধ সংলাপ করিতে করিতে অসুরেরা সেই প্রমদার ন্যায় বিহারকারিণী সায়ন্তনী সন্ধ্যা দেবীতে প্রলুব্ধ হইয়া, নিজ নিজ মূঢ়বুদ্ধিবশতঃ তাঁহাকে স্ত্রী বলিয়া গ্রহণ করিল। হে বিদুর! ভগবান্ ব্রহ্মা আপনার গম্ভীর ভাব ত্যাগ করিয়া, যখন আপনা হইতে আনন্দ অনুভব করিবার কারণ আপনার সৌন্দর্য্য প্রকাশ করিলেন, সেই সময়ে সেই সৌন্দর্য্য হইতে, অপ্সরা ও গন্ধর্ব্বগণের সৃষ্টি হইল। ব্রহ্মা আপনা হইতে যে সৌন্দর্য্যরূপী তনু ত্যাগ করিলেন, তাহা জ্যোৎস্নার ন্যায় মনোহর হওয়াতে বিশ্বাবসু প্রভৃতি গন্ধর্ব্বগণে তাহাকে মনোহারিণী ভাবিয়া গ্রহণ করিলেন। ৩য়। ২০। ৩৭। ৩৮। ৩৯

ব্যাখ্যা। বিজ্ঞানে কহেন, সুখ ও হর্ষাদি বোধক কোন শক্তি অন্তরে আছে। যদি সুখ ও হর্ষাদির প্রকৃতি মনোবৃত্তির সহিত সংযুক্ত না থাকিত, তাহা হইলে কখনই মনেন্দ্রিয়াদি অবস্থানুসারে সুখহর্ষাদি প্রকাশ করিতে পারিত না। ঐ নৈসর্গিক অনুভবাত্মক মনোবৃত্তি সমূহের নামই গন্ধর্ব্ব বা অপ্সরা, ইহারা আনন্দবৃত্তির রূপক বুঝিতে হইবে।

হে বিদুর! তদনন্তর ভগবান্ ব্রহ্মা আপনার তন্দ্রা বা আলস্য নামক চেষ্টা হইতে, ভূতপিশাচদিকে সৃজন করিলেন। তাহারা উন্মত্ত ও জটাধারী হইয়া প্রকাশ হইল। ব্রহ্মা তাহাদের বিকট ভাব দেখিয়া চক্ষু নীমিলন করিলেন। সেই ভূতপিশাচাদি ভগবানের জৃম্ভনা নামক তনু হইতে সৃষ্ট হইয়া, তাহাকেই সাদরে গ্রহণ করিল। হে বিদুর! (ভূতগণের মধ্যে ইন্দ্রিয়শক্তির জন্য ক্ষণেক যে আচ্ছন্ন ভাব দেখা যায় তাহাকে নিদ্রা কহে এবং ঐ রূপে ইন্দ্রিয়কে আচ্ছন্ন করত যে আবেশ জীবকে ভ্রান্ত করে, তাহাকে উন্মাদ কহে।) পরে ভগবান্ অজ আপনাকে কর্ম্মোৎপাদনে বলী ভাবিয়া, অলক্ষ্য করিয়া, সাধ্য ও পিতৃগণকে সৃজন করিলেন। ৩য়। ২০। ৪০। ৪১। ৪২

আপনার ন্যায় অপর কায়া প্রস্তুত করিতে যাহাতে সক্ষম হয় এমন ব্রহ্মশক্তি বা কায়াকে পিতৃ ও সাধ্যগণ গ্রহণ করিলেন। পিতৃগণাদি জীবের কায়া লাভ হয় বলিয়া, কর্ম্মকোবিদগণে তাঁহাদের উদ্দেশে হব্যকব্যাদি দানের কথা প্রকাশ করিয়াছেন। ৩য়। ২০। ৪৩

ব্যাখ্যা। জননার্থ সত্বাকে পিতৃগণ কহে এবং তৎচেষ্টাকে সাধ্য কহে। এই উভয় কার্য্যই স্বভাবতঃ বা আত্মা হইতে প্রকাশ হয়; এ কথা দর্শনশাস্ত্রে বলা হইয়াছে।

চিত্তশুদ্ধি অর্থাৎ মোহ হইতে চিত্তকে উপরত করিবার জন্য ধর্ম্মের বিধি মুনিরা স্থির করিয়াছেন। কেহ এমন অহঙ্কার না করেন যে, আমরা মানুষরূপী পিতার দ্বারা জন্মাইয়াছি, কালে মরিব। পিতারূপী ঈশ্বর আমাদের জন্ম দিয়াছেন, তাঁহাকে শ্রদ্ধাদি করিলে জন্মাদির কারণ বলিয়া ঈশ্বরে রতি হইতে পারে, এই চিত্তশুদ্ধির জন্য পিতৃগণের উদ্দেশে শ্রাদ্ধাদি অবশ্য কর্ত্তব্য; ইহাই ব্যাসের তাৎপর্য্য।

ব্রহ্মা আপনার অন্তর্দ্ধান শক্তি দ্বারা সিদ্ধ ও বিদ্যাধরগণের সৃজন করিয়া, আপনার অতি অদ্ভুত অন্তর্দ্ধান নামক শক্তিকে তাঁহাদের দান করিলেন। ৩য়। ২০। ৪৪

সেই ব্রহ্মা আপনি আপনাকে অনুভব করিবার জন্য আপনাকে প্রতিবিম্বিত করত সেই প্রতিবিম্ব হইতে কিন্নর ও কিম্পুরুষদের সৃষ্টি করিলেন। ৩য়। ২০। ৪৫

সেই কিন্নরেরা ভগবান্ পরমেষ্ঠী কর্ত্তৃক ত্যক্ত প্রতিবিম্বরূপকে লইয়া তাহাতে সংযুক্ত হওত যুগলমিলনে, কর্ম্ম দ্বারা প্রতি ঊষাকালে তাঁহারই লীলা কীর্ত্তনাদি করিয়া থাকেন। হে বিদুর! সেই ভগবান্ এইরূপ চেষ্টাযুক্ত সূক্ষ্মদেহে যখন অঙ্গাদি বিস্তার করিয়া শয়ান রহিলেন; তখন দেখিলেন যে, কোন ক্রমেই তাঁহার সৃষ্টির বৃদ্ধি হইল না। তখন তিনি বহু চিন্তা করিতে করিতে, ক্রোধ নামক অবস্থার প্রকাশ করিলেন। পরে সেই ক্রোধ হইতে ভোগাদিযুক্ত একটী শরীর সৃজন করিলেন। ৩য়। ২০। ৪৬। ৪৭

হে অঙ্গ! ব্রহ্মা এই যে দেহ প্রকাশ করিলেন, এই সূক্ষ্মদেহ হইতে কেশসমূহ প্রচ্যুত হইলে, তাহা হইতে অহি সমস্তের প্রকাশ হইল। অঙ্গ বিস্তীর্ণ করিতে পারে বলিয়া তাহাদের সর্প কহে, ক্রোধযুক্ত বলিয়া ক্রুর কহে, অতি তীব্রগামী বলিয়া নাগ কহে। ভোগযুক্ত বলিয়া বিস্তীর্ণশিরোধারী কহে। ৩য়। ২০। ৪৮

ব্যাখ্যা। কেশের অপরার্থ অতি ক্ষুদ্রাংশ। পূর্ব্বোক্ত যে সূক্ষ্ম আত্মমণ্ডিত কারণদেহের কথা বলা হইল, তদ্গত চেষ্টার অংশসমূহ হইতে শোক ও দুঃখাদি নামক ভোগ প্রকাশ হইয়া থাকে; উহাদেরই পুরাণে অহি বলিয়া বর্ণনা করা হইল। দুঃখাদির আগমন গমনাদি অতি সূক্ষ্ম; এই জন্য সর্পের ন্যায় তীব্রগামী। উহারা সর্ব্বদা অভাব বোধক এই জন্য ক্রুর। পরমপদকে ত্বরায় আবরণ করিতে পারে বলিয়া বিস্তীর্ণ। উহাদের উৎপত্তি নিবৃত্তির কারণ বহু, এই জন্য বহুশিরোধারী বলা হইল। এই সর্ব্ব চেষ্টাযুক্ত সূক্ষ্ম জীবদেহে আত্মা স্বভাবতঃ প্রকাশ হইয়া ক্রমে কিঞ্চিৎ স্থূল ভাবে আগমন করিলেন তাহাই পরে বর্ণিত হইতেছে।

হে বিদুর! এইরূপে সূক্ষ্মশরীর প্রকাশ করিয়া, ব্রহ্মা যখন আপনাকে চরিতার্থ মনে করিলেন; তখন আপনার মনোদ্বারা জীবসমূহের পালনকারী মনুসমূহকে সকলের শেষে সৃজন করিলেন। ৩য়। ২০। ৪৯

সেই আত্মময় ঈশ্বর আপনার পুরুষরূপী শরীর লইয়া সেই মনুগণকে দান করিলেন। সেই দেহধারী পুরুষাকার মনুসমূহকে দেখিয়া পূর্ব্বসৃষ্ট লোকসমূহ প্রজাপতিকে অত্যন্ত প্রশংসা করিতে লাগিলেন। ৩য়। ২০। ৫০

ব্যাখ্যা। জীবসমূহ বলিতে পূর্ব্বপূর্ব্ব জগতের প্রকাশাবস্থায় যত প্রকার জীবের প্রকাশ হইয়াছিল, তাহাদের অদৃষ্ট। পালনকারী বলিতে সেই অনুরূপ অদৃষ্ট। সেই অদৃষ্টানুসারে পূর্ব্বোক্ত ইন্দ্রিয়াদি ও চেষ্টাদি সংযুক্ত করত তাহাদের লীলা করিতে দেন বলিয়া, সেই সংহত কারণাত্মক কর্ত্তব্য বোধক জগৎচৈতন্যকে সূক্ষ্মার্থে মনু কহে। মনুটী এ স্থলে মনোময় দেহ। কারণ উহাদ্বারাই জীবে আত্মা অর্থাৎ অদৃষ্টানুসারে দেহ ও তৎ কর্ত্তব্য প্রাপ্ত হইয়া সংসারে কার্য্য করে। জ্ঞানাদি বৃত্তিকে এ স্থলে পূর্ব্বসৃষ্ট লোক বলা হইল। উহারা এইরূপ সংযোগতত্ত্ব অর্থাৎ ব্যষ্টি ও সমষ্টিকৃত ব্রহ্মকার্য্য অনুভব করিয়া, তাঁহাকেই প্রশংসা করেন ইহাই বুঝিতে হইবে। এই প্রশংসাটীকেও ভক্তির উদ্রেকার্থে ব্যাসের মনোভাব বলিয়া বুঝিতে হইবে। প্রকৃত তত্ত্বজ্ঞানকে রূপকে প্রকাশ করিয়া জীব ও আত্মারূপী ব্রহ্মাকে পরে দেবগণ ধন্যবাদ দিতেছেন।

পূর্ব্বসৃষ্ট দেবগণেরা কহিলেন :—হে জগৎস্রষ্টা! আপনি এই কার্য্য করিয়া আমাদের কৃতার্থ করিলেন, কারণ ঐ মনুসমূহের উপদিষ্ট ক্রিয়ার দ্বারা আমরা হবিঃ প্রভৃতি লাভ করিতে পারিব। ৩য়। ২০। ৫১

হে বিদুর! অনন্তর ভগবান্ ব্রহ্মা হৃষিকেশ ভাব ধারণ করত তপস্যা, বিদ্যা, যোগ ও সমাধি প্রভৃতি দ্বারা ঋষিপ্রজা সৃজন করিলেন। ৩য়। ২০। ৫২

ভগবান্ অজ, সেই প্রজাদিগকে আপনার দেহের অংশ স্বরূপ সমাধি, যোগ, তপস্যা, ঐশ্বর্য্য বিদ্যাদি ও বৈরাগ্যাদি দান করিলেন। ৩য়। ২০। ৫৩

ইতি শ্রীভাগবতে তৃতীয়স্কন্ধে বিংশাধ্যায়ে উপেন্দ্রকৃতানুবাদ সমাপ্ত।

ব্যাখ্যা। একপঞ্চাশৎ শ্লোকে মনুর কার্য্য প্রকাশ করিতে যে, কর্ম্মাদি ও হবি প্রভৃতির কথা বলা হইল উহা রূপক। উহার প্রকৃত ভাব এই যে:—পার্থিব নৃপতি মনুগণের নিয়মে যেমন ঈশ্বরের উদ্দেশে যজ্ঞাদি করা হয়, তাহাতে ঈশ্বর তুষ্ট হয়েন। তদ্রূপ কর্ত্তব্যরূপী মনুদ্বারা দেহজগতে চেষ্টাদি কৃত হইলে জ্ঞানপ্রভৃতি চরিতার্থ হয়েন। ইহাই প্রকৃতার্থ। যোগ, তপস্যাদি, বিদ্যাদিও স্বভাবতঃ মনুষ্যে অর্থাৎ পরমার্থসম্পন্ন জীবে লাভ করে। ব্রহ্মা তাহাদের ঋষিগণের জন্য অর্থাৎ সত্ত্বগুণীগণের জন্য প্রকাশ করিলেন, এবং আপনিও তাহাদের সহিত ঋষিভাব ধারণ করিলেন। প্রকৃত ভাব এই যে, স্বভাবতঃ যাহা কিছু জীব-জগতে প্রকাশ হইয়াছে, তাহা আত্মা হইতেই প্রকাশ হইয়াছে। পরে স্থূলসৃষ্টির কথা এক-বিংশাধ্যায়ে প্রকাশ হইবে।

ইতি শ্রীভাগবতে তৃতীয়স্কন্ধে বিংশাধ্যায়ে উপেন্দ্রকৃতাধ্যাত্ম ব্যাখ্যা সমাপ্ত।

অথ একবিংশ অধ্যায়।

ব্রহ্মার ও ব্রহ্মসৃষ্টির সংবাদ শ্রবণ করিয়া বিদুর অতিমাত্র আনন্দিত হইয়া শ্রীমৈত্রেয়কে কহিলেন :—হে ভগবান্! ব্রহ্মা যে মনুকে প্রকাশ করিলেন, শুনিয়াছি, তিনি মৈথুন দ্বারা প্রজা সৃজন করিয়াছিলেন, আপনি সেই অতি পবিত্র মনুবংশের কথা আমাকে বলুন। ৩য়। ২১। ১।

হে ঋষি! আমি শুনিয়াছি, প্রিয়ব্রত উত্তানপাদ নামক সেই ব্রহ্মজাত মনুর দুইটী পুত্র ছিল; তাহারা ধর্ম্মানুসারে এই সপ্তদ্বীপবতী পৃথিবীকে পালন করিত। ৩য়। ২১। ২।

হে পবিত্রময়! আপনি বলিয়াছিলেন, সেই মনুর দেবহূতি নামে একটী কন্যাও ছিল; প্রজাপতি কর্দ্দমের সহিত তাঁহার বিবাহ হইয়াছিল। ৩য়। ২১। ৩।

সেই মহাযোগী সমস্ত যোগলক্ষণে মণ্ডিত থাকিয়াও সেই মনুকন্যাকে প্রাপ্ত হইয়া তৎসংযোগে কিরূপে প্রজা সৃজন করিলেন, তাহা শুনিতে আমার অত্যন্ত ইচ্ছা হইয়াছে, আমাকে বলুন। ৩য়। ২১। ৪।

আরও শুনিয়াছি, ব্রহ্মার রুচি ও দক্ষ নামক পুত্রদ্বয়ও মনুর কন্যাকে বিবাহ করেন, তাঁহারাও মানবী ভার্য্যা লাভ করিয়া, কিরূপ প্রজা সৃজন করেন, তাহা আমাকে বলুন। ৩য়। ২১। ৫।

ব্যাখ্যা। এই একবিংশতি অধ্যায়ে সংসারী হইয়াও তপোবিদ্যা দ্বারা বিষ্ণুকে কিরূপে পরিতোষ করা যায়, তাহাই কর্দ্দম প্রজাপতির সহিত মনুর কন্যার বিবাহবিষয়ে বর্ণিত হইবে।

বিদুরের কথা শ্রবণ করিয়া পরমাহ্লাদে শ্রীমৈত্রেয় ঋষি কহিলেন :—দেখ বৎস! ভগবান্ ব্রহ্মা কর্দ্দমকে সৃজন করিয়া প্রজা সৃজন করিতে অনুমতি করিলেন। সেই ব্রহ্ম-অনুমতি-মতে ঋষি কর্দ্দম দশ সহস্র বৎসর পর্য্যন্ত সরস্বতীর তীরে তপস্যা করিতে থাকেন। সেই আদিপুরুষ কর্দ্দম পূজাদি কর্ম্ম—যোগের দ্বারা অভ্যাস করিয়া তৎসহযোগে ভক্তের একমাত্র অভাবমোচনকারী ও বরদাতা হরিকে সেবা করেন। ৩য়। ২১। ৬। ৭।

অনন্তর সেই কমললোচন ভগবান্ সত্যযুগ উপস্থিত হইলে কর্দ্দমের সেবায় তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে আপনার শব্দব্রহ্মময়রূপে দেখা দিলেন। ৩য়। ২১। ৮।

ব্যাখ্যা। শব্দ বলিতে বেদ বা আত্মোদ্ভূত উপায়, সেই আত্মোদ্ভূত যে উপায় হইতে ভক্তি দ্বারা ভগবান্ আকর্ষিত হইয়া ভক্তের অভাব নাশ করেন, সেই উপায়ে কর্দ্দমকে দেখা দিলেন। বিশেষতঃ এই উভয় শ্লোক দ্বারা দেখান হইল যে, ঈশ্বরপরায়ণ হওয়াই মানবের আদি ধর্ম্ম। কারণ জগতের সকল আদিম বিবরণে সকলকেই ঈশ্বরপরায়ণ বলিয়া দেখা যায়। সেই আদিম অবস্থা যত প্রাচীনত্বে পরিণত হয়, ততই মানব মায়াবরণে আবৃত হইয়া, সত্যপথ হইতে সমন্বিত হইয়া, বিকার প্রাপ্ত হইয়া থাকে।

সেই ঋষি আপন সমাধিবলে ঈশ্বরকে এই ভাবে প্রত্যক্ষ করিলেন :—তিনি যেন

সকল প্রকার বিকারশূন্য জ্যোতির্ম্ময় ভাবধারী, তাঁহার কণ্ঠে যেন শ্বেত পদ্ম ও শ্বেতোৎপলের মাল্য শোভিত রহিয়াছে; তাঁহার কমলনিভ বদনমণ্ডলের পশ্চাতে যেন অতি নিবিড় নীলকুন্তলাবলী রহিয়াছে, শক্তিরূপিণী বিরজা যেন তাঁহাতে লীন রহিয়াছে। তাঁহার শিরোদেশে কিরীট, কর্ণে কুণ্ডল, তাঁহার প্রিয় হস্তে শঙ্খ, চক্র ও গদা রহিয়াছে; অপর হস্তে তিনি যেন পদ্ম লইয়া ক্রীড়া করিতেছেন। আর তিনি মৃদু মৃদু হাসিতেছেন, যেন সেই হাস্য-দর্শনে সকলের মন পবিত্র হয়। তিনি যেন শূন্যদেশে গরুড়ের স্কন্ধের উপরে আপনার কমল চরণ-যুগল বিন্যস্ত করিয়া আছেন। বক্ষঃদেশে সকল ঐশ্বর্য্যের শোভা রহিয়াছে, কণ্ঠে নীল কৌস্তভ শোভিত রহিয়াছে। ৩য়। ৯। ১০। ১১।

পবিত্র প্রীতিপূর্ণাত্মা সেই ঋষি এই রূপধারী ভগবান্‌কে দেখিয়া মনোরথ সফল হইল ভাবিয়া, অতিমাত্র আনন্দে ভগবানের উদ্দেশে ভূমে মস্তক স্পর্শ করতঃ কৃতাঞ্জলি হইয়া অতি মনোহর বাক্যে আত্ম নিবেদন করিতে লাগিলেন। ৩য়। ২১। ১২।

ব্যাখ্যা। এই সাকার-বর্ণনাটী সমস্তই নিরাকারত্বের কল্পনামাত্র। বিকারশূন্য বলিতে ভূততন্মাত্রাদি ও মায়াচেষ্টাদিশূন্য; ঈশ্বর যদি এইরূপ স্থূলভাবহীন ও জ্যোতির্ম্ময় হইলেন, তখন তাঁহার দেহের গঠন কিরূপে সম্ভবে? মাল্যাদি পরিধানই বা কিরূপে সম্ভব হয়? কর্দ্দমোক্তিতে ব্যাসের মনোভাব এই যে;—ভগবান্ দিবারাত্রি সর্ব্বদাই তত্ত্বগ্রামাদি ধারণ করিয়া আনন্দে উন্মত্ত আছেন। এই জন্য পদ্মকে দিবাভাগীয় অলঙ্কার ও উৎপলকে নিশাভাগীয় অম্লান অলঙ্কারধারী বলা হইল। এইরূপ অলঙ্কারের তাৎপর্য্য এই যে;—ঈশ্বর সৃষ্টি-প্রচারকালে ও তত্ত্বাদি মণ্ডিত নিশায় অর্থাৎ প্রলয়কালেও তত্ত্বাদি দ্বারা মণ্ডিত থাকেন। তিনি সৎস্বরূপ সর্ব্বকারণময় হইয়া বর্ত্তমান আছেন, বুঝিতে হইবে। এইরূপে অতি গূঢ় ভাবসমূহকে ফুল পুষ্পাদির ও কৌস্তভাদির ন্যায় ঈশ্বরপক্ষে সকল পুরাণ ও তন্ত্রে বর্ণনা করা হয়। গরুড় বলিতে কর্ম্ম ও জ্ঞানময় পক্ষধারী বেদরূপী পক্ষী বা আত্মোদ্ভূত উপায়। ঈশ্বর সেই আত্মজ্ঞানের অন্তরে থাকিয়া সাধকের ভক্তির অভাব মোচন করেন। ইহাই তাৎপর্য্য, পরে দ্বাদশ শ্লোকের তাৎপর্য্য এই যে;—কিরূপ হইলে ঈশ্বরকে দেখা যায়?—না—কর্দ্দম পবিত্র প্রীতিতে আপনাকে কহিলেন। প্রীতি বলিতে সর্ব্বদা ঈশ্বরে একান্তানুরত হওয়া। পরে কর্দ্দমোক্তিতে ব্যাসদেব ব্রহ্মস্তবাবলী প্রকাশ করিতেছেন।

ঈশ্বরকে হৃদয়ে দর্শন করিয়া ঋষি কর্দ্দম কহিলেন:—হে স্তবের আধার! যাঁহাকে দেখিয়া যোগীগণে ভীষণ কঠিন যোগ দ্বারা পদ্মকে পবিত্র করিয়া থাকেন, আপনি সেই বস্তু হইতেছেন। আপনি সমস্ত পদার্থের অন্তর্গত সত্য কারণ হইতেছেন। অদ্য সেই আপনাকে দেখিয়া আমার চক্ষু ও জন্ম সার্থক হইল। হে ঈশ্বর! যে সকল কামনা করিয়া লোকে নরকে পতিত হয়; আপনার মায়ায় মোহিত হইয়া সেই সকল সকামী হতবুদ্ধি জনেও যদি আপনার ভবসাগরের একমাত্র তরণীস্বরূপ চরণকমলের উপাসনা করে, আপনি তাহাদেরও কামনা পূর্ণ করেন। ৩য়। ২১। ১৩। ১৪।

হে ঈশ্বর! আপনি কল্পদ্রুমের স্বরূপ, ইহা আমি বিশেষরূপে জানিয়াও সকাম হইতে ইচ্ছা করিয়া গৃহস্থাশ্রম লাভ করিতে ইচ্ছা করিয়াছি। আপনার চরণ-কমলকে সকল পুরুষার্থের মূল বলা যায়; এবং নারীরূপী ধেনুই ধর্ম্ম, অর্থ ও কাম এই ত্রিবর্গ দান করিয়া থাকেন। অতএব আমি সেই ভার্য্যা গ্রহণ করিতে কামনা করিয়া আপনার শরণ লইলাম, জানিবেন। ৩য়। ২১। ১৫।

হে ঈশ্বর! আপনি প্রজাপতি; আপনার বাক্য আশ্রয় দ্বারা ইহসংসারে সকলেই কামমোহিত হইয়া পশুবৎ বদ্ধ রহিয়াছে। আমিও আপনার সেই আজ্ঞা পালন করিতে ইচ্ছা করিয়াছি। হে ধর্ম্মময়! হে কামময়! আমি ভার্য্যা লইয়া আপনার পূজোপকরণ বহন করিব, ইহাও আশা করিয়াছি। ৩য়। ২১। ১৬।

ব্যাখ্যা। চতুর্দ্দশ শ্লোকের তাৎপর্য্য এই যে;—নিষ্কামী ব্যক্তি ত ঈশ্বরকে ভজনা করে, কিন্তু সকামী ব্যক্তিও ঈশ্বরকে উপাসনা করিলে ঈশ্বর তাহাকে আত্মদর্শন দেন। পঞ্চদশ শ্লোকের তাৎপর্য্য এই যে;—সংসারটী ঈশ্বরের লীলাক্ষেত্র মাত্র। সেই সংসারী হওয়াতে ঈশ্বরকে কাল ও প্রজাপতি ও কর্ম্মরূপীরূপে ভাবনা করাতে, সংসাররসের অমৃত আস্বাদন হইয়া থাকে। অতএব ঈশ্বরে মনোনিবেশ করিয়া তল্লীলাক্ষেত্রে সংসারী হওয়া উচিত, কারণ তদ্ভিন্ন সকল রসের আস্বাদ লাভ হয় না।

(হে ঈশ্বর! আপনি এমন বস্তু) যে যাহারা আপনার ভক্ত, তাঁহারা আপনার কোন প্রকার ঐশ্বর্য্যযুক্ত লোক বা কোন লোকবাসী আত্মীয়রূপী পশুসকলের আবশ্যকতা রাখেন না; তাঁহারা ব্রহ্মাণ্ডের সমস্ত উপভোগ্য বস্তু ত্যাগ করিয়া আপনার চরণরূপী আতপত্রের আশ্রয় গ্রহণ করিয়া থাকেন। বিশেষতঃ তাঁহারা তদীয় গুণকথারূপী মধুর অমৃতোপম আস্বাদন গ্রহণ করিয়া ক্ষুৎপিপাসাদি দেহধর্ম্ম নির্ব্বাপিত করিয়া থাকেন। ৩য়। ২১। ১৭।

(হে ঈশ্বর! সেই ভক্তগণের এমন প্রভাব যে;) এই ব্রহ্মাণ্ডরূপ রথে একটী চক্র আছে, সেই চক্র দ্বারা ব্রহ্মাণ্ডরথ সতত ঘুরিতেছে; সেই চক্রের মধ্যে অধিমাস লইয়া ত্রয়োদশটী মধ্যাংশ আছে। তিনশত ষষ্টিটী পর্ব্ব আছে; ছয়খানি বেষ্টনী আছে, তিনটী নাভি আছে এবং তাহার মধ্যে অনন্তচ্ছদ বা পাখী আছে; এই সকলের সমবায়ে তাহারা জগৎকে আচ্ছাদন করিয়া অতি করালবেগে ঘূর্ণিত হইতেছে, কিন্তু ভক্তগণের আয়ুকে তাহা স্পর্শ করিতে পারিতেছে না। ৩য়। ২১। ১৮।

হে ভগবান্! আপনি অদ্বিতীয় হইয়াও জগৎ সৃজনের জন্য আপনা হইতেই যোগমায়াকে দ্বিতীয়া করিয়া তৎসহযোগে আপনি দুই হইয়া থাকেন এবং উর্ণনাভ যেমন আপন শক্তি দ্বারা তন্তু বিস্তার করিয়া জাল প্রস্তুত ও হরণাদি করে, তদ্রূপ আপনিও আপনার শক্তিসহযোগে এই ব্রহ্মাণ্ডকে সৃজন ও পালন করতঃ অন্তে গ্রাস করেন। (অতএব আপনার অসাধ্য কি আছে?)। ৩য়। ২১। ১৯।

ব্যাখ্যা। এই শ্লোকের তাৎপর্য্য এই যে:—ঈশ্বর যদি নিরুপাধি ও নিষ্ক্রিয় হইলেন, তবে তাঁহার দ্বারা কিরূপে কামনা পূর্ণ হইতে পারে? সেই সন্দেহনাশার্থ ব্যাস বলিলেন; ঈশ্বর স্বতঃ নিষ্ক্রিয় বটেন, কিন্তু জগৎপক্ষে তিনি কর্ম্মী বা দ্বৈত; যখন আপনার শক্তি ও আপনি উভয়ে মিলিয়া এই জগদাদির পালন করেন, তখন তাঁহার নিকটে কামনা করিলে তিনি আত্মশক্তিকে পূর্ণ করিতে পারিবেন।

হে ব্রহ্মাণ্ডের অধীশ্বর! আপনি আমাদের ভোগের জন্য মায়াসহযোগে সূক্ষ্ম ভূতাংশ-সমূহ প্রকাশ করিতেছেন; (তজ্জন্য উহাদের ভোগ করিতে আমার ইচ্ছা হইতেছে), যদি ভক্তগণের পক্ষে উহা আপনার অভীপ্সিত না হয়; তাহা হইলে আমি যে ভোগেচ্ছা ইচ্ছা করি, ঐ ভোগ্যবস্তুসমূহ দ্বারাই আপনার অনুগ্রহ প্রাপ্ত হই; কারণ আমরা ভোগময় হইয়া আপনাকে মায়ারূপী তুলসীদ্বারা আচ্ছাদিত ভগবান্ বলিয়া সদা সর্ব্বদা দেখিতে পাইব। ৩য়। ২১। ২০।

হে ঈশ্বর! আপনি নিজ মায়াতে কর্ম্মময় করিয়া যে জীবজগৎকে আচ্ছন্ন করিয়াছেন, সেই মায়াময় কর্ম্মতন্ত্র আপনাকে অনুভব করিতে পারিলেই নাশ হইয়া থাকে। এই জন্য কি সকামী কি নিষ্কামী সকলেই আপনার পাদপদ্ম ভজনা করে, বিশেষতঃ আপনি সকামি-গণকে অল্প চেষ্টাতেই আকর্ষণ করেন, অতএব আপনাকে প্রণাম করি। ৩য়। ২১। ২১।

ব্যাখ্যা। এই শ্লোকের তাৎপর্য্য এই যে:—নিষ্কামিগণ অনেক সাধ্য সাধনা করিতেছেন; সকামিগণ অল্পায়াসেই ঈশ্বরকে তুষ্ট করিতে পারেন। কারণ কর্ম্মময় ভোগ-হইতে সহজেই শান্ত ভোগান্ত হয়। সেই আসক্তি নাশ হইলেই নিষ্কাম ভাবের আবেশ-মাত্রেই ঈশ্বর লাভ হইয়া থাকে বা জীবে জীবন্মুক্ত হইয়া থাকে। এই স্থানে ব্যাসদেব কর্ম্মদ্বারা জ্ঞান ও জ্ঞানসহযোগে মুক্তি হয়, ইহাই বুঝাইলেন।

এতদ্বর্ণনান্তর বিদুরকে সম্বোধন করিয়া শ্রীমৈত্রেয় কহিলেন:—

হে বিদুর! সেই গরুড়ের পক্ষোপরি শোভমান ও মৃদু মৃদু প্রেমকটাক্ষে বিকুঞ্চিত ভ্রূযুগলধারী পদ্মনাভ হরি, কর্দ্দমের পূর্ব্বোক্ত মায়াগর্ভ নিবেদনশ্রবণে পুলকিত হইয়া অমৃতময় বাক্যে তাঁহাকে কহিলেন। ৩য়। ২১। ২২।

হে প্রজাপতি কর্দ্দম! তুমি যে কামনা করিয়া তপস্যা দ্বারা আমাকে পূজা করিয়াছ, আমি তোমার সেই মনোবাণী ইতিপূর্ব্বে জানিতে পারিয়া, তৎসম্পাদনের উপায়ও করিয়া রাখিয়াছি। ৩য়। ২১। ২৩।

হে প্রজাধ্যক্ষ! যাহারা আপনাদের আত্মা লইয়া আমাতে সংযত করতঃ কামনা করে; মদর্পণহেতু তাহাদের কল্পনা কখনই নিষ্ফল হয় না, ইহা নিশ্চয় জানিবে। ৩য়। ২১। ২৪।

হে কর্দ্দম! যিনি প্রজাপতিগণের পতি এবং সমস্ত জগতের সম্রাট্; যিনি

অভ্যুদয় ও সদাচারাদি দ্বারা মঙ্গলময়; সেই মহাত্মা সর্ব্বত্র মনু নামে বিখ্যাত; তিনি সপ্ত সাগরে বেষ্টিত পৃথিবীর মধ্যস্থ ব্রহ্মাবর্ত্তনামক স্থানে বাস করিয়া সর্ব্বত্র শাসন করিয়া থাকেন। ৩য়। ২১। ২৫।

হে ব্রহ্মপুত্র! সেই ধর্ম্মকোবিদ্ রাজর্ষি মনু আপনার শতরূপা নাম্নী মহিষীর সহিত পরশ্ব দিবস তোমাকে দেখিবার জন্য এস্থলে আসিবেন। ৩য়। ২১। ২৬।

তাঁহার সহিত তাঁহার এক অতি সুন্দরী যুবতী ও গুণবতী কন্যা আসিবে; সেই মনু, তোমাকে তাঁহার কন্যার অনুরূপ স্বামী দেখিয়া তাঁহাকে দান করিবেন। ৩য়। ২১। ২৭।

হে ব্রহ্মন্! তুমি যে নারী কামনা করিয়া এতাধিক বৎসর যাবৎ তপস্যা করিতেছিলে, হে বৎস! সেই রাজকন্যা এক্ষণে তোমাকে স্বামীরূপে ভজনা করিবেন। ৩য়। ২১। ২৮।

হে বিপ্র! সেই কামিনী তোমার বীর্য্য ধারণ করিয়া নববিধ সন্তান প্রসব করিবেন; মরীচ্যাদি ঋষিগণ আবার সেই সন্তানগণকে বিবাহ করিয়া তাহাদের গর্ভ হইতেও পুত্রাদি উৎপাদন করিবে, ইহা জানিও। ৩য়। ২১। ২৯।

হে ব্রহ্মপুত্র! তুমি শুদ্ধসত্বগুণে মণ্ডিত হইয়া আমার আজ্ঞা প্রতিপালন কর, এবং সংসারের সমস্ত কর্ম্ম করিয়া তাহার ফলকে আমাতে অর্পণ করিও, তাহাহইলে তুমি অন্তে আমাকে প্রাপ্ত হইবে। ৩য়। ২১। ৩০।

হে কর্দ্দম! তুমি সর্ব্ব জীবের প্রতি দয়া করিবে, আত্মজ্ঞান দ্বারা সকলকে অভয় প্রদান করিবে; বিশেষতঃ আপনার মনে তোমার আত্মাকে এবং জগৎকে আমাতে সংলিপ্ত ও এক ভাবিয়া দেখিবে। ৩য়। ২১। ৩১।

হে ব্রহ্মপুত্র! হে মহামুনে! তুমি ঐ গার্হস্থ্যাশ্রমে কার্য্য আরম্ভ করিলে, তোমার ক্ষেত্রে দেবহূতির গর্ভে তোমার বীর্য্যের সহিত মিলিত হইয়া আমি আপনার পূর্ণাংশের এক কলাতে আবির্ভূত হইব, এবং সংসারের হিতার্থে তত্ত্বজ্ঞান-সংহিতা প্রকাশ করিব। ৩য়। ২১। ৩২।

এই সমস্ত বর্ণনা করিয়া শ্রীমৈত্রেয় ঋষি বিদুরকে সম্বোধন করিয়া কহিলেনঃ—হে বিদুর! সেই প্রত্যগক্ষজ ভগবান্ কর্দ্দমকে এই রূপ আশ্বাসিত করিয়া সরস্বতীপরিবৃত বিন্দুসরসীতটস্থ কর্দ্দমের আশ্রম হইতে প্রস্থান করিলেন। ৩য়। ২১। ৩৩।

ব্যাখ্যা। সরস্বতী-পরিবৃতা বিন্দুসরসী বলিতেঃ—জ্ঞানবহা সুষুম্না নাড়িকে সরস্বতী কহে। ঐ সুষুম্না পৃষ্ঠদণ্ডের মধ্যস্থা হইয়া ক্রমে শিরোদেশ দিয়া ব্রহ্মতল বেষ্টন করিয়া কপোলদেশে আবদ্ধ আছে। ঐ ব্রহ্মতল হইতে জ্ঞানের আবির্ভাব হয়; এই জন্য ওঁকার বিন্দু বা ঈশ্বরানুমান, ঐ স্থানস্থ শক্তিদ্বারা হইয়া থাকে বলিয়া রূপকে বিন্দুসরোবর বলা হইল। সরোবর বলিবার তাৎপর্য্য এই যেঃ—স্বভাবথাদ সরোবর হইতে যেমন নদী প্রবাহিতা হইয়া তটভূমিকে সিক্ত করে, তদ্রূপ জ্ঞানাকরস্বরূপ ব্রহ্মতল হইতে জ্ঞানস্রোত ও চৈতন্যস্রোত সুষুম্না দ্বারা সর্ব্ব দেহে ব্যাপ্ত হয়। ঐ স্থানে যোগবলে চিন্তা করিতে করিতে কর্দ্দম ঈশ্বরানুভব করিয়া পূর্ব্বোক্ত উপায় সমস্ত জ্ঞাত হইলেন, ইহাই তাৎপর্য্য। মননশীল-

মাত্রেই ভবিষ্যৎ ঘটনাকে বর্ত্তমানে বুঝিতে বা জানিতে পারে; কর্দ্দমও তাহা পারিয়াছিলেন; সেই মহিমাকে উক্তিপ্রত্যুক্তিরূপে ব্যাসদেব পুরাণে বর্ণনা করিলেন। ঐ রূপ শান্তি ও পবিত্রতা জগতের মধ্যে যে স্থানে পাওয়া যায়, সেই নদীকেও তজ্জন্য সরস্বতী কহে; উহা লৌকিকার্থ।

হে ভারত! যে পথে সদা সর্ব্বদা সিদ্ধেশ্বরগণ সমবেত হইয়া ঈশ্বরকে প্রসন্ন করিবার জন্য সামমন্ত্রের দ্বারা স্তব উচ্চারণ করিয়া থাকেন; সেই সর্ব্বসিদ্ধপ্রদ বৈকুণ্ঠমার্গমধ্যস্থ হইয়া ভগবান্ সকলের স্তব শুনিতে শুনিতে গরুড়পৃষ্ঠোপরি আরোহণ করিয়া তৎপক্ষোচ্চারিত সাম শ্রবণ করতঃ গমন করিতে লাগিলেন। ৩য়। ২১। ৩৪।

ব্যাখ্যা। এই রূপ সিদ্ধমার্গ বলিতে বেদোক্ত পবিত্র পথ বা অবস্থা, যে অবস্থায় আত্মামধ্যে ঈশ্বর প্রত্যক্ষ হয়েন। এস্থলে ঈশ্বর কামনা পূর্ণ করিতে প্রয়াস পাইয়াছিলেন, তাহা নহে, যাহারা বেদোক্ত উপায় দ্বারা তাঁহাকে অনুভব করিতে ইচ্ছা করিয়া থাকে, সকলকেই তিনি ঐরূপ দেখা দিয়া থাকেন। সেই আবির্ভাবময় পরমানন্দ-পথকেই বৈকুণ্ঠপথ কহে। গরুড়ের পক্ষোচ্চারিত সাম বলিতে:—বেদমধ্যে গরুড়কে আত্মজ্ঞান কহে, তাহার পক্ষদ্বয়কে ঋক্ ও সাম বেদ কহে। আত্মা যজু বা যজ্ঞাদি কর্ম্মার্থ ব্যস্ত হইলে তাহার প্রবৃত্তি-নিবৃত্তিবাচক বিধিরূপে ঋক্ ও সাম বেদোক্ত উপায় সমস্ত স্বতঃ প্রকাশিত হইয়া থাকে। অতএব আত্মা আত্মজ্ঞান দ্বারা ঈশ্বর সন্দর্শন করিতে পারেন, ঈশ্বরও আত্মাকে আধার করিয়া ব্রহ্মাণ্ডে বিহার করেন, ইহাই তাৎপর্য্য।

হে বিদুর! অনন্তর ধর্ম্মরূপী ভগবান্ প্রস্থান করিলে, সেই মহা ঋষি কর্দ্দম বিন্দু সরোবরতীরে ভগবানোক্ত মনুর আগমনকাল পর্য্যন্ত অপেক্ষা করিতে লাগিলেন। ৩য়। ২১। ৩৫।

এদিকে মহামতি মনু স্বর্ণময় রথ ও সুপরিচ্ছদে বিভূষিত হইয়া স্বীয় ভার্য্যা ও কন্যাকে লইয়া যখন পৃথিবী পর্য্যটন করিতেছিলেন; আদিরাজ হঠাৎ সেই সময়েই শান্তব্রত কর্দ্দম মুনির আশ্রমে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। ৩য়। ২১। ৩৬। ৩৭।

হে বিদুর! আদিরাজ মনু আসিয়া দেখিলেন:—যে স্থানে ভগবান্‌কে আত্মসমর্পণ করিয়া প্রসন্ন হইলে ভগবান্ ভক্তের উপর কৃপা প্রদর্শনার্থ উপস্থিত হইয়া আনন্দাশ্রুবিন্দু বিসর্জ্জন করেন, সেই বিন্দু সরোবর রহিয়াছে; সরস্বতী তাহাকে আপ্লুত করিয়া আছেন। সেই বিন্দু সরোবরের জল অতি পুণ্যময় বলিয়া মহর্ষিগণ তাহা সর্ব্বদা সেবা করেন। ৩য়। ২১। ৩৮। ৩৯।

হে ভারত! সেই আশ্রমটীতে পুণ্যময় বৃক্ষলতাসমূহ সুশোভিত ছিল; পবিত্র জাতীয় মৃগসমূহ বিচরণ করিতেছিল; পবিত্র পক্ষিসমূহ কূজন করিতেছিল; তাহার চতুর্দ্দিকে অতি মনোহর উপবন ছিল, তাহাতে সকল ঋতুমত ফলপুষ্পাদিপরিপূর্ণ বৃক্ষ ছিল। ৩য়। ২১। ৪০।

সেই আনন্দময় আশ্রমের এমনি আনন্দ প্রভাব যে:—পক্ষিগণ আনন্দে উন্মত্ত হইয়া ধ্বনি করিতেছিল, ভ্রমরগণ উন্মত্ত হইয়া গুন্‌গুন্ গান করিতেছিল, ময়ূর ময়ূরীগণ পুচ্ছ বিস্তার করিয়া কেকারবে নৃত্য করিতেছিল। কোকিলগণ উন্মত্ত হইয়া কাকলি করিতেছিল। ৩য়। ২১। ৪১।

সেই আনন্দময় উপবনটী, যেন:—কদম্ব, চম্পক, অশোক, করঞ্জ, জীরক, কুন্দ, মন্দার, কুটজ, চ্যুত বৃক্ষসমূহ দ্বারা অলঙ্কৃত হইয়াছিল। ৩য়। ২১। ৪২।

সেই সরোবর হংস, কারণ্ডব, প্লব, কুররী, জলকুক্কুট, সারস, চক্রবাক্, চকোর প্রভৃতি জলচর পক্ষিগণ দ্বারা কূজিত ও সুশোভিত ছিল। ৩য়। ২১। ৪৩।

সেই আরণ্যপ্রদেশটী যেন:—হরিণ, বরাহ, সজারু, গবয়, কুঞ্জর, বানরী, গোপুচ্ছ, বানর, মর্কট, সিংহ এবং নকুলাদি বৃহৎ ও ক্ষুদ্র জন্তুগণ দ্বারা পরিবৃত ছিল। ৩য়। ২১।৪৪।

হে বিদুর! অনন্তর অনুচরগণপরিবেষ্টিত আদিরাজ মনু এবম্বিধ মহাতীর্থ দর্শন পূর্ব্বক আশ্রমে প্রবেশ করিয়া প্রজ্জ্বলিত হুতাশনের ন্যায় সেই ব্রহ্মচারব্রত মুনি কর্দ্দমকে দেখিলেন। ৩য়। ২১। ৪৫।

সেই ঋষি বহুকাল হইতে উগ্র তপস্যা করিয়া এতদূর শান্তি লাভ করিয়াছিলেন যে, তাঁহার অঙ্গ হইতে আনন্দজ্যোতিঃ প্রকাশ হইতেছিল, এবং যোগনিমগ্ন অপাঙ্গদৃষ্টি এত উজ্জ্বল হইয়াছিল, যেন অমৃতকণাময় ভগবান্ চন্দ্রমার স্নিগ্ধ জ্যোতিঃ নয়নপ্রান্তে দেখা যাইতেছিল। তাঁহার দেহটী উন্নত ছিল, তাঁহার আঁখিযুগল পদ্ম বা পলাশের ন্যায় প্রশস্ত ছিল, পরিধানে চীরাবৃত ছিল, মহারত্ন যেমন অসংস্কৃতাবস্থায় মলিন থাকে, তদ্রূপ তিনি অসংস্কৃত ছিলেন। ৩য়। ২১। ৪৬। ৪৭।

অনন্তর যখন নরপতি সেই কুটীরের মধ্যে প্রবেশ করিয়া মুনিকে প্রণাম করিলেন, তখন ঋষি (ধ্যান ত্যাগ করিয়া) আশীর্ব্বাদপূর্ব্বক আতিথ্য ও পূজা করিয়া তাঁহাকে গ্রহণ করিলেন। ৩য়। ২১। ৪৮।

মহারাজ মনুদেব যখন ঋষিদত্ত অতি পবিত্র আসনে উপবেশন করিয়া বিশ্রাম করিতে লাগিলেন, সেই সময়ে মুনির মনে ভগবানের আদেশ স্মরণ হওয়াতে তিনি মহীপতিকে ধীরে ধীরে এই সকল মধুর বাণীতে সংবাদ আরম্ভ করিলেন। ৩য়। ২১। ৪৯।

হে বিদুর! মহর্ষি কর্দ্দম, মহামতি মনুকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন:—হে নরপতি! আপনি এই যে পৃথিবী পর্য্যটন-কার্য্য করেন, ইহার দ্বারা সাধুর রক্ষা এবং দুষ্টের বিনাশ সাধিত হইয়া থাকে, এই জন্য আপনি বিষ্ণুর পালিনী শক্তি বলিয়া খ্যাত হইয়াছেন। হে নরপতি! আপনি আবশ্যকমতে সূর্য্য, চন্দ্র, অগ্নি, ইন্দ্র, বায়ু এবং যম, ধর্ম্ম, বরুণাদি দেবতাগণের ধর্ম্ম অবলম্বন করিয়া কার্য্য করেন। অতএব আপনি বিষ্ণুস্বরূপ; আপনাকে নমস্কার করি। ৩য়। ২১। ৫০। ৫১।

হে রাজন্! আপনি যদি;—মণিগণসুশোভিত জয়শীল রথে আরোহণ করিয়া ভীমকোদণ্ড ধারণানন্তর তাহার নাদে শত্রুগণকে সভীত না করেন, এবং আপনার সেনাদলের পদনিপীড়নে যদি এই পৃথিবীমণ্ডল সময়ে সময়ে কম্পিত না হয়; বিশেষতঃ যন্ত্রের ন্যায়

প্রশস্তভাবে যদি আপনি মহতী সেনা লইয়া সর্ব্বত্র ভ্রমণ না করেন, তাহা হইলে সমস্ত বর্ণ, সমস্ত আশ্রমবন্ধন;—যাহা স্বয়ং ভগবান্ জগতের হিতার্থে রচিত করিয়াছেন, তাহা দস্যুগণ দ্বারা উচ্ছৃঙ্খল হইয়া যাইবে; চতুর্দ্দিকে অধর্ম্ম প্রবল হইবে, এবং মানবগণ অলস ও জড় হইয়া থাকিবে। অধিক কি বলিব, নরপতি যদি নিশ্চিন্ত হইয়া অন্তঃপুরে শয়ান থাকেন, তাহা হইলে জগতের সর্ব্বত্র দস্যুদল প্রবল হইয়া সমস্তই নাশ প্রাপ্ত হইয়া থাকে। ৩য়। ২১। ৫২। ৫৩। ৫৪। ৫৫।

অতএব হে বীর! অবশ্যই আপনি কোন সুমহৎ কার্য্যার্থ এ স্থানে আগমন করিয়াছেন; এক্ষণে আমার প্রশ্নমতে অনুগ্রহ করিয়া নিজ মনোভাব ব্যক্ত করুন, আমি হৃদয়ের সহিত অকপটভাবে আপনার কার্য্য সাধন করিবই করিব। ৩য়। ২১। ৫৬।

ইতি শ্রীভাগবতে তৃতীয়স্কন্ধে একবিংশোঽধ্যায়ে উপেন্দ্রকৃতানুবাদ সমাপ্ত।

ব্যাখ্যা। ব্যাসদেব পূর্ব্বোক্ত চারিটী শ্লোকে রাজাদের কর্ত্তব্য কি, তাহা প্রকাশ করিলেন। এস্থলে কর্দ্দম দ্বারা মনুর ঐরূপ সুখ্যাতি করিবার প্রয়োজন এই যে:—রাজারা কখনই প্রয়োজন না হইলে কোথাও গমন করেন না। কিন্তু সেই গমন কেবল পূর্ব্বোক্ত রাজধর্ম্ম প্রতিপালনার্থ ঘটিয়া থাকে। এটী কর্দ্দমের আশ্রম; এস্থানে নরপতির আগমনের কারণ কি, ইহা কর্দ্দম জানিতে চাহিতেছেন; অর্থাৎ ভগবানোক্ত কন্যাদানের কথা যথার্থ কি?—না—তাহাই কর্দ্দম জানিতে চাহিয়াছেন।

ইতি শ্রীভাগবতে তৃতীয়স্কন্ধে একবিংশোঽধ্যায়ে উপেন্দ্রকৃতাধ্যাত্মব্যাখ্যা সমাপ্ত।

অথ দ্বাবিংশ অধ্যায়।

পূর্ব্বকথা সমাপ্ত করিয়া বিদুরকে সম্বোধনকরতঃ শ্রীমৈত্রেয় কহিলেন:—হে বিদুর! যিনি স্বভাবতঃ বহুবিধ সদ্গুণের ও কর্ম্মের আবিষ্কার করিয়া জগতের কল্যাণ সাধন করিয়াছিলেন, সেই সম্রাট্ মনুদেব কর্দ্দম ঋষির মুখে আত্মসুখ্যাতি শ্রবণ করিয়া কিঞ্চিৎ লজ্জিত হইয়া সেই নিবৃত্তিনিরত মুনিকে সাদর সম্ভাষণে কহিলেন। ৩য়। ২২। ১

হে ঋষে! দেখুন, বেদোময় ব্রহ্মা আপন সৃষ্টিকার্য্য প্রবর্ত্তন করিবার ইচ্ছায় আপনার বদন হইতে, তপোবিদ্যাযোগযুক্ত অলম্পটস্বভাবী আপনাদের ন্যায় (ব্রাহ্মণগণের) সৃজন করিয়াছেন। ৩য়। ২২। ২।

সেই সহস্রপাতা আপনার সহস্রবাহু হইতে আপনাদিগের প্রতিপালনের জন্য আমাদের

ন্যায় (ক্ষত্রিয়গণকে) সৃজন করিয়াছেন। অধিকন্তু ব্রাহ্মণগণ ভগবানের হৃদয়ে এবং ক্ষত্রিয়গণ তাঁহার অঙ্গ স্বরূপে সম্বন্ধীভূত হইয়া আবদ্ধ রহিয়াছে। ৩য়। ২২। ৩

হে ব্রাহ্মণ! সেই সদসদাত্মক ও অব্যয়াত্মা হরি এইরূপে পরস্পর অর্থাৎ ব্রাহ্মণ দ্বারা ক্ষত্রিয়ের রক্ষা ও ক্ষত্রিয়ের দ্বারা ব্রাহ্মণের রক্ষার্থ নিয়মাবলী স্থির করিয়াছেন। (ইহাতে আমরা উভয়েই ঈশ্বরানুমোদিত আত্মীয় হইতেছি)। ৩য়। ২২। ৪

ভগবান্ ব্রহ্মা আমাকে প্রকাশ করিয়া, যে প্রজাপালন ও সৃষ্টিবর্দ্ধনজনক ধর্ম্মোপদেশ প্রদান করিয়াছিলেন, সেই উপদেশ কিরূপে প্রতিপালন করিব, সেই বিষয়ে প্রথমে আমার সন্দেহ হইয়াছিল, এক্ষণে আপনাকে দেখিয়া আমার সে সন্দেহ নাশ হইল, জানিবেন। ৩য়। ২২। ৫

হে ঋষে! আপনাকে পাপীগণ দেখিতে পায় না; আমার অত্যন্ত শুভাদৃষ্ট যে, আমি আপনার সাক্ষাৎ পাইলাম এবং আপনার মঙ্গলময় পদরজঃ মস্তকে স্পর্শ করিতে পাইলাম, জানিবেন। ৩য়। ২২। ৬

আপনি যে আমার শাসনাদির বহুবিধ সুখ্যাতি করিলেন; তাহা আমার অত্যন্ত শুভাদৃষ্ট মাত্রই বলিতে হইবে। আপনার পবিত্রময়ী বাণী আমার কর্ণরন্ধ্রে প্রবেশ করিয়া, আমাকে পুলকিত করিয়াছে, ইহাও আমার সৌভাগ্য হেতু জানিবেন। ৩য়। ২২। ৭

হে মুনে! আপনি অতি কৃপালু; দেখুন আমি কন্যাস্নেহে অত্যন্ত ব্যাকুল হইয়া, আপনাকে কিছু বলিতে ইচ্ছা করিতেছি. অনুগ্রহ পূর্ব্বক মাদৃশ দীনের কথা শ্রবণ করুন। ৩য়। ২২। ৮

হে ঋষে! আমার দুহিতা প্রিয়ব্রত ও উত্তানপাদ নামক ভ্রাতার ভগ্নী, এক্ষণে স্বামী অন্বেষণ করিতেছেন। ৩য়। ২২। ৯

দেখুন, যে অবধি মহর্ষি নারদের মুখে আমার কন্যা, আপনার রূপ, শীল ও গুণাদির কথা শ্রবণ করিয়াছেন; সেই অবধি ইনি আপনাকে পতি বলিয়া নিশ্চয় করিয়াছেন। ৩য়। ২২। ১০

হে দ্বিজশ্রেষ্ঠ! আমি মহতী শ্রদ্ধা সহকারে এই কন্যা আপনাকে দান করিতে ইচ্ছা করিয়াছি। ইনি সর্ব্বতোভাবে আপনার গুণের অনুরূপা হইবেন এবং আপনার গার্হস্থ্য কর্ম্মের পক্ষে সহচারিণী হইবেন। অতএব এই কন্যাকে আপনি দয়া করিয়া গ্রহণ করুন। হে মান্য! যে ব্যক্তি সকামী হয়, সে ব্যক্তি কখন উপস্থিতলভ্য বিষয়কে ত্যাগ করে না। অতএব আপনার ন্যায় জ্ঞানী কি প্রকারে ত্যাগ করিতে পারিবেন? ৩য়। ২২। ১১। ১২

যিনি উত্তম অথচ উপস্থিত প্রাপ্তবিষয়কে অনাদর করিয়া অনুপস্থিত বস্তুর আদর করেন, সেই উত্তমাবজ্ঞা হেতু প্রথমে তাঁহার জগৎব্যাপ্ত যশঃ নাশ হয়, পরে ক্রমে ক্রমে মানের হানি হয়। হে মুনে! আমি শ্রবণ করিয়াছি যে আপনি ব্রহ্মচর্য্য সমাপন করিয়া উদ্বাহার্থ উদ্যোগী হইয়াছেন, তজ্জন্য আমি কন্যা লইয়া আপনার সমীপে আসিয়াছি, মদ্দত্ত বিষয়কে আপনি সাদরে গ্রহণ করুন্। ৩য়। ২২। ১৩। ১৪

হে বিদুর! রাজর্ষি মনুর এবম্বিধ বাণী শ্রবণ করিয়া মহর্ষি কর্দ্দম কহিলেন ;—

হে রাজন্! আপনি যাহা বলিলেন তাহা আমার শিরোধার্য্য; কারণ আমি ইতিপূর্ব্ব হইতেই বিবাহের ইচ্ছা করিয়াছি। বিশেষতঃ আপনার কন্যা অপর কাহকেই বিবাহ করিতে প্রয়াস পান নাই এবং উপযুক্ত রূপগুণশালিনী হইতেছেন। ইহাতে তাঁহার সহিত আমার বিবাহ বিধি সঙ্ঘটন হউক। ৩য়। ২১। ১৫

হে নরদেব! বৈবাহিক নিয়মে আপনার কন্যাকে যে শাস্ত্রবিধিতে গ্রহণ করিতে হইবে, তাহা অবিলম্বে সম্পাদিত হউক। যাঁহার স্বাভাবিক অঙ্গকান্তি অলঙ্কারাদিকেও গঞ্জনা প্রদান করিতেছে, এমন সুন্দরী কন্যাকে কোন ব্যক্তি না আদর করিবে? ৩য়। ২২। ১৬

হে রাজন্! আপনার যে কন্যা রাজপ্রাসাদের উপরে কন্দুকক্রীড়া করিতে করিতে যখন বিহ্বলাক্ষী হয়েন, সেই সময়ে যাঁহার অলঙ্কারযুক্ত পদধ্বনি শ্রবণ করিয়া বিমান হইতে গন্ধর্ব্বরাজ বিশ্বাবসুও যেমন তাঁহাকে দর্শন করেন; অপনি তিনিও মুগ্ধ ও বুদ্ধিশূন্য হইয়া অচেতনভাবে পতিত হয়েন। ৩য়। ২২। ১৭

যে সুন্দরী কামিনীর শ্রীচরণোদক সেবা করিবার ইচ্ছা করিলেও কেহ দেখিতে পায় না। যিনি আপনার ন্যায় মহীপতির কন্যা ও উত্তানপাদ নামক বীর্য্যবান্ ভ্রাতার ভগ্নী। এমন কোন বুদ্ধিমান্ আছে যে, সেই প্রার্থনা-কারিণীর প্রার্থনা না পূরণ করিবেন? ৩য়। ২২। ১৮

হে রাজন! আমি উপযুক্ত সময় পর্য্যন্ত আপনার কন্যার ভজনা করিব। পরে যখন আমার তেজঃ কন্যাতে প্রকাশিত হইবে, সেই সময়ে আমি গার্হস্থ্য ত্যাগ করিয়া যে ধর্ম্ম স্বয়ং বিষ্ণু প্রকাশ করিয়াছেন, যাহাতে হিংসাদি নাই, অথচ সতত শান্তি বিরাজ করিতেছে, সেই পরমাহংস্য নামক শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম আশ্রয় করিব। ৩য়। ২২। ১৯

হে রাজন্! যাঁহার দ্বারা এই বিচিত্র বিশ্ব সৃষ্ট হইয়াছে। যাঁহার দ্বারা ইহা প্রতিপালিত হইতেছে, অন্তে যাহাতে বিশ্ব লীন হইবে সেই প্রজাপতিগণের পতি ভগবান্ অনন্তদেবই—আমি ইতিপূর্ব্বে যে প্রতিজ্ঞা করিলাম,—তাহার উপদেষ্টা ও সাক্ষী হইতেছেন। ৩য়। ২২। ২০

বিদুরকে সম্বোধন করিয়া শ্রীমৈত্রেয় কহিলেন :—হে বিদুর! হে উগ্রধন্বন্! অনন্তর মহামতি কর্দ্দম ঋষি মনুদেবকে পূর্ব্বকথা কহিয়া, ভগবান্ অরবিন্দাক্ষের প্রতি মনোনিবেশ পূর্ব্বক কিয়ৎকাল স্থির হইয়া, তাঁহার চিন্তা করিতে লাগিলেন। সেই সময়ে তাঁহার অঙ্গকান্তির সহিত বদনের এমন সৌন্দর্য্য প্রকাশ হইয়াছিল যে, তদ্দ্বারা দেবহূতি লুব্ধা হইতে লাগিলেন। ৩য়। ২২। ২১

কর্দ্দমকে দেখিয়া আপনার দুহিতা ব্যাকুলা হইয়াছেন, ইহা বুঝিয়া রাজর্ষি মনু, আপন মহিষীর অনুমতি লইয়া পুলকিতান্তঃকরণে গুণসমূহের আকর স্বরূপ সেই ঋষিকে তদুপযুক্তা স্বীয় কন্যা সমর্পণ করিলেন। ৩য়। ২২। ২২

অনন্তর মহারাজ্ঞী শতরূপা বিবাহকালে আপন কন্যাকে অতুল সম্পত্তি যৌতুক দিলেন এবং দম্পতীর প্রীতি আকর্ষণ হেতু নানাবিধ বসন ও ভূষণাদি দান করিলেন। ৩য়। ২২। ২৩

অনন্তর মহারাজ মনু কন্যাকে উপযুক্ত পাত্রে অর্পণ করিয়া ব্যথাশূন্য হইলেন, এবং কন্যাসহ জন্মের মত সম্বন্ধচ্ছেদ করিলেন বলিয়া, বিরহোৎকণ্ঠায় কন্যাকে উভয় বাহুতে ধারণ করিয়া, স্নেহে ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। ৩য় ২২। ২৪

(রাজ্ঞীর সহিত মহারাজ) দুহিতাকে আলিঙ্গন করিয়া, অসহ্য বিরহবেগে পরিক্লান্ত হইয়া, বাৎসল্যহেতু অশ্রু বরিষণ করিতে লাগিলেন। তাঁহাদের নেত্রবারি কন্যার কেশে সিঞ্চিত হইতে লাগিল; বিশেষতঃ তাঁহারা "মাতঃ! বৎসে! এইরূপ সম্বোধন করিতে লাগিলেন। ৩য়। ২২। ২৫

অনন্তর মহারাজ মহিষীর সহিত কন্যাকে সান্ত্বনা করিয়া, মুনিবর কর্দ্দমকে আমন্ত্রণ পূর্ব্বক তাঁহার নিকট হইতে বিদায় লইয়া, রথারোহণ করত আপনরাজ্যে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। ৩য়। ২২। ২৬

গমনকালে মহারাজ মনু পবিত্র ঋষিকুল্যার উভয় তট নিরীক্ষণ করিয়া দেখিলেন, সর্ব্বত্রই মুনিগণ আশ্রম করিয়া, সংসার হইতে উপশান্ত হইয়া, ঈশ্বরসেবা করিতেছেন। ব্রহ্মাবর্ত্ত হইতে মহারাজ আগমন করিতেছেন দেখিয়া, চিরসুখী প্রজাগণ অত্যন্ত আনন্দিত হইয়া, গীত স্তুতি ও বাদ্যাদি সহযোগে তাঁহাকে অভ্যর্থনা করিতে লাগিল। ৩য়। ২২। ২৭। ২৮

হে বিদুর! ব্রহ্মাবর্ত্তের মধ্যে বর্হিষ্মতী নামক যে রাজধানী আছে; সেই রাজধানীতে সর্ব্বদা সমস্ত সম্পদ বিরাজ করিত। বিশেষতঃ যজ্ঞবরাহরূপধারী বিষ্ণুর রোমসমূহ ঐ স্থানে পতিত হইয়া উহাকে পবিত্র করিয়াছিল। ৩য়। ২২। ২৯

হে বিদুর। সেই স্থানে কুশ ও কাশ সমূহ পতিত থাকাতে নগরীর সর্ব্বত্র হরিতবর্ণময় দেখা যাইত; বিশেষতঃ সেই স্থানে ঋষিগণ তেজোবলে দানবগণকে পরাভব করিয়া বিষ্ণুকে পূজা করিয়াছিলেন। ৩য়। ২২। ৩০

হে বিদুর! ভগবান্ মনু বরাহমূর্ত্তিধারী যজ্ঞপুরুষের নিকট হইতে ঐ স্থান প্রাপ্ত হইয়া, পৃথিবীর মধ্যে উহার উপরে কুশ ও কাশাদি বিস্তীর্ণ করিয়া, সেই পুরাণপুরুষকে পূজা করিয়াছিলেন। (এই জন্যও কেহ কেহ সেই নগরের নাম বর্হিষ্মতী কহেন) ৩য়। ২২। ৩১

হে বিদুর! সেই নগরের এমন মহিমা যে, তথায় প্রবেশ মাত্রেই আধিভৌতিক আধিদৈবিক ও আধ্যাত্মিকাদি তাপত্রয় নাশ হয়। এমন পরম শান্তিময় নগরে প্রভু মনু ভার্য্যার সহিত বাস করেন এবং প্রজাগণের সহিত সকল কামনা পূর্ণ করেন। ৩য়। ২২। ৩২

ভগবান্ মনু এমন সাধু ছিলেন যে:—বিদ্যাধরীগণের সহিত বিদ্যাধরগণ প্রতি প্রত্যূষে যখন তাঁহার কীর্ত্তি লইয়া স্তব ও বন্দনা করিত; মহারাজ গাত্রোত্থান কালে তাহা না শুনিয়া হৃদয়ে হরিমূর্ত্তি স্মরণ ও শ্রবণে হরিকথা শ্রবণ করিয়া, গাত্রোত্থান করিতেন। ৩য়। ২২। ৩৩

হে বিদুর! বাসনানুসারে কর্ম্মী হইলে, ভোগীকে বিষয়ভোগ আকর্ষণ করে। কিন্তু যাঁহারা ভগবান্ মনুর ন্যায় ভগবৎপরায়ণ ও মুনি তাঁহাদের ন্যায় ভোগীকে ভোগবাসনা কোন রূপে আসক্ত করিতে পারে না। ৩য়। ২২। ৩৪

হে সাধো ! সেই আদিরাজ মনু যত দিন রাজত্ব করিয়াছিলেন ; তাঁহার আবির্ভাবকাল মধ্যে প্রতিক্ষণ তিনি সকল প্রজাবর্গের সহিত হরিনাম শ্রবণ, হরিমূর্ত্তির ধ্যান ও বিষ্ণুলীলা কীর্ত্তন করিতেন এবং অবিরত বিষ্ণুসঙ্কীর্ত্তনাদি রচনাযুক্ত কথা আলোচনা করিতেন। ৩য়। ২২। ৩৫

ক্রমে ক্রমে মহারাজ মনু আপনার আবির্ভাব কাল স্বরূপ একসপ্ততি যুগ অতিক্রম করিলেন। আপনার সমস্ত জীবিতকাল গতিত্রয়ে মণ্ডিত রাখিয়া, বাসুদেব কথার প্রসঙ্গে অতিবাহিত করিলেন। ৩য়। ২২। ৩৬

হে বিদুর ! ভগবান্ মনু, এক জন একান্ত হরিচণাশ্রিত ভক্ত ছিলেন, এই জন্য সমস্ত জীবনে তাঁহাকে শারিরিক্, মানসিক্, ভৌতিক্, বা শত্রুজনিত কোন ক্লেশই সহ্য করিতে হয় নাই। ৩য়। ২২। ৩৭

হে সাধো ! মুনিগণ তাঁহাকে যখন নানাবিধ কর্ম্মোপায় ও আশ্রমাদির সংবাদ জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন ; তখন তিনি সকল প্রাণীর ও সকল মানবাশ্রমের পরম হিতকারী যে আদি সংহিতা তাঁহাই উপদেশছলে প্রকাশ করেন। ৩য়। ২২। ৩৮

হে বিদুর ! এই তো তোমার কাছে সৎকীর্ত্তিমান ও ভূমণ্ডলের আদিরাজ ভগবান্ মনুর অদ্ভুত চরিত্র বর্ণনা করিলাম, এক্ষণে তাঁহার কন্যা দেবহূতির কীর্ত্তিকথা কহিব, শ্রবণ কর। ৩য়। ২২। ৩৯

ইতি শ্রীভাগবতে তৃতীয়স্কন্ধে দ্বাবিংশাধ্যায়ে উপেন্দ্রকৃতানুবাদ সমাপ্ত।

ব্যাখ্যা। ষট্‌ত্রিংশৎ শ্লোকের তাৎপর্য্য এই যে :—গতিত্রয় মণ্ডিত জীবনে মনু বাসুদেব-প্রসঙ্গে উন্মত্ত ছিলেন। গতিত্রয় বলিতে সাত্বিক্, রাজসিক্ ও তামসিক্। উপাসনাদি কর্ম্মাবস্থাকে সাত্বিকবস্থা কহে। বিচারাবস্থাকে রাজসিকবস্থা কহে। বিষয় ভোগাবস্থাকে তামসিকবস্থা কহে। ঐ ত্রিবিধাবস্থাতে মণ্ডিত থাকিয়াও মনু অন্তরে হরিপরায়ণ ছিলেন। অষ্টত্রিংশতি শ্লোকে যে সংহিতার কথা বলা হইল ; তাহার নামই মনুসংহিতা। উহা সর্ব্বাদিতে জগতে প্রচার হইয়া, সমাজস্থাপন ও উপাসনাদির প্রচারক হইয়াছিল। এক্ষণে দেবহূতির প্রসঙ্গ আরম্ভ হইবে।

ইতি শ্রীভাগবতে তৃতীয়স্কন্ধে দ্বাবিংশাধ্যায়ে উপেন্দ্রকৃতাধ্যাত্মব্যাখ্যা সমাপ্ত।

অথ ত্রয়োবিংশ অধ্যায়।

পূর্ব্ব বিবরণান্তে শ্রীমৈত্রেয়দেব বিদুরকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন:—হে বিদুর! শ্রবণ কর। কন্যাদান পূর্ব্বক জনক ও জননী প্রস্থান করিলে, স্বদীয় তনয়া সাধ্বী দেবহূতি পতিভক্তিপরায়ণা থাকা সত্বে, ভবানী যেমন ঈশ্বরকে সেবা করেন, তিনিও ভগবান কর্দ্দমকে সেইরূপ সেবা করিতে লাগিলেন। ৩য়। ২৩। ১

হে বিদুর! সেই পতি কামিনী দেবহূতি তদবধি অন্য কামনা ত্যাগ করিলেন। পতির সহিত কপটতাশূন্যা হইলেন। পতি যাহা নিষেধ করেন তাহা মান্য করিলেন। লোভ ও হিংসা ত্যাগ করিলেন এবং অপ্রমত্তা হইয়া, অতি প্রগাঢ় প্রণয়ে ও পবিত্রতায় পতিসেবা করিতে লাগিলেন। যাহাতে পতিকুলের গৌরব বৃদ্ধি পায় ও ভোগেন্দ্রিয়াদি দমিত থাকে, সেইরূপ ব্যবহার করিতে লাগিলেন। পতির সহিত একান্ত সৌখ্য ও মিষ্ট সংলাপে উন্মত্ত হইয়া, পতিসেবা করিতে লাগিলেন। ৩য়। ২৩। ২। ৩

ব্যাখ্যা। পূর্ব্বে যে ভব ও ভবানীর প্রণয়ের উপমা দেওয়া হইল, তাহাতে ইহা বুঝাইল যে, শিব ও শক্তি যেমন একান্ত সংযুক্ত হইয়া বিশ্বহিত সাধন করেন, দেবহূতিও তদ্রূপ পতির সহিত সংযুক্তা হইয়া একভাবে সংসারলীলা করিলেন। পতি ও পত্নীর একত্ব কি রূপে সম্পাদিত হয়, তাহার উদাহরণ দেখাইতে ব্যাস সতী নারীর কয়েকটী গুণ দেখাইলেন, ঐ সকল গুণসহযোগে পতিকে আশ্রয় করিলে পতি ও স্ত্রীতে প্রকৃতিপুরুষের ন্যায় ঐক্য স্বভাব সম্পাদিত হইয়া থাকে।

হে বিদুর! সেই মনুদুহিতা পাতিব্রত্যধর্ম্মানুসারে বহুকাল পতিকে সেবা ও ব্রতচর্য্যা করিতে করিতে ক্লান্ত হইয়া আসিলে, দেবর্ষি কর্দ্দম দেখিলেন, যে, তাঁহার পত্নী তাঁহার নিকট হইতে পুত্রকামনারূপ মহাশীর্ব্বাদ প্রার্থনা করিতেছেন। ইহা ভাবিয়া তিনি কৃপাপূর্ব্বক প্রেমগদগদ বাক্যে দেবহূতিকে কিছু কহিলেন। ৩য়। ২৩। ৪। ৫

দেবহূতির উদ্দেশে কর্দ্দম কহিলেন:—হে সুন্দরি! দেহীগণের পক্ষে দেহই সর্ব্বাপেক্ষা আদরের বস্তু। তুমি সতত সেই দেহকে আমার সেবা করাইয়া ক্লান্ত করিয়াছ, সতত তুমি আমাকে মান্য করিতেছ। পরম ভক্তির সহিত আমার অন্য সেবাও করিতেছ। (তাহা আমি দেখিতেছি)। ৩য়। ২৩। ৬

অতএব প্রিয়ে! আমি এত দিন যে সাধনা করিয়া, স্বধর্ম্মপরায়ণ থাকিয়া তপস্যা ও

সমাধির বলে আত্মজ্ঞানদর্শনরূপী ভগবৎপ্রসাদ লাভ করিয়াছিলাম ; তুমি কেবল আমাকে সেবা করিয়াই, তাহা লাভ করিবার যোগ্য হইয়াছ। এক্ষণে যাহা মোক্ষদায়ক ও সংসার-হারক সেই দিব্য ভোগ্য বিষয়সমূহ, আমি তোমাকে দিব্যদৃষ্টি দান করিয়া একে একে দেখাইতেছি। ৩য়। ২৩। ৭

হে সুন্দরি! এ ভূমণ্ডলে যত প্রকার উপভোগ্য উপায়সমূহ আছে, সে সমস্তই ভগবান্ উরুক্রমের কটাক্ষপাতে বিনাশ প্রাপ্ত হইতে পারে ; কিন্তু তুমি এই পাতিব্রত্য ধর্ম্মাবলম্বন করিয়া যে দিব্য বিভব দর্শন লাভ করিলে, ইহা অক্ষয় এবং ধনাদির অভিমানী যে রাজাগণ তাহাদেরও দুষ্প্রাপ্য হইয়েছে জানিবে। ৩য়। ২৩। ৮

হে বিদুর! অনন্তর অবলা দেবহুতি দেখিলেন যে তাঁহার পতি সংসারের মায়াবলকে নিজ উপাসনাবলে জয় করিয়া সিদ্ধ হইয়াছেন। এবম্বিধ গুণান্বিত পতিকে দেখিয়া তিনি লজ্জা-বনত বদনে ও প্রেমগদগদ স্বরে হাসিতে হাসিতে কহিলেন। ৩য়। ২৩। ৯

হে দ্বিজশ্রেষ্ঠ ভর্ত্তা! আমি বুঝিয়াছি যে, আপনি অমোঘ যোগবলদ্বারা আশাকে জয় করিয়াছেন। (আপনার বিষয়াসক্তি নাই।) অতএব আপনার নিকটে আমার এই প্রার্থনা যে, আপনি যেমন সহবাস সময়ের নির্দ্ধারণ ইত্যপূর্ব্বে স্থির করিয়া, আমার গর্ভে পুত্রোৎপাদন স্বীকার করিয়াছেন, সেই প্রতিজ্ঞা পালন করিলেই আমার প্রতি যথেষ্ট অনুগ্রহ করা হইবে। কারণ পুত্র প্রসব করাই সতী নারীর গৌরবস্থল হইতেছে জানি-বেন। ৩য়। ২৩। ১০

হে স্বামিন্! আপনার সঙ্গ লাভেচ্ছারূপ ইচ্ছা প্রকাশিত হওয়াতে, কামদেব আমাকে অত্যন্ত পীড়ন করিতেছেন। এক্ষণে এ দীনাকে অনুগ্রহ করুন। যাহাতে আমি আপনার সহিত সুরতে রত হইতে পারি, এমন কামোপদেশ দিউন এবং সঙ্গমার্থ স্থানের সংযোগও করুন। ৩য়। ২৩। ১১

এতদ্বর্ণনানন্তর শ্রীমৈত্রেয় বিদুরকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন;—হে বিদুর! প্রিয়ার অভিলাষ পূরণ করিতে কৃতপ্রতিজ্ঞ হইয়া, মহাযোগী কর্দ্দম ঋষি স্বীয় যোগবলে এক ইচ্ছাগামী বিমান রথ প্রস্তুত করিলেন। ৩য়। ২৩। ১২

হে বিদুর! সে রথের মহিমার কথা আর কি বলিব! সেই রথে থাকিয়া যাহা কামনা করা যায়, তাহাই সুনির্দ্দিষ্ট হইয়া থাকে। তাহা অতি সুন্দর সুন্দর মণিগণ দ্বারা বিভূষিত হইয়াছিল। তাহার মধ্যে মণিময় স্তম্ভ দ্বারা গঠিত প্রাসাদ ও কক্ষসমূহ ছিল। বিশেষতঃ সেই রথে যত ঐশ্বর্য্য ভোগ করা যায় ততই তাহার বৃদ্ধি হইয়া থাকে। তাহাতে কোন বস্তুর ক্ষয় হয় না। ৩য়। ২৩। ১৩

সেই রথের চারিদিকে স্বর্গীয় পতাকাদি সুশোভিত ছিল। সর্ব্বকালে যাহাতে তন্মধ্যগত জন সুখে থাকে, এমন মনোহর উপায়সমূহ তাহাতে ছিল। ৩য়। ২৩। ১৪

তাহার মধ্যে ক্ষৌম ও কৌষেয় নানাবিধ মনোহর দুকুল ও বস্ত্রসমূহ ছিল। তাহার চারি ধারে চির সুগন্ধিযুক্ত পুষ্পমাল্য সুশোভিত ছিল। সেই মাল্যের মধু ও সৌরভে আকুল হইয়া মধুকর ও ভ্রমরাদি গুঞ্জন করিতে থাকিত। ৩য়। ২৩। ১৫

সেই রথের মধ্যে বহুসংখ্যক কক্ষ ছিল প্রত্যেক কক্ষে সুদৃশ্য এবং প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি, বীজনী ও পর্য্যঙ্কশয্যাদি সুশোভিত ছিল। ৩য়। ২৩। ১৬

সেই রথের মধ্যে প্রত্যেক কক্ষের চারিদিকে নানাপ্রকার শিল্পীগণকৃত মরকত খচিত বেদী, বৃক্ষতলাসনসমূহ ও কেলিগৃহসমূহ সুশোভিত ছিল। ৩য়। ২৩। ১৭

প্রতি কক্ষের দ্বারদেশে লতা ও পুষ্প বিরচিত কুঞ্জাবৃত দ্বারদেশ সুশোভিত ছিল। বজ্রময় কপাট ও তথায় হেমকুম্ভসমূহ শোভিত ছিল। প্রাসাদের শিরোদেশে ইন্দ্রনীলমণিময় চূড়া ছিল। সেই রথমধ্যগত বিচিত্র বিতানসমূহে বজ্রময় ভিত্তি ছিল। সেই ভিত্তিসমূহে অতিশয় উজ্জ্বল পদ্মরাগ মণি খচিত ছিল। বিশেষতঃ রথস্থ প্রতি তোরণ হেমময় ছিল, তদুপরি পুষ্পহার সুশোভিত ছিল। ৩য়। ২৩। ১৮। ১৯

এই সকল কৃত্রিম সৃষ্টির মধ্যে কৃত্রিম হংস, পারাবত ও পক্ষীসকল সজীবভাবে স্বজাতীয়গণের সহিত কূজন করিতে করিতে বিহার, বিশ্রাম ও পাক্ষসমূহ ক্রীড়া করিতেছিল। এই সকল আশ্চর্য্য কাণ্ড দেখিয়া, মায়াবী লোকও বিস্মিত হইয়া থাকে, বলিতে হইবে। ৩য়। ২০। ২০। ২১

এবম্বিধ মায়াপুরী রচিত হইলে দেবহূতি ইহার ব্যবহারের বিষয় না জানাতে, প্রসন্নচিত্তে উহাকে দেখিলেন না। সেই সর্ব্বভূতের অন্তর্যামী ভগবান্ কর্দ্দম, দেবহূতির মনোভাব জ্ঞাত হইয়া, তাঁহাকে স্বয়ং কহিলেন। ৩য়। ২৩। ২২

হে ভীরু। হে সুন্দরি। তুমি এই সরোবরে স্নান করিয়া মলহীন হইয়া, এই রথে আরোহণ কর। মানবগণ ভগবানের আশীর্ব্বাদ প্রাপ্ত হইবে বলিয়া, স্বয়ং ভগবান বিষ্ণু এই বিন্দু সরোবর নিজ আনন্দাশ্রুবিন্দুপাতদ্বারা রচনা করিয়াছেন। ৩য়। ২৩। ২৩

অনন্তর, সেই সাধ্বী স্বামীর বাক্য শ্রবণে আনন্দিতা হইয়া, আপনার যে বেশ বেণীবদ্ধ ছিল, যে বস্ত্র মলিন ছিল, যে স্তন মলিনতা হেতু বিবর্ণ ছিল, তৎসহযোগে সেই পরম মঙ্গলময় সরস্বতীসরোবরের বারিতে প্রবেশ করিলেন। ৩য়। ২৩। ২৪। ২৫

সতী যেমন সরোবরে প্রবেশ করিলেন, অমনি সেই সরসীর অন্তর হইতে এক শত দশটী অতি সুন্দরী ও কিশোর বয়স্কা কন্যা আবির্ভূতা হইল। তাহাদের সকলেই সমবয়স্কা, সমরূপা, সকলের অঙ্গেই উৎপলগন্ধ। সেই সকল কামিনী দেবহূতির নিকটে আসিয়া অঞ্জলিবন্ধন পূর্ব্বক কহিলঃ—হে দেবি! আমরা আপনার কর্ম্মকারিণী হইতেছি, আজ্ঞা করুন, আমরা কি আজ্ঞা পালন করিব। ৩য়। ২৩। ২৬। ২৭

ব্যাখ্যা। বিজ্ঞানবুদ্ধিতে যখন সংসারকে কর্ত্তব্য বলিয়া বোধ হইল, শতাধিক জন পরিচারিকা দেবহূতিকে প্রবৃত্তিপথে লইতে চেষ্টা করিল। ঐ এক শত দশটী পরিচারিকাই সংসারশক্তি সমূহের রূপক। পঞ্চাশৎ মাতৃকা, পঞ্চাশৎ মনোদ্ভবা শক্তি এবং দশটী জীবন ধারিণী শক্তি একক্রমে তন্ত্রোক্ত ও দর্শনশাস্ত্রোক্ত মতানুসারী দশোত্তর শত শক্তি দ্বারাই জীব সংসারে কর্ম্ম করেন। ইহাই পরমার্থদর্শীগণ কহেন। সেই নিয়মে ব্যাসদেব প্রথমতঃ সংসারের সঙ্গহেতু দেবহূতির সহিত পূর্ব্বোক্ত সখীরূপিণীগণের মিলন প্রকাশ করিলেন, বুঝিতে হইবে। এই বিমানটি সংসারের এবং সখীগণই ভোগপ্রবৃত্তির রূপক হইতেছে।

অনন্তর সেই পরিচারিকাবৃন্দ দেবহুতিকে লইয়া, তাঁহার অঙ্গে উত্তম তৈল মর্দন করিয়া স্নান করাইল। পরে উত্তম বস্ত্র ও কঞ্চুকী প্রদান করিল। ৩য়। ২৩। ২৮

পরে উৎকৃষ্ট মণিময় উজ্জ্বল ভূষণসমূহ তাঁহাকে পরিধান করান হইল। সর্ব্বরসযুক্ত অন্ন আহারার্থ দেওয়া হইল, অমৃতময় স্বাদু পানীয় পানার্থ দেওয়া হইল। ৩য়। ২৩। ২৯

দেবহুতি যখন এই রূপে সুসজ্জিতা হইলেন, তখন তিনি সম্মুখে দর্পণ ধরিয়া আপনার রূপমধ্যে দেখিলেন যে:—তিনি কন্যাগণদ্বারা সেবিতা হইয়া, বহুমান্য প্রাপ্ত হইয়াছেন। তাঁহার অঙ্গে মলিনতা নাই; তিনি স্নানে সম্পূর্ণ পবিত্রা হইয়াছেন। তাঁহার অঙ্গ:—চন্দন, মাল্য ও সকল প্রকার আভরণ দ্বারা ভূষিত হইয়াছে। পদে নূপুর ধ্বনিত হইতেছে। গ্রীবায় নিষ্ক ও হস্তে বলয় রহিয়াছে। কাঞ্চনের উপরে বহু রত্ন খচিত কাঞ্চী তাঁহার নিতম্বে রহিয়াছে। মহামূল্য হার ও কুঙ্কুমাদির দ্বারা তিনি ভূষিতা হইয়াছেন। আপনার সুন্দর দন্তগুলি, আপনার অতি পরিপাটীময় ভ্রূযুগল, আপনার মনোহর কটাক্ষপূর্ণ নেত্রদৃষ্টি, আপনার পদ্মকোষের ন্যায় প্রফুল্ল চক্ষুদ্বয় এবং আপনার অনিলের দ্বারা কুঞ্চিত অলকাশ্রেণীযুক্ত সুন্দর বদন, তিনি দর্পণে দেখিলেন। ৩য়। ২৩। ৩০। ৩১। ৩২। ৩৩

ব্যাখ্যা। এই কয় শ্লোকে ক্রমে আসক্তির ভাব প্রকাশ হইল, বুঝিতে হইবে। প্রথমে দেবহুতি আসক্তির কিছুই জানিতেন না বলিয়া, মায়াপুরীর ব্যবহার জানিতেন না। ক্রমে যখন শক্তিগণ দ্বারা আসক্তি আরম্ভ হইল, তখন তিনি আপনার অঙ্গসংস্কার রূপ আসক্তিতে ক্রমে উন্মত্তা হইলেন, বুঝিতে হইবে। তাহা হইতে পতিসঙ্গ জনিতা আশা স্বভাবতঃ প্রকাশিত হইবে। ইহাতে বিশেষ রূপে আরো বলা হইল। যতক্ষণ দেবহুতি যোগিনী ছিলেন, ততক্ষণ তিনি আসক্তি জানিতেন না, এমন কি স্বভাবতঃ যৌবন উপস্থিত হইলেও স্বামীসঙ্গালাপ ও সুরতাদি বুঝিতেন না। এক্ষণে আসক্তিমাত্রেই তাঁহার দেহসংস্কারজন্য ইচ্ছা হইল। পরে পতিসঙ্গেচ্ছা প্রকাশ হইবে।

দেবী দেবহুতি যখন এই রূপে সখীগণ দ্বারা সুসজ্জিতা হইলেন। সেই সময়ে তিনি বেশ-বিন্যাসে আনন্দিত হইয়া নিজ পতিকে স্মরণ করিলেন। স্মরণ করিবামাত্র দেখিলেন, যে, তিনি তাঁহার স্বামীর নিকটেই উপস্থিত আছেন। ৩য়। ২৩। ৩৪

এই রূপে সহস্র সখী বেষ্টিতা হইয়া দেবহুতি স্বামীর নিকটে আছেন; ইহা দেখিয়া, তিনি অত্যন্ত আশ্চর্য্য ও স্বামীর যোগগতি ভাবিয়া সংশিতচিত্তা হইলেন। ৩য়। ২৩। ৩৫

অনন্তর কর্দম ঋষি যখন দেখিলেন যে:—দেবহুতি বিবাহের পূর্ব্বে যেমন ভোগরসান্বিতা সুন্দরী ছিলেন; এক্ষণে স্নানাদি ও বেশবিন্যাসাদি করিয়াও তদনুরূপিণী সুন্দরী হইয়াছেন। তাঁহার স্তনদ্বয় পীনোন্নত ও মনোহর হইয়াছে; সহস্র সহস্র বিদ্যাধরী তাঁহাকে সেবা করিতেছে; তিনি উত্তম বস্ত্রালঙ্কার পরিধান করিয়াছেন। এইরূপ সংস্কারে তাঁহার অন্তরে প্রেমভাবের উদয় হইয়াছে। এবম্বিধ ভাবাপন্ন দেখিয়া সেই জিতকাম মুনি দেবহুতিকে বিমানরথে আরোহণ করাইলেন। ৩য়। ২৩। ৩৬। ৩৭

হে বিদুর! সেই অলুপ্তমহিমাময় মুনি সংসারে ধাবিত হইয়া, প্রিয়াতোষণে রত হইলে, তাঁহার সুন্দর বপু বিমান মধ্যস্থা বিদ্যাধরীগণে পরিবৃত থাকিয়া, যেন কুমুদ ও নক্ষত্রগণ মণ্ডিত চন্দ্রের ন্যায় শোভিত হইতে লাগিল। ৩য়। ২৩। ৩৮।

মহাযোগী কর্দ্দম স্ত্রীসহবাসে, বিদ্যাধরীগণদ্বারা বেষ্টিত হইয়া, সেই কামচারী বিমানে আরোহণ করতঃ, কখন অষ্টলোকপালের বিহারস্থল রূপী সুমেরু পর্ব্বতের শৃঙ্গে, কখন তাহার কুঞ্জ পরিবৃত মলয় প্রবাহিত গহ্বর প্রদেশে, কখন পর্ব্বতের যে স্থানে সিদ্ধগণ সুসেবিত স্বর্গনদী গঙ্গা পবিত্রধ্বনি করিতে করিতে প্রবাহিত হইতেছেন, সেই স্থানে; কখন স্বর্গীয় বৈশ্রাম্ভক, সুরসন, নন্দন, পুষ্পভদ্রক কাননে, কখন মানসসরোবরে, কখন গন্ধর্ব্বপুরীস্থ চিত্ররথ বনে, ঐশ্বর্য্যবান্ কুবেরের ন্যায় যোগৈশ্বর্য্যে মণ্ডিত হইয়া, ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। ৩য়। ২৩। ৩৯। ৪০।

সেই সময়ে স্বর্গে যোগৈশ্বর্য্য বলে যত যত পুণ্যবান্ কামগতিযোগে বিমানে আরোহণ করিয়া স্বর্গের ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতেছিলেন, পবন যেমন সকলের অগ্রগামী হয়, তদ্রূপ ভগবান কর্দ্দম নিজ মায়াবলে সকল বৈমানিকগণের রথের অগ্রে অগ্রে গমন করিতে লাগিলেন। ৩য়। ২৩। ৪১।

হে বিদুর! যে সকল বীরগণ ভগবান তীর্থপাদের আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছেন, তাঁহাদের পক্ষে ইহজগতে ভোগ বা মোক্ষবিষয়ে কোন বস্তুই দুর্লভ থাকে না। ঐ সময়ে সংসারের দুঃখ তাঁহাদের স্পর্শও করিতে পারে না। ৩য়। ২৩। ৪২।

হে বিদুর! সেই মহাযোগী কর্দ্দম এইরূপে মায়াবিমানে মায়াময় ঐশ্বর্য্যে, আপ্লুত হইয়া, এই গোলাকার ভূমণ্ডলের সমস্ত বর্ষাদি এবং দ্বীপসমূহের শোভা পত্নীকে দেখাইয়া, আপনার আশ্রমে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। ৩য়। ২৩। ৪৩।

ব্যাখ্যা। এই ভূমণ্ডল বলিতে জগৎব্যাপ্ত সংসারছায়া। অর্থাৎ আসক্ত হইলে যত কিছু ভোগের প্রয়োজন হয়, তাহা ভগবান্ কর্দ্দম আপনার স্ত্রীকে ভোগ করাইয়া, যখন দেখিলেন, এক্ষণে কামভোগকাল অর্থাৎ যৌবনের প্রারম্ভকাল অতীত, তখন গর্ভদানার্থ আশ্রমে আগমন করিলেন। স্বভাবতঃ যৌবনের প্রারম্ভেই নারীজাতি বিষয় ভোগ করে, কারণ পুত্রাদি হইলে গৃহী স্নেহাদিতে পরিণত হয়।

হে বিদুর! সেই যৌবনকালোচিত স্বামীসঙ্গমরতা সুরতোৎসুকা মানবী, মুনিবরের সহিত ক্রীড়া করিতে করিতে বহু বহু বৎসর মুহূর্ত্তের ন্যায় অতীত করিলেন। ইতিমধ্যে ঋষি দেবহূতির গর্ভে আপনার আত্মাকে নবভাগে বিভাগ করিয়া দান করিলেন। ৩য়।২৩।৪৪।

ব্যাখ্যা। দর্শনশাস্ত্র কহে যে, আত্মাকে অর্থাৎ আত্মবীর্য্যকে স্ত্রীগর্ভে দান করিলে, তাহাতে পুরুষ আপনিই সন্তানরূপে পরিবর্ত্তিত হইয়া থাকে। উহার মধ্যে স্ত্রীর শোণিতাধিক্যে কন্যা হয় এবং পুংশুক্রাধিক্যে পুত্র হইয়া থাকে।

ভগবতী দেবহূতী সেই কামময় বিমানে ত্রিভুবনের সকল ঐশ্বর্য্যের অধিষ্ঠাত্রী হইয়া,

সুখশয্যায় শয়ানে, রতিজনিত আনন্দে ও পতিসহবাসে এত উন্মত্তা হইয়াছিলেন যে, পতির প্রব্রজ্যাকাল সমুপস্থিত হইলেও, তাহা তিনি জানিতে পারেন নাই। ৩য়। ২৩। ৪৫।

হে বিদুর! এই দম্পতি যে কেবল সম্ভোগসুখে নিরত ছিলেন তাহা নহে, অন্তরে মনকে পরমযোগে রাখিয়া, বাহে রমণকার্য্যে ব্যস্ত থাকিতেন। এইরূপে আনন্দ করিতে করিতে তাঁহাদের পক্ষে এক নিমিষের মধ্যে যেন শত শরৎ অতীত হইল। ৩য়। ২৩। ৪৬।

এ দিকে সেই সর্ব্বসংকল্পবিৎ বিভু আপনার প্রতিজ্ঞার বিষয় স্মরণ করিয়া, সেই কামিনীর গর্ভে আত্মতেজকে নবধা বিভক্ত করিয়া আধান করিলেন। ৩য়। ২৩। ৪৭।

তাহাতে ভগবতী দেবহূতী কন্যাসন্তান প্রসব করিলেন। একে একে নয়টী কন্যা প্রসূতা হইলেন। তাঁহারা সকলেই অতি মনোরম বেশধারিণী ও উৎপল গন্ধময় দেহধারিণী হইয়া উঠিলেন। ৩য়। ২৩। ৪৮।

(এইইরূপে কন্যাসন্তান হইল দেখিয়া, ঋষি কর্দ্দম, প্রতিজ্ঞা পূর্ণ করিয়া) প্রব্রজ্যা লইতে ইচ্ছা পূর্ব্বক যখন স্ত্রীকে জ্ঞাপন করতঃ, আশ্রম হইতে বাহিরে আসিলেন, সেই সময়ে দেবহূতীর চৈতন্য হইল এবং তিনি বিচ্ছেদ ও বিস্ময়ে আপ্লুত হৃদয়ে পরম দুঃখ পাইলেন। ৩য়। ২৩। ৪৯।

স্বামীকে বিদায় লইতে দেখিয়া, পাছে স্বামীর অমঙ্গল হয়, এই ভয়ে চক্ষের নীর চক্ষে নিরোধ করতঃ লজ্জা ও শোকে অধোমুখী হইয়া, পদনখদ্বারা ভূমিতে লিখিতে লিখিতে মধুর ও মনোহর বাক্যে স্বামীকে কহিলেন। ৩য়। ২৩। ৫০।

অশ্রুমুখী দেবহূতী মিষ্টভাষে ইহা কহিলেন;—হে ভগবন্! আপনি আমার বিবাহকালে যে প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন, তাহা সার্ব্বাংশেই প্রতিপালিত করিয়াছেন। এক্ষণে আমার একটী অনুরোধ আছে, (আপনি মুক্ত পুরুষ) আমি যে আজীন আপনার সেবা করিলাম, তাহাতে আমার মোক্ষের উপায়ও আপনার করা উচিত হইতেছে। ৩য়। ২৩। ৫১।

হে ব্রাহ্মণ! দেখুন আপনি যে আমাকে নয়টী কন্যা দিয়াছেন, উহারা কালবশে উপযুক্ত পতি পাইলেই, আমাকে ত্যাগ করিয়া স্বামীরতা হইবে। অতএব আপনি প্রব্রজ্যা অবলম্বন করিলে, আপনার বিচ্ছেদজনিত মহাশোক ও সংসারভয় হইতে আমাকে কে রক্ষা করিবে, এমন উপায় করিয়া যাউন। ৩য়। ২৩। ৫২।

হে প্রভো! আমি এত দিন আপনার সঙ্গে ছিলাম বটে, কিন্তু সেই কালভাগ কেবল বিষয়সুখ ও ইন্দ্রিয়সুখে এবং আপনার সহবাসে উন্মত্ত হইয়া, অতিবাহিত করিয়াছি বলিয়া, পরমাত্মাকে বিস্মিত হইয়াছিলাম। ৩য়। ২৩। ৫৩।

হে স্বামিন্! আমি পরমতত্ত্ব অবগত ছিলাম না বলিয়া, আপনার সহিত ইন্দ্রিয়সুখাভিলাষে রত ছিলাম, এবং আপনার দ্বারা বিষয়সুখাভিলাষ চরিতার্থ করিয়াছিলাম। বিশেষতঃ অজ্ঞানকৃত অসৎসঙ্গ হইতেই সংসারাসক্তি আসিয়া থাকে। অতএব আপনি সাধু হইতেছেন, আমার মুক্তির উপায় করুন। ৩য়। ২৩। ৫৪। ৫৫।

হে স্বামিন্! যে ব্যক্তি ইহলোকে ফলভোগ ত্যাগ করিয়া, কেবল ধর্ম্মের জন্য কর্ম্ম

না করে, তাহার কর্ম্মই বৃথা। যে ধর্ম্ম বৈরাগ্য উদয়ের জন্য কল্পিত না হয়, তাহা ধর্ম্ম বা কর্ম্মমধ্যেই গণ্য নহে। বিশেষতঃ ইহলোকে জীবন লাভ করিয়া যে ব্যক্তি ভগবান্ হরির চরণ সেবা না করে, সে জীবন পাইয়াও মৃতপ্রায় বুঝিতে হইবে। ৩য়। ২৩। ৫৬।

হায় হায়! আমি ভগবানের মহামায়ার দ্বারা ইহজীবনে বঞ্চিত হইলাম! নচেৎ এমন মুক্তিদাতা স্বামী পাইয়া, সংসার বন্ধন হইতে মুক্ত হইতে শিখিলাম না। ৩য়।২৩।৫৭।

ইতি শ্রীভাগবতে তৃতীয়স্কন্ধে ত্রয়োবিংশাধ্যায়ে উপেন্দ্রকৃতানুবাদ সমাপ্ত।

ব্যাখ্যা। ষট্‌পঞ্চাশৎ শ্লোকের তাৎপর্য্য এই যথা;—কর্ম্ম কাহাকে বলে? না—যে নিয়মের দ্বারা আত্মার উন্নতির জন্য স্বার্থাশা অর্থাৎ ইন্দ্রিয় চরিতার্থ আশা ত্যাগ করিয়া, কর্ম্ম করা যায়, তাহাকে কর্ম্ম কহে অর্থাৎ সৎকর্ম্ম কহে। যেমন পরোপকার চেষ্টা একটি সৎকর্ম্ম। উহাতে আত্মার কি উন্নতি হয়, তাহার প্রমাণ এই যথা;—অন্তঃকরণবৃত্তিকে শান্তাদি গুণ দ্বারা মণ্ডিত করিতে পারিলে, চিত্তবৃত্তি শান্ত-হইয়া থাকে। ঐ শান্তাদি গুণের মধ্যে দয়া একটী উন্নত বিষয় বা বৃত্তি। যাহার দ্বারা পরদুঃখ বোধ হয়, তাহাকে দয়া কহে। ঐ দয়াযোগে স্বভাবতঃ যে মানব পরের উপকারজনিত দয়াদি কর্ম্ম করে, তাহার সেই দানকর্ম্মহেতু যথার্থ চিত্তশান্তি হইয়া থাকে। ঐ স্বাভাবিক ভাবোদ্দীপন দুর্ল্লভ, এই জন্য যোগ ও ভক্তিপথে চিত্তশান্তির বিধি প্রকাশিত আছে। এইরূপ কর্ম্মকে সৎকর্ম্ম কহে। ঐ কর্ম্মানুষ্ঠান যদি জ্ঞানযোগার্থ অর্থাৎ আসক্তি নাশার্থ না অনুষ্ঠিত হয়, তবে তাহা কুকর্ম্ম। তাহার প্রমাণ এই যথা;—দুর্গোৎসবাদি কর্ম্ম হইতে ধর্ম্মলাভ হয়, এই কথা শাস্ত্রে কথিত আছে। ইহার তাৎপর্য্য এই যে;—অতিথি সেবাদি কার্য্য হইতে ভক্তি এবং দুর্গোৎসবাদি কার্য্য হইতে জ্ঞান যদি কেহ উদ্ধার করিতে পারেন, তবে ঐ ঐ কর্ম্ম হইতে ধর্ম্মার্জ্জন সিদ্ধ হইয়া থাকে। নচেৎ কর্ম্ম করিলেই যে ধর্ম্ম হয়, তাহ নহে। ভক্তি ও জ্ঞানই ধর্ম্মের অঙ্গ। কর্ম্ম দ্বারা মনোবৃত্তিকে ভক্তি ও জ্ঞানময় করিতে পারিলে, তবে তাহা যথার্থ কর্ম্ম বা ধর্ম্মার্জ্জন করা হইল; বুঝিতে হইবে, নচেৎ বৃথা।

পরে ঐ শ্লোকে বলা হইয়াছে, যে জীবন হরি-সেবায় রত না হইল, তাহার জীবন বৃথা;—ইহার প্রমাণ এই যথা;—মানবজীবনটী উপাসনার্থ ও বিষয়ভোগার্থ উভয় চেষ্টার জন্যই সৃষ্ট হইয়াছে। এই প্রমাণ দার্শনিকগণ স্বীকার করিয়াছেন। যেমন কর্ত্তব্য পালন না করিলে প্রভুর নিকটে ভৃত্য অপরাধী হয়, তদ্রূপ মানবও মুমুক্ষু না হইলে আত্মার নিকটে পাপী হয়েন। অর্থাৎ পুনরায় নিকৃষ্টভাব লাভ করেন। ইহই তাৎপর্য্য।

ইতি শ্রীভাগবতে তৃতীয়স্কন্ধে ত্রয়োবিংশাধ্যায়ে উপেন্দ্রকৃতাধ্যাত্মব্যাখ্যা সমাপ্ত।

অথ চতুর্ব্বিংশ অধ্যায়।

—(•)—

পূর্ব্ব কথা সমাপন করিয়া শ্রীমৈত্রেয় বিদুরকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন,—হে সাধো! শ্রবণ কর;—এইরূপে বিলাপকারিণী মনুদুহিতার বাণী শ্রবণ করিয়া, বিবাহের পূর্ব্বে ভগবান্ বিষ্ণু মুনিকে যে যে কথা বলিয়াছিলেন, তাহা স্মরণ হওয়াতে, কর্দ্দম স্বকীয় পত্নীকে কহিলেন। ৩য়। ২৪। ১।

হে রাজকুমারি! শান্ত হও, আর খেদ করিও না। দেখ সুন্দরি! তোমার গর্ভে অক্ষয় ভগবান্ আপন অংশে অবতীর্ণ হইবেন। ৩য়। ২৪। ২।

ব্যাখ্যা। এই অধ্যায়ে ভগবান্ কপিলের জন্ম কথা প্রকাশিত হইবে। কর্দ্দম মৈথুন দ্বারা প্রজা সৃজন করিতে ইচ্ছা করিয়া, যখন তপস্যা করিয়াছিলেন, তখন ভগবান্ বিষ্ণু কর্দ্দমের হৃদয়ে দেখা দিয়া বলিয়াছিলেন, আমি তোমার পুত্ররূপে অবতীর্ণ হইব। মনুকুমারী পুত্র জন্য খিদ্যমানা হইলে, কর্দ্দম ঋষির সেই কথা স্মরণ হইল। তজ্জন্য তিনি বলিলেন যে, ঈশ্বর মহৎকার্য্য সাধনার্থ তোমার গর্ভে উদিত হইবেন।

জ্ঞানাদি প্রচার করা ও সর্ব্বত্র শান্তিস্থাপন করাই ঈশ্বরের অবতারত্বের প্রয়োজন হয়। ঐ সকল কার্য্য স্বভাবতঃ যে জীবন হইতে প্রকাশিত হয়, সেই দুর্ল্লভজন্মা মানবগণকে ঈশ্বর-বিশেষ বলিয়া লোকে কীর্ত্তন করিয়া থাকে। অধিকন্তু দার্শনিকেরা আত্মাতে ঈশ্বরের অভেদ কল্পনা করিয়া, যে আত্মার দ্বারা সৎধর্ম্ম প্রকাশ হয়, তাহাকে ঈশ্বরের ইচ্ছা বলিয়া তাহা সর্ব্বতোভাবে গ্রাহ্য করেন। ভগবান্ কপিলের দ্বারা তাহা সম্পাদিত হইয়াছিল বলিয়া, ধার্ম্মিকগণ তাঁহার জীবনকে হরির পবিত্র অবতার ভাবিয়া থাকেন।

হে ভদ্রে! তুমি অদ্য হইতে ব্রত ধারণ করিয়া, ইন্দ্রিয় দমন, যোগাদি নিয়ম পালন এবং তপস্যা ও দানাদি সৎকর্ম্ম করিবে। বিশেষতঃ ভক্তির সহিত ঈশ্বরকে ভজনা করিবে। ৩য়। ২৪। ৩।

এইরূপে ভগবান্ বিষ্ণু তোমার দ্বারা আরাধিত হইয়া সন্তুষ্ট হইলে, তোমার যশঃ বিস্তারের জন্য এবং তোমার সংসার গ্রন্থিচ্ছেদ করিবার জন্য, আপন অংশে তোমার গর্ভে জন্ম গ্রহণ করিবেন। ৩য়। ২৪। ৪।

ব্যাখ্যা। দার্শনিকেরা কহেন গর্ভাবস্থায় ও গর্ভাধান কালে নারী যে ভাবে আপনাকে নিরতা করে, তৎগর্ভজাত সন্তানও সেই গুণশালী হইয়া থাকে। বিষ্ণু অর্থাৎ জ্ঞানময় পুত্র কি রূপে লাভ হইবে, কর্দ্দম তাহার উপায় কয়েকটী স্ত্রীকে উপদেশ দিলেন। ঈশ্বরের যে সকল গুণ তাহা স্মরণ এবং যাহাতে আপনার সংশয়চ্ছেদ হয়, এমন জ্ঞান যে উপায়ে পুত্রে প্রকাশ হয়, তাহা সর্ব্বতোভাবে মনন করিলে, অবশ্যই সৎপুত্র হইবে। তাহাতে আর সন্দেহ নাই।

ভগবতী দেবহূতী স্বামীর আজ্ঞা স্মরণ করিয়া অহর্নিশি ভক্তির সহিত জগতের জ্ঞানদাতা কূটস্থ পরম পুরুষকে ভাবিতে লাগিলেন। ৩য়। ২৪। ৫

এই রূপে কিছু কাল গত হইলে, কাষ্ঠের মধ্যে অগ্নি যেমন অন্তর্নিহিত থাকে, তদ্রূপ ভগবান্ মধুসূদন মহর্ষি কর্দ্দমের বীর্য্য আশ্রয় করিয়া, জন্ম গ্রহণ করিলেন। ৩য়। ২৪। ৬

দেবহূতির সন্তান হইলে গগনমণ্ডল হইতে দুন্দুভি বাদিত হইতে লাগিল। মেঘসমূহ বারি বরিষণ করিল। গন্ধর্ব্বগণ লীলা গান করিতে লাগিল। অপ্সরাগণ নৃত্য করিতে লাগিল। ৩য়। ২৪। ৭

স্বর্গবাসী দেবতাগণ খেচরগণের সহিত সংযুক্ত হইয়া শান্তিপুষ্প বর্ষণ করিতে লাগিলেন। সাগর, নদী, গিরি প্রভৃতি এবং চতুর্দ্দিক প্রসন্ন হইয়া উঠিল। ৩য়। ২৪। ৮

হে বিদুর! এদিকে ভগবান ব্রহ্মা, মরীচ্যাদি ও সনকাদি ঋষিগণ দ্বারা পরিবৃক্ত হইয়া, সেই সরস্বতী পরিবেষ্টিত কর্দ্দমাশ্রমে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। ৩য়। ২৪। ৯

হে শত্রুহন্ বিদুর! কর্দ্দমের ঔরসে যিনি জন্ম গ্রহণ করিবেন, তিনি পরম ব্রহ্মের সত্বাংশ হইতে অবতীর্ণ হইবেন। শুদ্ধ, স্বরাট্ ও জন্মকর্ম্মহীন এবং বিদ্বান্ হইয়াও তিনি কেবল সত্বগুণান্বিত সাঙ্খ্যজ্ঞান জগতে প্রচার করিবার জন্য জন্ম লইবেন। (ইহা জানাইতেই ব্রহ্মার আগমন হইল, জানিও। ৩য়। ২৪। ১০

ব্যাখ্যা। এই কয়টি শ্লোকে কপিলাবতারত্বের প্রয়োজন জ্ঞাপন করা হইয়াছে। ভগবান্ নির্গুণাবস্থায় স্বরাট্, অজ ও পূর্ণ বটেন, কিন্তু তিনি এক্ষণে প্রকৃতির সত্বগুণ কেন আশ্রয় করিয়া জন্ম ও কর্ম্মময় দেহ ধারণ করিলেন?—না—সত্বগুণময় কার্য্যরূপী সাঙ্খ্যজ্ঞান প্রচার করিতে ইচ্ছা করিয়া জন্ম লইলেন। প্রয়োজন ব্যতীত যখন জগতের অপ্রকাশ, তখন এস্থলে এই জ্ঞানের প্রচারই কপিলের উদ্দেশ্য বুঝিতে হইবে এবং তিনি যে পরম হিতৈষী ঈশ্বর তাহাও বুঝিতে হইবে।

ব্রহ্মাদি কর্দ্দমের আশ্রমে উপস্থিত হইলে, মহর্ষি তাঁহাদের যথাসাধ্য প্রিয়সাধন করিলেন। অবশেষে ব্রহ্মা সন্তুষ্ট হইয়া কর্দ্দমকে কহিলেন। ৩য়। ২৪। ১১

হে পুত্র! হে তাত! তুমি ধন্য, কারণ তুমি আমার আজ্ঞা অকপটহৃদয়ে প্রতিপালন করিয়াছ, এবং আমাকে বহু সম্মান করিয়াছ বলিয়া, বহুমান্য লাভ করিবে। ৩য়। ২৪। ১২

হে পুত্র! আমি বলিয়াছিলাম, "পিতার আজ্ঞা পালন করা পুত্রের কর্ত্তব্য" তুমি পুত্র হইয়া যথার্থই সেই আজ্ঞামত সেবা করিয়াছ। ৩য়। ২৪। ১৩

হে বৎস! এই যে তুমি নয়টী কন্যা জন্মাইয়াছ, সত্যই ইহাদের প্রভাবে বহু শ্রেণীর প্রজা বর্দ্ধিত হইবেই হইবে। ৩য়। ২৪। ১৪

হে বৎস! এই যে প্রধান ঋষিগণ আসিয়াছেন, প্রত্যেকের গুণানুসারে তুমি তোমার কন্যাগণকে তাঁহাদের দান কর। ইহাতে তোমার যশঃ ভূমণ্ডলে ব্যাপ্ত হইবে। ৩য়। ২৪। ১৫

হে মুনে! তোমার ঔরসে যে পুত্র জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন, আমি জানি তিনি সাক্ষাৎ

পরম পুরুষ, আত্মমায়া সহযোগে অবতীর্ণ হইয়াছেন। তিনি কপিল নামে ভূতগণের অভীষ্টদানার্থ আত্মদেহ ধারণ করিয়াছেন। ৩য়। ২৪। ১৬।

হে মনুকুমারি! তোমার গর্ভে ভগবান্ কৈটভার্দ্দন স্বয়ং জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন। ইনি হিরণ্যকেশ, পদ্মাক্ষ, পদ্মমুদ্রা ও পদাম্বুজ হইতেছেন। ইনি জ্ঞানবিজ্ঞানের উপায় দ্বারা কর্ম্মের মূলরূপা যে বাসনা, তাহা উন্মূলিত করিবেন এবং অবিদ্যাসংশয়াক্রান্ত হৃদয়ের গ্রন্থি ছিন্ন করিয়া, পৃথিবীতে বিচরণ করিবেন। ৩য়। ২৪। ১৭। ১৮।

ব্যাখ্যা। হিরণ্যকেশ বলিতেঃ—হিরণ্যশব্দে তত্ত্বসমূহ এবং কেশ বলিতে অংশ; অর্থাৎ ঈশ্বর আত্মারূপে অংশে অংশে, তত্ত্বাদির মধ্যে থাকেন বলিয়া, তাঁহাকে হিরণ্যকেশ কহে। পদ্ম বলিতে প্রকৃতি। অক্ষ বলিতে ইন্দ্রিয়। কার্য্যার্থ ইন্দ্রিয়ময় দেহটী যাঁহার প্রকৃতি হইতেছে, তিনিই পদ্মাক্ষ। পদ্মমুদ্রা বলিতে ;—পদ্ম শব্দে প্রকৃতি শক্তি। মুদ্রা বলিতে যোগ বা আশ্রয়। প্রকৃতিই যাঁহার একমাত্র আশ্রয় তিনিই পদ্মমুদ্রা। পদাম্বুজ বলিতে ;— অম্বুজ শব্দে পদ্ম বা প্রকৃতি। পদ বলিতে ব্যাপ্তিশক্তি বা প্রকৃতির অন্তরে স্থিত চৈতন্য। এইজন্য তিনি পদাম্বুজ। কৈটভার্দ্দন বলিতে মধু ও কৈটভ অজ্ঞানের নামান্তর। অজ্ঞান নাশকারী, হরি প্রকৃতিমধ্যস্থ কূটস্থ ব্রহ্ম নামে বিখ্যাত। জগতের বাসনামূল উন্মূলনার্থ উপায় প্রকাশ করিবার জন্য তিনিই জন্ম লইয়াছেন। বাসনা উন্মূলন বলিতে একেবারে বাসনা রহিত হইবে, এভাব নহে। যে বাসনা হইতে জন্ম ও কর্ম্মাদি প্রকাশ হয়, তাহা থাকিতে জন্ম ও কর্ম্মাদি ভোগ করিতে করিতে মোক্ষ হইবার উপায় নাই। সেই জন্য ভোগান্তে যাহাতে বাসনা নাশ করতঃ কর্ম্মী না হইয়া অন্তে জীবে মুক্ত হয়, তাহার উপায়ই ভগবান সাঙ্খ্যজ্ঞানদ্বারা প্রকাশ করিতে জন্মিয়াছেন।

হে দেবহূতে! এই পুত্র মুক্ত ব্যক্তিগণের অধীশ্বর হইতেছেন। সাঙ্খ্যাচার্য্য অর্থাৎ বিজ্ঞানবাদীগণ ইহাকে বিশেষরূপে পূজা করিবেন। বিশেষতঃ তোমাদের যশোবিস্তার করিয়া ত্রিভুবনে ইনি কপিল নামে বিখ্যাত হইবেন। পূর্ব্বকথা সমাপ্ত করিয়া শ্রীমৈত্রেয় কহিলেনঃ—হে বিদুর! ভগবান্ জগৎস্রষ্টা এই রূপে কর্দ্দম ও দেবহূতিকে কপিলদেবের বিষয় জানাইয়া, সনকাদি কুমারগণ ও নারদের সহিত হংসযানে আপনার পরমধাম স্বরূপ নিজধামে যাত্রা করিলেন। ৩য়। ২৪। ১৯। ২০।

হে বিদুর! ভগবান্ ব্রহ্মা স্বস্থানে গমন করিলে, কর্দ্দম ঋষি ভগবানের আজ্ঞা প্রতি-পালনার্থ বিশ্বস্রষ্টা মরীচ্যাদি ঋষিগণের হস্তে কন্যাসমূহ দান করিলেন। ৩য়। ২৪। ২১।

মহর্ষি মরীচিকে কলা নাম্নি কন্যা, অত্রি ঋষিকে অনসূয়া নাম্নি কন্যা, অঙ্গিরাকে শ্রদ্ধা নাম্নি কন্যা; পুলস্তকে হবি নাম্নি কন্যা, পুলহকে গতি নাম্নি কন্যা, ক্রতুকে ক্রিয়া নাম্নি কন্যা, বশিষ্ঠকে অরুন্ধতী নাম্নি কন্যা; মহর্ষি অথর্ব্বকে শান্তি নাম্নি কন্যা দান করিলেন। ঐ সকল কন্যা সহযোগে যে সকল বংশ বৃদ্ধি হইবে, তাহাতে জগতে মানব সংসারের বিস্তার হইবে। মহর্ষি কর্দ্দম এইরূপে নয়জন ঋষিকে আপনার নয়টী কন্যা বিবাহ দিয়া সন্তুষ্ট করিলেন। ৩য়। ২৪। ২২। ২৩। ২৪।

হে ক্ষত্ত! এইরূপে ঋষিগণ কন্যা দান গ্রহণ করিয়া, কর্দ্দমকে অভিবাদনপূর্ব্বক আনন্দিত চিত্তে আপন আপন আশ্রমে গমন করিলেন। ৩য়। ২৪। ২৫।

হে ভারত! সকলকে বিদায় দিয়া মহামুনি কর্দ্দম ব্রহ্মমুখে আপন পুত্রের বৃত্তান্ত শুনিয়া, তাঁহাকে স্বয়ং বিষ্ণুর অবতার ও সিদ্ধশ্রেষ্ঠ জানিয়া, বিশেষ করিয়া একান্তে প্রণাম করিতে করিতে বলিলেন;—৩য়। ২৪। ২৬।

হে হরে! আমি এত দিনে বুঝিলাম যে, লোক সকল আপন কর্ম্মদোষে পাপানলে দগ্ধ হইয়া নরকে বাস করিয়া, মহাকষ্ট পাইতেছে। ইহা দেখিয়া তাহাদের শান্তির জন্য দেবতাগণ কালে কালে যথার্থই প্রসন্ন হইয়া থাকেন। ৩য়। ২৪। ২৭।

হে হরে! যোগীগণ বহুজন্ম হইতে সুপক্ক যোগদ্বারা সমাধি লাভ করিয়া, আপনার যে চরণ হৃদয়ের শূন্যাধারে যত্নপূর্ব্বক দর্শন করেন; সেই ভগবানরূপী আপনি অদ্য ভক্তগণের পক্ষ পরিপালন করিবার জন্য এবং আমাদের অবহেলা না করিয়া, অভিমান শূন্য হইয়া, সামন্যভাবে আমার গৃহে অবতীর্ণ হইয়াছেন। ৩য়। ২৪। ২৮। ২৯।

হে ঈশ্বর! আপনি আপনার প্রতিজ্ঞাপালনের জন্যই আমার গৃহে অবতীর্ণ হইয়াছেন, কারণ আপনিই অদ্ভুত কার্য্য করিয়া, ভক্তগণের নাম বর্দ্ধন করেন। ৩য়।২৪।৩০।

হে ঈশ্বর! আপনি রূপহীন হইতেছেন, (কিন্তু জ্ঞানীগণের কল্পনামতে) আপনি কখন কখন চারি ভুজাদিযুক্ত প্রতিরূপ ধারণ করেন। লোক যেরূপেই আপনাকে ইচ্ছা করে, আপনি তাহাতেই সন্তুষ্ট থাকেন। ৩য়। ২৪। ৩১।

হে ঈশ্বর! জ্ঞানীগণ আপনার তত্ত্ব জানিবার জন্য বুভুৎসিত হইয়া আপনার পাদপদ্ম পূজা করিয়া থাকেন। বিশেষতঃ সকল ঐশ্বর্য্যের, বৈরাগ্যের, যশের, সম্পদের ও বীর্য্যের আপনিই আকর হইতেছেন; আমি আপনার শরণ লইলাম। ৩য়। ২৪। ৩২।

হে হরে! আপনি ব্রহ্মসনাতন, আপনি প্রকৃতি, আপনি পুরুষ, আপনি মহত্তত্ত্বময়, আপনি কালরূপী, আপনি অহঙ্কাররূপী, আপনি সর্ব্বলোক, আপনি সকলের পালক, আপনি সর্ব্বজ্ঞ, আপনি এইরূপে সকল প্রপঞ্চের অন্তর্গত হইয়া, ইচ্ছাময়ী শক্তির দ্বারা আত্মার সমস্ত অনুভব করেন। হেন কার্য্যময় যে আপনার কপিলরূপ, আমি তাহাকে যেন অন্তে প্রাপ্ত হই। ৩য়। ২৪। ৩৩।

হে প্রজাগণপতে! আপনি যখন অবতীর্ণ হইয়াছেন, তখন আমার সংসারের সকল কার্য্য সমাপ্ত হইয়াছে। এক্ষণে একবার আপনাকে জানাইয়া আমি কামনাময় সংসার হইতে উপরত হইয়া, সন্ন্যাস পদবী অবলম্বন করিব এবং আপনার মোহনমূর্ত্তি হৃদয়ে ধারণ করিয়া, সর্ব্ব দুঃখবর্জ্জিত হইয়া, বিচরণ করিব। ৩য়। ২৪। ৩৪।

কর্দ্দমের বাণী শ্রবণ করিয়া ভগবান কহিলেন;—হে মুনে! কি লৌকিক, কি বৈদিক যে কোন অবস্থায় আমি যাহা কিছু বলিয়াছি, তাহা যে নিতান্ত সত্য ইহা প্রমাণ করিবার জন্য, আমি আত্মা হইয়াও আপনার পুত্রভাবে জন্ম গ্রহণ করিলাম। ৩য়। ২৪। ৩৫।

হে মুনে! ইহলোকে যে সকল পুরুষ মুক্তির ইচ্ছা করিয়া, আত্মদর্শনরূপ কঠিন আশা করিয়া থাকে। আমি তাহাদের আশা সহজে পূর্ণ করিবার জন্যই, সাংখ্য নামক পরম-

তত্ত্ব যাহা আত্মদর্শনের প্রধান উপায় স্বরূপ, তাহা প্রকাশ করিবার জন্যই, জন্ম গ্রহণ করিয়াছি। ৩য়। ২৪। ৩৬।

হে দেব! এই আত্মদর্শন উপায়রূপী সাংখ্যতত্ত্ব যে পূর্ব্বকালে ছিল না, তাহা নহে; কালের বশবর্ত্তী হইয়া, উহা বহুদিন হইতে অপ্রকাশিত হইয়াছিল। আমি এক্ষণে তাহা পুনরায় প্রকাশ করিবার জন্য, দেহ ধারণ করিতেছি। ৩য়। ২৪। ৩৭।

হে ঋষে! আমি অনুমতি করিতেছি আপনি যথেচ্ছ গমন করুন। সর্ব্বত্রই আমাতে কর্ম্ম সমর্পণ করিবেন। মায়াময় সুদুর্জ্জয় মৃত্যুকে যাহাতে জয় করিয়া, মোক্ষ প্রাপ্ত হইবেন, তজ্জন্য অনবরত আমাকে ভজনা করিবেন। ৩য়। ২৪। ৩৮।

হে মুনে! যদি ত্রিতাপ হইতে অতীত হইয়া মুক্তি পাইতে ইচ্ছা করেন, তাহা হইলে, আমাকে আপনার আত্মাতে এক দেখিবেন; আমাকে জ্যোতিঃস্বরূপ সর্ব্বকারণান্তর্যামী বলিয়া ভাবিবেন। এইরূপে আত্মার দ্বারা আমাকে যখন দেখিতে পাইবেন, তখনই মুক্ত হইবেন। ৩য়। ২৪। ৩৯।

ব্যাখ্যা। এস্থলে আমাকে বলিতে পরমাত্মা ব্রহ্মকে বুঝিতে হইবে। আত্মা বলিতে জীবচৈতন্য। জীবচৈতন্যকে কূটস্থ চৈতন্য কহে। ঐ আবৃত চৈতন্য দর্শন করিয়া তদ্দ্বারা জগৎব্যাপ্ত চৈতন্যের অনুভব করিতে পারিলে, মুক্তি অর্থাৎ মায়াবৃত যাতনা নাশে, মুক্ত হওয়া যায়।

হে পিতঃ! আপনাকে এইরূপ পরম উপদেশ দিলাম। এক্ষণে আমার জননী যাহাতে সর্ব্বকর্ম্মফলচ্ছিন্না হয়েন, তাহার জন্য আমি অধ্যাত্ম বিদ্যার উপদেশ দিব। তৎপ্রভাবে তিনি ত্রিতাপরূপ কষ্ট হইতে উত্তীর্ণা হইয়া, পরমানন্দ প্রাপ্ত হইবেন। ৩য়।২৪।৪০।

এইরূপ বিবরণান্তে শ্রীমৈত্রেয় বিদুরকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন;—হে বিদুর! প্রজাপতি কর্দ্দম, ভগবান্ কপিলের মুখে এইরূপ উপদেশ পাইয়া, তাঁহার নিকট হইতে বিদায় লইয়া বনপ্রস্থান করিলেন। ৩য়। ২৪। ৪১।

অনন্তর মহামুনি, একমাত্র আত্মাকে স্মরণ করিয়া, অহিংসাদি ব্রত ধারণ পূর্ব্বক, যজ্ঞকর্ম্মাদি বিহীন ও সঙ্গ বিবর্জ্জিত হইয়া, পৃথিবী পর্য্যটন করিতে লাগিলেন। ৩য়। ২৪। ৪২।

তাহার পরে প্রজাপতি কর্দ্দম, যে ব্রহ্মাবস্থা মায়া হইতে অতীত এবং যাহার আশ্রয়ে মায়াগুণ প্রকাশ হয়, সেই নির্গুণ ব্রহ্মের প্রতি একান্ত ভক্তির সহিত মনোযোগ করিয়া; তাঁহাকে অনুভব করিতে লাগিলেন। ৩য়। ২৪। ৪৩।

হে বিদুর! (কর্দ্দম এইরূপ সাধনা করিতে করিতে) অহংভাব ও অধিকারীত্ব রূপী অহঙ্কার ত্যাগ করিলেন। সংসারাসক্তিরূপী মমতা হইতে অতীত হইলেন। শীতোষ্ণ ও ক্ষুধাতৃষ্ণাদি হইতে শান্ত হইলেন। আত্মদর্শনে রত হইয়া, সকলকে সমানভাবে ভাবিতে লাগিলেন। শেষে প্রশস্তবুদ্ধি ও জ্ঞানময় হইলেন। ক্রমে সমুদ্র যেমন ঊর্ম্মিশূন্য হইলে প্রশান্ত ভাব ধারণ করে, কর্দ্দম তদ্রূপ উপাধিশূন্য হইলেন। ৩য়। ২৪। ৪৪।

ব্যাখ্যা। জীবন্মুক্ত হইতে হইলে দেহের সকল প্রকার উপাধি হইতে উপরত হইতে

হয়। আমার আমার করা, আত্মীয়াদিতে বন্ধনরূপী মমতা করা প্রভৃতি সমস্তই স্বাভাবিকী মায়াদ্বারা জীবের ভাগ্যে ঘটিয়া থাকে। যখন সাধনাবলে ঐ সমস্ত হইতে অতীত হওয়া যাইবে, সেই সময়ে জীব জীবন্মুক্তিসিদ্ধ হইতে পারিবে। শীতোষ্ণ ও ক্ষুধাতৃষ্ণাদি জয় কিরূপে হয়, তাহাতে অনেকের সন্দেহ হইতে পারে; তাহার কিঞ্চিৎ আভাস এই স্থানে দিতেছি। তেজের আবেশকে উষ্ণতা কহে, তেজের অপলাপকে শৈত্য কহে। উহারা পদার্থগত গুণবিশেষ, কেবল মনোমধ্যে স্পৃষ্ট হইবামাত্র উষ্ণতা ও শৈত্য বোধক হয়; উভয়কেই তেজঃ কহে। ইহাতে কেবল মন লইয়াই কার্য্য হইল। মন বোধক, তেজাদি বোধ্য। মন যদি ভূতগত না হইয়া ঈশ্বরপর হয়, তাহা হইলে সে তেজঃ বোধ্য হইতে পারে না। যদি বলেন, যে, মনের সে শক্তি নাই। বিবেচনা করিয়া দেখিবেন যে, সামান্য বিরহে উন্মত্ত হইয়া, প্রকৃত সতীগণ অগ্নিতে পর্য্যন্ত আনন্দে পতিত হয়। তাহাদের মন পতিপদে উন্মত্ত থাকাতে, তাহারা অগ্নির দহনজনিত কষ্ট ততদূর অনুভব করিতে পারে না। এই শীতোষ্ণাদি সহনের ন্যায় ক্ষুধা ও তৃষ্ণাদি মনের দ্বারা সাধিত হয়। মনকে জয় করা গেল কি না এবং তাহা ঈশ্বরে লীন হইল কি না, ইহার প্রধান পরীক্ষাই শীতোষ্ণাদি সহন ও দেহধারণার্থ ইচ্ছানুসারে পানাহার করণ।

এই ভাবে যোগী কর্দ্দম স্থূলদেহগত উপাধি হইতে উপরত হইলেন। হে বিদুর! অবশেষে কর্দ্দম ঋষি, ভগবান্ বাসুদেবে পরম ভক্তিভাবে আপনার আত্মাকে সংযুক্ত ও সর্ব্বজ্ঞ ভাবিয়া রক্ষা করাতে, মায়াবন্ধন হইতে মুক্ত হইলেন। ৩য়। ২৪। ৪৫

আত্মার সহিত ভগবানকে তিনি সর্ব্বভূতে অবস্থিত দেখিলেন এবং ব্রহ্মাণ্ডগত জীবজাতি ভগবানে অধিষ্ঠিত রহিয়াছে, ইহাও কর্দ্দম দেখিলেন। অনন্তর কর্দ্দম বাসনা ও দ্বেষশূন্য হইয়া, সর্ব্বত্র সমভাবাপন্ন এবং ভগবানে একান্ত ভক্তি স্থাপন করিলে, তিনি ভাগবতী গতি প্রাপ্ত হইলেন। ৩য়। ২৪। ৪৬। ৪৭

ইতি শ্রীভাগবতে তৃতীয়স্কন্ধে চতুর্ব্বিংশাধ্যায়ে উপেন্দ্রকৃতানুবাদ সমাপ্ত।

ব্যাখ্যা। পঞ্চচত্বারিংশৎ শ্লোকের তাৎপর্য্য এই যে:—সর্ব্বান্তর্যামী ঈশ্বরে একান্ত রত হওয়াতে, তাঁহার অজ্ঞান রূপ মায়াবন্ধন নাশ হইল। ষট্‌চত্বারিংশৎ শ্লোকের তাৎপর্য্য এই যে:—কর্দ্দম কিরূপ বিজ্ঞানময় হইলেন:—না—ঈশ্বর সর্ব্বজীবরূপে লীলা করিতেছেন। জীবগণ তাঁহাতেই রহিয়াছে অর্থাৎ জীবেশ্বর অভেদ এই অদ্বিতীয়ভাবে ব্রহ্ম দর্শনে বিজ্ঞানময় হইলেন। সপ্তচত্বারিংশৎ শ্লোকের তাৎপর্য্য এই যে:—কর্দ্দম বাসনা অর্থাৎ নিত্য নূতন আসক্তিশূন্য ও আত্মপর বোধাদিরূপী চৈতন্যশূন্য হইবার মাত্রেই, সর্ব্ব জীবে একভাবে অবস্থিত সর্ব্বান্তর্যামী ঈশ্বরে আপনাকে মিলিত করিয়া, ভাগবতী গতি অর্থাৎ মুক্তি পাইলেন। আর মায়া তাঁহাকে স্পর্শ করিতে পারিল না।

ইতি শ্রীভাগবতে তৃতীয়স্কন্ধে চতুর্ব্বিংশাধ্যায়ে উপেন্দ্রকৃতাধ্যায়ব্যাখ্যা সমাপ্ত।

অথ পঞ্চবিংশ অধ্যায়।

সূতমুখে পূর্ব্বাবধি সর্ব্ব বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া, শ্রীশৌনক পুলকিত হইয়া, পুনরায় তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন :—হে সূত! ভগবান্ স্বরূপে স্বয়ং অজ হইয়েছেন; কিন্তু তিনি মানবগণের সাক্ষাতে আত্মপরিচয় দিবার জন্য এবং পরমতত্ত্ব ও প্রকৃতিতত্ত্বাদিকে সংখ্যাত করণার্থ, আপনার মায়াকে আশ্রয় করিয়া, জন্মগ্রহণ করিলেন। ইহা শ্রবণ করিলাম। ৩য়। ২৫। ১

ব্যাখ্যা। এই অধ্যায় হইতে সাংখ্যতত্ত্ব প্রকাশ হইতে আরম্ভ হইবে। সাংখ্যতত্ত্ব কাহাকে বলে?—না—যাহার দ্বারা ভগবানের উপাধির অর্থাৎ মায়াকৃতা প্রকৃতির সংখ্যা করা যায়, তাহাকে সাংখ্য কহে। ঐ উপাধি বিচার করিলেই পরম বস্তু দৃষ্ট হইয়া থাকে। সে বিষয় পরে বলা যাইবে। এক্ষণে শৌনক বলিলেন যে, লোকসমূহ ভগবানের অস্তিত্ববিষয়ে সন্দেহ করে বলিয়া ও আত্মজ্ঞান ব্যতিরেকে মুক্ত হইতে পারে না তজ্জন্য, ভগবান্ কৃপা করিয়া আত্মপরিচয় দান করিবার জন্য মানবমূর্ত্তিতে অবতীর্ণ হইলেন। অর্থাৎ যোগ মায়ার দ্বারা আবৃত হইয়া মানবমূর্ত্তিতে জন্ম লইলেন।

হে সূত! সেই ভগবান্ সকল পুরুষের মধ্যে বৃদ্ধ, তিনি সর্ব্বযোগীগণের মধ্যে বরিষ্ঠ। বিশেষতঃ তিনি এমন মহিমাশালী যে আমরা যতই তাঁহার লীলা শ্রবণ করি, ততই আমাদের ইন্দ্রিয় পরিতৃপ্ত হয় না, এবং পুনঃ পুনঃ তদালোচনায় প্রবৃত্ত হইয়া থাকে। ৩য়। ২৫। ২

হে সূত! সেই স্বচ্ছন্দাত্মা পরমেশ্বর আপনার মায়াকে আশ্রয় করিয়া যেরূপ লীলা করেন, শ্রদ্ধার রত্নস্বরূপ সেই কীর্ত্তিসমূহ আমাদের নিকটে কীর্ত্তন কর। ৩য়। ২৫। ৩

শৌনকের বচন শ্রবণ করিয়া শ্রীসূত কহিলেন :—হে শৌনক! মহামতি বিদুর শ্রীমৈত্রেয়কে আপনার প্রশ্নানুরূপ প্রশ্ন করেন। তাহাতে ভগবান্ মৈত্রেয় যেরূপে আত্মজ্ঞানবিদ্যা বিদুরকে বলেন, তাহা শ্রবণ করুন। ৩য়। ২৫। ৪

বিদুরের প্রশ্নানুসারে শ্রীমৈত্রেয় কহিলেন :—হে বিদুর! পুত্রের অনুজ্ঞা লইয়া পিতা কর্দ্দম প্রব্রজ্যা অবলম্বন করিলে, ভগবান্ কপিলদেব জননীর হিতকরণেচ্ছায় কিছু দিন সেই বিন্দুসরোবরতটস্থ আশ্রমে অবস্থান করিলেন। ৩য়। ২৫। ৫

হে বিদুর! একদা দেবী দেবহূতী ভগবান্ ব্রহ্মার সুহৃজ্ঞা স্মরণ করিয়া, তত্ত্বমার্গের অগ্রস্রষ্টা ও অকর্ম্মা পুত্রকে স্থিরাসীন দেখিয়া কহিলেন। হে ভূমন্! আমার ইন্দ্রিয় সমস্ত আজন্ম ইতর কর্ম্মে ব্যাপ্ত রহিয়াছে। তজ্জন্য হে প্রভো! আমি তমোগুণাক্রান্ত হইয়া একেবারে অজ্ঞানে অন্ধ হইয়াছি। ৩য়। ২৫। ৬। ৭

হে পুত্র! দুস্পার যে অজ্ঞানান্ধকার তাহা হইতে আপনি একমাত্র পার করিবার যোগ্য হইতেছেন, আপনার অনুগ্রহে এক্ষণে আমি ভবদীয় তত্ত্বসম যে উজ্জ্বল চক্ষু লাভ করিয়াছি, এই চক্ষুদ্বারা জন্মান্তে মুক্ত হইতে পারিব, আমার এমন ভরসা হইয়াছে। ৩য়। ২৫। ৮

হে ভগবন্! আপনি সকল পুরুষের আদি ও ভগবান্ হইতেছেন? আপনি লোকগণের অজ্ঞানান্ধকারপক্ষে সূর্য্যরূপী চক্ষুর ন্যায় উদিত হইয়াছেন, বলিতে হইবে। ৩য়। ২৫। ৯

হে ভগবন্! আপনিই জীবদেহে আমার রূপী মমত্ব সংযোগ করিয়া দিয়াছেন, অতএব আপনিই সেই মোহকে অপনয়ন করিবার যোগ্য হইতেছেন। ৩য়। ২৫। ১০

হে পুত্র! যদি কাহাকেও স্মরণ করিতে হয়, তাহা হইলে আপনিই এক মাত্র শরণ্য হইতেছেন। ত্বদীয় ভক্তগণের পক্ষে আপনি সংসারতরুর মূলচ্ছেদনকারী হইতেছেন। আপনিই সত্যধর্ম্মজ্ঞগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ হইতেছেন। আমি এবম্বিধ ভাবে আপনাকে জানিয়াই, প্রকৃতি কাহাকে বলে? পুরুষ কাহাকে বলে? ইহা জিজ্ঞাসা করিতেছি। আমাকে বুঝাইয়া দিউন। ৩য়। ২৫। ১১

ব্যাখ্যা। সাঙ্খ্য শাস্ত্রের প্রধান উদ্দেশ্য দেবহূতী কর্তৃক এই শ্লোকে জিজ্ঞাসিত হইতেছে। প্রকৃতি ও পুরুষ বোধ করিতে পারিলে, তবে ব্রহ্মবোধ হইয়া থাকে। প্রকৃতি আকার, পুরুষ তাহার কান্তি, এই নিরবয়ব ও সাবয়ব তত্ত্বের মিলনে, যাঁহাকে আশ্রয় করিয়া জগৎসংসার হইয়াছে, ঐ উভয় বস্তু পরিজ্ঞাত হইতে পারিলেই সেই অতীত বস্তুর অনুমান হইয়া থাকে। এই উপায়ই সাঙ্খ্যশাস্ত্রে লিখিত হইয়াছে। যেমন স্বর্ণের কুণ্ডল। কুণ্ডলঘটী আকার ও স্বর্ণ তাহার কারণ; ইহার মধ্যে স্বর্ণ ও তদাকার বোধ হইলেই জ্ঞানযোগে কুণ্ডলকারের অস্তিত্ব অনুমান হয়ই হয়। সেইরূপ ব্রহ্মাণ্ডের আকার প্রকৃতি এবং নির্গুণ ও নিরবয়ব কারণই পুরুষ। এই উভয়ের বোধ হইলেই, উভয়ের প্রবর্ত্তক সর্ব্বান্তর্যামী ব্রহ্ম বোধ হইয়া থাকে। ইহা জ্ঞাত হইবার জন্য দেবহূতী পুত্রকে প্রশ্ন করিলেন। পুত্র কপিল তদুত্তরে সাঙ্খ্য নামক শাস্ত্র কহিলেন।

পূর্ব্ববৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া শ্রীমৈত্রেয় কহিলেন:—হে বিদুর! ভগবান্ কপিল নিজ মাতার অতি হিতকারী প্রশ্ন শ্রবণে এবং পুরুষগণের যাহাতে মুক্তি সাধন হয়, এমন ইচ্ছা বোধ করিয়া, মৃদুহাস্যময়-প্রসন্নবদনে, সেই আত্মজ্ঞানীগণের আদরের ধন যে সাধুগতি, তাহা বলিতে আরম্ভ করিলেন। ৩য়। ২৫। ১২

জননীকে সম্বোধন করিয়া শ্রীভগবান্ কহিলেন:—হে জননি! শ্রবণ করুন—দেখুন, যে পুরুষেরা মুক্তির কামনা করিবেন, তাঁহাদের পক্ষে আধ্যাত্মিক যোগদ্বারা সুখ ও দুঃখের অত্যন্ত উপরতি হইয়া থাকে। ৩য়। ২৫। ১৩

হে পাপশূন্যা জননি! অতি প্রাচীন কালে ঋষিগণ আমার সেবা করিয়া, উহা জানিতে চাহিয়াছিলেন। আমি তাঁহাদিগকে যাহা বলিয়াছিলাম, এক্ষণে আপনাকেও সেই সর্ব্বাঙ্গনৈপুণ্য অধ্যাত্মযোগতত্ত্ব কহিব, আপনি শ্রবণ করুন। ৩য়। ২৫। ১৪

হে জননি! এই দেহের মধ্যে মনই আত্মার বন্ধন ও মুক্তির পরম কারণ হইতেছে।

যখন ঐ মন গুণেতে আসক্ত হয়, তখনি আত্মার বন্ধন হয়, যখন উহা ঈশ্বরে নিরত হয় তখনই আত্মার মুক্তি হইয়া থাকে। ইহাই আমার সম্মতি হইতেছে। ৩য়। ২৫। ১৫

ব্যাখ্যা। প্রাকৃতিক যে শক্তির সমষ্টি সংসার লীলায় তৎপর, তাহাদের অনুভাব্য অবস্থাবিশেষকে মন কহে। উহার দ্বারাই আত্মা প্রকৃতিতে মিশ্রিত হইয়া সংসারকার্য্যে আক্রান্ত ও ভ্রান্ত হইয়া থাকেন। স্বভাবতঃ আত্মা ভ্রান্ত নহেন। জ্ঞানকে অপর উপায়দ্বারা আচ্ছন্ন করিয়া রাখাকেই ভ্রম কহে। আত্মার জ্ঞান যেরূপ তাহাই থাকিল, কেবল প্রকৃতি-গুণময় মনোদ্বারা সর্ব্বদা আচ্ছন্ন ও নিবিষ্ট থাকাতে তিনি ভ্রান্ত হইয়া রহেন মাত্র। প্রকৃতিময় গুণ অর্থাৎ রিপু, ইন্দ্রিয়, সুখ, দুঃখ এবং ক্ষুধাতৃষ্ণাদি উপাধিকে প্রাকৃতিক্ গুণ বা বিষয় কহে। ঐ দেহপক্ষীয় প্রাকৃতিক্ গুণ প্রকৃতিশক্তি হইতে মন গ্রহণ করে। মনের মধ্যে ঐ গুণ প্রবেশ করিবামাত্রেই আত্মা মনসহযোগে প্রকৃতিতে আচ্ছন্ন হইয়া, মায়াময় অবস্থা-মণ্ডিত এবং অতি ভ্রান্ত হইয়া থাকে। ঐ ভ্রান্তি বা জ্ঞাননিরোধক অবস্থাই আত্মার পক্ষে বন্ধন স্বরূপ বলা হইল। কারণ আত্মার যে জ্ঞান অর্থাৎ চৈতন্যপ্রকাশক কারণ, তাহা কার্য্যে আচ্ছন্ন অবস্থাতে বিলীন থাকাতে, দেহকার্য্যে তিনি সাক্ষী রহিলেন এবং প্রকৃতির অনুগতও রহিলেন। ইহাকেই বন্ধন কহে এবং যখন সেই আত্মার ভোগযন্ত্ররূপী মন ঈশ্বরপর অর্থাৎ তত্ত্বপর হয়,তখন আত্মা আপনস্বভাব প্রকাশ বোধ করিয়া, পূর্ণাবস্থা ও জ্ঞানময় হইয়া মুক্ত হয়েন। প্রকৃতির সঙ্গে থাকিলেও প্রাকৃতিক্ গুণ তাঁহাতে মিশ্রিত হয় না। কারণ মনই প্রকৃতি শক্তিধারক। মন যদি জ্ঞানপর বা তত্ত্বপর হইল তাহা হইলে আত্মারূপী অমিশ্র অবস্থাতে প্রকৃতি নিজ স্বভাব দানে সক্ষম হয় না। এই জন্য এই অবস্থাকে মুক্তভাব কহে। ইহার বিশেষ ব্যাখ্যা পরে হইবে।

হে মাতঃ! "আমি এই ও আমার এই" এইরূপ অহঙ্কার ও কামলোভাদি রিপুবর্গই মনের মধ্যে মলিনতা হইতেছে। যখন মনকে এই সমস্ত বিষয় হইতে বিশুদ্ধ করা যায়, তখন মনে, দুঃখ ও সুখের আবির্ভাব নাশ হয় এবং তাহা প্রসন্ন ভাব ধারণ করে। ৩য়। ২৫। ১৬

হে মাতঃ! যখন মন পরিশুদ্ধ হয়, তখন পুরুষরূপী আত্মা প্রকৃতি হইতে শ্রেষ্ঠত্ব প্রাপ্ত হয়েন। আত্মা যে স্বভাবতঃ অপরিচ্ছিন্ন, অতি সূক্ষ্ম এবং জ্যোতির্ম্ময়, তাহা সর্ব্বদা প্রভাসিত হইয়া থাকে। জ্ঞানবৈরাগ্য ও ভক্তিযোগে জীব আত্মাকে সঙ্গবর্জ্জিত বলিয়া বোধ করিতে এবং তদসংযুক্তা প্রকৃতিকে তেজোহীনভাবে দেখিতে পায়। ৩য়। ২৫। ১৭। ১৮

হে জননি! অখিলের আত্মা স্বরূপ ঈশ্বরে পূর্ব্বোক্ত প্রকারে ভক্তিসংযোগ কেহ যদি করিতে পারেন, তাহা হইলে সেই সকল যোগীগণের পক্ষে ব্রহ্মসিদ্ধির জন্য উহাপেক্ষা আর মঙ্গলাধার পন্থা নাই, বলিতে হইবে। ৩য়। ২৫। ১৯

হে জননি! আত্মার পক্ষে ঐ প্রকৃতিজনিত পাশকে অজর বলিয়া, বিদ্বান্‌গণ জানেন। কিন্তু ঐ অজরপ্রসঙ্গ যদি সাধুগণের সংযোগে আলোচনা করা যায়, তাহা হইলে জীব আপনিই মোক্ষ তত্ত্ববোধ দ্বারা মুক্ত হইয়া থাকে। ৩য়। ২৫। ২০

হে জননি! যাঁহারা তিতিক্ষু, কারুণিক, সর্ব্বজীবের বন্ধু, শত্রুতাবিহীন, শান্ত, শাস্ত্রানুসারী এবং সুশীল স্বভাব ধারণ করেন; যাঁহারা আমাতে এমন ভাবে দৃঢ়া ভক্তি স্থাপন করেন যে, আমার পূজনরূপী কর্ম্ম ব্যতীত অপর কর্ম্ম ত্যাগ ও আত্মীয়বান্ধবাদিগতা আসক্তি ত্যাগ করেন; যাঁহারা কেবল আমার আলোচনা, আমার তত্ত্বকথা শ্রবণ ও বর্ণনা করেন; যাঁহারা আমাতে চিত্ত সন্নিবেশ করিয়া, বিবিধ ব্যথাদায়ক বাহ্য তপস্যা হইতে উত্তপ্ত না হয়েন; হে সাধ্বি! সেই সর্ব্বসঙ্গবিবর্জ্জিতগণকে সাধু কহে। হে দেবি! তাঁহাদের সঙ্গই প্রার্থনীয় বলিয়া কীর্ত্তিত হয় এবং তাঁহাদের সঙ্গই সর্ব্বপ্রকৃতিগত উপাধিজাত দোষের বিনাশকারী হইয়া থাকে, ইহা জানিবেন। ৩য়। ২৫। ২১। ২২।২৩।২৪

হে জননি! আমার লীলাবিষয় যাঁহারা জানেন, সেই রূপ সাধুগণের সঙ্গে যাঁহার হৃদয় ও কর্ণসুখদায়ক কথা শ্রবণ করিলে, যাঁহাকে সেবা করিলে, অতি ত্বরায় অবিদ্যাজনিত প্রভাব নাশ হয়; সেই ভগবানের প্রতি ঐ সেবাহেতু প্রথমে শ্রদ্ধা, পরে রতি, ক্রমে ভক্তি হইয়া থাকে। ৩য়। ২৫। ২৫

হে মাতঃ! পুরুষ আমার কৃত বিশ্বরচনার বিষয় বুঝিতে যতদূর সক্ষম হইবে, মদীয়া মূর্ত্তি দর্শন ও লীলা শ্রবণ করিয়া, ভক্তির সহিত যখন সেই সেই অবস্থার চিন্তা করিবে, তখনই সেই চিন্তাসুখ হইতে তাহার বিষয়বৈরাগ্য প্রকাশ হইবে। চিত্তকে একাগ্র করিবার জন্য ভক্তিযুক্ত যে সকল যোগপথ আছে, তদ্দ্বারা সে যোগসাধন করিবে। ৩য়। ২৫। ২৬

ব্যাখ্যা। ভগবান্ কপিল এই সাংখ্য শাস্ত্রদ্বারা জীবের মায়িক বৃত্তিসমূহের লয়ে স্বাভাবিকী মোক্ষবৃত্তির প্রকাশ বলিতেছেন বুঝিতে হইবে। বৈরাগ্যের পরে জীবে ভক্তি প্রাপ্ত হইয়া থাকে। সেই বৈরাগ্য কিরূপে স্বভাবতঃ উদয় হইবে তাহার উপায় যথা:—শ্রদ্ধার সহিত অর্থাৎ প্রগাঢ় অনুরাগের সহিত ঈশ্বরকৃত সৃষ্ট্যাদি লীলা যতই দেখিতে পাইবে, ততই তাহার কার্য্যকারণ বোধ করিলে এবং যাহা নৈসর্গিক অর্থাৎ মন ও অহঙ্কারাদিরূপী, তাহা বিচার করিলে, এক প্রকার তত্ত্বসংযুক্ত স্বাভাবিক বৃত্তি বা জ্ঞানদ্বার প্রকাশ হয়, তাহাকেই বৈরাগ্য কহে। ঐ বৈরাগ্যের প্রয়োজন কি?—না—অবিদ্যাবৃত্তিরূপী যে বিষয়াসক্তি, তাহা সম্যক্ প্রকারে উহার দ্বারা জয় করা যায়। অর্থাৎ নৈসর্গিক ও প্রাকৃতিক্ এই উভয়বিধ স্থূল ও সূক্ষ্ম কার্য্যকারণ বোধ করিলে অহঙ্কার লোপ হইয়া যায়। সেই অহংনাশে আমার পুত্র ও ধনাদিরূপী অধিকার ও অধিকারীত্ব জনক বিষয়াসক্তি বিনাশ হইয়া যায়, বুঝিতে হইবে। ঐ অধিকারীত্বাদি শূন্য হওয়াকে বৈরাগ্য কহে। এই বৈরাগ্য উপস্থিত হইলে, পরে চিত্তের একাগ্রতা সম্পাদন করা উচিত। সরল যোগ অর্থাৎ ভক্তি যোগ এবং অধ্যাত্মযোগাদি দ্বারা সাধনা করিয়া, ঐ চিত্তকে একরূপী ও সর্ব্বকারণময় ঈশ্বরে সংযুক্ত করিতে হয়।

হে মাতঃ! বৈরাগ্য দ্বারা, যোগাদি সাধনা করিয়া যে জ্ঞান জাত হইবে, তদ্দ্বারা মনের প্রাকৃতিক গুণাদি আপনিই বিনষ্ট হইবে। এইরূপে মন বিশুদ্ধ হইলে, যোগদ্বারা আমাতে জীবে ভক্তি সংযোগ করিবার মাত্রেই, এই দেহেই আমাকেই সাক্ষীরূপে প্রত্যক্ষ করিতে পারিবে। ৩য়। ২৫। ২৭

ভগবান্ কপিলের মুখে পূর্ব্বোক্ত উপায় শ্রবণ করিয়া, শ্রীমতী দেবহূতি কহিলেন :— হে বৎস! আপনাতে যে ভক্তি অর্পণ করিলে মুক্ত হওয়া যায়, সে ভক্তি কি রূপ? আমার তাহা কিরূপে লাভ হইবে? যাহারা সাহায্যে আমি আপনার সেই নির্ব্বাণরূপী পদ অনায়াসে প্রাপ্ত হইব, (তাহার উপায় আমাকে বলুন?) ৩য়। ২৫। ২৮

হে বৎস! যোগদ্বারা ভগবানের নির্ব্বাণপদবী জীবের লাভ হয়, তাহার কয়েকটী অঙ্গ মাত্র পূর্ব্বে শুনিয়াছি। এক্ষণে সেই যোগ কি প্রকারে সাধনা করিতে হয়; তাহা আমাকে বলুন। ৩য়। ২৫। ২৯

হে পুত্র! আমি স্ত্রীজাতি এবং অতি অল্পমতি হইতেছি. ইহা বিশেষরূপে বুঝিয়া, যাহাতে আমি আপনার অনুগ্রহে ভগবান্ হরির দুর্ব্বোধতত্ত্ব সুখে বোধ করিতে পারি, আপনি তাঁহার উপায় করুন। ৩য়। ২৫। ৩০

এই সকল কথা বলিয়া, শ্রীমৈত্রেয় বিদুরকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন :—যাঁহার তনুকে আশ্রয় করিয়া জন্ম লইয়াছেন, সেই জননীর প্রতি স্বভাবতঃ স্নেহ থাকাতে ভগবান্ কপিল তাঁহার মনোভাব জ্ঞাত হইয়া, যে যোগ দ্বারা জগতে ভক্তি বিস্তার হয় এবং সকলে যাহাকে সাঙ্খ্য কহে সেই তত্ত্বজ্ঞান বলিতে আরম্ভ করিলেন। ৩য়। ২৫। ৩১

হে মাতঃ! যে স্বাভাবিকী বৃত্তির দ্বারা ইন্দ্রিয়শক্তিসমূহ প্রাকৃতিক গুণের মূল জ্ঞাত হয় এবং বেদোক্ত কর্ম্মকলাপে উন্মত্ত হয়, সেই বৃত্তিসমূহ যাহাতে সত্ত্বগুণী হরিতে একান্ত নিরত হয়, তাহাকেই সামান্যা ভক্তি কহে। সেই ভক্তি যখন নিষ্কামভাব অবলম্বন করে, তখনই তাহাকে ভাগবতী ভক্তি কহে। হে মাতঃ! এই ভক্তিকে, মুক্তি অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বলিয়া জানিবেন। জঠরানল যেমন বস্তু জীর্ণ করে; তদ্রূপ এই ভক্তি দেহস্থ প্রকৃতিবলকে জীর্ণ করিয়া থাকে। ৩য়। ২৫। ৩২। ৩৩

হে জননি! (ঐরূপ ভক্তিকে শ্রেষ্ঠ কেন বলিলাম তাহা শ্রবণ করুন।) ঐরূপ ভক্তির দ্বারা যাহারা আমার পদসেবা করে এবং সকল কার্য্যে আমাকে ইচ্ছা করে; সেই অনন্যরতিময় সাধুগণকে ভাগবত কহে। তাহারা সদা সর্ব্বদা আমার বীর্য্য কীর্ত্তনাদি করিতে এমন ভাবে উন্মত্ত হয় যে, আমি যদি তাহাদের আমাতে লীন করণাত্মক সাযুজ্য মুক্তিও দিতে চাহি, তাহারা তাহাও গ্রহণ করে না। ৩য়। ২৫। ৩৪

হে অম্ব! সেই সাধুগণ আমাকে আপনাপন রুচি অনুসারে প্রসন্ন বদন, পদ্মলোচন, দিব্যরূপধারী এবং বরদাতা বলিয়া অবধারণ করতঃ আমারই মহিমাবিষয়ক মধুরকাহিনী প্রকাশ করিয়া থাকে। ৩য়। ২৫। ৩৫

হে জননি! আমার মনোহর অবয়বের প্রতি, কিম্বা আমার বিলাসভাবাপন্ন অবস্থার প্রতি, কিম্বা আমার মৃদু মৃদু হাস্যময় কটাক্ষের প্রতি, যাঁহাদের চিত্ত ও ইন্দ্রিয়াদি একেবারে আকৃষ্ট হইয়াছে; তাঁহাদের মনে মুক্তির ইচ্ছা না থাকিলেও, সেই মদর্পিতা ভক্তি তাঁহাদের ঐ গতি আপনিই দান করিয়া থাকেন। ৩য়। ২৫। ৩৬

ব্যাখ্যা। ভক্তেরা কি মুক্ত হয় না? অবশ্যই হয়। তাহার প্রমাণার্থ ভগবান্ কপিল কহিলেন। যদিও মায়ার মধ্য হইতে ভক্তগণ আমাকে দেখিয়া মুক্ত হইবেন একথা

ভাবেন না। অর্থাৎ মুক্ত হইতে প্রয়াস পান না। কিন্তু যে ভক্তির দ্বারা তাঁহারা আমাকে ভজনা করিয়া আনন্দিত হইয়া থাকেন, সেই ভক্তি হইতেই তাঁহারা মুক্তি প্রাপ্ত হয়েন।

হে মাতঃ! অষ্টাঙ্গযোগাদির ঐশ্বর্য্য ভোগ করিয়া সিদ্ধ হইলে, যাহাদের অবিদ্যা-বৃত্তি নিবর্ত্তিত হয়, সেই নিবর্ত্তনে তাঁহাদের পক্ষে মদীয়া-বিভূতি ভোগ করা উচিত হইলেও তাহা তাঁহারা ত্যাগ করিয়া থাকেন। অধিকন্তু তাঁহারা আমার যে বৈকুণ্ঠগত সম্পত্তি, তাহাও ভোগ করিতে চাহেন না। কিন্তু তাঁহাদের ইচ্ছা না থাকিলেও তাঁহাদের ধৃতা দৃঢ়াভক্তি সে সমস্ত সম্পদই দান করেন। ৩য়। ২৫। ৩৭

হে শান্তরূপা জননি! আমাতে একান্ত চিত্তার্পণ করিয়া যাঁহারা আমাকে প্রিয় বলিয়া ভাবেন, যাঁহারা আমাকে আত্মা বলিয়া ভাবেন, যাঁহারা আমাকে পুত্র বলিয়া ভাবেন; যাঁহারা আমাকে গুরু, সুহৃদ ও ইষ্টদেবতা বলিয়া চিন্তা করেন, তাঁহারা কখনই কি ঐহিক, কি পারত্রিক্ কোন প্রকার ভোগ হইতে বঞ্চিত হয়েন না, অধিকন্তু আমার কালচক্রও সেই ভোগীগণকে কখন গ্রাস করেন না। ৩য়। ২৫। ৩৮

ব্যাখ্যা। ভোগ করিলেই তাহার বিয়োগ স্বয়ং কাল করিয়া থাকেন। কিন্তু হরির ভক্তগণ কি ঐহিক্ কি পারলৌকিক্ যে কোন ভোগ করুন না কেন, কাল তাঁহাদের কিছুই করিতে পারেন না। তাহার কারণ এই যে, প্রকৃতির কর্ম্ম প্রকাশ ও পরিবর্ত্তন করাই কালের কর্ম্ম। ঈশ্বরন্যস্তচিত্তগণের ক্ষুধাদি বিজিত হওয়াতে তাঁহারা ভোগের অধীন রহিলেন না, অথচ ভোগ করিলেও প্রকৃতি তাঁহাদের অধীন করিতে পারিল না। কেন না ইচ্ছানুসারে যে কিছু ভোগ করা গেল, তাহার দ্বারা মনের উপরে প্রকৃতির অধিকারীত্ব না থাকা হেতু, প্রকৃতি বিষয়ে আকর্ষণ করিতে পারিল না। এই অনাকর্ষণহেতু ভোগী ভক্ত সূক্ষ্মশরীরে অবস্থান করেন। ঐ সূক্ষ্মশরীর কালের অধীন নহে;—উহার লয় নাই। যতদিন দেহ থাকে, পরে ঐ প্রাকৃতিক্ দেহ লয়ে ভক্তের মুক্তি হয় বলিয়া, ভক্ত ভোগে রত হইলেও কালের অধীন হয় না। তাহার পরিচয় পরবর্ত্তী শ্লোকে আছে। প্রিয় বলিতে স্বামী। আত্মা বলিতে চৈতন্যদাতা। পুত্র বলিতে স্নেহের বিষয়। সখা বলিতে বিশ্বাসের পাত্র। গুরু বলিতে উপদেষ্টা। সুহৃদ্ বলিতে হিতকারী। ইষ্টদেবতা বলিতে জীবনের ও জ্ঞানের কর্ত্তা।

হে জননি! যাঁহারা কি ইহলোকের আশা, কি পরলোকের আশা, সমস্তই বিসর্জ্জন দেন; যাঁহারা পরম আসক্তি স্বরূপ পুত্র, কলত্র, ধন, পশু ও গৃহাদিকে ভক্তিবলে পরিত্যাগ করিয়া, অনন্তভাবে আমাতে রতি স্থাপন করিয়া, আমাকে সকলের সার বলিয়া চিন্তা করেন; সেই সকল সাধুগণকে মৃত্যু অর্থাৎ জন্ম ও মরণাত্মক বন্ধন হইতে আমি মুক্ত করিয়া থাকি। ৩য়। ২৫। ৩৯। ৪০

হে মাতঃ! আমি সকল ভূতের আত্মা হইতেছি, আমিই ভগবান্ ও প্রধান পুরুষ হইতেছি, আমা ব্যতীত অন্যত্র চিত্ত স্থাপন করিলে, কোন প্রকারেই জীব সংসারভয় হইতে উত্তীর্ণ হইতে পারিবে না। ৩য়। ২৫। ৪১

ব্যাখ্যা। আত্মা বলিতে সাক্ষী। অর্থাৎ এই যে চৈতন্যময় জীবশ্রেণী জরায়ুজ স্বেদজ, অণ্ডজ, উদ্ভিজ্জাদি ক্রমে ব্রহ্মাণ্ডে বর্ত্তমান আছে, আমিই অর্থাৎ পরমেশ্বরই সকলের অন্তরে সাক্ষী রূপে বর্ত্তমান আছি। আমিই প্রধান অর্থাৎ প্রকৃতির পরিপালক হইতেছি এবং আমিই পুরুষ অর্থাৎ মায়ার মধ্যগত হইয়া জীবরূপে বাস করিতেছি। অতএব আমি যখন সমস্ত বিষয়ের প্রবর্ত্তক তখন আমাতে সংযুক্ত না হইয়া, অন্যত্র চিত্ত স্থাপন করিয়া কর্ম্মী হইলে, প্রকৃতিপর হইতে হয়। তাহাতে প্রকৃতির পরিবর্ত্তনের সহিত তাহাকে জন্ম ও মৃত্যুর বশীভূত হইতে হয় এবং কর্ম্মানুসারে ফল ভোগ করিতে হয়।

হে জননি! আমার ভয়েতেই বায়ু প্রবাহিত হইতেছেন, আমার ভয়েতেই সূর্য্য উত্তাপ দান করিতেছেন, আমার ভয়েতেই ইন্দ্র বারি বর্ষণ করিতেছেন, আমা হইতেই অগ্নি দহন ক্ষমতা প্রাপ্ত হইতেছেন এবং এই মৃত্যু সমস্ত জন্তুতে বিচরণ করিতেছেন। ৩য়। ২৫। ৪২

হে মাতঃ! সংসারের কল্যাণের জন্যই আমার পদমূল বর্ত্তমান রহিয়াছে। জ্ঞান, বৈরাগ্য ও ভক্তিযোগে যুক্ত হইয়া, মানব সেই মৎপদে প্রবেশ করিলে, সংসারভয় কখন থাকে না। ৩য়। ২৫। ৪৩

হে মাতঃ! লোকে যদি তীব্র ভক্তিযোগে উন্মত্ত হইয়া, আমাতে আপন আপন মন স্থির করিতে পারে ও আমাতে কর্ম্ম সমর্পণ করিতে পারে, তাহা হইলে সেই লোকগণ ইহলোকে সেই নিষ্কামকর্ম্মে মত্ত থাকিলেও মুক্তি প্রাপ্ত হইবেই হইবে। ৩য়। ২৫। ৪৪

ইতি শ্রীভাগবতে তৃতীয়স্কন্ধে পঞ্চবিংশাধ্যায়ে উপেন্দ্রকৃতানুবাদ সমাপ্ত।

ব্যাখ্যা। দ্বিচত্বারিংশৎ শ্লোকে ঈশ্বরের ক্ষমতার কথা বলা হইল। ব্রহ্মাণ্ডে জীবপ্রপঞ্চ পঞ্চভূতাদির শাসনেই পালিত হয়। সেই পঞ্চভূতকর্ত্তা বা শক্তি সমূহ ঈশ্বরের শাসনে, নিয়মিত কার্য্য করিতেছে; তবে জীব কল্যাণ প্রাপ্ত হইতেছে। বায়ু না থাকিলে শ্বাসক্রিয়ার বিশৃঙ্খলে আয়ুঃ নাশ হইতে পারে। স্বাস্থ্য হানি হইতে পারে। কিন্তু যে নৈসর্গিক নিয়ম দ্বারা উহারা নিয়মিত কার্য্য করিতেছে, সেই নিয়মকেই ঈশ্বরশাসন বলিয়া জ্ঞানীগণ স্থির করেন।

ত্রিচত্বারিংশৎ শ্লোকের তাৎপর্য্য এই যে:—পদমূল বলিতে আত্মারূপে ঈশ্বরের ব্যাপ্তি। ঐ ব্যাপ্তিকে যে ব্যক্তি আত্মজ্ঞানযোগ অর্থাৎ জ্ঞানবৈরাগ্য ও ভক্তিযোগদ্বারা অনুধ্যান করিতে পারে, সেই সকল ব্যক্তি আসক্তি অর্থাৎ সংসারভয় হইতে নিস্তার প্রাপ্ত হইয়া থাকে।

চতুশ্চত্বারিংশৎ শ্লোকের তাৎপর্য্য এই যে:—ভক্তি অপেক্ষা ঈশ্বরবোধক উপায় সংসারে আর কিছুই নাই। যাঁহারা ভক্তি আহরণ করিতে পারেন, তাঁহারা অনায়াসে জ্ঞানাদিও আহরণ করিতে পারেন। জ্ঞানাদি আহরণ করিলে মুক্ত তো হওয়া যায়ই। কিন্তু

যদি অতিমাত্র ভক্তি দ্বারা অথচ অজ্ঞানবশে কেহ কর্ম্মযজ্ঞাদিতে নিয়ত হয়, তথাপি তাহার মুক্তি হইয়া থাকে।

ইহার প্রমাণার্থ দার্শনিকগণ কহেন যে;—ভক্তিটী স্বাভাবিক্ সংজ্ঞাবোদ্দীপিকা শক্তি হইতেছে। জ্ঞান বিনা কেবল ভক্তিদ্বারা কর্ম্মানুষ্ঠান করা হইলেও, সেই স্বাভাবিক্ পরিজ্ঞ-জ্ঞানময়ী ভক্তিহেতু; অগ্নি যেমন স্বাভাবিক্ ক্ষমতায় সমস্ত দগ্ধ করে, তদ্রূপ উহা কর্ম্মচ্ছেদন করিয়া জীবের পক্ষে মুক্তিপথের প্রদর্শক হয়।

ইতি শ্রীভাগবতে তৃতীয়স্কন্ধে পঞ্চবিংশাধ্যায়ে উপেন্দ্রকৃতাধ্যাত্মব্যাখ্যা সমাপ্ত।

অথ ষড়্‌বিংশ অধ্যায়।

পূর্ব্বোক্ত কথা সমাপন করিয়া শ্রীমৈত্রেয় বিদুরকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন;—হে বিদুর! ভগবান্ কপিল আপন জননীকে পরে যাহা বলিলেন, তাহা শ্রবণ করুন। ভগবান্ কপিল জননীকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন;—(হে মাতঃ! আপনি ইতিপূর্ব্বে আমার নিকট হইতে যে তত্ত্বের পরিচয় চাহিয়াছিলেন,) তাহা এক্ষণে পৃথক পৃথক বর্ণনা করিব; তাহা বিশেষরূপে বুঝিতে পারিলে, প্রাকৃতিক্ গুণসংযোগ হইতে পুরুষ বিমুক্ত হইতে পারিবে। ৩য়। ২৬। ১।

ব্যাখ্যা। ইতিপূর্ব্বে ভক্তিযোগের পরিচয় দিয়া এক্ষণে আত্মজ্ঞান কিসে লাভ হয়, তাহা জানাইবার জন্য তত্ত্বজ্ঞানের কথা আরম্ভ হইতেছে। এই তত্ত্বজ্ঞানে কি লাভ হইবে?—না—ব্রহ্মাণ্ডে প্রকৃতি ও পুরুষ নামক দুইটী অবস্থা আছে, তাহা বুঝিয়া প্রকৃতি হইতে পুরুষ উপরত হইতে পারিবে। ইহাই তাৎপর্য্য।

হে মাতঃ! যে জ্ঞানদ্বারা পুরুষ আত্মদৃষ্টি লাভ করে। জ্ঞানীগণ তাহাকেই মুক্তিদাতা জ্ঞান কহেন। আমি সেই হৃদয়গ্রন্থিনাশক জ্ঞানের পরিচয়ই দিব। ৩য়। ২৬। ২।

হে জননি! (এই ব্রহ্মাণ্ডে দুই মূল অবস্থা এক ব্রহ্ম হইতে নিঃসৃত হইয়া ব্রহ্মাণ্ডের কার্য্যে ব্যাপ্ত আছে; তাহার একটীকে পুরুষ কহে, আর একটীকে শক্তি কহে।)

যিনি পুরুষরূপে বর্ত্তমান, তিনি আদি, আত্মা, নির্গুণ ও প্রকৃতির কর্ত্তা, প্রতি বস্তুতে প্রত্যক্ষরূপে বিরাজিত ও জ্যোতির্ম্ময় হইতেছেন; বিশেষতঃ এই বিশ্বটী তাঁহাতে প্রকাশিত রহিয়াছে। ৩য়। ২৬। ৩।

হে জননি! যাঁহাকে প্রকৃতি বলা যায়, তাহা অতি সূক্ষ্মা, দেবী ও ত্রিগুণময়ী হইতেছেন। লীলার জন্য আপন ইচ্ছাক্রমে সর্ব্বত্র প্রকাশিত পুরুষ, সেই প্রকৃতিকে গ্রহণ করিয়া থাকেন। ৩য়। ২৬। ৪।

হে মাতঃ! সেই প্রকৃতির বিচিত্র গুণের কথা কি কহিব! তিনি আপনার স্বরূপ দিয়া প্রজা সৃজন করেন এবং স্বগুণ দ্বারা জ্ঞানকে আবরণ করাতে, পুরুষ তাঁহার এই

অপূর্ব্ব ক্ষমতা দেখিয়া, মুগ্ধ হইয়া, আপনাকেই ইহ জগতের মধ্যে বিস্মৃত ভাবিয়া থাকেন। ৩য়। ২৬। ৫।

হে জননি! ইহ সংসারে প্রকৃতির অধ্যাস হেতু সেই পুরুষ. প্রকৃতির গুণসম্ভূত কর্ম্মে মণ্ডিত হইয়া, আপনাকে কর্ত্তা বিবেচনা করিয়া থাকেন। ৩য়। ২৬। ৬।

হে জননি! পুরুষটী ঈশ্বরের সহিত অভেদ হইতেছেন। তিনি সকলের সাক্ষী হইতে-ছেন। তাঁহাতে ভোগ করিবার ক্ষমতা আছে। বিশেষতঃ তিনি অকর্ত্তাও হইতেছেন। কেবল প্রকৃতির অধ্যাস হেতু তাঁহার সংসৃতিজনিত বন্ধন ও পারতন্ত্র্য স্বভাব লাভ হইয়া থাকে। ৩য়। ২৬। ৭।

ব্যাখ্যা। কার্য্যজগতের অতীত ব্রহ্মের যে অংশ স্বীকার করা যায়, যাহাকে আশ্রয় করিয়া প্রকৃতি নিশ্চেষ্টভাবে থাকেন, তাঁহাকে ঈশ্বর কহে। অমিশ্র ব্রহ্মাংশ ও প্রাকৃতিক্ মিশ্র আত্মা নামক ব্রহ্মাংশ. যাহাকে পুরুষ বলা যায়; উভয়ই অভেদ হইতেছেন।

অতএব হে জননি! ইহ ব্রহ্মাণ্ডে কার্য্যত্ব, কারণত্ব এবং কর্ত্তৃত্ব এ সমস্তই কেবল প্রকৃতিতে আছে। প্রকৃতিরূপ সম্পত্তি দ্বারা সুখ ও দুঃখের অনুভবশক্তিই কেবল পুরুষের মধ্যে আছে। এইজন্য পুরুষ প্রকৃতি হইতে অতীত হইতেছেন। ৩য়। ২৬। ৮।

পূর্ব্বকথা শ্রবণ করিয়া পরমানন্দে দেবহূতি কহিলেন;—হে পুত্র! হে পুরুষোত্তম! প্রকৃতি ও পুরুষের যে লক্ষণ বলা হইল। আপনি আরও বলিয়াছেন যে, এই প্রকৃতি ও পুরুষাবস্থা, যাহা স্থূল ও সূক্ষ্মভাবসম্পন্ন জগদাবস্থার কারণ এবং জগদাবস্থা যাহার কার্য্য হইতেছে, তদুভয়েরও মুখ্যকারণ আছে। সেই শেষ কারণাবস্থার লক্ষণ আমাকে বলুন। ৩য়। ২৬। ৯।

ব্যাখ্যা। পূর্ব্বে প্রকৃতির পরিচয়কালে বলিয়াছি যে;—ব্যক্ত পুরুষ অর্থাৎ জীবভাবাপন্ন আত্মা; এবং ব্যক্তা প্রকৃতি অর্থাৎ জীবব্রহ্মাণ্ডের উপাধির প্রকাশকারিণী শক্তি, উভয়েই স্থূল। ইহাপেক্ষা সূক্ষ্ম অর্থাৎ অব্যক্তা প্রকৃতি বা মহামায়া বা বিদ্যা এবং অব্যক্ত পুরুষ অর্থাৎ পরমেশ্বর নামক কারণাবস্থা আছে; তাঁহারাই সূক্ষ্ম। এই স্থূল ও সূক্ষ্মের মিলনেই ব্যক্ত ও অব্যক্ত জগৎ বর্ত্তমান আছে। ঐ উভয়াবস্থার কারণও আছে। তিনিই পরমাত্মা হইতেছেন। অতএব সেই সূক্ষ্ম পরমাত্মার পরিচয়ও এই স্থান হইতে আরম্ভ হইল।

জননীর বাণী শুনিয়া শ্রীকপিলদেব কহিলেন;—হে মাতঃ! ব্যক্তা প্রকৃতির যিনি কারণরূপা, তিনি প্রধান স্বরূপা; তিনি ব্রহ্মের ন্যায় অবিশেষা; তিনি ত্রিগুণান্বিতা, তিনি অব্যক্তা, তিনি সদসদাত্মিকা, বিশেষতঃ তিনি নিত্যা হইতেছেন। ৩য়। ২৬। ১০।

ব্যাখ্যা। ইহা দ্বারা মহাবিদ্যার লক্ষণ বলিতে আরম্ভ হইল যথা;—প্রধান বলিতে যাঁহা হইতে কারণ প্রকাশ হয়, কিন্তু সেই কারণ অপরের কার্য্য নহে অর্থাৎ একেবারে চরম কারণরূপা। চরম কারণরূপা হইলে তাঁহার অবস্থা কি?—না—তিনি ব্রহ্মের ন্যায় অবিশেষ অর্থাৎ নির্লিপ্তা। ব্রহ্মের ন্যায় নির্লিপ্তা হইলে তাঁহাকে পুরুষ ও শক্তিভাবে অভেদ কল্পনাহেতু ব্রহ্মও বলা যাইতে পারে?—তাহ পারে না?—কেন পারে না? কারণ তিনি সত্ত্ব, রজো, তমোগুণান্বিকা অর্থাৎ ইচ্ছাময়ী। ইচ্ছা নিশ্চেষ্টভাবে তাঁহাতেই আছে। ইচ্ছা থাকিলেই

কার্য্য ঘটিতে পারে, তবে কি মহত্তত্বাদির ন্যায় তিনি কার্য্যে রতা?—না—তিনি অব্যক্তা অর্থাৎ স্থূলপ্রকৃতির ন্যায় কার্য্যে রতা নহেন। কালাদি যেমন অব্যক্ত অথচ কার্য্যে রত; তবে কি তিনি সেই রূপা?—না—তিনি সদসদাত্মিকা; অর্থাৎ তাঁহাতে এমন ইচ্ছা নিহিত আছে, যে তদ্দ্বারা তিনি বিদ্যারূপে বা সৎরূপে নিশ্চেষ্ট থাকিতেও পারেন এবং অবিদ্যা বা অসৎ রূপে কার্য্যও করিতে পারেন। ইচ্ছাশক্তিময়ী হইলেও, যদি তাঁহাতে ঐরূপ ইচ্ছা থাকে, তাহা হইলে যখন তিনি কার্য্য করিবেন, তখন কার্য্যের সহিত প্রলয়ে তাঁহার লোপ হইতে পারে?—না—তিনি নিত্যা, অর্থাৎ জীবপ্রকৃতিরই লোপ হয়, তিনি লুপ্তা হয়েন না। তাঁহার নাশ নাই।

(হে জননি! এক্ষণে ব্রহ্মের বিচার শ্রবণ করুন;—একই ব্রহ্ম আপন ইচ্ছায় দ্বিভাবে বিভাজিত হইয়া লক্ষিত হয়েন।) তত্ত্বগ্রামের অবস্থাভেদে পঞ্চ, পঞ্চদশ ও চারি এই চতুর্ব্বিংশতি সঙ্খ্যাতে গণিত হইয়া, যিনি বিরাজ করিতেছেন, প্রাচীন পণ্ডিতগণ তাঁহাকে সগুণ ব্রহ্ম বলেন। ৩য়। ২৬। ১১।

ব্যাখ্যা। ব্রহ্ম বলিতে যাহাপেক্ষা আর কোন অবস্থার বৃহৎ ব্যাপ্তি নাই, তাহাকেই ব্রহ্ম কহে। অর্থাৎ এমন একটী অবস্থা যাহা হইতে প্রকৃতির উপাদান স্বরূপ চতুর্ব্বিংশতি তত্ত্ব প্রকাশ হইতেছে; কিম্বা এমন একটী অবস্থা, যিনি লীলা করিবার জন্য আত্মশক্তিরূপিণী প্রকৃতিতে চতুর্ব্বিংশতি অবস্থা রূপে বর্ত্তমান আছেন, সামান্যভাবে বর্ত্তমান নাই। প্রকৃতি অর্থাৎ চতুর্দ্দশ ভুবনব্যাপিনী শক্তি হইলেও যিনি তদতীত হইয়া বিস্তৃতভাবে ব্যাপ্ত আছেন; তিনি কার্য্যাবস্থায় সগুণ ব্রহ্ম ও জীব কিম্বা তত্ত্বগ্রাম ও জীবাত্মা হইতেছেন। কার্য্যহীনাবস্থায় তিনিই নির্গুণ ব্রহ্ম নামে দার্শনিকগণদ্বারা অভিহিত হইয়া থাকেন।

(হে মাতঃ! চতুর্ব্বিংশতি তত্ত্বের পরিচয় শ্রবণ করুন;) ভূমি, জল, অগ্নি, মরুৎ ও শূন্য এই পাঁচটী মহাভূত; গন্ধ, রস, রূপ, স্পর্শ, শব্দ এই পাঁচটী ভূতগণের তন্মাত্রা এবং শ্রুতি, ত্বক্, চক্ষু, রসনা ও নাসিকা, শক্তি এবং বাক্য, হস্ত, পদ, মেঢ্র ও পায়ু এই দশটী ইন্দ্রিয়, তদ্ব্যতীত মন, বুদ্ধি, অহঙ্কার ও চিত্ত এই চারিটী অন্তরাত্মা। (ইহাদের অবস্থা ও বৃত্তিভেদে চারিটী ভেদ দেখা যায় মাত্র।) ইহারাই সর্ব্বশুদ্ধ চতুর্ব্বিংশতিতত্ত্ব হইল।৩য়।২৬।১২।১৩।১৪।

হে জননি! প্রাচীনগণ সগুণ ব্রহ্মের অবস্থা এই সকল দ্বারা সঙ্খ্যাত করিতেন। আমি বলি যে, উহা ব্যতীত কাল নামে পঞ্চবিংশতিতমতত্ত্ব আছে। ৩য়। ২৬। ১৫।

ঐ কালের দুইটী মাত্র অবস্থা বর্ত্তমান আছে। কালের এক অবস্থাকে ঈশ্বরের প্রভাব কহে। তাঁহাতে প্রকৃতি দ্বারা আবৃত দেহাদিতে অভিমানময় জীবের ভব ভয় উপস্থিত হইয়া থাকে। ৩য়। ২৬। ১৬।

হে মনুকুমারি! যে প্রকৃতি নির্ব্বিশেষা ও জড়া, তাঁহার গুণসমূহকে যে শক্তি সংযোগ করিয়া দেন, সেই চেষ্টা প্রদানকারক ভগবৎপ্রভাবকেও কাল বলা যায়। ৩য়। ২৬।১৭।

ব্যাখ্যা। কাল বলিতে এমন একটী নৈসর্গিক প্রভাব, যিনি তত্ত্বগ্রামরূপী সগুণ

জীবস্নায়ক ও অকর্ম্মময়ী নিত্যা এবং চেষ্টাহীনা প্রকৃতিকে আপন আপন কর্ত্তব্য পালনার্থ আকর্ষণ করেন। সেই ঐশ প্রভাবকে কাল কহে। এই কাল সগুণব্রহ্মের অপর এক অবস্থা; অতএব ইহাকে লইয়া পঞ্চবিংশতিতত্ত্বতত্ত্ব সম্খ্যাত হয়।

হে মাতঃ! যিনি পুরুষ রূপে জীবগণের অন্তরে থাকেন এবং যিনি প্রকৃতিতে কাল রূপে থাকেন, যিনি আত্মমায়ার দ্বারা ঐ উভয় সম্বন্ধ ঘটাইয়াছেন; তিনিই নির্গুণ ব্রহ্ম হইতেছেন। ৩য়। ২৬। ১৮।

ব্যাখ্যা। গুণ বলিতে কার্য্য ও কারণময় অবস্থা। যাহা হইতে কার্য্য ও কারণাদির উপাদান ও উপায় প্রকাশ হয়, তিনি কখনই কার্য্য হইতে পারেন না, এই জন্য সর্ব্বাতীত অবস্থাকে নির্গুণ ব্রহ্মাবস্থা কহে। এই ব্রহ্মাবস্থার সহিত ষড়বিংশতি তত্ত্ব হইল। এই ষড়বিংশতিটী অবস্থা জ্ঞাত হইতে পারিলে তবে পূর্ণব্রহ্মতত্ত্ব বোধ হইবে। বিশেষতঃ আরো বুঝান হইল যে, পূর্ণব্রহ্মাতীত বস্তু নাই; তিনিই সগুণ ভাবে কাল, প্রকৃতি ও তত্ত্বাদি হইয়া থাকেন। তিনিই নির্গুণ ভাবে জীবাত্মা ও নির্গুণ ব্রহ্ম হইয়া বর্ত্তমান আছেন। এই ষড়বিংশতি তত্ত্বের পরিচয় দিয়া জগতের সহিত উহাদের সম্বন্ধ পরে প্রকাশ করা হইতেছে।

হে মাতঃ! সেই পরম পুরুষ নিজ দৈবস্বভাব হইতে, আপনার ক্ষুভিতধর্ম্মা যে যোনী, তাহাতে বীর্য্য ক্ষেপণ করিলে, সেই যোনী প্রথমতঃ হিরণ্ময় মহত্তত্ত্ব নামক অবস্থাকে প্রকাশ করিলেন। ৩য়। ২৬। ১৯।

হে জননি! মহত্তত্ত্বকে প্রকাশ হইতে দেখিয়া সেই ভগবান্ যিনি কূটস্থ ও জগতের অঙ্কুর স্বরূপ ছিলেন, তিনি সেই বিশ্বপ্রপঞ্চময় মহত্তত্ত্বকে আত্মগত করিলেন এবং যে প্রলয়কালীন তমঃ তাঁহাকে আবৃত করিয়াছিল, সেই অন্ধকারকে তিনি আপনার তেজে পান করিয়া ফেলিলেন। ৩য়। ২৬। ২০।

ব্যাখ্যা। মূলা প্রকৃতি ও পুরুষের আবেশ মাত্রে কালসহযোগে যে পরিশুদ্ধ অবস্থার প্রকাশ হইয়াছিল, তাহাকে মহত্তত্ত্ব কহে। এ পরিচয় পূর্ব্বে দেওয়া হইয়াছে। এক্ষণে চৈতন্য বা চিত্তসংজ্ঞার প্রকাশকথা বলা হইতেছে।

হে জননি! মহত্তত্ত্বের সহিত সম্মিলিত হইয়া, ভগবানের যে অংশ অবস্থিত থাকে, তাঁহাকে পণ্ডিতগণ সর্ব্বভূতান্তর্গত বাসুদেব বা চিত্ত কহেন। সেই অবস্থাটি সত্ত্বগুণময়, অতি পরিচ্ছন্ন ও প্রশান্তভাবধারী হইতেছে। ৩য়। ২৬। ২১।

হে মাতঃ! চিত্তের যে স্বচ্ছত্ব, অবিকারীত্ব ও শান্ত্যাদি বৃত্তির কথা কহিলাম; তাহারা ফেণতরঙ্গাদি রহিত বারিধির ন্যায় প্রশান্তপ্রকৃতিসংসর্গজাত হইতেছে। ইহাই জ্ঞানীগণ কহেন। ৩য়। ২৬। ২২।

ব্যাখ্যা। বাসুদেব বলিতে যিনি সর্ব্ব ভূতের অন্তর্গত থাকেন। ইতিপূর্ব্বে বলিয়াছি যে, পণ্ডিতগণ অনুভবার্থক চৈতন্যময় অবস্থাকে চিত্ত কহেন। চৈতন্য দ্বারা, কার্য্য চালিত হয়। চিত্তের দ্বারা কার্য্য অনুভব করিলে চৈতন্যসহযোগে ক্রিয়া ঘটিয়া থাকে। ঐ অনুভব ক্ষমতা জীব ভিন্ন জগতের মধ্যে আর কাহারও নাই, এই জন্য জীবান্তর্গত ভগবানের

অংশ বা চিত্তকে চৈতন্যতেজঃ কহে। পুরাণে উহাকেই বাসুদেব কহে। ঐ অবস্থাটি কি রূপে প্রকাশ হয়?—না—মহত্তত্ত্বের অর্থাৎ কার্য্যহীনা শক্তি ও উপাদানমিশ্রিত জীবের সূক্ষ্ম অবস্থার মধ্যে, ভগবানের যে তেজঃ রক্ষিত হয়, তাহাকেই চিত্ত কহে।

এস্থলে মহত্তত্ত্ব বলিতে, জীবাত্মা যে ঈশ্বরবীর্য্য আদিতে প্রকাশ হইয়াছিল বুঝিতে হইবে। ইহাতে বিশেষ রূপে আরও বলা হইল যে, ঐ চিত্তের লক্ষণ কি?—না—উহা স্বচ্ছ, সত্ত্বগুণময় এবং শান্ত। স্বচ্ছ বলিতে যে বস্তু অপরের প্রতিবিম্ব ধারণ করিতে পারে। ভগবান্ কি ভাবে কোন্ জীবরূপে লীলা করিবেন, তাহা যোনীগত হইবামাত্র ভগবৎবীর্য্য ও ভগবৎতেজোরূপী চিত্ত জানিতে পারে; তজ্জন্য জন্মমাত্রেই জীব কর্ম্মী হইয়া থাকে। ঐ ভগবানের ভাববিম্ব চিত্ত ধারণ করিয়া আছে বলিয়া উহা স্বচ্ছ। যাহা বিকারহীন, অর্থাৎ মায়া ও মোহাদি বা পীড়াদির উপদ্রবে যাহা লুপ্ত হয় বা আবৃত হয়, কিন্তু বিকৃত হয় না; শৈশব, উন্মাদ বা বৃদ্ধ সকল অবস্থাতেই যাহা চিত্তে বর্ত্তমান থাকিয়া, জীবের ভোগভাবোদ্দীপন করে; সেই জীবাত্মা বিকারশূন্য বলিয়া তাহা সত্ত্বগুণময়। শান্ত বলিতে কাহারও সংযোগে যাহা উদ্ভ্রান্ত না হয়। রিপু ও কর্ম্মসঙ্গ হেতু চিত্ত উদ্ভ্রান্ত হয়, কিন্তু জীবাত্মা সর্ব্বদাই আবৃত বা অনাবৃত হইলেও একভাবে থাকে। জীব ও জগতের মধ্যগত ঈশ্বরবীর্য্য চিত্ত ও চৈতন্যমধ্যে বর্ত্তমান রহিলেন এবং মহত্তত্ত্বের মধ্যে নানাবিধ শক্তি ও গুণময়ী হইয়া প্রকৃতি রহিলেন। অতএব পুরুষ ও প্রকৃতির বোধ করিতে হইলে, চৈতন্য ও চিত্ত এবং শক্তি ও গুণাদিই তাহার প্রত্যক্ষ প্রমাণ। আত্মাসহ এই চারি অবস্থার মিশ্রণে ব্রহ্মাণ্ডে যে অগণ্য তত্ত্বময় অবস্থায় প্রকাশ হইয়াছে; তাহাই পরে বলা যাইতেছে।

হে মাতঃ! সেই ভগবানের বীর্য্য হইতে যে মহত্তত্ত্ব প্রকাশ হইয়াছিল। সেই প্রকৃতি ও পুরুষের মিশ্রণাবস্থারূপী মহত্তত্ত্ব ক্রমে সক্রিয় হইয়া, আর একটী অবস্থা প্রকাশ করিল, তাহাকে অহঙ্কার কহে। তাহাই সকল ক্রিয়াশক্তির কারণ এবং তাহা ত্রিবিধভাবে কার্য্যকারী হইতেছে। ৩য়। ২৬। ২৩।

ব্যাখ্যা। অহং বা আত্মাকে যে শক্তি কর্ম্মময় করে, তাহাকে অহঙ্কার কহে। প্রকৃতির গুণ কার্য্যময়ীত্ব। আত্মা নামক পুরুষের অবস্থা অকর্ম্মা। সেই কর্ম্মহীন অবস্থাকে অন্তরে পাইয়া যে অবস্থা কার্য্যে রত হইয়া থাকে, তাহাকে অহঙ্কার কহে। ঐ অবস্থা কি রূপে উৎপন্ন হইল?—না—প্রকৃতি ও পুরুষস্বভাবের মিশ্রণে যে সূক্ষ্ম কারণাবস্থাকে কাল প্রকাশ করিলেন, তাহাতেই মহত্তত্ত্ব হইল। সেই শক্তি ও সত্ত্বাকে কর্ম্মময় করিবার জন্য, চিত্ত ও চৈতন্য রূপে পুরুষ তাহার মধ্যে অবস্থিত হইলে, কাল তাহাদের যে ভাবে পরিবর্ত্তন করিলেন, সেই অবস্থাকে অহঙ্কার কহে। এই অবস্থাই তিনভাগে বিভাজিত হইয়া, জীব ও জগতে সকল প্রকার কার্য্যের মধ্যে শক্তি দিয়া থাকে। সত্ত্ব, রজো ও তমোগুণকে প্রাকৃতিক্ কার্য্যগুণ কহে। জগতে যে অবিকারী ভাব দেখা যায়, তাহাকেই প্রকৃতির সত্ত্বগুণ সহযোগে চৈতন্য বা চিত্ত নামক কার্য্যাবস্থা কহে। জগতে যাহাকে সদা কর্ম্মময় দেখা যায় এবং পরে যাহাকে বিকারী বলিয়া বোধ করা যায়, তাহাই প্রকৃতির রজোগুণ হইতে প্রকাশ হইয়া,

চৈতন্য বা চিত্তকে আশ্রয় করিয়া কর্ম্ম করে। জগতে যে বিকারযুক্ত নিশ্চেষ্ট বা আবরণ-জনক অবস্থা বা জড়াবস্থার প্রকাশ দেখা যায়, তাহাই প্রকৃতির তমোগুণযোগে কেবল চৈতন্য কর্ত্তৃক আকৃষ্ট হইয়া কার্য্যকারী হয়, বুঝিতে হইবে। ঐ প্রাকৃতিক্ গুণ বা কর্ম্মার্থ অবস্থাত্রয় সহযোগে আত্মা, চৈতন্য ও চিত্তের মধ্যগত হইয়া, যে অবস্থায় কর্ম্মী হয়েন, সেই অবস্থাকে অহঙ্কার কহে। ঐ গুণত্রয় ভেদে অহঙ্কারের তিনটী অবস্থা। উহাদের পরিচয় পরে দেওয়া যাইতেছে।

হে মানবি! বৈকারিক্, তৈজস্ ও তামস্ এই ত্রিবিধ ভাবহেতু, অহঙ্কার নামত্রয় লাভ করিয়াছে। ঐ বৈকারিক্ অহঙ্কার হইতে মনাদির প্রকাশ হইয়াছে। ঐ তৈজস্ অহঙ্কার হইতে ইন্দ্রিয়াদির প্রকাশ হইয়াছে। ঐ তামস্ অহঙ্কার হইতে ভূতাদির প্রকাশ হইয়াছে। ৩য়। ২৬। ২৪।

ব্যাখ্যা। বৈকারিক্ শব্দের অর্থ সাত্ত্বিক্। অর্থাৎ প্রকৃতির সত্ত্বগুণস্বভাব মধ্যে পুরুষের চৈতন্য মিশ্রিত হইলে, যে সূক্ষ্ম অবস্থার সৃষ্টি জীবের মধ্যে প্রকাশ হয়, তাহাকেই মনাদি বা সূক্ষ্ম সত্ত্বগুণ কহে। প্রকৃতির রজোগুণ স্বভাব ও পুরুষের চৈতন্য মিশ্রণে যে অবস্থার প্রকাশ হইয়াছে, তাহাকে ইন্দ্রিয়াদির সূক্ষ্মাবস্থা কহে। প্রকৃতির তমোগুণ স্বভাব ও পুরুষের চৈতন্য মিশ্রিত হইয়া যে স্থূল পদার্থসমষ্টির সৃষ্টি হইয়াছে, তাহাকেই ভূতাদি কহে।

ঐ প্রাকৃতিক্ অবস্থাত্রয় কেবল পুরুষদ্বারা সংযুক্ত নহে, আত্মার সাক্ষীত্ব না থকিলে উহারা কার্য্যকরী হয় না, এই জন্য উহাদের মূলাবস্থাকে অহঙ্কার কহে। পরে ঐ মনাদি, ইন্দ্রিয়াদি এবং ভূতাদির পরিচয় দেওয়া যাইতেছে।

হে মাতঃ! জগতে উপাসনার জন্য যে ঈশ্বরকে সহস্রশিরোধারী অনন্ত নাম দেওয়া হইয়াছে; তিনিই ভূতেন্দ্রিয়মনোমধ্যগত হইয়া, পুরুষরূপে সংকর্ষণ নাম লইয়াছেন। ৩য়। ২৬। ২৫।

বিশেষতঃ তিনিই শান্ত, ঘোর ও বিমুগ্ধভাবে অহংকার রূপী হইয়া, কার্য্যত্ব, কর্ত্তৃত্ব ও কারণত্ব, লক্ষণে লক্ষিত হয়েন। ৩য়। ২৬। ২৬।

ব্যাখ্যা। যাহার লয়, বিক্ষেপ বা আদি ও অন্ত নাই, সেই ব্রহ্মচৈতন্যভাবকে অনন্ত কহে। যিনি আত্মতেজে নিস্তেজ বস্তুকে আকর্ষণ করিয়া কর্ম্মী করেন, সেই কর্ষণকারী অবস্থাকে সঙ্কর্ষণ কহে। এই অনন্ত ও সঙ্কর্ষণ একই অবস্থার রূপক। পৌরাণিকেরা উপাসনার জন্য ঈশ্বরকে অনন্ত ও সঙ্কর্ষণ বলিয়া ভাবিতে বলেন। অনন্ত ভাবিবার কালে ঈশ্বরকে সহস্রশিরোহস্তপদধারী অর্থাৎ লয়বিক্ষেপশূন্য, সর্ব্বত্রব্যাপ্ত ও চৈতন্যময় বলিয়া ভাবিতে হয়।

বৈকারিক্ অহংকার হইতে মনোনামক তত্ত্ব প্রকাশ হইয়াছে। তাহাতে কামনাজনিত শক্তি বর্ত্তমান থাকায়, তাহাতে সংকল্প ও বিকল্প নামক দুইটী অবস্থা আছে। ৩য়। ২৬। ২৭।

ব্যাখ্যা। কাল বলিতে কার্য্যভাব। কার্য্যভাব বা বৃত্তি হইতে যে শক্তি প্রকাশ হইয়া কর্ম্মপ্রকাশক হয়, তাহাকে কামজনিতা শক্তি কহে। পুরাণে ঐ স্বাভাবিক্ কাম্যভাবকে

প্রদ্যুম্নদেব কহে। আর ঐ কার্য্য প্রকাশিকা শক্তিকে অনিরুদ্ধ কহে। ঐ কার্য্যপ্রকাশিকা শক্তিকে উপাসনা করিবার জন্য, পুরাণের মধ্যে উহার রূপাদি ও লক্ষণাদি দ্বারা উহার নাম অনিরুদ্ধ রাখা হইয়াছে।

ঐ কার্য্য প্রকাশিকা শক্তি হইতে কি কার্য্য প্রকাশ হয়?—না—সংকল্প ও বিকল্প। কল্প বলিতে চিন্তা অর্থাৎ কর্ত্তব্য স্বভাবের প্রয়োগ। সেই চিন্তা সূক্ষ্ম ও স্থূল ভেদ দ্বিবিধ। অনুভব স্বভাবকে সূক্ষ্মচিন্তা কহে। তাহাকে কার্য্যে পরিণত করিলেই স্থূলচিন্তা হয়। এই উভয় অবস্থার দ্বারা কার্য্যক্ষমতা প্রকাশক ইন্দ্রিয়াদির উপরে কর্ত্তৃত্ব করা যায়। এই জন্য অনিরুদ্ধকে ইন্দ্রিয়গণের অধীশ্বর কহে। তাহার উপাসনার পরিচয় পরে বলা যাইতেছে।

হে মাতঃ! যে কামপ্রকাশিকা শক্তিকে পুরাণে অনিরুদ্ধ কহে। তিনিই হৃষীকগণের অধীশ্বর হইতেছেন। যোগীগণ তাঁহাকে সর্ব্বাগ্রে শান্ত করিবার জন্য প্রথমে শ্যাম ও শারদেন্দিবর কান্তিময় বলিয়া কল্পনা করতঃ, পরে তাঁহার উপাসনা করেন।৩য়। ২৬। ২৮।

ব্যাখ্যা। চিন্তা বা কল্পনা যাহার দ্বারা নিরূপণ হয় বা অবোধ্য না থাকে, তাহাকে অনিরুদ্ধ কহে। হৃষীক্ বলিতে সূক্ষ্ম জীবভাব বা কর্ম্মার্থ ইন্দ্রিয়াদি। মনই আত্মস্বভাব দ্বারা ইন্দ্রিয়াদিকে কার্য্যশক্তি দেন বলিয়া, তিনিই ইন্দ্রিয়াদির অধীশ্বর। শ্যাম বলিতে প্রশান্ত; শারদেন্দিবর বলিতে নীলোৎপল। উৎপল রাত্রপ্রকাশী। তমোগুণের মধ্যে ঐ সত্ত্বগুণের চৈতন্যাবস্থা কার্য্য করেন বলিয়া, তাঁহাকে নীলোৎপলকান্তিধারী বলা হইল। যোগীগণ ঐ রূপ ভাবিয়া উপাসনাকার্য্য করেন।

হে সতি! তৈজস্ অহঙ্কারই কালদ্বারা পরিণত হইয়া, বুদ্ধিতত্ত্ব প্রকাশ করিয়া থাকে। ঐ বুদ্ধিতত্ত্বের দ্বারা দ্রব্যাদির নিশ্চয়াত্মক অবস্থার বিজ্ঞান এবং ইন্দ্রিয়গণের কার্য্যজ্ঞান ঘটিয়া থাকে। ৩য়। ২৬। ২৯।

হে মাতঃ! ঐ অবস্থাত্রয়াত্মক বুদ্ধির মধ্যে সংশয়, বিপর্য্যাস, নিশ্চয়, স্মৃতি এবং নিদ্রা প্রভৃতি বহু কার্য্য লক্ষণভেদে পৃথক্ পৃথক্ রূপে দেখা যায়। ৩য়। ২৬। ৩০।

ব্যাখ্যা। রজোগুণ দ্বারা মিশ্রিত ঐশিক চৈতন্যময় প্রকৃতির অবস্থাকে তৈজস্ অহঙ্কার কহে। রজোগুণের ক্ষমতা কার্য্যকরণ এবং চৈতন্যের ক্ষমতা বোধ করণ। বোধ সহকারে কার্য্য করণ ক্ষমতা যে তত্ত্ব হইতে প্রকাশ হয়, তাহাকেই বুদ্ধিতত্ত্ব কহে। ঐ বুদ্ধিতত্ত্বের তিনটী লক্ষণ আছে। একটীর দ্বারা দ্রব্য নিশ্চয় হয়; অপরটীর দ্বারা বস্তুজ্ঞান বিষয়ীভূত হয়। তৃতীয়টির দ্বারা ইন্দ্রিয়াদি সেই সেই গুণ প্রাপ্ত হয়।

হে জননি! সেই রাজস্ অহঙ্কার হইতে কর্ম্ম ও জ্ঞান মতে দ্বিবিধ ইন্দ্রিয় প্রকাশ হইয়াছে। প্রাণের ক্রিয়াশক্তি হেতু প্রাণসংযুক্ত ইন্দ্রিয়গণ ক্রিয়াশক্তি পাইয়াছে। বুদ্ধির জ্ঞানশক্তির হেতু বুদ্ধিসংযুক্ত ইন্দ্রিয়গণ জ্ঞানশক্তি প্রাপ্ত হইয়াছে। ৩য়। ২৬। ৩১।

ব্যাখ্যা। প্রতি জীবদেহে বাহ্যভোগ করিবার জন্য যে সকল দ্বার আছে, তাহাদিগকে ইন্দ্রিয় কহে। ঐ ইন্দ্রিয়সমূহের মধ্যে কতকগুলি বিজ্ঞানকার্য্যার্থ নিযুক্ত আছে।

কতকগুলি বাহ্য কার্য্য করণার্থ নিযুক্ত আছে। দেহের দুইটী ভোগ শক্তি আছে। একটীকে জ্ঞান কহে, অপরটীকে প্রাণ কহে। জ্ঞান দ্বারা অনুভব হয়। সেই জন্য জ্ঞানসংযুক্ত ইন্দ্রিয়াদি দ্বারা দেহের অনুভব কার্য্য ভোগ হয়। প্রাণের দ্বারা দেহে ইচ্ছানিবৃত্তি হইয়া থাকে। ঐ সকল আন্তরিক্ ইচ্ছা যে সকল ইন্দ্রিয় যোগে, বাহ্যবস্তু আহরণ দ্বারা পরিপূর্ণ হয়, তাহাকে কর্ম্মেন্দ্রিয় কহে। বাক্, কর, চরণ, পায়ু ও উপস্থ ইহারা কর্ম্মধর্ম্মা, এই জন্য ইহাদের প্রাণসংযুক্ত কর্ম্মেন্দ্রিয় কহে। এতদ্ব্যতীত প্রাণধর্ম্ম আছে। এই জন্য ক্ষুধা ও তৃষ্ণাদিকে প্রাণধর্ম্ম কহে।

চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা ও ত্বক্ এই পাঁচটীর কার্য্য অন্তরের অনুভবার্থ ঘটিয়া থাকে, এই জন্য উহাদের জ্ঞানেন্দ্রিয় কহে। ইহারা সকলেই রাজস্ অহঙ্কার হইতে জাত।

হে জননি! ভগবানের বীর্য্য স্বরূপ কাল দ্বারা পরিণত হইয়া, তামসিক্ অহঙ্কার হইতে ভূততত্ত্বের প্রকাশ হয়। তন্মধ্যে শব্দগুণধারী শূন্য নামক ভূতাবস্থা প্রথমে প্রকাশ হয়। দেহের মধ্যে সেই শব্দকে শ্রোত্রই গ্রহণ করিয়া থাকে। ৩য়। ২৬। ৩২।

হে মাতঃ! প্রাচীন পণ্ডিতগণ, তাৎপর্য্য বোধক, দ্রষ্টা ও দৃশ্যের সম্বন্ধ বোধক সূক্ষ্মাবস্থাকে শব্দ কহেন। তাহাই শূন্যের তন্মাত্রালক্ষণ হইতেছে, বুঝিতে হইবে।৩য়।২৬।৩৩।

ভূতসমূহকে আশ্রয় দান করা, তাহাদের গঠনার্থ বহিরাভ্যন্তরে বর্ত্তমান থাকা এবং প্রাণ, মন ও ইন্দ্রিয়াদি শক্তিসমূহকে স্থান দান করাই, শূন্যের কার্য্য হইতেছে।

হে জননি! সেই শূন্য ও তাহার শব্দ তন্মাত্রাকে আশ্রয় করিয়া, পুনশ্চ তামসিক্ অহঙ্কার কাল দ্বারা পরিণত হইলে তাহা হইতে বায়ু ও স্পর্শ তন্মাত্রার আবির্ভাব হয়। ত্বক্ নামক ইন্দ্রিয় দ্বারা তাহাদের অস্তিত্ব বোধ হইয়া থাকে। ৩য়। ২৬। ৩৪। ৩৫। ৩৬।

শূন্যের সহিত সম্বন্ধ থাকাতে শূন্যের যে শব্দগুণ তাহা এবং মৃদুত্ব, কঠিনত্ব, শৈত্য, উষ্ণত্ব প্রভৃতিই স্পর্শ তন্মাত্রার লক্ষণ হইতেছে। ৩য়। ২৬। ৩৭।

হে জননি! বায়ু ও তাহার স্পর্শতন্মাত্রার আশ্রয়ে ভগবান্ দৈবদ্বারা তামসিক্ অহঙ্কার পুনরায় পরিণত হইলে, তেজঃ নামক ভূত রূপ নামক গুণময় হইয়া প্রকাশ হয়। চক্ষুই তাহাদের বোধ করিতে পারে। ৩য়। ২৬। ৩৮।

কোন দ্রব্যের আকৃতি দান; বস্তুর ভেদ বোধ; দ্রব্যের নিশ্চয়ত্ব প্রভৃতি তেজঃ নামক ভূতজাত রূপ নামক গুণের লক্ষণ হইতেছে। ৩য়। ২৬। ৩৯।

প্রকাশ করণ, পাঁচন, ক্ষুধা ও তৃষ্ণার উদ্রেক করণ, হিম নাশ করণ, শোধণ প্রভৃতিই তেজঃ নামক মহাভূতের কার্য্য হইতেছে। ৩য়। ২৬। ৪০।

হে জননি! ঐ রূপতন্মাত্রার ও তেজের আশ্রয়ে তামস্ অহঙ্কার পরিণত হইলে; বারি নামক মহাভূত এবং রস নামক তদীয় গুণ প্রকাশ হইয়াছে। দেহের মধ্যে জিহ্বা দ্বারা রসের স্বরূপ অনুভব হইয়া থাকে। ৩য়। ২৬। ৪১।

হে মাতঃ! কষায়, মধুর, তিক্ত, কটু, অম্ল প্রভৃতি আস্বাদন ভৌতিক্ পদার্থের বিকারে, সেই রসের মধ্যেই দেখা যায়। উহাদেরই রসের গুণ বলিতে হইবে। ৩য়। ২৬। ৪২।

কোন বস্তুকে দ্রবকরণ, কোন বস্তুকে পিণ্ডিকরণ, তৃপ্তিসাধন, জীবিতরক্ষণ, তৃষ্ণাদি শ্রান্তি নিবারণ; উষ্ণতা নিবারণ প্রভৃতি বহু প্রকার গুণ অম্বু পদার্থে দেখা যায়। ৩য়। ২৬। ৪৩

ব্যাখ্যা। পণ্ডিতগণ কহেন, যে অবস্থা সূক্ষ্ম তাহা নির্লিপ্ত ভাবে এক ভাবেই থাকে। অপরের সহিত সংযুক্ত না হইলে ভেদ ভাব প্রাপ্ত হয় না। যেমন চক্ষের ক্ষমতা রূপদর্শন। রূপ এমন একটী কান্তি যাহা অতি শুদ্ধ ও স্বচ্ছ অবস্থা। উহাতে পদার্থ ভেদে নীল ও পীতাদি বর্ণ সংযোজিত হইলে, তবে চক্ষের দৃষ্টিগোচর হয়। নীল ও পীতাদি উপাধি ত্যাগ যদিও করা কঠিন; কিন্তু বিজ্ঞানবলে এটী দেখা যায় যে, এক সূক্ষ্ম ও অমিশ্র বস্তু কখন বিভিন্ন গুণ বা অবস্থার প্রকাশক হয় না। সেই নিয়মে নীল ও পীতাদি উপাধি সেই রূপের উপরে আবৃত হওয়ায় কান্তিটি ঐ সকল বর্ণময় হইয়া থাকে এবং বর্ণাদি দ্বারা উহাদের অন্তরে যে অমিশ্র রূপ পদার্থ আছে, তাহা অনুমিত হইয়া থাকে। সেইরূপ রসের পরীক্ষা কটু ও তিক্তাদি আস্বাদন দ্বারা ঘটিয়া থাকে। কটু ও তিক্তাদি বিভিন্ন আস্বাদন কখন এক অমিশ্র অবস্থায় হইতে পারে না। তবে যে অমিশ্র অবস্থাকে আশ্রয় করিয়া উহারা বর্ত্তমান আছে, সেই পবিত্র পদার্থগুণকে রস কহে।

পরে অম্বু নামক মহাভূতের যে সকল পরিচায়ক গুণ শ্লোকে আছে, তাহার অর্থ অতি সরল থাকায় ব্যাখ্যার অপ্রয়োজন হইল।

হে জননি! ঐ রস মাত্রা এবং জলকে আশ্রয় করিয়া স্বয়ং কালদ্বারা পুনরায় তামস্ অহঙ্কার পরিণত হইলে, গন্ধতন্মাত্রাসংযুক্ত পৃথ্বী নামক মহাভূতের আবির্ভাব হইয়া থাকে। নাসিকাই গন্ধের গ্রাহক হইতেছে। ৩য়। ২৬। ৪৪

করম্ভ, পূতি, সৌরভ, উদগ্র প্রভৃতি অবস্থাভেদেও অপর পদার্থের গুণসংযোগে এক সূক্ষ্ম গন্ধতন্মাত্রাই বিভিন্ন রূপে লক্ষিত হয়। ৩য়। ২৬। ৪৫

ব্যাখ্যা। এই যে পাঁচটী মহাভূতের কথা বলা হইল, ইহারা বাহ্যে যেরূপে বর্ত্তমান রহিয়াছে, তাহারা অমিশ্র বা বিশুদ্ধ নহে। এই জন্য মহাভূত বলিতে ভূতসমূহের সূক্ষ্মাবস্থা।

পৃথ্বী নামক তত্ত্ব কোন লক্ষণে পরিচিত হয়?—না—গন্ধতন্মাত্রা দ্বারা। ঐ গন্ধ তন্মাত্রাটী রসের আশ্রয়ে থাকে এবং পৃথিবী জলের আশ্রয়ে থাকে। যেখানে আস্বাদন সেইখানেই গন্ধ এবং যেখানে তরলতা সেই স্থানেই পৃথ্বী। এই নিয়মে পৃথ্বীতত্ত্বের স্বীকার করিয়া গন্ধ কিরূপে বোধ হয়, তাহার পরিচয় দেওয়া যাইতেছে। করম্ভ বলিতে বিভিন্ন অবস্থাজাত কোন তীব্র অবস্থা এক অবস্থায় মিশ্রিত থাকা। যেমন হিঙ্গু প্রভৃতি এক অমিশ্র অবস্থাকে আশ্রয় করিয়া নানাবিধ অবস্থাকে গন্ধে পরিপূর্ণ করিয়াছে। যে অবস্থাকে আশ্রয় করিয়া হিঙ্গ্বাদি বা পুষ্পসৌরভাদি ভিন্ন ভিন্ন বলিয়া বোধ হয়, সেই অনুভবকারক সূক্ষ্ম অবস্থাকে গন্ধ কহে। সেই সূক্ষ্ম অবস্থার ব্যাপ্তি ক্ষমতা আছে। সেই ক্ষমতাদ্বারা

হিঙ্গ্বাদির গন্ধ অপর বস্তুতে লাগিলে তাহা ঐ গন্ধময় হইয়া থাকে। ঐ স্বভাবকে করম্ভ কহে। পূতি বলিতে কুগন্ধ, সৌরভ বলিতে সুগন্ধ। এই কুগন্ধ ও সুগন্ধ এবং শান্ত বা কোমল গন্ধ, এবং উগ্রগন্ধ এ সমস্তই দ্রব্যভেদে এক গন্ধমাত্রা সংযোগে বিভিন্ন অবস্থায় প্রকাশ হইয়া থাকে।

সেই এক গন্ধতেজই কর্পূরাদিতে মিশ্রিত হইয়া সৌরভ প্রকাশ হয়। বিষ্ঠাদিতে প্রবেশ করিয়া পূতি পূর্ণ হয়। পদ্মাদিতে ব্যাপ্ত হইয়া কোমল গন্ধের প্রকাশক হয়। রশুণাদিতে থাকিয়া উগ্রগন্ধ প্রকাশ করে। ইহাতে বেশ বুঝা যায় যে, বস্তুর অবস্থাভেদে গন্ধ মিশ্রিত হইয়া নানাবিধ ভাবে নাসিকার গ্রহণীয় হইয়া থাকে। নাসিকার গ্রহণীয় বলিতে নাসিকাই ঐ ঐ অবস্থার পরীক্ষক ও জ্ঞান অনুভাবক।

হে মাতঃ! পৃথ্বী দ্বারা নির্গুণ ব্রহ্ম সগুণত্ব প্রাপ্ত হয়েন। স্থান, ধারণ, সমস্ত সৎ পদার্থের অবচ্ছেদন এবং সকলের সত্বগুণ প্রকাশ করণই একা সেই পৃথিবীর কার্য্য হইতেছে। ৩য়। ২৬। ৪৬

ব্যাখ্যা। বায়্বাদি কেহই আকার প্রকাশ করণে সক্ষম হয় না। একা পৃথিবী ব্রহ্মের জীব জগৎরূপী আকার দিয়া থাকেন। স্থান বলিতে স্থিরভাবে এক বস্তুকে আত্মোপরি রক্ষ। অর্থাৎ জলাদি চঞ্চল বস্তু, এক ভাবে অচল বস্তু রাখিতে পারে না, কিন্তু পৃথিবী সেই কার্য্যে সক্ষম হয়েন।

ধারণ বলিতে আধার শক্তি। অর্থাৎ পৃথিবীর এমন একটী গুণ আছে যে যতই কেন স্থূল বস্তু হউক না, পৃথিবী তাহাকে ধারণ করিতে সক্ষম হইবে। জলাদির তরলতা হেতু গুরুভার রক্ষিত হইতে পারে না। সৎবস্তুর অবচ্ছেদন বলিতে আকাশাদি চারিটী ভূতকে সৎপদার্থ বলা যায়। পৃথিবী উহাদের ব্যতীত থাকিয়া উহাদের প্রকাশক হয়েন, বা পৃথিবীকে বোধ করিয়া, উহাদেরও অস্তিত্ব বোধ করা যায়। বিশেষতঃ ইহ ব্রহ্মাণ্ডে যত জীবাদি অর্থাৎ জরায়ুজ, স্বেদজ, উদ্ভিজ্জ সকল জাতীয় জীবের বীর্য্য তিনি প্রকাশ করিয়াছেন।

হে মাতঃ! এই দেহমধ্যে শূন্যের গুণ যাহা দ্বারা বিশেষ করিয়া বুঝিতে পারা যায়, তাহাকে কর্ণ কহে। যাহার দ্বারা বায়ুর গুণ বিশেষ করিয়া বুঝা যায়, তাহাকে ত্বক্ কহে। যাহার দ্বারা তেজের গুণ বুঝা যায় তাহাকে চক্ষু কহে। যাহাদ্বারা জলের গুণ বিশেষ করিয়া জানা যায়, তাহাকে রসনা কহে। যাহাদ্বারা ভূমির গুণ বিশেষ করিয়া বুঝা যায়, তাহাকে ঘ্রাণ কহে। ৩য়। ২৬। ৪৭। ৪৮

ব্যাখ্যা। এই জীবদেহটী উপভোগের দ্বারস্বরূপ। ভগবান্ কারণ ও তত্ত্বরূপী বিষয় ভোগ করিবার জন্য এই দেহে বহু সংখ্যক ভোগার্থ দ্বার স্থির করিয়াছেন। তন্মধ্যে কতকগুলি দেহাংশ দ্বারা ভূতাদির তন্মাত্রা সহযোগে ভূতকে অনুভব করা যায়, তাহাদের পরিচয় এই শ্লোকদ্বয়ে দেওয়া হইল।

ইতিপূর্ব্বে বলা হইয়াছে, তত্ত্ববোধ না হইলে, আত্মাকে অজ্ঞান হইতে জ্ঞানে মণ্ডিত

করা যাইতে পারে না। মানবজীবনে সেই তত্ত্ব বোধ করিবার উপায়ও আছে। যে যে ইন্দ্রিয় দ্বারা তত্ত্ব বোধ হয়, তাহার পরিচয় পূর্ব্বশ্লোকে দেওয়া হইল।

হে মাতঃ! পূর্ব্বপ্রকাশ্য অমিশ্র ভূতের যে যে গুণ, তাহার পরপ্রকাশ্য ভূতে মিশ্রিত হইয়া যায়। এই রূপে সকল গুণই পৃথিবীতে দেখা যায়। ৩য়। ২৬। ৪৯

হে মানবি! এই মহত্তত্ত্ব হইতে পৃথিবী প্রকাশ পর্য্যন্ত যে সাতটী কারণাবস্থা; ইহাদের মধ্যে কাল প্রবেশ করিলে, তাহাদের সংযোগে কাল, কর্ম্ম ও গুণাদি সংযুক্ত জগৎ প্রকাশিত হইবার জন্য, ঈশ্বর তাহাতে আবিষ্ট হয়েন, বুঝিতে হইবে। ৩য়। ২৬। ৫০

ব্যাখ্যা। মহত্তত্ত্ব, অহঙ্কার, পঞ্চভূত এই সাতটী জগতের মূল কারণ। অহঙ্কার বলিতে মনাদি ও ইন্দ্রিয়াদি। ভূতাদি যদিও অহঙ্কার বটে, কিন্তু তাহারা স্থূল বলিয়া পদার্থান্তর নামে বিজ্ঞানে গণ্য হয়। এই সাতটী প্রধান কারণ প্রস্তুত হইলে, ঈশ্বর তাহাদের অন্তরে আবিষ্ট হইয়া কাল, কর্ম্ম ও গুণময় জগৎরূপী হইলেন।

হে জননি! জগতের আদি রূপে ঈশ্বর অমিলিত কারণসমূহে প্রবিষ্ট হইবার মাত্রেই; তাহারা কালের দ্বারা পরিণত হইয়া, একত্র সংযুক্ত হইয়া গেল, এমন ভাবে সংযুক্ত হইল; যে, তাহাদের সংযোগ হইতে ভগবানের বিরাট্ রূপ প্রকাশ হইয়া পড়িল। ৩য়। ২৬। ৫১

ব্যাখ্যা। পণ্ডিতগণ কহেন, কার্য্য ভিন্ন অমিশ্র পদার্থ মিশ্র হইতে পারে না। পঞ্চভূত পঞ্চের আশ্রয়ে আছে বটে, কিন্তু কাহারও সহিত কাহারও সংযোগ নাই। কিন্তু ঘটাদিরূপী কার্য্য উপস্থিত হইলে কুম্ভকারের কৌশলে উহাদের যেমন সংযুক্ত করা যায়। তেমনি যতক্ষণ দেহ ততক্ষণ দেহাকারে ভূতাদির সংযোগ। জীবনাতীতে প্রপঞ্চ প্রপঞ্চে লীন হইয়া যায়। এইরূপ বিশেষ করিয়া বিচারে দেখা যায় যে, মূল অমিশ্র ও বিশুদ্ধ পদার্থ কার্য্য ভিন্ন মিলিত হয় না। কার্য্যও স্বতঃ হইবার ক্ষমতা নাই। কর্ত্তার প্রয়োজন। এই রূপ বিজ্ঞানযুক্তিতে বলা হইল, এই যে জগৎ এটী ভূতাদি, ইন্দ্রিয়াদি ও মনাদির সমষ্টি মাত্র। ঐ সকল অমিশ্র পদার্থকে সংহত করিয়া কার্য্যে পরিণত কে করেন?—না—যাঁহার অভিপ্রায়ে উহারা সৃষ্ট হইয়াছে। অতএব ঈশ্বরের ক্ষমতায় উহারা সংযুক্ত হইল। কিরূপে সংযুক্ত হইল?—না—ঈশ্বর যে ভাবে কার্য্য করিবেন বা জীব ও জগৎরূপী লীলা করিবেন, সেই ভাবে তাহারা ঈশ্বরের আবরণ রূপে সংযুক্ত হইল। তাহাতে তাহাদের সহিত ব্রহ্মাণ্ডব্যাপ্তি রূপ বিরাট্ রূপ হইল অর্থাৎ ঈশ্বর কার্য্যার্থে জগতের পুরে প্রবিষ্ট হইয়া বিরাজিত হইলেন।

হে মাতঃ! এই অবস্থাকে বিশেষ সৃষ্টি কহে। ভূমি হইতে মহত্তত্ত্ব পর্য্যন্ত সাতটী অবস্থা উত্তরোত্তর দশগুণ বৃদ্ধি পাইয়া এই অণ্ডের সৃষ্টি হইয়াছে। এই যে ব্রহ্মাণ্ডলোক ইহা ভগবানের অধ্যাত্ম ভাগের বাহিরে বিরাজিত আছে, এই জন্য ইহাকে ভগবান হরির বাহ্যরূপ কহে। ৩য়। ২৬। ৫২।

ব্যাখ্যা। ব্রহ্মাণ্ডটী তিন ভাগে বিভক্ত। একটীকে বিশেষ কহে, অপরটীকে অধ্যাত্ম কহে। তৃতীয়টীকে স্বরূপ কহে। ব্রহ্মাণ্ডের বাহ্যাবরণকে বিশেষাবরণ কহে। যে অংশদ্বারা

আত্মারূপে ঈশ্বর বিষয় ভোগ করেন, তাঁহাকে মনাদি নামক অধ্যাত্ম আবরণ কহে। আত্মারূপে যে অবস্থায় থাকেন; সেই অবস্থাকে স্বরূপ কহে। এই তিন ভাবে এই ব্রহ্মাণ্ড লীলা হইতেছে।

হে মাতঃ! সেই হিরণ্ময় অণ্ডকোষের অন্তর্বর্ত্তী কারণসলিলের অন্তঃস্থিত বিরাট্‌মূর্ত্তিমান্ ভগবান সৃষ্টির উপকরণ দেখিয়া, সৃষ্টিবিষয়ে বিবেচনা করিয়া, তাহাতে অধিষ্ঠিত হইয়া, কর্ম্মার্থ বহুবিধ ইন্দ্রিয়কে পরে প্রকাশ করিলেন। ৩য়। ২৬। ৫৩

ব্যাখ্যা। পূর্ব্বে আবরণব্যাপ্তি বলা হইল; এক্ষণে বিরাট্‌রূপে ঈশ্বর কি রূপে কার্য্য-ব্যাপ্তিময় হইলেন তাহা বলা হইয়াছে। সৃষ্টি শব্দের অর্থ নূতন কার্য্য প্রকাশ। জগত ও জীবরূপে নূতন কার্য্য করিবার জন্য এবং ঈশ্বর আপনাকে সেই আবরণে সংযুক্ত করিবার জন্য ইন্দ্রিয়ের প্রকাশ করিলেন। ইহাতে ভূতাদি ও ইন্দ্রিয়াদি উভয় সংযোগই কার্য্যের জন্য যুক্ত হইয়াছে বলিতে হইবে।

হে মানবি! প্রথমে বিরাট্‌রূপের মুখছিদ্র প্রকাশ হইয়াছিল। মুখ হইতে বাণী নামক ইন্দ্রিয় এবং তাহার কারণরূপী অগ্নি উদ্ভূত হইয়াছিল। তাহার পরে নাসাছিদ্রের আবির্ভাব হইল। সেই ছিদ্রে বায়ুপ্রভাবে প্রাণনামক শক্তি ওতঃপ্রোতঃভাবে গমন করিতে লাগিলেন এবং প্রাণনামক শক্তিও তথায় আবির্ভূত হইলেন। ৩য়। ২৬। ৫৪। ৫৫

তাহার পরে চক্ষু গোলকের আবির্ভাব হইল, তাহাতে চক্ষু নামক দর্শনেন্দ্রিয়ের প্রকাশ হইল এবং সূর্য্য নামক তেজঃ অধিষ্ঠিত হইল। পরে কর্ণ নামক ছিদ্র প্রকাশ হইল, তাহাতে দিক নির্দ্দেশক শক্তির আবেশ হইল। ৩য়। ২৬। ৫৬

তাহার পরে বিরাট্‌দেহে ত্বকের আবির্ভাব হইল, সেই ত্বকে কেশ, শ্মশ্রু এবং রোমাদির আবির্ভাব হইল। তাহাতে ওষধি প্রভৃতি অধিষ্ঠিত হইল। ৩য়। ২৬। ৫৭

অনন্তর ভগবানের শিশ্ন নামক ইন্দ্রিয় আবির্ভূত হইল; তাহাতে রেতঃ নামক শক্তির আবেশ হইল। পরে তাঁহার পায়ুদেশ প্রকাশ হইল; তাহাতে অপান নামক লোকভয়ঙ্কর মৃত্যুবায়ু অধিষ্ঠিত হইল। ৩য়। ২৬। ৫৮

পরে বিরাট্‌দেহে হস্তের আভির্ভাব হইল। বল নামক শক্তি এবং ইন্দ্র নমেক দেবতা তাহাতে অধিষ্ঠিত হইল। পরে সেই দেহে পদের প্রকাশ হইল। পদে গতিশক্তি এবং স্বয়ং বিষ্ণু অধিষ্ঠিত হইলেন। ৩য়। ২৬। ৫৯

পরে সেই দেহে নাড়ী সকল প্রকাশ হইল। সেই নাড়ী সকলে রক্তস্রোত প্রবাহিত হইয়া নদী রূপী হইল। পরে তাহাতে উদরের আবির্ভাব হইল। ক্ষুধাতৃষ্ণাদি সেই উদরে প্রকাশ হওয়ায়, তাহাতে রস সংগ্রহ ও রস সঞ্চালনাদি আবির্ভাবকারী সাগরের অধিষ্ঠান হইল। ৩য়। ২৬। ৬০

হে মাতঃ! পরে সেই বিরাটের হৃদয় নামক স্থানের প্রকাশ হইল। সেই হৃদয়ে মন, বুদ্ধি, চিত্ত ও অহঙ্কার নামক অবস্থাচতুষ্টয় রহিল। মনেতে আনন্দশক্তিরূপী বাসুদেব রহিলেন। বুদ্ধিতে সঙ্কল্পকর্ত্তা ব্রহ্মা রহিলেন। অহঙ্কারে তমোগুণী রুদ্র রহিলেন। চিত্তে ক্ষেত্রজ্ঞ আত্মা সংযুক্ত রহিলেন। ৩য়। ২৬। ৬১

ব্যাখ্যা। এই সকল শ্লোকের ব্যাখ্যা দ্বিতীয়স্কন্ধে প্রথমাদি অধ্যায়ে দেওয়া হইয়াছে; অতএব এস্থলে প্রকাশ করাতে পুস্তক বৃদ্ধি মাত্র বুঝিয়া তাহাতে ক্ষান্ত হইলাম। কাহারও সন্দেহ হইলে তথায় দেখিবেন। এই সকল অংশকে ব্রহ্মাণ্ডের অধ্যাত্ম অংশ কহে। ইহাদের দেখা যায় না। বিশেষনামক ভূতাদি অবস্থাকে দেখা যায়, এই জন্য ব্রহ্মাণ্ডের সেই ভাগকে হরির গোচরীভূত রূপ কহে এবং এই অগোচরীভূত ভাগকে ভগবানের ক্রিয়াশক্তি কহে। হরি কারণাবস্থা বা বিশেষ ভাগদ্বারা স্থূলরূপময় হইলেন, পরে ইন্দ্রিয়াদিরূপী কর্ম্মাবস্থা দ্বারা জগতের কর্ম্মময় হইলেন। কর্ম্ম ও আবরণের অন্তরে কিরূপে রহিলেন তাহা পরে বলা যাইতেছে।

হে মাতঃ! এই সকল ইন্দ্রিয় সংযুক্ত শক্তিসমূহ প্রকাশ হইলেই যে বিরাট্‌ভাবধারী হরি কর্ম্মে সংযুক্ত হইলেন তাহা নহে। কারণ কেহই তাঁহাকে কর্ম্মে রত করিতে না পারিয়া সকলে যুক্ত মাত্র হইল। ৩য়। ২৬। ৬২

বাক্য ইন্দ্রিয়ের সহিত অগ্নি তাঁহাতে প্রবিষ্ট বা যুক্ত হইলেও বিরাট্ ভগবান্ কর্ম্মী হইলেন না। বায়ু দেবতা নাসা ছিদ্র দ্বারা ঘ্রাণ ইন্দ্রিয় লইয়া তাঁহাতে যুক্ত হইলেও তিনি কর্ম্মী হইলেন না। ৩য়। ২৬। ৬৩

সূর্য্যদেবতা চক্ষুছিদ্রের দ্বারা অক্ষিদৃষ্টি ইন্দ্রিয় লইয়া, তাঁহাতে যুক্ত হইলেও তিনি কর্ম্মী হইলেন না। দিক্‌দেবতা কর্ণছিদ্র দ্বারা শ্রোত্র ইন্দ্রিয় লইয়া তাঁহাতে প্রবিষ্ট হইলেও তিনি জাগ্রত হইলেন না। ৩য়। ২৬। ৬৪

ওষধি অর্থাৎ অবস্থাবোধক বা শীতাদি বোধক দেবতা ত্বক্ নামক অবস্থাকে আশ্রয় করিয়া রোমাদি ইন্দ্রিয় সহযোগে তাঁহাতে প্রবিষ্ট হইলেও তিনি জাগ্রত হইলেন না। যখন বরুণ নামক দেবতা রেতঃ নামক শক্তির সহিত শিশ্ন নামক অবস্থাকে আশ্রয় করিয়া তাঁহাতে অধিষ্ঠিত হইলেন, তখনও সেই ভগবান জাগ্রত হইলেন না। ৩য়। ২৬। ৬৫

মৃত্যুদেবতা আপন পায়ু সহযোগে বায়ু নামক স্থান আশ্রয় করিলেও সেই ভগবান্ জাগ্রত হইলেন না। ইন্দ্রদেবতা হস্তকে আশ্রয় করিয়া বল নামক শক্তি সহযোগে বিরাট্‌দেহে অধিষ্ঠিত হইলেও তিনি কর্ম্মী হইলেন না। ৩য়। ২৬। ৬৬

বিষ্ণু দেবতা চরণকে আশ্রয় করিয়া গতিশক্তির সহিত তাঁহাতে আবিষ্ট হইলেও তিনি জাগ্রত হইলেন না। নদী নামক দেবতা নাড়ীকে আশ্রয় করিয়া রক্তের সহিত তাঁহাতে সংযুক্ত হইলেও বিরাট্‌রূপী ভগবান জাগ্রত হইলেন না। ৩য়। ২৬। ৬৭

সাগর নামক দেবতা ক্ষুধা ও তৃষ্ণাদি অবস্থার সহিত উদরকে আশ্রয় করিলেও তিনি কর্ম্মী হইলেন না। চন্দ্রদেবতা মনের সহিত তাঁহার হৃদয় অধিকার করিলেও তিনি প্রবুদ্ধ হইলেন না। ৩য়। ২৬। ৬৮

ব্রহ্মা স্বয়ং বুদ্ধির সহিত হৃদয় আশ্রয় করিলে এবং ভগবান রুদ্র অহঙ্কারের সহিত তাঁহার হৃদয় অধিকার করিলেও তিনি কর্ম্মী হইলেন না। ৩য়। ২৬। ৬৯

হে মাতঃ! যখন ভগবান্ ক্ষেত্রজ্ঞ চৈতন্য দেবতা চিত্তকে লইয়া তাঁহার হৃদয় অধিকার

করিলেন, তখন ভগবান বিরাট্ পুরুষ প্রবুদ্ধ হইলেন, এবং কর্ম্মার্থ সেই কারণবারি হইতে উত্থিত হইয়া কর্ম্ম আরম্ভ করিলেন। ৩য়। ২৬। ৭০

হে জননি! এমন যে প্রাণ, ইন্দ্রিয়, মন, বুদ্ধি প্রভৃতি মহা মহা তেজঃ ও মন নামক শক্তিসমূহ ইহাদেরও এমন ক্ষমতা নাই যে, সেই পুরুষকে প্রবুদ্ধ করিতে পারে। সেই সর্ব্বনিয়ন্তা ভগবান্ যিনি স্বইচ্ছায় সর্ব্বত্র ব্যাপ্ত হয়েন, হে মাতঃ! তাহাতেই আপনি ভক্তি স্থাপন করুন। অপর বাহ্যভোগে বিরত হউন। অবশেষে জ্ঞানসহযোগে যোগযুক্ত বুদ্ধিদ্বারা আপনার হৃদয়ে তাঁহাকে চিন্তা করুন। তাহা হইলে অবশ্যই মুক্ত হইবেন। ৩য়। ২৬। ৭১। ৭২

ইতি শ্রীভাগবতে তৃতীয়স্কন্ধে ষড়বিংশাধ্যায়ে উপেন্দ্রকৃতানুবাদ সমাপ্ত।

ব্যাখ্যা। সাংখ্য জ্ঞানের দ্বারা কি লাভ হয় তাহাই মাতাকে উপদেশ দানচ্ছলে কপিলোক্তিতে ভগবান্ ব্যাস বলিলেন। অনেকে বলেন যে, মুক্তি বলিয়া যদি কোন অবস্থা থাকে, তাহা হইলে স্বভাবতঃ হইতে পারে। সাংখ্যকার তাহা নিবারণ করিয়া বলিতেছেন। তবে মুক্ত অর্থাৎ প্রকৃতি সংযোগ হইতে অতীত কিরূপে হইতে পারা যায়, তাহার দৃষ্টান্ত স্বরূপ বলা হইল যে:—প্রাণ, ইন্দ্রিয়াদি প্রাকৃতিক শক্তি ও আত্মা পুরুষের সত্বা মাত্র। উহাদের এমন ক্ষমতা নাই যে, ঈশ্বরকে কর্ম্মী পর্য্যন্তও করিতে পারে। তবে দেহে স্বভাবতঃ উহারা থাকাতে মুক্তি অসম্ভব। চৈতন্যই সকল কার্য্যের ও কারণের নিয়ন্তা। সেই চৈতন্যপর হইলে প্রকৃতি হইতে অতীত হওয়া যায় এবং মুক্তও হওয়া যায়। সেই চৈতন্যময় কি সাধনে হয়?—না; ভক্তি অর্থাৎ চৈতন্যময় আত্মাকে একান্ত ভাবনা। তাহার কার্য্যও কারণ বুঝিলে জ্ঞানাদিদ্বারা এক প্রকার অবস্থান্তর হয়, তদ্দারা কর্ম্মাসক্তি স্বভাবতঃ নষ্ট হইয়া এক পরমানন্দময় অবস্থার আবির্ভাব হয়; তাহাকেই মুক্তি বা কর্ম্মজনিতা প্রকৃতিময় অবস্থার অতীত অবস্থা কহে। তাহার প্রকরণ অনেক স্থলে আখ্যাত হইয়াছে।

ইতি শ্রীভাগবতে তৃতীয়স্কন্ধে ষড়বিংশাধ্যায়ে উপেন্দ্রকৃতাধ্যাত্ম ব্যাখ্যা সমাপ্ত।

অথ সপ্তবিংশ অধ্যায়।

পূর্ব্ববৃত্তান্ত সমাপন করিয়া ভগবান্ কপিলদেব জননীকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন :— হে জননি! প্রকৃতি মধ্যগত হইয়া একমাত্র পুরুষই প্রকৃতি সম্বন্ধীয় গুণসমূহে সংযুক্ত হয়েন না; কেন না তিনি জলে প্রতিবিম্বিত সূর্য্যের ন্যায় অবিকারী, অকর্ত্তা ও নির্গুণ হইতেছেন। ৩য়। ২৭। ১

হে মাতঃ! সেই এক নির্গুণ আত্মা প্রাকৃতিক গুণসমূহ দ্বারা সজ্জিত হইয়া, অহঙ্কারময় হয়েন। সেই অহঙ্কারময়ত্ব হেতু মুগ্ধ হইয়া আপনাকেই প্রকৃতি কার্য্যের কর্ত্তা বলিয়া বিবেচনা করেন। ৩য়। ২৭। ২

ব্যাখ্যা। প্রাকৃতিক গুণ বলিতে সত্ত্বগুণযুক্ত মনাদি, রজোগুণযুক্ত ইন্দ্রিয়াদি এবং ঐ তমোগুণযুক্ত ভূতাদি। অহঙ্কার বলিতে যে যোনীতে বা প্রকৃতিতে ঐ সকল গুণদ্বারা আত্মা আকৃষ্ট বা সজ্জিত হয়েন, তাহাদের সহিত আত্মার সংযুক্ত স্বভাব বলিয়া, তাহাকে অহঙ্কারময় কহে। তদ্দ্বারা আত্মা প্রকৃতির বশীভূত হয়েন। প্রকৃতিকার্য্যের বলিতে সুখ ও দুঃখের। ভোগের কর্ত্তা বলিতে উপভোগকর্ত্তা।

হে জননি! এইরূপে প্রকৃতির সঙ্গ হেতু আত্মা সৎ ও অসৎ মিশ্রিতযোনীতে যুক্ত হইয়া স্বয়ং স্বাধীন হইলেও তিনি সংসার পথে বিহার করেন। ৩য়। ২৭। ৩

ব্যাখ্যা। সৎ বলিতে মনাদির, ইন্দ্রিয়াদির এবং ভূতাদির সূক্ষ্মাবস্থা বা প্রকৃতি হইতে অতীত অকর্ম্মা ও অবিনশ্বর সূক্ষ্ম অবস্থা। অসৎ বলিতে উহারা প্রকৃতি সংযুক্ত হইয়া কার্য্যার্থ যখন মিলিত হয়, সেই অবস্থা বা মেদ, মজ্জা ও শোণিতাদির অবস্থা। এইরূপ মনাদি ও শুক্র শোণিতাদিযুক্ত যোনিতে বা প্রকৃতিগত আধারে পতিত হইয়া, আত্মা স্বাধীনতা হারাইয়া থাকেন। স্বাধীনতা হারাইয়া সংসারে বিহার করেন। সংসার বলিতে কেবল জন্মাদি নহে, সুখ, দুঃখ ও ভোগের বশবর্ত্তী জন্মাদিকে বুঝিতে হইবে। সাধুজনকে সংসারী কহে না।

সেই আত্মার উদ্ধারের কোন উপায় না করিলে সংসার হইতে তাহার নিবৃত্তি হয় না। স্বপ্নে যেমন লোকে আপনার মস্তককে ছিন্ন বোধ করে, তদ্রূপ আত্মাও সতত সংসার ভোগ অলীক হইলেও আপাততঃ তাহাকে সত্য অনুভব করেন। ৩য়। ২৭। ৪

ব্যাখ্যা। স্বপ্ন এমন একটী আচ্ছন্ন অবস্থা যে, সে অবস্থায় মিথ্যা বস্তুকে সত্য দেখায়; তদ্রূপ মায়া গঠিত সংসারও এমন একটী অবস্থা যে, এখানে ভোগাদি অলীক হইলেও

আত্মা তাহাকে সত্য বলিয়া ভোগ করেন। ভোগ বলিতে রতি ও বিষয়সম্ভোগ। রতিকার্য্যটী পুত্রোৎপাদনার্থ মাত্র। তাহাকে কর্ত্তব্যভোগ কহে। যদি তাহা না করিয়া তাহাতে উন্মত্ত হওয়া যায়, তাহা হইলে মোহের উদয় হয় জানিবে। তাহাকেই মিথ্যা ভোগ কহে। ঐ মিথ্যা ভোগদ্বারা ঐ কার্য্যে মনাদির আসক্তি হেতু, আত্মাও আসক্ত হন। কর্ত্তব্য বোধ করিলে কখনই তাহাতে আসক্তি উপস্থিত হয় না।

হে জননি! এই জন্ত এই দেহযন্ত্রের মধ্যস্থ চিত্ত নামক দুর্গদ্বারকে প্রথমে অসৎ পথ হইতে উদ্ধার করিবার জন্ত, অতি তীব্র ভক্তিযোগের আশ্রয় করিতে হয়। সেই ভক্তি হইতে বিরক্তি উপস্থিত হইলে, তবে ঐ চিত্তদুর্গ বশীভূত হয়। ৩য়। ২৭। ৫

ব্যাখ্যা। দেহযন্ত্র দুই ভাগে বিভক্ত। স্থূলভাগকে ভৌতিকভাগ কহে, তাহা আবরণ মাত্র। সূক্ষ্মভাগকে চৈতন্তভাগ কহে। তাহার দ্বারা আত্মা ও প্রকৃতির কার্য্য হয়। ঐ চৈতন্তাংশ মন, চিত্ত, বুদ্ধি ও অহঙ্কার এই চারি দুর্গে বা সুরক্ষিত অংশে বিভক্ত। তন্মধ্যে চিত্ত সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। উহার দ্বারা আত্মা কর্ত্তৃত্বাদি অনুভব করেন। উহার গুণ সত্যস্বভাব বা আত্মস্বভাবময় হইয়া থাকা। সেই প্রশান্ত অবস্থাটীতে সত্যছায়া না পতিত হইয়া এই প্রকৃতিজাত ভোগময় ছায়া পতিত হয় বলিয়াই, উহার সাহায্যে আত্মা প্রকৃতিগুণময় বা কর্ত্তারূপী হয়েন। তজ্জন্য সাঙ্খ্যকার বলিতেছেন যে, আত্মাকে মিথ্যাভোগ হইতে উদ্ধার করিবার জন্ত, অগ্রে চিত্তে এমন একটী ছায়া দিতে হইবে যাহার দ্বারা ঐ অলীকভাব দূর হয়। তাহা কি? তীব্র ভক্তিযোগদ্বারা দূষিত চিত্তকে শুদ্ধ করিলেই আপনাপনি বৈরাগ্য হইবে অর্থাৎ মোহ নাশ হইবে। চিত্ত জ্ঞানের বশীভূত হইবে। জ্ঞানের বশীভূত চিত্ত হইলেই আত্মা মোহ হইতে উদ্ধার পাইয়া থাকেন। সেই ভক্তিযোগ কাহাকে বলে তাহা পরে বলা যাইতেছে।

হে মাতঃ! যমাদি যোগপথ অভ্যাস করিয়া শ্রদ্ধান্বিত হইতে হইবে। আমাতে সত্যভাবে মনোদান ও সৎকথা শ্রবণ করিতে হইবে। ৩য়। ২৭। ৬

সকল প্রাণীকে সমভাবে দর্শন করিবে। কাহারও সহিত শত্রুতা করিবে না। ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করিবে, বিশুদ্ধ হইয়া আপনার উপদিষ্ট ধর্ম্মে একান্ত নিরত থাকিবে। ৩য়। ২৭। ৭

যে সময়ে যাহা পাইবে তাহাতেই সন্তুষ্ট থাকিবে; মিতাহারী ও চিন্তাশূন্য হইবে। নির্জনস্থানে ঈশ্বরোপাসনা করিবে; শান্ত হইবে। সকলের সহিত মিত্রতা করিবে এবং করুণাময় হইবে। ৩য়। ২৭। ৮

এই প্রকৃতি কৌশলে গঠিত দেহের প্রতি আসক্ত হইয়া, "আমি কর্ত্তা আমি ভোক্তা" এইরূপ আগ্রহ ত্যাগ করিবে। বিশেষতঃ জ্ঞানবিচার দ্বারা প্রকৃতি ও পুরুষের তত্ত্ব সতত আলোচনা করিবে। ৩য়। ২৭। ৯

বুদ্ধির কার্য্যাবস্থা স্বরূপ জাগ্রৎ, সুষুপ্তি ও স্বপ্নাদি অবস্থাতে যাহাতে মন মুগ্ধ না হয় অর্থাৎ আত্মরূপর বা মোহপর না হয়, তাহা করিবে। কোন প্রকার কুচিন্তা ত্যাগ করিবে। এমন ভাবে অবস্থান করিলে, আপনার শক্তিসমূহের দ্বারা আত্মাকে পরিশুদ্ধ বলিয়া

দেখিতে হইবে এবং যেমন চক্ষুদ্বারা সূর্য্যকে দেখা যায়, তদ্রূপ ব্রহ্মাণ্ডব্যাপ্ত আত্মাকে জ্ঞানে দেখিতে পাইবে। ৩য়। ২৭। ১০।

হে জননি! এই অবস্থা প্রাপ্ত হইলে অসতুপাধিধারী বা দেহোপাধিধারী জীব, জ্ঞানদ্বারা যিনি সকল কারণের সত্তারূপী মহত্তত্ত্বের অধিষ্ঠাতা, সকল বিষয়ে অর্থাৎ ভূতমনেন্দ্রিয়ে যিনি ব্যাপ্ত আছেন, সর্ব্বত্র পরিপূর্ণ হইয়া যিনি মায়ালিঙ্গ হইতেও মুক্ত ও শুদ্ধ হইয়া বিরাজ করেন ;—যিনি স্বয়ং সত্যরূপে সর্ব্বত্র প্রভাসিত হয়েন, সেই ব্রহ্মকে প্রাপ্ত হইবেন। ৩য়। ২৭। ১১।

এক সূর্য্যের বিম্ব জলে প্রতিফলিত হইয়া নিকটস্থ কোন ভিত্তিতে যখন প্রভাসিত হয় ; তখন সেই ভিত্তিমধ্যবর্ত্তী জলে প্রথমে সেই আভা দেখিয়া, জল হইতেই সেই আভা আসিতেছে লোকে বোধ করে, পরে ভিত্তিত্যাগে জলে লক্ষ্য করিলে, গগনের সূর্য্য দেখিতে পায়। তদ্রূপ অহঙ্কাররূপী দেহভিত্তির মধ্যস্থিত, প্রকৃতি ও চৈতন্যমিশ্রিত জীব অগ্রে আপনাদের মধ্যস্থ আত্মাকে দেখিয়া, পরে সর্ব্বত্র ব্যাপ্ত আত্মাকে দেখে। তাহা দেখিতে পাইলে, তবে ব্রহ্ম দেখিতে পাইয়া থাকে। ৩য়। ২৭। ১২।

হে জননি! সংসারী জীবের দেহে সর্ব্বত্রই ব্রহ্ম বিরাজ করিতেছেন। তাহাতে তিনটী আবরণ। একটী দেহ, ইন্দ্রিয় ও মনাদি। আর একটী অহঙ্কার। দেহেন্দ্রিয়েতে আত্মার তেজঃ যে পরিমাণে আছে, অহঙ্কার বা চৈতন্যময় দেহে তদপেক্ষা অধিক আছে। তৃতীয় আবরণ প্রকৃতি। আত্মার প্রভা দেখিতে হইলে প্রকৃতিতে জাজ্বল্যমানরূপে তিনি আছেন দেখা যায়। অর্থাৎ অগ্রে দেহাদিগত আত্মবিম্ব বোধ করিতে হইবে। পরে অহঙ্কার-গত আত্মসত্তা বোধ করিতে হইবে। পরে স্বভাবগত প্রকৃতিব্যাপ্ত আত্মা দর্শন করিতে পারিলে, তবে শুদ্ধব্রহ্মদর্শনে দর্শক সক্ষম হইবেন। ৩য়। ২৭। ১৩।

হে মাতঃ! দেহাদিতে কিরূপে আত্মদর্শন হয়, তাহা শ্রবণ করুন। ইহসংসারে ভূত-সমূহের সূক্ষ্মাংশ, ইন্দ্রিয়শক্তি, মন ও বুদ্ধি প্রভৃতির তীব্রতা, কেবল এক প্রাকৃতিক মোহরূপী নিদ্রার জন্য জড়তা প্রাপ্ত হয়। তজ্জন্য জ্ঞানসঞ্চারের পক্ষে কষ্ট হয়। অতএব প্রথমে অতিনিদ্রা হইতে বিরত হইতে হইবে এবং মমতাদিসূচক অহঙ্কারযুক্ত মোহ ত্যাগ করিতে হইবে। ৩য়। ২৭। ১৪।

ব্যাখ্যা। পূর্ব্বকার শ্লোকাদির তাৎপর্য্য অতি স্পষ্ট আছে। এই চতুর্দ্দশ শ্লোকের তাৎপর্য্য এই যেঃ—নিদ্রা বলিতে নিদ্রা ও তন্দ্রা প্রভৃতি। উহাদের দ্বারা ভূতাদির সূক্ষ্ম-ভাগ মনেন্দ্রিয় ও বুদ্ধ্যাদি জড়তা প্রাপ্ত হয় বলিয়া জ্ঞানোদয় হয় না। মায়ামোহ ও শোকাদি হইতে বিরত হইলে ঐ সূক্ষ্ম শক্তিসমূহের জড়তা প্রকাশ না হওয়াতে, জ্ঞান প্রকাশ হয়। অতএব উহাদের ত্যাগ করিতে শিক্ষা করা অগ্রে উচিত।

হে জননি! ধনীর ধন নষ্ট হইলে, ধননাশে সে যেমন আপনাকে বিনষ্ট বোধ করে ; তদ্রূপ দেহীর অহঙ্কার নাশ হইলে ; স্বয়ং জীব অনষ্ট হইলেও সমস্ত নাশ হইল, মনে করিয়া থাকে। ৩য়। ২৭। ১৫।

ব্যাখ্যা। ধন আছে এই অর্থের ধনী। অহঙ্কার অর্থাৎ ভূতেন্দ্রিয়মনোগত রিপুদের কার্য্য বা অভিমান আছে এই অর্থের দেহী। ধননাশ হইলে যেমন ধনীর ধনীত্ব উপাধি নাশ হয়, কিন্তু বিবেচনাভাবে সে ব্যক্তি আপনার মনাদিচেষ্টাকে সেই ধনে রাখিয়াছিল বলিয়া ধনের সহিত, আপনার সর্ব্বস্ব গিয়াছে ভাবে। তদ্রূপ বিবেকদ্বারা অহঙ্কার নাশ হইলে, সেই সাধু আপনাকে প্রকৃতিময় নহেন বলিয়া বিবেচনা করিয়া থাকেন। এটী ভক্ত্যাদির দ্বারা অহঙ্কারনাশের প্রামাণিক অবস্থা।

হে মাতঃ! এইরূপে যিনি সত্য ও মিথ্যা এই উভয় অবস্থা বোধ করিতে পারেন এবং দেহমধ্যস্থ কার্য্যকারণসঙ্ঘাত অবস্থাসমূহের যিনি প্রকাশক হয়েন; তাঁহাকেই জীবাত্মা কহে। ৩য়। ২৭। ১৬।

এই সমস্ত শ্রবণ করিয়া ভগবান কপিলকে দেবহূতি কহিলেন :—

হে প্রভো! হে ব্রাহ্মণ! পুরুষও নিত্য, প্রকৃতিও নিত্যা, এই জন্য উভয়ে অভেদ-ভাবে উভয়ের আশ্রয়ে থাকেন। অতএব পুরুষ ও প্রকৃতির যদি মিলনই রহিল, তবে মুক্তি কি রূপে সঙ্ঘটিত হইতে পারে? ৩য়। ২৭। ১৭।

হে পুত্র! ভূমিতে ও গন্ধেতে যেমন অপার্থক্য সম্বন্ধ বর্ত্তমান আছে। জলের সহিত রসের যেমন অপার্থক্য সম্বন্ধ বর্ত্তমান আছে। সেই নিয়মে পরমব্রহ্মের সহিত প্রকৃতি অভেদ রূপে আছেন, ইহা বুঝিলাম। ৩য়। ২৭। ১৮।

হে প্রভো! পুরুষ অকর্ত্তা বটেন, কিন্তু প্রকৃতির আশ্রয়হেতু ঐ পুরুষের কর্ম্মবন্ধন ঘটিয়া থাকে। অতএব নিত্যা প্রকৃতিজাত গুণ সমূহের সহিত যদি চিরকাল পুরুষের মিলনই রহিল, তবে পুরুষের কৈবল্য কিরূপে লাভ হইবে? ৩য়। ২৭। ১৯।

হে বৎস! আপনি যেরূপ তত্ত্বজ্ঞানের কথা বলিলেন, তাহাতে আমার ইহা বোধ হইল যে :—তত্ত্বালোচনা করিয়া তত্ত্ববিবেক লাভ করিলে, ক্ষণকালের জন্য সংসারাশক্তিহেতু ভয়নাশ হয়; কিন্তু প্রাকৃতিক গুণসঙ্গ হেতু পুনরায় আবার আশক্তির প্রকাশ হইয়া থাকে। ৩য়। ২৭। ২০।

স্বীয় জননী যেরূপ যুক্তি দেখাইয়া মুক্তিবিষয়ে সন্দেহ করিলেন, সেই সন্দেহ নিবারণ করিবার জন্য ভগবান কপিল কহিলেন :—

হে জননি! যে ব্যক্তি অনিমিত্তরূপী সংসারবন্ধন হইতে মুক্তি ইচ্ছা করিবে; সেই পুরুষ প্রথমে আপনার মনকে বিশুদ্ধ করিবে; নিষ্কামধর্ম্মে রত থাকিবে এবং বেদাদিতে আমার চরিত্রগাথা যাহা গীত হয়, তীব্র ভক্তিযোগসহকারে তাহা চিরকাল শ্রবণ ও কীর্ত্তন করিবে। ৩য়। ২৭। ২১।

ব্যাখ্যা। দেবহূতি বলিলেন যে :—প্রকৃতি থাকিলেই মুক্তি অসম্ভব। কপিল সে সন্দেহ নিরসন করিয়া এই ভাব স্থাপন করিলেন যে, প্রকৃতিপুরুষের মিলন কখনই বিচ্ছেদ হইতে পারে না, তবে প্রকৃতির গুণ অর্থাৎ লোভমোহাদি প্রবৃত্তি হইতে অতীত

হইতে পারিলে, স্বাভাবিক বিবেক প্রাপ্ত হইলেই, জীব মুক্ত হয়। প্রকৃতি সেই অবস্থায় মৃতপ্রায় থাকেন। ইহার প্রমাণ করিবার জন্য একবিংশতি হইতে শ্লোকসমূহের অবতারণা করা হইতেছে। প্রকৃতিময় হইয়াও প্রকৃতিগুণসমূহ হইতে কিরূপে অতীত হওয়া যায়, তাহার উপায় দেখাইতে ভগবান কপিল কহিলেন:—অন্তঃকরণকে রাগদ্বেষাদি হইতে বিশুদ্ধ করিতে হইবে। কিরূপে তাহা ঘটিবে?—না—নিষ্কামধর্ম্মাচরণ করিলে। নিষ্কাম ধর্ম্ম কাহাকে বলে?—না—বেদাদিতে যেরূপে ঈশ্বরের চরিত্রপ্রতি নির্দ্দিষ্ট উপদেশ আছে, তাহা শ্রবণ, মনন ও কীর্ত্তনাদি করিলে এবং দয়াকরুণাদিমণ্ডিত হইলেও নিষ্কাম ধর্ম্মাচরণ হয়। পরে অপর উপায় বিহিত হইতেছে।

হে জননি! তত্ত্ববিচারদ্বারা মনকে জ্ঞানময় করিতে হইবে। পরে আশক্তিকে তীব্র বৈরাগ্যের দ্বারা নাশ করিতে হইবে। পরে তপস্যা ও যোগাদি দ্বারা মনের সহিত আপনাকে সমাধিস্থ থাকিতে হইবে। ৩য়। ২৭। ২২।

ব্যাখ্যা। তত্ত্ববিচার করিলে প্রকৃতিগুণময় মন জ্ঞানময় হইবে। জ্ঞানদ্বারা বৈরাগ্য আপনিই উপস্থিত হয়, সেই বৈরাগ্য দ্বারা প্রকৃতিগত আশক্তি আপনিই লোপ হয়। আশক্তি নাশ না হইলে বিশুদ্ধমনে আত্মচিন্তারূপী তপস্যাতে ও অধ্যাত্মযোগবলে সমাধিস্থ হইতে পারা যায় না। অর্থাৎ যখন পরমাত্মার সহিত আপনাকে এক অনুভব সমাধিতে আপনিই ঘটিবে; সেই অবস্থায় জীব প্রকৃতিসত্ত্বেও মুক্ত বলিয়া বিবেচিত হইবে।

হে মাতঃ! অগ্নির আধার স্বরূপ অরণিকাষ্ঠে যেমন অগ্নি তিরোহিত হইয়া থাকে; তদ্রূপ পুরুষের অন্তরে সেই প্রকৃতি অহর্নিশা পীড়িত, হইয়াও তিরোহিতা থাকিবেন, তাঁহার কোন কর্ম্ম করিবার ক্ষমতা থাকিবে না। ৩য়। ২৭। ২৩।

হে জননি! যে ব্যক্তি একবার প্রকৃতির গুণ ভোগ করিয়া নিত্য নিত্য তাহার দোষ সমূহ দেখিয়া, ঈশ্বরপদের অশুভকর প্রকৃতিগুণকে ত্যাগ করিয়া, পরমানন্দ পাইয়াছে, আর তাহার প্রতি প্রকৃতির গুণনামক অশুভভাব প্রকাশ হইতে পারে না। ৩য়। ২৭। ২৪।

দেখুন মাতঃ! অজ্ঞানী ব্যক্তিই স্বপ্ন দেখিয়া মহা অনর্থের কল্পনা করিয়া থাকে। কিন্তু সেই ব্যক্তিই যখন জ্ঞান লাভ করে, তখন কি আর তাহার মোহ থাকে? ৩য়।২৭।২৫।

হে জননি! এইরূপে একবার যিনি প্রতিতত্ত্ব অবগত হইয়া আমাতে মন দিয়া থাকেন; সেই আত্মারামের পক্ষে প্রকৃতি কখনই আপনার গুণ সংযোগ—করিতে বা তাঁহার আনন্দলোপ করিতে পারে না। ৩য়। ২৭। ২৬।

হে সতি! যাহার সমস্ত ব্রহ্মাণ্ডবিষয়ভোগে বৈরাগ্য উপস্থিত হইবে, সেই বহু জন্মান্তরীন্ শুভকর্ম্মী নর কালবশে অধ্যাত্মভাবনিরত মুনি হইলে; আমার ভক্ত হইতে পারিবেন। তিনি আমার ভক্ত হইলে আমি তাঁহাকে অনুগ্রহ করিয়া আত্মতত্ত্বজ্ঞান দান করিয়া থাকি এবং আমাতে যে জন্মমরণাদি প্রকৃতিকর্ম্মশূন্য পরমানন্দময় স্থান আছে সেই বৈকুণ্ঠে তাঁহাকে আমি আনয়ন করিয়া থাকি। ৩য়। ২৭। ২৭। ২৮।

হে মাতঃ! এই বৈকুণ্ঠে স্থান প্রাপ্ত হইলে, ভক্ত পরমা শান্তি প্রাপ্ত হইয়া থাকেন; তাঁহার সমস্ত সংসার জনিত আশা ছিন্ন হইয়া যায়। যোগিগণ এই স্থানে দেহত্যাগান্তে আগমন করিলে আর প্রত্যাবর্ত্তন করেন না। ৩য়। ২৭। ২৯।

হে জননি! আমার এই যে বৈকুণ্ঠ পদটী, ইহার মাহাত্ম্য শ্রবণ করুন। যোগিগণ চিত্তকে যোগশক্তিতে বা অণিমাদি অষ্টৈশ্বর্য্যে ঐশ্বর্য্যান্বিত করিতে পারিলেও তাঁহাদের মনে যে সিদ্ধিজনিতা আশা থাকে, তাহাও ত্যাগ করিতে হইবে। তবে মৃত্যুকে উপহাস করিয়া আমার বৈকুণ্ঠ পদবীতে প্রবেশ করিতে পারা যাইবে। ৩য়। ২৭। ৩০।

ইতি শ্রীভাগবতে তৃতীয়স্কন্ধে সপ্তবিংশাধ্যায়ে উপেন্দ্রকৃতানুবাদ সমাপ্ত।

ব্যাখ্যা। অণিমাদি অষ্টসিদ্ধিদ্বারা একটী একটী কামনা থাকে। উহারা চিত্তের বশীকরণ উপায় মাত্র। উহাতে কামনা থাকাতে জীবে ক্ষণিক পরমানন্দ প্রাপ্ত হয়; কিন্তু দেহের সহিত ঐ সিদ্ধি সমস্ত ক্ষয় প্রাপ্ত হইয়া যায়, অতএব মৃত্যুর পর যোগিগণের জন্ম লইতে হয়। অতএব এমন যে যোগের সিদ্ধিরূপী কামনা, তাহাও ত্যাগ করিতে হইবে. তবে বৈকুণ্ঠ লাভ হইয়া থাকে। অপর কামনার কথা কি!! ইহাতে বিশেষরূপে বলা হইল যে, সর্ব্বতোভাবে কামনাবিবর্জ্জিত হইয়া ঈশ্বরে একান্ত ভক্তিস্থাপন করিলে পরে; প্রকৃতিসত্ত্বেও পরমানন্দ বা মুক্তি মানব লাভ করিয়া থাকে। কারণ কামনা থাকিলেই গুণের কার্য্য থাকে। গুণনাশ না হইলে মুক্তি হয় না। পরে সেই কামনা নাশ কি রূপে হয়, তাহা পরাধ্যায়ে বিবৃত হইবে।

ইতি শ্রীভাগবতে তৃতীয়স্কন্ধে সপ্তবিংশাধ্যায়ে উপেন্দ্রকৃতাধ্যায় ব্যাখ্যা সমাপ্ত।

অথ অষ্টাবিংশ অধ্যায়।

পূর্ব্ববৃত্তান্ত বর্ণনা করিয়া শ্রীভগবান কপিলদেব জননীকে সম্বোধন করিয়া পুনরায় কহিলেন:—

হে নৃপকুমারি! যে বীজ বা উপায় অবলম্বন করিয়া সাধনা করিলে মন প্রসন্ন হইয়া থাকে, সেই যোগের লক্ষণ কহিতেছি শ্রবণ করুন। ৩য়। ২৮। ১।

নিজ গুরুদত্ত উপদেশের শক্তি অনুসারে জীব নিষ্কামধর্ম্মের আলোচনা করিবে। অপর সকল প্রকার সকামধর্ম্ম হইতে বিরত হইবে। দৈব হইতে যাহা প্রাপ্ত হইবে অর্থাৎ যে অবস্থায় যখন থাকিবে তাহাতেই তখন তুষ্ট হইবে। বিশেষতঃ আত্মজ্ঞানী সাধুগণের চরণ সেবা করিয়া জ্ঞানলাভ করিতে চেষ্টা করিবে। ৩য়। ২৮। ২।

গ্রাম্যধর্ম্ম অর্থাৎ ধর্ম্ম, অর্থ ও কাম এই ত্রিবর্গ সাধনার্থ ধর্ম্মসাধন হইতে নিবৃত্ত হইবে। মোক্ষ ধর্ম্ম যাহাতে অনুষ্ঠিত হয় তদ্বিষয়ে মনোযোগ করিবে। পরিমিত আহার ও পানাদি করিবে; প্রশান্ত ও নির্জ্জনস্থানে শ্রীহরিচিন্তা করিবে। ৩য়। ২৮। ৩।

অহিংসাপর হইবে, সত্য বিষয়ে রত থাকিবে; বিনীত হইবে, যে অর্থ না হইলে নিতান্ত কষ্ট হইবে, সেই মত আবশ্যকীয় অর্থ সংগ্রহ করিবে। বেদাভ্যাসাদি ও ব্রহ্মচর্য্যাদি অবলম্বন করিবে। তপস্যা ও পবিত্র আচারে থাকিবে। সদা বেদাধ্যয়ন করিবে। পরম পুরুষের পূজা করিবে। ৩য়। ২৮। ৪।

মৌনভাবাবলম্বন করিবে; আসনাদি জয় করিয়া অর্থাৎ পূজাদির কালে বাহ্যাঙ্গজনিত কষ্ট জয় করিয়া চিত্তকে স্থির করিবে। পরে প্রাণাপানাদি নামক ক্ষুধাদির উদ্রেককারী বায়ুকে জয় করিবে। পরে কার্য্যাদি হইতে ইন্দ্রিয়াদিকে প্রত্যাহৃত করিবে, মনকে বিষয়চিন্তা হইতে নিরস্ত করিবে। ৩য়। ২৮। ৫।

মনের সহিত প্রাণাদিচেষ্টাকে মূলাধার, মণিপুর, অনাহত, বিশুদ্ধ ও বিশুদ্ধাগ্র এবং আজ্ঞা এই ছয় কার্য্যস্থানে ধারণা করিয়া, মনের সহিত প্রাণকে চেষ্টাহীন করিবে। (এসকল যোগের বিচার দ্বিতীয়স্কন্ধে করিয়াছি। তথায় দ্রষ্টব্য।) পরে মনে সর্ব্বদা বৈকুণ্ঠ-নাথ শ্রীহরির লীলাসমস্তের ধ্যান করিবে। ৩য়। ২৮। ৬।

হে মাতঃ! জীবগণ এই সকল উপায়ে এবং ব্রত ও দানাদি সৎকর্ম্মদ্বারা মনকে দুষ্ট এবং মায়াগত পথ হইতে আকর্ষণ করিয়া, সৎবুদ্ধিতে সংযুক্ত করিয়া, সকল প্রকার সঙ্গ-শূন্য ও বাসনাজয়ী হইবে। ৩য়। ২৮। ৭।

হে মাতঃ! পূর্ব্বে যে আসনাদি জয়ের কথা বলিলাম, তাহার উপায় শ্রবণ করুন:— যে ব্যক্তি আসন জয় করিতে ইচ্ছা করিবে, সে অতি পবিত্র ও নির্জ্জন স্থানে, কুশ, অজিন বা লোমশকম্বলোৎপন্ন কোন প্রকার আসন পাতিয়া তদুপরি সরলভাবে, যোগবিধানমতে স্বস্তিকনিয়মে উপবেশন করিয়া, সুখে যোগশিক্ষা আরম্ভ করিবে। ৩য়। ২৮। ৮।

ব্যাখ্যা। উপবেশনকালে দক্ষিণ পদের অগ্রভাগ বাম পদের জানু ও জঙ্ঘার মধ্যে দিয়া বাম পদের অগ্রভাগ দক্ষিণ পদের জানু ও জঙ্ঘার মধ্য দিয়া সরলভাবে উপবেশন করিলে তাহাকে যোগের সুখকর স্বস্তিকাসন কহে। ঐ আসনে বসিয়া প্রাণায়াম অভ্যাস করিতে হয়। তাহা পরে বিবৃত হইতেছে।

(হে জননি! প্রাণধারণার উপায় শ্রবণ করুন।) প্রাণবায়ু গমনের যে পথ, তাহাকে পূরক, রেচক ও কুম্ভকদ্বারা পরিশুদ্ধ করিতে হইবে এবং উহাতে প্রতিকূল ধারণ অভ্যাস করিয়া চিত্তকে স্থির ও অচঞ্চল করিতে হইবে। ৩য়। ২৮ ৯

ব্যাখ্যা। বাহিরের বায়ুকে ভিতরে ধারণ করাকে পূরক কহে। তাহাকে পুনরায় ত্যাগ করাকে রেচক কহে। ঐ বায়ুকে যথাসাধ্য অন্তরে স্তম্ভিত করণকে কুম্ভক কহে। নাসিকার দক্ষিণ ছিদ্রকে ইড়া নাড়ীর দ্বার কহে, বাম ছিদ্রকে পিঙ্গলা নাড়ীর দ্বার

কহে। ঐ দুইয়ের মধ্যে নাসিকার ভিতরে সুষুম্না নাড়ীর দ্বার আছে। ঐ তিনটী নাড়ীই প্রাণের দ্বার। উহাদের দ্বারা প্রাণবায়ু গমনাগমন করিয়া সকল চেষ্টা উৎপাদন করে এবং চিত্তকে চঞ্চল করে। এই জন্য প্রাণের ক্রিয়া একেবারে রোধ জনিত অভ্যাস করিতে হইলে, প্রথমে প্রতিকুল বায়ু ধারণা অভ্যাস করিতে হয়। অর্থাৎ একবার ঈড়াতে বায়ু লইয়া পিঙ্গলা দ্বারা ত্যাগ করিতে হয়, আবার পিঙ্গলা দ্বারা বায়ু লইয়া ঈড়া দ্বারা ত্যাগ করিতে হয়। প্রতিবারে বায়ু বহিবার কালে কিঞ্চিৎকাল সাধ্যমত বায়ু-রোধ অর্থাৎ কুম্ভক করিতে হয়। এইরূপে সিদ্ধ হইলে চিত্তের চঞ্চলতা নাশ হইয়া থাকে।

হে মাতঃ! চিত্ত শান্ত হইলে শ্বাসজয়ী যোগীর পক্ষে অতি ত্বরায় মন প্রকৃতিজাত গুণ হইতে বিশুদ্ধ হইয়া থাকে। বায়ু ও অগ্নিদ্বারা সুতপ্ত হইলে লৌহের যেমন মলা নাশ হয়, তদ্রূপ শ্বাসসাধনে মনের মলিনতা দূর হইয়া থাকে। ৩য়। ২৮। ১০।

হে জননি। প্রাণায়াম দ্বারা দেহের সকল দোষ অর্থাৎ কফবাতাদির ভয় এবং চিত্তের চঞ্চলতা নাশ হইয়া থাকে। ধারণার দ্বারা পূর্ব্বকৃত মনোগত তাপ নাশ হইয়া থাকে। প্রত্যাহার দ্বারা সংসর্গ বা আশক্তি নাশ হইয়া থাকে। বিশেষতঃ ধ্যানের দ্বারা ঈশ্বরবিরোধী রাগাদি রিপুদোষসমূহ বিলয় হইয়া থাকে। ৩য়। ২৮। ১১।

এইরূপে যোগাভ্যাস দ্বারা মন নিস্কলঙ্ক হইলে সমাধিস্থ হইয়া আপনার নাসার অগ্রভাগে দৃষ্টিরক্ষা করিয়া, সূক্ষ্মমূর্ত্তি ভগবদ্রূপের এক এক অংশ ধ্যান করিবে। ৩য়। ২৮। ১২।

ব্যাখ্যা। ভগবানের সূক্ষ্মমূর্ত্তি কল্পনা করিয়া অতিসূক্ষ্মে সূক্ষ্মে মনকে তাহাতে সুলগ্ন করিবার জন্য সেই মহামূর্ত্তির এক এক অংশ আপনার নাসাগ্রে তীক্ষ্ণদৃষ্টি সম্মুখে রাখিয়া তাহা দর্শন ও তচ্চিন্তন করিবে। তাহা হইলে মনটী ভগবৎসংস্কারময় হইয়া পূর্ণ সমাধিতে আসিবে।

হে জননি! (ভগবানকে ধ্যান করিবার কালে এইরূপে মূর্ত্তিময় রূপ চিন্তা করিতে হয়।) তিনি যেন পদ্মের ন্যায় প্রসন্ন বদন ধারণ করিয়া আছেন। পদ্মের গর্ভটী যেমন অরুণ বর্ণময়, তাঁহার আঁখিযুগল যেন সেই অরুণবর্ণময় হইতেছে। তাঁহার সর্ব্বাঙ্গের বর্ণ যেন নীলোৎপলদলের ন্যায় শ্যামবর্ণ হইতেছে। তাঁহার চারিটী হস্ত যেন ক্রমে ক্রমে শঙ্খ, চক্র, গদা ও পদ্ম ধারণ করিয়া আছে। কমলের কিঞ্জল্কগুলি যেমন পীত, সেইরূপ উজ্জ্বল ও পীত কৌষেয় বসন ভগবান্ পরিধান করিয়া আছেন। বক্ষে শ্রীবৎসচিহ্ন সুশোভিত রহিয়াছে এবং কন্ধরদেশ হইতে কৌস্তভের মাল্য দোদুল্যমান হইয়া রহিয়াছে। আহা! ভগবানের কণ্ঠে বনমালা দুলিতেছে! তাহাতে দ্বিরেফকুল সৌরভে উন্মত্ত হইয়া আনন্দ প্রকাশ করিতেছে। তাঁহার অঙ্গের কোথাও হার, কোথাও অঙ্গদ, কোথাও নুপুর, কোথাও কিরীট, যেখানে যাহা শোভা পায় তাহাই সুশোভিত রহিয়াছে। তাঁহার শ্রোণীদেশে কাঞ্চী শোভিত রহিয়াছে। তাঁহার বিশাল বক্ষঃস্থলের

প্রশস্ত আসন এত মনোহর, যে, তাহার শান্ত্যাদি গুণ দেখিয়া ভক্তজনের মনোনয়ন সর্ব্বদা প্রফুল্ল হইতেছে। তিনি ত্রিভুবনের নমস্কৃত এই মনোহারিণী মূর্ত্তি ধারণ করিয়া চিরকাল ভৃত্যগণকে অনুগ্রহ করিবার জন্য কিশোর বয়স ধারণ করিয়া আছেন।

হে জননি! এই রূপধারী ভগবানের যশঃই কীর্ত্তন করা উচিত। কারণ ইহজগতে যত পুণ্যশ্লোক রাজাগণ জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন, সকলকেই তিনি অনুগ্রহ করিয়া যশস্বী হইয়াছেন। এই ভাবের রূপ ও গুণধারী ভগবানের সমস্ত অঙ্গ, যতক্ষণ মনে ধারণা করিতে পারিবে, ততক্ষণ ধ্যান করিতে থাকিবে। দেখুন মাতঃ! ভগবানকে ধ্যান করিবার কালে ঐ রূপগুণাদি সংযুক্ত করিয়া ধ্যান করিতে করিতে কখন তাঁহাকে স্থিরভাবে দেখিয়া ধ্যান করিবে। কখন তাঁহাকে সর্ব্বত্র ভ্রমণশীল ভাবিয়া ধ্যান করিবে। কখন তাঁহাকে হৃদয়ে আসীন ভাবিয়া ধ্যান করিবে। কখন তাঁহাকে শয়ান ভাবিয়া ধ্যান করিবে। কখন বা তাঁহাকে সর্ব্বান্তর্যামী ভাবিয়া ধ্যান করিবে। এই রূপে তাঁহাকে জগৎলীলার অনুসারী মূর্ত্তি কল্পনা করিয়া শুদ্ধ-চিত্তে তাঁহাকে ধ্যান করিতে হইবে। তবে সাধকের সমূর্ত্ত ধ্যান সিদ্ধ হইবে। ৩য়। ২৮। ১৩। ১৪। ১৫। ১৬। ১৭। ১৮। ১৯।

ব্যাখ্যা। প্রতিমা ভিন্ন চিন্তার অতীত বস্তু হয়। প্রতিমা বলিতে কোন একটি সূক্ষ্ম আকারের প্রতিরূপ। ঈশ্বর যখন চৈতন্যময় এবং সমস্ত জগতের প্রণেতা, তখন তাঁহার প্রকৃতিপুরুষাত্মক কোন প্রকার অস্তিত্ব স্বীকার করিতে হইবেই হইবে। তাহা হইতে বাক্যাতীত ও মনাতীত রূপকে সূক্ষ্ম রূপ বা প্রকৃত ব্রহ্মরূপ কহে। সেই ব্রহ্মরূপ বোধ করিবার জন্য ভগবানের চৈতন্যময় কার্য্যানুসারী একটি সগুণ রূপ অর্থাৎ সামান্য জ্ঞানে যিনি যে ভাবে তাঁহাকে আয়ত্ব করিতে পারিবেন, সেই ভাবে ভাবনা করিতে করিতে চিত্ত কল্পনাময় হইলে জ্ঞানযোগে তাঁহার অস্তিত্ব বোধ হয়। যেমন একটী গোলাপ ফুলের চিত্র সম্মুখে রাখিলে, দ্রষ্টা ক্ষণেক দেখিয়া যেমন গোলাপের একটী সূক্ষ্ম মনোহর ভাব হৃদয়ঙ্গম করিতে পারে, তদ্রূপ কল্পিত ব্রহ্মমূর্ত্তি ভাবিতে ভাবিতে তাহার অন্তর্গত ভাব সাধকে হৃদয়ঙ্গম করিতে সক্ষম হয়। এই জন্য কপিলদেব যে কল্পনার কথা বলিলেন, তাঁহার কল্পনা যেন সেই ভগবানের সূক্ষ্মরূপের গুণকর্ম্মানুস্যারী হয়। কি রূপে গুণকর্ম্মানুসারী করিয়া মূর্ত্তি চিত্রিত হইতে পারে তাহাই পূর্ব্বে বলা হইল। ঐ প্রত্যেক রূপের প্রত্যেক অর্থ আছে, তাহা আমি ইতিপূর্ব্বে অনেক স্থলে বলিয়াছি। এ স্থলে কেবল ইঙ্গিত মাত্র করিতেছি বুঝিতে হইবে। পদ্ম বলিলে ব্রহ্মাণ্ড। ব্রহ্মাণ্ড যেমন সুখ ও দুঃখে কাতর না হইয়া কার্য্যে রত হইয়া আছে, ভগবনের বদনও তদ্রূপ ভক্তজনকে আনন্দিত করিবার জন্য সুখদুঃখ নাশার্থ আত্মরূপ দেখাইয়া অর্থাৎ আপনি বর্ত্তমান থাকিয়া সকলে আনন্দিত করিতেছেন। অরুণবর্ণ বলিতে সর্ব্বত্র প্রবিষ্ট তেজোময় রক্তবর্ণ। ঈশ্বরের দৃষ্টি সর্ব্বত্র গত বলিয়া উহা অরুণবর্ণের ন্যায় বলিতে হইল। শ্যাম বলিতে সুন্দর, কিরূপ সুন্দর?—না—উৎপল বলিতে রাত্রিপ্রকাশী। এমন যে নিশার অন্ধকার তখনও তাঁহার সৌন্দর্য্য লয় হয় না। বা প্রলয়েও লয় হয় না। সর্ব্বত্র

পালনার্থ শঙ্খ (জ্ঞান)। চক্র বলিতে কাল; গদা বলিতে শাসন; পদ্ম বলিতে চৈতন্য ব্যাপ্তি। এইরূপে যিনি সর্ব্বত্র শাসন করেন। পরে ভক্তগণের আনন্দবিধানার্থ নানা প্রকার অলঙ্কার তাঁহাকে সুশোভিত করা হইয়াছে বুঝিতে হইবে। এই গূঢ়ার্থ অপর স্থানে প্রকাশ আছে, তথায় দেখিয়া ধ্যান স্থির করিয়া লইবেন, ইহাই অনুরোধ। নচেৎ ব্যাখ্যা বাহুল্যে পুস্তক বর্দ্ধিত হয়।

হে মাতঃ! যিনি মননশীল হইবেন, প্রথমে তিনি পূর্ব্বোক্ত প্রকারে সর্ব্বাবয়ব কল্পনা করিয়া তাহাতে চিত্তসংস্থাপন করিয়া, সেই ধ্যানে সিদ্ধ হইবেন। তাহার পরে ভগবানের এক একটী অঙ্গে চিত্ত ধারণ করিয়া তাহা দর্শন করিতে থাকিবেন। ৩য়। ২৮। ২০।

হে মানবি! যোগী প্রথমে ভগবানের চরণ-কমলের এই ভাবে চিন্তা করিবেন;—সেই চরণে যেন ধ্বজ, বজ্রাঙ্কুশ ও পদচিহ্ন সুশোভিত রহিয়াছে। সেই চরণের নখরের উপরে চক্রের আরক্তিম আভাসমূহ চক্রভাবে এমন সুশোভিত রহিয়াছে, যেন সেই জ্যোতিঃতে ধ্যানকারীর হৃদয়স্থ অন্ধকার দূর হইতেছে। ৩য়। ২৮। ২১।

হে মাতঃ! সেই পদযুগলের কথা কি বলিব! যে চরণকমল ধৌত হইয়া বারি পতিত হইয়াছিল বলিয়া, সরিৎপ্রবরা গঙ্গার প্রকাশ হইয়াছে এবং সেই গঙ্গা এতদূর পবিত্রা যে ভগবান্ সংসারহারী শিবও তাঁহাকে মস্তকে ধারণ করিয়া, আপনাকে পবিত্র মানিয়া থাকেন। ধ্যানকারী এমন পদকমল ধ্যান করিবার মাত্রেই তাঁহার হৃদয়স্থ পাপরূপ পর্ব্বত ভক্তিরূপী বজ্রদ্বারা বিনষ্ট হইয়া যাইবে। ৩য়। ২৮। ২২।

ব্যাখ্যা। পদের পরমার্থ ভাব ভগবানের চৈতন্য ব্যাপ্তি। ধ্বজ বলিতে অস্তিত্বের চিহ্ন। বজ্র বলিতে অবিনাশীত্ব। অঙ্কুশ বলিতে বিজ্ঞান। পদ্ম বলিতে চৈতন্য। অর্থাৎ ঈশ্বর অবিনাশী ভাবে জ্ঞানচৈতন্যময় হইয়া, সর্ব্বত্র প্রাধান্য হইয়া, বর্ত্তমান রহিয়াছেন। নখরের রক্তিম জ্যোতিঃ বলিতে, ব্যাপ্তির সম্পূর্ণবোধ হয় না, নখরের ন্যায় কিয়দংশ বোধ হইলেই ধ্যানকারীর সংসাররূপী অন্ধকার নাশ হইয়া থাকে।

গঙ্গা বলিতে কর্ম্মস্রোত বা মায়া ও পুরুষ সংযুক্ত চৈতন্যপ্রবাহ। যে কর্ম্মদ্বারা জীব ঈশ্বর বোধ করিতে পারে, সেই পবিত্রতা উদ্দীপনকারী পরমার্থ ভক্তিচৈতন্যকে গঙ্গা কহে। কাল তাঁহার প্রতিপালক। কাল দ্বারা বিবেক উপস্থিত হইলে, তবে সাধকের মন ঈশ্বরে সংলগ্ন হয়। এইজন্য মহাপ্রভাবী কালই চৈতন্য প্রবাহকে অন্তরে পবিত্রভাবে রক্ষা করেন; ইহাই ভাবার্থ। এই ভাবে ভগবানের ব্যাপ্তি বোধ করিতে পারিলেই, তাহার অন্তরস্থ পাপের ক্ষয় হইয়া থাকে, বুঝিতে হইবে।

হে জননি! তাহার পরে ভগবানের জানুদ্বয়ের ভাবনা করিবে। যে পদ্মলোচনা জননী লক্ষ্মীকে দেবতাগণও বন্দনা করেন; সেই ত্রিলোকজননী লক্ষ্মী আপনার করপল্লব দ্বারা সেই জানুদেশ সেবা করিতেছেন। সংসারের ভয় হইতে উত্তীর্ণ হইবার জন্য ধ্যানকারী কেন এমন মহিমাবান্ জানু ভাবনা করেন। ৩য়। ২৮। ২৩।

ব্যাখ্যা। পদ যাহাতে সংলগ্ন তাহাকে জানু কহে। লক্ষ্মী বিশুদ্ধা প্রকৃতিশক্তি।

পদ্ম বলিতে ব্যাপ্তি। অবিশুদ্ধা প্রকৃতিতেই পুরুষ ব্যাপ্ত হয়েন। বিশুদ্ধ অবস্থার জন্য সেই ভাগকে পদসংযুক্ত স্থান বলা হইল। বিষ্ণু বিশুদ্ধা প্রকৃতিময় হইয়া থাকেন, এই জন্য লক্ষ্মীর সমাবেশ বলা হইল। এইরূপে জানু ও লক্ষ্মীযুক্ত পদযুক্ত ব্রহ্মভাব ভাবিলে সাধকের জন্মমরণাত্মক সংসার দূর হয়। ইহাই প্রকৃতার্থ বুঝিতে হইবে।

হে মাতঃ! পরে ভগবানের উরুদেশ ভাবনা করিবে। সেই উরুদেশ যেন অতসী-কুসুমের আভার ন্যায় উজ্জ্বল এবং সকল তেজের আকর স্বরূপে সুশোভিত রহিয়াছে। উহা যেন গরুড়স্কন্ধের উপরে ন্যস্ত রহিয়াছে। তাহাতে আবার কাঞ্চীকলাপমণ্ডিত নিতম্ব রহিয়াছে এবং মনোহর পীতবসন যেন তাহাতে আবৃত রহিয়াছে। এইরূপ ভাবনা করিলে, ধ্যানকারীর সংসারভয় নাশ হইয়া থাকে। ৩য়। ২৮। ২৪।

ব্যাখ্যা। উরু বলিতে উপবেশনার্থ দেহাংশ বা স্থিতি বা অস্তিত্ব। অস্তিত্ব কোথায়? না—গরুড়োপরি বা যাহার প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তি নামক দুইটী পক্ষ আছে, এমন বেদ নামক পক্ষীর উপরে। সেই অস্তিত্ব সকল তেজের আকর স্বরূপ। পরে সাধারণ ভাবে এই তেজে নানাবিধ প্রকৃতি মণ্ডিতা থাকাতে অলঙ্কার ও বসনাবৃত বলা হইয়াছে।

হে মাতঃ! পরে ভগবানের নাভিহ্রদের ধ্যান করিবে। সেই নাভিহ্রদের মাহাত্ম্যের কথা আর কি বলিব! যে উদরে সমস্ত ভুবনকোষ নিহিত রহিয়াছে এবং যে উদরের নাভিমুখ হইতে পদ্ম নিঃসৃত হইয়াছিল বলিয়া, তাহাতে আত্মযোনী ব্রহ্মা স্থান পাইয়াছিলেন। সেই নাভিকে ধ্যান করিলে সাধক সংসারভয় হইতে উদ্ধার পাইবে।

পরে তাঁহার স্তনযুগলে যেন হরিতমণিসমূহ সজ্জিত রহিয়াছে এবং কণ্ঠে দুলিত হার শোভিত রহিয়াছে। ধ্যানকারী এই ভাবে তাঁহার স্তনদ্বয়কে ধ্যান করিয়া সংসারভয় হইতে অতীত হইবে। ৩য়। ২৮। ২৫।

ব্যাখ্যা। নাভি বলিতে;—লয় ও সৃষ্টি যে কারণাবস্থা হইতে প্রকাশ হয়। পদ্ম বলিতে চৈতন্যব্যাপ্তি বা ব্রহ্মাণ্ড। ব্রহ্মা আত্মা। এ সমস্ত যে উদরে রহিয়াছে, সেই উদরের ভাবনায় অক্ষম হওয়াতে, তাঁহার সূক্ষ্মরূপ নাভিতে ধ্যান করিবে। স্তন বলিতে পালনাবস্থা। মণিময় হারাদি তত্ত্বসমূহের রূপক। এই ভাবে স্তনাদির ধ্যান করিতে হইবে।

হে মাতঃ! পরে ভগবানের বক্ষ ও কণ্ঠদেশ ধ্যান করিবে। ভগবান আপনার বিশাল বক্ষে ত্রিভুবনের ঐশ্বর্য্যস্বরূপিণী জননী লক্ষ্মীকে ধারণ করিয়া, ধ্যানকারী ভক্তগণের মনের ও নয়নের আনন্দ বিধান করিতেছেন। তিনি যেন সকল ভূষণের শ্রেষ্ঠ ভূষণ কৌস্তভ কণ্ঠে ধারণ করিয়া, অখিল লোকের পূজনীয় হইতেছেন; এই ভাব যেন ধ্যানকারীর হৃদয়ে উদিত করিতেছেন। ৩য়। ২৮। ২৬।

ব্যাখ্যা। এস্থানে লক্ষ্মীকে ভোগ কহে। যাহারা ভগবানে মনোনয়নার্পণ করেন;

তাহাদের মায়াভোগ বা আনন্দভোগ ভগবান দিয়া থাকেন। সেই বিশুদ্ধা প্রকৃতি ভোগ ভক্তজনেরা একা ভগবান হইতেই প্রাপ্ত হয়েন। একার্থে কৌস্তুভ বলিতে যে মণির বা অলঙ্কারের মূল্য স্থির হয় না, অপরার্থে জীবতত্ত্ব। এস্থানে ইহা বুঝাইতেছে যে, ভগবানের সম্পত্তির অভাব কি?—এমন যে কৌস্তুভ মণিহার তাহা তাঁহার কণ্ঠে রহিয়াছে। অতএব উভয় অবস্থায় ভগবানকে সর্ব্বৈশ্বর্য্যশালী বলিয়া ধ্যানকারী ধ্যান করিবেন। অর্থাৎ তাঁহা হইতে অতীত আর কিছুই নাই, ইহা ভাবিবেন৷

হে জননী! তাহার পর ভগবানের বাহুচতুষ্টয় ধ্যান করিবে। সূর্য্য যেমন মন্দর পর্ব্বত বেষ্টন করিব বলিয়া পৃথিবী ও লোকসমূহ আলোকিত করে; তদ্রূপ ভগবানের করস্থ বলয়াদির জ্যোতিঃতে তাঁহার বাহুস্থিত লোকসমূহ জ্যোতির্ম্ময় হয়। তাঁহার করচতুষ্টয়ের মধ্যে একটীতে চক্র আছে, তাহাতে সহস্র সহস্র আবর্ত্তন আছে এবং তাহাতে মহাতেজঃ আছে। তাঁহার অন্য করদ্বয়ে রাজহংসের ন্যায় শঙ্খ ও কমল আছে। সাধক এই সকল একে একে চিন্তা করিবে। ৩। ২৮। ২৭।

ব্যাখ্যা। সূর্য্যের গতি ও পৃথিবীর পরিবর্ত্তনাত্মক মধ্যভাগকে মন্দরগিরি কহে। সূর্য্য অয়নভেদে আপন কক্ষে ঘূর্ণিত হইলে এবং পৃথিবী ঘূর্ণিত হইলে তবে জগতের সর্ব্বত্র সূর্য্যরশ্মি ব্যাপ্ত হয়। সেই উপমার সহিত কবি ব্যাস কপিলোক্তিতে দেখাইতেছেন যে;—ভগবানের বাহুচতুষ্টয় কি?—না—সকল ভুবনের আধার। চতুর্দ্দিকস্থ ভুবনেতে তিনি কররূপে শক্তি রাখিয়াছেন এবং সর্ব্বত্র সূর্য্যের ন্যায় আত্মভাতি বিধান করিবেন বলিয়া উজ্জ্বল বলয় পরিধান করিয়াছেন। অর্থাৎ তাঁহার সর্ব্বত্রই শক্তি ও তেজঃ আছে। সহস্র আবর্ত্তনযুক্ত চক্র বলিতে কাল। শঙ্খ বলিতে জ্ঞান। পদ্ম বলিতে চৈতন্যব্যাপ্তি।

হে মাতঃ! ভগবানের অপর হস্তে কৌমোদকী গদা রহিয়াছে এই চিন্তা করিবে। যে সকল অসুরেরা ভগবানের বিরুদ্ধে ও দেবগণের বিরুদ্ধে উত্থিত হয়, ঐ গদাদ্বারা তাহারা নিহত হওয়াতে, তাহাদের শোণিত-কর্দ্দমে ঐ গদা সংলিপ্ত হইয়া আছে।

পরে ভগবানের বনমালা ও কৌস্তুভ মণির ধ্যান করিবে। মাল্যটির সৌরভে আক্রান্ত হইয়া মধুকরগণ চিরকাল মধু আশে উন্মত্ত হইয়া, তাহাতে গুণ গুণ ধ্বনি করিতেছে; এবং সেই মণিটী জীবতত্ত্বের স্বরূপ হইতেছে। ৩। ২৮। ২৮।

ব্যাখ্যা। গদা বলিতে স্বাভাবিক বৈরাগ্য। অজ্ঞান নাশ করিয়া জ্ঞানের আবির্ভাব যে শাসনের দ্বারা হয়, তাহাকে গদা কহে। ইহাই বৈরাগ্য। ভগবানে ভক্তি দৃঢ়া করিলে, স্বভাবতঃ ভগবানের ঐ তেজঃ প্রকাশ হইয়া থাকে। বনমালা বলিতে ঈশ্বরের লীলা ও গুণাবলী। তাহা কখন শুষ্ক অর্থাৎ বিস্মৃত হইবার নহে। মধুকরগণ ভক্তের স্বরূপ। কৌস্তুভ মণিটী জীবতত্ত্ব। ইহা বিষ্ণুপুরাণে স্পষ্ট লেখা আছে। জগতের আত্মা প্রকৃতিতে লিপ্ত নহেন, নির্গুণ ও পরিশুদ্ধ হইতেছেন। ভগবানই তাহাকে

কৌস্তভ রূপে নিজ কণ্ঠে রক্ষা করেন। অর্থাৎ আত্মা প্রকৃতিতে না থাকিয়া ঈশ্বরে সংযুক্ত থাকেন। তাহাকেই পুরাণে কৌস্তভমণি কহে।

হে জননি! ভৃত্যগণকে অনুকম্পা বিধান করিবার জন্য ভগবান এইরূপ মূর্ত্তি পরিগ্রহ করেন। ভৃত্যগণ যেন তাঁহার এইরূপ মূর্ত্তি কল্পনা করিয়া, ধ্যান করিতে করিতে শেষে বদনকমলের ধ্যান করে। তাঁহার বদন-কমলের শোভার সীমা নাই। বদনে বিশুদ্ধ কপোলদেশ ও উদার নাসিকা বিদ্যোতিত হইতেছে এবং কর্ণে মকরকুণ্ডলের জ্যোতিঃ প্রকাশ হইতেছে। ৩। ২৮। ২৯।

ভগবতী লক্ষ্মী যে পদ্মে বসতি করেন, অলিগণ সেই পদ্ম চিরকালই সেবা করিত। কিন্তু ভক্ত অলিগণ ভগবানের কুটিল কুন্তলবৃন্দযুক্ত এবং পদ্মগঞ্জিত নেত্রদ্বয়যুক্ত, বিশেষতঃ আনন্দে নৃত্যকারী ভ্রূযুগল সংযুক্ত, বদনকমলের শোভা দেখিয়া, নিরন্তর তাহাই সেবা করিতে থাকে। ধ্যানকারী যেন শ্রান্তি ও আলস্যত্যাগ পূর্ব্বক এমন বিশ্বমনোহারী ভগবানের শোভার ধ্যান করেন। ৩। ২৮। ৩০।

হে জননি! পরে ভগবানের করুণদৃষ্টির ধ্যান করিবে। ইহব্রহ্মাণ্ডে তিনি এই দৃষ্টিতে কৃপা প্রকাশ করেন। কারণ ভাগ্যে এই দৃষ্টি পতিত হইবামাত্রই জীবের অধিভূত, অধিদৈব ও অধ্যাত্ম এই যাতনাত্রয় নাশ হইয়া যায়। বিশেষতঃ তাঁহার দৃষ্টিতে কোমল ও মনোহর গুণ আছে এবং বিপুল প্রসন্নতা আছে, (তিনি সেই সকল গুণদ্বারা একবার যাহার প্রতি কটাক্ষপাত করেন, তাহার সকল দুঃখ নাশ হইয়া যায়।) এমন কৃপাদৃষ্টিসম্পন্ন ভগবানের আঁখিযুগলকে, ধ্যানকারী অতি যত্নে আপনার হৃদয়ে ধ্যান করিবে। ৩। ২৮। ৩১।

হে জননি! পরে ভগবানের হাস্য ধ্যান করিবে। এমন যে ত্রিভুবন যাহা জন্মমরণ ও সুখদুঃখে একেবারে সকাতর হইয়া অশ্রু বিসর্জ্জন করিতেছে। ভগবানের হাস্য যদি কেহ একবার দেখে, তাহার সকল দুঃখ বিশুষ্ক হইয়া যায়। এমন ভাবে ধ্যানকারী হাস্য ধ্যান করিয়া, তাঁহার ভ্রূযুগল ধ্যান করিবে। ভগবান আপন মায়ায় বিশ্বজনকে বিমুগ্ধ করিবার জন্য যে কামদেবকে সৃজন করিয়াছেন। তিনিই আবার মুনি ও ভক্তগণকে মায়াসম্মোহন হইতে অতীত করিবার জন্য আপনার ভ্রূমণ্ডল প্রকাশ করিয়াছেন। ভগবানের ভ্রুকুটীলতা দেখিবামাত্র ভক্তের মোহ দূর হইয়া যায়। ৩। ২৮। ৩২।

হে মাতঃ! পরে ভগবানের উচ্চহাস্য ভাব ধ্যান করিবে। ভগবানের রক্তিম অধরোষ্ঠ যেন প্রসন্নতায় বিস্ফারিত হইয়া গিয়াছে, মধ্যস্থলে কুন্দকলিকার ন্যায় দন্তপংক্তি দেখা যাইতেছে, সেই মনোহর হাস্যভাব আপনার হৃদয়ে ধ্যানমাত্রেই ত্বরায় সাধক প্রেমে মগ্ন হইয়া থাকে।

হে জননি! ভগবান বিষ্ণুর এইরূপ করুণাপূর্ণ কল্পিতা মূর্ত্তিতে ভক্তি ও প্রেমে আর্দ্র হইয়া সাধক তাঁহাতে একবার চিত্ত অর্পণ করিলে, তাহার আর কিছু কল্পিতে বা দেখিতে ইচ্ছা হইবে না। ৩। ২৮। ৩৩।

হে জননি! ভগবান হরিতে এইরূপে আপনার প্রেমভাব স্থাপন করিলে, অতিশয় ভক্তির জন্য হৃদয় উৎফুল্ল হয় এবং নিরতিশয় বিশুদ্ধানন্দের উদয় হয়; সেই আনন্দ-রসের হেতু, ভক্ত ভগবানকে দেখিবার জন্য উৎকণ্ঠিত হইয়া কখন ক্রন্দন করে, কখন পরমানন্দে নিমগ্ন হয়। এমন যে দুষ্প্রাপ্য ভগবানরূপী মৎস্য, ইহাকে ধারণ করিবার জন্য ঐরূপ যোগযুক্ত চিত্তবড়িশের প্রয়োজন হইয়া থাকে। (ইহাকেই সমাধি কহে।) ৩। ২৮। ৩৪।

ব্যাখ্যা। এই চতুস্ত্রিংশতি শ্লোকে সমাধির কথা বলা হইল। যোগ দুইপ্রকার, সবীজ ও নির্বীজ। কোন একটী অবস্থা অবলম্বন করিয়া ধ্যানদ্বারা চিত্তকে শান্ত করিয়া সমাধিস্থ হইলে, তাহাকে সবীজ যোগ কহে। কোন অবস্থার সাহায্য না লইয়া, আত্মা ও ব্রহ্মকে এক ভাবিয়া চিত্তকে তাহাতে লয় করিতে পারিলে, তাহাকে নির্বীজযোগ কহে। এই শ্লোকসমূহে সবীজ সমাধির কথা বলা হইল। পরে নির্বীজ সমাধির কথা বলা যাইবে। ভগবানের রূপই এস্থলে বীজ বা অবলম্বন। ঐ অবলম্বনকে আশ্রয় করিয়া শেষে ঈশ্বর-মহিমা বোধ হইলে, স্বভাবতঃ চিত্ত অবলম্বন ত্যাগ করিয়া ব্রহ্মময় হয়। কিন্তু মুক্ত ও ভক্তিপূর্ণ এই উভয় অবস্থার সাধকই অবলম্বন প্রাপ্ত হইলে প্রেম ও আনন্দ লাভ করিতে পারে। নিরবলম্বনে তাহা পারে না। এই জন্য নির্বীজযোগসাধন অতি কঠিন বলিয়া, শাস্ত্র-কারেরা কহেন। পরে তাহার পরিচয় কপিলদেব দিতেছেন।

হে জননি! যে সকল সাধক একেবারে নির্ব্বাণ ইচ্ছা করিয়া, বৈরাগ্য ও মুক্তির আশ্রয় গ্রহণ করে। তাহাদের মন কোন বিষয় অবলম্বন করে না। যেমন অগ্নির জ্বালা যতক্ষণ ইন্ধনে থাকে ততক্ষণ জ্বলিতে থাকে, পরে মহাভূতে লয় হয়; তদ্রূপ নির্বীজ সাধকেরা আপনার আত্মাকে ব্রহ্মের সহিত ঐক্য করিয়া প্রকৃতির সকল গুণপ্রবাহ হইতে অতীত হয়। ৩। ২৮। ৩৫।

ব্যাখ্যা। কোন বিষয় অবলম্বন করে না, বলিতে;—কোন প্রকার ব্রহ্মগুণময়ী মূর্ত্তি কল্পনা করিয়া ক্রমে ক্রমে চিত্তকে শান্ত করে না। প্রকৃতিগুণপ্রবাহ বলিতে;—দেহ ও তাহার কার্য্যাদি হইতে তাহারা যোগবলে একেবারে অতীত হইয়া, ব্রহ্মে ও আত্মার একতা স্থাপন করিয়া, সুখ ও দুঃখ বিস্মৃত হইয়া যায়। তাহার উপায় দ্বিতীয়স্কন্ধে দেখাইয়াছি, এক্ষণে পরবর্ত্তী শ্লোকে তাহার কিছু প্রকাশ হইবে।

হে মাতঃ! ঐ নির্বীজ সাধকেরা যোগাভ্যাস দ্বারা মনকে একেবারে প্রকৃতির ভোগ হইতে নিবৃত্ত করিয়া, একেবারে আপনাকে ব্রহ্মময় করিয়া থাকে। তাহাতে তাহাদের সুখ ও দুঃখ নাশ হইয়া যায়। অবিদ্যাসংযোগ হেতু তাহাদের যে কর্ত্তৃত্বাভিমান ছিল তাহাও অজ্ঞাননাশে অর্থাৎ প্রকৃতি ও পুরুষ বিবেক দ্বারা নাশ হইয়া যায়। অবশেষে তাহারা একেবারে আত্মতত্ত্বজ্ঞ হইয়া ব্রহ্মে লীন হইয়া যায়, আর সংসারী হয় না। ৩। ২৮। ৩৬।

ব্যাখ্যা। যোগাভ্যাস দ্বারা ক্ষুধা, তৃষ্ণা, পীড়া, শীতোষ্ণ, সুখ, দুঃখ প্রভৃতি জয় করাকে প্রকৃতি-ভোগ জয় করা কহে। ঐ সমস্ত জয় করিয়া ব্রহ্মভাবনা পূর্ব্বক প্রকৃতি ও পুরুষের বিষয় বিজ্ঞাত হইলে, আর তাহারা মায়ায় মুগ্ধ হয় না, কালদ্বারা দেহ লয় হইলে, একেবারে ব্রহ্মে লীন হইয়া যায়। ইহাই তাৎপর্য্য।

হে মাতঃ! এই ভাবের সাধক যখন যথার্থ মুক্তিতে সিদ্ধ হয়, তখন একেবারে ব্রহ্মভাবে এমন উন্মত্ত হয়, যে, সুখ ও দুঃখ বোধ দূরে থাকুক, আপন দেহেতেও তাহার লক্ষ্য থাকে না। সে যে স্থানে উপবেশন করে বা যে স্থানে দণ্ডায়মান থাকে, তাহারও কিছুই স্থির রাখিতে পারে না! যেমন মদিরামদান্ধ ব্যক্তি আপনার বস্ত্র পিহিত আছে কি না স্থির করিতে অক্ষম, তদ্রূপ এই জীবন্মুক্ত সাধকেরা ব্রহ্মানন্দে উন্মত্ত হইয়া, বাহ্য অনুভবে অক্ষম হয়। ৩। ২৮। ৩৭।

হে জননি! সেই মুক্ত পুরুষে ইন্দ্রিয়যুক্ত দেহ ততদিন পর্য্যন্ত জীবিত থাকে, যে পর্য্যন্ত না দৈবপ্রোক্ত জন্ম ও কর্ম্ম সমাপ্ত না হয়। এই জন্মকাল পর্য্যন্ত তাহারা জীবিত থাকিলেও সমাধি যোগ দ্বারা তাহাদের হৃদয় এতদূর মোহশূন্য হয় এবং তাহাদের আত্মজ্ঞান এতদূর প্রবল হয়, যে;—দেহগেহ ও পুত্রবিত্তাদির লোভ কিম্বা স্নেহাদি, তাহাদের পক্ষে স্বপ্নবৎ বোধ হইয়া থাকে। ৩। ২৮। ৩৮।

হে মাতঃ! এই সংসারে যেমন মানব ধন ও পুত্রকে বিভিন্ন বোধ করে, তদ্রূপ আত্মজ্ঞানী পুরুষ দেহাদিকে আত্মা হইতে পৃথক্ দেখেন। ৩। ২৮। ৩৯।

ব্যাখ্যা। মীমাংসকেরা কহেন যেমন বৃক্ষের বীজটী অঙ্কুরিত হইবার পরে, তাহা হইতে ফলপুষ্প ও বৃক্ষত্ব সম্পাদিত হইলে, কালবশে যখন তাহার ঐ সকল কর্ম্ম সমাপ্ত হয়, তখনই তাহার লয় হয়। তদ্রূপ জন্মরূপী অঙ্কুর জীবের মৃত্যু পর্য্যন্ত কর্ম্ম লইয়া এই ভবে দেহ ধরিয়াছে। অতএব কালদ্বারা সেই সমস্ত কর্ম্ম এই দেহসাহায্যে সমাপ্ত না করিলে, মুক্তি অসম্ভব। এই জন্য ভাষ্যকার অষ্টত্রিংশতি শ্লোকে বলিলেন যে, কর্ম্ম ভিন্ন জন্ম হয় না, অতএব এমন যে পূর্ব্বোক্ত মুক্তপুরুষ তাহাকেও কর্ম্মসমাপ্তিকাল অর্থাৎ স্বাভাবিক মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত ব্রহ্মানন্দে উন্মত্ত থাকিয়াও দেহ রক্ষা করিতে হয়। দেহ রাখিলে মায়া ও মোহ থাকিবার সম্ভাবনা আছে। আত্মজ্ঞান দ্বারা দেহকে ও আত্মাকে তাহারা পৃথক্ দেখে বলিয়া দেহ ও পুত্রবিত্তাদিতে মুগ্ধ হয় না।

হে জননি! যেমন একখানি কাষ্ঠের জলন্ত অবস্থা, ধূম ও অগ্নিশিখা তিনটীই এক অগ্নি হইতে উৎপন্ন হয়, কিন্তু তিনটীই ভিন্ন পদার্থ। তদ্রূপ আত্মাও অগ্নির ন্যায় ইন্দ্রিয় ভূতাদি হইতে অতীত বস্তু হইতেছেন। ৩। ২৮। ৪০।

দেহের মধ্যে ভূতেন্দ্রিয় ও অন্তঃকরণ হইতে; প্রধানা প্রকৃতি হইতে এবং জীবসম্পর্কীয় চৈতন্য হইতে, আত্মা ভিন্ন দ্রষ্টাস্বরূপ; তাঁহাকেই ভগবান ব্রহ্মের সমান আখ্যা দেওয়া যায়। ৩। ২৮। ৪১।

ব্যাখ্যা। একখানি কাষ্ঠে ভূতাদির সমাবেশ থাকাতে, অগ্নি সংশ্লিষ্ট হইবামাত্রেই তাহার জলীয় ভাগ ধূমরূপে প্রকাশ হয়, তেজোভাগ স্ফুলিঙ্গরূপে প্রকাশ হয় এবং পৃথিব্যাদি ভাগ জলন্ত অঙ্গারভাবে প্রকাশ হয়। কিন্তু ঐ তিন অবস্থার প্রকাশক একই অগ্নি হইতেছে। তদ্রূপ এক আত্মাই ভূতেন্দ্রিয়, প্রকৃতি এবং জীবচৈতন্যের প্রকাশক। ঐ গুণসত্বে আত্মা পৃথক বস্তু বলিয়া সকলে মীমাংসিত করেন। এই ভাবে আত্মা পৃথক ও ব্রহ্মের স্বরূপ বলিয়া চিন্তা করিতে হয়। পরে আত্মার অবস্থা বলা যাইতেছে।

হে জননি! পূর্ব্বোক্ত সাধক আপনার যে আত্মা, তাহাকে সর্ব্বভূতে দর্শন করিবে। তাহা হইলে সকল প্রাণীকে আপনার সহিত সমান ভাবিবে। এই ভাবে আপনাকে অপর হইতে অনন্ত ভাবে ভাবিতে ভাবিতে সকলের সহিত এক হইয়া যাইবে। ৩। ২৮। ৪২।

এক জ্যোতিঃ যেমন আধার ভেদে ভিন্ন দেখায়, তদ্রূপ প্রকৃতির গুণবৈষম্য দ্বারা আকর্ষিত হইয়া একই আত্মা ভিন্নযোনীময় দেখাইয়া থাকেন। ৩। ২৮। ৪৩।

অতএব হে জননি! ভগবান বিষ্ণুর এই সদসদাত্মিকা প্রকৃতি নাম্নি শ্রেষ্ঠাশক্তি যাঁহাকে ভাবনায় স্থির করিতে কষ্ট হয়, তাঁহাকে ব্রহ্মজ্ঞানদ্বারা জয় করিয়া, সাধক সেই ব্রহ্মে লীন হইয়া থাকে। ৩। ২৮। ৪৪।

ইতি শ্রীভাগবতে তৃতীয়স্কন্ধে অষ্টাবিংশাধ্যায়ে উপেন্দ্রকৃতানুবাদ সমাপ্ত।

ব্যাখ্যা। দ্বিচত্বারিংশৎ শ্লোকের তাৎপর্য্য এই যে;—এক আত্মাতে ও দেহেতে পৃথক্ অনুভব করা অতি কঠিন। কিন্তু তাহা না বোধ করিলে, অহঙ্কার নাশ হইবে না। তবে সেই অহঙ্কার কিরূপে নাশ হইবে?—না—এমন যে আত্মা যাহা উপাধিভেদে এই কীট, এই বৃক্ষ, এই পক্ষী, এই মনুষ্য বলিয়া অনুমিত হয়েন; সেই আত্মা আমাতে যে ভাবে থাকাতে ভূতেন্দ্রিয়মনোচৈতন্যাদি কার্য্য করিতেছে, কীটাদির দেহেতেও সেই ভাবে থাকিয়াই তাহাদের দেহকেও কর্ম্মী করিতেছেন। অতএব জগতে আত্মা এক। আত্মা যখন এক হইল, তখন ভিন্ন গঠন বা মূর্ত্তি কেন? সেটী কেবল প্রকৃতি ও কালের লীলা বোধ করিয়া, বিজ্ঞানবলে ব্রহ্মের স্বরূপ জ্ঞাত হইয়া, তাঁহাতে মন স্থাপন করিলে, আপনিই ব্রহ্মময় হইতে পারা যায় এবং অন্তে স্বভাবতঃ মুক্তি লাভ হয়। এইরূপে মুক্তি সাধনের প্রকার সাঙ্খ্যশাস্ত্র দ্বারা শ্রীব্যাস প্রমাণ করিয়া, পরাধ্যায়ে ভক্তিসাধনের প্রকার কহিতেছেন।

ইতি শ্রীভাগবতে তৃতীয়স্কন্ধে অষ্টাবিংশাধ্যায়ে উপেন্দ্রকৃতাধ্যাত্ম ব্যাখ্যা সমাপ্ত।

অথ একোনত্রিংশ অধ্যায়।

ভগবান কপিলের মুখে পূর্ব্বযোগ বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া সতী দেবহূতি কহিলেন;—হে প্রভো! আপনি আমাকে যে সাঙ্খ্যযোগশাস্ত্র কহিলেন, তাহাতে পরমার্থবোধক যে

প্রকৃতিপুরুষের জ্ঞান ও মহদাদির যে লক্ষণ, তাহাই আপনি বলিয়াছেন। কিন্তু ঐ জ্ঞানাদি আহরণ করিবার জন্য ভক্তিই মূলস্বরূপা হইতেছে। অতএব একণে আমাকে সেই ভক্তি-যোগ বিস্তার করিয়া বলুন। ৩। ২৯। ১।

হে বৎস! এই সংসারে জীবগণ যেরূপে সৃষ্ট হইয়া, পরস্পর মায়াবন্ধনে আবদ্ধ হয়, আমাকে তাহার কারণ সমূহও বলুন। কারণ তাহা শ্রবণ করিলে অন্তঃকরণের অভিমান নাশ হইয়া থাকে। ৩। ২৯। ২।

হে পরমপুরুষ! যিনি ঈশ্বরের ন্যায় প্রভাবসম্পন্ন এবং যাঁহার ভয়ে অজ্ঞানীজন-গণ পুণ্যকর্ম্মের অনুষ্ঠান করিয়া থাকে; সেই ঈশ্বরস্বরূপ কালের পরিচয় আমাকে বলুন। ৩। ২৯। ৩।

হে ঈশ্বর! যে সকল লোকের জ্ঞানচক্ষু নাই, এই মিথ্যা দেহেতে অহঙ্কার করিয়া, কেবল কর্ম্মেতে অনুবদ্ধ থাকিয়া, সংসারযুক্ত হইয়া, সংসারের অন্ধকারে অবিরত ভ্রমণ করিতে করিতে শ্রান্ত হইয়া থাকে। সেই সংসারান্ধকারে প্রসুপ্তজনগণকে চক্ষু দিবার জন্য আপনি যে সাংখ্যযোগ প্রকাশ করিয়াছেন, ইহা অজ্ঞানান্ধকার পক্ষে সূর্য্যের ন্যায় প্রকাশ হইয়াছে, অতএব তাহাও আমাকে বলুন। ৩। ২৯। ৪।

ব্যাখ্যা। প্রকৃতিপুরুষ বিবেক ও মহত্তত্বাদি তত্বজ্ঞান আহরণ করিয়া, তাহাতে সিদ্ধ হইতে পারিলে, তবে লোকে জীবন্মুক্ত হইয়া থাকে। ইহাই কপিলদেব পূর্ব্বে বলিয়াছেন। কিন্তু তিনি আরও বলিয়াছেন যে, ঐ জ্ঞান ও বিবেকাদি আহরণ করিতে হইলে, সাধককে অগ্রে নিশ্চয় ভক্তিযোগময় হইতে হয়। কিন্তু সেই ভক্তিযোগ কি? তাহা ইতিপূর্ব্বে না প্রকাশ হওয়াতে এই অধ্যায়ে তাহা প্রকাশ হইবে। সর্ব্বজীবে এক আত্মা কিরূপে বিরাজ করিতেছেন, তাহা জানিলে তবে ক্ষুদ্রবৃহতাদি ভাবনাযুক্ত অভিমান নাশ হইবে। তাহার বিচারও এই অধ্যায়ে আরম্ভ হইবে। কালের পরিবর্ত্তনে জন্মমৃত্যু হয় বলিয়া, লোকে জীবনকে শুদ্ধ করিবার জন্য কেবল সেই মৃত্যু ও জন্মজন্য কালের ভয় করিয়া, ব্রতহোমাদি কর্ম্ম করিয়া থাকে। সেই কালের পরিচয়ও এই অধ্যায়ে হইবে। এই সমস্ত বিজ্ঞান সমন্বিত যে সাঙ্খ্যশাস্ত্র তাহা সংসারী, মুগ্ধ ও অজ্ঞানীর পক্ষে সূর্য্যের ন্যায় প্রখর জ্ঞানময় হইতেছে। ইহাই দেবহূতির উক্তিতে শ্রীব্যাস বলিলেন। পরে কপিলের উত্তর আরম্ভ হইতেছে।

এতদ্বর্ণনান্তর বিদুরকে সম্বোধন করিয়া শ্রীমৈত্রেয় কহিলেন ;—

হে বিদুর! জননীর এই মনোহর বাণী মহামুনি কপিল শ্রবণ করিয়া, তাঁহার প্রতি প্রীতি ও করুণাময় হইয়া, তাঁহার প্রশ্নের উত্তর দিতে আরম্ভ করিলেন। ৩। ২৯। ৫।

হে ভামিনি! ভক্তিটী একই বস্তু, কিন্তু যে ভক্ত যে স্বভাবময়, তিনি সেই স্বভাবের ভাবে ভক্তিকে কল্পনা করাতে, সেই ভক্তি আহরণের বহুবিধ পথ প্রকাশ হইয়াছে। ৩। ২৯। ৬।

ব্যাখ্যা। ভক্তিটী জীবের স্বাভাবিক গুণ। জীব নিজ নিজ জন্মমতে কেহ তমোগুণময়,

কেহ রজোগুণময়, কেহ সত্ত্বগুণময় হইয়া থাকেন। ঐ গুণমতে যাঁহার স্বভাব যেরূপ, তিনি সেই ভাবে ভক্তি করেন। ঐ ত্রিগুণময় স্বভাবভেদে ভক্তির সাধনা বহুবিধ হইয়াছে। তাহার প্রমাণ পরে দেওয়া যাইবে।

হে মাতঃ! কেহ কেহ হিংসা, দম্ভ, মাৎসর্য্য, ক্রোধ, অহঙ্কারময় হইয়া, আপনাপন অভিসন্ধি পূর্ণ করিবার জন্য আমাকে পূজা করে, তাহাতে যে একান্ত মনার্পণ, তাহাকে তামসী ভক্তি কহে। ৩। ২৯। ৭।

সকল জীব হইতে যাহারা অজ্ঞানবলে আপনাকে শ্রেষ্ঠ ভাবে। আমাতে ও জীবেতে পৃথক্ দেখে, ঐশ্বর্য্যকে সারভাবে, এই স্বভাবময়ী ভক্তিকে রাজসী ভক্তি কহে। ৩। ২৯। ৮।

হে মাতঃ! যে ব্যক্তি পাপক্ষয় করিবার জন্য আমাকে সমস্ত অনুষ্ঠিত কর্ম্ম অর্পণ করে, সর্ব্বদা যজ্ঞাদি করে, কিন্তু আমার সহিত জীবকে ভিন্ন দেখে। সেই ব্যক্তি আপন আশা পূর্ণ করিবার জন্য আমাকে যে আশক্তিতে পূজা করে, তাহাকে সাত্ত্বিকী ভক্তি কহে। ৩। ২৯। ৯।

হে মাতঃ! যিনি আমার গুণ শ্রবণমাত্রেই, আমাকে সকলের অন্তরে বর্ত্তমান বোধ করিতে পারেন। গঙ্গার বারি যেমন সাগরবারির সহিত অভেদ ভাবে মিলিত হয়। তদ্রূপ যিনি আপনার কর্ম্মগতি অবিচ্ছিন্নভাবে আমাতে সমর্পণ করেন। এইরূপ আশক্তিকে নির্গুণ ভক্তিযোগ কহে। এই ভাবে ভক্তি করিলেই পুরুষোত্তম ভগবানে অহৈতুকী ভক্তি করা হয়। ৩। ২৯। ১০।

হে জননি! যে সাধুগণ নির্গুণ ভক্তিময় হয়েন। তাঁহাদের যদ্যপি আমি (পরমেশ্বর) সালোক্য, সার্ষ্টি, সামীপ্য ও স্বারূপ্য মুক্তি দান করি; কিন্তু তাঁহারা কখনই আমার সেবা ভিন্ন ঐ সকল মুক্তির অভিলাষ করেন না। ৩। ২৯। ১১। ১২। ১৩।

ব্যাখ্যা। বৈকুণ্ঠবাসকে সালোক্য মুক্তি কহে। ঈশ্বরের সমান ঐশ্বর্য্যময়কে সার্ষ্টি কহে। ঈশ্বরের নিকটবর্ত্তী থাকাকে সামীপ্য কহে। ঈশ্বরের সমান পবিত্র হওয়াকে সারূপ্য মুক্তি কহে। ব্রহ্ম ও আত্মার মিলনকে সাযুজ্য কহে। এই যে কয়েকটী মুক্ত্যবস্থা, ইহা জ্ঞানময় ও দেহাতীত অবস্থা। ভোগের মধ্যবর্ত্তী নহে। কিন্তু নির্গুণ ভক্তেরা ভোগের মধ্যমর্ত্তী হইয়াও পরমানন্দ উপভোগ করেন বলিয়া, তাঁহারা ভক্তি ভিন্ন মুক্তি চাহেন না। কিন্তু মুক্তি স্বভাবতঃ লাভ করেন। সে কথা পরে বলা যাইবে। স্বভাবতঃ ঈশ্বরে চিত্তার্পণ করিতে যে প্রশক্তির উদয় হয়, তাহাকে ভক্তি কহে। কোন ব্যক্তি যেমন আত্মার বিপদ না হয়, এমন ভাবে চুরি কার্য্যেও ঈশ্বরকে স্মরণ করে। তাহার বাসনা কি?—না—আত্মার নিরাপদ। অসদভিপ্রায় ও কুসঙ্গহেতু থাকাতেও আত্মরক্ষণাসক্তিকে ভক্তি কহে। আত্মার দুঃখাতিক্রম করিতে বিষয়াসক্তির জন্য ঈশ্বরোপাসনাও সেই অভিপ্রায়ে ঘটিয়া থাকে। ধনাদি লাভ করিয়া, আত্মাকে নিরাপদ করিব বলিয়া, লোকে যজ্ঞাদিও

করিয়া থাকে। লোকের এই ত্রিবিধ স্বাভাবিক কামনা গুণভেদে হয়। কিন্তু এক আত্মার উন্নতিই উদ্দেশ্য। এই জন্য ভক্তি নামক স্বাতা.বক আত্মরক্ষণ প্রশক্তি একই; কেবল স্বভাবভেদে ভিন্ন হয়। ভক্তিবিচারশাস্ত্রে ঐ ভেদ একাশিতি প্রকারে বিভক্ত হইয়াছে। সামান্যতঃ ভক্তিরসামৃতসিন্ধু শাস্ত্রে দ্রষ্টব্য। নচেৎ মহর্ষি গোভিল প্রণীত ভক্তিসিদ্ধান্তেও দেখা উচিত। সমস্ত প্রকাশ করা এ স্থানে অনুপযুক্ত। এই সকল গুণ হইতে যাহারা মনকে পরিশুদ্ধ করিতে পারিয়াছে, তাহারা পরিশুদ্ধা বা নির্গুণা ভক্তি স্বভাবতঃ প্রাপ্ত হইয়া, ঈশ্বরে মনোনিবেশ করিতে সক্ষম হইয়া থাকে; এবং মুক্তিও তাহাদের স্বভাবতঃ লাভ হয়। তাহার কথা পরে বলা যাইতেছে।

হে মাতঃ! ঐ যে আত্যন্তিক বা নির্গুণ ভক্তিযোগের কথা বলা হইল, যে ভক্ত উহাতে সিদ্ধ হয়, সে স্বভাবতঃ ত্রিগুণাক্রমণ হইতে অতীত হইয়া, আমাকে প্রাপ্ত হইয়া থাকে। ৩য়। ২৯। ১৪।

হে জননি! ঐরূপ ভক্তের হৃদয় সাধনায় কিরূপ পবিত্র হয়, তাহা শ্রবণ কর;—তাঁহারা শ্রদ্ধাদিতে যুক্ত থাকিয়া, অনিমিত্ত মায়াভোগ ত্যাগ করিয়া, নিষ্কামধর্ম্ম সেবায় নিযুক্ত থাকেন এবং ভক্ত মহর্ষিগণ যে সকল কর্ম্মযোগ বিধান করিয়াছেন, তাহার বিধানমতে হিংসাদ্বেষাদি শূন্য হইয়া, নিষ্কামকর্ম্মে দীক্ষিত থাকেন। ৩য়। ২৯। ১৫।

তাঁহারা আমার কল্পিত প্রতিমাদি দেখিলে, তাহার সেবা, পূজা, স্তুতি এবং ভজনা করিয়া থাকেন। সর্ব্বভূতে আমি বর্ত্তমান আছি, তাঁহারা ধৈর্য্য ও বৈরাগ্য সহযোগে এই ভাবনা করেন। ৩য়। ২৯। ১৬।

মহৎব্যক্তিকে তাঁহারা মহামানে তুষ্ট করেন। দীন ব্যক্তিগণকে দয়া দেখাইয়া তুষ্ট করেন। অপর সকলকে আপনার সমান ভাবিয়া মিত্রতা করেন। যমাদি ও নিয়মাদি যোগাচারে দেহকে শুদ্ধ রাখেন। ৩য়। ২৯। ১৭।

তাঁহারা সর্ব্বদা আমার লীলাকথা শ্রবণ করেন; আমার নাম সঙ্কীর্ত্তন করেন এবং অহঙ্কারশূন্য ও সাধুসঙ্গে নিরত হইয়া, একেবারে বিনীত হইয়া থাকেন। ৩য়। ২৯। ১৮।

এইরূপে যে সকল পুরুষ ভগবদ্ধর্ম্মাচরণ করেন, তাঁহাদের চিত্ত অতি ত্বরায় পরিশুদ্ধ হয়। সেই সকল পুরুষ আমার গুণ শ্রবণ মাত্রেই, ত্বরায় ভক্তিতে আমাকে প্রাপ্ত হয়েন। ৩য়। ২৯। ১৯।

হে মাতঃ! যে বস্তু হইতে গন্ধ প্রকাশ হয়, গন্ধ তাহাতে থাকিয়াও বায়ুর সাহায্যে যেমন নাসিকাকে প্রাপ্ত হয়, তদ্রূপ ভক্তিযোগরত চিত্ত, বিকৃত দেহাধারে থাকিয়াও অবিকারী পরমাত্মাকে প্রাপ্ত হইয়া থাকে। ৩য়। ২৯। ২০।

হে সতি! আমি ভূতাত্মা রূপে সকল ভূতের অন্তরে সর্ব্বদা বর্ত্তমান আছি। এই অভেদ ভাব যিনি স্থির না করিয়া, কেবল আমাকে ভেদ ভাবিয়া পূজা বা অর্চ্চনাদি করেন, তিনি আমাকে অবজ্ঞা করিয়া থাকেন এবং তাঁহার পূজাদি বিফল হয়। ৩য়। ২৯। ২১।

যিনি আমাকে সকল ভূতের অন্তরে এক ঈশ্বর বলিয়া জ্ঞাত না হইয়া, ভেদভাবে

ভজনা করেন; ভস্মে হোম করিলে যেমন যজ্ঞ বিফল হয়, তদ্রূপ তাঁহার ভজনা মিথ্যা হইয়া থাকে। ৩য়। ২৯। ২২।

এমন ভিন্নদর্শী হইয়া, যাহারা অপর শরীরের প্রতি হিংসাদ্বেষ করে, সেই প্রাণীগণের শত্রু আমাকে পূজা করিলেও মনে শান্তি প্রাপ্ত হয় না। ৩য়। ২৯। ২৩।

হে নিষ্পাপে! যিনি নানাবিধ কর্ম্মদ্বারা নানাবিধ দ্রব্যাদি আনিয়া, আমাকে উপহার দেন; অথচ সকল প্রাণীকে তুচ্ছ ভাবেন; আমি তাঁহাদ্বারা পূজিত হইলেও সন্তুষ্ট হই না। ৩য়। ২৯। ২৪।

যিনি স্বধর্ম্মনিরত হইয়া আমাকে ঈশ্বর জানিয়াও সর্ব্বদা পূজা করেন, অথচ তিনি যদি আমাকে সকল প্রাণী হইতে তাঁহার অন্তর পর্য্যন্ত একভাবে অবস্থিত না বুঝিতে পারেন। বিশেষতঃ যিনি আপনার আত্মা হইতে অপর প্রাণীর আত্মাকে নিজ শরীর হইতে ভিন্ন দেখেন; তাঁহাকে আমি ভিন্নদ্রষ্টা কহি। তাঁহার প্রতি আমি এতদূর অসন্তুষ্ট, যে, সর্ব্বদা তাঁহাকে মৃত্যুভয় দেখাইয়া থাকি। ৩য়। ২৯। ২৫। ২৬।

ব্যাখ্যা। মন্দপথ হইতে বিরত করণার্থ যে শাসনপ্রভাব তাহাকে ভয় কহে। মৃত্যু বলিতে জন্মান্তর পরিবর্ত্তন। অর্থাৎ যাহারা ভেদদর্শনে রত থাকে, তাহাদের সেই ভেদভাব হইতে বিরত করিবার জন্য ঈশ্বর এই দৃষ্টান্ত দেখান যে, এই ভৌতিক দেহ মৃত্যু প্রভৃতি দ্বারা পরিবর্ত্তিত হয়। আত্মার উপরে উহার স্থিতি বলিয়া পরিবর্ত্তন বোধ হয়। অতএব মৃত্যুদ্বারা আত্মার অস্তিত্ব বোধ করা যায়। ইহাই তাৎপর্য্য।

হে মাতঃ! আমি সকল প্রাণীর আত্মাকে আমার স্বরূপ ভাবিয়া, তাহাদের অন্তরে থাকি। এই ভাবে আমাকে জানিয়া; সকল প্রাণীর প্রতি অভেদদৃষ্টিতে মিত্রতা বিধানে আমাকে পূজা করিলে (আমি সন্তুষ্ট হই)। ৩য়। ২৯। ২৭।

হে শুভে! (জীবের পরিচয় শ্রবণ করুন)। অচেতন জীব হইতে সচেতন জীব শ্রেষ্ঠ। সচেতন হইতে প্রাণাদিপ্রাপ্ত চেষ্টাময় জীব শ্রেষ্ঠ। তাহাপেক্ষা জ্ঞানবান্ জীব শ্রেষ্ঠ। তাহাপেক্ষা ইন্দ্রিয়যুক্ত জীব শ্রেষ্ঠ। তাহাপেক্ষা যাহারা স্পর্শন বোধ করিতে পারে, তাহারা প্রধান। তাহাপেক্ষা যাহারা রস বোধ করিতে পারে তাহারা প্রধান। তাহাপেক্ষা যাহারা গন্ধ বোধ করিতে পারে তাহারা প্রধান। তদপেক্ষা যাহারা শব্দ বোধ করিতে পারে তাহারা প্রধান। তদপেক্ষা যাহারা রূপ বোধ করিতে পারে তাহারা প্রধান। তদপেক্ষা দন্তধারী জীব প্রধান। তদপেক্ষা বহুপদধারী জীব প্রধান। তদপেক্ষা চতুষ্পদ জীব শ্রেষ্ঠ। তদপেক্ষা দ্বিপদ জীব শ্রেষ্ঠ। তাহা হইতে শ্রেণী ও সমাজবদ্ধ মানববর্ণ প্রধান। ঐ মানবীয় চারি বর্ণের মধ্যে ব্রাহ্মণবর্ণ উত্তম। ব্রাহ্মণবর্ণ হইতে বেদজ্ঞগণ প্রধান। বেদজ্ঞ হইতে যাঁহারা ব্রহ্মজ্ঞ তাঁহারা প্রধান। তাঁহাদের হইতে যাঁহারা পরের সংশয় নাশ করিতে পারেন এমন বিজ্ঞানবিদেরা প্রধান। তাঁহাদের হইতে নিষ্কামধর্ম্মাবলম্বী শ্রেষ্ঠ। তাঁহা হইতে যিনি আত্মতত্ত্ব জ্ঞাত হইয়া সর্ব্বসঙ্গ বর্জ্জিত হইয়াছেন, তিনিই শ্রেষ্ঠ হইতেছেন।

হে জননি! যাঁহারা আমাতে সমস্ত কর্ম্মফলার্পণ করিয়া, আমাতে একাত্মা হইয়া, আমাতে সমস্ত কর্ম্মার্পণ ও মনোপ্রাণাদি অর্পণপূর্ব্বক সকল ভূতের প্রতি সমদর্শী হয়েন, প্রাণীমধ্যে তাঁহাদের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ আর কাহাকেও দেখিতে পাই না। ৩য়।২৯।২৮।২৯।৩০।৩১।৩২।৩৩।

ব্যাখ্যা। এই যে জীবসমূহের কর্ম্মের তারতম্যে অবস্থার তারতম্য দেখান হইল। ইহাদের মধ্যে আত্মার অভাব কাহাকেও দেখান হইল না। কেবল প্রকৃতিগত ও অদৃষ্টগত গঠনে কেহ চৈতন্য পাইয়াছে, কেহ চৈতন্য পায় নাই। কেহ জ্ঞানবুদ্ধি পাইয়াছে কেহ তাহা পায় নাই। কেহ বিজ্ঞানবুদ্ধি পাইয়াছে, কেহ তাহা পায় নাই। জীব সমূহের মধ্যে আত্মা নাই ইহা প্রমাণ হইতে পারে না। অতএব প্রকৃতির উপাধি যখন নশ্বর এবং আত্মাই প্রকৃত বস্তু; তখন সকল শ্রেণীর জীবকেই আত্মাসত্বে উপযুক্ত মান্য করা উচিত। তাহা হইলেই ঈশ্বরের প্রতি মান্য ও পূজা বিধান করা হইল। ইহাই পূর্ব্বোক্ত শ্লোকসমূহের অভিপ্রায় হইতেছে।

হে জননি! এক ঈশ্বরই প্রাকৃতিক ঐশ্বর্য্য ভোগ করিবার জন্য, এইরূপে জীব সংগ্রহ করিয়া তাহাদের অন্তরে প্রবিষ্ট আছেন। অতএব সকল প্রাণীকে বহুমান্য করিয়া, মনে মনে একান্ত চিত্তে প্রণাম করা উচিত। ৩য়। ২য়। ৩৪।

হে মানবি! পূর্ব্বে আমি যে অষ্টাঙ্গযোগের কথা ও ভক্তিযোগের কথা কহিলাম, পুরুষ উহার কোনটীকে লাভ করিতে পারিলেই, পরমপুরুষে যুক্ত হইতে পারিবেন। ৩য়। ২৯। ৩৫।

ব্যাখ্যা। অষ্টাঙ্গযোগ দ্বারাও চিত্ত নিবৃত্তিপর হইয়া থাকে। ভক্তিযোগ দ্বারাও চিত্ত নিবৃত্তি প্রাপ্ত হইয়া থাকে। বরং অষ্টাঙ্গযোগের সহিত ভক্তি সিদ্ধ হইলে, লৌহগৃহের মধ্যে থাকিলে যেমন শত্রুর ভয় থাকে না, তদ্রূপ রিপুর ভয় থাকে না। চিত্তশুদ্ধি করিতে পারিলে, মানবের স্বাভাবিক যে ঈশ্বরময় হওন স্বভাব তাহা লাভ হইয়া থাকে। ঐ চিত্ত শান্ত করিলেই জীবের মায়াগত সকল দুঃখ নিবারিত হয়। ইহাই সাঙ্খ্যশাস্ত্রের উদ্দেশ্য। এক্ষণে ভক্তিযোগকথা সমাপন করিয়া কপিল ভগবান কালের স্বরূপ কহিতেছেন।

হে মাতঃ! (জীব ও প্রকৃতির সংসর্গ কেবল কাল-দেবতাই ঘটাইয়া থাকেন। সেই কালের স্বরূপ শ্রবণ করুন)। পরমাত্মা ব্রহ্মের যে পূর্ব্বোক্ত ঐশ্বর্য্যময় রূপ, যাহা প্রকৃতি ও পুরুষময় হইতেছে, তাহা হইতে তাঁহার আর একটী শ্রেষ্ঠ রূপ আছে; তাহা দ্বারা অদৃষ্টচেষ্টা প্রকাশ হইয়া থাকে। ৩য়। ২৯। ৩৬।

সেই ভগবৎরূপের নাম কাল হইতেছে। তিনি সৃষ্টবস্তুর অবস্থার পরিবর্ত্তন করিয়া থাকেন; এবং মহদাদি প্রণীত অহঙ্কারী ও ভিন্নদর্শী জীবকে সাবধান করিবার জন্য ভয় দেখাইয়া থাকেন। ৩য়। ২৯। ৩৭।

তিনি প্রাণী সমূহের অন্তরে থাকিয়া তাহাদের ভৌতিক দেহ, মহাভূতসমূহ দ্বারা হরণ করেন। তিনি সকল কর্ম্মের ফল দেন বলিয়া, লোকে তাঁহাকে বিষ্ণু বলিয়াও পূজা করে। তিনি সমস্ত প্রাণীতত্ত্বকে সঙ্কলন করেন বলিয়া তাঁহাকে কাল প্রভু কহে। ৩য়। ২৯। ৩৮।

হে মাতঃ! সেই কাল দেবতার কেহ আত্মীয় নাই। কেহ শত্রু বা মিত্র নাই। তিনি অপ্রমত্ত হইয়া মায়াতে মোহিত জনগণের মৃত্যু উদয় করিবার জন্য বর্ত্তমান আছেন। ৩য়। ২৯। ৩৯।

তাঁহার ভয়ে বায়ু প্রবাহিত হয়; সূর্য্য তাঁহার ভয়ে উত্তাপ দান করে; মেঘ তাঁহার ভয়ে বর্ষণ করে; নক্ষত্রগণ তাঁহার ভয়ে পরিচালিত হইয়া থাকে। ৩য়। ২৯। ৪০।

হে জননি! তাঁহার ভয়ে বনস্পতিগণে, লতা ও ঔষধি সমূহের সহিত উপযুক্ত ঋতুমতে ফল ও পুষ্পাদি প্রকাশ করিয়া থাকে। ৩য়। ২৯। ৪১।

হে মাতঃ! তাঁহার ভয়ে নদী প্রবাহিত হয়; সমুদ্র কম্পিত হয়; কাষ্ঠে অগ্নি দেখা যায়; গিরি সমুদায়ের ভরেও পৃথিবী জলের মধ্যে নিমগ্ন হয় না। ৩য়। ২৯। ৪২।

ব্যাখ্যা। আর্য্যবৈজ্ঞানিকেরা কহেন, সকল বস্তুর আকর্ষণ জনিত মাধ্যাকর্ষণ শক্তি কাল দ্বারা রক্ষিত হয়। কারণ ভূতসঙ্গঠনের সম্মিলনাবস্থা না থাকিলে মাধ্যাকর্ষণ থাকে না। যেমন একটী প্রাচীরের নূতনাবস্থা হইতে পুরাতনে যতই ভূতসংযোগ শ্লথ হয়, ততই তাহার মাধ্যাকর্ষণ নাশ হইলে প্রাচীর পতিত হইয়া যায়। সেই নিয়মে অনন্ত কাল এই পৃথিবীর মধ্যে আকর্ষণ ক্ষমতা দিয়াছেন বলিয়া, গিরি প্রভৃতি বিচলিত বা তাহার ভারে পৃথিবী বিচলিত হয় না। তেজের আকর্ষণে জলাদির কম্পন; চন্দ্র ও সূর্য্যের আকর্ষণে সাগর কম্পিত, কেবল সেই কালদ্বারাই হইয়া থাকে। এইরূপে কালই সকল প্রাকৃতিক অবস্থাকে পালন করিতেছেন। ইহাই বলা হইল।

হে মাতঃ! এই আকাশ যাঁহার নিয়মে শ্বাস ও প্রশ্বাসধর্ম্মা জীবগণকে স্থান দিতেছেন। মহত্তত্ব হইতে সাতটী আবরণ, যাঁহার নিয়মে লোকসমূহ প্রকাশ করিতেছে। ৩য়। ২৯। ৪৩।

ব্রহ্মাদি প্রকৃতিময় দেবতাগণ যাঁহার নিয়মে মত্ত হইয়া সৃষ্ট্যাদি কার্য্য করিতেছেন। তাঁহারা যাঁহার ভয়ে প্রতি যুগে এই বিশ্বের সংস্কার সাধন করিতেছেন। সেই ব্রহ্মপ্রভাবময় কালদেবতার সীমা নাই। তিনিই সকলের নাশকর্ত্তা হইতেছেন, তাঁহার আদি নাই, কিন্তু তিনিই সকলের আদিকর্ত্তা হইতেছেন। তিনি স্বয়ং অব্যয় হইতেছেন; এবং সকলের মৃত্যুকর্ত্তা ও জন্মকর্ত্তাও হইতেছেন। ৩য়। ২৯। ৪৪। ৪৫।

ইতি শ্রীভাগবতে তৃতীয়স্কন্ধে ঊনত্রিংশাধ্যায়ে উপেন্দ্রকৃতানুবাদ সমাপ্ত।

ব্যাখ্যা। কালের দ্বারা সকল সৃষ্টির প্রকাশ হয়, কিন্তু কাল স্বয়ং ঈশ্বরস্বরূপ বলিয়া, তাঁহার কেহ প্রকাশক বা আদিকর্ত্তা নাই। ইহাই তাৎপর্য্য। বিশেষতঃ কালের প্রমাণ তৃতীয়স্কন্ধের প্রথমে দেওয়া হইয়াছে, এস্থলে ব্যাখ্যা বাহুল্য বিবেচনায় নিরস্ত হইলাম।

ইতি শ্রীভাগবতে তৃতীয়স্কন্ধে ঊনত্রিংশাধ্যায়ে উপেন্দ্রকৃতাধ্যাত্ম ব্যাখ্যা সমাপ্ত।

অথ ত্রিংশ অধ্যায়।

পূর্ব্ববৃত্তান্ত সমাপ্ত করিয়া জননীকে সম্বোধনপূর্ব্বক ভগবান কপিল কহিলেন ;—

হে মাতঃ! বায়ুর বেগভরে যেমন মেঘসমূহ ইতস্ততঃ চালিত ও বিচ্ছিন্ন হয় ; কিন্তু তাহারা বিচলিত হইলেও যেমন বায়ুর প্রভাব জানিতে পারে না, তদ্রূপ মায়াতে মুগ্ধ মানবেও কালদ্বারা জন্মমৃত্যুতে বিচালিত হইতেছে, কিন্তু সেই মহাবিক্রান্ত কালকে জ্ঞাত হইতে পারিতেছে না। ৩য়। ৩০। ১।

ব্যাখ্যা। পূর্ব্বাধ্যায়ে কালের পরিচয় দিয়া, সেই কালদ্বারা জীবের কিরূপে প্রকৃতি-সঙ্গ ঘটিয়া থাকে এবং সেই সঙ্গযুক্ত মোহহেতু জীবের কি দুর্দ্দশা ঘটে, সেই কর্ম্মবিপাকের কথা এই অধ্যায়ে আরম্ভ হইতেছে। কপিল কহিলেন ;—কাল দ্বারাই জীবের কর্ম্মবন্ধন ঘটে ; জীব মায়ামুগ্ধ থাকাতে এ কথা বুঝিতে না পারিয়া, প্রতীকারে সমর্থ হয় না। কেন মুগ্ধ থাকে ?—না—পূর্ব্বজন্মজনিত মোহস্বভাবহেতু। তাহার বিচার পরে হইতেছে।

হে মাতঃ! (ইহ সংসারে জীবকে বৈরাগী করিবার জন্য) পুরুষগণ যে সকল উপায়কে দুঃখের অতীত সুখ বলিয়া আহরণ করে ; তাহা কালদেব বিনাশ করেন। সেই সমস্ত বিনাশে মুগ্ধ হইয়া, পুরুষ শোক করে। ৩য়। ৩০। ২।

পুরুষেরা আপনাদের দুর্ম্মতিদ্বারা পীড়িত হইয়া আত্মীয়, কলত্র, দেহ, গৃহ, রত্ন, ধন, ও ক্ষেত্রাদিকে নিশ্চয় ভাবিয়া তাহাতেই মুগ্ধ হয় ; অবশেষে সেই মিথ্যা প্রপঞ্চের লয়ে, তাহারা আপনারাই শোক ভোগ করে। ৩য়। ৩০। ৩।

এই প্রকার মায়ামোহাদিতে আক্রান্ত হইয়া, কালদ্বারা জন্তুগণ যে কোন যোনীতে জন্মগ্রহণ করে ; কোন জন্মেই তাহাদের শান্তি লাভ হয় না। ৩য়। ৩০। ৪।

ব্যাখ্যা। কর্ম্মক্ষয় কার্য্য হেতু মানবের জন্ম। সেই দুর্ল্লভ জন্মে যদি মোহাক্রান্ত থাকিতে হয়, তাহা হইলে অবশ্যই বাসনার মোহাক্রান্তি হেতু পরজন্মেও মোহময় হইতে হয়। কারণ বাসনার শুদ্ধাশুদ্ধিতেই জীবের শুদ্ধাশুদ্ধ জন্ম হইয়া থাকে। কালই কর্ম্মভোগ দেখাইবার জন্য এই উপায় করেন। কর্ম্মভোগ বলিতে মোহভোগ বুঝিতে হইবে।

হে জননি! জন্ম পাইয়া মানব এমনি মহাশায় বদ্ধ হয়, যে তাহারা দেহকেই সর্ব্বাপেক্ষা সত্য ও আদরের সামগ্রী ভাবে। এমন কি দেহকৃত কর্ম্ম হইতে পুরুষ নরকবাসী হইলেও সে দেহ ত্যাগ করিতে ইচ্ছা করে না। ৩য়। ৩০। ৫।

রমণী, কন্যা, পুত্র, গৃহ, পশু, বন্ধু ও দ্রবিণাদিতে পুরুষের আত্যন্তিকী আশক্তি থাকাতে ; তাহাদের হৃদয়ের মূল উহাদের সহিত সংযুক্ত থাকে এবং উহাদের সুস্থ দেখিলেই পুরুষেরা আপনাকে কৃতার্থ জ্ঞান করে। ৩য়। ৩০। ৬।

ঐ সকল আত্মীয় ও দ্রব্যাদি রক্ষার এবং ভরণ-পোষণের জন্য মহাচিন্তায় সর্ব্বদাই সেই পুরুষ আপনার দেহকে দগ্ধ করে, বিশেষতঃ অবিরত মন্দ কর্ম্মে রত হইয়া থাকে। ৩য়। ৩০। ৭।

মুগ্ধপুরুষেরা সদা অসতী স্ত্রীগণের বাক্যালাপে জ্ঞানশূন্য ও কোমল শিশুগণের মধুরভাষে মুগ্ধ হইয়া, আপনাদের ইন্দ্রিয় ও মনকে একেবারে সংসারাশ্রমে আক্ষিপ্ত করিয়া ফেলে। ৩য়। ৩০। ৮।

এই গৃহধর্ম্মে সকল কর্ম্মই দুঃখমূলক। গৃহী মোহহর্ষে সেই সকল উপস্থিত দুঃখ প্রতীকার চেষ্টায় নিরত হইয়া, পুনশ্চ বহু দুঃখ ভোগ করিয়া থাকে। ৩য়। ৩০। ৯।

ব্যাখ্যা। দরিদ্রতা একটী দুঃখ। চৈর্য্যাদি বা পরোপাসনাদি দ্বারা দারিদ্র্য নাশ করিতে হইলে, পুনশ্চ নূতন দুঃখ সংগ্রহ করিতে হয়। জ্ঞানচক্ষে ঐ অবস্থাকে দুঃখময় বলিয়া বোধ হয়। কিন্তু সংসারীগণ ক্ষণসুখজন্য কেহই মহাদুঃখের চিত্রও দেখিতে পায় না। এ সমস্ত একমাত্র জ্ঞানের অপলাপহেতু বুঝিতে হইবে।

হে জননি! অজ্ঞান দ্বারা সংসারী পুরুষ এতদূর আচ্ছন্ন, যে, একজন বৃথা আত্মীয়কে প্রতিপালন করিবার জন্য অপরের হিংসা করিয়াও অর্থোপার্জ্জন করিতে কুণ্ঠিত হয় না। কিন্তু ঐরূপ পাপাচার করিয়া যাহাদের প্রতিপালন করে; সেই পালনার্থ কর্ম্ম দ্বারা কর্ম্মী পুরুষ আপনিই শেষে অধোগতি প্রাপ্ত হয়।

সংসারীজন একবার এক উপায়ে জীবিকা স্থির করিলে, পুনরায় কালদ্বারা তাহা নাশ হইলে, নূতন জীবিকা স্থির করিতে রত হয়। এইরূপে লোভাভিভূত হইয়া যতদিন না অশক্ত হয়, ততদিন কুটুম্বভরণেরই চেষ্টা করে। ৩য়। ৩০। ১০। ১১।

আবার যখন তাহারা স্বভাবতঃ কুটুম্বভরণে অসমর্থ হয়; সেই সময়ে আপনাদের ধন-নাশ, ভাগ্য ও উদ্যম নাশ হইয়াছে বলিয়া, সেই সকল মূঢ় পুরুষেরা মুহুর্মুহুঃ দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগ করিয়া দুঃখিত হইয়া থাকে। ৩য়। ৩০। ১২।

আবার দেখা যায় যে, সেই পুরুষের যখন সামর্থ্য ছিল, তখন সে যে সকল আত্মীয় ও কলত্রাদিকে প্রতিপালন করিত; পুনশ্চ সেই পুরুষের দুর্দ্দশা হইলে, কৃষকেরা যেমন পীড়িত বলীবর্দ্দকে অনাদর করে, তদ্রূপ সেই কলত্রাদিও অসমর্থ পুরুষকে অনাদর করিয়া থাকে। ৩য়। ৩০। ১৩।

অধিক কি, সেই পুরুষ পূর্ব্বে যাহাদের ভরণপোষণ করিয়াছিল; বৃদ্ধাবস্থায় তাহাদেরই দ্বারা প্রতিপালিত হইতে লাগিল, তথাপি তাহার চৈতন্য হইল না। সে সেই জরাগ্রস্থ অবস্থায় আপনার দেহ ও রূপের নাশ দেখিয়াও মরণকাল পর্য্যন্ত গৃহচিন্তাতেই নিরত থাকিল। ৩য়। ৩০। ১৪।

যতই দিনে দিনে সেই পুরুষ পীড়িত হইয়া অনাহারী ও চেষ্টাহীন হইতে থাকে, ততই আত্মীয়গণ তাহাকে গৃহপালিত কুকুরের ন্যায়, তাহাদের আহার ও পানাদি দিতে থাকে; সেই পুরুষ তাহাতেও দুঃখিত হয় না। ৩য়। ৩০। ১৫।

ক্রমে যখন শরীরের বায়ুর গতি তীব্র হওয়াতে চক্ষু সকল ফুলিয়া উঠে; নাড়ী সমূহে কফ আবদ্ধ থাকায় শ্বাসকাশ দ্বারা অতি চঞ্চল এবং কণ্ঠে ঘড় ঘড় শব্দ হয়। তখন সেই পুরুষ অক্ষম হইয়া মৃত্যুশয্যায় শয়ান থাকে এবং কালপাশে আবদ্ধ হইয়াও চতুর্দ্দিকে আত্মীয় ও বান্ধবগণকে দেখিয়া ডাকিতে চেষ্টা করিয়াও ডাকিতে পারে না। ৩য়। ৩০। ১৬। ১৭।

হে জননি! যাহারা আপন বুদ্ধিকে নষ্ট করিয়া, ইন্দ্রিয়সমূহকে জয় না করিয়া, কেবল কুটুম্বভরণে মনকে ব্যাপৃত করে, তাহারা পরিণামে বহুযাতনা পাইয়া, ক্রন্দন করিতে করিতে মরিয়া থাকে। ৩য়। ৩০। ১৮।

ব্যাখ্যা। এই শ্লোকদ্বারা স্পষ্ট বলা হইল যে, ইন্দ্রিয়সমূহকে জ্ঞানদ্বারা শাসিত করিয়া, তবে সংসার ভোগে রত হইলে, সে ভোগ অনর্থের জন্য বর্ত্তমান থাকে না। কিন্তু একেবারে মায়াতে মুগ্ধ হইয়া, মায়ামোহাদিতে যুক্ত হইলে, অনন্ত পাপের কলুষে সংসারীর মহাকষ্ট হইয়া থাকে। সেই কষ্টকে নরক বলিয়া পরে বর্ণনা করা যাইতেছে। তাহাই জীবন্ত শাসন।

হে মাতঃ। এই প্রকার মুগ্ধজনকে মৃত্যুপথের পথিক হইতে দেখিলে, ক্রোধে আরক্তনয়ন যমদূতেরা তাহাকে ভীষণ ভাবে ধারণ করে। সেই অন্তিম অবস্থায় যমদূতগণকে দেখিয়া প্রাণভয়ে লালায়িত হইয়া, পাপী মূত্র ও পুরীষ ত্যাগ করিতে থাকে। ৩য়। ৩০। ১৯।

নগররক্ষক রাজদূতেরা যেমন দুষ্ট ব্যক্তিকে দণ্ড দিতে রাজপথে লইয়া যায়, তদ্রূপ যমদূতেরা সেই পাপকারীর দেহে যাতনা দিতে দিতে, তাহার গলদেশে রজ্জু বাঁধিয়া লইয়া যায়। ৩য়। ৩০। ২০।

সেই পাপী যমদূতগণদ্বারা তাড়িত হইয়া ভয়ে কম্পিত হইতে হইতে, যত অগ্রসর হয়, ততই হিংস্র কুকুরেরা তাহাদের দংশন করে। সেইরূপে দংশিত হইয়া, তাহারা কৃতপাপ স্মরণ করিয়া আর্ত্তনাদ করিতে থাকে। ৩য়। ৩০। ২১।

সেই পাপীগণ পথে যাইতে যাইতে ক্ষুধায় ও তৃষ্ণায় আকুল হয়। বিশেষতঃ যে পথ দিয়া তাহারা নরকাগারে গমন করে, সেই পথে সময়ে সময়ে দাবানল প্রকাশ হয়, ঝঞ্ঝাবায়ু প্রবাহিত হয় এবং সূর্য্যের প্রখর উত্তাপে বালুকা সমূহ উত্তপ্ত হইয়া থাকে। এই ভীষণ পথে তাহারা আশ্রয় বা পানীয় না পাইয়া, চলিতে অশক্ত হইলেও যমদূতগণদ্বারা তাড়িত ও বেত্রাঘাতিত হইয়া অতি কাতরে গমন করিতে করিতে (আপনাদের কৃতপাপের কথা স্মরণ করে।) ৩য়। ৩০। ২২।

চলিতে চলিতে তাহারা কোথাও ক্লান্ত এবং মূর্চ্ছিত হইয়া ভূতলে লুণ্ঠিত হয়; আবার পীড়নের ভয়ে পুনরায় উত্থিত হইয়া সেই যমদূতগণ দ্বারা যমভবনে আনীত হয়। ৩য়। ৩০। ২৩।

হে জননি! সংসার হইতে যমপুরীতে পৌঁছিতে যে পথ আছে, তাহার ব্যবধান

নবনবতি সহস্র যোজন। যমদূতেরা এই দীর্ঘ পথে দুই বা তিন মুহূর্ত্তের মধ্যে পাপীকে লইয়া যায়। ৩য়। ৩০। ২৪।

পরে পাপীরা যমগৃহে গিয়া বিবিধ যাতনা ভোগ করিয়া থাকে। তথায়—কাহারো অঙ্গসমূহকে অঙ্গার ও কাষ্ঠাদিদ্বারা দগ্ধ করা হয়। কাহারো শরীরের মাংস খণ্ডে খণ্ডে কেহ কাটিতে থাকে, কাহাকেও বা আপনাকেই নিজাঙ্গ কাটিতে হয়। ৩য়। ৩০। ২৫।

সেই যমগৃহে কোথাও কুকুর ও গৃধিনীকুল পাপীকে জীবন্ত অবস্থায় ধরিয়া, তাহার উদরের নাড়ী সকল চিরিয়া আহার করিতে থাকে। কোথাও কোন কোন পাপীগণ বৃশ্চিকগণদ্বারা দংশিত হইয়া, যাতনায় চীৎকার করিতে থাকে। ৩য়। ৩০। ২৬।

কোথাও পাপীদের এক একটী অঙ্গ কর্ত্তিত হইতে থাকে। কোথায় কোন পাপীকে হস্তী প্রভৃতি দ্বারা আছাড়িয়া মারা হইয়া থাকে। কোথাও কাহাকে জলমধ্যে প্রোথিত করা হইয়া থাকে। ৩য়। ৩০। ২৭।

হে জননি! যে প্রকার সঙ্গদোষে ও প্রকৃতি দোষে যে পাপ ভোগ করা বিধি আছে, সেই কৃতপাপানুসারে তামিস্র, অন্ধতামিস্র এবং রৌরবাদি নরকে, কি নর, কি নারী, সকল পাপীগণই যাতনা পাইয়া থাকে। ৩য়। ৩০। ২৮।

হে জননি! সুকর্ম্মের ফলভোগ স্বরূপ স্বর্গ এবং কুকর্ম্মের ফলভোগরূপ নরক, উভয়ই ইহসংসারে দেখা গিয়া থাকে। ৩য়। ৩০। ২৯।

ব্যাখ্যা। ইহ সংসারে কর্ম্মভোগ করিলে স্বর্গ ও নরক উভয়ই লাভ হইয়া থাকে। যিনি সৎকর্ম্ম করেন কিম্বা যিনি জ্ঞানবৈরাগ্যাদি যুক্ত থাকিয়া ঈশ্বরপরায়ণ হইয়া এবং সর্ব্ব জীবে সমদর্শী হইয়া, কুটুম্বভরণাদি ও যজ্ঞদানাদি কার্য্য করেন, তাঁহার পক্ষে স্বর্গ লাভ হইয়া থাকে, নচেৎ নরক লাভ হয়। ইহাই তাৎপর্য্য।

হে মাতঃ! যাহারা আপন উদর পূরণ করিবার জন্য লালায়িত হয়েন, অথচ কুটুম্ব-পোষণে যত্নবান হয়েন; দেহান্তে তাহাদের পূর্ব্বোক্ত নরকের যাতনা ভোগ করিতে হয়। ৩য়। ৩০। ৩০।

সেই অজ্ঞানীগণ কত শত প্রাণীর উৎপীড়ন করিয়া, আপনার যে শরীর পুষ্ট করিয়াছিল, সেই শরীর-নাশে তাহাদের যমসদনে যাইবার পথে, কেবল মাত্র কষ্টই সম্বল থাকে। ৩য়। ৩০। ৩১।

কুটুম্ব ভরণপোষণাদি জনিত মায়ামোহাদিতে তাহাদের চিত্ত আসক্ত হওয়াতে, তাহারা আতুর ব্যক্তির ন্যায় চিত্তসত্ত্বেও চিত্তহীন হইয়া থাকে। অতএব অজ্ঞান দ্বারা সংযুক্ত মহাপাপ কৃত হইলে, দৈবনামধারী কাল তাহাদের বিনাশ করত, মলিন করিয়া, নরকে পাঠাইয়া থাকেন। ৩য়। ৩০। ৩২।

অধর্ম্মে উন্মত্ত হইয়া কেবল আত্মীয় ও স্বজন প্রতিপালনে উন্মত্ত হওয়াতে, জীব পাপের চরমপদবী স্বরূপ অন্ধতামিস্র নরকে গমন করিয়া থাকে। ৩য়। ৩০। ৩৩।

সেই নারকীগণ নরকযাতনা হইতে উদ্ধার হইয়া, মনুষ্য হইতে যে সকল নীচযোনী

আছে ক্রমে ক্রমে অজ্ঞানের তারতম্যে তাহাতে জন্মিয়া, চিত্তশুদ্ধি করতঃ বহুকষ্টে পুনরায় মানব জন্ম লাভ করিয়া সংসারে বিহার করে। ৩য়। ৩০। ৩৪

ইতি শ্রীভাগবতে তৃতীয়স্কন্ধে ত্রিংশাধ্যায়ে উপেন্দ্রকৃতানুবাদ সমাপ্ত।

ব্যাখ্যা। মীমাংসকেরা কহেন, অজ্ঞান হইতে যখন মানব জন্মেও বুদ্ধির জড়তা দেখা যায়; এবং পশুযোনিতে কেবল বুদ্ধির জড়তা হেতু উহাদেরও অজ্ঞানী দেখা যায়। অথচ বাসনা অনুসারে জীবদেহের ইন্দ্রিয়াদি লাভ হইয়া থাকে। সেই অনুসারে অজ্ঞানহেতু বাসনার কলুষিতঅবস্থায় বুদ্ধির জড়তা লাভ হয় বলিয়া এবং সেই সকল মানবাবস্থা পশুর সমান দেখিয়া, মীমাংসকেরা কহেন, পাপীগণ দেহান্তে পাপযোনী লাভ করিয়া পশুস্বভাব লাভ করে। পরে নানাযোনী ভ্রমণ করিতে করিতে যখন বুদ্ধির উদয় হয়, তখনই পুনরায় মানবজন্মলাভ করে। এই যে দণ্ড এটী দণ্ড নহে, ঈশ্বরের কৃপা। জীবকে তিনি এই সকল স্বাভাবিক নিয়মে পাপ ও পুণ্যভোগ করান।

ইতি শ্রীভাগবতে তৃতীয়স্কন্ধে ত্রিংশাধ্যায়ে উপেন্দ্রকৃতাধ্যাত্মব্যাখ্যা সমাপ্ত।

অথ একত্রিংশ অধ্যায়।

পূর্ব্বোক্ত বৃত্তান্ত সমাপ্ত করিয়া শ্রীকপিলদেব জননীকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন:—

হে মাতঃ! প্রত্যেক জীবই আপনার বাসনানুসারে যে যে কর্ম্ম করে, কাল দেবতাই তাহার নেতা হইতেছেন। জন্তুর দেহ প্রকাশ হইবার জন্য পুরুষের রেতঃকণা যখন জরায়ুতে কামিনীর উদরে নিহিত হয়, সেই সময়ে কালদ্বারা জীবের পূর্ব্বকর্ম্ম সেই রেতোমধ্যে প্রবেশ করিয়া থাকে। ৩য়। ৩১। ১

ব্যাখ্যা। ইতিপূর্ব্বে দেবহূতি জিজ্ঞাসা করেন, যে, জীবের জন্ম ও কর্ম্ম কিরূপে কালদ্বারা সাধিত হয়। কপিলদেব এই অধ্যায়ে তাহার উত্তর দিতেছেন। মীমাংসকেরা কহেন, স্বভাবতঃ মানবের যখন কুচরিত্রময় জন্ম ও সচ্চরিত্রময় জন্ম দেখা যাইতেছে, তখন ঐ কুস্বভাব উৎপাদনকারী কোন অবস্থা আছে; এবং পবিত্র ও অপবিত্র যোনীভেদে যখন সেই কু ও সুজাত সন্তানাদি হইতেছে, তখন কু ও সুভাবের বাহকও আছে। সেই বাহকের বিভাগকরণীয় ক্ষমতাও আছে। তাহার বিভাগকরণীয় ক্ষমতা স্পষ্টই দেখা যায়। যেমন বাল্যাবস্থায় কামবৃত্তি হয় না। যে ঋতুতে যে বৃক্ষের যে ফল হওয়া উচিত, তাহাও যখন সংসাধিত হইতেছে। তখন কোন দৈবশক্তি দ্বারা নিশ্চয়ই জগতের সকল কর্ম্ম সাধিত

হইতেছে। ঐ কর্ম্মসাধক অবস্থাকে কাল কহে। সেই কালস্বভাবদ্বারা সু ও কু অদৃষ্ট পবিত্র বা অপবিত্র যোনীতে নিহিত হয়। কোন সময় নিহিত হয়? না—যখন কোন জন্তুর শরীর গঠনার্থ পুরুষের রেতঃ নারীর যোনীতে যায়। সেই রেতের ও যোনীর পবিত্রতা অনুসারে সু বা কু অদৃষ্ট তাহাতে প্রবেশ করে। পরে সেই রেতের দ্বারা জন্ম কিরূপে হয়, তাহা পরে বিবৃত হইতেছে।

হে মাতঃ! সেই জীবাবয়ব প্রকাশক পুরুষের রেতঃ নারীর যোনীতে প্রবিষ্ট হইলে, প্রথম রাত্রে তরল ভাবে থাকে। পঞ্চম রাত্রে বুদ্বুদের ন্যায় হয়। দশ দিবসে বদরী বা অণ্ডের ন্যায় মাংসপিণ্ডময় হয়। এক মাহায় শিরোদেশ প্রকাশ হয়। দুই মাহায় কর ও চরণাদি যুক্ত শরীরের গঠন হয়। তিন মাহায় সেই শরীরে নখ, লোম, মর্ম্মাস্থি, লিঙ্গ ও ইন্দ্রিয়দ্বারের প্রকাশ হয়। চারি মাহায় সেই শরীরে চর্ম্ম, মাংস, শোণিত, শিরা, মজ্জা ও অস্থ্যাদি সপ্তধাতুর প্রকাশ হয়। পঞ্চম মাহায় সেই জীবদেহে ক্ষুধাতৃষ্ণার আবির্ভাব হইয়া থাকে। ছয় মাহায় জরায়ু চর্ম্মদ্বারা অবৃত হইয়া, সেই জীবদেহ উদরের দক্ষিণে ঘূর্ণায়মান হয়। সেই অবস্থায় জীবের ক্ষুধাতৃষ্ণার উদয় হওয়াতে, তাহার জননী যাহা পানাহার করেন, সেই জীব সেই জীর্ণ পানাহারের রস আহার করিয়া, তখন শরীর পুষ্ট করে। সেই অবস্থায় সেই বিষ্ঠামূত্র পরিপূর্ণ জননীজঠরে সে শয়ন করিয়া থাকে। তাহার কোমল অঙ্গ পাইয়া গর্ভজ ক্রিমিসমূহ তাহাকে ক্ষণে ক্ষণে দংশন করে। সেই কষ্টে এবং ক্ষুধাদির যাতনায় জীব ক্ষণে ক্ষণে গর্ভে মূর্চ্ছিত হইয়া থাকে। সেই জীব মাতৃভুক্ত কখন কটু, কখন তিক্ত, কখন উষ্ণ, কখন লবণাক্ত, কখন ক্ষারাম্ল প্রভৃতি রস আস্বাদন করিয়া সর্ব্বাঙ্গে বেদনা প্রাপ্ত হইয়া থাকে। সেই জরায়ুর মধ্যে নাড়ীসমূহের দ্বারা সেই জীবদেহ আবদ্ধ থাকাতে এবং তাহার মস্তক, উদর ও পৃষ্ঠদেশ একত্র ও কুটিলভাবে থাকাতে, পিঞ্জরাবদ্ধ পক্ষীর ন্যায় তাহার কোমল অঙ্গ সঞ্চালনচেষ্টা প্রকাশ হয় না। ৩য়। ৩১। ২। ৩।৪।৫।৬।৭।৮

পরে পূর্ণগর্ভাবস্থায় সেই কালবশে তাহার শরীরে স্মৃতির উদয় হয়। সেই অবস্থায় তাহার স্মৃতি বিশুদ্ধ থাকাতে, তাহার শরীরে শত শত জন্মের কর্ম্মজনিত পাপাচারের কথা স্মরণ হয়। তাহা স্মরণ করিয়া সেই জীব সকাতরে দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করিতে থাকে। ৩য়। ৩১। ৯

ব্যাখ্যা। এই পূর্ণগর্ভাবস্থায় জীবের কিঞ্চিন্মাত্র স্মৃতির উদয় হয়, ইহা বৈজ্ঞানিকেরা পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন। কারণ সপ্তম ও অষ্টম মাহায় গর্ভকালে সন্তান ভূমিষ্ঠ হইয়া, যখন জীবিত থাকে এবং পানাদি ও আহারবোধক ক্রন্দনাদি করিতে পারে, তখন ঐ অবস্থায় গর্ভমধ্যেও যে তাহার স্মৃতির উদয় হয়!! এ কথা কে না স্বীকার করিবে? সেই স্মৃতির উদয়াবস্থা লক্ষ্য করিয়া উপদেশ দিবার জন্য শাস্ত্রকারেরা ঐ অবস্থায় জীবকর্ত্তৃক অনুশোচনা প্রকাশ করিয়াছেন বুঝিতে হইবে। কিম্বা যদি দৈবভাবে জীবের কোন প্রকার অবস্থানুসারে যাতনার লক্ষণ দেখা যায়, সেই অস্ফুট যাতনাকেও ঐরূপে বর্ণনা করিতে পারেন। এই প্রকার উপদেশের তাৎপর্য্য এই যে:—বহুযাতনা পাইয়া, তবে কিছু পরিশুদ্ধ হইয়া,

মানব জন্ম লাভ হয়। সেই অবস্থায় পূর্ব্বপাপ স্মরণ করিয়া তাহার ক্ষয় করা উচিত। নচেৎ পুনরায় পূর্ব্ববৎ কষ্ট পাইতে হইবে। ইহাই তাৎপর্য্য।

হে মাতঃ! জীব সপ্তম মাহায় গর্ভমধ্যে প্রজ্ঞা লাভ করিয়া, পাপের যে কি কষ্ট তাহা স্মরণ করিয়া, সতত কম্পিত হইতে থাকে। বিষ্ঠাভূক্ কৃমিসমূহের ন্যায় এক উদরে জন্ম গ্রহণ করিয়া, সেই জীব গর্ভবায়ুর দ্বারা সঞ্চালিত হইতে থাকে। ৩য়। ৩১। ১০

হে জননি! সেই অবস্থায় জীবের পবিত্রভাব থাকাতে, গর্ভযন্ত্রণা স্মরণ করিয়া, সেই দেহাত্মদর্শী আত্মা, যিনি তাহাকে গর্ভে প্রেরণ করিয়া সপ্তধাতুময় দেহ দিয়াছেন, কৃতাঞ্জলি হইয়া, জীব তাঁহাকে করুণবাক্যে আকুলভাবে স্তব করিতে করিতে ইহা বাঞ্ছা করেন। ৩য়। ৩১। ১১

হে মাতঃ! সেই সময়ে জীব কৃতাঞ্জলি হইয়া বলেনঃ—যিনি জগতের রক্ষাহেতু নানামূর্ত্তি ধরিয়া ইহসংসারে জন্মগ্রহণ করেন; এবং আমার ন্যায় অসাধু ব্যক্তির পরিশুদ্ধির জন্য যিনি এই গর্ভবাস বিধান করিয়াছেন, সেই কর্ম্মফলদাতা ভগবানের চরণারবিন্দের প্রতি যেন জন্মকাল হইতে আমার মতি থাকে। আমি যেন সেই পাদপদ্মে বিহার করিতে পারি। ৩য়। ৩১। ১২

আমি যাঁহার মায়াকে অবলম্বন করিয়া এই ভূতেন্দ্রিয় ও মনোময় দেহ মাতৃগর্ভে লাভ করিয়া, কর্ম্মদ্বারা আবদ্ধ হইয়াও অনুশোচনা করিতে করিতে যাঁহাকে আপন হৃদয়ে বিশুদ্ধ, অবিকারী ও পূর্ণজ্ঞানময় বোধ করিতেছি; সেই ভগবানকে প্রণাম করি। ৩য়।৩১।১৩

আমার যে আত্মা এই পঞ্চভূত রচিত শরীরে থাকিয়াও অসংযুক্ত হইয়া, পূর্ব্বশিক্ষাভূত লীলা করিবার জন্য, ইন্দ্রিয়স্বভাবকর্ম্ম ও চৈতন্যময় হইয়া আছেন, আমি সেই আত্মাময় জীবঃ— সেই সর্ব্বজ্ঞ ও বৈকুণ্ঠমহিমার এবং প্রকৃতিপুরুষের অতীত পরমপুরুষকে বন্দনা করি।৩য়।৩১।১৪

যাঁহার মায়াতে মুগ্ধ হইয়া স্বভাব ও কর্ম্মবন্ধনে আবদ্ধ থাকিয়া, আমি অতি পরিশ্রম সহকারে ইহসংসারে ভ্রমণ করিতে করিতে স্মৃতি হারাইয়াছি, পুনরায় সেই ভগবান অনুগ্রহ না করিলে, কেমন করিয়া নিজ স্বরূপ বোধ করিতে পারিব। অতএব তাঁহাকে বন্দনা করি। ৩য়। ৩১। ১৫

ব্যাখ্যা। ইতিপূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে, জ্ঞান উদয় হইলেই মুক্তি লাভ হওয়ার সম্ভব। কিন্তু সেই জ্ঞান উদয় হওয়াটি স্বভাবতঃ হয় না; ঈশ্বরের অনুগ্রহ লাভ না করিলে, সেই জ্ঞান লাভ হয় না। সেই জন্যই ভক্তি প্রভৃতিদ্বারা ঈশ্বরের উপাসনা করা উচিত। পরে জ্ঞানলাভ কিরূপে হয়, তাহা বিবৃত হইতেছে।

আমরা জীব নামক কর্ম্মপদবী লাভ করিয়া ইহসংসারে কর্ম্ম করিতেই উপস্থিত হইয়াছি, এ অবস্থায় আমাদের ত্রিকাল বিষয়ক জ্ঞান কে দিতে পারেন? একমাত্র ঈশ্বর ভিন্ন আর কেহই দিতে সক্ষম নহেন। অতএব তাপত্রয় নাশ করিবার জন্য জ্ঞান দান যে ঈশ্বর হইতে হয়, তাঁহাকে আমি অন্তরের সহিত ভজনা করি। ৩য়। ৩১। ১৬

জননীর উদরকুহরে প্রবিষ্ট হইয়া, তাঁহার জঠরাগ্নিতে ও বিষ্ঠামূত্রময় কূপে পতিত

থাকিয়া, আমার দেহ সতত পীড়িত হইতেছে; জীব ইহা ভাবিয়া কত দিনে তাহা হইতে নিঃসৃত হইবে, এই আশায় ভগবানকে সকাতরে কহে,যে;—হে ভগবন্! কবে এমন দিন হইবে যে, আমি গর্ভাশ্রয় হইতে নিস্তার পাইব। ৩য়। ৩১। ১৭

হে ভগবন্! আমার ন্যায় দশমাসের জীবের অন্তরে যিনি এমন জ্ঞান দিয়াছেন, তাঁহার ন্যায় করুণাময় আর কে আছে? হে দীনবন্ধো! আপনি আপনার কৃতকর্ম্মেই সতত তুষ্ট আছেন; কার সাধ্য আপনাকে সন্তোষ করিতে পারে?। আমরা কেবল বদ্ধাঞ্জলি হইয়া আপনার উপকারের প্রতিশোধ দিতে চেষ্টা করি মাত্র। ৩য়। ৩১। ১৮

হে ভগবন্! আপনার মহিমার কথা কি কহিব!! পশুযোনীজাত জীববৃন্দ, অন্যদেহ পাইয়া কেবল সুখদুঃখই ভোগ করিতে পারে। কিন্তু আমাকে এমন শরীর দিয়াছেন, যে, আমি এই দেহে শমদমাদি গুণও লাভ করিতে পারি, এবং আপনার ন্যায় আদিপুরুষকে অন্তরে ও বাহিরে বোধ করিতে পারি। বিশেষতঃ আমার দেহের অহঙ্কারাস্পদ জীবাত্মাকেও প্রতীত করিতে পারি। অতএব আপনাকে নমস্কার করি। ৩য়। ৩১। ১৯

হে জগদীশ্বর! যদিও এই গর্ভটী আমার পক্ষে বহুদুঃখকর বাসস্থান, তথাপি আমি আর বাহিরে নিঃসৃত হইয়া, ভীষণ মোহরূপ অন্ধকূপে পতিত হইতে ইচ্ছা করি না। কারণ সংসারে আপনার মহামায়াদ্বারা আক্রান্ত হইলে, মতিভ্রম উপস্থিত হইবে; এবং তদ্বারা কুসঙ্গাসঙ্গ উপস্থিত হইবে। ৩য়। ৩১। ২০

হে ঈশ্বর! আমি অনেক যোনীতে জন্ম লইয়া, অনেক যাতনা ভোগ করিয়াছি। এক্ষণে আমি যাতনায় ব্যথিত থাকিলেও যাতনাহীন বোধ করিতেছি। আমার ইচ্ছা যে, আত্মার বন্ধুরূপী বুদ্ধিদ্বারা হৃদয়ে আপনার চরণকমলের উপাসনা করিয়া, জন্মজনিত বিপদ হইতে আত্মাকে উদ্ধার করি। ৩য়। ৩১। ২১

ব্যাখ্যা। পূর্ব্বে বলিয়াছি যে, জীবের গর্ভাবস্থায় চৈতন্যের আবেশ হয়। চৈতন্যই অনুভব কর্ত্তা। সেই নিয়মে অবশ্যই জীবের গর্ভবাসজনিত কষ্টানুভব হয়। সেই বিজ্ঞানদ্বারা আলোচিত কষ্টানুভব অবস্থাকে ঋষিগণ কহেন, যে, কষ্ট অনুভব হইলেই তাহা হইতে উদ্ধারের স্বাভাবিক কল্পনা হইয়া থাকে। সেই স্বাভাবিক চেষ্টাকে আত্মোদ্ধারের চেষ্টা বা জীবের প্রতিজ্ঞা বলিয়া উপদেষ্টাগণ কহেন। গর্ভযাতনা ভোগকালে জীব যাতনা হইতে কিসে উদ্ধার হইবে এই প্রতিজ্ঞা করে। সেই প্রতিজ্ঞানুসারে উদ্ধারের চেষ্টা করিতে পারিলে তবে মুক্ত হইতে পারে। বিজ্ঞানবাদী ঋষিগণ কহেন, জীবের সেই ইচ্ছাহেতু করুণাময় ঈশ্বর কষ্টান্বিত ও মুগ্ধ জীবের উদ্ধারের জন্য, জ্ঞানবুদ্ধি ও উপযুক্ত যোগসাধনার্থ মানবদেহ দিয়া থাকেন। অর্থাৎ সেই সকল উপায়ের সংযোগে জীব মুক্ত হইতে পারে। কিন্তু জীবমধ্যে মায়াতে মুগ্ধ নূতন অবস্থা পাইয়া, যাহারা মুগ্ধ হয়, তাহারা পতিত হয়, যাহারা জ্ঞানী হয়, তাহারা উদ্ধার পায়। ইহাই তাৎপর্য্য।

জীবের যাতনার অবস্থা বর্ণনা সমাপ্ত করিয়া, জননীকে সম্বোধন পূর্ব্বক শ্রীভগবান কহিলেন:—

হে মাতঃ! জীব দশমাসের পূর্ণগর্ভে এইরূপে স্তব করিতে থাকিলে, (তাহাকে পরীক্ষা করিবার জন্ত) প্রসববায়ু তাঁহাকে গর্ভ হইতে নিঃসৃত করিয়া দেয়। ৩য়।৩১।২২

প্রসববায়ুর দ্বারা নিম্নশিরঃ ও আতুর সেই জীব সহসা গর্ভ হইতে নিঃসৃত হইবার পর, প্রসবযাতনাহেতু সে পূর্ব্বের উচ্ছ্বাস ও স্মৃতি ভুলিয়া যায়। বিশেষতঃ শোণিতময় ভাবে ভূমে পতিত হইয়া, বিষ্ঠাজাত কৃমির ন্যায় সে আত্মরক্ষার চেষ্টা করে এবং গর্ভ হইতে এই বিপরীত অবস্থায় পতিত হইবামাত্র, তাহার পূর্ব্বজ্ঞান নাশ হইয়া যায়। সেই জন্য সে ক্রন্দন করে। ৩য়। ৩১। ২৩। ২৪

পরে সেই জীব—অজ্ঞানী ও পরাভিপ্রায় যাহারা বুঝিতে না পারে, এমন লোকের হস্তে পালিত হইয়া মহা কষ্ট পায়। (অর্থাৎ ক্ষুধায় ক্রন্দনকালে তাহার জননী ভ্রমে, শিশুর উদরের পীড়া মনে করিয়া, নিম্বরস পান করাইয়া দেয় ইত্যাদি।) ইহাতে তাহার অধিক যাতনা হয়। ৩য়। ৩১। ২৫

পরে সেই জীব যে শয্যায় শয়ন করে, তাহাতে স্বেদজ কীটসকল জন্মাইয়া, তাহাকে পীড়া দেয়, তাহাতে শিশুর কণ্ডুয়নাদি ইচ্ছা হইলে সে অসমর্থ হইয়া থাকে। উঠিতে ইচ্ছা করিলে তাহাতেও অসমর্থ হয়। ৩য়। ৩১। ২৬

কৃমিগণ যেমন অপর কৃমিকে পীড়ন করে; তদ্রূপ সেই জ্ঞানশূন্য ও রোদনকারী শিশু জীবের আমত্বক্ পাইয়া দংশ, মশক ও মৎকুণাদি সতত তাহাকে দংশনাদি করে। ৩য়।৩১।২৭

এইরূপে সেই জীব পঞ্চবৎসরকাল শৈশবাবস্থায় যাতনা ভোগ করিয়া, পরে পৌগণ্ড অবস্থায় নবযাতনা ভোগ করে। সেই অবস্থায় তাহার ইচ্ছার বিরুদ্ধে বিদ্যাভ্যাসাদি কার্য্য করিতে হওয়াতে, সে সতত অজ্ঞানজন্য ক্রোধী ও ক্ষুণ্ণ হইয়া থাকে। ৩য়। ৩১। ২৮

হে মাতঃ! যৌবনকালে তাহার বাসনা বৃদ্ধি পায়। সেই অবস্থায় সে ইচ্ছানুরূপ অর্থাদি লাভ করিতে না পারিয়া, সতত অজ্ঞানে মুগ্ধ, অভিমানী ও ক্রোধী হয়। এইরূপ যত দেহের বৃদ্ধি হয়, ততই তাহার অহঙ্কার ও অভিমান বর্দ্ধিত হওয়াতে, ঐ অবস্থায় অপর কামীগণের সহিত তাহার বিরোধ ঘটিয়া থাকে। ৩য়। ৩১। ২৯

হে জননি! জীব পূর্ব্বোক্ত প্রকারে পঞ্চভূতদ্বারা গঠিত দেহে, মমতাদিসূচক অহঙ্কার-রূপ কর্ম্ম করিয়া, অজ্ঞানে আচ্ছন্ন হয় এবং তজ্জন্য আপনার মতিকে ইচ্ছা করিয়া, কুমতা-বলম্বী করিয়া থাকে। ৩য়। ৩১। ৩০

ব্যাখ্যা। পূর্ব্বে যে জীবাবস্থার কথা বলা হইল। তাহাতে স্বাভাবিক জ্ঞানে জন্মটি যে কষ্টের কারণ তাহা জানান হইল। অনেকে বলিতে পারেন:—জন্মই ঈশ্বরের অভিপ্রায়। ইহাতে কষ্ট কেন দেখা যায়?—তাহার উত্তর এই যে:—যেমন অরণ্যবিহারী পক্ষী সদানন্দে ভ্রমণ করে এবং পিঞ্জরাবদ্ধ পক্ষী সদা দুঃখে কাল যাপন করে; তদ্রূপ পবিত্র আত্মা হইতে প্রকৃতিসংযুক্ত দেহাদিতে পরিণত আত্মা দুঃখী থাকে। তত্ত্ববিদ্গণ ঈশ্বরের অভিপ্রায় এইরূপ স্থির করিয়াছেন যে:—যে জীব স্বাভাবিকে যে স্বভাব প্রাপ্ত হয়, তাহাতেই সে সুখী হইতে পারে, তাহার ব্যতিক্রমে দুঃখের উদয় হয়। দুঃখ উদয়ের হেতু আর কিছুই

নহে। দুঃখটাই ঈশ্বরের শাসন, অর্থাৎ যে অবস্থায় বা কর্ম্মে দুঃখময় ভাব উদয় হয়, তাহা তাঁহার অভিপ্রেত নহে। যাহাতে আনন্দের উদয় হয় তাহাই তাঁহার অভিপ্রেত। মানবে জ্ঞান না পাইলে, সেটি কেমন করিয়া বুঝিবে বা সাবধান হইবে। তজ্জন্যই বিজ্ঞানশাস্ত্র শিক্ষার প্রয়োজন হয়।

পরে অনেকে জিজ্ঞাসা করিতে পারেন, অজ্ঞান নামক অবস্থাটী কি স্বাভাবিক? স্বাভাবিক যদি হয়, তবে স্বভাবতঃই তাহা মানব জন্ম ও পশ্বাদির জন্মাবস্থাকে আক্রমণ করিতে পারে!। তাহার উত্তর কপিলদেব ত্রিংশৎ শ্লোকে দিতেছেন। অজ্ঞানটী স্বাভাবিক কিন্তু প্রাকৃতিক। প্রকৃতির লয় হয় এই জন্য তৎসহযোগে তাহারো লয় ঘটিয়া থাকে। বিশুদ্ধা প্রকৃতিতে অজ্ঞান নাই। কারণ তাহাতে কর্ম্মভাব নাই। সকর্ম্মা প্রকৃতিকে অবিদ্যা কহে। জীব জন্মান্তে সেই প্রকৃতির অর্থাৎ তাহার গুণস্বরূপ অহঙ্কারে যত উন্মত্ত হয়, ততই অবিদ্যাগুণরূপী অজ্ঞানময় হইয়া চিরদুঃখে পতিত থাকে।

হে মাতঃ! অধিক কি বলিব! অবিদ্যা কর্ম্মবন্ধনে জীব এতদূর আবদ্ধ হইয়া যায় যে, যাহাদ্বারা আপনার অহিত হইবে, যাহাদ্বারা সে মায়াতে বিমুগ্ধ হইবে, সেই কার্য্যই সে সদাসর্ব্বদা করিবে। ৩য়। ৩১। ৩১

শিশ্নোদরপরায়ণ হইয়া জীব অসৎকর্ম্ম করিয়া, পুনঃ পুনঃ যে নরকের যাতনা হইতে উদ্ধার পাইয়া, মানবজন্ম লাভ করিতেছে; আবার সেই সেই কার্য্য করিয়াই মানবজন্ম হইতে নরকে গমন করিতেছে। ৩য়। ৩১। ৩২

হে জননি! অবিদ্যার প্রভাবের কথা কি বলিব! তাহার সংসর্গমাত্রেই মানবজন্মের স্বাভাবিক সৎগুণ স্বরূপ:—সত্য, শৌচ, দয়া, মৌন, বুদ্ধি, লজ্জা, ঐশ্বর্য্য, যশঃ, ক্ষমা, শম, দম ও বীর্য্য এই সমস্ত ক্ষয় লইয়া যায়। ৩য়। ৩১। ৩৩

অতএব জননি! যাঁহারা মুক্তি ইচ্ছা করিবেন, তাহারা যেন ঐরূপ অশান্ত ও মূঢ়জনের সহিত আলাপ না করেন। বিশেষতঃ দেহকেই সার আত্মা ভাবিয়া নাস্তিকভাবে তাহার সেবায় যাহারা রত হয় তাহাদের সহিত তাঁহারা সঙ্গও করিবেন না। অধিকন্তু যাহারা নারীসহবাসে একেবারে মুগ্ধ হইয়াছে, তাহাদেরও সহিত যেন আলাপ না করেন। ৩য়। ৩১। ৩৪

হে মাতঃ! স্ত্রীজাতির সহিত আমোদে উন্মত্ত হইলে এবং অসৎসঙ্গহেতু যত শীঘ্র মানবজন্মে মোহ উপস্থিত হয়, আর কোন অবস্থায় তত হয় না। ৩য়। ৩১। ৩৫

হে জননি। (মানব জন্মে কামিনীর সহিত কামমদে উন্মত্ত হওয়াতে যে, কত শীঘ্র অজ্ঞান আকর্ষিত হয়, তাহা বলা যায় না) অধিক কি! এমন যে ভগবান ব্রহ্মা তিনিও এক সময়ে আপনার যুবতী কন্যাকে দেখিয়া, এতদূর নির্লজ্জভাবে কামুক হইয়াছিলেন যে, কন্যা পিতৃভয়ে মৃগীরূপ ধারণ করিলে, তিনি বিধাতা হইয়াও মৃগরূপ পর্য্যন্ত ধারণ করিয়াছিলেন। ৩য়। ৩১। ৩৬

হে জননি! ব্রহ্মাও যখন রমণীদর্শনে মুগ্ধ হইতে পারেন, তখন তাঁহার সৃষ্ট যে মুখ্যর্ষিগণ, তাহাদের সৃষ্টিরূপী জীবজন্মে ত্রিভুবনে এমন কে আছে যে, কেবল ভগবান্ নারায়ণ ভিন্ন কামিনীতে মুগ্ধ না হইতে পারেন? ৩য়। ৩১। ৩৭

হে মাতঃ! অধিক দৃষ্টান্ত কি দেখাইব! আমার এই যে কামিনীরূপিণী মহামায়া, ইহারই মোহনকারিণী ক্ষমতাকে দেখুন না! এমন যে ত্রিভুবন বিজয়ী বীরগণ, তাঁহারাও উহার কটাক্ষমাত্রে পরাভূত হইয়া, উহাদ্বারাই পদে পদে আক্রান্ত হইতেছেন। ৩য়। ৩১। ৩৮

হে জননি! সেই জন্য আমি বারম্বার বলিতেছি যে, যাহারা মুক্তি ইচ্ছা করিবেন, কিম্বা যোগ সাধনায় নিযুক্ত হইবেন, তাঁহারা যেন প্রমদার সঙ্গে উন্মত্ত না হয়েন। কারণ যাহারা আত্মজ্ঞান লাভ করিয়াছেন সেই সকল যোগীগণ কামিনীগণকে নরকের দ্বারস্বরূপ বলিয়া কল্পনা করিয়াছেন। ৩য়। ৩১। ৩৯

দেখুন মাতঃ! প্রমদাগণের সেবাশুশ্রূষামাত্রেও যে ব্যক্তি তাহাদের প্রতি কৃপালু হয়, কূপের উপরে তৃণ আবৃত থাকিলে যেমন পথিকের মৃত্যুভয় থাকে, তদ্রূপ স্ত্রীকৃত সেবামানু সেই পুরুষেরও সর্ব্বদাই নরকে পতিত হইবার ভয় থাকে। ৩য়। ৩১। ৪০

ব্যাখ্যা। স্ত্রীকে মন্দ বা পুরুষকে ভাল; এই কয় শ্লোকের ইহা বলিবার তাৎপর্য্য নহে। উভয়েই উভয়ের পক্ষে মন্দ ইহাই তাৎপর্য্য। স্ত্রী কিম্বা অসৎসঙ্গ যে কোন উপায়েই হউক না, মন মুগ্ধ হইলেই মন্দ হয়, নচেৎ শত শত অসৎসঙ্গ করিলেও ভয় হয় না। শ্রীসনকাদি মহর্ষিগণই তাহার প্রত্যক্ষ দৃষ্টান্ত। কিন্তু যত প্রকার মন্দদ্বারা মন মুগ্ধ হয়, সর্ব্বাপেক্ষা নারীসঙ্গে সহজে মুগ্ধ হইতে হয় বলিয়া, শাস্ত্রকারেরা এতদূর সাবধান করিতেছেন। তাহার কিঞ্চিৎ আভাষ এই শ্লোকে দেওয়া যাইতেছে। যেমন পথিক যদি অরণ্যে যাইতে যাইতে পথে তৃণাচ্ছাদিত কূপে দৈবাৎ পতিত হয়, অবশ্যই তাহার জীবন সংহার হয়ই হয়। তদ্রূপ নারীতে মোহরূপী কূপ আছে। সাধু পুরুষ প্রথমতঃ মুগ্ধ না হইয়া, তাহার সেবনেরও যদি অভিলাষ করেন, তথাপি কালক্রমে মোহকূপে পতিত হইবার আশঙ্কা থাকে। অতএব স্ত্রীপ্রভৃতির সঙ্গ অতি সাবধানে করিতে হয় ইহাই তাৎপর্য্য। সেই সাবধানও প্রায় অসাধ্য হয় বলিয়া, একেবারে সঙ্গত্যাগই বিহিত হইয়াছে, বুঝিতে হইবে।

হে মাতঃ! আমার মায়াতে রচিতা স্ত্রীগণের মধ্যেও অনেকে পুরুষের ন্যায় সদাচারিণী আছেন। যদি কোন জীব এমন শুদ্ধাত্মা ও পুত্রধনগৃহাদিকেও আশ্রয়বস্তু ভাবিয়া মুগ্ধ হয়েন, তাহা হইলেও স্ত্রীসঙ্গজন্য সেই সাধু পুরুষের পরজন্মে নারীজন্ম লাভ হইয়া থাকে। ৩য়। ৩১। ৪১

সেই পতিপুত্রগৃহাদি রক্ষাকারিণী ধার্ম্মিকা রমণীকেও পুরুষ আপনার মৃত্যুর বা পরমপথের কণ্টক বলিয়া জানিবে। কারণ সঙ্গীত-স্বরটী মৃগের পক্ষে আনন্দকারী হইলেও ব্যাধের দ্বারা সঙ্গীত হইলে, তাহাই মৃগের মৃত্যুর উপায় স্বরূপ হইয়া থাকে। ৩য়। ৩১। ৪২

ব্যাখ্যা। স্ত্রীসঙ্গের মধ্যে মোহ অনিবার্য্য। ঐ অনিবার্য্য মোহহেতু জীবের নরক ভোগ হয় অর্থাৎ জীব জ্ঞানসন্দর্শনে অশক্ত হইয়া থাকে। সেই জন্য কপিল বলিলেন, নারী যদি ধর্ম্মগুণে বিভূষিতাও হয়, তথাপি ধার্ম্মিক পুরুষ তাহার ধর্ম্মগুণ দেখিয়াও মুগ্ধ যেন না হয়েন। কারণ নারীতে মোহ আছে। সেই মোহ যদি পুরুষকে অসাবধানে আক্রমণ করে, তাহা হইলে পুরুষের আর রক্ষা থাকিবে না। যেমন সঙ্গীতের স্বর মৃগের আনন্দদায়ক,

কিন্তু ব্যাধ হইতে সেই স্বর প্রকাশ হইলে, তাহাতেই মৃগের মৃত্যু ঘটিয়া থাকে। অতএব মোহের বস্তু যে নারী তাহাতে অনুরত হওয়া মানবের পক্ষে ভীষণ কার্য্য হইতেছে।

হে জননি! এই সকল মোহাদির আকর্ষণহেতু জীব দেহ লাভ করিয়া, আপন আপন কর্ম্মবশে পুনঃ পুনঃ ফলভোগ করিবার জন্ম মানব জন্ম গ্রহণ করিয়া থাকে। ৩য়। ৩১। ৪৩

ব্যাখ্যা। আসক্তিহেতু জীবের অনুরূপ দেহ প্রাপ্তিকথা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে। একবার মোহাদির আধিক্য হেতু নরক লাভ করিয়া, আবার ক্রমে ক্রমে অনুশোচনা বলে মানব-জন্মলাভ করিলে, এবং পুনরায় তাহাতে মোহাক্রান্ত হইলে, পুনরায় নরকে পতিত হইতে হয় বা পশ্বাদি জন্ম লাভ করিতে হয়। এই মোহই সকল জন্মের ও দুঃখের হেতু। ইহাই তাৎপর্য্য।

হে মাতঃ! এই যে ভূতেন্দ্রিয়মনোময় সর্ব্বজীবদেহ, আত্মা ইহার অনুগত হইতেছেন। কালদ্বারা ঐ ভূতেন্দ্রিয়াদির বিচ্ছেদ ঘটিলে জীবের মৃত্যু ঘটিয়া থাকে। আবার আত্মার সহিত উহাদের সংযোগ ঘটিলে জন্ম হইয়া থাকে। ৩য়। ৩১। ৪৪

হে জননি! যেমন দ্রব্য উপলব্ধি করিবার শক্তি যে ইন্দ্রিয়ে আছে তাহার সেই শক্তি নাশে যেমন সে কোন বস্তু উপলব্ধি করিতে পারে না, তখন তাহার পক্ষে সেই শক্তির বিনাশ কহে। আবার যখন দ্রব্যবোধ করিতে পারে, তখন তাহাতে সেই শক্তির আবির্ভাব বা জন্ম কহে; তদ্রূপ এই দেহই আত্মার উপভোগ করিবার শক্তিস্থান। যখন ইহা উপভোগ করিতে অক্ষম হয়, তখনই ইহার নাশ বা মরণ ঘটে। যখন ইহা অহঙ্কারযোগে ভোগকামনাতে সক্ষম হয়, তখনই ইহার জন্ম ঘটিয়া থাকে। যেমন চক্ষু যতক্ষণ কোন বস্তু দেখিতে পায়, ততক্ষণ চক্ষু আছে কহে। যখন দেখিতে না পায় তখন দৃষ্টিশক্তির নাশ কহে। (ইহাতে এই ইন্দ্রিয়াদির শক্তি ও অশক্তির প্রমাণই প্রকাশ হইল। আত্মার অযোগ্যতা বা নাশ প্রকাশ হইল না)। ৩য়। ৩১। ৪৫। ৪৬

হে মাতঃ! জীবত্বের যে প্রধান বস্তু নামক আত্মা, তাহার যখন বিনাশ নাই, তখন মৃত্যুর জন্য ভয়, বা দেহভরণের জন্য দুঃখভোগ, বা অসৎসঙ্গহেতু ভ্রম লাভ, এ সমস্তের প্রতি লক্ষ্য না রাখিয়া, কেবল বুদ্ধিকে আশ্রয় করিয়া, সকল প্রকার অসৎসঙ্গ হইতে মুক্ত হইয়া, ধীরভাবে সাধুগণের জীবনগতি অতিবাহিত করা উচিত হয়। ৩য়। ৩১। ৪৭

হে মাতঃ! এই ত্রিভুবন মায়াময়। এই সংসারে জীবকে বিহার করিতে হইবেই হইবে। তবে মুক্ত হইবার জন্য জীবকে সর্ব্বদা ইহসংসারে যোগবৈরাগ্যযুক্ত বুদ্ধিদ্বারা এবং সকল অবস্থাতে হিতাহিত বিবেচনা দ্বারা বিচরণ করিতে হইবে। নচেৎ পতিত হইবার সম্ভাবনা আছে। ৩য়। ৩১। ৪৮

ইতি শ্রীভাগবতে তৃতীয়স্কন্ধে একত্রিংশাধ্যায়ে উপেন্দ্রকৃতানুবাদ সমাপ্ত।

ব্যাখ্যা। এই শেষ শ্লোকে সকল সাধনের লক্ষ্য প্রকাশ করা হইল। ঈশ্বরের সৃষ্টিতে জীবভাব ধারণ করিতেই হইবে। মায়াতে বিরচিত দেহ লাভ হওয়াতে সংসারী হইতেই হইবে। অর্থাৎ রিপু, অহঙ্কার ও নারী বা অসৎসঙ্গের সংশ্রয়ে থাকিতেই হইবে। তবে এ সমস্তের মধ্যে থাকিয়াও মুক্ত কিরূপে থাকা যাইবে?—না—আত্মজ্ঞান দ্বারা। অর্থাৎ আত্মার বিনাশ নাই, কেবল দেহস্থের বিনাশ আছে; তজ্জন্য শোক ও মোহাদিতে উন্মত্ত না হওয়া এবং বুদ্ধিদ্বারা জ্ঞানোৎপন্ন করিয়া, আপনার হিতাহিত বিবেচনার সহিত কোন প্রকার ভোগে আসক্ত না হওয়া উচিত। কারণ আসক্তিই মোহের কারণ, মোহই অজ্ঞানের কারণ এবং অজ্ঞানই নরকের কারণ হইতেছে। পরাধ্যায়ে সংসারীগণের হিতাহিতবিষয় বিচার হইবে।

ইতি শ্রীভাগবতে তৃতীয়স্কন্ধে একত্রিংশাধ্যায়ে উপেন্দ্র-
কৃতাধ্যায় ব্যাখ্যা সমস্ত।

অথ দ্বাত্রিংশ অধ্যায়।

—(॰)—

পূর্ব্বকথা সমাপন করিয়া ভগবান কপিলদেব জননীকে সম্বোধন করতঃ কহিলেনঃ—

হে মাতঃ! যে সকল পুরুষ গৃহাশ্রমে থাকিয়া গার্হস্থ্যধর্ম্ম পালন করতঃ ধর্ম্ম, অর্থ ও কাম নামক ক্ষীর দোহন করিয়া থাকে; তথাপি তাহাদের মনে শান্তি হয় না, তাহারা নিবৃত্ত না হইয়া পুনঃ পুনঃ সেই কর্ম্মেতেই রত হইয়া থাকে। ৩য়। ৩২। ১।

ব্যাখ্যা। পূর্ব্বে একেবারে মূঢ় ও অজ্ঞানীদের চরিত্র ও গতি দেখাইয়া এই অধ্যায়ে সরল জনগণের চরিত্রকথা আরম্ভ হইতেছে। অজ্ঞানী ও মূঢ় লোকের অপেক্ষা সকামীগণ কিছু উৎকৃষ্ট বটে। কারণ তাহারা গার্হস্থ্যধর্ম্ম অর্থাৎ দান, ব্রত ও যজ্ঞাদি করিয়া তাহা হইতে অর্থ বা স্বর্গাদি লাভের চেষ্টা করে এবং স্ত্রী, আত্মীয় ও পুত্রাদি প্রতিপালনকে কামনা বা কর্ত্তব্য রূপে ভাবিয়া থাকে। ইহাদের অহঙ্কারে ততদূর আসক্তি না থাকুক, কিন্তু কর্ম্মেতে আসক্তি ও বৈভবাদিতে আসক্তি থাকাতে, মোহ উপস্থিত হইতে পারে। এই আশঙ্কা প্রকাশ করিবার জন্য পরবর্ত্তী শ্লোকসমূহ প্রকাশ হইতেছে।

হে মাতঃ! ঐ রূপ গৃহাশ্রমীগণ কামে মূঢ় হইয়া ভগবানের নিষ্কাম উপাসনা ভুলিয়া যায়। তাহারা সর্ব্বদা যজ্ঞের দ্বারা দেবগণকে ভজন করে; এবং দ্রব্যাদি দ্বারা পিতৃগণকে শ্রদ্ধা করে। ৩য়। ৩২। ২

ঐরূপ শ্রদ্ধা সহকারে পিতৃ ও দেবতাগণের সাধনাতে গৃহীরা রত হওয়াতে, অন্তে তাহাদের চন্দ্রলোক লাভ হয়। কিছু দিন তথায় থাকিয়া সোমপান করতঃ মত্ত হইয়া, পুনরায় সংসারে আগমন করে। ৩য়। ৩২। ৩

ঐ সকল মানবের সৃষ্টির প্রলয় অবস্থায়ও নিস্তার নাই। যখন ভগবান হরি অনন্ত-শয্যায় শয়ন করেন, সেই প্রলয়সময়ে যখন সমস্ত লোক সংহরণ হয়। সেই সময়ে ঐ গৃহীগণ প্রলয়ে লীন হইয়া যায়। ৩য়। ৩২। ৪

হে জননি! যাঁহারা কামনা করিয়া তাহার ফল পাইবার জন্য স্বধর্ম্ম পালন করেন না; যাঁহারা কোন প্রকারঃ অসৎসঙ্গে থাকেন না; যাঁহারা ঈশ্বরে সমস্ত কর্ম্ম সমর্পণ করেন; যাঁহারা মনকে শান্ত ও চিত্তকে শুদ্ধ করিতে পারেন; যাঁহারা সর্ব্বদা নিবৃত্তি ধর্ম্মে নিরত থাকেন এবং মমতাশূন্য ও অহঙ্কারহীন হয়েন। তাঁহারা সেই সত্ত্বগুণ দ্বারা

চিত্তকে পরিশুদ্ধ করাতে যে ধর্ম্ম লাভ করেন, তাহার ফল অপনাপনিই তাঁহারা প্রাপ্ত হইয়া, পরিপূর্ণ যে পুরুষ, যিনি সকলের শ্রেষ্ঠ ঈশ্বর; যিনি ইহসংসারপ্রকৃতির জন্ম ও মরণের কারণ স্বরূপ; সেই ব্রহ্মেতে তাঁহারা সূর্য্যদ্বার দিয়া প্রবেশ করেন। ৩য়। ৩২। ৫। ৬। ৭

সৃষ্টির ব্যাপ্তি যে দ্বিপরার্দ্ধ নামক কাল, সেই কালের অবসানে যখন ব্রাহ্ম্য প্রলয় ঘটে, তদবধি ঈশ্বরচিন্তক সাধুগণ সেই ব্রহ্মেতে লীন হইয়া থাকেন। ৩য়। ৩২। ৮

হে মাতঃ! (মহাপ্রলয় কি রূপে ঘটে তাহা শ্রবণ করুন।) প্রাকৃতিক সত্ব, রজঃ ও তমোগুণে যিনি মণ্ডিত; যাঁহার বিকার নাই এবং যাঁহার কার্য্যশক্তি ব্রহ্মার দ্বিপরার্দ্ধ সময় পর্য্যন্ত কার্য্যকরণে সক্ষম। এমন স্বয়ম্ভু ও পরমেশ্বর স্বরূপ কালদেবতা আপনার সৃষ্টিভোগের কাল অনুভব করিয়া; পৃথিবী, জল, বায়ু, অগ্নি ও শূন্য এবং মন, ইন্দ্রিয়, শব্দাদি তন্মাত্রা ও ভূতাদিকে পরিবৃত এই সংসারকে হরণ করিতে ইচ্ছা করিলে, প্রলয় ঘটে। ৩য়। ৩২। ৯

এই প্রলয়কালের পূর্ব্বে যে সকল যোগীগণ যোগবলের দ্বারা ভূততত্ত্বরূপী ভূতাদি ও মনাদিকে জয় করিয়া বৈরাগী হইতে পারিয়াছেন। সেই ভগবৎচিন্তাপিত যোগীগণ প্রলয়কালে ভগবানে প্রবিষ্ট হয়েন। বিশেষতঃ তাঁহাদের অহঙ্কার পূর্ব্বেই নাশ হইয়াছিল বলিয়া, আর জন্মের ভয় না থাকাতে, চিরকাল পুরাণপুরুষ ব্রহ্মের সহিত ব্রহ্মাণ্ডভোগ করিতে থাকেন। ৩য়। ৩২। ১০

ব্যাখ্যা। এই উভয় শ্লোকদ্বারা পূর্ণ নির্ব্বাণের কথা বলা হইল। মহাযোগ ও তপস্তার যোগে যাঁহারা সিদ্ধি লাভ করিয়া, মনকে নিষ্কামী ও অহঙ্কারী করিতে পারিয়াছেন, তাঁহারা এতদূর ব্রহ্মপদে লিপ্ত হয়েন যে, পুনরায় সৃষ্টি আরম্ভ হইলেও তাঁহাদের আর জন্ম হয় না। তাঁহার প্রমাণ এই যে, কামনা বা অহঙ্কার থাকিলে বা ভোগেচ্ছা থাকিলে, জন্মের সম্ভব, নচেৎ নহে। ইহার প্রমাণও দ্বিতীয়স্কন্ধে আছে।

হে ঈশ্বরপ্রেমিকা জননি! আমি যেরূপে মুক্তির ও বন্ধের উপায় সমূহ বলিলাম, তাহা বুঝিয়া যদি আপনি মুক্ত হইতে ইচ্ছা করেন, তাহা হইলে সেই পরমেশ্বরকে আপনার হৃদয়পদ্মে বর্ত্তমান ভাবিয়া, তাঁহার লীলা শ্রবণ, তাঁহার তত্ত্বানুভব ও তাঁহার শরণাপন্ন হইয়া সংসারে বিহার করুন। ৩য়। ৩২। ১১

হে জননি! কর্ম্মকারীগণের পুনরাবৃত্তি হয়ই হয়। তবে নিষ্কাম কর্ম্ম করিলে তাহারা পবিত্র ঐশ্বর্য্য লাভ করিয়া থাকে। এমনি কি! যিনি স্থাবর ও জঙ্গমের স্রষ্টা, সেই বেদগর্ভ ব্রহ্মা নিষ্কাম ভাবে সৃষ্ট্যাদি কার্য্য করেন বলিয়া, সিদ্ধযোগ প্রবর্ত্তক সনকাদি কুমার ঋষিগণ এবং মরীচ্যাদি সপ্তর্ষিগণও নিষ্কামভাবে সৃষ্টির বিষয় পর্য্যালোচনা করেন বলিয়া; প্রলয়কালে তাঁহারা ঈশ্বরে লীন হয়েন; এবং প্রতি দৃষ্ট্যারম্ভকালে তাঁহাদের কর্ত্তৃত্বগুণ থাকাতে, কালেশ্বর মূর্ত্তিদ্বারা পূর্ব্বের ন্যায় সৃষ্টিকার্য্যের আধিপত্যও তাঁহারা প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। ৩য়। ৩২। ৩২। ১৩। ১৪

হে মাতঃ! ঐ নিষ্কাম কর্ম্মে তাঁহাদের স্বভাবতঃ পরম ঐশ্বর্য্য লাভ হইয়া থাকে, তাঁহারা প্রলয়কালে পরমানন্দ ভোগার্থ ঈশ্বরে মিলিত হয়েন। আবার যখন গুণময়ী প্রকৃতির সহিত ঈশ্বর বৈষম্যভাবে বা সৃষ্টার্থে উদ্যোগী হয়েন, তখন তাঁহারাও সৃষ্টিবিষয়ে পূর্ব্বের ন্যায় কর্ত্তৃত্ব প্রাপ্ত হয়েন। (অতএব কর্ম্মীর মধ্যে সকর্ম্মে নরক বা স্বর্গ ভোগ, নিষ্কামে পুনরাবর্ত্তন থাকিলেও ব্রহ্মভোগ হইয়া থাকে কিম্বা মুক্তিলাভ হয়।) ৩য়। ৩২।১৫

হে ভামিনি! (এমন যে ব্রহ্মবেত্তা ব্রহ্মাদি ইহাদেরও অন্তরে কর্ত্তৃত্ব অভিমান ছিল বলিয়াই তাঁহারাও বারম্বার জন্ম ও মৃত্যুর অধিকারী হইতেছেন।) অতএব যাহারা কেবল তমো-

গুণে আচ্ছন্ন হইয়া সংসারকার্য্যে শ্রদ্ধাযুক্ত হইয়া, তাহাতে মনোযোগপূর্ব্বক নিত্য ও নৈমিত্তিক কার্য্য সম্পন্ন করিতেছে ? এবং যাহারা রজোগুণে চিত্তকে আকুল করিয়া, কামেতে আত্মাকে পূর্ণ করাতে অজিতেন্দ্রিয় হইয়া, গৃহধর্ম্মে অনুরত থাকিয়া, প্রত্যহ ঈশ্বর ব্যতীত কেবল পিতৃগণেরই তর্পণাদি কর্ম্মে রত রহিয়াছে ; তাহাদের উভয়েরই অন্তে জন্ম ও মরণ নিশ্চয়ই ঘটিয়া থাকে। ৩য়। ৩২। ১৬। ১৭

হে মাতঃ! ভগবানের যে লীলাকথা বা তত্ত্বকথা শ্রবণ করিলে সংসারের সকল দুঃখ নিবারিত হয়, সেই মধুসূদনের কথায় বিমুখ যে পুরুষেরা ধর্ম্ম ও তাহার অনুষ্ঠিত ফল কল্পনার ভিখারী হয়। সত্যসত্যই তাঁহারা দৈবশক্তিদ্বারা বিড়ম্বিত হইয়া, ভগবান অচ্যুতের কথাসুধা পানের পরিবর্ত্তে—বিষ্ঠাভুক্ কীটগণ যেমন বিষ্ঠা ভোজনেই নিরত থাকে, উত্তমের ইচ্ছা করে না, তদ্রূপ সামান্য কথনে অর্থাৎ মন্দকথা শ্রবণে নিরত থাকে। ৩য়। ৩২। ১৮। ১৯

এই সকল সকাম মানব দক্ষিণমার্গ বা প্রবৃত্তিপথ দ্বারা চিরকাল পুত্র ও পৌত্রাদি জন্মাইয়া শ্মশানান্তক্রিয়া করতঃ জন্ম ও মরণের অবস্থারূপী পিতৃলোকে ভ্রমণ করে। ৩য়।৩২।২০

হে জননি! এই রূপে তাহারা ক্রমাগত কর্ম্ম করিয়া, প্রবৃত্তির পথে গমনাগমন করাতে যতই সুখের ও আসক্তির বৃদ্ধি হয়, ততই পুণ্যকর্ম্ম করিতে আসক্ত হয়। পুণ্যনাশে তাহারা ইহ সংসারে ক্রমাগত জন্মে ও ভোগশূন্য হইয়া থাকে, অর্থাৎ ক্রমে নরকলাভও করে। ৩য়।৩২।২১

হে মাতঃ! এই জন্য আপনাকে ভূয়োভূয়ঃ উপদেশ দিয়া বলিতেছি যে;—যে সত্ত্বগুণা ভক্তির দ্বারা পরম পিতার পাদপদ্ম ভজনা করা যায়, আপনি সেই ভক্তির সহকারে সেই ভগবানের পাদপদ্মকে জীবনের সার ভাবিয়া, ভজনা করুন। ৩য়। ৩২। ২২

হে সুব্রতে! সর্ব্বভূতাত্মা ভগবানে ভক্তিযোগ দ্বারা যুক্ত হইলে পরে, অতি ত্বরায় বৈরাগ্যের প্রকাশ হইয়া থাকে, সেই বৈরাগ্য হইতে অতি ত্বরায় শুদ্ধজ্ঞানের প্রকাশ হইয়া থাকে। সেই জ্ঞান এমন পরিশুদ্ধ ও উপকারী যে, তদ্দ্বারা ব্রহ্মদর্শন বা মুক্তি লাভ হয়ই হয়। ৩য়। ৩২। ২৩

হে মাতঃ! ভগবানের প্রতি অনুরাগ স্থাপন করিলে যখন স্বভাবতঃই ইন্দ্রিয়বৃত্তি সমূহ শান্ত হইবে এবং ইহসংসারে ইহা প্রিয় ও ইহা অপ্রিয় এইরূপ বৈষম্যভাব থাকিবে না; তখন চিত্ত পরিশুদ্ধ হইয়া আসিবে। ৩য়। ৩২। ২৪

তখন সেই ভক্তজন আপনার আত্মাতে সর্ব্বত্র ব্যাপ্ত আত্মাকে দেখিতে পাইবে। অসদালাপ ত্যাগ করিবে। সকল প্রাণীকে সমভাবে দেখিবে। কাহাকেও ঘৃণার্হ বা কাহাকেও উপাদেয় ভাবিবে না। এই ভাবে সিদ্ধি লাভ করিলে সেই ভক্ত পরমানন্দে আরোহণ করিয়া ব্রহ্মপদ প্রাপ্ত হইবে। ৩য়। ৩২। ২৫

হে জননি! জ্ঞানোদয় হইলেই তাহাদ্বারা ঈশ্বরকে পরমব্রহ্ম, পরমেশ্বর, আত্মা ও পুরুষ নামে বুঝা যায়। যদিও ভগবান্ এক, তথাপি সেই জ্ঞানদ্বারাই তাঁহাকে দ্রষ্টা দৃশ্য ও করণরূপে এবং অংশভাবে প্রতীয়মান্ হইয়া থাকে। ৩য়। ৩২। ২৬

হে মানবি! যোগীগণ সমগ্র যোগ সাধনা পূর্ব্বক এই জ্ঞান লাভ করিয়া, ইহাতে মণ্ডিত থাকিবার জন্য, কেবল অসাধুসঙ্গ পরিত্যাগকেই সকলের সারফল কহেন। ৩য়।৩২ ২৭

হে মাতঃ! (ব্রহ্মজ্ঞানতেজের কথা আপনাকে কি বলিব!) এমন যে ভ্রান্ত ও শব্দাদি ধর্ম্মা ইন্দ্রিয়াদি তাহারাও সেই জ্ঞানদ্বারা সংযুক্ত হইলে, সর্ব্বত্র প্রকাশিত নির্গুণ ব্রহ্মকে অনুভব করিতে পারে। ৩য়। ৩২। ২৮

(ইন্দ্রিয়গণ ব্রহ্মকে কিরূপে অনুভব করে তাহার উপায় যথা;—) সেই এক প্রকৃতি ও পুরুষের সংযোগে পূর্ব্বে মহত্তত্ত্ব হয়, তাহা হইতে অহংতত্ত্বের প্রকাশ হয়। অহংতত্ত্ব হইতে সাত্বিক, রাজসিক, তামসিক্ গুণভেদে পঞ্চভূত, জীব ও একাদশ ইন্দ্রিয় সম্মিলনে

ব্রহ্মাণ্ড প্রকাশ হয়। ইন্দ্রিয়াদি এইজন্ম এই ব্রহ্মাণ্ড অনুভব করিতে পারেন। (অতএব ব্রহ্মাণ্ডে ও ব্রহ্মে কার্য্যকারণ রূপে প্রভেদ মাত্র)। ৩য়। ৩২। ২৯

হে মাতঃ! যিনি শ্রদ্ধা হইতে ভক্তি লাভ করিয়া, ভক্তির সহিত যোগাভ্যাসে সর্ব্বদা নিরত হইয়া, সংসারাসক্তি ত্যাগ করিয়া, বৈরাগীভাবে আত্মাতে সংযুক্ত হইয়া থাকেন। তিনিই ব্রহ্মাণ্ডপূর্ণ ব্রহ্মকে যোগে দেখিতে পায়েন। ৩য়। ৩২। ৩০

হে মাতঃ! আপনি যে ইতিপূর্ব্বে আমাকে ব্রহ্মদর্শনার্থ জ্ঞানের বিষয় কহিতে বলিয়াছিলেন, আমি তাহা কহিলাম। এই জ্ঞান সাধনায় সিদ্ধ হইলেই, প্রকৃতিপুরুষের তত্ত্ববোধ হইয়া থাকে। ৩য়। ৩২। ৩১

আমাকে অন্বেষণে রত যে জ্ঞান এবং নির্গুণা যে মৎপরা ভক্তি, এই দুই অবস্থারই এক অর্থ। উভয়েতেই ভগবানকে লাভ করা যায়। ৩য়। ৩২। ৩২

হে মাতঃ! যেমন বহুগুণাশ্রিত এক বস্তু, পৃথক পৃথক ইন্দ্রিয় দ্বারা পৃথক পৃথক রূপে অনুভাবিত হয়, তদ্রূপ নানা শাস্ত্রমতে সেই একই ভগবান নানা ভাবে আস্বাদিত হয়েন। ৩য়। ৩২। ৩৩

ব্যাখ্যা। এক বস্তু যথা—ক্ষীরাদি। ক্ষীরাদি এক বস্তু বটে; কিন্তু নানা গুণময়। বর্ণে শ্বেত বা পীত, রসে মিষ্ট, স্পর্শে শীতল ইত্যাদি। ঐ ক্ষীরকে ইন্দ্রিয়াদি দ্বারা অনুভব করিতে হইলে চক্ষু দ্বারা বর্ণ, স্পর্শন দ্বারা শীতল, এবং জিহ্বার দ্বারা রস ইত্যাদির অনুভব যেমন সেই এক ক্ষীরেরই হইয়া থাকে; তদ্রূপ এক ঈশ্বরই ভক্তিলক্ষণাক্রান্ত শাস্ত্রের দ্বারা বহুরূপে অনুভূত হয়েন; অর্থাৎ ভক্তশাস্ত্রকারেরা ভক্তির উপায়ে এক নিয়মে ঈশ্বরানুভব করিতে বলিয়াছেন। কর্ম্মীশাস্ত্রকারেরা কার্য্যদ্বারা ঈশ্বরকে তুষ্ট করিতে বলিয়াছেন। জ্ঞানশাস্ত্রকারেরা জ্ঞানযোগাদিদ্বারা ঈশ্বর দর্শন করিতে বলিয়াছেন। যিনি যে উপায়েই ঈশ্বর দর্শন বা অনুভব করিতে বলুন সকলের উদ্দেশ্যই এক;—অর্থাৎ ঈশ্বরদর্শন বুঝিতে হইবে। ইহার বিস্তর প্রমাণ পরে দেওয়া হইতেছে।

হে মাতঃ! গৃহ, বৃক্ষ ও পুষ্করিণী প্রভৃতি প্রতিষ্ঠাদ্বারা জীবের হিত করিয়া, ঈশ্বরকে সহজে তুষ্ট করিতে কোন শাস্ত্র উপদেশ দেন। কোন শাস্ত্রে জ্ঞানদ্বারা ঈশ্বরকে তুষ্ট করিতে উপদেশ দেন।—কেহবা তপোদানাদি দ্বারা ঈশ্বকে তুষ্ট করিতে উপদেশ দেন। কেহ বেদাদি পাঠ ও মীমাংসাদি দ্বারা ঈশ্বরানুভব করিতে উপদেশ দেন। যোগদ্বারা মনেন্দ্রিয়কে জয় করিয়া ঈশ্বরানুভব করিতে কেহ উপদেশ দেন। কেহ বা তাঁহাতে সকল কর্ম্ম সমর্পণ করিতে উপদেশ দেন। কোন শাস্ত্র অষ্টাঙ্গযোগ করিতে, কোন শাস্ত্র ভক্তিযোগ দ্বারা ঈশ্বরানুভব করিতে উপদেশ দেন। প্রবৃত্তিমান্ ও নিবৃত্তিমান্ শাস্ত্রকারেরা উভয় উপদেশ বিহিত শাস্ত্রও উপদেশ বিধান করেন। কোন শাস্ত্র কহেন যে, আত্মতত্ত্বজ্ঞ হইলে ও বৈরাগী হইলে, তাঁহাকে লাভ করা যায়। যাহাই হউক; হে জননি! স্বপ্রকাশ ঈশ্বর ঐসকল কি নিষ্কাম কি সকাম সকলশাস্ত্রবিধানেই লক্ষিত হয়েন। ৩য়। ৩২। ৩৪। ৩৫। ৩৬

হে জননি! আমি ইতিপূর্ব্বে ভক্তিযোগের চারিটী উপায় একেবারে বর্ণনা করিয়াছি, পরে জন্তুগণের অন্তরে যাঁহার গতি, সেই কাল ফলাফল দান করিবার জন্ম, বর্ত্তমান আছেন; তাঁহারও পরিচয় দিয়াছি। ৩য়। ৩২। ৩৭

অবিদ্যাযুক্ত কর্ম্মে অজ্ঞান প্রকাশ হইলে, জীবের যে রূপে সংসারে প্রবৃত্তি হওয়াতে, মোহলোকাক্রান্ত জীব যে জন্ম আপনার অজস্বরূপ আত্মাকে বুঝিতে পারে না, তাহাও বলিয়াছি। ৩য়। ৩২। ৩৮

হে মাতঃ! (আমি সকল উপদেশ দিলাম এবং সাঙ্খ্য বিচার করিয়া প্রকৃতি ও পুরুষের

বিবেক বুঝাইলাম। যাহারা সর্ব্বদা পরের দ্বেষ করে, তাহাদের এই উপদেশ কখন দেওয়া উচিত নহে। বুদ্ধিবিহীনে যাহারা ভিন্নদর্শী অর্থাৎ আত্মপর বোধ করে; যাহারা ধর্ম্মের ধ্বজা মাত্র লাভ করে, অন্তরে ধর্ম্মাচরণ করে না, তাহাদের কাহাকেও এ উপদেশ দেওয়া কর্ত্তব্য নহে। ৩য়। ৩২। ৩৯।

যাহারা একেবারে গৃহাশ্রমে পুত্র, পৌত্র ও ধনরত্নাদির মোহে চিত্তকে আক্রান্ত করিয়াছে; যাহারা লোভী, যাহাদের ভক্তি নাই, যাহারা আমার ভক্তগণকে দ্বেষ করে, এরূপ কাহাকেও এই উপদেশ দেওয়া উচিত নহে। ৩য়। ৩২। ৪০।

হে জননি! যাঁহারা সকলের প্রতি শ্রদ্ধাবান্, যাঁহারা ভক্তিপথের পথিক, যাঁহাদের দ্বেষ ও হিংসা নাই, যাঁহারা গুরুর উপদেশে বিনীত, যাঁহারা সকল প্রাণীকে সম দর্শন করেন, যাঁহারা সর্ব্বদা ঈশ্বরসেবা করেন, সেই সকল সাধুগণকে এই উপদেশ দান কর্ত্তব্য হইতেছে। ৩য়। ৩২। ৪১।

যাঁহারা বৈরাগ্য সহকারে সকল আসক্তি হইতে উত্তীর্ণ হইয়াছেন, যাঁহারা চিত্তকে শান্ত করিতে পারিয়াছেন, যাঁহারা অভিমানশূন্য হইয়াছেন, যাঁহারা সর্ব্বদা পবিত্র থাকেন, বিশেষতঃ যাঁহাদের কাছে আমি অত্যন্ত প্রিয় বলিয়া অভিহিত—তাঁহাদের নিকট এই উপদেশ দান করা কর্ত্তব্য হইতেছে। ৩য়। ৩২। ৪২।

হে মাতঃ! এই যে মীমাংসা উপদেশ, যিনি শ্রদ্ধাসহকারে শুদ্ধচিত্তে শ্রবণ বা কীর্ত্তন করেন এবং তদ্দ্বারা যিনি আমাতে চিত্তার্পণ করেন, তিনি আমারই পদবী প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। ৩য়। ৩২। ৪৩।

ইতি শ্রীভাগবতে তৃতীয়স্কন্ধে দ্বাত্রিংশাধ্যায়ে উপেন্দ্র-
কৃতানুবাদ সমাপ্ত।

ব্যাখ্যা। শ্রবণ ও কীর্ত্তনাদির দ্বারা ঈশ্বরে চিত্তার্পণ করিতে হয়, ইহাই পূর্ব্বে বলা হইয়াছে। কি শ্রবণাদি করা যাইবে, তাহার বিচার যথা;—পূর্ব্বোক্ত তত্ত্বকথা শ্রবণ ও তত্ত্বজ্ঞানকীর্ত্তনালোচনাদি করিলে ঈশ্বরে চিত্ত রক্ষিত হয় ও ব্রহ্মলাভ হইয়া থাকে, ইহাই তাৎপর্য্য। পরাধ্যায়ে দেবহূতির মুক্তিকথা হইবে।

ইতি শ্রীভাগবতে তৃতীয়স্কন্ধে দ্বাত্রিংশাধ্যায়ে উপেন্দ্র-
কৃতাধ্যায় ব্যাখ্যা সমাপ্ত।

অথ ত্রয়স্ত্রিংশ অধ্যায়।

পূর্ব্ববৃত্তান্ত বর্ণনা করিয়া শ্রীমৈত্রেয়দেব মহামতি বিদুরকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন;—হে বিদুর! কপিলের জননী অর্থাৎ মহামুনি কর্দ্দমের বনিতা দেবী দেবহূতি কপিলদেবের মুখে পূর্ব্বোক্ত তত্ত্বজ্ঞানকথা শ্রবণ করিলে যখন তাঁহার মোহপটল বিধ্বস্ত হইয়া যাইল, তখন জ্ঞানময়ী হইয়া সাঙ্খ্য-জ্ঞানের ভূমি বা আকরস্বরূপ কপিলদেবকে তুষ্ট করিতে, তিনি জননী হইয়াও প্রণাম করিলেন। ৩য়। ৩৩। ১।

কপিলদেবকে প্রণাম করিয়া দেবহূতি কহিলেন;—হে ভগবন্! আমি জানি, যিনি অনন্ত হইতেছেন, যিনি প্রলয়ে কারণসলিলে শয়ন করেন, যাঁহার শরীর ভূতেন্দ্রিয় ও মনোময় হইতেছে; যিনি প্রাকৃতিক গুণপ্রবাহযুক্ত; যিনি অশেষ কর্ম্মের বীজস্বরূপে ব্যক্ত;

যাঁহার নাভিকমল হইতে স্বয়ং ব্রহ্মাও জন্মলাভ করিয়াছেন; সেই পরমাত্মা আপনার (কপিল) দেহরূপে আমার গর্ভে কিরূপে জন্মিলেন? ৩য়। ৩৩। ২।

ব্যাখ্যা। এই স্তবসমূহে দেবহূতির ব্রহ্মজ্ঞান কিরূপ লাভ হইল, তাহা প্রকাশ হইবে। ব্রহ্মজ্ঞানে জীবাত্মা ও পরমাত্মার অভেদ বোধ হইয়া থাকে। কপিলদেবকে স্তব করিতে গিয়া, তিনি কপিলদেবের আত্মাকে পরমাত্মার সহিত অভেদ ভাবিয়া, তাহার গুণব্যাখ্যা করিতেছেন, বুঝিতে হইবে। শ্লোকের মধ্যে প্রথমে পরমাত্মাকে উদ্দেশ করিয়া তাঁহার গুণ ব্যাখ্যা করতঃ সেই আত্মাই কপিলদেবের দেহে আছেন এবং সেই আত্মাই কপিলদেহ-সহযোগে তাঁহার গর্ভের মধ্যে জন্মিয়াছেন, ইহা ভাবিয়াই তিনি পরমাত্মার জন্মকর্ম্মাদি কার্য্যে মুগ্ধ হইতেছেন; বুঝিতে হইবে।

হে ভগবন্! আপনার যে আত্মা, তিনিই পরমাত্মারূপে আপনার সত্ত্ব বা চৈতন্য-বীর্য্যকে প্রাকৃতিক গুণাদিতে বিভক্ত করিয়া, এই বিশ্বকার্য্য বিধান করিতেছেন। পরমাত্মা অকর্ম্মা বটেন, কিন্তু তাঁহাতে স্থিত সহস্র সহস্র শক্তি সমূহের অতর্ক্য ক্ষমতায়, তিনি জীবরূপে ভোগার্থ এই সৃষ্টিরূপী সঙ্কল্প করিয়া থাকেন। (অতএব এমন স্রষ্টারূপী পরমাত্মা কিরূপে আমার গর্ভে উদয় হইলেন?) ৩য়। ৩৩। ৩।

হে ভগবন্! মহা প্রলয়কালে যে পরমাত্মার গর্ভে এই বিশ্ব ধৃত হইয়াছিল! যিনি প্রলয়সাগরে বটপত্রশায়ী হইয়াছিলেন! কি আশ্চর্য্য! সেই পরমাত্মাই কপিলরূপে আমার গর্ভে ধৃত হইলেন এবং শৈশবাবস্থায় পদের অঙ্গুষ্ঠও পান করিলেন! ৩য়। ৩৩। ৪।

হে ভগবন্! আপনার পরমাত্মারূপটী যে কেবল জীবরূপে আমার ন্যায় নারীজঠর আশ্রয় করিয়া জন্ম গ্রহণ করেন, তাহা নহে। যাঁহারা আপনার ভক্ত, তাঁহাদের সন্তুষ্ট করিবার জন্য তিনি বরাহাদি নানা মূর্ত্তি ধরিয়া, অসুরগণকে প্রশান্ত করেন। বোধ হয় সেই নিয়মে এক্ষণে আত্মতত্ত্বজ্ঞান প্রকাশ করিবার জন্য, তিনিই এই কপিলরূপে আমার জঠরে আবির্ভূত হইয়াছেন। ৩য়। ৩৩। ৫।

হে কপিলদেব! আপনি ভগবন্মূর্ত্তিময় হইতেছেন। যে ভগবানের ধ্যান, স্মরণ, কীর্ত্তন ও যাঁহাকে প্রণাম এবং যাঁহাতে আত্মনিবেদন করিলে, চণ্ডালও সোমযাজী ব্রাহ্মণের ন্যায় পবিত্র হয়। এক্ষণে আমি কপিলরূপে তাঁহাকে দেখিলাম। অতএব আমার পরমলাভের হানি কিজন্য হইবে? ৩য়। ৩৩। ৬।

হে ভগবন্! পরমাত্মার নাম কীর্ত্তনাদি যাহারা জিহ্বাগ্রে করে, তাহারা চণ্ডালাদি হইলেও যখন শাস্ত্র ও তত্ত্বানুসারে ব্রাহ্মণাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ হয়; তখন সেই পরমাত্মার নাম যাঁহারা বস্তুতঃ কীর্ত্তনাদি করেন, তাঁহাদের পক্ষে তপস্যা করিলে যে ফল, পুণ্যতীর্থে স্নান করিলে যে ফল, সদাচার ও যোগাদি করিলে যে ফল, বেদপাঠ করিলে যে শান্তিলাভরূপ ফল হয়, সমস্তই লাভ হইয়া থাকে। ৩য়। ৩৩। ৭।

হে পুত্র! আপনি পরমপুরুষ ব্রহ্মের স্বরূপ হইতেছেন। আপনি কপিলরূপে প্রকটীত হইয়া, আপনার জ্ঞানতেজে মায়াগুণপ্রবাহকে পরাজিত করিতেছেন। অতএব আপনাকেই একমনে চিন্তা করা উচিত। আপনি বেদগর্ভ বিষ্ণুভাবে কপিলরূপী হইয়াছেন। আপনাকে বন্দনা করি। ৩য়। ৩৩। ৮।

এইরূপ দেবহূতির স্তব সমাপন করিয়া, বিদুরকে সম্বোধন পূর্ব্বক শ্রীমৈত্রেয় কহিলেন;—

হে বিদুর! পরম পুরুষরূপী সেই মাতৃবৎসল কপিল ভগবান, জননীর পূর্ব্বোক্ত স্তব শ্রবণ করিয়া, পরম সন্তোষের সহিত গম্ভীরভাবে জননীকে এই সকল কথা কহিলেন;—৩য়। ৩৩। ৯।

জননীকে সম্বোধন করিয়া ভগবান কপিল কহিলেন;—হে জননি! আমি যে সকল কথা বলিলাম, সেই সকল উপদেশে আপনি যথার্থ উপাসনাদি করিয়াছেন। অতএব তত্ত্বজ্ঞানে আপনার মতি স্থির হইয়াছে বলিয়া, আপনি অচিরে জীবন্মুক্তি লাভ করিবেন। ৩য়। ৩৩। ১৮।

হে জননি! আমার এই উপদেশকে ঋষিগণ সাধনা করিয়া আত্মদৃষ্টি লাভ করেন। অতএব আপনি বিশেষরূপে এই তত্ত্বজ্ঞান শ্রবণ করুন। ত্বরায় আত্মদর্শন প্রাপ্ত হইবেন। কিন্তু যাহারা মূঢ় তাহারাই এই মতাবলম্বী না হইয়া, জন্ম-মরণাত্মকপথে বিহার করিবে। ৩য়। ৩৩। ১১।

বিদুরকে সম্বোধন করিয়া শ্রীমৈত্রেয় কহিলেন,—হে সাধো! ভগবান্ কপিল, ব্রহ্মবাদিনী জননীকে আপনার উপদিষ্ট জ্ঞানের উপদেশ দিয়া, জীবশক্তির গতি দেখাইয়া, স্বেচ্ছামত স্থানে প্রস্থান করিলেন। ৩য়। ৩৩। ১২।

কপিল প্রস্থান করিলে, দেবী দেবহূতী নিজ পুত্রের যোগোপদেশে উন্মত্তা হইয়া, সেই সরস্বতীতীরস্থ আশ্রমে যোগযুক্তা হইয়া, পরমাত্মার ধ্যান করিতে লাগিলেন। ৩য়।৩৩.১৩।

তিনি প্রাতঃ, মধ্যাহ্ন ও অপরাহ্ন বারত্রয় তৈলাদিবর্জ্জিত স্নান করিয়া কপিলবর্ণা হইলেন। তাঁহার কুটিল কেশকলাপ জটিল হইলে, তিনি চীর পরিধান করিলেন। উগ্র তপস্যায় আপনাকে কৃশ করিয়া ফেলিলেন। ৩য়। ৩৩। ১৪।

হে বিদুর! যোগবলে দেবী দেবহূতী এতদূর বিরাগিনী হইলেন যে, ইতি পূর্ব্বে যিনি যোগতপোসিদ্ধ প্রজাপতি কর্দ্দমের রচিত বিমানে গার্হস্থ্যধর্ম্ম পালন করিতেন; তাঁহার যে ঐশ্বর্য্য দেবগণও প্রার্থনা করিতেন। দুগ্ধফেণের ন্যায় শয্যায় যিনি শয়ন করিতেন। হস্তীদন্তময় খট্টাই যাঁহার শয্যা ছিল। যাঁহার স্বর্ণময় পরিচ্ছদ ছিল, যাঁহার হেমময় আসন ছিল, যাঁহার সুখস্পর্শ আস্তরণ ছিল, যাঁহার স্ফটিকের গৃহে মহামরকতমণি শোভিত থাকিত, শত শত সহচরী যাঁহার সেবা করিত, রত্নপ্রদীপ দ্বারা যাঁহার গৃহ আলোকিত হইত। যাঁহার অন্তঃপুরোদ্যান রমণীয় কুসুমরাশিতে সতত সুশোভিত ও নানাজাতীয় ফলময় বৃক্ষে সুসজ্জিত ছিল। বৃক্ষশাখায় বসিয়া যাঁহার শান্তিবিধানার্থ বিহঙ্গগণ কূজন করিত। সরোবরে সরজোপরে মধুকরগণ সঙ্গীত করিত। যিনি মহামুনি কর্দ্দমের প্রণয়ে লালিত হইয়া, যখন উৎপলগন্ধময় স্নিগ্ধ সরোবরে যাইয়া, অবগাহন করিতেন। সেই সময়ে দেবতাগণও যাঁহার সৌভাগ্যের বিষয় তর্ক করিতেন। স্বয়ং দেবরাজপত্নী শচীদেবীও যাঁহার সৌভাগ্যের ঈর্ষা করিতেন। সেই সতী দেবহূতী সেই সকল ঐশ্বর্য্য ত্যাগ করিয়া, গাভী যেমন বৎসের নিধনে ক্ষণেক তাপিত হইয়া, পরে বিস্মৃত হয়; তদ্রূপ তিনি পতিপুত্রবিরহে ক্ষণেক অনুতাপ করিয়া, বিরহকে পুত্রদত্ত তত্ত্বজ্ঞান দ্বারা বিনাশ করতঃ যোগাবলম্বন করিলেন। ৩য়। ৩৩। ১৫। ১৬। ১৭। ১৮। ১৯। ২০। ২১।

হে বৎস বিদুর! সতী দেবহূতী আপন পুত্রকে কপিলরূপী হরি ভাবিয়া, তাদৃশ অমরস্পৃহনীয় ঐশ্বর্য্য ভোগ ত্যাগ করিয়া, দিবা-নিশি হরিধ্যানেই নিরতা হইলেন। ৩য়। ৩৩ ২২।

হে বৎস! দেবহূতী পুত্রকৃত উপদেশে যে ভাবে ভগবানের মূর্ত্তি কল্পনা করিয়া ধ্যান করিতে শুনিয়াছিলেন, সেই ধ্যানগোচরমূর্ত্তির প্রতি তিনি ধ্যান করিতে লাগিলেন। প্রথমে তিনি সর্ব্বাঙ্গবিস্তারের কল্পনা করিলেন। শেষে এক একটি অঙ্গ কল্পনা করিয়া ধ্যান করিতে লাগিলেন। তাঁহার মূর্ত্তিপ্রতি ভক্তিপ্রবাহ যুক্ত থাকাতে ত্বরায় দৃঢ় বৈরাগ্যের উদয় হইয়াছিল। পরে সেই বৈরাগ্য অনুষ্ঠানপূর্ব্বক যোগসাধন করাতে, ব্রহ্মজ্ঞাপক জ্ঞান তাঁহাতে উদয় হইয়াছিল। সেই জ্ঞানদ্বারা তাঁহার হৃদয় পরিশুদ্ধ হওয়াতে প্রথমে তিনি ব্রহ্মাণ্ডব্যাপ্ত আত্মাকে অনুভব করিলেন; পরে আত্মার উপাধিস্বরূপ প্রকৃতির গুণকার্য্যপ্রবাহ অনুভব করিলেন। পরে সকল উপাধি ত্যাগ করিয়া, আপন আত্মাকে

ভগবান্ ব্রহ্মে অবস্থিত ভাবিয়া মায়িক ঐশ্বর্য্য হইতে অতীত হইলেন, অর্থাৎ জীবন্মুক্ত হইলেন। ৩য়। ৩৩। ২৩। ২৪। ২৫।

হে বিদুর! জন্ম ও মরণাত্মক প্রাকৃতিক ক্লেশময় সেই জীবভাব হইতে তিনি নিস্তার পাইলেন। নিত্য ঈশ্বর চিন্তাসমাধিতে মগ্ন থাকাতে, তাঁহার প্রাকৃতিক অজ্ঞান ও ভ্রম দূর হইল। ৩য়। ৩৩। ২৬।

তিনি সেই অবস্থায়, স্বপ্নদৃষ্ট জন যেমন দেহেতে লক্ষ্য না রাখিয়াও দেহীভাবে থাকে, তদ্রূপ তিনি কর্দ্দমনির্দ্দিষ্ট অপ্সরীগণ দ্বারা যে দেহে সেবিতা হইতেন, তদ্বিরহে এক্ষণে ধূম্রল অগ্নির ন্যায় যোগে মলিনভাবে রহিলেন। তিনি অষ্টাঙ্গযোগে ও তপস্যায় মগ্ন থাকাতে, তাঁহার পরিধের বসন ছিল না, তাঁহার কেশকলাপ মুক্ত হইয়াছিল। ৩য়।৩৩।২৭।২৮

হে বিদুর! তাঁহার চিত্ত ভগবান্ বাসুদেবে প্রতিষ্ঠিত থাকাতে, তাঁহার এমন বাহ্য জ্ঞান ছিল না, যে, দেহের বসনাভাব লক্ষ্য করেন। এইরূপে তিনি ভগবান কপিলের কথিত শ্রেষ্ঠ তত্ত্বজ্ঞানপথ আশ্রয় করিয়া, যে পদবীতে আত্মার তমো নাশ হয়, সেই নির্ব্বাণ পদবীতে আরোহণ করিয়া, ব্রহ্মলাভ করিলেন। তিনি যে আশ্রমে থাকিয়া ব্রহ্মলাভ করিয়াছিলেন, অদ্যাপি তাহাকে ত্রিলোকবিশ্রুত পুণ্যতম সিদ্ধক্ষেত্র কহে। তথায় সাধনা করিলে সকলেই সিদ্ধিলাভ করিতে পারেন। সেই সিদ্ধিলাভকারিণী কপিল-জননী ব্রহ্মলাভকালে যে দেহ রাখিয়া যান, সেই দেহ সরিতের ন্যায় তথায় প্রবাহিত হইতেছে, সকল সিদ্ধগণ তাহার প্রতিস্রোতঃকেই সিদ্ধিগুণময় বলিয়া থাকেন।

এদিকে ভগবান্ কপিল মাতার আজ্ঞা লইয়া, পিতার আশ্রম হইতে উত্তরদিকে যাত্রা করিয়াছিলেন। গমনকালে তিনি সিদ্ধগন্ধর্ব্ব-অপ্সর ও মুনিগণ দ্বারা সংস্তুত হইয়া যখন সমুদ্রতীরে গমন করেন, তখন সমুদ্র তাঁহাকে পূজা করিয়া স্থান দান করিয়াছিলেন। তিনি এ পর্য্যন্ত সাংখ্যাচার্য্যগণ দ্বারা স্তুত হইয়া ত্রিলোক-দুঃখনাশার্থ বর্ত্তমান আছেন। ৩য়। ৩৩। ২৯। ৩০। ৩১। ৩২। ৩৩। ৩৪।

হে বিদুর! হে নিষ্পাপ! তুমি আমাকে যে কপিলের সম্বাদ ও দেবহূতির মুক্তিকথা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলে, তাহা বলিলাম। যিনি ইহা শ্রবণ করিয়া স্মরণ রাখিতে পারেন, তিনি কপিলোক্ত আত্মজ্ঞানদ্বারা গরুড়ধ্বজ ভগবান বাসুদেবের চরণে ত্বরায় শান্তিলাভ করেন। ৩য়। ৩৩। ৩৫। ৩৬।

ইতি শ্রীভাগবতে তৃতীয়স্কন্ধে ত্রয়স্ত্রিংশত্তাধ্যায়ে
উপেন্দ্রকৃতানুবাদ সমাপ্ত।

ব্যাখ্যা। এই সকল শ্লোকের তাৎপর্য্য অতি সরল এবং কোন কোনটির ভাব পূর্ব্বে ব্যাখ্যাত হইয়াছে, তজ্জন্য ব্যাখ্যা করণে নিরস্ত হইলাম। পূর্ব্বে কপিল যাহা উপদেশ করিলেন, দেবহূতির জীবনে তাহার প্রত্যক্ষ ফল দেখাইয়া, শ্রীব্যাসদেব এই স্থানে তৃতীয়স্কন্ধের উপসংহার করিলেন।

ইতি শ্রীভাগবতে তৃতীয়স্কন্ধে ত্রয়স্ত্রিংশাধ্যায়ে বিশ্বামিত্র-গোত্রজ ক্ষত্র-
কায়স্থ-কুলসম্ভব চণ্ডীচরণাত্মজ কালিদাসাত্মজোমেশাত্মজো-
পেন্দ্রকৃতাধ্যাত্ম ব্যাখ্যা সমাপ্ত।

ইতি তৃতীয় স্কন্ধ সমাপ্ত।

শ্রীমদ্ভাগবত সংহিতা।

চতুর্থ স্কন্ধ।

-:*:-

অথ প্রথম অধ্যায়।

শ্রীশুকদেবস্বামী মহারাজ পরীক্ষিৎকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, হে রাজন্! এক্ষণে শ্রবণ করুন। দেখুন মহারাজ, আমি দ্বিতীয়স্কন্ধে এই ভাগবতের লক্ষণ প্রকাশ স্থলে বলিয়াছিলাম যে, এই শাস্ত্র দশ লক্ষণাক্রান্ত। তন্মধ্যে সর্গ বা সৃষ্টিবাচক লক্ষণের কথা তৃতীয়স্কন্ধে বিদুরমৈত্রেয় সংবাদমধ্যে কহিয়াছি, এক্ষণে চতুর্থ স্কন্ধে বিসর্গ লক্ষণ শ্রবণ করুন। তৃতীয় স্কন্ধের মধ্যে মহামতি বিদুর শ্রীমৈত্রেয় ঋষিকে যে সকল প্রশ্ন করেন তাহার কিয়দংশ মৈত্রেয়দেব ঐ স্কন্ধে প্রকাশ করিয়া, অবশিষ্টাংশ এই স্থানে প্রকাশ করিবার জন্য শ্রীমৈত্রেয় মহামতি বিদুরকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন!—হে বিদুর! শ্রবণ কর। সেই আদি মানব মনুরাজ আপন পত্নী শতরূপাতে ক্রমে ক্রমে কন্যাত্রয় জন্মাইলেন। এই কন্যাত্রয়ের মধ্যে জ্যেষ্ঠার নাম আকুতি, মধ্যমার নাম দেবহুতি, কনিষ্ঠার নাম প্রসূতি জানিবে। ৪।১।১।

ব্যাখ্যা। ব্যাখ্যার পূর্ব্বে চতুর্থ স্কন্ধের কিঞ্চিৎ উদ্দেশ্য প্রকাশ করা বিধেয় বোধ হওয়াতে তাহা বলিতেছি। ইতিপূর্ব্বে মহর্ষি শুকদেব মহারাজ পরীক্ষিৎকে ভাগবতের যে দশটী লক্ষণ বলেন; সেই দশটী লক্ষণই তৃতীয় হইতে দ্বাদশ স্কন্ধে পরিপূর্ণ আছে। তন্মধ্যে তৃতীয়ে—সর্গ অর্থাৎ সূক্ষ্ম ও সাধারণ সৃষ্টি এই উভয়ভাবই আছে। ভূতাদি ও মহত্তত্বাদি প্রকাশকে সূক্ষ্মসৃষ্টি কহে। প্রাণীবৃক্ষাদি সৃষ্টিকে সাধারণ সৃষ্টি কহে। ঐ দুই প্রকার সৃষ্টির লক্ষণ বা সূচনা তৃতীয়স্কন্ধে প্রকাশ হইয়াছে। এক্ষণে এই চতুর্থস্কন্ধে বিসর্গলক্ষণের কথা প্রকাশ হইতেছে। এই চতুর্থ স্কন্ধে একত্রিংশতিটি অধ্যায় আছে। তন্মধ্যে কেবল মাত্র বিসর্গের কথা লিখিত আছে। বিসর্গ বলিতে বিশেষ সৃষ্টি; মানব আদিকেই আর্য্য বৈজ্ঞানিকেরা বিশেষ সৃষ্টি কহেন। অর্থাৎ প্রাণীবৃক্ষাদি হইতে এই মানবজাতি

কোন উৎকৃষ্ট অথচ বিশেষ লক্ষণদ্বারা ভূষিত ; এই জন্ত এইরূপ জন্মমরণাত্মক ঈশ্বরলীলাকে বিশেষ সৃষ্টি কহে। এই সৃষ্টিতে ঈশ্বর রূপভেদে আপনি প্রকাশ হইয়া আত্মমহিমা প্রচার করিয়া [illegible] করেন। কি উপায়ে এই বিশেষসৃষ্টিকে অর্থান্তরে সংসার বলা যাইতে পারে ; সেই আচারব্যবহারসম্পন্ন সংসারের পরিচয় দিবার জন্তই এই চতুর্থস্কন্ধের অবতারণা হইয়াছে। এই স্কন্ধে আদি-মানব মনু হইতে মানবজাতির প্রকাশ, ঈশ্বর রূপান্বিত অবতার হইতে সমাজশৃঙ্খলা ও জ্ঞানবিজ্ঞানাদি লাভ এবং প্রাকৃতিক বা দৈবনিয়মে সেই আদিবংশের বিস্তারের কথা সামান্ততঃ বলা হইবে। পৌরাণিকেরা কহেন, ব্রহ্মা—মনু ও শতরূপাকে বংশ উদ্ভাবন করিতে সৃষ্টি করিয়া রুচি, কর্দ্দম, দক্ষাদি প্রজাপতি ও পরম পুণ্যাত্মা সপ্তর্ষির সৃষ্টি করেন। মনুর বংশীয় কন্তাগণকে প্রজাপতিগণ বিবাহ করেন এবং প্রজাপতির বংশীয় কন্তাগণকে সপ্তর্ষিগণ বিবাহ করিয়া ধরণীপূর্ণ সাত্বিক্ মানববংশের বিস্তার করেন। যখন আদি-সৃষ্টির কারণই দৈব এবং দৈবের নিয়মই প্রাণীজগতের সৃজন ও পালনাদি, তখন সেই দৈব হইতে ঋষিগণদ্বারা ঋষিবংশের বিস্তার হইয়াছে, ইহাও অসম্ভব নহে ; মনু হইতে মায়া দ্বারা যে মানব মানবীর সৃষ্টি হইয়াছে, ইহাও অসম্ভব নহে এবং প্রজাপতিগণ দ্বারা যে বংশপরম্পরাক্রমে দিগ্দেশ শাসিত ও প্রজা বর্দ্ধিত হইয়াছে, ইহাও অসম্ভব নহে। এক্ষণে সেই সমস্ত সূক্ষ্ম বিচার করা অসম্ভব হইতেছে। কারণ দৈবশক্তির নিগূঢ়তত্ত্ব বিজ্ঞানে সামান্ত অনুভব হয়। অতএব এই অনন্তকালের সৃষ্ট ব্রহ্মাণ্ডের মধ্যে কতক-গুলি মন্বন্তরের বিবরণ আর্য্যঋষিগণ যথাসাধ্য তালিকা করিয়া গিয়াছেন। তাহারই কিঞ্চিৎ আলোচনা করা বা আভাষ দেওয়াই বিসর্গ লক্ষণাক্রান্ত চতুর্থস্কন্ধের প্রয়োজন হইতেছে। বহু মন্বন্তরের মধ্যে অর্থাৎ প্রলয়ান্ত সৃষ্টির মধ্যে স্বায়ম্ভুব মন্বন্তরই আদি অর্থাৎ এই মন্বন্তরে ঈশ্বরকে—আপনা হইতে ব্রহ্মার সৃষ্টি এবং ব্রহ্মা হইতে মনু, ঋষি ও প্রজাপতিগণের সৃষ্টি করিতে হইয়াছে। ঐ মন্বন্তরে কিরূপে মনুর বংশ আরম্ভ হয়, তাহা প্রকাশার্থে প্রথমে শ্লোকে বলা হইল যে মনুর প্রিয়ব্রতাদি পুত্র ব্যতীত তিন কন্যা হয়। সেই মনুর পৌত্র ও দৌহিত্র বংশের দ্বারা ও ঋষিপ্রজাপতিগণের সংযোগে প্রথম মন্বন্তরে জগৎ নরপূর্ণ হইয়া-ছিল। পূর্ব্বোক্ত প্রসঙ্গের বিস্তার বিচারার্থ বিদুরমৈত্রেয়োক্তিতে শ্রীব্যাসের বাণী লইয়া শ্রীশুকদেব পরীক্ষিৎকে মনুদৌহিত্রবংশের কথা কহিতেছেন।

১। (হে বিদুর! পূর্ব্বে যে মনুকন্তাত্রয়ের কথা বলিলাম, তন্মধ্যে) মহারাজ মনু, প্রজাপতি রুচিকে, আপনার আকূতি নাম্নী কন্তা দান করিলেন। সেই কন্তার সহোদর ভ্রাতা থাকিলেও শতরূপা দেবীর অনুমতিতে সেই কন্তাকে পুত্রিকা ধর্ম্মানুসারে দান করা হইয়াছিল। ১-২।

১। ব্যাখ্যা। পূর্ব্বে নিজবংশ বৃদ্ধি করিবার জন্ত নানা উপায়ে পুত্র সংগ্রহ করা হইত। তন্মধ্যে পুত্রিকা করাও একটী উপায় হইতেছে। পুত্রিকা ধর্ম্মের তাৎপর্য্য এই যে :—

পাত্রকে নিজ কন্যা দানের পূর্ব্বে এই কথার স্বীকার করাইতে হয়—"আমি এই যে কন্যা দিলাম, ইহার গর্ভে পুত্র হইলে জ্যেষ্ঠটী আমাকে দান করিতে হইবে; আমি তাহাকে পুত্ররূপে পালন করিব। তাহার উপরে তোমার কোন অধিকার থাকিবে না।" মনু-দেব আপনার দুই পুত্র থাকিলেও কন্যার গর্ভজাত পুত্রকে নিজ পুত্ররূপে লইতে ইচ্ছা করিয়া রুচি প্রজাপতিকে নিজ কন্যা দান করিয়াছিলেন। আদিকালে ঈশ্বর যে অনেক মানবকে সৃজন করেন, তন্মধ্যে কতকগুলি একক হইয়া স্থানে স্থানে তপস্বীরূপে ছিলেন, কতকগুলি জীবন্মুক্তভাবে বিচরণ করিতেন; কেবল মনুই প্রথমতঃ দারপরিগ্রহ করিয়া পুত্রকন্যাদি উৎপাদন পূর্ব্বক ঐ পুরুষদের সহযোগে এই বিপুল সত্য সম্প্রদায়ের আবিষ্কার করিয়াছেন।

সেই প্রজাপতি রুচি মনুকন্যা আকূতিকে প্রাপ্ত হইয়া ঈশ্বরসমাধিতে সমাহিত থাকিয়া, তাঁহার গর্ভে যুগল পুত্রকন্যা উৎপাদন করিলেন। ৪। ১। ৩।

ব্যাখ্যা। আদিম অবস্থায় কেহই মায়ায় আবদ্ধ ছিলেন না, সকলেই স্বাভাবিক সত্ত্বপ্রকৃতিময় থাকিয়া কেবল ঈশ্বর উপাসনা করিতেন। ঈশ্বর দৈবনিয়মে যখন যে স্বভাব তাঁহাদের হৃদয়ে উদ্দীপন করিয়া দিতেন, তাঁহারা তৎসম্পাদনে প্রবৃত্ত থাকিতেন। এক্ষণে অনেকে দৈবনিয়ম বুঝিতে পারিবেন না। বিনা চেষ্টায় বিনা অভ্যাসে যে ভাব ভাবুকের হৃদয়ে স্বভাবতঃ উদয় হয়, তাহাকেই দৈবনিয়ম কহে। ঐ দৈবনিয়ম ত্রিগুণ দ্বারা ত্রিগুণাক্রান্ত জীবে তিনভাবে প্রকাশ হয়। সাত্বিক্ চেষ্টিতগণের হৃদয়ে পবিত্র বাসনা, পবিত্রোপায় দান করে। রাজসিক্ চেষ্টিতগণের হৃদয়ে রাজসভাবের অবতারণা করে, তামসিক্ চেষ্টিতগণের হৃদয়ে তমোভাবের উদ্ভাব করে। যাহার বাসনা যাহা চায় দৈব তাঁহাকে সেইভাব প্রতিপাদন করেন। এস্থলে রুচির হৃদয়ে বংশবৃদ্ধিহেতু মৈথুনভাব প্রকাশ করিলেন। ইহাই এস্থলে সমাধির তাৎপর্য্য।

হে বিদুর! আকূতির গর্ভে যে পুরুষ জন্মাইলেন, যজ্ঞরূপধারী সাক্ষাৎ বিষ্ণু সেই যজ্ঞনামে আবির্ভূত হইলেন এবং যে কন্যা জন্মাইলেন, ভূতগণের বিপদ্বিনাশিনী ভগবতী লক্ষ্মী যেন আপন অংশে দক্ষিণা নামে সেই কন্যারূপিণী হইলেন। ৪। ১। ৪। সেই যজ্ঞনামক পুত্র জন্মিয়াই রূপপ্রভাবে চারিদিক আলোকিত করিলেন, মহারাজ মনু সেই দৌহিত্রকে আনন্দের সহিত নিজগৃহে আনয়ন করিলেন। সুরূপা কন্যা দক্ষিণাকে রুচি প্রজাপতি গ্রহণ করিলেন। ৪। ১। ৫। সেই যজ্ঞকর্ত্তা ভগবান বিষ্ণুরূপধারী কুমার দক্ষিণার অভিলাষ পূর্ণ করিবার জন্য তাঁহাকে বিবাহ করিয়া পরম সুখানুভব করিলেন। উভয়ের সংযোগে দক্ষিণার গর্ভে দ্বাদশটী কুমার জন্মগ্রহণ করিল। ৪। ১। ৬।

ব্যাখ্যা। এক্ষণকার [illegible] বিবাহ শাস্ত্রানুসারে বিরুদ্ধ; সেই জন্য শাস্ত্রকর্ত্তা বলিতেছেন [illegible] ভগ্নী, ভ্রাতা [illegible] একবারে নিষ্কাম [illegible] তাহাকে বিবাহ করিবার জন্য [illegible] উপাসনা করেন, সেই উপাসনায় তুষ্ট হইয়া [illegible]

অভিমানবশতঃ কাশহেতু যজ্ঞকুমার দক্ষিণাকে বিবাহ করেন। আদিম অবস্থায় এরূপ না হইলে বংশবৃদ্ধির উপায় ছিল না।

একে একে যজ্ঞ ও দক্ষিণাতে তোষ, প্রতোষ, সন্তোষ, ভদ্র, শান্তি, ইড়স্পতি, ইধ্ম, কবি, বিভু, স্বাহ্ন, সুদেব ও রোচণ এই দ্বাদশটী কুমার প্রকাশ হয়। ৪। ১। ৭। এই স্বায়ম্ভুব মন্বন্তরে ঐ দ্বাদশটী কুমার তুষিত নামক দেবতা হইয়াছিলেন। মরিচী প্রভৃতি ঋষিগণ ঋষি হইয়াছিলেন। যজ্ঞকুমার ইন্দ্র হইয়াছিলেন এবং ঐ যজ্ঞই বিষ্ণুরূপী ছিলেন বলিয়া তিনিই ঐ মন্বন্তরের অবতার হইয়াছিলেন। প্রিয়ব্রত ও উত্তানপাদ নামক মনুরাজের অতিশয় তেজোবান্ পুত্রদ্বয় সেই মন্বন্তরের নৃপতি ছিলেন। হে বিদুর! এইরূপে মনুরাজের পুত্রপৌত্র ও দৌহিত্রাদি দ্বারা স্বায়ম্ভুব মন্বন্তর গত হয়। ৪। ১। ৮। ৯।

ব্যাখ্যা। প্রকৃতিতত্ত্ববিদ্‌গণে কালমান্ স্থির করিয়া কত সময়ে এক এক প্রকার প্রকৃতির পরিবর্ত্তন হয় তাহা স্থির করিয়াছেন। একটী এমন বিস্তীর্ণ কাল, যে সময়ের দ্বারা প্রাকৃতিক্ সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তন বোধ হয়, তাহাকে মন্বন্তর কহে। অর্থাৎ একেবারে আদি প্রকাশ্য সৃষ্টিসমূহ রূপান্তর প্রাপ্ত হয়। মনুই মানবের মধ্যে আদি বলিয়া তাঁহারই নামে ঐ প্রাকৃতিক্ পরিবর্ত্তনাত্মক কালের নাম মন্বন্তর দেওয়া হইয়াছে। ঐ মন্বন্তরে সূক্ষ্ম পরিবর্ত্তন বহুতর হয়। তাহার প্রত্যেক পরিবর্ত্তনকে এক এক মহাযুগ কহে। সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর, কলি এই চারি যুগে এক মহাযুগ হয়। প্রায় তিনশত মহাযুগে এক মন্বন্তর ঘটে। মন্বন্তরের ছয়টী লক্ষণ; রাজা—নিয়ম সংস্থাপক। দেবতা বা জ্ঞানীবৃন্দ। ঋষি অর্থাৎ উপদেষ্টা। প্রজাপতি অর্থাৎ ভুবনের বিভিন্ন স্থানের অধিপতি ও সমাজবর্দ্ধক। উহাদের বংশ, ঈশ্বর অবতার, ইন্দ্র অর্থাৎ ভোগপতি। এই ছয়টী প্রত্যেক মন্বন্তরে নূতনরূপে সৃষ্ট হয় ও প্রকাশিত হয়, তিনশত মহাযুগের শেষে বা এক মন্বন্তরের শেষে ঐ ছয়টী অবস্থারই লোপ হয়, ইহাই আর্য্যবিজ্ঞানের কথা। ঐ নিয়মে স্বায়ম্ভুব মন্বন্তরে মনু রাজা হইয়াছিলেন, যজ্ঞকুমার অবতার হইয়াছিলেন, রুচি প্রভৃতি প্রজাপতি হইয়াছিলেন। মরীচি প্রভৃতি ঋষি হইয়াছিলেন। তুষিত প্রভৃতি দ্বাদশ কুমার দেবতা অর্থাৎ জ্ঞানীবৃন্দ হইয়াছিলেন। যজ্ঞকুমারই ভোগপতি ইন্দ্র ছিলেন। প্রিয়ব্রতাদি মনুর বংশ পরবর্ত্তী রাজা ছিলেন। অর্থাৎ একটী সমাজ স্থাপন্ করিতে যাহা প্রয়োজন, তাহার প্রধানতঃ যাহা উল্লেখ করা হইল, এ সমস্তই ছিল। ইহাই তাৎপর্য্য।

হে বৎস বিদুর! মনুর দেবহূতি নাম্নি কন্যা, যিনি কর্দম প্রজাপতি কর্তৃক বিবাহিত হয়েন, তাঁহার পরিচয় আমি পূর্ব্বে দিয়াছি। ৪। ১। ১০। মনুরাজের প্রসূতি নামে যে কন্যা ছিলেন; ব্রহ্মার পুত্র দক্ষ নামে যে প্রজাপতি ছিলেন, তিনিই তাঁহাকে বিবাহ করেন, তাঁহার বংশধারাও এই ত্রিলোক পরিপূর্ণ হইয়াছিল। ৪। ১। ১১। মৈত্রেয় কহিলেন;— কিন্তু পূর্ব্বে আমি বলিয়াছিলাম যে প্রজাপতি কর্দমের দেবহূতি সংযোগে নয়টী কন্যা হইয়াছিল [illegible] তাহারা সকলেই [illegible] পত্নী হইয়াছিলেন। এক্ষণে তাঁহাদের [illegible] শ্রবণ কর। হে বিদুর! কলানামে যে কর্দমের কন্যা ছিলেন; তিনি

মরীচি নামক ব্রহ্মর্ষিকে বিবাহ করেন। তাঁহার কশ্যপ নামে এক পুত্র এবং পূর্ণিমা নাম্নি এক কন্যা হয়। তাঁহাদের বংশে জগৎ পরিপূর্ণ হইয়াছে।৪।১।১২।১৩। অপর কন্যাগণের পরিচয় পরে দেওয়া হইবে, এক্ষণে পূর্ণিমার বংশের কথা শ্রবণ কর। সেই পূর্ণিমার গর্ভে বিরজ ও বিশ্বগতি নামে দুই মহাবলশালী পুত্র জন্মগ্রহণ করেন এবং যিনি জন্মান্তরে শ্রীহরির পাদধৌত সলিলরূপী দেবনদী হইবেন, তিনিই ইহজন্মে দেবকুল্যা নাম্নি পূর্ণিমার কন্যা হইলেন।৪।১।১৪। হে বিদুর! অত্রি মহর্ষি অনসূয়া নাম্নি কর্দমদুহিতাকে বিবাহ করেন। পত্নীর সংযোগে ভগবান অত্রি, ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বরের অংশে তিনটী সন্তান প্রাপ্ত হয়েন। একের নাম দত্তাত্রেয়, অপরের নাম দুর্ব্বাসা, সর্ব্বানুজের নাম চন্দ্র হইতেছে।৪।১।১৫।

ব্যাখ্যা। পুরাণের অনেক স্থলে এই শ্লোকোক্তির ন্যায় দেবতার অংশে মানবাদির জন্মকথা দেখিতে পাওয়া যায়। তাহার দুই প্রকার অর্থ; এক অর্থে যে দেবতা বা যে শক্তি যে গুণের রূপক হয়; সেই রূপক লইয়া তাহার অংশস্বরূপ মানবও রূপকল্পনায় প্রকাশিত হইয়াছে; বুঝিতে হইবে। যেমন ধর্ম্মরাজের অংশে রাজা যুধিষ্ঠিরের জন্ম। মহাভারতে পরিপূর্ণ ধর্ম্মকেই রূপকে যুধিষ্ঠির বলা হইয়াছে। বাস্তবিক ধর্ম্মের সে সকল গুণ থাকা উচিত যুধিষ্ঠিরের জীবনে তাহা কল্পনা করিয়া ফলাফল দেখান হইয়াছে। প্রকৃতার্থ এই যে, সত্ত্ব, রজো, তমো এই তিন গুণের সাহায্যে মহাপ্রকৃতিতে শত শত শক্তি ও পুরুষের আবির্ভাব ঘটে। ঐ শক্তি ও পুরুষগণ দ্বারা এবং সমস্ত প্রকৃতিপুরুষাত্মক গুণাবলির দ্বারা জীবের স্বভাব সংগঠিত হইয়া থাকে, এই নিয়মে যাহার যে গুণাপন্ন চরিত্র তাহার সেই গুণাংশে জন্ম বলা হইয়া থাকে। এ স্থলে ব্রহ্মা রজোগুণে মণ্ডিত, চন্দ্র নামক অত্রিসন্তান রাজসিক প্রকৃতিময় হওয়াতে তাহাকে ব্রহ্মাংশে বলা হইল। বিষ্ণু সত্ত্বগুণময় হওয়াতে, অত্রিকুমার দত্তাত্রেয় পরমহংস ধর্ম্মাবলম্বন করাতে তাঁহাকে বিষ্ণুর অংশ বলা হইল। মহেশ্বর তমোগুণময়; অত্রিকুমার দুর্ব্বাসাও তমোগুণময় ছিলেন, এই জন্য তাঁহাকে মহেশ্বরাংশে জন্ম বলা হইল।

পূর্ব্বোক্ত বর্ণনা শ্রবণ করিয়া বিদুর আশ্চর্য্য হইয়া মৈত্রেয়কে জিজ্ঞাসা করিলেন। হে সাধো! হে গুরো! দেবশ্রেষ্ঠ সকল সুরশ্রেষ্ঠগণ যাঁহারা এই ব্রহ্মাণ্ডের সৃজনপালন করে, সেই প্রাচীন মহাত্মারা কিজন্য অত্রির গৃহে জন্ম গ্রহণ করিলেন, তাহা আমাকে বলুন।৪।১।১৬। বিদুরের সংশয় নিবারণার্থে শ্রীমৈত্রেয় কহিলেন;—হে বিদুর! ব্রহ্মার পুত্র ভগবান অত্রি অতিতেজা ব্রহ্মর্ষি ছিলেন; তিনি বিধাতা কর্ত্তৃক সৃষ্টিকার্য্যে আজ্ঞাত হওয়াতে; [illegible] করিবেন, এই সাধনার জন্য পত্নীর সহিত ঋক্ষনামক কুলাচলে তপস্যা করিতেছিলেন।৪।১।১৭। সেই পর্ব্বতের সর্ব্বাঙ্গসৌন্দর্য্যের কথা আর কি বলিব? চতুর্দ্দিকে [illegible] ছিল; তাহাতে পলাশ ও অশোকাদি বৃক্ষসমূহ [illegible] [illegible] ছিল, নির্ব্বিন্ধ্যা নামক পবিত্রা নদীকে [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] হইতেছিল।৪।১।১৮। এমন মনোহর পর্ব্বতের উপরে ব্রহ্মর্ষি

অত্রিদেব শতবর্ষ পর্যন্ত তপস্যাতে নিমগ্ন থাকিয়া প্রাণায়ামদ্বারা মনসংযম করিয়াছিলেন; শীত বাত্যাদি রহিত হইয়া, অনিল ভোজনে একপদে দণ্ডায়মান ছিলেন। ৪।১।১৯। তিনি এইরূপ কঠোর তপস্যা করিতে করিতে এই চিন্তা করিতেছিলেন যে, হে জগদীশ্বর! আমি কায়মনে আপনার শরণ লইয়াছি, আমার প্রতি প্রসন্ন হইয়া, আপনার ন্যায় সর্ব্বগুণবান্ পুত্র প্রদান করুন। ৪।১।২০। হে বিদুর! ভগবান অত্রিমুনি এমন কঠোর প্রাণায়ামে নিরত ছিলেন, যে তাঁহার শারীরিক তেজঃ,অগ্নি সর্ব্বশরীরাতিক্রম পূর্ব্বক শিরোদেশ ভেদ করিয়া প্রকাশ হইয়াছিল। সেই অগ্নিপ্রভাবে ত্রিভুবন আলোকিত হইয়াছিল। ইহা দেখিতে যত মুনিগণ, অপ্সরগন্ধর্ব্বগণ, সিদ্ধবিদ্যাধরগণ ও যক্ষনাগগণ তথায় আগমন পূর্ব্বক অত্রির অপূর্ব্ব তপস্যা দর্শনে আশ্চর্য্য হইয়া, তাঁহার যশোগান করিতেছিলেন। ৪।১।২১।২২। সেই মহাতপস্বী ভগবান অত্রিদেব তপোবলে বিদ্যোতিত হইয়া একপদে থাকিতে থাকিতে দেখিলেন, আকাশমার্গে ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর দেবতাদি তাঁহাকে দেখিতে আসিয়াছেন। ভগবানত্রয়কে দেখিয়া ঋষি আপনাকে কৃতার্থ মনে করিয়া ভূমিষ্ঠ হইয়া তাঁহাদের প্রণাম করতঃ কৃতাঞ্জলি হইয়া দণ্ডায়মান রহিলেন! মুনির এবম্বিধ প্রগাঢ় ভক্তিভাব দর্শন করিয়া সেই বৃষারূঢ় মহেশ্বর, হংসারূঢ় ব্রহ্মা এবং গরুড়ারূঢ় ভগবান হরি, মৃদু মৃদু হাস্যময় বদনে মুনির প্রতি প্রসন্নভাবে কৃপাকটাক্ষপাত করিতে লাগিলেন। ৪।১।২৩।২৪।

ব্যাখ্যা। এই আবির্ভাবটী মহর্ষি কিরূপে দেখিলেন,—না, যোগাবিষ্ট প্রাণায়ামাবস্থায়। কোথায় দেখিলেন? না—গগণ পথে। ইহাতে স্পষ্টই বলা হইল যে, যোগে ঈশ্বরকে ধ্যান করিতে করিতে তাঁহার সত্ত্ব রজঃ ও তমোগুণাত্মক মূর্ত্তিকে হৃদয়গগনে দর্শন করিলেন। বৃষ বলিতে ধর্ম্ম বা কর্ম্মফল। হংস বলিতে বিশুদ্ধ জ্ঞান বা বুদ্ধি। গরুড় বলিতে বিজ্ঞান বা বেদ। এই ত্রিবিধ স্বভাবের উপরে ঐ একমাত্র পুরুষ তিনটী গুণময় হইয়া মূর্ত্তিভেদে বর্ত্তমান আছেন। ইহাই দেখিলেন। এই ভাবোদ্দীপনে ঋষির মনে কিরূপ কল্পনার উদয় হইল, তাহা পরে বলা যাইতেছে।

ঐ পুরুষত্রয়ের তেজোময়ী দীপ্তিতে মুনিবরের বাহ্য চক্ষু মুদিত হইয়া গেল, তাঁহাদের প্রেমভাবে মুনিবরের চিত্ত সংরত হইয়া গেল, তিনি স্বভাবতঃ কৃতাঞ্জলি হইয়া ত্রিভুবনের মধ্যে যে সকল [illegible] প্রেম বা ভক্তির পরাকাষ্ঠা দেখাইতে পারে, সেই সকল দেববাণীর দ্বারা তাঁহাদের স্তব করিতে লাগিলেন। ৪।১।২৫। ভগবান অত্রি প্রেমগদগদভাবে কহিলেন;—যিনি [illegible] কিন্তু প্রতিকল্পান্তে মায়াগুণ দ্বারা বিভাজিত হইয়া এই ব্রহ্মাণ্ডের সৃজন, পালন ও সংহরণাদির জন্য ভিন্ন ভিন্ন দেহত্রয় ধারণ করিয়া থাকেন; সেই তেজোরাশি [illegible] ব্রহ্মাবিষ্ণু ও গিরিশকে আমি প্রণাম করি। হে প্রভুগণ! [illegible] একমাত্র ঈশ্বরকেই স্মরণ করিয়াছিলাম। [illegible] পূর্ব্বকালে আমি পুত্রার্থী [illegible] করিয়াছিলাম [illegible] আমি স্বপ্নেও ভাবি নাই যে, [illegible]

তাঁহারা তিনজনেই এ দাসের সমীপে আসিবেন। হে দেবগণ! ইহা ভাবিয়া আমি অত্যন্ত চিন্তিত হইয়াছি। ৪।১।২৬।২৭। এতদ্বর্ণনানন্তর শ্রীমৈত্রেয় বিদুরকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন ;—হে বৎস! মহর্ষি অত্রি পূর্ব্বপ্রকারে স্তব সমাপ্ত করিলে, সেই ভগবানেরা ঋষির আরাধনায় তুষ্ট হইয়া মধুর বাক্যে তাঁহাকে কহিলেন ;—। ৪।১।২৮। হে ঋষে! তুমি যাহা বলিলে তাহা সত্য ; হে ব্রহ্মন্! তুমি একমাত্র পরমেশ্বরকেই ভাবনা করিয়াছিলে বটে ; কিন্তু আমরা তিনেই সেই এক ঈশ্বর হইতেছি, সেই জন্য তোমার সাধু সংকল্প পূরণ করিবার জন্য তিনজনেই আগমন করিয়াছি। ৪।১।২৯। হে অঙ্গ! হে সাধো! আমাদের তিনজনের অংশেতেই তোমার আত্মজত্রয় হইবে ; সেই পুত্রত্রয়দ্বারা তোমার কীর্ত্তি ত্রিভুবনে বিখ্যাত হইবে। ৪।১।৩০। ভগবানগণ এই প্রকার বর দিয়া মহর্ষি অত্রিকে ও তাঁহার পত্নীকে সাদর সম্ভাষণ করিয়া, আপনাপন বাহন সহযোগে আপনাপন স্থানে গমন করিলেন। ৪।১।৩১। হে বিদুর! সেই ভগবানগণের বরে ব্রহ্মার অংশে চন্দ্রের জন্ম হইল, বিষ্ণুর অংশে দত্তাত্রেয়ের জন্ম হইল, মহাদেবের অংশে দুর্ব্বাসা মুনির জন্ম হইল। এইরূপে অত্রির বংশের পরিচয় দিলাম, এক্ষণে অঙ্গিরা ঋষির বংশের কথা শ্রবণ কর। ৪।১।৩২। দেখ বিদুর! ব্রহ্মর্ষি অঙ্গিরা শ্রদ্ধা নাম্নি কর্দ্দম দুহিতাকে বিবাহ করেন। তাঁহাদের সংযোগে চারিটী মাত্র কন্যা হয়। প্রথমার নাম সিনিবালী, দ্বিতীয়ার নাম কুহূ, তৃতীয়ার নাম রাকা ; চতুর্থার নাম অনুমতি হইতেছে। ঐ কন্যাগণের গর্ভে যে সকল পুত্রাদি হয়, তাঁহারাই স্বারোচিষ নামক মন্বন্তরে বিখ্যাত হয়েন, তন্মধ্যে উতথ্য নামে যে পুত্র তিনি সাক্ষাৎ ভগবান স্বরূপ পবিত্র ছিলেন। বৃহস্পতি নামক কুমারও ত্রিলোক বিশ্রুত জ্ঞানী ও ব্রহ্মপরায়ণ ছিলেন। ৪।১।৩৩।৩৪। হে বিদুর! হবির্ভূ নামক কর্দ্দম দুহিতাকে ভগবান পুলস্ত্য বিবাহ করেন। তাঁহার ঔরসে মহামুনি অগস্ত্য জন্মগ্রহণ করেন, তিনি পরজন্মে জঠরাগ্নি হইয়া অবস্থিতি করেন। অধিকন্তু মহর্ষির আর এক পুত্র হয়, তাঁহার নাম বিশ্রবা ; তিনি মহাতপস্বী ছিলেন। ৪।১।৩৫।

ব্যাখ্যা। জঠরাগ্নি বলিতে যে তেজঃ দ্বারা উদরগত বা ভুক্ত অন্ন জীর্ণ হইয়া থাকে। অর্থাৎ মহর্ষি অগস্ত্যই ঐ জঠরাগ্নি হ্রাসবৃদ্ধি করিবার উপায় বিধান করিয়া গিয়াছেন। এস্থানে জন্মান্তর বলিতে এক জন্মেই দ্বিতীয় দেহ ধারণ। এই বিষয় উপলক্ষে এক প্রাচীন প্রবাদ আছে যে, বাতাপি নামে এক ভীষণ রাক্ষস ছিল। সেই দুর্দ্দান্ত রাক্ষস ঋষি বা সংসারী—যাহাকে পাইত সকলকেই ভক্ষণ করিত। তাহাতে ঋষিদের যোগনাশ ও তপোভঙ্গে অধোগতি হইত বলিয়া, ঐ বাতাপিকে নাশ করিবার জন্য মহামুনি অগস্ত্যকে তাঁহারা সকলে অনুরোধ করেন, তাহাতে তিনি সকলের দুঃখ বিমোচনার্থে আত্মনিগ্রহ স্বীকার করিয়া, সেই ভীষণ রাক্ষস বাতাপির সম্মুখে গমন করেন। ঋষির ইল্বল প্রযুক্ত বাতাপি তাঁহাকে ভক্ষণ করে। অগস্ত্যদেব উদরে প্রবিষ্ট হইয়া তাহার জঠরানল প্রদীপ্ত করিয়া ভীষণ যাতনা দিতে লাগিলেন। ক্রমে সেই যাতনায় তাহার উদর বিদীর্ণ হওয়াতে রাক্ষসের মৃত্যু ঘটিয়াছিল। এই পৌরাণিক প্রবাদানুসারে অগস্ত্যের

নাম জঠরানল বলিয়া প্রসিদ্ধ আছে। কোন কোন মহাত্মা ঐ প্রবাদকে পৌরাণিক বলিয়া রূপক বিবেচনা করিয়া কহেন যে, ঋষিগণ মনকে সংযত করিতে পারেন অর্থাৎ আধিভৌতিক পীড়া যমনিয়মাদির আচারে শান্ত করিতে পারেন। আধিদৈবিক পীড়া শান্তি ও ঔষধাদির দ্বারা নিবারণ করিতে পারেন। কিন্তু আধ্যাত্মিক পীড়া অর্থাৎ ক্ষুধাতৃষ্ণাদি সহজে জয় করিতে না পারায়, তাঁহাদের প্রায়ই চিত্ত আসক্তিতে পরিপূর্ণ হইত। ঐ ক্ষুধাতৃষ্ণাদি রূপী আধ্যাত্মিক পীড়াকে বাতাপি নামে রাক্ষসরূপে ও ক্ষুধাবিজয়নিয়মোদ্ভাবনকর্ত্তা মহর্ষি অগস্ত্যকে জঠরানলরূপে শেষে কল্পনা করা হইয়াছে। ইহাই প্রকৃত ভাব।

হে বিদুর! সেই মহর্ষি পুলস্ত্যের যে বিশ্রবা নামে পুত্র হইয়াছিল। তাঁহার দুই পত্নী, একের নাম ইলবিলা, সেই পত্নীর গর্ভে যক্ষপতি কুবের জন্মগ্রহণ করেন। অপর পত্নীর নাম কেশিনী, তাঁহার গর্ভে রাবণ, কুম্ভকর্ণ ও বিভীষণাদি রাক্ষসের জন্ম হয়। ৪। ১। ৩৬।

ব্যাখ্যা। এই রাবণকুম্ভকর্ণাদি পবিত্র ঋষিবংশ হইতে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন এস্থানে বলা হইল। পুরাণকর্ত্তারা এক এক মহাত্মার জীবনের পরমার্থভাবকে ঐশ্বরিক ভাবে আরোপ করিয়া উপদেশ দিবার জন্য কল্পনা করেন মাত্র। এই রাবণাদির জন্মপ্রবাদ নানা ভাবে আছে। তৃতীয়স্কন্ধে বলা হইয়াছে যে, সনকাদি ঋষিগণকে বৈকুণ্ঠদ্বারে যে দ্বারিদ্বয় অবমাননা করেন, ভগবান হরি তাঁহাদের রাক্ষসযোনিতে প্রেরণ করেন। পরে তাঁহাদের বলেন যে তৃতীয় জন্মের পরে আমি তোমাদের উদ্ধার করিব। এই কথা জগৎকে শিক্ষা দিবার নিমিত্ত অর্থাৎ দুর্জ্জনকে পবিত্র কিরূপে করিতে হয়, তাহা জানাইবার নিমিত্ত তিন জন্মেই আমি তোমাদের সহিত সমর করিব। প্রথম জন্মে তাহারা হিরণ্যাক্ষ ও হিরণ্যকশিপু। দ্বিতীয় জন্মে তাহারা রাবণ, কুম্ভকর্ণ। তৃতীয় জন্মে তাহারা কংসাদি; তাহার তাৎপর্য্য এই যে কংসাদি বা রাবণাদি যথার্থই দুর্বৃত্ত নরপতিরূপে কোন কোন বংশে জন্মিয়াছিল। তাহাদের জীবনস্রোতের সঙ্গে উপদেশার্থে দৈবকল্পনা সংযোজিত করিয়া রাবণাদির অপূর্ব্ব চরিত্র কবিগণদ্বারা রচিত হইয়াছে; বুঝিতে হইবে। ঐ অসুরগণের মধ্যে কতকগুলি সূক্ষ্ম, তাহারা প্রাকৃতিক; অর্থাৎ প্রকৃতিগুণ, তমোপ্রভাব, যেমন হিরণ্যকশিপু মধুকৈটভ; শুম্ভনিশুম্ভ, সুন্দ উপসুন্দ প্রভৃতি। কতকগুলি স্থূল অর্থাৎ রাবণকংসাদি। যথার্থ চরিত্রের উপরে কল্পনা করিয়া জীবন্ত উপদেশ দেওয়াই পুরাণের উদ্দেশ্য।

হে বৎস বিদুর! পুলহ নামক মহর্ষির সহিত গতি নাম্নী কর্দমদুহিতার পরিণয় হয়। গতিদেবী ঋষিসহবাসে পরম সাধুকর্ম নামে, মহামতি সহিষ্ণু ও বরীয়াংস নামে তিন কুমার প্রসব করেন। ৫। ১। ৩৭। মহর্ষি ক্রতু ক্রিয়ানাম্নী কর্দম দুহিতাকে বিবাহ করেন। উক্ত যোগ সহযোগে ষষ্টিসহস্র বালিখিল্য ঋষিবংশের প্রচার হয়। ঐ ঋষিগণ এতদূর ব্রহ্মতেজী যে, [illegible] ব্রহ্মতেজে প্রজ্বলিত হন। ৬। ১। ৩৮। মহর্ষি বশিষ্ঠ [illegible] অরুন্ধতীকে বিবাহ

করেন। তাঁহার গর্ভে বশিষ্ঠের সাতটী ব্রহ্মর্ষিবংশের প্রকাশ হয়। চিত্রকেতু, সুরোচিঃ, বিরজ, মিত্র, উল্বন, বসুভৃদ্, দ্যুমান্, দ্যুমান ও শক্তিপ্রভৃতি, ইহারা সকলেই ব্রহ্মতেজে পরিপূর্ণ ছিলেন। ৪। ১। ৩৯। ৪০। মহর্ষি অথর্ব্বা চিত্তি নামক পত্নী লাভ করেন। উভয়ের সংযোগে এক মহাতপস্বী ও ব্রতধারী পুত্র হয়। তাঁহার মস্তক অশ্বের ন্যায় ছিল। তাঁহার নাম দধিচী ছিল। হে বিদুর! এক্ষণে ভৃগুবংশের বিষয় শ্রবণ কর। ৪। ১। ৪১। মহর্ষি ভৃগু খ্যাতি নামে কর্দ্দমদুহিতাকে বিবাহ করেন। তাঁহার গর্ভে ঋষি, ধাতা, বিধাতা এবং শ্রী এই তিন মহাতেজী কুমার ও এক কন্যা লাভ করেন, ঐ কুমারগণ সকলেই ভগবৎপরায়ণ ছিলেন। মহর্ষির আয়তি এবং নিয়তি নামে দুইটি কন্যাও হয়। সেই দুইটি কন্যাকে তিনি ধাতা ও বিধাতা নামক ভ্রাতৃদ্বয়ের সহিত বিবাহ দেন। সেই ধাতার ঔরসে আয়তির গর্ভে মৃকণ্ড নামক ঋষির জন্ম হয়। বিধাতার ঔরসে নিয়তির গর্ভে প্রাণ নামক পুত্রের জন্ম হয়। ঐ মৃকণ্ডের ঔরসে মার্কণ্ডেয় মুনি এবং প্রাণের ঔরসে বেদশিরা মুনি জন্মলাভ করেন। মহর্ষি ভৃগুর উশনা নামে দ্বিতীয়া পত্নী ছিল। সেই পত্নীর গর্ভে মহাতেজী শুক্রাচার্য্যের জন্ম হয়। ৪। ১। ৪২। ৪৩। ৪৪। হে কত্তা বিদুর! ঐ সপ্তর্ষিগণ আপন আপন পুত্রপৌত্রগণদ্বারাই ব্রহ্মাণ্ডে ঋষি ও সংসারীর বিস্তার সাধন করিয়াছেন জানিবে। এইতো তোমার নিকটে প্রজাপতি কর্দ্দমের দৌহিত্রবংশের ব্যাপ্তিকথা কহিলাম; আনুপূর্ব্বিক শ্রদ্ধাসহকারে ইহা শ্রবণ করিলে নিশ্চয়ই কলুষ নাশ হইয়া থাকে। ৪। ১। ৪৫। হে বিদুর! ভগবান ব্রহ্মার পুত্র দক্ষ প্রজাপতি, মনুরাজকন্যা প্রসূতিকে বিবাহ করেন, এ কথা বলা হইয়াছে। ঐ দক্ষের ষোড়শটী অতি সুন্দরী কন্যা হয়; ঐ কন্যাষোড়শের মধ্যে ত্রয়োদশটী কন্যা ধর্ম্মরাজকে দেওয়া হয়। একটী (স্বাহা) অগ্নিদেবকে দেওয়া হয়। একটী (স্বধা) পিতৃগণকে দেওয়া হয়। সংসারবন্ধন ছিন্ন করিবার জন্য অপরটী মহেশ্বরকে দেওয়া হয়। উহাদের মধ্যে শ্রদ্ধা, মৈত্রী, দয়া, শান্তি, তুষ্টি, পুষ্টি, ক্রিয়া, উন্নতি, বুদ্ধি, মেধা, তিতিক্ষা, হ্রী, মূর্ত্তি এই ত্রয়োদশটী ধর্ম্মের পত্নী হইতেছেন। ধর্ম্মসংযোগে ঐ পত্নীগণের মধ্যে শ্রদ্ধার গর্ভে সত্যতার জন্ম; মৈত্রীর গর্ভে প্রসন্নতার জন্ম, দয়ার গর্ভে অভয়ের জন্ম, শান্তির গর্ভে সুখের জন্ম, তুষ্টির গর্ভে আনন্দের জন্ম, পুষ্টির গর্ভে বিস্ময়ের জন্ম হইয়াছিল। ক্রিয়ার গর্ভে যোগের (মায়া ও জ্ঞানের সংযোগকর্ত্তা) জন্ম; উন্নতির গর্ভে দর্পের জন্ম, বুদ্ধির গর্ভে অর্থ অর্থাৎ কৌশলের জন্ম হইয়াছিল। মেধার গর্ভে স্মৃতির জন্ম, হ্রীর গর্ভে প্রশ্রয় অর্থাৎ ক্রমে ক্রমে অভ্যাসের জন্ম, মূর্ত্তির অর্থাৎ (মায়াময় জীবমূর্ত্তির) গর্ভে নর ও নারায়ণ নামক ঋষিদ্বয়ের জন্ম হইয়াছিল। (নর বলিতে মানব দেহ, নারায়ণ বলিতে আত্মা) ঐ নর ও নারায়ণ ঋষি সর্ব্বগুণোৎপাদনকর্ত্তা হইতেছেন। তাঁহাদের জন্ম হইবার মাত্রে সমস্ত ব্রহ্মাণ্ড আনন্দে পূর্ণ হইয়াছিল। সকল জীবের মন, দিক্‌ সকল এবং পর্ব্বতাদি প্রসন্নভাব ধারণ করিয়াছিল। আকাশ হইতে পুষ্পবৃষ্টি হইয়াছিল। স্বর্গে দুন্দুভি ও তুরী বাজিয়াছিল। মুনিগণ সন্তুষ্ট হইয়াছিলেন। গন্ধর্ব্বগণ তাঁহাদের গুণকীর্ত্তন করিয়াছিলেন। অপ্সরীগণ নৃত্য করিয়াছিলেন। এই সকল শুভলক্ষণের প্রকাশ দেখিয়া ব্রহ্মাদি দেবতাগণ সেই নারায়ণের সন্নিহিত হইয়া স্তব করিয়াছিলেন। ৪। ১। ৪৬—৫৬।

ব্যাখ্যা। দক্ষের সৃষ্টিকে সুক্ষসৃষ্টি কহে। এই সৃষ্টিদ্বারা জীবের সূক্ষ্ম উপকরণসমূহের আবিষ্কার হইয়াছিল। ধর্ম্ম বলিতে যাহাতে সংসারের শান্তিশক্তিসমূহের আবিষ্কার হয়। প্রকৃত শান্তিলাভের জন্য যে সকল সূক্ষ্মা ও পবিত্রা শক্তির প্রয়োজন হয়,তাহাই ধর্ম্মপত্নী ও দক্ষকন্যারূপে কল্পনা করা হইয়াছে। উহার মধ্যে যে নারায়ণের কথা বলা হইয়াছে, তাহার মধ্যে নরাংশকে জীবের রূপক এবং নারায়ণকে আত্মার রূপক বলা হইয়াছে। ঐ উভয়ের পবিত্রতা দেখাইবার জন্য ব্রহ্মাদির স্তবের কল্পনা করা হইল।

ব্রহ্মা ঐ ঋষিযুগলকে স্তব করিতে করিতে বলিলেন ;—যিনি আপন মায়ায় গন্ধর্ব্বপুরী বা মায়াপুরীর ন্যায় প্রকাশমান্ এই বিশ্বকে বিরচিত করিয়াছেন এবং যিনি আপনাকে লীলাতে লীন রাখিবার জন্য অদ্য ধর্ম্মগৃহে স্বয়ং আদি বা জন্মমৃত্যুরহিত হইয়াও ঋষিমূর্ত্তিতে জন্মিয়াছেন, সেই পরমপুরুষকে নমস্কার করি। ৪।১।৫৪। যিনি একমাত্র অনুমান-সিদ্ধ বস্তু হইতেছেন; যিনি সৃষ্টিস্থিতি প্রলয়াদি কার্য্য করিবার জন্য আমাদের দ্বারা দেবগণকে আপনার সত্ত্বগুণযোগে সৃজন করিয়াছেন। যাঁহার নয়নযুগল দেবী লক্ষ্মীর আবাসভূমিস্বরূপ নির্ম্মল কমলদলকেও তিরস্কার করিতেছে ; সেই দেবতা অদ্য ধর্ম্মের গৃহে প্রকাশ হইয়াছেন। অতএব তিনি আমাদের উপরে পরিপূর্ণ করুণা দৃষ্টিতে দর্শন করুন। ৪।১।৫৫। হে বৎস বিদুর! সেই নর ও নারায়ণরূপী ঋষিযুগল এইরূপে দেবগণকর্ত্তৃক স্তুত ও অভিবন্দিত হইয়া সকলের প্রতি করুণাদৃষ্টিতে অবলোকন করিতে করিতে গন্ধমাদন পর্ব্বতে গমন করিলেন। ৪।১।৫৬। হে সাধো! এই নর ও নারায়ণ নামক ঋষিযুগলই হরির অংশরূপে এই মন্বন্তরে আবির্ভূত হইয়াছেন। এই মহাত্মাগণই অপরযুগে ত্রিভুবনের দুঃখ নিবারণার্থে যদুবংশে ও কুরুবংশে কৃষ্ণার্জ্জুন নামে আবির্ভূত হইবেন। ৪।১।৫৭।

ব্যাখ্যা। প্রতি মন্বন্তরে এইরূপে নর ও নারায়ণ নামে আবির্ভাবের কথা লিখিত হইয়াছে। স্বারোচিষ মন্বন্তরে নৃসিংহ ও প্রহ্লাদ নামে নরনারায়ণের আবির্ভাবের কথা লিখিত আছে। স্বায়ম্ভুব মন্বন্তরে এই নর ও নারায়ণ নাম প্রসিদ্ধ রহিয়াছে। এইরূপে শেষ মন্বন্তরে কৃষ্ণার্জ্জুনের আবির্ভাবের কথা আছে। আর্য্যবৃন্দ বলেন :—নরনারায়ণরূপী হইবার তাৎপর্য্য এই যে—জীবকে পরমতত্ত্ব শিক্ষা দিবার জন্য, তিনি একাংশে জীবরূপে অপরাংশে আপনি পূর্ণরূপে প্রকাশ হইয়া শত শত দুর্দ্দৈব সেই জীবরূপী সখার উপরে আরোপিত করেন, শেষে সেই সখাকে সকল বিপদ হইতে মুক্ত করিয়া জগৎকে হরিপরায়ণ ও আপনার প্রিয় হইতে শিক্ষা দেন। অনেকে বলিতে পারেন, রক্ষা দেখাইবার জন্য বিপদে নিপতিত করিবার কারণ কি? প্রাকৃতিক মানবগণ যে আবার উৎপীড়ন ভোগ করে, [illegible] বিপদ কহে। অর্থাৎ রিপুর তাড়না, দৈবের প্রকোপগুলি হইতে উদ্ধার করিতে শ্রীহরি উদ্ধারকর্ত্তা হইয়া থাকেন, বুঝিতে হইবে। ঐ বিপদ সকল হইতে হরিভক্ত

উদ্ধার হইবেন দেখিয়া, অনেকেই বিপদে না পতিত হইয়া সাবধান থাকিবেন ; ইহাই তাৎপর্য্য।

হে বিদুর ! অগ্নি দেবতা যে স্বাহা নাম্নি দক্ষকন্যাকে বিবাহ করেন। তাঁহার তিনটী তনয় হয় ; ঐ তনয়ত্রয়ের নাম পাবক, পবমান্ এবং শুচী ; ঐ ভ্রাতৃত্রয়ই যাবতীয় হোমদ্রব্য হবির্ভোজনকারী হইতেছে। ঐ ভ্রাতাত্রয় হইতে পরে চত্বারিংশৎ অগ্নির আবির্ভাব হয়। সর্ব্বশুদ্ধ (অগ্নিনপৃগণের সহিত) উনপঞ্চাশৎ অগ্নিবংশীয়েরা প্রকাশ হয়েন। ৪। ১।৬০।৬১।

ব্যাখ্যা। অগ্নি বলিতে এস্থলে কর্ম্মপ্রথা। যজ্ঞাদি কর্ম্ম করিতে হোমাদির অধিকারিক-গণকেও অগ্নিবংশোদ্ভব ঋষি কহিত। ঐ ঋষিবংশ হোম ও মন্ত্রাদির অধিকারমতে একোনপঞ্চাশৎ প্রকারে সংসারে প্রকাশিত। ঐ অধিকারীগণকে বা একোনপঞ্চাশৎ হোমবিধিকে অগ্নিবংশ কহা যায়। ইহাই তাৎপর্য্য।

হে বৎস ! এই অগ্নিদেবতারা লৌকিক্ নহেন, বৈদিক কর্ম্ম করিতে হইলে ইষ্টিশাস্ত্রানু-সারে ব্রহ্মবাদী মুনিগণ ঐ অগ্নিদেবতাগণকে প্রত্যেক নামে আহ্বান করেন। ৪। ১। ৬০।

ব্যাখ্যা। বেদমধ্যে অধিকারীভেদে যজ্ঞকর্ম্ম শিখাইবার জন্য উপায় সকল ভিন্ন ভিন্ন করিয়াছেন। প্রত্যেক উপায়ভেদে হোম, মন্ত্র ও তন্ত্র ভিন্ন। ঐ একোনপঞ্চাশৎ নাম অনুসারে যজ্ঞ করাকে আহ্বান করা বলে।

হে বিদুর ! পিতৃগণও যাজনানুসারে শ্রেণীবদ্ধ হয়েন। যাঁহারা অগ্নিমন্ত্র দ্বারা যজনাদি করেন, তাঁহাদের অগ্নিষাত্তা কহে। যাঁহারা কুশাদি দ্বারা কেবল তর্পণাদিতে যজনা করেন, তাঁহাদের বর্হিষদ্ কহে। যাঁহারা সোম নামক পবিত্র মদ্য দ্বারা বিষ্ণুর অর্চ্চনা করেন, তাঁহাদের সৌম্য কহে। যাঁহারা ঘৃতমধু দ্বারা যাজনা করেন, তাঁহারা আজ্যপা নামে খ্যাত। এই চারি শ্রেণীর পিতৃগণই দক্ষকন্যা স্বধাকে বিবাহ করেন,সেই স্বধারগর্ভে বয়ুনা ও ধারিণীনাম্নি যুগল জ্ঞানবিজ্ঞানপূর্ণা, জীবন্মুক্তা কন্যা হয়। তাঁহাদের আর বংশ বৃদ্ধি হয় নাই। ৪। ১। ৬১। ৬২।

ব্যাখ্যা ! দুই অর্থে পিতৃগণের নাম শাস্ত্রমধ্যে লিখিত আছে। এক অর্থে জীবশ্রষ্টা শক্তিশক্তাগণকে পিতৃমাতৃলোকগণ কহা যায়। অপরার্থ এই :—প্রাচীনকালে সামাজিক সকলেই ঈশ্বরবাদী ধার্ম্মিক বা যজ্ঞকারী ছিলেন। যে সকল শ্রেণী যে নিয়মে যজ্ঞাদি করিতেন সেই বংশের বা পিতৃগণের সেই নাম হইত। এই নিয়মে পূর্ব্বোক্ত চারিশ্রেণীর যাজ্ঞিক পিতৃগণের নামোল্লেখ হইল।

মহেশ্বরের পত্নীর নাম সতী। সেই দক্ষকন্যা অতিশয় পতিব্রতা ছিলেন ; কিন্তু তাঁহাদের কোনও পুত্র নাই; তিনি এতদূর স্বামীপরায়ণা ছিলেন, যে, তাঁহার পিতা স্বামীকে অবমাননা করিয়াছিলেন বলিয়া, আপনিই যুবতী বয়সে পিতার উপরে দুঃখিতা হইয়া দেহত্যাগ করিয়াছিলেন। ৪। ১। ৬৩। ৬৪।

ইতি শ্রীভাগবতে চতুর্থস্কন্ধে প্রথমাধ্যায়ে উপেন্দ্রকৃতানুবাদ সমাপ্ত।

ব্যাখ্যা। দক্ষরূপী কর্ম্মবলি, আত্মা হইতে জাত দক্ষ প্রাকৃতিক কর্ম্মাবহার স্বরূপ। ব্রহ্মার মধ্যে এইরূপে কর্মোপায় প্রকাশ হইয়াছে। একণে দক্ষ কর্ম্ম স্বভাবাপন্ন, তাহা বুঝাইবার জন্য বলা হইল যে, দক্ষ মহেশ্বররূপী আদি ঈশ্বরকে সতী নামি কন্যা অর্থাৎ আপনার সাত্ত্বিকী প্রকৃতি দান করিয়াছিলেন, কিন্তু ঐ কর্ম্মময়চিত্ত ঈশ্বরপর না হওয়াতে তাহাকে অবজ্ঞা করা হইল, অতএব তাঁহার সাত্ত্বিকী প্রকৃতির নাশ হইল। সাত্ত্বিকী প্রকৃতিটী কেমন?—মা—পিতার হিতৈষিণী এবং স্বামিরতা। স্বামী বলিতে ঈশ্বর। সত্ত্বগুণ ঈশ্বরপর হইবেই হইবে। কর্ম্ম বিনা গুণের প্রকাশ বা কার্য্য হয় না, অতএব কর্ম্মরূপী দক্ষ সেই সাত্ত্বিকী প্রকৃতির জনক বলিয়া শাস্ত্রে অভিহিত হইয়াছেন। এই রূপ-কালকারে কি ভাবে কর্ম্মেশ্বরের পরিণাম হইয়া থাকে, তাহার চিত্র এই পুরাণে আরম্ভ হইতেছে।

ইতি শ্রীভাগবতে চতুর্থস্কন্ধে প্রথমাধ্যায়ে উপেন্দ্রকৃতাধ্যাত্ম ব্যাখ্যা সমাপ্ত।

অথ দ্বিতীয় অধ্যায়।

পূর্ব্বোক্ত কথা শ্রবণ করিয়া মহামতি বিদুর অতিশয় চমৎকৃত হইয়া বিস্ময়ান্বিতচিত্তে শ্রীমৈত্রেয়কে কহিলেন:—হে মুনে! ভগবান মহেশ্বর সুশীলতার শিরোমণি হইতেছেন। দক্ষ প্রজাপতিও অতিশয় দুহিতৃবৎসল হইতেছেন। অতএব এমন স্নেহাধাররূপা কন্যার স্বামী ভবের প্রতি দক্ষ প্রজাপতির এতদূর বিদ্বেষ হইবার প্রয়োজন কি? এবং কন্যাকেই বা তিনি অনাদর করিয়াছিলেন কেন? ৪।২য়।১। যিনি চরাচরের গুরু হইতেছেন, যিনি জগতের পক্ষে সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠদেবতা হইতেছেন; যিনি কাহারো সহিত বৈরীতা বা বিবাদ করিতে জানেন না; যিনি শান্তির মূর্ত্তিস্বরূপ হইতেছেন; যিনি আপনাতেই আপনি আনন্দিত আছেন; এমন মহেশ্বরের প্রতি কাহারো কোনরূপ বিদ্বেষ করা শোভা পায় না। তবে যে ভবদক্ষের সহিত জামাতা ও শ্বশুর সম্পর্ক ঘটিয়াছে, তাঁহাদের মধ্যে কিরূপে বিবাদ ঘটিল? এবং সতীসুন্দরী এমন কি নির্ব্বেদ পাইলেন যে, জগতের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা দুস্ত্যজ্য বস্তু প্রাণকেও তিনি অবহেলায় ত্যাগ করিলেন? হে ব্রহ্মন্! আমাকে বিশেষরূপে এই আখ্যান বলুন। ৪।২য়।২।৩।

ব্যাখ্যা। এই দ্বিতীয় অধ্যায়ে দক্ষমহেশ্বর বিবাদের সূত্রপাতের পরিচয় দেওয়া হইবে। মহেশ্বরমূর্ত্তি স্বকর্ম্মক প্রকাশ হইতেছে। এই সকর্ম্মক ভাবটিকে কাল বা দৈবনিয়ন্তা কহে। অর্থাৎ বিষ্ণু বা আত্মার যেরূপ উপভোগ প্রয়োজন হয়, কাল তাহা স্থজন করেন। ব্রহ্মা প্রকৃতিগত আত্মা বা কর্ম্মপ্রকাশকারী। বিষ্ণু স্বয়ং চৈতন্যময় আত্মা অর্থাৎ গুণ ও ভোগের অতিরিক্তরাজ্য এবং জ্ঞানপ্রকাশয়িতা বলিয়া স্থির হইতেছেন। কালের

পরিবর্ত্তনে জীবের শৈশবভাবাপন্ন প্রাকৃতিক্ দেহ যৌবনে প্রাপ্ত না হইতে পারিলে নিত্যনিজ জ্ঞানের প্রকাশ অসম্ভব। এই নিয়মে কাল চরাচরের গুরু; সুতরাং শ্রেষ্ঠ দেবতা। এইরূপে মহেশ্বরের পরিচয় দিয়া দক্ষের পরিচয়ে বলা হইল যে, তিনি প্রজাপতি ও দুহিতৃবৎসল; উহা বলিতে কর্ম্ম মায়াতে আসক্ত। যেহেতু পুত্রকন্যার উপর আসক্ত থাকে। অতএব কর্ম্মময় দক্ষের কন্যাকে অনাদর কিরূপে সম্ভব হয়। বিশেষ সম্বন্ধ দেখাইতে উভয় জামাতৃত্ব ও শ্বশুরত্বে আবদ্ধ, অর্থাৎ দৈব ও কর্ম্মে সম্বন্ধাংশে জড়িত। এই অবস্থায় কর্ম্মে ও দৈবে কিরূপ বিড়ম্বনা ঘটে, তাহার পরিচয় পরে দক্ষযজ্ঞসংবাদে দেওয়া হইতেছে।

বিদুরের বিস্ময়ের কারণ অবগত হইয়া ভগবান মৈত্রেয় কহিলেন :—দেখ বিদুর! অতি প্রাচীনকালে ভগবান বিশ্বস্রষ্টা এক যজ্ঞ করেন। সেই যজ্ঞে দেবর্ষি ও মহর্ষি প্রভৃতি, ঋষিগণ, দেবতাগণ এবং অনুচরগণের সহিত মুনি ও অগ্নিগণ (যজ্ঞকর্ত্তা) উপস্থিত হয়েন। পরম আনন্দে সেই মহাসভায় ব্রহ্মাদি সকলেই উপবিষ্ট আছেন; এমন সময় জ্যোতিস্তেজে দিগ্‌দিগন্তরব্যাপ্ত অন্ধকারকে নাশ করিয়া, যেমন তপনরাজ প্রকাশ হয়েন, সেইরূপ তেজোময়ীমূর্ত্তিতে প্রজাপতি দক্ষ সেই সভাতে প্রবেশ করিলেন। তাঁহাকে সম্মান করিবার জন্য সভাস্থ সভ্যগণ, যাজ্ঞিক অগ্নিগণ ও অপর দেবতাগণ সকলেই তাঁহার তেজঃজ্যোতিতে ক্ষিপ্তচিত্ত হইয়া আপনাপন আসন হইতে উত্থান করিলেন। কেবল মহেশ্বর ও ব্রহ্মা তদ্রূপ উত্থানাদি করিলেন না। পরে সাধু দক্ষপ্রজাপতি :—সমস্ত সভ্যগণকে শিষ্টাচারের দ্বারা তুষ্ট করিয়া, নিজ পিতা ও লোকগুরু ব্রহ্মাকে প্রণাম করতঃ তাঁহার আজ্ঞা লইয়া, উপযুক্ত আসনে উপবেশন করিলেন। ৪। ২য়। ৪। ৫। ৬।

ব্যাখ্যা। সুকল্পিত উপাখ্যানাকারে পূর্ব্বোক্ত কর্ম্মদৈববিড়ম্বনা প্রকাশিত হইতেছে। সূক্ষ্মকর্ম্মাবস্থায় যে সকল শক্তি ও শক্তাগণের প্রয়োজন হয়, তাহাদেরই এই স্থানে সভাস্থ মুনিদেবতা ও যাজ্ঞিক ব্রাহ্মণ বা অগ্নিরূপে কল্পনা করা হইয়াছে। ঐ সকল কর্ম্মময়ী শক্তির মধ্যে দক্ষ বা কর্ম্মপ্রবর্ত্তক আসীন আছেন। শ্রীবিষ্ণুর দ্বারা সকলেই কর্ম্মেতে সংলিপ্ত। অতএব সকলেই দক্ষের আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। কর্ম্মপ্রভাবের উদ্ভাবয়িতা ব্রহ্মা কর্ম্ম হইতে অতীত রহিলেন। মহেশ্বর কালরূপী দৈব, উনি নিয়ন্তারূপে উভয় কর্ম্ম হইতে অসংলিপ্ত রহিলেন। দৈব পৃথক্ দ্বারা বা প্রাকৃতিক্ পরিণাম দ্বারা কর্ম্মের সদ্গতি এবং পরিণতি দিয়া থাকেন। তাহাতে কর্ম্মী বাসনার পূরণ করিতে না পারিয়া সর্ব্বদাই অসন্তুষ্ট থাকে। সেই অসন্তুষ্ট অবস্থায় ;—লোকে যেমন দুঃখে পতিত হইলে ঈশ্বরের প্রতি অতিমাত্র ক্ষুব্ধ হইয়া তিরস্কার করে, কর্ম্মময় দক্ষস্বভাবও দৈবের উপরে তদ্রূপ ক্ষুব্ধ হইয়া আছেন। এই ক্ষুব্ধস্বভাবই বিদ্বেষভাবের রূপক হইল। ক্ষুব্ধ বলিতে এমন অবস্থা যাহাতে আশ্রয়দাতা কর্ত্তাকে শ্রেষ্ঠ বোধ থাকে, অথচ আপনার কর্ম্মদোষে সেই আশ্রয়দাতার সাহায্য না পাইলে, অজ্ঞানবশতঃ সেই দোষহীন কর্ত্তাকে দোষী করিয়া মন দুঃখিত বা ক্ষুব্ধ হয়। এক্ষণে দক্ষ জানিতেন যে মহেশ্বরই শ্রেষ্ঠ; কিন্তু আসক্তির

অর্থাৎ কর্ম্মেচ্ছার বশীভূত তিনি নহেন বলিয়া ক্ষুব্ধ বা ক্ষুণ্ণ ছিলেন। কর্ম্মীস্বভাবে এই ক্ষুব্ধত্বই মহেশ্বরের প্রতি ক্রোধ। ঐ ক্রোধও ক্ষুণ্ণ ব্যক্তির ন্যায় দ্বিস্বভাবাপন্ন; তাহা পরে প্রকাশ হইতেছে।

হে বিদুর! অনন্তর দক্ষ প্রজাপতি দেখিলেন যে, ভগবান মহেশ্বর তাঁহার সম্মুখে উপবিষ্ট আছেন, কিন্তু তাঁহাকে সম্মান, সম্ভাষণ বা অভিবাদন করিলেন না। ইহা দেখিয়া দক্ষের হৃদয়ে ক্ষোভের উদয় হইলে,তিনি মহাদেবকৃত অবজ্ঞা সহ্য করিতে না পারিয়া, তীব্র কটাক্ষপূর্ণচক্ষে বিরক্তভাবে সভাসদ্‌গণকে সম্বোধন করিয়া কহিতে লাগিলেন।৪।২য়।৭।৮। প্রজাপতি দক্ষ সকলকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন:—হে ব্রহ্মর্ষিগণ, হে যাজ্ঞিক অগ্নিগণ, হে দেবতাগণ, হে সভাসদ্‌গণ! আমি অজ্ঞান ও হিংসাশূন্য হইয়া যে সকল প্রয়োজনীয় কথা বলিব, তাহা আপনারা শ্রবণ করুন? ৪।২য়।৯। মহাতেজা দক্ষরাজ সকলকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন;—আপনারা সকলে শ্রবণ করুন। দেখুন, এই যে শিবকে দেখিতেছেন, এই ব্যক্তি সাধুজনপ্রদর্শিত নীতিপথ অবহেলা করিয়াছেন, আশ্রমভ্রষ্ট হইয়াছেন, এবং আচার ও ব্যবহারভ্রষ্ট হইয়া সকল লোকপালগণের যশোনাশ করিতে উদ্যত হইয়াছেন। ৪র্থ।২।১০।

ব্যাখ্যা। এই যে দক্ষের উক্তি এবং সতী ও মহাদেবাদির উক্তি প্রত্যুক্তির বিষয় লিখিত হইয়াছে, ইহাদের মধ্যে সমস্তই দ্বিভাবে পরিপূর্ণ। ঐ দ্বিভাব বুঝিতে হইলে প্রথমে দক্ষযজ্ঞটী কি, ইহা বুঝা উচিত। আত্মা অনাদি, ব্রহ্ম অনাদি ও কর্ম্মও অনাদি। এইজন্য বলা হইল যে, কোন না কোন সময়ে আত্মানামক ব্রহ্মা যজ্ঞরূপী কর্ম্ম করিতে ইচ্ছা করিয়াছিলেন। সেই সময়ে কর্ম্মমতিরূপী দক্ষ প্রকাশ হইয়াছিলেন। ঐ কর্ম্মমতির সাত্ত্বিকী ভক্তি-প্রভৃতি কন্যাশক্তি ঈশ্বররূপী মহাদেবে অর্পিত থাকিলেও,তিনি ঈশ্বরকে বুঝিতে না পারিয়া ঈশ্বরবিমুখী হইয়াছিলেন। সেই সময় হইতে কর্ম্মমতি দক্ষের যে যজ্ঞাদি কর্ম্মমতি ছিল, তাহা ঈশ্বরবিরোধী। ঐ বিরুদ্ধকর্ম্মকেই দক্ষের মহাযজ্ঞে ভক্তিও প্রেমাদির নাশরূপী সতীদেহত্যাগ এবং কর্ম্মীর প্রতি অনুগ্রহ প্রকাশরূপী দক্ষযজ্ঞনাশ ও জ্ঞানপ্রাপ্তিরূপী আখ্যানে আখ্যাত করা হইয়াছে। এই কর্ম্মমতিরূপী দক্ষকে ঈশ্বরবিরোধী সাজাইয়া, কর্ম্মীরা যেমন নির্গুণাবস্থাকে নিন্দা করে, তদ্রূপ ব্যাসদেবদ্বারা কর্ম্মী দক্ষের উক্তিতে জ্ঞানিনির্ব্বাচ্য পরমপদগুলিকে ব্রহ্মনিন্দাবাচক পদগুলিদ্বারা রূপকে সাজান হইয়াছে। এইজন্য ব্রহ্মার সভার কর্ম্মী দক্ষ যাহা মহাদেবকে বিরুদ্ধভাবে বলিতেছেন, তাহা জ্ঞানীগণের অনাদরণীয় এবং কর্ম্মীগণের আদরণীয় এবং কর্ম্মীকৃত তিরস্কার স্বরূপ। এই দ্বিভাবের অর্থ সামঞ্জস্য করিয়া দেবকবি ব্যাসদেব কি অলৌকিক কবিত্ব ও পাণ্ডিত্যের পরিচয় দিয়াছেন, তাহা সকলে ক্রমে ক্রমে অনুধাবন করুন।

হে সভাসদ্‌গণ! এই শিব যখন ব্রাহ্মণ ও অগ্নির সম্মুখে সাধুর ন্যায় সম্মতির সহিত আমার সাবিত্রীতুল্যা কন্যাকে বিবাহ করিয়াছেন,তখনই উনি আমার শিষ্য এবং আমি গুরু হইয়াছি। কিন্তু কি আশ্চর্য্য! এক্ষণে মর্কটলোচন শিব আমার হরিণীনয়না কন্যাকে

বিবাহ করিয়াও, আমাকে দেখিয়া প্রত্যুত্থানাদি, পূজনাদি বা অভিবাদনাদি দ্বারা আমার সংবর্দ্ধনা করা উচিত বোধ করেন না!! ৪। ২। ১১। ১২।

ব্যাখ্যা। কর্ম্মজনিত সত্বগুণ বা ভক্তিপ্রেমাদিকেই এস্থলে দক্ষের সতীদুহিতা বলা হইল। ব্রাহ্মণ বলিতে বেদ বা ঐশিক নিয়ম। অগ্নি বলিতে জ্ঞানার্থ সাধনা। বৈদিক নিয়মে যজ্ঞাদি কর্ম্মদ্বারা জ্ঞানসাধনা করিয়া, আমার সাত্বিকী শক্তিকে আমি ঈশ্বরকে সমর্পণ করিয়াছি। সাধুলোকে যেমন দত্তবস্তুর গ্রহণ করেন, ঈশ্বরও সেইরূপ গ্রহণ করিলেন, ঈশ্বর যখন মদ্দত্ত বস্তু লইলেন, তখন তিনি গৃহীতা, আমি দাতা, অতএব আমাকে মান্য করা উচিত। লৌকিক্ মান্যের চিহ্নস্বরূপ প্রত্যুত্থানাদি বলা হইল।

হে সাধুগণ! যিনি ক্রিয়াবর্জ্জিত, সর্ব্বদা অশুচি, সর্ব্বত্র অমানী, সমাজগর্হিত হইতেছেন; শূদ্রকে যেমন বেদবাণী শ্রবণ করান অযথা হইয়া থাকে, তদ্রূপ আমার ইচ্ছা না থাকিলেও আমি সেই শিবকে নিজ সতীকন্যা দান করিয়াছি। ৪। ২। ১৩। যিনি শ্মশানবাসী হইয়া ভূত ও প্রেতগণের দ্বারা আবৃত থাকিয়া উন্মাদ ও জটাধারী হইয়া, উন্মত্তের ন্যায় বিহার করেন; যিনি কখন হাস্য করেন ও উন্মত্তের ন্যায় কখন রোদন করেন। চিতাভস্মের দ্বারা যিনি সর্ব্বদা আবৃত, যিনি প্রেতগণের নাড়ী ও অস্থির দ্বারা ভূষিত, যিনি নিজে উন্মত্ত এবং উন্মত্তজনকে ভাল বাসেন; যিনি সর্ব্বদা অশিব হইয়া বিড়ম্বনার ন্যায় শিবনাম ধারণ করেন, যিনি তমোগুণাপন্ন জীবরূপী প্রমথশ্রেষ্ঠগণের পতি হইতেছেন, যিনি নষ্টগণের পক্ষে শুচীস্বরূপ; যিনি দুষ্টগণের সুহৃৎ হইতেছেন; সেই উন্মাদগণের পতিকে আমি ব্রহ্মার অনুরোধে আমার পরমপতিরতা কন্যা দান করিয়াছি। হায়! হায়! আমার ন্যায় মূঢ় কে আছে? ৪। ২। ১৪। ১৫। ১৬।

পূর্ব্বকথা বর্ণনা করিয়া শ্রীমৈত্রেয় কহিলেন:—হে বিদুর! পরে কি ঘটিল তাহা শ্রবণ কর:—প্রজাপতি দক্ষরাজ ভগবান গিরিশের প্রতি ঐরূপ কটুবাক্য প্রয়োগ করিলেও শান্তপ্রকৃতি মহেশ্বর কোন প্রকারে বিচলিত হইলেন না এবং কোন প্রকার প্রতিকূল চেষ্টাও করিলেন না। প্রজাপতি ইহা দেখিয়া অতিমাত্র ক্রুদ্ধ হইয়া সকলের সমক্ষে বারি গ্রহণ করিয়া, তাঁহাকে অভিশাপ প্রদান করিতে উদ্যত হইলেন। ৪। ২। ১৭।

ব্যাখ্যা। কর্ম্মমতি দক্ষ ঈশ্বরকে নানাপ্রকারে তিরস্কার করিয়াও যখন তাঁহার হৃদয়ে কোন প্রকার ভাবোদ্দীপন করিতে পারিলেন না, তখন তিনি কর্ম্মফলের আশাতে উন্মত্ত হইয়া ঈশ্বরত্যাগ করিতে উদ্যত হইলেন। যজ্ঞাদি দ্বারা কর্ম্মীগণ ঈশ্বরকে আত্মনিবেদন করিয়া থাকে। তাহাই যজ্ঞের পূজা বা প্রেমভক্তিরূপী মদ্যাদির দ্বারা দেবতাগণকে আহ্বানিত করা। এস্থলে দক্ষ বলিলেন ইন্দ্রাদি হইতে বিষ্ণু পর্য্যন্ত সকল দেবতাই কর্ম্মমাত্রে ফল দিয়া থাকেন, দৈবনিয়ন্তা মহাদেব পরিণাম দেখাইয়া থাকেন; যাহার যেরূপ সাধনা সে তাদৃশ ফল পাইয়া ক্রুদ্ধ ও হৃষ্ট হয়। ইন্দ্রাদি দেবতা ইন্দ্রিয়শক্তি, মন বিষ্ণু, প্রাণ ব্রহ্মা। যে কোন কার্য্যেই এই কর্ত্তারদ্বারা ফল লাভ হয়। কিন্তু ব্রহ্মার সমীপে বা দৈবনিয়ন্তার সমীপে বর্ত্তমান

কার্য্যের কি ফল লাভ হয়, তাহা বুঝা যায় না। কর্ম্মী দক্ষ ইহাতে অসন্তুষ্ট হইয়া, আপনার পূজার রত হইতে আদেশ করিলেন, অপর পরব্রহ্মের বা দৈবের মুখাপেক্ষী থাকিতে ইচ্ছা করিলেন না। ইহাই তাৎপর্য্য।

দক্ষ কহিলেন, হে সভাসদ্গণ! সকলে শ্রবণ করুন; অদ্য হইতে জগতে যত যজ্ঞ প্রচার হইবে, সেই যজনকালে ইন্দ্রাদি দেবতাগণের সহিত মহেশ্বর আর যেন অংশ না প্রাপ্ত হয়েন, কারণ উনি দেবতাগণের অধম বলিয়া পরিচিত হইলেন। ৪। ২। ১৮। এইরূপ সভাসদ্গণের সম্মুখে প্রজাপতি মহেশ্বরকে অভিশাপ দিয়া সেই যজ্ঞসভা ত্যাগ করিয়া, আপনার গৃহে গমন করিলেন। হে কৌরব! গমনকালেও তাঁহার ক্রোধ বৃদ্ধি পাইতেছিল। ৪। ২। ১৯।

ব্যাখ্যা। পূর্ব্বশ্লোকে যে অভিপ্রায়ের সূচনা ছিল, এই শ্লোকদ্বয়ে তাহা বিশেষরূপে প্রকাশ পাইল। দক্ষ কর্ম্মপরচিত্ত হইয়া একেবারে পরমতত্ত্ব বিস্মৃত হইয়া, সকল কর্ম্মীকে আপনার অনুসারী হইতে বলেন। গৃহে যাইবার ভাব এই যে, প্রবৃত্তি রূপী গৃহে গমন করিলেন। প্রবৃত্তিতে মোহিত যত হইলেন, ততই দৈবের পীড়া ও অবজ্ঞা অর্থাৎ সুখ-দুঃখাদি ঘটনা দেখিয়া ক্ষুব্ধ হইতে লাগিলেন।

হে বিদুর! এই প্রকার শাপ প্রদান করিয়া দক্ষ প্রজাপতি গমন করিলে, ভগবান ভবের অনুগত জনগণের মুখ্যপাত্র স্বরূপ নন্দী নামক অনুচর প্রজাপতির শাপের অভিপ্রায় বুঝিয়া, রোষকষায়িতলোচনে পরবর্ত্তীভাবে দক্ষকে এবং তাঁহার অনুগামী যাজ্ঞিক ব্রাহ্মণদিগকে এই বলিয়া দারুণ অভিশাপ দিতে লাগিলেন। ৪। ২। ২০।

ব্যাখ্যা। নন্দী বলিতে আনন্দপ্রাপ্ত ব্যক্তি।—ঈশ্বরের অনুগত ভক্তই ঈশ্বরের লীলা ও কর্ত্তব্য বুঝিতে পারে এবং ঈশ্বরও তাঁহাদের সহিত সাহচর্য্য করেন, এই জন্য ভক্ত ও জীবন্মুক্তগণকে নন্দ্যাদি রূপে কল্পনা করা হইয়াছে। যখন প্রকৃতিমণ্ডিত দক্ষ ঈশ্বরোপাসনা অর্থাৎ দৈবোপাসনা নাশ করিলেন, সেই সময়ে ভক্তাগ্রগণ্যগণ কর্ম্মীদের উপরে বিরক্ত হইয়া যে ভাব ধারণ করিলেন। তাহাই পরে প্রকাশ হইতেছে।

যে ভগবান কাহারো অন্যায়াচরণ করিতে জানেন না, সেই ভগবানকে উদ্দেশ করিয়া, যাহারা বিনশ্বর শরীরধারী, অজ্ঞ ও ভেদদর্শী দক্ষের কথায় তাঁহার প্রতি বিদ্বেষী হয়েন, আমার শাপে তাঁহারা যেন পরমতত্ত্বপথের বিমুখী হয়েন। ৪। ২। ২১। যে সকল ব্যক্তির বুদ্ধি বেদলিখিত অর্থবাদে বিমোহিত হইয়াছে, এবং যাহারা সেই অর্থবাদানুযায়ী কর্ম্মে নিযুক্ত থাকিবার জন্য গ্রাম্যসুখেচ্ছায় কপট ধর্ম্মাবলম্বন পূর্ব্বক আশ্রমে বাস করত কর্ম্মের বিস্তার মাত্র করে, সেই ব্যক্তিগণই দেহাদিরূপী পরবস্তুকে আপনার ভাবিয়া আপনার বস্তু যে আত্মা তাহাতে বিস্মৃত হইয়া পশুতুল্য হয়। এইরূপ লোকই ঈশ্বরবিদ্বেষ করিয়া থাকে। তাহাদের আমি দ্বিতীয় শাপ এই দিতেছি, যেন তাহারা স্ত্রীকামী হইয়া থাকে; আর দক্ষরাজ যেন অচিরে ছাগমুণ্ড প্রাপ্ত হয়েন। ৪। ২। ২২। ২৩। যে ব্যক্তি অবিদ্যাকেই

বিদ্যারূপে মান্য করে, সেই কর্ম্মমতি ব্যক্তিকেই অজ্ঞ কহা যায়। ঐরূপ ব্যক্তির পরামর্শে যাহারা থাকে, তাহারা সর্ব্বত্র নিশ্চয়ই অবমানিত হইবে। বিশেষতঃ তাহারা এই দুঃখময় সংসারে নিত্য জন্ম ও মৃত্যু দ্বারা ব্যথিত হইবে। ইহাই আমার চতুর্থ শাপ। ৪। ২। ২৪।

ব্যাখ্যা। অবিদ্যা বলিতে যে স্বভাবশক্তির দ্বারা জ্ঞান আবৃত থাকে, সেই মায়াশক্তিকেই কর্ম্মীগণ প্রথমে আশ্রয় করিয়া কর্ম্মে প্রবৃত্ত হয়। পরে ঐরূপ মায়াতে যাহাদের চিত্ত আকর্ষিত থাকে, তাহারা অহঙ্কারী ও উন্নতিবিহীন হয়। এই উন্নতিবিহীন অজ্ঞানীকে শাস্ত্রে অজ্ঞ কহে। দক্ষকে অর্থাৎ কেবল কর্ম্মবিমোহিত সম্প্রদায়কে অজরূপে বলা হইল। আর যাঁহারা ঐরূপ নিয়মে মুগ্ধ, তাঁহাদের স্বভাবতঃ জ্ঞানোদয় হয় না, অতএব তাঁহারা ইহসংসারে জন্মমৃত্যুর দ্বারা বারম্বার গমনাগমন করেন, অথচ কি ইহলোক, কি পরলোক, সর্ব্বত্রই তাঁহাদের মান্য বা সুফল প্রাপ্তি হয় না। কারণ ইহসংসারে তাঁহারা স্নেহাদিতে বশীভূত হইয়া, সুখদুঃখ ভোগ করেন, পরলোকেও মুক্ত না হইয়া পাপের ভাগী হইয়া, যন্ত্রনা প্রাপ্ত হয়েন। ইহাই শাপের তাৎপর্য্য হইতেছে।

পুনরায় নন্দী কহিলেন :—শ্রুতিগত প্রবৃত্তিরূপী সুপুষ্পবাণীতে অতিশয় মধুগন্ধ আছে, সেই গন্ধেতে উন্মত্ত হইয়া যাঁহারা ভগবান হরের প্রতি বিদ্বেষভাব প্রকাশ করেন, তাঁহারা যেন বিমোহিতই হয়েন। ৪। ২। ২৫। এইরূপ যজ্ঞকারী দ্বিজগণ যেন সর্ব্বভক্ষক হয়েন এবং ইহারা বহু পরিশ্রম করিয়া যে সকল বিদ্যা, তপস্যা ও ব্রতাদি শিক্ষা করিয়াছেন, সে সকল যেন তাঁহাদের জীবিকা নির্ব্বাহের জন্য হয়। তাঁহারা ঐরূপে পরম জ্ঞানশূন্য হইয়া, যেন ইন্দ্রিয়চরিতার্থ করিতে নিরত থাকেন। অধিকন্তু তাঁহারা যেন ভিক্ষুক হইয়া ইহসংসারে বিচরণ করেন। ৪। ২। ২৬। হে বিদুর! যখন নন্দী এইরূপে কর্ম্মী দ্বিজগণের প্রতি পূর্ব্বোক্ত শাপবাক্য প্রয়োগ করিলেন; সেই সময়ে যাজ্ঞিকশ্রেষ্ঠ ভৃগুঋষি ব্রহ্মদণ্ডের ন্যায় অনির্ব্বার্য্য অভিশাপ প্রদান করিতে উদ্যত হইয়া বলিলেন :—৪। ২। ২৭। তিনি কহিলেন :—হে সভাস্থ যাজ্ঞিকগণ! শ্রবণ করুন :—যাঁহারা মহেশ্বরের অনুগামী ভক্ত এবং যাঁহারা মহেশ্বরের ব্রতধারী; তাঁহারা অদ্য হইতে সত্যশাস্ত্রপন্থা হইতে প্রতিকূলগামী হইয়া পাষণ্ড হউন। ৪। ২। ২৮।

ব্যাখ্যা। ভৃগু ঋষি ব্রহ্মা হইতে জাত এবং কর্ম্মপ্রবর্ত্তক উপায় স্বরূপ। দক্ষ কর্ম্মমতি; ভৃগু কর্ম্মোপদেষ্টা। ভক্তের মুখে কর্ম্মীগণের নিন্দা শুনিয়া, কর্ম্মের আচার্য্য সহ্য করিতে না পারিয়া কহিলেন :—আমি কর্ম্মের উপদেষ্টা, হে কর্ম্মীগণ! আমার কথা সকলেই শ্রবণ কর। ঐ যে নন্দীরূপী ভক্তগণ বৈরাগ্য আশ্রয় করিতে বলিতেছেন; তাহা অতিশয় অযথাকার্য্য। কর্ম্মই শ্রেষ্ঠ। দেখ যাঁহারা উপাধিশূন্য ব্রহ্মরূপী ভবের ব্রত ধারণ করিতেছেন বা করিবেন, ব্রহ্ম যেমন নির্লিপ্ত, সেই ভাবে তাঁহারা ইহজন্মে কঠোর বৈরাগী হইবেন। তাঁহাদের সত্যশাস্ত্ররূপ বেদের কথিত কর্ম্মত্যাগ করিতে হইবে। অতএব যাঁহারা শাস্ত্রপথ ত্যাগ করিতে পারেন, তাঁহারা সংসারে পাষণ্ড হইবেন। পাষণ্ড বলিতে স্নেহমমতাদি শূন্য। ফলকথা আসক্তিশূন্য হইবেন। একপক্ষে বৈরাগীর অবস্থাকে বিশেষরূপে

প্রশংসা করিয়া, অপর পক্ষে আসক্তিশূন্য হওয়াটী, কর্ম্মীর দোষ; এইজন্য কর্ম্মীর পক্ষে উহাকে মন্দ বলা হইল। শ্রীব্যাসদেব এই উত্তরের বাদানুবাদে প্রবৃত্তি কাহাকে বলে এবং শ্রুতিতে উহা কি অভিপ্রায়ে নিহিত হইয়াছে. তাহার সত্যই ক্রমে প্রকাশ করিতেছেন। সেই সত্যপ্রকাশ করাই দক্ষযজ্ঞের অভিপ্রায় হইতেছে; বুঝিতে হইবে।

হে কর্ম্মীগণ! শিবদীক্ষা গ্রহণ করিতে হইলে শুচীত্ব হইতে চ্যুত থাকিতে হইবে; বুদ্ধিকে মূঢ় করিতে হইবে; জটাভস্মাস্থি ধারণ করিতে হইবে; বিশেষতঃ দেবতাগণের ন্যায় তাঁহারা সুরামাদকতাতে উন্মত্ত হইয়া থাকিবেন। ৪। ২। ২৯। হে কর্ম্মীগণ। আপনাদের সমক্ষে নন্দীগণ যেমন কর্ম্মবেদের ও ব্রাহ্মণের নিন্দাবাদ করিলেন, মানবগণের বর্ণাশ্রমাচারাদিগত মর্য্যাদার অপমান করিলেন, তেমনি উহারা যেন পাষণ্ডমতাবলম্বী হয়েন। ৪। ২। ৩০।

ব্যাখ্যা। শিবদীক্ষা বলিতে বৈরাগ্য। কর্ম্মীগণ আসক্তিবিহীনতারূপী বৈরাগ্যের বিরোধী। সেই জন্য ভৃগু ইহাদের বলিলেন। শুচী অর্থাৎ জলাদি ও অগ্ন্যাদি এবং মন্ত্রাদি দ্বারা সংসারকে শুচী করে, কর্ম্মীগণ ঐরূপ শুচীহীনকে নিন্দা করেন। বৈরাগীর পক্ষে পবিত্রাপবিত্র নাই। শ্রীব্যাসদেব এইভাবে লিখিয়াছেন:—কর্ম্মীগণ যাহা তিরস্কাররূপে বলিতেছেন। তাহাই বৈরাগ্যের স্তব করা হইতেছে। মূঢ় বলিতে মুগ্ধ। বৈরাগ্যাবস্থায় ঈশ্বরপ্রেমে বুদ্ধিকে মুগ্ধ করিতে হয়, বিষয় হইতে বুদ্ধিকে বিশুদ্ধ করিতে হয়। আহার-নিদ্রাশয়নাদির নিয়ম বৈরাগীর নাই বলিয়া, সামান্যভাবের কল্পনারূপ চিতাভস্মাদি বিষয়ের কথা হইল। কর্ম্মীগণ ধনরত্নাদি ধারণ ও অট্টালিকাদিতে বাস প্রভৃতিকে ভাল বাসেন। এইজন্য বৈরাগ্যসজ্জাকে নিন্দা করিলেন। সুরাজাত মাদকতা বলিতে ব্রহ্মপ্রেমে উন্মত্ততা। বৈরাগীর পক্ষে উহা হিতকর, বিষয়ীর পক্ষে নিন্দাস্পদ হইতেছে। বেদ বলিতে ঈশ্বরবাক্য। ব্রাহ্মণ বলিতে ঈশ্বরের বাক্য যাঁহারা পালন করেন। এস্থলে প্রবৃত্তিমার্গকে বেদ বলিতে হইল, কর্ম্মী যাজ্ঞিকগণকে ব্রাহ্মণ বলা হইল। বর্ণাশ্রমাচার মর্য্যাদার অপমান বলিতে বৈরাগীগণ মাতৃপিতাদি সম্বন্ধ রাখেন না, প্রবৃত্তির পার হয়েন, আসক্ত হয়েন না এবং বেদপাঠী শ্রেণীগত ব্রাহ্মণকে মান্য করেন না, অর্থাৎ তাঁহাদের মুক্তির বন্ধু বলেন না। অতএব চলিত সংসারী হইতে তাঁহাদের মত অন্যরূপ হইতেছে বলিয়া, তাঁহাদিগকে কর্ম্মীগণের পক্ষে পাষণ্ড বা আসক্তিবিহীন বলা হইল।

হে কর্ম্মীগণ! দেখুন এই যে প্রবৃত্তিবাচক বেদমার্গ, ইহাই সংসারীগণের পক্ষে হিতকর ও সত্যপথ হইতেছে। প্রাচীন মহাজনেরাও এই পথ আশ্রয় করিয়া গিয়াছেন এবং এই পথটীর মূলেই জনার্দ্দন আছেন। ৪। ২। ৩১। অতএব এমন যে পরম শুদ্ধ ও সাধুগণের সত্য পথরূপ বেদমার্গ রহিয়াছে। যাঁহারা ইহার নিন্দা করেন, তাঁহারা যেন সেই বৈদিক নিয়মচ্যুত ভূতপতির আদিষ্ট পথে পাষণ্ডভাবে বিচরণ করেন। ৪। ২। ৩২। পূর্ব্বোক্ত কথা সমাপন করিয়া শ্রীমৈত্রেয় কহিলেন:—হে বিদুর! ভগবান ভব ভৃগুকে ঐ ভাবে অভিশাপ দিতে দেখিয়া, অনুচরগণের সহিত বিমনা হইয়া, সেই ব্রহ্মযজ্ঞালয় হইতে

প্রস্থান করিলেন। ৪। ২। ৩৩। এ দিকে সেই ঋষি ও বিশ্বস্রষ্টা যাজ্ঞিকগণ সহস্রবৎসর ব্যাপিয়া সেই মহাযজ্ঞ শ্রীহরির সম্মুখে সমাপ্ত করিয়া, যে তীর্থে গঙ্গা ও যমুনা উভয়ের সঙ্গম হইয়াছে, তথায় স্নান করিয়া, অমলাত্মা হইয়া, স্ব স্ব স্থানে গমন করিলেন। ৪।২। ৩৪।৩৫।

ইতি শ্রীভাগবতে চতুর্থস্কন্ধে দ্বিতীয়াধ্যায়ে উপেন্দ্রকৃতানুবাদ সমাপ্ত।

ব্যাখ্যা। বিমনা অর্থাৎ বি বলিতে নাশ করা। অর্থাৎ যাহাতে কর্ম্মাসক্তি নাশ হইয়া সকলে মুক্তি পাইতে পারে, এই মনন অর্থাৎ আলোচনা করিতে করিতে সেই প্রেমশূন্য স্থানে ঈশ্বর তিরোহিত হইলেন। ব্রহ্মার যজ্ঞে মহেশ্বর উপস্থিত ছিলেন বলিয়া এবং দক্ষ অর্থাৎ কর্ম্মমতি ছিল না বলিয়া, যজ্ঞফল লাভ হইল, অর্থাৎ সকলে গঙ্গাযমুনায় স্নান অর্থাৎ ভক্তিলাভ করিলেন। ইহাই তাৎপর্য্য হইতেছে।

ইতি শ্রীভাগবতে চতুর্থস্কন্ধে দ্বিতীয়াধ্যায়ে উপেন্দ্রকৃতাধ্যায়ব্যাখ্যা সমাপ্ত।

অথ তৃতীয় অধ্যায়।

মহামতি বিদুরকে সম্বোধন করিয়া শ্রীমৈত্রেয় বলিলেন:—দেখ বৎস! এইরূপ জামাতা মহেশ্বরের উপর শ্বশুর মহামতি দক্ষের ভীষণ বিদ্বেষ বহুকাল হইতে ঘটিয়াছিল। ৪। ৩। ১। পরমেষ্ঠি ব্রহ্মা দক্ষরাজকে সকল প্রজার অধিপতি করাতে, সেই আধিপত্য প্রাপ্ত হইয়া, তিনি অতিশয় গর্ব্বিত ও মহেশ্বরের উপরে হিংসা করিয়া, অতিশয় মুগ্ধ রহিলেন। ৪। ৩। ২।

ব্যাখ্যা। এই অধ্যায়ে দক্ষের ভাগ্যের পরিণাম নিদর্শন আরম্ভ হইবে। অর্থাৎ সতী নাম্নি ভক্তি; পিতারূপী কর্ম্মমতি দক্ষকে ঈশ্বরবিষয়ে প্রবোধ দিতে উদ্যোগিনী হইবেন। এই উদ্যোগ হইতে কর্ম্মীগণের সদসৎবিবেক জন্মিবে। প্রথম শ্লোকের তাৎপর্য্য এই যে:—কর্ম্মমতি দক্ষ নিষ্কামী ঈশ্বরের প্রতি অভক্তি স্থাপন বহুকাল হইতে করিলেন। কেন করিলেন?—তাহাই দ্বিতীয় শ্লোকে বলা হইল যে:—ভগবান ব্রহ্মা অর্থাৎ সৃষ্টিকর্ত্তা, দক্ষকে কর্ম্মে মুগ্ধ করিয়া, সমস্ত প্রজার অর্থাৎ জীবসমাজের কর্ত্তা করিয়া দিলেন। সমস্ত ঐশ্বর্য্য ও সাহায্য প্রাপ্ত হইয়া কর্ম্মে মোহিত হইয়া, দক্ষের ন্যায় মহাত্মাও ঈশ্বরপরাঙ্মুখ থাকিয়া, সংসার করিতে লাগিলেন। ইহাতে বিষয়াসক্তির দোষ বুঝান হইল মাত্র।

হে বিদুর! প্রজাপতি দক্ষ ঈশ্বরভক্তির বিরুদ্ধে কর্ম্ম আরম্ভ করিয়া, প্রথমে ব্রহ্মবাদিগণকে পরিত্যাগপূর্ব্বক বজ্রপ্রধান বাজপেয় নামক যজ্ঞ সমাপন করিয়া, পরে সর্ব্ব উৎকৃষ্ট বৃহস্পতি নামক যজ্ঞ আরম্ভ করিলেন। ৪। ৩। ৩।

ব্যাখ্যা। এস্থানে ব্যাসদেব উপাখ্যানচ্ছলে দক্ষের চরিত্র প্রকাশ করিবার জন্য বলিলেন যে, দক্ষরূপী মুগ্ধকর্ম্মী ঈশ্বরভক্তি পরিত্যাগ করিয়া অর্থাৎ ভক্তিশূন্য হইয়া, যজ্ঞ

দ্বারা ত্রিলোকপূজ্য হইতে ইচ্ছা করিয়া, প্রথমে লৌকিক নিয়মে বাজপেয় যজ্ঞ সমাপ্ত করিয়া, পরে বৃহস্পতি যজ্ঞ আরম্ভ করিলেন।

অনন্তর সেই বৃহস্পতিযজ্ঞ আরম্ভ হইলে, সনকনারদাদি ব্রহ্মর্ষিগণ, ভৃগুপ্রভৃতি ঋষি-প্রজাপতিগণ,দেবতাগণ, দেবর্ষি এবং পিতৃগণ,সকলে একে একে আমন্ত্রিত হইয়া পত্নিগণের সহিত সেই যজ্ঞসভার মঙ্গলকামনা করিতে উপস্থিত হইয়াছিলেন। ৪।৩।৪। দেখ বিদুর! সেই মহোৎসবে নিমন্ত্রিত হইয়া আকাশবিহারী দেবতা ও দেবীগণ দক্ষকৃত মহাযজ্ঞের বিবরণ কহিতে কহিতে সেই সভায় যাইতেছিলেন। কত শত সুন্দরী অপ্সরা ও গন্ধর্ব্বকামিনীগণ কণ্ঠে মুকুতার মালা, কর্ণে উজ্জ্বল কুণ্ডল, বহুমূল্য বস্ত্রাদি ও ভূষণাদি পরিধান করিয়া, সেই যজ্ঞোৎসব দেখিতে, আকাশগামী বিমানে যাইতেছেন এবং পরস্পরে মহাযজ্ঞের কথা কহিতেছেন। দক্ষকুমারী সতীদেবী কৈলাসশিখরে থাকিয়া তাঁহাদের মুখে পিতৃকৃত মহাযজ্ঞের কথা শ্রবণ করিয়া,সর্ব্বভূতনাথ মহেশ্বরকে কহিলেন :—৪।৩।৫।৬।৭।

ব্যাখ্যা। এই সকল মহোদয় ও দেবীগণের মুখে সতীদেবী পিতৃযজ্ঞের কথা শুনিয়া নিজপতি মহাদেবকে সংবাদ দিলেন। ইহাতে মহাদেবকে এই ভাবে বর্ণনা করা হইল যে, মহাদেবের আসক্তি নাই, সেই জন্য তিনি এমন ঘটনাকেও তুচ্ছ ভাবিয়া গোচরে আনেন নাই। সতী নাম্নি কর্ম্মের মহাবিদ্যাশক্তি ঐ তামসিক্ কার্য্যের ভাব অবগত হইয়া, ব্রহ্মের গোচর করিলেন। কারণ প্রেমভক্তিপ্রভৃতি সাত্ত্বিকীশক্তিই কর্ম্মফলকে ব্রহ্মের গোচর করাইয়া সাধককে মুক্তিজ্ঞানাদি দান করিয়া থাকেন। যজ্ঞাদি কর্ম্ম উন্নতির জন্যই অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। তাহা তামসিক্ হইলেও প্রবৃত্তিকে ক্রমে সাত্ত্বিকতার সহিত মিশ্রিত করিয়া ফেলে। সেই আধ্যাত্মিক প্রক্রিয়া কিরূপে সঙ্গঠিত হয়, তাহার উপায়সমূহকেই উপাখ্যানরূপে শ্রীব্যাসদেব প্রকাশ করিতেছেন।

সতী কহিলেন :—হে নাথ! আপনার শ্বশুর দক্ষ প্রজাপতি এক মহাযজ্ঞ আরম্ভ করিয়াছেন,সেই যজ্ঞ অদ্যাপি শেষ হয় নাই; চারিদিক হইতে দেবতাগণ ও ঋষিগণ মহোৎসব দেখিতে যাইতেছেন। চলুন আমরাও মহাযজ্ঞ দেখিতে গমন করি। ৪।৩।৮। হে স্বামিন্! সেই যজ্ঞে আমার ভগিনিগণ স্বামিগণের সহিত জনক ও জননীকে দেখিবার জন্য গিয়াছেন এবং তাঁহারা পিতা ও মাতার স্নেহদত্ত অলঙ্কারবস্ত্রাদি প্রাপ্ত হইয়া,আনন্দিত হইবেন। হে নাথ! আমারও তাঁহাদের সহিত দেখা করিতে এবং তাঁহাদের দত্ত অলঙ্কারাদি গ্রহণ করিতে ইচ্ছা হইতেছে, অতএব চলুন তথায় যাই। ৪।৩।৯। হে প্রভো! হে মহেশ্বর! সেই যজ্ঞসভায় আমার ভগিনিগণ তাঁহাদের স্বামীর সহিত আসিয়াছেন। আমি তাঁহাদের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া সুখিনী হইব। আহা! আমার জননী আমাকে বহুদিন হইতে না দেখিয়া অত্যন্ত উৎকণ্ঠিতা হইয়া আছেন! আমি সেই জননীকে ও তাঁহার স্নেহাদ্রচিত্তা ভগিনিগণকে দেখিতে পাইব। হে দেব! মহা মহা ঋষিগণ সেই মহাযজ্ঞের শ্রেষ্ঠত্ব দেখাইতে উপস্থিত হইয়াছেন; আমি তাহা দেখিতে গমন করিব। ৪।৩।১০। হে অজ! আপনি আপনার মায়াতেই ইহসংসারের রচনা করিয়াছেন এবং সেই জন্য

এই বিশ্বসংসার ত্রিগুণময় ভাবে সুশোভিত হইয়া রহিয়াছে। অতএব এই যজ্ঞাদি মহান্ কার্য্যে আপনার বিস্ময় না হইতে পারে। কিন্তু আমি স্ত্রীজাতি, আপনার মত তত্ত্ববিৎ নহি! অতএব দীনভাবে বলিতেছি যে, আমার পিতৃকৃত যজ্ঞ ও জন্মভূমি দেখিতে আমি অত্যন্ত উৎসুকা হইয়াছি। ৪। ৩। ১১।

ব্যাখ্যা এই শ্লোকচতুষ্টয়ের তাৎপর্য্য একত্রে প্রকাশ হইতেছে যথা:—ব্রহ্ম ও জগতের সম্বন্ধ—সত্ত্ব, রজো ও তমো এই ত্রিগুণশক্তির দ্বারা সংসাধিত হয়। ঈশ্বর সংসার-লীলা করিবার হেতু এবং প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তি সাধন করাইবার জন্য,আপনার তিনটী শক্তি দিয়া সকলকে পালন করেন। তমোশক্তিতে জীব কর্ম্মপর হয়। রজোশক্তিতে বুদ্ধি কর্ম্মপর হয়। সাত্ত্বিকশক্তিতে জীব বৈরাগ্য ও ব্রহ্মপর হইয়া থাকে। ঐ শক্তিতিনটী জীবে বা সংসারে স্বভাবতঃ আছে। জীব যেরূপ স্বভাব প্রাপ্ত হয়, সেই স্বভাবানুসারে ঐ শক্তিত্রয়কে প্রাপ্ত হইয়া কর্ম্ম করে। সেই কর্ম্ম হইতে হয় উন্নতি, না হয় অবনতি লাভ করে। সাত্ত্বিকভাবে কর্ম্মানুষ্ঠান করিলে সত্ত্বগুণ দ্বারা জীবচিত্ত ঈশ্বরের সমীপে স্বভাবতঃ আকৃষ্ট হয়। যদিও কর্ম্মীর মন কর্ম্মে মুগ্ধ থাকে, অথচ কর্ম্মী যদি সৎকর্ম্ম করে, তথাপি ঈশ্বর সেই সত্ত্বগুণের প্রভাবে কর্ম্মীকে শাসন করিয়া জ্ঞান দান করেন। সেই জ্ঞানদান কিরূপে করা যায়, তাহার রূপক্ই এই দক্ষযজ্ঞ। এস্থলে সতীরূপিণী সাত্ত্বিকীশক্তি কর্ম্মীরূপী দক্ষের তমোগুণপর কার্য্য বুঝিয়া, ঈশ্বরে নিবেদন করিলেন। পরে যজ্ঞাদি কর্ম্মসমূহ হইতে সাত্ত্বিক প্রকৃতি স্বভাবতঃ লাভ হয় বলিয়া, ঐ সতী নানাভাবে সেই যজ্ঞে ঈশ্বরকে আবির্ভাব করিতে চেষ্টা করিতেছেন। ঈশ্বর সাত্ত্বিকী প্রকৃতিপর, অর্থাৎ ঐ শক্তিই ঈশ্বরের আশ্রয় এবং ঐ শক্তিই সাধককে সৎপথে আনয়ন করেন। এই জন্য ঐ শক্তি,মোহপর দক্ষকে সৎপথে আনিতে গমন করিতে ইচ্ছা করিতেছেন। কেন যাইতেছেন?—না—তথায় জনক, জননী, ভগ্নী প্রভৃতিরূপিণী আসক্তি আছে। পরে একাদশ শ্লোকে বলা হইল যে,ঈশ্বর সংসারের সৃষ্টিকর্ত্তা, তিনি সামান্য কর্ম্মীকৃত যজ্ঞে মুগ্ধ কেন হইবেন; অর্থাৎ নির্লিপ্ত। শক্তি সংলিপ্ত, অর্থাৎ তাঁহার সহিত সংসাররূপী জনকাদির সংলেপ আছে। অতএব জন্মভূমিরূপী অর্থাৎ লীলাভূমিরূপী সংসারের সাত্ত্বিকী প্রকৃতি ঈশ্বরের সহিত আবির্ভূত হইয়া, কর্ম্মীকে প্রবোধ দিতে ইচ্ছা করিতেছেন। ইহাই তাৎপর্য্য।

হে অভব! দেখুন, দেখুন, যে সকল দেবীগণের সহিত আমার পিতার কোন সম্বন্ধও নাই,তাঁহারা কেমন আপনার আপনার সুন্দর স্বামিগণের সহিত মনোহর বস্ত্র ও ভূষণাদিতে সুশোভিত হইয়া, আকাশগামী বিমানে আরোহণ করিয়া, যজ্ঞদর্শনে গমন করিতেছেন। হে নীলকণ্ঠ! দেখুন, রথগুলি কেমন কলহংসের ন্যায় পাণ্ডুবর্ণময় দেখাইতেছে। ৪।৩।১২। হে সুরশ্রেষ্ঠ! পিতৃগৃহের এমন মহোৎসবের কথা শুনিয়া কন্যার হৃদয় বিচলিত হইই হয়। আরও দেখুন:—বন্ধুর গৃহে, জনক ও জননীর গৃহে, বিশেষতঃ ভর্ত্তৃগৃহে, নিমন্ত্রণ না হইলেও গমন করা যায়। ৪। ৩। ১৩।

ব্যাখ্যা। দ্বাদশ শ্লোকে অভব বলিবার তাৎপর্য্য এই:—অভব বলিতে জন্মহীন; অর্থাৎ আপনার জন্মমরণাদি নাই, আপনি আদি ও অন্তহীন হইতেছেন, আপনার সুহৃৎ ও

শক্র নাই। অতএব আমার ন্যায় বন্ধুজনবিরহজনিত দুঃখ আপনার সহ্য করিতে হয় না। এস্থলে বেদব্যাস বলিতেছেন যে:—নিষ্কামী ব্রহ্মের যেমন লয় নাই; তেমনি সাত্বিকীশক্তির কি লয় আছে? বৈদান্তিকেরা বলেন:—শক্তির লয় নাই, কিন্তু কর্ম্মের সহিত বিচ্ছেদ মাত্র হইয়া থাকে। জন্মজনিত বাসনাবীজকে বৈজ্ঞানিকগণ কর্ম্ম কহেন। সেই কর্ম্মের সহিত শুভাশুভের সংলেপ থাকাতে, জীব ঐহিক কর্ম্মের শুভাশুভ সঙ্ঘটন লাভ করিতে পারে। ইহাই দক্ষ ও সতীর সম্বন্ধ হইতেছে।

হে অমর্ত্ত্য! আমার উপর প্রসন্ন হউন। আমার অভিলাষ পূর্ণ করুন। (আপনার ন্যায় পত্নীপরায়ণ জগতে আর কে আছে?) কারণ আপনি দিব্যজ্ঞানবলে আমাকে আপনার দেহের অর্দ্ধভাগ ধারণ করিয়াছেন। অতএব এক্ষণে আমি যাহা প্রার্থনা করিতেছি তাহাতে অনুগ্রহ প্রকাশ করুন। ৪। ৩। ১৪। পূর্ব্বকথা সমাপন করিয়া শ্রীমৈত্রেয় বিদুরকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন:—হে বিদুর! ভগবান সুহৃৎপ্রিয় গিরিত্র প্রিয়া সতীর এবম্বিধ অনুরোধ শ্রবণ করিলে, তাঁহার মনে সেই ব্রহ্মকৃত যজ্ঞস্থলীয় দক্ষপ্রযুক্ত কুবাক্যগুলি স্মরণ হইল, তখন তিনি হাসিতে হাসিতে সতীকে কহিলেন:—৪। ৩। ১৫।

ব্যাখ্যা। সুহৃৎপ্রিয় বলিতে সুহৃৎগণের অর্থাৎ যাঁহারা হৃদয়ে তাঁহাকে উত্তম বলিয়া ভাবেন তাঁহারা ঈশ্বরের সুহৃৎ। সেই প্রেমিকগণকে যিনি নিজপ্রেম দান করেন, তিনিই সুহৃৎপ্রিয় হইতেছেন। গিরিত্র বলিতে গিরি অর্থাৎ অচল ও অটল পাষাণস্তূপ, যাহার রূপকার্থ বিশ্বাস। ইহার প্রকৃতার্থ—যিনি বিশ্বাসিগণের ত্রাণকারী। এস্থলে ব্রহ্মকে বিশ্বাসিগণের ত্রাণকারী বলা হইল। তিনি শক্তির কথায় কি করিলেন?—না—ব্রহ্মার যজ্ঞে দক্ষরূপী কর্ম্মী তাঁহাকে যে কটূক্তি ও অপমানবাক্য প্রয়োগ করিয়াছিলেন; পূর্ব্বে তাঁহার স্মরণ ছিল না অর্থাৎ সেই কথাতে তিনি আসক্ত হয়েন নাই।

শ্রীভগবান কহিলেন:—হে প্রিয়ে! তুমি যাহা বলিলে, তাহা অতিশয় যুক্তিযুক্ত হইয়াছে বটে। অনাহূত হইয়াও সুহৃদাদির বাটীতে যাওয়া যায়, কিন্তু যে সকল সুহৃদাদি আত্মদৃষ্টি-বিহীন হইয়া, অজ্ঞানী হয় এবং যাহারা অহঙ্কারে উন্মত্ত হইয়া ক্রোধী ও মোহিতচিত্ত হইয়া আপনার তত্বজ্ঞান নষ্ট করে, তাহারাই নিজ দূষিতস্বভাবদ্বারা গুণিগণের প্রতি দোষারোপ বা নিন্দাবাদ করে। অতএব এমন সুহৃদাদির ভবনে অনিমন্ত্রিত যাওয়া হইতে পারে না। ৪। ৩। ১৬ হে সতি! বিদ্যাতে, তপস্যাতে, ধনেতে, দেহের অবস্থাতে, বয়সে এবং কুলানুসারে সাধু-গণেরই বিবেক উপস্থিত হইয়া থাকে। অসাধুগণের পক্ষে উহারাই অজ্ঞানের হেতু হয়; জানিবে। ঐ অজ্ঞানহেতু হইতেই তাহাদের বিবেক নাশ প্রাপ্ত হইলে, তাহারা অহঙ্কারী হয় এবং অহঙ্কারে উন্মত্ত হইলে, তাহারা মূঢ় হইয়া সাধুগণের গুণ দেখিতে পায় না। ৪। ৩। ১৭। হে প্রিয়ে! যাঁহাদের চিত্ত আত্মতে স্থির হয় নাই, তাঁহারা অভ্যাগত আত্মীয়কেও নিরা-নন্দ চক্ষে, কুটীল ভ্রূদৃষ্টিতে দেখিয়া, তুচ্ছ বোধ করেন। এমন স্বজনের গৃহে কোন সুহৃতের যাওয়া অন্যায়। কারণ, স্বজনের দুরুক্তিরূপ বাণে সুহৃতের অঙ্গ দিবানিশি যত ব্যথিত হয়, শত্রুর শরজালবাতনা ততদূর তীক্ষ্ণ বলিয়া তাহার বোধ হয় না। ৪। ৩। ১৮। ১৯।

ব্যাখ্যা। ইহাতে পরমার্থে এই বলা হইল যে, ভক্তির সহিত কর্মীর সম্বন্ধ আছে। হিতকারিণী শক্তি যদি অভক্তের কর্ম্মে ভক্তির উৎসাহ দেন, সেই হিত উৎসাহ অভক্তের গ্রাহ্য হইবে না।

হে প্রিয়ে! আমি জানি যে তুমি সেই উৎকৃষ্টজন্মধারী প্রজাপতি দক্ষের সকল কন্যাপেক্ষা স্নেহের পাত্রী। কিন্তু আমার সহিত সংযোগ আছে বলিয়া, এ সময়ে তুমি তাঁহার নিকটে মান্য প্রাপ্ত হইবে না। কারণ আমার উপরে তিনি ক্রুদ্ধ আছেন। ৪। ৩। ২০। হে সুন্দরি! অসুরগণ যেমন পরমপদ প্রাপ্ত হইতে না পারিয়া, সর্ব্বদা শ্রীহরির হিংসা করেন, তদ্রূপ নিরহংকারী ভক্তগণের ঐশ্বর্য্য দেখিয়া, তাহা লাভ করিতে না পারাতে তোমার পিতা আমার প্রতি হৃদয়ে অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হইয়া, অভিমানে দগ্ধ হইতেছেন। ৪। ৩। ২১ হে প্রিয়ে! সাধুগণ যে লৌকিক সম্মানবিধানার্থ প্রণাম, অভিবাদন, প্রত্যুত্থানাদি নিয়ম বিধান করিয়াছেন; তাহা স্থূলদেহের প্রতি বিধান করেন নাই। সর্ব্বগুহাশয় হইয়া ভগবান পরম পুরুষ আছেন বলিয়া, তাঁহারই উদ্দেশে ঐ সকল কর্ম্ম প্রযুক্ত হইয়াছে। বিশেষতঃ সাধুগণ ঐ প্রণামাদি হৃদয়ের মধ্যেই সংসাধন করিয়া থাকেন। ৪। ৩। ২২। হে প্রিয়ে! যিনি সংসারির মায়াবরণ উন্মোচন করাইয়া, বিশুদ্ধ সত্ত্বগুণরূপী বসুদেবে উদিত হয়েন বলিয়া (লোকে) যাঁহাকে বাসুদেব কহে। সেই অধোক্ষজ ভগবান বাসুদেবে আমার মন সদাসর্ব্বদা বিলীন আছে। ৪। ৩। ২৩।

ব্যাখ্যা। বসু শব্দের অর্থ পুণ্যকর্ম্ম বা সত্ত্বগুণ। সেই পবিত্র সাধনাতে যিনি প্রকাশ হয়েন তাঁহাকে বাসুদেব কহে। তিনি উদিত হইলে লোকের মায়াবন্ধন মোচন হইয়া যায়। এই জন্য তাঁহার আর একটি নাম অধোক্ষজ:—অধোক্ষজ বলিতে ইন্দ্রিয়গণ যখন বিষয়ব্যাপার হইতে অধোপতিত বা বিরত হয়, সেই পবিত্র প্রবৃত্তিতে যিনি প্রকাশ হইয়া জীবকে মুক্তি দেন, তাঁহাকে অধোক্ষজ কহে। সেই হরিকে মহাদেব অর্থাৎ নিষ্কামী সাক্ষী পুরুষ বা প্রলয়ফলপ্রদ মহাকালরূপী পুরুষ সর্ব্বদা চিন্তা করেন। অর্থাৎ এক ব্রহ্ম পরে শক্তিময় হইয়া, ব্রহ্মা বা বুদ্ধি, বিষ্ণু বা আত্মা এবং মহেশ্বর অর্থাৎ দৈবপরিণামদাতা কাল; এই ত্রিবিধ অবস্থার এই সংসারের পক্ষে বর্ত্তমান হইয়া আছেন। উঁহারাই পরস্পরে পরস্পরের অভিবাদনাদি করিতে পারেন। অপরকে তাঁহারা বাৎসল্যভাবে অনুগ্রহ করেন, কিন্তু অনুগৃহীত হয়েন না। ইহাই তাৎপর্য্য।

হে বরোরো! এই দক্ষই তোমার দেহসৃজনকারী পিতা বটেন, কিন্তু এক্ষণে তুমি তাঁহাকে বা তাঁহার অনুগতগণকে সম্ভাষণ করিতে পারিবে না। কারণ তিনি আমাকে পাপহীন না ভাবিয়া ব্রহ্মযজ্ঞসভায় বৃথা তিরস্কার করিয়াছেন। অতএব তিনি ও তাঁহার অনুচরেরা আমার শত্রু হইতেছেন। ৪। ৩। ২৪।

ব্যাখ্যা। যদিও কর্ম্ম সাত্ত্বিকাদি প্রবৃত্তির উদ্ভবকারী, তথাপি তিনি যখন ঈশ্বরাবহেলা করিয়া ভেদদর্শী হইয়াছেন, তখন তাঁহার পক্ষে সতীরূপী ভক্তিপ্রেমাদি প্রাপ্তি উচিত হইতেছে না। পাপহীন বলিতে আসক্তিহীন; অর্থাৎ স্থূলদেহাভিমানী না হইয়া পরম স্বভাবপর হইতেছেন। ইহাই তাৎপর্য্য।

হে প্রাণেশ্বরি! যদি আমার কথাগুলি শ্রবণ করিয়াও তথায় গমন কর, তাহা হইলে তোমার মঙ্গল হইবে না। কারণ যাঁহারা স্বজনের নিকট প্রতিষ্ঠা পাইবার ইচ্ছা করিয়া অবশেষে অশ্রদ্ধা লাভ করে, সেই অপমানই তাঁহাদের মৃত্যুতুল্য হইয়া থাকে।৪।৩।২৫।

ইতি শ্রীভাগবতে চতুর্থস্কন্ধে উপেন্দ্রকৃতানুবাদে তৃতীয়াধ্যায় সমাপ্ত।

ব্যাখ্যা। মহাদেবের সকল উক্তির ভাব এই হইতেছে যে:—যে কর্ম্মী ভক্তির অনুগত না হয় অর্থাৎ আমাকে না চায়; সে অজ্ঞানী ও অহঙ্কারী। যে ব্যক্তি দেহাদিতে ও ঐশ্বর্য্যাদিতে উন্মত্ত, তাহার সৎকার্য্যকরণে যদিও সাত্ত্বিকী প্রবৃত্তির উদয় হয় বটে, কিন্তু তাঁহার মান্য রক্ষা হয় না, অতএব সে প্রবৃত্তি তাহার নিকটে একেবারে লোপ পায়। যেমন স্বজনের নিকটে আত্মীয় প্রার্থীর অবমাননা হইলে, তাহা মৃত্যুর কারণ হইয়া থাকে। সেইরূপ অহংকারী কর্ম্মীর নিকট ভক্তির অবমাননা হইলে, তৎসমীপে তাহা লুপ্ত হয়। অতএব অজ্ঞানীর সংকার্য্যেও দোষ আছে; ইহাই বলা হইল।

ইতি শ্রীভাগবতে চতুর্থস্কন্ধে তৃতীয়াধ্যায়ে উপেন্দ্রকৃতাধ্যাত্মব্যাখ্যা সমাপ্ত।

অথ চতুর্থ অধ্যায়।

—:*:—

পূর্ব্বকথা সমাপন করিয়া শ্রীমৈত্রেয় কহিলেন, হে বিদুর! পরে কি ঘটিল তাহা শ্রবণ কর:—ভগবান শঙ্কর গমনে অনুমতি দান ও নিবৃত্তকরণ, উভয় অবস্থাতেই আপাততঃ পত্নীর অঙ্গনাশ চিন্তা করিয়া, স্থির হইলেন। এ দিকে সতীদেবী একবার মাতাপিতাদি সুহৃদকে দেখিতে ব্যাকুলা হইয়া গৃহ হইতে বহির্গত হইতে লাগিলেন, পুনরায় আপন প্রাণসম পতিকে ত্যাগ করিয়া যাইতেছেন. ইহা ভাবিয়া ব্যাকুলা হইয়া, গৃহে ফিরিতে লাগিলেন। এই ভাবে তাঁহার চিত্ত ঘোরতর আন্দোলিত হইয়া উঠিল।৪।৪।১।

ব্যাখ্যা। অঙ্গনাশ বলিতে বর্ত্তমান অবস্থার পরিবর্ত্তন। অর্থাৎ বর্ত্তমানে কর্ম্মীগণ ঈশ্বরবিদ্বেষী হওয়াতে ভক্তিপ্রেমাদির লয় দুই ভাবেই হইবে অর্থাৎ যজ্ঞরূপী কর্ম্মে উদিত হইলেও অকর্ম্মত্বহেতু সাত্ত্বিকীশক্তির বর্ত্তমান লয় হইবে এবং কেহ ভক্তির আশ্রয় না লইলেও উহা লোপ পাইবে। এই উভয় ভাবাত্মক লয়কেই সতীর অঙ্গ নানারূপে বুঝান হইল। পরিণামদর্শী কাল ইহা ভাবিয়া নিশ্চিন্ত হইলেন। এদিকে শক্তির পক্ষে কর্ম্মসঙ্গত্যাগ অসম্ভব এবং পুরুষসংসর্গত্যাগও অসম্ভব হইতেছে। ইহার মধ্যে কর্ম্মী যজ্ঞরূপ সৎকর্ম্ম করিতেছেন। সৎকর্ম্মে তাঁহাকে উদয় হইতে হইবেই। ইহাই গমন ও আগমনের তাৎপর্য্য।

অবশেষে সতীর মনে জনকাদি ও সুহৃদাদি দর্শনেচ্ছা প্রবল হওয়াতে, স্নেহবশতঃ তাঁহার নয়ন হইতে একদিকে অশ্রু বিগলিত হইতে লাগিল; অপর দিকে অসমান পুরুষরূপী মহেশ্বরের নিবারণে তাঁহার ভীষণ ক্রোধোদয় হওয়াতে, তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ কম্পিত হইতে

লাগিল। সেই ক্রোধে যেন তিনি মহেশ্বরকে ভস্ম করিবেন এই ভাব প্রকাশ করিতে লাগিলেন। ৪।৪।২।

হে বিদুর! যে ভগবান সাধুগণের প্রিয় হইতেছেন; যিনি (শক্তিকে) অতিমাত্র প্রিয়া ভাবিয়া আপনার দেহের অর্দ্ধেকে ধারণ করিয়াছেন; সেই সর্ব্বপ্রিয় স্বামীকে পরিত্যাগ করিয়া সতীদেবী আপনার স্ত্রীস্বভাব হেতু স্বজনের প্রতি বিমুগ্ধচিত্তা হইয়া, কখন শোকে, কখন ক্রোধে, ব্যথিতহৃদয়া হইয়া, মহেশ্বরের গৃহ হইতে বহির্গতা হইলেন। ৪।৪।৩।

সতী যখন দ্রুতগতি পিতৃভবনে যাইবার জন্য পথের বাহির হইলেন, সেই সময়ে ভগবান ত্রিনেত্রের আদেশে সহস্র সহস্র অনুচর তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবিত হইল, এবং ভগবানের আজ্ঞায় যক্ষপতি কুবেরের মনিমান্ ও মদাদি অনুচরগণ ঐশ্বর্য্যযুক্ত সজ্জার সহিত ত্বরায় বৃষেন্দ্রকে অগ্রে লইয়া গমন করিল। ৪।৪।৪।

ঐ যক্ষানুচরেরা দেবীকে সুসজ্জিত বৃষেন্দ্রে আরোহণ করাইয়া, তাঁহাকে বিশেষ অলঙ্কারে সাজাইলেন। তাঁহার সমভিব্যাহারে মনোমোহনার্থ সুশিক্ষিতা সারিকা, নানাবিধ ক্রীড়াসামগ্রী, নানাপ্রকার কমলাবলী; সুগন্ধি প্রসূননির্ম্মিত মাল্যপ্রভৃতি এবং শ্বেত চামর ও শ্বেত ছত্র রহিল। অবশেষে তাঁহারা চতুর্দিকে দুন্দুভি, শঙ্খ, বেণু প্রভৃতি বাজাইয়া মধুর সঙ্গীত করিতে করিতে, মহাসমারোহে দক্ষপুরীর দিকে গমন করিলেন। ৪।৪।৫।

ব্যাখ্যা। কর্ম্মাশক্তিহেতু হরের বিনানুমতিতেও শক্তি যজ্ঞে আবির্ভূতা হইতে চলিলেন। কে তাঁহাকে বহন করিবে? বৃষেন্দ্র। বৃষ বলিতে সুখদুঃখ প্রকাশক ধর্ম্ম। লোককে সৎপথে রাখিয়া পালন করিবার জন্য যে দৈবনিয়ম দেশকালভেদে সুখদুঃখদ্বারা জীবকে পালন করেন, তাঁহাকে ধর্ম্ম কহে। যজ্ঞকর্ম্মে ধর্ম্ম নামক দৈবনিয়মের সাহায্যে সাত্বিকী শক্তি আবির্ভূতা হইবেন। ইহাই তাৎপর্য্য। জীব আশার সহচর; আশার দ্বারায় লোকে কর্ম্মী। সংসারী দক্ষ আপনার পরম ঐশ্বর্য্য লাভ করিবার আশায় এই যজ্ঞ করিয়াছেন; আশা সুখ ও দুঃখের দ্বারা প্রকাশ হয়। অতএব কর্ম্মী কেবল কর্ম্ম করিলেই তথায় ধর্ম্মের আবির্ভাব হইয়া থাকে। গুপ্তসাক্ষীরূপী ধর্ম্ম কর্ম্মীর আশানুসারে উত্তমাধম কর্ম্মফল দান করিয়া থাকেন। এস্থলে সৎকর্ম্মে সাত্বিকী শক্তির উদয় করণার্থ ধর্ম্ম বৃষেন্দ্ররূপে সতীকে বহন করিলেন।

যে মহা মহা পণ্ডিতগণ পরস্পরের বিদ্যাতেজে পরস্পরকে পরাজয়ে অশক্ত হয়েন, তাঁহারাই দক্ষযজ্ঞালয়ে উপস্থিত থাকিয়া চতুর্দ্দিকে বেদমন্ত্রপাঠ করিতেছেন; সেই যজ্ঞস্থলের চতুর্দ্দিকে মৃত্তিকা, কাষ্ঠ, স্বর্ণ ও রৌপ্যাদি নির্ম্মিত যজ্ঞপাত্রাদি রহিয়াছে। তথায় পশুহিংসা করিবার জন্য পশ্বাদি রহিয়াছে। এমন সমারোহপরিপূর্ণ যজ্ঞশালায় সতীদেবী পূর্ব্বোক্তভাবে সানুচরে সুসজ্জিতা হইয়া প্রবেশ করিলেন। ৪।৪।৬।

তিনি তথায় প্রবেশ করিলে :—দক্ষের ভয়ে কেহই তাঁহাকে সসম্মানে গ্রহণ করিতে পারিলেন না, কেবল জননী ও ভগিনিগণ তাঁহাকে গ্রহণপূর্ব্বক প্রেমাশ্রু বিগলিত নয়নে সাদরে আলিঙ্গন করিয়া, বসিতে আসন দিলেন। ৪। ৪। ৭।

ব্যাখ্যা। যজ্ঞস্থলে কর্ম্ম কিরূপে হইতেছে? না—কেবল কতকগুলি বিদ্যাভিমানী পণ্ডিতের দ্বারা সংসাধিত হইতেছে। তথায় সিদ্ধ বা সাধুপ্রেমিক নাই। কিরূপে আচরিত হইতেছে? না—কতকগুলি মৃদ্স্বর্ণাদি বাহ্যপদার্থ নির্ম্মিত আধার পাত্রদ্বারা। ভক্তিপ্রেমাদি সংযুক্ত হৃদয়পাত্র নহে। ঈশ্বরকে কি উপহার দেওয়া হইবে? না—কতকগুলি পশু-হিংসা করিয়া। পশুরূপী অজ্ঞান ও রিপুসমূহের হিংসা নহে। এই উপকরণাদি যজ্ঞের কেবল মাত্র বাহ্যাড়ম্বর হইতেছে। ইহাই ধর্ম্ম ও কালসংযুক্তা সেই সতীশক্তি দেখিলেন। ভক্তিপ্রেমাদি মণ্ডিতা শক্তিকে দেখিয়া মহাবিশুদ্ধচিত্ত দক্ষ অনাদর করাতে, অপর কর্ম্মীগণ কেহই আদর করিলেন না। কেবল জননী ও ভাগিনীরূপিণী প্রবৃত্তিশক্তিগণ তাঁহাকে আদর করিলেন। প্রবৃত্তিও কর্ম্মীর অভিপ্রায়নুযায়ী হইতেছে। তাহার ফলাফল পরে দেখান হইতেছে।

জননী ও ভগিনিগণ তাঁহাকে দেখিয়া পরম আদরে কুশলপ্রশ্নাদি জিজ্ঞাসা করিয়া উত্তম আসন প্রদান করিলেন। কিন্তু সতীদেবী পিতাকর্ত্তৃক অনাদৃতা হইয়া ঐ আসন গ্রহণ করিলেন না। ৪। ৪। ৮।

পরে দেবী যখন দেখিলেন যে সেই যজ্ঞে রুদ্রের ভাগ নাই এবং তাঁহার পিতা সেই মহেশ্বরকে অবহেলা করিয়াছেন। বিশেষতঃ যজ্ঞীয় সভ্যগণও মহেশ্বরকে অনাদর করিতেছেন, ইহা দেখিয়া দেবী মহাক্রুদ্ধা হইয়া, তৎক্ষণাৎ ত্রিভুবনভস্মীকরণক্ষম ভাব ধারণ করিলেন। ৪। ৪। ৯।

হে বিদুর! সেই ধূমপথে পরিশ্রম সহকারে অবস্থিত শিবদ্বেষী দক্ষরাজকে দেখিয়া, মহাদেবের অনুচরগণ তাঁহাকে বধ করিতে উদ্যত হওয়াতে; সতীদেবী তাঁহাদের নিবারণ করিয়া, দক্ষকে অতি দুঃখিতচিত্তে তৎকৃতকার্য্যের নিন্দাজনিত বাক্য বলিতে লাগিলেন। তাঁহার সতেজ বাণী সকল সভ্যই শ্রবণ করিতে লাগিলেন। ৪। ৪। ১০

ব্যাখ্যা। কর্ম্ম দেখিয়া পরিণামে মহাকালপুরুষ জীবের মঙ্গল বিধান করেন বলিয়া তাঁহাকে শিব কহে। এমন মঙ্গলময় কর্ম্মে ঈশ্বরদ্বেষী দক্ষ কি করিতেছেন—না—ধূমপথে মহাশ্রমে অবস্থিত আছেন। ধূমপথ বলিতে যাহার অন্তরে অগ্নি আছে, কিন্তু আপাততঃ প্রকাশ হয় নাই, এমন সুপাগ্নি অর্থাৎ সুপ্তজ্ঞানযুক্ত কর্ম্মপথ। মুক্ত্যাদি কোন প্রকার ফলের প্রত্যাশা না করিয়া, যিনি ব্যাহ্যানুষ্ঠানে অহঙ্কারী হইয়া কর্ম্ম করেন, তাঁহার শ্রম মাত্র লাভ হইয়া থাকে। সেই কর্ম্মীকে দেখিয়া কালানুচরগণ

বধ করিতে অর্থাৎ মন্দভাগ্য দিতে চাহিল। কিন্তু পরলোকে ভাল হইবে বলিয়া সৎকর্ম্মজনিত কিঞ্চিৎ উপদেশ দিবার জন্য সতী নিম্নলিখিত বাণী বলিতে লাগিলেন।

সতীদেবী কহিলেন:—হে পিতঃ! ইহসংসারে যাহা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ কেহ নাই, বিশেষতঃ যাঁহার পক্ষে কেহ প্রিয় বা অপ্রিয়ও নাই। জীবগণের আত্মাপক্ষে তিনিই অত্যন্ত প্রিয় হইতেছেন। এমন শত্রুশূন্য মঙ্গলদতোকে আপনি ভিন্ন আর কে অনাদর করে। ৪। ৪। ১১।

হে পিতঃ! দেখুন যাঁহারা সাধু হয়েন, তাঁহারা কেবল গুণমাত্র গ্রহণ করেন, দোষদর্শী হয়েন না। যাঁহারা মধ্যমাবস্থার লোক হয়েন, তাঁহারা কেবল দোষ গ্রহণ না করিয়া দোষগুণের সমানঃবিচার করেন। কিন্তু আপনার ন্যায় যাঁহারা অসাধু, তাঁহারা গুণগ্রহণ দূরে থাকুক, সামান্য দোষকেও বিস্তার করিয়া থাকেন। সেই জন্যই আপনি মহেশ্বরের দোষের বিস্তার করিয়াছেন। ৪। ৪। ১২।

ব্যাখ্যা। প্রেমের প্রেমিক যাঁহারা হয়েন, তাঁহারা প্রিয়বস্তুর দোষ দেখিতে পায়েন না। অর্থাৎ একেবারে বিশ্বাস করিয়া ঈশ্বরে আত্মসমর্পণ করেন। যাঁহারা বুদ্ধিজীবী তাঁহারা আত্মসমর্পণ না করিয়া ঈশ্বরের সৃষ্টিরূপী গুণকে সুখ্যাতি করেন এবং তাঁহারা প্রলয়রূপী দোষকে নিন্দা করেন। কিন্তু একেবারে যাঁহারা অজ্ঞানী তাঁহারা আত্মকৃত কর্ম্মে নিরত থাকিয়া দুঃখভোগ করিয়া দৈবপ্রাপ্ত ঘোর নিন্দাবাদ করেন। অর্থাৎ হে পিতঃ! আপনি জ্ঞানী নহেন, অতএব প্রেমলাভের পাত্র নহেন। ইহাই তাৎপর্য্য।

হে পিতঃ! যাঁহারা জড় শরীরাভিমানী হয়েন, তাঁহাদের পক্ষে মহানিন্দিত কার্য্য করা বড় আশ্চর্য্যজনক নহে। সেই নিন্দাবাদ যদিও মহাপুরুষগণ সহ্য করেন, কিন্তু তাঁহাদের পাদরেণু যাঁহারা সেবন করেন; এমন ভক্তগণ সেই নিন্দাবাদকে অত্যন্ত অসহ্য ভাবিয়া, আপনাদের তেজেই সেই অসাধুগণকে বিনাশ করেন; অতএব আপনি অসাধু বলিয়া আপনার পক্ষে মহেশ্বরের নিন্দা যুক্তিযুক্তই হইয়াছে!! ৪। ৪। ১৩।

ব্যাখ্যা। হে কর্ম্মমোহিতচিত্ত দক্ষরাজ! আপনি যখন অজ্ঞানে আবৃত আছেন, তখন আপনি যে ঈশ্বরনিন্দা পূর্ব্বক ভক্তগণের অপ্রীতি গ্রহণ করিয়া, পরস্পরে পরস্পরের শত্রু হইবেন, ইহাতে আর আশ্চর্য্য কি? নিগূঢ়ভাবে এই বলা হইল যে:—অজ্ঞানজনিত গর্ব্বাদি যতই সংসারে সম্মানযোগ্য ও ঐশ্বর্য্যবান্ হউক না; সামান্য জ্ঞানালোকে তাহাদের ধ্বংশ হইয়া থাকে।

যাঁহার দুইটী অক্ষর যুক্ত (শিব) এই নামটী মনুষ্যগণ মুখে উচ্চারণ মাত্র করিয়া সর্ব্বপাপ হইতে ত্বরায় বিমুক্ত হয়। যাঁহার কীর্ত্তি অতিশয় পবিত্র এবং যাঁহার আজ্ঞাকে

অবহেলা করিবার উপায় নাই। হে পিতঃ! আপনার ন্যায় অমঙ্গলশীগণই সেই মঙ্গলময়ের দ্বেষ করেন। ৪। ৪। ১৪।

হে জনক! মহাপুরুষগণের মনোরূপ অলিবৃন্দ ব্রহ্মরসময় মধু পান করিতে ইচ্ছা করিয়া, যাঁহার পাদপদ্ম সর্ব্বদা সেবন করেন। ইহসংসারে কামিগণ কামনা করিয়াও যাঁহার নিকট হইতে ফল প্রাপ্ত হইয়া থাকে। সেই বিশ্ববন্ধু মহেশ্বরকে না বুঝিয়া আপনি অকারণ নিন্দা করিতেছেন। ৪। ৪। ১৫

হে পিতঃ! সেই শিবনামধারী মহাপুরুষ যিনি শিরে জটাভার বহন করেন, শ্মশানে বাস করেন; প্রেতপ্রাপ্ত ব্যক্তিগণের কপাল ও শিরাস্থিভস্মাদিতে আচ্ছাদিত থাকেন এবং পিশাচগণকে সহচর করেন। ব্রহ্মাদি দেবতাগণ যাঁহার চরণের নির্ম্মাল্য মস্তকে ধারণ করেন বলিয়া তাঁহাকে জ্ঞাত আছেন। আপনার ন্যায় মূঢ়জন তাঁহাকে অমঙ্গলদাতা বলিয়াই জানেন। ৪। ৪। ১৬

ব্যাখ্যা। শিবরূপী কাল কি করেন?—না—পাপিগণকে উদ্ধার করেন। ঈশ্বরের সর্ব্বৈশ্বর্য্য-সত্ত্বেও ঈশ্বর কালরূপে কেবল নিস্পৃহত্ব প্রদর্শন করেন। কিরূপে তাহা প্রকাশ হয়! তাহাই ব্যাস প্রকাশ করিতে বলিতেছেন:—তাঁহার বেশ ও ভূষার প্রয়োজন নাই, এই জন্য শিরে জটাভার বহন করেন। পাপিগণের অর্থাৎ মৃতগণের শুভাশুভ ফলদানের জন্য নিজ সর্ব্বাঙ্গে তাহাদের কর্ম্মবাসনারূপী কপোলাস্থিপ্রভৃতি ধারণ করেন এবং পাপিগণকে পরিত্রাণ করিবার জন্য পাপরূপী পিশাচের সহিত সাহচর্য্য করেন। কালের কার্য্যই অবনতকে সদ্গতি দান করা। যাঁহারা সাধু তাঁহারা সেইজন্য দেহপর্য্যন্তই কালের সংস্রবে থাকেন, দেহান্তে কালাতীত হয়েন, অর্থাৎ মুক্ত হয়েন। এমন সর্ব্বকর্ম্মফল ও জ্ঞানদাতা ঈশ্বরকে কাহারা ভজনা করেন?—না—ব্রহ্মাদি হইতে সকল মহাপুরুষই ভজনা করেন। অর্থাৎ ব্রহ্মার ন্যায় ঐশ্বর্য্যবান্ কেহ নাই বলিয়া ব্রহ্মাকে উপমাস্থল করা হইল। ব্রহ্মার বিশ্বরূপ ঐশ্বর্য্যও যখন কালের শাসনের অধীন, তখন অপরের কি কথা! স্বর্গাদি ঐশ্বর্য্যযুক্ত দেবগণও মুক্তির জন্য তাঁহার পদসেবা সর্ব্বদা করেন। অতএব কেবল আপনার ন্যায় অজ্ঞানী ব্যক্তি ঐশ্বর্য্যগর্ব্বেই তাঁহাকে বুঝিতে না পারিয়া নিন্দা করেন। ইহাই তাৎপর্য্য।

হে পিতঃ। স্বধর্ম্মদাতা ঈশ্বরের নিন্দা যাহারা করে; সাধুগণের উচিত তৎসমীপ হইতে কর্ণাবৃত করিয়া প্রস্থান করা; কিম্বা যদি ক্ষমতা থাকে, তাহা হইলে সেই অমঙ্গলবাদীর জিহ্বাকে ছেদন করা, যদি এই উভয়কার্য্য করিতে তাঁহারা অক্ষম হয়েন, তাহা হইলে তাঁহারা আপনার প্রাণ ত্যাগ করিবেন; ইহাই ধর্ম্মনিয়ম হইতেছে। ৪। ৪। ১৭

হে পিতঃ! আপনি যখন সেই সিতিকণ্ঠের নিন্দুক হইতেছেন, তখন আপনা হইতে উৎপন্ন এই দেহ আর আমি ধারণ করিব না। কারণ সাধুগণ কহেন, যদি কেহ ভ্রমবশতঃ অশুদ্ধান্ন ভোজন করে, তবে তাহা বমন করাই যুক্তিযুক্ত হইয়া থাকে। ৪। ৪। ১৮

ব্যাখ্যা। সিতিকণ্ঠ বলিতে গরলপায়ী। অর্থাৎ পাপ যিনি পান করেন। সেই পবিত্রময় ঈশ্বরকে যে নিন্দা করে সে অজ্ঞানী হইতেছে। সেই অজ্ঞানীকে বা পাপীকে যাহারা

আশ্রয় করে বা তাহার সংসর্গে যাহারা থাকে ; তাহাদের পাপ না থাকিলেও পাপস্পর্শ করে। এস্থলে কর্ম্ম হইতে সক্রিয় যে সতীরূপিণী প্রেমভক্তি নাম্নি শক্তি, তিনি কর্ম্মকে মুগ্ধ দেখিয়া, ঐরূপ মুগ্ধকর্ম্মীর সংসর্গ ত্যাগ করেন। অর্থাৎ সৎকর্ম্মে স্বভবতঃ ভক্ত্যাদির উদয় হয় ; কিন্তু মোহিতজন তাহা প্রার্থনা না করাতে, তাহা লোপপ্রাপ্ত হইয়া থাকে। এস্থলে উপাখ্যানাকারে তাহাই প্রদর্শিত হইতেছে বলিয়া, উদাহরণরূপে দেখান হইতেছে—কুৎসিৎ অন্ন অজ্ঞান বশতঃভোজন করিলে যেমন বমন ভিন্ন নিস্তার নাই, তদ্রূপ কর্ম্ম হইতে ভক্ত্যাদি উৎপন্ন হইলেও কর্ম্মীকে মুগ্ধ দেখিলে, তাহাকে সেই ভক্ত্যাদি আশ্রয় করেন না, অর্থাৎ ত্যাগ করেন। সেই ত্যাগই সতীদেহত্যাগের কল্পনা হইতেছে।

(হে পিতঃ! আপনি বলিয়া থাকেন ; মহেশ্বর ক্রিয়াশূন্য ও অশুচি হইতেছেন। তাহার তাৎপর্য্য এই শ্রবণ করুন) যাঁহারা আত্মাতে রমণ করেন, সেই মহামুনিসমূহ বেদকথিত কর্ম্মবাদে মুগ্ধ হইতে পারেন না। কারণ এক আত্মাই যখন দেবতারূপে থাকেন তখন আকাশে বিহার করেন। যখন মনুষ্যরূপে থাকেন, তখন পৃথিবীতে বিচরণ করেন। এইজন্য সেই তত্ত্বজ্ঞানীগণ স্বধর্ম্মে থাকিয়া পরস্পরের ধর্ম্মকে নিন্দা করেন না। (অতএব না বুঝিয়া, ক্রিয়াশূন্য বলিয়া মহেশ্বরকে নিন্দা করা আপনার উচিত কার্য্য হয় নাই।) ৪।৪।১৯

হে পিতঃ! বেদমধ্যে প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তিবিধায়ক দুইটী উপায়ই বিহিত হইয়াছে। এক্ষণে বুঝিতে হইবে যে, যে কর্ম্মী অনুরাগবিশিষ্ট, তিনিই প্রবৃত্তি বিধির অধীন। যে কর্ম্মী বৈরাগ্য বিশিষ্ট, তিনিই নিবৃত্তিবিধির অধীন হইতেছেন। কারণ এক কর্ত্তা কখন দুই কর্ম্ম করিতে পারে না। বিশেষতঃ কোন কর্ম্মই ব্রহ্মে সংযুক্ত হইতে পারে না। ৪।৪।২০।

হে পিতঃ! আমরা যে অবস্থায় রহিয়াছি, সে অবস্থা আপনাদের ন্যায় কর্ম্মীর প্রাপ্ত হইবার উপায় নাই। আপনাদের ন্যায় অবস্থাসম্পন্ন লোকেরা কেবল এইরূপ যজ্ঞশালার কর্ম্মমার্গেতেই বিচরণ করেন। কিন্তু যাঁহারা ব্রহ্মজ্ঞানরূপ প্রেমৈশ্বর্য্য লাভ করিয়াছেন, তাঁহারাই আমাদের অবস্থা সেবন করেন। ৪।৪।২১

হে পিতঃ! সাধুগণ কহেন যে, যে ব্যক্তি মহৎব্যক্তির নিন্দা বা অপকার করে, তাহার ঔরসে জন্মগ্রহণ করাই পাপের কার্য্য বলিতে হইবে। অতএব আপনার ন্যায় কুজনের সুহৃ-বাসও যখন আমার পক্ষে লজ্জার বিষয় হইতেছে ; তখন যে আপনি মহেশ্বরের নিকটে অপরাধী হইয়াছেন, সেই আপনার ঔরস-জাত এই দেহদ্বারা ভোগকার্য্য করিতে, আর আমার ইচ্ছা হয় না, আর আমার এমন কুকর্ম্মে প্রবৃত্তি নাই। ৪।৪।২২।

হে জনক! (আপনার সহিত কন্যাসম্বন্ধ থাকাতে, আমি দেহত্যাগ না করিয়া থাকিতে পারিতেছি না, কারণ) যখন ভগবান বৃষধ্বজ আমার প্রতি আদর করিয়া "দাক্ষায়নী" বলিয়া সম্বোধন করিবেন, তখনই ত্বদীয় সম্বন্ধহেতু আমার হৃদয়গ্রন্থি কম্পিত হইতে থাকিবে এবং আমি স্বয়ং অত্যন্ত দুঃখিতা হইব। অতএব এমন যে ত্বদৌরসজাত সম্বন্ধীভূত সামান্য দেহ, ইহাকে আমি নিশ্চয়ই এই দণ্ডে ত্যাগ করিব। ৪।৪।২৩।

ব্যাখ্যা। সতী কহিলেন কর্ম্মই ঈশ্বরভাব প্রদর্শক। আমি সাত্বিকী শক্তি, ঈশ্বরার্থ প্রভৃতিকর্ম্মেতেই উদয় হইয়া থাকি। অতএব যে কর্ম্মে ঈশ্বরসেবা নাই, তাহার সংস্পর্শে থাকিলে, আমার স্বভাবের বিরুদ্ধকার্য্য করা হইবে। অতএব হে অজ্ঞানজাত কর্ম্ম! তুমি ঈশ্বরের বিরোধী হওয়াতে তোমার সহিত আমার সংস্পর্শ শেষ হইল। অর্থাৎ ঈশ্বরের বিরোধী কর্ম্মে আর আমি উদিত হইব না। এই তাৎপর্য্যের লৌকিক ভাবই দেহত্যাগ।

পূর্ব্ববর্ণনা সমাপ্ত করিয়া শ্রীমৈত্রেয় কহিলেন, হে শত্রুহন্ বিদুর শ্রবণ কর:—দেখ বৎস! দেবী সতী, সেই মহাযজ্ঞে দক্ষকে ঐরূপ তিরস্কার করিয়া, পৃথিবীর উত্তর দিক লক্ষ্য করিয়া, শান্ত ও মৌন হইলেন। পরে আপনার সর্ব্বাঙ্গকে পিহিত পীতোত্তরীয় বসনদ্বারা আবৃত করিয়া; জলস্পর্শে আচমনাদি করিয়া, যোগপথ আশ্রয় করতঃ নয়ন নীমিলিত করিয়া ভূতলে বসিলেন। ৪। ৪। ২৪।

হে শত্রুহন্ বিদুর! সেই অনিন্দিতা দেবী প্রথমে আসন জয় করিলেন, পরে প্রাণ ও অপান নামক বায়ুকে আকর্ষণ করিয়া নাভিচক্রে সমান বায়ুতে স্থাপিত করিলেন। পরে বুদ্ধির সহিত ঐ সংযুক্ত বায়ুত্রয়কে হৃদয়ে ক্ষণেক স্থাপন করিয়া তথা হইতে কণ্ঠনাল দ্বারা আপনার ভ্রূদ্বয়ের মধ্যে আনয়ন করিলেন। ৪। ৪। ২৫।

ব্যাখ্যা। লৌকিক যোগের তাৎপর্য্য এই যে:—প্রাণ, অপান, সমান, উদ্যান, ব্যান, এই পঞ্চ স্বভাবান্বিত বায়ুই দেহের মধ্যে জীবশক্তি সমন্বয়ে দেহকে সচেতন রাখিয়াছে। এই পঞ্চ বায়ুর পরিচয় দ্বিতীয় স্কন্ধে দেওয়া হইয়াছে। দেহের অবস্থা স্থিরভাবে রাখিবার জন্য পদ্মাসনাদির কল্পনা করিতে হয়। সেই আসনস্থিরে দেহক্রিয়াকে নিশ্চল করত মনোবুদ্ধ্যাদি ও বাসনাদির সহিত সংযুক্ত যে লিঙ্গদেহ তাহাকে সুখে এই স্থূলদেহ হইতে বাহির করিবার জন্য এই যোগোপায় অবলম্বন করিতে হয়। ঐ বায়ুসকলকে হৃদয়ে স্থাপন করিলে, জীবের বুদ্ধি ও অহঙ্কারাদি একেবারে নাশ হইয়া যায়, কেবল ঈশ্বরময় হইয়া তখন জীব ইহলোক ত্যাগ করিয়া থাকে। পাপাদি শত্রুকে যিনি নাশ করিয়াছেন তিনিই শত্রুহন্। অর্থাৎ কামাদি রিপুসমূহকে জয় করিয়া বিদুর পরমা সিদ্ধিলাভ করিয়াছেন বলিয়া, এই অবস্থা শ্রবণের ও বোধ করিবার যোগ্য হইয়াছেন।

হে বিদুর! যে ভগবান মহেশ্বর অপেক্ষা আর মহৎ কেহ নাই, সেই মহেশ্বরও যাঁহার দেহকে আদর করিয়া সর্ব্বদা অঙ্কে রাখিয়া থাকেন; এমন আদরের ধনস্বরূপ দেহকে সতীদেবী দক্ষের উপরে ক্রোধ করিয়া ত্যাগে ইচ্ছুক হইয়া; বায়ুকে ক্রমাগত আকর্ষণ করতঃ দেহমধ্যে অগ্নিধারণ করিলেন। ৪। ৪। ২৬।

ব্যাখ্যা। সতীর দেহটী অতি সম্মানের ও আদরের বস্তু, ইহা দেখাইতে লৌকিকে বলা হইল যে:—যে মহেশ্বরের আত্মপরবোধ নাই, এমন নির্লেপ পুরুষ ঈশ্বরের পক্ষেও যখন

সতীদেহ আদরের বস্তু; তখন, জগতের সকলের পক্ষেই যে উহা আদরের ধন, ইহা কে না স্বীকার করিবে। কিন্তু মুক্তা যেমন আপনার সৌন্দর্য্যকে সম্রাটের শিরোভূষণ বলিয়াও গর্ব্ব করিতে জানে না, তদ্রূপ সতীদেবী আপনার পরম পবিত্র দেহেতে মমতা রাখিতেন না বা তাহার গর্ব্ব করিতেন না। এই গর্ব্ববিহীনত্ব হেতু ঈশ্বরে তন্ময়তা দেখান হইল। এতদূর তিনি ঈশ্বরে তন্ময়তা ছিলেন যে, সচেতন অবস্থায় শিবনিন্দাক্রান্ত দেহের সৌন্দর্য্য নাশের জন্য অগ্নি ধারণ করিলেন। অর্থাৎ যোগবলে বায়ু আকর্ষণ করতঃ আপন দেহে অগ্নির প্রকাশ করিলেন। ইহার প্রকৃত ভাবার্থ এই যে সাত্ত্বিকী শক্তি ঈশ্বরপর বলিয়া, ঈশ্বর-বিদ্বেষী কর্ম্মস্বভাবসম্বন্ধকে একেবারে ছেদন করিলেন।

হে বিদুর! সেই সময়ে সতীদেবী জগতের গুরুরূপী যে ভর্ত্তা, সেই ভর্ত্তার চরণকমল-মধুমাত্রকেই কেবল চিন্তা করিতে লাগিলেন। এইরূপে যখন তিনি দেখিলেন যে তাঁহার লিঙ্গদেহ পাপসঙ্গ হইতে পরিশুদ্ধ হইয়াছে, তখন তিনি সমাধিজাত অগ্নিদ্বারা সেই স্থূলদেহকে প্রজ্জ্বলিত করিয়া দিলেন। ৪।৪।২৭

হে বিদুর! যখন সতীদেবী স্থূলদেহ ত্যাগ করিলেন, সেই দণ্ডে সেই অদ্ভুতক্রিয়া অবলোকন করিয়া, আকাশস্থ দেবগণ হাহাকার ধ্বনি করিতে লাগিলেন এবং সকলে বলিতে লাগিলেন যে; যে সতী দৈবের পূজ্যতম দেবতাগণ কর্ত্তৃকও পূজিতা হয়েন, আজ তিনি দক্ষের দ্বারা কুপিতা হইয়া দেহত্যাগ করিলেন। ৪।৪।২৮

হে বিদুর! (দেবতাসকল কহিতে লাগিলেন):—এই যে দক্ষ প্রজাপতি; চরাচরের সকলেই ঐ ব্যক্তির প্রজা হইতেছে। (অতএব সর্ব্বাপেক্ষা উহার স্নেহাদি গুণ অধিক থাকা উচিত)। কিন্তু এমন ভীষণ দৌর্জ্জন্য তো আর দেখা যায় না, পরকে স্নেহ করা দূরে থাকুক, এ পাপিষ্ঠ, আপনার মনস্বিনী ও সর্ব্বপূজনীয়া কন্যাকেও স্নেহ করিল না! ৪।৪।২৯

এই দক্ষ একেতো ব্রহ্মনিন্দুক, তাহাতে আবার এতদূর কঠিনহৃদয়ী ও ঈশ্বরবিদ্বেষী যে, উহার অপরাধেই উহার অঙ্গজা কন্যা প্রাণপরিত্যাগ করিতে উদ্যতা হইলে একবার তাঁহাকে নিবারণও করিল না। ছিছিঃ, এই দুষ্ট, ইহলোকের এবং পরলোকীয় অবস্থার উভয়স্থলেই মহতী অকীর্ত্তি প্রাপ্ত হইবে। ৪। ৪।৩০

হে বৎস বিদুর! সুরতনয়সকল ঐরূপে দক্ষের নিন্দাবাদ করিলে, সতীর সহিত আগন্তুক সেই শিবপার্ষদেরা সতীর অদ্ভুতভাবে দেহত্যাগ দেখিয়া, দক্ষের প্রতি ক্রুদ্ধ হইয়া, অস্ত্রশস্ত্রের সহিতে তাঁহাকে বধ করিতে গমন করিলেন। ৪।৪।৩১

ব্যাখ্যা। শিবপার্ষদ বলিতে মঙ্গল-প্রদানকর্ত্তার অনুচরেরা। অর্থাৎ অমঙ্গল ঘটিলে হইলে মঙ্গলদাতা ঈশ্বর সেই অমঙ্গল নাশ করিয়া, মঙ্গল-ভাব স্থাপন করেন। এই ভাব-

পর্য্যকে এস্থলে এইরূপ উপাখ্যানাকারে প্রকাশ করা হইতেছে। প্রকৃতার্থ এই যেঃ—সেই অমঙ্গল নাশার্থে দৈবচেষ্টাকেই শিবপার্ষদগণ কর্তৃক দক্ষের ঈশ্বরভাবশূন্য কর্ম্মনাশের কথারূপে বর্ণনা হইতেছে।

দক্ষের যজ্ঞপুরোহিত ভগবান ভৃগুঋষি যখন দেখিলেন যে, যজ্ঞধ্বংসার্থে শিব-পারিষদেরা ভীষণতেজে আসিতেছে, সেই সময়ে তিনি যজ্ঞের দক্ষিণাগ্নিতে যজ্ঞনাশকারীদের নাশার্থ হোম করিলেন। ৪। ৪। ৩২

মহর্ষি ঐরূপে হোম করিবামাত্র সহস্র সহস্রবার তপস্যাতে সোমপ্রাপ্ত ঋভু নামক যজ্ঞরক্ষাকারী তপস্বী দেবগণ প্রকাশ হইলেন। ৪। ৪। ৩৩

সেই সকল দেবতারা প্রকাশ হইয়া অলাত নামক তীক্ষ্ণ অস্ত্রধারণ করিয়া প্রমথ ও গুহ্যকাদি শিবপারিষদগণের বিপক্ষে সমর আরম্ভ করিলেন। ব্রহ্মতেজে সমুদ্দীপ্ত সেই দেবগণের নিকট পরাস্ত হইয়া পারিষদেরা চতুর্দ্দিকে পলায়ন করিলেন। ৪। ৪। ৩৪

ইতি শ্রীভাগবতে চতুর্থস্কন্ধে চতুর্থাধ্যায়ে উপেন্দ্রকৃতানুবাদ সমাপ্ত।

ব্যাখ্যা। কর্ম্মটী মহাতেজোময় অর্থাৎ কর্ম্মের এমন ক্ষমতা যে, সহসা জ্ঞান তাহার কিছুই করিতে পারে না। ঋভুদেবতাদি সমস্তই দৈব-শক্তির রূপক। অর্থাৎ মোহপর ও প্রবৃত্তি-কর্ম্মোপদেষ্টা ভৃগু. কর্ম্মী দক্ষের অজ্ঞান অধিকতর বদ্ধ করিবার জন্য সোমমদ্যাদিপানে উন্মত্ত অর্থাৎ কামাদি রিপুনামক দৈবশক্তিসমূহের আশ্রয় লইলেন। দেবতা বলিবার তাৎপর্য্য এই যে ঃ—উহারা দ্যোতনাত্মক বা মনে সর্ব্বদা প্রকাশিত দেবযোনিবিশেষ হইতেছে।

ইতি শ্রীভাগবতে চতুর্থস্কন্ধে চতুর্থাধ্যায়ে উপেন্দ্রকৃতাধ্যাত্মব্যাখ্যা সমাপ্ত।

অথ পঞ্চম অধ্যায়।

——:০*০:——

পূর্ব্বকথান্তরে শ্রীমৈত্রেয় ঋষি মহামতি বিদুরকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন ঃ—হে বৎস বিদুর শ্রবণ কর ঃ—অতঃপর ভগবান মহেশ্বর যখন নারদের মুখে শুনিলেন যে ঃ—প্রজাপতি দক্ষের নিকটে সতীদেবী অবমানিতা হইয়া, মনোদুঃখে দেহত্যাগ করিয়াছেন; তখন নিজ পার্ষদরূপী দেবগণদ্বারা দ্বরায় প্রজাপতির যজ্ঞনাশ করিবার জন্য, ভীষণ ক্রোধমূর্ত্তি ধারণ করিলেন। ৪। ৫। ১।

অনন্তর ভগবান ধূর্জ্জটি রুদ্রমূর্ত্তি ধারণ করিয়া, আপনার দন্তদ্বারা ওষ্ঠপুট দংশন করিতে লাগিলেন এবং সহসা গম্ভীরনাদে অট্টহাস্য করিয়া, অগ্নির ন্যায় আপনার উজ্জ্বল জটাকলাপ হইতে এক গুচ্ছ জটা উৎপাটন করিয়া ভূমিতে নিক্ষেপ করিলেন। ৪। ৫। ২।

হে বিদুর! সেই জটা ভূমিতে পতিত হইবামাত্রেই এক ভীষণাকার পুরুষ প্রকাশ হইলেন। সেই পুরুষের দেহ এত বিস্তীর্ণ যে, তাহা স্বর্গপর্য্যন্ত স্পৃষ্ট হইতেছিল। সেই পুরুষ-দেহে সহস্র বাহু প্রকাশ হইল। বর্ণ অতিশয় কৃষ্ণ হইল। তিনটী চক্ষু যেন তিনটী সূর্য্যের ন্যায় প্রকাশিত হইল। উভয় দন্তপেশী অতি ভীষণরূপে প্রকাশিত হইল। মস্তকে অগ্নিময় কেশরাশি উদ্ভূত হইল। তিনি নরকপালমালায় বিভূষিত এবং নানাশস্ত্রধারী হইয়া দণ্ডায়মান হইলেন। ৪। ৫। ৩।

সেই ভীষণাকার পুরুষ প্রকাশ হইয়া প্রথমে ভগবান ভূতনাথকে বদ্ধাঞ্জলি হইয়া, প্রণাম করিলেন, পরে মহেশ্বরের প্রতি বলিলেন যে :—"হে ঈশ্বর! আমাকে কি করিতে হইবে, আজ্ঞা করুন।" ইহা শ্রবণে মহেশ্বর কহিলেন :—হে বৎস! তুমি রুদ্ররূপী হইয়াছ এবং যুদ্ধকৌশল ভাল জান। আমার আর আর পার্ষদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ হইয়া যাহাতে যজ্ঞের সহিত দক্ষকে জয় করা যায়, সেই উপায় এক্ষণে বিধান কর। ৪। ৫। ৪

ব্যাখ্যা। এই দ্বিতীয় শ্লোকে অধর্ম্ম শাসনার্থ ঈশ্বর যে মূর্ত্তি ধারণ করেন, তাহারই বোধগম্য আভাষ এস্থলে দেওয়া হইতেছে। বিজ্ঞানবিদ্‌গণ কহেন :—ঈশ্বর অজ্ঞানকে নাশ করিবার জন্য দুঃখ ও সুখ নামক বিধি সংসারে প্রচার করিয়া, মানবকে সাধুপথে রাখিয়া থাকেন। অজ্ঞানটী মানব ব্যতীত আর সমস্ত জীবসংসারের উপজীব্য। কেবল মানব পূর্ব্ব-জন্মস্বভাবহেতু ঐ অজ্ঞানভাব প্রাপ্ত হইয়া, যখন আপনার ইহজন্মের উন্নতির বিরোধী হয় অর্থাৎ ঈশ্বরতত্ত্বপথের বিরোধী হয়; সেই দণ্ডেই ঈশ্বর কালরূপে দুঃখ ও সুখ নামক উভয় নিয়মদ্বারা তাহাকে শাসন করেন। এই দুঃখ ও সুখ নামক শাসনটী আমরা ভোগ করিতে পাই। এইজন্য কল্পনাবাদী পৌরাণিক উপদেষ্টাগণ সেই দুঃখদাতার কল্পনা করিতে গিয়া বলেন :—কার্য্যানুসারে যখন কর্ত্তার স্বভাবের অনুভব হয়; তখন ঈশ্বর প্রসন্ন হইলে জীব সুখভোগ করে এবং তখনই প্রসন্নময়ী মূর্ত্তির কল্পনা করা হয়। ঈশ্বর অপ্রসন্ন হইলে জীব দুঃখ প্রাপ্ত হয়; এই ভাব বুঝাইতে ঈশ্বরের অপ্রসন্নাবস্থার কল্পনা করা হয়। বাস্তবিক ঈশ্বরে প্রসন্নাপ্রসন্নের অভাব। কিন্তু নিয়মাদি দেখিয়া তাঁহাকে সেই ভাবে, আরোপ না করিলে অজ্ঞানীর শাসন হইতে পারে না। সেই শাসন-মূর্ত্তি অতি ভীষণ; এই ভাব দেখাইতে মহেশ্বরের ওষ্ঠ দংশন, অট্টহাস্যাদি ভাব দেখান হইল। পরে ঈশ্বর জটা-গুচ্ছ উৎপাটন করিয়া ভূমিতে নিপাতন করিলেন। ভূমি বলিতে সংসার। জটা বলিতে তেজোভাব। কালরূপী ঈশ্বর কর্ম্মীর শাসনার্থে আপন তেজঃ সংসারে প্রকাশ করিলেন। সেই শাসনটীকে হৃদয়ঙ্গম করাইবার জন্য তাহার রূপ কল্পিত হইল। কালের শাসন স্বর্গ হইতে রসাতল পর্য্যন্ত ব্যাপ্ত, বৈকুণ্ঠে নাই। এইজন্য শাসনমূর্ত্তিরূপী জটাজাত পুরুষ স্বর্গ-পর্য্যন্ত ব্যাপ্ত বলা হইল। সর্ব্বত্র বর্ত্তমান বলিয়া সহস্র অর্থাৎ অগণ্য বাহু ও অস্ত্রাদি মণ্ডিত বলা হইল। কালের শাসন বুঝা যায় না বলিয়া কৃষ্ণবর্ণ বলা হইল। সত্ত্ব, রজো ও তমো তিন গুণের কর্ম্মেই শাসনশক্তি প্রকাশ থাকায়, সূর্য্যের ন্যায় চক্ষুত্রয়ের কল্পনা করা হইল। অস্থি

প্রথমা প্রকৃতি বলিয়া অগ্নিময় কেশাদির কল্পনা করা হইল। নরকপাল বলিতে অদৃষ্টমালায় ভূষিত হইয়া, অজ্ঞানজনিত কর্ম্মের ফল বিধানার্থে উপস্থিত। ইহাই তাৎপর্য্য।

পরে কল্পনাকারের মতে ঈশ্বরদ্বারা ঐ শাসনশক্তি আদিষ্ট হইয়া, অজ্ঞানময় কর্ম্ম নাশার্থে কিরূপে তিনি কার্য্যাদি করিলেন, তাহা পরে বিবৃত হইতেছে।

হে বিদুর! ভগবানকর্ত্তৃক আদিষ্ট হইয়া সেই মহাবীর আপনাকে তদংশজাত সকল বলিগণাপেক্ষা বলবান ভাবিলেন। পরে ক্রোধবেশধারী মহেশ্বরকে প্রদক্ষিণ করিয়া যজ্ঞস্থলে প্রস্থানে উদ্যত হইলেন। ৪। ৫। ৫

সেই মহাবীর গমনকালে রুদ্রপার্ষদগণ দ্বারা পরিবৃত হইয়া, ঘোর সিংহনাদ করিতে লাগিলেন। পরিশেষে জগতের অন্তকরূপী ও সকলের অন্তকারী এক শূল হস্তে করিয়া, যাহার গভীরধ্বনি সকলে জানিতে পারে, এমন ধ্বনিময় ভূষণ পদে ধারণ করিয়া, তিনি অগ্রসর হইতে লাগিলেন। ৪। ৫। ৬

হে বিদুর! ঐ পার্ষদ মহাবীরের আগমনকালে তদীয় পদরজোসমূহ গগণে উড্ডীয়মান্ হইয়া উত্তরদিক অন্ধকারে আচ্ছন্ন করিলে, সেই দক্ষের মহাযজ্ঞশালাস্থ পুরোহিতগণ, বেদপাঠীগণ, সদস্তগণ। যজমান দক্ষ এবং নিমন্ত্রিত ব্রাহ্মণ ও তদীয় পত্নীগণ আশ্চর্য্য হইয়া বলিতে লাগিলেন! একি! হটাৎ এরূপ ধুমপটল দ্বারা উত্তরদিক গভীর অন্ধকারপূর্ণ হইল কেন?। ৪। ৫। ৭

কৈ বায়ুতো প্রবাহিত হইতেছে না? প্রাচীনবর্হি নামক রাজা এখনো শাসন করিতেছেন। অতএব দস্যুরও ভয় নাই!! এখনও এমন সময় হয় নাই যে, গাভীগণ দ্রুতবেগে নগরে প্রবেশ করিবে! অতএব প্রলয়কালব্যাপ্ত অন্ধকারের ন্যায় এই ধুলি-পটলযুক্ত অন্ধকার কোথা হইতে আসিল? ৪। ৫। ৮

হে বিদুর! (ব্রাহ্মণগণ ঐরূপ বলিতে লাগিলেন) কিন্তু প্রসূতি ও অপরাপর রমণিগণ দক্ষ-কন্যাগণের সহিত মিলিতা হইয়া বলিতে লাগিলেন:—এই যে অকালে প্রলয়বৎ অন্ধকারজনিত উৎপাত, ইহা কেবল দক্ষরাজকর্ত্তৃক নিরপরাধা সতীর অবমাননাহেতুই ঘটিয়াছে, বুঝিতে হইবে। ৪। ৫। ৯

হে বিদুর! (পুনশ্চ রমণিগণ কহিলেন):—ভীষণ প্রলয়কাল উপস্থিত হইলে, যিনি একমাত্র হইয়া, আপনার জটাজাল বিস্তীর্ণ করিয়া, ভূমণ্ডলধারী দিগ্‌গজেন্দ্রসমূহকে আপনার ত্রিশূলের অগ্রভাগে ধারণ করিয়া, আপনার অগণ্য বাহুসমূহে অস্ত্রাদি ধারণ করতঃ, অতি উচ্চ অট্ট অট্ট হাস্য হাসিয়া, নৃত্য করিতে থাকেন। ৪। ৫। ১০।

যাঁহার কুটিল ও ক্রোধময়ী ভ্রূদৃষ্টির তেজে অস্থির হইয়া, কেহ তাঁহাকে দেখিতে পারে না। যাঁহার করাল দংষ্ট্রার মধ্যে শত শত গ্রহ ও নক্ষত্র ছিন্নভিন্ন হইয়া প্রলয়ে পতিত থাকে। এমন কি! সেই ক্রোধপূর্ণ প্রলয়াবস্থায়, যাঁহার নিকট স্বয়ং বিধাতাও রক্ষা প্রাপ্ত হয়েন না। সেই মহেশ্বরকে অবমাননা করিয়া, তাঁহা হইতে দক্ষরাজ কিরূপে নিস্তার পাইবেন। ৪। ৫। ১১।

ব্যাখ্যা। এই শ্লোকদ্বয়ে মহাদেবের প্রভাব দেখাইবার জন্য ব্যাস বলিতেছেন:— সৃষ্টির প্রাক্‌কালে ও পালনকালে মহেশ্বর প্রশান্ত এবং নানাবিধ শাসন নিয়মের কর্ত্তা। বিশেষতঃ বিচারকর্ত্তা বলিয়া পাপীকে সাবধান দেখিলেই সন্তুষ্ট হয়েন। কিন্তু প্রলয়াবস্থায় সেই সৌম্যমূর্ত্তির ভীষণ প্রভাব প্রকাশ হইয়া থাকে। তখন ব্রহ্মাণ্ডগ্রাসার্থে স্বীয় ত্রিভুবনব্যাপ্ত দেহ ভীষণা মূর্ত্তি ধারণ করে:—সেই ভীম-ভাবকে প্রকাশ করিতে শ্রীব্যাস বলিতেছেন:—মহেশ্বরের অপেক্ষা বলী ও শ্রেষ্ঠ আর কেহ নাই। যখন ব্রহ্মের প্রলয় ইচ্ছা হয়, সেই সময়ে ব্রহ্মাদি হইতে কীটাদি পর্য্যন্ত কালের গহ্বরে লীন হইয়া থাকে। ঐ ভাবটীকে বুঝাইতে বলা হইল যে:—মহেশ্বরের জটাজাল বা প্রভাব সেই সময়ে ব্যাপ্ত থাকে। ত্রিশূল অর্থাৎ ত্রিগুণাবস্থা, ব্রহ্মাণ্ডের আশ্রয়রূপী দিক্‌হস্তী সমূহকে ধারণ করিয়া থাকে। দিক্‌হস্তী বলিতে অষ্টকুলাচল বা নির্দ্দিষ্ট সীমা। অর্থাৎ সম্পূর্ণ স্থাবরজঙ্গমাত্মক ব্রহ্মাণ্ড বুঝিতে হইবে। অস্ত্রসমূহের দ্বারা ভূষিত অনন্তবাহু সেই সময়ে মহেশ্বরের অঙ্গে প্রকাশ হয়। এইরূপ বর্ণনা কেবল তাঁহার প্রভাবব্যঞ্জক বুঝিতে হইবে। অর্থাৎ এমন প্রতাপময় প্রত্যক্ষ বস্তুরূপ কালনামক ব্রহ্মাবস্থাকে দক্ষ অবহেলা করাতে উহার ভীষণ বিপদ ঘটিবার সম্ভাবনা। ইহাতে কর্ম্মমতি-রূপী দক্ষের দুই অপরাধ হইল। একটী সাত্ত্বিকী-শক্তির আশ্রয় গ্রহণ না করা। আর একটী কালের শরণাপন্ন না হওয়া। দৈব ও সাত্ত্বিকাদি গুণে মণ্ডিত হইয়া ব্রহ্মবোধ না হইলে, কখনই কেহ ঈশ্বর-বোধ বা তত্ত্বজ্ঞানী হইতে পারে না। এই জন্য তত্ত্বজ্ঞানালোচনা ব্যতীত কর্ম্ম অতি কদর্য্য হইতেছে। ইহাই বুঝান হইল।

হে বিদুর! ক্রমে ক্রমে ভূমি ও স্বর্গ সর্ব্বত্র হইতেই নানাপ্রকার অমঙ্গলচিহ্ন যজ্ঞসভায় প্রকাশ হইতে লাগিল। ইহা দেখিয়া সভাস্থ কি নারী, কি পুরুষ, যাহার যেরূপ মনে উদয় হইল সেই ভাবেই তাহারা ভয় পাইতে লাগিল। এই সকল ভয়ের চিহ্ন দেখিয়া, এমন যে কঠিনপ্রাণ দক্ষ তাঁহারও সংশয় উপস্থিত হইল। ৪। ৫। ১২।

এইরূপে সকলে সশঙ্কিত হইয়া ভাবিতেছেন, এমন সময়ে সেই ভীষণ রুদ্রপার্ষদেরা তথায় প্রবেশ করিল। তাহাদের মধ্যে কেহ মকরের ন্যায় উদরাননধারী, কেহ অতি খর্ব্বকায়; কেহ কেহ কপিল ও পীত-বর্ণময় ছিল। কিন্তু সকলেই ভীষণ ভীষণ অস্ত্রধারণ করিয়াছিল। এই ভীষণামূর্ত্তিতে তাহারা মহাবেগে প্রবেশ করিয়া, একেবারে যজ্ঞ রোধ করিল। ৪। ৫। ১৩।

হে বিদুর! কেহ যজ্ঞশালার প্রাগ্‌বংশ, কেহ পত্নীশালা, কেহ অগ্নিশালা ভঙ্গ করিল। কেহ সাধুমণ্ডপ, কেহ হবির্দ্ধান-স্থান ভঙ্গ করিয়া ফেলিল। কেহ কেহ যজমানের গৃহ ও পাকশালা নষ্ট করিয়া দিল। ৪। ৫। ১৪।

কেহ কেহ যজ্ঞপাত্র সমূহকে ভঙ্গ করিল, কেহ বা হোমাগ্নি সমূহকে নির্ব্বাণ

করিল। কেহ বা সীমাসূত্র ছিন্ন করিয়া যজ্ঞকুণ্ডে প্রস্রাবপুরীষাদি ত্যাগ করিতে লাগিল। ৪। ৫। ১৫।

কেহ বা মন্ত্রোচ্চারণকারী মুনিগণকে তীরস্কার করিয়া কার্য্যে বাধা দিল। কেহ বা যজ্ঞশালার পুরোহিতপত্নীগণকে ঘোরতর তাড়না করিতে লাগিল। অপর সৈন্যগণ প্রথমে পলায়নপর ও বিপদাপন্ন দেবতাগণকে ধারণ করিয়া অবরুদ্ধ করিল। পরে মণিমান্ নামক সেনা ভৃগুকে আবদ্ধ করিল মহাবীর বীরভদ্র দক্ষপ্রজাপতিকে ধারণ করিলেন। চণ্ডেশ নামক অনুচর পুষা নামক দেবতাগণকে এবং নন্দীশ্বরাদি অনুচরগণ ভগদেবতাকে গ্রহণ করিল। ৪। ৫। ১৬। ১৭।

ব্যাখ্যা। এই দ্বাদশ শ্লোক হইতে সপ্তদশ শ্লোক পর্য্যন্ত যে ভাবে উৎপাতসমূহের কল্পনা শ্রীব্যাসদেব মৈত্রেয়োক্তিতে করিলেন; ইহাতে কেবল দৈব-বিড়ম্বনাই প্রকাশ হইল। শ্রুতিতে আছে:—"তাঁহা ব্যতীত আর কিছুই নাই, কর্ম্মসমূহ তাঁহার জন্যই অনুষ্ঠিত হইবে, তদ্ব্যতীত কর্ম্ম কর্ম্মই নহে।" পুনশ্চ গীতাদি উপদেশাত্মক শাস্ত্র এবং সাংখ্যাদিশাস্ত্র কহেন—"যেমন শরীরের অশৌচোপশমর্থে মৃত্তিকাদি নামক অপর মলিন বস্তুর প্রয়োজন হয়, তদ্রূপ জ্ঞানকে উজ্জ্বল করিবার জন্য অজ্ঞানীতে ঈশ্বরার্থ কর্ম্ম করিবে। তদ্ব্যতীত কর্ম্মই কর্ম্মীর নাশক হইয়া উঠে।"

এস্থলেও সেই নীতির সাদৃশ্য রক্ষা করা হইল। অর্থাৎ অপরাপর অধ্যাত্মশাস্ত্রে যেরূপে কথিত আছে যে, কলুষিত অন্ন ভোজন করিয়া ক্ষুধা আপাততঃ শান্ত হইতে না হইতে যেমন আহারকারীর নানা কষ্ট উপস্থিত হয়; তদ্রূপ ঈশ্বর-ভাবশূন্য কর্ম্ম অজ্ঞানীর পক্ষে কুফলদানকারী হইয়া থাকে; ইহাই রূপকে দেখান হইল। ধর্ম্মনিয়ম রক্ষাকর্ত্তা কাল অজ্ঞানীর কর্ম্মকে নাশ করিবার জন্য দুঃখমূলক নানা উপায় বিধান করিলেন। প্রথমে কর্ম্মশালা নাশ হইল অর্থাৎ শালা বলিতে যে স্থানে কর্ম্ম হয়। যেমন আধারশূন্য বস্তু রক্ষা অসম্ভব, তদ্রূপ প্রথমে দৈব অজ্ঞানজাত কর্ম্মের আধাররূপী গৃহমণ্ডপ ভঙ্গ করিলেন। পরে মূত্র পূরীষাদিদ্বারা যজ্ঞকুণ্ডাদি নষ্ট হইল। ইহার তাৎপর্য্য এই যে:—অশুচি দ্রব্য স্পৃষ্ট হইলে শুভকর্ম্ম সাধিত হয় না, অর্থাৎ এই কার্য্যটী অশুভকর ইহাই বুঝান হইল। পরে উপদেষ্টা যজমান ও কর্ত্তাকে পীড়ন করা হইল। ইহার তাৎপর্য্য এই যে:—কর্ত্তা ও কর্ম্মের প্রযোজক উভয়েই সেই কার্য্যের ফলভাগী। উহাদের শাসনার্থে দুঃখানুচরেরা একে একে আক্রমণ করিয়া, অহঙ্কারাদিগর্ব্বে ঐ কর্ম্মীগণ যে সদর্পভাব ধারণ করিয়াছিল; সেই অহঙ্কার নাশ করিতে আরম্ভ করিল। ইহাই পরে প্রকাশ হইতেছে।

হে বিদুর! এই ভয়ানক বিড়ম্বনা দেখিয়া সেই যজ্ঞে উপস্থিত ঋত্বিক্‌গণ, আমন্ত্রিত সভ্যগণ এবং দেবতাগণ সকলেই ভয়াকুলচিত্তে ইতস্ততঃ পলায়ন করিতে লাগিলেন; সেই রুদ্রানুচরেরা তাঁহাদেরও প্রস্তরাদি দ্বারা পীড়ন করিতে লাগিল। ৪। ৫। ১৮।

ভগবান ভৃগু স্রুব হস্তে হোম করিতেছিলেন; মহাবীর বীরভদ্র সেই অবস্থাতেই তাঁহাকে আক্রমণ করিয়া (ব্রহ্মযজ্ঞে তিনি যে শ্মশ্রু দেখাইয়া মহেশ্বরকে উপেক্ষা করিয়াছিলেন) প্রথমে সেই শ্মশ্রু একেবারে উৎপাটন করিলেন। ৪।৫।১৯।

পরে যে ভগদেবতা (ব্রহ্মসভায় শিবনিন্দাকালে দক্ষকে) চক্ষের ইঙ্গিতে উৎসাহ দিয়াছিলেন, মহাবীর বীরভদ্র তাঁহাকে ভীষণ ক্রোধভরে ভূমিতলে নিপাতিত করিয়া, উভয় চক্ষু উৎপাটন করিয়া লইলেন। ৪। ৫।২০।

যে পূষা (ব্রহ্মসভায় শিবনিন্দাকালে) দন্ত বিকসিত করিয়া হাস্য করিয়াছিলেন, মহাবীর বলদেব যেমন কলিঙ্গদেশাধিপতির দন্ত উৎপাটন করিয়াছিলেন; তদ্ভাবে সেই পূষাদেবতাকে মহাবীর বীরভদ্র ধারণ করিয়া, অবহেলে তাঁহার দন্তপাটী উৎপাটিত করিলেন। ৪।৫।২১।

অনন্তর মহাবীর বীরভদ্র কোন তীক্ষ্ণ অস্ত্র হস্তে লইয়া, দক্ষের বক্ষে আরোহণপূর্ব্বক তাঁহার মস্তক ছেদন করিতে চেষ্টা করিলেন। মহামতি দক্ষ কোন প্রকারেই আর আত্মরক্ষা করিতে পারিলেন না। এ দিকে অস্ত্রদ্বারা দক্ষের শিরশ্ছেদ হইল না, দেখিয়া বীরভদ্র বিস্মিত হইয়া ভাবিতে লাগিলেন। ক্ষণপরে যে উপায়ে কণ্ঠপীড়নাদি দ্বারা নিষ্ঠুর যজমান যজ্ঞে পশুহত্যা করে, সেই উপায়ে কণ্ঠস্থান পীড়ন করত মন্ত্রপূত অস্ত্রের দ্বারা দক্ষের মুণ্ড ছিন্ন করিলেন। ৪। ৫। ২২। ২৩। ২৪।

এই আশ্চর্য্য কার্য্যে ভূতপ্রেতপিশাচাদির ও সাধুগণের আনন্দের পরিসীমা রহিল না, কেবল দক্ষপক্ষীয় লোকগণের অত্যন্ত দুঃখ হইতে লাগিল। পরে মহাত্মা বীরভদ্র সেই দক্ষের মস্তক লইয়া যজ্ঞীয় দক্ষিণাগ্নিতে হোম করিয়া, সেই দৈবযজ্ঞ নাশ করতঃ পুনরায় কৈলাসে গমন করিলেন। ৪। ৫। ২৫। ২৬।

ইতি শ্রীভাগবতে চতুর্থস্কন্ধে পঞ্চমাধ্যায়ে উপেন্দ্রকৃতানুবাদ সমাপ্ত।

ব্যাখ্যা। এই কয়েক শ্লোকের তাৎপর্য্য এই যে, জীবে অহঙ্কারী হইয়া প্রথমে আত্মজ্ঞানকে তুচ্ছ করত ঈশ্বর হইতে বিমুখী হয়। দয়াময় ঈশ্বর সেই বিমুখী সন্তানসমূহকে শাসন করিয়া সৎপথে রাখিবার জন্য দুঃখাদি ও সুখাদি ধর্ম্মনিয়মে আবদ্ধ করিয়া, সেই মহামোহরূপী অহঙ্কার নাশ করত আত্মকরুণা দান করিয়া, তাহাদের কৃতার্থ করেন। এস্থলে পলায়নপরগণকে অল্প দণ্ড দেওয়া হইল; ইহার তাৎপর্য্য যথাঃ—যাহারা পলায়ন করে, তাহারা অভিমানশূন্য হইয়াছে এবং তাহাদের ঈশ্বরে ভয় হওয়াতে মোহ লোপ হইতেছে। দ্বাদশাদিত্য মধ্যস্থ মহাতেজী ভগদেবতা ঈশ্বরবিরোধী; সপ্তর্ষিশ্রেষ্ঠ ভৃগুর ন্যায় শাস্ত্রস্রষ্টা ঈশ্বরবিরোধী এবং পূষা ও দক্ষাদির ন্যায় বীর্য্যবান্ শ্রেষ্ঠগণ ঈশ্বরবিরোধী; সকলেই কালের সূক্ষ্ম নিয়মে শাস্তি পাইলেন এবং সকলেরই অহংচিহ্ন লোপ হইল। ইহাতে পরবর্ত্তী উপদেষ্টাগণ সহজেই শাসিত হইলেন। কিন্তু কর্ম্মী দক্ষ, অহঙ্কারে যাঁহার প্রবৃত্তি একেবারে

ঐশিক ভাবশূন্য হইয়াছে ; তাঁহার মোহ কিরূপে যাইবে ঃ—ইহা দেখাইতে ব্যাস বলিলেন ; বহুকষ্টে দক্ষের শিরশ্ছেদন করা হইল। মনোবুদ্ধ্যাদির উৎপত্তি সমস্তই মস্তক, কর্ম্মীর তাহা নাশ করণার্থে অর্থাৎ অজ্ঞানাবরণ নাশার্থে, তাঁহার বর্ত্তমান অবস্থার পরিবর্ত্তন করা হইল। পরে সেই মস্তক সেই যজ্ঞীয় দক্ষিণাগ্নিতে হবন করা হইল। ইহার তাৎপর্য্য এই যে ঃ—দক্ষিণাগ্নি বলিতে কর্ম্মসমাপ্তি বা বৈরাগ্য। অজ্ঞানজনিত কর্ম্ম, কর্ম্মীর প্রবৃত্তিরূপী মস্তকনাশের সহিত সমাপ্ত হইল। এইরূপে ঈশ্বরভক্তিহীন কর্ম্মের ধ্বংশ দেখাইয়া ঈশ্বরের শাসন-শক্তি ঈশ্বরে লীন হইলেন। পরে ঈশ্বরের করুণা প্রমাণিত হইবে।

ইতি শ্রীভাগবতে চতুর্থস্কন্ধে পঞ্চমাধ্যায়ে উপেন্দ্রকৃতাধ্যাত্মব্যাখ্যা সমাপ্ত।

অথ ষষ্ঠ অধ্যায়।

—:০*০:—

মহামতি বিদুরকে সম্বোধন করিয়া শ্রীমৈত্রেয় পুনরায় কহিলেন,—হে বৎস ! শ্রবণ কর ঃ—সেই রুদ্রানুচরগণদ্বারা তাড়িত ও মুষল, পট্টিশ, নিস্ত্রিংশ, গদা, পরিঘ, মুদগরাদি দ্বারা আঘাতিত এবং পরাজিত হইয়া ঋগ্বেদী ঋষিগণ, সভ্যগণ ও দেবতাগণ সকলে ক্ষতবিক্ষতাদি হইয়া, অতি ভীতচিত্তে ত্বরায় ব্রহ্মসদনে গমন করিলেন। পরে সেই স্বয়ম্ভুকে প্রণাম করতঃ সকলেই আপনাপন মনক্ষোভ প্রকাশ করিলেন।৪।৬।১।২

ব্যাখ্যা। এই অধ্যায়ে ব্রহ্মাদি কর্ত্তৃক আদিষ্ট হইয়া দেবতাগণ কর্ত্তৃক শিব-স্তুতির বিষয় বর্ণিত হইতেছে। অর্থাৎ অজ্ঞানী জীব প্রবৃত্তিবিরহে পুনরায় ঈশ্বরে লীন হওয়াতে তৎকরুণা লাভের উপায় পৃথক বর্ণিত হইবে। দেবতা বলিতে ইন্দ্রিয়শক্তি ; ঋত্বিকাদি কর্ম্মোপদেষ্টা এস্থলে বুদ্ধ্যাদি এবং সভ্যেরা অজ্ঞানময় জীবমাত্র বুঝিতে হইবে। ইহারা সকলে যখন দৈবনিয়মে ক্ষতবিক্ষতাঙ্গ হইল, অর্থাৎ মহাদুঃখের শাসনে ব্যথিত হইল ; তখনই যিনি কর্ম্ম প্রকাশক আত্মারূপী ব্রহ্মা, সকলে তাঁহার আশ্রয় গ্রহণ করিল। আত্মা, কাল ও পরমাত্মাদি এক অবস্থাবাচক এবং উহারা কেহই ভোক্তা নহেন বলিয়া, তাঁহারা যজ্ঞস্থলে উপস্থিত হয়েন নাই। ইহাতে পৌরাণিকেরা পরম ভাবের মাত্র রক্ষা করিলেন। এই যে আত্মনিবেদন এটী স্বাভাবিক। কারণ মহাবিপদে পতিত হইলেই জীব অদৃষ্টের প্রতি দোষারোপ করিয়া আত্মার তুষ্টি সম্পাদন করিয়া থাকে। এই তুষ্টি লাভেই আত্মজ্ঞান লাভ হওয়াতে, জীবের চিত্ত প্রসন্ন হইয়া ঈশ্বরে একান্ত রত হইয়া যায়।

তাহাতে তাহাদের সকল দুর্দ্দৈব নষ্ট হইয়া থাকে। পরে সেই ঘটনাই আখ্যানচ্ছলে শ্রীব্যাস বলিতেছেন।

দেখ বিদুর! দক্ষযজ্ঞে যে এই ঘটনা ঘটিবে, এ কথা ভগবান পদ্মযোনী ও বিশ্বাত্মা নারায়ণ জানিতেন এবং তজ্জন্য তাঁহারা ঐ যজ্ঞে আবিভূর্ত হয়েন নাই। ৪। ৬। ৩।

ব্যাখ্যা। এই শ্লোকপাঠে কোন দার্শনিক পাঠক এই দোষারোপ করিতে পারেন যে:—ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বরাদি অবস্থাভেদ মাত্র। তাঁহারা সর্ব্বত্রই বর্ত্তমান, তবে যজ্ঞব্যতীত রহিলেন কিরূপে? এবং যে আত্মা লইয়া মনুষ্যাদি জীবে কর্ম্মী, তবে আত্মারূপী ব্রহ্মার দক্ষযজ্ঞে অনুপস্থিতি কিজন্য ঘটিল? এই উভয় প্রশ্নের সন্দেহ নিবারণার্থে ইহা বলা হইতেছে:—সর্ব্বদর্শনেই বলা হয় যে, আত্মাদি লীলার্থ এই সংসার রক্ষা করিয়া তাঁহাতে নিহিত আছেন, পূর্ব্বজন্মজাত অজ্ঞান যাহা মানবজন্মের অনুপযোগী, তাহার আধিক্য থাকিলে জ্ঞানময় মানবজন্ম হইলেও মায়ার আকর্ষণ হেতু, জীব প্রথমতঃ বাসনাকে মায়াপর করিয়া, জ্ঞানেন্দ্রিয়াদির সহিত মোহপথে বিহার করে, আত্মা সে অবস্থায় জীবের অন্তরে থাকেন মাত্র, কোন প্রকার অবস্থায় প্রফুল্ল নহেন। শ্রুতিতে কহে—আত্মার যখন আনন্দ হয়, তখনই জ্ঞানের আবির্ভাব হয়; এবং সেই জ্ঞেয়ত্বকেই আত্মার আবির্ভাব কহা যায়, নচেৎ দেহে থাকিতেও আত্মা তিরোভূত অবস্থায় অপ্রসন্নভাবে থাকেন। এক্ষণে আত্মার উপরে মনেন্দ্রিয়যুক্তা বাসনা নির্ভর করিলে, আত্মা কি উপায় বিধান করেন, তাহাই পরে বলা যাইতেছে। কর্ম্মটী জ্ঞানের উদ্ভবহেতু। ঐ জ্ঞানোদয়ই আত্মা-পরমাত্মাদির আবির্ভাব! এই যজ্ঞে অজ্ঞানাধিক্যহেতু উহাদের তিরোভাব বলা হইল, বুঝিতে হইবে।

অনন্তর পদ্মযোনী, দেবতাপ্রভৃতির মুখে (দক্ষযজ্ঞের বিড়ম্বনাবিষয়) শ্রবণ করিয়া কহিলেন; যে মহেশ্বরের তেজের সীমা নাই; সেই মহেশ্বরের নিকট অপরাধী হইয়া, অপরের আশ্রয়ে জীবন রক্ষা করিবার আশা নিতান্ত বৃথা হইতেছে। ৪। ৬। ৪।

তোমরা সেই মহাত্মাকে যজ্ঞীয় অংশ প্রদান না করিয়া, যথার্থই অপরাধ করিয়াছ; তিনি পরমেশ্বর, আশু প্রসন্ন হইয়া থাকেন। তোমরা সকলেই অতি পবিত্রচিত্তে তাঁহার চরণকমল ধারণ করিয়া, তাঁহাকে প্রসন্ন করিতে চেষ্টা করিলে, (তিনিই তোমাদের মঙ্গল বিধান করিবেন।)। ৪। ৬। ৫।

দেখ একেতো দক্ষাদির কুবাক্যরূপ বাণ তাঁহার হৃদয়কে বিদ্ধ করিয়াছে। অধিকন্তু তাঁহার অতি প্রিয়া সতী তাঁহাকে ত্যাগ করিয়াছেন। যিনি কুপিত হইলে, ত্রিলোক ধ্বংশ হয়, এই সকল ঘটনাতেও তিনি যখন সেরূপ কুপিত হন নাই। তখন তোমরা পুনরায় যজ্ঞসংস্কারের জন্য সেই আশুতোষের তুষ্টি ত্বরায় সম্পাদন কর। ৪। ৬। ৬

হে দেবতাগণ! এই মহেশ্বরের পরাক্রমের সীমা করিতে আমি পারি না, স্বয়ং বিষ্ণু পারেন না, তোমরা পার না, অধিকন্তু পরম তত্ত্ববিদ্ মুনিগণও পাবেন না, অতএব দেহধারী জীব কিপ্রকারে পারিবে! সেই মহেশ্বর এক স্বতন্ত্র পুরুষ, তাঁহার বিহিত বিধানের পরিবর্ত্তনার্থ আমরা কোন উপায় করিতে সক্ষম নহি। ৪। ৬। ৭

অনন্তর পদ্মযোনী দেবতাপ্রমুখ আবেদনকারীগণকে সমভিব্যাহারে লইয়া যে স্থানে ত্রিপুরহন্তা মহেশ্বর অধিষ্ঠিত আছেন; মহেশ্বরের অতি প্রিয় সেই কৈলাসপর্ব্বতে আপনার আধার-পদ্ম ত্যাগ করিয়া, গমন করিলেন। ৪। ৬। ৮

ব্যাখ্যা। সেই মহেশ্বর কিরূপ?—না—ত্রিপুরদেহ। পবৃত্তি, অজ্ঞান ও বিপু এই তিনটী অবস্থাকে ত্রিপুর কহে।) মানবজন্মে কালশক্তি ঐ দেহগত পুরত্রয়যুক্ত অজ্ঞান বা বিরোধী অবস্থাকে নাশ করিয়া, কেবল ব্রহ্মপর করেন বলিয়া, তাঁহাকে ত্রিপুরারি কহে। সকল কারণের আকরই কৈলাসরূপে সকল পুরাণে বর্ণিত হইয়া থাকে এবং কালমিলিত কারণ বস্তার লয় নাই বলিয়া, পর্ব্বতের ন্যায় অচলবৎ ভাবে তাহার বর্ণনা করা হইয়াছে। পরে উহার বিশেষ পরিচয় হইতেছে।

সেই কৈলাস পর্ব্বতে সকল প্রকার জন্মভাব এবং ঔষধি, মন্ত্র, তপস্যা প্রভৃতি যোগ সিদ্ধি বর্ত্তমান আছে। দেবতাগণ সদা সর্ব্বদা ঐ সকল মহারত্নে অলঙ্কৃত হইয়া, তথায় বাস করিতেছেন। কিন্নরগন্ধর্ব্বাদি তাহাকে আবৃত করিয়া রাখিয়াছেন। ৪। ৬। ৯

সেই কৈলাসের যে সকল শৃঙ্গ আছে, তাহাতে নানা প্রকার স্বর্ণাদি ধাতু ও মণিগণ প্রভাসিত হইতেছে। সেই পর্ব্বতের সর্ব্বাঙ্গ নানাজাতীয় বৃক্ষ, লতা ও গুল্মাদিতে জড়িত রহিয়াছে, তাহার সর্ব্বাঙ্গে নানাজাতীয় মৃগগণও বিহার করিতেছে। ৪। ৬। ১০

হে বিদুর! সেই কৈলাস পর্ব্বতের গাত্রে বিবিধ নির্ম্মল নির্ঝর শ্রেণী সুশোভিত ভাবে পতিত ও প্রবাহিত হইতেছে। অতি রমণীয় সানুভূমি সেই পর্ব্বতের স্থানে স্থানে রহিয়াছে। সিদ্ধ ও সিদ্ধকামিনীগণ আপনাপন প্রিয়প্রিয়াগণের সহিত তথায় সতত কেলি করিতেছেন। ৪। ৬। ১১

স্থানে স্থানে ময়ূর ও ময়ূরীগণ কেকাশব্দে নৃত্য করিতেছে। প্রতি কুসুমগন্ধে উন্মত্ত অলিকুল আপনাদের মধুর স্বরগ্রামের মূর্চ্ছনা প্রকাশ করিতেছে। রক্তকণ্ঠ কোকিলগণ ও নানাবিধ পক্ষীগণ আপনাপন লঘু ও গুরুস্বরদ্বারা সর্ব্বত্র কূজন করিতেছে। ৪। ৬। ১২

(যেমন প্রসন্নচিত্ত ব্রাহ্মণেরা অভ্যাগতের সকলকে আশীর্ব্বাদ করিবার জন্য হস্ত উত্তোলন করিয়া থাকেন) সেইরূপ স্বয়ং কৈলাস পর্ব্বত উচ্চ শাখাময় বৃক্ষসমূহরূপ হস্তসমূহদ্বারা পক্ষীসমূহকে আনিবার জন্য ইঙ্গিত করিতেছেন। নিজ শব্দরূপে নির্ঝর

গর্জ্জন শব্দদ্বারা তাহাদের ডাকিতেছেন। আপনি অচল হইয়াও ভ্রমণ করিতেছেন এইভাব দেখাইবার জন্য যেন নিজ দেহের ন্যায় দীর্ঘতনু মাতঙ্গগণকে নিজদেহে বিহার করাইতেছেন। ৪। ৬। ১৩

সেই কৈলাসপর্ব্বত:—মন্দার, পারিজাত, শাল, তাল, তমাল, সরল, কোবিদার, আসন, অর্জ্জুন, চ্যূত, কদম্ব, নীপ, নাগ, পুন্নাগ, চম্পক, পাটল, অশোক, বকুল, কুন্দ, কুরবক, স্বর্ণার্ণ, শতপত্র, রেণুক, কুব্জক, মল্লিকা, মাধবীলতা, পনস, উদুম্বর, অশ্বত্থ, প্লক্ষ, ন্যগ্রোধ, হিঙ্গু, ভূর্জ্জ, নানাপ্রকার ঔষধি বৃক্ষ, পূগ, জম্বু, খর্জ্জুর, আম্র, পিয়াল, মধুক, ইঙ্গুদী প্রভৃতি এবং বেণু ও কীচকাদি দ্বারা সুশোভিত রহিয়াছেন। ৪।৬।১৪।১৫।১৬।১৭।১৮

সেই পর্ব্বতের সরোবরসমূহে কুমুদ-রাজি ও প্রফুল্ল কহ্লারকমলাদি বিকসিত থাকিয়া, অতি মনোহর হইয়াছে। তটস্থ বৃক্ষোপরি কলরবকারী পক্ষীগণ শোভিত থাকায় অত্যধিক-মনোরম হইয়াছে। বিশেষতঃ সেই পর্ব্বতের ভূমিভাগে (হিংসা ও দ্বেষাদি ত্যাগ করিয়া) মৃগকুল, বানরকুল, শূকরজাতি, সিংহ, ভল্লূক, শাল্লকী, গবয়, শরভ, ব্যাঘ্র, রুরু, মহিষ, কর্ণ, ঔর্ণ, একশফাখ, বৃক, নাভি প্রভৃতি জন্তু সতত বিচরণ করিয়া শোভা বৃদ্ধি করিতেছে। অধিকন্তু যে সকল সরোবরে কমলাদি পরিপূর্ণ ছিল, তাহাদের পুলিন-ভূমিতে শ্রেণীবদ্ধ কদলীসও থাকায় অতিশয় শোভাময় হইয়াছে। ৪। ৬। ১৯। ২০। ২১

পূর্ব্বোক্ত ঐশ্বর্য্যসম্পন্ন কৈলাস গিরিকে বেষ্টন করিয়া দেবী গঙ্গা, সতীসুন্দরীর স্নানার্থে সুগন্ধী ও পুণ্যতর পবিত্র বারিরূপে বিরাজ করিতেছেন। ব্রহ্মার সহিত ঋষি ও দেবতাগণ এবম্বিধ সৌন্দর্য্যের ও পবিত্রতার আধাররূপী মহেশ্বরের আবাসশৈল নিরীক্ষণ করিয়া, সকলেই বিস্মিত হইলেন। ৪। ৬। ২২

ব্যাখ্যা। পৌরাণিক ব্যাসদেব মহাকালরূপী মহেশ্বরের স্থিতি কোথায় দেখাইলেন,—না—কৈলাস পর্ব্বতে। সেই কৈলাসটী কিরূপ? না—ব্রহ্মাণ্ডে যত প্রকার জীবশ্রেণী অর্থাৎ জরায়ুজ, অণ্ডজ, উদ্ভিজ এবং স্বেদজ প্রাণী আছে, সেই সমস্তেই সেই পর্ব্বত আবৃত এবং তাহাতে সকলেই পরমানন্দে বিচরিত ও ব্যবস্থিত হইয়া রহিয়াছে। বিশেষতঃ সেই কৈলাসের চতুর্দ্দিকে গঙ্গা বেষ্টন করিয়া আছেন। মস্তকে বিষ্ণুপদোদ্ভবা নন্দা ও অলকানন্দা নদীদ্বয় আছে। তথায় সৌগন্ধিক নামে কল্পবৃক্ষময় বন আছে। তন্মধ্যে একটী বৃহৎ বটবৃক্ষ আছে। সেই বিশ্বব্যাপী বৃক্ষমূলে মহেশ্বর আছেন। যদি এই কৈলাস পর্ব্বতের বর্ণনার সহিত বাক্যার্থ গ্রহণ করা যায়, তাহা হইলে সকলি অসম্ভব হইয়া উঠে। হরিদ্বারের অতি উত্তরে হিমালয় নামক মহাশৈলের ঊর্দ্ধে যে কৈলাস নামক গিরি অদ্যাপি বর্ত্তমান আছে; তাহা হিমস্তূপ মাত্র, তথায় কথনই সকল সময়জাত ও সকল ঋতুজাত জীবমানবপুষ্পাদি থাকিতে পারে না। যদি এমন হয় যে, এক সময়ে ঐ সকল স্থানে এতাদৃশ হিমাদি ছিল না; ঐ স্থানে বিষুব সংক্রমণ হইত। কালক্রমে সূর্য্য পৃথিবীর সন্নিহিতা হইতেছেন বলিয়া, পূর্ব্বধৃত বিষুবস্থল এখন স্খলিত হইয়া, অপর স্থানে বিষুব নিশ্চিত হইয়াছে। যদিও ইহা সম্ভব হয়, তথাপি প্রাকৃতিক নিয়মে বাক্যার্থ কথনই সঙ্গত হইতে

পারে না। কারণ ব্রহ্মাণ্ডের সকল জাতীয় জীব কখনই এক স্থানে বা এক পার্ব্বত্য প্রদেশে দেখা যাইতে পারে না। এইরূপে প্রাকৃতিক নিয়মে, বাক্যার্থ নিষ্ফল হওয়াতে ঐ কৈলাস পর্ব্বতটীকে লক্ষ্যার্থ দ্বারা নির্ণয় করিতে হইবে। ইহা দেখা যায় যে, শাস্ত্রের সর্ব্বত্রই মহেশ্বরকে ঈশ্বর-শক্তি বা স্বয়ং ঈশ্বর বলা হইয়াছে। সেই ঈশ্বর সর্ব্বব্যাপী ও নিরঞ্জন, ইহাও বলা হইয়াছে। তখন শাস্ত্রবিৎ ব্যাসদেব কি কালরূপী সর্ব্বব্যাপী ঈশ্বরকে কোন একটী বিশেষ পর্ব্বতোপরে রাখিয়াছেন? ইহাতে তাঁহার লক্ষ্যার্থ এই যে, কৈলাস নামক একটি অপরিবর্ত্তনীয় পর্ব্বতরূপী অবস্থা, ইহাতে সৃষ্টি হইতে প্রলয় পর্য্যন্ত সকল প্রকার জীববীজ, অর্থাৎ ব্রহ্মাণ্ডের সমস্ত প্রাণীবৃন্দের বীজ ও ধর্ম্মবীজ রক্ষিত রহিয়াছে। সেই নৈসর্গিক সূক্ষ্ম অবস্থাটীকে পৌরাণিকেরা কৈলাস নাম দিয়াছেন। (কৈ + লাস্ + অ) এইরূপে শব্দ সিদ্ধ করিলে কৈলাস নামক শব্দ উদ্ধার হয়। কৈ বলিতে ধ্বনি। লাস্ আনন্দবিহার। অর্থাৎ এমন অবস্থা যথায় জীবাদৃষ্টসমূহ আনন্দে ধ্বনি করিতেছে। কারণ (মায়ার অতীত অবস্থায় যে সূক্ষ্ম কারণভাব আছে। তথায় সকল প্রাণীর সূক্ষ্ম বীজসকল রক্ষা করিয়া,পরে ভগবান উপযুক্ত সময়ে মায়াদ্বারা প্রকাশ করেন) এই শ্রুতিমন্ত্রকে আশ্রয় করিয়া কৈলাস পর্ব্বতের বর্ণনা করা হইয়াছে। শ্রীব্যাসদেব একাদিক্রমে নবম শ্লোক হইতে দ্বাবিংশ শ্লোক দ্বারা যথাসাধ্য জগতের মনোরম ব্যাপার সেই কৈলাসে দেখাইয়া লক্ষ্যার্থে ইহা বুঝাইলেন যে, কোন ভাবই স্থূল না হইলে প্রাকৃতিক্ নিয়মের অধীন হয় না। সূক্ষ্মাবস্থায় সকলই একমাত্র কালের আশ্রয়ে অবস্থান করে। সেই আশ্রয়স্থানকেই কৈলাস বলে। পরে সেই মহাদেবের অবস্থানবিষয়টি শ্রীব্যাস পরে বলিতেছেন।

(অনন্তর দেবতা ও ঋষিগণ ব্রহ্মার সহিত তথায় গমন করিতে করিতে) সেই পর্ব্বতোপরি অলকা নামে অতি মনোহর এক পুরী দেখিতে পাইলেন এবং সেই নগরের মধ্যে সৌগন্ধিক নামে একটী উপবন দেখিতে পাইলেন। তথাকার সরোবরে সুগন্ধসম্পন্ন (এক জাতীয় কমল চিরদিন প্রফুল্ল থাকে বলিয়া) সেই বনকে সৌগন্ধিক কহে। ৪।৬। ২৩

ব্যাখ্যা। পূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে :—কর্ম্মটি বিড়ম্বনায় শাসিত হইয়া, ক্রমে ব্রহ্মারূপী আত্মজ্ঞানের সাক্ষাৎ কর্ত্তারূপী সাধকগণ পাইলেন, পরে আত্মজ্ঞান সহকারে সাধকবৃন্দ সৃষ্টিনিয়মাধাররূপী কৈলাসে গমন করিলেন। অর্থাৎ ক্রমে সৃষ্টিলীলাও বুঝিলেন। সৃষ্টিলীলার চারিধারে কর্ম্মজ্ঞানরূপী গঙ্গা আছে, তাহা দেখিয়া ক্রমে শুদ্ধবিজ্ঞানবুদ্ধি প্রাপ্ত হইলেন। সেই শুদ্ধা বিজ্ঞানবুদ্ধির দ্বারা সাধকেরা অলকা প্রাপ্ত হইলেন। অলকা বর্ণনা করিতে ব্যাস কহিলেন :—অলকা একটী রমণীয় পুরী। তথায় চিরগন্ধী কমল থাকাতে সৌগন্ধিক নামে একটি বন আছে। অলকানন্দাদি নদীর কথা পরে বলা হইবে। অলকা শব্দের ব্যুৎপত্তিসাধনে দেখা যায় (অ—লক্—অ) লক্ ধাতুর অর্থ প্রাপ্তি। অতি সূক্ষ্ম

ভাবার্থে উহাতে স্ত্রীলিঙ্গে আ যোগ করা হইয়াছে। অলকা বলিতে অপ্রাপ্তিময়ী অবস্থা। অপ্রাপ্তি বলিতে যে অবস্থা ব্যতীত প্রাপ্তি বলিয়া আর কাহাকেও স্বীকার করা যায় না; বা যাহার অতীত প্রাপ্তি বা মুক্তি নাই; তাহাকেই অপ্রাপ্তি কহে। এই মুক্তিময় অলকা নামক স্থানকে বেদান্তাদিতে আনন্দময় ব্রহ্মাবস্থা কহে। অতি সূক্ষ্ম এই ব্রহ্মানন্দাবস্থায় সাধকেরা উপস্থিত হইয়া; ভক্তিপ্রীতি প্রভৃতি পরিমলময় পদ্ম অর্থাৎ ভক্তিময় সৌগন্ধিক বন অর্থাৎ বিজ্ঞানরাজ্য দেখিলেন। পরে সাধকেরা কি অনুভব করিলেন তাহা পরে বলা হইতেছে।

সেই অলকাপুরীর চতুর্দ্দিকে ভগবান তীর্থপাদের চরণকমলের পবিত্র রেণু মিশ্রিত নন্দা ও অলকানন্দা নামক সরিতদ্বয় তটভূমিকে পবিত্র করিয়া প্রবাহিত হইতেছে। ৪। ৬। ২৪

হে বিদুর! (সেই নদীদ্বয়ের মহিমার উপমা কি দিব!!) দেবকামিনিগণ আপনাপন দেবগণের সহিত পরমানন্দে সেই নদীতে অবগাহনস্নান ও জলকেলী করিয়া, আপনাদের রতিপ্রীতি শান্ত করেন। সেই স্নান হেতু তাঁহাদের অঙ্গ ধৌত নবকুঙ্কুমরাশিতে নদীর জল পীতবর্ণময় হয়। হস্তী ও হস্তিনী প্রভৃতির তৃষ্ণা না থাকিলেও সেই পবিত্র বারির শোভাতে মুগ্ধ হইয়া তাহারা সর্ব্বদা তাহা পান করিয়া থাকে। ৪। ৬। ২৫। ২৬

ব্যাখ্যা। নন্দা ও অলকানন্দা এই উভয় নামের অর্থই আনন্দ। নন্দাকে ভক্তি ও অলকানন্দাকে প্রেম বুঝিতে হইবে। ঐ প্রেম ও ভক্তিরূপী নদীদ্বয়দ্বারা আনন্দময় ঐশ্বর্য্য অর্থাৎ কুবেরপুরী বেষ্টিত। ঐ নদীর গুণ কি?—না—দেব ও দেবীগণ অর্থাৎ শক্তি ও পুরুষগণ ভগবৎপ্রেমে উন্মত্ত হইয়া, দিবানিশি আনন্দিত আছেন। অর্থাৎ এই মুক্ত স্থানে ভক্তের মানসিক বৃত্তিসমূহ শ্রীহরির করুণারূপী প্রেমে উন্মত্ত হইয়া আছে। ইহাই মুক্ত অবস্থা। অহঙ্কারাদি রিপুগণকে হস্তীহস্তিনীরূপে কল্পনা করা হইয়াছে। হস্তীর স্বাভাবিক ধর্ম্ম পিপাসা না হইলে পান করে না। কামাদি এবং অহঙ্কারাদিও স্বভাবতঃ প্রেমের পথিক হয় না, কিন্তু ইন্দ্রিয়শক্তি ও মানসিক শক্তিসমূহ যখন প্রেমসরোবরে ক্রীড়া করে, তখন রিপু ও অহঙ্কারাদিও তাহাদের অনুগামী হয়, ইহাই তাৎপর্য্য। পরে সেই ঐশ্বর্য্যময়ী পুরীর মাহাত্ম্য দেখাইতে শ্রীব্যাস বলিতেছেন।

(পরে বিবুধগণ সেই পুরীতে দেখিলেন:—) আকাশস্থ মেঘেতে যেমন সৌদামিনী প্রকাশিত হইলে মেঘের শোভা হয়; তদ্রূপ ঐ পুরীর ঊর্দ্ধে স্বর্ণরৌপ্যাদি নির্ম্মিত এবং মহামণি ও রত্নাদি খচিত শত শত বিমানে সস্ত্রীক পুণ্যজনগণ সুশোভিত আছেন। ৪। ৬। ২৭

পরে সেই বিবুধবৃন্দ যক্ষেশ্বরপুরী অতিক্রম করিয়া, সৌগন্ধিক বনে প্রবেশ করিলেন। সেই বনের মাধুরী বর্ণনাতীত, সারি সারি কল্পবৃক্ষসমূহ সজ্জিত রহিয়াছে; সেই বৃক্ষের সুপক্ক ফলশ্রেণী যেন একভাবে মাল্যাকারে শোভিত এবং পত্ররাজি যেন ছত্রাকারে বিস্তৃত

রহিয়াছে। তথায় জলাশয়সমূহ কলহংসাদিতে সুশোভিত এবং কমলাবলী বিকশিত থাকায় সরোবরের উপরে উন্মত্ত ভ্রমরাদি গুণ গুণ করিতেছে এবং বৃক্ষশাখায় কোকিলাদি সুকণ্ঠ পক্ষীগণ স্বরলহরী দ্বারা অমৃত বর্ষণ করিতেছে। তথায় সারি সারি হরিচন্দন বৃক্ষে কুঞ্জরসমূহ অঙ্গ কণ্ডুয়ন করাতে, বৃক্ষ ঘর্ষিত হইয়া মনোহর গন্ধ বায়ুসহযোগে চতুর্দ্দিক বিস্তারিত করিতেছে। সেই গন্ধে পুণ্যকর্ম্মীগণের ও তদীয় নারীগণের মন উন্মত্ত হইতেছে। তথাকার বাপীসমূহের জলে এবং বৈদূর্য্যমণি খচিত সোপানে কিন্নরীগণ কেলী করিতেছে। এই সমস্ত অবলোকন করিতে করিতে অদূরে একটী বৃহৎ বটবৃক্ষ তাঁহারা দেখিতে পাইলেন। ৪। ৬। ২৮। ২৯। ৩০। ৩১

ব্যাখ্যা। এই সমস্ত শ্লোকোক্ত শোভা কল্পনাময়, ইহার তাৎপর্য্য এই যে, আনন্দময়ী পুরীতে সমস্তই আনন্দময়, তথায় যাহা দেখা যায় তাহাই সুন্দর। এটী কল্পনা। প্রকৃতার্থ এই যে:—ঈশ্বরের ঐশ্বর্য্য মায়াতীত, আনন্দময় এবং অতি সূক্ষ্ম, তাহা বিজ্ঞানে বোধ হয় মাত্র। এইরূপে ঐশ্বর্য্য বোধ করিয়া পরে ব্রহ্মবোধ হইবার জন্য শ্রীব্যাস বলিতেছেন। ঐশ্বর্য্যের অতীত এক অবস্থায় একটি বটবৃক্ষ দেখা যাইল। বট বলিতে ব্রহ্মব্যাপ্তি। পরে বিশেষ ব্যাখ্যা করা যাইতেছে।

হে বিদুর! অনন্তর সেই বিবুধগণ দেখিলেন যে, সেই বটবৃক্ষটি চতুর্দ্দিকে সমভাবে পঞ্চসপ্ততিযোজন শাখাপ্রশাখা বিস্তার করিয়া রহিয়াছে। সেই শাখা বিস্তারহেতু যে ছায়া প্রকাশ হইয়াছে, তাহা একেবারে উত্তাপশূন্য ও অচল হইয়া সে স্থানকে স্নিগ্ধ করিতেছে; অধিকন্তু সেই শাখা-সমূহে একটিও পক্ষীর নীড় নাই। ৪। ৬। ৩২

হে সাধো! সেই বট-শাখাকৃত ছায়ামণ্ডিত স্থান মহাতপৈশ্বর্য্যযুক্ত হওয়াতে যে সকল সাধকেরা মুক্তির ইচ্ছা করেন, তাহারা সেই ছায়ার আশ্রয় গ্রহণ করেন। সেই স্থানে নির্ভীক অন্তকের ন্যায় সমাসীন মহেশ্বরকে সুরগণ দর্শন করিলেন। ৪। ৬। ৩৩

ব্যাখ্যা। শ্রুতিগণ সর্ব্বত্রই ব্রহ্মাণ্ডের সূক্ষ্ম ও অপরিণামী অবস্থাকে বট ও অশ্বত্থ-বৃক্ষের সহিত তুলনা করিয়াছেন। এমন কি গীতাশাস্ত্রেও ভগবান ব্যাসদেব সংসারের স্থূলাবস্থাকে অশ্বত্থবৃক্ষের দ্বারা উপমিত করিয়াছেন। সেই শ্রুতিচাতুর্য্যের সহিত পুরাণজন্মদাতা ব্যাস এই স্থানেও কহিলেন যে:—অতি সূক্ষ্ম ও অপরিণামী যে সকল শক্তি লইয়া ঈশ্বর জগতের কল্যাণ বিধান করেন, সেই ভক্তিপ্রেম ও জ্ঞানাদিময় মনোরাজ্যের মধ্যে মুক্তিদাতা কাল এক বটবৃক্ষতলে বসিয়া আছেন। বট বলিতে বিস্তৃত বা বেষ্টিত। মহাকাল যিনি সকল জীবকে আনন্দবিধান করিবার বিধি প্রকাশ করিতেছেন, তিনিই সকল আনন্দদায়িনী শক্তিবর্ত্তিত রাজ্যের রাজা হইয়াছেন। কিরূপ বিস্তীর্ণ স্থানের রাজা? পঞ্চসপ্ততি যোজন;

ব্রহ্মাণ্ডের ব্যাপ্তি পুরাণে ঐ আয়তনেই কল্পিত হইয়াছে। সেই পরিপূর্ণ ব্রহ্মাণ্ডে শান্তিচ্ছায়া বিস্তার করিবার জন্য ভগবান শমদমাদিরূপী বহুশাখা বেষ্টিত এক মহাযোগময় বট অর্থাৎ শান্তিবৃক্ষ উৎপাদন করিয়াছেন। সে শাখাতে সংসারী রূপী জীবপক্ষী বাস করিতে পারে না। অর্থাৎ পক্ষীগণ সন্তানাদি উৎপাদনের জন্যই যেমন নীড়ের যত্ন পায়, পরে আর নীড়ের চেষ্টা রাখে না, সেইরূপ জীব যতক্ষণ সংসারী ততক্ষণই দেহগৃহরূপী নীড়ের যত্ন পায়, মুক্তির ইচ্ছুক হইলে সে ইচ্ছা থাকে না। সেই জন্য এই যোগবৃক্ষবাসী লোক সংসারীর ন্যায় নীড় করে না। সেই শাখাজাত ছায়ার গুণ এই যে, কোন প্রকার উত্তাপ অর্থাৎ আধিভৌতিক, আধিদৈবিক, আধ্যাত্মিকাদি উত্তাপদুঃখ সেই শান্তিচ্ছায়া ভেদ করিতে পারে না। এই যে অতি বিস্তীর্ণ মহাসিদ্ধি শান্তিচ্ছায়া এখানে কাহারা বাস করেন? যাঁহারা কেবলমাত্র মুক্তির ইচ্ছা করিয়া মহাবৈরাগী হইয়াছেন, তাঁহারাই ঐ বিজ্ঞানস্থল লাভ করেন। এমন যোগরাজ্যের অধীশ্বর মহাকাল কিরূপে আছেন? অন্তক অর্থাৎ যম যেমন কাহারো ভয় বা বাধার অপেক্ষা না করিয়া জীবের দেহযাত্রার বিচ্ছেদ ঘটাইয়া থাকেন। সেইরূপ অখণ্ড প্রতাপে মুক্তিদাতা মহাকাল অপরিবর্ত্তনীয় নিয়ম লইয়া, শান্তিমূলে প্রশান্তভাবে বসিয়া আছেন। তাঁহার অবস্থা পর্য্যালোচনার্থে ব্যাস পরে বলিতেছেন।

হে বিদুর! (দেবগণ বিশেষতঃ দেখিলেন যে:—) পরমা সিদ্ধিপ্রাপ্ত প্রশান্ত সনকাদি ঋষিগণ দ্বারা এবং ব্রহ্মাণ্ডের সর্ব্বৈশ্বর্য্যের অধিপতি ও গুহ্যক রাক্ষসগণের প্রভু কুবেরাদি কর্ত্তৃক সেই সংশান্তমূর্ত্তি মহেশ্বর উপাসিত হইতেছেন। ৪।৬।৩৪

বিদ্যা, তপস্যা ও পরম যোগোপায় সমূহে গঠিত রাজ্যের অধীশ্বর হইয়া, তিনি বিশ্বের সুহৃদ্‌ভাবে এবং জীবগণের উপরে বাৎসল্যহেতু, ত্রিভুবনের মঙ্গল কামনায় তাঁহার প্রয়োজন না থাকিলেও যোগাদি বিভূতির অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন। ৪।৬।৩৫

ব্যাখ্যা। মহেশ্বরের অবস্থা দেখাইতে ব্যাস বলিতেছেন:—যদি জগতে ধনরত্নাদি ঐশ্বর্য্য সুখই পরম সুখ ও শ্রেষ্ঠ বস্তু হয়; তাহা হইলে ব্রহ্মাণ্ডগত সকল ধনের অধীশ্বর যাঁহাকে কুবের কহে; সেই কুবেরও প্রাণপণে কেন সেই মহেশ্বরকে সেবা করিতেছেন? ইহার তাৎপর্য্য এই যে; শান্তি ঐশ্বর্য্যের অনুগত হইলে, পার্থিব ঐশ্বর্য্য ভোগ কিয়ৎ পরিমাণে সুখদায়ক হয়। কারণ ধনপতিও আপনার শান্তির জন্য সেই শান্তির অধীশ্বরের সেবা করিয়া থাকেন। যদি জগতে সিদ্ধ ঋষিগণই সকল মঙ্গলের আকর হয়েন; তাহা হইলে সনকাদিই সকল সিদ্ধির আকর হইয়াছেন। সেই ঋষিগণও আপনাদের শান্তির জন্য সেই মহেশ্বরের উপাসনা করিতেছেন। অতএব কি সাংসারী, কি বৈরাগী, সকলেরই পক্ষে পরম দেবতারূপী ব্রহ্মই উপাস্য হইতেছেন।

সেই মহেশ্বরের অঙ্গ যেন সান্ধ্যগগণে প্রকাশিত উজ্জ্বল রক্তমেঘজ্যোতির ন্যায় জ্যোতির্ম্ময়। সেই অঙ্গের কোন স্থানে তপস্বীগণের অভীষ্ট;—ভস্ম, দণ্ড, জটা ও অজিন

সুশোভিত আছে। কোথাও বা (ত্রিভুবনের শ্রেষ্ঠ রত্ন স্বরূপ) চন্দ্রলেখা সুশোভিত রহিয়াছে। ৪। ৬। ৩৬

ব্যাখ্যা। এস্থলে ঐ সান্ধ্যগগণের সহিত মহেশ্বরের উজ্জ্বল কান্তির তুলনা করা হইল। এই উপমা পূর্ণাদেশালঙ্কারে গঠিত:—যেমন মেঘের অন্তরে সূর্য্যের তেজঃ থাকাতে মেঘ বাহ্যে রক্তবর্ণময় হইয়া থাকে; তদ্রূপ মহাকালের অন্তরে ব্রহ্মতেজঃ প্রভাসিত থাকাতে তাঁহার অঙ্গের জ্যোতিঃ জ্যোতির্ম্ময় হইয়াছিল। কিন্তু স্থূলহীন কালের অঙ্গের সহিত স্থূল ব্রহ্মাণ্ডের সম্বন্ধ নাই!! সূক্ষ্মাবয়বকে সূক্ষ্ম অঙ্গ কহে। অর্থাৎ সকল শান্তিময় সূক্ষ্ম অবস্থার দ্বারা কাল সমস্ত সূক্ষ্মব্রহ্মাণ্ড আলোকিত করিয়া, অখণ্ডপ্রতাপ প্রকাশ করিতেছেন বুঝিতে হইবে।

চন্দ্রালেখা বিভুবণের তাৎপর্য্যাদি এই যথা:—চন্দ্রালোক ব্রহ্মাণ্ডের শ্রেষ্ঠ রত্ন হইতেছে। ব্রহ্মাণ্ডের শ্রেষ্ঠ দেবতাগণ ও অসুরেরা যে রত্ন উদ্ধার করিয়া, জগতের মনোমোহনার্থে গগণপটে রাখিয়াছিলেন, সেই রত্নরূপী ঐশ্বর্য্যটীও তিনি ধারণ করিয়াছেন। চন্দ্রকে আনন্দ কহে। মহেশ্বর সৃষ্টিতে নির্লিপ্ত অথচ ব্রহ্মানন্দে উন্মত্ত হইয়া, বিরাজ করিতেছেন, ইহাই ভাব হইতেছে।

হে বিদুর! যিনি দর্ভময়ী বৃষির (কুশাসন) উপরে, আপনার দক্ষিণ উরুতে বামপদ রক্ষা করিয়া, জানুর উপরে বাম বাহু রাখিয়া, নিজ দক্ষিণ হস্তের মণিবন্ধে অক্ষমালা ধারণ করত তর্কমুদ্রা প্রদর্শন পূর্ব্বক বীরাসনে বসিয়া আছেন; সেই ব্রহ্মসনাতনকে শ্রীনারদ প্রশ্ন করিতেছেন ও ভগবান স্বয়ং উত্তর দিতেছেন এবং এই বিচারবাণী অপরাপর ঋষিগণ শ্রবণ করিতেছেন। ৪। ৬। ৩৭। ৩৮

হে বিদুর! অনন্তর ব্রহ্মার সহিত দেবগণ:—সেই যোগ-পট্টপিহিত, ব্রহ্মনির্ব্বাণ সমাধি-সমাশ্রিত; সকল লোকগণের ও মুনিগণের শ্রেষ্ঠ, সর্ব্বাদি ও পরম মননশীল মনুরূপী সর্ব্বপাবক গিরিশকে দেখিয়া, তাঁহার সমীপস্থ হইয়া, কৃতাঞ্জলি পূর্ব্বক প্রণাম করিলেন। ৪। ৬। ৩৯

হে বিদুর! কি সুরপতি, কি অসুরপতি সকলেই যাঁহার চরণ বন্দনা করেন; সেই মহেশ্বর আত্মযোনী ব্রহ্মাকে সমাগত দেখিয়া, সহসা উত্থান করিয়া স্বয়ং পূজ্য হইলেও বামনমূর্ত্তি বিষ্ণু যেমন কশ্যপকে অভিনন্দন ও প্রণাম করেন, তদ্রূপ ব্রহ্মাকে তিনিও স্তবের দ্বারা অভিবাদনাদি করিলেন। ৪। ৬। ৪০

ব্যাখ্যা। এক দিকে শ্রীব্যাস দেখাইতেছেন যে কালদেব সকলের শ্রেষ্ঠ। এমন শ্রেষ্ঠ যে ব্রহ্মাদি সুরপতি এবং আরণশুক্রাচার্য্যাদি কিম্বা বলীবিরোচনাদি অসুরপতি সকলেই তাঁহার অধীন। অর্থাৎ কি মায়াজগৎ কি ধর্ম্মময় জ্ঞানজগৎ, সকলই তাঁহার অধীন। ত্রিভুবন পতি বিষ্ণু হইলেও তিনি যখন বামনাবতার হয়েন, তখন যেমন কশ্যপকে পিতা

করিয়াছিলেন। এইজন্ত কশ্যপ তাঁহার সৃষ্টবস্তু হইলেও সম্বন্ধনিবন্ধন তাঁহ'কে প্রণাম করিতে হইত, এস্থলে মহেশ্বরও ব্রহ্মার ক্রোধ হইতে জন্মিয়াছিলেন বলিয়া পিতৃসম্মানে ব্রহ্মার চরণবন্দনাদি করিলেন। অপরার্থ এই যে:—আত্মা অর্থাৎ চৈতন্য যদিও কালের চেষ্টায় চালিত; কিন্তু চৈতন্য প্রকাশ না হইলে, কালের কার্য্য প্রকাশ হইতে পারে না, এই নিমিত্ত ব্রহ্মা অর্থাৎ আত্মার অনুগামী হইয়া কালকে চলিতে হয় বলিয়া, আত্মাই কালের মধ্যস্থা লীলাপ্রকৃতিপ্রকাশক পিতা হইতেছেন। এই জন্য পরস্পরের সম্মান প্রদানার্থে ঐরূপ প্রণামাদি দেখান হইল।

অনন্তর সেই দেবতা ও মহর্ষিগণ যাঁহারা ব্রহ্মার পশ্চাতে পশ্চাতে গমন করিয়াছিলেন তাঁহারা সকলে মহেশ্বরকে ও ব্রহ্মাকে প্রণাম করিলেন। পরে ব্রহ্মা সকলের দ্বারা নমস্কৃত হইয়া প্রসন্নভাবে শশাঙ্কশেখরকে নিজাগমনের কারণ কহিতে আরম্ভ করিলেন। ৪। ৬। ৪১

পূর্ব্ববৃত্তান্ত সমাপন করিয়া শ্রীমৈত্রেয় বিদুরকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন:—হে বিদুর! অনন্তর মহেশ্বরকে সম্বোধন করিয়া ব্রহ্মা কহিলেন:—হে মহেশ্বর! এই জগতের যোনী ও জীবের স্বরূপ যে শিব ও শক্তি বর্ত্তমান রহিয়াছেন, তাহা আপনিই হইতেছেন। এই বিশ্বপ্রপঞ্চেরও আপনি ঈশ্বর হইতেছেন। বিশেষতঃ শিবশক্তিভাবের অতীত নির্ব্বিকার যে ব্রহ্মপদ, তাহাও আপনি হইতেছেন। ইহা আমি জ্ঞাত আছি। ৪। ৬। ৪২।

ব্যাখ্যা। জগৎ বলিতে সদাপরিবর্ত্তনশীল অবস্থা। অর্থাৎ কোন একটী অবস্থার সদা পরিবর্ত্তন দেখিতে পাইলে তাহরে সত্তার স্বীকার করিতে হয়। সেই সত্তার পরিবর্ত্তন দেখা যাওয়াতে তাহারই একাংশ বীজরূপে গণ্য করা যায়; অপরাংশকে সেই বীজোৎপাদিকা অর্থাৎ অঙ্কুরফলোৎপাদিকা যোনীরূপে অনুমান করা হয়। এই বীজ ও যোনীরূপী শিব ও শক্তিরূপে, হে কাল! আপনি জগতের অর্থাৎ পরিবর্ত্তনশীল স্থূলব্রহ্মাণ্ডের কর্ত্তা হইতেছেন। ইহাই ব্রহ্মা বলিলেন। অধিকন্তু বিশ্ব বলিতে সূক্ষ্মপ্রপঞ্চ; কাল তাহারো নিয়ন্তা হইতেছেন। বিশেষতঃ স্থূল ও সূক্ষ্মের নিয়ন্তা হওয়াতে ঐ স্থূল ও সূক্ষ্মের অতীত সত্তারূপী ব্রহ্মপদ তাহাও কালেতে আছে। অর্থাৎ মহেশ্বর লয়শূন্য সর্ব্বত্র ব্যাপী সর্ব্বনিয়ন্তা হইতেছেন। ইহাই ব্রহ্মারূপী সকল সাধকের আত্মা জ্ঞাত আছেন।

হে মহেশ্বর! আপনিই শিব ও শক্তিরূপী ভগবান হইয়া, ঊর্ণনাভি যেমন আপনা হইতেই আপনার গৃহ নির্ম্মাণাদি করে, তদ্রূপ আপনিও আপনা হইতে এই বিশাল ব্রহ্মাণ্ড সৃজন, পালন ও হরণ করিতেছেন। ৪। ৬। ৪৩

হে ঈশ্বর! ধর্ম্মার্থাদি যাহাকে দোহন করিলে লাভ হয়, সেই বেদরক্ষার জন্য আপনিই সংসারে বর্ণাশ্রমমর্য্যাদা নির্ণয় করিয়াছেন। বিশেষতঃ ধৃতব্রত ব্রাহ্মণেরাও যে সকল ধর্ম্মাশ্রয় করেন, তাহাও আপনি নির্ণয় করিয়াছেন। ৪। ৬। ৪৪

হে মঙ্গলস্বরূপ! আপনি মঙ্গল কর্ম্মকারিগণকে স্বর্গ বা মুক্তি দান করিতেছেন। আপনি অমঙ্গল কর্ম্মকারিগণকে নরকে পাঠাইতেছেন। তবে কেন কোন কোন স্থলে সে নিয়মের বিপর্য্যয় দেখা যাইতেছে? ৪।৬।৪৫

হে ভূতনাথ! যাঁহারা আপনার শ্রীচরণে আত্মাকে সমর্পন করিয়াছেন; তাঁহারাই ভক্ত হইতেছেন। তাঁহারা সর্ব্বভূতের সহিত আপনাকে সমান ভাবে দেখেন এবং যাঁহারা পশু, তাঁহারা ভূতসমস্ত হইতে আত্মাকে পৃথক্ দেখিয়া থাকেন। অতএব যাঁহারা আপনার ভক্ত হইয়া আপনাতে আত্মসমর্পণ করিয়াছেন, তাঁহাদের প্রতি ক্রোধ প্রকাশ করিলে নিজের উপরেই ক্রোধ প্রকাশ করা হইল বুঝিতে হইবে। যাঁহারা ভেদদর্শী হয়েন সেইরূপ অভক্তগণের প্রতি ক্রোধ করাই আপনার সম্ভব। ৪।৬।৪৬

হে মহেশ্বর! যাঁহারা সর্ব্বভূত হইতে আত্মাকে পৃথক দেখিয়া (কর্ম্মের তাৎপর্য্যের প্রতি দৃষ্টি না রাখিয়া) কেবল কর্ম্মে দৃষ্টি রাখেন। সতত যাঁহারা বাসনাকে কলুষিত করেন অপরের উৎকৃষ্ট সম্পদ দেখিলে যাঁহারা দিবানিশি ক্ষুব্ধ ও অন্তরে দুঃখিত হয়েন। পরের যাহাতে দুঃখ হয় এই ভাবে যাঁহারা মর্ম্মভেদী কথাসমূহ প্রয়োগ করেন। তাহারাতো দৈব-কর্ত্তৃক একেবারে বধ্যই হইয়াছেন, আবার আপনার ন্যায় সাধুজন কেন তাঁহাদের বধ-সাধন করেন? ৪।৬।৪৭

হে ভগবন্! কোন স্থানে, কোন কালে, যদি ভগবান বিষ্ণুর দুরন্ত মায়াতে আকৃষ্ট হইয়া কেহ মোহিতচিত্ত ও ভেদদ্রষ্টা হয়; তাহা হইলে তাহার দুর্দ্দশা দেখিয়া সাধুগণ কৃপাবান্ হইয়া, যাহাতে সে ব্যক্তি দৈববল অতিক্রম করিতে পারে, এমন অনুকম্পা করেন। কখনই তাঁহারা তাহার অহিত বিধান করেন না। ৪।৬।৪৮

অতএব ভগবন্! আপনি অমুগ্ধ ও সর্ব্বজ্ঞ হইয়া সমস্ত বিষয়ই জ্ঞাত হইয়াছেন। আপনি মায়ার দুরন্ত প্রভাবও জ্ঞাত আছেন। সেই মায়াতে মুগ্ধ হইয়া যদি কেহ কর্ম্মমাত্রমতি হইয়া পড়ে; হে প্রভো! তাহাকে অনুগ্রহ করাই এক্ষণে আপনার ন্যায় আশুতোষের সর্ব্বতোভাবে উচিত হইতেছে। ৪।৬।৪৯

"হে রুদ্র! কুযাজ্ঞিকেরা যে মহাত্মা দক্ষের যজ্ঞ আরম্ভ করিয়া, আপনাকে তাহার ভাগ না দেওয়াতে যজ্ঞ অসমাপ্ত হইয়াছে। আপনি যখন যজ্ঞের ফলদাতা হইতেছেন, তখন আপনিই সেই নষ্টকর্ম্ম এক্ষণে সমাপ্ত করুন। ইহাই আমার প্রার্থনা হইতেছে ৪।৬।৫০

ব্যাখ্যা। যজ্ঞে ঈশ্বরকে তুষ্ট করিতে হয়। অতিমাত্র চৈতন্যসত্তা যাঁহাকে ব্রহ্ম বলা যায়, তিনি সকলের সূক্ষ্মকারণ বটেন; কিন্তু নিষ্ক্রিয়। তাঁহার সগুণ অবস্থা, যিনি সকল শক্তি ও শক্তার আশ্রয় বা অভেদ আধার, তাঁহাকেই পালন, হরণ ও সৃজনাদি কার্য্যভেদে সাধকগণ তিন ভাবে প্রতি যজ্ঞে ভাবনা করিয়া থাকে। এই চিন্তার মতে একটীকে ভাবিয়া আর কাহাকেও না ভাবিলে চিন্তার বৈকল্য ঘটে। অর্থাৎ বিজ্ঞানের নিষ্পত্তি না হওয়াতে বুদ্ধি মূঢ় হইয়া যায়। এস্থলে দক্ষযজ্ঞে প্রকৃত ধর্ম্মের মর্ম্ম না ভাবিয়া, ধর্ম্মার্থ বৃথা যজ্ঞ আরম্ভ হইয়াছিল। তাহাতে সৃজন ও পালন এই দুইটী স্বীকার করা হইল। হরণ অর্থাৎ নিয়োগ ও বিয়োগ যাহাতে হয়, এই বিজ্ঞান আলোচিত না হওয়াতে, পূর্ব্বোক্ত দুই ভাব

বৃথা চিন্তিত হওয়ার ফল লাভ হইল না। অর্থাৎ পরিণামজ্ঞান লাভ না হওয়াতে তদ্দ্বারা আধ্যাত্মিকী উন্নতি হইল না। অতএব চিন্তাদ্বারা আধ্যাত্মিকী উন্নতির জন্য ঈশ্বরের তিন রূপকে এক ভাবিতে হয়। পুরাণে ঐ ভাবনাকে যজ্ঞাংশের দান কহে। এস্থলে যজ্ঞের আভাষ মাত্র দিলাম। সম্পূর্ণ জানিতে হইলে যজুর্ব্বেদ বিদিত হওয়া উচিত। কালদেবকে যজ্ঞ পূর্ণ করিতে বলিবার হেতু এই যে:—অদ্যাবধি যাহাতে সংসারী কর্ম্মী যজ্ঞে ত্রিবিধ চিন্তার দ্বারা সংফল লাভ করে, তাহার উপায় অর্থাৎ এমন বৃত্তি যজমানের হৃদয়ে কাল দেবতা উদয় করুন।

হে ঈশ্বর! এই দক্ষ নামক যজমান্ যেন আপনার কৃপায় জীবন লাভ করিতে পারেন। ভগদেবতা যেন চক্ষু প্রাপ্ত হয়েন। ভৃগু ঋষি যেন শ্মশ্রু প্রাপ্ত হয়েন। পূষা দেবগণ যেন পুনরায় দন্ত লাভ করেন। অধিকন্তু যে সকল দেবতাগণের ও ঋত্বিক্‌গণের গাত্র ভগ্ন হইয়াছে, আপনার অনুগ্রহে তাঁহারা যেন শান্তি লাভ করেন। হে রুদ্র! যজ্ঞ আরম্ভ করিয়া সর্ব্বাগ্রে সকল দেবতাদের অংশ সম্পূর্ণ করতঃ শেষ যাহা থাকিবে, অদ্য হইতে তাহাই সকলে আপনাকে সমর্পণ করিবে। অতএব হে যজ্ঞহন্! এক্ষণে অনুকম্পা পুরঃসর এই বিনষ্টযজ্ঞ যাহাতে সমাপ্ত হয় তজ্জন্য ইহার উচ্ছিষ্ট ভাগ লইয়া শান্ত হউন। ৪র্থ। ৬। ৫১। ৫২। ৫৩

ইতি শ্রীভাগবতে চতুর্থস্কন্ধে ষষ্ঠাধ্যায়ে উপেন্দ্রকৃতানুবাদ সমাপ্ত।

ব্যাখ্যা। শ্মশ্রু প্রভৃতি মুখের শোভা। ভৃগুঋষি কর্ম্মজ্ঞানদাতা বা উপদেষ্টা। দুর্ব্বুদ্ধিবশতঃ অজ্ঞান কর্ম্মীরূপী দক্ষের উপরে ভৃগু ভেদজ্ঞান শিক্ষা দিয়া, সাধনযজ্ঞ আরম্ভ করিয়াছিলেন বলিয়া; তাঁহার মুখের শোভা নষ্ট হইয়াছিল। অর্থাৎ যাহাতে ঐরূপ জ্ঞানবাক্য আর মুখে প্রকাশ করিতে না পারেন, ধর্ম্মের শাসনশক্তিসমূহ তাহাই করিয়াছিল। ঐ পুষার দন্ত বলিতে, যে দেবতা যজ্ঞের চরু ভক্ষণ করেন, সেই দেবতাকে পুষা দেবতা কহে। দন্তের দ্বারা পুষা কালদেবকে উপহাস করিয়াছিলেন বলিয়া, তাঁহার ভেদজ্ঞানহেতু এই সাধন যজ্ঞীয় জ্ঞানদন্ত নাশ হইয়াছিল, বুঝিতে হইবে। আর আর দেবতাগণ অর্থাৎ শ্রেষ্ঠজন যাঁহারা অজ্ঞানবশতঃ কালকে অবহেলা যে যে ভাবে করিয়াছিলেন, তদনুযায়ী অঙ্গরূপী বুদ্ধিপ্রকৃতির বৈলক্ষণ্য ঘটিয়াছিল। এক্ষণে আত্মা বলিলেন:—হে কাল! এইরূপ দৈব বিড়ম্বনায়, আপনার প্রভাব সকল শক্তিগণ ও শ্রেষ্ঠজনেরা জানিতে পারিয়াছেন এবং আপনার শরণাগত হইয়াছেন। এক্ষণে আপনি ঐ দুঃখী শ্রেষ্ঠজনগণের দুঃখসমূহ সমাপ্ত করিয়া, যাহাতে উহারা যজ্ঞদ্বারা উত্তম জ্ঞান লাভ করিতে পারেন, এমন উপায় বিধান করুন। প্রকৃত তাৎপর্য্য এই যে, অজ্ঞানদ্বারা বিধর্ম্মপথে যাইলে, স্বভাবতঃ দুঃখ পাইয়া আত্মজ্ঞান সহযোগে সাধকগণ প্রবুদ্ধ হইলে, পুনরায় কালসহযোগে ধর্ম্মলাভ হইয়া থাকে। কিরূপে সেই শান্তি লাভ হয়, তাহার ফলাফল পরে বলা হইতেছে।

ইতি শ্রীভাগবতে চতুর্থস্কন্ধে ষষ্ঠাধ্যায়ে উপেন্দ্রকৃতাধ্যাত্মব্যাখ্যা সমাপ্ত।

অথ সপ্তম অধ্যায়।

শ্রীমৈত্রেয়দেব বিদুরকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, হে সাধো! এক্ষণে কিরূপে বিনষ্টপ্রায় দক্ষযজ্ঞ সমাপ্ত হইল, তাহা শ্রবণ কর। পূর্ব্বোক্ত রূপে ভগবান ভব ব্রহ্মাকর্ত্তৃক প্রবুদ্ধ হইলে, তিনি ঈষৎ হাস্য করিতে করিতে কহিলেন :—হে ব্রহ্মন্! শ্রবণ করুন।

দেখুন প্রজাপতে! যে দক্ষাদি মহাত্মাসকলের কথা আমার সমীপে আবেদন করিয়াছেন, তাঁহারা সকলেই দেবমায়ায় বিমোহিত হইয়া, বালকের ন্যায় কার্য্য করিয়াছেন। আমি তাঁহাদের কৃত অপমান মনেতেও কখন চিন্তা করি নাই। তবে কৃতকর্ম্মের ফলস্বরূপ কিছু কিছু দণ্ড দিয়াছি মাত্র। ৪র্থ। ৭। ১। ২

ব্যাখ্যা। এই অধ্যায়ে সাধকসকলের দ্বারা মহেশ্বরের স্তব ও মহাদেব কর্ত্তৃক পুনরায় যজ্ঞপ্রবর্ত্তন প্রকাশ হইতেছে। আত্মার নিকট কালশক্তি কহিলেন ;—আমি কেবল কর্ম্ম-ফলদাতা। কর্ম্মীর কোন প্রকার কার্য্যহেতু আমার ক্রোধ বা চিন্তার উদয় হইতে পারে না। বিষ্ণুর মায়াশক্তিতে জীব বা কর্ম্মীগণ মুগ্ধ হইয়া, যে অন্যায়াচরণ করিয়াছে, আমাকে তাহার ফল দিতেই হইবে। অতএব সৎপথে লইয়া যাওয়াই আপনার ধর্ম্ম, আপনি তাঁহাদের সাধুপথে আনয়ন করুন। আমি কর্ম্মোচিত ফল দান করি। তাহা হইলেই ভেদবাদীর অন্তরে ভেদভাব দূরীভূত হইবে। সেই কর্ম্মফলকে পরে দণ্ডস্বরূপে বর্ণন করা হইতেছে।

হে ব্রহ্মন্! দক্ষ প্রজাপতির যে মস্তক দগ্ধ হইয়াছিল, এক্ষণে তাহার পরিবর্ত্তে অজের মুণ্ড স্থাপিত হউক। আর যে ভগদেবতার চক্ষু বিনষ্ট হইয়াছিল, তিনি মিত্র দেবতার চক্ষুর সাহায্যে দেখিয়া আপনার যজ্ঞীয় বর্হিনামক অংশ গ্রহণ করুন। ৪র্থ। ৭। ৩

পুষা নামক দেবতাগণ যাঁহাদের দন্ত নষ্ট হইয়াছিল, তাঁহারা যজমানের দন্ত দিয়া যজ্ঞীয় পিষ্টক ভক্ষণ করুন। যে সকল দেবতারা আমাকে উপেক্ষা করিয়া, যজ্ঞোচ্ছিষ্ট দিয়াছিলেন, তাঁহাদের পুনরায় অঙ্গ সঙ্গঠিত হউক। ৪র্থ। ৭। ৪

হে ব্রহ্মন্! আহত দেবতাগণের মধ্যে যাঁহাদের বাহু নষ্ট হইয়াছে; তাহারা অশ্বিনী কুমারের বাহু লাভ করিয়া বাহুবান্ হউন। যাঁহাদের কর নষ্ট হইয়াছে, তাঁহারা পুষা দেবতার কর লাভ করিয়া করপ্রাপ্ত হউন। ভৃগুপ্রভৃতি যজ্ঞোপদেষ্টাগণ, যাঁহাদের শ্মশ্রু নাশ হইয়াছে; অজের শ্মশ্রুতে তাঁহারা শ্মশ্রুবান্ হউন। ৪র্থ। ৭। ৫

ব্যাখ্যা। ধর্ম্মপ্রকৃতি নাশ হইলে সাধকের অর্থাৎ জীবের সকল প্রকার প্রবৃত্তিভাবের বৈলক্ষণ্য ঘটিয়া থাকে, সেই বৈলক্ষণ্য গুলিকে রূপকে এইভাবে এস্থলে বলা হইয়াছে। এই বৈলক্ষণ্য স্বাভাবিক্। কোন এক ব্যক্তি এক সময়ে সুস্বভাবী কিম্বা ধনী ছিল। কালক্রমে

সেই ব্যক্তি কুস্বভাবসম্পন্ন হইলে বা নির্ধনী হইলে. তাহার পূর্ব্বাবস্থার প্রকৃতির সহিত মূর্ত্তির বৈলক্ষণ্য ঘটে। সেইরূপ দক্ষের যজ্ঞরূপ অজ্ঞানকর্ম্মে যাঁহারা লিপ্ত ছিলেন, তাঁহাদেরও সমূর্ত্তির বৈলক্ষণ্য ঘটিয়াছিল। আবার কালদ্বারা যে বৈলক্ষণ্য হয়, তাহাতে অনুশোচনা উপস্থিত হয়। সেই অনুশোচনা মতে সাধক আবার জ্ঞানভাব এবং শান্তভাব প্রাপ্ত হইতে পারেন। দেবতা বলিতে এস্থলে শ্রেষ্ঠজন এবং অধ্যাত্মবৃত্তিসমূহ। অর্থাৎ যাঁহারা শ্রেষ্ঠ তাঁহারাও ধর্ম্মপ্রকৃতি উল্লঙ্ঘন করিয়া ভেদবাদী হওয়াতে, তাঁহাদেরও দুর্দ্দশাগ্রস্থ হইতে হইল। বাহু বলিতে করের উপরিভাগ। অশ্বিনীকুমারেরা যেমন বাহুদ্বারা সর্ব্বদা পরোপকার অর্থাৎ চিকিৎসা ব্রতে রত, তদ্রূপ ঐ মূঢ় শ্রেষ্ঠজন যাহাতে পরোপকারব্রতী হয়েন, তাহাই স্থির হইল। পূষার কর্ম্ম সতত পরিশ্রম দ্বারা যজ্ঞার পিষ্টক অর্থাৎ সারগ্রহণ। শ্রেষ্ঠজনেরা যাহাতে স্বক্ষমতাতে তাহাই করেন, এইরূপ উপদেশ দেওয়া হইল। পুরুষের পক্ষে অজবৎ শ্মশ্রু একটী কুলক্ষণ। উপদেষ্টারা যেরূপ কার্য্য করিয়াছেন, তদ্রূপ দূষিত অজচিহ্ন লাভ করিলেন। কালে অনুশোচনাদ্বারা সাধুপথ পাইতে পারিবেন। ইহাই তাৎপর্য্য হইতেছে।

হে বৎস বিদুর! মহেশ্বর এইরূপ সকলের পক্ষীয় দণ্ডবিধানযুক্তা বাণী প্রকাশ করিলে, ব্রহ্মাণ্ডের সকল ভক্তই আনন্দিত হইয়া, তাঁহাকে সাধুবাদ দান করিতে লাগিলেন। ৪র্থ। ৭। ৬

অবশেষে সেই ভক্ত দেবগণ, মহেশ্বরকে যজ্ঞসমাপ্তিকরণহেতু নিমন্ত্রণ করিলেন। দেবতা, ঋষি ও ব্রহ্মার সহিত ভবদেব পুনরায় যজ্ঞস্থলে গমন করিলেন। ৪র্থ। ৭। ৭

সকলে যজ্ঞস্থলে উপস্থিত হইলে, ভগবান ভব যে যে বিধান করিয়াছিলেন, ব্রহ্মা সকলের প্রতি সেই সেই দণ্ড সংযোজন করিয়া, অবশেষে মৃত প্রজাপতি দক্ষকে বাঁচাইয়া, তাঁহাকর্ত্তৃক যজ্ঞে যে ছাগাদি পশুকে হত্যা করিতে আদেশ করা হইয়াছিল; সেই ছাগের মস্তক লইয়া তাঁহার স্কন্ধে যোজনা করা হইল। ৪র্থ। ৭। ৮

অনন্তর মহেশ্বরের বীক্ষণক্রমে দক্ষ প্রজাপতির প্রতি অজশীর্ষ সংযুক্ত হইবার মাত্রেই, নিদ্রোত্থিত ব্যক্তির ন্যায় তিনি উত্থান করিয়া দেখিলেন, তাঁহার সম্মুখে সেই মহেশ্বর দণ্ডায়মান্ রহিয়াছেন। ৪র্থ। ৭। ৯

যে প্রজাপতি ইতিপূর্ব্বে বৃষধ্বজের প্রতি দ্বেষ করিয়া, মহামোহে আপনাকে লিপ্ত করিয়াছিলেন। এক্ষণে সেই ভগবান শিবকে দর্শন করিলে, তাঁহার হৃদয় শরৎকালের হ্রদের ন্যায় অমলভাব ধারণ করিল। ৪র্থ। ৭। ১০

ব্যাখ্যা। অনুশোচনার্থ শরীরের বৈলক্ষণ্য স্বভাবতঃ অধার্ম্মিকগণ লাভ করে। সেই নিয়মে আত্মা ও ইন্দ্রিয়াদি অজ্ঞানকর্ম্মীর মন্দ বেশ সংসাধন করিলেন। ইহার তাৎপর্য্য এই যে, ইন্দ্রিয়শক্তি, আত্মা ও ঋষি বলিতে এস্থলে মনো বুদ্ধ্যাদি, কালদ্বারা বাসনা যেরূপ পরিবর্ত্তন লাভ করিল, দক্ষেরও সেইরূপ অজ্ঞান পরিবর্ত্তন ঘটাইল। অজ্ঞান নাশ করিবার তাৎপর্য্য এই যে, যদিও অজ্ঞানী মোহিতচিত্ত, তথাপি তাহার চিত্ত প্রশান্ত; কিন্তু জ্ঞানী হইয়া ভেদ-

বাদী হইলে, তাহার চিত্ত অতিশয় অশান্ত হওয়াতে, সে অভক্ত হইয়া থাকে। মহেশ্বরের বীক্ষণ অর্থাৎ কালের দৃষ্টিক্রমে দক্ষের অজ অর্থাৎ অজ্ঞানময় মস্তক অর্থাৎ প্রধান কার্য্যবৃত্তি লাভ হওয়াতে, দক্ষ কিরূপ হইলেন ? সুপ্তোত্থিত ভাব ধারণ করিলেন। ইহার তাৎপর্য্য এই যে, নিদ্রিত ব্যক্তি যেমন পূর্ব্বকৃত ও স্বপ্নদৃষ্ট কার্য্যের সংজ্ঞা বোধ করে না, পরে জাগরণে তাহার ফলাফল বোধ করে ; তদ্রূপ কর্ম্মী যখন কর্ম্মে মগ্ন ছিল, তখন নিদ্রিতের ন্যায় অনুশোচনার সময় প্রাপ্ত হয় নাই। এক্ষণে অবস্থান্তরে জাগ্রত হইয়া, আপনার কুকার্য্য কিরূপে বুঝিতে পারিল, তাহা বুঝাইতে বলা হইল যে :—সম্মুখে মহেশ্বরকে দেখিল। অর্থাৎ ফলাফল-দাতা কাল দণ্ড প্রদান করিয়া, তাঁহার অন্তরে ভীষণ ভাবে বিরাজিত রহিয়াছেন ; এই ফলাফল বোধকেই দক্ষ কর্ত্তৃক কালের দর্শন লাভ, বুঝিতে হইবে।

প্রজাপতি দক্ষ (এক্ষণে মহেশ্বরের মূর্ত্তি দেখিয়া) অত্যন্ত অনুরাগ বশতঃ, সেই ভবের স্তব করিতে ইচ্ছা করিয়াও পারিলেন না। পুনশ্চ তাঁহার হৃদয়ে প্রিয়া দুহিতার কথা স্মরণ হওয়াতে, তিনি অত্যন্ত উৎকণ্ঠিত হইয়া, অশ্রুকলা বর্ষণ করিতে লাগিলেন। ৪র্থ। ৭। ১১

হে বিদুর ! ক্রমে সেই প্রজাপতির মনে প্রেম প্রকাশ হওয়াতে, তিনি সুধীভাব ধারণ করিয়া, একেবারে বিহ্বলিত হইয়া পড়িলেন। আর হৃদয়ের ভাব গুপ্ত রাখিতে না পারিয়া, মনকে কিঞ্চিৎ স্থির করিয়া, অকপট হৃদয়ে সেই ঈশ্বরকে প্রশংসা করিলেন। ৪র্থ। ৭। ১২

ব্যাখ্যা। ভক্তি প্রগাঢ় হইয়া ক্রমে আত্মবোধের সঞ্চার হওয়াতে, বাসনা ইষ্টবস্তুর জন্য একেবারে আকুল হইয়া উঠে। সেই বিহ্বলতা বা আত্যন্তিক্ তৃষ্ণার নাম প্রেম। দক্ষের হৃদয়ে যখন সেই সাত্ত্বিক্ ভাবের উদয় হইল ; তখন তিনি আর কপট নহেন। একেবারে উদার ও শুচী হইয়া, নিজের ব্যাকুলচিত্তকে স্থির করিলেন। পরে স্বভাবতঃ তাঁহার হৃদয়ের ভাবে ঈশ্বরের প্রতি ভক্তি প্রকাশ হইয়া পড়িল।

দক্ষপ্রজাপতি স্থিরচিত্তে কহিলেন :—হে ঈশ্বর ! আপনি পূর্ব্বে আমাদ্বারা অবজ্ঞাত হইয়াও যে, আমার প্রতি অবহেলা না করিয়া, দণ্ড বিধান করিয়াছেন, ইহাতেই মৎপ্রতি বিশেষ অনুগ্রহ প্রকাশ করা হইয়াছে, বলিতে হইবে। আমি জানি যাহারা ব্রহ্মবন্ধু হইয়া ধৃতব্রতের ন্যায় ছলনাও করে, তাহাদেরও আপনি এবং ভগবান্ বিষ্ণু কখনই ত্যাগ করেন না। ৪র্থ।৭। ১৩

হে ঈশ্বর ! আত্মতত্ত্ব জানাইবার জন্য প্রথমে আপনিই ব্রহ্মা হইয়া, বিদ্যা-তপোব্রত প্রভৃতি গুণমণ্ডিত ব্রাহ্মণগণকে সৃজন করেন। পরে পশুপালকেরা যেমন দণ্ডহস্তে পশুগণকে বিপদ্ হইতে রক্ষা করে, আপনিই বিষ্ণুরূপে তদ্ভাবে পালন করেন। ৪র্থ। ৭। ১৪

ব্যাখ্যা। এইবার প্রেমদৃষ্টিতে দক্ষ অভেদভাব প্রাপ্ত হইলেন। অভেদদ্রষ্টা হইয়া মহেশ্বরকে ইহা কহিলেন। হে হর ! প্রথমে আপনার উদ্দেশ্য কি ?—না—আত্মতত্ত্বরূপী বেদদ্বারা আপনার মহিমা জানাইতে কতকগুলি জ্ঞানীর সৃজন করিয়াছিলেন। প্রথমে জ্ঞান ও জ্ঞানীর সৃজন কেন করিয়াছিলেন—না—অজ্ঞানীদের সেই পথে লইবেন বলিয়া। হে ঈশ্বর ! আপনি

রিক্ষুরূপে কি করেন?—না—পশুভাবাপন্ন অজ্ঞ জীবগণকে দণ্ডদ্বারা বিপদ্ হইতে উদ্ধার করেন। অতএব সকলের প্রতি বিভিন্ন উপায়ে আপনার সমান অনুগ্রহ রহিয়াছে।

হে ঈশ্বর! যেঁ অধম ব্যক্তি আপনায় কোনও তত্ত্বজ্ঞান প্রাপ্ত না হইয়া একেবারে অহঙ্কারী ও উন্মত্ত হইয়া, সভামধ্যে দুরুক্তিবাণে আপনাকে অবমাননা করিয়াছিল; সেই পাপিষ্ঠরূপী আমার পক্ষে নিম্নগতি উচিত হইলেও, আপনি দণ্ডদ্বারা আমাকে রক্ষা করিয়াছেন। (ইহাতে আমার কি সাধ্য যে, আপনাকে তুষ্ট করি!) অতএব আপনার এই পরোপকার ব্রতরূপ স্বাভাবিক্ কার্য্যের দ্বারাই আপনি সন্তুষ্ট হউন। ৪র্থ। ৭। ১৫

ব্যাখ্যা। এইস্থলে দক্ষের পরিচয় দেওয়া হইল। যে স্থলে বহুবিজ্ঞের সমাগম হয় তাহাকে সভা কহে। এস্থলে কর্ম্মীর অধ্যাত্ম-হৃদয়-ভাগকেই সভা বলা হইল। তথায় আত্মারূপী ব্রহ্মা, চিত্তরূপী বিষ্ণু, বুদ্ধিরূপী বৃহস্পতি, প্রবৃত্তিরূপী ভৃগু, বুদ্ধিরূপী ইন্দ্র, মনোরূপী চন্দ্র, জ্ঞানরূপী সূর্য্য, সকলেই ছিলেন। কিন্তু একমাত্র তত্ত্বজ্ঞানসাধনা না হওয়াতে, সূক্ষ্মদৃষ্টি ম্লান হওয়াতে এবং কর্ম্মীর বাসনা অসৎভাবে সংযুক্ত থাকাতে, প্রবৃত্তিরূপী ভৃগুর সহিত কাম্যকর্ম্ম করিতে প্রবৃত্ত হইয়া, সাধক তত্ত্বজ্ঞান হারাইয়াছিলেন। ক্রমে সতী নামক সাত্ত্বিকী কন্যাও হারাইয়াছিলেন। এক্ষণে কালের করুণাদৃষ্টি লাভ করিয়া, নিজ অপরাধ স্বীকার পূর্ব্বক অতিপ্রেমবশতঃ নিজ বাসনা বিশুদ্ধ হওয়াতে, ব্রহ্মাবিষ্ণু ও কালকে অর্থাৎ আত্মাকে পালয়িতা ও পরিণামদাতারূপে একই ঈশ্বর বলিয়া সাধক বুঝিতে পারিলেন। এই কার্য্যহেতু অধর্ম্মগতি নাশ হইয়া, তাহার ঊর্দ্ধগতি আরম্ভ হইল।

শ্রীমৈত্রেয়দেব বিদুরকে সম্বোধন করিয়া কহিলেনঃ—হে বিদুর! অনন্তর প্রজাপতি দক্ষ এইরূপে মহেশ্বরের স্তব করিয়া ব্রহ্মার আজ্ঞায়;—উপাধ্যায়, ঋত্বিক্ ও অগ্নিগণের সাহায্যে পুনরায় কর্ম্ম আরম্ভ করিলেন। ৪র্থ। ৭। ১৬

অনন্তর সেই উপাধ্যায়েরা প্রেতসংসর্গে দূষিত যজ্ঞ পরিশুদ্ধ করিবার জন্য, প্রথমে ত্রিকপালে অর্ঘ্য ধারণ করিয়া, বিষ্ণুর প্রতি পুরোডাশ হবন করিলেন। ৪র্থ। ৭। ১৭

হে বিদুর! সেই প্রজাপতি অধ্বর্য্যুগণের সহিত হবিঃহস্তে ও বিশুদ্ধহৃদয়ে ভগবানের ধ্যান করিতে থাকিলে, ভগবান বিষ্ণু সেই স্থানে আবির্ভূত হইলেন। ৪র্থ। ৭। ১৮

সেই পরমস্তোত্ররূপী পক্ষধারী জ্ঞানরূপী গরুড়ের পৃষ্ঠে ভগবান হরি আত্মতেজে দশদিক্ উজ্জ্বল করিয়া তথায় প্রকাশ হইলেন। ৪র্থ। ৭। ১৯

ব্যাখ্যা। অধ্বর্য্যু বলিতে যজ্ঞের উপদেষ্টা, এস্থলে বুদ্ধিমনাদি। হবিঃ বলিতে যজ্ঞের উপহার দ্রব্য। এই বুদ্ধ্যাদির সহিত একান্তচিত্তে আত্মসমর্পণরূপী অর্ঘ্য লইয়া সাধক দক্ষ আধ্যাত্মিক্ যজ্ঞ আরম্ভ করিলে, সেই বেদোক্ত স্তব ও মন্ত্ররূপী গরুড়ের পৃষ্ঠে অর্থাৎ মন্ত্রাদির অন্তর্গত হইয়া, বিষ্ণু অর্থাৎ সর্ব্বত্র অভেদব্যাপ্তিপূর্ণ ঐশীভাব দক্ষের হৃদয়ে আবির্ভূত

হইলেন। দক্ষ তখন আমার যজ্ঞ বলিয়া ভাবেন নাই বলিয়া আপনাকে ব্রহ্মাণ্ডময় বোধ করিয়াছিলেন এবং সেই জন্ত ব্রহ্মাণ্ডপূর্ণ উজ্জল চৈতন্তময় হরিকে অনুভব করিলেন। কিরূপে অনুভব করিলেন তাহা পরে বলা যাইতেছে।

(দক্ষ দেখিলেন সেই) ভগবান শ্যামবর্ণময়, তাঁহার সর্ব্বাঙ্গে হিরণ্ময় বসন। শিরোদেশে সূর্য্যসম উজ্জল কিরীট। ভ্রমরগঞ্জিত নীল অলকাবলিদ্বারা ও উজ্জল কুণ্ডলের দ্বারা তাঁহার আননের চতুর্দ্দিক সুশোভিত হইয়াছিল। শঙ্খ, পদ্ম, চক্র, তীরধনু, গদা ও অসিচর্ম্মাদিদ্বারা হীরকভূষিত হস্তসমূহ ভূষিত থাকিয়া, তাহারা যেন প্রফুল্ল কমলকর্ণিকার ন্যায় সুশোভিত দেখাইতেছিল। ৪র্থ। ৭। ২০

ব্যাখ্যা। যে বর্ণে সৌন্দর্য্যের তুলনা হয় না, তাহাকেই শ্যামবর্ণ কহে। হিরণ্ময় বলিতে শক্তিমণ্ডিত তত্ত্বাবলি। সমস্ত শক্তি ও তত্ত্বাদিই তাঁহার আবরণ। সূর্য্যাদির ন্যায় তেজাংশ তাঁহার মস্তকের ভূষণ। কেশ বলিতে জীবশ্রেণী, কুণ্ডলাদি আত্মশক্তিবিশেষ। এই সমস্তই তাঁহার বদনে সুশোভিত। আর তাঁহার কত বাহু তাহার স্থির হয় না। কারণ বিপন্ন ভৃত্যকে রক্ষা করিতে, তাঁহার করে শত শত অস্ত্র সুশোভিত। ঐ অস্ত্রের তাৎপর্য্য এই হইতেছে:—শঙ্খ বলিতে জ্ঞান, পদ্ম বলিতে আধারশক্তি, চক্র বলিতে কাল, তীরধনুঃ বলিতে তীব্রভক্তি, গদা বলিতে বিবেক অসি বলিতে মায়াচ্ছেদনার্থ সাধনা, চর্ম্ম বলিতে আত্মার স্বাধীনতা বিধানকারী ধর্ম্ম। এই সমস্ত অস্ত্রাদি বাহ্য অস্ত্র নহে। এইজন্য ইহারা হরির কররূপ শাসনসঞ্চারে থাকিয়া, ভীতিপ্রদ না হইয়া, প্রফুল্ল কমলের অন্তর্গত কর্ণিকার ন্যায় ভক্তের প্রীতিপ্রদ হইয়াছে, বুঝিতে হইবে।

তাঁহার বদনে উদার হাস্য থাকাতে যেন বিশ্ব মোহিত হইতেছিল। বক্ষে লক্ষ্মী সুচিহ্নিত এবং গলে বনমালা সুশোভিত ছিল। পার্শ্বে রাজহংসের ন্যায় চামর বীজিত হইতেছিল। মস্তকের উপরে চন্দ্রের ন্যায় শ্বেত ও মনোহর ছত্র সুশোভিত ছিল। ৪র্থ। ৭। ২১

ব্যাখ্যা। হাস্য বলিতে মহামায়া। অর্থাৎ সে হাস্যের ক্ষমতায় দুঃখী ও সুখী সকল প্রকার জীব আশ্বাসিত হইয়া থাকে। লক্ষ্মী বলিতে মহাশক্তি। বক্ষঃ বলিতে প্রিয়স্থান। ঈশ্বরের সংকল্পস্থানের শক্তিপ্রচারার্থে লক্ষ্মী উপবিষ্টা। গলে অর্থাৎ আশ্রয়স্থানে বনমালা রূপী কোটী কোটী বিশ্বপুষ্প অম্লানভাবে রহিয়াছে। দেবতাগণ ভৃত্যরূপে কেহ চামর, কেহ ছত্রধারণে তাঁহার সেবা করিতেছেন। এই ভাবে ঈশ্বরকে সেই সমস্ত অধ্যাত্মবৃত্তিরূপী:— জ্ঞানবুদ্ধি, মনোপ্রবৃত্তি ও আত্মাসহকারে কর্ম্মী দক্ষ বিশুদ্ধহৃদয়ে দেখিলেন। ইহা বুঝিলে, ভগবানের সাকারত্ব নাশে কেবল সগুণভাবত্বই থাকে। ইহাই সাধনার লক্ষ্য। সাধক লক্ষ্য বস্তু পাইলেন। পরে কি ঘটিল বলা হইতেছে।

হে বিদুর! সেই যজ্ঞসভায় যখন ভগবান বিষ্ণু প্রবেশ করিয়াছিলেন, সেই সময়ে তাঁহাকে সমাগত দেখিয়া, ব্রহ্মা-ইন্দ্রপ্রমুখ প্রধান প্রধান দেবতাগণ সকলেই সহসা দণ্ডায়মান্ হইয়া, প্রণাম করিয়াছিলেন। ৪র্থ। ৭। ২২

সেই পরমাত্মার তেজেঃ তাঁহাদের অঙ্গের প্রভা হীন হইল; তাঁহার মহিমায় তাঁহাদের চিত্ত ক্ষুব্ধ হইল; অনুরাগ বশতঃ তাঁহাদের কণ্ঠস্বর কম্পিত হইল। অবশেষে তাঁহারা অবনত মস্তকে কৃতাঞ্জলি হইয়া, সেই অধোক্ষজ পরমেশ্বরকে তুষ্ট করিতে লাগিলেন। ৪র্থ। ৭। ২৩

হে বিদুর! যাঁহার মহিমার সম্মুখে আত্মভূ প্রভৃতি দেবতাগণের মহিমা হীন হইয়া থাকে এবং কেবলমাত্র অনুগ্রহমাত্রই যাঁহার প্রকাশ, সেই ভগবানকে তাঁহারা দর্শন করিয়া, যথামতি স্তব করিতে আরম্ভ করিলেন। ৪র্থ। ৭। ২৪

যিনি সুনন্দ ও নন্দাদি পরমহংসগণের দ্বারা পরিবৃত, যিনি যজ্ঞের ঈশ্বর, যিনি বিশ্বসৃষ্টি পক্ষে পরম গুরু হইতেছেন। সেই পরমেশ্বর দক্ষকর্তৃক প্রেমপ্রদত্ত অতি পবিত্র আসন ও অর্ঘ্যকে স্বীকার করিলেন। তখন প্রজাপতি তন্ময়চিত্তে কৃতাঞ্জলি হইয়, এই বলিয়া স্তব করিতে আরম্ভ করিলেন। ৪র্থ। ৭। ২৫

দক্ষ কহিলেন:—হে পরমাত্মন্! এই যে ব্রহ্মাণ্ডবিষয়ক সৃজনাদি কৌশল, ইহার প্রযোজক বুদ্ধি আপনার হইলেও; আপনি ইহা হইতে উপরত হইয়া, আপন আশ্রয়ে আপনি রহিয়াছেন। আপনি অভয়স্বরূপ ও অদ্বিতীয় হইতেছেন। আপনি চৈতন্যজড়িত হইয়া মায়া হইতে অতীত শুদ্ধস্বরূপ হইতেছেন। আপনিই মায়াকে আশ্রয় করিয়া, পুরুষরূপে জীবলীলা করিতেছেন। (অতএব আপনাকে নমস্কার করিতেছি।) ৪র্থ। ৭। ২৬

হে বিদুর! দক্ষের স্তব সমাপ্ত হইলে, ঋত্বিক্‌গণ কহিলেন:—হে অনঘন্! একেতো আমরা কেবল কর্ম্মমতি হইতেছি, তাহাতে আবার রুদ্রশাপে নষ্টবুদ্ধি হইয়াছি, অতএব আপনার তত্ত্ব কিরূপে বুঝিব!! (তবে আপনার দর্শন লাভপূর্ব্বক আমরা এক্ষণে ইহা বুঝিতে পারিতেছি যে):—এই যে বেদবিহিত কর্ম্মানুষ্ঠান, যাহাকে যজ্ঞ কহে, এইটাই ধর্ম্মের পূর্ব্বলক্ষণ স্বরূপ হইতেছে। বিশেষতঃ ইহাতে আপনিই অধিদৈবভাবে (ইন্দ্রাদি দেবরূপে) ব্যবস্থিত আছেন, ইহাও জানিয়াছি। (অতএব আপনাকে নমস্কার।) ৪র্থ। ৭। ২৭

ঋত্বিক্‌গণের পরে সভ্যগণ কহিলেন:—হে আশ্রয়দাতঃ! এই যে বিশ্বের উৎপত্তিমার্গ, এই পথে (জীবের) একটীও বিশ্রামস্থান নাই। বরং বহুপ্রকার ক্লেশরূপী দুর্গম অরণ্য রহিয়াছে। অন্তকরূপী ব্যাঘ্র সর্ব্বদা মৃত্যুকৌশলে শীকার অন্বেষণ করিতেছে। মৃগতৃষ্ণার ন্যায় বিষয়াশে পথিকগণ সর্ব্বদা বিড়ম্বিত হইতেছে। অহঙ্কারে ও মমতাদিতে এবং গৃহধনাদিতে তাহারা সর্ব্বদা ব্যথিতচিত্ত হইতেছে। সুখ ও দুঃখরূপী বিবাদে তাহারা সতত ক্লান্ত ও ছলনামৃগভয়ে সর্ব্বদা ভীত হইতেছে। ক্ষণে ক্ষণে তাহারা শোকদাবাগ্নিতে দগ্ধ হইতেছে। কামনারূপী পীড়ায় তাহারা সর্ব্বদা পীড়িত হইতেছে। হে ভগবন্! আপনি অভয়দাতা; আপনার অভয়চরণতলে কত দিনে এবং কি উপায়ে তাহারা আশ্রয় পাইবে!! (ইহাই বিবেচনা করুন।) ৪র্থ। ৭। ২৮

হে বিদুর! ইহার পরে ভগবান মহেশ্বর কহিলেন:—হে বরদাতঃ! আপনার শ্রেষ্ঠ চরণকমল কামনা করিয়াই, মুনিগণ ব্রহ্মাণ্ডের সকল ঐশ্বর্য্যের প্রতি অনাশক্ত হইয়া থাকেন। অতএব আমি অতি ভক্তির সহিত ঐ চরণকমল আশ্রয় করিয়াছি বলিয়া, যদি অবিজ্ঞা-

মুণ্ডিত লোকগণ আমাকে আচারভ্রষ্ট ভাবিয়া নিন্দা করে, সেই নিন্দাটাই যেন আমার পক্ষে আপনার দত্ত অনুগ্রহ বলিয়া বিবেচিত হইয়া থাকুক্। ৪র্থ। ৭। ২৯

অনন্তর ভৃগু কহিলেন:—

হে প্রণতগণের আত্মা ও বন্ধো! আপনার মহিমার কথা কি বলিব!! আপনার মায়ার এমন প্রভাব যে, ব্রহ্মাদি দেবতাগণও মায়াকর্তৃক মোহিত হইয়া, এই সৃষ্টিকার্য্যরূপ অন্ধকারে শয়ন করিয়া আছেন। আপনি সেই ব্রহ্মাদির আশ্রয়রূপী হইলেও যখন তাঁহারাই আপনাকে বুঝিতে পারেন নাই! (তখন আপনি প্রসন্ন না হইলে, অন্যে কি রূপে বুঝিতে পারিবে!!) অতএব আপনি প্রসন্ন হউন। ৪র্থ। ৭। ৩০

(ব্রহ্মাদিও ভগবান হরির মহিমা জ্ঞাত হইতে পারেন না। এই কথা ভেদবাদী ভৃগু কহিলে, তদসত্য করণার্থ) ভৃগুর বাক্যাবসানে ব্রহ্মা কহিলেন:—হে ভগবন্! আমি আদি-পুরুষরূপী হইতেছি। যতক্ষণ আমার পদার্থভেদগ্রাহিকা শক্তি আপনাকে দেখিতে চেষ্টা করে, ততক্ষণ মাত্রই আপনার স্বরূপ আমি প্রাপ্ত হই না। (অর্থাৎ সমাধিকালে ভবদীয় স্বরূপ অনুভব করি।) কারণ আপনি মায়া হইতে অতীত এবং আপনি জ্ঞানের, গুণের ও ত্বদীয় অর্থের আশ্রয়স্বরূপ হইলেও, এসমস্ত ব্যতীত যাহা, তাহাই আপনি হইতেছেন। ৪র্থ। ৭। ৩১

ব্রহ্মার স্তবান্তে ইন্দ্র কহিলেন:—হে ভগবন্! আপনি যে দেহে দেবতাগণের শত্রুনাশ করণার্থ অষ্টভুজদণ্ডে উদ্যত অস্ত্রশস্ত্রাদি ধারণ করিয়া মূর্ত্তিমান্ হইয়াছেন। এই বিশ্বের উদ্ভব-কারী আপনার এই দেহই মনোনয়নের আনন্দকর হইতেছে। ৪র্থ। ৭। ৩২

পরে যজ্ঞোপদেষ্টাপত্নিগণ কহিলেন:—

হে যজ্ঞাত্মন্! প্রথমে প্রজাপতি ব্রহ্মা এই যজ্ঞের সৃষ্টি করেন। ইহাতে কেবল আপনার পূজাই হইয়া থাকে। দক্ষের প্রতি ক্রুদ্ধ হইয়া, ভগবান মহেশ্বর সেই যজ্ঞ বিনষ্ট করিয়াছেন। সেই শ্মশান-প্রতিম আনন্দশূন্য যজ্ঞের প্রতি আপনি একবার করুণনয়নে দেখিয়া, উহাকে পবিত্র করুন। ৪র্থ। ৭। ৩৩।

ব্যাখ্যা। যজ্ঞের সারই পরমাত্মজ্ঞান। ইহা বুঝাইতেই বলা হইতেছে; এই যে যজ্ঞানুষ্ঠান, ইহাকে আত্মাই স্বভাবতঃ প্রকাশ করেন। ইহাতে বাহ্যিক্ ও আধ্যাত্মিক্ উন্নতিদ্বারা ভগবানেরই পূজা হইয়া থাকে। দক্ষরূপী ভেদবাদী সাধকের উপরে কাল কুফল প্রকাশ করাতে, ইহা অপবিত্র ও নিরানন্দময় হইয়াছে। এক্ষণে সাধক ভগবানকে চিনিতে পারিয়া অভেদ-বাদী হইয়াছেন। অতএব এই যজ্ঞে যাহাতে সাধক তদ্দর্শন লাভ করেন, হরি তাহার উপায় করুন। চিত্তবৃত্তি প্রভৃতিকে উপদেষ্টাপত্নী বলা হইল।

অনন্তর ঋষিগণ কহিলেন:—হে ভগবন্! আপনার কর্ম্ম অতীব বিস্ময়জনক বলিয়া আমাদের বোধ হইতেছে, কারণ আপনি বিশ্বকার্য্যের প্রবর্ত্তক, কিন্তু উহাতে কোন উপায়ে লিপ্ত নহেন। এমন যে ভগবতী লক্ষ্মী, যিনি কেবলমাত্র আপনাতে নিরতা, তাঁহাকেও আপনি সম্যক্‌রূপে আদর করিতেছেন না!! (অতএব আপনাকে নমস্কার।) ৪র্থ।৭।৩৪। সিদ্ধগণ কহিলেন:—আপনার লীলাকথারূপী যে এক পবিত্রা ও অমৃতময়ী নদী আছে; তাহাতে আমাদের

সংসার-ক্লেশ-দাবাগ্নি—দগ্ধ মনোহস্তী তৃষ্ণার্ত্ত হইয়া, একবার যদি অবগাহন করে; আর তাহার দাবাগ্নিজনিত কষ্ট থাকে না, এবং সে ঐ নদী হইতে তীরে আর উঠিতে চাহে না, সে যেন ব্রহ্মৈক্য প্রাপ্ত হইয়া থাকে। (ইহাই সিদ্ধগণ কহিলেন)। ৪র্থ। ৭।৩৫

ব্যাখ্যা। জীবন্মুক্তগণকে সিদ্ধ কহে। জীবন্মুক্তের লক্ষণদ্বারা ঈশ্বরমহিমা প্রকটনার্থে শ্রীব্যাসদেব এই শ্লোকের অবতারণা করিয়াছেন, বুঝিতে হইবে। সংসার অর্থাৎ জন্ম ও মৃত্যুজনিত ক্লেশকে দাবাগ্নিস্বরূপে বর্ণনা করা হইল। এস্থলে মনোবারণ সংসারকানন ত্যাগ করিয়া, আপনার সুখবিচরণযোগ্য হরিলীলাকথামৃত নদীতে অবগাহন ও ভাসনাদি করিতে থাকিলে, তাহাতে চিরকালের মত বিষয়তৃষ্ণা ও ত্রিতাপ দূর হয়, যেন সে অমৃতময় অর্থাৎ জীবন্মুক্ত হইয়া থাকে। এই অবস্থায় আর তাহার সংসারের স্মরণ থাকে না। ইহাই জীবন্মুক্তের লক্ষণ বুঝিতে হইবে।

দক্ষপত্নী কৃতাঞ্জলি হইয়া কহিলেনঃ—হে ঈশ্বর! যেমন মস্তকহীন অঙ্গ পুরুষের শোভাদায়ী হয় না; তদ্রূপ আপনার আবির্ভাব ব্যতীত জগৎ শোভা পায় না! এক্ষণে হে শ্রীনিবাস! যদি আপনার পবিত্র আগমন হইল; তবে আমাদের প্রতি প্রসন্ন হইয়া, আপনার পত্নির সহিত আমাদের পবিত্র করুণ। ৪র্থ। ৭। ৩৬

ব্যাখ্যা। দক্ষপত্নী বলিতে এস্থলে কর্ম্মবাসনাপ্রকৃতি বুঝিতে হইবে। কর্ম্মপ্রবৃত্তি বলিলেন—হে হরে! কর্ম্মটী কেবল আপনাকে প্রাপ্ত হইবার জন্যই অনুষ্ঠিত হয়; যে কর্ম্মে আপনার ভাব লাভ না হয়, তাহা মস্তকহীন দেহের ন্যায় অনুষ্ঠানসত্ত্বে বিফল হইয়া থাকে। অতএব এক্ষণে কর্ম্মসমাপ্ত করিয়া পরিত্রাণ করুন। অর্থাৎ মুক্ত করুন। কিরূপে? না লক্ষ্মীর সহিত অর্থাৎ চৈতন্যশক্তির দ্বারা আমাদের প্রবুদ্ধ করিয়া, আপনাতে আমাদের লীন করুন। ইহাই কর্ম্মের চরমফল বুঝিতে হইবে।

লোকপালগণ কহিলেন :—হে ঈশ্বর! আমাদের অসৎগ্রাহী ইন্দ্রিয়গণ মাত্র আছে, তাহাদ্বারা কি আপনি দৃষ্ট হইতে পারেন!! (কখনই নহে!) যাহারা বিশ্ব দেখিয়া সন্তুষ্ট হয়, আপনি সেই জীবগণের দ্রষ্টা হইতেছেন। হে ভগবন্! আপনার মায়া বুঝা ভার! কারণ আপনি ষষ্ঠাবস্থাপন্ন হইয়া পঞ্চনির্ম্মিত ভূতমধ্যে বিভাষিত হইতেছেন। ৪র্থ। ৭। ৩৭

ব্যাখ্যা। লোকপাল বলিয়া উদাহরণ দিবার তাৎপর্য্য এই যে:—বিষয়, ধন বা আধিপত্যাভিমানী হইলে, কখনই তাহার ঈশ্বরদর্শন হইতে পারে না, তাহাদের হীনভাবাপন্ন হইতে হয়। সেই উপায় প্রকাশার্থ শ্রীব্যাস এই সকলের অবতারণা করিলেন বুঝিতে হইবে। লোকপালরূপী ইন্দ্রিয়গুলি বাহ্যদেহের দ্বারস্বরূপ। ইহাতে বাহ্যবিশ্ব দেখিতে পাওয়া যায়, ঈশ্বর অন্তরের বস্তু, তিনি জীবের অন্তর দেখেন। অতএব অন্তর্দৃষ্টি ব্যতীত তাঁহাকে দেখা যায় না। তিনি আপনার মায়াতে ভূতগণকে পঞ্চতন্মাত্রায় প্রকটিত করিয়া, আপনি ষষ্ঠ

রূপী চৈতন্যের মধ্যে রহিয়াছেন। অতএব চৈতন্যভাব ব্যতীত ঈশ্বরের গোচর হওয়া যায় না।

যোগেশ্বরগণ কহিলেন :—হে প্রভো! যে ব্যক্তি ভবদীয় বিশ্বাত্মা রূপ হইতে আপনার আত্মাকে পৃথক দর্শন না করে, তাহাপেক্ষা আপনার প্রিয়ভক্ত আর নাই। হে ভক্তপ্রিয়! যাহার হৃদয় আপনাতে একান্ত উপরত হইয়া, অন্যান্য বৃত্তিকে ত্যাগ করিয়া থাকে, আপনি সেই ভৃত্যেরই ঈশ্বর হইয়া থাকেন। ৪র্থ। ৭। ৩৮

হে ঈশ্বর! জগৎ ও জীবাদৃষ্টের সৃষ্টিস্থিতি ও লয়হেতু আপনার মায়াতে আপনি বহুগুণ ও মূর্ত্তিমান্ রূপে বোধ হয়েন বটে। কিন্তু আপনার স্বরূপাবস্থা একবার ভাবিলে সেই মায়াজনিত ভেদভ্রম দূর হইয়া যায়; অতএব আপনাকে নমস্কার। ৪র্থ। ৭। ৩৯

অনন্তর ব্রহ্ম কহিলেন :—হে সকল সত্বার আশ্রয় ভগবন্! হে ধর্ম্মার্থকামমোক্ষাদি ফলের প্রসবকর্ত্তা! হে নিগুর্ণ! আপনার যেটি পরমতত্ব, তাহা আমি কিরূপে জানিব! এমন কি! ব্রহ্মাদিও জানিতে পারেন না; অতএব আপনাকে নমস্কার। ৪র্থ। ৭। ৪০

ব্যাখ্যা। এস্থলে ব্রহ্ম বলিতে বেদ। বেদকে শব্দব্রহ্ম কহে। এই জন্য ব্যাসদেব বেদের তাৎপর্য্য কহিতেছেন। বেদ বলিতেছেন :—হে ঈশ্বর! আমি আপনাকে কিরূপে জানি। আপনি সকল সত্বার আশ্রয় অর্থাৎ প্রতি শক্তির চৈতন্যপ্রয়োগকর্ত্তা। আপনি ধর্ম্ম :—বাসনার উন্নতি। অর্থ :—উন্নতিহেতু ফল। কাম :—উপাসনাদি। মোক্ষ :—ব্রহ্মৈক্যস্থাপন। এই সকল উন্নতির প্রসবকর্ত্তা হইতেছেন। আত্মা বা চৈতন্য ব্যতীত জীবসংজ্ঞা হয় না, জীব না হইলে প্রকৃতি হইতে কে মুক্ত হইবে? অতএব আত্মাই বন্ধন ও মোচনের উদ্ভবকর্ত্তা বুঝিতে হইবে। এতদ্ব্যতীত বেদ আর কি জানেন; না-নিগুর্ণ। অর্থাৎ গুণেতে তিনি লিপ্ত নহেন। গুণ বলিতে সকল পদার্থের সারফল। এতদ্ব্যতীত যাহা তাহাই ব্রহ্ম অর্থাৎ চিন্তার অতীত। তাহার অনুভব হয় না। এই জন্য জ্ঞানের মূলরূপী বেদ, অনুভাব্য বস্তু নহে বলিয়া, ব্রহ্মকে আত্মারূপী ব্রহ্মারও অতীত বলিলেন, বুঝিতে হইবে।

অনন্তর অগ্নি কহিলেন :—হে যজ্ঞমূর্ত্তে! আমার এই যে প্রবলতেজঃ, যে তেজোদ্বারা আমি আজ্যসিক্ত হব্যকব্যাদি বহন করিয়া থাকি, এই তেজঃ যাঁহা হইতে পাইয়াছি এবং যজুর্ব্বেদোক্ত পঞ্চবিধ যজ্ঞে পঞ্চবিধ মন্ত্রের দ্বারা যে যজ্ঞহিতকারীকে পূজা করা হয়। আপনি সেই যজ্ঞস্বরূপ; আপনাতে আমি প্রণত হইয়া থাকি। ৪র্থ। ৭। ৪১

ব্যাখ্যা। অগ্নি বলিতে জ্ঞান। জ্ঞানশক্তি পিতৃযজ্ঞীয় কব্য ও ব্রহ্মযজ্ঞীয় হব্য অর্থাৎ ফলসমূহ সাধকের পক্ষ হইতে ঈশ্বরে সমর্পণ করেন। এক্ষণে ঈশ্বরের সহিত যাহার ঐক্য নাই, সে কিরূপে ঈশ্বরসান্নিধ্য প্রাপ্ত হইতে পারে! সেই সন্দেহ নিরসনহেতু বলা হইল যে; জ্ঞানটি দেহের মধ্যে আত্মার সহিত ঐক্য হইয়া আছে। এই জ্ঞান কি করে? বেদোক্ত যে কর্ম্ম আছে; তাহাতে যে মন্ত্রাদি আছে, তাহার ভাব গ্রহণ করিয়া, ঈশ্বরকে পূজা করে।

অর্থাৎ তাঁহাতে বাসনার পর্য্যাবসান করায়। এই জন্ত ঈশ্বরকে যজ্ঞীয় সারমূর্ত্তি বলা হইল, এবং জ্ঞানকে শ্রীব্যাস ঈশ্বরনিষ্ঠ বুঝাইতেই; প্রণত বলিলেন, এস্থলে বুঝিতে হইবে।

অনন্তর দেবতাগণ কহিলেন:— হে পরমাত্মন্! যখন এই ব্রহ্মাণ্ড প্রলয়ে লীন হইয়াছিল, তখন ইহাকে আপনি উদরে ধারণ করিয়া বর্ত্তমান থাকেন। উরগেন্দ্রশয্যায় শায়িত থাকেন। সেই আপনাকে সিদ্ধিপ্রাপ্তজন চিন্তা করিলে, আপনি তাঁহাদের অধ্যাত্মপদবীতে গোচরীভূত হয়েন। ভৃত্যকে বিপদ হইতেও রক্ষা করেন। এমন মহিমান্বিত আপনি এক্ষণে অক্ষিগোচর হইয়াছেন। (অতএব আপনাকে নমস্কার) ৪র্থ। ৭। ৪২

গন্ধর্ব্ব ও অপ্সরোগণ কহিলেন:—হে বিভূমন্! হে দেব! এই যে ব্রহ্মা, ইন্দ্র, রুদ্র, প্রভৃতি শ্রেষ্ঠ দেবতাগণ এবং এই যে ভৃগুমরীচি প্রভৃতি ঋষিগণ, ইহারা সকলেই কেহ আপনার অংশ, কেহ আপনার অংশের অংশস্বরূপ। আপনি নিত্য এবং সকলের পালক। এই বিশ্ব আপনার ক্রীড়াভাণ্ড স্বরূপ হইতেছে, অতএব আপনাকে নমস্কার করি। ৪র্থ। ৭। ৪৩

হে ঈশ্বর! সর্ব্বপুরুষার্থসাধনযোগ্য এই কলেবর প্রাপ্ত হইয়া, যে দুর্ম্মতি আপনার মায়ায় মুগ্ধ থাকিয়া, আমার আমার বলিয়া অহঙ্কার করে; পাপপথে বিহার করে; পুত্রাদির জন্য ক্ষিপ্ত হইয়া অর্থাৎ বিষয়লালশা করতঃ আপনাকে ভ্রান্ত করে। সেই ভ্রান্তজীব যদি একবারও আপনার কথামৃত পান করে; তাহা হইলে তাহার সর্ব্বভ্রম, সর্ব্বদুঃখ নিবারিত হইয়া যায়। (অতএব আপনাকে নমস্কার।) ৪র্থ। ৭। ৪৪

ব্যাখ্যা। গন্ধর্ব্ব, অপ্সর ও বিদ্যাধর প্রভৃতি সাত্ত্বিকী বৃত্তির রূপক। এই বৃত্তিসমস্ত উন্নতকর্ম্মের সাহায্যকারী হইয়া থাকে। উহাদের স্বভাব কি! তাহা প্রকাশ করিতেই শ্রীব্যাস পূর্ব্বোক্ত শ্লোকদ্বয়ের অবতারণা করিলেন।

অনন্তর ব্রাহ্মণেরা কহিলেন:—হে ঈশ্বর! আপনিই যজ্ঞানুষ্ঠান; আপনিই হবিঃ, আপনিই হোমাগ্নি, আপনিই মন্ত্র, আপনিই যজ্ঞার্থ সমিৎ, কুশাসন ও পত্রাদি; আপনিই অগ্নিহোত্র, সুধা সোম, আজ্য ও পশু নামক পঞ্চযজ্ঞ হইতেছেন। ৪র্থ। ৭। ৪৫

হে বেদমূর্ত্তে! নাগেন্দ্র যেমন দংষ্ট্রার উপরি পদ্মিনী ধারণ করিয়া সরোবর হইতে প্রকাশ হয়। তদ্রূপ আপনি মহাশূকররূপে রসাতলগত মহীকে উদ্ধার করিয়াছিলেন। সেই সময়ে আপনার লীলা প্রকাশ হইলে, যোগিগণকর্ত্তৃক আপনিই যজ্ঞপ্রকাশক বলিয়া, স্তুত হইয়াছিলেন; (ইহা স্মরণ রাখিবেন।) ৪র্থ। ৭। ৪৬

হে বিভো! আমাদের কর্ম্ম ভ্রষ্টই হউক আর না হউক, সৎকর্ম্ম আরম্ভ করিয়াছিলাম বলিয়াই, আপনার সাক্ষাৎ পাইলাম। হে যজ্ঞেশ্বর! আপনার নাম মাত্র উচ্চারণ করিলে, সর্ব্ববিঘ্ন ক্ষয় হইয়া থাকে, (কিন্তু আমরা আপনার দর্শন লাভ করিয়াছি;) আপনি এক্ষণে প্রসন্ন হউন এবং আমাদের বাঞ্ছা পূর্ণ করুন। আপনাকে বারম্বার প্রণাম করি। ৪র্থ। ৭। ৪৭

পূর্ব্ববৃত্তান্ত সমাপ্ত করিয়া শ্রীমৈত্রেয় ঋষি বিদুরকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন:—হে

বিদুর! হে ভদ্র! সেই রুদ্রকর্তৃক প্রজাপতি দক্ষের বিনষ্টপ্রায় যজ্ঞ; ভগবান হৃষিকেশের মহিমা কীর্ত্তনে পরিশুদ্ধ হইয়া, পুনরায় প্রবর্ত্তিত হইল। ৪র্থ। ৭। ৪৮

অনন্তর সেই সর্ব্বভাগভুক্ ও সর্ব্বাত্মা ভগবান স্বকীয় ভাগলাভে সন্তুষ্ট হইয়া, দক্ষকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন :—৪র্থ। ৭। ৪৯

ব্যাখ্যা। বিনষ্টপ্রায় বলিতে ফললাভশূন্য ও বিপন্নভাবপ্রাপ্ত। ইহার প্রকৃত তাৎপর্য্য এই যে :—ভগবান রুদ্রের ক্ষমতা যে কত, তাহা যজ্ঞনাশে প্রকাশ হইয়াছে। সেই মহাশক্তিমান্ কালের দ্বারা যে কর্ম্ম কুফল লাভ করিয়াছিল, সাধক একবার হৃষিকেশের নাম কীর্ত্তন করিয়াই, তাহাকে পরিশুদ্ধ করিতে পারিল। সেই ভগবান কিরূপ ?—না—সর্ব্বাত্মা ও সর্ব্বভাবের অর্থাৎ সাত্ত্বিকী বৃত্তিতে আহুত ফলের ভোগকারী। অর্থাৎ আত্মা পরিশুদ্ধা বৃত্তিময় হইলে, আত্মার যে আনন্দ হয়, ঈশ্বর সেই জ্ঞান ও প্রেমানন্দে আহ্লাদিত হয়েন। এই অনুরাগে আত্মতত্ত্বজ্ঞানোৎপন্ন সাধকের শুদ্ধিবৃত্তিভাগ বা ফল গ্রহণ করিয়া, তাঁহাকে আত্মমহিমা ঈশ্বর দেখাইতেছেন। উহাকেই কথোপকথন বলা হইয়াছে।

অনন্তর ভগবান কহিলেন :—

হে প্রজাপতে! যে আমি এই জগতের পরম কারণ হইতেছি। যে আমি ইহজগতে আত্মারূপে, সাক্ষীরূপে, ঈশ্বররূপে এবং নিরুপাধি ও স্বপ্রকাশরূপে বর্ত্তমান আছি; সেই আমার সমান, একভাবেই এই ব্রহ্মা ও মহেশ্বর বর্ত্তমান আছেন; বুঝিবে। ৪র্থ। ৭। ৫০

হে দ্বিজ! আমি একই; কিন্তু আপনার মায়াতে মিশিয়া যখন গুণময় হই, তখনই কার্য্যে লিপ্ত হইয়া, এই বিশ্বের সৃজন, পালন ও সংহরণাদি কার্য্য করিয়া, কার্য্যানুসারে সংজ্ঞা লাভ করিয়া থাকি। ৪র্থ। ৭। ৫১

হে প্রজাপতে! আমি যথার্থ অদ্বিতীয় পরমাত্মা ও একমাত্র অভেদ ব্রহ্ম হইতেছি। কিন্তু অজ্ঞরাই আমাকে না বুঝিয়া :—ব্রহ্মা, রুদ্র ও জগদীয় ভূতগণের সহিত আমাকে ভেদ করিয়া থাকে। ৪র্থ। ৭। ৫২

যেমন পুরুষের এক অঙ্গেরই মস্তক, পানিপাদাদি অংশস্বরূপ হয়। তদ্রূপ মৎপর ভক্তজনেরা আপনাপন অভেদ বুদ্ধিতে, মদীয় অংশস্বরূপ সর্ব্বভূতের সহিত আমাকে সমান দেখিয়া থাকেন। ৪র্থ। ৭। ৫৩

হে ব্রহ্মন্! পূর্ব্বোক্ত আমার (ব্রহ্মারুদ্রপ্রভৃতি) ভাবত্রয়কে যে ব্যক্তি ভেদভাবে ভাবনা না করেন, এবং সর্ব্বভূতের সহিত আমাকে ঐক্য দেখেন; তিনিই পরমা শান্তি লাভ করেন, ইহা বুঝিবে। ৪র্থ। ৭। ৫৪

পূর্ব্বকথা সমাপন করিয়া, শ্রীমৈত্রেয়দেব বিদুরকে কহিলেন :—হে বৎস! সেই প্রজাপতিশ্রেষ্ঠ দক্ষ; স্বয়ং ভগবানদ্বারা উপদিষ্ট হইয়া, প্রথমে সেই হরিকে অর্চ্চনা করিলেন। শেষে উপস্থিত যজ্ঞে দেবগণকে (বাহ্য ও অধ্যাত্ম) উভয় উপায়ে যাজনা করিলেন। ৪র্থ। ৭। ৫৫

ব্যাখ্যা। দক্ষ নিজ হৃদয়বিশুদ্ধিহেতু নিজ অন্তঃকরণদ্বারা আত্মজ্ঞান লাভ করিয়া,

প্রথমে ঈশ্বরকে আরাধনা করিলেন। ইহার তাৎপর্য্যঃ এই যে:—প্রথমে আত্মশান্তি করিলেন, তাহাতেই ইন্দ্রিয় প্রভৃতির শান্তি হইল। ইহাতে কেন শান্তিলাভ হইল, তাহা দেখাইতে বলা হইল; সে, হরিকে প্রথমে অর্চনা করাতে সকলকেই পূজা করা হইল, বুঝিতে হইবে। অর্থাৎ এখন দক্ষ সর্ব্বদেবময়োহরি, ইহা বুঝিতে পারিয়াছিলেন।

পরে দক্ষ সমাহিতচিত্তে রুদ্রকে যজ্ঞের শেষ ভাগ দান করিলেন। (ইহাতে তাঁহার কর্ম্মের সমাপ্তি হওয়াতে) তিনি ঋত্বিকাদির সহিত কর্ম্মসমাপ্তি জনিত সোমপানাদি আনন্দ কর্ম্মাঙ্গ এবং অবভৃথস্নানাদি অন্তিম কর্ম্মাঙ্গ সমাপন করিলেন। ৪র্থ। ৭।৫৬

ব্যাখ্যা। এক্ষণে কর্ম্মে জ্ঞানলাভ হওয়াতে দক্ষ কালকে কর্ম্মার্থ শেষভাগ অর্থাৎ ফল দান করিলেন। বাসনার পরিশুদ্ধি অর্থাৎ ধর্ম্মলাভই কর্ম্মের ফল। দক্ষ কালের সাহায্যে ধর্ম্মপরীক্ষা দান করিলেন। তাহাতেই তাঁহার ধর্ম্ম লাভ হইল। পরে বুদ্ধ্যাদির সহিত সোম পানাদি করিলেন বলিতেঃ—ব্রহ্মানন্দ উপভোগ করিলেন। শেষে অবভৃথ স্নান করিয়া একেবারে কর্ম্ম সমাপন করিলেন, ইহার তাৎপর্য্য এই যেঃ—দেহকে ভক্তি ও প্রেমবারিতে আচ্ছন্ন করিয়া, অগ্নি প্রকাশে যেমন কাষ্ঠত্ব নাশ পায়, তদ্রূপ সাধক কর্ম্মত্যাগ করিয়া, জ্ঞানময় হইলেন।

পরে মহাত্মা দক্ষ আত্মানুভবে আত্মজ্ঞান লাভরূপী পরমা সিদ্ধিকে লাভ করিলে, দেবতাগণ তাঁহাতে ধর্ম্মমতি আরোপ করিয়া, স্বর্গে গমন করিলেন। ৪র্থ। ৭। ৫৭

ব্যাখ্যা। এই শ্লোকে ব্যাসের কৃত দক্ষযজ্ঞের সমস্ত রূপক প্রকাশ হইয়া পড়িল। দক্ষ নামক সাধক, আত্মা অনুভব করিলেন, ইহাকেই পুরাণে বিষ্ণুদর্শন কহে। আত্মজ্ঞান বলিতেঃ—সূক্ষ্মদৃষ্টিদ্বারা জীবব্রহ্মৈক্য স্থাপনবুদ্ধিহেতু মায়াভ্রমনাশ বুঝিতে হইবে। দক্ষ উহা সাধনায় প্রাপ্ত হইয়া, পরমা সিদ্ধিলাভ অর্থাৎ মুক্তি পাইলেন। এই জীবন্মুক্ত অবস্থায় তাঁহাতে, দেবতাগণ অর্থাৎ ইন্দ্রিয়াদি ও আধ্যাত্মিকী বৃত্তিসমূহ ধর্ম্মমতি অর্থাৎ সাত্ত্বিকভাব আরোপ করিয়া স্ব স্ব স্থানে অর্থাৎ সত্ত্বগুণময় স্বর্গাধারে তিরোহিত হইলেন। ইহাতে সাধক একেবারে কৃতকৃতার্থ হইয়া ব্রহ্মানন্দ ভোগ করিতে লাগিলেন। এমন যে দক্ষরূপী সমস্ত ব্রহ্মাণ্ডের অর্থাৎ দেহজগতের অধীশ্বর বাসনাময় সাধক, ইনি যে উপায়ে ভ্রমনাশপূর্ব্বক কর্ম্ম হইতে ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করিলেন, সকল সাধকেরই এই ভাবে জীবন্মুক্ত হওয়া উচিত। ইহাই শ্রীব্যাস কহিলেন, বুঝিতে হইবে।

হে বিদুর! যে সতী দক্ষের যজ্ঞে এইরূপে কলেবর ত্যাগ করিয়াছিলেন; তদন্তে সেই দাক্ষায়ণী হিমবান্ ক্ষেত্রে মেনকা নাম্নি সাধ্বীতে পুনরায় জন্মিয়াছিলেন; ইহা আমি শ্রুত আছি। ৪র্থ। ৭। ৫৮

পরে প্রলয় কালে যেমন সকল শক্তি সেই সুপ্ত মহাপুরুষে লয় পাইয়া থাকে, তদ্রূপ সেই সতীর মহেশ্বরই একমাত্র গতি ছিলেন বলিয়া, আরাধনাক্রমে তাঁহাকেই পতিত্বে বরণ করিয়াছিলেন। ৪র্থ। ৭। ৫৯

ব্যাখ্যা। এই শ্লোকদ্বয়ে সাত্ত্বিকী শক্তির কি রূপে অবস্থান্তর লাভ হয়, তাহাই প্রকাশ

হইতেছে। অষ্টপঞ্চাশৎ শ্লোকে :—হিমবান্ ক্ষেত্রে, মেনকা নাম্নি সাধ্বিতে সতী জন্মিয়া ছিলেন :—ইহার তাৎপর্য্য এই :—পৌরাণিকেরা রূপকে সাজাইবার জন্য সকল শক্তি ও আধারকে পুরুষ ও কামিনীরূপে বর্ণনা করেন। সেই নিয়মে হিমবান্ ক্ষেত্র বলিতে হিমবান্ রাজার স্ত্রী মেনকা, তাঁহার গর্ভ বুঝায়। হিমবান্ ক্ষেত্রের প্রকৃত তাৎপর্য্য এই যে :—বৈজ্ঞানিকেরা এবং শ্রুতি আচার্য্যেরা কহেন হিমালয়ের দক্ষিণেই সমস্ত গ্রহাদির স্ফুরণ হওয়াতে, প্রাকৃতিক্ সম্পূর্ণতা হেতু ঐ সমকক্ষ স্থানই কর্ম্মভূমি হইতেছে। ঐ স্থানে জীব বাসনার সহিত মিলিত হইয়া প্রাকৃতিক্ গুণত্রয়ের সম্পূর্ণ অধিকারী হয়। ইহা এই স্কন্ধীয় পুরঞ্জনোপাখ্যানে স্পষ্টীকৃত হইবে। মেনকা বিশুদ্ধা বাসনা ও হিমালয়কে কর্ম্মক্ষেত্র রূপে সাজাইয়া তাহাতেই সত্বিকী বৃত্তিরূপী সতীর আবির্ভাব ঘটান হইল অর্থাৎ পুনঃ পুনঃ শুদ্ধকর্ম্মে সাধকের হৃদয়ে সাত্বিকী শক্তি উদয় হইয়া, সেই ধর্ম্মপ্রকাশক কালকে প্রাপ্ত হয়েন। এইরূপে তাঁহায় নিত্য পরিবর্ত্তন ঘটিয়া থাকে। চিত্তের পরিশুদ্ধি দানই তাঁহার স্বাভাবিক কার্য্য হইতেছে। আরাধনা বলিতে স্বাভাবিক্ চেষ্টা। পতি বলিতে আধায় বুঝিতে হইবে। এ ঘটনার তাৎপর্য্য কাশীখণ্ডে প্রকাশ আছে। স্কন্দপুরাণ পাঠ করিলেই জানা যায়। এস্থলে বাহুল্যভয়ে নিরস্ত হইলাম।

অনন্তর বিদুরকে উদ্দেশ্য করিয়া শ্রীমৈত্রেয় বিশেষ রূপে কহিলেন :—দেখ বৎস! এই ভগবান শম্ভুর সহিত দক্ষের বিবাদ জনিত যে আখ্যান তোমার নিকট কীর্ত্তন করিলাম, ইহা বৃহস্পতির শিষ্য পরম ভাগবত উদ্ধবের মুখে আমি শ্রবণ করিয়াছিলাম। ৪র্থ। ৭। ৬০

এই পরম পবিত্র আখ্যানটী সেই পরমেশ্বরের চেষ্টা স্বরূপ; হে কৌরব! ভক্তিভাবে যে মানব সদাসর্ব্বদা কীর্ত্তন করেন; তিনি সহজেই সংসার বন্ধন হইতে মুক্তি প্রাপ্ত হয়েন। কারণ এই আখ্যানটী আয়ুর কল্যাণবিধাতা, যজ্ঞের উন্নতি কর্ত্তা, বিশেষতঃ পাপের দমনকর্ত্তা হইতেছে। ৪র্থ। ৭। ৬১

ইতি শ্রীভাগবতে চতুর্থস্কন্ধে সপ্তমাধ্যায়ে উপেন্দ্র কৃতানুবাদ সমাপ্ত।

ব্যাখ্যা। এতক্ষণে পুরাণের তাৎপর্য্য প্রকাশ হইয়া পড়িল। আখ্যান বলিতে সর্ব্বতোভাবে যাহাতে একটী বিষয় বর্ণনা করা হয়। ইহাতে কি বর্ণিত হইল?—না—পরমেশ্বরের চেষ্টা। পরমেশ্বর বলিতে সৃজন, হরণ ও পালনাত্মক ঈশ্বর। তিনি কি উপায়ে সাধকের হৃদয় পরিশুদ্ধ করিয়া, আত্মজ্ঞান দানদ্বারা জীবন্মুক্ত করেন, সেই বেদবিহিত সত্য তাৎপর্য্য এই আখ্যানে প্রকাশিত হইল। ইহা ভক্তিভাবে বুঝিতে পারিলে, কর্ম্মবুদ্ধি ভ্রমশূন্য হয়। অতএব ধর্ম্মশক্তিতে ক্লেশাদি ও মায়াপীড়নাদি নষ্ট হইয়া, জীবকাল অর্থাৎ কর্ম্মভোগকাল নিষ্পাপ ও যশোপবিত্রতায় মণ্ডিত হইয়া, অতিবাহিত করিতে পারা যায়। অতএব সংসারী জীবের এই আখ্যান স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য।

ইতি শ্রীভাগবতে চতুর্থস্কন্ধে সপ্তমাধ্যায়ে উপেন্দ্রকৃতাধ্যাত্মব্যাখ্যা সমাপ্ত।

অথ অষ্টম অধ্যায়।

অনন্তর শ্রীমৈত্রেয় ঋষি বিদুরকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন ;- হে বৎস ! আমি ইতিপূর্ব্বে মরীচি প্রভৃতি ব্রহ্মপুত্রের বংশ কীর্ত্তন করিয়াছি। তাহাতে বিশেষতঃ ব্রহ্মার পৌত্রী রূপা যে মনুকন্যাগণ, তাঁহাদের বংশই কীর্ত্তিত হইয়াছে। এক্ষণে অধর্ম্ম নামক ব্রহ্মপুত্রের বংশকথা শ্রবণ কর :—

সনকাদি, নারদ, ঋভু, অরুণি ও যতি এই সকল ব্রহ্মপুত্রেরা সকলেই উর্দ্ধরেতা ; ইহারা কেহই সংসারাশ্রমে বাস করেন নাই। ৪র্থ। ৮। ১

ব্যাখ্যা। এই চতুর্থস্কন্ধে ঈশ্বরের পালন কার্য্যই প্রকাশ হইতেছে। ধর্ম্মদ্বারাই ঈশ্বর জগৎপালন করেন। ঐ ধর্ম্ম দ্বিবিধ লক্ষণাক্রান্ত। প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তি। সনকাদির যে নাম বলা হইল। ইহারা সংসারের নিবৃত্তি অবস্থা বুঝিতে হইবে। অর্থাৎ আশক্তি-বিহীন আধ্যাত্মিকী বৃত্তিসমূহ। ধর্ম্ম ঐ লক্ষণদ্বারা যুক্ত হইলে, বাসনাকে পবিত্র করিয়া, একেবারে জীবকে মুক্ত করিয়া থাকে। পূর্ব্বোক্ত প্রবৃত্তিলক্ষণে জীব সংসারে বিহার করে। এই প্রবৃত্তি লক্ষণে মরীচি প্রভৃতিকে আধ্যাত্মিকী বৃত্তিরূপে সাজাইয়া, তাঁহাদের দ্বারা সংসার এবং নারদসনকাদির মন্ত্রণাতে মুক্তি। এই উভয় লক্ষণে ঈশ্বর জীবভাবে লীলা করিয়া থাকেন। নিবৃত্তি ও প্রবৃত্তির স্থচনা সনকাদি ও মরিচ্যাদি দ্বারা দেখাইয়া, জীব মায়াভরে পতিত বা ভ্রান্ত কি রূপে হয়, তাহা দেখাইতে পরশ্লোক আরম্ভ হইতেছে।

হে শক্রহন্! হে বিদুর! অধর্ম্ম নামক (ব্রহ্মপুত্রের) মিথ্যা নামে ভার্য্যা লাভ হয়। উভয়ের সহযোগে দম্ভনামে কুমার ও মায়া নাম্নি কন্যা একত্রে জন্মগ্রহণ করে। নিঋতি নামক কোন অপুত্রক রাজা ঐ উভয়কে (লালন ও পালনার্থ) গ্রহণ করেন। ৪র্থ। ৮। ২

ব্যাখ্যা। ধর্ম্মের ক্ষয় হইলে স্বাভাবিক্ যে অবনতি আসিয়া উপস্থিত হয়, তাহা-কেই অধর্ম্ম কহে। জীব জ্ঞানচেষ্টায় ধাবিত না হইলেই, জ্ঞানরূপী সূর্য্য আশক্তি রূপী মেঘদ্বারা আবৃত হওয়াতে, জীবের বুদ্ধিবৃত্তি ভ্রান্ত হইয়া যে অবস্থায় পতিত হয়, তাহাকে অবনতি বা অধর্ম্ম কহে। ঐ অবস্থায় স্বভাবতঃ সত্যভাব লোপ হওয়াতে, মিথ্যার উদয় হয়। ভ্রমাত্মক চিন্তাকে মিথ্যা কহে। ঐ মিথ্যাস্বভাব আপনার স্বার্থ ইচ্ছা করিয়া, দম্ভভাব লাভ করে। আত্মপর ভেদ জ্ঞানের দ্বারা যে ভীষণ স্বার্থ ভাবের উদয় হয়, তাহাকে দম্ভ কহে ; এবং সেই ভাবকে প্রকাশ করিতে মায়াভাব ধারণ করিতে হয়। মায়া বলিতে ছলনা বা কুকৌশল। নিঋতি বলিতে (নি=নিকৃষ্ট। ঋ=প্রাপ্তি। ত+ই) নিকৃষ্টত্ব লাভ। যাহাকে পুরাণে নরক কহে। ঐ অবনতি দম্ভ ও ছলনাকে আশ্রয় করিয়া জীবের উপরে আধিপত্য করে। অধর্ম্মকে আত্মারূপী ব্রহ্মা হইতে জাত বলা হইল, ইহার তাৎপর্য্য এই যে :- একটী অবস্থার পেষণ করিলে, যখন উষ্ণত্ব আসিয়াছিল, তখন

সেই অবস্থাতে উষ্ণশক্তির আবেশ স্বীকার করিতে হইবে। আবার ঐ উষ্ণত্বের লয়ে যখন তাহাতে শৈত্য দেখা গেল, তখন সেই অবস্থাতেই হিমত্বের আবির্ভাব স্বীকার করিতে হইবে। এক অবস্থাকে আশ্রয় করিয়া ঘটনাক্রমে যখন উষ্ণত্ব ও শৈত্য আবির্ভূত হইল, তখন ইহাতেই বুঝিতে হইবে যে, সেই অবস্থার এমন ক্ষমতা যে উষ্ণকার্য্যত্ব ও শৈত্যভাব অবস্থানুসারে ধারণ করিতে পারে। সেইরূপ আত্মা ধর্ম্মাধর্ম্মের অন্তর্গত নহেন, কিন্তু তাঁহাতে কার্য্য সংযোগ থাকাতে ধার্ম্মিকী বৃত্তিতে তিনি ধর্ম্মময়, এবং অধর্ম্ম বৃত্তিতে তিনি অধর্ম্মের অন্তর্গত থাকেন, অথচ মিশ্রিত নহেন। তাঁহার স্বভাবে একের লয়ে অন্যের উদয় হয় বলিয়াও আত্মাকেই অধর্ম্মের পিতা বা পালক, ইহা প্রকারান্তরে বলা হইল। বাস্তবিক্ অধর্ম্মটী মায়ার আশ্রিত শক্তিবিশেষ। এ মায়াকে সত্বভোগপ্রকৃতি কহে। আত্মাতে ধর্ম্মনাশ-ছলনা পর্য্যন্ত আরোপ করিয়া, পরে ব্যাসদেব মৈত্রেয়োক্তিতে অন্য কথা কহিতেছেন।

সেই দম্ভ ও মায়ার সহযোগে, হে মহামতি বিদুর! নিকৃতি নামে এক কন্যা ও লোভ নামে একটী পুত্র লাভ হয়। ঐ নিকৃতি (শঠতা) ও লোভের সংযোগে ক্রোধ নামে পুত্র ও হিংসা নামে কন্যা হয়। ঐ ক্রোধ ও হিংসার সহযোগে কাম (বিবাদ) নামে পুত্র ও দুরুক্তি নামে কন্যা হয়। ৪র্থ। ৮। ৩

হে বিদুর! সেই কলি ও দুরুক্তির সহযোগে ভয় নামক কুমার ও মৃত্যু নাম্নি কন্যা হয়। এতদুভয়ের সংযোগে যাতনা ও নিরয় নামক কন্যাপুত্র যুগলের জন্ম হয়। ৪র্থ। ৮। ৪

হে বিদুর! হে নিস্পাপ! ইহাকে ঈশ্বরের প্রতিসর্গ কহে। আমি ইহা বহুযত্নে সংগ্রহ করিয়া, তোমাকে বলিলাম। পুরুষে বারত্রয় এই অধর্ম্মবংশকীর্ত্তি শ্রবণ করিলে; আপনার (হৃদয়ে) মলিনত্ব নাশ করিতে সামর্থ্য পাইয়া থাকে। ৪র্থ। ৮। ৫

ব্যাখ্যা। এইরূপ অধর্ম্মসৃষ্টির কথা তিনবার বলিলে ও বারম্বার শ্রবণ করিলে, জীবের হৃদয়ে অধর্ম্মপথে বিরক্তি জন্মে এবং তজ্জন্য সে সাবধান হইয়া, যাহাতে চিরপবিত্র থাকিতে পারে; সেই চেষ্টা করে। এই জন্য অধর্ম্মবংশকীর্ত্তন করিলে, হৃদয়ের মলিনতা নাশ হয়, বলা হইল। পরে ব্রহ্মার পৌত্রবংশ কীর্ত্তন আরম্ভ হইল।

হে কুরূদ্বহ! হে বিদুর! ভগবান হরির অংশে যে স্বয়ম্ভু ব্রহ্মা হন, সেই ব্রহ্মার অংশে যে মনু জন্মগ্রহণ করেন; সেই প্রজাপতির পবিত্রবংশ কীর্ত্তন আরম্ভ করিতেছি, তুমি শ্রবণ কর। ৪র্থ। ৮। ৬

ইহ জগতের রক্ষাকার্য্যের জন্য সেই ভগবান বাসুদেবের কলাংশরূপী শতরূপার গর্ভে ও মনুর ঔরষে প্রিয়ব্রত ও উত্তানপাদ নামে দুই কুমার উৎপন্ন হয়েন। ৪র্থ। ৮। ৭

হে বিদুর! সেই মহীপতি উত্তানপাদের সুরুচি ও সুনীতি নামে দুইটী পত্নী ছিল। তন্মধ্যে সুরুচিই রাজার প্রেয়সী ছিলেন। সুনীতিকে রাজা প্রিয় ভাবিতেন না। সেই সুনীতির ধ্রুব নামক একটী সন্তান ছিল। ৪র্থ। ৮। ৮

ব্যাখ্যা। এই প্রসঙ্গে ঈশ্বরের লীলামহিমা প্রকাশার্থ অবতারণা হইতেছে। প্রথমে দক্ষ-যজ্ঞেতে বুঝান হইল যে:—ঈশ্বরকে যে ভেদভাবে দেখে, তাহার শুভ কখন হয় না। আর

ঈশ্বরকে যে সর্ব্বব্যাপী, সর্ব্বদুঃখহারী, অন্তর্যামী বলিয়া জানে, তাহাকে ঈশ্বর সকল দুঃখ হইতে মোচন করেন। আরো অধিক দেখান হইবে যে :—কি যোগী, কি তপস্বী, ইহাদের পক্ষেও ঈশ্বর যেমন দুর্লভ, তেমনি ভক্তিপরায়ণ শিশুর পক্ষেও তিনি সুলভ। কিন্তু অখিল ভূমণ্ডলের গর্ব্বিত অধিপতি স্বয়ং বা তাঁহার সাহায্যেও কেহ সেই আনন্দময়কে লাভ করিতে পারে না। ইহাই ধ্রুব উপাখ্যানের তাৎপর্য্য হইতেছে।

হে বিদুর! একদা মহারাজ উত্তানপাদ সুরুচিকুমার উত্তমকে লইয়া নিজ ক্রোড়ে আরোপণ করিয়া সমাদর করিতেছেন; সেই সময়ে সুনীতিকুমার ধ্রুব (ভ্রাতার ন্যায় পিতার) অঙ্কে আরোহণ করিতে ইচ্ছা করিলে, নৃপতি তাহাকে অনাদরের সহিত নিবারণ করিলেন। ৪র্থ। ৮। ৯

সেই সময়ে (নৃপতির প্রণয়িনী) সুরুচি মহিষী রাজার সম্মুখে ছিলেন; তিনি সপত্নীপুত্র ধ্রুবকে পিতার অঙ্কে আরোহণেচ্ছু দেখিয়া অতিমাত্র ঈর্ষাতে গর্ব্বিত হইয়া, পুত্রকে কহিলেন :—৪। ৮। ১০

ব্যাখ্যা। নবম শ্লোকের তাৎপর্য্য এই যে, ইহসংসারে যিনি সকলের আদৃত, তাহাপেক্ষা সকলের অনাদৃত ব্যক্তিও যদ্যপি ঈশ্বরপরায়ণ হয়, ঈশ্বর তাঁহাকে সংসারের আদৃত জনাপেক্ষা আদর করেন। এস্থলে ব্যাসদেব উদাহরণে দেখাইলেন যে, পিতাপেক্ষা আদর করিবার যোগ্যপাত্র কেহই নাই। সেই পিতা যাহাকে ত্যাগ করে; তাহার অন্তরের ভক্তিতে, ঈশ্বর তাহাকে ক্রোড়ে ধারণ করেন। দশমের তাৎপর্য্য এই যে :—পূর্ব্বে অধর্ম্মের বংশ বর্ণনায় বলা হইয়াছে যে, ঐশ্বর্য্যে গর্ব্বিতা হইলে ধর্ম্মপরায়ণত্ব লোপ হয়, তাহার স্থানে অধর্ম্মের প্রকাশ হয়। সেই অধর্ম্মে যুক্ত হইলে লোভ ও শঠতার সহিত ঈর্ষা হয়। এস্থলে বিষয়গ্রস্তচিত্ত রাজা অতি পবিত্রবংশীয় হইয়াও, ধর্ম্মপথ উল্লঙ্ঘন করিতেছেন। এই জন্য ঈর্ষাদি অধর্ম্ম গুণান্বিতা নারী তাঁহার প্রণয়িনী হইয়াছেন। সেই পরশ্রীকাতরস্বভাবা সুরুচি সপত্নীপুত্র যাহাতে রাজার আদরের পাত্র না হইতে পারে, এই চেষ্টা করিলেন। স্বভাব অধর্ম্মে মিশিলে জীবের পক্ষে ঈশ্বরভক্তি দূরীভূত হওয়াতে, আত্মপর বিবেচনায় জীবনকে পীড়িত করিতে হয়, বুঝিতে হইবে। সেই আত্মপর চেষ্টা প্রকাশ করিবার জন্য পরস্থিত শ্লোক পরে বলা হইতেছে।

হে নৃপাত্মজ! হে বৎস! তুমি যখন আমার উদরে জন্ম গ্রহণ কর নাই, তখন তুমি নৃপতির ক্রোড়ে আরোহণ করিবার যোগ্য হইতেছ না। ৪। ৮। ১১

হে বালক! তুমি (রাজার) অন্যা রমণীতে জন্ম লইয়াছ। ইহা জানিয়াও তুমি এ দুর্লভ মনোরথ কেন করিয়াছ? ৪। ৮। ১২

দেখ বৎস! যদি তুমি রাজার ক্রোড়ে উঠিতে চাহ, তাহা হইলে সেই ঈশ্বরের অনুগ্রহে বহু সাধনার পরে আমার গর্ভলাভ করিও? ৪। ৮। ১৩

অনন্তর শ্রীমৈত্রেয় বিদুরকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন :—

হে বিদুর! ধ্রুব, নিজ জননীর শত্রুরূপা বিমাতার দুরুক্তিবাণে বিদ্ধ হইয়া, ক্ষণেক দণ্ডাহত সর্পের ন্যায় ক্রোধে দীর্ঘনিঃশ্বাস ক্ষেপণ করিলেন। পরে তাঁহার প্রতি দৃষ্টিনিক্ষেপকারী ও তূষ্ণীম্ভবাচী পিতাকে ত্যাগ করিয়া, (মনের দুঃখে) ক্রন্দন করিতে করিতে নিজ জননীসমীপে গমন করিলেন। ৪র্থ। ৮। ১৪

হে বিদুর! সপত্নী যে পুত্রকে দুরুক্তি বলিয়াছেন, একথা সুনীতি পুরজনের মুখে শ্রবণ করিয়াই (অগ্রে) মর্ম্মান্তিকী ব্যথা পাইলেন। শেষে সমাগত ধ্রুবের অধরোষ্ঠ কম্পিত ও দীর্ঘনিঃশ্বাস প্রশ্বাসিত দেখিয়া, তিনি আপন অঙ্কে পুত্রকে ধারণ করিলেন। ৪র্থ। ৮। ১৫

অবশেষে তাঁহার সপত্নীর দুরুক্তি স্মরণ হওয়াতে, দাবাগ্নিতে যেমন লতা ম্লান হয়, তদ্রূপ শোকদাবাগ্নিতে তিনি দগ্ধ হইতে লাগিলেন; তাঁহার কমলসদৃশ আঁখিযুগল হইতে বাষ্পকণা প্রকাশ হইতে লাগিল। তাঁহার ধৈর্য্য একেবারে নষ্ট হওয়াতে, তিনি বিলাপ করিতে লাগিলেন। ৪র্থ। ৮। ১৬

ব্যাখ্যা। অতিমাত্র নির্ব্বেদ না উপস্থিত হইলে, কাহারো কখন সংসার আশক্তি নাশ হয় না। এই ঘটনায় ভগবান ব্যাস সুনীতি ও ধ্রুবের নির্ব্বেদ প্রকাশ করিলেন, বুঝিতে হইবে। এই নির্ব্বেদ হইতে উঁহাদের সাধনচেষ্টা আরম্ভ হইবে, তাহা পরে প্রকাশ হইতেছে।

হে বিদুর! (বিলাপ করিতে করিতে) যখন সেই রাজ্ঞী সুনীতি দেখিলেন যে,—এ দুঃখের পার নাই; তখন তিনি দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগ করিয়া নিজ বালককে কহিলেন,—হে বৎস! পর ব্যক্তি কখনই কাহারো অমঙ্গল ঘটাইতে পারে না, ইহা নিশ্চয় জানিবে; তবে যে পরকর্তৃক দুঃখভোগ, তাহাও (পর উপলক্ষ মাত্র) নিজের অদৃষ্ট জন্য দুঃখই লোক ভোগ করে, ইহা নিশ্চয় জানিবে। ৪র্থ। ৮। ১৭

হে ধ্রুব! হে বৎস! তোমাকে আমার সপত্নী যাহা বলিয়াছেন, তাহা যথার্থ,—কারণ যাহাকে স্বয়ং নরপতি (বিবাহ করিয়াও) ভার্য্যা বলিয়া স্বীকার করিতে লজ্জিত হয়েন, সে দুর্ভাগ বিনা আর কি হইতে পারে! দেখ, সেই দুর্ভাগার উদরে তুমি যখন জন্মিয়াছ, তাহার স্তনদুগ্ধে তুমি যখন বৃদ্ধি পাইয়াছ, তখন তুমিও দুর্ভাগ্যবান্ স্বীকার করিতে হইবে। ৪র্থ।৮।১৮

ব্যাখ্যা। পূর্ব্বোক্ত অদৃষ্টবাদটি এই শ্লোকে প্রমাণ করিতেছেন:—অদৃষ্ট যাহার মন্দ হয়, তাহার পক্ষে শুভও অশুভ হইয়া থাকে। এই লক্ষণে সুনীতির পক্ষে রাজপত্নী হওয়া শুভত্ব এবং নৃপতিকর্তৃক বর্জ্জনাদিকে অশুভত্ব বলিয়া কল্পিত করা হইল। পরে অদৃষ্টবাদীরা কহেন:—সম অদৃষ্টই অদৃষ্টে প্রকাশ হইয়া থাকে। অর্থাৎ মন্দভাগ্যবতী হইতে কোন কুমার সৌভাগ্যবান্ হইয়া জন্মাইলেও ক্রমে সেই জননীকর্ত্তৃক লালনপালনাদি ও স্তন্যপান হেতু পুত্রের কুভাগ্য লাভ হইয়া থাকে। এই লক্ষণে ধ্রুবকে স্বভাবতঃ সুভাগ্যবান্ বুঝাইয়া, নিজ ভাগ্যদোষে সপত্নীকর্ত্তৃক অবমাননা ঘটিয়াছে, ইহা ভাবিয়া, সুনীতি অভিমানশূন্যা হইলেন ও পুত্রকে বুঝাইয়া সান্ত্বনা করিলেন। এই অদৃষ্টবিচারকে বিবেক কহে। অর্থাৎ এই সিদ্ধান্ত-

দ্বারা হৃদয়ের অভিমান দূর হইল। পুত্রের সহিত উভয়ে বিবেকবান্ হইয়া কি করিলেন, তাহা পরে বলা যাইতেছে।

দেখ বৎস! (সুরুচি বিমাতা হইলেও) তোমার মাতাস্বরূপা। তিনি তোমাকে যে উপদেশ দিয়াছেন, তাহা অতীব যথার্থ। অতএব তুমি যদি নৃপাসন ইচ্ছা কর, তবে মৎসরশূন্য হইয়া তাঁহার কথামতে, সেই অধোক্ষজ হরির পাদপদ্ম আরাধনা কর। ৪র্থ। ৮। ১৯

ব্যাখ্যা। অভিমাননাশে সুনীতির স্বাভাবিক্ বিবেক উপস্থিত হওয়াতে, তাঁহার অন্তরে দ্বেষভাব দূরীভূত হইয়াছিল, তিনি যে কথায় নির্ব্বেদ পাইয়াছিলেন, তাহাকেই ভেষজরূপে হিত ভাবিলেন, অর্থাৎ যে অভাবের দ্বারা অভিমান উত্থিত হয়, সেই অভাবের প্রতিকার সেই অভাব হইতেই হয়। এই সিদ্ধান্ত অনুসারে মহর্ষি ব্যাস সুনীতিকে বিবেকদৃষ্টিতে সাজাইয়া, সুরুচির অভিমানোৎপন্ন বচনকে অভিমান নাশক ঔষধ স্বরূপে গ্রহণ করাইলেন। তাহাতেই সুনীতি সুরুচিপ্রদর্শিত সাধনাদ্বারা ভাগ্যপরিশুদ্ধ করিতে, পুত্রকে উপদেশ দিলেন। সেই উপদেশটিকে বিশদভাবে বুঝাইতেই হরির আরাধনা অর্থাৎ তাঁহাতে ভক্তিসংস্থাপন করিতে বলিলেন, বুঝিতে হইবে।

হে বৎস! (সেই ভগবান হরিচরণের মহিমা শ্রবণ কর।) এই বিশ্বকে পালনার্থ যে সত্ত্বগুণ বর্ত্তমান, তাঁহার চরণে তাহাই অধিষ্ঠিত আছে; সেই হরিচরণ স্বয়ং ব্রহ্মা সেবা করিয়া, যে অবস্থাটীকে মনোপ্রাণবিজয়ী মুনিগণ সদা সর্ব্বদা সাধনা করেন, সেই পদ লাভ করিয়াছিলেন। ৪র্থ। ৮। ২০।

ব্যাখ্যা। এই শ্লোকের তাৎপর্য্য এই যে:—ভগবান হরির চরণকে প্রেমভক্তি ও জ্ঞান দ্বারা, যজ্ঞাদি দ্বারা, লাভ হইয়া থাকে। তন্মধ্যে প্রথমে ব্রহ্মা ভক্তি ও জ্ঞানযোগ পাইয়াছিলেন। ব্রহ্মা অর্থাৎ আত্মা একান্ত ঈশ্বরনিরত ও জ্ঞানময়; এই জন্য আত্মার ভক্তি ও জ্ঞান স্বাভাবিক্; অতএব্ সেই জন্য আত্মা সদামুক্ত, ইহা বুঝান হইতেছে।

হে পুত্র! অধিক কি বলিব! তোমাদের পিতামহ ভগবান মনু রাজর্ষিও বহুবিধ যজ্ঞ, দক্ষিণা সহকারে সমাপ্ত করিয়া, অন্তর্যামী দৃষ্টিতে সেই হরিকে পূজা করিয়া, যে ভোগসুখ অন্যের দুর্লভ এবং যে বৈকুণ্ঠসুখ সকলের দুর্লভ, তাহাই লাভ করিয়াছিলেন। ৪। ৮। ২১।

ব্যাখ্যা। এই শ্লোকের তাৎপর্য্য এই যে:—ভোগ ও অপবর্গ সাধনের জন্যই মনুষ্য জন্ম। সেই জন্য মানবের আদিকর্ত্তা মনু বহুযজ্ঞে সেই ঈশ্বরকে তুষ্ট করিয়া, প্রথমে এই বিপুল ভুবনরাজ্য ভোগ, পরে ভোগান্তে মুক্তিলাভ করিয়াছিলেন। অতএব যদি ভোগ ও অপবর্গ উভয়েরই দাতা সেই হরি, তবে তাঁহারই আরাধনা করা কর্ত্তব্য।

মুমুক্ষুগণ অন্বেষণ করিয়া যে উপায়ে সেই পদ প্রাপ্ত হয়েন, হে বৎস! সেই ভক্তবৎসল

ভগবানের শ্রীচরণ মুমুক্ষুগণের প্রদর্শিত উপায়ে অবলম্বন কর। সেই অবলম্বনকে নিজের স্বধর্ম্মরূপে ভাবিয়া একাগ্রচিত্তে হৃদয়ে তাঁহাকে আকর্ষণ করিয়া, সেই পুরুষকে ভজনা কর। ৪।৮।২২।

হে বৎস! ব্রহ্মাদিও যে লক্ষ্মীকে ভজনা করিতে ব্যস্ত, সেই পদ্মা যাঁহার চরণকমল নিজ করকমলে সেবা করেন, সেই পদ্মপলাশলোচন ভগবান ভিন্ন দুঃখ নাশ করিতে আর কাহাকেও আমি সমর্থ দেখি না। ৪।৮।২৩।

এতদ্বিবরণ সমাপ্ত করিয়া শ্রীমৈত্রেয় কহিলেন:—হে বিদুর! শিশু ধ্রুব জননীর নিকটে এইরূপ সারার্থযুক্ত বিলাপময়ী বাণী শ্রবণ করিয়া, আপনার ক্ষুব্ধ আত্মাকে মাতৃপ্রদর্শিত আত্মাতে দৃঢ়রূপে স্থির করিয়া, পিতার প্রাসাদ হইতে বাহির হইলেন। ৪।৮।২৪।

দেবর্ষি নারদ ধ্রুবের এই অত্যাশ্চর্য্য প্রতিজ্ঞা শ্রবণ করিয়া এবং তাহার হৃদয়ের উচ্চ সংকল্প বুঝিয়া, অতিশয় বিস্মিত হইয়া (গৃহত্যাগ করিয়া বালক যথায় যাইতেছিল, তথায় আবির্ভূত হইলেন।) আপনার পবিত্র হস্তযুগলের দ্বারা বালকের শিরস্পর্শ করিয়া, তাহাকে আশীর্ব্বাদ করতঃ মনে মনে ইহা বলিলেন। ৪।৮।২৫।

এই বালকে কি আশ্চর্য্য ক্ষত্রিয়তেজঃ বিদ্যমান্ রহিয়াছে। ইহার এই শিশুবয়সেও বিমাতার কুবাক্যে এই ভীষণ অভিমান উপস্থিত হইল। ৪।৮।২৬।

ব্যাখ্যা। মীমাংসকেরা কহেন যে, পূর্ব্বজন্মের সুকৃতি হেতুই বর্ত্তমান জন্মের অতি শৈশবাবস্থায় বুদ্ধির নিশ্চয়তা প্রকাশ পায়। কিরূপে প্রকাশ পায়, তাহা বিচারার্থ অনেকে কহেন যে, শৈশবাবস্থায় ইন্দ্রিয়বৃত্তি ও মনোবৃত্তিসমূহ ম্লান থাকিলেও, প্রতিঘাত মাত্রেই তাহা সুপ্তোত্থিত জীবের ন্যায় সচেতন হইয়া উঠে।

ব্যাসদেব এই ধ্রুবোপাখ্যানে আপনার মীমাংসার মত দৃঢ়ীকরণ করিতেছেন। ধ্রুব নামক শিশুর শৈশবাবস্থাহেতু মানসিক উন্নতিবৃত্তিসমূহ স্বভাবতঃ ম্লান ছিল। পরে বিমাতার কুবাক্যদ্বারা তাহাতে আঘাত করা হইল। ঐ আঘাতমাত্রে অন্তরস্থ উন্নতিবৃত্তিসমূহ জাগিয়া উঠিল। সদুপায় ভিন্ন ঐ সকল বৃত্তি কোথাও ধাবিত হইতে পারে না, এই জন্য ত্রয়োবিংশতি শ্লোক পর্য্যন্ত নিজ জননী সুনীতির বাক্যে ঐ বৃত্তিসমূহকে প্রবোধিত করা হইল।

অনন্তর মহর্ষি নারদ প্রকাশ্যে ধ্রুবকে কহিলেন:—হে শিশো! কৌমার অবস্থায় সকল বালকই ক্রীড়াতে নিরত থাকে, আমিতো কখনই সে অবস্থায় তাহাদের মানাপমান বোধ করিতে দেখি নাই। ৪।৮।২৭।

হে বালক! যে সকল পুরুষের মানাপমান বোধ করিবার অবস্থা উপস্থিত হইয়াছে, তাহাদেরও উহা বোধ করা উচিত হয় না। কারণ মোহবশতঃই জীব অভিমানাদি করিয়া থাকে। (দেখ বৎস! দুঃখহেতুও অসন্তুষ্ট হওয়া তোমার উচিত হয় না।) কারণ নিজ নিজ কর্ম্মানুসারেই জীব সুখ ও দুঃখ ইহসংসারে ভোগ করে। ৪।৮।২৮।

অতএব দেখ তাতঃ! যেরূপ পণ্ডিতই হউন না, সে ব্যক্তি দৈবাগত ও উপস্থিত সুখদুঃখ

উভয়েতেই সন্তুষ্ট থাকেন; কারণ ঈশ্বরানুকূল্য ব্যতীত কখনই দৈবের প্রতীকার হয় না, ইহা তিনি বিবেচনা করেন। ৪। ৮। ২৯

ব্যাখ্যা। পণ্ডিত বলিতে নিশ্চয় করিবার ক্ষমতা যাঁহার আছে। পূর্ব্বজন্মোপার্জ্জিত, কর্ম্মানুসারী, ইহলভ্য, সুখদুঃখাদিকে দৈবাগত সুখদুঃখ কহে। ঈশ্বরানুকূল্য অর্থাৎ ঈশ্বরকে প্রসন্ন না করিতে পারিলে, জীবের স্বাভাবিক্ অবস্থার পরিবর্ত্তন হয় না। ইহার তাৎপর্য্য এই যে:—আপনার কর্ম্মানুসারে ইহসংসারে জীব সকল কর্ম্মফল ভোগ করে, অতএব তাহার দুঃখাদিহেতু অসন্তুষ্ট হওয়া অনুচিত।

হে ধ্রুব! তুমি যে নিজ জননীর উপদেশানুসারে পরমযোগদ্বারা সেই মহাপুরুষের অনুগ্রহ লাভ করিতে ইচ্ছা করিয়াছ; আমার মতে তাহা পুরুষের পক্ষে দুরারাধ্য হইতেছে। ৪। ৮। ৩০

তুমি যে সকল পুরুষকে ব্রহ্মানন্দময় মুনির পদবী লাভ করিতে দেখিয়াছ; তাঁহারা জন্মজন্মান্তর হইতে নিঃসঙ্গ হইয়া, তীব্রযোগসমাধির সংযোগে শত শত সাধনা সহকারেও সেই পরমাত্মার অন্বেষণ করিয়া, শতবার বিফল হইয়া, (শেষে ঐ পদবী লাভ করিয়াছেন)। ৪। ৮। ৩১

হে বালক! তুমি যাহা কামনা করিয়াছ, (তাহা সহজলভ্য নহে); অতএক নিস্ফল বলিতে হইবে। তুমি এক্ষণে বিরত হও। যদি ঐ পথে যাইতে ইচ্ছা থাকে, তবে যখন ভোগ সমাপ্ত হইবে, সেই বৃদ্ধকালে তপস্যার চেষ্টা করিও? ৪। ৮। ৩২

হে ধ্রুব! যে জীবের অদৃষ্টে যেরূপ সুখদুঃখ দৈব বিধান করিয়াছেন, সে ব্যক্তি (জন্মে জন্মে) সেই দুঃখ সহ্য করিয়া, আত্মাকে পরিতুষ্ট করিতে পারিলে, ক্রমে তাহার সংসৃতি নাশ হইয়া, মুক্তিলাভ হইয়া থাকে। ৪। ৮। ৩৩

হে ধ্রুব! (সংসারে থাকিতে হইলে) গুণবান্ লোক দেখিলে (যে সংসারী) আনন্দিত হয়; গুণহীন লোক দেখিলে যে ব্যক্তি তাহার প্রতি কৃপা প্রকাশ করে; সকল গুণীর সহিত যে ব্যক্তি মিত্রতা করে, সে ব্যক্তি কখনই ত্রিতাপে তাপিত হয় না!! ৪। ৮। ৩৪

শ্রীনারদের কথা শ্রবণ করিয়া ধ্রুব কহিল:—হে ভগবন্! আমাদের ন্যায় যাঁহারা সুখ ও দুঃখে আত্মাকে আহত করিতেছে, তাহাদিগের পক্ষে দুর্দ্দর্শ হইলেও তাহাদের জন্যই আপনি এই শান্তিমার্গকে অতিশয় কৃপা করিয়া, প্রকাশ করিলেন। ৪। ৮। ৩৫

কিন্তু হে ঋষে! আমি ঘোর ক্ষাত্রধর্ম্মে দীক্ষিত এবং অবিনীত হইতেছি, বিমাতৃ বাক্যবাণে ব্যথিত আমার অন্তরকে আপনার ঐ উপদেশ শান্ত করিতে পারিল না। ৪। ৮। ৩৬

ব্যাখ্যা। এই ষট্‌ত্রিংশৎশ্লোক দ্বিভাবে লিখিত। এক ভাবে বলা হইল যে আপনি দেবর্ষি, আপনার উপদেশ সর্ব্বতোভাবে গ্রহনীয়, কিন্তু আমি ক্ষত্রিয় বশতঃ এমন উদ্ধত, যে, আপনার উপদেশে সন্তুষ্ট হইতে পারিলাম না। অপরার্থ এই যে:—সুরুচি ধ্রুবকে তীরস্কার করিয়া উপসংহার কালে বলেন যে, এজন্মে ঈশ্বরের সাধনা করিয়া, উত্তম জন্ম

লাভ কর, পরে রাজার অঙ্কে উপবেশন করিও। ঈশ্বরসাধনাই বাণরূপে তীব্রভাবে ধ্রুবের অন্তরে বিদ্ধ হইয়াছে। ঈশ্বরসাধনাই যখন ধ্রুবের সংকল্প, তখন সে হৃদয়ে জন্ম-জন্মান্তরে লব্ধ শান্তির উপায় কোনক্রমেই স্থান পাইতে পারে না। কেন স্থান পাইতে পারে না? না—তিনি অবিনীত ক্ষত্রিয় হইতেছেন। এক্ষণে অবিনীত বলিতে:—অ+বি+নীত। বিনীত বলিতে বিশেষরূপে সাংসারিক নিয়মে বা ভোগবিলাসে নীত হওন ও অ—বলিতে অক্ষম। ক্ষত্রিয় বলিতে:—ক্ষতাৎ ত্রায়তে ইত্যর্থে—ক্ষত্রিয়, অর্থাৎ কামক্রোধাদি ও বিষয়াশক্তি প্রভৃতি হইতে বাসনাকে পরিত্রাণ করন। অর্থাৎ দৃঢ়বৈরাগী হইয়া স্থিরবুদ্ধি ধ্রুব ক্রমে ক্রমে ঈশ্বরানুগ্রহলাভের ইচ্ছাত্যাগ করিয়া, কি ইচ্ছা করেন তাহাই পরে প্রকাশ হইতেছে।

হে ঋষে! যে সাধুপথে আমার পিতা কিম্বা আমার অন্য আত্মীয় অধিষ্ঠিত হইতে পারেন নাই! আমি সেই পথ জয় করিতে ইচ্ছা করিয়াছি। হে ব্রহ্মন্! অনুগ্রহ করিয়া আমাকে সেই ত্রিভুবনোৎকৃষ্ট পদবীর পরিচয় দিউন। ৪।৮।৩৭

হে ভগবন্! আপনি ব্রহ্মার অঙ্গ হইতে জন্মলাভ করিয়া, সূর্য্যের ন্যায় ত্রিভুবনের হিতের জন্য বীণাহস্তে সর্ব্বত্র ভ্রমণ করিতেছেন। ৪।৮।৩৮

এতদ্বর্ণনানন্তর শ্রীমৈত্রেয় কহিলেন, হে বিদুর:—শিশু ধ্রুবের সংকল্প ভগবান নারদ বিশেষরূপে অবগত হইয়া, অতিশয় প্রীত হইলেন এবং অতিশয় কৃপাপরবশ হইয়া সেই বালককে সৎকথাসমূহ বলিতে আরম্ভ করিলেন। ৪।৮।৩৯

ধ্রুবকে সম্বোধন করিয়া শ্রীনারদ কহিলেন:—হে বালক! তুমি যাহা সংকল্প করিয়াছ; তোমার জননী যাহা বলিয়াছেন, তাহাই তোমার উপযুক্ত হইতেছে। ভগবান বাসুদেবই (সেই একমাত্র পথ হইতেছেন।) তুমি তাঁহাকেই একাগ্রচিত্তে সাধনা কর। ৪।৮।৪০

ব্যাখ্যা। এস্থলে ঈশ্বরকে বাসুদেব বলিবার তাৎপর্য্য এই যে—পরব্রহ্ম কিয়দংশে সর্ব্বভূতে বাস করেন, সেই আত্মভাবকে পুরাণে বাসুদেব কহে। নারদরূপী আত্মজ্ঞানী প্রথমে সর্ব্বভূতান্তর্গত আত্মবোধ করিতে উপদেশ দিলেন। তাহা কিসে লাভ হয়, তাহা পরে প্রদর্শিত হইতেছে।

হে ধ্রুব! জীব:—ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষরূপী চতুর্ব্বর্গদ্বারা আপনাত্মার শুভ ইচ্ছা করিয়া থাকে। তাহার একমাত্র কারণ বা উদ্দেশ্যই শ্রীহরির পদসেবা বুঝিতে হইবে।৪।৮।৪১

হে তাত! তোমার যাহাতে মঙ্গল হইবে, তাহা বলিতেছি শ্রবণ কর:—যমুনার তটে মধুবন নামে এক অতি পবিত্র ও শুদ্ধ তটভূমি আছে; তথায় গমন করিলে ত্বরায় শ্রীহরির সান্নিধ্য লাভ করিতে পারিবে; অতএব তুমি ত্বরায় তথায় গমন কর। ৪।৮।৪২

ব্যাখ্যা। দার্শনিকেরা কহেন ভূমণ্ডলের স্থানবিশেষের ভূমিতে,জলে ও শৈকতে এতগুণ আছে, যে, তথায় অবস্থান মাত্রেই জীবের ভৌতিক্ দুঃখ নাশ হইয়া থাকে। এই নিয়মে প্রাকৃতিক্ মধুবনের কথা বলা হইল। অপ্রাকৃত মধুবনের কথা দশমস্কন্ধে বলা হইবে। ঐ প্রাকৃত যমুনাতটস্থ মধুবনের স্বাভাবিক্ ক্ষমতায় মানব যথার্থ সাধনায় প্রাকৃতিক্ সংযোগে

অন্তরস্থ ত্রিতাপের শান্তি, রোগের শান্তি, মনের প্রফুল্লতা প্রভৃতি লাভ করিলে, হৃদয়ে যে নবীন ভাবের আবির্ভাব হয়, তাহাতে বৈরাগ্যের স্রোত, জ্ঞানের তট, আনন্দের বৃক্ষ, ভক্তির লতা, প্রেমের সৌরভান্বিত পুষ্প, মধুকরাদি ও পক্ষ্যাদির ন্যায় সৎবুদ্ধি, সহজেই লাভ করিয়া থাকে। ঐ ভাবে ঈশ্বরসান্নিধ্য জীব সহজে লাভ করিয়া থাকেন। এই জন্য মধুবনে শ্রীকৃষ্ণের বিহার হয় বলিয়া, পুরাণে বর্ণিত বুঝিতে হইবে। এস্থলে সেই ভাবোদয়কে হরির সান্নিধ্য ও যমনিয়মের সিদ্ধিজন্য পবিত্র ও শুদ্ধ যমুনাতটস্থ মধুবন বলিয়া, দ্বিভাবে প্রকাশ করা হইল। পরে আসনের কথা বলা হইতেছে।

হে ধ্রুব! তুমি সেই পবিত্র স্থানে গমন করিয়া, কালিন্দীর মঙ্গলময়ী বারিতে স্নান করিয়া, চীরবসন পরিধান করিবে। পরে আত্মশুদ্ধির যে সকল উচিত কার্য্য তাহা করিয়া, আসন কল্পনা পূর্ব্বক সাধনার্থ সেই স্থানে উপবিষ্ট হইবে। ৪। ৮। ৪৩

ব্যাখ্যা। কালিন্দী যমুনার নামান্তর মাত্র, উহাতে স্নান অর্থাৎ নিয়মের অনুযায়ী হইয়া আত্মশুদ্ধির জন্য দেবতানমস্কারাদিকে স্নানানন্তরের উচিত কার্য্য কহে। এস্থানে শ্রীবিষ্ণু স্মরণকেই দেবতাস্মরণ বলা হইল। পরে আসন কল্পনা করিয়া, সেই যমুনার তটে উপবেশন করিতে হইবে। শরীরের কার্য্যকে সুস্থির করিবার জন্য আসনের প্রয়োজন। তাহাতে তাপাদি শান্তভাব ও মনের শান্তি সহজে উপস্থিত হয়। এবম্বিধ ভাব লাভার্থ দেহের কৌশলানুসারে শাস্ত্রোপদিষ্ট বসিবার উপায়কে আসন কহে।

পরে তুমি ত্রিবৃৎ প্রাণায়ামদ্বারা:—প্রাণ, ইন্দ্রিয় ও মনের চঞ্চলতা নাশ করিবে। অতঃপর ধীরমানসে শ্রীহরির ধ্যান করিবে। ৪। ৮। ৪৪

ব্যাখ্যা। ইচ্ছানুসারে শরীরের তাপত্যাগ ও তাপগ্রহণকে প্রাণায়াম কহে। বায়ুর অন্তর্দেহ পরিমাণানুসারে তাপের অস্তিত্ব। ঐ বায়ুকে কৌশলে ধারণ করিতে পারিলেই শরীরাভ্যন্তরস্থ অগ্নির সহিত ইচ্ছানুসারে শারীরিক্ তাপক্রিয়া সাধিত হইয়া থাকে। তিন উপায় অর্থাৎ পূরক রেচক ও কুম্ভক এই তিন ক্রিয়াকেই ত্রিবৃৎ কহে।

হে বৎস! সেই ভগবানকে ধ্যান করিতে করিতে ভাবিবে:—যেন তাঁহার উত্তম নয়ন, সুনাসা, সুভ্রূযুগল, চারু অথচ কমনীয় কপোলযুক্ত বদন সতত প্রসন্নভাবে ভক্তগণকে প্রসাদিত করিতেই সুশোভিত রহিয়াছে। ৪। ৮। ৪৫

যেন তাঁহার অরুণ বর্ণের ওষ্ঠাধর ও তরুণ অঙ্গের সৌষ্টব:—দয়ার সাগররূপে, সতত শরণাগতের আশাতরীরূপে, সর্ব্ব পুরুষার্থসাধনস্বরূপে এবং ভক্তগণের আশ্রয়স্বরূপে সর্ব্বদা সুশোভিত রহিয়াছে। ৪। ৮। ৪৬

তাঁহার শরীর যেন:—ঘনশ্যামবর্ণে, শ্রীবৎস চিহ্নে, পুরুষ লক্ষণে ও বনমালায় সুশোভিত রহিয়াছে। তাঁহার চারিটী কর যেন:—শঙ্খ, চক্র, গদা, পদ্ম প্রভৃতিতে ভূষিত রহিয়াছে। ৪। ৮। ৪৭

ভগবান স্বয়ং যেন:—উজ্জ্বল কিরীট, কুণ্ডল, কেয়ূর, বলয় প্রভৃতিতে ভূষিত, কৌস্তভাভরণগ্রীব, পীতবাসী হইয়া রহিয়াছেন। ৪। ৮। ৪৮

তাঁহার কাঞ্চীদেশে যেন কলাপাবলি সুশোভিত ও চরণোপরে স্বর্ণের নূপুর ধ্বনিত হইতেছে। হে ধ্রুব! প্রেমবিলাসী ভক্তগণের দ্বারা প্রপূজিত, উজ্জ্বল মণির ন্যায় নখশ্রেণীযুক্ত ভগবানের চরণযুগল অতি মনোহর ও অতিশয় দর্শনীয় এবং মনোময়নানন্দবর্দ্ধনকারী হইতেছে। হৃদয়পদ্মের যে মধ্যস্থান, তথায় সেই চরণযুগলকে ভক্তগণ যেন প্রশান্ত মনোদ্বারা আকর্ষণ করিয়া রাখিয়াছেন; ভগবান যেন সপ্রেমাবলোকনদ্বারা ভক্তকে দেখিতেছেন। ভক্ত যেন একাগ্রমনে সেই সর্ব্ববরদাতাশ্রেষ্ঠকে বিস্মিতভাবে ধ্যান করিতেছেন। ৪। ৮। ৪৯। ৫০। ৫১

হে বালক! সেই ভগবানের এবম্বিধ সর্ব্বমঙ্গলময়রূপ তুমি মনে মনে ভাবিতে ভাবিতে (তোমার ধারণা স্থির হইলে) তুমি অতি ত্বরায় সমাহিত হইবে। তাহাতে তোমার মন ঈশ্বরসংযুক্ত হইয়া অভেদ হইলে তুমি আর তাহা ভুলিতে পারিবে না। ৪। ৮। ৫২

হে নৃপাত্মজ! এক্ষণে আমার নিকট হইতে পরম গোপনীয় মন্ত্র শ্রবণ কর। যে সাধক ঐ মন্ত্র সপ্তরাত্র ধ্যান করে, সে অবশ্যই অভীষ্ট দেবতাকে দেখিতে পায়। ৪। ৮। ৫৩

ব্যাখ্যা। মনকে ত্রিতাপ হইতে ত্রাণ করিয়া যে ভাব উন্নতিসাধন করায়, তাহাকে মন্ত্র কহে। সেই ভাবকে গুহ্য বলিবার তাৎপর্য্য এই যে:—যে ধনের অংশদ্বারা আপনার অন্তিমে হিত হইবে, অথচ যাহা নশ্বর ও আশক্তির আকর, সে ধনকে লোক অধিকারী আত্মীয়জনেরও অজ্ঞাতে রক্ষা করে। এস্থলে মায়াজালে বদ্ধ সংসারী ও অভক্ত নামক পরিজনদ্বারা পারমার্থিকী উন্নতি অসম্ভব; এইজন্য মন্ত্ররূপ মহাধন অনধিকারিগণকে না জানাইয়া, অন্তরেই রাখিয়া সাধন করিতে হয়। এক সপ্তাহ সময়টী স্বল্পকালের ভাবপ্রকাশক অর্থবাদ। অর্থাৎ একাগ্রচিত্তে অতিগোপনে পূর্ব্বোক্ত যোগাচারে যদি ঐ মন্ত্র সাধন করা যায়, তাহা হইলে সাধকের একান্ত সাধনায় সত্যবস্তু স্বল্পকালের মধ্যে মনে সমাহিত হয়।

হে ধ্রুব! বুদ্ধিমান্ ও দেশকাল বিভাগবিদ্ সাধক:—"ওঁ নমো ভগবতে বাসুদেবায়।" এই মন্ত্র দ্বারা অভীষ্ট মূর্ত্তিকে দ্রব্যময়ী করিয়া গঠিত করিবে। পরে নানাবিধ দ্রব্যদ্বারা সেই মূর্ত্তির পূজা করিবে। ৪। ৮। ৫৪

পবিত্র বারি, পবিত্র মাল্য, বন্য অথচ পবিত্র ফলমূল, দূর্ব্বাঙ্কুর, তুলসী ও ভূর্জ্জত্বগাদি রূপী বস্ত্র প্রভৃতি প্রভুর অতিশয় প্রিয়দ্রব্যদ্বারা, তাঁহাকে পূজা করিবে। ৪। ৮। ৫৫

ব্যাখ্যা। বুদ্ধিমান্ বলিতে উপদিষ্ট। দেশকাল বিভাগজ্ঞ সাধক বলিবার তাৎপর্য্য এই যে:—চন্দ্রসূর্য্যাদির ও নক্ষত্রাদির সহিত এই স্থূলদেহের সংযোগ আছে। স্থূলদেহের শান্তি না থাকিলে সূক্ষ্মের শান্তি প্রথমে সাধ্য হয় না। কালবিভাগ বলিতে—দক্ষিণায়ণ বা উত্তরায়ণ ভেদে। চন্দ্রের নিয়মে পূর্ণিমা বা অমাপক্ষে। নক্ষত্রের নিয়মে প্রতিপদাদি তিথিতে। রাশির নিয়মে বৈশাখাদি মাসে। গ্রহের নিয়মে রবিবারাদিতে ও অপরাপর জ্যোতিষের নিয়মানুসারে শান্তিময় কাল স্থির করিয়া, পরে দেশ অর্থাৎ স্থান স্থির করিতে হইবে। মধুবন ব্যাখ্যার স্থলে স্থানের আবশ্যক কেন তাহা বলিয়াছি। উপযুক্ত সময়ে, ত্রিতাপনাশক

স্থানে, উপদিষ্ট সাধককে "ওঁ নমো ভগবতে বাসুদেবায়" এই মন্ত্রে যে ভাব আছে, সেই ভাবের এক মূর্ত্তি গঠিত করিয়া, প্রথমে মনের স্থৈর্য্যাকর্ষণহেতু দ্রব্যাদির দ্বারা কায়মনে পূজা করিতে হইবে।

প্রতি তন্ত্রেই ঐ দ্রব্যাদির আধ্যাত্মিক্ ও প্রাকৃতিক্ ভাব স্ফুট আছে। তবে ইঙ্গিতার্থ এস্থলে আমি পূজার দ্রব্যের ব্যাখ্যা করিতেছি। দর্শন, স্পর্শণ ও চিন্তনে চিত্তের স্থৈর্য্য ঘটিয়া থাকে। ত্রিতাপ ও রিপুর চাঞ্চল্য বশতঃই চিত্তের অস্থিরতা। চক্ষুত্বক্ ও বুদ্ধি এই তিনের শান্তি করিতে পারিলেই, চিত্ত স্বাভাবিক্ অবস্থা প্রাপ্ত হয়। চক্ষুকে এমন রূপ দেখাইতে হইবে যে, তাহাতে দর্শনদ্বারা অন্তরের তাপ কিঞ্চিৎ ম্লান হয়। ত্বকে এমন দ্রব্য স্পর্শিত করিতে হইবে যে. তাহাতে তাপ শমিত হয়। বুদ্ধিতে এমন ভাব জপ করিতে হইবে, যাহাতে বুদ্ধি বাহ্যবিষয় হইতে জ্ঞানে লীন হয়। ঋষিগণ এই তিনের শান্তির জন্য পূজাতে এমন দ্রব্য অর্থাৎ বারিপুষ্পদূর্ব্বাতুলস্যাদি প্রয়োগ করিয়াছেন, যাহাতে সহজেই ঐ চক্ষু, ত্বক্ ও বুদ্ধি দ্রব্যপূজায় শান্ত হইতে পারে। পূজার্থ প্রত্যেক দ্রব্যেরই এমন গুণ আছে যে. চক্ষুত্বক্ ও বুদ্ধি শান্ত হইতে পারে। তাহার উদাহরণস্বরূপ যেমন:— জল। পবিত্র বারির প্রতি চাহিলেই চক্ষের তেজঃ শমিত হয়, তাহার স্পর্শনে দেহের তেজঃ শমিত হয়। বারির মন্ত্রের দ্বারা বুদ্ধির বিচার শক্তি জ্ঞানপথে ধাবিত হয়। এইরূপে আধিদৈবিক্ তাপ দ্রব্যপূজায় শান্ত হয়। "ওঁ নমো ভগবতে বাসুদেবায়" এই মন্ত্রের তাৎপর্য্য এইঃ—যিনি সকল প্রাণির অন্তরে বাস করেন, তিনিই বাসুদেব। ষট্‌শক্তিতে যিনি শোভিত, তিনিই ভগবান্। মনোপ্রাণাদিতে বিলীন হওনকে নমস্কার কহে। ব্রহ্মা, বিষ্ণু মহেশ্বর গুণত্রয় ও ব্রাহ্মী, বৈষ্ণবী ও মাহেশ্বরী শক্তিত্রয়. যাঁহাতে মিলিত, তিনিই ওঁ অর্থাৎ ব্রহ্ম। ইহার প্রকৃত অর্থ এই যেঃ—পরব্রহ্ম গুণ ও শক্তিমান্ হইতেছেন। তিনিই জ্ঞান, ঐশ্বর্য্য, (চৈতন্যদাতৃত্ব), শক্তি (নিয়মিত চৈতন্য পরিচালনসামর্থ্য), বল (ইন্দ্রিয়), বীর্য্য (আয়ুস্কালাদি) ও তেজোদ্বারা পরিপূর্ণ হইয়া, অন্তর্যামীরূপে সর্ব্বজীবে বাস করিতেছেন। তাঁহাকে প্রাণমনাদি দ্বারা বিলীন ভাবে প্রণাম কর। এই মন্ত্রের অর্থে ঐ যে ষট্‌সম্পত্তির কথা বলা হইল, ঐ ভাবসমূহকে সাকার করিয়া, মনকে তাহাতে সমাহিত করিবার জন্য ঋষিগণ পূর্ব্বোক্ত সাকার বর্ণনা করিয়াছেন। ঐ সাকার বর্ণনানুসারে দ্রব্যময়রূপের আধিদৈবিক্ তাপনাশক দ্রব্যদ্বারা পূজা করিতে হইবে। ইহাই এই শ্লোকের তাৎপর্য্য। পরে ভৌতিক্ ও আধ্যাত্মিক্ তাপনাশক পূজার কথা বলা হইতেছে।

হে ধ্রুব! সাধক এইরূপে দ্রব্যদ্বারা দ্রব্যময়ীমূর্ত্তির পূজা সমাপ্ত করিয়া, শেষে পৃথিবী ও অম্বু প্রভৃতিদ্বারা তাঁহার পূজা করিবে। পরে ধৃতচিত্ত, শান্ত, বাচংযম, বন্যফলমূলাহারী সাধক মুনিব্রত অবলম্বন করিবে। ৪। ৮। ৫৬

ব্যাখ্যা। মনকে প্রথমে সাকার অথচ দ্রব্য দ্বারা গঠিত মূর্ত্তি ভাবনায় ভাবিত করিয়া, ক্রমে তাহাকে বিস্তৃত করিবার জন্য :—শূন্য, বায়ু, অগ্নি, বারি, পৃথিবী প্রভৃতির দ্বারা তাঁহার অর্চ্চনা করিবে। ইহাতে ব্রহ্মাণ্ডের সমস্তই ভগবানের সেবক, ইহা বুঝায়। ঐ বিস্তৃত পূজায়

মন্ত্রে মন ক্রমে প্রশান্ত হইয়া, রাহ্যবিষয় হইতে ভৌতিক্ ও আধ্যাত্মিক্ উন্নতিতে পরিণত হইয়া থাকে। এই পূজাপদ্ধতি নারদপঞ্চরাত্রে ও প্রতিতন্ত্রে দ্রষ্টব্য। এই সাধনাবস্থায় যে ভাবে আহারাদি করিতে হইবে, তাহাও ইঙ্গিতে দেখান হইয়াছে। শেষে ভক্তি ও প্রেমানন্দ যাহাতে সাধক প্রাপ্ত হয়, এই জন্য সতত মূর্ত্তিভাবনার উপায় পরে বলিতেছেন।

হে বালক! (তুমি ঐ রূপ সাধন করিতে করিতে, যখন কিঞ্চিৎ অবসর পাইবে, তখন) ঈশ্বর আপন ইচ্ছায় মায়াকে সহচরী করিয়া, যে ভাবে বহুবিধ অবতাররূপে বহু বহু হিতকর কর্ম্ম করিয়া থাকেন; তাহাই হৃদয়ে ধারণা করিবে। ৪। ৮। ৫৭

পরে যে মন্ত্রের দ্বারা ভগবানের মূর্ত্তিকে কল্পনা করিয়াছিলে, সেই দ্রব্যময়ী মূর্ত্তিকে ত্যাগ করিয়া মন্ত্রময়ী মূর্ত্তি হৃদয়ে ধ্যান করিবে। ৪। ৮। ৫৮

ব্যাখ্যা। এই উভয় শ্লোকে আধিভৌতিক্ ও আধ্যাত্মিক্ উভয়বিধা উন্নতি এক মন্ত্রে দেখাইয়া; শেষে যে মন্ত্রমূর্ত্তি ধ্যান করার কথা বলা হইল, তাহাতে মনকে কেবল ভাবরঙ্গে মগ্ন করিবার উপায় দেখান হইল। ঐ অনবলম্ব ধারণায় মন একেবারে সমাহিত হইয়া যায়। পরে সিদ্ধাবস্থার কথা বলা হইবে।

হে বালক! অতিমাত্র যত্নসহকারে সেই মন্ত্রময়ী মূর্ত্তিমান্ ভগবানের সেবা, কায়মনোবাক্যে এমন ভাবে সাধন করিবে, যাহাতে সেই ঈশ্বরভাব হৃদয়ে সংযুক্ত থাকে।

এইরূপ সেবাসাধনদ্বারা পুরুষ অমায়ী হইলে, তাহার ভজনায় ঈশ্বর আকৃষ্ট হইয়া, সতত তাহার ভক্তিভাব বর্দ্ধন করিয়া থাকেন। তাহাতে ক্রমে এমন ভাব উপস্থিত হয় যে, সাধক ধর্ম্মার্থকামমোক্ষাদি চতুর্ব্বর্গের অন্তর্গত যে বর্গ লাভ করিতে ইচ্ছা করে, ঈশ্বর তাহাই তাহাকে দান করেন। ৪। ৮। ৫৯। ৬০

হে শিশো! যদি একান্তই তোমার মুক্ত হইতে বাসনা হইয়া থাকে, তাহা হইলে অতিশয় ভক্তিযোগের সহিত সেই হরির সেবা করিয়া, ক্রমে ক্রমে সম্পূর্ণরূপে ইন্দ্রিয়রতি হইতে বিরক্ত হইবে। ৪। ৮। ৬১

এতদ্বর্ণনান্তে শ্রীমৈত্রেয় বিদুরকে কহিলেন:—হে বিদুর; বালক ধ্রুব দেবর্ষি কর্তৃক এবম্বিধ উপদিষ্ট হইয়া, পরমানন্দে ঋষিকে প্রণাম ও প্রদক্ষিণ করতঃ সেই হরিচরণচর্চ্চিত পবিত্র মধুবনের উদ্দেশে গমন করিলেন। ৪। ৮। ৬২

সেই নৃপাত্মজ মধুবনে গমন করিলে, মহর্ষিও রাজা উত্তানপাদের প্রাসাদে প্রবেশ করিলেন। তথায় যথোচিত পূজিত ও সৎকৃত হইয়া, রাজপ্রদত্ত সুখাসনে উপবিষ্ট হইলেন। ৪। ৮। ৬৩

অনন্তর রাজাকে কিঞ্চিৎ বিমর্ষ দেখিয়া ঋষি কহিলেন:—হে রাজন্! এমন কি ভীষণ চিন্তা আপনার উপস্থিত হইয়াছে যে, আপনার বদন অতিশয় ম্লান হইয়াছে। আপনার কামবর্গীয়, ধর্ম্মবর্গীয়, কিম্বা অর্থবর্গীয়:—কোন কার্য্য কি নিষ্ফল হইয়া গিয়াছে? ৪। ৮। ৬৪

দেবর্ষি নারদের প্রশ্নে রাজা উত্তানপাদ কহিলেন:—হে ব্রহ্মন্! (আপনাকে কি

বলিব! আমি এমন নির্দ্দয় ও স্ত্রৈণ হইয়াছি যে, আমার গুণবান্ পঞ্চবর্ষীয় শিশু কুমারের সহিত তাহার জননীকে নির্ব্বাসিত করিয়াছি। ৪। ৮। ৬৫

হে মুনে! আমার সেই অনাথ বালক বনে গিয়া, হয়তো শ্রান্ত হইয়াছে, ক্ষুধাতৃষ্ণায় মুখকমল ম্লান করিয়া শয়ন করিয়াছে। হয়তো তাহাকে হিংস্র ব্যাঘ্রাদি সংহার করিয়াছে। ৪। ৮। ৬৬

অহো! আমার দৌরাত্ম্যের কথা কি বলিব! আমি এমন অসাধু হইয়া, স্ত্রীকর্ত্তৃক বিজিত হইয়াছিলাম যে:—প্রেমের সহিত হাস্য করিতে করিতে আমার অঙ্কে বালক আরোহণ করিতে ইচ্ছা করিলে, আমি তাহাকে অনাদর করিয়াছিলাম। ৪। ৮। ৬৭

ব্যাখ্যা। শ্রীব্যাস রাজাকে অনুশোচনাকারী সাজাইয়া, তদ্বারা নারদরূপী আত্মজ্ঞানের সম্মুখে মনোভাব একে একে প্রকাশ করিতেছেন। প্রথমে বিষয়ীচিত্তের কথা হইল। উত্তানপাদরূপী বিষয়ীচিত্তের কথাতে এই বলা হইল যে,বিষয়ীর চিত্ত যখন যে মোহে বশীভূত থাকে, তখন তাহাতে মগ্ন থাকাতে, তাহার জ্ঞানের কার্য্য নিয়মিত প্রকাশ হয় না। অতএব কর্ত্তব্য স্থির না থাকাতে, পরে অনুশোচনা ও দুঃখ ভোগ করিতে হয়। এস্থলে রাজারূপী ভোগী পিতা মোহাক্রান্ত হইয়া, চিত্তকে কিরূপে চালনা করেন এবং পুত্ররূপী শিশু ধ্রুব মোহাতীত হইয়াই বা জীবনকে কত উন্নত করেন, তাহাই প্রদর্শিত হইতে চলিল।

রাজার বাক্য শ্রবণ করিয়া শ্রীনারদ কহিলেন:—হে দেব! আপনি শোক ত্যাগ করুন। হে বিশ্বপতে! অল্পকালের মধ্যেই আপনার পুত্রের যশঃ জগত আবৃত হইবে। আপনি সেই কুমারের গুপ্তপ্রভাব অবগত নহেন, সেই জন্যই বিলাপ করিতেছেন। ৪। ৮। ৬৮

লোকপালগণও যে সকল কর্ম্ম করিতে অক্ষম, আপনার পুত্র সেই সকল দুষ্কর কর্ম্ম করিয়া, ত্বরায় রাজধানীতে প্রত্যাগমন করিবে। হে প্রভো! হে রাজন্! তাহার যশঃ আপনার যশঃও বিস্তৃত হইয়া পড়িবে। ৪। ৮। ৬৯

শ্রীমৈত্রেয় কহিলেন:—হে বিদুর! সেই জগতের অধিপতি রাজা উত্তানপাদ দেবর্ষি নারদের মুখে পুত্রের সাধুসমাচার প্রাপ্ত হইয়া, এমন যে রাজলক্ষ্মী তাঁহাকেও অনাদর করিয়া সেই পুত্রকেই চিন্তা করিতে লাগিলেন। ৪। ৮। ৭০

এদিকে কুমার ধ্রুব সেই মধুবনে গমন করিয়া, অতি ভক্তিসহকারে প্রথম দিবস উপবাসী হইয়া রহিল। (পরদিবস প্রাতেঃ) সুস্নাত হইয়া, যে ভাবে নারদ উপদেশ দিয়াছিলেন, সেই ভাবে একান্তচিত্তে শ্রীহরির সেবারাধনা করিতে লাগিল। ৪। ৮। ৭১

হে বিদুর! সেই বালক একান্তনিষ্ঠ হইয়া, প্রতি দুই দিবসান্তে তৃতীয় দিবসে আপনার দেহ রক্ষার্থে বদরী বা কপিত্থ আহার করিয়া, একমাস কাল অতিযত্নে শ্রীহরির অর্চ্চনা (দ্রব্যময়ী মূর্ত্তির পূজা) করিল। ৪। ৮। ৭২

পরে দ্বিতীয় মাসে বালক (তপোবৃদ্ধি করিয়া) প্রতি পঞ্চদিবসান্তে এক দিবস শীর্ণ (বৃক্ষ পতিত) তৃণপত্রাদি আহার করিয়া, শ্রীহরির পূজা (দ্রব্যময়ী মূর্ত্তিতে বায়ু ও অগ্নির দ্বারা মানসী পূজা) একচিত্তে করিতে থাকিল। ৪। ৮। ৭৩

পরে তৃতীয় মাসে সেই কুমার প্রতি অষ্টম দিবসান্তে নবম দিবসে শুদ্ধ জলমাত্র পান করিয়া, উত্তমঃশ্লোক ভগবানকে সমাহিতচিত্তে ভাবনা করিতে লাগিল। (মন্ত্রময়ী মূর্ত্তিকে হৃদয়ে ভাবনা করিতে লাগিল। নারদোপদেশ দ্রষ্টব্য)। ৪। ৮। ৭৪

হে বিদুর! পরে সেই রাজকুমার চতুর্থ মাসে (তপোবল বৃদ্ধি করিয়া) প্রতি একাদশ দিবসান্তে দ্বাদশ দিবসে শ্বাসজয় করিয়া, বায়ুমাত্র ভক্ষণ করিয়া, সেই পরম দেবতাকে ধ্যান করিতে লাগিল। ৪। ৮। ৭৫

অনন্তর পঞ্চমমাসে সেই নৃপাত্মজ একেবারে শ্বাসজয় করিয়া, পর্ব্বতের ন্যায় অচল ভাবে একপদে দণ্ডায়মান্ থাকিয়া, সেই হরিকে ব্রহ্ম (সর্ব্বত্র ব্যাপ্ত আত্মা) রূপে ধ্যান করিতে লাগিল। ৪। ৮। ৭৬

যে মন ভূত ও ইন্দ্রিয়াদির দ্বারা সতত বিচলিত হইত, (ভূত বলিতে শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধ ইত্যাদি ভৌতিক্ গুণ।) ইন্দ্রিয় বলিতে (জ্ঞান ও কর্ম্মেন্দ্রিয়)। সেই মনকে (বায়ুর স্থিরতার সহিত স্থিরীকৃত) হৃদয়ে আকর্ষণ করিয়া, ভগবানের (পূর্ব্বোক্ত) রূপ ধ্যান করিতে করিতে (বালকের মন এমন স্থির হইল) যে, বালক আর কিছু অনুভব, বা দর্শন করিতে ভুলিয়া যাইল। ৪। ৮। ৭৭

হে বিদুর! মহদাদির আধার স্বরূপ যে প্রধান পুরুষ ঈশ্বর, তাঁহাকেই ব্রহ্ম কহে। সেই পরংব্রহ্মকে যখন সেই বালক স্থির হৃদয়ে ধারণা করিল, তখন ত্রিভুবন কম্পিত হইল। ৪।৮।৭৮

সেই ক্ষত্রিয়াত্মজ একপদে দণ্ডায়মান্ ছিল বলিয়া, তাহার পদাঙ্গুষ্ঠে পৃথিবী পীড়িতা হইয়া, হস্তী কর্ত্তৃক নদীমধ্যস্থা নৌকা যেমন পদে পদে দক্ষিণে ও বামে কম্পিত হয়; তদ্রূপ কম্পিতা হইতে লাগিলেন। ৪। ৮। ৭৯

হে বিদুর! (ধ্রুবের তপোতেজের কথা কি বলিব।) যখন রাজকুমার ধ্রুব, আপনার প্রাণদ্বার নিরোধ করিয়া, একচিত্তে সেই বিশ্বাত্মা ভগবানকে আপনাত্মাতে এক করত ধ্যান করিতে লাগিল; তখন ঐ প্রাণের সহিত সকলের সংযোগ হওয়াতে, ঐ প্রাণরোধে সকল লোকের প্রাণ রুদ্ধ হইল। সেই উৎপীড়নে সকল দেবতাই একে একে শ্রীহরির শরণ গ্রহণ করিলেন। ৪। ৮। ৮০

ব্যাখ্যা। পরে রূপকালঙ্কার দ্বারা কি ভাব বলা হইল!—না—দেহরূপ ব্রহ্মাণ্ডের মধ্যে চিত্তকে মহত্তত্ব কহে। মন, বুদ্ধি, চিত্ত ও অহঙ্কার, ইহারাই ভুতাত্মা, গুণাত্মা, সূক্ষ্মাত্মা ও বিষয়াত্মা রূপে দেহে বিরাজমান্। ঈশ্বর:—অনিরুদ্ধ, প্রদ্যুম্ন, সঙ্কর্ষণ ও বাসুদেব এই চারি শক্তিমান্ নাম ধারণ করিয়া, সূক্ষ্মদেহব্রহ্মাণ্ডে অবস্থান করিয়া, সকলের আধার ও প্রধান হইয়া, অন্তে ব্রহ্মনামধারী হইয়াছেন। ধ্রুব সেই সূর্য্যকিরণের ন্যায় নিজ দেহান্তস্থ আত্মাকে পরব্রহ্মের অংশ স্বরূপ এতক্ষণে দর্শন করিলেন। পরশ্লোকে পৃথিবীর কম্পন বলা হইল। প্রকৃত তাৎপর্য্য এই যে:—দেহকে পৃথিবী, ইন্দ্রিয়দেবতাকে লোকপাল কহে। শ্বাস জয় করিলে কিয়ৎকাল স্থূলদেহ কম্পিত হয়। তাহাকেই গজাধিষ্ঠিত নৌকার ন্যায় কম্পিত বলিয়া উপস্থিত করা হইল। পরে অশীতিশ্লোকে যে লোকপালগণের হরিশরণকথা বলা হইল, সাধারণ লোকের পক্ষে তাহা অর্থবাদ রূপে বলা হইল যে, সাধক যোগে ব্রহ্মের

সহিত আত্মাকে এক দেখিবার জন্য যখন প্রাণকে নিরোধ করে, তখন ব্রহ্মাণ্ডের অযোগী প্রাণীগণ উৎপীড়িত হইয়া "হরি রক্ষা কর, রক্ষা কর" বলিয়া সাধু হইতে থাকে। ইহাতে সাধারণের প্রবোধ হইবে। প্রকৃত তাৎপর্য্য এই যথা :—প্রাণ, অপান, সমান, উদান ও ব্যান নামক প্রয়োজনীয় পঞ্চবায়ু দেহ রক্ষা করে। উহাদের দ্বারা ইন্দ্রিয়দেবতারা ইন্দ্রিয়কে কর্ম্মে নিরত করিতে পারে। বায়ুর সহযোগে চৈতন্যশক্তির যে সর্ব্বপালনী ক্রিয়া হৃদয়ে হয়, অর্থাৎ যাহার তেজেঃ শ্বাস ও প্রশ্বাস হয়। সেই বায়ু ক্রমে সমাধিতে কম্পিত হইতে হইতে নিশ্চল হয়। নিশ্চল সরোবরের স্বচ্ছ বারিতে প্রতিবিম্বিত চন্দ্রকে দেখিয়া যেমন দ্রষ্টা আকাশের চন্দ্র অনুভব করিতে পারে, তদ্রূপ প্রাণাদির ক্রিয়া নিশ্চল হইলে, মন হৃদয়সরোবরে প্রতিবিম্বিত আত্মাকে ব্রহ্মের বিম্বমাত্র বলিয়া বোধ করতঃ, ব্রহ্ম ও আত্মাতে অভেদ ইহা অনুভব করে। এই ব্রহ্মানন্দাবস্থায় মন আনন্দময় হইলে, ইন্দ্রিয়দেবতারাও ক্রমে সেই শ্রীহরিরূপী আত্মার শরণাপন্ন হইয়া যায়। অর্থাৎ সমাধির অন্তে সাধক আর কর্ম্মে মুগ্ধ হয় না।

এক্ষণে পৌরাণিক্ রূপকের নিয়মে ঐ দেবতাগণ যেন ভিন্ন দেবতা এবং হরিকে যেন ভিন্ন বিভুরূপে সাজাইয়া, শ্রীব্যাস সাধনানন্দ অবস্থাক্রমে বলিতে আরম্ভ করিলেন।

হে বিদুর! লোকপতি দেবতাগণ শ্রীহরির সাক্ষাৎ পাইয়া কহিলেন :—হে ভগবন্! আপনি ত্রিভুবনের সমস্ত প্রাণিশরীরের আত্মা হইতেছেন। দেখুন! হঠাৎ এই চরাচরের (দেহপক্ষে :—বায়ু, অগ্নি ও চৈতন্যাদি চর ও মাংসাস্থি প্রভৃতি অচর) শ্বাসরোধ হইয়াছে, ইহার কারণ কিছু আমরা জানি না। আপনি শরণাগতের বন্ধু, আমরা আপনার শরণ প্রাপ্ত হইলাম। যাহাতে উপস্থিত বিপদ হইতে আমরা রক্ষা পাই, তাহা করুন। দেবগণের কথা শুনিয়া শ্রীভগবান কহিলেন :—হে দেবগণ! আপনারা ভীত হইবেন না। মহারাজ উত্তানপাদের পুত্র আমাতে আত্মরক্ষা করিয়া, প্রাণনিরোধ করতঃ, দুষ্কর তপস্যা করিতেছে। সেই বালকের প্রাণরোধহেতু সকলের প্রাণ রুদ্ধ হইয়াছে। আমি সত্বরেই তাহাকে তপস্যা হইতে নিবৃত্ত করিতেছি। আপনারা স্ব স্ব স্থানে সুখে গমন করুন।৪।৮।৮১।৮২

ইতি শ্রীভাগবতে চতুর্থস্কন্ধে অষ্টমাধ্যায়ে উপেন্দ্রকৃতানুবাদ সমাপ্ত।

ব্যাখ্যা। ইন্দ্রিয়শক্তিগণকে ইন্দ্রিয়দেবতারূপে বলা হইয়াছে। সমাধিতে ঐ সকল ইন্দ্রিয় শক্তিকে মনের সহিত প্রাণে নিরোধ করিলে ব্রহ্মৈক্য হয়। ইন্দ্রিয়সমূহই অনুভবকর্ত্তা। মন অনুভাবক। মন হৃদয়ে ব্রহ্মৈক্য ভাব বোধ করিবার মাত্রেই, ইন্দ্রিয়গণ বাহে তাহাই বোধ করিল, ইহাই হরির নিকটে দেবতাগণের শরণ। বিপদ বলিবার তাৎপর্য্য এই যে :—ইন্দ্রিয়গণ কর্ম্মপর, কর্ম্মরোধে নিষ্ক্রিয়ত্বই তাহাদের বিপদ। পরে কথার সৌষ্টবার্থে ভগবানের সাক্ষাৎ ও ভগবানকর্ত্তৃক স্বস্থানে গমনের কথা বলা হইল মাত্র। পরে ব্রহ্মৈক্য ভাব স্থায়ী হইলে, সেই সিদ্ধভক্ত কি প্রসাদ লাভ করেন; তাহাই ঈশ্বর ও ধ্রুবের কথোপকথনদ্বারা উপাখ্যানচাতুর্য্য পৌরাণিক্ নিয়মে প্রকাশ হইতে চলিল।

ইতি শ্রীভাগবতে চতুর্থস্কন্ধে অষ্টমাধ্যায়ে উপেন্দ্রকৃতাধ্যাত্মব্যাখ্যা সমাপ্ত।

অথ নবম অধ্যায়।

অনন্তর শ্রীমৈত্রেয় বিদুরকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন :—বৎস! শ্রবণ কর। দেবগণ ভগবানের অভয়বাক্যে নির্ভীক্ হইয়া আপন আপন স্বর্গীয় স্থানে গমন করিলেন। ভগবান সহস্রশিরোধারী অনন্তদেব, গরুড়ের উপরে আরোহণ করিয়া, ভৃত্যকে দেখিবার জন্য সেই পরম আনন্দময় মধুবনে গমন করিলেন। ৪। ৯। ১

এদিকে রাজকুমার ধ্রুব পরম যোগবিপক্কা বুদ্ধিতে, যে বিদ্যুতের ন্যায় উজ্জ্বল মূর্ত্তি হৃদয়পদ্মে দেখিতেছিল, হটাৎ সে প্রভা তিরোহিত হওয়াতে যেমন বাহ্যদেশে নয়নের দৃষ্টি বিস্তার করিল, অমনি সেই গরুড়োপরিস্থ মদনমোহন মূর্ত্তি বাহিরে দেখিতে পাইল। ৪। ৯। ২

ব্যাখ্যা। এই অধ্যায়ে হরিকে স্তব করিয়া ধ্রুব যে ভাবে বর লাভ করেন, এবং বর লাভান্তে পুনরায় পিতৃদত্ত রাজ্য যে ভাবে গ্রহণ করেন; তাহাই বর্ণিত হইবে।

এই উভয় শ্লোকে সমাধির পরে সিদ্ধসাধকের বাহ্যজ্ঞান উপস্থিত হইলে, অন্তরে কি ভাব উপস্থিত হয়, তাহাই এই উভয় শ্লোকে প্রকাশ হইল। ইন্দ্রিয়গণ দেহের যথাস্থানে সচেতন না হইলে, বাহ্যচৈতন্য হয় না। যেমন ভয়ে বা কোন কারণবশতঃ অচেতন লোককে চেতন করিতে হইলে;—বার্য্যাদির বা শব্দাদির দ্বারা বাহেন্দ্রিয়কে সক্রিয় করিতে হয়। তদ্রূপ সাধক ইন্দ্রিয়গণকে যখন বাহ্য অনুভব করাইল, স্বভাবতঃ মনও তখন স্থিরহৃদয় হইতে উঠিয়া, সেই সংযত ইন্দ্রিয়সমূহের অনুভাবক হইল। যেক্ষণে মন হৃদয় হইতে বাহ্যে আকর্ষিত হইল, তখন কি ভাবে সমাধিদৃষ্ট আত্মার বিম্ব দর্শনে মন ভুলিয়া যায়, তা[illegible] উপমাস্বরূপই বিদ্যুতের প্রভা বলা হইল। পরে সংযত ইন্দ্রিয়াদি বাহ্যে ব্যাপ্ত হইলে, মন তখন মায়াবিষয় হইতে জ্ঞানবিষয়ীভূত হইয়াছিল বলিয়া, প্রেমের স্থায়ীভাবে এমন মগ্ন হইল যে, বাহিরেও সেই সর্ব্বান্তর্যামী আত্মাকে দেখিতে পাইল। ঐ সর্ব্বান্তর্যামী আত্মাই গরুড় নামক চৈতন্যান্তর্গত ভগবান বিষ্ণু বলিয়া পুরাণে কল্পিত, বুঝিতে হইবে। পরে বাহ্যানুভবে ইন্দ্রিয়সমূহ কি করে, তাহাই ধ্রুবের কার্য্যদ্বারা শ্রীব্যাসদেব প্রকাশ করিতেছেন।

(অনন্তর ধ্রুব ভগবানকে বাহিরে অবলোকন করিয়া) একেবারে প্রেমে আকুল হইয়া, সম্মান করিবার জন্য বিস্মিতভাবে, প্রথমে ভূমিতে লুণ্ঠিত হইয়া প্রণাম করিল। করজোড়ে বন্দনা করিল। যুগল আঁখিদৃষ্টিতে দেখিতে দেখিতে যেন ভগবানের প্রেমমূর্ত্তি পান করিল। বদন দ্বারা ভগবানের চরণযুগল চুম্বন করিল। ৪। ৯। ৩

হে বিদুর! অনন্তর সেই বালক ধ্রুব, (সেই প্রণত অবস্থায়) ভগবানের স্তব করিতে-ইচ্ছা করিয়া কৃতাঞ্জলি হইল, কিন্তু ভাবা শিক্ষা না করাহেতু বিস্মিত হইয়া রহিল। সর্ব্ব-

প্রাণীর অন্তর্যামী ভগবান ইহা বুঝিতে পারিয়া কৃপা করিয়া আপনার সর্ব্ববেদময় শঙ্খকে বালকের কপোলে স্পৃষ্ট করিলেন। ৪। ৯। ৪

ধ্রুব ইতিপূর্ব্বে জীব ও ঈশ্বরের সম্বন্ধ নির্ণয় করিতে (নিজ তপস্যায় শিখিয়াছিল।) এক্ষণে ভগবানের বাক্‌শক্তি তাহাতে প্রতিপাদিত হইলে, বালক সেই বেদোময় বাক্যে অতি ভক্তিভরে এবং ধৈর্য্য সহকারে সেই পরমাত্মাকে স্তব এমন ভাবে করিল, যাহাতে অবশেষে তাহার চিরবিখ্যাত ধ্রুবলোক লাভ হইল। ৪। ৯। ৫

ব্যাখ্যা। দার্শনিকেরা কহেন যে:—যাঁহারা মানবজন্মের পরিপূর্ণতা লাভ তপস্যাতে করেন, পূর্ব্বে কোন ভাষা না জানিলেও স্বভাবতঃ তাঁহাদের দেবভাষা প্রকাশিত হইয়া পড়ে। সেই ভাষাকে দৈববাণী কহে। এই জন্য ঐ ভাষাকে ঈশ্বরের ভাষা বা অনুগ্রহ কহে। আমাদের বেদাদি শ্রুতিশাস্ত্রের নিত্য অংশসমূহ স্বভাবতঃ ঐ ভাষাতে প্রকাশ হইয়াছিল।

এই ভাবটীকে পৌরাণিকে ধ্রুবের পক্ষে শংখস্পর্শ বলিয়া জানাইল। শংখ জ্ঞান, শক্তি বা বেদবাণী স্বরূপ, ঈশ্বর পরমসাধক ধ্রুবেরে অন্তরে স্তবার্থ ভাষা প্রবেশ করাইয়া দিলেন। স্তব বলিবার তাৎপর্য্য এই যে:—স্তব বলিতে মহিমা বর্ণনা করা। সিদ্ধ ব্যক্তি যখন ঈশ্বরে আত্মসমর্পণ করিয়া ফেলেন, তখন তাঁহার অন্তর হইতে কেবল প্রভুর মহিমা ভিন্ন কিছুই স্ফুরিত হয় না। ইন্দ্রিয়াদি ঐ মহিমা বর্ণনকালে, মহিমামধ্যগত ভাবকে যে বাক্যে বাহে প্রকাশ করে, তাহারই প্রকৃত নাম স্তব হইতেছে।

হে বিদুর! ধ্রুব ভাষাজ্ঞান প্রাপ্ত হইয়া, নিজ অন্তরের ভাবে উন্মত্ত হইয়া, সেই ভগবানকে কৃতাঞ্জলিপুটে কহিল:—যিনি আমার অন্তরে থাকিয়া, আপন চৈতন্যদ্বারা আমার দেহভুবনের সমস্ত শক্তি ধারণ করেন; এবং হস্ত, চরণ, শ্রবণ, ত্বগাদি ও প্রাণ-বাক্যাদিকে সতত সঞ্জীবিত রাখেন, সেই অন্তর্যামী ভগবান আপনিই হইতেছেন, অতএব আপনাকে নমস্কার। ৪।৯।৬

হে ভগবন্! এই যে মায়া ইহা আপনার শক্তিবিশেষ। সেই মায়াসহযোগে সত্ত্বাদি গুণের সমাবেশ করিয়া, আপনিই অসীম মহদাদি পদার্থের সৃষ্টি করিয়াছেন। সেই পদার্থ ও শক্তিতে প্রস্তুত অসৎ গুণধারী ইন্দ্রিয়াদির মধ্যে, আপনিই তাহাদের দেবতারূপে প্রবিষ্ট থাকেন। এই ভাবে বহু পদার্থে প্রবিষ্ট থাকিয়া, ভিন্ন কাষ্ঠস্থ অগ্নির ন্যায় বহুরূপে আপনিই বিভাষিত হইতেছেন। ৪।৯।৭

হে ভগবন্! অধিক কি বলিব, আপনার একান্ত আশ্রিত যে ব্রহ্মা; তিনিও সুপ্তোত্থিতের ন্যায় আপনার দত্ত জ্ঞান প্রাপ্ত হইয়া, অবশেষে এই বিশ্ব দর্শন করেন। এমন একমাত্র মুমুক্ষুগণের শরণস্থানরূপী যে আপনার যুগলচরণমূল ইহার মহিমা সদা সর্ব্বদা ভোগ করিয়াও, যাহারা আপনাকে বিস্মৃত হয়, তাহাদের ন্যায় কৃতঘ্ন আর কে আছে!! ৪।৯।৮

হে ভগবন্! এই জন্মমরণবিমুক্তকারী যে আপনি, আপনার নিকট যাহারা কামাদির জন্য ইচ্ছা করে, তাহারা সত্যসত্যই আপনার ন্যায় কল্পতরুকে পূজা করিয়া, যে সুখের স্পর্শে হঠাৎ নরকেও যাইতে পারে, সেই সামান্য ভোগসুখ প্রার্থনা করে। ৪। ৯। ৯

ব্যাখ্যা। ধ্রুবের মনে প্রথমে রাজ্যসুখের ইচ্ছা ছিল। অর্থাৎ অভুক্তবিষয়ী সাধক স্বভাবতঃই বিষয়ভোগের ইচ্ছা করে, পরে আত্মজ্ঞান প্রাপ্ত হইলে, তাহার পক্ষে বিষয়-ভোগ তুচ্ছ হয়। সেই সময়ে তাহার দৃঢ় বৈরাগ্য মনে উদয় হইলে, সে বিমুক্তিও প্রাপ্ত হইতে পারে। এই জন্যই ঈশ্বরকে এস্থলে কল্পতরু রূপে সাজাইয়া শ্রীব্যাস বলিতেছেন যে:—শিশু সাধক অভুক্ত হইয়া ভোগের জন্য তপস্যা করিলেও, যখন তাহার অন্তরে আত্মজ্ঞান উপস্থিত হইল, তখন সে স্বভাবতঃই ভোগকে তুচ্ছ ও বৈরাগ্যকে শ্রেষ্ঠ বলিয়া বুঝিতে পারিল। ঈশ্বরও সে ভক্তকে বিমুক্তি দান করিলেন।

হে নাথ! দেহভার প্রাপ্ত হইয়া নিবৃত্তচিত্তে আপনার পাদপদ্মের ধ্যানে ও আপনার ভক্তজনমহিমা শ্রবণে মানব যে আনন্দলাভ করিতে পারে, সে আনন্দ কখনই আপনার ব্রহ্মমূর্ত্তিতে নিমগ্ন মুক্তব্যক্তি বোধ করিতে পারে না!! অতএব যাহাদের জন্য কাল অসি হস্তে ভ্রমণ করিয়া, পুণ্যভোগশূন্য হইলেই ছেদন করতঃ (কর্ম্মভূমে) নিক্ষেপ করিতেছেন; তাহারা কিরূপে সে আনন্দ ভোগ করিতে পারিবে? ৪। ৯ ১০

ব্যাখ্যা। এই শ্লোকে ভক্তদেহীর সহিত স্বর্গীয় ও মুক্ত সাধুগণের তুলনা করা হইতেছে। দার্শনিকেরা কহেন এবং পূর্ব্বশ্লোকে মীমাংসিত আছে যে:—শুদ্ধ ও পবিত্র হইতে পারিলে, আত্মজ্ঞান স্বভাবতঃ প্রকাশ হয়; সেই জ্ঞানবলে ও কর্ম্মক্ষয়ে জীব স্বভাবতঃই মুক্ত হইতে পারে। অতএব মুক্ত হইবার চেষ্টা করা অপেক্ষা এই জন্মের লভ্য দেহে ইন্দ্রিয়াদির সহিত সেবানন্দ যদি সাধক ভোগ করে, তাহা হইলে আনন্দ চিরস্থায়ী ও অনুপম হয়। কারণ স্বর্গভোগ কালক্রমে নাশ হয়। মুক্ত ব্যক্তিও ইহদেহশূন্যত্ব হেতু অনুভবে অক্ষম। যদিও মুক্তিই সকলের চরম লাভ বটে। কিন্তু ঈশ্বরদত্ত এই দেহকে লইয়া কিছুকাল ভোগ করা সর্ব্বতোভাবেই উচিত। সেই পবিত্র ভোগকেই শাস্ত্রে ভক্তি-মার্গ কহে।

হে অনন্ত! যে সকল সাধুগণের পবিত্রচিত্ত হইতে ভক্তি সতত আপনাতেই প্রবাহিত হইতেছে; আপনি এই উপায় করুন, যেন আমার সেই সকল সাধুসঙ্গ হয়। তাঁহাদের সঙ্গ লাভ হইলে, আমি বহুবিপদ্‌যুক্ত এই যে ভবসাগর, আপনার কথামৃতপানে উন্মত্ত হইয়া, স্বচ্ছন্দে উত্তীর্ণ হইতে পারিব। ৪। ৯। ১১

হে অব্জনাভ! আপনার পাদপদ্মের সৌরভের সেবার্থে যাঁহাদের চিত্ত লুব্ধ হইয়াছে, যাঁহারা সদা সর্ব্বদা আপনার প্রসঙ্গই কীর্ত্তন করেন; তাঁহারা এমন যে পুত্র, বন্ধু, গৃহ, ধন, স্ত্রী প্রভৃতি ইহাপেক্ষা প্রিয় যে শরীর তাহাকেও বিস্মৃত হইয়া যান। ৪। ৯। ১২

ব্যাখ্যা। এই উভয় শ্লোকে নবধা ভক্তির অন্তর্গত শ্রবণ ও কীর্ত্তনাত্মিকা ভক্তির উৎকর্ষ বলা হইতেছে। যেমন যোগাদির দ্বারা শরীরকে পবিত্র করিলে স্বভাবতঃ আত্মজ্ঞান উপস্থিত হয়। আত্মজ্ঞান উপস্থিত হইলেই; শরীরের অভিমান ও মায়ামোহাদি নিবর্ত্তিত হইয়া যায়। উহা নিবর্ত্তনে আত্মজ্ঞানীর কর্ম্মক্ষয়হেতু মুক্তি উপস্থিত হয়। এই জন্য যোগীর

আর এই দেহে ব্রহ্মানন্দ ভোগ অসম্ভব। এই জন্য ভক্তিমীমাংসক ঋষিগণ কহেন; যখন মনের পবিত্রতা সাধনই ভক্তিযোগের উদ্দেশ্য; এবং ইন্দ্রিয়গণের স্বচ্ছন্দতা লাভই বাহ্যযোগের উদ্দেশ্য; তখন এই দেহের স্বচ্ছন্দতা লাভসহকারে যাহাতে মন পবিত্র হয়, এমন উপায় অবশ্যই বাহ্যযোগাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বলিতে হইবে। এই জন্য ঋষিগণ সাধকের পক্ষে ভক্তিযোগ ও জ্ঞানযোগ উভয়বিধ উপায় নির্দ্ধারণ করিয়াছেন। তন্মধ্যে জ্ঞানযোগে একেবারে আত্মদর্শন হইলেই মুক্তি হয়।

হে পরমেশ্বর! হে অজ! এই যে জন্তু, পক্ষী, সরীসৃপাদি প্রাণী, পর্ব্বতাদি, দেবদৈত্যমানবাদি এবং সৎ, অসৎ ও মহদাদি পরিবেষ্টিত আপনার যে বিরাট্‌রূপ, ইহাই আমি দেখিতেছি। ইহার পর যে সূক্ষ্ম ঈশ্বররূপ, তাহা এবং বাঙ্মানসাগোচর যে ব্রহ্মরূপ, তাহা বুঝিতে পারিতেছি না। ৪। ৯। ১৩

ব্যাখ্যা। ধ্রুব সমাধির পরে বাহ্যে যে রূপ দেখিতেছিলেন, সেই গরুড়বাহন বিষ্ণুকে এক্ষণে বিশদ ভাবে বুঝাইতেছেন। অর্থাৎ আমি অন্তরে যেরূপ দেখিয়াছিলাম, এরূপ তাহা নহে। ক্ষুদ্র ও অতি বৃহৎ যে পরম তেজঃ অন্তরে মন্ত্রমূর্ত্তিতে দেখিয়াছিলাম, সেই ক্ষুদ্ররূপী আত্মা ও পরম বৃহৎ রূপী ব্রহ্মরূপ, বাহ্যে দেখিতে পাইতেছি না। এটি তৃতীয় রূপ:— বৃক্ষ, জন্তু, পক্ষী, দেব, দৈত্য ও মানবাদি কারণ ও কার্য্য শক্তিস্থ ঈশ্বররূপী সূক্ষ্মসৎপদার্থসমূহে এবং অসৎ, মায়া, অহঙ্কার ও মহত্তত্ত্বরূপী কারণসৃষ্টিতে মণ্ডিত বিস্তৃত বিরাট্‌রূপ দেখিতেছি। ইহাতে বলা হইল যে, ভক্তির পরিপাকে বাহ্যে ও অন্তরে ভক্ত সকলই ঈশ্বরময় দেখে। এই নিয়মে ধ্রুব বাহ্যে বিরাট্ পুরুষরূপে ঈশ্বরকে অনুভব করিয়া, ঈশ্বর অর্থাৎ শক্তিমান্ আত্মা ও সর্ব্বশক্তিমান্ ব্রহ্মকেও বাহ্যে অনুভব করিতে ইচ্ছা করিতেছেন। একবার অনুভব করিয়াছেন, বলিয়া সেই আনন্দ বাহ্যচৈতন্যেও ভোগ করিতে চাহিতেছেন। ইহাই ভক্তের লাভ।

হে বিদুর! অনন্তর সেই নৃপকুমার ধ্রুব ভগবানের ঈশ্বর ও ব্রহ্মস্বরূপ ধ্যান পুনরায় ঈশ্বরানুকম্পায় অনুভব করিয়া ঈশ্বররূপের স্তব এই ভাবে করিল:—

হে অনন্তসখে! এই রূপে আপনি অনন্তের অঙ্কে শয়ন করিয়া, কল্পান্ত পর্য্যন্ত এই অখিল ব্রহ্মাণ্ডকে উদরে ধারণ করিয়া, যোগনিদ্রাভিভূত থাকেন। আপনার এই রূপের নাভিসাগর হইতে সুবর্ণময় লোকপদ্ম প্রকাশ হইলে, তাহার গর্ভেই ব্রহ্মার প্রকাশ হয়। অতএব আপনার এই মূর্ত্তিকে আমি প্রণাম করি। ৪। ৯। ১৪

হে প্রভো! আপনার এই রূপ নিত্যমুক্ত, পরিশুদ্ধ, বিবুদ্ধ, চৈতন্যময়, অবিকারী, আদিপুরুষ, ভগবান এবং ত্রিগুণাধীশ হইতেছে। জীবের পক্ষে সমস্তই বিপরীত দেখিয়া, আপনি তাহার বুদ্ধির মধ্যে, আপনার চিৎশক্তি স্থাপন করিয়া, দ্রষ্টারূপে জীবান্তরে থাকিয়া, পালনকর্ত্তা বিষ্ণুরূপে বর্ত্তমান আছেন। ৪। ৯। ১৫

হে ভগবন্! চিরপ্রসিদ্ধ নিয়মানুসারে এই বিদ্যা ও অবিদ্যাদি বিবিধা শক্তি বিরুদ্ধাগতিতে দিবারাত্র ভ্রমণ করিতে করিতে অন্তে যাহাতে পতিত এবং কালক্রমে যাহা হইতে

উদ্ভূত হইতেছে; সেই অনাদি, আদি, অনন্ত ও একস্বরূপ যিনি বিশ্বকারণ, যিনি অবিকারী ও অনন্তমাত্র হইতেছেন, আপনার সেই ব্রহ্মরূপকে আমি প্রণাম করি। ৪। ৯। ১৬

ব্যাখ্যা। বিদ্যা ও অবিদ্যা বলিতে সৃষ্টি ও সংহারাত্মিকা মায়া ও চৈতন্যাদি বিবিধা শক্তি। বিরুদ্ধাগতি বলিতে সৃজন ও ক্ষয়কার্য্যাদি করিতে থাকা। দিবারাত্র বলিতে কল্লান্ত ও সৃষ্টি। অর্থাৎ সকল শক্তিই বিশ্বের কারণ; কেবল আত্মাই উহার সত্ত্বা। সমস্ত শক্তি ও সত্ত্বা অন্তে যখন মিলিত হয় ও পূর্ব্বে যখন মিলিত ছিল; সেই মিলনাবস্থাটাই ব্রহ্মরূপ। উহাই এক ও অনন্ত; আদি ও অনাদি, অবিকারী এবং একভাবে অবস্থিত আনন্দের স্বরূপ। সেই সর্ব্বকারণ ব্রহ্মরূপকে ধ্রুব ধ্যান করিতেছেন।

হে পুরুষার্থমূর্ত্তে! যাহারা সম্পদের অভিলাষ না রাখিয়া, আপনার পাদপদ্ম নিষ্কাম ভাবে ভজনা করে, তাহারাই যথার্থ পরমার্থ ফল প্রাপ্ত হয়!! কিন্তু হে ভগবন্! আপনি এমন দয়ালু যে:— যাহারা (আমাদের ন্যায়) সকাম দীনব্যক্তি, তাহাদেরও আপনি:— গাভী কর্ত্তৃক বৎস রক্ষণের ন্যায় সতত অনুগ্রহ করিয়া, সকল বিপদ হইতে রক্ষা করেন। ৪। ৯। ১৭

পূর্ব্বকথা সমাপ্ত করিয়া, শ্রীমৈত্রেয় বিদুরকে কহিলেন—হে বিদুর! ভগবান সেই সাধু-সঙ্কল্পশীল ধীমান্ বালকের দ্বারা স্তুত হইয়া ভক্তবৎসলহৃদয়বশতঃ ধ্রুবকে সমাদর করিয়া, এই সকল কথা বলিতে আরম্ভ করিলেন। ৪। ৯। ১৮

প্রীতভাবে ভগবান ধ্রুবকে কহিলেন:—হে ক্ষত্রিয়বালক! আমি তোমার হৃদয়ের সঙ্কল্প বুঝিতে পারিয়াছি। হে সুব্রত! যাহা সকলের পক্ষে দুষ্প্রাপ্য; হে ভদ্র! আমি তোমাকে সেই পদ প্রদান করিব। ৪। ৯। ১৯

হে ভদ্র! যে স্থান অতি উজ্জ্বল; যথায় কেহ কখন অধিষ্ঠিত হইতে পারে নাই; ধান্যাদি পেষণার্থ যেমন গোসংযোজনা চক্রমধ্যস্থ মেধীস্তম্ভকে আশ্রয় করে; তদ্রূপ যে স্থানকে আশ্রয় করিয়া সূর্য্যচন্দ্রাদি গ্রহনক্ষত্রতারকাদি সমস্ত জ্যোতিশ্চক্র ঘূর্ণিত হয়; কল্লান্তে সমস্ত দেবলোকাদি সমন্বিত ব্রহ্মাণ্ডের লয় হইলেও যাহা অবিনশ্বরভাবে অবস্থিত থাকে, তাহাকেই ধ্রুবলোক কহে। ৪। ৯। ২০

ধর্ম্ম, অগ্নি, কশ্যপ, ইন্দ্র, উচ্চতম নক্ষত্রগণ এবং সপ্তর্ষিমণ্ডল প্রভৃতিও আপনাপন তারকাগণের সহিত সেই স্থানকে আশ্রয় করিয়া সতত ভ্রমণ করিয়া থাকে। ৪। ৯। ২১

হে ধ্রুব! তোমার পিতা তোমাকে পৃথিবী রাজ্য দান করিয়া বনে গমন করিলে, তুমি ধর্ম্মাশ্রয় করিয়া, জিতেন্দ্রিয় হইয়া, ষট্‌ত্রিংশৎ সহস্রবর্ষযাবৎ এই রাজ্য পালন করিবে। ঐ সময়ের মধ্যে ভ্রাতা উত্তম মৃগয়ায় গমন করিয়া মৃত হইলে, তোমার বিমাতা পুত্রকে অন্বেষণ করিতে গমন করিলে, তিনিও দাবাগ্নিতে দগ্ধ হইবেন। তুমি একা রাজ্যেশ্বর হইয়া বহু দক্ষিণা সহকারে বহুযজ্ঞে যজ্ঞহৃদয়রূপী যে আমি, সেই আমাকে যজন করিতে করিতে এই বিষয়-ভোগ সমাপ্ত করিয়া, অন্তে পরমার্থফললাভের জন্য আমাকে স্মরণ করিবে। ৪। ৯। ২২। ২৩। ২৪

তখন আমি তোমাকে ঐ ঋষিমণ্ডল হইতে উচ্চ, সর্ব্বলোকের নমস্কৃত, ধ্রুবনামে আমার

অনুগ্রহস্থান, যে স্থানে গমন করিলে প্রলয়াস্তেও যোগীকে আর প্রত্যাবর্ত্তন করিতে হয় না, (সেই লোক দান করিব)। তুমি তথায় গমন করিবে। ৪। ৯। ২৫

ব্যাখ্যা। এই ভগবানের উক্তিতে ভক্তের পক্ষে ভোগ ও নির্ব্বাণ অনায়াসলভ্য, ইহাই বুঝান হইল। জ্ঞানযোগী কেবল একমাত্র নির্ব্বাণের অধিকারী, কিন্তু ভক্তযোগী ভোগ করিয়া অনায়াসে ভক্তিযোগসহকারে হৃদয়বিশুদ্ধি হেতু, আত্মাতে নিরত হইয়া, মায়া হইতে এমন অতীত হয় যে, তাহার পক্ষে ধ্রুবাবস্থার ন্যায় নির্ব্বাণ অনায়াসে লাভ হয়। যে ধ্রুবলোকের কথা হইল, তাহার তাৎপর্য্য এই ;—ধ্রুব বলিতে নিশ্চয়াত্মক। এই জ্যোতির্ম্মণ্ডলে ধর্ম্ম, অগ্নি, কশ্যপ, ইন্দ্র, সপ্তর্ষিমণ্ডল, কালপুরুষ প্রভৃতি নানা নক্ষত্রমণ্ডল আছে। ঐ প্রত্যেক নক্ষত্রমণ্ডল বহু বহু জ্যোতিষ্কের সহযোগে কল্পিত। ঐ জ্যোতিষ্কসমূহকে তারকা কহে। চন্দ্র সূর্য্যাদিকে গ্রহ কহে। ঐ গ্রহ, তারকা ও নক্ষত্রাদির গতি স্থির করিবার জন্য এক অচল ও অতি উচ্চ উত্তরদিকস্থায়ী নক্ষত্রকে জ্যোতিষ্কে লক্ষ্য করে; সেই স্থায়ী নক্ষত্রকে ধ্রুব কহে। ভক্তির পুরস্কার স্বরূপ নির্ব্বাণ তো হয়ই। শিশু অবস্থা হইতে যাহারা ঈশ্বরপরায়ণ হয়, তাহাদের মুক্তি ধ্রুবনক্ষত্রের ন্যায় নিশ্চয়াত্মক এবং কল্পান্তস্থায়ী। কিন্তু সাধারণ লোকের স্মরণার্থে ঐ ধ্রুবলোকই ধ্রুবের মুক্তিস্থান বলিয়া, রূপক করা হইল।

পূর্ব্বকথা সমাপন করিয়া শ্রীমৈত্রেয় বিদুরকে কহিলেন ;—হে বিদুর! ভগবান গরুড়ধ্বজ ; এইরূপে নৃপাত্মজকর্ত্তৃক স্তুত ও পূজিত হইয়া, তাহাকে আত্মপদ দেখাইয়া ও তৎপদলাভের জন্য উপদেশ দিয়া, নিজধামে সুখে তিরোহিত হইলেন। ৪। ৯। ২৬

অনন্তর সেই পরম সাধু বালক, ভগবান বিষ্ণুর পদসেবা করিয়া, আপনার পূর্ব্বসঙ্কল্পানুসারে ভোগ ও নির্ব্বাণ প্রাপ্ত হইয়াও, আপনাকে কৃতকৃতার্থ না ভাবিয়া, বহুবিধ দুঃখ করিতে লাগিল। ৪। ৯। ২৭

মৈত্রেয় দেবের কথা শুনিয়া শ্রীবিদুর কহিলেন ;—হে প্রভো! ভগবানের যে পদ মায়াবী জনের পক্ষে অত্যন্ত দুর্ল্লভ; (সকামী বালক) এই জন্মেই সেই হরিচরণ সেবা করিয়া, তাহা লাভ করিয়াছে! সেই বালক পুরুষার্থবিৎ হইয়াও, এমন লাভে আপনার মনে আপনাকে অকৃতার্থ ভাবিল কেন? ৪। ৯। ২৮

শ্রীমৈত্রেয় কহিলেন ;—হে বৎস! ধ্রুবের অন্তরে প্রথমে বিমাতার বাক্যবাণ বিদ্ধ হইয়াছিল। সেই ক্ষোভ তাহার স্মৃতিতে থাকাতে প্রথমে সে মুক্তিপতির নিকটে মুক্তি ইচ্ছা করে নাই বলিয়া, পশ্চাতে অনুতাপ করিতে লাগিল। ৪। ৯। ২৯

হে বিদুর! মহাত্মা ধ্রুব এইরূপে পরিতাপ করিতে করিতে বলিল ;—হায়, হায়! আমি কি করিলাম, শত শত জন্ম সমাধি করিয়াও সনকসনন্দাদি ঊর্দ্ধরেতা ঋষিগণ ভগবানের যে পদ লাভ করিয়াছিলেন! আমি এমন পাষণ্ড ও বিষয়মতিমান্ যে, এক জন্মের ছয়মাস মাত্র চেষ্টা করিয়া, সেই ভগবানের চরণচ্ছায়া প্রাপ্ত হইয়াও হেলায় ত্যাগ করিলাম। ৪। ৯। ৩০

অহো! আমি কি করিলাম, আমার ন্যায় জ্ঞানশূন্য ও মন্দভাগ্য আর কে আছে! যাঁহার

পদের (পদকল্পতরুর) কৃপায়, এই অশেষ সংসারযন্ত্রণার নাশ হইয়া, (পরমমুক্তি) লাভ হয়, সেই (কল্পতরুর) মূল প্রাপ্ত হইয়া, আমি ক্ষণস্থায়ী বিষয়ভোগ প্রার্থনা করিলাম। ৪। ৯। ৩১

আমার বোধ হয়, (ভগবান আমাকে অতি উচ্চ মুক্তিপদবী দান করাতে) অবমানিত দেবগণ আমার বিভূতিতে ক্ষুব্ধ হইয়া, আমার মতিকে দূষিত করিয়াছেন। তাহা না হইলে! আমি কেন মহর্ষি নারদের উপদেশান্তর্গত অর্থ বুঝিতে পারিলাম না। অতএব আমার ন্যায় অসাধু আর কে আছে! ৪। ৯। ৩২

হায়! হায়! (ভগবানের কৃপা লাভ দূরে থাকুক!) ভগবানের মায়াকে আশ্রয় করিয়া (জ্ঞানকে নিদ্রিত রাখিয়া) নিদ্রিত ব্যক্তির ন্যায় ভেদদ্রষ্টা হইয়া, এমন অসাধু হইলাম যে;— ভ্রাতাকে শত্রু ভাবিয়া হৃদয়ে ব্যথিত হইলাম। ৪। ৯। ৩৩

অহো! জগতের আত্মাস্বরূপ ভগবানকে প্রসাদিত করা দুষ্কর হইলেও আমি তপস্যা দ্বারা তাহা সাধনে সক্ষম হইয়া, এই সামান্য বিষয়ভোগ প্রার্থনা করিলাম; হায়! হায়! কি হইল! যেমন মৃতপ্রাণীর চিকিৎসা বৃথা; তদ্রূপ আমারও তপস্যা বৃথা হইল! ৪। ৯। ৩৪

হায়! হায়! আমার ন্যায় ভাগ্যবর্জ্জিত আর কে আছে! যেমন হীনপুণ্য দরিদ্র ব্যক্তি চক্রবর্ত্তীর নিকটেও সামান্য তণ্ডুলকণা ভিক্ষা করে, তদ্রূপ যাঁহার ক্ষমতায় ভবযন্ত্রণা নাশ হয়, আমি তাঁহার নিকট ভবযন্ত্রণাই ভিক্ষা করিলাম! যিনি ইচ্ছামাত্রে আত্মপদবী দান করিতে পারেন, তাঁহার নিকট আমি (পৃথিবীর আধিপত্যের জন্য) সম্মান ভিক্ষা করিলাম। এতদ্বর্ণনান্তে শ্রীমৈত্রেয় বিদুরকে কহিলেন:—হে বৎস! তোমাদের ন্যায় বৈরাগী ভক্ত, যাহারা একবার ভগবদ্‌চরণকমলসেবাহেতু প্রেমমধু পান করিয়াছে, তাহারা আর কখনই সেবা ব্যতীত বিষয়ভোগ প্রয়াস করে না!! ৪। ৯। ৩৫। ৩৬

(হে বিদুর! এদিকে সাধু ধ্রুব সর্ব্বসিদ্ধি লাভ করিয়া, রাজধানীতে প্রত্যাগমন করিতে আরম্ভ করিলে, কোন বার্ত্তাবহ সেই সংবাদ মহারাজ উত্তানপাদকে জানাইল। তচ্ছ্রবণে মহারাজ কিরূপ মনোভাব প্রকাশ করিলেন তাহা শ্রবণ কর।) অনন্তর মহারাজ উত্তানপাদ যখন শুনিলেন যে ধ্রুব (হিংস্র পশ্বাদিকর্ত্তৃক) ভক্ষিত না হইয়া, পুনরায় রাজধানীতে আসিতেছেন, একথায় প্রথমে তাঁহার বিশ্বাস না হওয়াতে, তিনি ক্ষোভ করিতে করিতে বলিলেন:—হায় হায়! আমার ন্যায় অসাধুর এমন মঙ্গল কখনই ঘটিতে পারে না! পরে যখন দেবর্ষি নারদের কথিত পূর্ব্বকথা স্মরণ হইল, তখন সেই অতীত বাণীর উপর শ্রদ্ধা করিয়া একেবারে আনন্দে উন্মত্ত হইলেন, এবং সেই সংবাদদাতার প্রতি অতি প্রীত হইয়া, আপনার (কণ্ঠের) মহামূল্য মণিহার পুরস্কার দিলেন। ৪। ৯। ৩৭। ৩৮

অনন্তর মহারাজ, পুত্রমুখ দেখিতে এত উৎসুকী হইলেন যে, তৎক্ষণাৎ স্বর্ণবেশভূষায় রথ সজ্জিত করিয়া; সুদৃশ্য অশ্ব তাহাতে যোজনা করিয়া, বংশীয় আত্মীয় গুরুজন, ব্রাহ্মণগণ এবং অমাত্যবন্ধুগণদ্বারা পরিবৃত হইয়া, শঙ্খ, দুন্দুভি ও বেণু প্রভৃতি বাদ্য করিতে করিতে, তৎসহ বেদধ্বনি করিতে করিতে, আপনার পুরী হইতে নিক্রান্ত হইলেন। ৪। ৯। ৩৯। ৪০

পুত্রশোকার্ত্তা সুনীতি ও সুরুচি উভয়েই পুত্রকে দেখিতে উৎসুকী হইয়া, স্বর্ণাভরণ বেষ্টিত শিবিকায় উত্তম কুমারের সহিত আরোহণ করিয়া (রথের পশ্চাৎ পশ্চাৎ) গমন করিলেন। ৪। ৯। ৪১

হে বিদুর! রাজধানীর অনতিদূরে উপবনের সম্মুখে সাধু পুত্রকে আসিতে দেখিয়া, রাজা উত্তানপাদ একেবারে প্রেমে বিহ্বল হইয়া, ত্বরায় রথ হইতে অবতরণ পূর্ব্বক আপনার আত্মজের যে অঙ্গ ভগবান বিশ্বাত্মার চরণস্পর্শে বিধূতপাপ হইয়াছিল, বাহুযুগল দ্বারা সেই অঙ্গ আলিঙ্গন করিলেন। অতিশয় উৎকণ্ঠা বশতঃ দীর্ঘনিঃশ্বাসের সহিত মুহু মুহু ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। ৪। ৯। ৪২। ৪৩

অনন্তর মহারাজ মহামনোরথী পুত্রের মস্তক আঘ্রাণ করিতে করিতে মুহুর্মুহুঃ এত ক্রন্দন করিতে লাগিলেন যে, তাঁহার নয়নাশ্রুতে বালকের মস্তক স্নাত হইতে লাগিল। হে বিদুর! অনন্তর ধ্রুব পিতার চরণ বন্দনা করিয়া, আশীর্ব্বাদ গ্রহণ করিল। পরে সেই সাধুশ্রেষ্ঠ কুমার ধ্রুব বিমাতাকে মস্তক অবনত করতঃ প্রণাম করিয়া, দীর্ঘায়ুর্ব্বাদ গ্রহণ করিল। ৪। ৯। ৪৪। ৪৫

বিমাতা সুরুচি এক্ষণে সেই বালককে পদতলে প্রণত দেখিয়া, অতিমাত্র স্নেহবশত বাষ্পগদ্‌গদ্ কণ্ঠে কহিলেন:—হে বৎস! আর কি বলিব! দীর্ঘায়ুঃ লাভ করিয়া সুখী হও। ৪। ৯। ৪৬

হে বিদুর! যাঁহার সৎগুণে ভগবান হরি মিত্ররূপে প্রসন্ন হয়েন, জল যেমন স্বভাবতঃ নিম্নপথ অবলম্বন করে; তদ্রূপ তাঁহার নিকট সকলেই বিনীত হইয়া থাকে। (অতএব সুরুচির স্নেহ প্রকাশ হওয়া অসম্ভব নহে।) ৪। ৯। ৪৭

অনন্তর ভ্রাতা উত্তমের সহিত সাধু ধ্রুব পরস্পরের অঙ্গে পরস্পরকে আলিঙ্গন করিয়া, আনন্দাশ্রু বিসর্জ্জন করিতে লাগিল। ৪। ৯। ৪৮

ধ্রুবের জননী মহিষী সুনীতি এতদিন প্রাণাধিক প্রিয়পুত্রকে না দেখিয়া, আপন মনে যে দুঃখ ভোগ করিতেছিলেন, কুমারের অঙ্গস্পর্শ মাত্রেই তাঁহার সকল দুঃখ দূর হইল। ৪। ৯। ৪৯

হে বীর! সেই বীরপ্রসূতি সুনীতি এমন আনন্দিত হইলেন, যে, তাঁহার যুগল নয়ন হইতে মঙ্গলাশ্রু প্রকাশ হইয়া, উভয় স্তন সিক্ত করিল এবং অতি স্নেহোদ্বেগে যুগল স্তন হইতে মুহুর্মুহু দুগ্ধ ক্ষরিত হইল। ৪। ৯। ৫০

জনপদবর্গ সকলেই রাজ্ঞীকে কহিলেন:—হে রাজ্ঞি! আপনার অতি শুভাদৃষ্ট, তজ্জন্যই, এই অপহৃত পুত্ররত্ন আপনি পুনরায় প্রাপ্ত হইলেন। কালে এই পুত্র সকলের দুঃখনাশ করিতে পৃথিবীর রাজা হইবেন। ৪। ৯। ৫১

হে দেবি! যে ভগবানকে ধ্যান করিয়া ভক্তগণ দুর্জ্জয় মৃত্যুকেও জয় করিতে পারে সেই ভগবান আপনার স্তবে অবশ্যই অত্যন্ত পূজিত ও প্রসন্ন হইয়াছেন। (নচেৎ এমন হৃতনিধি প্রাপ্ত কেন হইবেন!)। ৪। ৯। ৫২

হে বিদুর! মহাত্মা ধ্রুব, এইরূপে জনপদবর্গের দ্বারা পূজিত ও সৎকৃত হইয়া, নৃপতি ও ভ্রাতা উত্তমের সহিত হস্তীপৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া; প্রজাবর্গের স্তবস্তুতি শ্রবণ করতঃ হৃষ্ট হইয়া, রাজপুরীতে প্রবেশ করিল। ৪। ৯। ৫৩

ধ্রুব রাজধানীতে প্রবিষ্ট হইয়া দেখিল শত শত প্রাসাদের মরকতময় তোরণে সুবৃত্ত

কদলী স্তম্ভ ও পূগপোতসমূহ সজ্জিত রহিয়াছে। উপরিভাগে আম্রপল্লব, রক্তবস্ত্র, পুষ্প-মাল্য ও মুক্তাশ্রেণীসমূহ বিলম্বিত রহিয়াছে। প্রতি প্রাসাদের দ্বারে দ্বারে প্রদীপ্ত প্রদীপ ও বারিপূর্ণ কুম্ভসমূহ স্থাপিত রহিয়াছে। ৪। ৯। ৫৪। ৫৫

প্রতি প্রাসাদের প্রাচীর, তোরণ ও গৃহচ্ছাদাদি স্বর্ণময় পরিচ্ছদে ভূষিত ও আকাশস্থ নক্ষত্রাবলীর ন্যায় দীপশ্রেণীতে অলঙ্কৃত হইয়াছে। ৪। ৯। ৫৬

প্রাসাদাবলির মধ্যস্থ অঙ্গন ও সম্মুখস্থিত অট্ট (বারাণ্ডা) সমূহ এবং বিস্তৃত রাজপথ সমূহ চন্দনে চর্চ্চিত ও ফল, পুষ্প, তণ্ডুল প্রভৃতি দ্রব্যে সজ্জিত রহিয়াছে। ৪। ৯। ৫৭

হে বিদুর! ধ্রুব যে যে পথে উপস্থিত হইতে থাকিল, সেই সেই স্থানেই পুরনারিগণ তাহাকে স্নেহাধিক্য বশতঃ আশীর্ব্বাদ করিবার জন্য;—দধি, বারি, দূর্ব্বা, পুষ্প, ফল, শ্বেত সর্ষপ ও যবাদি বিকীর্ণ করিতে লাগিলেন।

মহাত্মা ধ্রুব এইরূপ আপনার যশোকীর্ত্তন শ্রবণ করিতে করিতে পিতৃভবনে প্রবেশ করিল। ৪। ৯। ৫৮। ৫৯

হে বিদুর! স্বর্গে যেমন দেবতারা সুখে বাস করেন, তদ্রূপ মহাত্মা ধ্রুব, সেই মনিমরকতময় রাজপ্রাসাদে পিতা উত্তানপাদকর্ত্তৃক লালিত হইয়া, বাস করিতে লাগিল। ৪। ৯। ৬০

যে গৃহে ধ্রুব বাস করিল, সেই গৃহের সমস্ত সজ্জাই স্বর্ণমরকতময় ছিল। সেই গৃহের স্তম্ভসমূহ স্ফটিকময় ও মহামরকতময় ছিল। মনিপ্রদীপ যেমন আপনি উজ্জল আভা দান করে, তদ্রূপ সালংকৃতা সুন্দরী রমণিগণের সৌন্দর্য্য সেই গৃহের মাধুরী বৃদ্ধি করিতেছিল। তাহাতে হস্তীদন্তের খট্টা, স্বর্ণময় পরিচ্ছদ ও দুগ্ধফেণনিভ শয্যা ছিল। ৪। ৯। ৬১। ৬২

হে বিদুর! যে উপবনে ধ্রুব বিহার করিত, তাহা অতিশয় রমণীয় ছিল। কোথাও বিচিত্র কল্পতরুসমূহ ফলপুষ্পভরে প্রফুল্লিত ছিল, কোথাও নানাবিধ বিহঙ্গকুল কূজন করিতেছিল; মধুকরেরা মধুপানে অন্ধ হইয়া, উচ্চস্বরে কোথাও গান করিতেছিল। কোথাও বৈদূর্য্য মণির সোপানযুক্ত বাপীসমূহে পদ্ম ও উৎপল প্রফুল্ল ছিল। হংস, কারণ্ডব, সারস, চক্রবাকাদি সতত সেই সরোবরে আনন্দে কেলি করিতেছিল। ৪। ৯। ৬৩। ৬৪

রাজর্ষি উত্তানপাদ ইতিপূর্ব্বে লোকমুখে ধ্রুবের মাহাত্ম্য শুনিতেন, এক্ষণে স্বচক্ষে তনয়ের অদ্ভুত মহিমা অবলোকন করিয়া, সদা সর্ব্বদা অতিশয় বিস্মিত হইতে লাগিলেন। ৪। ৯। ৬৫

হে বিদুর! অনন্তর মহারাজ উত্তানপাদ যখন দেখিলেন, যে পুত্রের বিবাহযোগ্য যৌবনাবস্থা উপস্থিত হইয়াছে এবং সমস্ত প্রজাই তাহার সাধুব্যবহারে আনন্দিত হইয়াছে, তখন আমাত্য ও পরিষদবর্গের সম্মতি ক্রমে ধ্রুবকে এই বিস্তীর্ণরাজ্যের সিংহাসন প্রদান করিলেন। ৪। ৯। ৬৬

মহারাজ তখন বৃদ্ধাবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছেন দেখিয়া, পরমার্থচিন্তা করিবার জন্য বৈরাগ্য আশ্রয় করিয়া সমস্ত বৈভব ত্যাগকরতঃ স্বয়ং অরণ্যে গমন করিলেন। ৪। ৯। ৬৭

ইতি শ্রীভাগবতে চতুর্থস্কন্ধে নবমাধ্যায়ে উপেন্দ্রকৃতানুবাদ সমাপ্ত।

ব্যাখ্যা। এই অধ্যায়ে ইতিপূর্ব্বে ধ্রুবের সিদ্ধি দেখাইয়া শ্রীব্যাস এই তাৎপর্য্য দেখাইতেছেন; ঈশ্বরে একবার আত্মসমর্পণ করিলে, জীবের সাংসারিক সমস্ত বিঘ্ন বিনাশ হয়। তখন সাংসারিক সমস্ত শত্রুও মিত্রত্ব প্রাপ্ত হইয়া থাকে। অতএব হরিপরায়ণের পক্ষে ভোগমোক্ষ সমান আদরের। মায়া তাঁহাকে অভিভূত করিতে পারে না, বরং ত্রিভুবনের ভোগ আসিয়া ভক্তের সেবা করে। এই সিদ্ধান্তের উপমাস্বরূপ ধ্রুবকে পুনরায় ভোগে মিলাইবার জন্য রাজধানীতেই আনয়ন করা হইল। হরিভক্তের পক্ষে শত্রুও মিত্র হয়, তাহা বুঝাইতে সুরুচি ও উত্তমের আনন্দ দেখান হইল। হরিভক্ত ভোগ ইচ্ছা করিলে, মায়া অনন্ত ভোগ তাঁহার পদতলে প্রদান করেন, এই জন্য ধ্রুবের গৃহের অমূল্য সজ্জা ও অপূর্ব্ব শোভা দেখান হইল। হরিভক্তের নিকট সকলেই অনুগত হয়, এই জন্য প্রজাবর্গের বশ্যতা ও ধ্রুবের রাজ্যলাভ দেখাইয়া, সাধুসহবাসে বিষয়ী রাজার বৈরাগ্যগ্রহণাদি বর্ণন করিয়া, এই অধ্যায় সমাপ্ত করা হইল।

ইতি শ্রীভাগবতে চতুর্থস্কন্ধে নবমাধ্যায়ে উপেন্দ্রকৃতাধ্যায়ব্যাখ্যা সমাপ্ত।

অথ দশম অধ্যায়।

পূর্ব্ববৃত্তান্ত সমাপ্ত করিয়া, শ্রীমৈত্রেয় কহিলেন—হে বিদুর! মহাত্মা ধ্রুব শিশুমার প্রজাপতির কন্যা ভ্রমি নাম্নি সুন্দরীকে বিবাহ করিলেন। ভ্রমি মহিষীর গর্ভে কল্প ও বৎসর নামক দুইটী সন্তান তাঁহার হইয়াছিল। পরে বায়ু নামক অধিপতির ইলা নামে সুন্দরী কন্যাকেও তিনি বিবাহ করেন; সেই নারীরত্নের গর্ভে উৎকল নামে তাঁহার এক অতি বলবান পুত্র হইয়াছিল। ৪। ১০। ১। ২

মহাত্মা উত্তানপাদের উত্তম নামে যে অপর পুত্র ছিল; তিনি অবিবাহিত অবস্থায় একদা পবিত্র পর্ব্বত হিমালয়শিখরে মৃগয়া করিতে গিয়া, তথাকার অধিবাসী যক্ষগণ কর্ত্তৃক হত হইয়াছিলেন। তাঁহার জননী পুত্রশোকে কাতর হইয়া (পুত্রান্বেষণে গমন করিয়া) মৃত হইয়াছিলেন। ৪। ১০। ৩

মহীপতি ধ্রুব যক্ষগণ কর্ত্তৃক নিজভ্রাতৃবধকথা শ্রবণ করিবার মাত্রেই দুঃখে ও ক্রোধে একেবারে উন্মত্ত হইয়া, আপনার ত্রিভুবন বিজয়ী রথে আরোহণ করিয়া, (ভ্রাতৃহন্তাগণকে শাস্তি দিবার জন্য) সেই যক্ষালয়ে গমন করিলেন। ৪। ১০। ৪

সেই বিজয়রথে আরোহণ করিয়া মহাত্মা ধ্রুব, রুদ্রানুচরগণ সেবিত উত্তরদিকে গমন করিতে করিতে কতদূরে হিমালয়ের দ্রোণীস্থিত যক্ষগণদ্বারা সংবৃত যক্ষালয় দর্শন করিলেন। ৪। ১০। ৫

হে বিদুর! মহারাজ ধ্রুব সম্মুখে যক্ষপুরী অবলোকন করিয়া, যুদ্ধেচ্ছা প্রকাশ করিবার জন্য চতুর্দ্দিক কম্পিত করিয়া, আপনার বিজয়শঙ্খ এমন ভাবে নাদিত করিলেন; যাহাতে যক্ষেরা চকিত ও যক্ষনারীগণ অতিশয় ভীতা হইয়া উঠিল। ৪। ১০। ৬

অনন্তর সেই বিজয় শংখনাদ অসহ্য ভাবিয়া মহা মহা বলবান্ যক্ষসেনাপতিসমূহ সশস্ত্রে পুরী হইতে বহির্গত হইতে লাগিল। ৪। ১০। ৭

মহারথী ও উগ্রধন্বা ধ্রুব একাকী হইয়াও, সেই অসংখ্য যক্ষবীরকে তিন তিন বাণে আঘাতিত করিলেন। সেই সকল বাণকর্তৃক তাহারা আঘাতিত হইয়া, আপনাদিগকে মৃতপ্রায় ভাবিতে লাগিল এবং ধ্রুবের এই অসীম বীর্য্য দেখিয়া, হৃদয়ে প্রশংসা করিতে লাগিল। ৪। ১০। ৮। ৯

পরে সর্পের পুচ্ছে পাদস্পর্শিত হইলে সর্প যেমন ক্রুদ্ধ হয়, তদ্রূপ তাহারা ক্রুদ্ধ এবং সকলেই মিলিত হইয়া (ভীষণ সংগ্রামে প্রত্যেকে একক ধ্রুবের উপর) ছয় ছয় বাণ নিক্ষেপ করিল। তাহাতেও নিবৃত্ত না হইয়া, ত্রয়োদশ অযুত সংখ্যক যক্ষবীরগণ সংহত হইয়া, রথ ও সারথী সহিত ধ্রুবকে পরাস্ত করিবার জন্য, প্রত্যেকে অগণ্য পরিঘ, নিস্ত্রিংশ, প্রাস, শূল, পরশু, শক্তি, যষ্টি, ভুষণ্ডি, চিত্রপক্ষ বাণ প্রভৃতি ধ্রুবের উপরে প্রয়োগ করিতে লাগিল। ৪। ১০। ১০। ১১। ১২

বৃষ্টিধারাসম্পাতকালে গিরিবরকে যেমন আচ্ছন্ন দেখায়, তদ্রূপ সেই সময়ে উত্তানপাদ-কুমার ধ্রুবকে ভূরি ভূরি শস্ত্রে আচ্ছন্ন দেখাইতে লাগিল। ৪। ১০। ১৩

যক্ষসমরসাগরে মনুবংশীয় ধ্রুবসূর্য্য নিমজ্জিত হইয়া বোধ হয় হত হইলেন: ইহা ভাবিয়া সিদ্ধ ও দেবতাগণ স্বর্গে থাকিয়া, হাহাকার করিতে লাগিলেন। ৪। ১০। ১৪

এদিকে যক্ষ রাক্ষসগণ রণে জয় হইয়াছে ভাবিয়া, অত্যন্ত আহ্লাদে জয়নাদ করিতে লাগিল। এমন সময়ে নিহাররাশিমধ্য হইতে উত্থিত ভাস্করের ন্যায় ধ্রুবের রথ বিমান, পথে প্রকাশিত হইল। তখন মহাত্মা ধ্রুব এমন ভীষণ ভাবে ধনুকে টঙ্কার করিলেন, যে সেই ধ্বনিতে শত্রুগণের হৃদয় ক্ষুব্ধ হইয়া পড়িল। যেমন ভীষণ সংযত ঘনাবলীকে ক্ষণমাত্রে পবনের বেগ বিচ্ছিন্ন করিয়া ফেলে, তদ্রূপ নিমেষের মধ্যে সেই যক্ষনিক্ষিপ্ত অস্ত্ররাশিকে তিনি চূর্ণীকৃত করিলেন। ৪। ১০। ১৫। ১৬

অনন্তর নরপতি ধ্রুবের ধনু হইতে বিক্ষিপ্ত বাণসমূহ সেই যক্ষ ও রাক্ষসগণের বর্ম্মচ্ছেদ করিয়া; যেমন বজ্র গিরিকে ভেদ করে, তদ্রূপ কায়চ্ছেদ করিতে লাগিল। কাহারো কর-সহিত ভল্ল ছিন্ন হইল। কাহারো চারুকুণ্ডলযুক্ত শিরোদেশ ছিন্ন হইল। কাহারো স্বর্ণহরিতা-লাভ উরুদেশ ভিন্ন হইল। কাহারো বলয়বস্ত্রসমন্বিত বাহু দ্বিখণ্ড হইল। কাহারো রত্ন-মণ্ডিত হারকেয়ূরমুকুটোষ্ণীষ প্রভৃতি অঙ্গ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া, সেই মহা রণভূমিতে বিক্ষিপ্ত থাকিয়া, অতিশয় শোভা বৃদ্ধি করিতে লাগিল।৪।১০।১৭।১৮।১৯

অবশিষ্ট যক্ষগণের মধ্যে যাহারা কেবল মাত্র আপন আপন শরীরে আঘাতপ্রাপ্ত হই-য়াছিল; তাহারা এই ক্ষত্রিয়োত্তমের তীব্রবাণের আঘাত সহ্য করিতে না পারিয়া, সিংহ-কর্ত্তৃক আহত হস্তীবরের ন্যায় ইতস্ততঃ পলায়ন করিতে লাগিল।৪।১০।২০

এদিকে মহারাজ ধ্রুব রণভূমিতে কোন আততায়ীকে না দেখিয়া, যক্ষপুরী প্রবেশ করিতে মনে মনে ইচ্ছা করিলেন। কিন্তু মায়াবী যক্ষগণের মায়াজাল অবগত নহেন বলিয়া, শঙ্কাবশে নিবৃত্ত হইলেন। ৪। ১০। ২১

অনন্তর চিত্ররথী ধ্রুব আপন সারথিকে পুরী প্রবেশের পরামর্শ বলিতেছেন, এমন সময়ে তিনি শত্রুগণের পুনরুদ্যোগে শঙ্কিত হইয়া দেখিলেন, যে, আকাশের দিক সকল ধূলিসমূহের দ্বারা আচ্ছন্ন হইয়া উঠিল, তৎক্ষণাৎ সাগর-গর্জ্জনের ন্যায় ভীষণ কোলাহল উত্থিত হইল।৪।১০।২২

ব্যাখ্যা। এই দশমাধ্যায়ে ধ্রুব কর্ত্তৃক যে যক্ষসমর বর্ণিত হইতেছে, ইহার প্রকৃত তাৎপর্য্য এই যথাঃ—পূর্ব্বাধ্যায়ে শ্রীব্যাসদেব ইঙ্গিত করিয়াছেন যে, হরিপরায়ণের নিকট সংসারী মাত্রেই বিনীত হইয়া থাকে। এই যুদ্ধে সংসারী বিষয়ীর সহিত সাধুতার কত প্রভেদ, তাহাই যুদ্ধের রূপকে প্রকাশ করা হইতেছে। যক্ষকে মায়াবী জাতি কহে। সংসারী বিষয়িগণও মায়াধীন। বিষয়িগণই যক্ষগণের প্রকৃত ভাব। হিমালয়ের উপত্যকাকে কর্ম্মক্ষেত্র কহে। এই ভাব দক্ষযজ্ঞের উপসংহারকালে বুঝাইয়াছি। ঐ কর্ম্মক্ষেত্রে উত্তমনামক ধ্রুবের এক বিষয়ী ভ্রাতা মৃগয়া করিতে গিয়াছিলেন। উত্তম বলিতে এস্থলে তমোগুণ যাহাতে উৎপ্লাবিত হইয়াছে। এমন তামসিক বিষয়ী জীব ভোগ ও অপবর্গ বোধক মায়ারাজত্বের অধিকারী উত্তানপাদ নামক রাজা হইতে জন্মাইয়া, কর্ম্মফলে অবিশুদ্ধবুদ্ধি হইয়াছে। ধ্রুব সেই বিষয়ী হইতে জন্মাইয়াও বিশুদ্ধবুদ্ধিমান্ হইয়াছে। এক সংসারে জন্ম ও মৃত্যুহেতু, কি ভক্ত, কি মায়াবী, উভয়েই ভ্রাতৃসম্বন্ধীভূত। এইরূপ নিশ্চয়বুদ্ধি ধ্রুবের ভ্রাতা তমোগুণাপন্ন উত্তম কর্ম্মক্ষেত্রে মৃগয়া করিতে গিয়াছিলেন। ইন্দ্রিয়যুক্ত দেহরথে বিষয়বনে লোভ ও মোহাদিগত পদার্থ রূপী মৃগাহরণকে অর্থাৎ বাসনাচরিতার্থ করণার্থ ভোগ্য আহরণকে মৃগয়া কহে। বিষয়বনে ভ্রমণ করিতে করিতেঃ—কলহ, অশান্তি, রোগ ও শোকাদি রূপী এবং কামাদি রিপু নামক মায়াময় যক্ষ অর্থাৎ বিষয়িগণকর্ত্তৃক আকৃষ্টহইয়া, তমোগুণাচ্ছন্ন উত্তম জীব কর্ম্মফলে মৃত হইল। ইহা দেখিয়া নিশ্চয়বুদ্ধি ধ্রুব ঐ সকল বিষয়চেষ্টা যাহাতে আর না জীবকে বধ করিতে পারে, এমন সাধন পথ বিস্তৃত করিতেই, কর্ম্মক্ষেত্রের উত্তর পথে অর্থাৎ যজ্ঞাদি পথে আপনার সাধন ও সত্বগুণময় প্রভাবরূপী রথসহকারেও বুদ্ধিরূপী সারথী সহকারে, বিষয় যক্ষপুরীর সীমাতে প্রবেশ করিলেন। বৈরাগ্যরূপী শঙ্খনিনাদ করিবা মাত্র, ঐ যক্ষরূপী বিষয়চেষ্টাসমূহ ধ্রুবকেও অপরাপর জীবের ন্যায় আক্রমণ করিল। কিন্তু নিশ্চয়বুদ্ধি ধ্রুব আত্মজ্ঞানবলদ্বারা, এবং শম, দম, তিতিক্ষাদি ও শ্রবণমননাদি অস্ত্র দ্বারা, নানা উপায়ে তাহাদের নির্জ্জিত করিলেন। পরে বৈরাগীর পক্ষেও সেই সমস্ত বিষয়চেষ্টা কিরূপ প্রলোভন দেখায়, তাহাই পরে মায়াযুদ্ধরূপে শ্রীব্যাস বর্ণনা করিতেছেন।

হে বিদুর! (অনন্তর সেই মায়াবী যক্ষেরা নিজ নিজ মায়ার প্রভাবে) ক্ষণেকের মধ্যে আকাশ প্রদেশকে নিবীড় মেঘরাশিতে আবৃত করিয়া ফেলিল। সদা সর্ব্বদা ভীষণরূপে সেই মেঘে বিদ্যুন্মালা প্রকাশ হইতে লাগিল এবং মুহুর্মুহ বজ্রধ্বনিতে দিক্ সকলকে ত্রাসিত করিতে লাগিল।৪।১০।২৩

হে সাধো! তৎক্ষণাৎ সেই গগণতল হইতে শোনিত, শ্লেষ্মা, পূয, বিষ্ঠা, মূত্র প্রভৃতি বর্ষিত হইতে লাগিল; ভীষণ বেশধারী কবন্ধগণও ভূরি ভূরি নিপতিত হইতে লাগিল। ৪।১০।২৪

দেখিতে দেখিতে মায়াময় গিরিসমূহ চতুর্দ্দিক হইতে পতিত হইতে লাগিল। লৌহ ফলার সহিত গদা, পরিঘ, নিস্ত্রিংশ ও মুষলাদি ভূরি ভূরি বর্ষিত হইতে লাগিল। ৪।১০।২৫

পরে চতুর্দ্দিক হইতে বজ্রনিঃশ্বসিত সর্পসমূহ পতিত হইতে লাগিল। ক্রোধপূর্ণ চক্ষে যেন অগ্নি বমিত হইতেছে এমন ক্রুদ্ধভাবে;—মদমত্ত হস্তী, সিংহ, ব্যাঘ্র প্রভৃতি যুথে যুথে আসিতে লাগিল। ৪। ১০। ২৬

সহসা ভীষণ তরঙ্গে যেন সমস্ত ভূমণ্ডল প্লাবন করিবার জন্য, কল্পান্ত কালের ন্যায় সাগর ভীষণ গর্জ্জন করিতে করিতে তথায় আগমন করিল। ৪। ১০। ২৭

ব্যাখ্যা। দুঃখের যাতনা ও শোকের যাতনাদিকে সর্পের তুলনা করা হইয়াছে। কাম ও ক্রোধাদি রিপুকে মদমত্ত হস্তীসিংহাদির সহিত তুলনা করা হইয়াছে। অহঙ্কারকে সমুদ্র, অভিমানাদিকে তাহার তরঙ্গ, জীবের ইন্দ্রিয় সমন্বিত দেহকে ভূমণ্ডলরূপে উপমিত করা হইয়াছে। এইরূপে বিষয় বর্ণনা করিয়া, পরে কি হইল, তাহা বর্ণিত হইতে আরম্ভ হইতেছে।

অমনস্বিগণকে ত্রাসিত করিবার জন্য এইরূপ বিবিধ মায়াজাল (যাহা অসুরেরা প্রয়োগ করে), সেই ক্রূরগতি যক্ষেরা সেই সমস্ত অতি দুস্তর মায়াজাল ধ্রুব নরপতির উপরে যখন প্রয়োগ করিতে লাগিল, ব্রহ্মাণ্ডস্থ ঋষিগণ এই সংবাদ পাইয়া, তখন আশ্চর্য্যের সহিত তথায় উপস্থিত হইয়া, নরপতির কল্যাণ আকাঙ্ক্ষা করিতে লাগিলেন। ৪।১০।২৮।২৯

সেই ঋষিগণ ধ্রুবকে বলিলেন:—হে উত্তানপাদকুমার! সর্ব্বদুঃখবিনাশন ভগবান নারায়ণ, তোমার বিপক্ষগণের বল হরণ করুন। হে বৎস! সেই ভগবান এমন মহিমা ধারণ করেন যে, লোকসমূহ একবার তাঁহার নাম উচ্চারণ করিলেই, দুস্তর যে মৃত্যু, তাহা হইতে পরমসুখে উত্তীর্ণ হইয়া থাকে। ৪। ১০। ৩০

ইতি শ্রীভাগবতে চতুর্থস্কন্ধে দশমাধ্যায়ে উপেন্দ্রকৃতানুবাদ সমাপ্ত।

ব্যাখ্যা। এই তিনটী শ্লোক দ্বারা অধ্যায়ের উপসংহারকালে, ভগবান ব্যাসদেব এই যুদ্ধ বর্ণনার সমস্ত রূপকই প্রকাশ করিলেন। অমনস্বী বলিতে অজ্ঞান অর্থাৎ বিষয়রসে যাহাদের মন তাপিত হইয়াছে। তাহাদের বশীভূত করিতে অবিদ্যা শক্তিমান্ বিষয়চেষ্টা-সমূহ এইরূপ মায়াজাল দেখাইয়া, সতত ত্রাসিত করে। ধ্রুবও জীব, এইজন্য ধ্রুব নামক নিশ্চয়বুদ্ধি যখন বিষয় ভোগ আরম্ভ করিয়া প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তি (ইলা ও ভ্রমি) নাম্নি দুইটী পত্নী গ্রহণ করেন, তখনই তাহার বিষয়সুহৃদ্ উত্তম জীব, বিষয়ে নষ্ট হয়। ইহার তাৎপর্য্য এই যে:—জ্যোতিষে শিশুমারকে স্বতঃ বিহারশীল গ্রহচক্র কহে। অর্থাৎ চন্দ্র ও সূর্য্যাদি হইতে অতীত। দেহতত্ত্বে সহস্রদল কমলের নিম্নে বিজ্ঞানময় কোষের আবরণকে শিশুমার কহে।

উহাই বৈরাগ্যরূপী। বৈরাগ্যের কন্যা নিবৃত্তি ভ্রমী, অর্থাৎ চিরানন্দে ভ্রমণশীলা। ঐ নিবৃত্তির কল্প অর্থাৎ চিরস্থায়িত্ব এবং বৎসর অর্থাৎ ক্ষণস্থায়ীত্ব নামক দুই কল নিশ্চয়-বুদ্ধিতে লাভ করিল। আর বায়ুর পুত্রী ইলাকে প্রবৃত্তি বুঝিতে হইবে। বায়ু বলিতে বেষ্টনী ভাবে যাহা প্রবাহিত; অর্থাৎ অস্থির ও বিকল্প মানবাবস্থা। তাহা হইতে প্রবৃত্তির জন্ম। প্রবৃত্তি হইতে উৎকল নামক ভোগফলের উৎপত্তি। এই প্রবৃত্তি ভোগকালে সাধু ধ্রুবের যে বিষয় বিড়ম্বনা উপস্থিত হইয়াছিল, তাহাই যুদ্ধরূপে পুরাণের লৌকিক্ আরোপ বর্ণনা হইল। কিন্তু উত্তানপাদ নামক রাজার ধ্রুব নামে যে কুমার ছিল, সেই সাধুর উৎকলাদি নামে যে সকল সন্ততি হইয়াছিল, তাহাদের কথা পরে প্রকাশ হইবে।

ইতি শ্রীভাগবতে চতুর্থস্কন্ধে দশমাধ্যায়ে উপেন্দ্রকৃতাধ্যাত্মব্যাখ্যা সমাপ্ত।

অথ একাদশ অধ্যায়।

পূর্ব্ববৃত্তান্ত সমাপ্ত করিয়া, শ্রীমৈত্রেয় কহিলেন:—হে বিদুর! অনন্তর মহাত্মা ধ্রুব সেই ঋষিগণের বচন শ্রবণ করিয়া, তাহাদের উপদেশমতে আপনার ধনুঃতে আচমন পূর্ব্বক নারায়ণ-নির্ম্মিত অস্ত্র যোজনা করিলেন। ৪। ১১। ১

হে বিদুর! জ্ঞানের উদয় হইলে ক্লেশ সমস্ত যেমন বিদূরিত হয়, তদ্রূপ নারায়ণাস্ত্র সন্ধান করিবার মাত্রেই পূর্ব্বোক্ত গুহ্যক নির্ম্মিত সমস্ত মায়া ত্বরায় বিনষ্ট হইল।৪।১১।২

ব্যাখ্যা। এই অধ্যায়ে মৈত্রেয়োক্তিতে শ্রীব্যাসদেব নিশ্চয়বুদ্ধিরূপী ধ্রুবকর্ত্তৃক নির্লেপ ভাবে বিষয় ভোগের কথা প্রকাশ আরম্ভ করিলেন। নারায়ণ নির্ম্মিত অস্ত্র বলিতে এস্থলে অসতাৎ ত্রায়তে ইত্যর্থে অস্ত্র। অসৎরূপী মায়া হইতে যাহা বুদ্ধিকে রক্ষা করে। অর্থাৎ জ্ঞান। নারায়ণ এই নামেতে নির্ম্মিত বলিতে আত্মদর্শনাপন্ন। অর্থাৎ আত্মজ্ঞান অস্ত্র লইয়া বাসনারূপী ধনুঃকে যখন ঐ নিশ্চয়বুদ্ধি যোজনা করিলেন। তখন জ্ঞানোদয়ে যেমন ক্লেশ নাশ পায়, বিষয়চেষ্টাসমূহের মায়া তদ্রূপ নাশ পাইল। ক্লেশ বলিতে কাম ও ক্রোধাদি বুঝিতে হইবে।

হে বিদুর! অনন্তর মহাত্মা ধ্রুব, যে সকল বাণে সুবর্ণময় পুচ্ছ এবং কলহংসগণের পক্ষ ছিল, সেই সকল আর্ষ অস্ত্র আপন ধনুঃতে যোজনা করিলেন। সেই অস্ত্রসমূহ নিক্ষিপ্ত হইলে:—কেকারব করিতে করিতে ময়ূরবৃন্দ যেমন অরণ্যে প্রবেশ করে, তদ্রূপ তাহারা শত্রুদলের মধ্যে প্রবেশ করিল। ৪। ১১। ৩

সেই তীক্ষ্ণবাণদ্বারা আঘাতিত হইয়া, সেই ভীষণ সমরে যক্ষগণ অত্যন্ত উৎপীড়িত হইল। আঘাতিত ভুজঙ্গসমূহ যেমন ফণা উত্থিত করিয়া, গরুড়ের প্রতি ধাবিত হয়, তদ্রূপ তাহারাও সশস্ত্র হইয়া ধ্রুবের উপরে পুনরাক্রমণ করিল। ৪। ১১। ৪

অনন্তর মহাবীর রাজকুমার যক্ষগণকে অগ্রসর হইতে দেখিয়া, অতি তীক্ষ্ণ বাণসমূহ দ্বারা :—কাহারো বাহুচ্ছেদ, কাহারো উরুচ্ছেদ, কাহারো কাহারো শিরশ্ছেদ করিয়া :—সূর্য্য-মণ্ডলের উপরে যে স্থানে উর্দ্ধরেতা যোগিগণ বিহার করেন, সেই তপোলোকে প্রেরণ করিলেন। ৪। ১১। ৫

হে বিদুর! বিচিত্র রথারোহী ধ্রুবকর্ত্তৃক ভূরি ভূরি যক্ষ এইরূপে নিহত হইতেছে দেখিয়া, সেই উত্তানপাদ কুমারের প্রতি কৃপা প্রকাশ করিবার জন্য :—পিতামহ মনু, সনকাদি সপ্তর্ষিগণের সহিত (সেই যুদ্ধক্ষেত্রে) ধ্রুবের সমীপে আগমন করিয়া, অতি সুমিষ্টভাবে ইহা বলিতে লাগিলেন। ৪। ১১। ৬

ভগবান মনু কহিলেন :—হে কুমার! নরকের দ্বাররূপী অতি পাপময় ক্রোধে আবৃত হওয়ার প্রয়োজন কি? ঐ ক্রোধের দ্বারাই এই নিরপরাধী যক্ষগণ হত হইয়া, পরলোকে গমন করিতেছে। (অতএব উহা ত্যাগ কর)। ৪। ১১। ৭

হে বৎস! এই নিরপরাধী উপদেবতাগণকে বধ করা আমাদের কুলোচিত কার্য্য নহে। বিশেষতঃ উহা সাধুজনের বিগর্হিত কর্ম্ম হইতেছে। ৪। ১১। ৮

হে অঙ্গ! তুমি ভ্রাতৃবৎসল বলিয়া ভ্রাতৃবধহেতু অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া (যে কার্য্য করিতেছ, তাহা পন্থা নহে)। ৪। ১১। ৯

হে কুমার! যাহারা হৃষীকেশানুবর্ত্তী সাধু, তাঁহাদের এ উপায় অবলম্বন করা কথনই উচিত হয় না। কারণ যাহারা দেহাভিমানী, সেই সকল পশুগণই প্রাণিগণের হিংসা করিয়া থাকে। ৪। ১১। ১০

হে কুমার! ইহসংসারের সর্ব্বভূতান্তর্যামী হরিকে সকলের আত্মা জানিয়া, তুমি সতত আরাধনা করতঃ শ্রীবিষ্ণুর যে পরম পদ (মুক্তি) তাহাই লাভ করিতে সচেষ্ট আছ। ৪।১১।১১

হে সাধো! সাধুভক্তজনের সম্মত উপায়ে তুমি ভগবান নারায়ণকে হৃদয়ে ধারণ করিয়া, সাধুব্রত সাধনপূর্ব্বক এমন গর্হিত কর্ম্মে কেন মতি দান করিয়াছ। ৪। ১১। ১২।

হে বালক! তুমি কি জান না? অখিল প্রাণিগণের সহিত সাম্যভাবে মিত্রতা করিলে, তিতিক্ষা ও করুণাগুণে বিভূষিত হইলে, সকলের আত্মাস্বরূপ ভগবান প্রসন্ন হইয়া থাকেন। ৪। ১১। ১৩

হে কুমার! জ্ঞান, বল, বীর্য্য, ঐশ্বর্য্য, তেজঃ ও শক্তি নামক ছয় শক্তিমান্ ভগবান হরি যদি সন্তুষ্ট হয়েন, তাহা হইলে সন্তুষ্টকারী পুরুষ আপনার জীব শরীরকে প্রাকৃত গুণসমূহ হইতে নির্মুক্ত করিয়া, আনন্দময় ব্রহ্মাত্মক অবস্থা সুখে প্রাপ্ত হইতে পারে। ৪।১১।১৪

হে বৎস! প্রারব্ধ সঙ্কল্প সহযোগে পঞ্চভূতের মিশ্রণে পুরুষ ও নারীরূপী দেহ সমস্ত প্রস্তুত হইয়া, উহাদের পরস্পর মৈথুন উপায়েই, ইহসংসারে ক্রমান্বয়ে রমণী ও পুরুষের জন্ম হইয়া থাকে। ৪। ১১। ১৫

সেই পরমাত্মা আপনার ত্রিগুণান্বিতা মায়ার সাহায্যে এইরূপে দেহাদিসৃজনরূপী সৃষ্টি, তাহাদের ইন্দ্রিয়াদি পরিপালনরূপী পালন এবং দেহনাশনরূপী সংহারাদি কার্য্য করিয়া থাকেন। ৪।১১।১৬

ব্যাখ্যা। এই কয় শ্লোকে দেহের সহিত আত্মার কি সম্বন্ধ, তাহা প্রকাশ হইতেছে। দেহ বলিতে :—ভূত, তন্মাত্রা, অহংকারাদি ও রিপু প্রভৃতি সমন্বিত অবস্থা। উহাদের ঐক্যের বিলয়ে দেহের দেহত্ব থাকে না। ঈশ্বরের সৃজনপালন ও হরণাত্মক গুণ আত্মাতে থাকে। সেই আত্মার গুণসংযোগে এক নৈসর্গিকী শক্তি পূর্ব্বোক্ত উপাদানাদি লইয়া, দেহরক্ষণাবেক্ষণ করতঃ আত্মাকে আকর্ষণ করে। আত্মা আকর্ষিত হইয়া আপনার গুণানুসারে দেহের জন্ম, পুষ্টি ও ক্ষয় সংসাধন করতঃ সাক্ষীরূপে থাকেন। পূর্ব্বোক্ত উপাদানাদির সহিত তাঁহার সংযোগ নাই। অতএব দেহী হইলেই বিষয়সংস্রব থাকে, তাহা নাশ করা জীবের উচিত নহে। এই জন্যই ধ্রুবকে যক্ষ বধ হইতে নিবৃত্তি থাকিতে বলা হইতেছে।

হে রাজন্! লৌহ যেমন অয়স্কান্তের গুণে আবদ্ধ হইয়া ঘূর্ণিত ও লিপ্ত থাকে, কিন্তু চুম্বক কখনই লৌহত্ব প্রাপ্ত হয় না; তদ্রূপ সেই ঈশ্বর এই ব্যক্ত (স্থূল) ও অব্যক্ত (সূক্ষ্ম) বিশ্বমণ্ডলের স্থিতিপালন ও হরণাত্মক ঘূর্ণনের নিমিত্তমাত্র হইতেছেন। গুণের সহিত সংবদ্ধ নহেন। ৪।১১।১৭

হে কুমার! সৃষ্ট্যাদি কার্য্য দেখিয়া, লোকগণ তাঁহাকে গুণময় বলিয়া বৃথা সন্দেহ করে; কারণ :—সেই ভগবান আপনার কালশক্তির দ্বারা ঐ স্থিতিসংহারাত্মক্ গুণসমূহকে কার্য্যে পরিণত করিয়া, আপনি সৃষ্টিসময়ে সৃষ্টিকর্ত্তা, পালনে ও হরণসময়ে পালন ও হরণকর্ত্তারূপে কল্পিত মাত্র হয়েন, বাস্তবিক্ তিনি অকর্ত্তা হইতেছেন। হে বৎস! সেই ভগবানের কালশক্তির চেষ্টা অচিন্ত্য হইতেছে। ৪।১১।১৮

সেই ঈশ্বর স্বয়ং অনাদি ও অনন্ত হইয়া, কালদ্বারা কতকগুলিকে জন্মাইবার শক্তি দিয়া সৃষ্টি জন্মাইতেছেন, আবার যেগুলি অন্তপ্রাপ্ত হইবার উপযুক্ত হইয়াছে, তাহাদের মৃত্যুদ্বারা অন্তকারী হইতেছেন। এইরূপে তিনি সকলের উপরে শক্তি প্রকাশ করিয়া অব্যয় অর্থাৎ অক্ষীণশক্তি হইয়া আছেন। ৪। ১১। ১৯

হে বালক! (কাল শক্তির ঐরূপ জন্মাওন ও মরণাত্মক কার্য্যে, ঈশ্বরের কখনই পক্ষপাতিত্ব প্রকাশ হয় না :—কারণ) সেই ঈশ্বরের মৃত্যু নামক রূপের সমীপে কোন জীবই স্বপক্ষ বা বিপক্ষ নাই; সকলেই সমান ভাবাপন্ন। বায়ু যেমন দিবানিশি ধূলিকণার পশ্চাৎ প্রবাহিত হয়, তদ্রূপ প্রাণিসমূহ আপনাপন কর্ম্ম লইয়া দিবানিশি কালের দ্বারা বিচলিত হইয়া থাকে মাত্র। ৪। ১১। ২০

হে নৃপ! সেই হ্রাস ও বৃদ্ধিরহিত ঈশ্বর আপনার সৃষ্ট জন্তুগণকে কর্ম্মানুসারে আয়ুর হ্রাস ও বৃদ্ধি দান করিয়া থাকেন। ৪। ১১। ২১

হে নৃপ! এই যে বাক্য ও প্রত্যক্ষ আত্মারূপী ঈশ্বর, ইহাকে কোন মহাত্মাই অবী-কার করেন না; তবে কেহ তাঁহাকে কর্ম্ম বলেন; কেহ তাঁহাকে স্বভাব বলেন; কেহ তাঁহাকে কাল বলেন; কেহ তাঁহাকে দৈব বলেন; কেহ সেই পুরুষকে কামও বলিয়া থাকেন। ৪। ১১। ২২

ব্যাখ্যা। প্রকৃতি জড়ত্বার পরিণতিকে দর্শনে কর্ম্ম কহে। যে উপায়ের দ্বারা স্থিত্যাদি গুণসমূহ প্রকাশিত হইয়া দেহকে রক্ষাদি করে, তাহাকে দর্শনে স্বভাব কহে। যে শক্তি সমস্ত ভূতাদিকে সংকলন করিয়া দেহাদিতে পরিণত করে, তাহাকে কাল কহে। যাহার সূক্ষ্মতা স্থির না হয়, তাহাকে দৈব কহে। কার্য্যসমূহ যাহা হইতে প্রকাশ হয়, তাহাকে কাম কহে। এই কর্ম্মাদি কয়েকটী ঈশ্বরের উপাধি মাত্র। বহু বহু ঋষিগণ ঐ নৈসর্গিকী অবস্থাচয় পর্য্যালোচনা করিয়া, এক একটী সূক্ষ্ম অবস্থা বিধায়ক নাম দিয়াছেন। কিন্তু বিচারে সকল ব্যক্তিই এক অবস্থা বুঝিয়াছেন। অতএব এই ঈশ্বরস্বভাব সর্ব্ববাদীসম্মত।

হে তাত! সেই অব্যক্ত ও অপ্রমেয় ঈশ্বর নানা শক্তির উদয়কর্ত্তা হইতেছেন। তাঁহার চেষ্টাস্বরূপ কালকেই যখন কেহ বাহ্য উপায়ে সম্যক্ বুঝিতে পারে না, তখন সেই কালের জন্মদাতা ঈশ্বরকে বাহ্য উপায়ে কিরূপে বুঝিতে পারা যাইবে। ৪। ১১। ২৩

হে তাত! হে পুত্রক! তুমি যক্ষগণকে আর তোমার ভ্রাতৃহন্তা বলিয়া ভাবিও না। জীবের সৃজন ও হরণাদি সমস্তেরই দৈবই একমাত্র কারণ হইতেছেন। ৪।১১।২৪

সেই ঈশ্বর এই বিশ্বকে সৃজন, পালন ও হরণ করিতেছেন। অথচ অভিমানশূন্য হইয়া, সৃষ্টির কোন প্রকার গুণে (পালনাদি ও হরণাদিতে) ও কর্ম্মাদিতে (অদৃষ্ট বিধানেতে) লিপ্ত নহেন। ৪। ১১। ২৫

সেই ভূতেশ, এই সমস্ত প্রাণীর আত্মারূপে পালনকর্ত্তা হইতেছেন। তিনি আপনার মায়াশক্তির দ্বারা এই বিশ্বের সৃজন, পালন ও হরণ করিতেছেন। (মায়া বলিতে প্রকৃতি সকলের অভাব পূরণার্থ দৈবশক্তি)। ৪। ১১। ২৬

হে কুমার! গোসকল যেমন আপনাপন নাশাছিদ্রগত বদ্ধ রজ্জুর আকর্ষণমতে কৃষকের অভীষ্ট কার্য্য সম্পাদন করে, তদ্রূপ এই চরাচরের কর্ত্তা ব্রহ্মাদি বিশ্বস্রষ্টারাও সেই ঈশ্বরের নিযুক্ত কর্ম্ম করিতেছেন। অতএব হে বৎস! যিনি পাপীর পক্ষে মৃত্যুর স্বরূপ ও ভক্তের পক্ষে অমৃতের স্বরূপ, সেই জগৎপালকের নিকটে তুমি কায়মনোবাক্যে (একান্তভাবে) শরণাপন্ন হও। ৪। ১১। ২৭

হে নৃপ! তুমি যখন পঞ্চবর্ষ বয়সে বিমাতার বাক্যে মর্ম্মাহত হইয়া, আপন জননীকে ত্যাগ করিয়া বনে গমন করতঃ সেই নারায়ণকে তপস্তায় সন্তুষ্ট পূর্ব্বক ত্রিলোকের শিরোদেশস্থা মুক্তি পাইয়াছ। তখন তুমি এই সমস্ত বিরোধ ত্যাগ করিয়া, হরির প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া, যাহাতে এই সংসারকে অসৎ বলিয়া প্রতীত করিতে পার, সেই জন্য আপনার মনোমধ্যস্থিত নির্গুণ, অক্ষয় ও একস্বরূপ আত্মাকে অন্বেষণ কর। ৪। ১১। ২৮। ২৯

হে ধ্রুব! (তোমার অন্তঃকরণস্থিত) সেই পরমাত্মা অনন্ত ও আনন্দমাত্র হইতেছেন। তাঁহাতে অনন্ত শক্তিই অন্তর্হিত আছে। তুমি ভক্তি সহকারে সেই সর্ব্ব জীবের আত্মাকে পরিপূর্ণ শক্তিতে দেখিয়া, এই :—আমি ও আমার নামক জীবের অবিদ্যা (সুখ কল্পনার্থ মায়াবৃত্তি) রূপ বন্ধন হইতে উদ্ধার হও। ৪। ১১। ৩০

হে রাজন্! ঔষধের দ্বারা যেমন লোক রোগ নাশ করে, তদ্রূপ শ্রুতিযুক্তির দ্বারা তুমি পরম পথের কণ্টকস্বরূপ এই ক্রোধ (অভিমান) ত্যাগ কর। ঐ ক্রোধের বশবর্ত্তী হইলে তাহার প্রতি লোকের শঙ্কা উপস্থিত হয়। এই জন্য পণ্ডিতগণ ক্রোধের বশীভূত হয়েন না। ৪।১১।৩১

যক্ষগণকে (বিষয়বৃত্তিদের) ভ্রাতৃঘাতী (সুখসম্বন্ধনাশকারী) মনে করিয়া, তাহাদের নাশ করাতে, কুবেরের (বিষয়পতি অহংকারের) উপরে তোমার অবহেলা করা হইয়াছে। তুমি তাঁহাকে এক্ষণে স্তুতিনতির দ্বারা প্রসাদিত কর। তাহাতে তোমার তেজঃ ও বংশ কখন তাঁহাদ্বারা পরাভূত হইবে না। ভগবান স্বায়ম্ভুব মনু ধ্রুবকে এইভাবে উপদেশ দিয়া এবং তৎকর্ত্তৃক বন্দিত ও পূজিত হইয়া, ঋষিগণের সহিত স্বর্গপুরে গমন করিলেন। ৪।১১।৩২

ইতি শ্রীভাগবতে চতুর্থস্কন্ধে একাদশাধ্যায়ে উপেন্দ্রকৃতানুবাদ সমাপ্ত।

ব্যাখ্যা :—অহংকারাদিকে বশীভূত করার উপায় স্বরূপ তিতিক্ষা ও করুণাদিযুক্ত হওয়াকেই স্তুতি ও নতিরূপে মহাত্মা কুবেরের প্রতি প্রয়োগ করিতে বলা হইল। ইহার ব্যাখ্যা পরাধ্যায়ে হইবে।

ইতি শ্রীভাগবতে চতুর্থস্কন্ধে একাদশাধ্যায়ে উপেন্দ্রকৃতাধ্যাত্মব্যাখ্যা সমাপ্ত।

অথ দ্বাদশ অধ্যায়।

পূর্ব্ববৃত্তান্ত সমাপ্ত করিয়া, শ্রীমৈত্রেয় কহিলেন :—হে বিদুর! বিষয় ভোগান্তে ধ্রুবের অচ্যুত পদারোহণের কথা শ্রবণ কর :—মহাত্মা কুবের যখন শুনিলেন যে, ধ্রুব পিতামহ মনু কর্ত্তৃক প্রবোধিত হইয়া যুদ্ধ হইতে বিরত হইয়াছেন, তখন তিনি আপনার যক্ষ ও কিন্নরচারণাদি অনুচরগণের সহিত নৃপতির সমীপে আগমন করিয়া, প্রথমে বহুবিধ স্তবপূর্ব্বক শেষে কৃতাঞ্জলি হইয়া নিবেদন করিলেন। ৪।১২।১

মহাত্মা কুবের কহিলেন :—হে নিষ্পাপ! হে ক্ষত্রিয় কুমার! আপনি আপনার পিতামহের উপদেশে জ্ঞানপ্রাপ্ত হইয়া, আমাদের সহিত যে শত্রুতা ত্যাগ করিয়াছেন, ইহাতে আমি অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়াছি। ৪।১২।২

হে রাজন্! সকল প্রাণীর সৃজন ও বিনাশের কর্ত্তাই একা কালদেবতা হইতেছেন; সেই নিয়মে এই যুদ্ধে যক্ষেরাও আপনাকর্ত্তৃক নিহত হয় নাই এবং আপনার ভ্রাতাও তাহাদের দ্বারা নিহত হয়েন নাই। ৪।১২।৩

পুরুষগণ ইহসংসারে প্রকৃত জ্ঞানের অভাবে আপন বুদ্ধিকে দেহাভিমানে বিপর্য্যস্ত করে বলিয়াই, আমার ও তোমার এইরূপ অসঙ্গত সম্বন্ধ করিয়া, নানা ক্লেশ ভোগ করে। ৪।১২।৪

ব্যাখ্যা। এই দ্বাদশ অধ্যায়ে ধ্রুবের বিষয়ভোগের সমাপ্তি ও মুক্তির বিষয় বর্ণিত হইতেছে। দার্শনিকেরা কহেন, যাহার ইন্দ্রিয়াদি বিষয়ে আশক্ত না হয়, তাহার পক্ষে বিষয়ই তাহার সেবক হয়। মুক্তপুরুষ কিরূপে বিষয়ভোগ করেন, ইহাতে তাহাই প্রমাণিত হইল।

হে রাজন্! হে ভদ্র! আর বিষয়ভোগে প্রয়োজন কি? যে ভগবান আপনার গুণময়ী মায়া নাম্নি মহাশক্তির সংযোগে সগুণ (জীবাত্মা) ও মায়া বিচ্ছেদে নির্গুণ (পরমাত্মা) হইয়া থাকেন, তিনিই এই সংসারের বন্ধন ছেদন করিয়া, সকলের পূজনীয় হইয়াছেন। অতএব সেই সর্ব্বভূতাত্মমূর্ত্তি অধোক্ষজ ঈশ্বরকে আপনি অতি ত্বরায় সর্ব্বভূতাত্মস্থিত ভাবে ভজনা করুন। ৪।১২।৫।৬

হে উত্তানপাদকুমার! আমরা শুনিয়াছি, আপনি কমলনাভি ভগবানের অচ্যুতপদের সমীপেই অন্তে স্থান পাইবেন। অতএব হে নৃপ! এক্ষণে কোন প্রকার শঙ্কা ত্যাগ করিয়া, আপনার যাহা কামনা থাকে, তাহা পূরণ করিবার জন্য আমার নিকট মনোভীষ্ট বর গ্রহণ করুন। ৪।১২।৭

ব্যাখ্যা। ভোগ কি ভাবে ভক্তের ভজনসাধনের অনুকূল হয়, তাহাই ষষ্ঠ শ্লোকে শ্রীব্যাস প্রকাশ করিলেন:—অর্থাৎ কুবের নামক ভোগ, সাধনের দ্বারা যখন বিজিত হইলেন, তখন সাধকের ইচ্ছার উন্নতি বিষয়ক উপায় স্বয়ং প্রকাশ করিলেন। ভোগ অনুকূল হইলে, বৈরাগ্য উপস্থিত হয়। ইহাই কুবেরসংবাদে প্রকাশ হইল।

পূর্ব্বকথা সমাপন করিয়া শ্রীমৈত্রেয় কহিলেন;—(মহাত্মা ধ্রুব যক্ষপতিকে বরদানে ইচ্ছুক দেখিয়া কহিলেন:—হে ধনপতে! যাহাতে আমি এই ভবসাগরের বিস্তীর্ণ তমো হইতে উত্তীর্ণ হইতে পারি এবং ভগবান হরির প্রতি যাহাতে আমার অচলা স্মৃতি স্থাপিত হয়, আপনি সেই বর দান করুন। ৪ ১২।৮

অনন্তর ইড়বিড়তনয় কুবের ধ্রুবের এবম্বিধ কামনায় তুষ্ট হইয়া, তাঁহাকে অভীষ্ট বর দিয়া নিজ স্থানে গমন করিলেন। এ দিকে মহাভাগবত ধ্রুবও আপন রাজধানীতে প্রত্যাগমন করিলেন। ৪।১২।৯

সেই সময় হইতে মহাত্মা উত্তানপাদকুমার রাজধানীতে ভূরিদক্ষিণাযুক্ত যজ্ঞসমূহের অনুষ্ঠান করিয়া, দ্রব্য ও দেবতাদি দ্বারা কর্ম্ম সম্পাদন করতঃ ভগবান যজ্ঞেশ্বরের পূজা করিতে থাকিয়া, স্বর্গফল লাভ করিতে লাগিলেন। ৪।১২।১০

হে বিদুর! (কর্ম্ম সমাপন করিয়া) নৃপতি ধ্রুব ক্রমে ক্রমে তীব্রযত্নে ও অতি ভক্তির সহিত একান্তনিষ্ঠ হইয়া, সেই সর্ব্বোপাধিবর্জ্জিত ও সর্ব্বাত্মা ভগবানের পূজা করিলে, সেই ভগবানের কৃপায় আত্মদৃষ্টিতে সর্ব্বভূতের অন্তর্যামী ভগবানকে তিনি সংসারেই দেখিতে পাইলেন। ৪।১২।১১

ব্যাখ্যা। এই কয় শ্লোকবাক্যে ধ্রুবের বিজ্ঞানময় জীবনের উন্নতি প্রকাশ হইল মাত্র। যেহেতু মধ্যে আত্মজ্ঞানে সম্পূর্ণ সাত্ত্বিক, রাজস ও তামসাদি; প্রাণময় কোষগত আত্মুক-

কের আধার মাত্র। ঐ প্রাণময় কোষজাত বায়ু যখন সদাসর্ব্বদা ঈশ্বরের সেবায় তৎপর; তখন ধ্রুবের অন্নময় কোষও সেই কার্য্যে ব্যাপৃত হইল, বুঝিতে হইবে। পরে মনোময় কোষের দ্বারা ঈশ্বরের পূজা করা হইল। পরে বিজ্ঞানময় কোষস্থ জীব ভগবানকে সর্ব্বান্তর্যামী বলিয়া বুঝিতে পারিলেন। এই পঞ্চকোষের দ্বারা হরিসেবা করিয়া, আত্মজ্ঞান লাভ করিতে পারিলেই, মানবজীবনের একান্ত পরিণতি হইল। সেই অবস্থায় মায়াজীবী সাধকের কি ভাব ঘটে, তাহাই পরে প্রকাশ হইতেছে।

হে বিদুর! নৃপতি ধ্রুব যখন পরমা উন্নতি লাভ করিলেন, তখন প্রজাবৃন্দ তাঁহাকে সত্ত্বগুণসম্পন্ন, আত্মজ্ঞানান্বিত ও দীনবৎসল এবং ধর্ম্মমর্য্যাদারক্ষাকারী ভাবিয়া, অপনাপন পিতার ন্যায় মান্য করিতে লাগিল। ৪। ১২। ১২

অনন্তর সেই মহীপতি যাগযজ্ঞাদির দ্বারা অশুভক্ষয় ও ভোগদ্বারা পুণ্যক্ষয় করিয়া, ষট্‌ত্রিংশৎসহস্র বৎসর এই পৃথিবী শাসন করিয়াছিলেন। ৪। ১২। ১৩

হে বিদুর! এইরূপে বহুকাল পর্য্যন্ত যজ্ঞাদি করিয়া, মহাত্মা ধ্রুব (ধর্ম্ম, অর্থ, কাম) নামক ত্রিবর্গ সাধন পূর্ব্বক, ক্রমে ইন্দ্রিয় সমস্তকে সংযত করিলেন। পরে আপন পুত্রকে (উৎকলকে) রাজসিংহাসন প্রদান করিলেন। ৪। ১২। ১৪

ক্রমে মহাত্মা উত্তানপাদতনয় এই বিশ্বসংসারকে আবিদ্যারচিত ও স্বপ্নদৃষ্ট গন্ধর্ব্ব নগরের ন্যায় মায়াময় বলিয়া, অন্তরে বোধ করিতে লাগিলেন। অনন্তর সেই মহাত্মা এমন যে প্রণয়িণী স্ত্রী, এমন যে স্নেহাধার অপত্য, এমন যে প্রেমাস্পদ সুহৃদ্, এমন যে সমৃদ্ধিসম্পন্ন রাজ্য ও সেনানিচয়, এমন যে রমণীয় অন্তঃপুর, অট্টালিকা ও বিহারোপবন; এমন যে সাগর দ্বারা বেষ্টিত ভুবনরাজ্য, এ সমস্তকেই কালের উপাদানস্বরূপ ক্ষণস্থায়ী ভাবিয়া, অনায়াসে একেবারে ত্যাগ করতঃ (একাকী) বদরিকাশ্রমে প্রবেশ করিলেন। ৪। ১২। ১৫। ১৬

হে বিদুর! অনন্তর সেই মহারাজ বদরিকাশ্রমে গমন করিয়া, পবিত্র বারিতে স্নান পূর্ব্বক নিয়মিত ফল ও মূলাদি আহারে নিয়ম রক্ষা করিলেন। অন্তঃকরণ বিশুদ্ধ করিতে, শমদমতিতিক্ষাদি সাধন করিয়া, ইন্দ্রিয়সংযম করিলেন। পরে আসন কল্পনা করিয়া, প্রাণায়ামদ্বারা প্রাণাদি বায়ুকে জয় করিলেন। (প্রাণাদি বায়ুকে জয় বলিতে শ্বাসপ্রশ্বাস সাধন)। পরে প্রত্যাহার উপায়ে, মনোদ্বারা কর্ম্মেন্দ্রিয়গণকে শাসন করিলেন। পরে ভগবানের স্থূল বিরাট্‌রূপ ধ্যান করিতে করিতে, সূক্ষ্মরূপে ধারণা স্থির হইলে, আত্মা ও পরমাত্মাকে অভেদ ভাবিয়া, সমাধি অবলম্বন করিলেন। ৪। ১২। ১৭

হে বিদুর! সেই মহাত্মা নৃপতি ভগবান হরিতে এমন দৃঢ়াভক্তি স্থির করিয়াছিলেন, যে, তাঁহার যুগলনয়ন হইতে অজস্র আনন্দাশ্রু প্রবাহিত হওয়াতে, তাঁহার হৃদয় দ্রবীভূত হইয়াছিল। ইহাতে তাঁহার শরীরাভিমান নাশ হইলে, আর তিনি অপনাকে ধ্রুব নামে জীব বলিয়া, স্মরণ করিতে পারিলেন না। ৪। ১২। ১৮

ব্যাখ্যা। এই শ্লোকে ব্যাসদেব ভক্তির বৈজ্ঞানিক তাৎপর্য্য প্রকাশ করিলেন। মানবের প্রাপ্তদেহের মধ্যস্থ অন্তঃকরণ অর্থাৎ মনই সকল কর্ম্মের কর্ত্তা। তিনিই বুদ্ধিসংযুক্ত

জীবকে বিষয়ে উন্মত্ত করিয়া রাখেন। বাহ্যে বা অন্তরে অতিমাত্র ভাবের আবেশ হইলেই মন কাতর ও উন্মত্ত হয়। যেমন অতিমাত্র নৃত্যগীতে মত্ত হইলে মন অচল ভাব ধারণ করিয়া আনন্দে দ্রবীভূত হয় এবং অতিমাত্র শোকে মন একেবারে ভাবান্তর শূন্য হইয়া, কাতর হইয়া দ্রব হয়। মন বিষয়ান্তর চেষ্টা না করিলেই, জীব অতি আনন্দ, অতি দুঃখ বা অতি শোক ভোগ করে। সেইরূপ ভক্তিবৈজ্ঞানিকেরা ঐ মনকে দ্রব করিবার জন্য; ঈশ্বরের মহিমান্বিত রূপ ও গুণ কল্পনা করিয়া, মনকে তাহাতে নিবিষ্ট করিতে উপদেশ দিয়াছেন। মন প্রথমে চন্দ্রসূর্য্যাত্মক্ ঈশ্বরের বিরাট্রূপ দেখিয়া বিস্মিত হয়। সেই বিস্ময়ের অবস্থায় যদি কোন উপায়ে সেই মনে কার্য্যকারণতত্ত্বজ্ঞান প্রয়োগ করিয়া দিতে পারা যায়, তাহা হইলে মনের সে বিস্ময় ক্রমে দৃঢ়ীভূত হইয়া যায়। মন তখন বাহ্যভাব ত্যাগ করিয়া, ক্রমে ঐ স্থূলভাবের কারণানুসন্ধানে লিপ্ত হয়। অনুসন্ধানকালে তাহার অন্তরে স্বভাবতঃ আনন্দবেগ যত উদ্বেলিত হয়; যত মহিমা সে বুঝিতে পারে, ততই সে আকুল হইয়া, অনন্ত ও অপরিণামী মহিমাতে বিলীন হইয়া যায়। বুদ্ধি এই অবস্থা ভোগ করিতে করিতে আপনার অন্তরস্থ পরমাত্মার জ্যোতিঃ বুঝিতে পারিয়া, যখন একেবারে মনের সহিত তাহার অনুভব করে, সেই অনুভাব্য অবস্থায় একেবারে বাহ্যভাব নাশ হয়। ইহাই সমাধি। এই প্রকৃতভাব আনয়ন করিবার জন্য ভক্তি ও জ্ঞানবান্ ঋষিরা এই উপায় প্রকাশ করিয়াছেন। এই অবস্থায় স্মৃতি থাকে না। ইহাতেই ধ্রুবের তন্ময়াবস্থা প্রকাশ করা হইল।

এইরূপে সিদ্ধি প্রাপ্ত হইলে ধ্রুব দেখিলেনঃ—শরৎকালিন্ পূর্ণচন্দ্র উদয় হইলে যেমন দশদিক উজ্জ্বল হয়; তদ্রূপ দশদিকে শোভা বিস্তার করিতে করিতে, আকাশতল হইতে এক সুন্দর রথ আসিতেছে। ৪। ১২। ১৯

সেই রথের অভ্যন্তরে তরুণ অরুণের ন্যায় শ্যামবর্ণময়; কমল নয়নযুক্ত, পীতবাসধারী কিরীট-বলয়াঙ্গদ-চারু-কুণ্ডলাদি অংলকার-শোভিত; শঙ্খচক্রগদাপদ্মসমন্বিত চতুর্ব্বাহুধারী দুইটী দেবপ্রবর রহিয়াছেন। ৪। ১২। ২০

হে বিদুর! মহাত্মা ধ্রুব সেই দেবযুগলকে উত্তমঃশ্লোক নারায়ণের কিংকর বলিয়া জ্ঞাত হইবামাত্র সসম্ভ্রমে উত্থিত হইয়া, এত আনন্দিত হইলেন, যে, কৃতাঞ্জলি সহকারে কেবল মাত্র "হে মধুসূদনের অনুচরশ্রেষ্ঠগণ!" এই কথা উচ্চারণ করিতে করিতে, তাঁহার স্মৃতি নাশ হইল, আর তিনি তাঁহাদের কোনরূপ পূজা করিতে পারিলেন না। ৪। ১২। ২১

সেই ভগবৎপার্ষচর সুনন্দ ও নন্দ নামক দেবতাদ্বয়, মহাত্মা ধ্রুবের চিত্তকে শ্রীকৃষ্ণচরণকমলে একান্ত নিবিষ্ট এবং পরম বিনয়ীরূপে নতকন্ধরে অঞ্জলিবদ্ধ থাকিতে দেখিয়া, অতিশয় প্রীতি ও বিস্মিত হইলেন। পরে তাঁহাকে ভগবানের আদেশ বলিতে আরম্ভ করিলেন। ৪। ১২। ২২

দেবতাগণ কহিলেনঃ—হে রাজন্! আপনার মঙ্গল হউক। এক্ষণে আমাদের কথা আপনি শ্রবণ করুন:—আপনি পঞ্চবর্ষকালিন্ শিশুবয়সে যে তপস্যা করিয়া, ভগবানকে তৃপ্ত করিয়াছিলেন, সেই অখিল ব্রহ্মাণ্ডের স্বামী ও সকল দেবতার দেবতা ভগবান হরির

আমরা কিংকর হইতেছি, এক্ষণে সেই ভগবৎপদবী প্রদান করিবার জন্য আপনাকে লইতে আসিয়াছি। ৪। ১২। ২৩। ২৪

হে রাজন্! যে বিষ্ণুপদ সপ্তর্ষীগণও প্রাপ্ত না হইয়া, তাহার নিম্নে থাকিয়া সতত আক্ষেপ করেন। চন্দ্র-সূর্য্য-গ্রহ-নক্ষত্র-তারাগণও যাহা প্রাপ্ত হওয়া দূরে থাকুক, যাহাকে অবলম্বন করিয়া, সতত প্রদক্ষিণ করেন, সেই সুদুর্জ্জয় বিষ্ণুপদ আপনি জয় করিয়াছেন, এক্ষণে তাহাতে অধিষ্ঠিত হউন। ৪। ১২। ২৫

হে অঙ্গ! হে সাধো! আপনার পিতা কি! জগতে কেহই যে পদে কোন কালে আরোহণ করিতে পারেন নাই! ত্রিভুবনের বন্দিত বিষ্ণুর সেই পরমপদে আপনি আরোহণ করুন। ৪। ১২। ২৬

হে রাজন্! ভগবান উত্তমঃশ্লোকের এই শ্রেষ্ঠরথে আপনিই উঠিবার যোগ্য হইয়াছেন, অতএব আয়ুর সহিত আরোহণ করুন। ৪। ১২। ২৭

পূর্ব্ববৃত্তান্ত সমাপ্ত করিয়া শ্রীমৈত্রেয় কহিলেন, হে বিদুরঃ—সেই উরুক্রমপ্রিয় ধ্রুব, যিনি নিত্য শুভকর্ম্মদ্বারা আপনার অন্তরকে অলংকৃত করিয়াছিলেন, তিনি ভগবান বৈকুণ্ঠের প্রেরিত দেবতাশ্রেষ্ঠদ্বয়ের মুখনিঃসৃত মধুমাখা ভগবতাদেশ শ্রবণ করিয়া, তাঁহাদের পূজা ও বদরিকাবাসী মুনিগণকে প্রণামপূর্ব্বক আশীর্ব্বাদ গ্রহণ করিলেন। ৪। ১২। ২৮

অনন্তর মহাত্মা নৃপতি, সেই বিমানের অগ্রভাগ পূজা করিয়া, তাহাকে প্রদক্ষিণ করতঃ ভগবানের প্রেরিত পার্ষদদ্বয়কে বন্দনা করিলেন। অবশেষে যেমন তিনি রথে আরোহণ করিতে ইচ্ছা করিলেন, অমনি তাঁহার হিরণ্ময় রূপ হইল। (স্থূল দেহত্যাগে সূক্ষ্ম দেহটী কেবল মাত্র দেহের কারণাবস্থা মাত্র। ঐ কারণাবস্থাকে হিরণ্ময় অবস্থা কহে। ধ্রুব চিরানন্দদেহ লাভ করিলেন। ইহাই তাৎপর্য্য)। ৪। ১২। ২৯

(পরিশেষে সাধু ধ্রুব রথে আরোহণ করিবামাত্রেই) অকস্মাৎ স্বর্গ হইতে দুন্দুভি, মৃদঙ্গ পনব প্রভৃতি বাজিয়া উঠিল, প্রধান প্রধান গন্ধর্ব্বগণ মঙ্গলসঙ্গীত গান করিলেন, ধীরে ধীরে কুসুম বর্ষিত হইল। ৪। ১২। ৩০

হে বিদুর! (ধ্রুব এই রূপে যখন রথারোহণে স্বর্গে উঠিলেন।) তখন পরমা দীনা জননী সুনীতিকে ত্যাগ করিয়া, তিনি যে স্বর্গে উঠিতেছেন, এই ভাবনা তাঁহার স্মৃতিতে উদিত হইল। ৪। ১২। ৩১

পারিষদগণ সেই সময়ে ধ্রুবের অভিপ্রায় বুঝিতে পারিয়া, জননী সুনীতি যে তাঁহার অগ্রে অগ্রে বিমানারোহণে স্বর্গে যাইতেছেন, ইহা তাঁহাকে দেখাইলেন। ৪। ১২। ৩২

হে বিদুর! মহাত্মা যতই আরোহণ করিতে লাগিলেন, ততই দেবতাগণের দ্বারা প্রশংসিত হইতে লাগিলেন। তাঁহাদের প্রক্ষিপ্ত কুসুম দ্বারা ভূষিত হইতে লাগিলেন। ক্রমে ক্রমে সূর্য্যচন্দ্রাদি দেখিতে দেখিতে উচ্চে আরোহণ করিলেন। ৪। ১২। ৩৩

এই রূপে ভূমি হইতে ভুবঃ, ভুবঃ হইতে স্বর্গলোক অতিক্রম করিয়া, সেই দেবযানের সাহায্যে উঠিতে উঠিতে উজ্জ্বল সপ্তর্ষিমণ্ডল পর্য্যন্ত অতিক্রম করিয়া, সেই ধ্রুবনামক বিষ্ণুপদের সমীপে উপস্থিত হইলেন ৪। ১২। ৩৪

হে বিদুর! যে স্থল আপনি ভ্রমণ করিলে তাহার তেজেঃই ত্রিভুবনের সমস্ত লোক পশ্চাৎ পশ্চাপ ভ্রমণ করে। যে সকল প্রাণী ভগবানের অনুগ্রহ লাভ করিতে পারে নাই। তাহারা যে স্থলে ভ্রমণ করিতে পারে না। যে সকল প্রাণী মঙ্গল ভাব ধারণ করিয়াছেন; তাঁহারা যে স্থলে দিবারাত্রি ভ্রমণ করিতেছেন। যাঁহারা শান্ত এবং যাঁহারা সর্ব্বভূতে সমদর্শী হইয়া, সর্ব্বভূতের মঙ্গল সাধন করিয়া, অন্তরকে বিশুদ্ধ করিয়াছেন; ভগবানের সেই সকল প্রিয়বন্ধুগণ যে অচ্যুতপদে সর্ব্বদা গমন করেন; সেই পরম ধ্রুবপদে কৃষ্ণপরায়ণ উত্তানপাদকুমার ধ্রুব, অমলচূড়ামণির ন্যায় ত্রিলোকের চূড়ায় (জ্যোতির্ম্ময় হইয়া) আরোহণ করিলেন। ৪। ১২। ৩৫। ৩৬। ৩৭

হে ভদ্র! গোসকল যেমন মেধীকাষ্ঠকে আশ্রয় করিয়া ঘূর্ণিত হয়, তদ্রূপ জ্যোতির্ম্ময় চন্দ্রসূর্য্যাদি গ্রহগণ গম্ভীরবেগে নিরন্তর সেই ধ্রুবচক্রকে আশ্রয় করিয়া, ভ্রমণ করিতেছে। ৪। ১২। ৩৮

ব্যাখ্যা। চন্দ্র ও সূর্য্যাদি যে স্থান অধিকার করিয়া ভ্রমণ করে, অবশ্যই ইঁহাদের অপেক্ষা সে স্থানে জ্যোতির্ম্ময় এবং তেজোময় বুঝিতে হইবে। বিশেষতঃ গ্রহাদির অপেক্ষা চিরস্থায়ী, ইহাও বুঝিতে হইবে। অর্থাৎ বাহ্যিক চন্দ্র ও সূর্য্য অপেক্ষা সেই মুক্তিপদ উজ্জ্বল এবং স্থায়ী, ইহাও প্রকারান্তরে লক্ষ্য করা হইল। উপমালংকারে সাজাইয়া চন্দ্রাদি বলা হইল মাত্র।

হে কৌরব! ধ্রুবের মহিমার কথা অধিক কি বলিব!) ভগবান নারদ ঋষি মহাত্মা উত্তানদপাদ কুমারের এতদূর মহিমা দেখিয়া যে শ্লোকসমূহে তদ্রচনা করিয়া, ভগবৎমাহাত্ম্য-প্রসঙ্গে গান করিয়া থাকেন! হে বিদুর সেই শ্লোকসমূহ শ্রবণ করঃ—। ১। ১২। ৩৯

পতিপরায়ণা সুনীতিতনয়ের তপস্যার প্রভাব ও ভগবদ্ভক্তির প্রভাব দেখিলে, বেদবাদী ব্রহ্মর্ষিগণও পরাভূত হয়েন, অতএব বিষয়ী ত্রিভুবনাধীশ্বর রাজাদের কি সাধ্য! যে, সে প্রভাব লাভ করেন! ৪। ১২। ৪০

যিনি পঞ্চবর্ষ বয়সে বিমাতার বাক্যবাণে মর্ম্মাহত হইয়া, হৃদয়ে এমন বৈরাগ্য ধারণ করিয়াছিলেন, যে, আমার উপদেশানুসারে ভক্তিগুণের দ্বারা সকলের প্রভু হরিকে আরাধনা করিয়াছিলেন এবং তাঁহার পদবীকে জয়ও করিয়াছিলেন! ৪। ১২। ৪১

সেই ক্ষত্রিয়গণই ধন্য! যাঁহারা বহু বহু বৎসর সাধনা করিয়া, এই পরম পদে আরোহণ করিতে পারেন। (কিন্তু সংসারিগণের) আগমন হওয়া দূরে থাকুক! যে পদের আশামাত্র তাহারা করিতে পারে না, ধ্রুব ষট্ কি পঞ্চবর্ষ বয়ক্রমে অতি অল্পদিবসের তপস্যাদ্বারাই ভগবানকে প্রসন্ন করিয়া, সেই পরম পদ লাভ করিয়াছিলেন। ৪। ১২। ৪২

এই রূপে সমস্ত বিবরণ সমাপ্ত করিয়া শ্রীমৈত্রেয় কহিলেনঃ—হে বিদুর! তুমি আমাকে যাহা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলে, আমি সেই সাধুগণের অনুকরণীয় ধ্রুবের উৎকৃষ্ট যশোকীর্ত্তন করিলাম। ৪। ১২। ৪৩

হে বৎস! এই চরিত্র শ্রবণ দ্বারা বিষয়ীর পবিত্র বিষয়ের চিন্তা হয়, আয়ুর পবিত্র ভোগ হয়, পবিত্র কর্ম্মে পুণ্য লাভ হয়, মঙ্গল ইচ্ছা হেতু স্বস্ত্যয়ন হয়, ইহাতে স্বর্গ লাভ হয়, ধ্রুবপদ প্রশংসার বস্তু হইতেছে। ৪। ১২। ৪৪

হে বিদুর! এই চরিত্রটী ভগবান অচ্যুতের প্রিয়তমা চেষ্টার স্বরূপ, ইহা শ্রবণে অতিশয় শ্রদ্ধা উপস্থিত হইলে, ত্বরায় ভগবানে একান্ত ভক্তি সহজে উপস্থিত হইয়া থাকে। সেই ভক্তি হইতে অশেষ জন্মার্জ্জিত পাপ নাশ হইয়া যায়। ৪। ১২। ৪৫

হে সাধো! যাঁহারা মহিমা লাভ করিতে ইচ্ছা করেন, তাঁহাদের পক্ষে এই চরিত্রের কথা তীর্থের স্বরূপ (মহত্বের আধার)। যাঁহারা সতত ইহা শ্রবণ করেন, তাঁহাদের পক্ষে ইহা সত্বগুণাধার। যাঁহারা ভক্তি বা জ্ঞানতেজঃ ইচ্ছা করেন তাঁহাদের পক্ষে ইহা উভয় তেজোদাতা। যাঁহারা মনোবিজয় করিতে ইচ্ছা করেন, তাঁহাদের পক্ষে ইহা মনোজয়ী মন্ত্রস্বরূপ হইতেছে। ৪। ১২। ৪৬

এই পুণ্যশ্লোক ধ্রুবের মহিমান্বিত চরিত্র দ্বিজন্মযুক্ত (মন্ত্রসংস্কারাপন্ন সাধু ভক্তগণ দ্বারা শোভিত) সভাতে অতি যত্ন সহকারে প্রাতঃকালে কীর্ত্তন করা উচিত হইতেছে। বিশেষতঃ পূর্ণমাসীতে, চতুর্দ্দশীযুক্ত অমাবস্যাতে, দ্বাদশীতে, শ্রবণানক্ষত্রযুক্ত দিবসে, হ্রস্বদিবসে, ব্যতীপাতযোগে, কিম্বা সংক্রান্তিতে, যদি কেহ এই তীর্থপাদ ভগবানের ভক্তবৎসলতার কথা শ্রদ্ধালু জনকে পরমানন্দে শ্রবণ করায়, তাহা হইলে নিশ্চয়ই সেই শ্রদ্ধান্বিতের সকল বিষয়কামনা দূর হয় এবং সে তৎক্ষণাৎ আপনাকে (আনন্দিত) বলিয়া, বুঝিতে পারে।৪।১২।৪৭।৪৮।৪৯

ব্যাখ্যা। পূর্ণমাসী প্রভৃতি কয়েকটি দিবসেই চন্দ্র ও সূর্য্যাদির সংস্রবসত্বে মানবদেহে বায়ুপিত্তকফাদির হ্রাস ও আধিক্য হয়। উহাদের হ্রাসাধিক্যে দেহের জড়তার ও সক্রিয়ত্বের সম্ভব। এই জন্য ঐ সমস্ত সময়ে সাধুকথা শ্রবণ করিবার জন্য, মহাজনেরা আদেশ করেন। তাহাতে ক্রমে মন পরমতত্ব প্রাপ্ত হইতে পারে।

হে বিদুর! যাহারা ঈশ্বরতত্ত্ব জানে না, তাহাদের যিনি জ্ঞানালোকের দ্বারা সৎপথে আনয়ন করেন, সেই দীননাথের ও দয়ালুর প্রতি সমস্ত দেবতাগণ প্রসন্ন হয়েন। ৪। ১২।৫০

হে কুরুশ্রেষ্ঠ। যে বালক শিশুকালে ক্রীড়নকরূপী আদরের সামগ্রী, স্নেহের আধার রূপিনী জননী, বিপদের আশ্রয়রূপী গৃহপ্রভৃতি ত্যাগ করিয়া, পরমাত্মা বিষ্ণুর শরণ লাভ করিয়াছিলেন, সেই বিখ্যাত ও পবিত্রকর্ম্মা ধ্রুবের সমস্ত চরিত্রই তোমাকে এইরূপে বলিলাম। ৪। ১২। ৫১

ইতি শ্রীভাগবতে চতুর্থস্কন্ধে দ্বাদশাধ্যায়ে উপেন্দ্রকৃতানুবাদ সমাপ্ত।

ব্যাখ্যা। উপদেষ্টার উপকার কি? ইহা বুঝাইতেই পঞ্চাশৎ শ্লোকে বলা হইল যে, দেবতারা তাঁহার উপরে প্রসন্ন হয়েন। দেবতা বলিতে ইন্দ্রিয়শক্তি। যাঁহার মন সর্ব্বদা পরের আধ্যাত্মিক্ তাপ নাশ করিতে ইচ্ছুক। বিনা চেষ্টায় তাঁহার আধ্যাত্মিক্ উন্নতি হয়। যেমন এক খণ্ড লৌহকে অপর লৌহদ্বারা আকর্ষণ করিয়া, উত্তপ্ত করিতে যাইলে, ধৃত লৌহও উত্তপ্ত হয়, তদ্রূপ উপদেষ্টার স্বাভাবিকী উন্নতি হইয়া থাকে। পরে একপঞ্চাশৎ শ্লোকে

বলা হইল যে; বাল্যাবস্থায় শিশুর স্বভাব :—খেলাতে, জননীতে ও গৃহেতে আশক্ত থাকে; কিন্তু যাহার মনে বৈরাগ্যের সঞ্চার হয়, সে উপাসনাতেই মত্ত হইয়া, ধ্রুবের ন্যায় ভোগকে তুচ্ছ করিয়া, ভগবানের শরণাপন্ন হইতে পারে। অতএব শৈশব বা বার্দ্ধক্য বিবেচনা না করিয়া, সকলেই হরিপরায়ণ হউন।

ইতি শ্রীভাগবতে চতুর্থস্কন্ধে দ্বাদশাধ্যায়ে উপেন্দ্রকৃতাধ্যায়ব্যাখ্যা সমাপ্ত।

অথ ত্রয়োদশ অধ্যায়।

মহামতি সূতদেব যথাযথরূপে পূর্ব্ববৃত্তান্ত বর্ণনা করিয়া, শৌনকাদি ঋষিগণকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন;—হে শৌনকাদি ঋষিগণ! আপনাদের প্রশ্নানুসারে আমি যথাসাধ্য ধ্রুবের চরিত্র কীর্ত্তন করিলেন। এক্ষণে অপর ভক্তচরিত্র শ্রবণ করিয়া, হৃদয়কে আনন্দিত করুন।

মহামতি বিদুর মৈত্রেয়দেবের মুখে ধ্রুবের বৈকুণ্ঠপদারোহণবার্ত্তা শ্রবণ করিলে, সেই অধোক্ষজ ভগবানে তাঁহার প্রগাঢ় ভক্তির উদয় হইল। তিনি পুনশ্চ ভক্তচরিত্রের কথা শ্রবণে ইচ্ছুক হইয়া, তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন। ৪। ১৩। ১

শ্রীবিদুর কহিলেন :—হে ঋষে! হে সুব্রত! যে প্রচেতাগণের যজ্ঞে ভগবান নারদ ধ্রুব-চরিত্র গান করেন; সেই প্রচেতাগণ কে হয়েন? তাঁহারা কাহার পুত্র? কোন বংশেই বা তাঁহাদের জন্ম? কোথায় বা তাঁহারা যজ্ঞ করিয়াছিলেন? ৪। ১৩। ২

যে মহাত্মাকর্ত্তৃক হরির পরিচর্য্যাবিধিসম্বলিত ক্রিয়াযোগ (নারদপঞ্চরাত্রশাস্ত্র) ভুবনে প্রচারিত হয়, আমি সেই ঋষি নারদকে ঈশ্বরের ন্যায় ভাবনা করি এবং মহাভাগবত বলিয়া জানি। ৪। ১৩। ৩

কোন সময়ে সেই স্বধর্ম্মশীল প্রচেতাগণ শ্রীনারদের উপদেশক্রমে ভগবান্ যজ্ঞপুরুষকে বহুবিধ যজ্ঞদ্বারা পূজা করিয়াছিলেন? হে ব্রহ্মন্! সেই যজ্ঞে, সেই দেবর্ষিকর্ত্তৃক যে সকল ভগবৎকথা বর্ণিত হইয়াছিল, আমি তাহা শ্রবণ করিতে নিতান্ত ইচ্ছা করিয়াছি। অনুগ্রহ-পূর্ব্বক প্রকাশ করিয়া, আমার হৃদয়ের ব্যথা দূর করুন। ৪। ১৩। ৪। ৫

মহাত্মা বিদুরের পুনশ্চ হরিকথা শ্রবণে আকাঙ্ক্ষা দেখিয়া, পরম প্রীত হইয়া, শ্রীমৈত্রেয় কহিলেন :—

(হে বিদুর! তুমি যে প্রচেতাগণের পরিচয় জানিতে ইচ্ছা করিয়াছ, এক্ষণে আমি তাহাই বর্ণনা করিতেছি শ্রবণ কর :—) মহাত্মা ধ্রুবের উৎকল নামে যে জ্যেষ্ঠ পুত্র ছিলেন; যখন ধ্রুব রাজ্যত্যাগান্তে বদরিকাতে গমন করেন, তখন তিনিও এই একাধিপত্য রাজলক্ষ্মী ও পিতার সিংহাসন গ্রহণ করিতে ইচ্ছা করেন নাই। ৪। ১৩। ৬

হে বৎস! সেই মহাত্মা উৎকল, জন্মাবধি আপনার মনকে বিষয়রস হইতে প্রশমিত করিয়াছিলেন। মায়াবী জনের সহিত সহবাস করিতেন না। বিশেষতঃ তিনি সর্ব্বভূতে

সমদর্শী ছিলেন ; এমন কি ! তিনি সেই সামান্য বয়সেই আত্মাকে ত্রিভুবনের অন্তর্যামী এবং ত্রিভুনের সর্ব্বত্র বিস্তৃত বলিয়া, বুঝিতে পারিয়াছিলেন। ৪। ১৩। ৭

তিনি আত্মাকে ব্রহ্মের স্বরূপ ইহা জানিতে পারিয়া, আত্মার অতীত আর কিছু সত্বাই স্বীকার করিতেন না। তিনি এক আত্মাকেই সকল মূর্ত্তিতে অবস্থিত দেখিয়া, তাঁহাকে সংসার-সুখের শান্তিস্থল বলিয়া ভাবিয়াছিলেন। বিশেষতঃ আত্মাকে ওতপ্রোত ভাবে ব্রহ্মাণ্ডব্যাপ্ত ও বিজ্ঞানানন্দরসের আধাররূপে জানিয়া, অভেদ ভাবনারূপ যোগদ্বারা জন্মমৃত্যুর কারণ-স্বরূপ যে কর্ম্মসংকল্প তাহা দগ্ধ করিয়াছিলেন। ৪। ১৩। ৮। ৯

হে বৎস! যখন তিনি পথে বাহির হইতেন, তখন তাঁহাকে দেখিলে বোধ হইত, যেন তাঁহার মতি কোন বিষয়ে আশক্ত নহে। তাঁহার আকৃতি :— উন্মত্ত ও বাক্‌শক্তিহীন এবং বধির ও অন্ধের ন্যায় ভাবাপন্ন দেখাইত। পথিমধ্যে বালকেরা তাঁহাকে যে দীপ্তিশূন্য অগ্নির ন্যায় সতেজঃ ভাবিত। ৪। ১৩। ১০

হে বিদুর! ধ্রুবের বংশীয় বৃদ্ধ আত্মীয়েরা এবং মন্ত্রিগণ উৎকলকে বাহ্যভাবে দেখিয়া, তাঁহাকে জড় ও উন্মত্ত ভাবিয়া, অপরা রাজ্ঞী ভ্রমীর বৎসর নামক কুমারকে ভূপতি করিয়াছিলেন। ৪। ১৩। ১১

সেই নৃপতি বৎসর সুবীথী নামে অতি সুন্দরী যুবতীকে রাজ্ঞী করিয়া, তাঁহার গর্ভে পুষ্পার্ণ, তিগ্মকেতু, ইর্ষ, উর্জ্জ, বসু ও জয় নামক ছয় কুমার উৎপাদন করেন। তন্মধ্যে জ্যেষ্ঠ পুষ্পার্ণ (নৃপতি হইয়া) প্রভা ও দোষা নামা দুই ভার্য্যা গ্রহণ করেন। ঐ প্রভার গর্ভে প্রাতঃ, মধ্যাহ্ন ও সায়ং নামে তিন কুমার জন্ম গ্রহণ করেন। ৪। ১৩। ১২। ১৩

হে বিদুর! নৃপতি পুষ্পার্ণের দোষা নাম্নি ভার্য্যার গর্ভে : প্রদোষ, নিশীথ ও ব্যুষ্ট নামক কুমারত্রয় জন্ম গ্রহণ করেন। ঐ ব্যুষ্ট কুমার পুষ্করিণী নাম্নি ভার্য্যা গ্রহণ করিয়া, তাঁহাতে আপনার সমস্ত ব্রহ্মতেজঃ আধান করিয়াছিলেন, তাহাতে তাঁহার সর্ব্বতেজোময় অর্থাৎ চক্ষু নামক পুত্র জন্ম লাভ করেন। ৪। ১৩। ১৪

সেই কুমার চক্ষু আকুতি নাম্নি ভার্য্যা গ্রহণ করিয়া, তৎসহযোগে মনু নামে এক অতি সুন্দর তেজোময় কুমার লাভ করেন। সেই মহামতি মনু নড্বলা নাম্নি ভার্য্যার গর্ভে :— পুরু, কুৎস, ঋত, দ্যুম্ন, সত্যবন্ত, ঋত, ব্রত, অগ্নিষ্টোম, অতীরাত্র, প্রদ্যুম্ন, শিবি, উল্মুক প্রভৃতি কয়েকটী নিষ্পাপ সন্তান লাভ করেন। ৪। ১৩। ১৫। ১৬

হে বিদুর! মহামতি উল্মুখ আপন ভার্য্যা পুষ্করিণীর গর্ভে :— অঙ্গ, সুমনা, খ্যাতি, ক্রতু, অঙ্গিরা ও গয়নামে ছয় কুমার লাভ করেন। ৪। ১৩। ১৭

মহামতি উল্মুকের অঙ্গনামে পুণ্যবান্ কুমার আপন ভার্য্যা সুনীথার গর্ভে বেণ নামে এক অতি দুষ্ট পুত্র লাভ করেন। হে বিদুর! সেই বেণের দৌরাত্ম্যের কথা কি বলিব! সেই পুত্রের দৌরাত্ম্যে অস্থির হইয়া মহামতি অঙ্গরাজর্ষি মনোদুঃখে রাজ্য ত্যাগ করিয়া, অরণ্যে গমন করিয়াছিলেন। মুনিগণ কুমারের অসাধু ব্যবহারে এতদূর ক্রুদ্ধ হইয়াছিলেন যে, তাঁহাকে কঠিন অভিসম্পাতে অভিশপ্ত করতঃ নিহত করিয়া, রাজ্য রক্ষার্থে তদঙ্গ হইতে পুত্র লাভ করিবার জন্য, তাঁহার দক্ষিণ কর মন্থন করিয়া, পুত্র লাভ করেন। ৪। ১৩। ১৮। ১৯

হে বিদুর! মহামতি অঙ্গ পুত্রদুঃখে বনে গমন করিলে ও দুরাত্মা বেণের মৃত্যু সাধিত হইলে, রাজ্য অরাজক হইয়াছিল। প্রজা সকল দস্যুদলদ্বারা পীড়িত হইতেছিল। (ইহা দেখিয়া ঋষিগণ বেণের করমন্থনে যে পুত্র লাভ করেন,) নারায়ণাংশে জন্ম বলিয়া, পৃথুনামে তিনি বিখ্যাত হয়েন। এমন কি! তিনিই অরাজক ভূভারকে সুশৃঙ্খলাপন্ন করিয়া, আদি নরপতি নাম ধারণ করেন। ৪। ১৩। ২০

অনন্তর মহামতি বিদুর শ্রীমৈত্রেয়মুখে দুরাত্মা বেণের চরিত্রসূচনা শ্রবণ করিয়া, অত্যন্ত কুতূহলী হইয়া, তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন:—হে ঋষে! যে মহামতি অঙ্গ সাধু ছিলেন, ব্রহ্মতেজোময় ছিলেন, অতিশয় মহাত্মা ও সদাচারী ছিলেন, সেই নরপতির এমন দুষ্ট পুত্র কেন হইল? এবং তিনিই বা পিতৃরাজ্যত্যাগী কেন হইলেন? হে দেব! বেণ যখন নরপতি হইয়াছিলেন, তখন বেণের এমন কি অপরাধ হইয়াছিল যে, যিনি আপন শাসনে সমস্ত প্রজাকে দণ্ড বিধান করেন, যাঁহাকে কাহারো শাসন করিবার ক্ষমতা ছিল না, সেই দুর্দমনীয় বেণকে ধর্ম্মপরায়ণ ঋষিগণ কিরূপে ব্রহ্মশাপগ্রস্ত করিয়াছিলেন? ৪। ১৩। ২১। ২২। ২৩

হে ব্রহ্মন্! সুনীথাত্মজ বেণের চরিত্র অনুগ্রহ করিয়া, আমাকে আখ্যান করুন। আমি আপনার পরম শ্রদ্ধান্বিত ভক্ত হইতেছি। আপনি আমার পক্ষে সর্ব্বজ্ঞ হইতেছেন।৪।১৩।২৪

বিদুরের অভিপ্রায়ে সন্তুষ্ট হইয়া শ্রীমৈত্রেয় কহিলেন:—হে বিদুর! একদা রাজর্ষি অঙ্গ পুত্রলাভার্থ অশ্বমেধ নামক মহাযজ্ঞ আরম্ভ করেন। ব্রহ্মবাদী মুনিগণ সেই যজ্ঞে আহুতি দিয়া দেবতাগণকে আহ্বান করিলে, কোন দেবতাই যজ্ঞে অধিষ্ঠিত হইলেন না। ইহা দেখিয়া সেই ঋত্বিক্ পুরোহিতগণ যজমান্ অঙ্গকে বিস্মিতভাবে কহিলেন:—হে রাজন্! আমরা অতি যত্নে দেবতাগণের উদ্দেশে হবির্দ্দান করিতেছি, কিন্তু কোন দেবতাই আপনার হবিঃ গ্রহণ করিতেছেন না। ৪। ১৩। ২৫। ২৬

হে রাজন্! আমরা অতি যত্ন সহকারে পবিত্র হবিঃ আহরণ করিয়া দান করিতেছি, ধৃতব্রত হইয়া আমরা বীর্য্যসম্পন্ন মন্ত্রাদিও যজ্ঞে প্রয়োগ করিয়াছি, কোন ক্রমে আমাদের বুদ্ধিতে দেবতাগণকে হেলা করা হয় নাই, তথাপি কর্ম্মদেবতাগণ কেন যে আপন আপন অংশ গ্রহণ করিতেছেন না! তাহা আমরা বুঝিতে পারিতেছি না! ৪। ১৩। ২৭। ২৮

পুরোহিতগণের এবম্বিধ বচন শ্রবণ করিয়া, যজমান্ অঙ্গ অত্যন্ত দুঃখিত হইয়া, সভাসাক্ষী মুনিগণের অনুজ্ঞা লইয়া, তাঁহাদের জিজ্ঞাসা করিলেন:—হে সদস্পতিগণ! আমি এমন কি পাপ করিয়াছি যে, আহূত হইয়াও দেবতাগণ আমার যজ্ঞে আসিতেছেন না, গ্রহগণও আমার পূজা গ্রহণ করিতেছেন না, তাহা আমাকে বিচারপূর্ব্বক জ্ঞাপন করুন। ৪। ১৩। ২৯। ৩০

রাজার প্রশ্নে তুষ্ট হইয়া সদস্পতিগণ কহিলেন:—হে নরদেব! ইহজন্মে সাক্ষাতে কোন পাপকর্ম্ম করা দূরে থাকুক! আপনি মনেও পাপ সঞ্চয় করেন নাই! পরন্তু আপনার একটী পূর্ব্বজন্মের পাপ অদৃষ্টে সংযুক্ত আছে, তজ্জন্যই আপনি অপুত্রক হইয়াছেন। ৪। ১৩। ৩১

হে নৃপ! আপনি অপুত্রক বলিয়া দেবতাগণ আপনার দত্ত হবিঃ গ্রহণ করিতেছেন না। আপনি যাহাতে পুত্রবান্ হইতে পারেন, অগ্রে এমন সাধনা করুন, তাহা হইলে যজ্ঞভুক্ দেবতাগণ সন্তুষ্ট হইয়া, আপনাকে সুশীল ও সুপুত্র দান করিবেন। ৪। ১৩। ৩২

হে রাজন্! ভগবান যজ্ঞপুরুষ হরি যদি সাক্ষাৎ পুত্ররূপে আপনার দ্বারা আরাধিত হয়েন, তাহা হইলে সমস্ত দেবতাই আপনার সমস্ত যজ্ঞে অবশ্যই আপন আপন অংশ গ্রহণ করিবেন। ৪। ১৩। ৩৩

হে নৃপ! যে পুরুষ যে বিষয়কামনা ঈশ্বরের নিকট করিবে, হরি তৎকর্ত্তৃক পূজিত হইয়া, তাহার অভিলাষ পূর্ণ করিয়া থাকেন। যে ভাবেই হউক ভগবানের আরাধনা করিলেই, মানবে উত্তম ফল লাভ করিতে পারে। ৪। ১৩। ৩৪

বিপ্রগণের পরামর্শ শ্রবণ করিয়া, মহামতি অঙ্গরাজ সকল জীবের অন্তর্যামী বিষ্ণুকে পুত্ররূপে কামনা করিয়া, পুরোডাশ সহযোগে পূজা করিলেন। পূজা মাত্রেই সেই যজ্ঞকুণ্ড হইতে একটী অতি তেজোময় পুরুষ প্রকাশ হইলেন। সেই পুরুষের গলে স্বর্ণমাল্য দুলিতে ছিল, পরিধানে শুভ্র বস্ত্র ছিল। তিনি একটী হিরণ্ময় পাত্রে পবিত্র পায়স লইয়া রাজার সম্মুখে উপস্থিত হইলেন। ৪।১৩।৩৫।৩৬

হে বিদুর! এই ঘটনা দেখিয়া বিপ্রগণ রাজাকে পায়স গ্রহণ করিতে বলিলেন। রাজা সেই পরম পুরুষের সমীপে অঞ্জলিসহকারে পায়স ভিক্ষা করিলেন। অনন্তর উপদেশ মতে সেই পায়স আপনি আঘ্রাণ করিয়া, অতিশয় আনন্দে রাজ্ঞীকে প্রদান করিলেন। ৪।১৩।৩৭

অপুত্রবতী সুনীথা রাজ্ঞী পায়স পান করিয়া, পুত্র ইচ্ছাপূর্ব্বক রাজার সহবাসে গর্ভ গ্রহণ করিলেন। পরে প্রসবের উপযুক্ত কাল পর্য্যন্ত গর্ভধারণ করিয়া, শেষে এক কুমার প্রসব করিলেন। ৪।১৩।৩৮

হে বিদুর! অধর্ম্ম বংশোদ্ভব মৃত্যু নামক অধার্ম্মিক রাজা সেই বালকের মাতামহ ছিলেন, তজ্জন্য বালক অধর্ম্মাংশে জন্ম লইয়া, মাতামহানুব্রতী হইল। অতএব ক্রমে ঘোর অধর্ম্মাচারী হইল। ৪।১৩।৩৯

ব্যাখ্যা। এই কয় শ্লোকে বলা হইল যে:—কোন স্বাভাবিক্ দোষে পিতা পুত্র-শূন্য হইলে, তাহা প্রায়শ্চিত্তে সংশুদ্ধ হয়; কিন্তু জননী যদি দুষ্টবংশোদ্ভবা হয়েন, তাহা হইলে ধার্ম্মিক পিতার পুত্র নিশ্চয়ই অধার্ম্মিক ও দুষ্ট হইয়া থাকে; এজন্য স্মৃতিকারেরা সাধুবংশীয়া কন্যা গ্রহণের রীতি করিয়াছেন।

সেই বেণ নামধারী অধার্ম্মিক পুত্র শৈশব অবস্থায়ই শরাসন গ্রহণ করিয়া দীন মৃগগণকে বধ পূর্ব্বক বনে বনে মৃগয়া করিত। ক্রমে সে এমন দুরাত্মা হইল যে, পুরজনেরা তাহাকে আসিতে দেখিলে শঙ্কিত হইয়া চীৎকার করিত। অনন্তর সে এত নির্দ্দয় হইয়া উঠিল, যে সমবয়স্ক বালকগণকে ক্রীড়াচ্ছলে আকর্ষণ করিয়া, পশুগণকে যেরূপ হত্যা করে, তদ্রূপ হত্যা করিত। ৪।১৩।৪০।৪১

হে সাধো! এইরূপ খলস্বভাবসম্পন্ন পুত্র দেখিয়া, মহামতি অঙ্গ নরপতি বিবিধ শাসনে প্রথমে তাহাকে শাসিত করিতে চেষ্টা করিলেন. শেষে যখন অসাধ্য হইয়া উঠিল,

তখন অত্যন্ত দুঃখিত হইয়া, তিনি মনে মনে বলিতে লাগিলেন যে :—কুপুত্র ভরণপোষণের দুঃখ যে গৃহস্থ না জানে, সে যেন অপুত্রকভাবে থাকিয়াই ভগবানের অর্চ্চনা করে; কারণ কুপুত্র হইতেই লোকের অখ্যাতি ও অধর্ম্ম সমাবেশ হইয়া থাকে। কুপুত্র হইতেই সকলের সহিত বিরোধ উপস্থিত হয়। কুপুত্র হইতেই জীবনসংহারী মনোবেদনা উপস্থিত হইয়া থাকে। হায়! হায়! কুপুত্র হইতে সুখের গৃহ দুঃখের আধার হয় এবং মনে করিলেও মোহবন্ধনে মন আবদ্ধ হয়, ইহা কোন্ পণ্ডিতে অস্বীকার করিবেন? ৪।১৩।৪২।৪৩।৪৪।৪৫

হে বিদুর! রাজা এইরূপে পুত্রদুঃখে কাতর হইয়া, বিবেক ধারণপূর্ব্বক পরে কহিলেন, এক পক্ষে সুপুত্র অপেক্ষা কুপুত্র ভাল, কারণ সুপুত্র মৃত হইলে শোকের বেগ এত বৃদ্ধি হয় যে, তাহাতেও গৃহ ক্লেশময় হয়। কিন্তু কুপুত্রের যাতনায় মানব আর কখন পুত্রকামনা না করিয়া, গার্হস্থ্য হইতে অপসৃত হইতে চেষ্টা করে। ৪।১৩।৪৬

মহারাজের আপন মনে এইরূপ নির্ব্বেদ উপস্থিত হওয়াতে একদা নিশীথ সময়ে তিনি নিদ্রা ত্যাগ করিয়া, গাত্রোত্থান করতঃ বেণজননীকে নিদ্রিতা দেখিয়া এবং প্রজাগণের অলক্ষ্যে সেই সর্ব্ববিভূতিময় রাজপ্রাসাদ ত্যাগ করিয়া, বনে গমন করিলেন। ৪।১৩।৪৭

প্রজাপতি অঙ্গ রাজ্যত্যাগ করিলে, তাঁহার বন্ধুগণ, মন্ত্রিগণ ও পুরোহিতগণ অতিশয় শোকে কাতর হইয়া, কুযোগিগণ যেমন আপন আত্মা ত্যাগ করিয়া, ব্রহ্মাণ্ডের মধ্যে আত্মার অনুসন্ধান করে, তদ্রূপ তাঁহারা নৃপতির বৃথা অন্বেষণ করিতে থাকিলেন। ৪।১৩।৪৮

হে কৌরব! সেই আমাত্য, বন্ধু ও পুরোহিতগণ যখন রাজাকে অন্বেষণ করিয়াও প্রাপ্ত হইলেন না, তখন তাঁহারা অতি দুঃখে রাজপুরীতে প্রবেশ করিয়া, তথায় সমাগত ঋষিগণকে দেখিয়া, তাঁহাদের পূজা করতঃ অতি কাতরে সাশ্রুনয়নে রাজার নিরুদ্দেশ বৃত্তান্ত বলিলেন। ৪।১৩।৪৯

ইতি শ্রীভাগবতে চতুর্থস্কন্ধে ত্রয়োদশ অধ্যায়ে উপেন্দ্রকৃতানুবাদ সমাপ্ত।

ব্যাখ্যা। কুবংশীয়া রমণী সহবাসে কুপুত্র লাভে বংশ কিরূপ কলঙ্কিত হয়, তাহা দেখাইয়া শ্রীব্যাস বলিতেছেন;—কি কুপুত্র, কি সুপুত্র, উভয়েতেই ক্লেশের সম্ভাবনা। পুত্রলাভ করিলেই যে মানবের জৈবনিক কার্য্য শেষ হইল, তাহা নহে। ঐ সুপুত্রদ্বারা গার্হস্থ্য চরিতার্থ করিলে অন্তে শোকমোহের বন্ধন হইতে উদ্ধার পাইবার জন্য আশক্তিশূন্য ও বিবেকী হওয়া উচিত। বিবেকী না হইলে সংসারে সুখ হয় না। এই উপদেশ দিয়া পরে কি উপায়ে এই রাজবংশ পবিত্র হইয়াছিল, তাহাই পরাধ্যায়ে বর্ণিত হইতেছে।

ইতি শ্রীভাগবতে চতুর্থস্কন্ধে ত্রয়োদশাধ্যায়ে উপেন্দ্রকৃতাধ্যাত্মব্যাখ্যা সমাপ্ত।

অথ চতুর্দ্দশ অধ্যায়।



মহামতি বিদুরকে সম্বোধন করিয়া শ্রীমৈত্রেয় কহিলেন:—ঋষিগণ দুরাত্মা বেণ নৃপতিকে কিরূপে অভিশপ্ত করেন তাঁহা শ্রবণ কর।

ত্রিভুবনের হিতচিন্তাকারী ভৃগুপ্রভৃতি ঋষিগণ যখন দেখিলেন, রাজ্যের রক্ষক নৃপতি অঙ্গ ঈশ্বরচিন্তায় নিযুক্ত হইবার জন্য অরণ্যে প্রবেশ করিয়াছেন। তাঁহার অবর্ত্তমানে রাজ্য অরাজক হইতেছে; প্রজাসমূহ পশুতুল্য হইতেছে; তখন তাঁহারা বীরপ্রসূতি সুনীথাকে সম্বোধন করিয়া তাঁহার সম্মতিতে;—আমাত্য, গুরু, পুরোহিত ও প্রজাবর্গের অসম্মতিসত্ত্বেও দুরাত্মা বেণকে পৃথিবীরাজ্যের নৃপতিত্বে বরণ করিলেন। ৪।১৪।১।২

হে বিদুর! অরাজক রাজ্যের দস্যুগণ যখন শ্রবণ করিল যে, দুরাত্মা বেণ সিংহাসনাধিরোহণ করিয়া, অতিশয় উগ্রভাবে রাজ্য শাসন করিতেছেন; তখন তাহারা খগরাজভয়ভীত কৃষ্ণসর্পের ন্যায় ত্রস্ত হইল। ৪।১৪।৩

এদিকে বেণ ভূমণ্ডলের অষ্ট দিকের সমস্ত ঐশ্বর্য্যের অধিপতি হইয়া, পিতৃ আসন প্রাপ্ত হইয়াছেন, ইহা যখন স্বয়ং বুঝিলেন; তখন তিনি আপনাকে অতি মহৎ ভাবিয়া, অহঙ্কারে পূর্ণ হইলেন। ৪।১৪।৪

হস্তী যেমন অঙ্কুশাঘাত না পাইলে, ক্রমে ক্রমে আপন তেজেঃ অত্যন্ত মদমত্ত হয়, তদ্রূপ তিনি স্বয়ং শাসনকর্ত্তা, তাঁহার উপরে আর কেহই শাসন করিবার নাই; ইহা ভাবিয়া অত্যন্ত অহঙ্কারী হইয়া, ত্রিভুবন কম্পিত করিয়া, সদা সর্ব্বদা রথারোহণে ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। ৪।১৪।৫

চতুর্দ্দিকে ভ্রমণ করিতে করিতে ভেরীনিঃস্বনে এই ঘোষণা করিলেন যে, ভূমণ্ডলে যেন আর কেহ ঈশ্বরার্থ যজ্ঞ না করে, কেহ যেন পুণ্যসঞ্চয়ার্থে দানাদি সৎকার্য্য না করে, ব্রাহ্মণগণ যেন কোন কালেই ঈশ্বরচিন্তায় হবিঃ প্রদান না করেন। ৪।১৪।৬

হে বিদুর! সেই দুরাত্মা বেণ নৃপতির এইরূপ অধর্ম্ম চেষ্টা অবলোকন করিয়া, যজ্ঞকারী ঋষিগণ সংসারের অমঙ্গল ভাবিয়া, অতি দুঃখিতচিত্তে পরস্পরের সহিত পরস্পরে প্রতীকারের উপায় নির্দ্ধারণের জন্য পরামর্শ করিতে লাগিলেন। ৪।১৪।৭

তাঁহারা কহিয়াছিলেন,—যেমন একখণ্ড কাষ্ঠের মূল ও অগ্রভাগ দীপ্ত হইলে, তাহার মধ্যস্থিত পিপিলিকার উভয়সঙ্কট উপস্থিত হয়; তদ্রূপ এক্ষণে সংসারে নৃপতি ও দস্যু উভয়ের যাতনাতে প্রজাগণ পীড়িত হইতে লাগিল। ৪।১৪।৮

যেমন দুগ্ধপান করাইয়া কোন গৃহী কাল সর্প পুষিলে, কালে সেই কালসর্পই গৃহীকে নাশ করে; তদ্রূপ অরাজক রাজ্যশাসনের জন্য ব্যগ্র হইয়া, আমরাই নৃপতির অযোগ্য হইলেও দুরাত্মাকে রাজা করিলাম। কারণ অরাজক রাজ্যে যজ্ঞাদি কর্ম্ম ও প্রজার শান্তির সম্ভাবনা থাকে না। কিন্তু পাপিষ্ঠ বেণ এক্ষণে আমাদেরই যজ্ঞাদি কর্ম্মে ব্যাঘাত দিতেছে, অতএব প্রজাবর্গের শান্তি কিসে লাভ হইবে? ৪।১৪।৯

ব্যাখ্যা। বেণোপাখ্যানের তাৎপর্য্য এই যথাঃ—ঈশ্বর কি উপায়ে প্রজাগণকে স্বধর্ম্ম শিক্ষা দিয়া সংসারে শান্তি স্থাপন করেন, তাহাই ব্যাসদেব এই চতুর্থ ও পঞ্চমস্কন্ধে প্রকাশ করিতেছেন। ঈশ্বর স্বয়ং মনুর অন্তরে প্রবিষ্ট হইয়া এই পালন ব্যবস্থা প্রকাশ করিয়াছেন। তাহারই কিয়দংশ মনুসংহিতা নামে জগতে প্রসিদ্ধ আছে। সেই শাস্ত্রে ইহা প্রকাশ আছে যে,—কি নৃপতিগণের, কি সাধুগৃহিগণের উচিত যে আপন আপন বংশ পবিত্র করেন এবং বংশ পবিত্র না রাখিলে, সংসার অপবিত্র হইয়া উঠে। অপবিত্র বংশ হইতেই জগতে অধর্ম্মের প্রচার হইয়া থাকে। ঐ ব্যবস্থানুসারে পুরুষ স্বয়ং পবিত্র হইয়া, পবিত্রা নারী গ্রহণ করিবেন, ইহা বিহিত আছে। এস্থলে অঙ্গ স্বয়ং পবিত্র হইয়া ভ্রমে অধর্ম্ম বংশীয়া সুনীথাকে ভার্য্যা করিয়াছিলেন বলিয়া, বেণ নামে তাঁহার অধর্ম্মাক্রান্ত পুত্র জন্মিয়াছে। ঐ অধর্ম্মাক্রান্ত বেণের অর্থাৎ কুমতাবলম্বী অধর্ম্মীর উৎপীড়নে জীবের ইহলোক ও পরলোক উভয় লোকের শান্তিই বিনাশ হইয়া উঠিল। যজ্ঞাদি কর্ম্মের ও সুশিক্ষার উন্নতি ও সুপ্রণালী বিধান করাই রাজার উচিত। ঐ উভয় উপায়ে কি ইহ, কি পর, উভয় লোকেরই শান্তি হয়। কিন্তু উন্মত্ত কুলাঙ্গার অধর্ম্মপরায়ণ রাজা ঐ উভয় লোকের হিত চেষ্টাতে অহঙ্কারশূন্য হইতে হয় বলিয়া, যাহাতে ঈশ্বরভীতি সংসারে প্রবর্ত্তিত না থাকে, তাহারই চেষ্টা করিল। অধর্ম্মবৃত্তি প্রবর্ত্তিত হইলে, সাধুগণের মনের ইচ্ছা পূরণ করিতে ঈশ্বর পুনরায় দুরাত্মার নিগ্রহ ও সাধুর প্রকাশ দেখাইয়া, জগৎকে সাধু হইতে কিরূপ উপদেশ দেন, তাহাই পৃথুরাজের চরিত্রে দেখান হইতেছে, বুঝিতে হইবে।

ঋষিগণ ভাবিলেন যেঃ—দুরাত্মা বেণ যখন শিশুকাল হইতে স্বভাবতঃ খল, তখন আমাদের সাহায্যে রাজত্বলাভ করিয়া যে, ঐ দুষ্ট প্রজাপীড়নকারী হইবে, তাহার আর আশ্চর্য্য কি! ৪। ১৪। ১০

আসুন আমরা সকলে সেই দুর্বৃত্তের সম্মুখে যাইয়া, তাহাকে দৌরাত্ম্য হইতে শান্ত করিবার জন্য চেষ্টা করি। নচেৎ আমরা যখন বেণের দুশ্চরিত্র অবগত থাকিলেও তাহাকে রাজা করিয়াছি, তখন প্রজাগণের উপস্থিত দুঃখ ভোগ জনিত পাপ আমাদেরই স্পর্শ করিবে! ৪। ১৪। ১১

সেই অধার্ম্মিক রাজা যদি আমাদের সান্ত্বনা বাক্য না গ্রহণ করেন, তাহা হইলে সেই প্রজাগণের দুঃখিত হৃদয়ের সন্তাপাগ্নিতে দগ্ধপ্রায় রাজাকে আমরা আপন আপন ব্রহ্মতেজঃ দ্বারা দগ্ধ করিব। ৪। ১৪। ১২

মনে মনে ক্রুদ্ধ হইয়া এইরূপ সংকল্প করিয়া, ঋষিগণ নৃপতি বেণের সমীপে উপস্থিত হইয়া প্রথমে তাঁহাকে অতি মিষ্টবাক্যে আপনাপন মনোভাব বলিতে লাগিলেন। ৪।১৪ ১৩

হে রাজন্! আপনি সমস্ত ভূমণ্ডলের অধিপতি, সকল নরপতির শ্রেষ্ঠ, আমাদের আবেদন শ্রবণ করুন? আমরা আপনার হিতৈষী, আমাদের আবেদনের অনুসারী হইলে

হে বৎস! সত্যই আপনার আয়ুঃ বৃদ্ধি পাইবে, রাজলক্ষ্মী অচলা হইবেন, আপনার যশো-কীর্ত্তি চিরস্থায়ী হইবে। ৪। ১৪। ১৪

হে রাজন্! যে ধর্ম্ম আচরণ করিলে বাক্যের, মনের ও শরীরের পবিত্রতা লাভ হইয়া থাকে; এমন ধর্ম্মাচরণে প্রজাগণ সকল শোক অর্থাৎ দুঃখ হইতে উত্তীর্ণ হইয়া থাকে। যাঁহারা মোক্ষ ইচ্ছা করেন, তাঁহারাও ফলকামনা রহিত হইয়া, ধর্ম্ম সাধন করেন। অতএব হে বীর! প্রজাগণকে ইহ ও পরলোকের শান্তি প্রদান করিবার একমাত্র উপায় স্বরূপ ধর্ম্মকে আপনি বিনাশ করিবেন না। হে নৃপতে! সেই ধর্ম্ম বিনষ্ট হইলে নৃপতিগণের এতাদৃশ ঐশ্চর্য্য ভোগ কথনই সম্ভব হয় না। ৪। ১৪। ১৫। ১৬

হে নৃপতে! কুমন্ত্রণাদাতা ও দস্যুভয় হইতে প্রজাগণকে রক্ষা করাই ক্ষত্রিয়গণের উচিত। রাজা যথাশাস্ত্র (ধর্ম্মমর্য্যাদা) রক্ষা করিবার জন্য প্রজাগণের নিকট হইতে, নিয়মিত কর লইলে ইহলোকে শান্তি লাভ করেন এবং পরলোকেও পরমানন্দ প্রাপ্ত হয়েন। ৪। ১৪। ১৭

হে রাজন্! প্রজাগণকে বর্ণাশ্রমাদির দ্বারা শৃঙ্খলাপন্ন করাতে যে রাজ্যে সতত প্রজাগণ আপন আপন ধর্ম্মের দ্বারা সেই যজ্ঞপুরুষ ভগবানকে পূজা করে; হে মহারাজ! সেই রাজ্যের রাজার প্রতি ভগবান ভূতভাবন বিশ্বাত্মা হরি অতিশয় সন্তুষ্ট হয়েন। কারণ রাজার শাসনবিধিতেই বিবিধ স্বভাবাপন্ন প্রজাগণ যখন একমাত্র ধর্ম্মের আশ্রয় লইয়া, ঈশ্বরের সেবা করিতেছে; তখন ঐ শাসনই ধর্ম্মের প্রযোজক বলিয়া, রাজা ঐশ্বর্য্যে অধিষ্ঠিত থাকিয়াও, ঈশ্বরের সন্তুষ্টি লাভ করেন। ৪। ১৪। ১৮। ১৯

হে মহারাজ! অধীনে থাকিয়া দিক্‌পালগণও আদরের সহিত যাঁহার উপহার সংগ্রহ করেন, এমন জগতের দেবতাগণের দেবতা হরিকে যিনি তুষ্ট করিতে পারেন। ইহাপেক্ষা তাঁহার আর ইহজীবনে আর কি লাভ আছে? ৪। ১৪। ২০

ত্রিভুবনের সকল উপদান ও সকল দেবতা যজ্ঞের দ্বারা যাঁহাকে লাভ করেন; যিনি বেদময় ও উপাদানময় হইতেছেন; যিনি তপস্যার অভীষ্ট দেবতা হইতেছেন; হে রাজন্! (তাঁহাকে সন্তুষ্ট করিতে) আপনার শাসনাধীন প্রজাগণের মঙ্গলের জন্য যাহাতে রাজ্যে বিবিধ যজ্ঞানুষ্ঠান হয়, আপনি সেই বিধি বিধান করুন। ৪। ১৪। ২১

হে রাজন্! আপনার রাজ্যে (আপনার দ্বারা চলিত হইয়া) ব্রাহ্মণগণ যজ্ঞ আরম্ভ করিলে, শ্রীহরির অংশ ও কলা স্বরূপ দেবতাগণ পূজিত হইবেন। তাঁহাদের পূজাতে সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহারা সকলকে অভীষ্ট ফল দান করিবেন। (তাহাতে রাজ্যের মঙ্গল হইবে)। অতএব হে বীর! সেই দেবতাগণকে অবহেলা করা আপনার উচিত হয় না। ৪।১৪।২২

ঋষিগণের আবেদন শ্রবণ করিয়া গর্ব্বিত বেণ কহিলেন:—হে ঋষিগণ! তোমাদের ন্যায় অজ্ঞতো আর আমি দেখি নাই!! তোমরা স্বয়ং অধর্ম্মাক্রান্ত হইয়া আমার সমীপে ধর্ম্মাভিমান করিতেছ!! তোমরা অন্নদাতা পতিকে ত্যাগ করিয়া, উপপতির সেবা করিতেছ, ইহাকে কি ধর্ম্মাশ্রয় বলে? ৪। ১৪। ২৩

যে সকল মূঢ় ব্যক্তি, সাক্ষাৎ ঈশ্বররূপী রাজাকে ঈশ্বর বলিয়া জ্ঞাত না হইয়া, অভি-

নমস্কার না করে, তাহাদের আবার ইহ ও পরলোকে সুখ কোথায়? অসতী নারিগণ যেমন আপনাপন সাক্ষাৎ ভর্ত্তার স্নেহত্যাগ করিয়া, উপপতির প্রতি স্নেহ করে; তদ্রূপ সেই যজ্ঞপুরুষ কে হয়েন, যাঁহাকে তোমরা এতদূর ভক্তি করিয়া থাক। ৪। ১৪। ২৪। ২৫

বিষ্ণু, ব্রহ্মা, মহেশ্বর, ইন্দ্র, বায়ু, যম, মেঘ, কুবের, চন্দ্র, পৃথিবী, অগ্নি, বরুণ প্রভৃতি ও অপরাপর বর এ শাপ প্রদানক্ষম সমস্ত দেবতাই নৃপতির দেহে অবস্থান করেন। অতএব রাজাই সর্ব্বদেবোময় হইতেছেন। অতএব হে বিপ্রগণ! সর্ব্বদেবোময় যে আমি রাজা, আমাকে তোমরা একান্তচিত্তে পূজা কর, আমার জন্যই উপহার আহরণ কর; আমা অপেক্ষা এমন পুরুষ কে আছে যে, সকলের আরাধ্য হইতে পারে! ৪। ১৪। ২৬। ২৭। ২৮

পূর্ব্ববৃত্তান্ত বর্ণনা করিয়া, শ্রীমৈত্রেয় বিদুরকে কহিলেন:—সেই ধর্ম্মমতি পাপপথবিহারশীল মহারাজ বেণের বুদ্ধি শুভাশুভ বিবেকশূন্য হইয়াছিল বলিয়া, মুনিগণের এবম্বিধ আবেদন রাজা গ্রাহ্য করিল না। ৪। ১৪। ২৯

সেই পাণ্ডিত্যাভিমানী দুরাত্মা বেণের দ্বারা মুনিগণ অবমানিত হইলে, যখন তাঁহারা দেখিলেন যে, দুষ্ট নৃপতি তাঁহাদের মঙ্গলময় আবেদন গ্রাহ্য করিল না; হে বিদুর! তখন সেই ব্রাহ্মণেরা দুঃখে অতি ক্লান্ত হইয়া, ক্রুদ্ধ হইলেন। ৪। ১৪। ৩০

(অতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া তাঁহারা আপনাপনি বলিলেন):—এই দুষ্ট স্বভাবতঃ হিংসাপরায়ণ ও অহঙ্কারী হইয়া স্বভাবকে অতিশয় কঠিন ও পাপময় করিয়াছে। এই অধর্ম্মাচারী যখন সর্ব্ব যজ্ঞাধিষ্টাতা বিষ্ণুর নিন্দা রাজা হইয়া করিতেছে, তখন এই দুরাচার কখনই রাজসিংহাসনে বসিবার যোগ্য নহে। এ ব্যক্তি জীবিত থাকিলে জগৎ একেবারে অমঙ্গলময় হইবে, সংসার উচ্ছৃঙ্খল হইবে; অতএব ইহাকে এক্ষণেই বধ কর। ৪। ১৪। ৩১। ৩২

এই পাপিষ্ঠ বেণ ব্যতীত এমন কে আছে যে, যাঁহার অনুগ্রহে এই বিশ্বরাজ্য ও ঐশ্বর্য্য লাভ হয়, তাঁহাকেই শেষে নিন্দা করে!। ৪। ১৪। ৩৩

অচ্যুতনিন্দায় একেতো বেণের আয়ুঃ বিনষ্টপ্রায় হইয়াছিল, (অধার্ম্মিকের জীবন ধারণ বৃথা ও আয়ুর্ভোগ স্বল্প হয়, ইহা দর্শনিকেরা সিদ্ধান্ত করিয়াছেন।) তাহাতে ঋষিগণ অন্তরে ক্রুদ্ধ হইয়া, ভাবি অমঙ্গল চিন্তা করিয়া, ব্রহ্মতেজেঃ হুঙ্কারপূর্ব্বক নৃপতিকে বধ করিলেন। ৪। ১৪। ৩৪

অনন্তর ঋষিগণ রাজাকে বধ করিয়া, আপনাপন আশ্রমে গমন করিলে, পুত্রবৎসলা জননী অনাথা পুত্রের মৃতদেহকে মন্ত্রপ্রভাবে রক্ষা করিয়া, শোক করিতে থাকিলেন।৪।১৪।৩৫

(এদিকে বেণ নিধন প্রাপ্ত হইলে, নিষ্কণ্টকে মুনি ও ব্রাহ্মণগণ পুনরায় যজ্ঞাদি আরম্ভ করিতেছেন,) ইতিমধ্যে এক দিবস পবিত্রা সরস্বতী নদীর তীরে কয়েকটী ঋষি হোমাগ্নি প্রজ্বলিত করিয়া, ঈশ্বরার্চ্চনা সমাপন পূর্ব্বক সুখাসনে উপাবেশন করতঃ সাধুসংবাদ আরম্ভ করিয়াছেন; এমন সময়ে তাঁহারা ভয়ঙ্কর উৎপাত সমস্ত দেখিলেন। প্রজাগণকে অনাথ দেখিয়া, দস্যুগণ তাহাদের পীড়ন করাতে, তাহারা প্রাণভয়ে চীৎকার করিতেছে ও সশঙ্কিত হইয়া আছে। বর্ত্তমানে সংসারেও ভীষণ অমঙ্গল উপস্থিত হইয়াছে। ৪। ১৪। ৩৬। ৩৭

ঋষিগণ এইরূপ চিন্তা করিতেছেন, এমন সময়ে অতিপ্রলুব্ধ দস্যুগণ চতুর্দ্দিকে ধাবমান্ হওয়ায় পদধূলিতে চতুর্দ্দিক ধূষর হইয়া উঠিয়াছে,ইহাও তাঁহারা দেখিতে পাইলেন।৪।১৪।৩৮

অরাজক রাজ্য দেখিয়া প্রজাগণের যথাসর্ব্বস্ব অপহরণ করিয়া, দস্যুগণ নির্ভয়ে সেই অপহৃত ধনের অধিকারী হইতে ইচ্ছাপূর্ব্বক পরস্পর বিবাদ আরম্ভ করিয়াছে, সেই বিবাদেই এই ধূলি উত্থিত হইয়াছে, ইহাও ঋষিগণ বুঝিলেন। ৪। ১৪। ৩৯

রাজ্য অরাজক হওয়াতে প্রজাগণের জীবিকা শ্রেণীবদ্ধ উপায়ে নির্দ্দিষ্ট না থাকায়, সকলেই অর্থহীন হইয়া, দস্যু ভাবাবলম্বন করিয়াছে। ইহা দেখিয়া যাঁহারা সাধু তাঁহাদের সৎ-পরামর্শ দিবার ইচ্ছা থাকিলেও প্রবল অসাধুগণকে কিছুই বলিতে সাহস করিতেছেন না! ৪। ১৪। ৪০

(সাধু ক্ষত্রিয় অসাধুকে দমন করিতে না পারিলে কেবলমাত্র ধর্ম্মহানি লাভ করেন।) কিন্তু যাঁহারা সমদর্শী ব্রাহ্মণ,তাঁহারা দীন ও অনাথ ব্যক্তিকে বিপদ হইতে উদ্ধার না করিলেও ভগ্ন ভাণ্ডস্থ ভ্রষ্ট দুগ্ধের ন্যায় তপোভ্রষ্ট হয়েন। ইহা জানিয়াও সেই ভীষণ উপদ্রবের কিছুই প্রতীকার করিতে ব্রাহ্মণেরা পারিলেন না। ৪। ১৪। ৪১

হে বিদুর! ঋষিগণ এই সকল উৎপাত ও অরাজক সংসারের বিষয় চিন্তা করিতে করিতে যখন ভাবিলেন যে:—অঙ্গ রাজর্ষি যখন ধার্ম্মিক ছিলেন তখন তাঁহার বংশে কখনই অধার্ম্মিক জন্মিতে পারে না, অবশ্যই তাঁহার বংশে অমোঘ বীর্য্যসম্পন্ন ও শ্রীকৃষ্ণ-পরায়ণ নৃপতি জন্মগ্রহণ করিবেন। এইরূপ নিশ্চয় করিয়া, সেই নিহত নৃপতি বেণের কলেবরসমীপে সকলে গমন করিয়া, ত্বরায় তাঁহার উরুদেশ মন্থন করিলেন। তাহাতে এক বামনের জন্ম হইল। ৪। ১৪। ৪২। ৪৩

হে বিদুর! সেই বামনের অঙ্গ অতি হ্রস্ব, বাহু ও হনু প্রভৃতি অতি কদর্য্য হইল, নাসাগ্র নিম্ন হইল, চক্ষু রক্তবর্ণ হইল, কেশাবলি তাম্রবর্ণ হইল, শরীরের বর্ণ কাকের ন্যায় কৃষ্ণবর্ণ হইল। ৪। ১৪। ৪৪

সেই বামন জন্ম গ্রহণ করিয়া, অতি বিনীতভাবে "আমাকে কি করিতে হইবে" এই কথা ঋষিগণকে বলিলে, ঋষিগণ তাঁহাকে "নিষীদ" অর্থাৎ উপবেশন কর, বলিলেন। হে বিদুর! (চতুর্দ্দিকে বেষ্টিত প্রজাগণ যখন শুনিল যে, ঐ পুরুষকে ঋষিরা "নিষীদ" বলিলেন, তখন তাহারা) তাহার নিষাদ এই খ্যাতি স্থির করিল। ৪। ১৪। ৪৫

তদবধি ঐ বামনের বংশ নিষাদ নামে খ্যাত হইয়া, অদ্যাপি গিরিকাননে বাস করিতেছে। হে বিদুর! ঐ পাপপুরুষ বামনের জন্ম হওয়াতে, বেণের পাপ বেণের দেহ হইতে বিচ্যুত হইয়াছিল। ৪। ১৪। ৪৬

ইতি শ্রীভাগবতে চতুর্থস্কন্ধে চতুর্দ্দশাধ্যায়ে উপেন্দ্রকৃতানুবাদ সমাপ্ত।

ব্যাখ্যা। অধার্ম্মিক স্বভাব পবিত্র না হইলে, কখনই পবিত্র বংশ প্রকাশ হইতে পারে না, এই জন্য বেণের দেহ হইতে ঋষিগণের যত্নে প্রথমে পাপবংশের প্রকাশ হইল। মৃত দেহ হইতে মন্থনদ্বারা পুত্র উৎপাদন অতি অসম্ভব। ইহাতে পৌরাণিক রূপকে যোগবলটি এইভাবে বেণচরিত্রে শ্রীব্যাসদেব দেখাইলেন যে :—সজীব দেহ দূরে থাকুক, পাপীর মৃতদেহও পাপে মণ্ডিত থাকে। এই জন্য বেণের মৃতদেহ পবিত্র মন্ত্রে মন্থন করিলেও ভস্ম নিক্ষিপ্ত অকার্য্যকর ঘৃতের ন্যায়, মন্ত্র বিফল হইল এবং পাপজাতিরূপী নিষাদের উৎপত্তি হইল। মীমাংসকেরা কহেন :—দেহকে পবিত্র করিলে, পাপজন্ম ক্রমে পবিত্রতা লাভ করে এবং তাহা হইতে ক্রমে পবিত্র বংশের প্রকাশ হয়। সেই সিদ্ধান্ত প্রমাণ করিতে গিয়া পুরাধ্যায়ে সাধারণের আকর্ষণ হেতু শ্রীব্যাস দেখাইবেন যে ; সজীব দেহ দূরে থাকুক, মৃত দেহ পবিত্র হইলেও তাহাতে সুফল লাভ হয়। এ সমস্ত উপদেষ্টাগণের উৎসাহ বাক্য মাত্র। সাধারণের মনাকর্ষণজন্য এরূপ অসম্ভব ভাব সংযোজনা না করিলে, জড়বুদ্ধি তীক্ষ্নতা প্রাপ্ত হয় না। অর্থাৎ সাধারণগণ কার্য্যে অগ্রসর হয় না। দেহের পবিত্রতাদ্বারা সংসার কিরূপে উপকৃত হয়, তাহাই পরাধ্যায়ে প্রকাশ হইতেছে। ইহাই যোগের অচিন্তনীয় ফল।

ইতি শ্রীভাগবতে চতুর্থস্কন্ধে চতুর্দ্দশাধ্যায়ে উপেন্দ্রকৃতাধ্যাত্মব্যাখ্যা সমাপ্ত।

অথ পঞ্চদশ অধ্যায়।

পূর্ব্ববৃত্তান্ত সমাপ্ত করিয়া, শ্রীমৈত্রেয় কহিলেন :—হে বিদুর! এক্ষণে ঋষিগণ কি করিলেন, তাহা শ্রবণ কর :—হে বিদুর। (মন্ত্রপ্রভাবে নিষাদরূপী পাপ নিষ্কাশিত হইলে) ঋষিগণ সেই অপুত্রক নৃপতি বেণের উভয় বাহু মন্থন করিলেন। তাহাতে যুগল বাহু হইতে এক মিথুনের প্রকাশ হইল। ৪। ১৫। ১

এই মিথুন জন্ম গ্রহণ করিলে, সেই ব্রহ্মবাদী ঋষিগণ, উভয়কে ঈশ্বরের অংশ রূপে বুঝিতে পারিয়া, পরম সন্তুষ্ট হইলেন। তখন সকলে বলিলেন, ইহাদের মধ্যে যিনি কুমার, ইনি ভগবান বিষ্ণুর সংসারপালন গুণের অংশস্বরূপ হইতেছেন, এবং যিনি কুমারী, ইনি পুরুষের মঙ্গলদায়িনী, সকল ঐশ্বর্য্যের অধিষ্ঠাত্রী, লক্ষ্মীর অংশস্বরূপা হইতেছেন। ৪। ১৫। ২। ৩

এই যে পুরুষটী, ইনি ভবিষ্যতে বহু কীর্ত্তিমান্ হইবেন বলিয়া, এই মহাত্মার নাম "পৃথু" (অর্থাৎ বিখ্যাতযশা) হইবে। ইনি ক্ষত্রিয়গণের অলঙ্কার স্বরূপ হইয়া, জগতে যশোবিস্তার করিবেন এবং সকলের মহারাজ হইবেন। ৪। ১৫। ৪

এই যে সর্ব্ব সদ্গুণবিভূষিতা শোভনদন্তযুক্তা দেবী আসিয়াছেন, ইনিও তদ্রূপ পৃথুকে আশ্রয় করিয়া, সকলের পূজনীয়া হইবেন, এই জন্য এই দেবীর নাম অর্চ্চি (পূজনীয়া) হইবে। ৪। ১৫। ৫

এই পুরুষ সংসার পালনের জন্য ভগবান হরির অংশরূপে জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন। এই কামিনীও হরিপরায়ণা লক্ষ্মীদেবীর অংশরূপে অবতীর্ণা হইয়া, ঐ পুরুষের মঙ্গল বিধান করিবেন। ৪। ১৫। ৬

হে বিদুর! অনন্তর সমস্ত ঋষিগণ (সেই পুরুষ ও কামিনীকে দর্শন করিয়া) প্রশংসা করিয়াছিলেন। গন্ধর্ব্বপ্রবরেরা তাঁহাদের গুণগান করিয়াছিলেন। স্বর্গ হইতে সিদ্ধেরা পুষ্প বরিষণ ও অপ্সরিগণ নৃত্য করিয়াছিলেন। চতুর্দ্দিকে শঙ্খ, তূরী, মৃদঙ্গ প্রভৃতি এবং স্বর্গ হইতে দুন্দুভী বাজিয়াছিল। অনন্তর (এই সংবাদ চতুর্দ্দিকে প্রচারিত হইলে) চতুর্দ্দিক হইতে ও স্বর্গ হইতে ঋষিগণ, দেবর্ষিগণ এবং পিতৃগণ আনন্দে তথায় আগমন করিলেন। ৪। ১৫। ৭। ৮

হে বিদুর! (ঐ মহাপুরুষ পৃথুকে) দেখিবার জন্য জগতের গুরু ব্রহ্মা স্বয়ং অপরাপর দেবতা ও দেবপতিগণকে (দিক্‌পালগণকে সমভিব্যবহারে লইয়া তথায় আসিয়া দেখিলেন যে, সেই নবজাত বালকের দক্ষিণ হস্তে গদার চিহ্ন এবং পদদ্বয়ে পদ্মের চিহ্ন রহিয়াছে, বিশেষতঃ তিনি পরীক্ষায় দেখিলেন যে, বালকের করতলস্থ চক্ররেখা যখন অপরাপর রেখার দ্বারা আবৃত হয় নাই, তখন এই বালক সত্যই যে ভগবানের অংশ হইতেছেন, তাহাতে আর সন্দেহ রহিল না। ৪। ১৫। ৯। ১০

হে বিদুর! (বিধাতা বালককে এইরূপে সুলক্ষণাক্রান্ত স্থির করিলে;) বেদবাদী ঋষিগণ তাঁহার অভিষেক আরম্ভ করিলেন। তাঁহার অভিষেক কালে মানবসকল পৃথিবীর সর্ব্বত্র হইতে উপঢৌকন আনয়ন করিল। এমন কি! সাগর, সরোবর, গিরি, সর্প, গোজাতি, পক্ষীজাতি ও পশুজাতি এবং স্বর্গ, মর্ত্ত্য ও সমস্ত ভূতপ্রপঞ্চই তাঁহার অভিষেকজন্য উপকরণ আনয়ন করিতে যত্ন করিয়াছিল। ৪। ১৫। ১১। ১২

অনন্তর পৃথুদেব উত্তম বস্ত্র ও সাধু অলঙ্কারে অলঙ্কৃত ও অভিষিক্ত হইয়া, যখন মহারাজ হইলেন, তখন তাঁহার পত্নি অর্চ্চি, অলংকৃতা হইয়া তাঁহার বামে উপবেশন করতঃ অগ্নিস্থ শিখার ন্যায় সুশোভিতা হইলেন। ৪। ১৫। ১৩

হে বীর! পৃথু সিংহাসনাধিরোহণ করিলে, গন্ধর্ব্বপতি কুবের স্বর্ণময় সিংহাসন উপহার দিলেন। মহামতি বরুণ, চন্দ্রপ্রভ ও সলিলস্রাবী ছত্র দান করিলেন। ভগবান বায়ু তাঁহাকে চামর এবং ভগবান ধর্ম্ম তাঁহাকে পবিত্রা কীর্ত্তিময়ী মালা দিলেন। দেবপতি ইন্দ্র তাঁহাকে উৎকৃষ্ট কিরীট এবং মহাত্মা যম তাঁহাকে সংযমদণ্ড প্রদান করিলেন।৪।১৫।১৪।১৫

ভগবান ব্রহ্মা তাঁহাকে বেদময় বর্ম্ম ও ভগবতী সরস্বতী তাঁহাকে উজ্জ্বল হার প্রদান করিলেন। করুণাময় হরি তাঁহাকে সুদর্শন চক্র এবং ভগবতী লক্ষ্মী তাঁহাকে অচলা রাজ্যশ্রী প্রদান করিলেন। ৪। ১৫। ১৬

মহাকাল রুদ্র তাঁহাকে দশ চন্দ্রের ন্যায় উজ্জ্বল অসি এবং ভগবতী অম্বিকা তাঁহাকে শত চন্দ্রময় চর্ম্ম দান করিলেন। ভগবান চন্দ্রমা তাঁহাকে অমৃতময় অশ্বসমূহ এবং ত্বষ্টা দেবতা তাঁহাকে অতি সুন্দর রথ দান করিলেন। অগ্নি সেই নৃপতিকে গোশৃঙ্গ নির্ম্মিত ধনুঃ

এবং সূর্য্যদেবতা তাঁহাকে রশ্মিময় শর দান করিলেন। পৃথিবী তাঁহাকে যোগময়ী পাদুকসমূহ (ইচ্ছা গমনশীল পাদুকা) এবং স্বর্গ তাঁহাকে অম্লান পুষ্পাবলি দান করিলেন।৪।১৫।১৭।১৮

খেচরগণ তাঁহাকে নাট্যবিদ্যা, গীতবিদ্যা বাদনবিদ্যা ও অন্তর্দ্ধান বিদ্যা; ঋষিগণ তাঁহাকে নিত্য আশীর্ব্বাদ এবং সাগর তাঁহাকে আত্মোদ্ভব বিজয়শংখ প্রদান করিলেন। ৪। ১৫। ১৯

হে বিদুর! মহারাজ এইরূপে সম্মানিত হইলে, সাগরবাসী, পর্ব্বতবাসী, নদীতীরবাসী ও প্রধান জনপদবাসী :—সূত, মাগধ ও বন্দিগণ সকলেই সেই মহাত্মাকে স্তব করিবার জন্য উপস্থিত হইলেন। ৪। ১৫। ২০

অনন্তর স্তাবকেরা তাঁহার স্তব আরম্ভ করিবার পূর্ব্বে বেণকুমার প্রতাপবান্ পৃথুরাজ তাঁহাদের অভিপ্রায় জ্ঞাত হইয়া, অত্যন্ত সন্তুষ্টচিত্তে মেঘনিঃস্বনে এই সকল কথা বলিলেন। ৪। ১৫। ২১

মহারাজ পৃথু কহিলেনঃ—হে ভদ্র সূত, মাগধ ও বন্দিগণ! এপর্য্যন্ত সংসারে আমার কোন গুণই প্রকাশ হয় নাই। তোমরা তবে কি আশ্রয় করিয়া, এই স্তববাক্য যোজনা করিতেছ। অতএব তোমাদের বাণিসকল বর্ত্তমানে যেন আমার প্রশংসাকে আশ্রয় না করে। ৪। ১৫। ২২

হে মধুরভাষিগণ! যখন আমার গুণ সংসারে প্রচার হইবে, সেই সময়ে আমার অলক্ষ্যে অপরের সমীপে আমার গুণগরিমা প্রচারার্থ স্তব করিও? আর ভগবান উত্তমঃশ্লোকের গুণানুবাদরূপ, উত্তম কার্য্য থাকিতে, এমন কোন্ সভ্য ব্যক্তি আমার ন্যায় সামান্য ব্যক্তির গুণানুবাদ করিতে তোমাদের উপদেশ দিয়াছেন? । ৪। ১৫। ২৩

ইহসংসারে এমন লোক কে আছেন, যিনি - ভবিষ্যতে সাধুগণের চরিত্র আপনি অনুকরণ করিতে সমক্ষ হইব, এই অভিপ্রায়ে, পরের নিকট হইতে স্তুতি গ্রহণ করেন! যে ব্যক্তি অগ্রে স্তুতিবাক্য শ্রবণ করেন কিম্বা যিনি ভবিষ্যতে বিদ্যা ও শাস্ত্রাদি শিক্ষা করিয়া, সকল গুণে ভূষিত হইবেন, এই অভিপ্রায়ে স্তুতি শুনিয়া আপনাকে চরিতার্থ বোধ করেন! তাঁহারা সকলেই উপহাস কাহাকে বলে তাহা জানেন না। ৪। ১৫। ২৪

হে সূতগণ! যাঁহাদের যথার্থ গুণ আছে; যাঁহারা পরম উদারচরিত্র ও লজ্জাশীল, তাহারাও আপনাদের দোষপরিত্যক্ত কেবল গুণানুবাদ শ্রবণে ইচ্ছা করেন না। ৪। ১৫। ২৫

হে বন্দিগণ! আমি এখন পর্য্যন্ত ইহসংসারে কোন শ্রেষ্ঠ কার্য্য করিয়া বিখ্যাত হই নাই; অতএব বালকের ন্যায় কিরূপে মিথ্যা আত্মগরিমা শ্রবণ করিব। ৪। ১৫। ২৬

ইতি শ্রীভাগবতে চতুর্থস্কন্ধে পঞ্চদশাধ্যায় উপেন্দ্রকৃতানুবাদ সমাপ্ত।

ব্যাখ্যা। প্রথমে অভিষেককালে দেবতাদির দ্বারা রাজা পৃথুকে পুরস্কৃতকরণরূপী বর্ণনা হইল। তাহার তাৎপর্য্য এই যেঃ—পবিত্র চরিত্রধারী হইলে প্রকৃতি তাঁহার প্রতি অনুকূল ভাব ধারণ করেন। দেবতাদি প্রকৃতিশক্তি, এই জন্য রূপকে উঁহাদের দ্বারা সম্মানিত করা

হইল মাত্র। পরে সাধুতার পরিচয় দিবার জন্য শ্রীব্যাস দেখাইলেনঃ—নীতিশাস্ত্রানুসারে সাধুগণ আপনাকে অহংকারশূন্য ভাবিয়া অতি দীন ও বিনয়ী হয়। পৃথু সেই লক্ষণানুসারে বিনয়ী ও আত্মগরিমা প্রচারে এবং শ্রবণে পরাঙ্মুখী হইলেন। এই ভাব দেখাইতেই পৃথুরাজকর্ত্তৃক সূতগণকে স্তবকরণ নিষেধ বাক্য প্রচারিত হইল, বুঝিতে হইবে। সাধুচরিত্রের লক্ষণ দেখাইয়া, পরে সাধুকার্য্য কিরূপে প্রকাশ হয়, তাহা শ্রীব্যাস বলিতেছেন।

ইতি শ্রীভাগবতে চতুর্থস্কন্ধে পঞ্চদশাধ্যায়ে উপেন্দ্রকৃতাধ্যাত্মব্যাখ্যা সমাপ্ত।

অথ ষোড়শ অধ্যায়।

পূর্ব্ববৃত্তান্ত সমাপ্ত করিয়া শ্রীমৈত্রেয় কহিলেন :—

হে বিদুর! মহারাজ বন্দিগণকে পূর্ব্বরূপ যুক্তি দেখাইলে, তাহারা তাঁহার বাক্যামৃতপানে সন্তুষ্ট হইয়া, মুনিগণের প্রয়োগমতে পুনর্ব্বার (প্রত্যুত্তরচ্ছলে) কহিল :—

হে রাজন্! আমাদের এমন কি ক্ষমতা আছে যে, আপনার মহিমা সহজে বর্ণনা করিব! যিনি মায়াসহযোগে ভগবান হরির অবতারস্বরূপে অবতীর্ণ হইয়া, অঙ্গকুমার বেণের সন্তানরূপে জন্মিয়াছেন, তাঁহার মহিমা বর্ণনা করিতে হইলে, ব্রহ্মাদি বাচস্পতিগণেরও ভ্রম হইয়া থাকে। ৪। ১৬। ১। ২

সেই প্রথিতকীর্ত্তি ভগবান হরির অংশাবতাররূপী পৃথুরাজের মহিমামৃত সকলকে পান করাইবার জন্য, আমরা ঋষিগণকর্ত্তৃক উপদিষ্ট হইয়াছি!! অতএব হে রাজন্! আপনার মহিমাবিষয়ে যেরূপে আমরা উপদিষ্ট হইয়াছি, সেই শ্লাঘ্য চরিত্রই এক্ষণে কীর্ত্তন করিব, (আপনি শ্রবণ করুন।) ৪। ১৬। ৩

হে বিদুর! গায়কেরা কহিলঃ—

এই মহামতি প্রজাগণকে ধর্ম্মপথে অনুবর্ত্তিত করিয়া, ধার্ম্মিকগণের শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করিবেন; ধর্ম্মনিয়মাবলির রক্ষাকর্ত্তা হইবেন; অধার্ম্মিকগণের শাসনকর্ত্তা হইবেন। ৪।১৬।৪

লোকপালগণ ভিন্ন ভিন্ন তনু ধারণ করিয়া, যেমন সংসারের হিতসাধন করেন; তদ্রূপ এই নরপতি এক দেহেই সকল লোকপালের স্বভাব ধারণ করিয়া, যখন যেরূপ স্বভাবের প্রয়োজন হইবে, তখন সেই মূর্ত্তি ধারণ করিয়া, জগতের হিতসাধন করিবেন। ৪। ১৬। ৫

সূর্য্য যেমন গ্রীষ্মাদিকালে রস শোষণ করিয়া, বর্ষাকালে বরিষণ করিয়া থাকেন, এবং সর্ব্বত্রেই অবস্থামতে উত্তাপ দিয়া থাকেন; তদ্রূপ এই নরপতি সূর্য্যমূর্ত্তি ধারণ করিয়া, প্রজার সম্পদকালে তাহাদের নিকট হইতে কর লইয়া দুর্ভিক্ষের সময়ে তাহা বিতরণ করিবেন এবং সর্ব্বভূতে সমদর্শী হইবেন। ৪। ১৬। ৬

পৃথিবী যেমন আপনার মস্তকে ও চরণে জীব ও জগত ধারণ করিয়া, উভয়াঙ্গেই

উৎপীড়ন সহ্য করিয়া থাকেন; তদ্রূপ এই বেণনন্দন সকল প্রাণীর প্রতি দয়ালু ও সকলের পীড়ন সহ্য করিয়া, তিতিক্ষাগুণময় হইবেন। ৪। ১৬। ৭

ইন্দ্র যেমন বারি বর্ষণ করিয়া, প্রজার জীবন রক্ষা করেন, তদ্রূপ অনাবৃষ্টি হইলে ইনি নিশ্চয়ই প্রজার দুঃখ নিবারণ করিতে আপন ক্ষমতায় বৃষ্টি বর্ষণ করাইতে পারিবেন। কারণ ইনি সর্ব্বদেবতাময় হরির অংশ হইতেছেন। ৪। ১৬। ৮

ব্যাখ্যা। পুরাকালে অনাবৃষ্টি হইলে রাজাগণ সমস্ত সাম্রাজ্যে যজ্ঞ করিতেন। সেই প্রতিগৃহের ভীষণযজ্ঞীয় ধূম গগণে আরোহণ করিলে, তাহা সংযত হইয়া ক্রমে মেঘরূপে পরিণত হইত এবং ত্বরায় ঐ উপায়ে বর্ষণ হইত। এই উপায় গীতা শাস্ত্রে স্পষ্ট আছে। কর্ম্মের দ্বারা ঐহিক্ ও পারলৌকিক্ উন্নতি হইয়া থাকে। যজ্ঞাদি কর্ম্মে হোমাদির দ্বারা দূষিত বায়ুশুদ্ধি, বাহ্যশুদ্ধি ও ধূমের সংযোগে মেঘবৃদ্ধি করা হইত, এবং উহার ক্রিয়ানুষ্ঠানে নিষ্ঠাহেতু মানসিক্ বৃত্তিগণ ধর্ম্মপর হইত। ইহার বিশেষ কথা মীমাংসায় দ্রষ্টব্য।

চন্দ্র যেমন আপনার অমৃতময় রূপের দ্বারা লোকগণকে আপ্যায়িত করেন; তদ্রূপ এই নৃপতি আপন বদনচন্দ্রমার মৃদুহাস্যযুক্ত অনুরাগ দৃষ্টি দ্বারা সকল প্রজাগণকে সন্তুষ্ট করিবেন। ৪। ১৬। ৯

সমুদ্রের যেমন সীমা হয় না, অথচ অন্তরে গুপ্তভাবে নানা ধন রক্ষিত হয়, দৃশ্য অতি গম্ভীর, কোন্ সময় কি অবস্থা হয় তাহা বুঝা যায় না, অথচ উহা সমস্ত ব্রহ্মাণ্ডকে বেষ্টন করিয়া, বর্ত্তমান থাকে; তদ্রূপ এই নরপতি পৃথু আপন কৌশলসমূহ কাহাকেও বুঝিতে দিবেন না, আপন কার্য্য সমূহ গোপনভাবে সম্পাদন করিবেন। অতি গম্ভীর বুদ্ধিমান্ হইবেন। বিশেষতঃ গোপন ভাবে কোষ সঞ্চয় করিয়া, অনন্ত মহিমা ও গুণের আধারস্বরূপ হইয়া, জগতের সর্ব্বত্র ক্ষমতা বিস্তার করিবেন। ৪। ১৬। ১০

বেণ নামক অরণি (যজ্ঞীয় কাষ্ঠ বিশেষ) হইতে উত্থিত এই পৃথু নামক অগ্নি, অগ্নিদেবতার ন্যায় শত্রুগণের দমনকর্ত্তা হইবেন। সকলের পরাক্রম অপেক্ষা ভীষণ পরাক্রম ধারণ করিবেন। কেহই কোনরূপ পুরুষার্থ দ্বারাও এই বীরকে পরাভব করিতে পারিবেন না।৪।১৬।১১

দেহিগণের অন্তরস্থ প্রাণাদি বায়ু যেমন দেহের অধ্যক্ষ হইয়াও উদাসীন ভাবে থাকে তদ্রূপ এই নৃপতি সমস্ত প্রজাসংসারের বাহ্যান্তরের সংবাদ গুপ্তচরের দ্বারা জ্ঞাত হইয়াও উদাসীন ভাবে তাহার প্রতীকার করিবেন। ৪। ১৬। ১২

যমরাজের ন্যায় ইনি অপক্ষপাতী ভাবে শাসন করিয়া, দণ্ডের অযোগ্য ব্যক্তিকে অভয় দিবেন এবং আপন পুত্রও যদি দণ্ডের যোগ্য হয়, তাহাকেও উপযুক্ত দণ্ড বিধান করিবেন। ৪। ১৬। ১৩

সূর্য্যদেব যে মানসাচল পর্য্যন্ত রশ্মি বিতরণ করেন, (পৃথিবীর বেষ্টন স্বরূপ একটী কল্পনাময় পথকে মানসাচল কহে। পৌরাণিক্ প্রবাদ এই যে, ঐ কল্পনার পথ পর্য্যন্ত সূর্য্যদেব রশ্মি বিতরণ করেন।) এই নরপতি সেই স্থান পর্য্যন্ত অপ্রতিহতা গতিতে আপনার রথচক্র চালনা করিবেন। (অর্থাৎ যতদূর পৃথিবী ততদূর শাসন করিবেন)।৪।১৬।১৪

এই নরপতি প্রাণপণ চেষ্টার দ্বারা সকল প্রজাকে আনন্দিত রাখিয়া, সকলের দুঃখ নাশ পূর্ব্বক মনোরঞ্জন করিবেন বলিয়া, এই নৃপতিকেই সকল ব্যক্তি রাজা বলিয়া সম্বোধন করিবে। ৪। ১৬। ১৫

এই ভূপতি দৃঢ়ব্রতী হইবেন, সত্যসন্ধ ও ব্রহ্মতেজোময় হইয়া বেদমর্য্যাদা রক্ষা করিবেন, জ্যেষ্ঠের সেবা ও শরণাগতের অভয়দাতা হইবেন। বিশেষতঃ ইনি সকল ভূতের সম্মানদাতা ও অনাথের প্রতি করুণাময় হইবেন। ৪। ১৬। ১৬

এই মহাত্মা পরনারীকে জননীর ন্যায় ভক্তি করিবেন, আপনার রমণীকে শরীরের অর্দ্ধাংশ ভাবিয়া সম্মান করিবেন, প্রজাগণের প্রতি পিতার ন্যায় স্নেহময় হইবেন, ব্রহ্মবাদিগণকে সযত্নে সেবা করিবেন। ৪। ১৬। ১৭

ইনি প্রাণী মাত্রকেই আপনার ন্যায় দেখিবেন, বন্ধুজনের আনন্দ বর্দ্ধন করিবেন, সাধুসঙ্গে সংযুক্ত থাকিবেন, অসাধুগণের প্রতি শাসনদণ্ড বিহিত করিবেন। ৪। ১৬। ১৮

যিনি সত্ত্ব, রজঃ ও তমোগুণের অধীশ্বর; যিনি কূটস্থ আত্মাভাবে থাকেন; যাঁহার অবিদ্যাচিত্র এই কাল্পনিক্ সংসারকে নানারূপে সত্য বলিয়া প্রতীত করে; সেই সাক্ষাৎ ভগবানের অংশরূপে এই নরপতি সত্যই অবতীর্ণ হইয়াছেন। ৪। ১৬। ১৯

এই নরদেবনাথ একমাত্র বীররূপে সমস্ত ভূমণ্ডল হইতে উদয়াচল পর্য্যন্ত আপন শাসন বিস্তার করিবেন। সূর্য্য যেমন দক্ষিণাবর্ত্তনে পৃথিবী প্রদক্ষিণ করেন,* তদ্রূপ ইনি শরকার্ম্মুকহস্তে রথারোহণে সতত পৃথিবী পর্য্যটন করিবেন। ৪। ১৬। ২০

এই নরপতি পৃথিবী পর্য্যটন করিতে করিতে পার্থিব রাজ্যের যে যে দিকে উপস্থিত হইবেন, সেই সেই দিকস্থ লোকপাল ও নরপালগণ অতি যত্নের সহিত, এই মহাত্মার জন্য বলি আহরণ করিবেন এবং সেই সকল নরপালের রমণিগণ এই আদিরাজকে বিষ্ণুর ন্যায় পরাক্রমী ও পবিত্র ভাবিয়া, সঙ্গীতের সহযোগে পরমানন্দে যশোকীর্ত্তন করিবেন। ৪। ১৬। ২১

এই অধিরাজ গোরূপধারিণী ধরাকে দোহন করিবেন; প্রজাগণের বৃত্তি (জীবিকা) নির্দ্ধারিত করিয়া প্রজাপতি হইবেন; বিশেষতঃ দেবরাজ ইন্দ্রের ন্যায় অতিশয় তেজেঃ কুলাচল সমূহ নিজ শরাসনযোগে ভেদ করিয়া, পৃথিবীকে সমাঙ্গী করিবেন। ৪। ১৬। ২২

মৃগরাজ যেমন যুদ্ধকালে আপন লাঙ্গুল উত্তোলন করিয়া, যুদ্ধক্ষেত্রে ভীষণ গর্জ্জন করেন, তদ্রূপ ইনি যখন আপনার বিজয় ধনুঃকে টঙ্কার দিয়া, পৃথিবীতে পর্য্যটন করিবেন, তখন বিপক্ষগণ (প্রাণভয়ে) দিকে দিকে পলায়ন করিবে। ৪। ১৬। ২৩

এই মহীপতি শত অশ্বমেধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিবেন। এই মহাত্মার যজ্ঞে স্বয়ং সরস্বতী দেবী প্রাদুর্ভূতা হইবেন। ত্রিপুরবিনাশকর্ত্তা ইন্দ্র শতাশ্বমেধ সমাপ্ত করিয়া শতক্রতু আখ্যা পাইয়াছেন বলিয়া, বর্ত্তমানে এই নরপতি শতক্রতু সম্মান লাভ করিবেন, এই অভিমানে তিনি নৃপতির শেষ যজ্ঞীয় অশ্বটী হরণ করিবেন। ৪। ১৬। ২৪

এই মহারাজ, আপনার প্রাসাদের অন্তরস্থ কেলী উপবনে দেবতাগণের সহিত একত্রে সম্মিলিত হইয়া, ব্রহ্মর্ষি সনৎকুমারকে অতি ভক্তির সহিত পূজা করিয়া; যে পবিত্র জ্ঞানে পরম ব্রহ্মবিদ্যা লাভ করা যায়, সেই জ্ঞান সহজে তাঁহার নিকট হইতে শিক্ষা করিবেন। ৪। ১৬। ২৫

ইনি যে যে স্থানে যে সকল কীর্ত্তি প্রকাশ করিবেন, সেই সেই স্থানেই এই মহাত্মার কীর্ত্তি সমূহ সুবাণীরূপে গ্রথিত হইয়া, এই মহীপতিরই ভীষণ বিক্রম প্রচারিত করিবে এবং সকলেই আপনাপন আত্মা চরিতার্থ করিতে, তাহা শ্রবণ করিবে। ৪। ১৬। ২৬

এই মহীপতি যখন দিগ্বিজয়ে গমন করিবেন, তখন এই মহাত্মার রথচক্র কখনই প্রতিরুদ্ধ হইবে না। ইনি আপনার মহাবীর্য্যতেজঃ সকল লোকের হৃদয় হইতে দুঃখশল্য উৎপাটিত করিয়া, সকলের শান্তিদাতা হইবেন। ইনি কি দেবতা, কি অসুর, সকল শ্রেণীর শ্রেষ্ঠ জনের দ্বারা প্রশংসিত হইয়া, এই পৃথিবীর মহানুভব অধীশ্বর হইবেন। ৪। ১৬। ২৭

ইতি শ্রীভাগবতে চতুর্থস্কন্ধে ষোড়শাধ্যায়ে উপেন্দ্রকৃতানুবাদ সমাপ্ত।

ব্যাখ্যা। নৃপতি হইলে কি কি গুণ থাকা প্রয়োজন, তাহার কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ পরিচয় দিবার জন্ম শ্রীব্যাস কৌশলে রাজা পৃথুকে নীতি সমস্ত শিক্ষা দিলেন। শৌর্য্য, বীর্য্য, কারুণ্য এবং পৃথিবীর উর্ব্বরত্বাদি সাধন করিয়া, প্রজাগণের জীবিকা ও জ্ঞানোন্নতি করাই রাজধর্ম্ম। গোরূপা ধরাকে দোহন করাকে উর্ব্বরতা সাধন করা বুঝিতে হইবে। পৃথিবী কর্ষিতা না হইলে ক্রমে বৃক্ষমৃত্তিকার বৃদ্ধি হওয়াতে অসমতল হইয়া উঠে। রাজা এই সমস্ত নাশ করিয়া কৃষির সুনিয়মার্থ সমতল করিয়া রাজপথ প্রস্তুত ও ক্ষেত্রের উর্ব্বরত্ব সাধন করিয়া থাকেন। একজন জ্ঞানী শিক্ষক যেমন অজ্ঞানী শিশুদিগকে শিক্ষিত করিয়া উন্নতি করেন, আর্য্যরাজগণ সেইরূপে যাহাতে প্রজাগণের আর্থিক ও মানসিক্ উন্নতি হয়, তাহাই বিধান করিতেন। এই ইঙ্গিত করিয়া পরে ভগবৎপরায়ণ রাজা কিরূপে প্রজা শাসন করেন; তাহাই পরাধ্যায়ে প্রকাশ হইতেছে।

ইতি শ্রীভাগবতে চতুর্থস্কন্ধে ষোড়শাধ্যায়ে উপেন্দ্রকৃতাধ্যাত্মব্যাখ্যা সমাপ্ত।

অথ সপ্তদশ অধ্যায়।

পূর্ব্বকথা সমাপ্ত করিয়া শ্রীমৈত্রেয় কহিলেন :—

হে বিদুর! সেই জ্ঞান, ঐশ্বর্য্য, বল, বীর্য্য, তেজঃ ও শক্তিমান্ বেণনন্দন, এইরূপে আপনার ভবিষ্যৎ কর্ত্তব্যরূপী গুণ ও কর্ম্মের নির্দ্দেশে স্তুত হইলে; তিনি সেই মাগধ ও সূতগণকে তাহাদের অভিলাষ পুরাইয়া এবং অভিনন্দন পূজাদি করিয়া, সন্তুষ্ট করিলেন। ৪।১৭।১

অনন্তর সেই রাজকুমার :—ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র এই চারিবর্ণের; ভৃত্য, আমাত্য, পুরোহিত, পুরবাসী, জনপদবাসী, শ্রেণী ও প্রকৃতিবর্গের ক্রমে ক্রমে পূজা করিলেন। ৪। ১৭। ২

মৈত্রেয়দেবের কথা শ্রবণ করিয়া প্রফুল্লচিত্তে শ্রীবিদুর কহিলেন :—হে ঋষে! বহু-

রূপিণী ধরিত্রী কি জন্য গোরূপ ধারণ করিয়াছিলেন। সেই গাভী অবস্থায় কে তাঁহার বৎস হইয়াছিল এবং পৃথুমহারাজ দোগ্ধারূপে তাঁহা হইতে কিরূপ দুগ্ধ দোহন করিয়াছিলেন? ৪।১৭।৩

হে প্রভো! এই পৃথিবী স্বভাবতঃই অসমতলা হইতেছেন। ইহাকে কিরূপে রাজা সমতল করিয়াছিলেন? আর দেবরাজ ইন্দ্রই বা কি জন্য তাঁহার যজ্ঞীয় অশ্ব হরণ করিয়াছিলেন? ৪।১৭।৪

হে ব্রহ্মন্! ব্রহ্মবেত্তাগণের শ্রেষ্ঠ ভগবান সনৎকুমারের নিকট সেই রাজর্ষি বিজ্ঞান সংযুক্ত জ্ঞান লাভ করিয়া, কোন্ গতিকেই প্রাপ্ত হইয়াছিলেন? ৪।১৭।৫

হে প্রভো! সেই সুযশঃসম্পন্ন ভগবান অধোক্ষজ শ্রীকৃষ্ণ, যিনি পূর্ব্বোক্ত পৃথুদেহ ধারণ করিয়া, এই গোরূপা ধরাকে দোহন করিয়াছিলেন। সেই ভগবানের পবিত্রকথা আমার ন্যায় আপনার সেবক ও অনুরক্তজনকে আপনি অনুগ্রহ করিয়া বলুন। ৪।১৭।৬।৭

এতদ্বর্ণনা করিয়া শ্রীসূত গোস্বামী শৌনকাদি ঋষিগণকে কহিলেন: হে ঋষিগণ! সেই মহামতি বিদুর শ্রীমৈত্রেয়দেবকে ভগবান বাসুদেবের পাবনী লীলাকথা জিজ্ঞাসা করিলে; ঋষিবর অতি প্রীতমনে তাঁহাকে প্রশংসা করিয়া (পৃথুরূপী শ্রীকৃষ্ণচরিত্র) বলিতে আরম্ভ করিলেন। ৪।১৭।৮

শ্রীমৈত্রেয় কহিলেন:—হে বৎস! যখন সেই বিপ্রগণ রাজকুমার পৃথুকে মন্ত্রাদিদ্বারা অভিষেক করিয়া, এই পৃথিবীস্থ জনপদবাসিগণের পালনকর্ত্তা পদে নিবিষ্ট করিলেন। সেই সময়ে অন্নহীন, ক্ষুধায় ও তৃষ্ণায় সকাতরদেহী মহাতলবাসী প্রজাগণ রাজসমীপে আগমন করিয়া, এই সকল কথা বলিল। ৪।১৭।৯

হে রাজন্! কোঠরস্থিত অগ্নি যেমন ক্রমে ক্রমে সমস্ত বৃক্ষকে দগ্ধ করে, তদ্রূপ বহুদিন হইতে জঠরানলে অত্যন্ত পীড়িত হইয়া এক্ষণে আপনার ন্যায় পরম সাধনের রত্নকে পতিরূপে এবং আমাদের জীবিকানির্দ্ধারণের কর্ত্তারূপে ও অভয়দাতা রূপে পাইয়া, অদ্য আমরা সকলে আপনার শরণ লইতেছি। ৪।১৭।১০

হে রাজন্! আপনিই আমাদের জীবিকাদাতা লোকপালক হইতেছেন। হে নরদেবশ্রেষ্ঠ! আমরা অত্যন্ত ক্ষুধার্ত্ত হইয়াছি, আপনি আমাদের অন্নদান করিতে সত্বরে চেষ্টা করুন; নচেৎ আমরা কাতর হইয়া মৃত হইলে, আপনার চেষ্টা বিফল হইবার সম্ভাবনা। ৪।১৭।১১

হে বিদুর! প্রজাগণ রাজসমীপে এইরূপ আবেদন করিলে, মহারাজ পৃথু দুঃখী প্রজাগণের সকরুণ বিলাপ শ্রবণ করিয়া, তাহাদের উপস্থিত দুঃখের কারণ বহুক্ষণ চিন্তায় জানিতে পারিলেন। ৪।১৭।১২

প্রজাগণের নানাদুঃখের কারণ জ্ঞাত হইয়া, সেই নৃপতি ত্রিপুরনাশকারিন্ ইন্দ্রের ন্যায় নিজ শরাসন গ্রহণ করিয়া, ভূমিকে শাসন করিবার জন্য, তাহাতে শরসংযোজনা করিলেন। ৪।১৭।১৩

মহারাজকে ধনুর্ব্বাণধারী দেখিয়া ধরণী দেবী তৎক্ষণাৎ কম্পিতা হইয়া, গাভীরূপ ধারণ

করতঃ ব্যাধকর্ত্তৃক লক্ষিতা হরিণী যেমন প্রাণভয়ে দূরে পলায়ন করে, তদ্রূপ তিনিও ভীতা হইয়া পলায়নপরা হইলেন। ৪।১৭।১৪

হে বিদুর! সেই বেণকুমার পৃথুরাজ আরক্তনয়নে অত্যন্ত কুপিত হইয়া, ধনুর্ব্বাণ হস্তে করিয়া যথায় পৃথিবী পলায়ন করেন, সেই সেই স্থানে স্বয়ং অনুসরণ করিলেন। ৪।১৭।১৫

অনন্তর পৃথিবী, আপনার মর্ত্তাভূমি ও স্বর্গ এবং উহাদের মধ্যবর্ত্তী স্থানরূপী অন্তরীক্ষ, ইহাদের মধ্যে যে স্থানের যে যে দিকে পলায়ন করিলেন, তথায়ই শরাসনধারী রাজা পৃথুকে পশ্চাৎবর্ত্তী দেখিতে পাইলেন। ১।১৭।১৬

জীবের যেমন মৃত্যুহস্ত হইতে কোনরূপে রক্ষা পাইবার উপায় নাই; তদ্রূপ ত্রিলোকের মধ্যে কোথাও বেণনন্দন পৃথুর হস্ত হইতে আত্মরক্ষা নাই দেখিয়া, পৃথিবী অত্যন্ত দুঃখিতা ও ভীতহৃদয়া হইয়া, পলায়ন হইতে নিবৃত্তা হইলেন। ৪।১৭।১৭

মহারাজকে লক্ষ্য করিয়া অতি করুণভাবে পৃথিবী কহিলেন:—

হে মহাভাগ! আপনি বিপন্নের বন্ধু এবং ধর্ম্মজ্ঞ হইতেছেন। সকল প্রজার ন্যায় আমিও আপনার পালনীয়া হইতেছি। অতএব আমাকে রক্ষা করুন। ৪।১৭।১৮

ব্যাখ্যা। গোরূপা পৃথিবী বলিতে প্রাকৃতিকী উৎপাদিকা বা স্বভাবশক্তি। প্রথ ধাতুর উত্তরে ইবি প্রত্যয় করিয়া পৃথিবীশব্দ সাধিত হয়। প্রথ ধাতুর অর্থ বিখ্যাত বা প্রসিদ্ধ হওয়া। যে শক্তি নানা গুণে সকলের সমীপে বিখ্যাতা, সেই উৎপাদিকা শক্তিকে পৃথিবী কহে। উৎপাদিকা শক্তি, শূন্য হইতে মৃত্তিকা পর্য্যন্ত সকল ভূতেই নিহিতা আছে। তন্মধ্যে একা মৃত্তিকাতে সকল ভূতের সমাবেশ আছে বলিয়া, উৎপাদিকা শক্তি সর্ব্বাপেক্ষা মৃত্তিকাতে অধিক পরিমাণে বর্ত্তমান। এই জন্য লৌকিকে মৃত্তিকাখণ্ডকেই পৃথিবী, ভূমি (জন্মস্থান) ইত্যাদি আখ্যা দেওয়া হয়। বাস্তবিক্ ভূতগণের উৎপাদিকা শক্তিকেই পৃথিব্যাদি কহে। ঐ শক্তিকে এস্থলে গাভী বলিবার তাৎপর্য্য এই যে, গাভী যেমন আপনার অন্তরের শোণিতকে অমৃতরূপে বৎসকে দান করে, তদ্রূপ উৎপাদিকা শক্তিও জীবের চেষ্টানুসারে তাহাদের অভাব পূরণ করেন।

হে রাজন্! যিনি ধর্ম্মজ্ঞ হয়েন, আমি জানি তিনি স্ত্রীজাতিকে কষ্ট দেন না! অতএব আপনি ধর্ম্মজ্ঞ হইয়া, কিজন্য আমার ন্যায় বিনয়িনী ও নিষ্পাপিনীকে হিংসা করিতেছেন। ৪।১৭।১৯

হে রাজন্! আপনার কথা দূরে থাকুক, যাঁহারা আপনাদের ন্যায় দয়াবান্ পুরুষ তাঁহারাও স্ত্রীজাতীয় হিংসা করেন না! এমন কি! অপরাধ করিলেও পশু ও নারীজাতিকে প্রহার করেন না। ৪।১৭।২০

ব্যাখ্যা। এই উভয় শ্লোকের অর্থ দ্বিভাবাপন্ন। একভাবে বলা হইল যে, স্ত্রীজাতি স্বভাবতঃ জ্ঞানহীনা। তাহাদের কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য বোধ নাই বলিয়া, ধার্ম্মিকেরা তাহাদের ত্যাগ না করিয়া বা স্বাধীন হইতে না দিয়া, আশ্রয়ে রক্ষা করেন। এমন কি! অজ্ঞগণও অপ-

স্বাধ গ্রহণ না করিয়া স্ত্রীজাতিকে রক্ষা করেন। অতএব স্ত্রীজাতি যেমন সর্ব্বতোভাবে রক্ষণীয়া তদ্রূপ প্রকৃতিও পুরুষের অর্থাৎ চেষ্টার অনুগতা। চেষ্টা ভিন্ন এক দণ্ডও প্রকৃতি থাকিতে পারে না। যাঁহারা আধ্যাত্মিক বিজ্ঞান বুঝিতে পারেন, এমন ধার্ম্মিকেরা প্রকৃতিকে ত্যাগ না করিয়া তাহার উন্নতি বিধানই করেন। অতএব আমাকে আশ্রিতা শক্তি ভাবিয়া, আপনার চেষ্টার অনুগত করিয়া রক্ষা করুন। পরে পৃথিবী কে? তাহার পরিচয় দেওয়া হইতেছে।

হে রাজন্! আমিই অনন্ত জলধি মধ্যস্থিত নৌকার ন্যায় এই বিশ্বকে ধারণ করিয়া আছি, আমাকে নাশ করিলে আপনাকে বা আপনার প্রজাগণকে কে ধারণ করিবে? ৪।১৭।২১

পৃথিবীর এই সকল যুক্তি শ্রবণ করিয়া, মহারাজ পৃথু কহিলেন :—হে বসুধে! তুমি যজ্ঞে দেবীরূপে পূজিতা হইতেছ; অথচ প্রজাগণকে ধান্যাদিরূপী রক্ষ দিতেছ না! অতএব আমার শাসনপরাঙ্মুখিনী হইয়াছ বলিয়া, আমি তোমাকে বধ করিব। ৪।১৭।২২

তুমি প্রত্যহ যজ্ঞরূপী তৃণ ভক্ষণ করিতেছ, কিন্তু তদ্বিনিময়ে শস্যরূপী দুগ্ধ দিতেছ না, ইহাতে তোমার ন্যায় দুষ্টাকে শাসন না করিয়া, আর কাহাকে দণ্ডবিধান করিব!৪।১৭।২৩

হে মূঢ়ে! ভগবান্ ব্রহ্মাকর্ত্তৃক প্রথমে যে সকল ঔষধি ও বীজাদি সৃষ্ট হইয়াছিল, তাহাদের তুমিই আপনার অন্তরে অবরুদ্ধ করিয়াছ, তাহাতে আমাকে অবজ্ঞা করা হইয়াছে। ৪। ১৭। ২৪

এই অপরাধে আমি নিজ বাণদ্বারা তোমাকে খণ্ড খণ্ড করিয়া, তোমার মাংসদ্বারা এই ক্ষুৎপিপাসার কাতর ও বিলাপকারী প্রজাগণের কষ্ট দূর করিব। ৪। ১৭। ২৫

(আর তুমি নারী বলিয়া যে ক্ষমার পাত্রী হইবে, তাহা হইতে পারিবে না।) কারণ যে ব্যক্তি রাজনিয়ম অবজ্ঞা করিয়া আপনাকে শ্রেষ্ঠ ভাবে এবং জীবের প্রতি অতিশয় নির্দ্দয় হয়, সেই অধম ব্যক্তি-নারী—পুরুষ বা ক্লীব হইলেও রাজা তাহাকে বধ করিলে, বধজনিত পাপ প্রাপ্ত হয়েন না। ৪। ১৭। ২৬

অধিকন্তু হে ধরে! তোমাকে কি বলিব, তোমার ন্যায় জড়ভাবাপন্না, দুর্দ্দমনীয়া মায়া গাভীকে শরদ্বারা তিলপ্রমাণে খণ্ড খণ্ড করিয়া, আমি যোগবলে এই প্রজাগণকে ধারণ করিব। ৪। ১৭। ২৭

হে বিদুর! কৃতান্তের ন্যায় রাজার সেই ক্রোধপূর্ণা মূর্ত্তি দেখিয়া, ধরাসতী অত্যন্ত ভীতা ও কম্পিতা হইয়া, অঞ্জলিসহকারে প্রণামপূর্ব্বক রাজাকে কহিলেন। ৪। ১৭। ২৮

যিনি মায়ার সহযোগে জীব ও জগৎরূপী নানা শরীরধারী হইয়া, বাস্তবিক গুণমিশ্রহীন হইলেও সগুণরূপে প্রতীয়মান্ হয়েন, সেই জীবান্তর্যামী পরমেশ্বরকে আমি প্রণাম করি। যাঁহাকে ভাবিলে মায়াগত দ্রব্য, ক্রিয়া ও কারকজাত বিভ্রমসাগরোত্থিতা ঊর্ম্মিসমূহ লয় প্রাপ্ত হয়, সেই পরমেশ্বরকে আমি নমস্কার করি। ৪। ১৭। ২৯

হে রাজন্! যে বিধাতাকর্ত্তৃক আমি এই সংসারে সমস্ত জীবাত্মার আয়তনকর্ত্রীরূপে সৃষ্টা হইয়াছি; এক্ষণে আপনিই সেই স্বরাট্‌রূপী হইয়াও আমাকে অস্ত্রধারণ করিয়া হত্যা করিতে উদ্যত হইতেছেন; অতএব আর আমি কাহার আশ্রয় গ্রহণ করিব। ৪। ১৭। ৩০

হে রাজন্! যিনি আপনার অলৌকিকী মায়াশক্তিসহযোগে আত্মরূপে জীবের আশ্রয়-স্থান হয়েন, যিনি এই চরাচর প্রথমে সৃষ্টি করেন, আপনিই সেই ঈশ্বররূপী হইতেছেন। একণে ধর্মপর হইয়া, এই প্রজা পালন করিতে অবতীর্ণ হইয়াছেন। তবে কেন আমাকে হিংসা করিতেছেন? ৪। ১৭। ৩১

যিনি কখন কর্ত্তার সৃষ্টি, কখন কর্ম্মের সৃষ্টি করিয়া; কর্ত্তা ও কর্ম্মরূপী হয়েন। যিনি এক ঈশ্বর হইয়া মায়ার সহযোগে অনেকরূপে প্রতীত হয়েন। তাঁহার এই আশ্চর্য্য চেষ্টারূপী দুর্জ্জয়া মায়াকে অভক্ত জন কথনই বুঝিতে পারে না। (তজ্জন্যই হিতাহিত বুঝিতে পারে না।) ইহা অত্যন্ত দুঃখের বিষয়! ৪। ১৭। ৩২

যিনি দ্রব্য নামক মহাভূতাদি, ক্রিয়ানামক ইন্দ্রিয় প্রভৃতি, কারক নামক প্রাণমনাদি, চেতনা নামক বুদ্ধ্যাদি এবং আত্মা নামক অহঙ্কারাদিকে ভীষণ ভীষণ বিরুদ্ধশক্তি সহকারে আপনার মায়াশক্তিতে সংযুক্ত করতঃ এই পরিবর্ত্তনশীল জগতের সৃজন, পালন ও হরণাদি করেন; সেই অচিন্ত্যশক্তিমান্ অন্তর্যামী পরমেশ্বরকে নমস্কার করি। ৪। ১৭। ৩৩

হে রাজন্! যিনি আদি শূকর মূর্ত্তিতে, সমস্ত ভূত, ইন্দ্রিয় ও অন্তঃকরণাদিসংযুক্তা আমাকে মহাজলধি হইতে উদ্ধার করিয়া, স্থাপন করিয়াছিলেন। যিনি যজ্ঞবরাহরূপে প্রজা রক্ষার জন্য আমাকে মহাজলধির উপরে ধারণ করিয়াছিলেন; আপনিই তিনি হইতেছেন। ইহা অতি আশ্চর্য্যের বিষয়! কারণ যিনি প্রজাগণের রক্ষার্থে আমার রক্ষাকর্ত্তা ছিলেন, একণে তিনিই আপনার পৃথুমূর্ত্তিতে বীরমূর্ত্তি ধারণ করিয়া, আমার দুগ্ধ গ্রহণ করিবার জন্য, উগ্র শরহস্তে আমাকেই বধ করিতে উদ্যত হইয়াছেন। ৪।১৭।৩৪।৩৫

হে রাজন্! যাঁহারা ঈশ্বরের সগুণসৃষ্টিকারিণী (জীবাদি সৃষ্টিকারিণী) মায়ার দ্বারা আপন চিত্তকে মোহিত করিয়াছেন, আমাদের ন্যায় সেই অভক্তজন, (ঈশ্বরের চেষ্টা বুঝা দূরে থাকুক!) ঈশ্বরপরায়ণ ভক্তজনের চেষ্টাও বুঝিতে পারে না !! ৪।১৭।৩৬

ইতি শ্রীভাগবতে চতুর্থস্কন্ধে সপ্তদশ অধ্যায়ে উপেন্দ্রকৃতানুবাদ সমাপ্ত।

ব্যাখ্যা। এই ষট্‌ত্রিংশতি শ্লোকে পৃথুর সম্পূর্ণ পরিচয় দেওয়া হইল। ঈশ্বরপরায়ণ ব্যক্তি হইতে ঈশ্বরবিমুখী জনের প্রভেদ কি? তাহা বুঝাইতে, বলা হইল যে:—সর্ব্বজীবের মধ্যে ঈশ্বর আত্মারূপে কেবল মানবদেহেতেই সাক্ষী আছেন, কিন্তু যাঁহারা সেই আত্ম-পরায়ণ, তাঁহাদের ঈশ্বরৈশ্বর্য্যে অধিকার হয়। (অর্থাৎ জ্ঞান, ঐশ্বর্য্য, শক্তি, বল, বীর্য্য ও তেজাদিতে অধিকার হয়।) যাহারা আত্মবিমুখী তাহারা ঐরূপ অধিকার প্রাপ্ত হয় না। ঐ অধিকারের ক্ষমতায় আত্মপরায়ণ জীব মায়াসৃষ্ট হইয়াও ঈশ্বরতত্ত্ব অবগত হয়; আত্মবিমুখিগণের এমন জড়ভাব উপস্থিত হয় যে, তাহারা কোনমতে ঈশ্বরচেষ্টা বুঝা দূরে থাকুক! আত্মপরায়ণের চেষ্টাও বুঝিতে পারে না। অতএব পৃথিবীর এ কথা বলি-বার তাৎপর্য্য এই যে:—হে রাজন্! আত্মপরায়ণ ব্যক্তি আত্মতুল্য বীর অর্থাৎ জিতেন্দ্রিয়

হয়। সদাচারী অর্থাৎ ঈশ্বরকীর্ত্তির প্রকাশক হইয়া থাকে। অতএব আপনার ন্যায় আত্মপরায়ণ জনের চেষ্টা দুর্ব্বিজ্ঞেয়। যাহাতে সাধারণের মঙ্গল হয়, তাহাই করুন!

ইহাতে ভক্ত ঈশ্বরের ন্যায় সকল শক্তিমান্ এবং সমান পূজনীয়, ইহাই মীমাংসা করা হইল মাত্র। বাস্তবিক পৃথুস্তবছলে পৃথিবী জীবের চৈতন্যদাতা আত্মার স্তব করিলেন বুঝিতে হইবে।

ইতি ভাগবতে চতুর্থস্কন্ধে সপ্তদশাধ্যায়ে উপেন্দ্রকৃতাধ্যায়ব্যাখ্যা সমাপ্ত।



অথ অষ্টাদশ অধ্যায়।

পূর্ব্বকথা সমাপ্ত করিয়া শ্রীমৈত্রেয় কহিলেন, হে বিদুর! অনন্তর মহারাজ কি করিলেন, তাহা শ্রবণ কর :—

রোষে প্রস্ফুরিতাধর মহাবীর পৃথুকে, পৃথিবী সতী এইরূপে সান্ত্বনা করিয়া, মনে মনে সাহস করিয়া, ভীতভাবে পুনরায় তাঁহাকে ইহা বলিলেন। ৪। ১৮। ১

হে প্রভো! আপনি ক্রোধ নিবারণ করিয়া, যাহাতে আমি অভয় প্রাপ্ত হই, তাহা করুন। আমি যাহা বলিতেছি, তাহা অবজ্ঞা না করিয়া, বুধগণ যেমন মধুকরের ন্যায় সকল পদার্থ হইতে সার গ্রহণ করেন, (তদ্রূপ আপনি মম বাক্যের সারতত্ত্ব গ্রহণ করুন।) ৪। ১৮। ২

হে রাজন্! কি ঐহিক্, কি পারলৌকিক্, জীবের উভয় অবস্থার পুরুষার্থ উদ্ধার করিবার জন্য, তত্ত্বদর্শী মুনিগণ নানাবিধ উপায় নির্দ্ধারণ করিয়া, তাহা ব্যবহার করিয়া গিয়াছেন। যে পরবর্ত্তী ব্যক্তি সেই পূর্ব্বদর্শিত উপায় সমূহকে সম্যক্‌রূপে শ্রদ্ধার সহিত আশ্রয় করে, সে অতি ত্বরায় সুফল লাভ করিতে পারে! ৪। ১৮। ৩। ৪

আর যে পরবর্ত্তী ব্যক্তি পূর্ব্বপ্রদর্শিত উপায় অনাদর করিয়া, নিজ বিদ্যাবলে নূতন নূতন উপায় প্রকাশ করিতে চেষ্টা করে, সেই অবিদ্বান্ ব্যক্তির চেষ্টা যতবার প্রযুক্তই হউক না কেন, পুনঃ পুনঃ অসিদ্ধ হইয়া থাকে। ৪। ১৮। ৫

হে রাজন্! ব্রহ্মাকর্ত্তৃক পুরাকালে ঔষধ্যাদি (সাধুগণের জন্যই) সৃষ্ট হইয়াছিল, ক্রমে অধার্ম্মিক্ ও অসাধুগণ কর্ত্তৃক সেই সমস্ত অন্ন উপভুক্ত হইতে লাগিল। যখন আপনার ন্যায় রাজাগণও সেই সামগ্রীসমূহকে চৌর হইতে নিস্তার করিলেন না এবং যজ্ঞাদি অনুষ্ঠানকে অনাদর করিলেন; যখন সমস্ত সংসার ব্যভিচারময় হইয়া উঠিল, তাহা দেখিয়া আমি যজ্ঞার্থ সমস্ত ওষধি (শস্যফলমূলাদি) তখন গ্রাস করিলাম। ৪। ১৮। ৬। ৭

বহুকাল পর্য্যন্ত সেই ওষধি সমস্ত আমার গর্ভে ধৃত থাকিয়া এক্ষণে জীর্ণ হইয়াছে। এক্ষণে (মুনিগণ প্রদর্শিত) পূর্ব্ব উপায়মতে আপনি সেই সমস্ত উদ্ধার করিবার উপযুক্ত হউন। ৪। ১৮। ৮

হে বীর (জিতেন্দ্রিয়)! আমি গাভী, যাহাতে আমি সবৎসা গাভী হইয়া, আপনার কামনানুরূপ দুগ্ধ দান করিতে পারি; তজ্জন্য আপনি আমার বৎস ও দুগ্ধরক্ষার পাত্র স্থির করুন। ৪। ১৮। ৯

হে মহাবাহো! হে প্রাণিপালনকারিন্! আপনি যদি আমার নিকট হইতে প্রাণিগণের অভীপ্সিত বলপ্রদ অন্নরূপী দুগ্ধ ইচ্ছা করেন, তাহা হইলে উপযুক্ত দোহনকর্ত্তাও স্থির করুন। ৪। ১৮। ১০

হে রাজন্! আমাকে এমন ভাবে সমতল করুন, যাহাতে দেবগণ কর্ত্তৃক বর্ষিত বৃষ্টিরূপী অমৃত, অপর ঋতুতেও বর্ষাকালের ন্যায় আমাতে বর্ষিত হয়। ৪। ১৮। ১১

হে বিদুর! মহামতি ভূপতি, পৃথিবীর এইরূপ হিতকারী সুমিষ্ট বচন শ্রবণপূর্ব্বক মনুকে বৎস করিয়া আপনার যুগল হস্তকে পাত্ররূপী করতঃ স্বয়ং দোগ্ধা হইয়া, সকল ওষধি দোহন করিলেন। ৪। ১৮। ১২

ব্যাখ্যা। মনুকে বৎস করিয়া:—এই বাক্যের তাৎপর্য্য এই যে, মহর্ষি মনুকথিত পূর্ব্ব দর্শিত কৃষ্যাদি উপায় অবলম্বন করিয়া; স্বয়ং পৃথুরাজের যুগল হস্তে বলিতে:—নিজ চেষ্টায় জগতে পুনরায় কৃষ্যাদির ও যজ্ঞাদির অনুষ্ঠান করিয়া, উপযুক্ত জীবিকা প্রাপ্ত হইলেন।

হে ভারত! পৃথুরাজকর্ত্তৃক বশীভূতা পৃথিবী হইতে অপরাপর বুধগণও পৃথিবীবাক্যের সার গ্রহণ করিয়া, আপন আপন কামনা দোহন করিতে লাগিলেন। ৪।১৮।১৩

সাধু ঋষিগণ, দেবগুরু বৃহস্পতিকে (বৃহস্পতি কথিত শাস্ত্রানুযায়ী উপায়ে) বৎস করিয়া, আপন আপন জ্ঞানেন্দ্রিয়কে পাত্র করিয়া, আপনারাই দোগ্ধা হইয়া, বেদরূপী অমৃত পৃথিবী দেবী হইতে দোহন করিলেন। ৪। ১৮। ১৪

দেবতাগণ ইন্দ্রদেবকে বৎস করিয়া, হিরণ্ময় পাত্রে, বীর্য্য, তেজঃ, বল ও অমৃত নামক দুগ্ধ দোহন করিলেন। ৪। ১৮। ১৫

ব্যাখ্যা। ইন্দ্রিয়শক্তিকে দেবতা কহে। জীব নামক উপহিত চৈতন্যময়ী বুদ্ধিকে এস্থলে ইন্দ্র কহে। তন্মাত্রাদি কারণময় দেহকে হিরণ্ময় পাত্র কহে। বীর্য্য বলিতে মনের শক্তি। তেজঃ বলিতে সাহস ও কার্য্যশক্তি; বল বলিতে ভৌতিক্ শক্তি; অমৃত বলিতে আনন্দ। ইহার বিশেষ তাৎপর্য্য এই যে:—ইন্দ্রিয়গণ ভুতপ্রপঞ্চময় দেহপ্রাপ্তে বুদ্ধিরূপী জীবকে আশ্রয় করিয়া, পূর্ব্বোক্ত চতুর্ব্বিধ শক্তিরূপী দুগ্ধ, স্বাভাবিকী উৎপাদিকা শক্তিরূপিণী পৃথিবী হইতে লাভ করিয়া থাকে।

হে বিদুর! দৈত্যগণ অসুরশ্রেষ্ঠ মহাত্মা প্রহ্লাদকে বৎস (রূপে আশ্রয় করিয়া) সেই পৃথিবী হইতে রসময় পাত্রে মাদকসুধা দোহন করিয়া লইল। ৪। ১৮। ১৬

গন্ধর্ব্ব ও অপ্সরোগণে মহাত্মা বিশ্বাবসুকে বৎসরূপে আশ্রয় করিয়া, পদ্মময় পাত্রে সুগন্ধ, সৌভাগ্য এবং বাহ্যমাধুর্য্য, পৃথিবী হইতে দোহন করিল। ৪। ১৮। ১৭

হে মহাভাগ! শ্রাদ্ধদেবতা পিতৃগণ মহাপুরুষ অর্য্যমাকে বৎসরূপে আশ্রয় করিয়া, অপক্ক মৃণ্ময়মাত্রে শ্রদ্ধার সামগ্রীরূপী গব্যদুগ্ধ পৃথিবী হইতে দোহন করিয়া লই-লেন। ৪। ১৮। ১৮

সিদ্ধগণ মহর্ষি কপিলদেবকে বৎসরূপে কল্পনা করিয়া, অনিমাদি ষড়ৈশ্বর্য্যসিদ্ধি, পৃথিবী হইতে দোহন করিলেন এবং বিদ্যাধরগণও তাঁহাকেই বৎসস্বরূপে কল্পনা করিয়া মায়াবিদ্যা পৃথিবী হইতে দোহন করিলেন। ৪। ১৮। ১৯

হে বিদুর! অপরাপর মায়াবিগণ মহামতি ময়দানবকে বৎসস্বরূপে আশ্রয় করিয়া, সেই ধারণাময়ী (সংকল্পপূরণকারিণী) পৃথিবী হইতে আত্মার অন্তর্দ্ধানবিদ্যাদিরূপী মায়াবিদ্যা দোহন করিল। ৪। ১৮। ২০

যক্ষ, রক্ষ, ভূত, পিশিতাশন পিশাচগণ, রুদ্রদেবকে বৎসস্বরূপে আশ্রয় করিয়া কপাল পাত্রে রুধিররূপ আসব দোহন করিলেন। ৪। ১৮। ২১

ব্যাখ্যা। সামান্য ভাবে এই কয়েকটী শ্লোকের অভিপ্রায় প্রকাশ করা হইয়াছে। পূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে:—বৎস বলিতে প্রাচীন নিয়মাবলি। এ স্থলের উৎপাদিকা শক্তিকে গাভীরূপে সাজান হইয়াছে বলিয়া, বৎস নামক উপায় না সাজাইলে, অভীষ্টদুগ্ধ দোহন করা যায় না। এইজন্য কতকগুলি স্বাভাবিক্ নিয়মকে, কতকগুলি ঋষ্যাদি প্রণীত প্রাচীন নিয়মকে, এস্থলে বৎসরূপে কল্পনা করিয়া, পুরাণের আখ্যানচাতুর্য্য রক্ষা করা হইতেছে।

হে বিদুর! ফণাশূন্য সর্প, সফণসর্প, বৃশ্চিকসমূহ ও নাগজাতীয় সকল জন্তুই মহাতেজা তক্ষককে বৎসরূপে আশ্রয় করিয়া, আপন আপন মুখপাত্রে বিষরূপী দুগ্ধ পৃথিবী হইতে দোহন করিল। ৪। ১৮। ২২

কতকগুলি তৃণভোজী পশু রুদ্রবাহী বৃষকে বৎসরূপে আশ্রয় করিয়া অরণ্যপাত্রে তৃণাদি-রূপী দুগ্ধ পৃথিবী হইতে আহরণ করিল। কতকগুলি দংষ্ট্রাধারী পশু ভগবতীর বাহন সিংহকে আশ্রয় করিয়া, স্বীয় স্বীয় কলেবর পাত্রে পৃথিবী হইতে মাংস দোহন করিল।

পক্ষিগণ বিষ্ণুবাহন গরুড়কে আশ্রয় করিয়া নানাবিধ ফলাদি ও শস্যবীজাদি পৃথিবী হইতে দোহন করিল। ৪।১৮। ২৩। ২৪

বনস্পতিগণ বট নামক মহাবৃক্ষকে বৎসরূপে আশ্রয় করিয়া, আপন আপন প্রয়ো-জনানুযায়ী রস পৃথিবী হইতে দোহন করিল। পর্ব্বতগণ হিমালয়কে আশ্রয় করিয়া আপন আপন দেহে পৃথিবী হইতে নানাবিধ ধাতু ও সানুভূমি লাভ করিল। ৪। ১৮। ২৫

হে বিদুর! ইহসংসারের সকল পদার্থই আপন আপন মুখ্য স্বভাবকে বা জাতীয়কে আশ্রয় করিয়া, আপন আপন পৃথক পাত্রে পৃথুরাজের উদ্ভাবিত দোহন উপায়ে সর্ব্বাভাব-পূর্ণকারিণী পৃথিবীকে দোহন করিয়া (অভীষ্টলাভ) করিয়াছিল। ৪। ১৮। ২৬

হে বিদুর! এই উপায়ে মহারাজ পৃথু অবধি যাঁহারা পৃথিবী হইতে আপন আপন অন্ন ইচ্ছা করিয়াছিলেন, তাঁহারা সকলই ভিন্ন ভিন্ন পাত্রে ভিন্ন ভিন্ন বৎস কল্পনা করিয়া, আপন আপন অভীষ্ট অন্নার্থে, পৃথিবী হইতে বিভিন্ন দুগ্ধ দোহন করিয়াছিলেন। ৪। ১৮। ২৭

হে বিদুর! দুহিতাবৎসল পিতা যেমন পরম প্রেমের সহিত আপন কন্যাকে পালন করেন, তদ্রূপ মহীপতি পৃথু অতি প্রসন্নচিত্তে এই সর্ব্ব অভিলাষ পূর্ণকারিণী পৃথিবীকে কন্যারূপে পালন করিতে লাগিলেন। ৪। ১৮। ২৮

হে বিদুর! সেই বেণকুমার রাজরাট্, আপন ধনুষ্কোটীতে শর সন্ধান করিয়া, সমস্ত গিরিকূট (পর্ব্বতের মূলদেশীয় অসমতল ভূমিখণ্ড) নষ্ট করিয়া, এই ভূমণ্ডলকে প্রায় সমতল করিলেন। ৪। ১৮। ২৯

সেই বৃত্তিদাতা ও প্রজাগণের পিতাস্বরূপ বেণনন্দন পৃথুরাজ, যে যে স্থানে যে সকল প্রজা বাস করিবার উপযুক্ত, তাহাদের সেই সেই স্থানে বাস করাইলেন। ৪। ১৮। ৩০

অনন্তর সেই রাজা:—গ্রাম, পুর, পত্তন, বিবিধ দুর্গ, ঘোষপল্লী, ব্রজ, শিবির, আকর, খেট ও খর্ব্বটসমূহ যথাস্থানে প্রকাশ ও প্রণয়ন করিলেন। ৪। ১৮। ৩১

হে বিদুর! এই সকল গ্রাম ও পুরী প্রভৃতির কল্পনা প্রথমেই সংসারে মহারাজ পৃথু প্রকাশ করেন। তাঁহার বিধিমতেই সমস্ত প্রজা অকুতোভয়ে আপন আপন বাসস্থানে সুখে বাস করিয়াছিল। ৪।১৮।৩২

ইতি শ্রীভাগবতে চতুর্থস্কন্ধে অষ্টাদশাধ্যায়ে উপেন্দ্রকৃতানুবাদ সমাপ্ত।

ব্যাখ্যা। কন্যার সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি করিবার জন্য কন্যার অঙ্গ পরিষ্কার করা ও তাহাতে অলঙ্কারাদি সংযোজনা করাই পিতার ধর্ম্ম। অসমতল অবস্থা নাশ করাই অঙ্গ পরিষ্কার বুঝান হইল। গ্রামপুরাদির সন্নিবেশ করাই অলঙ্কার স্বরূপ বলা হইল। প্রাচীন কালে সাম্রাজ্য কল্পনা করিতে হইলে, মন্বাদি স্মৃতির নিয়মে করিতে হইত। রাজ্যে—গ্রাম বলিতে হট্টাদি শূন্য বৃক্ষাদিময় প্রজার বাসস্থান। পুরী—হট্টাদি সংযুক্ত বাসস্থান। পত্তন বলিতে বানিজ্যাদি সংযুক্ত স্থান। খেট কৃষিস্থান। খর্ব্বট পর্ব্বতসানুস্থ গ্রাম ইত্যাদি।

পুরাকালে রাজগণ এইরূপে রাজ্যসংস্থান করিয়া, শ্রেণিগণের অর্থাৎ তেলি, তাম্বুলী, কুম্ভকার ও তন্তুবায়দিগের বৃত্তি ও গ্রাম দান করিয়া, অসভ্য এবং সভ্যগণকে যথাস্থানে বাসভূমি দান করিয়া, রাজা সকলকে সকল দুঃখ হইতে সুখী করিতে চেষ্টা করিতেন। এইরূপে মহারাজ পৃথু আপন সাত্ত্বিকী চেষ্টাদ্বারা ঈশ্বরের ন্যায় সংসারে সকল কল্যাণ বিধান করিয়া, রাজ্যপালন আরম্ভ করিলেন। দেহপক্ষেও অশ্রদ্ধা নাশপূর্ব্বক ভক্তিপ্রেম স্থাপন করিলেন, বুঝিতে হইবে।

ইতি শ্রীভাগবতে চতুর্থস্কন্ধে অষ্টাদশাধ্যায়ে উপেন্দ্রকৃতাধ্যাত্মব্যাখ্যা সমাপ্ত।

অথ ঊনবিংশ অধ্যায়।

পূর্ব্বকথা সমাপ্ত করিয়া শ্রীমৈত্রেয় কহিলেন :—হে বিদুর! মহারাজ পৃথু পুনরায় কি করিলেন, তাহা শ্রবণ কর :—(এইরূপে কিছুকাল রাজ্যশাসন করিতে করিতে) এক-সময়ে সেই রাজর্ষি পৃথুদেব শত অশ্বমেধ যজ্ঞ করিবেন, এইরূপে দীক্ষিত হইয়া, মহামতি মনুদেবের নির্দ্দিষ্ট অতি পবিত্র সরস্বতী নদীর তীরবর্ত্তী ব্রহ্মাবর্ত্ত নামক ক্ষেত্রে যজ্ঞ আরম্ভ করিয়াছিলেন। ৪। ১৯। ১

ব্যাখ্যা। মহর্ষি মনু যেমন যেমন সমাজের অন্তর ও বাহ্যভাব অবগত হইয়া, তাহাদের কল্যাণ বিধান করিয়া গিয়াছেন, তদ্রূপ পৃথিবীর ভূভাগের গুণভেদে পবিত্রাপবিত্র স্থান নির্ণয়ও করিয়া গিয়াছেন। যে ভূভাগ পবিত্র অর্থাৎ অতি স্বাদু ও স্বাস্থ্য এবং নদীর তীরবর্ত্তী অথচ পর্ব্বতাদি আবরণ শূন্য;সেই ভূভাগের প্রাকৃতিক্ গুণে, জীবের ভৌতিক্ ও আধ্যাত্মিক্ উন্নতি হয়। এই সমস্ত স্থানকে তীর্থক্ষেত্র কহে। সেইরূপ বহু তীর্থক্ষেত্র ভূমণ্ডলে ছিল। তন্মধ্যে মহারাজ পৃথু সরস্বতী তীরবর্ত্তী ক্ষেত্রেই অশ্বমেধ যজ্ঞ আরম্ভ করিলেন। ঐ স্থানকে ব্রহ্মাবর্ত্ত কহে। সরস্বতী ও দৃশদ্বতী নামক নদীর মধ্যস্থ স্থানই ব্রহ্মাবর্ত্ত হইতেছে।

ভগবান ইন্দ্র মহারাজ পৃথুর এই যজ্ঞমহোৎসব দেখিয়া, যখন ভাবিলেন যে, তাঁহার (অভিমান নষ্ট হইবে) ; তখন এই শত অশ্বমেধ যজ্ঞকার্য্য তাঁহার পক্ষে সহ্য হইল না।৪।১৯।২

হে বিদুর! (ইন্দ্র এই যজ্ঞের মহোৎসব কেন সহ্য করিলেন না, তাহা শ্রবণ কর)। মহারাজ পৃথুর যজ্ঞে ভগবান যজ্ঞপতি সাক্ষাৎ হরি, যিনি স্বয়ং ঈশ্বর, যিনি সকলের আত্মা, যিনি সকলের প্রভু এবং যিনি চরাচরের জ্ঞানদাতা গুরু, সেই ভগবান প্রত্যক্ষ হইয়াছিলেন। ৪। ১৯। ৩

ভগবান ব্রহ্মাও আপনার অনুগত লোকপালগণের সহিত গন্ধর্ব্ব, মুনি ও অপ্সরোগণ-দ্বারা স্তুত হইয়া প্রত্যক্ষ হইয়াছিলেন। ৪। ১৯। ৪

হে বিদুর! যখন ভগবান হরি যজ্ঞে আবির্ভূত হয়েন, তখন তাঁহার সহিত তাঁহার সেবক সিদ্ধ, বিদ্যাধর, দৈত্য (প্রহ্লাদ), দানব, (বলী), গুহ্যক (কুবের) সুনন্দ ও নন্দপ্রমুখ ভগবানের পার্শ্বচর এবং কপিল, নারদ,দত্তাত্রেয়,সনকাদি যোগেশ্বর সকলও সেই যজ্ঞে সমাগত হইয়াছিলেন। ৪। ১৯। ৫। ৬

হে ভারত! সর্ব্ব অভিলাষপূর্ণকারিণী এবং সকল স্বভাবের উন্নতিকারিণী ভূমি (জননী) সতী সেই যজ্ঞে যজমান্ পৃথুর অভিলষিত সমস্ত উপায়ই, অনুকূলভাবে দুগ্ধরূপে দান করিয়াছিলেন। ৪। ১৯। ৭

সেই যজ্ঞে সরস নদীসমূহ ইক্ষু, দ্রাক্ষাপ্রভৃতি ও ক্ষীরদধিঘৃতাদি নানারস আনয়ন করিয়াছিল। বৃহৎ বৃহৎ শাখাধারী বৃক্ষগণ সেই যজ্ঞের জন্য সুমিষ্ট ও সুপক্কফলসমূহ দান করিয়াছিল। ৪। ১৯। ৮

সাগরসমূহ ও পর্ব্বতসমূহ সেই যজ্ঞার্থ রত্ন সকল এবং লোকপালগণ প্রজাগণের সহিত :—ভক্ষ্য, ভোজ্য, চোষ্য, লেহ্যাদি অন্নপানরূপী উপায়ণ সকল সেই যজ্ঞার্থ আনয়ন করিয়াছিলেন। ৪। ১৯। ৯

হে বিদুর! সেই পরম বৈষ্ণব পৃথুরাজের এইরূপ অসীম সৌভাগ্য অবলোকন করিয়া, ইন্দ্র ঈর্ষাপর হইয়া, যাহাতে কর্ম্মে বিঘ্ন ঘটে, তাহার চেষ্টা করিয়াছিলেন।৪।১৯।১০

হে বিদুর! যখন শেষ অশ্বমেধ যজ্ঞে বেণনন্দন পৃথু যজ্ঞপতি বিষ্ণুকে পূজা করিতে আরম্ভ করিলেন, সেই সময়ে মহারাজের সম্মান বারিবাহ ইন্দ্রের অসহ্য হইয়া উঠাতে, তিনি গোপনে থাকিয়া যজ্ঞীয় অশ্বটী অপহরণ করিলেন। ৪। ১৯। ১১

অধর্ম্মে ধর্ম্মবিভ্রম করিতে করিতে ইন্দ্রদেব যখন বর্ম্মাবৃত হইয়া, পাষণ্ডবেশে অশ্ব লইয়া পলায়ন করেন; তখন ভগবান অত্রি তাঁহাকে আকাশপথে যাইতে দেখিলেন। ৪। ১৯। ১২

মহাত্মা অত্রির মুখে এই সংবাদ শ্রবণ করিয়া যজ্ঞে দীক্ষীত পৃথুরাজের পুত্র মহারথ অত্যন্ত কুপিত হইয়া ইন্দ্রকে বধ করিতে, তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিলেন। মায়াবী ইন্দ্রকে দেখিতে পাইয়া তিনি পলায়নে নিষেধ করিতে লাগিলেন। ৪। ১৯। ১৩

হে বিদুর! পৃথুনন্দন মহারথ যখন দেখিলেন (দেবরাজ গোপন ভাবে পলায়ন করিতেছেন); তখন সেই গুপ্তবেশভূষিতা আকৃতি দেখিয়া তিনি ভাবিলেন, এই গোপন ভাব ধারণ করাকেই জটিল ও ভস্মাচ্ছন্ন শারীরধর্ম্ম কহে। অতএব দেবপতি হইয়া যখন (ভয়ে শরীরীর ন্যায় হইয়াছেন, তখন উঁহাকে হত্যা করা উচিত নহে!) ইহা ভাবিয়া তিনি তৎপ্রতি বাণত্যাগ করিলেন না। ৪। ১৯। ১৪

কুমার ইন্দ্রকে বধ করিলেন না দেখিয়া, ভগবান অত্রি পুনরায় কুমারকে কহিলেন :—হে বৎস! ঐ দেবতাধম ও যজ্ঞবিঘ্নকারী ইন্দ্রকে বধ কর। ৪। ১৯। ১৫

বেণনন্দন মহর্ষির এই বাক্য শ্রবণমাত্রেই অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া, ত্বরায় গগণপথে আরোহণ করিলেন এবং পক্ষীরাজ জটায়ু যেমন রাবণের পশ্চাৎ গমন করিয়াছিল, তদ্রূপ তিনিও ইন্দ্রদেবের পশ্চাতে গমন করিলেন। ৪। ১৯। ১৬

হে বিদুর! পৃথুনন্দনকে পশ্চাতে আসিতে দেখিয়া ইন্দ্রদেব আপনার পাষণ্ডবেশ ও অশ্ব ত্যাগ করিয়া, নিজস্বরূপ ধারণ করতঃ তিরোহিত হইলেন। মহাবীর কুমারও অশ্ব প্রাপ্ত হইয়া, পিতৃযজ্ঞস্থলে প্রত্যাগমন করিলেন। ৪। ১৯। ১৭

সেই কুমারের এই অত্যাশ্চর্য্য ক্ষমতা দেখিয়া, ঋষিগণ আশ্চর্য্য হইলেন এবং সকলে সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে বিজিতাশ্ব উপাধিটী প্রদান করিলেন। ৪। ১৯। ১৮

একবার অশ্বকে ত্যাগ করিয়া ইন্দ্র নিরস্ত হইলেন না। তিনি পুনরায় অশ্বারোহণ করিবার জন্য ভীষণ অন্ধকার সৃষ্টি করিয়া, যূপকাষ্ঠে স্বর্ণরজ্জুতে আবদ্ধ অশ্বকে হরণ করিয়া, পলায়ন করিলেন। ৪। ১৯। ১৯

আবারও ইন্দ্র—কপাল ও খট্টাঙ্গধারী রূপ ধারণ করিয়া (অশ্ব লইয়া যখন পলাইতেছেন) তখন ভগবান অত্রি ইহা দেখিতে পাইয়া, পুনরায় পৃথুনন্দনকে হরণকথা বলিলেন। রাজকুমার পুনরায় ভীমতেজে: আকাশপথে উড্ডীন হইয়া, ইন্দ্রের অনুগমন করিলেন। ৪। ১৯। ২০

অত্রিদেবের অনুমতিগতে রাজনন্দন ভীষণ ক্রোধে তাঁহার প্রতি শরত্যাগ করিবা-মাত্রেই এবারেও তিনি ধৃতরূপ ও অশ্ব ত্যাগ করিয়া, নিজ স্বপ্রকাশভাবে অন্তর্হিত হই-লেন। ৪। ১৯। ২১

হে বিদুর! পৃথুকুমার পুনশ্চ সেই অশ্ব লইয়া পিতার যজ্ঞস্থলে উপস্থিত হইলেন। তদবধি অজ্ঞানী জনগণ সেই (কপালখট্টাঙ্গধারী) কপট ইন্দ্ররূপ গ্রহণ করিল, জানিও। ৪। ১৯। ২২

হে বিদুর! এই অশ্ব হরণ করিবার জন্য ইন্দ্র যতবার কপট রূপ ধারণ করিয়াছিলেন; সেই সমস্ত বেশের নাম পাষণ্ড বা পাপের চিহ্ন হইতেছে। ৪। ১৯। ২৩

হে বিদুর! বেণনন্দনের যজ্ঞহানি করিবার জন্য স্বয়ং দেবরাজ ইন্দ্র যে যে মূর্ত্তি ধরিয়া (যে যে যুক্তির আশ্রয়ে) অশ্ব অপহরণ ও অশ্ব পুনর্দ্দান করিয়াছিলেন; মানবগণের মধ্যে সেই অবধি অনেকেরই ঐ পাষণ্ডচিহ্নে মতি হইয়াছিল। ৪। ১৯। ২৪

তদবধি ঐ সমস্ত (কপটবেশ) আপাততঃ রম্য ও হেতুবাদপূর্ণ, (যুক্তিপূর্ণ) ছিল। নগ্ন ও রক্তপটধারিগণের উপধর্ম্মে ভ্রান্তি জন্মাইবার হেতু সুসজ্জিত হইয়াছিল। ৪। ১৯। ২৫

হে বিদুর! ক্রমে যখন ভীমপরাক্রমে মহারাজ পৃথু ইন্দ্রের দুষ্ট অভিপ্রায় জ্ঞাত হইলেন, তখন তিনি অতিশয় কুপিত হইয়া আপন কার্ম্মুককে উন্নত করত তাহাতে বাণ সংযোজনা করিলেন। ৪। ১৯। ২৬

ঋত্বিক্ পুরোহিতগণ যখন দেখিলেন যে:—মহারাজের অসহ্য ও বেগবান শর ইন্দ্রকে বধ করিবার জন্য সন্ধিত হইতেছে, তখন তাঁহারা কহিলেন:—হে রাজন্! যজ্ঞকালে, যজ্ঞীয় বিহিত বধ ভিন্ন অপর হত্যাকার্য্য আপনার উচিত হয় না, অতএব ক্ষান্ত হউন।৪।১৯।২৭

হে রাজন্! আপনার কীর্ত্তির প্রভাবে সেই হতকীর্ত্তি ও যজ্ঞবিঘ্নকারী ইন্দ্রকে আমরাই আপনার হিতের জন্য অমোঘবীর্য্য মন্ত্রের দ্বারা আহ্বান করিয়া, এই যাজ্ঞীয় অগ্নিতে সহজে হবন করিব। ৪। ১৯। ২৮

হে বিদুর! যখন পুরোহিতগণ এইরূপ পরামর্শ করিয়া, ক্রোধে শ্রুক্ (হাতাবিশেষ, যাহাতে ঘৃত ধারণ করিয়া অগ্নিতে দান করিতে হয়) লইয়া, অভিমানী ক্রতুপতিকে বেদমন্ত্রে আহ্বান করিতে উদ্যোগী হইলেন, তখন স্বয়ং ব্রহ্মা তাঁহাদের নিষেধ করিলেন। ৪। ১৯। ২৯

ব্রহ্মা কহিলেন:—হে পুরোহিতগণ! যে ইন্দ্র ভগবানের শরীর ও সকল দেবতার আশ্রয় স্বরূপ হইতেছেন, তিনি কখনই আপনাদের বধের যোগ্য নহেন। (অতএব তাঁহাকে বধ করিও না)। ৪। ১৯। ৩০

হে ব্রাহ্মণগণ! আপনারা দেখুন; এই ইন্দ্র ও পৃথুর পরস্পর বিরোধে ভীষণ অধর্ম্ম প্রবল হইয়া উঠিতেছে। পৃথুরাজ যতই ইন্দ্রের প্রতি হিংসা করিতেছেন, ততই ইন্দ্র কর্ত্তৃক পাষণ্ডবৃত্তির বৃদ্ধি পাইতেছে। ৪। ১৯। ৩১

ব্যাখ্যা। ব্রহ্মাকে সকলের উপদেষ্টা রূপে সাজাইয়া ব্যাসদেব এই অভিপ্রায় প্রকাশ করিতেছেন যে:—একজন মর্য্যাদাপন্ন ব্যক্তির সমান মর্য্যাদা যদি আর কেহ ইচ্ছা করেন,

তাহা হইলে উভয়ের প্রতিদ্বন্দ্বিতা ঘটিয়া থাকে, ঐ মনোবিকারে এক জনকে পরাজয় করিতে পরস্পর যে কৌশল অবলম্বন করেন, সে কৌশলই অধর্ম্মসম্মত হইয়া থাকে। ঐ কৌশলই অধর্ম্মপথের প্ররোচক বুঝিতে হইবে। এই তাৎপর্য্যে ইন্দ্র ও পৃথুর যজ্ঞ নামক মর্য্যাদা লইয়া যে উপায়ে বিরোধ উপস্থিত হয়, তাহা বুঝাইয়া, পরে কি উপায়ে বিরোধ না ঘটে; তাহা প্রকাশ হইতেছে।

হে পৃথো! তুমি আর যজ্ঞে দীক্ষিত হইও না। তোমার এই একোনশত যজ্ঞই যথেষ্ট কীর্ত্তি বিস্তার করিবে। তুমি মোক্ষধর্ম্ম জ্ঞাত হইয়াছ, অতএব আর যজ্ঞে প্রবৃত্ত হইও না। ৪। ১৯। ৩২

হে রাজন্! তুমি ও মহেন্দ্র উভয়েই সেই ভগবান উত্তমঃশ্লোকের মূর্ত্তিভেদ মাত্র। অতএব ক্রোধ পূর্ব্বক আপনার অংশরূপ মহেন্দ্রের বিদ্বেষী হওয়া উচিত নহে। ৪। ১৯। ৩৩

হে মহারাজ! তোমার যজ্ঞ পূর্ণ হইল না বলিয়া তুমি চিন্তিত হইও না। আমাদের কথামতে তুমি সন্তুষ্ট হও নচেৎ। যে কর্ম্ম দৈবকর্ত্তৃক হত হয়, তাহার জন্য ব্যাকুল হইলে মনে অতি কষ্টের আবেশ হয় এবং মোহাদিরূপী অন্ধকার মনকে আচ্ছন্ন করে। ৪। ১৯। ৩৪

হে রাজন্! ইন্দ্রকে শাসন করিতে দেবতাগণের সাধ্য নাই; ইহা বুঝিয়া যজ্ঞ হইতে বিরত হও! নচেৎ (বিরোধ বৃদ্ধি হইলে) ইন্দ্রকর্ত্তৃক পাষণ্ড অর্থাৎ পাপকৌশল সমূহ প্রকাশ যতই হইবে, ততই ধর্ম্মানুষ্ঠানের হানি হইবে। ৪। ১৯। ৩৫

ইন্দ্রকর্ত্তৃক সৃষ্ট ঐ সকল পাপকৌশল, সহজেই জীবের মন হরণ করিয়া থাকে। তাহার দৃষ্টান্ত দেখনা কেন?—তিনি তোমারই যজ্ঞীয় অশ্ব হরণ করিয়া তোমারই যজ্ঞ নাশ করিলেন, শেষে তোমাতেই আবার (পাষণ্ডচিহ্ন) আবেশ করাইলেন। ৪। ১৯। ৩৬

হে বেণনন্দন! তুমি ভগবান বিষ্ণুর কলাস্বরূপ। সময়ে সময়ে ঋষিগণপ্রোক্ত যে সমস্ত প্রকাশিত ধর্ম্ম বেণ নৃপতির অত্যাচারে লুপ্ত হইয়াছে, সেই বেণদেহ হইতে সেই সকল ধর্ম্মবিধি প্রকাশ করিতে এবং তদ্দ্বারা সকল প্রজাকে পরিত্রাণ করিতে, তুমি অবতীর্ণ হইয়াছ। ৪। ১৯। ৩৭

হে প্রভো! তোমার কর্ত্তব্য চিন্তা করিয়া যে সংকল্পে এই প্রজাপতিগণের যত্নে তুমি উদ্ভব হইয়াছ, হে প্রজাপতে! সেই সংকল্প পূর্ণ কর। আর এই যে ইন্দ্রসৃষ্ট মায়া, ইহা উপধর্ম্মের জননী, তুমি এই প্রচণ্ড পাষণ্ডপথ জয় করিতে চেষ্টা কর। ৪। ১৯। ৩৮

পূর্ব্বকথা বর্ণনা করিতে করিতে শ্রীমৈত্রেয় কহিলেন:—হে বিদুর! মহারাজ পৃথু লোকগুরু ভগবানের এই সমস্ত উপদেশ স্বীকার করিয়া, আপনার শতাশ্বমেধসম্পন্ন-সূচক প্রতিজ্ঞা ত্যাগ করিলেন এবং দেবরাজ ইন্দ্রের সহিত বাৎসল্য ভাবে সন্ধি স্থাপন করিলেন। ৪। ১৯। ৩৯

অনন্তর যজ্ঞ সমাপ্ত করিয়া শান্তিবারিতে যখন মহারাজ স্নান করিলেন, সেই সময়ে যজ্ঞভাগ গ্রহণে তৃপ্ত ও পূজিত দেবতাগণ তাঁহাকে বরদান করিলেন। ৪। ১৯। ৪০

উপস্থিত ব্রাহ্মণগণ নৃপতির শ্রদ্ধাযুক্ত দক্ষিণা লাভ করিয়া, পরম সন্তুষ্ট হইয়া, সেই আদিরাজকে তাঁহারা অতি সন্তোষের সহিত আশীর্ব্বাদ করিতে করিতে বলিলেন:—হে

মহাবাহো! আপনার নিমন্ত্রণে আমরা ও পিতৃদেবগণ সমাগত হইয়া যথেষ্ট দান ও সম্মান লাভ করিয়া পূজিত হইয়াছি। (অতএব তুমি দীর্ঘায়ুঃ লাভ করিয়া, কর্ত্তব্যপরায়ণ হও ?) ৪ । ১৯ । ৪১।৪২

ইতি শ্রীভাগবতে চতুর্থস্কন্ধে উনবিংশাধ্যায়ে উপেন্দ্রকৃতানুবাদ সমাপ্ত।

ব্যাখ্যা। পৃথুরূপী সুবুদ্ধি ইন্দ্ররূপী বিচারশক্তির সহিত সন্ধি করিয়া ধর্ম্মমর্য্যাদা সংরক্ষণকারী ধর্ম্মানুষ্ঠান আরম্ভ করিবে। নচেৎ বিচারশূন্য কর্ম্মে স্বার্থ ভাব উপস্থিত হয়, তাহাতে নানাবিধ বৈলক্ষণ্য অর্থাৎ বিচারের অভাবে মোহাদি প্রকাশ হয়। ইহাই তাৎপর্য্য।

ইতি শ্রীভাগবতে চতুর্থস্কন্ধে উনবিংশতি অধ্যায়ে উপেন্দ্রকৃতাধ্যায়ব্যাখ্যা সমাপ্ত।

অথ বিংশতি অধ্যায়।

—:০:—

পূর্ব্ববৃত্তান্ত সমাপ্ত করিয়া শ্রীমৈত্রেয় কহিলেন:—হে বিদুর! সকল যজ্ঞের আরাধনীয় সকল যজ্ঞের কর্ত্তা এবং সকল যজ্ঞের ভোক্তা:—ভগবান বৈকুণ্ঠ, (ব্রহ্মবাক্যাবসানে) ইন্দ্রকে সন্নিহিত করিয়া (মহারাজ পৃথুকে) ইহা কহিলেন। ৪ । ২০ । ১

হে রাজন্! এই ইন্দ্র তোমার শত অশ্বমেধ যজ্ঞের প্রতিজ্ঞাভঙ্গকারী হইতেছেন, অতএব ইনি ক্ষমা প্রার্থনার যোগ্য বলিয়া তুমি ইহাকে ক্ষমা কর। ৪ । ২০ । ২

হে নরপতে! ইহজগতে যে সকল ব্যক্তি সুবুদ্ধিমান্, সাধু ও নরোত্তম হয়েন, আত্মা শরীর নহে বলিয়া তাঁহারা কোন প্রাণীর সহিত কখন বিরোধ করিতে ইচ্ছা করেন না। ৪ । ২০ । ৩

ইন্দ্রের মায়াতে যদি পুরুষেরা মুগ্ধ হয়েন, তাহা হইলে বহুকাল পর্য্যন্ত প্রাচীন সেবা করা তাঁহাদের পক্ষে বৃথা শ্রম মাত্র হয়। ৪ । ২০ । ৪

ব্যাখ্যা। সাধনযজ্ঞে ব্রহ্মা রাজসী উপদেষ্টা হইয়া লৌকিকের হিতচেষ্টা স্বরূপ সম্মানীয় সম্মান হানি করিলে, হননকর্ত্তার মতিভ্রম উপস্থিত হয় এবং সংসারে অধর্ম্ম কৌশল প্রকাশ হয়, ইহা বুঝাইলেন। এইবারে শ্রীব্যাসদেব সাত্ত্বিক্ মীমাংসা করাইবার জন্য ভগবান বিষ্ণুর উক্তিতে, উপধর্ম্মের অযৌক্তিকতা প্রমাণ করিতেছেন।

প্রথম কথা:—সংসারে মতভেদ কেন ঘটে? কর্ম্ম বা যজ্ঞাদিতে অভিমান জন্মিলেই মতভেদ হইয়া থাকে। ইন্দ্রের ন্যায় অপরের শ্রেষ্ঠমর্য্যাদার হিংসা করাতেই ইন্দ্রের সহিত পৃথুর মতভেদ ঘটিল। তজ্জন্য ইন্দ্র প্রথমে অনিষ্ট আরম্ভ করাতে তিনি ক্ষমা প্রার্থনা করিবার যোগ্য হইতেছেন এবং পৃথু ক্ষমা দান করিবার যোগ্য হইতেছেন। ইহাতে উভয়ে ক্ষমাশীল হইলে অবিরুদ্ধ ভাব সাধিত হইল। এই অবিরুদ্ধ ভাব স্থির করিবার প্রয়োজন

কি, বুঝাইতে বিষ্ণু কহিলেন:—যাঁহারা আত্মানাত্মবিবেকী তাঁহারা কখনই দেহাভিমানী হইয়া বিরোধ করেন না। তাঁহারা কর্ম্মার্থ বুদ্ধিমণ্ডিত দেহকে শরীর বলিয়া অর্থাৎ সতত ক্ষয়শীল বা মিথ্যা উপাধি বলিয়া জানেন। এই রূপ আত্মজ্ঞানযুক্ত কপিলাদি পূর্ব্বাচার্য্যেরা সংসারের বৃদ্ধ রূপে বর্ত্তমান আছেন। যাঁহারা প্রাচীন উপদেশ শিক্ষা করিলেও দেহাভিমানী হয়েন, অর্থাৎ বুদ্ধির মোহে মুগ্ধ হয়েন, তাঁহারা প্রাচীন উপদেশ বুঝিতে পারেন নাই। ইহাই তাৎপর্য্য।

হে রাজন্! বিদ্বান্‌গণ:—অজ্ঞান, কাম ও কর্ম্মাঙ্কুরে সৃষ্ট এই শরীরকে বিশেষ-রূপে জানিয়া ইহার প্রতি কখনই আসক্ত না হইয়া, অনাসক্তভাবে থাকেন। ৪। ২০। ৫

যাঁহারা এই শরীরের অনুগত না হয়েন, তাঁহারা কি কখন এই শরীরের যত্নে উৎপাদিত পুত্র, গৃহ ও ধনাদির প্রতি মমতা করিতে পারেন? ৪। ২০। ৬

হে রাজন্! আত্মা এই কয়েকটী স্বভাবে দেহ হইতে পৃথক হইতেছেন। আত্মা এক ভাবে থাকেন, দেহ বালবৃদ্ধাদি অবস্থাভেদে বহুভাব ধারণ করিয়া থাকে। আত্মা শুদ্ধ; দেহ রোগাদিতে মলিন। আত্মা স্বয়ং জ্যোতির্ম্ময়; দেহ জ্যোতিঃহীন অর্থাৎ আত্মার সত্বাতে ভোগময়। আত্মা নির্গুণ, দেহ সকল গুণের আশ্রিত। আত্মা সর্ব্বান্তর্যামী, দেহ পরিচ্ছিন্ন। আত্মা অনাবৃত; দেহ মোহাদিতে আবৃত। আত্মা সাক্ষী, দেহ দৃশ্য অর্থাৎ পদার্থস্বরূপ। আত্মা চৈতন্য স্বরূপ, দেহ আত্মার আশ্রয়ে সচেতন হইতেছেন। ৪। ২০। ৭। ৮

যে ব্যক্তি এইরূপ দেহ ধারণ করিয়া আত্মাকে জ্ঞাত হইতে পারেন, তিনি দেহজ বিকারে অর্থাৎ মোহাদি অজ্ঞানে লিপ্ত হয়েন না; তিনি আমাতেই অবস্থিত হয়েন।৪।২০। ৯

যাঁহাদের মন প্রসন্ন হওয়াতে সমস্ত অনুরাগ বিনষ্ট হইয়া সাম্য দর্শন লাভ হইয়াছে। তাঁহারা আমার নিকট একবে ব্রহ্মকৈবল্য নামক পরমা শান্তিদ্বয় লাভ করেন। ৪। ২০। ১০

হে রাজন্! যে ব্যক্তি দ্রব্য, জ্ঞান (জ্ঞান ও অজ্ঞান) এবং ইন্দ্রিয়াদি সমন্বিত দেহের অভ্যন্তরে অবস্থিত আত্মাকে উদাসীন ও অধ্যক্ষ ভাবে জানিতে পারেন, তিনিই সাম্যদর্শন লাভ করিতে পারেন। ৪। ২০। ১১

হে নরপতে! যাঁহারা আমার সহিত বন্ধুত্ব করিয়াছেন, সেই সকল সাধুগণ, দ্রব্য ক্রিয়া, মন ও বুদ্ধির (চৈতন্য) মধ্যস্থিত আত্মা হইতে ভিন্ন, এবং মূর্ত্তিময় এই দেহের সংসারকালিন্ সম্পদে হর্ষ এবং বিপদে দুঃখ দেখিয়া, কখনই মুগ্ধ হয়েন না। ৪। ২০। ১২

হে রাজন্! হে বীর (জিতেন্দ্রিয়!!) তুমি সুখ ও দুঃখকে সমান ভাবনা কর। উত্তম, মধ্যম ও অধম সকল প্রজাকে সমান ভাবে দেখ; সমস্ত আশার সহিত ইন্দ্রিয় অর্থাৎ মনকে জয় করিয়াছ, এক্ষণে আমার নিয়োজিত লোকরক্ষাকারী দেবতাসমূহের সহিত সংযুক্ত হইয়া, অখিল প্রজাগণকে রক্ষা কর। ৪। ২০। ১৩

হে পৃথুরাজ! প্রজাগণের মঙ্গলই রাজাগণের কার্য্য, ইহারা রাজা, প্রজার উপার্জ্জিত পুণ্যের ষষ্ঠ অংশ পরলোকে পাইয়া থাকেন। আর রাজা যদি প্রজারক্ষা না করেন, তাহা হইলে বৃথা করগ্রহণ জন্য প্রজাগণের উপার্জ্জিত পাপের অংশ লাভ করেন। ৪। ২০। ১৪

হে নৃপতে! তুমি এই সকল দ্বিজাগ্রগণ্য ভৃগু প্রভৃতির অনুমোদনক্রমে ধর্ম্মকে প্রধান রূপে আশ্রয় করিয়া, এই পৃথিবী পালন করিয়া, প্রজাগণের অনুরাগ বর্দ্ধন কর। অতি অল্পকালের মধ্যে তোমার গৃহে সনকাদি সিদ্ধগণকে তুমি উপস্থিত দেখিবে। ৪। ২০। ১৫

হে মানবেন্দ্র! আমি তোমার শমদমাদি পুণ্যে ও নির্ম্মৎসরাদি ব্যবহারে, অত্যন্ত বশীভূত হইয়াছি। হে নৃপতে! আমি সমদ্রষ্টা ও প্রসন্নচিত্তের পক্ষে যত সুলভ হই, কি যজ্ঞে, কি তপস্যায়, কি যোগে, কি সমাধিতে, তত সুলভ নহি। ৪। ২০। ১৬

এইরূপ বর্ণনা সমাপন করিয়া শ্রীমৈত্রেয় কহিলেন :—

হে বিদুর! সেই বিশ্ববিজয়ী নৃপতি, লোকগুরু হরির অনুশাসনবাক্যসমূহ শিরোধার্য্য বলিয়া স্বীকার করিলেন। ৪। ২০। ১৭

অনন্তর ভগবান্ ইন্দ্র আপনার গর্হিত কর্ম্মের জন্য লজ্জিত হইয়া, ক্ষমা ভিক্ষা করিতে রাজার পদস্পর্শ করিলেন। নৃপতি ইহা দেখিয়া দ্বেষভাব ত্যাগ করতঃ ইন্দ্রকে আলিঙ্গন করিলেন। ৪। ২০। ১৮

হে বিদুর! মহারাজ পৃথু, একান্তচিত্তে হরিকে পূজা করিতেছেন এবং প্রগাঢ় ভক্তিসহকারে ভগবানের যুগল চরণ ধারণ করিয়া, আপনার পদ্ম ও পলাশের ন্যায় উভয়চক্ষে ভগবানকে দেখিতেছেন, ইহাতে রাজাকে পরম সুহৃদ ভাবিয়া, তিরোহিত হইবার সময় হইলেও ঈশ্বর যেন ভক্তকে অনুগ্রহ করিবার জন্য বিলম্ব করিতে থাকিলেন। ৪। ২০। ১৯

তখন মহারাজ আপনার উভয় হস্তে অঞ্জলি রচনা করিয়া, যেমন একবার ভগবানকে দেখিবার ইচ্ছা করিলেন, প্রেমাশ্রুতে অমনি আঁখিদৃষ্টি আবৃত হইল, পুনরায় কিছু বলিয়া স্তব করিতে ইচ্ছা করিলে, প্রেমরসে স্বররোধ ঘটিল। তিনি নিরুপায় হইয়া বাহ্যত্যাগ করিয়া, ভগবানকে আরাধনা করিয়া হৃদয়ে ধারণ করিলেন। ৪। ২০। ২১

ভক্তবৎসল ভগবান হরি ভক্তের এবম্বিধ অনুরাগ দেখিয়া, এমন ভাবে আত্মবিস্মৃত হইলেন, যে, ভূমিতলে যুগল চরণ রাখা অবৈধ হইলেও রাখিলেন এবং পাছে প্রেমে পতিত হয়েন, এইজন্য যেন গরুড়ের স্কন্ধদেশে আপনার করমূল রক্ষা করিলেন। নৃপতি বহুকষ্টে প্রেমাশ্রু মুছিয়া, যাঁহাকে দেখিলে কখনও দৃষ্টি তৃপ্ত হয় না। এমন নবীন ভবধারী পুরুষ (অন্তর্যামীকে) দেখিয়া গদ্গদভাবে কিছু বলিলেন। ৪। ২০। ২২

হে বিদুর! মহারাজ পৃথু কহিলেন :—

আপনি বরদাতা দেবগণের ঈশ্বর হইতেছেন। যাঁহারা অহংকারের অধীন, সেই সকল অভিমানিগণই অভীষ্টভোগার্থ আপনার নিকটে বর প্রার্থনা করে। নারকী দেহীমাত্রেই যে বর লাভ করিতে পারে! কোন্ পণ্ডিত সেই বরের ইচ্ছা করেন? হে ঈশ্বর! হে বৈরাগ্যপতে! এমন অকিঞ্চিৎকর বর আমি চাহি না। ৪। ২০। ২৩

ব্যাখ্যা। ভক্তের কামনা কি, তাহা প্রকাশ করিতে উক্তি ও প্রত্যুক্তি অনুসারে ব্যাসদেব এই শ্লোকসমূহের অবতারণা করিয়াছেন। ইচ্ছার পূর্ণতা যে শক্তিদ্বারা হয়, সেই ইচ্ছাকে বর কহে। ব্রহ্মা হইতে নারকী প্রাণীমাত্রেই অহংকারের অর্থাৎ ভোগের অধীন বলিয়া,

পরস্পরে উচ্চ হইতে বর চাহেন। অর্থাৎ ব্রহ্মাদি ঈশ্বরের নিকটে এবং মানব ব্রহ্মাদির নিকটে বর ইচ্ছা করেন। অতএব নিষ্কামী ভক্তগণ কখনই ভোগ ইচ্ছা করেন না। এই জন্য ভোগ-লাভরূপী অকিঞ্চিৎকর বর পৃথু উপেক্ষা করিলেন।

হে কৈবল্যপতে! যাহাতে মহাত্মাগণের হৃদয় হইতে উত্থিত, বদন হইতে নিঃসৃত, আপনার চরণকমলের মধুকণা নাই, আমি এমন বর চাহি না। হে নাথ! যাহাতে আমি সাধু-হৃদয়াগত ও মুখনিঃসৃত তব চরণকমলাসববাণী (তৃপ্তি সহকারে পান করিতে পারি) এমন অযুত কর্ণ আমাকে বররূপে দান করুন। ৪। ২০। ২৪

হে বরদাতঃ! হে মঙ্গলকীর্ত্তে! (আপনার চরণকমল সুধার মহিমা কি বলিব!) সেই মহাত্মাহৃদয়াগত ও মুখচ্যুত তব চরণকমলসুধাকণার (অর্থাৎ ভক্তগণের একান্ত হৃদয় হইতে যে সকল ঈশ্বরের যশোকীর্ত্তন, বাণী সহযোগে প্রকাশ হয়) স্পর্শে অনিল এমন গুণ ধারণ করে, যে যাঁহারা তত্ত্বপথ বিস্মৃত হইয়া কুপথে গমন করিতেছেন, যাঁহারা কুযোগী ও মোহাক্রান্ত জীব, তাঁহারাও সেই অনিলস্পর্শে (যশোকীর্ত্তন শ্রবণে) পুনরায় আপনাকে স্মরণ করিতে থাকে। অতএব এই সুধা আস্বাদন যাহাতে করিতে পারি, এরূপ বর দান করুন। ৪। ২০। ২৫

হে মঙ্গলকীর্ত্তে! সকল শক্তির অধিষ্টাত্রী ভগবতী লক্ষ্মীদেবী সমস্ত পুরুষার্থ সংগ্রহ করিবার ইচ্ছায় যে যশঃ শ্রবণে চিরব্রতী আছেন; এমন মঙ্গলময় যশোকীর্ত্তন যদি একবার সাধু সঙ্গমে শ্রবণ করা যায়, তাহা হইলে পশু প্রকৃতিমান্ ব্যতীত এমন অজ্ঞ কে আছে! যে, পুনঃ পুনঃ শ্রবণে বিরত হয়। ৪। ২০। ২৬

ব্যাখ্যা। এই কয় শ্লোকে মহারাজ পৃথু ভগবানকে বলিতেছেন, কেবল যোগাদি আচরণ করিলে সিদ্ধ হওয়া যায় না!!! ভক্তির প্রয়োজন আছে। কারণ ভক্তি ব্যতীত অন্য কর্ম্মে তত্ত্বমধুর আস্বাদন আর কেহ ত্বরায় জীবকে দান করিতে পারে না। এইজন্য যশোকীর্ত্তনশব্দ অনিল বহন করিয়া কুযোগিগণের ও মোহাক্রান্ত জীবের হৃদয়ে প্রবেশ করায়। তদ্দ্বারা মধ্বাদির ন্যায় সকলেরই স্বাভাবিক্ আনন্দ উপলব্ধি হইয়া থাকে। সেই আনন্দ উপলব্ধি একবার প্রাপ্ত হইয়া যাহারা পুনরায় বিস্মৃত হয়, তাহারা মনুষ্য নহে, শ্রুতিশূন্য পশুবৎ বুঝিতে হইবে। অতএব ভক্তিসংযুক্ত তত্ত্বজ্ঞান আহরণ করাই জীবের শ্রেষ্ঠ উপায়, এইজন্য শ্রীব্যাস পৃথুরাজদ্বারা ঈশ্বরের নিকট তাহাই বররূপে চাহিতেছেন।

হে ভগবন্! ভগবতী পদ্মকরা আপনার যে চরণের সেবা লালসা করেন, আমিও সেই অখিল পুরুষার্থশ্রেষ্ঠ তব চরণকমলের সেবা ইচ্ছা করিয়াছি; ইহাতে আপনার ন্যায় একপতির উপরে আশা থাকাতে, ভগবতীর সহিত আমার বিবাদ উপস্থিত হইতে পারে!! অতএব হে ঈশ্বর! আপনি কি আমাদের উভয়ের সন্তুষ্টির জন্য আপনার চরণ পর্য্যায়ক্রমে দান করিবেন!!—না—তাহা কখনই হইতে পারে না! হে জগদীশ্বর! আমাদের উভয়ের যখন একবস্তু লাভের ইচ্ছা রহিয়াছে, তখন জগজ্জননীর সহিত নিশ্চয়ই আমার বিবাদ ঘটিবার সম্ভাবনা। হে দীনবৎসল! আমি শুনিয়াছি, আপনি সামান্য

আরাধনাতেই অত্যন্ত তুষ্ট হয়েন ; এক্ষণে দেবীর প্রচুর সেবা ত্যাগ করিয়া আমার তুচ্ছ সেবাতে সন্তুষ্ট হউন, ইহাই আমার ইচ্ছা। ৪।২০।২৭।২৮

হে ভগবন্! আপনাকে ভজনা করিলে, মায়া হইতে উত্থিত সমস্ত মনোবিকার নিরস্ত হইয়া যায়, এই জন্য সাধুগণ আপনার ভজনা করেন। অতএব সাধুগণের নির্দ্দিষ্ট ফল স্বরূপ আপনার শ্রীচরণ স্মরণ ব্যতীত আর আমি কোন লাভকেই শ্রেষ্ঠ বলিয়া জানি না। ৪।২০।২৯

হে ঈশ্বর! ভক্তকে "বর গ্রহণ কর" বলিয়া আপনি যে বিশ্ববিমোহিনী কথা উচ্চারণ করেন, সেই বচনসূত্রে মানব আবদ্ধ হইয়া, আপনার দয়ারূপী মায়াতে মুগ্ধ হইয়া পুনঃ পুনঃ ফল ইচ্ছা করিয়া কর্ম্ম করিতে থাকে। সেই রূপ (আমাকেও যে "বর গ্রহণ কর") বলিয়াছিলেন ; তাহা আমার অভিপ্রেত নহে। ৪।২০।৩০

হে পরমেশ! যাহারা আপনার মায়াতে মুগ্ধ হইয়া আপনাদের আত্মাস্বরূপ আপনাকে ত্যাগ করিয়া, খণ্ডিতভাবে অপর বাঞ্ছা করে, তাহারা নিতান্তই অবোধ হইতেছে। পিতা যেমন আপন সন্তানের মন্দ ইচ্ছা থাকিরিলেও অজ্ঞাতসারে তাহাদের হিত উপায় বিধান করেন, তদ্রূপ অবোধজনের তজ্জাতেও আপনি তাহাদের হিত বিধান করেন। ৪।২০।৩১

পূর্ব্ববৃত্তান্ত সমাপ্ত করিয়া শ্রীমৈত্রেয় কহিলেন :—

হে বিদুর! আদিরাজ কর্তৃক ভগবান এই রূপে স্তুত হইলে, সেই বিশ্বদ্রষ্টা ঈশ্বর তাঁহাকে কহিলেন, হে রাজন্! বহুভাগ্যবলে আমাতে তোমার এইরূপ অনুরাগ জন্মিয়াছে; অতএব তোমার ভক্তি আমার প্রতি সুদৃঢ় হউক। সেই ভক্তিবলে তুমি আমার সুদুস্তরা মহামায়া-সাগর সহজে উত্তীর্ণ হইয়া যাও। ৪।২০। ৩২

হে প্রজাপতে! তুমি অপ্রমত্তভাবে আমার আদিষ্ট তত্ত্ব পালন কর। আমার আদেশ পালন করিয়া ইহলোকে সকলেই সিদ্ধিলাভ করিয়াছেন। ৪।২০।৩৩

হে বিদুর! ভগবান অচ্যুত, বেণনন্দন রাজর্ষি পৃথুকর্ত্তৃক পূজিত হইয়া তাঁহাকে উপায় সংযুক্ত আদেশ দ্বারা সন্তুষ্ট ও অনুগৃহীত করিয়া তিরোহিত হইতে ইচ্ছা করিলেন। ৪।২০।৩৪

অনন্তর সেই যজ্ঞেশ্বরসেবনে অনুরক্ত রাজাকর্ত্তৃক যজ্ঞস্থলে সমাগত দেবর্ষি পিতৃগন্ধর্ব্বাপ্সর-সিদ্ধচারণযক্ষকিন্নরখগাদি এবং অপর প্রাণীসমূহ ও মানবাদি পূজিত হইয়া, স্বস্বস্থানে গমন করিলেন। অবশেষে বিষ্ণুপারিষদগণ অর্থাৎ সমাগত ভক্তগণও পূজিত হইয়া গমন করিলেন। হে ভারত! অনন্তর ভগবান অচ্যুত প্রভু, উপাধ্যায়ের সহিত (অত্রিসহিত) উপবিষ্ট রাজর্ষির মনোহরণ করিয়া স্বধামে গমন করিলেন। ৪।২০।৩৫।৩৬।৩৭

হে বিদুর! ভগবান হরি ক্রমে ক্রমে লোচনপথের অতীত হইলে, পরম ভক্ত নৃপতি আপনার আত্মাতে সেই সর্ব্বজীবের পক্ষে দেবতার দেবতা—হরিকে সন্দর্শন করিয়া নমস্কার করতঃ নিজ রাজপুরীতে প্রবেশ করিলেন। ৪।২০।৩৮

ইতি শ্রীভাগবতে চতুর্থস্কন্ধে বিংশত্যধ্যায়ে উপেন্দ্রকৃতানুবাদ সমাপ্ত।

—০—

ব্যাখ্যা। ত্রয়োত্রিংশতি শ্লোকের তাৎপর্য্য এই যে:—এই বিংশতি অধ্যায়ের দ্বিতীয় শ্লোক হইতে ষোড়শ শ্লোক পর্য্যন্ত ভগবান স্বয়ং পৃথুরাজকে যে উপদেশ দিলেন; অতি ভক্তির সহিত সেই আদেশ পালন করিতে এক্ষণে বলিলেন।

পরে কথার সৌষ্টবার্থ রাজার যজ্ঞ সমাপন ও দেবতাকিন্নরসিদ্ধাদির বিদায় প্রকাশ করিয়া শেষে ব্যাসদেব অষ্টত্রিংশতি শ্লোকে বলিলেন:—হরি যজ্ঞস্থলে সকলের দর্শনীয়, এমন কি! পৃথুরাজার বাহ্যদর্শনীয় ছিলেন; যজ্ঞ সমাপ্তে তিনি নয়নপথাতীত হইলেন, অর্থাৎ পৃথু আর বাহ্যজ্ঞান সহকারে তাঁহাকে পৃথক না দেখিয়া অন্তরস্থ আত্মাতে একভাবে দেখিতে পাইলেন। ইহাতে তত্ত্বজ্ঞানের উদয় দেখান হইল। এইরূপে যজ্ঞে জ্ঞানলাভের উপায় প্রকাশ করিয়া অধ্যায়ের উপসংহার হইল।

ইতি শ্রীভাগবতে চতুর্থস্কন্ধে বিংশাধ্যায়ে উপেন্দ্রকৃতাধ্যাত্মব্যাখ্যা সমাপ্ত।

অথ একবিংশতি অধ্যায়।

—০—

পূর্ব্ববৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া শ্রীমৈত্রেয় কহিলেন:—হে বিদুর! রাজর্ষি পৃথু, পরে কি করিলেন তাহা শ্রবণ কর:—যে সময়ে মহারাজ পৃথু রাজভবনে প্রবেশ করিতে গমন করিলেন, (সেই সময়ে) স্বর্ণনির্ম্মিত রাজতোরণসমূহ মুক্তার ও কুসুমের মাল্যে এবং, স্বর্ণদুকুলে সজ্জিত হইয়াছিল। সর্ব্বত্র মহাসুগন্ধি সিঞ্চন ও সুগন্ধ ধূপ প্রদীপ্ত করা হইতেছিল। চন্দন ও অগুরুর সুগন্ধি বারিতে রাজপথ, অঙ্গন ও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পথসমূহ আর্দ্র করিয়া সর্ব্বত্র প্রস্ফুটিত কুসুমাবলি, অক্ষত, নারিকেল, পবিত্র ফল, হরিত অঙ্কুর, লাজ ও দীপশ্রেণী সজ্জিত করা হইয়াছিল।

কোথাও সবৃন্তকদলীস্তম্ভ, কোথাও পূগপাত, কোথাও মাল্যরূপে সজ্জিত তরুপল্লব সমূহ শোভাবর্দ্ধনার্থ রক্ষিত হইয়াছিল। রাজাগণ দীপাবলি হস্তে এবং অশেষ মঙ্গলকর দ্রব্যাদি ভারে ভারে লইয়া (অর্থাৎ দধি, দুগ্ধ, পবিত্র বারি) চতুর্দ্দিকে সমবেত হইলেন। তাঁহাদের কন্যাগণ উজ্জ্বল কুণ্ডলে ভূষিতা হইয়া মাঙ্গল্য বিধান করিতে করিতে (রাজপথে আগমন করিতে লাগিলেন)।

এইরূপে মহারাজ পৃথু শংখদুন্দুভির শব্দে এবং ঋত্বিক্‌গণের বেদধ্বনিতে পূজিত হইয়া, অহঙ্কারবিহীনচিত্তে আপন পুরীতে প্রবেশ করিলেন। অনন্তর সেই মহাযশস্বী রাজা স্থানে স্থানে পুরবাসী ও জনপদবাসিগণের দ্বারা পূজিত হইয়া, তাহাদের অভিলাষানুসারে হিতকর বর দান করতঃ তাঁহাদেরও প্রতিপূজা করিলেন। ৪। ২১। ১।২।৩।৪।৫।৬

হে বিদুর! সেই আপন স্বভাবে অতি উচ্চপদবী প্রাপ্ত পূজ্যতম রাজা আপনার পবিত্রকার্য্যে দৃষ্টি রাখিয়া, এমন ভাবে ধরামণ্ডল শাসন করিয়াছিলেন যে, কেবল শাসনের

কীর্ত্তি ক্রমে ক্রমে বৃদ্ধি করিয়া সেই পরম মুক্তিপদে তিনি আরোহণ করিয়াছিলেন। ৪।২১।৭

পূর্ব্ববৃত্তান্ত বর্ণনা করিয়া শ্রীসূতগোস্বামী শৌনকাদিকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন:— হে সভাপতে শৌনকঋষে! পরমভাগবত বিদুর, সেই আদিরাজ পৃথুর যশোমণ্ডিত, অশেষ মুনিগণপূজিত, গুণমাহাত্ম্য শ্রবণ করিয়া, অতিশয় সন্তুষ্টচিত্তে প্রশংসা করিতে করিতে পুনশ্চ শ্রীমৈত্রেয়কে জিজ্ঞাসা করিলেন:—

হে গুরো! যিনি উভয় বাহুযোগে পৃথিবী দোহন করিয়াছিলেন, যিনি বৈষ্ণবতেজে অলঙ্কৃত ছিলেন; সেই রাজর্ষি পৃথু ঋষিগণের অনুগ্রহে দেবদুর্লভ শান্তি ও রাজ্যলাভ করিয়া (কি করিলেন?) ৪।২১।৮।৯

তাঁহার পৃথিবী দোহনাদি আদেশ গ্রহণ করিয়া, অদ্যাপি লোকপাল ও ভূপালগণ আপন আপন কামনাপূর্ণ করিয়া জীবিত থাকেন। এমন পণ্ডিত কে আছেন, যিনি সেই রাজকীর্ত্তিশ্রবণে প্রয়াস না করিবেন!! অতএব হে প্রভো! সেই রাজার পবিত্র কর্ম্ম-সমূহ আমাকে বলুন। ৪।২১।১০

ব্যাখ্যা। পৃথিবী দোহনাদি বিক্রমের উচ্ছিষ্ট অদ্যাপি রাজগণ ভোগ করিয়া জীবিত আছেন, একথা বলিবার তাৎপর্য্য এই যে:—আদিরাজ পৃথু যেমন ঋষিগণপ্রদর্শিত উপায়ে প্রথমে ভূম্যাদি কর্ষণ ও প্রজাপালন করিয়া সংসারে কল্যাণবিধান করিয়াছিলেন, তাঁহার পরবর্ত্তী রাজগণ তাঁহার প্রদর্শিত অনুষ্ঠানের কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ অনুকরণ করিয়া, প্রজারঞ্জন করেন।

বিদুরের প্রশ্নে সন্তুষ্ট হইয়া শ্রীমৈত্রেয় কহিলেন:—হে বিদুর! শ্রবণ কর। সেই মহারাজ গঙ্গা ও যমুনার মধ্যবর্ত্তী স্থানে পবিত্রক্ষেত্রে আপনার রাজধানী স্থাপনকরত: পুণ্যক্ষয় করিবার এবং প্রারব্ধ কর্ম্মক্ষয়ের জন্য রাজসম্পত্তি ত্যাগ করিয়াছিলেন। ৪।২১।১১

তিনি সপ্তদ্বীপের মধ্যে একমাত্র দণ্ডধারী রাজা হইয়া এমন শাসনবিধি প্রচলিত করিয়াছিলেন যে, কোথাও তাঁহার আদেশ কুণ্ঠিত হইত না। তিনি ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব গণের অধীন থাকিতেন, তাঁহাদের মধ্যে কাহাকেও অধীন ভাবিতেন না। ৪।২১।১২

হে বিদুর! একদা সেই মহারাজ আপন পুরীতে স্বর্গের ন্যায় এক মহাসভা প্রবর্ত্তিত করেন। সেই সভাতে ব্রহ্মর্ষি ও রাজর্ষিগণের সমাগম হইয়াছিল। সেই সভাতে উপস্থিত সভ্যগণকে তিনি যথানিয়মে পূজা করিয়া, এবং আপনিও পূজিত হইয়া, নক্ষত্রমণ্ডলগত উদিত চন্দ্রের ন্যায় সভাস্থলে দণ্ডায়মান হইয়া, চারিদিক অবলোকন করিতে লাগিলেন। ৪। ২১। ১৩। ১৪

সেই সময়ে পীন ও উন্নত বাহুযুগল, দীর্ঘকায়া, গৌরবর্ণ, অরুণঈক্ষণ, সুনাসা, সুবদন, সৌম্যমূর্ত্তি, মসৃণঅংশদেশ, মনোহরদন্তরাজি, বিস্তৃতবক্ষ, বৃহৎনিতম্ব, অশ্বত্থপত্রের ন্যায় শোভিত: ত্রিবলী, ঊর্দ্ধবিস্তৃত এবং অধোসূক্ষ্ম উদর, আবর্ত্তময় নাভি, স্বর্ণবর্ণ ও তেজোময় যুগল উরু, উন্নতাগ্র পদদ্বয়; সূক্ষ্ম, বক্র, নির্ম্মল ও কোমল কেশাবলি; কম্বুরেখান্বিত কন্ধর, মূল্যবান্ উত্তরীয় উপবীতাকারে নিহিত ও বস্ত্রভূষিত ভাব; ভূষণে শোভিত না থাকিলেও

স্বাভাবিক মাধুরীময় দেহ প্রভৃতি পূর্ব্বোক্ত অবয়বসমূহে পরিবৃত হইয়া, তি কৃষ্ণাজিনধারী শ্রীমান্ ও কর্ত্তব্যকর্ম্মসম্পাদনার্থ কুশপাণি হইয়া, যেন শিশিরস্নিগ্ধ তারকার ন্যায় আঁখিযুগলে অনন্ত সভা দর্শন করিয়া, পৃথিবীস্থ সমাগত সমস্ত স.. আনন্দবিধানার্থ, অতি মনোহর, মিষ্ট, ভাবপ্রশস্ত, পবিত্র, গম্ভীরার্থযুক্ত সর্ব্বপ্রিয়ঙ্কর .. সকল বলিতে আরম্ভ করিলেন। ৪।২১।১৫।১৬।১৭।১৮ ১৯

মহারাজ কহিলেন :—হে সভ্যগণ! হে সাধুগণ! কোন্‌স্থলে উপস্থিত হইয়া জিজ্ঞাসু-গণকে আপনাপন নিশ্চিত ধর্ম্ম শিক্ষা প্রদান করা সাধুগণের উচিত? এস্থলে আমার মনো-ভাব আপনারা শ্রবণ করুন। ৪।২১।২০

আমি বিধাতা কর্ত্তৃক সৃষ্ট হইয়া, এই পৃথিবীর শাসনদণ্ড ধারণ করিয়া, প্রজাগণকে আপন আপন বৃত্তি ও শ্রেণীতে স্থাপন করিতে এক্ষণে নিযুক্ত হইয়াছি। ৪।২১।২১

হে সভ্যগণ! প্রজাপালন করিলে ও রক্ষা করিতে পারিলে, তাঁহার উপর ভগবান্ তুষ্ট হইয়া যে-ফল বিধান করেন, এবং ব্রহ্মবাদী ঋষিগণও তাঁহার যে লোকলাভ নির্দ্দেশ করেন, আপনারা আশীর্ব্বাদ করুন, আমার যেন সেই সকল কামনাপূর্ণকারী লোক লাভ হয়। ৪।২১।২২

আমি শুনিয়াছি, প্রজাগণকে ধর্ম্মশিক্ষা না দিয়া যে রাজা কেবল করমাত্র আহরণ করিয়া ঐশ্বর্য্য ভোগ করেন, তাঁহার ঐশ্বর্য্য শীঘ্র নাশ হয় এবং তিনি সমস্ত প্রজার পাপ-ভাগী হয়েন্। ৪। ২১। ২৩

অতএব হে প্রজাগণ! যদি তোমরা আমার হিতসাধন করিতে ইচ্ছা কর, তাহা হইলে তোমরা জানিও কেবল আমার অন্তে পিণ্ডদানাদি কর্ম্ম করিলে পরলোকে সুফল লাভ হইবে না, তোমরা যদি হিংসাদি স্বভাবশূন্য হইয়া ধার্ম্মিক হও, তাহা হইলেই আমার ভবিষ্যতে সুকৃতিলাভ হইবে। অতএব আমার প্রতি অনুগ্রহ প্রকাশ করিয়া, ভগবৎ আরাধনার উপায় শিক্ষা কর। ৪। ২১। ২৪

হে পিতৃগণ! হে দেবর্ষিগণ! আপনারা শান্তচিত্তে এই অনুমোদন করুন। শিক্ষাদাতা, কর্ত্তা ও বিধিদাতা, ইহাদের পরলোকে যে সাধুফল লাভ হয়, আমার যেন তাহাই লাভ হয়। ৪। ২১। ২৫

ব্যাখ্যা। জড় মনোবৃত্তির চেতনকরণার্থ উপায়কে শিক্ষা কহে। ঐ শিক্ষা যিনি দান করেন, তিনি শিক্ষাদাতা। যে উপায়ে মন ও ইন্দ্রিয়াদি কর্ত্তব্য বুঝিতে পারে, তাহাকে কর্ম্ম কহে। ঐ কর্ম্মের প্রয়োজককে কর্ত্তা কহে। যে নিয়মে ইহা কর্ত্তব্য ইহা অকর্ত্তব্য এই বিধান আছে, তাহাকে বিধি কহে। এই ত্রিবিধ উপদেশ দ্বারা যে জীব অপর জড়ভাবাপন্ন জীবকে সকর্ম্মক করে, সেই জীবের জন্য সাধুগণ শুভগতি নির্দ্দেশ করিয়াছেন। সেই শুভগতিতে মনের উন্নতিই সকলের লক্ষ্য। এইজন্য রাজা পৃথুর ন্যায় উন্নতমনা জীব আপন কর্ত্তব্যকর্ম্ম জগৎকে বুঝাইতেছেন। এইরূপে সংসারে কর্ম্মাচরণ করিলে কর্ম্মে আসক্তি জন্মে না।

ভ্রাতৃগণ! যজ্ঞপতি ঈশ্বরের নামে যে কেহ আছেন, ইহা স্বীকার করিতেই হইবে, লোকের ভোগায়তনু শরীর পরলোকে বা কোন অবস্থায় কান্তিযুক্ত হইয়া থাকে, স্বীকার করিতে হইবে। ৪। ২১। ২৬

আপনারা বিবেচনা করিয়া দেখুন,) মনু, উত্তানপাদ, ধ্রুব, প্রিয়ব্রত এবং আমার মহ অঙ্গ রাজর্ষি ইহাদের সকলকেই পরলোকের উজ্জ্বল মানব বলিয়া, সকলেই জ্ঞাত আছেন। এমন কি প্রহ্লাদ, বলি, ব্রহ্মা ও মহেশ্বরাদিকেও জ্যোতির্ম্ময় দেহী বলিয়া প্রাচীনেরা স্বীকার করেন। অতএব ইহারাও যখন শরীরী হইলেন, তখন ইহাদের এক বস্তুর উপরে চিন্তা রহিয়াছিল; সেই চিন্তার আধাররূপী বস্তুই একমাত্র ঈশ্বর হইতে-ছেন। ৪। ২১। ২৭। ২৮

হে সভ্যগণ! (যাঁহারা কর্ম্ম মিথ্যা ও কর্ম্মফল মিথ্যা এই সিদ্ধান্ত করেন) তাঁহাদের হইতে মৃত্যুদৌহিত্র বেণাদি পর্যান্ত যথার্থ ধর্ম্মের তাৎপর্য্য বুঝিতে পারেন নাই। কারণ, তাঁহারা অধর্ম্মে বিমুগ্ধ হইয়াছিলেন। ধর্ম্ম, অর্থ, কাম এই ত্রিবর্গ এবং স্বর্গ ও অপবর্গ ইহাদের পরস্পর একাত্মক ঐক্য আছে। যাহাদের ঐক্য আছে, তাহারা সচেতন এবং এক মূল হইতে প্রকাশিত। (সেই মূলই ঈশ্বর হইতেছেন)। ৪। ২১। ২৯

যাঁহার পদাঙ্গুষ্ঠবিনিঃসৃত গঙ্গা যেমন বারিরূপে ত্রিভুবনের পবিত্রতা সাধন করেন, তদ্রূপ যাঁহার পরিচর্য্যা করিলে জন্মজন্মান্তর হইতে সংসারপরিতপ্ত জনগণের হৃদয়গত পাপ নিমেষে হ্রাস হইয়া যায় এবং হৃদয়ে সাত্ত্বিকী ভক্তির বৃদ্ধি হয়। বিশেষরূপে বিজ্ঞান-বীর্য্যে বলবান্ মহাবৈরাগী এবং অশেষ মলামলশূন্য পবিত্র ব্যক্তিগণ, যাঁহার চরণতল আশ্রয় করিলে আর এই ভীষণ ক্লেশবহ সংসার-যন্ত্রণা ভোগ করিতে পায় না। হে সভ্যগণ! আপনারা কায়মনোবাক্যাদিরূপী ধ্যান, স্তুতি ও পরিচর্য্যাদি দ্বারা ভক্তিশাস্ত্রাধ্যয়নাধ্যাপনাদি আবৃত্তি দ্বারা এবং আপন আপন কর্ম্মদ্বারা অকপটহৃদয়ে সেই সর্ব্বকামনাপূর্ণকারী শ্রীহরির পদপঙ্কজের ভজনা করুন। তাহাতে নিশ্চয়ই আপনারা সিদ্ধিসমূহ ও কর্ম্মের ফলসমূহ লাভ করিতে পারিবেন। ৪। ২১। ৩০। ৩১। ৩২

হে সভ্যগণ! ঈশ্বর আপনার স্বরূপ বিশুদ্ধ বিজ্ঞানময় ও গুণশূন্য হইতেছেন, কিন্তু যজ্ঞাদি কর্ম্মমতে তিনি বহুগুণে পরিণত হইয়া দ্রব্য, ক্রিয়া ও মন্ত্রানুসারে অর্থ, আশয়, লিঙ্গ ও নামাদি ধারণ করিয়া যজ্ঞাদি সম্পাদন করিয়া থাকেন। ৪। ২১। ৩৩

ব্যাখ্যা। কর্ম্ম অর্থাৎ যজ্ঞাদির দ্বারা কি উপায়ে ঈশ্বরলাভ হয়, তাহা বুঝাইতেছেন। মীমাংসকেরা কহেন, কোন দ্রব্যে অগ্নিত্ব না থাকিলে, অগ্নি পাইবার চেষ্টায় দ্রব্য সংগ্রহ করা বৃথা। এস্থলে যজ্ঞের উপকরণ ও মন্ত্রে ঈশ্বরের অস্তিত্ব যদি থাকে, তবেই যজ্ঞকারী যজ্ঞদ্বারা ঐশ্বর্য্য লাভ করিতে পারেন। অবিশ্বাসীরা যজ্ঞকে ঈশ্বরশূন্য এই কথা বলেন; তাহাদের মত খণ্ডন করিতে শ্রীব্যাস পৃথুক্তিতে বলিতেছেন; ঈশ্বর—দ্রব্য, ক্রিয়া ও মন্ত্রানুসারে যজ্ঞে অর্থ, আশয়, লিঙ্গ ও নামাদিরূপে বহুরূপী হইতেছেন। দ্রব্য বলিতে ব্রীহী ও ঘৃতাদি উপকরণ। ক্রিয়া বলিতে সঙ্কল্পানুসারে অনুষ্ঠান। মন্ত্র বলিতে বিধান। অর্থ বলিতে

কায়িক উপকার অর্থাৎ উন্নতি। দর্শন, স্পর্শন ও শ্রবণাদি দ্বারা কায়িক চরিতার্থতা লাভ হইয়া থাকে। ব্রীহ্যাদি দ্রব্যে, শুক্লাদি বর্ণ দর্শনে, শান্তিবার্য্যাদি স্পর্শনে এবং স্তুতিবিধানাদি শ্রবণে কায়িক উপকার হয়। আশয় বলিতে সঙ্কল্প। ক্রিয়া অর্থাৎ পবিত্র অনুষ্ঠান হইতে মনের পবিত্র সঙ্কল্প লাভ করা। গুণকীর্ত্তনাদি মন্ত্র বিধিতে রাসায়নিক কৌশলে লিঙ্গ অর্থাৎ সমস্ত পদার্থশক্তি যজ্ঞকারীর হৃদয়ে আকৃষ্ট হয়। এই শক্তিকে লিঙ্গ কহে। যজ্ঞাদি কার্য্য হইতে উপকরণ ও অনুষ্ঠান ও মন্ত্রাদিতে যে পবিত্রশক্তি দেহের ও মনের উন্নতি বিধান করিবার জন্য নিরত, সেই সচেতন, অলৌকিক ও অন্তর্নিবিষ্ট শক্তিকে অর্থ, আশয় ও লিঙ্গ নামে যজ্ঞে ঈশ্বরের রূপ কহে। পরে দর্শ, পূর্ণমাস ও অশ্বমেধাদি যজ্ঞের নাম আছে। যজ্ঞের সমস্ত উপকরণই যখন ঈশ্বরের রূপ হইল, তখন যজ্ঞের অশ্বমেধাদি নামও ঈশ্বরের নামান্তর মাত্র। অতএব যজ্ঞে ঈশ্বর আপনার শক্তিতে দ্রব্য, ক্রিয়া ও মন্ত্রময় হইয়া রহিয়াছেন। অতএব যজ্ঞকে ঈশ্বরের শক্তিময় ভাবিয়া, তাহার অনুষ্ঠান করা সর্ব্বতোভাবে বিধেয়। পরে দেহের সহিত যজ্ঞের কি সম্বন্ধ, তাহা বুঝাইতে পরশ্লোক আরম্ভ হইতেছে।

হে সভ্যগণ! (কর্ম্মে যেরূপে ঈশ্বর বিস্তৃত, কর্ম্মফলেও তদ্রূপ তিনি রহিয়াছেন;) এই যে শরীর:—ইহা প্রধান, কাল, সঙ্কল্প ও ধর্ম্মসংযোগে প্রকাশ হওয়াতে, ঈশ্বর হইতে বিষয়াকারা বুদ্ধিরূপে অবস্থিত হইয়া:—বৃক্ষের হ্রাস ও দীর্ঘতা অনুসারে অন্তরস্থ অগ্নির যেরূপ হ্রাসবৃদ্ধি হইয়া থাকে, তদ্রূপ ক্রিয়ার ফলানুসারে ঈশ্বরও বুদ্ধিরূপে ভিন্ন ভিন্ন দেহে অবস্থান করেন। ৪।২১।৩৪

কি আনন্দের বিষয়! আমার আত্মীয়েরাই স্বচ্ছন্দে স্বধর্ম্মযোগে দৃঢ়ব্রত হইয়া এই পৃথিবীতলে একান্তচিত্তে সেই সকলের গুরু এবং যজ্ঞীয় দেবতাগণের দেবতা হরিকে ভজনা করিয়া, (আপনাদের উপকার করিতেছেন এবং আমার প্রতি বিশেষ অনুগ্রহ প্রকাশ করিতেছেন। অর্থাৎ রাজাজ্ঞা পালন করিতেছেন, বুঝিতে হইবে)। ৪।২১।৩৫

হে সভ্যগণ! আমার রাজকুলের মধ্যে ধনরত্নাদি ও তেজাদি দ্বারা সমৃদ্ধিসম্পন্ন হইয়া, কেহ যেন ব্রাহ্মণ কি বৈষ্ণবের অবমাননা কখন না করেন। ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণবেরা তিতিক্ষা, তপস্যা ও বিদ্যার তেজে প্রদীপ্ত হইয়া (সকলের শ্রেষ্ঠতা লাভ করিয়াছেন।) ৪।২১।৩৬

যাঁহাদের শরীরে ব্রহ্মণ্যতেজ সুশোভিত হইয়া থাকাতে, যাঁহাদের চরণবন্দনা করিয়া, ভগবান্ পুরাণপুরুষ হরি, জগৎপবিত্র অক্ষয়যশঃ লাভ করিয়া, সকল দেবতার শ্রেষ্ঠ হইয়াছেন। যাঁহাদের সেবা করিলে, অন্তর্য্যামী, স্বপ্রকাশ এবং বিপ্রের অতিশয় প্রিয় ঈশ্বর অতিশয় সন্তুষ্ট হয়েন, এমন ব্রহ্মবংশকে আপনারা বিনীতভাবে ও স্বধর্ম্মসহযোগে কায়মনোপ্রাণে নিতান্ত সেবা করিবেন। ৪।২১।৩৭।৩৮

হে সভ্যগণ! যাঁহাদের সেবা করিলে পুরুষ ত্বরায় চিত্তের শুদ্ধি লাভ করে, যাঁহাদের সেবায় জ্ঞানাভ্যাসাদি ব্যতিরেকে সততই শমদমাদি সম্পত্তি লাভ হইয়া থাকে। যাঁহারা

দেবতাগণেরও মুখস্বরূপ হইতেছেন, এমন ব্রাহ্মণসেবা ব্যতীত সংসারে আর শ্রেষ্ঠ কি আছে ? ৪।২১।৩৯

ইন্দ্রাদিনামধারী পরমপুরুষ ঈশ্বর, অচেতন অগ্নিতে হুত দ্রব্যাদিতে, তত সন্তুষ্ট হয়েন না, পরমহংসনামধারী ভবের কাণ্ডারী জ্ঞানীদিগের তত্ত্বজ্ঞানে শ্রদ্ধাযুক্ত হবিতে অর্থাৎ (তত্ত্বজ্ঞানদ্বারা ঈশ্বরতত্ত্ব অবগত হওয়াতে) যত দূর সন্তুষ্ট হয়েন। ৪।২১।৪০

যাঁহারা আপন আপন তত্ত্বদর্শনে উন্মত্ত হইয়া যে শাস্ত্রে এই সংসারকে আদর্শ (ছায়া) মাত্র কহে, সেই পরম নিত্য পবিত্র বেদকে—শ্রদ্ধা, তপস্যা, মঙ্গল (বিধিনিষেধ প্রকটন করণাত্মক ইচ্ছা) মৌন (বিনয়) ও সংযম (ইন্দ্রিয়চাঞ্চল্য বর্জ্জন) প্রভৃতি দ্বারা সমাধি সহযোগে বুঝিতে পারিয়াছেন। সেই ব্রাহ্মণগণের চরণকমলের পরাগ যেন আমি আপন মুকুটে আজীবন ধারণ করিতে পারি। সেই পরাগ স্পৃষ্ট হইলে ত্বরায় হৃদয়ের পাপ নাশ হইয়া যায়, এবং হে আর্য্যগণ! সেই পরাগের ক্ষমতাতেই সাত্ত্বিকভাবসমূহ হৃদয়ে প্রবেশ করিয়া থাকে। ৪।২১।৪১।৪২

হে সভ্যগণ! যে ব্রাহ্মণকুল সকল গুণের আকর, সকল আচারের শ্রেষ্ঠ এবং কৃতজ্ঞ; যাঁহাদের আশ্রয়ে সকল সম্পদ লাভ করা যায়; প্রার্থনা করি, সেই ব্রহ্মকুল, গোকুল এবং ভগবান্ জনার্দ্দন যেন আমার প্রতি প্রসন্ন থাকেন। ৪।২১।৪৩

পূর্ব্ববৃত্তান্ত সমাপ্ত করিয়া শ্রীমৈত্রেয় কহিলেন :—হে বিদুর! মহারাজ পৃথু অনন্তর কি করিলেন তাহা শ্রবণ কর :—সভাগণকে মহারাজ পূর্ব্বোক্ত প্রকারে উপদেশ দান করিলে, পিতৃদেবতা ও ব্রাহ্মণাদি দ্বিজাতিগণ অতিশয় আনন্দিত হইয়া, মহারাজকে নানাবিধ মিষ্ট-বাক্যে সন্তুষ্ট করিলেন এবং সাধুগণ তাঁহাকে সাধুবাদ করিলেন। ৪।২১।৪৪

সভ্যগণ কহিলেন :—"সুপুত্র হইতে সংসার জয় করা যায়" এই যে সত্য শ্রুতিবাক্য, ইহা নিতান্তই সত্য। কারণ, এক সময়ে পাপী হিরণ্যকশিপুর পাপ, পুত্র প্রহ্লাদ কর্ত্তৃক শমিত হইয়াছিল, এক্ষণে ব্রাহ্মণশাপগ্রস্ত মহারাজ বেণের ঘোর নরক এই মহারাজের ন্যায় পুত্রের সাহায্যে নিস্তার পাইল। ৪।২১।৪৫।৪৬

হে বীর! হে প্রজাগণের পিতঃ! সর্ব্বলোকের একমাত্র ভর্ত্তা হইয়া, আপনার যখন ঈশ্বরে এমন ভক্তি উপস্থিত হইয়াছে, তখন আপনি যথার্থই দীর্ঘায়ুঃ লাভ করিয়া, এই ধরাধামকে বাহুবলে শাসন করিবেন। ৪।২১।৪৭

আপনি সকলের সন্তোষবিধানকারী এবং পবিত্র কীর্ত্তিমান্ হইতেছেন। সর্ব্বসন্তাপ-হারী চরিত্রময় স্বয়ং ব্রহ্মণ্যদেব ভগবান্ বিষ্ণুর লীলাকথা যিনি সকলের সমীপে উপদেশ দেন, তিনি স্বয়ংই বিষ্ণুরূপী হইতেছেন। হে মহারাজ! (আপনিও আমাদের ভগবৎশিক্ষা দেওয়াতে মুকুন্দস্বরূপ হইয়াছেন। অতএব আমরা আপনার ন্যায় স্বামী পাইয়া যেন মুকুন্দের পত্নীস্বরূপ হইয়াছি।) ৪।২১।৪৮

হে নৃপতে! যে সকল উন্নতচরিত্র রাজা করুণাময় হইয়া প্রজার অনুরাগ আকর্ষণ করেন, তাঁহাদের পক্ষে আজীবনাধীন ও সেবক প্রজাগণের এরূপ শাসন (সুশাসন) আশ্চর্য্য নহে। (অর্থাৎ প্রজাকে সুখে রাখিয়া রাজত্ব করিলে বহুকাল নিষ্কণ্টকে রাজত্ব করা যায়) ।৪।২১।৪৯

হে প্রভো! আমরা দৈবনামক অদৃষ্টচক্রে পেষিত হইয়া কর্ম্মসহযোগে বিহার করিতে করিতে, পরমার্থদৃষ্টিশূন্য হইয়াছি, অতএব আপনাকে প্রাপ্ত হইয়া যেন সেই অজ্ঞানান্ধকার হইতে মুক্ত হইব, এই ভরসা করিতেছি।৪।২১।৫০

যিনি বিশুদ্ধ সত্ত্বগুণে অধিষ্ঠিত, যিনি সর্ব্বভূতান্তর্যামী, যিনি পরম মহিমাবান্, যিনি আপনার তেজ ব্রাহ্মণক্ষত্রিয়াদির অন্তরে প্রবেশ করাইয়া সকলকে রক্ষা করিতেছেন, সেই ঈশ্বরকে আমরা প্রণাম করি। ৪। ২১। ৫১

ইতি শ্রীভাগবতে চতুর্থস্কন্ধে একবিংশতি অধ্যায়ে উপেন্দ্রকৃতানুবাদ সমাপ্ত।

ব্যাখ্যা। রাজাকে দেবতা ও ঈশ্বররূপে সম্মান করিবার প্রয়োজন কি, তাহা এই শ্লোকে প্রকাশ হইতেছে। ইতিপূর্ব্বে অষ্টচত্বারিংশৎ শ্লোকে ব্যাসদেব বলিলেন যে:—যিনি ঈশ্বরের গুণকীর্ত্তন করিয়া প্রজাগণকে ভক্তিপথে লইয়া যান, তিনিই ঈশ্বরস্বরূপ। অর্থাৎ অশিক্ষিত মানবকে সাধুতেজ দ্বারা যিনি উন্নত করিয়া জ্ঞানের যোগ্য করেন, তিনি জ্ঞান-দাতা গুরু অর্থাৎ ঈশ্বরস্বরূপ হইতেছেন, তাহার প্রমাণ এই যথা—যেমন উত্তপ্ত লৌহখণ্ড সহযোগে অপর লৌহখণ্ডকে উত্তপ্তকরণকালে পূর্ব্বোত্তপ্ত লৌহকে অগ্নিগুণধারী বলিতে হয় এবং স্বভাবতঃ উহা অগ্নিগুণধারীই বটে; তদ্রূপ জ্ঞানদাতা গুরুও জ্ঞানময় ঈশ্বরের তেজ লাভ করিয়া, ঈশ্বরস্বরূপ হইতেছেন। এস্থলে অশিক্ষিত প্রজাকে রাজা শ্রেণীবদ্ধ করিয়া পালন, ভরণ ও সুশিক্ষাদি দ্বারা উন্নত করাতে তিনি প্রজার পক্ষে ঈশ্বর। কারণ, ঈশ্বরই জ্ঞানাদির ও দয়াধর্ম্মাদির তেজে ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়াদির অন্তরে জাগ্রত থাকেন।

ইতি শ্রীভাগবতে চতুর্থস্কন্ধে একবিংশাধ্যায়ে উপেন্দ্রকৃতাধ্যাত্মব্যাখ্যা সমাপ্ত।

অথ দ্বাবিংশতি অধ্যায়।

—oo—

পূর্ব্বকথা সমাপ্ত করিয়া শ্রীমৈত্রেয় বিদুরকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন:—

হে বিদুর! যে সময়ে অতিশয় বিখ্যাত বিক্রান্ত মহীপতির যশঃ প্রজাগণ কীর্ত্তন করিতে-ছিলেন, সেই সময়ে সূর্য্যের ন্যায় তেজোময় চারিটী মুনি তথায় আগমন করিলেন। ৪।২২।১

সেই সিদ্ধেশ্বরগণ আকাশপ্রদেশকে আপনাদের অঙ্গতেজে আলোকিত করিয়া, তাঁহা-দের দর্শনকারী লোকসমূহকে পবিত্র করিয়া, যখন অবতরণ করিতেছিলেন, সেই সময়ে মহারাজ পৃথু অমাত্যগণের সহিত তাঁহাদের দেখিতে পাইলেন। ৪।২২।২

ইন্দ্রিয়াধিপতি জীব যেমন গন্ধাদি বিষয় লাভমাত্রেই উৎসুকসহকারে তাহার অনুবর্ত্তী

হয়, তদ্রূপ সিদ্ধগণকে দেখিয়া মহারাজের চিত্ত একেবারে উৎসুকান্বিত হইয়া উঠিল, তিনি অতি কষ্টে প্রাণকে (তীব্র ইচ্ছাকে) দেহে ধারণ করিয়া সভ্য ও অমাত্যগণের সহিত তাঁহাদের গ্রহণ করিতে দণ্ডায়মান হইলেন। ৪।২২।৩

যিনি আপনার গৌরবে (সম্মানে) একেবারে বশীভূত হইয়া অবনতকন্ধরে ঋজু হইয়াছিলেন, সেই নৃপতি, অর্ঘ্য ও পবিত্র আসন লইয়া বিধিপূর্ব্বক সিদ্ধগণকে পূজা করিলেন। ৪।২২।৪

হে বিদুর! সাধুগণ যে সকল ব্যবহার দৃষ্টান্তরূপে সংসারে প্রকাশ করিয়াছেন, সেই সকল সাধু ব্যবহারের সম্মান রক্ষা করিতে মহারাজ, যেন, তাঁহাদেরই উপদিষ্ট সাধু ব্যবহারে সেই সিদ্ধগণের পাদধৌত করিলেন এবং আপনার মস্তকের কেশ মুক্ত করিয়া, সেই ধৌত সলিলসংযুক্ত পদ মার্জ্জন করিলেন। ৪।২২।৫

গার্হপত্যাদি যজ্ঞাগ্নিসমূহ যেমন আপন আপন স্থানে থাকিয়া প্রদীপ্ত হয়, তদ্রূপ স্বর্ণাসনে উপবিষ্ট সেই মহেশ্বরাগ্রজ উজ্জ্বল সিদ্ধগণকে, শ্রদ্ধা ও বিনীতভাবযুক্ত মহারাজ অতি প্রীতভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন। ৪।২২।৬

হে সিদ্ধগণ! যোগিগণ চেষ্টা করিয়াও যাঁহাদের দর্শনলাভ করিতে পারেন না, আমি এমন কি মঙ্গলকার্য্য করিয়া পবিত্র হইয়াছি যে, আপনারা আমার গৃহে আসিয়া আমাকে দেখা দিলেন? ৪।২২।৭

অহো! যাহার প্রতি, স্বয়ং মহেশ্বর এবং সহচরবর্গের (ভক্তগণের) সহিত বিষ্ণু এবং সর্ব্বদেবময় বিপ্রগণ প্রসন্ন হয়েন, ইহপরলোকে তাহার পক্ষে আর কি অলভ্য থাকে? ৪।২২।৮

সর্ব্বদ্রষ্টা আত্মাকে যেমন দৃশ্যসমূহ দেখিতে পায় না, তদ্রূপ আপনারা সমস্ত ব্রহ্মাণ্ড পর্য্যটন করিলেও লোকসমূহ আপনাদের দেখিতে পায় না। ৪।২২।৯

সেই সাধু গৃহস্থেরাই ধন্য, কারণ যাহাদের গৃহের আহৃত ফল, মূল, বারি, তৃণ, ভূমি, গৃহস্বামী ও ভৃত্যসমূহ শ্রেষ্ঠজনগণের সেবায় স্বীকৃত হইয়া থাকে। ৪।২২।১০

এমন কি, যে সকল সাধু গৃহস্থগণ বৈভবহীনও হয়েন, তাঁহারাও যথাসাধ্য ফল, মূল, তৃণ ও বারি দ্বারা, মিষ্ট বাক্যের দ্বারা এবং প্রসন্নদৃষ্টির সহযোগেও অতিথিগণকে পূজা করিয়া থাকেন। ৪।২২।১১

আহা! যে গৃহীর গৃহ অখিল সম্পদে পরিপূর্ণ অথচ তাহাতে কখনও তীর্থপাদ বৈষ্ণবের পদ স্পৃষ্ট হয় নাই, তাহার সম্পদপরিপূর্ণ গৃহ হিংস্রসর্প ও বৃক্ষাবলিপূর্ণ অরণ্যের সহিত তুলিত হয়। ৪।২২।১২

হে দ্বিজশ্রেষ্ঠগণ! আপনাদের তো সমস্ত কুশল বটে। আপনারা ধীর বালকগণের ন্যায় (প্রয়োজন না থাকিলেও) মুমুক্ষুগণের উপযুক্ত কঠোর ব্রত শ্রদ্ধাসহকারে (অপরের শিক্ষার্থ) আচরণ করিয়া থাকেন মাত্র। ৪।২২।১৩

হে প্রভুগণ! আমরা বিষয়ভোগকেই পুরুষার্থ বলিয়া বিবেচনা করি, অতএব আমরা আপন আপন কর্ম্মদোষে এই সংসারে বিপদাপন্ন হইয়া পতিত আছি, ইহাতে

কুশল বা অকুশল কিছুই জানি না, তজ্জন্য আপনাদের কুশল কি প্রকারে জিজ্ঞাসা করিব? ৪। ২২। ১৪

আপনারা আত্মপরায়ণ হইতেছেন, আপনাদের মতিতে কুশল ও অকুশল নামক ভেদবৃত্তি সম্ভবে না, অতএব আপনারা আমারও কুশল জিজ্ঞাসা করিতে পারেন না। ৪। ২২। ১৫

হে সিদ্ধগণ! আপনারা সংসারসন্তপ্তগণের মিত্র হইতেছেন, আমি আপনাদের নিকটে বিশ্বাসী ভৃত্যস্বরূপ হইতেছি। অতএব এই ভীষণ সংসারযন্ত্রণা হইতে ত্বরায় কি উপায়ে শান্তি লাভ করা যায়, তাহা আমাকে বলুন। ৪। ২২। ১৬

হে প্রভুগণ! (আপনারা সামান্য মুনি নহেন!) আপনারা আত্মশান্তিদাতা ভগবান্ হইতেছেন, আপনারা আত্মবান্ জীবগণের নিমিত্ত আত্মা (বিজ্ঞান) স্বরূপ হইতেছেন। আপনারা জন্মমৃত্যুহীন হইয়া, কেবল ইহসংসারে ভক্তগণকে অনুগ্রহ করিতেই সিদ্ধরূপে বিচরণ করিয়া থাকেন। ৪। ২২। ১৭

ব্যাখ্যা। এই শ্লোক ব্যাসদেব সনকাদির পরিচয় দিতেছেন। সিদ্ধ ব্যক্তির উপদেশ ভিন্ন সিদ্ধিলাভ করা যায় না। তজ্জন্য জাগ্রৎ, সুষুপ্তি, স্বপ্ন ও তুরীয় এই চারি অবস্থায় আনন্দশক্তিঃ—সনক, সনন্দ, সনৎকুমার ও সনাতন এই চারিনামে বিখ্যাত হইয়া বর্ত্তমান আছেন। এইজন্য পুরাণের মতে ব্রহ্মা হইতে পূর্ব্বোক্ত সিদ্ধেরা উৎপন্ন হইয়াছেন, এই কথা সকলেই কহে। সিদ্ধগণের পরে রুদ্র অর্থাৎ অহঙ্কারের উৎপত্তি প্রকাশ হয়। ইহাতে বিশেষরূপে এই বুঝা যায় যে, প্রথমে জাগ্রতাদি জীবের অবস্থাভেদে জ্ঞান, বৈরাগ্যাদি পবিত্র উপায় প্রকাশ হইলে, তাহাতে সৃষ্টিলোপ হয়, ইহা দেখিয়া পরে অহঙ্কারের সৃষ্টি হইয়াছিল। এই পৌরাণিক প্রমাণে ও উপনিষদের প্রমাণে অবস্থাভেদে জ্ঞান উদিত হইয়া জীবকে পবিত্র করে। এই তত্ত্বভাবকে পুরাণে উপদেষ্টারূপে প্রকাশ করিয়া, পৃথুকে উপদেশ দেওয়া হইতেছে, বুঝিতে হইবে।

পূর্ব্বকথা সমাপন করিয়া শ্রীমৈত্রেয় কহিলেনঃ—হে বিদুর! সিদ্ধগণ মহারাজ পৃথুর সেই ন্যায্য ও সারার্থযুক্ত, অল্পবিস্তৃত এবং শ্রবণপ্রিয় বাণী শ্রবণ করিয়া, অতিশয় প্রীত ও বিস্মিত হইলেন; শেষে মহামতি সনৎকুমার তাঁহাকে কহিলেনঃ—৪।২২।১৮

হে মহারাজ! আপনার প্রশ্ন সাধুতায় পরিপূর্ণ হইতেছে। কারণ, যাহাদের মন সর্ব্বদা সকলের হিতচেষ্টায় নিরত, আপনি সেইরূপ বিজ্ঞ ও সাধু হইতেছেন; সাধুগণের এইরূপই সন্মতি হইয়া থাকে। ৪।২২।১৯

সাধুগণের সহবাসে যে আলাপ হয়, তাহা বক্তা ও শ্রোতা উভয়েরই কল্যাণপ্রদ হইয়া থাকে। বিশেষতঃ সাধুদর্শনে দ্রষ্টা ও সাধু উভয়েরই কল্যাণ হইয়া থাকে। এইজন্য তাঁহাদের সম্বাদ সকল জীবের কল্যাণকর বলা হয়। ৪।২২।২০

হে রাজন্! যে নৈষ্ঠিকীরতিতে আসক্ত হইলে সকামরূপ কষায় ও আত্মগ্লানি সদাসর্ব্বদা ধৌত হইয়া যায়, যে রতি কেবলমাত্র ভগবান্ মধুদ্বিষের পদারবিন্দের গুণানুকীর্ত্তনে উপস্থিত হয়, আপনার চিত্তে সেই রতি উপস্থিত হইয়াছে। ৪। ২২। ২১

হে রাজন্! অনাত্মবস্তুতে বৈরাগ্য প্রকাশ করিতে করিতে নির্গুণ ব্রহ্মস্বরূপ আত্মাতে যে দৃঢ়া রতি উপস্থিত হয়; সমস্ত শাস্ত্রই সেই রতিকে মানবগণের সুনিশ্চিতা মুক্তি লাভের হেতু বলিয়া স্বীকার করেন।৪।২২।২২ হে রাজন্! (অধিকারী অনুসারে) শ্রদ্ধান্বিত হইলে, ভগবদ্ধর্ম্মপরিচর্য্যা করিলে, ভগবৎবিষয়ক জিজ্ঞাসু হইলে, আধ্যাত্মিক্ যোগবিষয়ে নিষ্ঠাযুক্ত হইলে, যোগেশ্বরগণের উপাসনা করিলে, ভগবানের পবিত্র কথা নিত্য শ্রবণ করিলে; অর্থ, ইন্দ্রিয় ও আত্মীয়স্বজনের উপরে বিতৃষ্ণ হইলে, সংসারিগণের সম্মত বিষয়ত্যাগী হইলে, হরিগুণামৃত পান বিনা অপরা রুচিতে বিরক্ত হইয়া আত্মপরিতুষ্ট করিতে পারিলে, অহিংসাস্বভাব ধারণ করিলে, পরমহংসসেবা করিলে; মুকুন্দ চরিত্ররূপী অমৃতশ্রেষ্ঠে ভক্তিস্থাপন করিলে, অপরের কাম্য ধর্ম্মনিয়মের প্রতি ঘৃণা না করিলে, অভিলাষশূন্য হইলে, শীতোষ্ণাদি সহিষ্ণু হইলে, হরিভক্তগণ যে ভগবানের মহিমাকে কর্ণালংকাররূপে ধারণ করেন, সেই মহিমাতে আসক্ত হইয়া, দৃঢ়া ভক্তিসহকারে সদসৎ ও অনাত্মবিষয়েতে বৈরাগী হইলে;—স্বভাবতঃ নির্গুণ ব্রহ্মে শ্রেষ্ঠরতি উৎপন্ন হয়। (তাহাকেই নৈষ্টিকী রতি কহে) ৪।২২।২৩।২৪।২৫।২৬। হে রাজন্! সাধু আচার মণ্ডিত পুরুষের যখন পরমব্রহ্মে নৈষ্টিকী রতি প্রকাশ হয়; তখন সেই ব্যক্তি অরণি হইতে উথিত অগ্নির ন্যায়, ঐ রতিদ্বারা আপনার পঞ্চাত্মক্ (অবিদ্যা, অস্মিতা, রাগদ্বেষ, অভিনিবেশাদি মণ্ডিত) জীবকোষ (অহংকার) সংযুক্ত অবীর্য্য হৃদয়কে দগ্ধ করিয়া থাকে।৪।২২।২৭

হে রাজন্! অহংকার দগ্ধ হইলে তাহার কর্তৃত্বাদি গুণ দগ্ধ হইয়া যায়; তখন জীব আত্মাতে কোনপ্রকার বাহ্য বা অভ্যন্তরস্থ উপাধি দেখিতে পায় না। পুরুষের স্বপ্নকল্পিত কার্য্যের ন্যায়, তখন জীব দ্রষ্টা আত্মা হইতে দৃশ্যকে অভেদ দেখিয়া থাকে। ৪।২২।২৮। হে নৃপতে! দ্রষ্টা আত্মা, দৃশ্য (ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয়) ও আশয় (সঞ্চিত অহংকার) থাকিতেই পুরুষ আপনাকে বুঝিতে পারে। যেমন জল ও দর্পণরূপী নিমিত্ত সম্মুখে থাকিলে, তবে পুরুষ ইহা আমার ও পরের বিম্ব বলিয়া বুঝিতে পারে, উহাদের অভাবে আর বুঝিতে পারে না; (তদ্রূপ আমার নাশে, অদ্বৈতভাব সহজেই উপস্থিত হইয়া থাকে)। ৪।২২।২৯।৩০। হে রাজন্! তীরস্থ কুশস্তম্ভের মূল যেমন হ্রদস্থ বারি আকর্ষণ করে; তদ্রূপ বিষয়াকৃষ্ট ইন্দ্রিয়াদিদ্বারা মন সংযুক্ত হইয়া, বুদ্ধির চেতনাশক্তি হরণ করিয়া থাকে। ৪।২২।৩১। বুদ্ধির চেতনা, মনাদি অপহরণ করিলে, চৈতন্যের যে স্মৃতি নামক অবস্থা, তাহা জড়ভাবাপন্ন ইন্দ্রিয়াদিতে মিশ্রিত হওয়াতে নষ্ট হইয়া যায়। স্মৃতি নাশ হইলে জ্ঞানও নাশ হয়। এই জ্ঞান বিনষ্ট হইলে বুদ্ধিমান্ জন আত্মনাশ কহিয়া থাকেন।৪।২২।৩২

ব্যাখ্যা। চৈতন্যই সকল জ্ঞানের কর্ত্তা। সেই চৈতন্যবুদ্ধিতে স্মৃতি ও জ্ঞান সর্ব্বদা অবস্থিত। যে শক্তিদ্বারা পূর্ব্ব ও পর ভাব বুঝিতে পারা যায়, তাহাকে স্মৃতি কহে। যে শক্তিদ্বারা আত্মতত্ত্ব বিচার করিয়া অহংকার ও কর্তৃত্বকে নাশ করা যায়, তাহাকে জ্ঞান কহে। জ্ঞান হইতে স্মৃতির আবির্ভাব। জ্ঞেয়ত্ব লোপ হইলে, স্মৃতির পূর্ব্ব ও পর বিচারাত্মক অনুভব নাশ হইয়া যায়। তাহাতে জীব উপস্থিত বিষয়ের হিতাহিত অনবগত হইয়া, বিষয়েতেই মুগ্ধ হইয়া থাকে। আত্মাবান্ জীব অর্থাৎ মনুষ্য জ্ঞানজন্যই সকলের শ্রেষ্ঠ। সেই স্মৃতি ও জ্ঞান নাশে অর্থাৎ তাহার মনুষ্যত্ব নাশে কেবল পশুত্ব রহিল মাত্র।

হে নৃপতে! যে আত্মায় অর্থাৎ জ্ঞানের সত্তায় সংসারে জীব - প্রিয়াপ্রিয় বুঝিতে পারে, সেই আত্মভাব নাশ হইলে, মানবের পক্ষে সম্পূর্ণরূপে স্বার্থহানি হইল বুঝিতে হইবে। (অর্থাৎ মনুষ্য অজ্ঞানী হইলে আর মনুষ্যত্ব থাকে না।)। ৪।২২।৩৩। হে রাজন্! মনুষ্যের পক্ষে বিষয় ও কামনা এই দুইটাই সর্ব্বনাশের মূল। এই বিষয় ও কামনার চিন্তা করিলেই মানব জ্ঞান ও বিজ্ঞান হইতে বিচ্যুত হইয়া থাকে। ৪।২২।৩৪। যাঁহারা ঘোর সংসারান্ধকার হইতে উদ্ধার পাইতে ইচ্ছা করেন, তাঁহারা যেন কখন ধর্ম্মার্থকামমোক্ষাদির অত্যন্ত অনিষ্টকর বিষয়সঙ্গ না করেন। ৪।২২।৩৫। হে রাজন্! ঐ চতুর্ব্বর্গের মধ্যে কেবল মোক্ষই মনুষ্যের সাধনজন্য শ্রেষ্ঠ লাভ বলিয়া গণ্য। অপর বর্গত্রয়ে কালের ভয় সতত আছে বুঝিতে হইবে। ৪।২২।৩৬। হে নৃপতে! ব্রহ্মাদি হইতে আমাদের ন্যায় সমস্ত প্রাণীই কালকর্ত্তৃক গুণক্ষোভ হইতে উৎপন্ন হইয়াছে, এই হেতু সকলই কালের অধীন হওয়ায়, সেই কাল নামক ঈশ্বরের হস্ত হইতে উহাদের কল্যাণ নাই। ৪।২২।৩৭। হে নরেন্দ্র! ইহসংসারে দেহ, ইন্দ্রিয়, প্রাণ, বুদ্ধি ও অহঙ্কারে আবৃত যত যত স্থাবর ও জঙ্গম জাতি আছে; ঈশ্বর সেই সমস্তের অন্তর্গত জীবের হৃদয়ে ব্যাপকরূপে, প্রত্যক্ষরূপে ও প্রতিলোমরূপে প্রকাশ পাইয়া থাকেন, আপনি তদবস্থাপন্ন ঈশ্বরকে অগ্রে অবগত হউন। ৪।২২।৩৮। হে রাজন্! ঈশ্বর সকল স্থাবরজঙ্গমাদির অন্তরে অবস্থিত আছেন বলিয়া, তিনি মায়াতে মলিন নহেন। কোন একটী পুষ্পমালা যেমন অজ্ঞানভ্রমে দেখিলে সর্পের স্বরূপ বোধ হয়, কিন্তু বিবেকোদয়ে পুনশ্চ সর্পবুদ্ধিনাশে প্রকৃত মাল্য অবশিষ্ট থাকে; তদ্রূপ কার্য্যকারণময়ী মায়া আত্মাতে প্রকাশিত আছে মাত্র, তাঁহাতে লিপ্ত নহে। তিনি নিত্য, বুদ্ধ, পরিশুদ্ধ ও বিশুদ্ধতত্ত্বের স্বরূপ হইতেছেন। তাঁহাতে কর্ম্ম-মলিনতাময়ী প্রকৃতি সংযুক্তা নাই। সেই ঈশ্বরকে আমরা প্রণাম করি।৪।২২।৩৯। হে রাজন্! যাঁহারা দৃঢ় বৈরাগ্য ধারণ করিয়া মতিকে বিষয়াশক্তি হইতে স্বাধীনা করিয়াছেন এবং পরম-যোগের আশ্রয়ে সমস্ত ইন্দ্রিয়কে বিষয় হইতে প্রত্যাহৃত করিয়াছেন, তাঁহারা যত ত্বরায় কর্ম্মগ্রন্থিচ্ছেদন করিতে না পারেন, কিন্তু যাঁহারা অতি ভক্তির সহিত সেই ভগবানের পলাস ও পঙ্কজ চরণমাধুরী হৃদয়ে ধারণা করেন, তাঁহারা তদপেক্ষা শীঘ্র কর্ম্মসূত্রে গ্রথিত হৃদয়কে উদ্গ্রথিত করিতে পারেন। অতএব হে নৃপতে! আপনি অতি ত্বরায় সেই সর্ব্বভূতান্তর্যামী আত্মারূপী বাসুদেবকে ভজনা করুন।৪।২২।৪০

হে নরপতে! (যোগী অপেক্ষা ভক্তের ত্বরায় ঈশ্বরকৃপালাভের কথা কেন বলিলাম, তাহা শ্রবণ কর;—) যোগিমহাত্মাগণ এই;—ইন্দ্রিয় ও রিপুপ্রভৃতি নক্রসমাকুল ভবার্ণব উত্তীর্ণ হইতে ইচ্ছাপূর্ব্বক, ঈশ্বরকে উত্তরণের হেতু না করিয়া অসুখরূপী যোগাদি অভ্যাস করিয়া ভবার্ণব পার হয়েন অর্থাৎ ব্রহ্মবিৎ হয়েন; (অতএব হে রাজন্! আপনি যোগির ন্যায় অসুখপথ ত্যাগ করিয়া ভক্তের প্রদর্শিত উপায়ে) সেই ভগবান হরির ভক্তির আধার স্বরূপ পাদপদ্মকে দুস্তর ভবার্ণব উত্তীর্ণ হইবার উড়ুপরূপে গ্রহণ করিয়া, সুখে এই সংসার-দুঃখরূপী ভবার্ণবের বারি হইতে উত্তীর্ণ হউন।৪।২২।৪১। পূর্ব্বকথা সমাপ্ত করিয়া শ্রীমৈত্রেয় কহিলেনঃ—হে বিদুর! সেই আত্মজ্ঞানী ব্রহ্মপুত্র সনৎকুমারকর্ত্তৃক নৃপতি পৃথু এইরূপ আত্মগতি বুঝিতে পারিয়া, তাঁহাকে অতিশয় প্রশংসা করিলেন।৪।২২।৪২। অবশেষে নৃপতি

কহিলেনঃ—হে ব্রহ্মন্! ইতিপূর্ব্বে দীনবন্ধু হরিকর্ত্তৃক আমার প্রতি যে অনুগ্রহ প্রকাশ হইয়াছিল, তাহা পরিপূর্ণ করিতেই আপনারা আমার সমীপে আসিয়াছেন।৪।২২।৪৩।

আপনারা পরম দয়ালু। আপনারা যে জন্য এখানে আসিয়াছেন, তাহা সম্পন্ন করিয়াছেন। আমি আপনাদের জন্য কি করিব! হায়! হায়! আমার দেহের সহিত রাজ্য ও ধনসমস্তই ভৃগুপ্রভৃতি সাধুগণের উচ্ছিষ্ট। অতএব কি দক্ষিণা দিব।৪।২২।৪৪। আমার যাহা আছে; সে সমস্তের মধ্যে আমার প্রাণ, আমার স্ত্রী, আমার পুত্র, আমার সুসজ্জিত গৃহ, আমার রাজ্য ও ধন সমস্তই আপনাদের অর্পণ করিলাম।৪।২২।৪৫। হে ব্রহ্মন্! (আপনাদেরই বস্তু আপনাদের দান করিলাম, কারণ) বেদশাস্ত্রে ইহা বিহিত আছে যে, কি রাজ্য, কি সেনাপতিত্ব, কি দণ্ডদাতৃত্ব, কি আধিপত্য, এই সমস্তই বেদজ্ঞেরা প্রাপ্ত হয়েন। বিশেষতঃ বিশ্বের সমস্ত বস্তুই ব্রাহ্মণের; ব্রাহ্মণ আপনার বস্তুই আহার করেন, আপনার বস্ত্রই পরিধান করেন, আপনার বস্তুই দান করেন। তাঁহাদের অনুগ্রহেই ক্ষত্রিয়াদি ভোগসম্পদাদি ভোগ করিতে পারেন।৪।২২।৪৬।৪৭। হে ব্রহ্মণ! যাহারা বেদজ্ঞগণের নিশ্চিত এইরূপ আত্মতত্ত্ব আমাদের উপদেশ দিলেন; তাঁহাদের দীনোদ্ধরণার্থ করুণা কখনই সামান্যা হইতে পারে না; অতএব আপনারা আপনাদের দয়াগুণেই সন্তুষ্ট হউন; কারণ এমন সাধ্য কাহার আছে যে, আপনাদের কৃত উপকারের বিনিময়ে কৃতাঞ্জলি ব্যতীত উপকার করিতে পারে!!৪।২২।৪৮

শ্রীমৈত্রেয় কহিলেন, হে বিদুরঃ—সেই আত্মতত্ত্বশিক্ষক সনকাদি মহাত্মাগণ আদিরাজ পৃথুকর্ত্তৃক পূজিত হইয়া, আপনাদের সাধুচরিত্রে রাজাকে প্রশংসা করিতে করিতে দ্রষ্টা জনগণের সম্মুখে আকাশপথে অদৃশ্য হইলেন।৪।২২।৪৯। হে ভারত! সেই সময় হইতে বেণনন্দন পৃথু অধ্যাত্মশিক্ষার যে পরম উদ্দেশ্য, সেই আত্মাতে আপনার মন সংস্থান করিয়া আপনাকে পূর্ণমনোরথ বলিয়া ভাবিতে থাকিলেন।৪।২২।৫০। সেই অবধি যে সময়ে যে স্থানে যে সকল কর্ম্ম বা যজ্ঞাদি ঈশ্বরার্থে উপযুক্ত বোধ করিতেন তাহাই যথাশক্তি ও যথোচিত প্রকারে অনুষ্ঠান করিয়া উপযুক্ত ধনব্যয় করতঃ, অবশেষে ঈশ্বরে অর্পণ করিতেন।৪।২২।৫১। সেই অবধি তিনি প্রকৃ তর শ্রেষ্ঠ পরমাত্মাকে কর্ম্মের অধ্যক্ষ মনে করিয়া, আনন্দভাবে ও সমাহিতচিত্তে আপনার অনুষ্ঠিত সমস্ত কর্ম্মের ফল ব্রহ্মে অর্পণ করিতেন।৪।২২।৫২। সূর্য্য যেমন সকল পদার্থের অন্তর্গত থাকিয়াও বিশুদ্ধ থাকেন, তদ্রূপ সেই মহারাজ সাম্রাজ্যসমন্বিত রাজপ্রসাদে থাকিয়াও, অহংকারশূন্য হইয়া, ইন্দ্রিয়বিষয়ে আশক্ত হইতেন।৪।২২।৫৩। এইরূপে অধ্যাত্মযোগে অবস্থান পূর্ব্বক অনাশক্তচিত্তে কর্ম্ম আচরণ করিয়া, সেই রাজা আপন পত্নী অর্চ্চিষার গর্ভে আপনার ন্যায় গুণবান্ পঞ্চকুমার উৎপাদন করিলেন।৪।২২।৫৪। হে বিদুর! বিজিতাশ্ব ধূম্রকেশ, হর্য্যক্ষ, দ্রবিণ ও বৃক নামে, নরপতির পঞ্চকুমার প্রত্যেকেই সকল লোকপালের ন্যায় বহুগুণ ধারণ করিয়াছিলেন। তাঁহারা সকলেই জগৎরক্ষাকার্য্যে ব্যাপৃত থাকিয়া, সকল সময়ে ঈশ্বরে আত্মরক্ষা করিয়াছিলেন।৪।২২।৫৫। হে বিদুর! মহারাজ পৃথু প্রসন্নমন, মিষ্টবাণী ও সৌম্যমূর্ত্তিতে বিবিধ সৎগুণ সহকারে প্রজাপালন করিয়া, দ্বিতীয় সোমরাজার ন্যায় "নৃপতি" এই খ্যাতি ধারণ করিয়াছিলেন।৪।২২।৫৬। তিনি সূর্য্যের ন্যায় এই ভূমিমণ্ডলের ধনরত্নাদি গ্রহণ করিতেন, প্রয়োজনানুসারে দান করিতেন। আবার ইন্দ্রের ন্যায় দুর্দ্ধর্ষতেজেঃ সর্ব্বত্র

নিজ প্রতাপদ্বারা শাসন করিতেন ।৪।২২।৫৭। তিনি মেদিনীর ন্যায় সর্ব্বংসহ ছিলেন স্বর্গের ন্যায় সকলের অভাব পূরণ করিতেন। মেঘের ন্যায় প্রজার কামনানুসারে ধন বিতরণ ও সুখ বিস্তরণ করিতেন ।৪।২২।৫৮। সমুদ্রের ন্যায় তদ্বুদ্ধি কেহ বুঝিতে পারিত না। বলে মেরুর ন্যায় অচল ছিলেন। নীতিশিক্ষায় ধর্ম্মরাজের ন্যায় ছিলেন। রত্নাদি অদ্ভুত বস্তুসংস্থানে হিমালয়ের ন্যায় ছিলেন ।৪।২২।৫৯। কুবেরের ন্যায় কোষাধিপতি ও বরুণের ন্যায় গুপ্তার্থী ছিলেন। তিনি বল, সহ, ওজঃ ও তেজঃ বায়ুপতি পবনের ন্যায় সর্ব্বগতি ছিলেন ।৪।২২।৬০। তিনি ভগবান ভূতপতি কালের ন্যায় উগ্রতা ধারণ করিতেন, সিংহের ন্যায় প্রশান্তমনা ছিলেন, কন্দর্পের ন্যায় সুন্দর ছিলেন। মনুর ন্যায় বাৎসল্য ও ব্রহ্মার ন্যায় প্রজার উপর আধিপত্য করিতেন। ব্রহ্মবাদে বৃহস্পতির ন্যায় এবং স্বয়ং হরির ন্যায় মহা জিতেন্দ্রিয় ছিলেন ।৪।২২।৬১।৬২ তিনি গো, গুরু, বিপ্র ও ভক্তগণকে ভক্তি করিতেন এবং লজ্জা, বিনয়, সদাচার ও পরোপকার প্রভৃতিতে অতুলনীয় ছিলেন। শ্রীরামসীতার কীর্ত্তি যেমন আপামর সকল স্ত্রীপুরুষের হৃদয়ে প্রবিষ্ট আছে, তদ্রূপ তাঁহার কীর্ত্তি ব্রহ্মাণ্ডবাসী সকলেরই অন্তরে জাগৃত হইয়াছিল। ৪।২২।৬৩।৬৪

ইতি শ্রীভাগবতে চতুর্থস্কন্ধে দ্বাবিংশতি অধ্যায়ে উপেন্দ্রকৃতানুবাদ সমাপ্ত।

ব্যাখ্যা। ইতি পূর্ব্বাধ্যায়ে পৃথুরাজ ঋষিগণ কর্ত্তৃক যেরূপ উপদিষ্ট হইয়াছিলেন, পরে তিনি আপন জীবনে সেই সমস্ত ব্যবহার করিলেন, ইহা বুঝাইয়া এই অধ্যায়ের উপসংহার হইল। পরাধ্যায়ে আত্মজ্ঞানের ফল প্রকাশ হইবে।

ইতি শ্রীভাগবতে চতুর্থস্কন্ধে দ্বাবিংশতি অধ্যায়ে উপেন্দ্রকৃতাধ্যাত্মব্যাখ্যা সমাপ্ত।

অথ ত্রয়োবিংশতি অধ্যায়।

পূর্ব্ববৃত্তান্ত সমাপ্ত করিয়া, শ্রীমৈত্রেয় কহিলেনঃ—হে বিদুর! অনন্তর মহারাজ বেণনন্দন আত্মজ্ঞানবলে অশেষ প্রজার সৃষ্টি ও তাহাদের বাসার্থ পুরগ্রামাদি, আহারার্থ অন্নাদি, সৃষ্টি করিতে করিতে একদা আপনাকে বৃদ্ধাবস্থায় উপাগত ভাবিয়া, তিনি মনে মনে এই চিন্তা করিতে লাগিলেন ।৪।২৩।১। আমি ঈশ্বরাদেশে যে জন্য জন্মগ্রহণ করিয়াছিলাম, তাহা পালন করণার্থ;—কি স্থাবর, কি জঙ্গম, সকলেরই বৃত্তিদান করিয়া, সাধারণের উপদিষ্ট ধর্ম্মকে রক্ষা করিয়াছি। ইহাতে এক্ষণে আমার ঈশ্বরাদেশ রক্ষা করা সর্ব্বতোভাবেই হইয়াছে ।৪।২৩।২।

ইহা চিন্তা করিতে করিতে (তাঁহার মনে দৃঢ় বৈরাগ্যের উদয় হওয়াতে) তিনি আপনার কন্যারূপিণী পৃথিবীকে আপন আত্মজগণের হস্তে ন্যস্তা করিয়া, একদা ভার্য্যার সহিত তপোবনে গমন করিলেন। তাঁহার বিরহে পৃথিবী যেন রোদন করিতে লাগিলেন এবং প্রজাকুল চিন্তান্বিত হইল ।৪।২৩।৩। হে বিদুর! পৃথু যেরূপ যত্নে ধরাশাসন করিয়াছিলেন, সমস্ত মায়াবিঘ্ন হইতে উত্তীর্ণ হইবার জন্য তিনি সেইরূপ যত্নে বাণপ্রস্থগণের সম্মত উগ্রতপস্যা, অভ্যাস করিতে লাগিলেন ।৪।২৩।৪ তিনি প্রথমে কন্দ, মূল ও ফলাদি আহার করিতেন, শেষে শুষ্ক বৃক্ষপত্র আহার করিতে থাকিলেন, ক্রমে ক্রমে এমন ক্ষুধাবিজয়ী হইলেন যে, বারিভক্ষণ করিয়াও কয়েক পক্ষ যাপন করিতে লাগিলেন ।৪।২৩।৫। তিনি গ্রীষ্মে বীরভাবে

পঞ্চতপা অগ্নিতে উত্তপ্ত হইতে থাকিলেন। বর্ষাকালে মুনির ন্যায় বৃষ্টিধারায় ভিজিতে থাকিলেন। হেমন্তে আকণ্ঠ পর্য্যন্ত উদকে থাকিতেন এবং ভূমিতে শয়ন করিতেন।৪।২৩।৬

তিনি ক্রমে ইন্দ্রিয় দমন করিয়া বাক্যসংযমন পূর্ব্বক তিতিক্ষু হইলেন। ক্রমে ঊর্দ্ধরেতা হইয়া প্রাণবিজয় করিলেন। শেষে তপস্যার উত্তম ফল স্বরূপ শ্রীকৃষ্ণের আরাধনা করিতে থাকিলেন।৪।২৩।৭। হে বিদুর! এইরূপে তিনি ক্রমশঃ তপস্যা অভ্যাস করিলে, তাঁহার সমস্ত কর্ম্মফল বিশুদ্ধ হইয়া আসিল, প্রাণায়ামদ্বারা ইন্দ্রিয়, রিপু এবং ষড়বর্গ মোচন হইল। অনন্তর সেই সকলের অন্তর্যামীকে ভজনা করিতে থাকিলেন। ৪।২৩।৮।৯। হে সাধো! সেই ভগবদ্ধর্ম্মী মহারাজের শ্রদ্ধা বর্দ্ধিত হইয়া, ক্রমে ক্রমে পরমব্রহ্ম ভগবানে একান্ত ভক্তিরূপে সংযুক্তা হইল। ৪।২৩।১০। হে বিদুর! মহারাজ অতি ভক্তিসহকারে ঈশ্বরের সেবা করাতে, তাঁহার অন্তরে নিত্য নিত্য ভগবানের স্মরণ হওয়াতে, তাঁহার হৃদয় বিশুদ্ধ হইল। হৃদয় বিশুদ্ধ হওয়াতে ত্বরায় বৈরাগ্যমতে জ্ঞানের উদয় হইল। সেই জ্ঞানাস্ত্র ভক্তিদ্বারা তীক্ষ্ণতা প্রাপ্ত হওয়াতে, তিনি আপনার সংসার উদ্ভবকারী জীবেকোষ ছেদন করিয়া ফেলিলেন। (জীবকোষ বলিতে অহঙ্কার। জীব যাহাতে আবৃত আছে এমন উপাধি)।৪।২৩।১১। হে বিদুর! দেহাদিতে আত্মবুদ্ধিজনক সংশয়কে মহারাজ নাশ করিয়া, যে সকল সিদ্ধির সাহায্যে আত্মগতি অর্থাৎ আত্মতত্ত্ব অবগত হইলেন; ক্রমে সেই সিদ্ধি হইতে উৎপন্ন জ্ঞান এবং আত্মদর্শনের কর্ত্তৃরূপিণী সিদ্ধি সমস্ততেও নিস্পৃহ হইলেন। হে ভারত! মহারাজের এ অভ্যাস আশ্চর্য্যকর নহে! কারণ যে পর্য্যন্ত যোগসাধনশীল যোগিগণের চিত্ত ভগবানের মহিমযুক্তা কথাতে আনন্দিত না হয়, সে পর্য্যন্ত তাঁহারা মায়াসেতু হইতে উদ্ধারপ্রাপ্ত হয়েন না।৪।২৩।১২। হে বিদুর! সেই জিতেন্দ্রিয়শ্রেষ্ঠ মহারাজ, আপনার আত্মাকে পরমাত্মায় সংযোজন করিতে করিতে যে সময় আপনাকে নিশ্চয় ব্রহ্মময় ভাবিলেন, সেই সময় আপনার ধৃত কলেবর ত্যাগ করিলেন। ৪।২৩।১৩। কলেবর ত্যাগ কালে, তিনি আপনার পদযুগলদ্বারা পায়ুদেশকে আবদ্ধ করিয়া, অপানবায়ুকে ক্রমে ক্রমে উর্দ্ধে আনয়ন করিলেন। পরে তাহাকে নাভিতে সমানবায়ুর সহিত মিলাইয়া, ক্রমে সেই মিশ্রিত বায়ুকে হৃদয়ে আনিলেন। হৃদয় হইতে কণ্ঠে, কণ্ঠ হইতে শীর্ষদেশে আনিয়া, ব্রহ্মমূর্দ্ধাতে ক্রমে সেই বায়ু স্থাপন করতঃ নিভৃতভাবে বাহ্যবায়ুতে শারিরিক্ বায়ু, ক্ষিতিতে শারিরিক্ অস্থিমাংস, তেজেঃ শারিরিক্ তেজঃ, একে একে সংযোজন করিয়া শূন্য পদার্থের সহিত দেহস্থ শূন্য এবং জলের সহিত দেহস্থ রস বিভাগক্রমে সংযোজন করতঃ, দেহস্থ ক্ষিতিভাগ জলে, জলকে তেজেঃ, তেজকে বায়ুতে, বায়ুকে শূন্যে মিশ্রিত করিলেন।৪।২৩।১৪। ১৫।১৬। হে বিদুর! (মহারাজ এইরূপে ভূতাদিনামক তামস্ অহঙ্কারসৃষ্টিকে ত্যাগ করিয়া শেষে রাজস্ ও সাত্বিক্ অহঙ্কার ত্যাগ কিরূপে করিলেন; তাহা শ্রবণ কর।) মহারাজ মনীকে ইন্দ্রিয়ে সংযোজন করিয়া, ইন্দ্রিয়ার্থকে আপন আপন কারণ স্বরূপ তন্মাত্রাতে নিয়মন করিলেন। পরে সেই পঞ্চ তন্মাত্রাকে মহত্তত্বে স্থাপন করতঃ সেই মহত্তত্বকে আত্মাতে ধারণ করিলেন।৪।২৩।২৭ হে বিদুর! যে পুরুষ (রাজা) ইতিপূর্ব্বে অনুশয়ী উপাধিযুক্ত (মায়াগুণযুক্ত জীব ভাবাপন্ন) ছিলেন, এক্ষণে তিনি জ্ঞানবৈরাগ্যধর্ম্মে আপন আত্মাকে ব্রহ্মে রক্ষা করিয়া সেই অনুশয়ী নামক মায়োপাধি ত্যাগ করিলেন। অর্থাৎ জীবন্মুক্ত হইলেন।৪।২৩।১৮।

হে ভারত! মহারাজের অর্চ্চিনামে যে পত্নী ছিলেন, তিনি ভর্তার অনুগামিনী হইয়া অরণ্যে প্রবেশ করিয়াছিলেন আহা! তাঁহার কোমল ও সুকুমার দেহ অরণ্যের অনুপযুক্ত হইলেও (তিনি ভর্তৃসেবাতে উন্মত্ত হইয়া) ভূমিতে পদক্ষেপণ করিয়া গমন করিয়াছিলেন। ৪।২৩।১৯। সেই মহিষী পতিসেবা করিয়া, ভর্তার তপস্যাদি ধর্ম্ম অতীব কঠোর হইলেও তিনি পতির ন্যায় কন্দফলমূলাহারিণী হইয়া ঋষিগণোচিত দেহযাত্রা করিয়াছিলেন। এই কঠোর অবস্থানে তাঁহার শরীর কৃশা হইলেও, কেবল মাত্র আপনার পরম প্রিয় পতিকরস্পর্শলাভেই তাঁহার কষ্টের ও অভিমানের নাশ হইত। ৪।২৩।২০। হে বিদুর! অনন্তর মহিষী যখন দেখিলেন যে আপনার পতি ও পৃথিবীপতির দেহ, সকল প্রকার চৈতন্য ত্যাগ করিয়াছে, তখন তিনি কিঞ্চিৎ বিলাপ করিয়া, স্বয়ং সতীরূপে নিকটস্থ পর্ব্বতসানুতে চিতা রচনা করিয়া, সেই দেহের সৎকার করিতে সযত্না হইলেন।৪।২৩।২১। স্বামীর শেষ সময়োচিত অন্তিম ক্রিয়াদি যথোচিত সমাপ্ত করিয়া, পবিত্র বারিপরিপূর্ণ হ্রদে স্বয়ং স্নানপূর্ব্বক প্রথমে পবিত্র হইলেন, শেষে সকল দেবতাগণকে উদ্দেশে প্রণাম করিয়া, ভর্তৃপদ চিন্তা করিতে করিতে স্বামীর চিতাগ্নিকে বারত্রয় প্রদক্ষিণ করিয়া, তন্মধ্যে প্রবেশ করিলেন।৪।২৩।২২। হে বিদুর! সহস্র সহস্র দেবতা ও দেবকামিনিগণ এই ঘটনা দেখিতে সমাগত হইয়া, যখন তাঁহারা দেখিলেন যে, এই সাধ্বী মহিষী মহাবীরস্বরূপ পৃথু নামক আপন পতির সহগামিনী হইলেন; তখন তাঁহারা অতিশয় সন্তুষ্ট হইলেন। সেই মন্দর পর্ব্বতের উপত্যকাতে চিতাগ্নির উপর তাঁহারা কুসুমবর্ষণ করিতে লাগিলেন, স্বর্গীয় অমরগণ ভেরী ও তুরী বাজাইতে লাগিলেন এবং পত্নিপতী উভয়েরই সুচরিত্রবিষয় কীর্ত্তন করিতে লাগিলেন।৪।২৩।২৪। তৎকালে দেবগণ কহিলেনঃ এই রাজবধু ধন্যা, কারণ ইনি সকল রাজগণের যিনি পতি তাঁহাকেই পতিরূপে লাভ করিয়াছিলেন, ভগবতী লক্ষ্মী যেমন ভগবান যজ্ঞপতিকে ভজনা করেন, ইনিও কায়মনোবাক্য একান্তভাবে আপন পতির সেবা করিয়াছেন।৪।২৩।২৫। আহা! দেখ দেখ, এই অর্চ্চিঃসতী আপনার পতিসেবারূপী দুর্ব্বিভাব্য কর্ম্মদ্বারা আমাদের অতিক্রম করিয়া, আপন পতি বেণনন্দনের পশ্চাতে পশ্চাতে উর্দ্ধে গমন করিতেছেন।৪।২৩।২৬। ইহসংসারে যাহাতে সর্ব্বপদশ্রেষ্ঠ ভগবৎপদ লাভ হয়! যাঁহারা ক্ষণস্থায়ী জীবন লাভ করিয়া, এমন জ্ঞান আহরণ করেন; তাঁহাদের পক্ষে আর কোন্ দেবপদ দুর্ল্লভ রহিল!! আহা! এই সংসারে অতি মহৎ ও মুক্তিলাভের উপযুক্ত মানবদেহ লাভ করিয়া, যাহারা বিষয়ে আশক্ত হয়, তাহারা যথার্থই আত্মঘাতী ও তাহারা আপন ইচ্ছায় পরমলাভে সত্যই বঞ্চিত হইয়াছে।৪।২৩।২৭।২৮। পূর্ব্বকথা সমাপ্ত করিয়া, শ্রীমৈত্রেয় কহিলেনঃ—হে বিদুর! আত্মবিৎগণের শ্রেষ্ঠ বেণনন্দন পৃথু যে স্থানে অচ্যুতাশ্রয় প্রাপ্ত হইলেন, সতী অর্চ্চিঃবধুও অপরা নারিগণকর্ত্তৃক এইরূপে স্তুত হইয়া, সেই পতিলোক প্রাপ্তা হইলেন।৪।২৩।২৯।

হে বিদুর! সেই পরমভাগবত ও সর্ব্বভূতের মঙ্গলদাতা মহীপতি পৃথুর পবিত্র চরিত্র যাহা তুমি আমাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলে, তাহা কীর্ত্তন করিলাম। যিনি অবহিতচিত্তে ও শ্রদ্ধার সহিত এই অতীব পবিত্রচরিত্র পাঠ করেন; যিনি পাঠ করিয়া অপরকে বর্ণনা করেন এবং যিনি অপরের নিকট হইতেও শ্রবণ করেন, নিশ্চয়ই পৃথুরাজ যে লোকে গিয়াছেন, তাঁহারা তাহা প্রাপ্ত

হয়েন।৪।২৩।৩০।৩১। ব্রাহ্মণ যদি এই চরিত্র পাঠ করেন, তাহা হইলে ব্রহ্মতেজঃ লাভ করেন। ক্ষত্রিয় যদি এই চরিত্র পাঠ করেন, তাহা হইলে জগতের স্বামী হইতে পারেন। বৈশ্য যদি ইহা পাঠ করেন, তাহা হইলে বৈশ্যপতি হয়েন। শূদ্র যদি পাঠ করেন, তাহা হইলে তিনি পবিত্রতা লাভ করেন।৪।২৩।৩২। সকল শ্রেণীর নর বা নারী যদি সমাদরপূর্ব্বক তিনবার এই পৃথু ও অর্চ্চিঃচরিত্র পাঠ করেন, তাহা হইলে সন্তানহীনের সন্তান, নির্ধনের ধন, যশোহীনের সুযশঃ এবং মূর্খের পাণ্ডিত্য লাভ হইয়া থাকে।৪।২৩।৩৩। হে বিদুর! এই চরিত্র সকল পুরুষের পক্ষে অমঙ্গলনিবারক ও স্বস্ত্যয়নস্বরূপ হইতেছে, সকলের পক্ষে ধন্যবাদার্হ, যশার্হ, আয়ুর্বর্দ্ধক, স্বর্গপ্রাপক ও পাপমলনাশকারী হইতেছে।৪।২৩।৩৪। যাঁহারা ইহসংসারে ধর্ম্ম অর্থ, কাম ও অপবর্গের মধ্যে কোনপ্রকার বর্গীয় সিদ্ধিলাভ করিতে ইচ্ছা করেন, তাঁহারা যেন শ্রদ্ধাসহকারে ইহা পাঠ করেন। কারণ এই চরিত্রই ঐ চারিবর্গের মূলস্বরূপ হইতেছে।৪।২৩।৩৫। বিজয় অভিলাষী রাজা যদি এই পৃথুচরিত্র শ্রবণ করিয়া, অপর রাজার অভিমুখে যাত্রা করেন, তাহা হইলে মহারাজ পৃথুর বিজয়কালে যেমন সকল রাজা অনুগত হইয়াছিল, তদ্রূপ অপর রাজা বিজয়ীর সম্মুখে সহজে পরাজয় স্বীকার করিয়া, কর প্রদান করিবেন।৪।২৩।৩৬। যাঁহারা সংসারসঙ্গ হইতে মুক্ত হইয়া, কেবল ঈশ্বরে পবিত্র ও একান্ত ভক্তির উদ্ভব করিতে ইচ্ছা করেন, তাঁহারা যেন সদা সর্ব্বদা এই বেণনন্দনের পবিত্র চরিত্র শ্রবণ ও পাঠ করেন।৪।২৩।৩৭

এই বিচিত্র ভগবত্তেজঃ সমন্বিত হরির মাহাত্ম্যসূচক পৃথুচরিত্র যদি জন্মমৃত্যুপ্রাপক মর্ত্ত্যব্যক্তি পাঠ করেন, তাহা হইলে অন্তে তাঁহার পৃথুলোক লাভ হয়।৪।২৩।৩৮। যে মনুষ্য প্রত্যহ বিমুক্তসঙ্গ হইয়া আদরের সহিত এই পৃথুচরিত্র শ্রবণ করেন এবং কীর্ত্তন করেন, তিনি নিশ্চয়ই ভবসাগরের নৌকাস্বরূপ ভগবানের পদে সুদৃঢ়া রতি লাভ করিতে পারেন।৪।২৩।৩৯

ইতি শ্রীভাগবতে চতুর্থস্কন্ধে ত্রয়োবিংশতি অধ্যায়ে উপেন্দ্রকৃতানুবাদ সমাপ্ত।

ব্যাখ্যা। এই অধ্যায়ের ত্রিংশতি শ্লোক হইতে উনচত্বারিংশতি শ্লোক পর্য্যন্ত, ব্যাখ্যাতে অর্থবাদ অলঙ্কারে পৃথুচরিত্রের ফলশ্রুতি বলা হইল। এই ফলশ্রুতিকথিতা উন্নতি জীব কি উপায়ে, কতদূর লাভ করিতে পারে, তাহা এই স্কন্ধের ধ্রুবচরিত্রের উপসংহারে ব্যাখ্যা করিয়াছি। তবে যে যে অংশ উক্ত চরিত্রে কীর্ত্তিত হয় নাই, তাহার কিঞ্চিৎ ব্যাখ্যা করিতেছি। পঞ্চত্রিংশৎ শ্লোকে যে পৃথুচরিত্রকে ধর্ম্মার্থাদির কারণ বলা হইল, তাহার তাৎপর্য্য এই:—পৃথু যে নিয়মে প্রজা পালন করিয়া ক্ষত্রিয়ধর্ম্ম রক্ষা করিলেন; যে উপায়ে প্রাচীন সন্ধান জ্ঞাত হইয়া, পৃথিবীতে বিধি প্রচলিত করিলেন; যে উপায়ে যজ্ঞাদিদ্বারা ঈশ্বরের প্রতি ভক্তি প্রকাশ করিলেন; অবশেষে আত্মজ্ঞান শিক্ষাপূর্ব্বক যে উপায়ে তপস্যাদি করিয়া মুক্ত হইলেন; ইহা সকল মানবের প্রয়োজনীয় ধর্ম্ম। ধর্ম্ম বলিতে স্বকার্য্যসাধন। ক্ষত্রিয়ের রীতিতে ক্ষত্রিয়, বৈশ্যরীতিতে বৈশ্য; শূদ্রব্রাহ্মণাদি আপনাপন রীতিতে সংসারে কার্য্য করিলেই, ধর্ম্ম পালন করা হয়।

ইতি শ্রীভাগবতে চতুর্থস্কন্ধে ত্রয়োবিংশতি অধ্যায়ে উপেন্দ্রকৃতাধ্যাত্মব্যাখ্যা সমাপ্ত।

অথ চতুর্ব্বিংশতি অধ্যায়।

—•—

পূর্ব্ববৃত্তান্ত সমাপ্ত করিয়া, শ্রীমৈত্রেয় কহিলেনঃ—হে বিদুর! পৃথুবংশ চরিত্র শ্রবণ কর। (মহারাজ পৃথু দেহত্যাগ করিলে) তাঁহার বহুকীর্ত্তিমান্ বিজিতাশ্ব নামক জ্যেষ্ঠপুত্র সিংহাসনাধিরোহণ করতঃ ধরাপতি হইলেন। ভ্রাতৃবৎসলতা বশতঃ তিনি আপনার ভ্রাতাগণকে পৃথিবীর প্রতি দিক্পতি করিয়াছিলেন। ৪। ২৪। ১। হে বিদুর! সেই মহীপতি ভ্রাতা হর্য্যক্ষকে পূর্ব্বদিক্পতি করিলেন, ভ্রাতা ধূম্রকেশকে দক্ষিণপতি করিলেন, ভ্রাতা বৃককে পশ্চিম ও দ্রবিণকে উত্তরদিক্পতি করিলেন। ৪। ২৪। ২। তিনি ইন্দ্রের নিকট অন্তর্দ্ধান বিদ্যা শিক্ষা করিয়াছিলেন, এই জন্য তাঁহার অন্তর্দ্ধান নামক আর এক আখ্যা ছিল। পরে সেই মহারাজ আপন প্রিয়পত্নী শিখণ্ডিনীর গর্ভে তিনপুত্র উৎপাদন করেন। ৪। ২৪। ৩। হে বিদুর! মহর্ষি বশিষ্ঠের শাপে অগ্নিদেব;—পাবক, পবমান্ ও শুচি এই তিন নামে রাজার তিনপুত্রত্ব লাভ করিয়া, শেষে মুক্ত হইয়া অগ্নিত্ব প্রাপ্ত হয়েন। মহারাজ অন্তর্দ্ধানের নভস্বতী নামে অপরা ভার্য্যা ছিলেন, তাঁহার গর্ভে মহারাজের হবির্দ্ধান নামে এক পুত্র হয়। এই মহারাজের চরিত্রমহাত্ম্যের কথা কি বলিব! তিনি এত দয়াবান্ যে ইন্দ্রকে পিতৃযজ্ঞীয় অশ্বের অপহর্ত্তা জানিয়াও বধ করেন নাই; এই জন্য ইন্দ্র সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে আপনার অন্তর্দ্ধান বিদ্যা দান করেন।৪।২৪।৪।৫। হে বিদুর! তিনি এমন দয়ালু ছিলেন যে:—করগ্রহণ, দণ্ডদান, শুল্কাদি (পণ্যকর) গ্রহণকে একপ্রকার প্রজাপীড়নাত্মক্ রাজবৃত্তি বলিয়া ভাবিতেন। এইজন্য তিনি আজীবন যজ্ঞকার্য্যে লিপ্ত থাকিয়া, ঐ রাজবৃত্তি ত্যাগ করিয়াছিলেন।৪।২৪।৬।পরে তিনি অতি কুশলে মহাসমাধি সহযোগে আত্মদৃষ্টি লাভ করিয়া, জীবের অন্তর্যামী পরমাত্মরূপীকে ভজনা করিয়া, অন্তিমে মুক্তিলোক লাভ করিয়াছিলেন।৪।২৪।৭। হে বিদুর! তাঁহার নন্দন হবির্দ্ধান আপন পত্নী হবির্দ্ধানীতে ছয় সুকুমার উৎপাদন করেন তাঁহাদের নাম বর্হিষদ্, গয় শুক্ল, কৃষ্ণ, সত্য ও জিতব্রত ছিল। ৪।২৪।৮। হবির্দ্ধানকুমার বর্হিষদ্ অতি ভাগ্যবান্ প্রজাপতি ছিলেন। হে কুরূদ্বহ! তিনি যজ্ঞ কর্ম্মতেই সদাসর্ব্বদা লিপ্ত ছিলেন। তিনি এক যজ্ঞের অন্তে পুনশ্চ যজ্ঞ আরম্ভ করিয়া. যজ্ঞের এত বিস্তার করিয়াছিলেন. যে, তাঁহার আহৃত যজ্ঞীয় কুশাগ্রে পৃথিবী আবৃত হইয়াছিল। এইজন্য সকল ব্যক্তি তাঁহাকে প্রাচীনবর্হি কহিত।৪।২৪।৯।

হে বিদুর! ব্রহ্মার অনুমতিমতে মহারাজ বর্হিষৎ অতি রূপবতী যুবতী সর্ব্বালঙ্কৃতা সমুদ্রকন্যা শতদ্রুতাকে বিবাহ করেন। সেই কন্যা এত রূপবতী ছিলেন যে, বিবাহকালিন্ যখন কন্যা অগ্নি প্রদক্ষিণ করেন, তখন সপ্তর্ষীভার্য্যা শুকীদেবির ন্যায় সুন্দরী দেখিয়া, অগ্নির হৃদয়েও কাম প্রকাশ হইয়াছিল।৪।২৪।১০।১১

সেই শতদ্রুতী সুন্দরী যখন নববধূবেশে চরণের নূপুর বাজাইলেন; তখন সেই নূপুরধ্বনিতে সমস্ত দিক্, সমস্ত দেবতা, অসুর, গন্ধর্ব্ব, মুনি, সিদ্ধ, নাগ ও নরাধিপ প্রভৃতি সকল লোককেই বিস্মিত করিলেন। (অর্থাৎ মোহিত করিলেন)। ৪। ২৪। ১২। হে বিদুর! শতদ্রুতীর গর্ভে মহারাজ প্রাচীনবর্হির বহু কুমার জন্মগ্রহণ করেন; তাঁহারা সকলই প্রচেতা

নাম গ্রহণ করিয়া, পিতার ন্যায় আপনারা পরস্পর ধার্ম্মিক ও ব্রতপরায়ণ হইয়াছিলেন।৪।২৪।১৩ পিতা প্রাচীনবর্হি তাঁহাদের প্রজাসৃষ্টি করিতে অনুমতি করিলে, যে উপায়ে পিত্রাজ্ঞা তাঁহারা সাধন করিতে পারেন, এইজন্য তাঁহারা সমুদ্রের অভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়া তপস্যার অধিপতি বিষ্ণুকে কঠিন তপস্যায় দশসহস্র বৎসর পূজা করিয়াছিলেন।৪।২৪।১৪। হে বিদুর! যখন তাঁহারা সাগরমধ্যে গমন করেন, সেই সময়ে পথে মহেশ্বরের সহিত তাঁহাদের সাক্ষাৎ হওয়াতে, তাঁহাদের যত্নে মহেশ্বর সন্তুষ্ট হইয়া, যে উপায়ে তপস্যা করিতে উপদেশ দেন, কুমারেরা সেই নিয়মে বিষ্ণুর জপ ও বিষ্ণুপূজা করিয়াছিলেন।৪।২৪।১৫। শ্রীমৈত্রেয়মুখে এই অপূর্ব্বা ও পবিত্রকথা শ্রবণ করিয়া শ্রীবিদুর কহিলেন ;—হে ব্রাহ্মণ! যে উপায়ে ভগবান গিরিশের সহিত পথে প্রচেতাগণের সাক্ষাৎ হইয়াছিল এবং ভগবান মহেশ্বর প্রীত হইয়া, তাঁহাদের যে সকল পরম মোক্ষপ্রদ ও ভক্তিপূর্ণ সদর্থযুক্ত উপদেশ দিয়াছিলেন তাহা আমাকে সানুগ্রহে বলুন।৪।২৪।১৬। হে মুনে! মুনিগণ মহা সাধন পূর্ব্বক বৈরাগ্য ধারণ করিয়াও যে মহেশ্বরের সাক্ষাৎ প্রাপ্ত হয়েন না, শরীরী হইয়া প্রচেতাগণ কিরূপে সেই শিবের সাক্ষাৎ লাভ করিলেন। ইহা অতি অসম্ভব!! যে মহেশ্বর আত্মারাম স্বরূপ, যিনি কেবল আপন শক্তি সহযোগে এই কল্পিতা সৃষ্টি শাসন করিবার জন্যই সর্ব্বত্র বিহার করেন। মুনিগণ তাঁহাকে কেবল ধ্যান মাত্র করেন, দর্শন করিতে পারেন না!! ৪।২৪।১৭।১৮। মহামতি বিদুরের সংশয়নাশার্থ শ্রীমৈত্রেয় কহিলেন ;—হে বিদুর! সেই সাধু প্রচেতাকুমারগণ পিতার আজ্ঞা শিরোধার্য্য করিয়া তৎপালনার্থ ও তপস্যা করণার্থ প্রসন্নচিত্তে প্রথমে পশ্চিমদিকে গমন করেন। সমুদ্রগমনপথে এক অতি স্বচ্ছ, প্রশন্ন সলিলময় এবং মৎসপক্ষীপদ্মাদি শোভিত ও অতি বিস্তৃত সুন্দর সরোবর তাঁহারা দেখিতে পাইলেন।৪।২৪।১৯।২০। হে বিদুর! সেই সরোবরের শোভার কথা কি বলিব! তাহাতে নীলোৎপল, শ্বেত কমল, কহ্লার, নীলকমল প্রভৃতি পুষ্প প্রস্ফুটিত ছিল। হংস, সারস ও চক্রবাকাদির সন্তরণকালীন্ কলরবে সেই সরঃপ্রদেশ নিকূজিত হইতেছিল।৪।২৪।২১। হে বিদুর! (সেই সরোবরের সৌন্দর্য্যের পরিচয় অধিক কি বলিব!) সেই সরোবরজ পুষ্পসমূহের মধুলোভে ভ্রমরগণ এমন সুস্বরে গীত করিতেছিল, যেন সেই স্বরে মনুষ্যের কথা দূরে থাকুক! তীরস্থিত লতাবৃক্ষাদিরও পত্রাবলিরূপী রোমরাজি হৃষ্ট হইয়াছিল এবং স্বয়ং পবন সেই কুসুমাবলির ও পদ্মকোষের রজঃ লইয়া চতুর্দ্দিকে নিক্ষেপ করতঃ ক্রীড়া করিতেছিল।৪।২৪।২২। সেই প্রচেতা নামক রাজকুমারেরা সেই সরোবরতটে উপস্থিত হইয়া, প্রথমতঃ মুগ্ধ হইলেন, অবশেষে যেন স্বর্গীয় সংগীতের ন্যায় মৃদঙ্গপণবাদির সংযোগে সংগীত শুনিতে পাইয়া, অধিক আশ্চর্য্য হইলেন। ৪।২৪।২৩। রাজকুমারেরা এইরূপে বিস্মিত হইয়াছেন, এমন সময়ে তাঁহারা দেখিলেন ;— অনুচরগণদ্বারা পরিবৃত হইয়া পরমপ্রশংসার্হ এবং দেবতাগণের উপাসনীয়, তপ্তকাঞ্চনের ন্যায় সুন্দর শরীরী, নীলকণ্ঠ ত্রিলোচন সরোবর হইতে প্রকাশ হইতেছেন। সেই মহেশ্বরের প্রসন্ন মূর্ত্তি দেখিয়া তাঁহারা অতিশয় কৌতূহলান্বিত হইয়া তাঁহাকে প্রণাম করিলেন।৪।২৪।২৪।২৫। সেই সাধুভক্তগণের দুঃখহারী ধর্ম্মবৎসল ভগবান, ধর্ম্মজ্ঞান ও শীলসম্পন্ন প্রিয়ভক্তের স্বরূপ রাজকুমারগণের উপরে সন্তুষ্ট হইয়া কহিলেন।৪।২৪।২৬। হে বর্হিষদপুত্রগণ! তোমাদের

মনের অভিলাষ আমি বুঝিতে পারিয়াছি, তোমাদের কুশল উপায় দেখাইতেই আমি তোমাদের দেখা দিয়াছি। ৪। ২৪।২৭। হে কুমারগণ! যে ব্যক্তি ত্রিগুণের অন্তর্বর্ত্তী জীব নামক পুরুষ অবস্থার অতীত অতিসূক্ষ্মচিন্তারূপী পরমেশ্বরস্বরূপ বাসুদেবে ভক্তি বিধান করেন, সেই ব্যক্তিই আমার সর্ব্বপ্রিয় হইতেছেন। ৪। ২৪। ২৮।

হে রাজকুমারগণ! স্বধর্ম্মনিষ্ঠ হইয়া অর্থাৎ সংসারের মধ্যে থাকিয়া, স্মৃত্যুপদেশানুসারে কেবল কর্ম্মদ্বারা যদি পুরুষ জীবনের উন্নতি করে, তাহা হইলে শত শত জন্মের পর ব্রহ্ম-পদলাভ করিতে পারে। পরে তদপেক্ষা পুণ্যাতিশয়ে আমার সাক্ষাৎ প্রাপ্ত হয়। কিন্তু যে পদে কি আমি, কি দেবতাগণ সকলই গুণক্ষয়ে আরোহণ করিব, ভক্তগণ অবহেলায় এক জন্মমধ্যেই সেই পরম পদ প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। ৪।২৪। ২৯। হে কুমারগণ! ইহসংসারে বিষ্ণুভক্ত অপেক্ষা প্রিয়জন আর আমার কেহই নাই; অতএব তোমরা সকলই ঈশ্বরের ভক্ত বলিয়া ঈশ্বরের যেমন প্রিয়পাত্র; তদ্রূপ আমারও প্রিয়পাত্র হইতেছ। ৪। ২৪। ৩০। যে উপায়ে ভগবৎসান্নিধ্য লাভ করিবে, তাহা বলিতেছি, শ্রবণ কর;— আমি একটী জপের কথা বলিব, সেই জপব্যবহার অতিশয় পবিত্র ও পরম মঙ্গল স্বরূপ হইতেছে। অসংকীর্ণভাবে তাহা আচরণ করিলে, নিশ্চয়ই কামনাপূর্ণ হইয়া থাকে। ৪। ২৪। ৩১। শ্রীমৈত্রেয় কহিলেন;— হে বিদুর! সেই পরম দয়ালু ভগবান শিব, সেই বিনীতভাবে অঞ্জলিবদ্ধ রাজকুমারগণকে অনন্তর নারায়ণপর জপতত্ত্ব কহিলেন। ৪। ২৪। ৩২। শ্রীরুদ্র কহিলেন;—হে কুমারগণ! এইরূপে স্তব ও জপ করিতে হয়, যথা;—হে ভগবন্! আত্মজ্ঞানিগণের মঙ্গল দেখিলে আপনি আনন্দিত হয়েন, অতএব আমাদেরও যেন মঙ্গল হয়। আপনি সৃষ্টির সকল রূপের অন্তরে আনন্দিত হইয়া আছেন, আমি আপনাকে প্রণাম করি। ৪। ৪। ৩৩। (এইরূপে মহেশ্বর স্বয়ং স্তব করিয়া, কুমারগণের শিক্ষার্থ স্তব করিতেছেন,) যাঁহার পদ্মনাভি (ব্রহ্মাণ্ডকারণ-রূপী পদ্ম), যাঁহার আত্মা ভূতসূক্ষ্ম ও ইন্দ্রিয়াদিতে মণ্ডিত (ভূত-সৃষ্টপ্রাণী, সূক্ষ্ম—তন্মাত্রা, ইন্দ্রিয়—কর্তৃত্ব), যিনি প্রশান্তপ্রকাশ ও নির্ব্বিকাররূপে চিত্তমধ্যে বাসুদেব নামে অবস্থিত, তাঁহাকে অন্তরের সহিত প্রণাম করি। ৪। ২৪। ৩৪। যিনি সংকর্ষণরূপে অহংকারে আছেন, যিনি অব্যক্ত ও অনন্ত হইতেছেন, যিনি বিশ্বপরিজ্ঞানের জন্য জীবের আত্মাতে প্রদ্যুম্নরূপে (বুদ্ধির অধিষ্ঠাতা নামে) আছেন; তাঁহাকে প্রণাম করি। যিনি জীবগণের ইন্দ্রিয়ে ও আত্মাতে (মনেতে) অনিরুদ্ধ নামে অবস্থিত, তাঁহাকে বার বার প্রণাম করি। ৪। ২৪। ৩৫। যিনি আপন তেজেঃ বিশ্বরূপী, যিনি ক্ষয়বৃদ্ধি শূন্য, যিনি ভক্তের মনকে নিত্য নিত্য পবিত্র করিয়া স্বর্গ ও মোক্ষের দ্বার স্বরূপ হইতেছেন, সেই পরমহংসরূপী (সূর্য্যরূপী) ঈশ্বরকে প্রণাম করি। ৪। ২৪। ৩৬। যিনি চাতুর্হোত্রাদি যজ্ঞাদির সম্পাদনকর্ত্তা, যিনি যজ্ঞের বিস্তারকর্ত্তা, সেই হিরণ্যবীর্য্য (অগ্নিরূপী) ঈশ্বরকে প্রণাম করি। যিনি পিতৃগণের ও দেবতাগণের অন্ন (সত্তা) স্বরূপ, যিনি সৃষ্টিযজ্ঞের রেতঃ অর্থাৎ কারণস্বরূপ, সেই দেবপতি বিষ্ণুকে বারবার প্রণাম করি। যিনি সকল প্রাণিগণের তৃপ্তিদানার্থ রসরূপে বর্ত্তমান, যিনি সকল আত্মার আবরণরূপী দেহরূপে বর্ত্তমান, যিনি পৃথিবীরূপে বর্ত্তমান, তাঁহাকে প্রণাম করি। ৪। ২৪। ৩৭। ৩৮।

যিনি বায়ুরূপে ত্রিলোক পালন করেন, যিনি সহঃওজঃবলরূপে প্রাণিগণের শক্তিদাতা

হয়েন, যিনি আকাশাদি ভূতগণের মধ্যে তন্মাত্ররূপে বর্ত্তমান আছেন, যিনি অন্তরে চিন্তার কর্ত্তা ও বাহিরে বাহ্য উপাদান রূপে বর্ত্তমান আছেন, তাঁহাকে একান্ত প্রণাম করি। যিনি স্বর্গাদি পবিত্রলোকক জ্যোতির্ম্ময় হইয়া বর্ত্তমান থাকেন, যিনি পিতৃ ও দেবাদির সন্তুষ্টি উৎপাদনার্থ প্রবৃত্তিকর্ম্মের প্রবৃত্তির স্বরূপ, যিনি মোক্ষাদি লাভার্থ নিবৃত্তিস্বরূপ, তাঁহাকে প্রণাম করি।৪।২৪।৩৯।৪০। যিনি অধর্ম্মপতিত জনের মৃত্যু ও দুঃখস্বরূপ, যিনি সকল কর্ম্মের আশীর্ব্বাদদাতা, যিনি সকল কর্ম্মের মন্ত্ররূপী, সেই ঈশ্বরকে প্রণাম করি।৪।২৪।৪১। যিনি ধর্ম্মের বিস্তারকর্ত্তা কৃষ্ণস্বরূপ, যিনি অকুণ্ঠমেধাবী, যিনি অন্তর্যামী, যিনি প্রাচীনকাল হইতে সুকলের সাক্ষী; যিনি সাংখ্যাদি তত্ত্বজ্ঞানের ও যোগের ঈশ্বর, তাঁহাকে প্রণাম করি।৪।২৪।৪২।

যিনি অহঙ্কারে কর্তৃ, করণ ও কার্য্য নামক শক্তিত্রয় সংযুক্ত রুদ্ররূপে বর্ত্তমান; যিনি জ্ঞানমধ্যে আকৃতি (ক্রিয়ারূপী), যিনি বাক্যের মধ্যে বিভূতি (নানাবিধ স্বরশক্তিরূপী); তাঁহাকে প্রণাম করি। ৪। ২৪। ৪৩। হে ঈশ্বর! আপনি যেরূপে ইন্দ্রিয় সমস্ত ধারণ করিয়া, ভক্তের প্রিয়তম রূপ ধারণ করেন; যাহা ভাগবতগণের পরম পূজনীয়, আমরা তাহা দেখিতে নিতান্ত অভিলাষী, আমাদের সেই রূপে দেখা দিউন।৪।২৪।৪৪। (শ্রীরুদ্র কহিলেন;—পূর্ব্বোক্ত মতে ভক্ত জপানন্তর প্রার্থনা করিয়া, এইরূপে চিন্তা করিবে:—) সমস্ত বিশ্বের সৌন্দর্য্য সংগৃহীত হইয়া, যাঁহার সৌন্দর্য্য প্রণীত হইয়াছে, প্রাবৃট্‌কালিন্ মেঘাবলীর ন্যায় যাঁহার বর্ণ শ্যাম ও স্নিগ্ধ; চতুর্দ্দিকে যাঁহার আয়ত চারিবাহু বর্ত্তমান; যে সকল মাধুরী থাকিলে দেখিতে সর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট হয়, সেই সকল মাধুরীতে যাঁহার আনন গঠিত; পদ্মকোষ ও পলাসের ন্যায় যাঁহার ঈষৎ রক্তচক্ষু, যাঁহার সুন্দর ভ্রূ, সুন্দর নাসিকা, সুন্দর দন্ত, সুন্দর কপোল এবং ভূষণে ভূষিত যাঁহার কর্ণযুগল বর্ত্তমান। যাঁহার আনন্দে প্রহসিত দুইটী অপাঙ্গ অলকাবলিদ্বারা সুশোভিত হইয়াছে, যাঁহার অঙ্গে পদ্মকিঞ্জল্কের ন্যায় পীতবর্ণ দুকূল এবং কর্ণে উজ্জ্বল কুণ্ডল রহিয়াছে; যাঁহার মস্তকে উজ্জ্বল কীরিট, হস্তে বলয়, গলে হার, পদে নূপুর এবং নিতম্বে মেখলা রহিয়াছে; যাঁহার চারি বাহুতে শংখ, চক্র, গদা ও পদ্ম রহিয়াছে; সকল সম্পদের শ্রেষ্ঠ বনমালা যাঁহার গলে শোভিত আছে; ঐ সকল কুণ্ডলাদির দীপ্তিতে সিংহস্কন্ধ এবং কৌস্তভে ভূষিত সৌভাগ্যযুক্ত গ্রীবা যাঁহার বর্ত্তমান; ঐ গ্রীবাস্থ কৌস্তভ দুলিত হইয়া যাঁহার বক্ষ স্বর্ণদীপ্তিসংযুক্ত নিকষপাষাণাপেক্ষা শোভা ধারণ করিয়াছে; নিঃশ্বাসপ্রশ্বাসাদির দ্বারা রেখাবদ্ধ অশ্বত্থ পত্রসদৃশ রেখান্বিত যাঁহার উদর এবং প্রলয়ে ধারণকারী ও সৃষ্টিকালে প্রকাশকারী গভীর আবর্ত্তময় যাঁহার নাভি বর্ত্তমান; যাঁহার শ্যামবর্ণ যুগল নিতম্বের উপর পীতবর্ণ দুকূল ও স্বর্ণমেখলা পতিত হইয়া অতি শোভাকর হইয়াছে, যাঁহার চারি সমান বাহু ও মনোহর পদ, জঙ্ঘা, উরু ও নিম্নজানু রহিয়াছে; যিনি এইরূপ পরমা মূর্ত্তিধারী পরমেশ্বর, (তাঁহাকে কল্পনা করিয়া চিন্তা করিবে) ৪।২৪।৪৫।৪৬।৪৭।৪৮।৪৯।৫০।৫১। হে কুমারগণ! যিনি আপনার, শরৎকালীন্ প্রস্ফুটিত পদ্ম ও পলাশের ন্যায় বিকশিত পদনখরের জ্যোতিঃদ্বারা আমাদের পর্য্যন্ত অন্তরের মলিনতা নাশ করেন, (তোমরা এবম্বিধ রূপ ও গুণধারী ঈশ্বরকে এইরূপে চিন্তা করিবে। পরে তাঁহার নিকট এই প্রার্থনা করিয়া বলিবে যে;—) হে গুরো! আপনি প্রহ্লাদাদির ন্যায় শরণাগতকে যে পদ দেখাইয়া নির্ভয় করিয়াছেন,

আপনি অজ্ঞানিগণকে যে পদ দেখাইয়া অজ্ঞান নাশ করিয়াছেন; আমাদের অনুগ্রহ করিয়া সেই পরম পদ দেখাউন্।৪।২৪।৫২। হে প্রচেতাগণ! যাঁহারা আত্মশুদ্ধি ইচ্ছা করেন, তাঁহারই এই প্রকার কল্পিত ঈশ্বরের রূপ অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন। যাঁহারা স্বধর্ম্মে অবস্থিত তাঁহারা ভক্তিযোগে ইহা চিন্তা করিলে, এই চিন্তা তাঁহাদের পক্ষে পাপভয় হইতে রক্ষা করে।৪।২৪।৫৩

হে কুমারগণ! যাহা সকল দেহীর পক্ষে দুর্ল্লভ, যাহা স্বর্গবাসীরও একান্ত প্রার্থনীয়, তাহা কেবল আত্মবিৎ ভক্তই লাভ করিতে পারেন। অতএব তোমরা ভক্তিপর হইতেছ, তোমরা অবশ্যই চিন্তা করিয়া সেই দুর্ল্লভ ভগবৎপদ লাভ কর। ৪। ২৪। ৫৪। যাহা সাধুগণের দুর্ল্লভ, তোমরা আরাধনা করিয়া, সেই দুরারাধ্য পদ লাভ কর। এমন পদমূল ব্যতিরেকে, একান্ত ভক্তিসহযোগে কোন্ ব্যক্তি স্বর্গাদি সামান্য সুখের অভিলাষ করিয়া, সন্তুষ্ট থাকিতে পারে? । ৪। ২৪। ৫৫। হে রাজকুমারগণ! অধিক কি বলিব!! এমন যে কৃতান্ত, বিশ্বসংহার কার্য্যে যাঁহার ভীষণ বীর্য্য ও উৎসাহযুক্ত ভ্রূকুটী প্রকাশ পায়, তিনি হরিপদশরণাগত ভক্তকে আপনার অধীন বলিয়া অভিমান করিতে পারেন না।৪।২৪।৫৬। আহা! ভগবচ্চরণের মহিমার তো সীমাই নাই! কিন্তু ভক্তের মহিমাই বা কি বলিব! ক্ষণার্দ্ধকাল মাত্রও যদি ভগবদ্ভক্তের সঙ্গলাভ হয়, সেই কালজনিত সুখ! কি—স্বর্গের, কি মুক্তির, কাহারো সহিত তুলনা হয় না। অতএব মানবগণের পক্ষে উহা সাধুবাদ ব্যতীত আর কি শ্রেষ্ঠ আশীর্ব্বাদ হইতে পারে। (অর্থাৎ আশীর্ব্বাদ কালে লোকে রাজা হও, বিদ্বান্ হও, ধনী হও, পুত্রবান্ হও বলে, কিন্তু তাহা ক্ষণস্থায়ী, অতএব যে সাধুসঙ্গরূপ আশীর্ব্বাদে মুক্তি অপেক্ষা সুখ অনুভব হয়, অর্থাৎ যাহাতে পরম আনন্দ স্ফূর্ত্তি পায়, তাহাপেক্ষা আর কি আশীর্ব্বাদ হইতে পারে।) ৪।২৪।৫৭

পুনশ্চ মহেশ্বরের উক্তিদ্বারা শ্রীব্যাস স্বয়ং ঈশ্বরস্তব করিতেছেন বুঝিতে হইবে;) হে ভগবন্! পাপনাশকপদধারিন্! আপনার কীর্ত্তিরূপী গঙ্গার বারিপ্রবাহে স্নান করিয়া, যাঁহাদের অন্তর ও বাহের মলিনতা বিধৌত হইয়াছে; যাঁহারা সদাচারে উন্মত্ত হইয়া সকল প্রাণির প্রতি সমদর্শী হইয়াছেন, আপনি এই অনুগ্রহ করুন, আপনার সেই সকল ভক্তের সহিত যেন আমাদের সাক্ষাৎ হয়!।৪।২৪।৫৮। আপনার ভক্তিযোগের অনুগ্রহে যাঁহাদের চিত্ত বাহ্যবিষয়ের অতীত হইয়াছে, যাহা তমোরূপী তাহাতে যাঁহাদের মন প্রবিষ্ট হইতে চায় না, সেই চিত্তধারী সাধু মুনিগণই আপনার গতি অর্থাৎ তত্ত্ব বুঝিতে পারেন। ৪। ২৪। ৫৯।

যে তত্ত্ব আকাশের ন্যায় বিস্তৃত ও জ্যোতির ন্যায় হইতেছে। যাহাতে এই বিশ্ব রক্ষিত এবং যাহা এই বিশ্বের অন্তরে অবস্থিত, সেই তত্ত্বস্বরূপ পরম ব্রহ্মই (আপনি হইতেছেন।) ৪। ২৪। ৬০। যিনি আপনার বহুরূপিণী মায়াদ্বারা এই বিশ্বের সৃজন এবং পালন ও হরণ করেন। অসৎ হইলেও ভেদবুদ্ধিগণের হৃদয়ের দূরবর্ত্তী হইয়া যিনি এই বিশ্বকে সৎরূপে প্রতীয়মান্ করেন, কার্য্য হইতে আপনাকে নির্লিপ্ত রাখেন! হে ভগবন্! সেই আপনাকে আমরা জানিতে ইচ্ছা করি। ৪। ২৪। ৬১। যাহাকে কর্ম্মযোগিগণ ক্রিয়াকলাপদ্বারা পূজা করেন। সাধুগণ সিদ্ধিলাভের জন্য যাঁহাকে শ্রদ্ধাদি ভক্তিযোগে সগুণভাবে পূজা করেন। তাঁহারাই যথার্থ বেদ ও তন্ত্রের মর্ম্মাবগত হইয়াছেন। কারণ ঐ সগুণ মূর্ত্তিপ্রভৃতিই কেবল;—ভূত, ইন্দ্রিয় ও মনের উপলক্ষ্যস্বরূপ হইতেছে।৪।২৪।৬২। হে ঈশ্বর! প্রসুপ্তা মায়াশক্তিতে যিনি

পুরুষরূপে মিলিত হইলে, প্রথমে সত্ত্বরজঃতমোগুণের বিকাশ হয়। পরে মহত্তত্ত্ব, অহংকার, শূন্য, বায়ু, অগ্নি, বারি, ভূমি, দেবতা, ঋষি, প্রাণী প্রভৃতি সৃষ্টি যাঁহা হইতে ঘটিয়া থাকে; সেই এক ও আদি স্বরূপই আপনি হইতেছেন। ৪। ২৪। ৬৩। হে ঈশ্বর! যিনি আপনার শক্তি ও উপাদানে জরায়ুঃ আদি চতুর্ব্বিধ পুরী নিম্মাণ করিয়া আপনার অংশ অর্থাৎ তেজকে তন্মধ্যে প্রবেশ করাইয়া, মধুকরের ন্যায় বিষয় নামক মধু ভোগ করান। পুরপ্রবিষ্ট হয়েন বলিয়া (ইহাতে জীব অধীন, ঈশ্বর স্বাধীন, বলা হইল) পণ্ডিতগণ যাঁহাকে পুরুষ কহে; আপনি সেই জীবকর্ত্তা ঈশ্বর হইতেছেন। ৪। ২৪। ৬৪। হে ভগবন্! আপনি অনুমেয়তত্ত্বস্বরূপ (অলক্ষিত সত্তার স্বরূপ); কারণ বায়ু যেমন অলক্ষিত হইলেও আপন প্রবল শক্তিদ্বারা ঘণাবলীকে ইতস্ততঃ সঞ্চালন করে, তদ্রূপ আপনি কালরূপে গম্ভীরবেগে এই সমস্ত লোকসৃষ্টির সহিত ভূতসমূহের সাহায্যে প্রাণিসমূহকে সঞ্চালিত করিয়া থাকেন। (তাৎপর্য্য এই;—অগ্নি প্রভৃতি ভূতদ্বারা প্রাণীপ্রভৃতির দেহকে গঠন ও হরণাদি করিতে যিনি কার্য্যনিরত আছেন, তাঁহাকে কাল কহে। তিনি অলক্ষিত কিন্তু শক্তিতে প্রকাশিত বলিয়া তাঁহার অস্তিত্ব বর্ত্তমান।) ৪। ২৪। ৬৫। হে ভগবন্! সর্প যেমন ক্ষুধায় কাতর ও তৃষ্ণায় কাতর হইয়া জিহ্বাসহযোগে মুখপ্রান্ত লেহন করিতে করিতে, মূষিক ধারণ করে, তদ্রূপ আপনি কালরূপে বিষয়চিন্তায় একান্ত প্রমত্ত ও প্রবৃদ্ধভোগী বিষয়িগণকে অপ্রমত্ত কালরূপে গ্রাস করেন। ৪। ২৪। ৬৬। হে ঈশ্বর! বুদ্ধিমান্ ব্যক্তিগণের মধ্যে এমন কে থাকিতে পারেন, যিনি আপনার দেহকে ক্ষয়শীল জানিয়াও আপনাকে অনাদর করিয়া পাদপদ্মের আশ্রয় গ্রহণ না করেন! (অর্থাৎ দেহ যে আত্মা নহে, ইহা বুঝিতে পারিলে, কেহই ঈশ্বরের অস্তিত্ব অস্বীকার করে না!) কার সাধ্য আপনাকে অনাদর করে! এমন যে সকলের শ্রেষ্ঠ এবং আমাদের গুরু স্বয়ং ব্রহ্মা, তিনিও প্রশান্তচিত্তে আপনার পূজা করেন, এমন যে চতুর্দ্দশ মনু, তাঁহারাও দৃঢ়বিশ্বাসের সহিত আপনার পূজা করিয়া থাকেন। ৪। ২৪। ৬৭।

হে ব্রহ্মন্! হে পরমাত্মন্! আপনি আমাদের আশ্রয়ে রাখিলে, এই রুদ্রভয়কম্পিত বিশ্বমধ্যে আর আমাদের ভয় থাকিবে না। ৪। ২৪। ৬৮। (এস্থলে রুদ্র বলিতে কাল। উপদেষ্টা রুদ্র অহংকারের শক্তি বা বিশুদ্ধজ্ঞান। এইরূপে ঈশ্বরস্তব ও জপের ক্রম সমাপ্ত করিয়া, শ্রীরুদ্রদেব কহিলেন);—হে নৃপনন্দনগণ! তোমরা স্বধর্ম্মে অর্থাৎ ভগবদ্ধর্ম্মে স্থিত হইয়া, ভগবানে আপনাদের চিত্তকে অর্পণ করিয়া, স্থিরভাবে এই স্তোত্র জপ করিলে, নিশ্চয়ই তোমাদের মঙ্গল হইবে। ৪। ২৪। ৬৯। হে কুমারগণ! সর্ব্বভূতের অন্তরে যে আত্মা একমাত্র ভাবে আছেন, আমার অন্তরেও সেই ঈশ্বর বিরাজ করিতেছেন। সেই হরিকে তোমরা পূজা করিবে, সেই হরির মহিমা তোমরা কীর্ত্তন করিবে; সেই হরির প্রতিমাকল্পিত রূপ তোমরা ধ্যান করিবে। ৪। ২৪। ৭০। হে মুনিব্রতধারী রাজকুমারগণ! আমি এই যে উপদেশ দিলাম, ইহার নাম যোগোপদেশ। তোমরা সমাহিতচিত্তে এই যোগস্তোত্র একান্ত সমাদরের সহিত অভ্যাস করিও। ৪। ২৪। ৭১। হে কুমারগণ! সৃষ্টিকর্ত্তা ভগবান ব্রহ্মা এই স্তোত্র প্রথমে আমাদের বলেন, পরে ভৃগ্বাদি কুমারেরা সৃষ্টির ইচ্ছা করিলে, তাঁহাদেরও বলেন।৪।২৪।৭২। বিশেষতঃ এই স্তোত্রবলেই আমরা সমস্ত প্রজাপতিই পবিত্র হইয়া বিবিধ প্রজা সৃষ্টি করিয়াছি। ৪।২৪।

৭৩। যে পুরুষ অবহিতচিত্তে, মোক্ষফলদানে সক্ষম এই স্তোত্র জপ করে, সেই ব্যক্তি অতি ত্বরায় বাসুদেবপরায়ণ হইয়া সমস্ত মঙ্গল লাভ করিয়া থাকে। এই স্তব সকল স্তবাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, সকল তত্ত্বজ্ঞানের পক্ষে ইহাই শ্রেষ্ঠ, বিপদের সাগরস্বরূপ দুষ্পার সংসার, এই জ্ঞানালোকের সাহায্যেই সুখে পার হওয়া যায়। ৪। ২৪। ৭৫। যিনি আমাকর্ত্তৃক প্রকাশিত এই ভগবৎ-স্তোত্র শ্রদ্ধাযুক্ত হইয়া অধ্যয়ন করেন, ভগবান হরি দুরারাধ্য হইলেও ত্বরায় তাঁহাকর্ত্তৃক আরাধিত হইয়া থাকেন। ৪। ২৪। ৭৬। যিনি পরম পুরুষ হইতে কল্যাণ বাঞ্ছা করেন, তিনি যেন মদ্বিরচিত যে গীতে কেবল মাত্র ভগবানকে আশ্রয় করা হইয়াছে, সেই গীতরূপী এই স্তোত্র পাঠ করেন, তাহা হইলে তিনি ভগবানের প্রীতি আকর্ষণ করিয়া, কল্যাণ লাভ করিতে পারেন। ৪। ২৪। ৭৭। যিনি উষাকালে গাত্রোত্থান করিয়া শ্রদ্ধাসহকারে অঞ্জলিবদ্ধ করে, এই স্তব শ্রবণ করেন, কিম্বা অপরকে শ্রবণ করান; সেই যুগমানব নিশ্চয়ই কর্ম্মবন্ধন হইতে মুক্ত হইয়া থাকেন। ৪। ২৪। ৭৮। হে নরপতিকুমারগণ! আমি তোবাদের যে গীত বলিলাম, ইহাতে কেবল পরম পুরুষ পরমাত্মার স্তব বিবৃত আছে। তোমরা প্রশান্তচিত্তে এই জপ মহা-তপস্যা সহযোগে ধ্যান করিলে, সেই তপস্যার অন্তে তোমাদের অভিলাষ (সৃষ্টি করণেচ্ছা) পরিপূর্ণ হইবে। ৪। ২৪। ৭৯।

ইতি শ্রীভাগবতে চতুর্থস্কন্ধে চতুর্ব্বিংশতি অধ্যায়ে উপেন্দ্রকৃতানুবাদ সমাপ্ত।

ব্যাখ্যা। এই কয় শ্লোকে যে মহেশ্বর কথিত স্তোত্রের ফল স্বয়ং মহেশ্বর বলিলেন, ইহার তাৎপর্য্য এই যথা;—এস্থলে বিশুদ্ধ অহঙ্কার অর্থাৎ জ্ঞানরূপী রুদ্র প্রচেতাগণের গুরু হইয়াছেন, শ্রীব্যাসদেব ঐ গুরুর উক্তিতেই স্বয়ং স্তবের প্রশংসা করিলেন। প্রশংসা করিবার হেতু, এই স্তোত্র ব্রহ্মার কৃত, কিন্তু মহেশ্বরকর্ত্তৃক গীত, এইজন্য এবং মহেশ্বর স্বয়ং স্তোত্রের ফল পাইয়াছেন বলিয়াও প্রশংসা করা হইল।

ইতি শ্রীভাগবতে চতুর্থস্কন্ধে চতুর্ব্বিংশতি অধ্যায়ে উপেন্দ্রকৃতাধ্যাত্মব্যাখ্যা সমাপ্ত।

অথ পঞ্চবিংশতি অধ্যায়।

পূর্ব্বকথা সমাপন করিয়া শ্রীমৈত্রেয় বিদুরকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন:—হে বিদুর! ভগবান মহেশ্বর এইরূপে বর্হিষদ্‌কুমারগণকে উপদেশ দিয়া, স্বয়ং পূজিত হইয়া, সেই স্থানে তাঁহাদের সাক্ষাতেই অন্তর্হিত হইলেন। ৪। ২৫। ১। অনন্তর সেই ভগবৎস্তোত্রস্বরূপ রুদ্র-গীত প্রচেতাসকল শিক্ষা করিয়া, সমুদ্রে (তত্ত্বজ্ঞানে) প্রবেশ পূর্ব্বক অযুত বর্ষকাল সেই স্তবকে জপস্বাধ্যায়কারে জপ করিয়াছিলেন। ৪। ২৫। ২। এদিকে পুত্রগণের অসাক্ষাতে কর্ম্মা-শক্তচিত্ত মহারাজ প্রাচীনবর্হি অত্যন্ত দুঃখিত হওয়াতে, অধ্যাত্মতত্ত্বজ্ঞ ভগবান্ নারদ তাঁহার প্রতি কৃপা করিয়া, তত্ত্বোপদেশদ্বারা তাঁহাকে প্রবুদ্ধ করিয়াছিলেন। ৪। ২৫। ৩। হে বিদুর!

কর্ম্মেতে মুগ্ধবুদ্ধি রাজার সমীপে (ঐ সময়ে নারদ আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন), হে রাজন্ কর্ম্মেতে মনকে আশক্ত রাখিয়া আপনি কোন্ বস্তুকে সার বলিয়া স্থির করিয়াছেন? দেখুন, তত্ত্বজ্ঞগণ কহেন. দুঃখের একান্ত উপরতি ও সুখের একান্ত লাভই পরম সারস্বরূপ হইতেছে, কর্ম্মমতিসম্বে ঐ দুই শ্রেষ্ঠ লাভ কখনই হইতে পারে না। ৪। ২৫। ৪। শ্রীনারদের প্রশ্নে রাজা কহিলেন:—হে মহাভাগ! আমার মতি কর্ম্মেতে একান্ত আশক্ত হইয়াছে; শ্রেষ্ঠতত্ত্ব কাহাকে বলে তাহা আমি জ্ঞাত নহি; অতএব যে বিমল জ্ঞানতেজ দ্বারা কর্ম্মবন্ধন মুক্ত হয়, আপনি অনুগ্রহ করিয়া সেই তত্ত্ব আমাকে বলুন। ৪। ২৫। ৫। হে ব্রহ্মর্ষে! যাঁহারা গৃহস্থ-আশ্রমে থাকিয়া স্ত্রীপুত্র ও সম্পদাদিকেই পুরুষার্থ বলিয়া স্থির করিয়া, ধর্ম্মভ্রমে ভ্রান্তভাবে সংসারপঙ্কে বিহার করেন, তাঁহারা কেমন করিয়া পরমতত্ত্ব অবগত হইবেন! ৪। ২৫। ৬।

ব্যাখ্যা। এস্থলে গৃহস্থ আশ্রমকে নিন্দা করা হইতেছে না। যাহারা স্ত্রীধনপরিজনাদিতে এমন আশক্ত হয়, যে, তদ্ব্যতিরেকে তাহারা কিছুই শ্রেষ্ঠ বলিয়া চিন্তা করে না এবং ফললাভার্থ ধর্ম্মভ্রমে কামকর্ম্মাদিরূপী যজ্ঞাদি আচরণ করে, তাহারাই সংসারে ভ্রান্ত হইয়া বিহার করে এবং পরমতত্ত্ব বুঝিতে পারে না। কিন্তু যাঁহারা সংসারকে পাপ ও পুণ্যক্ষয়ের হেতু ভাবিয়া কর্ত্তব্যরূপে এবং অনাশক্ত ভাবে সমস্ত বিষয় ভোগ করেন; তাঁহারাই পরমতত্ত্ব বুঝিতে পারেন। ইহাই তাৎপর্য্য।

রাজার প্রশ্নে শ্রীনারদ সন্তুষ্ট হইয়া কহিলেন:—ভো ভো প্রজাপতে! (আপনি যে কর্ম্মকে শ্রেষ্ঠ ভাবিতেন, তাহার ফল দেখুন)। ইতিপূর্ব্বে আপনি যজ্ঞ আচরণ করিয়া অক্রুদ্ধ-চিত্তে যে সহস্র পশু হত্যা করিয়াছিলেন এক্ষণে দেখুন;—সেই সকল পশুরা আপনার দত্ত যাতনা স্মরণ করিয়া, আপনার মৃত্যুর অপেক্ষা করিতেছে, পরলোকে আপনাকে পাইলেই উহারা লৌহময় শৃঙ্গদ্বারা আপনাকে খণ্ড খণ্ড করিবে। ৪। ২৫। ৭। ৮। অতএব হে রাজন্! আমি আপনাকে এক প্রাচীন ইতিহাস বলিব; সেই ইতিহাসের নাম পুরঞ্জনচরিত্র হইতেছে। আপনি আমার কথা একান্তভাবে শ্রবণ করুন। ৪। ২৫। ৯। হে রাজন্! অতি পুরাকালে পুরঞ্জন নামে এক রাজা ছিলেন। অলক্ষিতভাবে তাঁহার এক বন্ধুও ছিলেন। কিন্তু রাজা তাঁহাকে চিনিতেন না এবং বন্ধুর কৃত হিতচেষ্টাও স্বয়ং বুঝিতে পারিতেন না। একদা সেই রাজা আপনার সকল প্রকার অভিলাষ চিরতার্থ হয়, এমন একটী রাজপুরী অন্বেষণ করিতে ইচ্ছা করিয়া, একে একে সমস্ত ভূমণ্ডল ভ্রমণপূর্ব্বক সমস্ত পুরীই পরীক্ষা করিলেন। কিন্তু কোনটী তাঁহার অভিলাষানুরূপ হইল না, ইহাতে তিনি অত্যন্ত দুঃখিত হইলেন। ৪।২৫।১০। ১১।১২। এইরূপে ভ্রমণ করিতে করিতে যখন তিনি হিমালয়ের দক্ষিণ সানুতে (কর্ম্মক্ষেত্রে) উপস্থিত হইলেন তখন দেখিলেন একটী সুন্দর পুরী রহিয়াছে। সেই পুরীর নয়টী দ্বার আছে, বিশেষতঃ উহা সর্ব্বাঙ্গসুন্দর বলিয়া দেখা যাইতেছে। সেই পুরীর চতুর্দ্দিকে প্রাচীর, পরিখা ও তোরণাদি রহিয়াছে; মধ্যস্থলে উপবন ও অট্টালিকা আছে; সকল গৃহ সুমার্জ্জিত ও তাহাদের শিরোদেশে স্বর্ণ, রৌপ্য ও অয়সের শৃঙ্গসমূহ আছে। (শৃঙ্গ বলিতে গৃহের সর্ব্বোপরি বজ্রাদি আকর্ষণহেতু ধাতুময় যন্ত্রবিশেষ।) প্রাসাদের মধ্যস্থলে যত গৃহ, সমস্তই—নীল, স্ফটিক ও বৈদূর্য্য সমূহে এবং মরকত ও হীরকাদিতে সুসজ্জিত থাকায়, এমন মনোহর হইয়াছিল, যেন, পাতাল

রাজ্যের রাজধানী ভোগবতী নগরের সম্পদের সমান দেখাইতেছিল। যেই পুরীর চতুর্দ্দিকে সমাজস্থল, ক্রীড়ার্থ দ্যূতগৃহ, চতুষ্পথ ও রাজবর্ত্ম সমূহ ছিল। চতুর্দ্দিকে হট্টাদি ও ধ্বজপতাকা-বিযুক্ত বৃক্ষতলে পথিকগণের বিশ্রামার্থ সুন্দর বেদীসমূহ ছিল। সেই পুরীর বাহিরেও বহু-বিধ উপবন ছিল। তথায় স্বচ্ছ সরোবর ও স্বর্গীয় বৃক্ষলতাবলী ছিল। বিশেষতঃ সকল জাতীয় সুকণ্ঠ পক্ষী আসিয়া তথায় গান করিতেছিল। সেই উপবনসমূহে অতি শীতল নির্ঝর সমূহ পতিত ও প্রবাহিত হইতেছিল। কুসুমগন্ধমিশ্রিত বায়ু সেই শীতল বারিবিন্দুর স্পর্শে অধিক শীতল হইয়া, সরোবরের কুলশোভাবর্দ্ধনকারী যত বৃক্ষাবলী ছিল, তাহাদের সহিত প্রবাহিত-হইতেছিল।৪।২৫।১৩।১৪।১৫।১৬।১৭।১৮। সেই সকল উপবনে নানাবিধ আরণ্য পশুগণ সমাগত হইয়া, হিংসাদি ত্যাগ করাতে এবং সর্ব্বদা উহা কোকিলের কূজনে পূর্ণ থাকাতে, যে পথিক তথায় প্রবেশ করিত, সে যেন তথায় পশুপক্ষিগণদ্বারা নিমন্ত্রিত হইয়াছে, ইহা মনে করিত। ৪। ২৫। ১৯।

হে রাজন্! সেই মহীপতি পুরঞ্জন তথায় ভ্রমণ করিতে করিতে দেখিলেন যদৃচ্ছাক্রমে সমাগত একটী সুন্দরী প্রমদা তথায় ভ্রমণ করিতেছেন। তাঁহার সমভিব্যাহারে দশটী ভৃত্য আছে। প্রত্যেক ভৃত্যের শত শত নারী আছে! একটী পঞ্চশিরোধারী সর্প গুপ্তভাবে সেই কামিনীকে রক্ষণাবেক্ষণ করিতেছে। সেই কামরূপিনী কামিনী যুবতী ছিলেন। তিনি সেই স্থলে স্বামী অন্বেষণ করিতে আসিয়াছেন। সেই সুন্দরীর সৌন্দর্য্যের তুলনা হয় না! সুনাসা, সুদন্ত, সুকপোল, বরানন, কুণ্ডলশোভাযুক্ত যুগল কর্ণ, ক্ষীণ কটী, মেখলা সংযুক্ত শ্রোণি, শ্যামবর্ণ প্রভৃতি শোভা তাঁহার ছিল। তাঁহার পদে দেবতাগণের মনকেও চঞ্চল করিতে পারেন, এমন সুস্বর নূপুর ছিল। যৌবনভাব প্রকাশক উন্নত যুগল কুচকে সেই গজগামিনী লজ্জাতে বস্ত্রাভ্যন্তরে আবৃত করিয়াছিলেন।৪।২৫।২০।২১।২২।২৩।২৪। হে রাজন্! সেই কামি-নীর প্রেমপরিপূর্ণ কুঞ্চিত ভ্রূধনুঃকে কোমল কটাক্ষবাণ সংযোজিত হইয়া, মহীপতি পুরঞ্জনের হৃদয় বিদ্ধ করিল বলিয়া; সেই লজ্জাশীল রাজা কামিনীকে মধুরস্বরে কহিলেন;—হে পদ্ম-পলাশাক্ষি! তুমি কে? হে সতি! তুমি কাহার জন্য কোথা হইতে এই পুরীর সমীপে আগমন করিয়াছ? তুমি এ স্থলে কি করিতে ইচ্ছা করিয়াছ? হে ভীরু! তোমার অভিপ্রায় আমাকে অনুগ্রহ করিয়া বল? হে সুন্দরি! তোমার অনুবর্ত্তী এই যে একাদশ মহাভট্ট (সেনাপতি,) ইহারা কে? হে সুভ্রু! এই সীমন্তিনী সমূহ এবং এই যে তোমার অগ্রবর্ত্তী সর্প ইঁহারাই কে? ৪।২৫।২৫।২৬।২৭। হে কামিনি! তুমি কি লজ্জা, কিম্বা ভবানী, কিম্বা রমা, কিম্বা বাণী! আপন পতিকে পাইবার জন্য সংযত ভাবে এই উপবনে অন্বেষণ করিতেছ! কি আশ্চর্য্য! তুমি এমন সুন্দরী যে, তোমার চরণযুগলের আরাধনা করিলে যখন সমস্ত কামযন্ত্রণা নির্ব্বাপিত হয়, তখন যিনি তোমার স্বামী হইবেন, তিনি তোমার আরাধনা না করাতে, তুমি অহোরাত্র স্বামী অন্বেষণ করিতেছ? হে সুন্দরি! ইতিপূর্ব্বে তোমার করে যে মৃণালকোষ দেখিতে ছিলাম, তাহা কোথায় পতিত হইল? ৪।২৫।২৮। হে বরোরু! তুমি যখন ভূমিতে পাদস্পর্শ করিয়া গমন করিতেছ, তখন কখনই লজ্জাদি দেবকামিনী নহ। দেখ, আমি মহাবীর, অসাধারণ ক্ষমতাযুক্ত। অতএব মহাপুরুষ বিষ্ণুর সহিত মিলিত হইয়া, ভগবতী লক্ষ্মী যেমন বৈকুণ্ঠপুরীর

শোভাবর্দ্ধন করিয়াছিলেন, তদ্রূপ আমার সহিত মিলিতা হইয়া, এই পুরীর শোভাবর্দ্ধন কর। হে সুন্দরি! একে তো তোমার কটাক্ষবাণে আমার ইন্দ্রিয়সমস্ত ক্ষতবিক্ষত হইয়াছে, তদুপরি আবার তোমার লজ্জা ও মৃদুহাস্যযুক্ত ভ্রূভঙ্গীদ্বারা প্রেরিত মনোভব আমাকে অত্যন্ত পীড়া দান করিতেছে। অতএব হে শোভনে! এ বিপদে আমাকে রক্ষা কর।৪।২৫।২৯।৩০।

হে সুভ্রু! দীর্ঘ ও নিবীড় কৃষ্ণকেশাবলিসংবৃত ও সুন্দর লোচনযুক্ত তোমার যে আনন লজ্জায় আমার সম্মুখে প্রকাশ হইতেছে না; হে সুচিস্মিতে! যে আননে মধুর বাক্যগুলি অন্তর্হিত রহিয়াছে, একবার সেই বদন উত্তোলন করিয়া, আমাকে দর্শন কর। ৪।২৫।৩১।

হে মহাবীর প্রাচীনবর্হি! মহীপতি পুরঞ্জন, সেই নারীর প্রতি পূর্ব্বরূপ অধীরভাবে এই সমস্ত মিষ্টবাক্য প্রয়োগ করিলে, সেই নারী মোহিতা হইয়া, অবিলম্বে হাসিতে হাসিতে তাঁহাকে কহিলেন;—হে বীরবর! (আমার পরিচয় কি দিব এবং আপনার পরিচয়ই বা কি লইব!) আমি আপনার ও ভবদীয়ের কর্ত্তা কে, তাহা জানিনা, অধিকন্তু আমাদের নাম ও গোত্র জানিনা। হে বীর! অদ্য যে আত্মা আমার ও আপনার দেহে এই স্থানে বিরাজিত আছেন, তাঁহাকেও জানিনা এবং আমাদের প্রাপ্ত এই যে পুরী ইহার নির্ম্মাতাও যে কে, তাহাও জানিনা। এই যে পুরুষ ও নারিগণ দেখিতেছেন, ইহারা আমার সখা ও সখী হইতেছে। আর এই যে সর্প দেখিতেছেন, আমি যখন নিদ্রিতা হই, তখন উহা জাগ্রত থাকিয়া, প্রহরীরূপে এই পুরীর রক্ষণাবেক্ষণ করে। হে অরিন্দম! আমার পরম সৌভাগ্য, এইজন্য আপনি এস্থানে আগমন করিয়াছেন। আপনার মঙ্গল হউক, আপনি যত গ্রাম্য বিষয়ভোগ অভিলাষ করিবেন, আমার সখা ও সখিগণদ্বারা আমি অতি যত্নের সহিত তাহা সম্পাদন করাইয়া দিব। ৪।২৫।৩২।৩৩।৩৪।৩৫।৩৬। হে বিভো! এই যে আমার নবদ্বারবতী পুরী, আপনি ইহাতে অধিষ্ঠান করুন, আমাকে বিবাহিতা পত্নীরূপে গ্রহণ করিয়া, এই পুরীতে শতবৎসরকাল সকল কাম্য ভোগ করুন। ৪।২৫।৩৭। হে বীর! আমি তোমা ব্যতিত আর কাহারও সঙ্গ ইচ্ছা করি না। কারণ যাঁহারা অরতিজ্ঞ (অপরপক্ষে নৈষ্টিক ব্রহ্মচারী); যাঁহারা অকোবিদ্ (অপরপক্ষে বিষয়াশক্তি জনিত সামান্য সুখত্যাগী); তাঁহারা মৃত্যুর পরে অশ্বস্তনের ন্যায় কল্পিত এক পরলোক আছে বলিয়াই, পশুর ন্যায় বৃথা চিন্তায় ব্যস্ত! আমি তাহাদের আশ্রয় ইচ্ছা করিনা। এমন সংসারসুখের অপেক্ষা আর উচ্চ সুখ কোথায় আছে? এস্থলে ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষের স্বরূপ পুত্রাদি ও যশঃ প্রভৃতি রহিয়াছে। এস্থলে শোক নাই, পাপ নাই; এমন আনন্দের উপায় পূর্ব্বোক্ত পরকালবাদী যতিগণ কিছুই জানেন না। ৪।২৫।৩৮।৩৯। হে বীর। এই যে গৃহাশ্রম, ইহা আত্মা হইতে পিতৃ, দেবতা, মনুষ্য ও অপর অপর প্রাণী পর্য্যন্তের আশ্রয় ও কল্যাণ লাভের স্থান হইতেছে। হে বীর। আপনার ন্যায় বিখ্যাত প্রিয়দর্শন ও বদান্য পতিকে পাইয়া, এমন কে আছে যে বরণ না করে? হে মহাবাহো! সর্পাবয়ব সম আপনার মনোহর বাহুপাশে আবদ্ধ হইতে কোন্ নারীর মনে না ইচ্ছা হয়? আপনার গুণের কথা কি বলিব! আপনি করুণদৃষ্টিপূর্ণ প্রসন্ন কটাক্ষের দ্বারা পৃথিবীস্থ সকল অনাথিনিগণের বিরহপীড়া বিনষ্ট করিতেই ভ্রমণ করিয়া থাকেন। ৪।২৫।৪০।৪১। হে রাজন্! এইরূপে মহীপতি পুরঞ্জন সেই কামিনীর মনোভাব জ্ঞাত হইলে, আনন্দে উভয়ে

সেই পুরীতে শত বৎসর কাল বিষয় সকল ভোগ করিতে প্রবেশ করিলেন। পুরীতে প্রবেশ করিবার অব্যবহিত পরেই পুরঞ্জন দেখিলেনঃ—সেই পুরীর স্থানে স্থানে গায়কেরা মধুর ললিতস্বরে তাঁহার কীর্ত্তি গান করিতেছে, তিনি ইহা শ্রবণ করণানন্তর আনন্দিত এবং কামিনীর সখিগণের সহিত সর্ব্বদা পরিবৃত হইয়া ক্রীড়া করিতে থাকিলেন। গ্রীষ্মকাল উপস্থিত হইলে, কামিনিগণের সহিত সরোবরে আমোদ করিতে থাকিলেন।৪।২৫।৪২।৪৩।

হে মহারাজ! সেই পুরীর ঊর্দ্ধে সাতটী দ্বার ও অধোদেশে দুইটী দ্বার ছিল। যে কেহ এই পুরীর ঈশ্বর হয়েন, তিনিই এই নবদ্বার দিয়া পৃথক্ পৃথক্ বিষয় ভোগ করেন। ঊর্দ্ধে যে সপ্তদ্বার ছিল। তাহার মধ্যে পাঁচটী পূর্ব্বদিকে ছিল, একটী দক্ষিণে ও একটী উত্তরে রহিয়াছিল, অধোদেশের দুইটীই পশ্চিম দিকে অবস্থিত। হে প্রাচিনবর্হি! এই যে নবদ্বারের সংস্থান শ্রবণ করিলেন, এক্ষণে উহাদের নাম শ্রবণ করুন। পূর্ব্বদিকের পাঁচটী দ্বারের মধ্যে প্রথম দুইটীর নাম খদ্যোত ও আবির্ম্মুখী (অল্পজ্যোতিঃ ও বহুজ্যোতিঃ), ইহা একস্থানে নির্ম্মিত হইয়া সমস্ত জনপদকে আলোকিত করে। চক্ষের সহিত পুরঞ্জন ঐ উভয় দ্বারের সাহায্যে সকল বস্তুর রূপ গ্রহণ করেন। পূর্ব্বদিকস্থ আর দুইটী যুগ্ম দ্বার আছে, তাহাদের একের নাম নলিনী, অপরের নাম নালিনী। উহারাও একত্রে মিলিত; বায়ুর অধিষ্ঠাতা হইয়া পুরঞ্জন ঐ উভয় পথদ্বারা সৌরভ নামক বিষয় ভোগ করেন। ঐ পূর্ব্বদিকস্থ দ্বারসপ্তের মধ্যে সম্মুখবর্ত্তী দ্বারের নাম মুখ্যা; ঐ দ্বারসাহায্যে রস ও বাক্যের অধিষ্ঠাতা পুরঞ্জন ভাষণ ও রসযুক্ত ভক্ষণাদি নামক বিষয় ভোগ করেন। ঐ ঊর্দ্ধস্থিত দক্ষিণ দ্বারের নাম পিতৃহূ, ঐ পথদ্বারা মহীপতি শ্রুতিশক্তি সহযোগে দক্ষিণপঞ্চাল নামক বিষয়মধ্যে গমন করেন। আর ঊর্দ্ধস্থ উত্তর দ্বারের নাম দেবহূ; এই পথ দিয়া শ্রুতিশক্তি সহযোগে মহারাজ পুরঞ্জন উত্তরপঞ্চালে ভ্রমণ করিয়া থাকেন। অধোদেশে যে দুই দ্বার আছে, তাহার মধ্যে প্রথমের নাম আসুরী। দুর্ম্মদ শক্তির সহিত মহারাজ গ্রাম্যসুখ ঐ পথে যাইয়া অনুভব করেন। তাহার নিম্নে যে অধোদ্বার, তাহার নাম নির্ঋতি। লুব্ধকের সহিত পুরঞ্জন রাজা, বৈশস্ নামক বিষয়ে, ঐ পথদ্বারা গমন করেন।৪।২৫।৪৪।৪৫।৪৬।৪৭।৪৮।৪৯।৫০। হে প্রাচীনবর্হি! ঐ পুরীর মধ্যে অনেক পুরজনও ছিল। তন্মধ্যে নির্ব্বাক্ ও পেশস্কৃত নামক দুইটী পুরবাসী অন্ধ ছিল। সকল পুরবাসীর অধিপতি পুরঞ্জন ঐ দুইটীকে লইয়া সর্ব্বত্র গমন ও সকল কার্য্য করিতেন। যখন সেই রাজা অন্তঃপুরে গমন করিতেন, তখন বিষূচীন্ নামক এক বন্ধুর সহিত মিলিত হইয়া, পুত্র ও নারী হইতে সময়ে সময়ে উত্থিত ;—মোহ, হর্ষ, সুখ প্রভৃতি ভোগ করিতেন। এইরূপে সেই নৃপতি কর্ম্মেতে আসক্ত হইয়া সকামী ও অজ্ঞানী হইয়া উঠিলেন। ক্রমে এমন বশীভূত হইলেন যে, মহিষী যাহা অভিলাষ করেন, তিনি তাহা সম্পাদন করিতেই সম্মত থাকেন। সেই কামিনী মদিরা পান করিলে রাজাও মদিরা পানে মদবিহ্বল হয়েন। মহিষী অন্নাদি বা মোদকাদি যাহা ভক্ষণ করেন, রাজাও তাহাই আহার করেন। মহিষী গান করিলে, গান করেন; ক্রন্দন করিলে, ক্রন্দন করেন; হাসিলে, হাস্য করেন; কোন প্রকার গল্প করিলে, তিনিও গল্প করেন। সেই কামিনী দৌড়াইলে তিনিও ধাবিত হয়েন। কোথাও স্থির হইলে, স্থির থাকেন, শয়ন করিলে, শয়ন করেন; উপবেশন করিলে, উপবেশন করেন;

কিছু শুনিলে শ্রবণ করেন; কিছু দেখিলে, দেখেন; কিছু আঘ্রাণ করিলে, আঘ্রাণ করেন; কিছু স্পর্শ করিলে, তিনিও স্পর্শ করেন। যখন সেই রমণী কোন কারণে শোক করেন, তখন তিনিও অনাথ ব্যক্তির ন্যায় শোক করেন। যখন মহিষী হৃষ্টা হয়েন, তখন তিনি হর্ষিত হয়েন; যখন রমণী আনন্দিতা; তখন তিনি প্রফুল্ল হয়েন। হে মহারাজ! এইরূপে সেই রাজা পুরঞ্জন মহিষীকর্তৃক প্রবঞ্চিত হইয়া, তাঁহার সহবাসে আপনার সমস্ত পূর্ব্বপ্রকৃতি হারাইলেন, এবং ইচ্ছা না থাকিলেও মহিষীর বশীভূতত্বহেতু ক্রীড়ামৃগের ন্যায় তাঁহার অনুবর্ত্তী হইয়া, সমস্ত কর্ম্ম করিতে থাকিলেন। ৪।২৫।৫১।৫২।৫৩।৫৪।৫৫।৫৬

ইতি শ্রীভাগবতে চতুর্থস্কন্ধে পঞ্চবিংশাধ্যায়ে উপেন্দ্রকৃতানুবাদ সমাপ্ত।

(এই অধ্যায়ের ব্যাখ্যা পরে উনত্রিংশতি অধ্যায়ে হইবে।)

অথ ষড়্‌বিংশ অধ্যায়।

শ্রীনারদ পূর্ব্ববৃত্তান্ত সমাপ্ত করিয়া রাজা প্রাচীনবর্হিকে কহিলেন:—হে রাজন্! একদা সেই মহীপতি পুরঞ্জন মৃগয়া ইচ্ছা করিয়া, এক রথে আরোহণ করিলেন। সেই রথের পাঁচটী শীঘ্রগামী অশ্ব, দুইটি দণ্ড, দুইটি চক্র, একটি অক্ষ, তিনটি বেণু (ধ্বজা), পাঁচটি প্রহরণ, সাতটি বরূথ (আবরণ) ও পাঁচটি বিক্রম (গতি) ছিল।৪।২৬।১।২। স্বর্ণ অলঙ্কারে ও যুদ্ধে অক্ষয় স্বর্ণময় বর্ম্মদ্বারা আবৃত হইয়া পঞ্চপ্রস্থ নামক বনে, একাদশ সৈন্য সমভিব্যাহারে সেই পুরঞ্জন নৃপতি উক্ত রথারোহণপূর্ব্বক মৃগয়ার্থ গমন করিলেন। অনন্তর সেই রাজা শরকার্ম্মুক ধারণ করিয়া, অতিশয় গর্ব্বিতভাবে মৃগান্বেষণহেতু ইতস্ততঃ বিহার করিতে করিতে মৃগবধার্থ এতদূর আসক্ত হইয়া পড়িলেন যে, আপনার প্রাণসমা পত্নিকেও দূরে ত্যাগ করিলেন। হে বর্হিষদ্! অপবিত্রা আসুরীবৃত্তি আশ্রয় করিয়া, সেই নৃপতি অতিশয় নিষ্ঠুর ও ঘোরাত্মা হইয়া, সেই পঞ্চপ্রস্থবনে বনচারী পশুমাত্রকেই আপনার সুতীক্ষ্ণবাণে বিনাশ করিতে থাকিলেন। ৪।২৬।৩।৪।৫। হে রাজন্! শ্রুতি প্রভৃতি বিধিশাস্ত্র কহেন:—রাজাগণ কেবল শ্রাদ্ধাদি উপলক্ষে প্রয়োজনমত পশুহত্যা করিবেন; কিন্তু লোভবশতঃ হত্যা করিবার বিধি কোথাও নাই। যে মানব বিধিবদ্ধ নিয়মে কর্ম্ম করেন, সেই বিদ্বান্ আপনার জ্ঞানকৃত কর্ম্মদ্বারা আসক্ত হয়েন না। এই বিধি উল্লঙ্ঘন করিয়া যে মানব কর্ম্ম করে, সে কর্ম্মাভিমানী হইয়া থাকে। অতএব সে ব্যক্তি কর্ম্মেতে আসক্ত হইয়া, কর্ম্মোদ্ভূত গুণপ্রবাহে পতিত ও নষ্টপ্রজ্ঞ এবং অধোগামী হইয়া থাকে। ৪।২৬।৬।৭।৮। হে রাজন্! এইরূপে সেই মহামতি পুরঞ্জন আপনার শীঘ্রগামী ও পক্ষধারী তীক্ষ্ণ শরসমূহদ্বারা ভূরি ভূরি শশক, বরাহ, মহিষ, গবয়, রুরু, শল্যক ও মৃগগণের গাত্রচ্ছেদ করিতে লাগিলেন। মৃগগণ আঘাতপ্রাপ্ত হইয়া, দয়ালুগণের দুঃসহ আর্ত্তনাদ করিতে লাগিল। এইরূপে মৃগয়া করিতে২ ক্রমে ক্লান্ত হইলেন। অনন্তর ক্ষুধায়তৃষ্ণায় ও শ্রান্তিতে আকুল হইয়া, মৃগয়া ত্যাগকরতঃ তিনি গৃহে প্রত্যাগমন করিলেন। পরে স্নান ও

আহারাদি করিয়া উপবিষ্ট হইয়া, মৃগয়াজনিত শ্রান্তি দূর করিলেন। অবশেষে ধূপাদির গন্ধে আমোদিত হইয়া, চন্দনমাল্যাদিদ্বারা আপনাকে চর্চ্চিত করিয়া, সাধু অলঙ্কারে সমস্ত দেহকে সজ্জিত করিলেন। এইরূপে সজ্জিত হইয়া তৃপ্ত ও আনন্দিত হইলে, কন্দর্পকর্ত্তৃক তাঁহার মন আকৃষ্ট হওয়াতে, তিনি মহিষীকে স্মরণ করিলেন।৪।২৬।৯।১০। হে মহারাজ প্রাচীনবর্হি! গৃহশোভিনী বরারোহা গৃহিণীকে না দেখিতে পাইয়া, তিনি চঞ্চলমনে পার্শ্ববর্ত্তিনী অন্তঃপুর-চারিণী কামিনিগণকে জিজ্ঞাসা করিলেন:—হে সুন্দরিগণ! তোমাদের ও ত্বদীয়া ঈশ্বরীর সর্ব্বাঙ্গীন্ কুশল তো? পূর্ব্বের ন্যায় এই গৃহে সমস্ত সম্পদ্ থাকিতেও যেন আমার এক্ষণে এসমস্তে রুচি হইতেছে না! দেখ কামিনিগণ গৃহে যদি জননী ও পতিপরায়ণা পত্নী না থাকেন, তবে সেই গৃহ চক্রহীন রথের ন্যায় হয়। চক্রহীন রথে যেমন কোন প্রাজ্ঞজন আরোহণ করেন না, তদ্রূপ জননী ও পত্নীশূন্য গৃহে প্রাজ্ঞ থাকিতে ইচ্ছা করেন না। যিনি বিপদসাগরে পতিত হইলে আমাকে উদ্ধার করেন, সেই পদে পদে উপকারিণী ও বুদ্ধিমতী ললনা কোথায় আছেন? ৪।২৬।১১।১২।১৩। মহীপতির এবম্বিধা বাণী শ্রবণ করিয়া, সেই সীমন্তিনিগণ কহিল, হে নরপতে! আপনার প্রাণেশ্বরীর কি বিপদ উপস্থিত, তাহা আমরা জানিনা। তিনি জ্ঞানহীনভাবে ভূমিতে শয়ন করিয়া আছেন। হে শত্রুহন্! আপনি আসিয়া দেখুন। এই কথা শুনিয়া পুরঞ্জন ত্বরায় মহিষীর সমীপে গমন করিয়া দেখিলেন:—তিনি অবধূতবেশে পতিত হইয়া আছেন। রাজা ব্যাকুল অন্তরে ইহা দেখিয়া, মহিষীর বশীভূত হইয়া, আপনার জ্ঞান হারাইলেন। প্রেয়সীকে প্রণয়কোপজনিত অভিমানে কুটীলকটাক্ষপাতযুক্তা দেখিয়া, তিনি হৃদয়ে অত্যন্ত পীড়া পাইলেন। অথচ তাঁহাকে সন্তুষ্ট করিতে মনোহর উক্তিসমূহ বলিতে থাকিলেন। অনুনয় ও বিনয়যোগে সেই বীরবর পত্নিকে কত সম্ভাষণ করিলেন। ইহাতেও অভিমান নাশ হইল না দেখিয়া, মধুরভাবে বলিলেন:—হে শুভে! যে সকল স্বামী, ভৃত্যগণ অপরাধ করিলে তাহাদের অধীন বলিয়া উপযুক্ত দণ্ড না দেন, সেই সকল প্রশ্রয়ীভূত ভৃত্যেরা আমার মতে নিতান্ত মন্দভাগ্য; কারণ, প্রভু যে সকল দণ্ড ভৃত্যের প্রতি ব্যবহার করেন, তাহা তদনুগ্রহ স্বরূপ। হে তন্বি! কেবল উগ্রপ্রকৃতি বালকেরাই এ দণ্ডের রহস্য না বুঝিয়া ক্রোধ প্রকাশ করে। (অতএব হে সুমতি! তোমার এ অভিমান রূপ দণ্ডে আমি কৃতার্থ হইয়াছি)। এক্ষণে হে মনস্বিনি! তোমার যে আননচন্দ্রমা অনুরাগ ও লজ্জাভরে আনত, যাহাতে প্রসন্নদৃষ্টি ও কটাক্ষ বিরাজ করিতেছে, যাহার চতুর্দ্দিকে নীল কুন্তলরাজি বিস্তৃত, যাহাতে সুনাসা ও মিষ্টবাণী আছে, একবার সেই মুখ আমাকে দেখাও।৪।২৬।১৪।১৫।১৬।১৭। ১৮।১৯।২০। হে প্রিয়ে! তুমি আমার ন্যায় বীরের পত্নি! পৃথিবীতে সাহস করিয়া তোমার অপকার কে করিয়াছে? ব্রাহ্মণ বা বৈষ্ণব ব্যতীত সে ব্যক্তি যে কেহই হউক না, ত্রিলোকের মধ্যে আমার ভয়ে তাহাকে মৃত্যুগ্রস্ত হইতে হইবেই। হে প্রাণেশ্বরি! তোমার এরূপ মলিন বদন আমি কখন দেখি নাই। তোমার নাসিকায় তিলক নাই, তোমার বদনের ভাবে বোধ হইতেছে যে, তোমার ভীষণ ক্রোধে ও অভিমানে, উহার হর্ষভাব নাশ হইয়াছে। তোমার এই নবজাত কুচযুগল অশ্রুজলে সিক্ত হইয়াছে। বিম্বের ন্যায় তোমার অধরপ্রান্ত কুঙ্কুম রাগের ন্যায় তাম্বূলরাগশূন্য রহিয়াছে। হে সুন্দরি! আমি তোমাকে না কহিয়া মৃগয়ায়

গিয়াছিলাম, এই অপরাধে অপরাধী হইয়াছি !! অতএব অপরাধী সুহৃদকে ক্ষমা করিয়া প্রসন্ন হও। দেখ প্রিয়ে, যে কান্ত কামদেবের নিক্ষিপ্ত কুসুমাস্ত্রদ্বারা বিদ্ধ হইয়া, কামযন্ত্রণা ভোগ করিতেছে, সেই কামিনীবশীভূত কান্তকে কোন্ কামিনী সমুচিত সান্ত্বনা না করে ? অতএব ক্রোধ ত্যাগপূর্ব্বক আমার সহিত রমণ কর।৪।২৬।২১।২২।২৩।

ইতি শ্রীভাগবতে চতুর্থস্কন্ধে ষড়বিংশাধ্যায়ে উপেন্দ্রকৃতানুবাদ সমাপ্ত।

(এই অধ্যায়ের ব্যাখ্যা উনত্রিংশতি অধ্যায়ে হইবে।)

অথ সপ্তবিংশতি অধ্যায়।

পূর্ব্বকথা সমাপ্ত করিয়া শ্রীনারদ কহিলেন :—হে প্রাচীনবর্হি ! এইরূপে মহীপতি পুরঞ্জন নানাবিধ মধুর বাণীদ্বারা পুরঞ্জনীকে সন্তুষ্টা করিলেন। সেই পুরঞ্জনী তাঁহাকে আপনার হাব, ভাব ও বিলাসের দ্বারা ক্রমে অত্যন্ত বশীভূত করিয়া, তাঁহার সহিত রমণ করিতে প্রবৃত্তা হইলেন। অনন্তর সেই রাজা যখন দেখিলেন যে, তাঁহার মহিষী অভিমান ত্যাগ করিয়া, সুস্নাতা হইয়া, চারুবস্ত্র পরিধানপূর্ব্বক নানাবিধ অঙ্গরাগদ্বারা শরীররঞ্জিত করিয়া, তৃপ্তা হইয়াছেন ; তখন তিনি তাঁহাকে সাদরে সম্ভাষণ করিলেন এবং তাঁহার সহিত আমোদপ্রমোদে নিরত হইলেন।৪।২৭।১।২। হে রাজন্ ! অনন্তর কখন পুরঞ্জনী স্বামীকে মুগ্ধ করিতে আলিঙ্গন করিলেন, কখন রাজাও মুগ্ধ হইয়া তাঁহার স্কন্ধদেশে হস্তরক্ষাপূর্ব্বক আনন্দভোগ করিলেন। এইরূপে উভয়ে সদাসর্ব্বদা কামযন্ত্রণা এবং কামচেষ্টাতেই নিরত থাকিয়া, জ্ঞানকে কুবিষয়ে আকর্ষণ করিলেন। এইরূপে দিবানিশি সর্ব্বদা বিলাসে মগ্ন থাকিয়া, আপনার আয়ুক্ষয়ের বিষয় কিছুতেই ভাবিলেন না। ৪।২৭।৩ হে বীর ! সেই মহীপতি পুরঞ্জন স্বভাবতঃ মহামনা ছিলেন, কিন্তু মদমত্ত হইয়া মহিষীর ভুজ উপাধানে মস্তক রাখিয়া, উত্তম শয্যায় শয়ন করিয়া, ক্রমে এমন তমোভূত হইলেন, যে, তিনি কোন সময়ও আপনার আত্মাকে কিম্বা পরমাত্মাকে স্মরণ করিলেন না। হে রাজেন্দ্র ! এই কামরূপী মলিনতাতে সেই রমণীবিহারশীল নরপতির জ্ঞান আবৃত হইল এবং কামচরিতার্থকারী এই যে নবীন বয়স, ইহাও ক্ষণার্দ্ধের ন্যায় থাকিয়া পরে ক্রমে অতিক্রান্ত হইল।৪।২৭।৪। সেই মহীপতি পুরঞ্জন, পুরঞ্জনীর গর্ভে একাদশশত পুত্র ও একশত দশ পিতৃমাতৃযশস্করী কন্যা উৎপাদন করিলেন। হে প্রজাপতে ! পুরঞ্জনের পুত্র সকল শীলৌদার্য্যগুণযুক্ত ছিল। এই সকল উৎপাদন করিতে ও যৌবনোচিত আমোদপ্রমোদ করিতে করিতে তাঁহার আয়ুর অর্দ্ধেক অতীত হইল।৪।২৭।৫। অনন্তর সেই পঞ্চালাধিপতি পুরঞ্জন আপনার পুত্রগণের উপযুক্ত বধূ ও কন্যাগণের উপযুক্ত স্বামী দেখিয়া সকলের বিবাহকার্য্য সমাধা করিলেন। ইহাতে সেই প্রত্যেক রাজকুমারের শত শত পুত্র হইয়াছিল। সেই পুত্রপৌত্রাদি দ্বারা পৌরঞ্জনবংশে পঞ্চালরাজ্য পরিপূর্ণ হইল।৪।২৭।৬।৭। হে সম্রাট্ ! সেই পুত্রপৌত্রগণ সকলই রাজকোষ হইতে, আপন আপন জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিতেন। রাজা পুর-

জন সতত তাহাদের পালন করাতে, তাহাদের উপরে দৃঢ় মমত্বের উদয় হইল। তাহাতে তিনি মায়াবিষয়ে একেবারে আবদ্ধ হইলেন। অবশেষে আপনার কল্যাণ ইচ্ছার্থ, হে মহারাজ! আপনি যেরূপ ভূরি ভূরি যজ্ঞ করিয়াছেন; তদ্রূপ দেব, পিতৃ ও ভূতপতিগণের উদ্দেশে তিনিও ভীষণ ভীষণ পশুহিংসাকারী যজ্ঞসমূহে দীক্ষিত হইলেন। এইরূপ যজ্ঞ ও পুত্রাদিকুটুম্ব-ভরণে আশক্ত হইয়া, যতই উন্মত্ত হইতে থাকিলেন; ততই তাঁহার প্রিয়া পত্নী হইতে অনাদর প্রাপ্তির হেতুস্বরূপ বিষমা জরা নামক অবস্থা তাঁহাকে গ্রাস করিতে লাগিল।৪।২৭।৮।৯।

চণ্ডবেগ নামে এক অতি বিখ্যাত গন্ধর্ব্বপতি ছিল, তাঁহার তিন শত ষষ্ঠি সংখ্যক অতি বলবান গন্ধর্ব্ব অনুচর ছিল। শুক্ল ও কৃষ্ণবর্ণের তিন শত ষষ্টিসংখ্যকা গন্ধর্ব্বীও সেই রাজার অনুচরী ছিল। এই গন্ধর্ব্ব ও গন্ধর্ব্বিগণদ্বারা সংযুক্ত হইয়া, কামনার আস্পদস্বরূপ সকল রাজার পুরীসমূহ সে লুণ্ঠন করিত। ৪।২৭।১০।১১। হে প্রজাপতে! সেই লুণ্ঠনস্বভাব চণ্ডবেগ গন্ধর্ব্বের অনুচরগণ যখন পুরঞ্জনের পুরী আক্রমণ করিতে আরম্ভ করিল, তখন সেই পুরীরক্ষাকারী সর্প তাহাদের বাধা দিতে থাকিল। সেই গন্ধর্ব্বানুচরেরা সংখ্যায় সপ্তশত বিংশতি জন ছিল; আর সর্প একা; তথাপি মহাবলী সর্প ঐ বহুসংখ্যক দস্যুর সহিত একশতবর্ষ পর্য্যন্ত সমর করিল। অনন্তর সেই মহীপতি পুরঞ্জন যখন দেখিলেন, আপনার একমাত্র রক্ষক সর্প বহুসংখ্যক গন্ধর্ব্বের সহিত বহুদিন যুদ্ধ করিয়া ক্রমে বলহীন হইল। তখন তাঁহার ভীষণ চিন্তা উপস্থিত হইল, এবং পঞ্চালরাজ্যের রাজপুরী ও পুরবাসী সকলেই ক্লিষ্ট হইয়া দুঃখিত হইয়া উঠিল। হে রাজন্! ইতিপূর্ব্বে সেই মহীপতি পঞ্চালরাজ্যে প্রবেশাবধি আপন পার্ষদগণের সহিত নানাবিধ সুখ ভোগ করিতেন; শেষে এমন দস্যুভয় ঘটিবে, তাহা তিনি কোন সময়েও ভাবেন নাই।৪।২৭।১২।১৩।১৪।১৫। হে প্রাচীনবর্হি! মহাবীর কালের যে জরা নাম্নি দুহিতা ছিলেন, তিনি সেই সময়ে আপনার অনুরূপ পতি পাইবার জন্য ত্রিভুবন ভ্রমণ করিতেছিলেন, কিন্তু কোথাও তাঁহাকে কেহ আদর করিয়া গ্রহণ করিল না। এই দুর্ভাগ্যহেতু ত্রিভুবনে সকল ব্যক্তিই তাঁহাকে দুর্ভাগা বলিয়া ডাকিত। একদা সেই কামিনী পৃথিবীতলে ভ্রমণ করিতেছিলেন। বৃহৎব্রতধারী আমিও সেই সময়ে ব্রহ্মলোক হইতে পৃথিবীতলে আসিতেছিলাম। তিনি আমাকে দেখিয়া একেবারে কামে হতচেতনা হইয়া বরণ করিলেন।৪।২৭।১৬।১৭। হে রাজন্! আমি ব্রহ্মচারী, আমার স্ত্রীতে প্রয়োজন ছিল না, এই জন্য আমি তাঁহাকে প্রত্যাখ্যান করাতে, তিনি আমার প্রতি অতিশয় ক্রুদ্ধা হইয়া; এই বলিয়া শাপ দিলেন যেঃ—হে মুনে! তুমি যখন বিমুখী হইয়া আমার বাঞ্ছা পূর্ণ করিলে না, তখন আমার শাপে তুমি কখন কোথাও স্থির থাকিতে পারিবে না! আমাকে এইরূপে অভিশপ্ত করিয়া, সেই কামিনী দুঃখিতা হইলে, তাঁহার প্রতি আমার অত্যন্ত দয়া উপস্থিত হইল। আমি যবনেশ্বরকে তাঁহার উপযুক্ত ভাবিয়া তাঁহাকে দেখাইয়া দিলাম। সেই বিনষ্টসংকল্পা কামিনীও ভয় নামক যবনপতিকে বরণ করিতে ইচ্ছা করিলেন। অনন্তর সেই কামিনী যবনপতির সমীপে যাইয়া কহিলেনঃ—হে যবনশ্রেষ্ঠ! আমি তোমাকে পতিত্বে বরণ করিতে ইচ্ছা করিয়াছি; আমাকে বরণ করিলে অদ্যাবধি আমার সহযোগে তুমি প্রাণিগণের প্রতি যেরূপ অধিকার স্থাপন করিতে ইচ্ছা করিবে, তাহা-তেই সফল হইবে, কোনরূপে বিফল হইবে না। হে বীর! লোকাচার ও বেদাদি শাস্ত্রসমূহ

এই কথা বলে যে, যাহা দেয় এবং যাহা গ্রহণীয়, এমন বস্তু যদি আপনি উপস্থিত হয়, তাহা দান বা গ্রহণ করা উচিত; নচেৎ বালকের ন্যায় নির্ব্বুদ্ধিতাহেতু দাতাগৃহীতা শেষে উভয়েই শোক করিয়া থাকে। অতএব আমি তোমাকে ভজনা করিতে সমাগতা, তুমি আমাকে ভজনা কর। ঋতুমতী ও স্বামীচ্ছাবতী কামিনীর প্রতি দয়া করা পুরুষের কর্ত্তব্যধর্ম্ম হইতেছে। অতএব আমার প্রতি দয়া প্রকাশ করিয়া (আমাতে বিহার কর)।৪।২৭।১৮।১৯।২০।২১।২২। হে মহারাজ! কালকন্যার এইরূপ কথা দেবতাগণের গুপ্ত আজ্ঞা (মৃত্যু) সাধনকারী যবনেশ্বর শ্রবণ করিয়া, তাঁহাকে সুমিষ্টভাবে কহিলেন:—হে কামিনি! তুমি ইহলোকে জ্ঞানবান্ জনের নিকট অমঙ্গলা ও অরুচিকরিণী বলিয়া চিরকাল অনাদৃতা হইতেছ। ইহা আমি বুঝিতে পারিয়া তোমার পতি স্থির করিয়াছি। তুমি অদ্য হইতে আমার বরে অপ্রকাশগতি হও এবং এই কর্ম্মজন্য ভোগনির্ম্মিত লোকে প্রবেশ করিয়া, সকল মুগ্ধপুরুষকেই ভোগ কর। আমার সৈন্য সমভিব্যাহারে তুমি কর্ম্মভূমিতে গিয়া, নিত্য নিত্য প্রজাসংহার করিতে থাকিও। দেখ কামিনি! প্রজ্বার নামে আমার এক বলবান্ ভ্রাতা আছে, তুমিও আমার বলবতী ভগ্নী হও, উভয়ে মিলিত হইয়া পরাক্রম ও সেনা সহকারে অব্যক্তভাবে এই কর্ম্মভূমিতে স্বচ্ছন্দে বিচরণ করিতে থাক।৪।২৭।২৩।২৪।২৫।২৬।

ইতি শ্রীভাগবতে চতুর্থস্কন্ধে সপ্তবিংশতি অধ্যায়ে উপেন্দ্রকৃতানুবাদ সমাপ্ত।

(এই অধ্যায়ের ব্যাখ্যাও উনত্রিংশতি অধ্যায়ে হইবে।)

অথ অষ্টাবিংশতি অধ্যায়।

পূর্ব্বকথা সমাপ্ত করিয়া শ্রীনারদ কহিলেন:—হে প্রাচীনবর্হি! প্রজ্বার ও কালকন্যা উভয়ে সম্মিলিত হইয়া, দৈববলশালী অগণ্য ও আদিষ্ট পূর্ব্বসেনা লইয়া, এই পৃথিবীতলে বিহার করিতে থাকিল। একদা তাহাদের সম্মুখে পুরঞ্জনের সকল ভোগসম্পত্তিমান্ ও সর্পকর্ত্তৃক রক্ষিত কালজীর্ণ পুরীকে দেখিয়া, আক্রমণ করতঃ তাহার সকল দ্বার রোধ করিল। হে রাজন্! যে কালকন্যার আক্রমণমাত্রে পুরুষ তৎক্ষণাৎ পুরত্যাগ করিয়া প্রস্থান করে; এক্ষণে সেই কালকন্যা ভীষণ বলে মহারাজ পুরঞ্জনের সহিত সেই পুরীকে আক্রমণ করিয়া, ভোগ করিতে থাকিল।৪।২৮।১।২। যখন কালকন্যা সেই পুরাধিপতির সমস্ত পুরীস্থিত সমৃদ্ধি ভোগ আরম্ভ করিল, সেই সময়ে সমাগত সমস্ত যবনসেনা চতুর্দ্দিক দিয়া গৃহের সকল দ্বারেই প্রবেশপূর্ব্বক পুরীকে ছিন্নভিন্ন করিতে থাকিল। সেই কুটুম্ব ও স্বজনপালনে মমতাকুলচিত্ত এবং অভিমানী পুরঞ্জন সেই কালকন্যার দ্বারা পীড়িত হইয়া, নানাবিধ সন্তাপ ভোগ করিতে লাগিলেন। ৪।২৮।৩ হে প্রজাপতে! সেই নৃপতি পুরঞ্জন কালকন্যার দ্বারা আলিঙ্গিত হইয়া, আপনার পূর্ব্বশ্রী হারাইলেন, বুদ্ধি হারাইলেন, কর্ম্মাকুলচিত্ত হইলেন, শেষে চৈতন্য ও উত্থানাদি শক্তিকে গন্ধর্ব্ব ও যবনাদি সেনার আক্রমণে ক্রমে ক্রমে হারাইলেন। ক্রমে তিনি দেখিলেন যে, আপনার পুরী যত বিশীর্ণ হইতে লাগিল, ততই আত্মীয় সকল প্রতিকূল হইল। এমন যে

পুত্রপৌত্রাদি, অনুচর ও আমাত্যাদি, সকলই তাঁহাকে অসম্মান করিতে থাকিল। এমন যে প্রাণসমা প্রেয়সী, তিনিও পূর্ব্বপ্রণয় বিস্মৃতা হইলেন। একদিকে স্বজন ও স্ত্রী প্রতিকূল, অপরদিকে আপনি কালকন্যা জরাকর্ত্তৃক আক্রান্ত এবং আপনার পঞ্চালরাজ্য শত্রুগণের দ্বারা দূষিত। ইহা দেখিয়া তাঁহার দুরন্ত চিন্তা উপস্থিত হইল। তিনি কোনমতে আর উদ্ধারের উপায় দেখিলেন না।৪।২৮।৪।৫।৬ হে সম্রাট্! পুরঞ্জনের তখনও ভোগ অভিলাষ ছিল, কিন্তু কালকন্যার আক্রমণে একেবারে অক্ষম হইয়াছিলেন। পুত্রদারাদি লালন ও পালনে, পূর্ব্ব হইতেই ইহপরলোকীয়া গতির কথা ভুলিয়াছিলেন। যখন তিনি কালকন্যার দ্বারা পীড়িত ও গন্ধর্ব্ব এবং যবন সেনাগণের দ্বারা আক্রান্ত হইয়া, একেবারে নিস্তেজঃ হইলেন; তখন ইচ্ছা না থাকিলেও যাতনাকে অসহ্য ভাবিয়া, পুরীত্যাগ করিতে চেষ্টা করিলেন। সেই সময়ে যবনেশ্বরের ভ্রাতা প্রজ্বার-সেনাপতি ভ্রাতৃপ্রিয়সাধন করিতে একেবারে পুরীকে দগ্ধ করিয়া ফেলিলেন। ৪।২৮।৭। হে রাজন্! কুটুম্ব ও মমতায় আশক্তচিত্ত সেই পুরঞ্জন যখন দেখিলেন যে, আপনার সম্পদ, পৌরজন, কুটুম্ব ও পুত্রাদির সহিত পুরী দগ্ধ হইতেছে, তখন পুত্রাদির সহিত তিনি অত্যন্ত পরিতাপ করিলেন। ৪। ২৮। ৮। অনন্তর সেই পুরী কালকন্যা কর্ত্তৃক গ্রাসিত হইতে আরম্ভ হইলে, যবনসেনা একেবারে পুরীকে অবরোধ করিয়া ফেলিল এবং মহাবীর প্রজ্বার দগ্ধ করিতে থাকিল। সেই সময়ে পুরের রক্ষক জরাগ্রস্ত সর্পও পরিতাপ করিতে থাকিল। আর তথায় থাকিতে না পারিয়া, বৃক্ষ দগ্ধ হইতে আরম্ভ হইলে কোটরস্থ সর্প যেমন বাহির হইয়া থাকে, তদ্রূপ সেই সর্পও অতি কষ্টে কাঁপিতে কাঁপিতে সেই পুরী হইতে বহির্গত হইল।৪।২৮। ৯।১০। সেই সর্প বহির্গত হইলেই নৃপতি পুরঞ্জনের শারিরিক্ বীর্য্য গন্ধর্ব্বকর্ত্তৃক একেবারে হৃত হইল, তাঁহার অবয়ব শিথিল হইল। সেই সময় যবনশত্রুগণ তাঁহার কণ্ঠ চাপিয়া ধরিল। ইহাতে তিনি রুদ্ধকণ্ঠ হইয়া ক্রন্দন করিতে লাগিলেন।৪।২৮।১১। হে রাজন্! সেই সময় সেই গৃহী পুরঞ্জনের মনে :—কন্যা, পুত্র, পুত্রবধূ, জামাতা, অনুচর এবং অবশিষ্ট যৎকিঞ্চিৎ গৃহাংশ, কোষ ও বেশভূষাদির আশক্তি উদয় হওয়াতে; ইহা আমার, আমি একজন ছিলাম, এইরূপ বহুতর কুচিন্তা প্রকাশ হইল। অবশেষে তিনি প্রাণসমা প্রেয়সীকে কিরূপে ত্যাগ করিয়া, (যবনগণের প্রদত্ত যাতনাহেতু পুরীত্যাগ করিবেন) এই ভাবনায় একেবারে দীনভাবাপন্ন হইলেন। ৪।২৮।১২। সেই অন্তিমসময়ে পুরঞ্জন ভাবিলেনঃ—আমি এই পুরীত্যাগ করিলে, আমার কুটুম্বিনী (স্ত্রী) অনাথা হইয়া কিরূপে একা থাকিবেন, নিশ্চয়ই আকুলা হইয়া দুঃখিনী আমার জন্য ও পুত্রাদির জন্য শোক করিবেন। আহা! যিনি আমি না আহার করিলে আহার করিতেন না, আমি স্নান না করিলে, স্নান করিতেন না; আমি একবার ক্রোধ করিলে ভীতা হইতেন; আমি একবার সামান্য ভর্ৎসনা করিলে, যিনি ভয়ে নির্ব্বাক্ থাকিতেন; আমি অজ্ঞান হইলে বুঝাইতেন; আমি কখন বিদেশে গমন করিলে, শোকে অতি কৃশা হইতেন; এক্ষণে আমি একেবারে ত্যাগ করিয়া যাইতেছি দেখিয়া, সেই বীরপ্রসবিনী কখনই এই গৃহস্থ আশ্রমে থাকিতে ইচ্ছা করিবেন না! ৪।২৮।১৩।১৪।১৫। হায়! হায়! আমার পুত্র ও কন্যাগণ আমা ভিন্ন কখন অপর আশ্রয় পায় নাই, আমি গমন করিলে, সাগরে পতিত নৌকাহীন জনের ন্যায় নিশ্চয়ই উহারা আশ্রয়হীন হইবে। ৪। ২৮। ১৬।

হে রাজন্! এইরূপে মুগ্ধবুদ্ধি পুরঞ্জন অন্তিমকালে শোক করিতেছেন, এমন সময়ে গ্রহণের অযোগ্য হইলেও তাঁহাকে গ্রহণ করিবার ইচ্ছায় ভয় নামে যবনরাজ (মৃত্যু) আসিয়া উপস্থিত হইলেন। ৪। ২৮। ১৭। অনন্তর সেই নৃপতি পুরঞ্জন যবনগণ কর্তৃক আবদ্ধ হইয়া, পশুর ন্যায় তাহাদের অধীনে গমন করিলেন। তাঁহার অনুচরেরা শোকে অত্যন্ত আকুল হইয়া, ক্রন্দন করিতে করিতে তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিল। ৪। ২৮। ১৮। ইতিপূর্ব্বে যে ভুজঙ্গম পুরীতে আবদ্ধ ছিল, এক্ষণে সে পলায়ন করাতে, ঐ পুরী ক্রমে ক্রমে শীর্ণ হইয়া, প্রকৃতিস্থ মহাভূতে মিলিত হইল। সেই নৃপতি বলবান্ ও দুরন্ত যবনদ্বারা যখন আকৃষ্ট হইতে থাকিলেন, তখনও তিনি একবার অলক্ষ্যস্থিত হিতকারী পূর্ব্বসখাকে স্মরণ করিলেন না। এইজন্য যখন তিনি যবনপুরীতে উপস্থিত হইলেন, তখন তাঁহার বিষম বিপদ উপস্থিত হইল। তিনি ইতিপূর্ব্বে ভূরি ভূরি যজ্ঞ করিয়া যে সকল পশুকে হত্যা করিয়াছিলেন, যবন পুরীতে সমাগত নির্দ্দয় নৃপতিকে দেখিয়া এবং তাঁহার পূর্ব্বকৃত পাপ স্মরণ করিয়া, অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া সেই পশুগণ কুঠারহস্তে একে একে নৃপতিকে খণ্ড খণ্ড করিতে লাগিল। আহা! প্রমদার সঙ্গদোষে নৃপতির চিত্ত একান্ত দূষিত থাকাপ্রযুক্ত অজ্ঞানাধিক্যে তাঁহার স্মৃতি নাশ হইয়া গেল, তিনি একেবারে অনন্ত যাতনার কুণ্ডে পতিত হইলেন। তাঁহার আর শান্তির কোন উপায় রহিল না। ৪। ২৮। ১৯। ২০। ২১। ২২। হে মহীপতে! সেই পুরঞ্জন মৃত্যুকালে আপনার প্রাণসমা প্রেয়সীর বিরহই চিন্তা করিয়াছিলেন। এইজন্য দেহান্তেও তাঁহার সেই মহিষীচিন্তা থাকাতে; বিদর্ভরাজগৃহে তিনি এক সুন্দরী কামিনীভাবে জন্ম গ্রহণ করিলেন। সেই রাজকন্যাবস্থায় ক্রমে তাঁহার যৌবন কাল উপস্থিত হইল। তাঁহার বিবাহার্থ এক বীর্য্যময় পণ স্থির হইল। যিনি বলে অধিক হইবেন, তিনিই ঐ রাজকন্যাকে বিবাহ করিতে পারিবেন। ইহা শ্রবণে সকল দেশীয় রাজাগণ আপনাপন বীর্য্য দেখাইতে উপস্থিত হইলেন। তন্মধ্যে পাণ্ড্যদেশাধিপতি পররাষ্ট্রজয়ী মলয়ধ্বজ নৃপতি সকল রাজাকে যুদ্ধে পরাজয় করিয়া, ঐ বৈদর্ভীকে বিবাহ করিলেন। মলয়ধ্বজের সহবাসে সেই বৈদর্ভীর একটী অসিতেক্ষণা কন্যা ও সপ্ত দ্রবিড়ভূমিপালনকারী সাতটী সন্তান লাভ হইল। হে প্রাচীনবর্হি! সেই সকল পুত্রকন্যা হইতে অর্ব্বুদ অর্ব্বুদ পুত্রকন্যা উৎপাদন হইয়াছিল। তাঁহাদেরই বংশ দ্বারা পৃথিবী মন্বন্তরকাল পর্য্যন্ত পূর্ণা ছিল। ৪। ২৮। ২৩। ২৪। ২৫। ২৬। বৈদর্ভীর যে কন্যা ছিলেন, সেই কন্যা অতিশয় ব্রতপরায়ণা হওয়াতে অগস্ত্য মুনি বিবাহ করেন। তাঁহার সহবাসে দৃঢ়চ্যুত নামে পুত্র হয়। সেই দৃঢ়চ্যুত হইতে ইধ্মবাহ নামে এক অতি তেজস্বী মুনিকুমার জন্ম গ্রহণ করেন। এইরূপে পুত্র ও কন্যার বংশবৃদ্ধি হইতে দেখিয়া, সেই রাজর্ষি মলয়ধ্বজ আপনার অধিকৃত পৃথিবীরাজ্য পুত্রপৌত্রাদিকে বিভাগ করিয়া দিয়া, শ্রীকৃষ্ণের আরাধনা করিতে কুলাচলে গমন করিলেন। হে রাজন্! এই সকল গৃহসম্পদ এবং পুত্রকন্যাদি ত্যাগ করিয়া, সেই মদিরেক্ষণা বৈদর্ভী আপন স্বামী পাণ্ড্যদেশাধিপতির পশ্চাতে, রজনীকরের পশ্চাদ্গামী জ্যোৎস্নার ন্যায় গমন করিলেন। সেই কুলাচলে চন্দ্রবসা, তাম্রপর্ণী ও বটোদকা নামে অতি পবিত্র নদীত্রয় ছিল। মলয়ধ্বজ বাহ্যাভ্যন্তরস্থ মলিনতা ক্ষালনার্থ নিত্য নিত্য সেই পবিত্র সলিলসমূহে স্নান করিতে থাকিলেন। ক্রমে কন্দ, বীজ, ফলমূল, পুষ্প, পর্ণ, তৃণ ও উদকাদি

সামান্য পানাহারে কঠিন তপস্যা করিয়া, আপনার গাত্রকে কৃশ করিলেন। শেষে তিতিক্ষাগুণ ধারণ করিয়া :—শীত, উষ্ণ, বাত, বর্ষা প্রভৃতি সহ্য করিলেন; ক্ষুৎপিপাসা জয় করিলেন; অবশেষে সুখে ও দুঃখে, প্রিয়াপ্রিয়ে আশক্তিরহিতা হইয়া সমদর্শন লাভ করিলেন। ক্রমে তিনি তপস্যা ও উপাসনাদির দ্বারা আপনার প্রারব্ধ কামযুক্তা বাসনাকে দগ্ধ করিয়া যম ও নিয়মের অভ্যাসে ইন্দ্রিয়, প্রাণ ও চিত্তকে জয় করিলেন। শেষে তিনি ধারণাবলে পরংব্রহ্মে আত্মসংস্থান করিলেন। ৪। ২৮। ২৭। ২৮। ২৯। ৩০। ৩১। ৩২। হে রাজন্! এদিকে বৈদর্ভী-পতি এইরূপ কঠিন অনুরাগবলে স্থাণুর ন্যায় অচল ভাবে, স্বর্গীয় দ্বিশত বর্ষ পর্য্যন্ত একস্থানে থাকিয়া, সকল কামনা ত্যাগ পূর্ব্বক কেবল ভগবান বাসুদেবে নৈষ্টিকী রতি স্থাপন করিলেন। এই রতি ক্রমে বর্দ্ধিতা হওয়াতে মহামতি মলয়ধ্বজ আপন আত্মাতে ব্যাপকভাবে পরমাত্মাকে দেখিলেন। আপন আত্মার অতিরিক্ত সেই ঈশ্বরকেও ভাবিলেন। স্বপ্নদৃষ্ট কল্পনা যেমন জাগৃত অবস্থায় মিথ্যা বোধ হয়, তদ্রূপ এই সুখদুঃখাদি মণ্ডিত সংসারকল্পনাকে তিনি মিথ্যা ভাবিয়া মায়া হইতে বিরত হইলেন। এই অবস্থায় স্বয়ং ভগবান হরি তাঁহাকে দেখা দিয়া প্রকৃত জ্ঞান উপদেশ দিলেন। এই উপদেশবলে তাঁহার অন্তরে বিশুদ্ধ জ্ঞানদীপ প্রদীপ্ত হওয়াতে জ্ঞানের জ্যোতিঃদ্বারা তিনি সমস্ত বিষয় জ্ঞাত হইলেন। এইরূপে তিনি আপনার আত্মাকে ব্রহ্মেতে এবং ব্রহ্মকে আত্মাতে সংযুক্ত দেখিয়া, একেবারে উপশান্ত হইলেন। হে সম্রাট্! তখন সতী বৈদর্ভী, সংসারের সকল প্রকার ভোগ পরিত্যাগ করিয়া, কেবল আপনার পরম ধর্ম্মজ্ঞ পতিকে প্রগাঢ় প্রেমের সহিত সেবা করিতে থাকিলেন। সেই সময়ে তিনিও ব্রতধারিণী হইয়া চীর পরিধান পূর্ব্বক আপনার মস্তকের কেশকে বেণীর ন্যায় জটারূপী করিয়া, শিখাশান্ত উজ্জ্বল অগ্নির ন্যায়, জ্ঞানময় পতির সমীপে প্রশান্ত ভাবে থাকিলেন। ৪। ২৮। ৩৩। ৩৪। ৩৫। ৩৬। ৩৭। হে সম্রাট্! তাঁহার পতি পূর্ব্বে যেমন যোগাশ্রয় করিয়া সুস্থির আসনে ব্রহ্মানন্দ উপভোগ করিতেন, তিনি উপরত (মুক্ত) হইলেও তাঁহার দেহকে সেই মুক্তাবস্থায়ও উপবিষ্ট থাকিতে দেখিয়া, অঙ্গনা বৈদর্ভী পতির মুক্তি বিষয় জানিতে পারেন নাই। যখন তিনি প্রতিদিবসের ন্যায় পতিপদ পূজা করিতে গমন করিলেন, সেই সময় পতিচরণকে উষ্ণ না দেখিয়া, একেবারে বিরহে আকুল হইয়া যূথভ্রষ্টা মৃগীর ন্যায় কাতরা হইলেন। আপনি একাকিনী সেই বিজন অরণ্যে পতিহীনা দীনা হইয়াছেন, ইহা ভাবিয়া বিষম শোকাশ্রুতে স্তনযুগল আর্দ্র করিয়া সুস্বরে রোদন করিতে থাকিলেন। ক্রন্দন করিতে করিতে স্বামীদেহের প্রতি চাহিয়া খেদে বলিলেন :—হে রাজর্ষে! আপনি গাত্রোত্থান করুন, দেখুন এই অসীম সাগরতীরে আমি একাকিনী পতিতা; এসময়ে দস্যু ও দুর্জ্জন ক্ষত্রিয়-ভয়ে ভীতা, আমাকে উদ্ধার করুন। এইরূপে সেই পতির অনুগতা সতী অরণ্যের মধ্যে বিলাপ করিতে করিতে ভর্ত্তার পদযুগলে পতিত হইয়া, ক্রন্দন ও অশ্রু বিসর্জ্জন করিতে লাগিলেন। অনন্তর দারুময়ী চিতা প্রস্তুত করিয়া তাহাতে পতির দেহ আরোপণ পূর্ব্বক; তাহা প্রদীপ্ত করতঃ বিলাপযোগে অনুমৃতা হইতে ইচ্ছা করিলেন। ৪।২৮। ৩৮। ৩৯। ৪০। ৪১। ৪২। ৪৩।

অনুমৃতা হইতে ইচ্ছা করিয়া যখন তিনি চিতায় পতিত হইতে উদ্যোগ করিতেছেন, এমন সময়ে এক প্রাচীন বন্ধুরূপী আত্মজ্ঞ ব্রাহ্মণ সেই বিলাপকারিণীর সম্মুখে আসিয়া, তাঁহাকে মৃদু

ও সুযুক্তিসম্পন্ন মধুর বাক্যে কহিলেন:—হে সুন্দরি! তুমি কে? তুমি কাহার পত্নী? এই যে চিতাশায়িত দেহ দেখিতে পাইতেছি, যাহার জন্য তুমি শোক করিতেছ, ইনি কে হয়েন? আমি যে তোমার অতি প্রাচীন সখা, অগ্রে একত্রে বিহার করিতাম, তুমি সেই স্থান হইতে ভৌমসুখ ভোগ করিবার জন্য অন্যত্র গমন করিয়াছিলে! হে বন্ধো! তুমি ও আমি উভয়েই এক প্রলয়কাল পর্য্যন্ত একত্রে এক ভাবে মানস সরোবরের হংস হইয়া বাস করিতাম। অনন্তর তুমি আমাকে ত্যাগ পূর্ব্বক গ্রাম্যসুখ ভোগে মতি স্থির করিয়া, পৃথিবীতলে ভ্রমণ করিতে করিতে একদা এক নারীর নির্ম্মিতা পুরী দেখিতে পাও। সেই পুরীর মধ্যে পাঁচটী উপবন ছিল, নয়টি দ্বার ছিল, একটী দ্বারপাল ছিল, তাহা ত্রিকোষ্ঠে নির্ম্মিত ছিল। সেই পুরীতে ছয়টী বণিককুল ছিল; পাঁচটী হট্ট ও পাঁচটী প্রকৃতি ছিল। এক নারী তাহার অধ্যক্ষ ছিলেন। হে বন্ধো! সেই পুরীর বিশেষ পরিচয় শ্রবণ কর:—রূপরসাদি পাঁচটী ইন্দ্রিয়ের বিষয়ই এই পুরীস্থ পঞ্চোপবন। প্রাণের ছিদ্রস্বরূপ মুখনাসিকাদি ভেদে নয়টী তাহার দ্বার ছিল। ভূমি রস ও তেজাদিই তাহার কোষ্ঠত্রয় ছিল। পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয় ও মনই সেই স্থানের আত্মীয় ও বণিকাদি ছিল। পাঁচটী বিপনী পঞ্চকর্ম্মেন্দ্রিয় এবং পঞ্চপ্রকৃতিই প্রজারূপী পঞ্চভূত হইতেছে। একমাত্র মায়াশক্তিই তথাকার অধীশ্বরী। পুরুষ সেই স্থানে প্রবিষ্ট হইলে শক্তির অধীন হইয়া জ্ঞান হারাইয়া থাকেন। হে বন্ধো! এই জন্যই তোমার সেই মায়া কামিনীর স্পর্শনে ও রমণে ব্রহ্মস্মৃতি নাশ হইয়াছে। হে বিভো! সেই পাপীয়সীর সঙ্গদ্বারাই তোমার ঈদৃশী দশা লাভ হইয়াছে। হে বন্ধো! তুমি বিদর্ভরাজকন্যা নহ। এই গতায়ুঃ বীরও তোমার স্বামী নহে। যে পুরঞ্জনী তোমাকে নবদ্বার বিশিষ্টা পুরীতে আবদ্ধ করিয়াছিল, তুমি তাহার পতিও নহ। হে সখে! তুমি যে শক্তির আশ্রয়ে পূর্ব্বজন্মে আপনাকে পুরুষ ভাবিয়াছিলে এবং এক্ষণে আপনাকে স্ত্রী বলিয়া ভাবিতেছ, উহা আমরাই মায়া। আমি সেই শক্তিবলেই এইরূপ (কর্ম্মানুরূপ) সৃষ্টি করিয়া থাকি। তুমি না পুরুষ না কামিনী; আমরা উভয়ে সেই একত্রবাসী হংস; এক্ষণে সেই পূর্ব্বভাব বুঝিতে থাক। ৪। ২৮। ৪৪। ৪৫। ৪৬। ৪৭। ৪৮। ৪৯। ৫০। ৫১। ৫২। ৫৩। ৫৪। হে বন্ধো! তুমি আমাকে আর পর ভাবিও না। আমি তোমার স্বরূপ এবং তুমিও আমার সহিত এক। যাঁহারা আমাদের উভয়কে জ্ঞাত আছেন, সেই আত্মজ্ঞানিগণ আমাদের উভয়ের মধ্যে কিছুমাত্র ভেদ স্বীকার করেন না। যেমন কোন পুরুষ আদর্শে আপনার মুখকে দেখিলে, বিম্বিত ও প্রকৃত বলিয়া অনুভব করে; তদ্রূপ বিম্ব ও প্রকৃতভেদে তোমার ও আমার ভেদ। কিন্তু অজ্ঞানীর চক্ষে এই বিম্ব ও প্রকৃত মূর্ত্তিকে দুই বলিয়া বোধ হয় মাত্র। আমরা অভিন্ন হইতেছি। এইরূপে সেই মানসহংসীরূপী বৈদর্ভী, ব্রাহ্মণরূপী হংস কর্ত্তৃক বাস্তবিক্ প্রবোধিতা হইলে, মোহত্যাগ করিয়া আপনার পূর্ব্বস্মৃতিসুখ লাভ করিলেন। হে মহারাজ প্রাচীনবর্হি! আপনাকে আমি এই অধ্যাত্মজ্ঞান পরোক্ষ উপায়ে বলিয়াছিলাম, কারণ পরোক্ষ উপায়ে তত্ত্বজ্ঞানযোগ উপদেশ করিলে বিশ্বভাবন ভগবান নারায়ণ শ্রোতার অতিশয় প্রিয় হইয়া থাকেন। ৪। ২৮। ৫৫। ৫৬। ৫৭। ৫৮।

ইতি শ্রীভাগবতে চতুর্থস্কন্ধে অষ্টাবিংশতি অধ্যায়ে উপেন্দ্রকৃতানুবাদ সমাপ্ত।

অথ ঊনত্রিংশতি অধ্যায়।

শ্রীনারদের পরোক্ষকথা মহারাজ প্রাচীনবর্হি সম্যক্ প্রকারে বুঝিতে না পারিয়া, তাঁহাকে কহিলেন :—আপনার এই গুরুভাবযুক্ত কথার ভাব জ্ঞানিগণ বুঝিতে পারেন; আমরা একেবারে কর্ম্মমোহিত মূঢ়, আমরা সম্যক্ প্রকারে বুঝিতে সক্ষম হই নাই। অনুগ্রহপূর্ব্বক বিস্তার করিয়া বলুন। রাজার প্রশ্নে সন্তুষ্ট হইয়া শ্রীনারদ কহিলেন :—হে রাজন্! যিনি স্বকর্ম্মদ্বারা পুরুষরূপে আপনার :—এক, দুই, তিন, চারি, কিম্বা বহু পদযুক্ত ভোগগৃহ নির্ম্মাণ করেন; তাঁহারই নাম পুরঞ্জন (জীবাত্মা) হইতেছে এবং যিনি ঐ রূপ-পুরবাসী পুরুষের নিকট :—নামে, কার্য্যে বা গুণাদিতে কখন পরিচিত হয়েন না, সেই সকলের অবিজ্ঞাত বন্ধুই স্বয়ং ঈশ্বর হইতেছেন।

হে সাধো! যে সময়ে ঐ পুরুষ সম্যক্ প্রকারে প্রাকৃতিক্ সমস্ত গুণকে ভোগ করিতে ইচ্ছা করেন, তখন তিনি নবদ্বার ও দ্বিহস্তপদবিশিষ্টা পুরীকেই উত্তম ভোগার্হ বলিয়া বিবেচনা করেন। যে তমোগুণাপন্ন বুদ্ধি হইতে (আমি ও আমার) ইত্যাকার অহঙ্কার প্রকাশ হয় এবং যাহাকে আশ্রয় করিয়া ঐ নবদ্বারবিশিষ্টা পুরীতে পুরুষ সমস্ত ইন্দ্রিয়সহযোগে প্রাকৃতিক্ বিষয় ভোগ করিয়া থাকেন; তাহাকেই (পুরঞ্জনী নামে বিষয়াত্মিকা বুদ্ধি) প্রমদা বলিয়া জানিবে। জ্ঞানকর্ম্মেন্দ্রিয়গণই সেই বুদ্ধির সখা। ইন্দ্রিয়সমূহের অগণ্য বৃত্তিই সখী। প্রাণাপানাদি পঞ্চবৃত্তিমান্ প্রাণবায়ুই গৃহরক্ষক সর্প। ঐ সখাগণের মধ্যে এক জন অতি বলবান্, তাহার নাম মন। সে জ্ঞান ও কর্ম্ম উভয় ইন্দ্রিয়ের নায়ক হইতেছে। যে পঞ্চ উপবনের মধ্যে ঐ নবদ্বারপূর্ণ পুরী, তাহাই পঞ্চালরাজ্য। রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ ও শব্দাদি পঞ্চবিষয়ই বনস্বরূপ হইতেছে। দুই চক্ষু, নাসাবিবরদ্বয়, দুই কর্ণ বিবর, মুখ, শিশ্ন ও পায়ু ইহারাই ঐ পুরীর নয়টী দ্বার স্বরূপ। এই সকল যুগ্ম ও অযুগ্ম দ্বারগণদ্বারা সেই পুরুষ বাহ্যবিষয়কে ভোগ করেন। উহাদের মধ্যে উভয় চক্ষু, উভয় নাসা ও মুখ এই পাঁচটীই পূর্ব্বদিকস্থ দ্বারস্বরূপ। দক্ষিণ কর্ণ দক্ষিণ দ্বার, উত্তর কর্ণ উত্তর দ্বার স্বরূপ। পায়ু ও শিশ্নই পশ্চিমদ্বার হইতেছে। উহাদের মধ্যে একত্র কার্য্যকারী খদ্যোতা ও আবির্মুখী যুগল চক্ষুর নাম। উহাদের সাহায্যে দেহের ঈশ্বর (জীব) বাহ্যবিষয়ের রূপ গ্রহণ করেন। নলিনী ও নালিনী ইহারা নাসা ছিদ্র, সৌরভই গন্ধস্বরূপ হইতেছে। অবধূত অর্থাৎ পুরুষ বায়ুসংযোগে ঐ উভয় ছিদ্রদ্বারা গন্ধ ঘ্রাণ করেন। মুখ্যা নামে যে দ্বার তাহাই বদন, উহার মধ্যে যাহা আপণ, তাহাই বাক্‌শক্তি; যাহা বহূদন তাহাই নানাবিধ রসবোধী রসনা হইতেছে। ইহাদের সাহায্যে বাক্‌বিৎ পুরুষ ও রসবিৎ পুরুষ কথা কহেন ও অন্নরসাদি ভোগ করেন। আর দক্ষিণ কর্ণের নাম পিতৃহূঃ ও উত্তর কর্ণের নাম দেবহূঃ। এই উভয়ের সংযোগে পঞ্চবিষয়াত্মক্ শাস্ত্রে প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তি উপস্থিত হয়। এমন কি এই উভয়সাহায্যে সেই পুরুষ বিষয়াত্মক্ শাস্ত্র শ্রবণ করিয়া প্রবৃত্তি অনুসারে পিতৃলোকে ও নিবৃত্তি অনুসারে দেবলোকে গমন করিতে পারেন। (ইহার তাৎপর্য্য এই যে :— পুরুষের দক্ষিণ কর্ণে বৈরাগ্যশব্দ কার্য্যকারী হয়। বাম কর্ণে প্রবৃত্তিশব্দ কার্য্যকারী হয়।

অর্থাৎ ঐ কর্ণছিদ্রের অন্তর্গত উভয় মস্তিষ্কের স্থানের মধ্যে দক্ষিণ কর্ণসংযুক্ত মস্তিষ্কে বৈরাগ্য ক্রিয়া করে; তাহাতে মন বৈরাগ্যপর হয় ও দেবত্বাদি পবিত্রভাব লাভ করে। বামকর্ণ সংযুক্ত মস্তিষ্কে অজ্ঞান সক্রিয় থাকাতে, তাহাতে প্রবৃত্তিব্যঞ্জকশব্দ প্রকাশ হইয়া মমতা উৎপাদন করিতে সক্ষম হয়। ইহা যোগশাস্ত্রের পরীক্ষা) ৪।২৯।১।২।৩।৪।৫।৬।৭।৮।৯।১০।১১।১২।১৩।১৪।১৫। হে রাজন্! পশ্চিমস্থ যে দ্বারের নাম আসুরী ছিল, তাহাকে মেঢ় কহে। যাহার নাম দুর্ম্মদ এবং যাহার সাহায্যে পুরাধিপতি জীবাত্মা স্ত্রীসঙ্গানন্দ অনুভব করে, তাহার নাম উপস্থ। যাহার সাহায্যে বৈশস্ (মলত্যাগ) নামক নরকে যাওয়া যায়, সেই নিঋতি নামক দ্বারকে গুহ্যদেশ কহে। এই গুহ্যদেশস্থ পায়ুনামক ইন্দ্রিয়ই মৃত্যুদ্বাররূপী লুব্ধক হইতেছে। হে নৃপ! অন্য স্থানসমূহের কথা এক্ষণে শ্রবণ করুন:—দুইটি হস্ত নির্ব্বাক্ ও দুইটি পদই পেষস্কৃত নামক অন্ধপুরবাসীদ্বয় হইতেছে। ইহাদের সাহায্যে পুরুষ গ্রহণ ও গমন করেন। ঐ কর্ম্মপুরীস্থ হৃদয়ের নামই অন্তঃপুর এবং তত্রস্থ মনকেই বিষূচিন্ কহে। উহাদের সাহায্যে ঐ পুরুষ মোহ ও প্রসন্নতা লাভ করেন। ঐ মন সত্ত্ব, রজো ও তমোগুণ ভেদে যেভাবে বিকৃত থাকে, জীবাত্মা পুরুষও তাহার অন্তর্গত থাকাহেতু আপনাকে তন্ময় বোধ করেন ও সেই ভাবের অনুকরণযুক্ত হয়েন। ঐ পুরের (সূক্ষ্মশরীরের) দেহই রথ, জ্ঞানেন্দ্রিয়ই অশ্ব, শতবৎসরই তাহার একমাত্র গতিহীন প্রবলবেগ (সূক্ষ্ম ও স্থূল দেহের আয়ুঃ) হইতেছে। সুখ ও দুঃখই রথের দুই চক্র। সত্ত্ব, রজঃ ও তমোগুণত্রয়ই তাহার ধ্বজাত্রয়। দুইটি অহং ও মমতাই দুইটি ঈষ অর্থাৎ দণ্ড হইতেছে। প্রধানতত্ত্বই একাক্ষ হইতেছে। পঞ্চপ্রাণই তাহার পঞ্চবন্ধুর; মনই অশ্বরশ্মি, বুদ্ধিই সারথি; হৃদয়ই নীড় স্বরূপ; শোক ও মোহই উভয় কুবর; পঞ্চপ্রক্ষেপই পঞ্চ ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য শব্দাদি বিষয়; মেদমজ্জাস্থি প্রভৃতি সপ্তধাতুই রথরক্ষার্থ সপ্ত বরূথক; বাহ্য বিক্রম স্বরূপ জীবের রজোগুণময় রূপই বর্ম্মাদিনামক মৃগয়া-পরিচ্ছদ; মৃগতৃষ্ণিকা অর্থাৎ ফলশূন্য বিষয় ভোগই মৃগয়া; গার্হস্থ্যকৃত পঞ্চশূনা (অন্যায় ও অসদাচারযুক্ত ভোগ্য বিষয়ই) পঞ্চপ্রস্থ নামক অরণ্যস্বরূপ। দশেন্দ্রিয়ের ও মনের সংযোগে একাদশ ভোগশক্তিই একাদশ সেনা হইতেছে। পূর্ব্বে যে চণ্ডবেগ নামক গন্ধর্ব্বের কথা বলা হইয়াছিল, তাহাই কাল দেবতা। দিবসই গন্ধর্ব্ব এবং রাত্রিই গন্ধর্ব্বী স্বরূপ; তাহারাই তিনশত ষষ্টি সংখ্যায় দ্বিগুণে মিলিত থাকিয়া সম্বৎসর হইয়া আয়ুঃ হরণ করে। কালের কন্যার নাম জরা; ইচ্ছা করিয়া কেহই জরাকে সম্মুখে আদর করে না। মৃত্যুই যবনেশ্বর স্বরূপ। ভোগকে ক্ষয় করিবার জন্যই তিনি ঐ জরাকে ভগ্নীরূপে গ্রহণ করিয়াছিলেন। আধি আর ব্যাধিই যবন সৈনের স্বরূপ। প্রাণিগণের ভৌতিক্ দেহক্ষয়ের জন্য শীত ও উষ্ণ ভেদে যে দুই প্রকার জ্বর হয়, তাহাই প্রজ্বার নামে আশু মৃত্যুসাহায্যকারী হইতেছে।৪।২৯।১৬।১৭।১৮।১৯।২০।২১। হে রাজন্! যে জীবাত্মা নির্গুণ ঈশ্বরের স্বরূপ হয়েন, তিনি তমোগুণাবৃতদেহে দেহী হইয়া আধ্যাত্মিক্ আধিভৌতিক্ ও আধিদৈবিক দুঃখে ক্লেশ পাইয়া, শতবৎসর নির্গুণস্বভাব আপনাতে, ব্যাধি শোকাদি (আধিদৈবিক্), অন্ধত্বপঙ্গুত্বাদি ইন্দ্রিয়ধর্ম্ম (আধিভৌতিক্) ক্ষুধাতৃষ্ণাদি প্রাণধর্ম্ম ও কামনাদি মনোধর্ম্মজাত (আধ্যাত্মিক্) দুঃখ কল্পনা করিয়া, সামান্য কাম্যসুখের বিপাকে পতিত হইয়া, আপনাকে আমি ও আমার

এবং মহাকর্ম্মী স্বভাবপর ভাবিয়া থাকেন। হে ভূপতে! জীব প্রকৃতপক্ষে স্বপ্রকাশ হইয়াও মায়াগুণে আপন কর্ম্মে আবৃত হইয়া, আপনার আত্মাস্বরূপ পরমগুরু ঈশ্বরকে জ্ঞাত হইতে পারেন না। সংসারে শুক্ল, কৃষ্ণ ও লোহিত (সাত্ত্বিকাদি) প্রভৃতি যে গুণবর্ণাদিময় কার্য্যে জীব সংযুক্ত হয়েন, সেই গুণাভিমানী থাকিয়া, তখনই তিনি কর্ম্মবশীভূত হওয়াতে অহঙ্কারী হইয়া পড়েন। হে নৃপতে! সংসারের মঙ্গল প্রকাশশীল কর্ম্মস্বরূপ সাত্ত্বিক কর্ম্মহেতু সুখ এবং রাজস্ ভাবযুক্ত কার্য্যদ্বারা মোহভাব প্রাপ্ত ও তমোগুণাবলম্বনে বহু দুঃখ ভোগ হয়। ভোগী জীবের বাসনা যখন যে রূপ কর্ম্মে যেরূপ গুণময় স্বভাব ধারণ করে; তখন জীব তদনুরূপ ভাব ধারণ করেন। কখন নারী, কখন পুরুষ, (এই মীমাংসামতেই পুরঞ্জন মৃত্যুকাল নারী চিন্তা করিয়া পরজন্মে বৈদর্ভী হইয়াছিলেন।) কখন একেবারে জড় ক্লীব, কখন দেবতা, কখন মনুষ্য, কখন কর্ম্মগুণানুসারে তির্য্যক্‌যোনিও প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। হে প্রজাপতে! ক্ষুৎপিপাসায় দীন কুকুর যেমন আশ্রয় পাইবার আশায় দ্বারে দ্বারে ভ্রমণ করিয়া কোথাও দণ্ডতাড়না, কোথাও বা আহার্য্য প্রাপ্ত হয়; তদ্রূপ কামপর জীব আপনার কর্ম্মানুসারী স্বভাব-বশে কখন উচ্চপদবী (স্বর্গ); কখন মধ্যপদবী (সংসার); কখন নিম্ন পদবী (তির্য্যক্ জন্ম) প্রাপ্ত হইয়া, কর্ম্মানুসারে সুখ ও দুঃখ ভোগ করিয়া থাকেন। (পুরঞ্জন কেন নারী হইয়া সাধু মলয়ধ্বজের পত্নী হইলেন, সেই মীমাংসা এই স্থানে প্রকাশ হইল বুঝিতে হইবে। অর্থাৎ পুরঞ্জন পাপ ও পুণ্য উভয়ই করিয়াছিলেন, তাঁহার সংসারাসক্তি ছিল, হিংসাদিপূর্ণ যজ্ঞও হইয়াছিল। সংসারাসক্তি মতে স্ত্রীবাসনাহেতু স্ত্রীজন্ম, যজ্ঞাদি কার্য্যে সাধুমতি থাকা প্রযুক্ত সাধু পতি লাভ, পুত্রাদিতে মমতাহেতু পুনশ্চ সংসার এবং পশুইত্যাদি বিনাশহেতু নরকগমন ও পশুগণ কর্ত্তৃক পীড়া লাভ প্রভৃতি উপাখ্যানে বর্ণিত হইয়াছে।) ৪।২৯।২২।২৩।২৪।২৫।২৬।২৭।২৮।

হে নৃপতে! ক্ষণিক সুখলাভকে জীবের পক্ষে কখনই আধ্যাত্মিকাদি দুঃখের একান্ত অবসান কহে না। বিশেষতঃ কর্ম্মের উপশম করিলে, কখনই দুঃখশান্তি হইবার উপায় নাই। যেমন একজন পুরুষ যদি মস্তকের গুরুভার নামাইয়া স্কন্ধে স্থাপন করে, তাহা হইলে কখনই মস্তক সুস্থ হইল না, অধিকন্তু স্কন্ধও পীড়িত হইল; তদ্রূপ এক সঙ্কল্প সাধনার্থ অপর সঙ্কল্পে কর্ম্ম করিলে কখনই শান্তি লাভ হয় না। কর্ম্মের দ্বারা কর্ম্ম জনিত দুঃখের প্রতীকার কখনই হইতে পারে না। কারণ অনুষ্ঠিত ও তৎপ্রতিকারার্থ উভয় কর্ম্মই অবিদ্যাপ্রসূত হইতেছে। জাগরণ ব্যতীত স্বপ্নাবস্থাতে কখনই স্বপ্নের প্রতিকার সম্ভব নহে। ৪।২৯।২৯।৩০।৩১। হে রাজন্! দেহকে ত্যাগ করিলেও (মৃত্যু ঘটিলেও) ইন্দ্রিয়াদিযুক্ত অর্থ (বিষয়কার্য্য) এবং কর্ম্মজনিত সংসৃতি (সংসার দুঃখফল) নাশ হয় না; স্বপ্নে যেমন মন সমস্ত দেহের স্বরূপ হইয়া থাকে, তদ্রূপ দেহান্তেও ঐ মন সমস্ত কর্ম্ম লইয়া বিহার করে। হে প্রজাপতে! কেবল একমাত্র আত্মজ্ঞান লাভ করিতে পারিলেই এবং ভক্তির সহিত পরম পুরুষকে ভজনা করিতে পারিলেই, জীবের সকল প্রকার সংসারজনিত বিষয়জন্য আসক্তি নাশ হইয়া থাকে। হে প্রজাপতে! সর্ব্বভূতান্তর্যামী ভগবানের প্রতি সমাহিতচিত্তে ভক্তিস্থাপন করিতে পারিলেই, সত্বরে জীবের মায়াভোগোপরি বৈরাগ্য উপস্থিত হয় এবং সেই ভক্তিই তত্ত্বজ্ঞান উৎপাদন করিয়া থাকে। (এই মীমাংসার প্রকৃতার্থ এই যথা:—সাধুসহবাস প্রাপ্ত

হইয়াই পুরঞ্জনের স্বামীসেবাদি সাধুকর্ম্মে সাধুভাব উদয় হইয়াছিল, পরে স্বামীর তপস্যা কালে নিষ্কামভাবে থাকাতে, ঈশ্বরে ভক্তি ও কিঞ্চিৎ জ্ঞানের উদয় হইয়াছিল। এই জন্য তিনি বৈদর্ভীবেশেই স্বামীসহমৃতকালে আত্মজ্ঞানবেশী ব্রাহ্মণরূপী ঈশ্বরের সাক্ষাৎ পাইয়াছিলেন। তখন সেই আত্মজ্ঞানবলে তিনি আপনাকে মায়াময় জীব না বুঝিয়া, আত্মাস্বরূপ বুঝিলেন এবং মুক্তও হইলেন।) হে রাজর্ষে! আপনি অচিরাৎ (এই সংসারহেতু কর্ম্মফল নাশ করিবার জন্য প্রথমে সেই ভগবান অচ্যুতের লীলাকথার আশ্রয় গ্রহণ করুন; তাহা শ্রবণে শ্রদ্ধা উপস্থিত হইবে। হে রাজন্! যে স্থানে প্রশান্তচিত্ত সাধুগণ ভগবানের গুণানুকীর্ত্তন করেন, সেই স্থানে ব্যগ্রচিত্তে গমন করিয়া, তাহা শ্রবণ করিবেন। সেই মহাত্মাগণের মুখ হইতে যেই ভগবৎচরিত্র অমৃতবাহিনী নদীর ন্যায় বাধাশূন্য হইয়া নিঃসৃত হয়। হে নৃপ! যাঁহারা বিষয়াসক্তিবশতঃ কর্ণের দ্বারা অতৃপ্তভাবে সেই অমৃতশব্দধারা পান করেন, তাঁহাদের ভয়মোহাদি ও ক্ষুধাতৃষ্ণাদিরূপী আধ্যাত্মিক্ আধিদৈবিক দুঃখ স্পর্শ করিতে পারে না। হে রাজন্! ঐ ক্ষুধা তৃষ্ণা ও শোকমোহাদিই সংসারে স্বভাবের সহিত জন্মগ্রহণ করিয়া সর্ব্বদা জীবকে পীড়ন করে এবং ভগবান হরির অমৃতময়ী কথাসাগরে রতি জন্মাইতে দেয় না। হে রাজন্! (সেই ঈশ্বরের অনুগ্রহ না হইলে, কেহই তাঁহাকে বুঝিতে পারে না!) এমন যে প্রজাপতিগণের পতি ব্রহ্মা, ভগবান মহেশ্বর, প্রজাপতি দক্ষ, বৈরাগী সনকাদি, মরীচি, অত্রি, অঙ্গিরা, পুলস্ত্য, ক্রতু, ভৃগু, বসিষ্ঠ ও আমি প্রভৃতি ব্রহ্মবাদী ঋষিগণ এবং অদ্যাপি যে সকল তপোনিষ্ঠ, সমাধিতে আসক্ত বাচস্পতিগণ বর্ত্তমান আছেন, ইহাঁরা সকলেই যথোচিত প্রকারে চেষ্টা করিয়াও সর্ব্বসাক্ষী ঈশ্বরের সাক্ষাৎ পাইতে পারেন না, তবে আর অপরের কথা কি বলিব! বিশেষতঃ যাঁহারা দুস্পার বেদসাগরের মধ্যে সন্তরণ দিয়াও মন্ত্র ও মূর্ত্তিধারী ইন্দ্রাদি দেবতাকে কর্ম্মফল লাভহেতু ভজনা করিতেছেন, তাঁহারা সেই পরমেশ্বরকে কিরূপে জানিতে পারিবেন? হে রাজন্! (স্বর্গবাসী দেবতাদি চেষ্টা করিয়া ঈশ্বরকে দেখিতে পায়েন না বলিয়া, ঈশ্বর দেখা দেন না, এমন ভাবিবেন না)। যিনি কেবল তাঁহাকে প্রাপ্ত হইবার জন্য একান্ত ভক্তি করেন, ঈশ্বর তাঁহাকে দয়া করেন। তিনি যাঁহাকে দয়া করেন, তাঁহার লৌকিক্ ও যজ্ঞাদিরূপী বৈদিক্ কর্ম্মে পরিনিষ্ঠিতা মতি একেবারে ঐ সকল আসক্তি ত্যাগ করিয়া থাকে।৪।২৯৷ ৩২।৩৩।৩৪।৩৫।৩৬।৩৭।৩৮।৩৯।৪০।৪১।৪২।৪৩। হে প্রাচীনবর্হি! বেদমধ্যে যে সকল কাম্য কর্ম্ম বিহিত আছে; তাহা শ্রোত্রপ্রিয়, প্রবোধক ও মিষ্টবাক্যস্বরূপ; বাস্তবিক্ তাহা অপদার্থ, তাহাকে আপনি আর পুরুষার্থ বলিয়া জ্ঞান করিবেন না। তাহা অজ্ঞানীর জন্য জানিবেন। হে রাজন্! যাঁহারা শ্রুতিকে কেবল কর্ম্মপরা বলেন, তাঁহাদের বুদ্ধি মলিন, তাঁহারা কি কর্ম্মের, কি বেদের, কিছুরই তাৎপর্য্য জানেন না। যাহাতে ভগবান জনার্দ্দন বাস করেন, সেই আত্মতত্ত্বপূর্ণ বেদতাৎপর্য্য তাঁহারা জ্ঞাত নহেন। তাঁহারা কর্ম্মবিৎ বলিয়া ভীষণ অভিমান করিয়া কেবল কুশাগ্রদ্বারা পৃথিবীমণ্ডল আবৃত করেন, বহু বহু বধ করিয়া আমি মহাযাজ্ঞিক্ এই অবিনীত কথা বলেন, তাঁহারা বাস্তবিক্ কর্ম্মের পরমতত্ত্ব অবগত নহেন। হে রাজন্! ভগবানের তুষ্টিসাধনই কর্ম্ম, ভগবৎমতি যাহাতে উপস্থিত হয়, তাহাকেই বিদ্যা কহে। ভগবান হরিই দেহীর রক্ষাকর্ত্তা আত্মা এবং প্রকৃতির ঈশ্বর হইতেছেন। তাঁহার পাদমূলে শরণগ্রহণই মানবের ইহ

লোকের প্রধান শান্তিস্থল হইতেছে। সেই হরিই জীবের প্রিয়তম বস্তু, কারণ তাঁহার আশ্রয়ে আর কাহারো ভয় নাই। এই ভগবত্তত্ত্ব যিনি জ্ঞাত হন, তিনিই বিদ্বান্, তিনিই গুরু এবং তিনিই ইহলোকে হরির স্বরূপ হয়েন। হে রাজন্! আপনি যে অধ্যাত্ম প্রশ্ন করিয়াছিলেন, তাহা বলিলাম ।৪।২৯।৪৪।৪৫।৪৬।৪৭।৪৮।৪৯।৫০। হে রাজন্! পূর্ব্বোক্ত অধ্যাত্মবাদদ্বারা আপনার আত্মজ্ঞানোদয় হইয়াছে তথাপি পুত্রগণ কোথায় আছে, কবে তাহারা রাজধানীতে আসিবে, এই ভাবনা করাতে, এখনো আপনার মতি সবাসন রহিয়াছে; অতএব যাহাতে দৃঢ় বৈরাগ্য হয়, এমন একটী গুপ্ততত্ত্বকথা আপনাকে বলিতেছি, আপনি শ্রবণ করুন। দেখুন মহারাজ! ঐ (আপনার) পুষ্পকুঞ্জে প্রস্ফুটিত কুসুমোপরে মধুলোভে আসক্ত মধুকরগণ সঙ্গীত করিতেছে, মৃগযূথ অল্প অল্প বিচরণ করিয়া অসতর্কভাবে একান্ত আগ্রহে গীত শ্রবণ করিতেছে, কিন্তু উহার সম্মুখে প্রাণিবধকারী ব্যাঘ্র ও পশ্চাতে শরাসন হস্তে ব্যাধ রহিয়াছে। মৃগযূথ তাহা দেখিতে পাইতেছে না। ঐ দেখুন ব্যাধ উহাকে বাণে আহত করিল! আপনিও এক্ষণে ঐ মৃগের ন্যায় কুসুমাবলিসমা সুন্দরী স্ত্রীগণের আশ্রমে আছেন, আর ক্ষুদ্রতম কাম্যকর্ম্ম আচরিত সামান্য মধু আহার করিতেছেন। আপনিও মৃগসম মিথুনীভূত হইয়া চিন্তারূপী জিহ্বায় ঐ পুষ্পজাত মধুগন্ধ সেবন ও লেহন করিতেছেন। মধুকরগণের মধুরশব্দে মৃগ যেমন মনকে মুগ্ধ রাখিয়াছিল, আপনিও তদ্রূপ স্ত্রীগণের আলাপধ্বনিতে কর্ণকে প্রলোভিত রাখিয়াছেন। মৃগের অগ্রে যেমন ব্যাঘ্র ছিল তদ্রূপ অহোরাত্ররূপী কাল আপনার আয়ুঃ হরণ করিতেছে। আপনি মৃগের ন্যায় কামলোভে অসাবধানী হইয়া গৃহে রহিয়াছেন, কিন্তু মৃগপশ্চাতস্থিত ব্যাধের ন্যায় অন্তক ইহলোক নাশকারী শরহস্তে আপনার অলক্ষ্যে রহিয়াছে। হে রাজন্! এই ব্যাধহত মৃগের ন্যায় আপনাকেও অচিরাৎ অন্তকবিনষ্টপ্রায় দেখিবেন। হে রাজন্! তাই বলি, এই মৃগের অসাবধানতা বিচার করিয়া, বিষয় হইতে চিত্তকে হৃদয়ে ধারণ করুন এবং বাহ্যবৃত্তিসমূহকে সেই প্রত্যাহৃত চিত্তে স্থাপন করুন। হে সাধো! অসাধুগণের কামবার্ত্তাপূর্ণ নারীসঙ্গ একেবারে ত্যাগ করুন। ক্রমে ক্রমে জীবের একমাত্র গতি ঈশ্বরে আত্মসংস্থান করুন।৪।০।৯।৫১।৫২।৫৩।৫৪। এই সকল উপদেশ শ্রবণ করিয়া মহারাজ প্রাচীনবর্হি কহিলেন:—হে ব্রাহ্মণ! হে ভগবন্! আপনি যাহা বলিলেন, তাহা আমি শুনিয়া বুঝিতে পারিলাম। এই সকল উপদেশ আমার পূর্ব্ব উপদেশকগণ বোধ হয় জানিতেন না, অথবা জানিয়াও আমাকে প্রবঞ্চিত করিয়াছেন। যাহা হউক পূর্ব্ব উপদেশের যুক্তিদ্বারা আপনার উপদেশপ্রতি যে সংশয় উপস্থিত হইয়াছিল, এক্ষণে আমার তাহা নাশ হইয়াছে। দেখুন মহাশয়! আমি বেদবাদিগণের মুখে শুনিয়াছি এবং আপনিও বলিয়াছেন যে, পুরুষ প্রাপ্যদেহে কর্ম্ম করিয়া ইহা ত্যাগে অন্যদেহ লাভেও পূর্ব্বকৃত কর্ম্মের ফল ভোগ করে। যে মৃত অবস্থায় ইন্দ্রিয়বৃত্তি থাকে না, সেই অবস্থাতে কিম্বা পরগৃহীত দেহে আমার বিবেচনায় পূর্ব্বকৃত কর্ম্মের প্রকাশ অসম্ভব। এই বিষয় বুঝিতে ঋষিগণও মুগ্ধ হয়েন! (অতএব আমি কিরূপে সহজে বুঝিব।) রাজার পুনশ্চ সন্দেহ শ্রবণ করিয়া শ্রীনারদ কহিলেন:—হে মহারাজ! সংসারে জীবাত্মা আপনার মনোমাত্মক বৃত্তির সহিত সদা সংযুক্ত। সেই মনই যখন প্রাপ্তদেহে কর্ম্মভোগ করে, তখন দেহত্যাগ হইলে মনোসংযুক্ত জীব পরদেহে কেনই বা না পূর্ব্বকর্ম্মফল ভোগ করিবে? জীব

স্বপ্নকালে যখন ইন্দ্রিয়বৃত্তি রহিত হইয়াও জাগ্রৎ অবস্থার কৃত কর্ম্ম মনের সহিত ভোগ করেন, তখন এই দেহত্যাগ হইলে অপর যে কোন প্রাপ্তদেহে যে, মনের দ্বারা পূর্ব্বকর্ম্ম ভোগ করিবেন; ইহাতে আর আশ্চর্য্য কি! ইহদেহে পুরুষ যে বস্তুদ্বারা আসক্ত হইয়া আমি ও আমার এইরূপ অনুভব করেন, পরদেহগত সেই অভিমানী মনই ঐ পূর্ব্বকর্ম্ম জীবজন্ম উৎপাদন করে। হে রাজন্! জ্ঞানেন্দ্রিয় ও কর্ম্মেন্দ্রিয়ভেদে যেমন বিভিন্ন কর্ম্ম প্রকাশ হওয়াতে, দেহে চিত্তের (সংস্কারের) অস্তিত্ব প্রমাণ হয়, তদ্রূপ পরদেহে চিত্তবৃত্তিসমূহের দ্বারা কর্ম্ম প্রকাশ হইলেই, পূর্ব্বদেহজ বলিয়া পরীক্ষা করা যায়। হে রাজন্! মন এমন একটী পদার্থ, যাহা অদৃষ্ট, অশ্রুত ও অননুভূত কোন বিষয়ই অনুভব করিতে পারে না। কিন্তু প্রাপ্তদেহে এমন অনেক কার্য্য প্রকাশ হয়, যাহা ইহজন্মের পক্ষে অদৃষ্টাদি হইতেছে; তখন মনে যে পূর্ব্বসংস্কার সংযুক্ত থাকে, এবিষয়ে সন্দেহ ত্যাগ করিয়া শ্রদ্ধান্বিত হউন। হে সাধো! মন মনুষ্যের পূর্ব্বস্বরূপ প্রকাশ করে। মন দেখিলেই (ঔদার্য্য ও কার্পণ্যাদিভেদে) ভূত ও ভবিষ্যৎ ফলাফল বলা যায়।

হে রাজন্! মোহবশে স্বপ্নাবস্থা উপস্থিত হইলে যেমন কোনকালে অদৃষ্ট পর্ব্বতাগ্রে সমুদ্ররূপী দেশজ্ঞাপক, কোনকালে অশ্রুত হইলেও দিবসে নক্ষত্ররূপী কালজ্ঞাপক ও মিথ্যা হইলেও আত্মশিরশ্ছেদরূপী কার্য্যজ্ঞাপক ভাবসমূহ কল্পিত হয়। (ঐ স্বপ্নদৃষ্ট সংযোগ গুলি অর্থাৎ পর্ব্বতাগ্রে সমুদ্রাদির স্থিতি প্রভৃতি, নিদ্রাদোষে চিত্তের অস্থৈর্য্যহেতু অসংলগ্নভাবে প্রকাশ হইল বটে, কিন্তু পর্ব্বত এবং সমুদ্রপ্রভৃতি পদার্থতো মিথ্যা নহে, তাহারা স্বপ্নদ্রষ্টার অদৃষ্ট ও অশ্রুত হইলেও কিরূপে মনে উদয় হইল!) হে রাজন্! কিরূপে উহারা উদয় হয়, তাহা শ্রবণ করুন। মনোযুক্ত মানব ইন্দ্রিয়সহযোগে মনোমধ্যে কত শত জন্মে, কত শত অবস্থা ভোগ ও দর্শনাদি করে; তাহার সত্ত্বা জন্মান্তর অবস্থায়ও মনে কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ থাকিয়া যায়; পরে যখন বর্ত্তমান কর্ম্ম হইতে জীব নিদ্রাবস্থায় অবসর প্রাপ্ত হয়, তখন ঐ মন নিদ্রাগত অবস্থায় সচেতন থাকিয়া, কখন কখন পূর্ব্বজন্মীয় অস্ফুট ও অসংলগ্ন দৃশ্যের আভাষ অনুভব করে। হে মহীপতে! অতএব মন পরিশুদ্ধ থাকিলে যে, পূর্ব্বাপর সমস্ত অনুভব করিতে পারে, এ বিষয়ে সন্দেহ কি! ইহার প্রমাণ বলিতেছি; যাঁহারা ভগবানের পার্শ্বচর হইয়া আপনাদের মনকে একমাত্র সত্ত্বপরায়ণ করিয়াছেন, যথার্থই তাঁহারা চন্দ্রমধ্যস্থ কলঙ্কচিহ্নের ন্যায় এই বিশ্বকে কল্পনাস্বরূপ বলিয়া বুঝিয়াছেন। (অর্থাৎ মন যদি পূর্ব্বজন্মাদির মলিনতাতে কখন দূষিত না হইত, তাহা হইলে তাহার শোধনের প্রয়োজন থাকিত না।) হে রাজন্! বুদ্ধি, মন, ইন্দ্রিয়, বিষয়াদি (শব্দাদি) ও সত্ত্বাদি গুণসমূহ যতক্ষণ অনাদিমান্ পুরুষে থাকিবে, ততক্ষণই পূর্ব্বকৃত মমতাস্পদ কর্ম্মদোষ নাশ হইবে না! হে নৃপ! যদি কেহ এই প্রমাণ দেখায় যে:—নিদ্রা, মূর্চ্ছা, উপতাপ (একান্ত ইষ্টবিয়োগজনিত শোক, যাহাতে সহমৃতাদি হওয়া যায়), মৃত্যু ও ভ্রান্তকারিণী জ্বরাদি অবস্থায় ইন্দ্রিয়াদি কার্য্যকারী না হইলেই, যখন পূর্ব্বকর্ম্মানুযায়ী অহঙ্কার বোধ হয় না, তখন দেহত্যাগে অহঙ্কার থাকে! ইহার যুক্তি কি? অমাবস্যায় চন্দ্র দেখা যায় না বলিয়া, চন্দ্র নাই! এবং যুবার উপভোগ্য একাদশ ইন্দ্রিয়ের স্ফুরণ গর্ভস্থ বালকের অনুভব হয় না বলিয়া, ইন্দ্রিয়স্ফুরণ হয় না। (এই উভয় কথাই যেরূপ অবিশ্বাস যোগ্য, তদ্রূপ নিদ্রাদি অবস্থায় মনের সম্যক্ স্ফুরণ হয় না বলিয়া, সম্পূর্ণরূপে অহঙ্কার অনুভব হয় না মাত্র।) কিন্তু বিষয়ধ্যানকারীকে

স্বপ্নেতেও যেমন কল্পিতধনাগম বোধ হয়, তদ্রূপ ইন্দ্রিয়বিদ্যমান্ না থাকিলেও সূক্ষ্মদেহে স্মৃতির নাশ হয় না। হে রাজন্! পঞ্চতন্মাত্রা, তিনগুণ ও ষোড়শবিকারে সংযুক্ত সূক্ষ্মদেহই চৈতন্যযুক্ত হইয়া, জীব এই নাম ধারণ করে। এই কয় পদার্থসহকারে চেতনা অর্থাৎ বুদ্ধিই দেহ গঠন, বর্দ্ধন ও ত্যাগ করেন। এই সকলের সাহায্যেই আত্মা :—হর্ষ, শোক, ভয়, দুঃখ ও সুখাদি ভোগ করেন। জলৌকা যেমন এক তৃণ থাকিতে অপর তৃণ ধারণ করে, তদ্রূপ জীবের অহঙ্কারও প্রাপ্ত দেহত্যাগের পূর্ব্বে অপর ভোগ্য দেহ আকর্ষণ করে বলিয়া, মৃত্যুর পরে কখনই মানবের পূর্ব্বদেহের কর্ত্তৃত্বাদি অভিমান নাশ হয় না। যতক্ষণ পরদেহের উপার্জ্জিত কর্ম্ম-ফল-সংগ্রহ করিতে করিতে পূর্ব্বদেহের কর্ম্মফল ভোগ সমাপ্ত না হয়, ততক্ষণ জীব পূর্ব্বদেহের অভিমান ও কর্ত্তৃত্বাদি ভোগ করে। ৪।২৯।৫৫ নাং ৭৫। হে নরপতে! এক মনই প্রাণিগণের সংসৃতির হেতু হইতেছে। কারণ দেহস্থ ইন্দ্রিয়াদি যতই কর্ম্মে আসক্ত হয়, মন তাহাই ধ্যান করে। সেই ধ্যানহেতু মনের যে কর্ম্মসংস্কার থাকিয়া যায়, সেই সংস্কার হইতেই পুনশ্চ কর্ম্ম আরম্ভ হয়। আসক্তিহেতু অজ্ঞান নামক অবিদ্যার উদয় হয়। (যদিও অবিদ্যাই বন্ধের কারণ বটে) কিন্তু এস্থলে কর্ম্মকেই দেহাদিতে আত্মারূপী ভাবিবার নিমিত্তকারণ বলিয়া বুঝিতে হইবে। ৪।২৯।৭৬।৭৭। হে নৃপতে! সেই কর্ম্মত্যাগী হইতে যদি আপনার ইচ্ছা থাকে, তবে আপনি সকলের আত্মাস্বরূপ হরিকে ভজনা করুন। যাঁহা হইতে এই বিশ্বের স্থিতি, উৎপত্তি ও হরণ হইতেছে, এই বিশ্ব যে সেই পরমেশ্বরের আশ্রিত, ইহা বিচার করিয়া দেখুন। ৪।২৯।৭৮। পূর্ব্বকথা সমাপ্ত করিয়া শ্রীমৈত্রেয় কহিলেন :— হে বিদুর! ভগবান নারদ এইরূপে মহীপতি প্রাচীনবর্হিকে পরমহংসের প্রশংসিত গতি প্রদর্শন করিয়া, সমুচিত সমাদর পূর্ব্বক সিদ্ধলোকে গমন করিলেন। হে রাজন্! (সেই দণ্ডেই মহারাজের) তীব্র বৈরাগ্যের উদয় হওয়াতে; মন্ত্রীদের সমক্ষে পুত্রগণকে প্রজারক্ষার আদেশ করিয়া, তপস্যা করিতে স্বয়ং কপিলাশ্রমে গমন করিলেন। সেই পবিত্র আশ্রমে নৃপতি একাগ্রমনে ভগবান গোবিন্দের পাদপদ্ম ভজনা করিয়া, ক্রমে সংসৃতি হইতে মুক্ত হইলেন। পরে ভজন-পূজনাদির সাহায্যে ভগবৎসাহচর্য্যলাভ তাঁহার পক্ষে অচিরেই ঘটিল। হে বিদুর! এই পর-কালের বিষয়জ্ঞাপক অধ্যাত্ম উপদেশ যাহা স্বয়ং দেবর্ষি নারদ কহিলেন, ইহা যিনি শ্রবণ করেন, যিনি অপরকে শ্রবণ করান, তাঁহারা নিশ্চয়ই দেহসংযো[redacted] হইতে পারিবেন। সেই দেবর্ষিশ্রেষ্ঠের মুখ হইতে প্রকাশিত এই যে মনের পবিত্রকারী মুকুন্দযশোকীর্ত্তন, ইহাতে ত্রিভুবন পবিত্র হয়। ইহা সদা সর্ব্বদা যিনি কীর্ত্ত[redacted]মেষ্ঠ্য-পদ লাভ হয়, তাঁহার সমস্ত বন্ধন ছেদন হয় এবং আর তাঁহাকে ভবে ভ্রমণ করিতে হয় না। হে বিদুর! এই নারদ কর্ত্তৃক কথিত অধ্যাত্ম শাস্ত্র, যাহা শ্রবণে বুদ্ধিসংযুক্ত আত্মার (জীবাত্মার) জন্মজন্মান্তরীয় কর্ম্মফল ভোগের উপরে পুরুষের যে সন্দেহ, তাহা ছিন্ন হইয়া যায়। এই অদ্ভুত উপদেশ আমিই প্রথমে শিক্ষা করিয়াছিলাম। ৪।২৯।৭৯।৮০।৮১।৮২।

ইতি শ্রীভাগবতে চতুর্থস্কন্ধে ঊনত্রিংশাধ্যায়ে উপেন্দ্রকৃতানুবাদ সমাপ্ত।

ব্যাখ্যা। এই অধ্যায়োক্ত নারদ ও প্রাচীনবর্হির সংবাদ অতিশয় বৈজ্ঞানিক্ হইলেও প্রধানতঃ পুরঞ্জন উপাখ্যানের তাৎপর্য্য এই ভাগবতেই ব্যাখ্যাত হইয়াছে। যাহা কিছু কঠিন

বোধ [illegible], আমি তাহা অনুবাদস্থলে বন্ধনীর মধ্যে প্রকাশ করিয়াছি। পরে এইস্থলে [illegible] পরকাল পক্ষে কথা বলা হইয়াছিল; সেই উপদেশও অত্যন্ত বিচারপূর্ণ ও সরল। পাঠমাত্রেই অর্থ পরিগ্রহ হয়; তাহার কঠিনস্থলেও আমি পূর্ব্ববৎ বন্ধনীর মধ্যে ভাব ব্যাখ্যা করিয়াছি। পরে অধ্যায়ের উপসংহারে শ্রীমৈত্রেয়মুখে মহর্ষি ব্যাস যাহা বলিলেন, তাহা ফলশ্রুতি মাত্র। পরিণামে সমস্ত তাৎপর্য্য উপসংহার করিতে গিয়া বলিলেন, দেহাত্ম-বাদিদিগের এক ভীষণ সন্দেহ আছে যে, জীবের পরকাল নাই। যদি থাকে তবে পূর্ব্ব-জন্মীয় কর্ম্মফল পরে ভোগ করিতে হয় না, এইরূপ সন্দেহ যাহাদের থাকে, সেই পুরুষগণ কেবল স্ববুদ্ধির যুক্তিতেই ঐরূপ কথা কহেন। যাঁহারা বিজ্ঞানবুদ্ধির সাহায্যে এই অধ্যাত্মতত্ত্ব অবগত হয়েন, তাঁহাদের আর কর্ম্মফলের উপরে সন্দেহ থাকিতে পারে না।

ইতি শ্রীভাগবতে চতুর্থস্কন্ধে উনত্রিংশাধ্যায়ে উপেন্দ্রকৃতাধ্যাত্মব্যাখ্যা সমাপ্ত।

অথ ত্রিংশ অধ্যায়।

শ্রীমৈত্রেয়মুখে পূর্ব্ববৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া, আনন্দচিত্তে শ্রীবিদুর কহিলেন:—হে ব্রহ্মন্! আপনি যে ইতিপূর্ব্বে মহারাজ প্রাচীনবর্হির পুত্রগণের কথা কহিলেন, তাঁহারা ভগবান হরিকে রুদ্রগীতানুসারে পূজা করিয়া কোন্ সিদ্ধি প্রাপ্ত হইলেন? হে বৃহস্পতিশিষ্য! সেই প্রচেতাগণ যখন ভগবানপ্রিয় মহেশ্বরের অনুগ্রহ পাইয়াছিলেন, তখন অবশ্যই মুক্তিলাভ করিয়াছিলেন! কিন্তু ঐ অবস্থায় ইহলোকে ও পরলোকে কিরূপে অবস্থিত ছিলেন, (তাহা আমাকে বলুন।) ৪।৩০।১।২। বিদুরের প্রশ্নশ্রবণে আনন্দিত হইয়া, শ্রীমৈত্রেয় কহিলেন:— হে বৎস! সেই পিতৃ আজ্ঞা পালনকারী প্রচেতাগণ সাগরে প্রবেশপূর্ব্বক প্রথমে রুদ্রগীতানু-সারে তপস্যারূপী যজ্ঞের দ্বারা ভগবান হরিকে সন্তুষ্ট করিতে দশসহস্র বৎসর তপস্যা করি-লেন। ঐ বিস্তীর্ণকাল অতীত হইলে ভগবান সনাতন পুরুষ সন্তুষ্ট হইয়া, অতি প্রশান্ত ও সত্ত্বগুণময়ী মূর্ত্তিতে মনোহর রূপ ধারণ করিয়া, তাঁহাদের সম্মুখে আবির্ভূত হইলেন। মেরু-শৃঙ্গে মেঘাবলি থাকিলে যেরূপ শোভা হয়, তদ্রূপ তিনি গরুড়ের পৃষ্ঠে আরোহণ করিয়াছিলেন। তাঁহার কটীতে পীত[illegible]বায় মণি থাকায় তাহাদের জ্যোতিঃতে, বদন ও কপোলের শোভা বর্দ্ধিত হই[illegible]ছিল, মস্তকে কীরিট ছিল। তাঁহার অঙ্গে অষ্টায়ুধ শোভা পাইতেছিল। সেই গরুড়প[illegible] ও সত্ত্বাদি গুণস[illegible]শংসিত ভগবান্, মুনি ও দেবতা নামক অনুচরবৃন্দ কর্ত্তৃক সেবিত হইতেছিলেন। তাঁহার অষ্টবাহুমণ্ডলের মধ্যস্থ বনমালা লক্ষ্মীশ্রীকেও তিরস্কার করিতে-ছিল। এমন ভাবে সুশোভিত আদিপুরুষ সেই ভক্ত বর্হিষৎকুমারগণের সম্মুখে আবির্ভূত হইয়া প্রসন্নদৃষ্টিতে চাহিয়া, মেঘগম্ভীরস্বরে ইহা কহিলেন: -৪।৩০।৩।৪।৫।৬।৭। হে নৃপকুমারগণ! তোমরা অতি সুশীল, কারণ তোমরা একমতাবলম্বী হইয়া আমার সহিত সকলেই বন্ধুত্ব স্থাপন করিয়াছ। আমি তোমাদের বন্ধুত্বে তুষ্ট হইয়া বর দিতেছি, গ্রহণ কর। অদ্যাবধি সংসারে যে মানব তোমাদের সুচরিত্র প্রত্যহ সন্ধ্যার সময়ে স্মরণ করিবে; সে অবশ্যই তোমাদের ন্যায় সকল ভ্রাতায় সম্মিলিত থাকিবে। ক্রমে সেই মিলনই সকল প্রাণীতে বন্ধুত্ব

ঘটাইবে। এমন কি! যাঁহারা প্রাতঃসন্ধ্যাকালে রুদ্রগীতের সহিত একান্তভাবে আমাকে স্তব করেন; তাঁহাদের আমি নিশ্চয়ই অভিলাষ পূর্ণ করিয়া থাকি এবং পরম জ্ঞান দিয়া থাকি। অতএব তোমরা আমাদের নিকট ইচ্ছানুসারে বর গ্রহণ কর।৪।৩০।৮।৯।১০। হে কুমারগণ! তোমরা যে পিতার আদেশ পালন করিবার জন্য এই কঠোর তপস্যা করিয়াছ, এই মহতী কীর্ত্তি চিরকাল জগতে বিখ্যাত হইয়া থাকিবে। তোমাদের ব্রহ্মার সমান সর্ব্বসৎগুণধারী একটী মহাবীর্য্যবান্ পুত্র হইবে, সেই কুমার আপন সন্তানগণের দ্বারা ভূমণ্ডল পরিপূর্ণ করিবেন। হে কুমারগণ! কমললোচনা প্রম্লোচানাম্নি অপ্সরী এককালে (ইন্দ্রকর্ত্তৃক) প্রেরিতা হইয়া মহামুনি কণ্ডুর সহিত বহুকাল রমণ করেন। তাহাতে সেই প্রম্লোচার একটী কন্যা লাভ হয়। অপ্সরী সেই কন্যা ত্যাগ করিয়া স্বর্গে গমন করিলে বৃক্ষসমূহ দয়া করিয়া সেই কন্যাকে রক্ষা করেন। বৃক্ষগণের নৃপতি চন্দ্রদেব সেই কন্যার মুখে আপনার অমৃত-স্রাবিণী অঙ্গুলী দিয়া তাহার ক্ষুধা ও তৃষ্ণার কাতর্য্যান্ ক্রন্দন শান্ত করিতেন। সেই অপ্সরী ও মুনিজাতা এবং চন্দ্রকর্ত্তৃক পালিতা সুন্দরী কন্যাকে তোমরা পিতার প্রজাসৃষ্টিরূপী আদেশ পালনার্থ বিবাহ কর। এ বিষয়ে বিলম্ব করিও না। তোমরা যেরূপ সকল প্রকার ধর্ম্ম ব্যবহারে ঐক্য, সেই কন্যাও তোমাদের স্বধর্ম্মী; বিশেষতঃ সে তোমাদের পতিরূপে লাভ করিতে অভিলাষ করিয়াছে। অতএব তাহাকে সন্দেহ না করিয়া সকলে বিবাহ কর। তোমরা আমার অনুগ্রহে স্বর্গীয় সহস্র সহস্র বৎসরাবধি কি স্বর্গীয়, কি পার্থিব, সকল প্রকার ভোগার্হ ভোগ কর। পরে আমার উপরে দৃঢ়ভক্তি রক্ষা করিয়া, কর্ম্মফল ভোগপূর্ব্বক কামাদি মলাকে ক্রমে দগ্ধ করিবে। শেষে নরকতুল্য এই ভোগ্যবিষয়ে অনাশক্ত হইলে, আমার বৈকুণ্ঠে স্থান পাইবে। হে কুমারগণ! যাঁহারা গৃহে বাস করিয়াও মঙ্গল কর্ম্ম আচরণ করেন, আমার গুণানুকীর্ত্তনে ভোগকাল অতিবাহিত করেন, তাঁহারা কখনই সংসারে আবদ্ধ হয়েন না, ইহা আমার আদেশ। ব্রহ্মবাদিগণের মুখে গৃহিগণ আমার কথা শ্রবণ করিলে, নিত্য নিত্য তাহাদের হৃদয় নূতন হইয়া থাকে, আমি সেই নূতন হৃদয়ে জ্ঞানময় ঈশ্বররূপে নিত্য নিত্য প্রবেশ করিয়া থাকি। অতএব আমার ন্যায় ব্রহ্মকে প্রাপ্ত হইয়া, ঐরূপ গৃহিগণ কখন মায়াতে মুগ্ধ হয়েন না, শোক বা হর্ষ করেন না। ইহাতে তাঁহাদের বন্ধনের উপায় নাই।৪।৩০।১১।১২।১৩।১৪।১৫।১৬।১৭।১৮।১৯। ২০। পূর্ব্ববৃত্তান্ত সমাপ্ত করিয়া শ্রীমৈত্রেয় কহিলেন :—হে বিদুর! ভগবান্ জনার্দ্দন এইরূপ মুক্তির উপায়পূর্ণা কথা কহিলে, ভগবদ্দর্শনহেতু তমো ও রজোমলিনতাশূন্য সেই প্রচেতাগণ প্রাঞ্জলি হইয়া আপনাদের শ্রেষ্ঠবন্ধু ভগবানকে গদ্গদভাবে কহিলেন :—যাঁহার স্মরণে অধ্যাত্মিকাদি ক্লেশ নাশ হয়, বেদসমূহ জীবের মঙ্গলের জন্য যাঁহার নানাবিধ উদারগুণযুক্ত নাম দিয়াছেন; বাক্য ও মনের অতীত এবং ইন্দ্রিয়গ্রাহ্যপথের অজ্ঞাত অবস্থায় যাঁহার অবস্থান, সেই পরম পুরুষ যে আপনি, আপনাকে আমরা নমস্কার করি।৪।৩০।২১।২২। যিনি পবিত্র স্বরূপ, যিনি শান্তি স্বরূপ; যিনি স্বরূপে অবস্থিত; যাঁহার নিকটে মনোকল্পিত ভোগ্য সংসার মিথ্যা বলিয়া বোধ হয়; যিনি জগতের সৃজন, হরণ ও পালনের জন্য মহেশ্বরাদি মূর্ত্তি ধারণ করেন; সেই মহেশ্বর আপনি হইতেছেন; আপনাকে নমস্কার। যিনি বিশুদ্ধ সত্ত্বগুণরূপ, যিনি ভক্তগণের সংসারযন্ত্রণা হরণ করেন; যিনি প্রজাগণের অন্তর্যামী; যিনি চিত্ত আকর্ষণকারী কৃষ্ণ,

যিনি ভক্তচক্রের প্রভু, যিনি কমলনাভি, যিনি কমলমালী, যিনি কমলচরণধারী, যিনি কমলনয়ন-ধারী, সেই পরম পুরুষ আপনি, আপনাকে নমস্কার।৪।৩০।২৩।২৪। যিনি পদ্মপরাগতুল্য পীত-বসনধারী, যিনি সর্ব্বভূতের অন্তরে বাস করেন, যিনি সকলের সাক্ষী, সেই পরমেশ্বর আপনি, আপনাকে নমস্কার। হে ঈশ্বর! যে রূপ দেখিলে, সংসারজনিত সকল অজ্ঞানক্লেশ নাশ হয়, সেই রূপ যখন আমাদের দেখাইলেন, তখন দুঃখী ও ক্লেশ ভোগকারী আমাদের প্রতি আর অধিক কি অনুগ্রহ না করিলেন! হে মঙ্গলময়! যাহা অনুগ্রহ করিয়াছেন, এই দাসগণের পক্ষে তাহা যথেষ্টই হইয়াছে, অধিকন্তু অন্তিমকালে আমাদের যদি একবার আপনার স্বজন বলিয়া মনে থাকে, তাহা হইলেই কৃতকৃতার্থ হইব। হে ঈশ্বর! আপনি যখন ক্ষুদ্র হইতে সকল প্রাণীর অন্তরে অবস্থিত আছেন, তখন আমাদের হৃদয়ে থাকিয়াও কি আমাদের ইচ্ছা জানিতেছেন না? হে প্রভো! আপনার প্রেমপূর্ণা প্রশন্নতা লাভই আমাদের বর স্বরূপ! আপনি আমাদের গুরু হইয়া মোক্ষপথ যাহাতে দেখাইয়া দেন, তাহাই আমরা ইচ্ছা করি। হে নাথ! আপনি পরমেশ্বর; আপনার বিভূতির সীমা নাই, এই জন্য আপনার একটি নাম অনন্ত হইতেছে। অতএব ভ্রমর অপর কুসুম সুলভ থাকিতেও যেমন পারিজাত ত্যাগ করে না, তদ্রূপ আপনার চরণপ্রাপ্ত হইয়া আবার কি বর গ্রহণ করিব! তবে এই একমাত্র ভিক্ষা, যতদিন আপনার মায়াদ্বারা কর্ম্মচক্রে ইহসংসারে ভ্রমণ করিব, ততদিন যেন সর্ব্বদা আপনার ভক্তসঙ্গ প্রাপ্ত হই। হে ঈশ্বর! ভগবদ্ভক্তের সহবাসে যে সময় অতিবাহিত হয়, তাহার নিমেষের সহিত:—কি স্বর্গভোগ, কি মুক্তি, কিছুরই তুলনা হয় না। অতএব উহাপেক্ষা মর্ত্ত্যের আর কি আশীর্ব্বাদ লাভ হইতে পারে। যে কথা শ্রবণ করিলে ক্ষুধাতৃষ্ণা দূর হয়, সকল প্রাণীর প্রতি শত্রুতা ক্ষয় হয়। যাহার প্রভাবে উদ্বেগ নাশ হয়; যাহাতে মুমুক্ষুগণের একমাত্র গতি ভগবান নারায়ণ স্বয়ং বাস করে, এমন সাধুকথা যে সকল মুক্তসঙ্গী জন বলেন,—তাঁহারা যে পথে পাদবিক্ষেপ করেন, তাহাও তীর্থের ন্যায় পবিত্র হয়। অতএব সংসারভয়ে ভীতজনের পক্ষে তাঁহাদের আশ্রয় ব্যতীত আর কি শ্রেষ্ঠ আশ্রয় হইতে পারে! হে ঈশ্বর! আপনার পরমপ্রিয় ভবের সঙ্গ আমরা ক্ষণকাল লাভ করিয়া, যখন দুশ্চিকিৎস্য ভবরোগের শান্তিকারক ও আদিগতিস্বরূপ আপনাকে প্রাপ্ত হইলাম! (তখন সাধুসঙ্গের কত ফল তাহা জানিয়াছি)। হে ঈশ্বর! আমরা গুরুকে প্রসন্ন করিয়া বেদ অধ্যয়ন করিয়াছি; বিপ্র ও বৃদ্ধজনের আজ্ঞায়, সৎকর্ম্ম করিয়া তাঁহাদের সন্তুষ্ট করিয়াছি। আর্য্যগণকে, সুহৃদ ও আত্মীয় ভ্রাতাগণকে এবং সকল প্রাণিগণকে বিনীতভাবে সন্তুষ্ট করিয়াছি। এমন কি! এই যে বহুকাল জলমধ্যে থাকিয়া ঘোর তপস্যায় সুতপ্ত হইয়াছি, হে ঈশ্বর! আমাদের নাম, কর্ম্ম ও তপস্যা যেন আপনার পরম পুরুষের পরিতোষের জন্য হয়! হে ঈশ্বর! স্বয়ম্ভু মনু, ভগবান মহেশ্বর এবং জ্ঞানে ও তপস্যায় বিশুদ্ধচিত্ত অপরাপর জনও যখন আপনার মহিমার সীমা না দেখিয়া, যথাসাধ্য স্তব করিয়াছিলেন, তখন আমরা আর অধিক কি বলিব:—সমদর্শী, পবিত্র, অন্তর্যামী, সর্ব্বভূতের সাক্ষী, সত্ত্বগুণস্বরূপ যে আপনি, আপনাকে আমরা নমস্কার করি।৪।৩০।২৫।২৬।২৭।২৮।২৯।৩০।৩১।৩২।৩৩।৩৪।৩৫।৩৬।৩৭।৩৮।৩৯।৪০। পূর্ব্বকথা সমাপ্ত করিয়া শ্রীমৈত্রেয় কহিলেন:—হে বিদুর! ভগবান্ হরি এইরূপে প্রচেতাগণদ্বারা

পূজিত হইলে, সেই মুক্তিবীর্য্য, ভক্তবৎসল হরি অনিচ্ছা থাকিলেও সেই অতৃপ্তদৃষ্টি কুমারগণের সাক্ষাতেই স্বধামে গমন করিলেন। অনন্তর প্রচেতাগণ সাগর হইতে বাহির হইয়া দেখিলেন, রাজ্য অরাজক হওয়াতে বৃক্ষসমূহ স্বর্গপর্য্যন্ত অবরোধ করিয়া বর্দ্ধিত হইয়াছে। ইহা দেখিয়া সেই কুমারেরা প্রলয়কালিন্ অগ্নির ন্যায় ক্রোধহেতু মুখ হইতে অগ্নি প্রকাশ করিয়া দগ্ধকরতঃ পৃথিবীকে বৃক্ষশূন্যা করিলেন। বৃক্ষগণ ভস্মসাৎ হইতেছে জানিয়া, ভগবান ব্রহ্মা কুমারগণকে সান্ত্বনা করিলেন। অবশিষ্ট বৃক্ষগণ যাহারা ছিল, তাহারা ভীত হইয়া সেই প্রম্লোচানন্দিনীকে কুমারগণের হস্তে ব্রহ্মার আদেশে সমর্পণ করিল। অনন্তর ব্রহ্মার আদেশে সেই কুমারেরা মারিষা-নাম্নি অগ্ন্যা কন্যাকেও বিবাহ করিলেন। সেই কন্যার গর্ভে ব্রহ্মপুত্র দক্ষ, মহেশ্বরের অবজ্ঞাহেতু এই জন্মে ক্ষত্রিয় হইয়া জন্মগ্রহণ করিলেন। কালচক্রে চাক্ষুষ মন্বন্তর উপস্থিত হইলে, যে দক্ষ সমস্ত প্রজাসৃষ্টি করিয়াছিলেন এবং যিনি আপন তেজঃ সকল তেজস্বীর তেজঃ আচ্ছন্ন করিয়া কর্ম্মসকলে দক্ষতা দেখাইয়াছিলেন বলিয়া দক্ষ নাম পাইয়াছিলেন; যিনি ব্রহ্মার আদেশে প্রজাসৃষ্টি ও রক্ষাহেতু ভৃগু প্রভৃতি প্রজাপতিগণকে সৃষ্টিকর্ম্মে অভিভব করিয়াছিলেন; সেই দক্ষই এক্ষণে প্রচেতাগণের পুত্ররূপে জন্মাইলেন।৪।৩০।৪১।৪২।৪৩।৪৪।৪৫।৪৬।৪৭।৪৮।

ইতি শ্রীভাগবতে চতুর্থস্কন্ধে ত্রিংশাধ্যায়ে উপেন্দ্রকৃতানুবাদ সমাপ্ত।

ব্যাখ্যা। এই অধ্যায়ে গৃহী হইয়া কি উপায়ে ঈশ্বরের সান্নিধ্য জীবে লাভ করে, সেই উপদেশার্হ প্রসঙ্গই ক্রমে ক্রমে শ্রীব্যাসদেব প্রকাশ করিলেন। বিশেষতঃ বলা হইল যে, সমদর্শন লাভ করাই প্রধান কথা, তাহা কেবল ঈশ্বরে নিষ্ঠাহেতু জীবের লাভ হয়। পরে দক্ষাদির পরজন্ম কথা উপাখ্যানচাতুর্য্যনিমিত্ত বুঝিতে হইবে।

ইতি শ্রীভাগবতে চতুর্থস্কন্ধে ত্রিংশাধ্যায়ে উপেন্দ্রকৃতাধ্যাত্মব্যাখ্যা সমাপ্ত।

অথ একত্রিংশতি অধ্যায়।

পূর্ব্ববিবরণ সমাপ্ত করিয়া শ্রীমৈত্রেয় মহামতি বিদুরকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন:— সেই প্রচেতাগণ ভগবান অধোক্ষজের উপদেশ শ্রবণমাত্রেই ত্বরায় বিজ্ঞানবুদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন। (বিষয় ভোগ করিতে করিতে) যখন তাঁহাদের ঈশ্বরের আদেশ স্মরণ হইল, সেই সময় তাঁহারা আপন কুমারকে পত্নী ও রাজ্য সমর্পণ করিয়া, প্রব্রজ্যা অবলম্বন করিলেন। (ঈশ্বরের আদেশ বলিতে:—ইতিপূর্ব্বে ভগবান বলিয়াছিলেন যে, অন্তে নিষ্কাম ধর্ম্ম আচরণ করিলে বৈকুণ্ঠে স্থান পাইবে) ৪।৩১।১। অনন্তর যে ব্রহ্মবিচারে সকল প্রাণীকে সমভাবে দেখা যায়, সেই আত্মবিচারদ্বারা যে স্থানে ভগবান্ জাজলি ঋষি সিদ্ধি পাইয়াছিলেন, সমুদ্রের সেই পূর্ব্বতীরে প্রচেতাগণ গমন করিয়া, ব্রহ্মবিচার নামক যজ্ঞে দীক্ষিত হইলেন। যখন তাঁহারা:—প্রাণ, মন, বাক্য, দৃষ্টি ও আসনাদি জয় করিয়া প্রশান্তমূর্ত্তি ধারণ করতঃ বিশুদ্ধ ব্রহ্মেতে আপনাদের আত্মা স্থির করিলেন, সেই সময়ে সর্ব্বপূজিত ভগবান নারদকে তাঁহারা দেখিতে পাইলেন।৪।৩১।২।৩। অনন্তর তাঁহারা সমাগত নারদকে দেখিয়া উত্থান ও প্রণামাদি

পূর্ব্বক অভিবাদনাদি করিলেন। পরে যথাবিধি পূজা করিয়া সুখাসনে উপবেশন করাইয়া, সকলে কহিলেন :–হে দেবর্ষে! আমরা বহু ভাগ্যবলে আপনার সাক্ষাৎ লাভ করিয়াছি, আপনার সমস্ত কুশলতো! দিবাকর যেমন জীবগণকে অভয় দিবার জন্য ব্রহ্মাণ্ডে ভ্রমণ করেন, হে ব্রহ্মন্! আপনার ভ্রমণও তদ্রূপ হইতেছে। হে ঋষে! ইতিপূর্ব্বে ভগবান মহেশ্বর এবং স্বয়ং বিষ্ণু আমাদের যে সকল উপদেশ দিয়াছিলেন, তাহা আমরা সংসারে থাকিয়া বিস্মৃত হইয়াছি। হে প্রভো! এক্ষণে আমাদের প্রতি দয়া করিয়া, সেই অধ্যাত্মবিষয়ক তত্ত্বজ্ঞান প্রকাশ করুন। আমরা যেন ত্বরায় তৎসাহায্যে দুস্তর ভবসাগর উত্তীর্ণ হইতে পারি।৪।৩১।৪।৫। শ্রীমৈত্রেয় কহিলেন :—হে বিদুর! সেই ভগবান্ নারদ মুনি প্রচেতাগণ কর্ত্তৃক পূর্ব্বোক্ত প্রকারে জিজ্ঞাসিত হইয়া, উত্তমঃশ্লোক ঈশ্বরে মনোনিবেশপূর্ব্বক সেই নৃপতিগণকে কহিলেন :—মানব যে জন্মে বিশ্বাত্মা হরিকে সেবা করেন, তাহাই প্রকৃত জন্ম; যে কর্ম্মে তাঁহাকে পূজা করা হয়, তাহাই প্রকৃত কর্ম্ম; যে আয়ুঃতে তাঁহাকে সাধন করা হয়, তাহাই প্রকৃত আয়ুঃ এবং যেমন ও বাক্যে সেই ভগবানের ভজনমনন করা হয়, তাহাই প্রকৃত মনোবাণী হইতেছে। হে নৃপগণ! যে মানব হরিসেবা না করে, তাহার কি শুক্রশোণিতজাত জন্ম, কি উপনয়নসংস্কারাত্মক্ জন্ম, কি দীক্ষাদিজনিত জন্ম, সকলই বৃথা। হরিপরায়ণ না হইলে, বেদোক্ত আচরণ করিলে, কিম্বা দেবতাদের ন্যায় অমর হইলেও, কোন উপকারের সম্ভাবনা থাকিতে পারে না। যে মানব হরিপরায়ণ না হয়; তাহার বেদাধ্যায়ন ও অধ্যাপন বৃথা; তপস্যা বৃথা; সূক্ষ্মবিচার বৃথা। এমন কি! হরিসেবা ব্যতীত জীবের কি নিপুণা বুদ্ধি; কি ইন্দ্রিয়পটুতা; কি ভৌতিক্ বল; সমস্তই বৃথা হয়। হে নৃপগণ! অধিক কি বলিব! যে সাধনের উদ্দেশ্যে মুক্তিদাতা ভগবান আরাধিত না হয়েন; এমন সন্ন্যাস ও বেদাধ্যয়নেই বা কি প্রয়োজন! এতদ্ভিন্ন যে কোন ব্রতাদিই হউক না কেন; হরিসেবা ব্যতীত সমস্তই নষ্ট হইয়া থাকে। ৪। ৩১। ৬। ৭। ৮। ৯। ১০। হে রাজাগণ! যতগুলি শ্রেষ্ঠ ফলদাতা কর্ম্ম এ সংসারে প্রচলতি আছে; সকল ফলের সার ও মুক্তিপ্রদ প্রধান ফলই একমাত্র হরিরূপী আত্মা হইতেছেন। অতএব সেই হরিই সকল প্রাণীর প্রিয় ও মুক্তিদাতা হইতেছেন। যেমন বৃক্ষের মূলে জল সেচন করিলে তাহার স্কন্ধ, শাখা ও উপশাখা তৃপ্ত হয়; যেমন একা প্রাণ তৃপ্ত হইলে সকল ইন্দ্রিয় তৃপ্ত হয়; সেইরূপ একমাত্র অচ্যুতকে পূজা করিলেই সকল দেবতার সম্মান রক্ষা করা হয়। যেমন সূর্য্য হইতে বিবিধ বারি বিবিধ স্থানে পতিত হয়, আবার কালক্রমে সেই সূর্য্যেই প্রবেশ করে। যেমন সমস্ত ভূতই অন্তে ভূমিত্বে পরিণত হয়; তদ্রূপ সমস্ত স্থাবর ও জঙ্গম নামক সর্ব্বচেতন এবং অচেতনাত্মক গুণপ্রবাহ সেই হরি হইতে প্রকাশ হইয়াছে এবং অন্তে তাঁহাতেই লীন হইবে। হে ভূপতিগণ! যেমন মেঘ, অন্ধকার ও আলোক সমস্তই আকাশে প্রকাশ হইয়া আকাশেই লয় পায়; তদ্রূপ সত্ত্ব, রজঃ ও তমোগুণাদির প্রবাহশক্তি সেই পরব্রহ্ম হইতে প্রকাশ হইয়া, অন্তে আবার তাঁহাতেই লীন হয়। হে ভূপতিগণ! এই সকল প্রমাণে সেই ভগবানই সকল দেহীর একমাত্র আত্মা হইতেছেন। সংসারের পক্ষে কাল অর্থাৎ নিমিত্তকারণ, প্রধান অর্থাৎ উপাদান কারণ, পুরুষ অর্থাৎ আত্মারূপে সাক্ষী স্বরূপ তিনিই হইতেছেন। তিনিই আপনার তেজেঃ সমস্ত গুণপ্রবাহ ধ্বংশ করেন; অতএব সেই ঈশ্বরকে আপনারা একমাত্র আত্মারূপে ভজনা করুন। হে ভূপতিগণ! সকল প্রাণীতে দয়া করিলে, উপস্থিত যাহা কিছু লাভে সন্তুষ্ট হইলে, সকল ইন্দ্রিয় দমন করিলে, ভগবান জনার্দ্দন আশু তুষ্ট হয়েন। অধিক কি বলিব! যদি সাধুগণ সকল কামনা ত্যাগ করিয়া, পরিশুদ্ধ হৃদয়ে নিরন্তর সেই হরিকে ভাবনা করেন; তাহা হইলে ভগবান সেই ভক্তের বশবর্ত্তী হইয়া, তাহার হৃদয়স্থলে অচল আকাশের ন্যায় বিস্তৃত অচলভাবে প্রকাশ থাকেন। হে নৃপসমূহ! যাহারা ধনে, বিদ্যায়, কুলে ও অজ্ঞান এবং অহঙ্কারে উন্মত্ত হইয়া হরিপ্রিয় ও ভগবৎসেবক অকিঞ্চন ভক্তগণকে তিরস্কার করে, ভগবান সেই কুমতিগণের পূজাও গ্রহণ করেন না। (এস্থলে কুপুত্রের সংশোধন হেতু পিতা যেমন তাহাকে

কিছু বিমুখীভাব দেখান; তদ্রূপ ঈশ্বর কুমতিকে অনুগ্রহ করেন না, বলা হইল। ইহা পক্ষপাত নহে।) হে নরেন্দ্রগণ! সেই দয়াল হরির কথা কি বলিব!! লক্ষ্মী যাঁহার অনুচরী, মহামহা নরপতিগণ ও স্বর্গাধিপতি দেবতাগণ যাঁহার সেবাতে তৎপর, তিনি স্বয়ং অভাবশূন্য হইয়াও কেবল দরিদ্র ভক্তজনের এত অনুরক্ত যে, লক্ষ্মীপ্রভৃতিকে গ্রাহ্য না করিয়া ভক্তের অভাবকে পূর্ণ করিয়া থাকেন; অতএব এমন (দীনবন্ধুকে) কোন্ কৃতজ্ঞপুরুষ ত্যাগ করিতে পারে!! (তজ্জন্য হে প্রচেতাগণ! আপনারা একমাত্র হরিকে ভজনা করুন।)। ৪। ৩১। ১১। ১২। ১৩। ১৪। ১৫। ১৬। ১৭। ১৮। ১৯। পূর্ব্বকথা সমাপ্ত করিয়া শ্রীমৈত্রেয় কহিলেন:—হে বিদুর! সেই স্বয়ম্ভুনন্দন নারদ, প্রচেতাগণকে এই সকল ও অপরাপর ভগবৎকথা শ্রবণ করাইয়া ব্রহ্মলোকে গমন করিলেন। অনন্তর সেই প্রচেতাগণও ভগবান হরির সংসারকলুষহারী যশোকীর্ত্তন শ্রবণ করিয়া, সকলে তাঁহার পাদপদ্ম ধ্যান করিতে করিতে বৈকুণ্ঠে গমন করিলেন। এই প্রচেতা ও নারদ সহবাসে হরিকীর্ত্তন আমি তোমাকে বলিলাম। ৪। ৩১। ২০। ২১। মহারাজ পরীক্ষিৎকে শ্রীশুকগোস্বামী এতক্ষণ এই সমস্ত সংবাদ শ্রবণ করাইয়া এক্ষণে কহিলেন:—হে মহারাজ! মনুনন্দন উত্তানপাদের পবিত্র বংশের কীর্ত্তন এই স্থানে আমি সমাপ্ত করিলাম। এক্ষণে তাঁহার পুত্র প্রিয়ব্রতের বংশকথা বলিব, আপনি শ্রবণ করুন। সেই মহারাজ প্রিয়ব্রত মহামতি নারদের মুখে অধ্যাত্মবিদ্যা শিক্ষা করিয়াও এই রাজ্যসম্পদ ভোগ করতঃ শেষে আপন পুত্রগণকে সমস্ত রাজ্য বিভাগ করিয়া দিয়া, অন্তে ভগবান ঈশ্বরে মিলিত হইয়াছিলেন। হে মহারাজ পরীক্ষিৎ! মহামতি বিদুর মৈত্রেয়দেবমুখে এই সকল ভক্ত ও ভগবৎকথা শ্রবণ করিয়া, একেবারে প্রেমে উন্মত্ত হইলেন। অনন্তর প্রেমাশ্রু বিসর্জ্জন করিতে করিতে মুনিবর মৈত্রেয়ের যুগলচরণ মস্তকে ধারণ করিয়া, ভগবান হরির চরণকমলকে হৃদয়ে ধারণ করিলেন। এই ভাবে আনন্দিত হইয়া তিনি মৈত্রেয়দেবকে কহিলেন:—হে মহাযোগিন্! হে পিতঃ! আপনি দয়াময়, আপনি দয়া করিয়া যে স্থানে দরিদ্রের সর্ব্বস্ব হরি আছেন, সেই সংসার অন্ধকারের পার আমাকে দেখাইয়া দিলেন। এই কথা বলিয়া ঋষিকে প্রণাম ও সম্ভাষণপূর্ব্বক মহামতি বিদুর আপনার জ্ঞাতিগণকে দেখিবার জন্য সকল কামনাশূন্য হইয়া হস্তিনাপুরে গমন করিলেন। হে মহারাজ পরীক্ষিৎ! এই মৈত্রেয় ও বিদুরসংবাদসহ হরিপরায়ণ প্রচেতাগণের চরিত্র যিনি শ্রবণ করেন, তাঁহার আয়ুঃ ও যশঃ বৃদ্ধি হয়, তাঁহার কল্যাণ ও ভগবদ্গতি লাভ হইয়া থাকে। ৪। ৩১। ২২। ২৩। ২৪। ২৫।

ইতি শ্রীভাগবতে চতুর্থস্কন্ধে একত্রিংশাধ্যায়ে কুমারনগরবাসী ক্ষত্রিয় বিশ্বামিত্র গোত্রজ চণ্ডীচরণাত্মজ কালিদাসাত্মজোমেশচন্দ্রাত্মজোপেন্দ্রকৃতানুবাদ সমাপ্ত।

ব্যাখ্যা। এই অধ্যায়ের তাৎপর্য্য অতি বিবদ থাকায় ব্যাখ্যা উপযুক্ত ভাবিলাম না। তবে এই স্কন্ধের তাৎপর্য্য কিঞ্চিৎ বলা হইতেছে। প্রথম ও দ্বিতীয় স্কন্ধে এই শ্রীভাগবতের উদ্দেশ্যাদি প্রকাশ করিয়া শ্রীশুক বলিয়াছেন যে:—তৃতীয়াদি দশটী অবশিষ্ট স্কন্ধে সর্গবিসর্গাদি দশটী লক্ষণ প্রকাশ করা যাইবে। এই চতুর্থ স্কন্ধে সেই নিয়মানুসারে বিসর্গলক্ষণ প্রকাশ হইল। বিসর্গ বলিতে বিশেষ সৃষ্টি অর্থাৎ প্রকৃত পুরুষ সহবাসে সংসারের সৃষ্টি। এই চতুর্থে সংসারীর চারিটি উপায়:—অর্থাৎ ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ কি উপায়ে লাভ হয়, তাহাই বর্ণিত হইল বলিয়া, ইহার নাম চতুর্থ হইয়াছে। সতীর চরিত্রে ধর্ম্ম প্রকাশ করা হইয়াছে। ধ্রুব চরিত্রে অর্থ (ভোগ ও সাধনোপায়) প্রকাশ করা হইয়াছে। পুরঞ্জনচরিত্রে কামভোগ প্রকাশ করা হইয়াছে। শেষে প্রচেতাগণের চরিত্রে মোক্ষ প্রকাশ করা হইল। এই চারি অর্থসাধন সমাপ্ত করিয়া এই স্কন্ধ সমাপ্ত হইল।

ইতি শ্রীভাগবতে চতুর্থস্কন্ধে একত্রিংশাধ্যায়ে উপেন্দ্রকৃতাধ্যাত্মব্যাখ্যা সমাপ্ত।

ইতি চতুর্থস্কন্ধ সমাপ্ত।